বসুমতী শাস্ত্রপ্রচার-গ্রন্থমালা—

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

মহর্ষি-বাল্মীকি-প্রণীতম্

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীসর্ব্বজ্ঞসরস্বতী-প্রশিষ্য-

শ্রীমদানন্দবোধেন্দ্রভিক্ষুবিরচিতয়া

বাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশাখ্যয়া টীকয়া যুতম্।

১৩০২ সাল।

শ্রীসতীশচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতম্।

উপেন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়েন প্রতিষ্ঠিত-

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীসতীশচন্দ্রমুখোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা রাজধান্যাং

১৬৬ সংখ্যক বহুবাজারষ্ট্রীটস্থ-ভবনে বসুম

বৈদ্যুতিক রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ।

নৈষ্কর্ম্ম্যাৎ কল্পনাত্যাগাৎ তনুঃ পততি দেহিনঃ।
কথমেতদতো ব্রহ্মন্ সম্ভবত্যাশু জীবতঃ॥ ১॥

শিবমভয়মনন্তসৌখ্যসিন্ধুং হৃদিনিহিতং হিতমস্তমোহজালম্।
জগদুদয়লয়ক্ষয়প্রবীণং নিরুপমবোধঘনাত্মদেবমীড়ে॥
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নিঃসঙ্কল্পবিকল্পনাঃ।
যথা জীবন্তি চেষ্টন্তে মুক্তা যুক্তিস্তথোচ্যতে॥

পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীরামসমাধিপ্রদর্শনব্যাজেনোত্তমাধিকারি, শ্রবণাবৃত্তিপরিপাকাদেব সাক্ষাৎকারজ্ঞানোদয়েন পরমপদে সকৃদ্ বিশ্রান্তির্ভবতীতি দর্শিতম্। কস্য দবাং পুনর্ব্যুত্থানেঽপি যথা অবিরতং তত্রৈব বিশ্রান্তিরনায়াসেন সিধ্যতি তথোত্তরোত্তরভূমিকারোপণায়োত্তরার্দ্ধমিদমারভ্যতে। তত্রাদৌ রামঃ 'অহং মমেতি সংবিদন্নদুঃখতো বিমুচ্যতে। অসংবিদন্ বিমুচ্যেত যদীপ্সিতং তদা চর' ইত্যন্তে যদুক্তং তত্র সর্ব্বকল্পনাত্যাগে কল্পনাধীনদেহধারণাদি-ব্যবহারাসিদ্ধিং শঙ্কতে—নৈষ্কর্ম্ম্যাদিতি। দেহপ্রাণাদিষ্বহংতাদিকল্পনাত্যাগাদ্ধেতোর্নৈষ্কর্ম্ম্যাৎ সর্ব্বক্রিয়োপরমাদ্দেহধারকপ্রাণাদিচেষ্টোপরমে দেহিনস্তনুরাশু পততি অত এতদুক্তং তস্য জীবতো ব্যবহারাদি কথং সম্ভবতীত্যর্থঃ॥ ১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

জীবতঃ কল্পনাত্যাগো যুজ্যতে ন ত্বজীবতঃ।
রূপমস্য যথাতত্ত্বং শৃণু শ্রবণভূষণম্ ॥ ২ ॥
অহন্তাবনমেবাহুঃ কল্পনং কল্পনাবিদঃ।
নভোঽর্থভাবনং তস্য সঙ্কল্পত্যাগ উচ্যতে ॥ ৩ ॥
পদার্থরসমেবাহুঃ কল্পনং কল্পনাবিদঃ।
নভোঽর্থভাবনং তস্য সঙ্কল্পত্যাগ উচ্যতে ॥ ৪ ॥
ইদং বস্ত্বিতি সংবেগমাহুঃ কল্পনমুত্তমাঃ।
নভোঽর্থভাবনং তস্য সঙ্কল্পত্যাগ উচ্যতে ॥ ৫ ॥
স্মরণং বিদ্ধি সঙ্কল্পং শিবমস্মরণং বিদুঃ।
তচ্চ প্রাগনুভূতঞ্চ নানুভূতঞ্চ ভাব্যতে ॥ ৬ ॥

ন কল্পনাধীনং জীবনং যেন তত্ত্যাগাৎ তনুপাতঃ স্যাৎ কিন্তু ভোজকপ্রারব্ধাধীনম্। কল্পনাত্যাগ এব প্রত্যুত জীবনাধীনজন্মেতি নোপজীবনং বাধত ইত্যবিরুদ্ধং, কিন্ত্বজীবনমেব বিরুধ্যত ইত্যাশয়েন ভগবান্ বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে—জীবত ইতি। অস্য কল্পনাত্যাগস্য স্বরূপং যথা জীবনবিরুদ্ধং ন ভবতি তথা ময়া যথাতত্ত্বং বর্ণ্যমানং শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অহংভাবনং দেহাদিপরিচ্ছেদাধ্যাসম্। নভঃ অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মাকাশস্তদ্রূপস্যার্থস্য স্বপারমার্থিকস্বভাবস্য ভাবনং প্রতিসন্ধানং পরিচ্ছেদাধ্যাসোচ্ছেদিত্বাৎ সঙ্কল্পত্যাগস্তৈরুচ্যতে ॥ ৩-৪ ॥

ইদং দেহাদি সর্ব্বং দৃশ্যং বস্তু পরমার্থসত্যমিতি সংবেগমভিমানম্। তস্য নভঃকার্য্যভূতচতুষ্টয়বিকারত্বাতত্ত্বতো নভোঽর্থ এবৈকঃ স্ফুরতীত্যর্থস্য ভাবন পর্য্যালোচনম্। ইদং দ্বয়মপি ভ্রান্ত্যানুভববিরুদ্ধত্বেঽপি ন জীবনবিরুদ্ধম্। জীবত এব ভ্রান্তিনিবৃত্তিদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

এবং স্মরণাত্মকাধ্যাসবিরোধিনস্তন্নিরোধস্যাপি ন জীবনবিরোধিতেত্যাশয়েনাহ—স্মরণমিতি। ভূতবিষয়মনুভূতম্। ভাবিবিষয়মননুভূতম্। স্মরণগ্রহণ পরোক্ষবৃত্তিমাত্রোপলক্ষণম্ ॥ ৬ ॥

অনুভূতাং নানুভূতাং স্মৃতিং বিস্মৃত্য কাষ্ঠবৎ।
সর্ব্বমেবাশু বিস্মৃত্য গূঢ়স্তিষ্ঠ মহামতে ॥ ৭ ॥
সর্ব্বাস্মরণমাত্রাত্মা তিষ্ঠায়াতেষু কর্ম্মসু।
অর্দ্ধসুপ্তশিশুস্পন্দ ইবাভ্যস্তোপপত্তিষু ॥ ৮ ॥
নিঃসঙ্কল্পপ্রবাহেণ চক্রং প্রস্পন্দতে যথা।
স্পন্দস্ব কর্ম্মস্বনঘ প্রাক্‌সংস্কারবশাৎ তথা ॥ ৯ ॥
অবিদ্যমানচিত্তস্ত্বং সত্ত্বসংস্কারমাগতঃ।
প্রবাহপতিতেষ্বেব স্পন্দস্ব স্বেষু কর্ম্মসু ॥ ১০ ॥
ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
অসঙ্কল্পঃ পরং শ্রেয়ঃ স কিমন্তর্ন ভাব্যতে ॥ ১১ ॥
অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং যদয়ং সর্ব্বদুঃখহা।
চিন্তামণির্বিচারাখ্যো হৃৎস্থোঽপি ত্যজ্যতে জনৈঃ ॥ ১২ ॥

স্মৃতিং স্মরণং সর্ব্বমনুমিত্যাদিবৃত্ত্যন্তরঞ্চ বিস্মৃত্য। অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মাকার-নিলীনঃ কাষ্ঠবদ্দৃঢ়ো নিশ্চলশ্চ তিষ্ঠ চিরং জীব। তথাচ ব্রহ্মাত্মভাবেন চিত্তবৃত্তি-নিরোধো যোগিনামায়ুর্ব্বৃদ্ধ্যা প্রত্যুত জীবনহেতুরেবেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

ব্যবহারকালে তু স্মৃতিমাত্রনিরোধঃ কার্য্য ইত্যাহ—সর্ব্বেতি। দৃঢ়াভ্যস্ত-ব্যবহারে ন পূর্ব্বাপরস্মৃতিপ্রযত্নাদ্যপেক্ষাস্তীত্যাশয়েনাহ—অর্দ্ধেত্যাদিনা। অভ্য-স্তোপপত্তিষু পূর্ব্বাভ্যাসমাত্রেণোপপদ্যমানেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বিনাপ্রয়োজনোদ্দেশং পূর্ব্বসংস্কারমাত্রেণ কৃতকার্য্যং কুলালচক্রং যথা যাবদ্-বেগক্ষয়ং প্রস্পন্দতে ভ্রমতি তথেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সত্ত্বং নির্ব্বাসনং মনস্তদীয়ং সংস্কারবেগমাগতোঽনুগতঃ সন্ রাগাদিদোষক্ষয়ান্নো-চ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তিপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ—প্রবাহেতি ॥ ১০ ॥

এবং প্রশ্নং সমাধায় বহুকৃত্বোঽপি পথ্যং বদিতব্যমিতি ন্যায়েন প্রাগুক্ত-মেব সঙ্কল্পত্যাগাদি শ্রেয়ঃসাধনমিত্যুদ্‌ঘোষয়ন্ পুনঃ পুনরাহ—ঊর্দ্ধবাহুরি-ত্যাদিনা ॥ ১১-১২ ॥

অবেদনমসঙ্কল্পস্তন্ময়েনৈব ভূয়তাম্।
এতাবৎ পরমং শ্রেয়ঃ স্বয়মেবানুভূয়তাম্ ॥ ১৩ ॥
কিল তূষ্ণীং স্থিতেনৈব তৎপদং প্রাপ্যতে পরম্।
পরমং যত্র সাম্রাজ্যমপি রাম তৃণায়তে ॥ ১৪ ॥
গম্যদেশৈকনিষ্ঠস্য যথা পান্থস্য পাদয়োঃ।
স্পন্দো বিগতসঙ্কল্পস্তথা স্পন্দস্ব কর্ম্মসু ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বকর্ম্মফলাভোগমলং বিস্মৃত্য সুপ্তবৎ।
প্রবাহপতিতে কার্য্যে স্পন্দস্ব গতবেদনম্ ॥ ১৬ ॥
স্পন্দস্বাকৃতসঙ্কল্পং সুখদুঃখান্যভাবয়ন্।
প্রবাহপতিতে কার্য্যে চেষ্টিতোন্মুক্তশষ্পবৎ ॥ ১৭ ॥
রসভাবনমস্তুস্তে মাহলং ভবতু কর্ম্মসু।
দারুযন্ত্রময়স্যেব পরার্থমিব কুর্ব্বতঃ ॥ ১৮ ॥
নীরসা এব তে সন্তু সমস্তেন্দ্রিয়সংবিদঃ।
আকারমাত্রসংলক্ষ্যা হেমন্তর্ত্তৌ লতা ইব ॥ ১৯ ॥
বোধার্কপীতরসয়া স্পন্দন্ ষড়্বর্গসত্তয়া।
যন্ত্রস্পন্দোপমস্তিষ্ঠ বল্ল্যেব শিশিরে দ্রুমঃ ॥ ২০ ॥

অবেদনং দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্তমাত্মতত্ত্বং তদেব মুখ্যোঽসঙ্কল্পঃ ॥ ১৩ ॥

তূষ্ণীং সঙ্কল্পচেষ্টাং বিনা ॥ ১৪ ॥

প্রাক্তনসঙ্কল্পপ্রযুক্তক্রিয়াবেগবশাদেব যাবত্তৎক্ষয়ং ব্যবহারসিদ্ধৌ প্রাগুক্তং দৃষ্টান্তান্তরং পুনরাহ—গম্যেতি ॥ ১৫ ॥

অবেদনমসঙ্কল্প ইতি যদুক্তং তদ্ব্যবহারকালেঽপ্যুপপাদয়তি—সর্ব্বেতি ॥ ১৬ ॥

যথা স্বতশ্চেষ্টিতোন্মুক্তং শষ্পং বালতৃণং বায্বাদিপ্রবাহপতিতে তৃণান্তর-সংযোগবিয়োগাদিকার্য্যে স্পন্দতে তদ্বৎ ॥ ১৭ ॥

যথা পরেষাং কৌতুকার্থং নৃত্যাদি কুর্ব্বত ইব স্থিতস্য দারুপুত্রিকাযন্ত্রস্য নটবচ্ছৃঙ্গারাদিরসভাবনং নাস্তি তদ্বৎ তবাপি কুর্ব্বতো বিষয়সুখে মূর্খস্যেব রসভাবনং কৌতুকবুদ্ধির্মাভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

ষড়্বর্গঃ পঞ্চকোশসংবলিতচিদাভাসঃ। সমনস্কঃ প্রাণবর্গো জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গ

চিদান্তররসান্যেব প্রবৃত্তান্যপি ধারয় ।
স্বযত্নেনেন্দ্রিয়াণ্যাশু হেমন্তর্ত্তুস্তরূনিব ॥ ২১ ॥
সরসেন্দ্রিয়বৃত্তেস্তে কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতস্তথা ।
সংসারানর্থসার্থোঽয়ং ন কদাচন শাম্যতি ॥ ২২ ॥
নিঃসঙ্কল্পমরুজ্জ্বালা-যন্ত্রাম্বুস্পন্দবদ্‌যদি ।
স্পন্দসে তদনন্তায় শ্রেয়সে পরিকল্পসে ॥ ২৩ ॥
এতদেব পরং ধৈর্য্যং জন্মজ্বরনিবারণম্ ।
যদবাসনমভ্যস্তা নিজকর্ম্মসু কর্ত্তৃতা ॥ ২৪ ॥
অবাসনমসঙ্কল্পং যথাপ্রাপ্তানুবৃত্তিমান্ ।
শনৈশ্চক্রভ্রমাভোগ ইব স্পন্দস্ব কর্ম্মসু ॥ ২৫ ॥
মা কর্ম্মফলবুদ্ধির্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ।
উভয়ং বা ত্যজৈতৎ ত্বমুভয়ং বা সমাশ্রয় ॥ ২৬ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাদিদমুচ্যতে ।
সঙ্কল্পনং মনোবন্ধস্তদভাবো বিমুক্ততা ॥ ২৭ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গো জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতান্তঃকরণচতুষ্টয়ম্ । ষাট্‌কৌশিকং শরীরং চেতি ষট্ ষড়্‌বর্গাস্তেষাং সন্তয়া । বল্ল্যা বেষ্টিতঃ শিশিরে দ্রুম ইব নীরসঃ ॥ ২০ ॥

নন্বু নীরসস্য ষড়্‌বর্গস্য কথং জীবনং তত্রাহ—চিদিতি । অনাবরণভূমানন্দরূপা চিদেবান্তরো জীবনপুষ্ট্যাদিহেতূ রসো যেষাং তানি প্রবৃত্তানি স্বভাবাদ্বাহ্যরসাস্বাদে প্রবৃত্তান্যপি স্বযত্নেন নিবার্য্য চিদান্তররসান্যেব কৃত্বা ধারয়েত্যর্থঃ । ইন্দ্রিয়গ্রহণং ষড়্‌বর্গোপলক্ষণম্ । যথা হেমন্তর্ত্তুস্তরূন্ বাহ্যজলাভাবেঽপ্যান্তরেণৈব রসেন জীবয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইন্দ্রিয়বৃত্তীনামনিবারণে সরসত্বে চ কিং স্যাত্তত্রাহ—সরসেতি ॥ ২২ ॥

নিঃসঙ্কল্পমেব মরুতো জ্বালায়া যন্ত্রস্যাম্বুনশ্চ যথা স্পন্দস্তথা যদি স্পন্দসে । পরিকল্পসে সমর্থঃ স্যাঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

চক্রে ভ্রমতীতি ভ্রম আভোগঃ সন্নিবেশ ইব শনৈরুত্তরোত্তরমুপশমশীলঃ স্পন্দস্ব ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মফলে আসক্তিবুদ্ধির্যস্য তথাবিধো মা ভূঃ । অকর্ম্মণি কর্ম্মত্যাগেঽপি

নেহ কার্য্যং ন বা কার্য্যমস্তি কিঞ্চিন্ন কুত্রচিৎ।
সর্ব্বং শিবমজং শান্তমনন্তং প্রাপ্যদাস্যতাম্ ॥ ২৮ ॥
পশ্যন্ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম ত্বমকর্ম্মণি চ কর্ম্মতাম্।
যথাভূতার্থচিদ্রূপঃ শান্তমাস্স্ব যথাসুখম্ ॥ ২৯ ॥
অবেদনং বিদুর্যোগং চিত্তক্ষয়মকৃত্রিমম্।
অত্যন্তং তন্ময়ো ভূত্বা তথা তিষ্ঠ যথাসি ভোঃ ॥ ৩০ ॥
সমে শান্তে শিবে সূক্ষ্মে দ্বৈতৈক্যপরিবর্জ্জিতে।
ততেঽনন্তে পরে শুদ্ধে কিং কেন কিল খিদ্যতে ॥ ৩১ ॥
নোদেতু ত্বয়ি সঙ্কল্পো মরুভূমাবিবাঙ্কুরঃ।
ইচ্ছা নোদেতু ভবতি লতিকেবোপলোদরে ॥ ৩২ ॥
অবেদনস্য শান্তস্য জীবতো বাপ্যজীবতঃ।
নেহ কিঞ্চিৎ কৃতেনার্থো নাকৃতেনাপি কশ্চন ॥ ৩৩ ॥
যৎ কর্ম্মাকর্ম্ম শান্তেঽন্তঃ শাশ্বতাভেদরূপিণি।
ন কর্ম্মণি চ কর্ম্মাণি ন কর্ত্তর্য্যপি কর্ত্তৃতা ॥ ৩৪ ॥

তৎফলাসক্তিলক্ষণঃ সঙ্গো মাস্তু। ফলাসঙ্গাভাবে কর্ম্মকরণে তৎত্যাগে চ ন বিশেষ ইত্যাশয়েনাহ—উভয়মিতি ॥ ২৬-২৭ ॥

অকার্য্যং ত্যাজ্যম্। প্রাগ্‌বদ্‌যথাস্থিতমেব আস্যতাং স্থীয়তাম্ ॥ ২৮ ॥

অকর্ম্মত্বং নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মতাম্। অকর্ম্মণি তাদৃশব্রহ্মভাবস্থিতৌ কর্ম্মতামবশ্য কর্ত্তব্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

অবেদনং প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩০ ॥

নিস্পন্দঃ তূষ্ণীমবস্থানমামবাতজড়ীকৃতসর্ব্বাঙ্গস্যেব খেদায়ৈবেতি শঙ্কা বারয়তি—সমে ইতি ॥ ৩১-৩২ ॥

কৃতেন অকৃতেন বা লৌকিকবৈদিককর্ম্মণা জীবত ঐহিকোঽজীব আমুষ্মিকোঽপ্যর্থঃ পুরুষার্থো নাস্তি ॥ ৩৩ ॥

কুতো নাস্তি তত্রাহ—যদিতি। যস্মাৎ কারণাৎ কর্ম্মাকর্ম্মোভয়বাধাবে তদুভয়াত্মভূতে চ শাশ্বতাভেদরূপিণি ত্বয়ি প্রাতিভাসিককর্ম্মাত্মনা * বিবর্ত্তমানেঽর্থ

---

* মূলস্থ-কর্ম্মণি ইত্যস্য অয়মর্থঃ।

অহং মমেতি সংবিদন্ ন দুঃখতো বিমুচ্যসে।
অসংবিদন্ বিমুচ্যসে যদীপ্সিতং তদাচর ॥ ৩৫ ॥
অহং মমেতি নাস্ত্যলং যদস্তি তচ্ছিবং পরম্।
পরাৎ পরন্ত্বিদং শিবাদশব্দমর্থরূপকম্ ॥ ৩৬ ॥
যদ্দৃশ্যতে জগদিদং খলু কিঞ্চিদেত-
দ্ব্যোম্নোঽঙ্গদত্বমিব ভাতি ন বিদ্যমানম্।
অস্য ক্ষয়ং বিদুরবেদনমেব পশ্চাৎ
সত্যং তদেব পরমার্থমথাবশিষ্টম্ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ইচ্ছাদিচিকিৎসাযোগোপদেশো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

বস্তুতঃ কর্ম্মতা * নাস্তি তাদৃশকর্ত্র্যাত্মনা বিবর্ত্তমানেঽপি কর্ত্তৃতা নাস্তি। যস্য কর্ম্মকর্ত্তৃতাদৌ সত্যতাবুদ্ধিস্তস্যৈব কর্ম্মফলমিতি শ্রদ্ধাদিবদধিকারিবিশেষণ-বিধায়কশাস্ত্রেণ বোধনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

অতএব দেহাদাবহং মমেতি সংবেদনবত এব বিধিনিষেধশাস্ত্রাধিকারাৎ কর্ম্মকৃতো বন্ধো নেতরস্যেতি প্রাগুক্তমিত্যাহ—অহং মমেতি ॥ ৩৫ ॥

পরাদ্ভূমানন্দাখ্যাচ্ছিবাৎ পরমন্যদিদং দৃশ্যমর্থরূপমিবার্থরূপকং প্রাতিভাসিকং জগদশব্দমনির্বচনীয়মবস্ত্বেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

এতদেব স্পষ্টমাহ—যদিতি। কিঞ্চিৎ ইত্থমীদৃশং চেতি নির্ব্বচনশব্দশূন্যম্। এতদ্বাধাধিষ্ঠানং তু অথ তদবোধবাধানন্তরং পশ্চাদবশিষ্টমবেদনং বেদনাবিষয়-মেবানুভবনিষ্ঠাঃ সত্যৈকরূপং পরমপুরুষার্থরূপং বিদুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

---

* ভাবপ্রধাননির্দ্দেশাৎ মূলস্থ-কর্ম্মণি ইত্যস্য অয়মর্থঃ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অদ্বৈতৈক্যং বিমননং শান্তমাত্মন্যবস্থিতম্।
যথা পঙ্কময়ং সৈন্যং তথা শিবময়ং জগৎ ॥ ১ ॥
মনোঽহঙ্কারবুদ্ধ্যাদি চিত্তমেব চ তন্ময়ম্।
কালাকারক্রিয়াশব্দ-শক্তিসন্দর্ভসংযুতম্ ॥ ২ ॥
শিবপঙ্কময়া এব রূপালোকমনঃক্রমাঃ।
তন্ময়ত্বাদনন্তত্বাদতঃ কিং কেন চেত্যতে ॥ ৩ ॥
মাতৃমেয়প্রমাণাদি দেশকালৌ দিগাদি চ।
ভাবাভাববিবর্ত্তাদি শিবপঙ্কময়াত্মকম্ ॥ ৪ ॥

নিরূপ্যতেঽত্র প্রথমং সর্ব্বং শিবময়ং জগৎ।
কর্ম্মবীজং তথাম্বিষ্য সমূলং বিনিবার্য্যতে ॥

'সর্ব্বং শিবময়ং শান্তমনন্তং প্রাগ্ বদাস্থতাম্' ইতি যদুক্তং তদত্র প্রথমমুপপাদয়িতুং প্রতিজানীতে—অদ্বৈতৈক্যমিতি। আত্মনি পারমার্থিকস্বভাবে তত্ত্বদৃষ্ট্যা অবস্থিতম্ ॥ ১ ॥

যদ্‌যদ্ধি চিদ্‌ভাস্যং তত্তচ্চিদ্বিবর্ত্তত্বাচ্চিন্ময়মিত্যন্তঃকরণচতুষ্টয়ে ক্রমেণ দর্শয়তি—মন ইতি। প্রথমং হি চিতশ্চেত্যোন্মুখত্বলক্ষণং মননং চিদ্‌ব্যাপ্তমেব ততস্তদভিমানাধ্যবসায়স্মরণকামসঙ্কল্পাদিবৃত্তয়স্তথৈব চিদ্‌ব্যাপ্তাঃ সর্ব্বানুভবসিদ্ধাঃ। তথা চিচ্চেত্যসংবন্ধলক্ষণঃ কালশ্চেত্যাকারস্তৎক্রিয়ানামসংস্থানসহিতং সর্ব্বমন্তঃকরণসংসরণং সাক্ষাৎসাক্ষিবেদ্যত্বাচ্ছিবময়মিতি বোদ্ধুং শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এবং বহিরিন্দ্রিয়তদ্ধারকবাহ্যদর্শনতদ্বিষয়েষ্বপি চিদ্‌ব্যাপ্তিপ্রযুক্তৈবাপরোক্ষপ্রথেতি তত্রাপি শিবময়ত্বমেব বিবেকিভির্দ্রষ্টুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—শিবেতি। রূপালোকগ্রহণং শব্দাদ্যালোচনানামপ্যুপলক্ষণম্। মনঃক্রমা বাহ্যসবিকল্পকহানোপাদানাদিবুদ্ধয়স্তদ্বিষয়াশ্চ। এবং শিবময়ত্বদর্শনে শিব এব সর্ব্বত্রিপুটীরূপেণ প্রথমে ন ততো বস্ত্বন্তরমস্তীত্যাহ—তন্ময়ত্বাদিতি ॥ ৩ ॥

তদেব বিশদয়তি—মাত্রিতি ॥ ৪ ॥

অহং মমেত্যতঃ সারান্মেতরৎ পরমেশ্বরাৎ।
অসংসক্তমতিস্তিষ্ঠ হা শিলোদরমৌনবৎ ॥ ৫ ॥

রাম উবাচ।

অহং মমেত্যসদ্রূপং জ্ঞস্যাভাবয়তঃ প্রভো।
অশুভং কর্ম্মণাং ত্যাগাদনুষ্ঠানাচ্চ কিং শুভম্ ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পৃচ্ছামি যদহং তত্ত্বং কথয়াশু মমানঘ।
যদি জানাসি তত্ত্বেন কর্ম্ম তাবৎ কিমুচ্যতে ॥ ৭ ॥
বিস্তারঃ কর্ম্মণঃ কীদৃঙ্ মূলং তস্য চ কিং ভবেৎ।
নাশনীয়ঞ্চ নিপুণং কথং কথয় নাশ্যতে ॥ ৮ ॥

সর্ব্ববিবর্ত্তানহং মমেতি দ্বৈরূপ্যেণৈব সংগৃহ্য তত্র চিদ্ব্যাপ্তত্বপর্য্যালোচনে তৎ-সারতন্মাত্রত্বপরিশেষাত্তত্র স্থিতিঃ সুলভেত্যাশয়েনাহ—অহমিতি। শিলোদরে যৎ প্রসিদ্ধং বাগাদি চেষ্টাশূন্যত্বলক্ষণং মৌনং তদ্বৎ। নামরূপকর্ম্মাত্মকে প্রপঞ্চে নামরূপয়োরপরোক্ষচিদ্ব্যাপ্ত্যৈব স্ফুরণাচ্ছিবময়ত্বং নির্ণীয় তত্র বাধেন তৎ-স্বরূপেঽবস্থানং সুকরম্ ॥ ৫ ॥

কর্ম্মণাং তু পুণ্যপাপলক্ষণানামনন্তকোটিজন্মসঞ্চিতানামপরোক্ষতয়া জ্ঞানা-দর্শনান্ন শিবময়ত্বদর্শনেন বাধসিদ্ধিরিতি তন্নিবারণে পরিশেষাদামরণং নিশ্চেষ্টা-বস্থানলক্ষণস্তত্ত্যাগ এবোপায়ঃ। ন হি জ্ঞানিনঃ কর্ম্মকরণেন কিঞ্চিৎফলমপেক্ষিতং ন বা নিত্যনৈমিত্তিকত্যাগে প্রত্যবায়প্রসক্তিরস্তি যেন তূষ্ণীমবস্থানং ন সিদ্ধ্যে-দিতি সম্ভাবনয়া রামঃ পৃচ্ছতি—অহমিতি ॥ ৬ ॥

সত্যমেব তব নৈষ্কর্ম্ম্যং সিদ্ধ্যেদ্ যদি মূলেন সহ তয়া তৎ ত্যক্তুং শক্যেত। মূলং তু তথা তব দুস্ত্যজমেবেতি দর্শয়িতুং বশিষ্ঠো রামেণ কর্ম্মণাং কিং মূলমিতি নিশ্চিত্যেত্থং পৃচ্ছ্যতে ইতি পরীক্ষার্থং রামং ত্বয়া কর্ম্মণঃ স্বরূপং তস্য ফলাত্মকো বিস্তারস্তন্মূলং তত্র নাশযোগ্যাংশস্তদুপায়শ্চ কীদৃশো নিশ্চিত ইতি পৃচ্ছতি—পৃচ্ছামীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৭-৮ ॥

রাম উবাচ।

যন্নাশনীয়ং নিপুণং তন্ন নশ্য বিনাশ্যতে।
মূলকাষেণ ভগবন্ ন শাখাদিবিকর্ত্তনৈঃ ॥ ৯ ॥
শুভাশুভং নাশনীয়ং স্বকর্ম্ম খলু ধীমতা।
মূলকাষবিনাশেন তচ্চ নষ্টং ভবত্যলম্ ॥ ১০ ॥
কর্ম্মবৃক্ষস্য বক্ষ্যামি ব্রহ্মন্ মূলানি মে শৃণু।
যন্নিকাষেণ নির্ম্মূলো ন স ভূয়ঃ প্ররোহতি ॥ ১১ ॥
দেহস্তাবদয়ং ব্রহ্মন্ কর্ম্মবৃক্ষঃ সমুত্থিতঃ।
রূঢ়ঃ সংসারবিপিনে বিচিত্রাঙ্গলতাঞ্চিতঃ ॥ ১২ ॥
কর্ম্ম বীজং তয়োরস্য সুখদুঃখফলাবলেঃ।
ক্ষণতারুণ্যকান্তস্য জরাকুসুমহাসিনঃ ॥ ১৩ ॥
মুহূর্ত্তং প্রতি কালোগ্র-মর্কটধ্বংসিতাকৃতেঃ।
নিদ্রাহেমন্তজঠর-লীন-স্বপ্নদলোদ্গতেঃ ॥ ১৪ ॥

মূলকাষেণ মূলোচ্ছেদেন ॥ ৯ ॥

তত্র স্বরূপং তন্নাশপ্রকারং চ রামঃ স্বাভিপ্রেতমাহ—শুভাশুভমিতি। পুণ্যাপাপরূপমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তৃতীয়প্রশ্নোত্তরমাহ—কর্ম্মবৃক্ষস্যেতি। তত্রাদৌ 'অথ কর্ম্মণামাত্মেত্যেতদেষামুক্থমতো হি কর্ম্মাণ্যুত্তিষ্ঠন্তি' ইতি শ্রুত্যা নিষ্কৃষ্য দর্শিতং মূলং প্রথমং দর্শয়তি—ব্রহ্মন্নিতি। যস্য নিকাষেণ। অনশনাদিনা মরণেনেতি যাবৎ ॥ ১১ ॥

ঐহিককর্ম্মমূলং দেহং প্রাক্তনকর্ম্মণো বিস্তারোঽপি ভবতীতি দ্বিতীয়প্রশ্নমপি তস্য কর্ম্মবৃক্ষতয়া বর্ণনেন সমাধত্তে—দেহস্তাবদিত্যাদিনা। বিচিত্রাভির্হস্তাঙ্গলক্ষণাভির্লতাভিঃ শাখাভিরঞ্চিতো বিরাজমানঃ ॥ ১২ ॥

তস্য প্রাক্তনং কর্ম্মবীজম্ ॥ ১৩ ॥

মুহূর্ত্তং প্রতি প্রতিমুহূর্ত্তং কালরূপেণোগ্রমর্কটেন হর্ষবিষাদ-রোগজরাদিবিকারচেষ্টাভির্ধ্বংসিতাকৃতের্নিদ্রালক্ষণে হেমন্তজঠরে লীনাঃ সঙ্কুচিতাঃ স্বপ্নলক্ষণা দলোদ্গতয়ঃ পর্ণনির্গমা যস্য ॥ ১৪ ॥

স্ববার্দ্ধকশরচ্ছান্ত-শীর্ণেহাপর্ণসন্ততেঃ ।
জগজ্জঙ্গলজাতস্য কলত্রোপতৃণাবলেঃ ॥ ১৫ ॥
পল্লবাবয়বা হস্তপাদপৃষ্ঠাদয়োঽরুণাঃ ।
পত্রাণি তনুবৃত্তানি সুরেখাণি চলানি চ ॥ ১৬ ॥
অরুণাঃ পবনালোলা মৃদ্ব্যো মসৃণমূর্ত্তয়ঃ ।
স্নায়ুস্থিদিগ্ধসরসা অঙ্গুল্যো বালপল্লবাঃ ॥ ১৭ ॥
মৃদ্ব্যো মসৃণতীক্ষ্ণাগ্রা বৃত্বা রূঢ়াঃ পুনঃপুনঃ ।
দ্বিতীয়েন্দুকলাকারাঃ কলিকা নখপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ১৮ ॥
কর্ম্মণঃ পরিফুল্লস্য দেহরূপতয়েতি হি ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মূলানি দুষ্টানি গ্রন্থিমন্তি চ ॥ ১৯ ॥
স্থিরাস্থিগ্রন্থিনদ্ধানি পঙ্কমগ্নাত্মকানি চ ।
বাসনারসপীতানি নিজরক্তরসানি চ ॥ ২০ ॥

স্বস্য বার্দ্ধকলক্ষণে শরদীব শরদি শিশিরান্তে শান্তা উপরতাঃ শীর্ণাশ্চ ঈহাশ্চেষ্টাস্তল্লক্ষণাঃ পর্ণসন্ততয়ো যস্য। কলত্রং ভার্য্যাদিপোষ্যবর্গস্তদ্রূপা উপ সমীপপ্ররূঢ়া তৃণাবলিঃ কক্ষো যস্য ॥ ১৫ ॥

হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ পৃষ্ঠানি মৃদূনি আদিপদাদোষ্ঠৌ কর্ণৌ জিহ্বেত্যাদয়স্তস্য অরুণাস্তাম্রবর্ণাঃ পল্লবরূপা অবয়বাঃ। অল্পারুণানি তু তনুবৃত্তানি সুরেখাণি চ হস্তপাদতলানি ঈষৎকঠোরত্বাৎ পত্রাণি ॥ ১৬ ॥

অস্তঃ স্নায়ুস্থিদিগ্ধত্বাৎ সরসা রম্যা অঙ্গুল্যস্তস্য পবনালোলা বাল-পল্লবাঃ ॥ ১৭ ॥

ছিন্না অপি পুনঃপুনা রূঢ়াঃ প্রাদুর্ভূতা নখপংক্তয়স্তস্য কলিকাঃ কোরকাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি দেহবৃক্ষরূপতয়া পরিফুল্লস্য প্ররূঢ়স্য প্রাক্তনকর্ম্মণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মূলানি। তেষু তরুমূলধর্ম্মান্ দর্শয়তি—দুষ্টানীতি। তেষু যানি সচ্ছিদ্রাণি তান্যাসঙ্গকামাদি-সর্পদুষ্টানি যান্যচ্ছিদ্রাণি তানি গ্রন্থিমন্তি ॥ ১৯।

তানি পুনর্যথাযোগং বিশিনষ্টি—স্থিরেতি। পঙ্কো নাড়ীষু পূর্ণোঽন্নরসস্তন্ম-গ্নাত্মকানি ॥ ২০ ॥

গুল্‌ফবন্তি দৃঢ়াঙ্গানি সুত্বঞ্চি মসৃণানি চ।
তেষামপি চ মূলানি বিদ্ধি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি হি ॥ ২১ ॥
সুদূরমপি জাতানি পঞ্চস্তম্বানি তানি তু।
বাসনাপঙ্কমগ্নানি রসবন্তি মহান্তি চ ॥ ২২ ॥
তেষাং মূলং বৃহৎস্তম্ভং মনোব্যাপ্তজগত্রয়ম্।
পঞ্চস্রোতঃশিরাকৃষ্ট-মুক্তানন্তরসদ্রবম্ ॥ ২৩ ॥
তস্য মূলং বিদুর্জীবং চেত্যোন্মুখচিদাত্মকম্।
চেত্যস্য চেতনং মূলং সর্ব্বমূলৈককারণম্ ॥ ২৪ ॥
চিতেস্তু ব্রহ্ম মূলং যৎ তস্য মূলং ন বিদ্যতে।
অনাখ্যত্বাদনন্তত্বাচ্ছুদ্ধত্বাৎ সত্যরূপিণঃ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামেবং বেদনং বীজমুত্তমম্।
স্বরূপং চেতয়িত্বান্তস্ততঃ স্পন্দঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

তত্র পাদেন্দ্রিয়াণি গুল্‌ফবন্তি। সুত্বঞ্চি শোভনত্বক্‌সংবৃতানি, অতএব মসৃণানি। তেষাং মূলান্তরাণ্যাহ—তেষামপীতি ॥ ২১ ॥

সুদূরস্থবিষয়ং প্রত্যপি জাতানি প্রাদুর্ভূতানি। দেহাদ্বহির্বিষয়দেশং গত্বাপি গ্রহীতুং সমর্থানীত্যর্থঃ। পঞ্চস্তম্বানি নেত্রগোলকাদিপঞ্চবিধস্থানাশ্রিতানি। কর্ম্মেন্দ্রিয়বদেব স্বস্ববিষয়বাসনাপঙ্কমগ্নানি। অতএব তত্র রসবন্তি। মহান্তি নিগ্রহীতুমশক্যানি ॥ ২২ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়স্রোতোরূপাভিঃ শিরাভিরন্তরাকৃষ্টা উপভোগোত্তরং মুক্তাশ্চ অনন্তা রূপাদিরসদ্রবা যেন ॥ ২৩ ॥

তস্য মনসোঽপি মূলং চেত্যোন্মুখী চিদাভাসভাবেন চেত্যপ্রবণা যা তেজোবন্ন প্রবিষ্টা চিত্তদাত্মকম্। তত্র চেত্যাংশস্য চেতনমবিদ্যাশবলা চিন্মূলম্ ॥ ২৪ ॥

চিতশ্চিদাভাসাংশস্য তু বিম্বভূতং ব্রহ্ম চৈতন্যমেব মূলম্ ॥ ২৫ ॥

বেদনং চেত্যোন্মুখচিৎ। তচ্চাহঙ্কারাদি-তাদাত্ম্যাপন্নং কর্ত্তৃস্বরূপমাহমিতি চেতয়িত্বা ক্রিয়াত্মকস্পন্দঃ সংস্তৎফলায় প্রবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

মুনে চেতনমেবাদ্যং কর্ম্মণাং বীজমুচ্যতে।
তস্মিন্ সতি মহাশাখো জায়তে দেহশাল্মলিঃ ॥ ২৭ ॥
এতচ্চেতনশব্দার্থ-ভাবনাবলিতং যদি।
তৎ কর্ম্ম বীজতামেতি নো চেৎ সৎ পরমং পদম্ ॥ ২৮ ॥
চিতিশ্চেতনশব্দার্থ-ভাবনাবলিতা যদি।
তৎ কর্ম্ম বীজতামেতি নো চেদাদ্যং পরং পদম্ ॥ ২৯ ॥
তস্মাদ্বেদনমেবেহ কর্ম্ম কারণমাকৃতেঃ।
যদেতং কর্ম্মণাং প্রোক্তং ত্বয়ৈবোক্তং মুনীশ্বর ॥ ৩০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্য রাঘব সূক্ষ্মস্য কর্ম্মণো বেদনাত্মনঃ।
কস্ত্যাগঃ কিমনুষ্ঠানং যাবদ্দেহমিতি স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥

চেতনং জীবচিদেব ॥ ২৭ ॥

এতজ্জীবচৈতন্যমহঙ্কারাদিসংবলনেন কর্ত্তৃচেতনোঽহমিতি শব্দার্থভাবনয়োরুদ্বুদ্ধয়া যদি সংবলিতং তত্তদেবেত্যর্থঃ। কর্ম্মণাং বীজতাং মূলতাম্ ॥ ২৮ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ—চিতিরিতি। বলিতা বেষ্টিতা। তৎভাবনাসংবলিতরূপম্ ॥ ২৯ ॥

উক্তার্থস্য প্রামাণিকতাসিদ্ধয়ে গুরুবাক্যসংবাদিত্বোক্ত্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। আকৃতের্দেহাদ্যহংভাবাকারস্য স্বস্য বেদনমেব কর্ম্মণাং কারণম্। ময়া যদেতৎ কর্ম্মণাং মূলং প্রোক্তং তৎ প্রাক্ ত্বয়ৈবোক্তং ত্বদ্বচনমালম্ব্যৈবেদং ময়া প্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

এবং ত্বয়া বর্ণিতং কর্ম্মমূলং ন তূষ্ণীমবস্থানেন দেহত্যাগেন বা ত্যক্তুং শক্যমিতি ন ত্বদুৎপ্রেক্ষিতরীত্যা কর্ম্মনিবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যাশয়েন বশিষ্ঠ উবাচ—অস্যেতি। যাবদ্দেহং যাবদুপাধি ॥ ৩১ ॥

যচ্চেত্যতে নু তেনাশু বহিরন্তশ্চ ভূয়তে।
সত্যাকারমসত্যং বা ভবত্বাহিতবিভ্রমম্ ॥ ৩২ ॥
ন চেত্যতে চেৎ তদলং ভ্রমাদস্মাদ্বিমুচ্যতে।
ভ্রমঃ সত্যোঽস্ত্বসত্যো বা কিং বিচারণয়ানয়া ॥ ৩৩ ॥
এতচ্চেতনমেবান্তর্বিকসত্যুদ্ভবভ্রমৈঃ।
বাসনেচ্ছামনঃকর্ম্ম-সঙ্কল্পাদ্যভিধাত্মভিঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রবুদ্ধস্যাপ্রবুদ্ধস্য দেহিনো দেহগেহকে।
আদেহং বিদ্যতে চিত্তং ত্যাগস্তস্য ন বিদ্যতে ॥ ৩৫ ॥
জীবতাং তস্য সন্ত্যাগঃ কথং নামোপপদ্যতে।
কেবলং কর্ম্মশব্দার্থ-ভাবনাভাবনে সতি ॥ ৩৬ ॥
কর্ম্মাকর্ম্মত্বমুৎসৃজ্য স্বয়মেব ভবত্যজম্।
অসম্ভবতি সন্ত্যাগে কর্ম্মণো যঃ করোতি হি ॥ ৩৭ ॥

তস্মিন্ সতি বাহ্যান্তরদৃশ্যাধ্যাসো দুর্নিবার ইত্যাহ—যদিতি। যদ্যদ্ তেন বাহ্যমাভ্যন্তরং বা চেত্যতে তেন তেন দৃশ্যেন ভূয়তে উদ্ভবঃ প্রাপ্যতে। নু ইতি সংভাবনে ॥ ৩২ ॥

সুষুপ্ত্যাদিকালে ন চেত্যতে চেৎ। 'তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।' ইতি শ্রুতেস্তথৈবানুভবাচ্চেতি ভাবঃ। ননু অসত্যভ্রমেণাস্য কা ক্ষতিস্তত্রাহ—ভ্রম ইতি। বাধাভাবে অসত্যদুঃখস্যাপ্যনুভবে সত্যবিশেষাদিতি ভাবঃ ॥৩৩॥

এতজ্জীবচেতনমেবোপাধিকৈর্বাসনাদিনামভিরুদ্ভবভ্রমৈঃ সংসারাত্মনা বিকসতি ॥ ৩৪ ॥

ননু তর্হি প্রবোধেন সপ্রতিবিম্বহেতুশ্চিত্তোপাধির্নিরসনীয়স্তত্রাহ—প্রবুদ্ধস্যেতি ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ ন তূষ্ণীম্ভাবেন দেহত্যাগেন বা কর্ম্মোপরমঃ কর্ম্মত্যাগঃ কিন্তু যথাপ্রাপ্তব্যবহারকালেঽপ্যসঙ্গাদ্বিতীয়কূটস্থচিন্মাত্রোঽহং নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি নিষ্ক্রিয়াত্মস্বভাবস্থিত্যা কর্ম্মশব্দার্থভাবনায়া অভাবনে অনুভবে সতি বিনাপি যত্নং কর্ম্মাকর্ম্মত্ববিকল্পমুৎসৃজ্য কেবলং স্বয়মেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতোঽন্যথা তু কর্ম্মত্যাগো দুষ্কর ইত্যাহ—অসম্ভবতীতি ॥ ৩৭ ॥

ইদং কর্ত্তব্যতাত্যাগং ন কিঞ্চিৎ তেন তৎ কৃতম্ ।
বোধাদিদন্তাসংবিত্তেঃ স্বয়ং বিলয়নাৎ * তু যৎ ॥ ৩৮ ॥
জগতস্তং বিদুস্ত্যাগমসঙ্গং মোক্ষমেব চ ।
বেদনং সতি সংবেদ্যে সর্গাদাবেব বেদ্যদৃক্ ॥ ৩৯ ॥
নোৎপন্না বিদ্যতে নৈব তস্মাৎ কিং কেব বেদনম্ ।
বেদ্যোন্মুখত্বং সন্ত্যজ্য রূপং যদ্বেদনস্য বৈ ॥ ৪০ ॥
ন বেদনং তন্নো কর্ম্ম তচ্ছান্তং ব্রহ্ম কথ্যতে ।
চেতনং প্রোচ্যতে কর্ম্ম সংস্থৃত্যাভ্রবিকাসিতম্ ॥ ৪১ ॥
অচেতনং বিদুর্মোক্ষং জ্ঞং প্রত্যেবোপদেশগীঃ ।
ত্যাগো হি কর্ম্মণাং তস্মাদাদেহং নোপপদ্যতে ॥ ৪২ ॥
যৈস্তু সম্পূজ্যতে কর্ম্ম তন্মূলং তৈর্ন মুচ্যতে ।
মূলং স্বকর্ম্মণঃ সংবিন্মনসো বাসনাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥

বোধাৎ সর্ব্বদ্বৈতবাধেন কর্ম্মণোঽপি বাধলক্ষণস্ত্যাগস্ত কুর্ব্বতোঽপ্যবিরুদ্ধ ইত্যাশয়েনাহ—বোধাদিতি। ইদন্তাসংবৃত্তের্দৃশ্যপ্রতিভাসস্য স্বয়মেব বিলয়নাদ্বাধাত্তু যদত্যন্তাসত্ত্বং তং জগতস্ত্যাগম্ ॥ ৩৮ ॥

নন্থ বোধাদ্বেদ্যমেব বাধ্যতে ন বেদনং তৎ কথং তদ্বাধ উচ্যতে তত্রাহ—বেদনমিতি ॥ ৩৯ ॥

সা চ বেদ্যদৃক্ তত্ত্বদৃশা নোৎপন্না নৈব বিদ্যতে। উপাধিবাধে চিদাভাসস্য পৃথগনবস্থানাদিতি ভাবঃ। যত্তু চিদাভাসস্বরূপং বেদ্যোন্মুখত্বং সংত্যজ্য শুদ্ধচিদাত্মকং রূপং শিষ্টং তন্ন, দ্বৈতবেদনং যতস্তৎকর্ম্মক্রিয়া নো। যেন ভাবল্যুড়ন্তবিদ্ধাত্বর্থঃ স্যাদিত্যর্থঃ। কিন্তু ব্রহ্মৈবেত্যাহ—বেদ্যোন্মুখত্বমিতি ॥ ৪০ ॥

যত্তু চিদাভাসাত্মকং চেতনং তৎ কর্ম্ম ক্রিয়ারূপমেব প্রোচ্যতে যতস্তৎ সংস্থৃত্যা বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকারকব্যাপারেণ জলাদৌ প্রতিবিম্বিতমভ্রমাকাশমিব বিকাসিতম্ ॥৪১॥

অতএব মোক্ষমচেতনং চিদাভাসশূন্যমেব বিদুরনুভবনিষ্ঠাঃ। তেষাং জ্ঞং বিবেকিনং শিষ্যং প্রতি উপদেশগীরুপদেশবাণী চ ইতি এবংরূপৈব শ্রূয়ত ইত্যর্থঃ। ইত্থং চ যাবদ্দেহং সুখেন ব্যবহারঃ সিদ্ধ ইত্যাশয়েনাহ—ত্যাগ ইতি ॥ ৪২ ॥

বাসনাত্মনো মনসঃ সম্বন্ধিনী চিদাভাসসংবিৎ ॥ ৪৩ ॥

---

* বিকলনাৎ ইতি বা পাঠঃ।

সা চাদেহং সমুচ্ছেত্তুমৃতে বোধান্ন শক্যতে।
রাম কেবলমেষান্তঃ কর্ম্মমূলকরা পরা ॥ ৪৪ ॥
সূক্ষ্মসংবিদসংবিত্ত্যা স্বযত্নেন নিকৃন্ত্যতে।
যেন সংবিদসংবিত্ত্যা স্বযত্নেন বিচার্য্যতে ॥ ৪৫ ॥
তেন সংসৃতিবৃক্ষস্য মূলকাষো বিতন্যতে ॥ ৪৬ ॥

অচেতনাকাশমনন্যদেকং
তদেবমস্তি ত্বিদমর্থহীনম্।
তদ্ব্যোমরূপং যত এতদেবং
নিরাময়ং চেতনসারমাহুঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে কর্ম্মবীজদাহযোগোপদেশো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

কর্ম্মমূলান্যন্যান্যপি কামবাসনাদীনি করোতীতি কর্ম্মমূলকরা। পরা কর্ত্তৃত্বাৎ তৎকারিষু শ্রেষ্ঠা চ ॥ ৪৪ ॥

তস্মাদুক্ত এব কর্ম্মত্যাগোপায় ইত্যাশয়েনোপসংহরতি—সূক্ষ্মেতি। যেন চিদাভাসরূপা সংবিৎ অসংবিত্ত্যা মূলাজ্ঞানেন সহ স্বযত্নেন তত্ত্বং বুদ্ধ্বা বিচার্য্যতে, রলয়োরভেদাদ্বিচাল্যতে স্বরূপাৎ প্রচ্যাব্যতে। তেন তন্মূলা তত্তদদৃশ্যদর্শনরূপা বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচিদাভাসাত্মিকাপি মূলবাধকস্বযত্নেনৈব অসংবিত্ত্যা অপ্রতিসন্ধানেন নিকৃন্ত্যতে। ন তন্নিকৃন্তনে পৃথক্ প্রযত্নাপেক্ষাস্তীতি ভাবঃ। কচিৎ পুস্তকে যেনেত্যাদ্যুত্তরার্দ্ধং ন পঠ্যত এব তদা তেন সংসৃতিবৃক্ষস্য তত্ত্বজ্ঞানেন সর্ব্ববাধলক্ষণো মূলকাষো বিতন্যতে যেন নিকৃন্তত ইতি পরেণ যোজ্যম্ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

ন বিদ্যতে চেতনং চিদাভাসো যত্র তথাবিধমাকাশমেকমন্যৎসজাতীয়ভেদৈরিদমর্থৈর্দৃশ্যৈর্হীনং তদ্ব্রহ্মৈবৈবমুক্তদৃশা অস্তি তদেব সর্ব্বেষামস্মদাদিচেতনানাং স্মারং পারমার্থিকং রূপমাহুর্ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ।

অবেদনং বেদনস্য মুনীন্দ্র ক্রিয়তে কথম্।
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
যদা তদেব সুকরং বেদনাবেদনং স্বয়ম্ ॥ ২ ॥
এতৌ বেদনশব্দার্থৌ রজ্জুসর্পভ্রমোপমৌ।
অসত্যাবুদিতৌ বিদ্ধি মৃগতৃষ্ণাম্ভসা সমৌ ॥ ৩ ॥

অত্যন্তং মার্জ্জিতে বৈদ্যে যথাতত্ত্বমবেদনম্।
নিষ্ক্রিয়ং চাপি বিদুষাং তথোপায় ইহোচ্যতে ॥

'অবেদনং বিদুর্মোক্ষং চিত্তক্ষয়মকৃত্রিমম্' ইতি যদুক্তং তত্র রামঃ শঙ্কতে—অবেদনমিতি। যদ্যপি 'বেদ্যোন্মুখত্বং সংত্যজ্য রূপং যদ্‌বেদনস্য বৈ। ন বেদনং তন্নো কর্ম্ম তচ্ছান্তং ব্রহ্ম কথ্যতে ॥' ইতি প্রাগুক্তত্বান্নাস্যাঃ শঙ্কায়া উত্থানং সম্ভবতি। তথাপ্যন্তে সংবিদসংবিত্ত্যা নিকৃন্ত্যতে ইত্যুক্ত্যা তন্নাশ এবোক্তঃ স চ তচ্ছান্তং ব্রহ্ম কথ্যত ইতি প্রাগুক্ত্যা সহ বিরুদ্ধঃ সতোঽসত্ত্বাযোগাদিতি সম্ভবত্যেব প্রশ্নঃ। 'এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যুক্তে অত্রৈব মা ভগবানমূমুহৎ, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' ইতি মৈত্রেয়ীপ্রশ্নবদিতি ॥ ১ ॥

অতএব 'ন বা অরে মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বারেঽয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংস্পর্শস্তস্য ভবতি' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবদ্ বশিষ্ঠোঽপি সমাধত্তে—নাসত ইতি ॥ ২ ॥

কথং সুকরং তদাহ—এতাবিতি। এতৌ সংসারদশাপ্রসিদ্ধৌ। 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি' 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ' 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা' ইত্যাদি শ্রুতিষু এতয়োর্নিষিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

অবোধস্তনয়োঃ শ্রেয়ান্ বোধো দুঃখায় চৈতয়োঃ।
তস্মাৎ সদেব বুধ্যস্ব মাঽসদ্বুধ্যস্ব রাঘব ॥ ৪ ॥
জন্তোর্বেদনশব্দার্থবোধো দুঃখকরঃ পরঃ।
নিষ্কৃত্য জ্ঞপ্তিশব্দার্থবোধং তিষ্ঠ যথাস্থিতম্ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বাববোধাবসরে জ্ঞপ্তিশব্দার্থয়োরিহ।
নির্ব্বাণোদয় ইত্যেব পরমোমিতি শাম্যতাম্ ॥ ৬ ॥
শুভাশুভাত্মকর্ম্ম স্বং নাশনীয়ং বিবেকিনা।
তন্নাস্তীত্যববোধেন তত্ত্বজ্ঞানেন সিধ্যতি ॥ ৭ ॥
কর্ম্মমূলনিকাষেণ সংসারঃ পরিশাম্যতি।
সুবিচারিতমন্বিষ্টং যাবৎ কর্ম্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥
চিদ্রূপো বিল্বমজ্জান্তশ্চিত্তসংজ্ঞাং যদাত্মনি।
করোতি তদ্‌যথা বিল্বান্ন স্বল্পমপি ভিদ্যতে ॥ ৯ ॥

অতএব বেদনঘটিতত্রিপুটীসাক্ষিণস্ত্রিপুটীনিবৃত্তিরেব মোক্ষ ইত্যাশয়েনাহ—অবোধস্ত্বিতি। সদবিনাশিকূটস্থাত্মরূপমেব বুধ্যস্ব। অসৎত্রিপুট্যন্তর্গতবৃত্ত্যাদ্যুপহিতচিদাভাসং মা আত্মেতি বুধ্যস্ব ॥ ৪ ॥

পরিচ্ছিন্নে তস্মিন্নাত্মতাবুদ্ধিরেব সর্ব্বেষামনর্থহেতুরিত্যাহ—জন্তোরিতি। নিষ্কৃত্য সমূলং ছিত্ত্বা ॥ ৫ ॥

ব্যবহারকালে তস্য কথমুচ্ছেদঃ কার্য্যস্তত্রাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বত্রিপুটীবোধলক্ষণব্যবহারাবসরেঽপি ব্যবহারিকজ্ঞপ্তিশব্দার্থয়োঃ পরমন্যৎ তত্র যথাযোগং সর্ব্বার্থপরং কূটস্থচিন্মাত্রং সর্ব্বশব্দপরেণ ওমিত্যনেন লক্ষয়িত্বা স এবাত্মা নির্ব্বাণোদয় ইত্যেব শাম্যতাং নির্ব্বিক্ষেপং ব্যবহ্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ঈদৃশবোধব্যবহারাদেবোত্তরপূর্ব্বয়োঃ শুভাশুভয়োরশ্লেষবিনাশৌ সিধ্যত ইত্যাহ—শুভেতি ॥ ৭ ॥

কূটস্থাত্মদর্শনমেব সর্ব্বকর্ম্মমূলবেদনোচ্ছেদেন সর্ব্বকর্ম্মবাধ ইত্যাহ—কর্ম্মেতি। যাবৎ সমূলং সফলং সশাখোপশাখপত্রপুষ্পং চ সর্ব্বং কর্ম্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥

যথা বিল্বমজ্জা স্বান্তর্বল্লীজাদি করোতি তদ্বিল্বাদ্ যথা ন ভিদ্যতে তথা চিদ্রূপোঽপ্যাত্মনি যচ্চিত্তসংজ্ঞাং ক্রিয়াকারকাদি ত্রিপুটীং করোতি তৎ স্বল্পং মনাগপি ন ভিদ্যত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

ন যথা সন্নিবেশান্তঃ সন্নিবেশস্ততঃ পৃথক্ ।
তথা নভোঽর্থাদি পৃথঙ্ ন পরস্মাত্মনাগপি ॥ ১০ ॥
যদেবাম্ভস্তদেবান্তর্দ্রবত্বমপৃথগ্ যথা ।
চিত্ত্বমেবং তথা চিত্তং তদ্রূপত্বাৎ তদর্থয়োঃ ॥ ১১ ॥
যথা দ্রবত্বং পয়সি যথালোকশ্চ তেজসি ।
তথা ব্রহ্মণ্যতদ্ভাবং চিত্ত্বং চিত্তঞ্চ বিদ্যতে ॥ ১২ ॥
চেতনং কর্ম্ম তৎ স্বান্তনির্ম্মূলং ভ্রমযক্ষবৎ ।
উদেত্যহেতুকং তচ্চেন্নোদিতং তন্ন বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥
চেতনং কর্ম্ম তচ্চৈতদ্ভাতি স্পন্দ ইবানিলঃ ।
অহেতুকং যদাত্মৈতদ্বহিরন্তশ্চ সার্থধীঃ ॥ ১৪ ॥
বিস্তারঃ কর্ম্মণাং দেহঃ সোঽহন্তাত্মা স সংসৃতিঃ ।
অচেতনানহন্ত্বেন শাম্যত্যস্পন্দবাতবৎ ॥ ১৫ ॥

ভূলোকসংনিবেশান্তর্গতো জম্বুদ্বীপাদিসংনিবেশো যথা ভুবো ন পৃথক্ । নভো ব্যোম তদন্তর্গতভূতভুবনার্থাদি চ পরস্মাৎ সন্মাত্রান্ন পৃথক্ ॥ ১০ ॥

তদর্থয়োশ্চিত্ত্বচিত্তশব্দার্থয়োস্তদর্থত্বাৎ চিন্মাত্রার্থক-চিতিধাত্বর্থত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অতদ্ভাবং গ্রাহকত্বমর্ত্তৃত্বধর্ম্মদ্বয়শূন্যম্ ॥ ১২ ॥

কুতস্তচ্ছূন্যং তদাহ—চেতনমিতি । চেতয়তীতি চিদিতি ব্যুৎপত্ত্যা হি চেতনমর্থপ্রকাশনং চিতঃ কর্ম্মক্রিয়েত্যবগম্যতে । তচ্চ কূটস্থান্নাশ্চিতো নির্ম্মূলং ভ্রমযক্ষবন্মিথ্যৈব যদহেতুকং মিথ্যারূপমুদেতি তন্নোদিতমেব । অতো ন ক্রিয়া-রূপমন্যত্তত্র বিদ্যত ইতি বিকল্পমাত্রং তথা ব্যুৎপাদনমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এবং চেতনক্রিয়ায়া অপৃথক্ত্বে তদ্বিষয়াণামপি তৎসিদ্ধমিত্যাহ—চেতনমিতি । যদা চেতনং কর্ম্ম অহেতুকমিতি অনিলবৎস্পন্দবদপৃথক্ তদা বহির্জাগ্রতি অন্তঃ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যোশ্চ সৈবার্থধীরিত্যর্থা অপ্যাত্মৈব ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বকর্ম্মবিস্তারো দেহ এব । অথ কর্ম্মণামাত্মেত্যেতদিতি শ্রুতেঃ । স এব মূলত অহন্তাত্মা শাখাতঃ সংসৃতিঃ অচেতনং চিদাভাসাত্মকক্রিয়াবাধস্তল্লক্ষণেনানহংত্বেন মূলোচ্ছেদেন সশাখঃ স শাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অচেতনাদনন্তাত্মা ভূত্বা জ্ঞোঽপ্যপলোপমঃ।
সংসারমূলকষণং কুরু ক্রোড়মুখাগ্রবৎ ॥ ১৬ ॥
কর্ম্মবীজকলাকোশত্যাগ এবং কৃতো ভবেৎ।
নান্যথা রাঘবাস্তস্তে শান্তমস্তু সদা স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মবীজকলাত্যাগে ত্বেতস্মাদিতরাত্মনি।
অবিদ্যমানে জীবস্য তজ্‌জ্ঞৈর্বিদিতবস্তুভিঃ ॥ ১৮ ॥
শান্তৈর্ন গৃহ্যতে কিঞ্চিন্ন চ সন্ত্যজ্যতেঽপি চ।
ত্যাগাদানে ন জানন্তি ততস্তৈঃ শান্তমানসম্ ॥ ১৯ ॥
আকাশশূন্যহৃদয়ৈর্জ্ঞৈর্যথাস্থিতমাস্যতে।
ক্রিয়তে চ যথাপ্রাপ্তং নাপ্যেতৈঃ ক্রিয়তেঽপি চ ॥ ২০ ॥
প্রবাহপতিতং সর্ব্বং স্পন্দতে শান্তমানসম্।
তেষাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যেবমর্দ্ধসংসুপ্তবালবৎ ॥ ২১ ॥
রসে নির্ব্বাসনে লব্ধে রসা অপ্যতিনীরসাঃ।
নান্তস্তিষ্ঠন্তি ন বহিরজ্ঞাননিপুণা ইব ॥ ২২ ॥

চিদাভাসোচ্ছেদেন জীবস্যাত্মনাশো বৃত্ত ইতি ন মন্তব্যং কিন্তু স ব্রহ্মভাবেনানন্তাত্মা ভূত্বা স্বানর্থসংসারমূলোচ্ছেদং পরমপুরুষার্থং সম্পাদিতবানিত্যাহ—অচেতনাদিতি। ক্রোড়ো বরাহস্তন্মুখাগ্রং যথা মুস্তাদিমূলকষণং করোতি তদ্বৎ ॥১৬॥

নান্যথা হে রাঘব, অতঃ কারণাত্তে অন্তঃ সদা স্থিতং বেদনাত্মকং কর্ম্মমূলং শান্তমস্তু ॥ ১৭ ॥

এতস্মিন্ কর্ম্মবীজকলাত্যাগে কৃতে জীবস্য ইতরাত্মনি ব্রহ্মাত্মব্যতিরিক্তে চিদাভাসাত্মনি তদ্দৃশ্যপ্রপঞ্চাত্মনি চাবিদ্যমানে জাতে তজ্‌জ্ঞৈঃ শান্তৈঃ কিঞ্চিন্ন গৃহ্যতে ন ত্যজ্যতে চেতি পরেণান্বয়ঃ। 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেদি'তি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ১৮-২০ ॥

যথা নদীপ্রবাহপতিতং তৃণকাষ্ঠাদিসর্ব্বং স্পন্দতে, এবং তেষাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি শান্তমানসং বিনাপি মনোবিকারং স্পন্দতে ইতি বিপরিণম্যতে ॥ ২১ ॥

নির্ব্বাসনে নির্ব্বিষয়ে রসে নিরতিশয়ানন্দে। রসাঃ ভোগপ্রবণাঃ করণবৃত্তয়ো নীরসা রাগশূন্যাঃ সন্তোঽজ্ঞাননিপুণাঃ স্ব-স্ব-বিষয়-প্রকাশে অসমর্থা ইব ভূত্বা ॥২২॥

কর্ম্মণো বেদনং ত্যাগঃ স চ সিদ্ধঃ প্রবোধতঃ।
অবস্তু নেতরেণার্থঃ কিং কৃতেনাকৃতেন বা ॥ ২৩ ॥
অবেদনমসংবেদ্যং যদবাসনমাসিতম্।
শান্তং সমমনুল্লেখং স কর্ম্মত্যাগ উচ্যতে ॥ ২৪ ॥
অপুনঃস্মরণং সম্যক্ চিরবিস্মৃতকর্ম্ম তৎ।
স্থিতং স্তম্ভোদরসমং স কর্ম্মত্যাগ উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
অত্যাগং ত্যাগমিতি যে কুর্ব্বতে ব্যর্থবোধিনঃ।
সা ভুঙ্‌ক্তে তান্ পশূনজ্ঞান্ কর্ম্মত্যাগপিশাচিকা ॥ ২৬ ॥
সমূলকর্ম্মসন্ত্যাগে নৈব যে শান্তিমাস্থিতাঃ।
নৈব তেষাং কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ॥ ২৭ ॥
সমূলমলমুদ্ধৃত্য কর্ম্মবীজকলামিতি।
নিত্যমেকসমাধানাস্তজ্‌জ্ঞাস্তিষ্ঠন্ত্যতঃ সুখম্ ॥ ২৮ ॥
প্রবাহপতিতে কার্য্যে ঈষৎস্পন্দা অতন্ময়াঃ।
ঘূর্ণমানা ইব ক্ষীবা যন্ত্রসঞ্চারিতা ইব ॥ ২৯ ॥
মোক্ষলক্ষ্ম্যা বিলাসিন্যা ব্যসনোপহতা ইব।
অর্দ্ধসুপ্তপ্রবুদ্ধাভাঃ কামপ্যবনিমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥

প্রাগুক্তবেদনমেব কর্ম্মণস্ত্যাগঃ। ইতরেণ জীবনাদৃষ্টাক্ষিপ্তদেহাদিস্পন্দরূপেণ কর্ম্মণা ॥ ২৩ ॥

অনুল্লেখং কৃতাকৃতপ্রতিসন্ধানশূন্যম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

অত্যাগং মূলত্যাগরহিতং কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযমমাত্ররূপম্। তথা চোক্তং ভগবতা—'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।' ইতি ॥ ২৬-২৭ ॥

ইতি প্রাগুক্তরীত্যা সমূলমুৎসৃজ্য ॥ ২৮ ॥

অতন্ময়াস্তদভিমানলক্ষণবিকারশূন্যাঃ। ক্ষীবা মদিরোন্মত্তা ইব। যন্ত্রেণ সঞ্চারিতাঃ কাষ্ঠাদিপ্রতিমা ইব চ ॥ ২৯ ॥

যৎ সমূলং পরিত্যক্তং তৎ ত্যক্তমিতি কথ্যতে।
অমূলকাষস্ত্যাগো যঃ স শাখালবনোপমঃ ॥ ৩১ ॥
অকৃষ্টমূলশাখাগ্রলবনঃ কর্ম্মপাদপঃ।
পুনঃ শাখাসহস্রেণ দুঃখায় পরিবর্দ্ধতে ॥ ৩২ ॥
অবেদনাত্মনা তেন কর্ম্মত্যাগোঽঙ্গ সিধ্যতি।
ক্রমেণ নেতরেণাত এতদেবাহরন্ ভব ॥ ৩৩ ॥
যে ত্বেব কর্ম্মসন্ত্যাগমকৃত্বান্যৎ প্রকুর্ব্বতে।
অত্যাগং ত্যাগরূপাত্ম গগনং মারয়ন্তি তে ॥ ৩৪ ॥
বোধাত্মকতয়া কর্ম্মত্যাগঃ সম্পদ্যতে স্বয়ম্।
দগ্ধবীজা নিরিচ্ছোচ্চৈরক্রিয়ৈব ভবেৎ ক্রিয়া ॥ ৩৫ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়েহিতং কর্ম সফলং রসভাবনাৎ।
বেষ্টিতব্যং কুদাম্নেব স্পন্দোঽন্যো নিষ্ফলোঽঙ্গজঃ ॥ ৩৬ ॥
কর্ম্মত্যাগে স্থিতে বোধাজ্জীবন্মুক্তো বিবাসনঃ।
গৃহে তিষ্ঠত্বরণ্যে বা শাম্যত্বভ্যেতু বোদয়ম্ ॥ ৩৭ ॥
গেহমেবোপশান্তস্য বিজনং দূরকাননম্।
অশান্তস্যাপ্যরণ্যানী বিজনা সজনা পুরী ॥ ৩৮ ॥

ব্যসনেন আসক্ত্যতিশয়েন উপহতা স্বদেহাদ্যপ্রতিসন্ধানং প্রাপ্তা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। কামপ্যবনিং পঞ্চম্যাদিভূমিকাম্ ॥ ৩০-৩১ ॥

ন কৃষ্টমুন্মূলিতং মূলং যত্র তথাবিধং শাখাগ্রলবনং যস্য ॥ ৩২ ॥

তেন প্রাগুক্তেন ক্রমেণাহরন্নভ্যস্যন্ ভব তিষ্ঠ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

নিরিচ্ছা জীবন্মুক্তক্রিয়া উচ্চৈর্মহারম্ভাপি দগ্ধবীজেত্যক্রিয়ৈব। ন হি মহানপি দগ্ধতন্তুঃ পটাভাসঃ পটো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

বুদ্ধিসহিতৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভোগাসক্তিরসভাবনাদীহিতং নিষ্পাদিতম্। যথা কুদাম্না বেষ্টিতব্যং কূপকাষ্ঠং রসভাবনাজ্জলোদ্ধরণসেচনাদিরূপাৎ শস্যসম্পত্ত্যা সফলং ন তু বৃথাচেষ্টামাত্রাত্তদ্বদন্যোঽঙ্গজঃ কায়চেষ্টামাত্ররূপঃ স্পন্দো নিষ্ফলঃ ॥ ৩৬ ॥

শাম্যতু ধনাদিসম্পদপচয়েন দরিদ্রোঽস্তু। উদয়ং তদুপচয়মভ্যেতু বা। স সম এবেতি শেষঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

পরিশান্তমতেজ্জ্ঞস্য স্বপ্নেঽপ্যপ্রাপ্তমানবা।
নির্ম্মলা বিততা হৃদ্যা হৃদ্যেব বনভূমিকা॥ ৩৯॥
জ্ঞস্য নির্ব্বাণদৃশ্যস্য নিস্পন্দার্থা নভোময়ী।
শান্তাশেষবিশেষার্থা জগদেব মহাটবী॥ ৪০॥
অনন্তসঙ্কল্পবতো হৃদয়স্থজগৎস্থিতেঃ।
হৃদ্যেবাবর্ত্ততে ভূমিরজ্ঞস্যাখিলসাগরা॥ ৪১॥
জনস্য'জ্ঞস্য দীনস্য বিবিধদ্বন্দ্বসঙ্কটা।
সারম্ভা বিবিধাকারা হৃদ্যেব গ্রামমণ্ডলী॥ ৪২॥

বিবিধকার্য্যবিকারদশাময়ী
সপুরপত্তনমণ্ডলপর্ব্বতা।
মুকুরকোশ ইব প্রতিবিম্বিতা
হৃদি ভবত্যমলা মলিনে মহী॥ ৪৩॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়েষু নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দৃশ্যোপশমযোগোপদেশো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

গেহমেবেত্যেতৎ শ্লোকস্য পূর্ব্বার্দ্ধং বর্ণয়তি—পরিশান্তেতি দ্বাভ্যাম্॥ ৩৯॥

নির্ব্বাণং জ্ঞানাগ্নিনা সহোপরতং দৃশ্যং যস্য॥ ৪০॥

তদুত্তরার্দ্ধং বর্ণয়তি—অনন্তেতি ত্রিভিঃ॥ ৪১-৪২॥

বিবিধৈঃ কার্য্যৈরবশ্যকর্ত্তব্যৈরর্জ্জনব্যয়প্রবাসকলহাদিভিঃ সদৈব লোভমোহশোকভয়াসক্ত্যাদিবিকারদশাময়ী। পুরং শাখানগরম্। পত্তনং মহানগরম্। মণ্ডলান্যবান্তরদেশাঃ। মলিনে হৃদি ঈদৃশী অমলা স্ফুটা সর্ব্বা মহী মুকুরকোশে ইব প্রতিবিম্বিতা ভবত্যেবেত্যস্য নারণ্যেঽপি বিশ্রান্তিসুখমিত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সাহন্তাদিজগচ্ছান্তৌ বোধে সংবিৎকলাত্মনি।
সংশান্তদীপসঙ্কাশস্ত্যাগঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ১ ॥
ন ত্যাগঃ কর্ম্মসন্ত্যাগো বোধস্ত্যাগ ইতি স্মৃতঃ।
অজগৎপ্রতিভৈকাত্মা যোঽনহন্তাদিরব্যয়ঃ ॥ ২ ॥
অয়ং সোঽহমিদং তন্ম ইতি নিঃস্নেহদীপবৎ।
শান্তে পরমনির্ব্বাণে প্রবোধাত্মেতি শিষ্যতে ॥ ৩ ॥
অয়ং সোঽহমিদং তন্মে শান্তমিত্যেব যস্য নো।
ন জ্ঞানং তস্য নো শান্তির্ন ত্যাগো ন চ নির্ব্বৃতিঃ ॥ ৪ ॥
মমেদময়মেবাহমিত্যেতাবতি যঃ ক্ষয়ঃ।
বোধাত্মা শিবমাশান্তং তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥

ইহাহংতৈব সংসারমূলমিত্যুপবর্ণ্যতে।
তত্ত্যাগশ্চানহংভাবভাবনাদাত্মবোধতঃ ॥

দৃগাত্মনঃ সর্ব্বদৃশ্যত্যাগো হি মোক্ষঃ স চ স্নেহক্ষয়ে দীপনির্ব্বাণবত্তত্ত্ববোধেন সর্ব্বদৃশ্যমূলাজ্ঞানবাধে সিধ্যতি নান্যথেত্যাহ—সাহন্তাদীতি ॥ ১ ॥

ন বিদ্যতে জগৎপ্রতিভা যস্মিংস্তথাবিধ একাত্মৈব পরিশিষ্টো মুখ্যঃ সর্ব্বত্যাগলক্ষণো মোক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

স পামরপ্রসিদ্ধোঽয়ং দেহাদিদৃশ্যরূপা এবাহং তদ্দেহাদিসম্বদ্ধং ভোগ্যং জগন্মে ইতি এতস্মিংস্তাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাসলক্ষণে দ্বিবিধে বন্ধে নিঃস্নেহদীপবৎ সমূলং শান্তে সতি প্রকৃষ্টো বোধশ্চৈতন্যমেবাত্মা ইতি পরিশিষ্যতে স এব নির্ব্বাণমোক্ষঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেনাপি দ্রঢ়য়তি—অয়মিতি ॥ ৪ ॥

এতাবতি এতাবতো যঃ ক্ষয়ঃ। ষষ্ঠ্যর্থে সপ্তমী। স বোধাত্মৈব। অধ্যস্তবাধস্যাধিষ্ঠানমাত্রত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

অহমংশে বিদা ক্ষীণে সর্ব্বমেব ক্ষয়ং গতম্ ।
ন কিঞ্চিচ্চ ক্বচিৎ ক্ষীণং নির্ব্বাণৈকঘনং স্থিতম্ ॥ ৬ ॥
অহংবিদনহংবিত্ত্বাদেব শাম্যত্যবিঘ্নতঃ ।
এতাবন্মাত্রসাধ্যেয়ং কিম্বিবেয়ং কদর্থনা ॥ ৭ ॥
অহং নাদমিতি ভ্রান্তির্ন চ চিত্ত্বাদৃতেঽস্তি সা ।
চিত্ত্বঞ্চাকাশবিশদমতঃ কৈষা ভ্রমস্থিতিঃ ॥ ৮ ॥
ন ভ্রমো ভ্রমণং নৈব ন ভ্রান্তির্ভ্রামকোঽস্তি বা ।
অনালোকনমেবেদমালোকান্নেদমস্তি তে ॥ ৯ ॥
বিদ্ধি চিন্মাত্রমেবেদমসদ্রূপোপমং ততম্ ।
তেনালং মৌনমাস্স্বৈবং সর্ব্বং নির্ব্বাণমাত্রকম্ ॥ ১০ ॥
যেনৈবাশু নিমেষেণ ত্বহমিত্যেব চেতসি ।
তেনৈব নাহমিত্যেব চেতিত্বাশু ন শোচ্যতে ॥ ১১ ॥

বিদা তত্ত্ববোধেন। সর্ব্বং মমতাস্পন্দং জগৎ। সর্ব্বনাশে সর্ব্বস্বনাশভীরুং সমাধত্তে—ন কিঞ্চিদিতি। পারমার্থিকরূপেণ সর্ব্বং স্থিতমেব ॥ ৬ ॥

অহং-বুদ্ধিনাশে সুলভ উপায়মাহ—অহংবিদিতি। অনহংবিত্ত্বাদনহংভাব-ভাবনাৎ। অবিঘ্নত ইতি। নেদং রজতমিতি বুদ্ধ্যা রজতাধ্যাসবাধনে বিঘ্না-দর্শনাদিতি ভাবঃ। ইয়ং মুক্তিঃ। ইয়মিয়তী কদর্থনা বহুসাধনসম্পাদনশ্রান্তিঃ কিমিব কিমর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নন্বনহংবুদ্ধিরপি দ্বৈতত্বাদহংবুদ্ধিবদধ্যাস এব। সা কেন শাম্যতীতি চেৎ পঙ্কেন সহ কতকরেণুরিব অহংবুদ্ধ্যা সহ স্বত এব চিদাত্মনি সা শাম্যতীতি সোপপত্তিকমাহ—অহমিতি। চিত্ত্বাৎ পরমার্থচিৎস্বভাবাৎ। ঋতে বিনা ॥ ৮ ॥

ভ্রমতৎসাধনতৎফল-তদাশ্রয়াণামজ্ঞানমাত্রবিলাসত্বাদজ্ঞাননিবৃত্তৌ ন পৃথগবস্থা-নমস্তীত্যাহ—নেতি। অনালোকনমজ্ঞানম্ ॥ ৯-১০ ॥

যদা যদা অহংভাবোদয়প্রসক্তিস্তদা তদা তুল্যকালমেব তদ্বিরুদ্ধানহংভাববুদ্ধি-রুৎপাদ্যেত্যাহ—যেনৈবেতি ॥ ১১ ॥

অহংভাবনভোঽর্থেন নির্ব্বাচ্যারূঢ়বাণবৎ।
অজস্রমাশু বাঽক্ষীণং তিষ্ঠাবষ্টব্ধতৎপদঃ ॥ ১২ ॥
সনভোঽর্থামহন্তাং ত্বং চেতস্যেবমনারতম্।
সর্ব্বভাবৈরনারূঢ়ো ভব তীর্ণভবার্ণবঃ ॥ ১৩ ॥
স্বভাবমাত্রবিজয়ে স্বয়ং যস্য ন বীরতা।
তস্যোত্তমপদপ্রাপ্তৌ পশোর্ক্ক হি কথৈব কা ॥ ১৪ ॥
ষড়্বর্গো নির্জ্জিতঃ পূর্ব্বং যেনোত্তমবিদা স্বতঃ।
ভাজনং স মহার্থানাং নেতরো নরগর্দ্দভঃ ॥ ১৫ ॥
যস্য স্বান্তর্মনোবৃত্তির্জীয়মানা জিতাথবা।
বিষয়ঃ স বিবেকানাং স পুমানিতি কথ্যতে ॥ ১৬ ॥
অর্থো দৃষদিবাম্ভোধৌ যো য আপততি ত্বয়ি।
তস্মাদেব পলায়স্ব নাহমিত্যেব ভাবয়ন্ ॥ ১৭ ॥
নাহমস্মীতি বুদ্ধাপি সোপপত্তিকমপ্যলম্।
জানানো জ্ঞপ্তিমাত্রঞ্চ কিমজ্ঞ ইব মুহ্যসি ॥ ১৮ ॥

এবমজস্রং সাবধানমুপস্থাপিতেনানহংভাবেনাহংভাবমাশু নভোঽর্থেন খপুষ্পাদিনা তুল্যং নির্ব্বাচ্য নির্ব্বচনার্হতাং নীত্বা রণে শরাসনারূঢ়োঽর্জ্জুনবাণ ইব অপরাঙ্মুখঃ অবষ্টব্ধং দৃঢ়মালম্বিতং তদ্‌ব্রহ্মপদং যেন তথাবিধঃ সন্নক্ষীণং শাশ্বতং তিষ্ঠ ॥ ১২ ॥

নভোর্থৈঃ সমানাং সনভোর্থাম্। "সমানস্য ছন্দস্য মূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু" ইতি সঃ ॥ ১৩ ॥

স্বভাবঃ স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রযুক্তোঽহংভাবস্তন্মাত্রবিজয়ে ॥ ১৪ ॥

কামাদ্যরিষড়্বর্গঃ ॥ ১৫ ।

মধ্যমাধিকারিণো জীয়মানা। উত্তমাধিকারিণো জিতা। পুমান্ পুরুষার্থসাধনেন সফলীকৃতপুংজন্মা ॥ ১৬ ॥

অম্ভোধৌ প্রক্ষিপ্তা দৃষদিবেতি নাহমিত্যসংজ্ঞাত্মভাবনয়া তদসংস্পর্শ এবাত্র পলায়নম্ ॥ ১৭ ॥

সোপপত্তিকং জ্ঞপ্তিরূপং কং সুখং জানানঃ অনুভবন্নপি কিং মুহ্যসি। ন মুহ্যস্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ন জ্ঞেয়মর্থতোঽস্তীহ হেম্নীব কটকাদিতা।
ভ্রান্তিমাত্রাদৃতে সা চ শাম্যত্যস্মরণেন তে॥ ১৯॥
যো যো ভাব উদেত্যন্তস্ত্বয়ি স্পন্দ ইবানিলে।
নাহমস্মীতি চিদ্‌বৃত্ত্যা তমনাধারতাং নয়॥ ২০॥
লোভো লজ্জা মদো মোহো যেনাদাবিতি নো জিতাঃ।
নিরর্থকমনর্থোঽস্মিন্ স কিমর্থং প্রবর্ত্ততে॥ ২১॥
অহন্ত্বং পবনে স্পন্দ ইব যৎ ত্বয়ি সংস্থিতম্।
পরমাত্মনি তন্নান্যদেতৎ স্পন্দ ইবানিলে॥ ২২॥
অসর্গসংবিদা সর্গঃ পরেঽস্তোঽতিবিরাজতে।
সন্নিবেশবিশেষেণ স্রুরর্থোঽপি হি শোভতে॥ ২৩॥
পরমাত্মা তু নোদেতি নাস্তং যাতি কদাচন।
ন চাস্মাদন্যদস্তীতি কো ভাবোঽভাব এব বা॥ ২৪॥

অর্থত উপপত্তিতস্তে জ্ঞেয়ং নাস্তি বাচারম্ভণন্যায়াদ্যুপপত্তীনাং ত্বয়া জ্ঞাতত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

অথবা কিমুপপত্তিসহস্রৈর্নাহমিতি দর্শনমেকমেবাভ্যস্তং সর্ব্বভ্রান্তিং পরিহরিষ্য-তীত্যাহ—যো য ইতি॥ ২০॥

ইতি এবংরূপেণানহংভাবেন যেন ন জিতাঃ নিরর্থকং নিষ্ফলং অনর্থে নাস্তিক্য-যথেষ্টাচরণাদ্যাপাদকে অস্মিন্নধ্যাত্মশাস্ত্রে অনধিকারী স কিমর্থং প্রবর্ত্ততে॥ ২১॥

ত্বয়ি পরমাত্মনি সতি তদেতন্নান্যৎ॥ ২২॥

অসর্গঃ কূটস্থাদ্বয়চিন্মাত্রস্বভাবস্তৎ সংবিদা পরে পরমাত্মনি অস্তো বিলীনস্তদ্-ভাবং প্রাপ্তঃ সন্ বিরাজতে। যথা স্রজি কল্পিতঃ সর্পাদিস্রুর্থোঽপি বোধাৎ স্রজি বিলীনঃ স্রক্‌সন্নিবেশবিশেষেণ কণ্ঠধৃতঃ শোভতে তদ্বৎ॥ ২৩॥

বোধেন জগতো জীবস্য চ পরমাত্মরূপসন্নিবেশবিশেষোৎপত্তিরভ্যুপগতা চেত্তর্হ্যন্তরে ভাববিকারা অপি স্যুরিতি তৈর্জীবজগদ্ভাবধ্বংসাদিভিশ্চ দ্বৈতাপত্তি-স্তত্রাহ—পরমাত্মা ত্বিতি। কল্পিতস্য বাধেনাধিষ্ঠানাত্মতাপত্তির্নোৎপত্তির্ন বা ধ্বংসঃ কিন্তু নিত্যসিদ্ধতৎস্বভাব এব। ক্রিয়ৈব হি বিকারাদিহেতুর্ন জ্ঞানমিতি ন দ্বৈতাপত্তিরিতি ভাবঃ॥ ২৪॥

পরং পরে পূর্ণং পূর্ণে শান্তং শান্তে শিবং শিবে।
ইত্যেব মাত্রং বিততং নাহং ন চ জগন্ন ধীঃ ॥ ২৫ ॥
অনির্ব্বাণে বিনির্ব্বাণং শান্তং শান্তে শিবে শিবম্।
নির্ব্বাণমপ্যনির্ব্বাণং সনভোঽর্থং ন বাপি তৎ ॥ ২৬ ॥
শস্ত্রাঘাতাঃ প্রসহ্যন্তে সহ্যন্তে ব্যাধিবেদনাঃ।
নাহমিত্যেব মাত্রস্য সহনে কা কদর্থনা ॥ ২৭ ॥
জগৎপদার্থসার্থানামহমিত্যক্ষয়োঽঙ্কুরঃ।
তস্মিন্ নির্ম্মূলতাং যাতে জগন্নির্ম্মূলতাং গতম্ ॥ ২৮ ॥
বাষ্পেণেবাহমর্থেন নিঃসারেণাপি সারবৎ।
ব্যামলঃ পরমাদর্শস্তচ্ছান্তৌ সম্প্রসীদতি ॥ ২৯ ॥

অহমাদিত্রিপুটীবাধে তৎপরিচ্ছেদপ্রযুক্তজীবভাবাপগমাৎ পূর্ণং শান্তং শিবঞ্চ ত্বংপদলক্ষ্যং পরমেব। তচ্চ পূর্ণে শান্তে শিবে চ তৎপদলক্ষ্যে পরে স্বভাবে স্থিতমিত্যেতাবন্মাত্রং যথাস্থিতং তত্ত্ববোধেন বিততং নাপূর্ব্বং কিঞ্চিদুৎপাদিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নন্থ প্রদীপনির্ব্বাণবৎ সাভাসাবিদ্যানির্ব্বাণং জ্ঞানফলং নিষ্পন্নমিত্যবশ্যং বাচ্যম্। অন্যথা জ্ঞানস্য নৈষ্ফল্যপ্রসঙ্গাত্তত্রাহ—অনির্ব্বাণে ইতি। সত্যং নির্ব্বাণং জ্ঞানফলং তথাপি তদত্যন্তাপ্রসিদ্ধমনিশে সূর্য্যে নিশানিবৃত্তিবদনির্ব্বাণে এব ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং নিত্যশান্তে শান্তমিতি নানর্থনিবৃত্তিরূপং জ্ঞানফলমপূর্ব্বম্। এবং শিবে নিত্যসিদ্ধ-নিরতিশয়ানন্দে শিবমানন্দাবাপ্তিলক্ষণং ফলমপি নাপূর্ব্বমিতি ন জ্ঞানফলেন দ্বৈতাপত্তিঃ। যদি প্রতীচি বন্ধো ব্রহ্মণি বিয়দাদিপদার্থশ্চ সত্যঃ স্যাত্তদা তন্নির্ব্বাণং প্রদীপনির্ব্বাণবদপূর্ব্বং স্যাৎ। ইদং তু রজ্জুসর্পনির্ব্বাণবৎ প্রতীচো বন্ধনির্ব্বাণমনির্ব্বাণমেব। তদ্ব্রহ্মাপি বা সনভোঽর্থং বিয়দাদিসত্যার্থসহিতং বস্তুতো ন ভবত্যেবেতি তন্নিবৃত্তিরপি ন দ্বৈতাপাদিকেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অনহংভাবনায়া অসহ্যতাং বারয়তি—শস্ত্রেতি ॥ ২৭-২৮ ॥

পরমাত্মলক্ষণ আদর্শোঽহমর্থেনাহঙ্কারেণ মুখবাষ্পেণ প্রসিদ্ধাদর্শ ইব ব্যামলো ব্যাপ্তমলো মলিনো ভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অহমর্থঃ পরে বায়ৌ স্পন্দস্তৎপ্রশমে তু তৎ।
অনির্দ্দেশ্যমনাভাসমনন্তমজমব্যয়ম্ ॥ ৩০ ॥
অহমর্থঃ পুরো দ্রব্যপ্রতিবিম্বপ্রদর্শিচিতি।
তচ্ছান্তৌ সা নিরাভাসমনন্তমজমব্যয়ম্ ॥ ৩১ ॥
অহমর্থাম্বুদে ক্ষীণে পরমার্থশরন্নভঃ।
পরয়ানন্তয়া লক্ষ্ম্যা স্বচ্ছয়াচ্ছং বিরাজতে ॥ ৩২ ॥
অহমর্থমলোন্মুক্তমব্যক্তং তাম্রমঙ্গ চেৎ।
তৎ পরং পরমাভাসং সম্পন্নং হেম কান্তিমৎ ॥ ৩৩ ॥
যথা নিরভিধার্থশ্রীর্ভজত্যব্যপদেশ্যতাম্।
তথানহন্তাহন্তেয়ং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
অস্ত্যহন্ত্বে স্থিতং ব্রহ্ম সনামেব পদার্থবৎ।
শান্তবৎ সদিবাভাসং তদ্বৎ স ব্যপদেশবান্ ॥ ৩৫ ॥

অনন্তমদ্বয়মাকাশমাত্রঞ্চ ॥ ৩০ ॥

বাহ্যানর্থদর্শনেঽপ্যহঙ্কার এব হেতুরিত্যাহ—অহমর্থ ইতি। সা চিৎ ॥৩১-৩২॥

হে অঙ্গ, অব্যক্তমনাবির্ভূতস্বভাবং চিরমহমর্থতাম্রমলসম্পর্কাজ্জীবতাম্রতামা-
ন্নং ব্রহ্ম হেম শ্রবণাদ্যুপায়নিষ্টপ্তমহমর্থমলোন্মুক্তং চেত্তদেব পরং পরমাভাসমতি-
ভাস্বরমত এব কান্তিমৎ ব্রহ্ম হেম সম্পন্নম্। 'পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অহংতানিবৃত্তৌ মম কেন শব্দেন ব্যপদেশ ইতি চেদ্ যথা সমুদ্রে বিলীনায়াঃ
নদ্ধবকরকাদ্যর্থশ্রিয়ঃ করকাদ্যভিধানিবৃত্ত্যা অব্যপদেশ্যতা তদ্বত্তবাপীত্যাহ—
যথেতি ॥ ৩৪ ॥

তস্য ব্রহ্মাদিনাম্না ব্যপদেশোঽপি ইতরপদার্থবৎ অহংত্বলক্ষণাল্পত্বাত্যয়-
পবৃহত্ত্বলক্ষণং প্রবৃত্তিনিমিত্তং পরিকল্প্য প্রবৃত্তো ন বস্তুবৃত্তেনেত্যাহ—
অস্তীতি। যথা শান্ততরঙ্গাদিজলং স্বভাবেন স্থিতং প্রাক্তনসমুদ্রতরঙ্গাদি-
রূপেণাস্তঃ সদিবাবভাসমানং তরঙ্গসমুদ্রাদিব্যপদেশভাক্ জলস্বভাবেনাব্যপদেশ্যমেব
তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অহমর্থো জগদ্বীজং যদি দগ্ধমভাবনাৎ।
তদহন্ত্বং জগদ্বন্ধ ইত্যাদেঃ কলনৈব কা ॥ ৩৬ ॥
সদ্‌ব্রহ্ম শিবমাত্মেতি পরে নামকলঙ্কিতা।
উদেত্যহন্তাকুম্ভত্বাদিব মৃদ্ধাতুবিস্মৃতিঃ ॥ ৩৭ ॥
অহমর্থাদিয়ং বীজাৎ সত্তাবিম্বলতোত্থিতা।
যস্যাং জগন্ত্যনন্তানি ফলান্যায়ান্তি যান্তি চ ॥ ৩৮ ॥
সাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বীনদী সেয়ং রূপালোকৈষণাদিকা।
অহমর্থস্য মরিচবীজস্যান্তশ্চমৎকৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতো দিশঃ।
ইত্যামোদোঽহমর্থোগ্র-কুসুমস্য বিকাসিনঃ ॥ ৪০ ॥
অহমর্থঃ প্রবিস্থতঃ প্রকটীকুরুতে জগৎ।
সদ্রূপালোকমননং প্রবৃত্ত ইব বাসরঃ ॥ ৪১ ॥

অভাবনাদ্‌ভাবনামূলাজ্ঞাননাশাৎ। তত্ত্বহি ॥ ৩৬ ॥

অহমর্থস্য জগদ্বীজতামুপপাদয়িতুং তদুদ্ভবপ্রকারমাহ—সদিতি। সৎ কালত্রয়াবাধ্যম্। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্নম্। শিবং নিরতিশয়ানন্দম্। আত্মা অপরোক্ষচিদেকরসমিত্যেবং স্বভাবে পরে নমনং নামশ্চতুর্ণামপি স্বভাবানাং সঙ্কোচস্তেন কলঙ্কিতা সঞ্জাতমালিন্যা অতএব মৃদঃ কুম্ভাকারপরিচ্ছেদাম্ স্বভাববিস্মৃতিরিব স্বভাবচতুষ্টয়প্রতিসন্ধানশূন্যা সমষ্ট্যহংতা উদেতি ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদহমর্থাদ্বীজাদিয়ং দৃশ্যসত্তালক্ষণা বিম্বলতা উত্থিতা। ব্যষ্টিভাবেনানন্তান্যসংখ্যানি ॥ ৩৮ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি—সাদ্রীত্যাদিনা। অদ্রিভিরব্ধিভিরুর্ব্বীভির্নদীভিশ্চ সহিতা সাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বীনদী। বহিরিন্দ্রিয়ৈরর্থালোচনং রূপালোকো মনস্তদ্‌গোচরকামসঙ্কল্পাদিবৃত্তয় এষণাস্তদাদিকা ॥ ৩৯-৪০ ॥

মেরোঃ পরভাগে সদ্রূপ এব বাসরঃ প্রবিস্থতঃ সন্ সত এব রূপস্যালোকং ন নং চ যথা নিমিত্তভাবেন করোতি তদ্বৎ ॥ ৪১ ॥

প্রবৃত্তেন দিনেনার্থঃ প্রকটীক্রিয়তে যথা ।
অসজ্জগদহন্ত্বেন ক্ষণান্নির্ম্মীয়তে তথা ॥ ৪২ ॥
অহমিত্যর্থতুস্তৈল-লবো ব্রহ্মণি বারিণি ।
প্রস্থতো যৎ তদাশ্বেতৎ ত্রিজগচ্চক্রকং স্থিতম্ ॥ ৪৩ ॥
উন্মেষমাত্রেণাহন্তা জগন্ত্যনুভবত্যহো ।
ন নিমেষেণ দৃগিব সত্যানীত্যপ্যসন্ত্যলম্ ॥ ৪৪ ॥
অহমর্থে প্রবিস্থতে সংসারো হ্যনুভূয়তে ।
নান্তর্ভূয় পরিক্ষীণে লোচনস্যেব তারকে ॥ ৪৫ ॥
অহমংশে নিরংশত্বং নীতে শাশ্বতসংবিদা ।
শাম্যতীয়মশেষেণ সংসারমৃগতৃষ্ণিকা ॥ ৪৬ ॥
স্বসংবিদ্ভাবনামাত্রসাধ্যেঽস্মিন্ বরবস্তুনি ।
সিদ্ধমাত্রাত্মনি স্বৈরং মা খেদং গচ্ছ মা ভ্রমীম্ ॥ ৪৭ ॥

অর্থো রূপাদিঃ। নির্ম্মীয়ত ইতি। মিথ্যার্থস্য ভানমেব নির্ম্মাণমিত্যাশয়ঃ ॥ ৪২ ॥

তৈলস্য লবো বিন্দুঃ। চক্রকং চক্রাকারাভাসঃ ॥ ৪৩ ॥

দৃক্তুষ্টচক্ষুরিব অসন্তি অসত্যান্যপি জগন্তি সত্যানীত্যনুভবতি। নিমেষেণ তিরোভাবেন তু নানুভবতি ॥ ৪৪ ॥

তদেব দৃঢ়ীকর্ত্তুং পুনরাহ—অহমর্থে ইতি। সুষুপ্তিমরণমূর্চ্ছাসু তিরোভূয় স্থিতে মোক্ষে মূলতঃ পরিক্ষীণে চ সতি নানুভূয়তে। সমাধৌ অন্তর্ভূয় সাক্ষাৎকারেণ পরিক্ষীণে ইতি বা। তারকে কনীনিকায়াম্ ॥ ৪৫ ॥

নিরংশত্বং নিঃশেষতাম্ ॥ ৪৬ ॥

সাধনফলয়োরতিসুলভতাং দর্শয়তি—স্বসংবিদিতি। স্বসংবিৎ স্বপ্রকাশচিদাত্মা তস্য ভাবনা তদাকারবৃত্তিমাত্রসিদ্ধিস্তাবন্মাত্রসাধ্যে ন তু জড়েষ্বিব তৎফলব্যাপ্তিপ্রযত্নাপেক্ষাস্তীতি সাধনে অতিসুলভতা। সিদ্ধমাত্রাত্মনীতিফলেঽপ্যুৎপাদনপ্রযত্নানপেক্ষত্বাদতিসুলভতা সূচিতা। ভ্রমীমহংভাবাদিভ্রান্তিম্। "কৃদিকারাদক্তিনঃ" ইতি ঙীপ্ ॥ ৪৭ ॥

স্বযত্নমাত্রসংসাধ্যাদসহায়াদিসাধনাৎ।
অনহংবেদনান্নান্যচ্ছ্রেয়ঃ পশ্যামি তেঽনঘ ॥ ৪৮ ॥
বিস্মৃত্যাহন্তমাস্স্ব প্রবিসৃতবিভবঃ পূরিতাশেষবিশ্বো
বিষক্ শৈলান্তরিক্ষক্ষিতিজলধিমরুন্মার্গরূপোঽমলাত্মা।
স্বস্থঃ শান্তো বিশোকঃ করণমলকলাবর্জ্জিতো নিষ্প্রপঞ্চো
নিঃসঞ্চারশ্চরাত্মা সকলমসকলঞ্চেতি সিদ্ধান্তসারঃ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধেঽহন্তানিরাসো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পুরুষান্তরাদিবাহ্যসাধনানপেক্ষত্বাদপ্যতিসুলভতামাহ—স্বেতি ॥ ৪৮ ॥

ইদানীং সর্ব্বোপদেশসিদ্ধান্তসারং সংক্ষিপ্য দর্শয়ন্নুপসংহরতি—বিস্মৃত্যেতি। হে রাম, ত্বং প্রথমং ব্যষ্ট্যহংভাবং বিস্মৃত্য বিষক্ সর্ব্বতঃ প্রসিদ্ধঃ, শৈলান্তরিক্ষক্ষিতি-জলধয়শ্চ মরুদ্বায়ুশ্চ তন্মার্গ আকাশশ্চেত্যেবংরূপঃ পূরিতাশেষবিশ্বঃ পরিসৃতবিভবঃ সন্ সমষ্টিভাবেনাস্স্ব। তদনন্তরং নিঃসঞ্চারঃ স্থাবরশ্চরাত্মা চেতি সকলং নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মৈবেতি বাধিত্বা নিষ্প্রপঞ্চঃ করণৈর্ম্মলৈঃ কলাভিশ্চ বর্জ্জিতঃ সন্ স্বস্থঃ শান্তো বিশোকোঽমলাত্মা আস্স্বেত্যধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চাত্মপরিশেষ এব সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

স্বভাবং স্বং বিজিত্যাদাবিন্দ্রিয়াণাং সচেতসাম্।
প্রবর্ত্ততে বিবেকে যঃ সর্ব্বং তস্যাশু সিধ্যতি ॥ ১ ॥
স্বভাবমাত্রং যেনান্তর্ন জিতং দগ্ধবুদ্ধিনা।
তস্যোত্তমপদপ্রাপ্তিঃ সিকতাতৈলদুর্লভা ॥ ২ ॥
শুদ্ধেঽল্পোঽপ্যুপদেশো হি নির্ম্মলে তৈলবিন্দুবৎ।
লগত্যুত্তানচিত্তেষু নাদর্শ ইব মৌক্তিকম্ ॥ ৩ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মম পূর্ব্বং ভুশুণ্ডেন কথিতং মেরুমূর্দ্ধনি ॥ ৪ ॥
পুরা ভুশুণ্ডঃ কস্মিংশ্চিৎ পৃষ্ট আসীৎ কথান্তরে।
ময়া কদাচিদেকান্তে মেরোঃ শিখরকোটরে ॥ ৫ ॥
মুগ্ধবুদ্ধিমনাত্মজ্ঞং কং ত্বং সুচিরজীবিতম্।
স্মরসীতি ময়া পৃষ্টেনোক্তং তেনেদমঙ্গ মে ॥ ৬ ॥

শাস্ত্রং জিতেন্দ্রিয়েষ্বেব সফলং নেতরেষ্বিতি।
বশিষ্ঠেন ভুশুণ্ডোক্তা বিদ্যাধরকথোচ্যতে ॥

সচেতসাং সমনস্কানামিন্দ্রিয়াণাং স্বং বিষয়ানুধাবনলক্ষণং স্বভাবমাদৌ বিজিত্য পশ্চাদ্যো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিসাধনে প্রবর্ত্ততে তস্যৈব সর্ব্বং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশফলং প্রসিধ্যতি নান্যস্যেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সিকতানিষ্পীড়নশ্রম ইব চিরাভ্যস্তোঽপি শ্রবণাদির্নিষ্ফল ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নির্ম্মলে বস্ত্রাদৌ তৈলবিন্দুবল্লগতি অন্তর্নিবিশতে। উত্তানমগম্ভীরং সাধনচতুষ্টয়রিক্তং চিত্তং যেষাং তেষু ॥ ৩-৪ ॥

কথান্তরে অধ্যাত্মকথাপ্রস্তাবে ॥ ৫ ॥

মুগ্ধবুদ্ধিরজ্ঞোঽবশ্যমজিতেন্দ্রিয়ো বৃথাশ্রমশ্চ ভবিষ্যতীতি তাদৃশস্যৈব প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥

ভুশুণ্ড উবাচ।

আসীদ্বিদ্যাধরঃ পূর্ব্বমনাত্মজ্ঞঃ স্বখেদিতঃ।
লোকালোকান্তরশৃঙ্গে শুষ্ক আর্য্যো বিচারবান্॥ ৭॥
তপসা বহুরূপেণ যমেন নিয়মেন চ।
অক্ষীণায়ুরতিষ্ঠং স পুরা কল্পচতুষ্টয়ম্॥ ৮॥
ততশ্চতুর্থে কল্পান্তে বিবেকস্তস্য চোদভূৎ।
বিদূরস্যেব বৈদূর্য্যমৌচিত্যাজ্জলদোদয়াৎ॥ ৯॥
পুনর্ম্মৃতিঃ পুনর্জন্ম জরা মেতি বিভাবয়ন্।
লজ্জেঽহং তৎ কিমেকং স্যাৎ স্থিরমিত্যবমৃশ্য সঃ॥ ১০॥
মামাজগাম সম্প্রষ্টুমষ্টাদশময়ীং পুরীম্।
স্বামুপোহ্য বিরক্তাত্মা সংসারারসতাং গতঃ॥ ১১॥
স মৎসমীপমাগত্য কৃতোদারনমস্কৃতিঃ।
মৎপূজিতোঽবসরত উবাচেদমনিন্দিতম্॥ ১২॥

বিদ্যাধর উবাচ।

মৃদূনি পরিতাপীনি দৃষদ্দৃঢ়বলানি চ।
ছেদে ভেদে চ দক্ষাণি স্বশস্ত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ॥ ১৩॥

স্বস্থ খেদিতঃ অজিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ খেদং প্রাপিতঃ। অতএব শুষ্কো বিশ্রান্তিরসহীনঃ। তপসা নিয়মেন যমেন চ শুষ্ক ইতি পরেণান্বয়ো বা। আর্য্যঃ আয়ুর্ব্বৃদ্ধিহেতুসদাচারসম্পন্নঃ॥ ৭-৮॥

ঔচিত্যাচ্চিরাভ্যস্ততপোনিয়মাদের্বিবেকোদয়াবশ্যম্ভাবাৎ। যথা বিদূরভূবিশেষস্য জলদোদয়াদ্ বৈদূর্য্যং রত্নমুদ্ভবতি তদ্বৎ॥ ৯॥

বিবেকস্বরূপমেব দর্শয়তি পুনরিতি। জরা মা মাভূৎ ইতি বিভাবয়ন্ লজ্জে। নির্ব্বিণ্ণ ইতি যাবৎ॥ ১০॥

পঞ্চপ্রাণা দশেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধী দ্বে স্থূলদেহশ্চেত্যষ্টাদশময়ীং স্বাং পুরীম্। উপোহ্য চিরং বোঢ়্বা শ্রান্তঃ বিরক্ত আত্মা মনো যস্য॥ ১১॥

অবসরতঃ। প্রশ্নাবসরং প্রাপ্যেত্যর্থঃ॥ ১২॥

তত্র স্বখেদহেতূনিন্দ্রিয়াদিদোষান্ বিস্তরেণোত্তরত্র বর্ণয়িষ্যমুপক্রমতে—

পর্য্যাকুলানি মলিনানি বিপৎপ্রদানি
দুঃখোর্ম্মিমন্তি গুণকাননপাবকত্বাৎ।
হার্দ্দান্ধকারগহনানি তমোময়ানি
জিতেন্দ্রিয়াণি সুখমেতি চ কিং মমার্থৈঃ ॥ ১৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে
বিদ্যাধরপ্রশ্নো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

মৃদূনীতি দ্বাভ্যাম্। স্বস্ববিষয়েষু শীঘ্রানুপ্রবেশিত্বান্মৃদূনি প্রবেশোত্তরকালং পরিতাপিনী ততশ্চালয়িতুমশক্যত্বাদ্দৃষদ্ভ্যোঽপি দৃঢ়বলানি স্বশরীরানুপ্রবিষ্টশরাদি-শস্ত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ তুল্যানীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইমানীন্দ্রিয়াণি হার্দানি হৃদিরূঢ়ান্যন্ধকারগহনানি সান্ধকারারণ্যানি। কামাদি-মর্কটৈঃ পর্য্যাকুলানি। প্রাণমনোদেহহৃদয়েষশনায়াদিষড়ূর্ম্মিমন্তি। দৈবাৎ কচিদঙ্কুরিতস্য শমদমাদিগুণকাননস্য পাবকত্বাদ্দাহকত্বাদূর্ম্মিমত্ত্বেঽপি ন শীতলানি। ঈদৃশানীন্দ্রিয়াণি চকারাত্তদ্রূপাশ্রয়ং মনশ্চ জিত্বা সুখমেতি ন ভোগৈঃ। অতো মম বৈদ্যাধরভোগলক্ষণৈরর্থৈঃ কিং প্রয়োজনম্। তদ্বিরক্তো জিজ্ঞাসুঃ শরণাগতোঽস্মীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-রামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

বিদ্যাধর উবাচ।

যদুদারমনায়াসং ক্ষয়াতিশয়বর্জ্জিতম্।
পদং পাবনমাদ্যন্ত-রহিতং তদ্বদাশু মে ॥ ১ ॥
এতাবন্তমহং কালং সুপ্ত আসং জড়াত্মকঃ।
ইদানীং সম্প্রবুদ্ধোঽস্মি প্রসাদাদাত্মনো মুনে ॥ ২ ॥
মনোমহাময়োত্তপ্তং ক্ষুব্ধমজ্ঞানবৃত্তিষু।
মামুদ্ধর দুরন্তেহং মোহাদহমিতি স্থিতাৎ ॥ ৩ ॥
শ্রীমত্যপি পতন্ত্যাশু শাতনাঃ কাতরাদয়ঃ।
গুণবত্যুগ্রপত্রেঽপি তুহিনানীব পঙ্কজে ॥ ৪ ॥

দিব্যভোগপ্রসক্তেন চিরং স্বেন পরীক্ষিতাঃ।
ইহ বিদ্যাধরেণোক্তা বিষয়েন্দ্রিয়দুর্নয়াঃ॥

অতঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসবে মহ্যং ব্রহ্মোপদিশেত্যাহ—যদিতি। সর্ব্বকার্পণ্যনিবর্ত্তকনির্দুঃখনিরতিশয়ানন্দরূপত্বাদুদারম্। আশু শীঘ্রং বদ। প্রদীপ্ত-শিরস ইব জলরাশিং বিবিক্ষোস্ত্রিবিধতাপসন্তপ্তস্য মম বিলম্বসহনাশক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

তর্হি প্রাগেব কুতো নাগমস্তত্রাহ—এতাবন্তমিতি। আত্মনো মনসস্তীব্রতর-বৈরাগ্যলক্ষণাৎ প্রসাদাৎ ॥ ২ ॥

মনোমহাময়েন কামেনোত্তপ্তম্। অজ্ঞানবৃত্তিষু দুর্ব্বাসনাসু ক্ষুব্ধম্। দুরন্তা দুরুচ্ছেদা ঈহাঃ কর্ম্মাণি যস্য তম্। তত্র কারণমাহ মোহাদিতি। অহমিত্যনাত্ম-ন্যাত্মাভিমানাকারেণ স্থিতান্মোহাৎ স্বতত্ত্বাপরিজ্ঞাননিমিত্তাদিত্যর্থঃ। মোহাদুদ্ধ-রেতি বুদ্ধিকৃতাপাদানে বা পঞ্চমী ॥ ৩ ॥

নমু বিদ্যাধরাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ত্বাদ্ বিদ্যাবলাদেব সর্ব্বদুঃখনিরাসসমর্থা মণিমন্ত্র-রসায়নাদিসিদ্ধিভিরণিমাদ্যৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুক্তাঃ শ্রূয়ন্তে তৎ কিমেবং শ্রীমতি ত্বয়ি কামাদিদুঃখশাতনাঃ কাতরতাকার্পণ্যাদিদোষাশ্চ নিপতিতাঃ। যেন দেবযোনি-শ্রেষ্ঠত্বান্মান্যতমোঽপি ত্বং নিকৃষ্টকাকযোনিমপি মাং শরণাগতোঽসি পৃচ্ছসি চ

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ কেবলং জীর্ণজন্তবঃ।
ন ধর্ম্মায় ন মোক্ষায় মশকা ইব পঙ্কজে ॥ ৫ ॥
ভাবৈস্তৈস্তৈরেব তৈরেব তুচ্ছালম্ভবিড়ম্বনৈঃ।
চিরেণ পরিখিন্নাঃ স্মো বিপ্রলম্ভাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৬ ॥
নান্তোঽস্ত্যস্য ন চ স্থৈর্য্যাবস্থাঽবিশ্রান্তমানসম্।
ভ্রমতো ভোগভঙ্গেষু মরুভূমিষ্বিবাধ্বনঃ ॥ ৭ ॥
আপাতমধুরারম্ভা ভঙ্গুরা ভবহেতবঃ।
অচিরেণ বিকারিণ্যো ভীষণা ভোগভূময়ঃ ॥ ৮ ॥
মানাবমানপরয়া দুরহঙ্কারকান্তয়া।
ন রমে বাময়া তাত হতবিদ্যাধরশ্রিয়া ॥ ৯ ॥

তত্রাহ—শ্রীমত্যপীতি। সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ্যাদিশ্রীমত্যপ্যাত্মবিদ্যাশূন্যে কামক্রোধের্ষ্যাসূয়াদিদুঃখশাতনাঃ কাতর্য্যাদিদোষাশ্চ পতন্ত্যেব। অজিতেন্দ্রিয়ত্বাদিতি ভাবঃ। পঙ্কজপক্ষে শ্রীমতি লক্ষ্ম্যাধারে গুণবতি বিসতন্তুমতি সাশ্রয়সস্নেহজলবিমুখত্বাত্তৎকণৈরলেপ্যত্বাচ্চোগ্রাণি স্নেহনিষ্ঠুরাণি পত্রাণি যস্য তাদৃশেঽপি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানাভাবে দেবযোনীনাং মশকাদিযোনিসাম্যমেব ধর্ম্মাধিকারাভাবাদিতি সূচয়ন্ স্ববৈরাগ্যহেতুং সর্ব্বত্রদোষদর্শনং প্রপঞ্চয়তি—জায়ন্তে ইত্যাদিনা ॥ ৫ ॥

ভাবৈঃ শব্দাদিবিষয়ৈস্তৈস্তৈঃ সহস্রশঃ পূর্ব্বভুক্তৈরেব তুচ্ছতমসুখলবার্থং য আলম্ভো বিষয়েন্দ্রিয়স্পর্শস্তল্লক্ষণৈর্বিড়ম্বনৈর্বঞ্চনোপায়ৈর্বিপ্রলম্ভাঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। বিপ্রলব্ধা বঞ্চিতাঃ সন্তঃ। ‘তুচ্ছান্নৈঃ’ ইতি পাঠে তুচ্ছানাং ক্ষুদ্রজন্তুনামপ্যন্নৈরূপভোগ্যভূতৈরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অবিশ্রান্তমানসং যথা স্যাত্তথা ভোগভঙ্গেষু ভঙ্গুরেষু ভোগেষু ভ্রমতো মমাস্য সংসারাধ্বনোঽন্তো নাস্তি, স্থৈর্য্যেণাবস্থানং স্থৈর্য্যাবস্থা চ নাস্তি ॥ ৭-৮ ॥

নন্বু বহুতরপুণ্যার্জিতয়া বিদ্যাধরসম্পদৈব তব কুতো ন বিশ্রান্তিস্তত্রাহ—মানেতি। মানঃ স্বোৎকর্ষাপাদনাভিমানঃ, অপমানঃ পরাপকর্ষাপাদনম্, তদেব পরং শ্রেষ্ঠং যস্যাম্। দুষ্টঃ অহঙ্কারো যেষাং তেষাং কান্তয়া রম্যয়া। অতএব বাময়া বিবেকিনাং প্রতিকূলয়া স্ত্রিয়া চ তৎপক্ষেঽপি বিশেষণে যোজ্যে ॥ ৯ ॥

দৃষ্টাশ্চৈত্ররথোদ্যান-ভুবঃ কুসুমকোমলাঃ।
কল্পবৃক্ষলতাদত্ত-সমস্তবিভবশ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥
বিহৃতং মেরুকুঞ্জেষু বিদ্যাধরপুরেষু চ।
বিমানবরমালাসু বাতস্কন্ধস্থলীষু চ ॥ ১১ ॥
বিশ্রান্তং সুরসেনাসু কান্তাভুজলতাসু চ।
হারিহারবিলাসাসু লোকপালপুরীষু চ ॥ ১২ ॥
ন কিঞ্চিদুচিতং সাধু সর্ব্বমাধিবিষোষ্মণা।
দগ্ধং ভস্মায়তে তাত বিজ্ঞাতমধুনা ময়া ॥ ১৩ ॥
রূপালোকনলোলেন বনিতাননগৃধ্নুনা।
সাবভাসেন দোষায় দুঃখং নীতোহস্মি চক্ষুষা ॥ ১৪ ॥
ইদং গুণাবহং নেদমিতি মুক্ত্বা বিকল্পনম্।
রূপমাত্রানুসারিত্বাদবস্তুন্যপি ধাবতি ॥ ১৫ ॥
তাবদায়াতি বিরতিং ন বশং যাবদাপদাম্।
নানাবন্ধপরং চেতঃ পরানর্থেহিতোন্মুখম্ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বত্র ভুক্তভোগতয়া বৈরস্যং প্রকটয়তি—দৃষ্টা ইত্যাদিনা ॥ ১০-১১ ॥

হারাদিভূষিতানাং হারা বিলাসা বিহারচমৎকারা যাসু ॥ ১২ ॥

আধয়ো মানসদুঃখানি তদ্বিষোষ্মণা দগ্ধম্। অধুনা বিবেকোদয়কালে বিজ্ঞাতং ন প্রাক্ ॥ ১৩ ॥

কীদৃশেন বিবেকেন কিং কিং কথং কথং জ্ঞাতং তৎ প্রথমং চক্ষুরাদিষু দর্শয়তি—রূপেত্যাদিনা। গৃধ্নুনা অভিকাঙ্ক্ষমাণেন। গৃধেঃ 'ত্রসিগৃধি' ইত্যাদিনা ক্লুঃ। সাবভাসেন বাহ্যান্তরপ্রকাশসহকৃতেন। দোষায় স্ববিষয়াসঙ্গেন মনোদূষণায় ॥ ১৪ ॥

বনিতাপিণ্ডে ইদং বস্ত্রাভরণানুলেপনাদিকমেব গুণাবহং শোভাকরকম্, ইদং রক্তমাংসাস্থিকেশাদি ন, ইতি বিকল্পনং বিবেচনং মুক্ত্বা বিনা ধাবতি চক্ষুরিতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

তদ্বিষয়াসঙ্গদূষিতং রাগান্ধং চেতঃ প্রদীপরূপরাগান্ধপতঙ্গবৎ পরস্মৈ উৎকৃষ্টায় মরণান্তনর্থায় যানি ঈহিতানি দুর্ব্ব্যসনানি তদুন্মুখং সৎ নানাবিধানাং বন্ধানাং বধবন্ধনরকাদ্যাপদাং বশং যাবদায়াতি তাবদ্বিরতিমুপরমং নায়াতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ঘ্রাণমেতদনর্থায় ধাবচ্চৈবাভিতঃ স্ফুটম্।
ন নিবারয়িতুং তাত শক্নোমীহ হয়ং যথা ॥ ১৭ ॥
গন্ধোদকপ্রণালেন মুখশ্বাসানুপাতিনা।
বৈরিণেবাতিদোষেণ ঘ্রাণেনাস্মি নিয়োজিতঃ ॥ ১৮ ॥
চিরং রসনয়া চাহমনয়া নয়হীনয়া।
গজগোমায়ুগুপ্তেষু দুঃখাদ্রিষলমাহতঃ ॥ ১৯ ॥
নিরোদ্ধুং ন চ শক্নোমি স্পর্শলম্পটতাং ত্বচঃ।
গ্রীষ্মকালসমিদ্ধস্য তাপমংশুমতো যথা ॥ ২০ ॥
শুভশব্দরসার্থিন্যো মুনে শ্রবণশক্তয়ঃ।
মাং যোজয়ন্তি বিষমে তৃণেচ্ছা হরিণং যথা ॥ ২১ ॥
প্রণতাঃ প্রিয়কারিণ্যঃ প্রহ্বভৃত্যসমীরিতাঃ।
বাদ্যগেয়রবোন্মিশ্রাঃ শুভশব্দশ্রিয়ঃ শ্রুতাঃ ॥ ২২ ॥
শ্রিয়ঃ স্ত্রিয়ো দিশশ্চৈব তটাশ্চাম্ভোধিভূভৃতাম্।
দৃষ্টা বিভবহারিণ্যঃ প্রক্বণন্মণিভূষণাঃ ॥ ২৩ ॥

চক্ষুষ্যুক্তং দোষং ঘ্রাণাদিষ্বপি দর্শয়তি—ঘ্রাণমিতি ॥ ১৭ ॥

যথা কশ্চিদতিদোষেণ বৈরিণা বলাদ্বশীকৃতো দুর্গন্ধোদকবহে নগরপ্রণালে সদা সঞ্চরেতি নিয়োজিতো ভবতি তদ্বদহমপি শ্লেষ্মাদিদুর্গন্ধোদকপ্রণালে নাসাবিলে নিয়োজিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নয়ো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগপরং 'শাস্ত্রং তদ্ধীনয়া। কৃমিকীটপশ্বাদিযোনিলক্ষণেষু দুঃখাদ্রিষু। সুরাপাঃ কৃময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষিণশ্চ' ইত্যাদি স্মৃতেরিতি ভাবঃ। যত্র বলবতাং গজো বুদ্ধিমতাং গোমায়ুশ্চ শ্রেষ্ঠ ইতি তয়োরেব গোপ্তৃতাপ্রসক্তির্নান্যস্যেতি তথোক্তিঃ ॥ ১৯-২০ ॥

শব্দরসঃ শব্দাস্বাদনম্। হরিণপক্ষে বিষমে তৃণাবৃতকূপে ॥ ২১ ॥

তর্হি কিং তব রূপাদয়ঃ শব্দান্তা বিষয়া দুর্লভা যেন তদর্থমনর্থঃ প্রাপ্তো নেত্যাহ—প্রণতা ইত্যাদিনা। প্রহ্বভৃত্যজনেরিতত্বাদেব প্রণতপ্রায়াঃ ॥ ২২ ॥

বিশেষণে শ্র্যাদিচতুষ্টয়ে সাধারণে যোজ্যে ॥ ২৩ ॥

চিরমাস্বাদিতাঃ স্বাদুচমৎকারমনোরমাঃ।
প্রহ্বকান্তাজনানীতাঃ ষড়্‌রসা গুণশালিনঃ ॥ ২৪ ॥
কৌশেয়কামিনীহার-কুসুমাস্তরণানিলাঃ।
নির্ব্বিঘ্নমভিতঃ স্পৃষ্টা ভৃশমাভোগভূমিষু ॥ ২৫ ॥
বধূমুখৌষধীপুষ্প-সমালম্ভনভূময়ঃ।
অনুভূতা মুনে গন্ধা মন্দানিলসমীরিতাঃ ॥ ২৬ ॥
শ্রুতং স্পৃষ্টং তথা দৃষ্টং ভুক্তং ঘ্রাতং পুনঃ পুনঃ।
সংশুষ্কবিরসং ভূয়ঃ কিং ভজামি বদাশু মে ॥ ২৭ ॥
ভুক্ত্বা বর্ষসহস্রাণি দুর্ভোগপটলীমিমাম্।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ন তৃপ্তিরুপজায়তে ॥ ২৮ ॥
সাম্রাজ্যং সুচিরং কৃত্বা তথা ভুক্ত্বা বধূগণম্।
ভঙ্‌ক্ত্বা পরবলানুচ্চৈঃ কিমপূর্ব্বমবাপ্যতে ॥ ২৯ ॥
যেষাং বিনাশনং নাসীদ্ যৈর্ভুক্তং ভুবনত্রয়ম্।
তেঽপি তেঽপ্যচিরেণৈব সমং ভস্মপদং গতাঃ ॥ ৩০ ॥

ষড়্‌রসসৌগন্ধ্যানাং যথাযোগ্যং মেলনপাকচাতুরীগুণশালিনঃ ॥ ২৪ ॥

কৌশেয়াদয়ঃ ষট্ ত্বগ্‌বিষয়াঃ ॥ ২৫ ॥

বধূমুখানি ওষধ্যশ্চন্দনোশীরাগুর্ব্বাদয়ঃ পুষ্পাণি সমালম্ভনং কর্পূরকস্তুরী-পৌষ্কলকাদীনাং মেলনং তদ্‌ভূময়স্তৎপ্রভবাঃ ॥ ২৬ ॥

ভূয়োভূয়ঃ সেব্যমানং সংশুষ্কং কাষ্ঠমিব বিরসং সম্পন্নং তত্র বান্তাশনপ্রায়ে জাতে কিং ভজামি ॥ ২৭ ॥

বৈরস্যেনৈব তজ্জিহাসা ন তু তৃপ্ত্যেত্যাহ—ভুক্ত্বেতি ॥ ২৮ ॥

কিমবাপ্যতে। ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যেষাং হিরণ্যকশিপু-প্রভৃতীনাং বিনাশনং বিনাশসাধনং নাসীৎ প্রাগ্‌জগত্প্রসিদ্ধম্। ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণেত্যাদিবরপ্রার্থনে সর্ব্বপ্রসিদ্ধবধসাধনপ্রতিষেধাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

প্রাপ্তেন যেন নো ভূয়ঃ প্রাপ্তব্যমবশিষ্যতে।
তৎপ্রাপ্তৌ যত্নমাতিষ্ঠেৎ কষ্টয়াপি হি চেষ্টয়া ॥ ৩১ ॥
যেন কান্তাশ্চিরং ভুক্তা ভোগাস্তস্যেহ জন্তুভিঃ।
দৃষ্টো ন কস্যচিন্মূর্দ্ধ্নি তরুর্ব্যোমপ্লবশ্চ বা ॥ ৩২ ॥
চিরমাসু দুরন্তাসু বিষয়ারণ্যরাজিষু।
ইন্দ্রিয়ৈর্বিপ্রলব্ধোঽস্মি ধূর্ত্তবালৈরিবার্ভকঃ ॥ ৩৩ ॥
অদ্য ত্বেতে পরিজ্ঞাতা ময়া স্ববিষয়ারয়ঃ।
কষ্টা ইন্দ্রিয়নামানো বঞ্চয়িত্বা তু মাং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥
সংসারজঙ্গলে শূন্যে দগ্ধং নরমৃগং শঠাঃ।
আশ্বাস্যাশ্বাস্য নিঘ্নন্তি বিষয়েন্দ্রিয়লুব্ধকাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিষমাশীবিষৈরেভির্বিষয়েন্দ্রিয়পন্নগৈঃ।
যে ন দগ্ধা ন দৃষ্টাস্তে দ্বিত্রা এব জগত্যপি ॥ ৩৬ ॥

ইত্থং সতি কিং কার্য্যং তদাহ—প্রাপ্তেনেতি। কষ্টয়া ইন্দ্রিয়প্রাণমনঃসংযমাদি-শ্রমসাধ্যয়াপি চেষ্টয়া ॥ ৩১ ॥

চিরভুক্তমহাভোগানামপি পুংসাং ভোগকালে অপগতে অভুক্তভোগেভ্যঃ পুরুষান্তরেভ্যো ন কশ্চিদ্বিশেষো দৃশ্যত ইত্যাহ—যেনেতি। যেন যেন চিরং কান্তা রম্যতরা ভোগাশ্চিরং ভুক্তাস্তাদৃশস্য পুংসো মধ্যে কস্যচিদপি মূর্দ্ধ্নি সংজাতঃ কল্পতরুঃ কৈশ্চিদপি জন্তুভির্ন দৃষ্টো যেন স তচ্ছায়ায়াং সদৈব পূর্ণকামো বিশ্রাম্যেৎ। নাপি তস্য গুদে ব্যোমপ্লবো বিমানাদিঃ সঞ্জাতো দৃষ্টো যেন স সদৈব সর্ব্বত্র বিহরেদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অর্ভকঃ। সাধুরিতি শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

শব্দাদি-বিষয়াত্মকানাং ভূতানামেব মনসো বহিরাকর্ষণেন স্ব-স্ব-ভোগায় শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ভাবেনাবস্থানাদিন্দ্রিয়নামানঃ স্ববিষয়ারয়ো ময়া অদ্য পরিজ্ঞাতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

আশীবিষৈর্দৃষ্টিবিষৈঃ। যেন দৃষ্টা ন দগ্ধাশ্চ তে তথাবিধাঃ পুরুষাঃ সর্ব্ব-জগত্যপি দ্বিত্রা এব সম্ভাব্যন্ত ইতি শেষঃ ॥ ৩৬ ॥

ভোগভীমেভবলিতাং তৃষ্ণাতরলবাগুরাম্ ।
লোভোগ্রকরবালাঢ্যাং কোপকুন্তকুলাঙ্কিতাম্ ॥ ৩৭ ॥
দ্বন্দ্বজালরথব্যাপ্তামহঙ্কারানুপালিতাম্ ।
চেষ্টাতুরঙ্গমাকীর্ণাং কামকোলাহলাকুলাম্ ॥ ৩৮ ॥
শরীরসীমান্তগতাং দুরিন্দ্রিয়পতাকিনীম্ ।
যে জেতুমুত্থিতাস্তাত ত এবেহ হি সদ্ভটাঃ ॥ ৩৯ ॥
সুসাধ্যঃ করটোদ্ভেদো মত্তৈরাবণদন্তিনঃ ।
নোৎপথপ্রতিপন্নানাং স্বেন্দ্রিয়াণাং বিনিগ্রহঃ ॥ ৪০ ॥
পৌরুষস্য মহত্ত্বস্য সত্ত্বস্য মহতঃ শ্রিয়ঃ ।
ইন্দ্রিয়াক্রমণং সাধো সীমান্তো মহতামপি ॥ ৪১ ॥
তাবদুত্তমতামেতি পুমানপি দিবৌকসাম্ ।
কৃপণৈরিন্দ্রিয়ৈর্যাবৎ তৃণবন্নাপকৃষ্যতে ॥ ৪২ ॥
জিতেন্দ্রিয়া মহাসত্ত্বা যে ত এব নরা ভুবি ।
শেষানহমিমান্ মন্যে মাংসযন্ত্রগণাংশ্চলান্ ॥ ৪৩ ॥
মনঃসেনাপতেঃ সেনামিমামিন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ।
জেতুং চেদস্তি মে যত্নো জয়ামি তদলং মুনে ॥ ৪৪ ॥

অবশ্যজেতব্যতাপ্রদর্শনায়েন্দ্রিয়াণ্যেব শত্রুসেনাত্বেন রূপয়তি—ভোগেত্যাদিত্রিভিঃ। ভোগা এব ভীমা ইভা গজাস্তৈর্বলিতাম্ ॥ ৩৭ ॥

দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীনি। অহঙ্কারেণ সেনাপতিনা অনুপালিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

শরীরলক্ষণস্য নগরস্য সীমান্তেষু গতামাক্রম্য স্থিতাম্ ॥ ৩৯ ॥

মত্তস্যৈরাবণদন্তিন ঐরাবতস্য। করটস্য কুম্ভস্যোদ্ভেদো বিদারণম্ ॥ ৪০ ॥

সত্ত্বস্য ধৈর্য্যস্য। শ্রিয়ো বিশ্রান্তিসম্পদঃ। ইন্দ্রিয়াণামাক্রমণং জয়ঃ। সীমান্তোঽবধিঃ। পরাকাষ্ঠেতি যাবৎ। মহতাং তত্ত্ববিদামপি ॥ ৪১ ॥

উত্তমতাং মান্যতাম্ ॥ ৪২-৪৩ ॥

যত্ন উপায়শ্চেদস্তি তত্তর্হি জয়ামি ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রিয়োত্তমরোগাণাং ভোগাশাবর্জ্জনাদৃতে।
নৌষধানি ন তীর্থানি ন চ মন্ত্রাশ্চ শান্তয়ে ॥ ৪৫ ॥
নীতোঽস্মি পরমং খেদমভিধাবদ্ভিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
এক এব মহারণ্যে তস্করৈঃ পথিকো যথা ॥ ৪৬ ॥
পঙ্কবন্ত্যপ্রসন্নানি মহাদৌর্ভাগ্যবন্তি চ।
গন্ধিশৈবলতুচ্ছানি পল্বলানীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৪৭ ॥
দুরতিক্রমণীয়ানি নীহারগহনানি চ।
জনিতাতঙ্কজালানি জঙ্গলানীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৪৮ ॥
পঙ্কজানি সরন্ধ্রাণি সুদুর্লক্ষ্যগুণানি চ।
গ্রন্থিমন্তি জড়াঙ্গানি মৃণালানীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৪৯ ॥
রুক্ষাণি রত্নলুব্ধানি কল্লোলবলিতানি চ।
দুগ্রহগ্রাহঘোরাণি ক্ষারাম্বূনীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫০ ॥
বান্ধবোদ্বেগদায়ীনি দেহান্তরকরাণি চ।
করুণাক্রন্দকারীণি মরণানীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫১ ॥
অবিবেকিষ্বমিত্রাণি মিত্রাণি চ বিবেকিষু।
গহনান্তরশূন্যানি কাননানীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫২ ॥

এক এবোপায়ো ময়া জ্ঞাতোঽস্তীত্যাহ—ইন্দ্রিয়েতি ॥ ৪৫-৪৬ ॥

ইতঃ প্রভৃতি তুল্যৈর্বিশেষণৈঃ পল্বলাদিসাম্যেনেন্দ্রিয়াণি বর্ণয়তি—পঙ্কবন্তীত্যাদিনা। গন্ধিভিঃ শৈবলতুল্যৈর্মলিনৈস্তুচ্ছানি কুৎসিতানি ॥ ৪৭ ॥

নীহারৈর্জাড্যোর্হিমৈশ্চ গহনানি। আতঙ্কো ভয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

পঙ্কান্মলাজ্জাতানি। গুণা বাসনাস্তন্তবশ্চ সূক্ষ্মতমত্বাৎ সুদুর্লক্ষ্যাঃ। জড়াঙ্গানি জড়দেহাবয়বপ্রায়াণি। লডয়োরভেদাজ্জলাঙ্গানি চ ॥ ৪৯ ॥

নিষ্ঠুরত্বাদসুখস্পর্শত্বাচ্চ রুক্ষাণি। কল্লোলৈঃ ষড়ূর্মিভিরূর্মিভিশ্চ। ক্ষারাম্বূনি সমুদ্রজলানি ॥ ৫০-৫১ ॥

গহনানি দুরবগাহানি। অনন্তানি নিরবধীনি। জনবিশ্রান্তিশূন্যানি চ ॥ ৫২ ॥

ঘনাস্ফোটান্যসারাণি মলিনানি জড়ানি চ।
বিদ্যুৎপ্রকাশান্যেতানি ভীমাভ্রাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫৩ ॥
ক্ষুদ্রপ্রাণিগৃহীতানি বর্জ্জিতানি কৃতাত্মভিঃ।
রজস্তমোঽভিভূতানি স্বেন্দ্রিয়াণ্যটবানি চ ॥ ৫৪ ॥
পাতনৈকান্তদক্ষাণি দোষাশীবিষবন্তি চ।
রুক্ষকণ্টকলক্ষাণি শ্বভ্রাগ্রাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫৫ ॥
আত্মম্ভরীণ্যনার্য্যাণি সাহসৈকরতানি চ।
অন্ধকারবিহারীণি রক্ষাংসি স্বেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫৬ ॥
অন্তঃশূন্যান্যসারাণি বক্রাণি গ্রন্থিমন্তি চ।
দহনৈকার্থযোগ্যানি দুর্দ্দারূণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫৭ ॥
ঘনমোহপ্রবন্ধীনি দুষ্কৃপগহনানি চ।
মহাবকরতুচ্ছানি কুপুরাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫৮ ॥
অনন্তেষু পদার্থেষু কারণানি ঘটাদিষু।
সভ্রমাণি সপঙ্কানি চক্রকাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৫৯ ॥

ঘনা আস্ফোটা ভুজাস্ফালনগর্জ্জনশব্দা যেভ্যঃ। বিদ্যুদিব ক্ষণসুখপ্রকাশানি। পক্ষান্তরে স্পষ্টম্ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষুদ্রৈস্তুচ্ছসুখাসক্তৈঃ কীটাদিভিশ্চ পরিগৃহীতানি। অবটানি গর্ত্তোৎকরস্থলানি ॥ ৫৪ ॥

শ্বভ্রাগ্রাণি জীর্ণশ্বভ্রমুখানি ॥ ৫৫-৫৬ ॥

দুর্দ্দারূণি জীর্ণবংশাদিকাষ্ঠানি ॥ ৫৭ ॥

ঘনৈর্মোহৈশ্চৌর্য্যকলহদ্যূতাদিদুর্ব্যসনপ্রবন্ধনশীলানি। কুপুরাণি অসজ্জননগরাণি ॥ ৫৮ ॥

চক্রকাণি কুলালচক্রাণি ॥ ৫৯ ॥

আপন্নিমগ্নমিমমেবমকিঞ্চনং ত্বং
মামুদ্ধরোদ্ধরণশীল দয়োদয়েন।
যে নাম কেচন জগৎসু জয়ন্তি সন্ত-
স্তৎসঙ্গমং পরমশোকহরং বদন্তি ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে
বৈরাগ্যবর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

হে আপন্নোদ্ধরণশীল, এবংবর্ণিতপ্রকারেন্দ্রিয়প্রযুক্তাপৎসাগরনিমগ্নমকিঞ্চনং ত্যক্তসর্ব্বস্বমিমং শরণাগতং মাং দয়োদয়েন কৃপোত্থেন তত্ত্বোপদেশেনোদ্ধর। যতঃ কারণাজ্জগতি যে যে প্রসিদ্ধাস্তাদৃশাঃ কেচন সন্তস্তত্ত্বজ্ঞা দয়ালবো জয়ন্তি সর্ব্বোৎ-কর্ষেণ বর্ত্তন্তে তেষাং সঙ্গমং শরণাগতিং পরমশোকহরং বদন্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ব-জনাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

ততস্তস্য ময়া ব্রহ্মংস্তচ্ছ্রুত্বা পাবনং বচঃ।
ইদমুক্তং যথাপৃষ্টং সুস্পষ্টপদয়া গিরা॥ ১॥
সাধু বিদ্যাধরাধীশ দিষ্ট্যা বুদ্ধোঽসি ভূতয়ে।
ভবান্ধকূপকুহরাচ্চিরেণোত্থানমিচ্ছসি॥ ২॥
পাবনীয়ং তব মতী রাজতে ঘনরূপিণী।
বিবেকেনানলেনেব কনকদ্রবসন্ততিঃ॥ ৩॥
উপদেশগিরামর্থমাদত্তে হারি হেলয়া।
মুকুরে নির্ম্মলে দ্রব্যমযত্নেনৈব বিম্বতি॥ ৪॥
যদিদং বচ্মি তৎ সর্ব্বমোমিত্যাদাতুমর্হসি।
অস্মাভিশ্চিরমন্বিষ্টং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৫॥
যৎ কিঞ্চিৎ স্বদতেঽন্তস্তে বুধ্যস্বাবোধমুৎসৃজন্।
নাসি ত্বং চিরমপ্যন্তঃ প্রেক্ষিতোঽপি ন লভ্যসে॥ ৬॥

ব্রহ্মৈব ন জগদ্দুঃখমজ্ঞানং জগদাততম্।
অহংবীজাৎ প্ররূঢ়ো হি জগদ্বৃক্ষোঽত্র বর্ণ্যতে॥

তস্য বিদ্যাধরস্য। ইদং বক্ষ্যমাণমুত্তরম্॥ ১॥

দিষ্ট্যা ভাগ্যোদয়াৎ॥ ২॥

বিবেকেন ঘনরূপিণী নিবিড়ং ব্যাপ্তা। যথা অনলেন ব্যাপ্তা কনকদ্রব-সন্ততিঃ কান্ত্যতিশয়েন বিরাজতে তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৩॥

অতএব তে মতির্মদুপদেশগিরামর্থমাদত্তে অবগম্যমাদাস্যতি। হেলয়া অপ্রযত্নেন॥ ৪॥

ওমিত্যঙ্গীকারবুদ্ধ্যা॥ ৫॥

তত্রাদৌ সর্ব্বদৃশ্যবিবেকে সাক্ষিস্বরূপমেব শুদ্ধং ব্রহ্মেতি সর্ব্ববেদান্তরহস্যং সংক্ষিপ্যোপদিশতি—যৎকিঞ্চিদিতি। যৎকিঞ্চিদহঙ্কারাদি তে অন্তর্হৃদি স্বদতে

নাহন্ত্বমস্তি ন জগদিতি নিশ্চয়িনস্তব।
সর্ব্বমস্তি শিবং তচ্চ ন দুঃখায় সুখায় তে ॥ ৭ ॥
কিমজ্ঞত্বাজ্জগজ্জাতং জগতোঽথ কিমজ্ঞতা।
বিচার্য্যাপীতি নো বিদ্ম একত্বাদলমেতয়োঃ ॥ ৮ ॥
মৃগতৃষ্ণাম্বুবদ্বিশ্বমবস্তুত্বাৎ সদপ্যসৎ।
যচ্চেদং ভাতি তদ্ব্রহ্ম ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব বা ॥ ৯ ॥
মৃগতৃষ্ণাম্বুবদ্বিশ্বং নাস্তি ত্বমথ বাস্তি চ।
প্রতিভাসোঽপি নাস্ত্যত্র তদভাবাদতঃ শিবম্ ॥ ১০ ॥
বিশ্ববীজমহন্ত্বং ত্বং বিদ্ধি তস্মাদ্ধি জায়তে।
সাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বীনদীশাদি-জগজ্জরঠপাদপঃ ॥ ১১ ॥

দৃশ্যতয়া প্রথতে তৎসর্ব্বং ত্বং নাসি। দৃশ্যবর্গেষ্বেব কশ্চিদাত্মাস্তি স ময়ান্বিষ্য লব্ধব্য ইতি চিরমপ্যন্তঃ প্রেক্ষিতোঽন্বিষ্টস্তমাত্মা ন লভ্যসে। অতো দৃশ্যমাত্র-লক্ষণমবোধমুৎসৃজন্ সংস্তৎসাক্ষিণমাত্মানং বুধ্যস্বেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ন হি দ্রষ্টৃদৃশ্যলক্ষণসর্ব্বদৃশ্যত্যাগে শূন্যতাপত্তিঃ। কিন্তু সুখদুঃখবৈষম্যপ্রযো-জককল্পিত-দোষাংশনিবৃত্ত্যা বাস্তব-পরম-কল্যাণব্রহ্মভাবেন পূর্ণতয়া সর্ব্ব-মস্ত্যেবেত্যাশয়েনাহ—নাহমিতি ॥ ৭ ॥

দৃশ্যমাত্রস্য অবোধরূপত্বমুক্তমুপপাদয়তি—কিমিতি। কিং সুষুপ্তৌ প্রসিদ্ধাদ-জ্ঞানাদহংকারাদিভাবেন ঘনীভূতাজ্জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণং জগজ্জাতমথবা জতুকাঠিন্যা-দিব বিলীনাজ্জাগ্রদাদিলক্ষণাজ্জগতঃ সৌষুপ্তী অজ্ঞতা জাতা ইতি বিচার্য্যাপি বিনিগমকাভাবাৎ কার্য্যকারণভাবব্যবস্থাং নো বিদ্মঃ। অতঃ কাঠিন্যদ্রবাবস্থয়ো-রিব তয়োরেকত্বাৎ সর্ব্বস্যাজ্ঞানমাত্রত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তস্য বিবর্ত্ততাদর্শনমেব ত্যাগঃ বাধিতস্য জগতস্তুচ্ছতাবিভাবনে ন কিঞ্চিদ্ব্রহ্ম, অধিষ্ঠানরূপতাপত্তিবিভাবনে তু সর্ব্বমেব ব্রহ্মেত্যাহ—মৃগতৃষ্ণেতি ॥ ৯ ॥

উক্তমাশয়ং বিশদয়ংস্তৎপ্রতিভাসমপি নিরাচষ্টে—মৃগতৃষ্ণেতি। তদভাবাৎ প্রতিভাস্যাভাবাৎ। ন হি ঘটাভাবে প্রকাশসত্ত্বেঽপি ঘটপ্রকাশশব্দার্থোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তরূপস্য জগতঃ প্রাতিস্বিকরূপেণ নিরসিতুমশক্যত্বাদ্ বীজদাহেনৈব নিরাস ইতি বক্তুমহঙ্কারং বীজত্বেন জগতস্তৎপ্রভবতরুত্বেন বর্ণয়তি—বিশ্বেত্যাদিনা ॥ ১১ ॥

অহন্ত্ববীজাদণুতো জায়তেঽসৌ জগদ্দ্রুমঃ।
তস্যেন্দ্রিয়রসাঢ্যানি মূলানি ভুবনানি হি ॥ ১২ ॥
তারকাজালকলিকা ঋক্ষৌঘঃ কোরকোৎকরঃ।
বাসনা গুচ্ছবিসরাঃ পূর্ণচন্দ্রঃ ফলালয়ঃ ॥ ১৩ ॥
স্বর্গাদয়ো বৃহদ্বর্গা মহাবিটপকোটরাঃ।
মেরুমন্দরসহ্যাদি-গিরয়ঃ পত্ররাজয়ঃ ॥ ১৪ ॥
সপ্তাব্ধয়োঽগ্রস্তয়ঃ পাতালং মূলকোটরম্।
যুগানি ঘুণবৃন্দানি পর্ব্বাণি গুণপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ১৫ ॥
অজ্ঞানমুৎপত্তিমহী নরা বিহগকোটয়ঃ।
উপলম্ভো বৃহৎস্তম্ভো দবো নির্ব্বাণনির্ব্বৃতিঃ ॥ ১৬ ॥
রূপালোকমনস্কারা বিবিধামোদবৃত্তয়ঃ।
বনং বিপুলমাকাশং শুক্তিজালং মুখত্বচঃ ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রিয়রসো বিষয়াসঙ্গস্তদাঢ্যানি অধোভুবনানি তস্য দ্রুমস্য মূলানি ॥ ১২ ॥

অশ্বিন্যাদিসপ্তবিংশতিতারকাজালং তস্য প্রধানকলিকা। তদন্যঋক্ষৌঘঃ সূক্ষ্ম-কোরকোৎকরঃ। প্রাণিনাং ধর্ম্মাদিবাসনাঃ পুষ্পগুচ্ছসমূহাঃ। ফলালয়ঃ ফল-গুচ্ছাঃ ॥ ১৩ ॥

স্বর্গাদয়ঃ স্বর্মহর্জ্জনতপঃসত্যলোকাখ্যা বৃহতাং লোকানাং বর্গা মহান্তো বিটপকোটরাঃ শাখাবলয়গর্ভদেশাঃ ॥ ১৪ ॥

অগ্রস্তয়ঃ আলবালপরিখাঃ। যুগানি কৃতাদীন্যুত্তরোত্তরং ধর্ম্মপিষ্টক্ষরণাদ্ঘুণ-বৃন্দানি। তত্তদ্যুগবৎসরায়নর্ত্তুমাসাদিগুণপঙ্‌ক্তয়ো বৃক্ষস্য শাখামূলান্তরাল-পর্ব্বাণি ॥ ১৫ ॥

নরাঃ জীবাঃ। উপলম্ভো ভ্রান্তিজ্ঞানমেব বৃহৎস্তম্ভঃ সর্ব্ববিটপাধারমধ্য-ভাগঃ। তস্য তত্ত্ববোধাগ্নির্ব্বাণং নিবৃত্তিরেব দবো বনহুতাশনঃ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধা রূপালোকাঃ মনসা তদ্‌গোচরসঙ্কল্পবিকল্পা মনস্কারাশ্চ তস্য দ্রুমস্য বিবিধা আমোদবৃত্তয়ঃ সুগন্ধপ্রসরাঃ। আকাশমব্যাকৃতাকাশং তস্য বিপুলং বনম্। মুখত্বচো নেত্রপুটানি উত্তরাধরোষ্ঠাশ্চ নেত্রহাস্যমুক্তোদ্‌ভেদ-শুক্তিজালমিব পুষ্পোদ্ভেদনম্। প্রসববন্ধনমিতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥

বিচিত্রশাখা ঋতব উপশাখা দিশো দশ।
সংবিদ্রসমহাপুরো বাতস্পন্দো নিবর্ত্তনঃ ॥ ১৮ ॥
চন্দ্রার্করুচয়ো লোলা মজ্জনোন্মজ্জনোন্মুখাঃ।
রম্যাঃ কুসুমমঞ্জর্য্যস্তিমিরং ভ্রমরভ্রমঃ ॥ ১৯ ॥
পাতালমাশাগণমন্তরিক্ষ-
মাপূর্য্য তিষ্ঠত্যসদেব সদ্বৎ।
তস্যানহন্তাগ্নিহতেঽহমর্থ-
বীজে পুনর্নাস্তি সতোঽপি রোহঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে
জগদ্বৃক্ষবীজবর্ণনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

তস্যাত্মসংবিদেব জীবনহেতু রসপ্রবাহঃ। সূর্য্যচন্দ্রাগ্ন্যাদীনাং সংবর্গেণ নিবর্ত্তনঃ সূত্রাত্মৈব তস্য বাতস্পন্দঃ ॥ ১৮ ॥

মজ্জনোন্মজ্জনে প্রত্যহমুদয়াস্তময়ৌ তদুন্মুখাশ্চন্দ্রার্করুচয়স্তস্য রম্যাঃ কুসুমমঞ্জর্য্যঃ। সূর্য্যেণ সহ ভ্রমত্তিমিরমন্ধকার এব ভ্রমরাণাং ভ্রমণং ভ্রমরভ্রমঃ! ভ্রমন্তো ভ্রমরা ইতি যাবৎ ॥ ১৯ ॥

ঈদৃশোঽয়ং সংসারবৃক্ষঃ পাতালং মূলতো মধ্যত আশাগণং দিক্সমূহমগ্রতোঽন্তরিক্ষং চাপূর্য্য বস্তুতোঽসদেব ভ্রান্তিরূপং সদ্বত্তিষ্ঠতি। তস্য অহমর্থরূপে বীজে অনহংতালক্ষণেনাগ্নিনা হতে ভর্জ্জিতে সতি জীবন্মুক্তিভোগায় যাবত্তদ্দেহপাতং প্রতিভাসমাত্রেণ সতোঽপ্যস্য সংসারবৃক্ষস্য পুনর্জ্জন্মাদিনা রোহঃ প্ররোহো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

বিদ্যাধর ধরাধারো গিরিকন্দরমন্দিরঃ।
দিগন্তরাম্বরাচার-চারসঞ্চারচঞ্চুরঃ ॥ ১ ॥
ঈদৃশোঽয়ং জগদ্‌বৃক্ষো জায়তেঽহন্ত্ববীজতঃ।
বীজে জ্ঞানাগ্নিনির্দ্দগ্ধে নৈব কিঞ্চন জায়তে ॥ ২ ॥
প্রেক্ষ্যমাণঞ্চ তন্নাস্তি কিলাহন্ত্বং কদাচন।
এতাবদেব তজ্‌জ্ঞানমনেনৈব প্রদহ্যতে ॥ ৩ ॥
অহন্ত্বভাবাচ্চাহন্ত্বমস্তি সংসারবীজকম্।
নাহন্ত্বভাবান্নহন্ত্বমস্তীতি জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥
সর্গাদাবেব সর্গস্য কিলাস্যাভাবযোগতঃ।
কুতোঽহন্ত্বং কুতস্ত্বন্ত্বং কুতো দ্বিত্বৈক্যবিভ্রমঃ ॥ ৫ ॥

ইহ সংসারবৃক্ষস্য জ্ঞানাদুচ্ছেদ ঈর্য্যতে।
সঙ্কল্পমণ্ডপপ্রায়ঃ সংসার উপবর্ণ্যতে ॥

বর্ণিতং সংসারবৃক্ষমনুবদতি—বিদ্যাধরেতি। হে বিদ্যাধর, অধস্তনসপ্তলোক-সহিতা ধরা আধারো মূলদেশো যস্য। লোকালোকান্তগিরীণাং কন্দরাণি অন্তরালভাগা মন্দিরং সালবালা বেদির্যস্য। দশদিগন্তরে অম্বরে চ আচারেণ তির্য্যগ্‌বিটপবিস্তারেণ চারেণ উর্দ্ধবিটপপ্রসারেণ তত্র তত্র প্রাণিসঞ্চারেণ চ চঞ্চুরোঽতিচঞ্চলঃ ॥ ১-২ ॥

প্রেক্ষ্যমাণং তত্ত্বতঃ কিমিদং স্যাদিতি রত্নপরীক্ষাবদ্ বিমৃশ্য ব্রহ্মমাত্রতয়াব-ধার্য্যমাণম্। তদহংত্বম্ ॥ ৩-৪ ॥

উৎপত্তিরেব যস্যাসতঃ সতো বা ন সম্ভবতি তস্য স্থিতিদূরনিরস্তেত্যাহ—সর্গাদাবেবেতি ॥ ৫ ॥

সমাকর্ণ্য গুরোর্বাক্যং যতন্তে যে স্বযত্নতঃ।
সঙ্কল্পত্যাগমামূলং পদপ্রাপ্তৌ জয়ন্তি তে ॥ ৬ ॥
রন্ধনাজ্জয়মাপ্নোতি স্বশাস্ত্রে সূপকৃৎ কৃতে।
বিবেকী স্ববিবেকিত্বং যতনাদেব নান্যথা ॥ ৭ ॥
চিচ্চমৎকারমাত্রং স্বং জগদ্বিদ্ধীহ নেতরৎ।
নাশাসু ন বহির্নান্তরেতৎ কচন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥
সঙ্কল্পোন্মেষমাত্রেণ জগচ্চিত্রং বিলোক্যতে।
তদনুন্মেষবিলয়ি চিত্রকৃচ্চিত্তচিত্রবৎ ॥ ৯ ॥
মণ্ডপোঽস্তি মহাস্তম্ভো মুক্তামণিবিনির্ম্মিতঃ।
বহুযোজনলক্ষাণি কান্তকাঞ্চনচিত্রিতঃ ॥ ১০ ॥

সংসারঃ কালত্রয়েঽপি নাস্ত্যেবেত্যুক্তার্থস্য দৃঢ়ীকরণায় সঙ্কল্পদ্যুতমণ্ডপং বর্ণয়িষ্যন্ ভূমিকাং রচয়তি—সমাকর্ণ্যেত্যাদিনা। বক্ষ্যমাণং প্রাগ্ বহুশো বর্ণিতং চ আমূলং সমূলং সঙ্কল্পত্যাগং কর্ত্তুং গুরোস্তদুপায়ক্রমবেদকং বাক্যং সমাকর্ণ্য তদুক্তক্রমেণ স্বপ্রযত্নতো যে যতন্তে তে তত্ত্ববোধপ্রাপ্তৌ সত্যামসঙ্কল্পং তৎপদং কৈবল্যাখ্যং জয়ন্তি ॥ ৬ ॥

যথা সূপকৃৎ সূপকারঃ স্বশাস্ত্রে সূপকারবিদ্যাবিশেষে কৃতে সম্যগভ্যস্তে তদুক্ত-প্রকারেণৈব নানাভক্ষ্যভোজ্যনানারসায়নানাং রন্ধনাৎ পাকেন নিষ্পাদনাৎ ক্ষুত্তৃড়াময়জরাদিজয়ং রাজসমানাদ্যুৎকর্ষং চাপ্নোতি তদ্বদ্বিবেকী অধিকারী গুরুশাস্ত্রোক্তমার্গেণ যতনাদেব স্ববিবেকিত্বং কৈবল্যপর্য্যন্তং জয়তি নান্য-থেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যতোঽয়ং সংসারঃ স্বপ্নেন্দ্রজালাদিবদজ্ঞাতচিচ্চমৎকারমাত্রমতো ন চিতো বহিরস্তীত্যাহ—চিদিতি ॥ ৮ ॥

চিচ্চমৎকারমাত্রতামুপপাদয়তি—সঙ্কল্পেতি। চিত্রকৃতশ্চিত্রকারস্য চিত্তে কল্পিতং যচ্চিত্রং তদ্বৎ ॥ ৯ ॥

জগতঃ সঙ্কল্পমাত্রতাং দ্রঢ়য়িতুং সঙ্কল্পদ্যুতমণ্ডপাকারতাং কল্পয়তি—মণ্ডপ ইত্যাদিনা ॥ ১০ ॥

মণিস্তম্ভসহস্রেণ বৃতোঽগ্রে প্রোতমেরুণা।
ইন্দ্রায়ুধসহস্রাঢ্য-কল্পসন্ধ্যাভ্রসুন্দরঃ ॥ ১১ ॥
স্ত্রীবালপুরুষাদীনাং বাস্তব্যানামিতস্ততঃ।
ক্রীড়ার্থং স্থাপিতা যত্র নানারচনয়ান্তরে ॥ ১২ ॥
ভূতবীজপরাপূর্ণাস্তমোরিপুসযুজ্ম্ মাঃ।
তমঃপ্রকাশচিত্রাখ্যা লোকান্তরসমুদ্গকাঃ ॥ ১৩ ॥
আমোদসুভগা লোল-জলদাবলিপল্লবাঃ।
লীলাপদ্মাকরে স্ত্রীণাং বিলূনাঃ কল্পপাদপাঃ ॥ ১৪ ॥
বালনিশ্বাসচলিতাঃ কন্দুকানি কুলাচলাঃ।
সন্ধ্যাম্বুদাঃ কর্ণপূরাশ্চামরাঃ শরদম্বুদাঃ ॥ ১৫ ॥

অগ্রে অধোমুখং প্রোতো মেরুরিবোর্দ্ধগুগ্ গুলুর্যস্য তথাবিধেন মণিস্তম্ভসহস্রেণ বৃতঃ। অতএব ক্বচিদিন্দ্রায়ুধসহস্রাঢ্য ইব ক্বচিৎ কল্পসন্ধ্যাভ্রাণীব সুন্দরঃ ॥ ১১ ॥

যত্র যস্মিন্ মণ্ডপে বাস্তব্যানাং নিবসতাং স্ত্রীবালপুরুষাদীনাং ক্রীড়ার্থং লোকান্তরাণি পাতালস্বর্গাদীনি তদাকারাঃ সমুদ্গকাঃ সংপুটকাস্তত্র তত্র স্থাপিতাঃ। কীদৃশাস্তে? অন্তরে নানানদীপর্ব্বতবনহস্ত্যশ্বদেবতির্য্যঙ্ নরাদিনানারচনয়া যুক্তাঃ ॥ ১২ ॥

ভূতানি প্রাণিনঃ তল্লক্ষণৈর্বীজৈঃ পরৈস্তদুপভোগ্যৈশ্চ আপূর্ণাঃ। তমসাং রিপুভির্ঘাতকৈর্মণিপ্রদীপসূর্য্যচন্দ্রাদিভির্ব্যবহারপ্রবৃত্ত্যা সযুজ্ম্ মাঃ সশব্দাঃ। ক্বচিৎ তমোভিঃ ক্বচিৎ প্রকাশৈশ্চ চিত্রা আখ্যা অভিখ্যা যেষাম্ ॥ ১৩ ॥

লীলাপদ্মায়াঃ ক্রীড়ালক্ষ্ম্যা আকরে যস্মিন্ মণ্ডপে স্ত্রীণাং মণ্ডনায় বিলূনা লবনেন গৃহীতা আকল্পাঃ কর্ণপূরাদ্যলঙ্কারা যেভ্যস্তথাবিধাঃ কল্পপাদপাঃ কৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

বালানাং নিঃশ্বাসেনাপি চলিতাঃ অতিলঘীয়াংস ইতি যাবৎ। ঈদৃশাঃ কুলাচলা যত্র অর্থাদ্ বালানামেব ক্রীড়াকন্দুকা নিকৃতাঃ। সন্ধ্যাম্বুদা দিগ্ বধূনাং কর্ণপূরাঃ কৃতাঃ। শরদম্বুদাশ্চ তাসাং হস্তে চামরাঃ কৃতাঃ ॥ ১৫ ॥

কল্পান্তকালজলদান্তালবৃন্তপদং গতাঃ।
ভূতলং দ্যূতফলকং বিতানং তারকাম্বরম্ ॥ ১৬ ॥
ভূতসারপরাবর্ত্তে দ্যূতেঽক্ষাঃ শশিভানবঃ।
ব্যোমাজিরে জগদ্ভাসপণে গৃহনিবাসিনাম্ ॥ ১৭ ॥
ইতি সঙ্কল্প এবান্তশ্চিরভাবনয়া যথা।
অগ্রস্থদৃশ্যোপময়া সত্যতামিব গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥
অথৈবায়ং জগদ্রূপঃ সঙ্কল্পৈঃ সুসমুত্থিতঃ।
চিচ্চমৎকারমাত্রাত্মা চিত্রকৃচ্চিত্তচিত্রবৎ ॥ ১৯ ॥
অসত্যমেব স্ফুরতি সর্ব্বমস্তি চ নাস্তি চ।
অসদুত্থিত এবায়ং কুতোঽপীব সমুত্থিতঃ ॥ ২০ ॥
হেম্নীব কটকাদিত্বং সংসারোদরকোটরঃ।
চিচ্চমৎকার এবায়মবিকল্পনসংক্ষয়ঃ ॥ ২১ ॥

যত্র মণ্ডপে ভূতলং সম্পূর্ণং দ্যূতফলকং কৃতম্। তারকাসহিতমম্বরং বিতানং কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

যত্র মণ্ডপে ব্যোমলক্ষণে অজিরে চত্বরে জগতাং ভাস আবির্ভাবতিরোভাবাদি-প্রত্যয় এব পণো যস্মিন্ দ্যূতে ক্রীড়তাং গৃহনিবাসিনাং মণ্ডপস্বামিনাং ব্রহ্মাদীনাং তত্র ভূতসারাণাং চতুর্ব্বিধভূতগ্রামাণাং শারিফলানাং পুনঃ পুনর্জ্জন্মমরণাদিনা ভ্রমণং পরাবর্ত্তস্তল্লক্ষণে দ্যূতে শশিভান্বাদিনবগ্রহা অক্ষাঃ কৃতাঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি ঈদৃশো মণ্ডপোঽস্তীতি সঙ্কল্পয়িতুঃ সঙ্কল্প এব অগ্রস্থদৃশ্যোপময়া যথা সত্যতামিব গচ্ছতি, তথৈবায়ং ধাতুঃ সঙ্কল্পৈঃ সুসমুত্থিতো জগদ্রূপো মণ্ডপোঽপীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

প্রতিভাসতোঽস্তি পরমার্থতো নাস্তি চ কুতোঽপি সমুত্থিতো মায়াহস্ত্যা-দিরিব ॥ ২০ ॥

সংসার উদরকোটরে যস্য তথাবিধশ্চিচ্চমৎকার এব ॥ ২১ ॥

অত্যন্তমেব স্বায়ত্তো যথেচ্ছসি তথা কুরু।
যশ্চান্নপানাদানাদাবনাদরমুপেয়িবান্।
তস্যেদং পশ্চিমং জন্ম ন স কর্ম্ম সমুজ্ঝতি ॥ ২২ ॥
প্রাপ্তো বিবেকপদবীমসি পাবনাত্মন্
পুণ্যাং পবিত্রিতজগত্ত্রিতয়াং দ্বিতীয়াম্।
নাধঃ পতিষ্যসি পুনর্ম্মনসামুনেতি
জানামি মৌনমমলং পদমুৎসৃজ ত্বম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে
উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে মায়ামণ্ডপবর্ণনং
নামাষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

তথা চৈচ্ছিকৈর্বিকল্পনৈরবিকল্পনৈশ্চাবির্ভাবয়িতুং তিরোভাবয়িতুং চ তত্ত্ব-বিদামত্যন্তমেব স্বায়ত্ত ইতি যথেচ্ছসি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। অন্নপানাদিরৈহিকভোগ-সামগ্রীদানযজ্ঞাদিরামুষ্মিকভোগসামগ্রী উভয়ত্রাপ্যনাদরং ফলানভিসন্ধিম্ ॥ ২২ ॥

বিবেকপ্রাপ্ত্যৈব তে মুক্তিরবশ্যম্ভাবিন্যনুমীয়ত ইতি পুনর্জ্জন্মাদিসম্ভাবনাভীতং তমাশ্বাসয়তি—প্রাপ্ত ইতি। হে পাবনাত্মন্, শুদ্ধবুদ্ধে, ত্বং পাতহেত্ববিবেক-পদব্যপেক্ষয়া দ্বিতীয়াং পবিত্রিতজগত্ত্রিতয়াং বিবেকপদবীং প্রাপ্তোঽসি। অতোঽমুনা মনসা ন অধঃ পতিষ্যসীতি জানামি অনুমিনোমি। অতস্ত্বং মৌনং বাঙ্মনসচেষ্টাশূন্যমমলং চিন্মাত্রপদমবলম্ব্য মন আদি দৃশ্যজাতমুৎসৃজেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

অবুধ্যমানশ্চেত্যাদি চিদ্রূপমপি চানঘ।
শান্তচিদ্ঘন এবাস্স্ব নির্ম্মলাপ্স্বস্তরংশুবৎ ॥ ১ ॥
অচেতনং চেতনাস্তশ্চেতনাদেব বিদ্যতে।
স্বেঽসাদৃশ্যেঽপি সদৃশং পয়োরাশৌ যথানলঃ ॥ ২ ॥
সচেতনাচেতনয়োর্হেতুশ্চিত্ত্বাৎ তথৈব চিৎ।
বিনাশোৎপাদয়োর্বহ্নিজ্বালায়াঃ পবনো যথা ॥ ৩ ॥

চিদধীনোদয়ধ্বংসসত্তাস্ফূর্ত্তিবিবর্ত্তনম্।
ইহ চিৎকচনং বিশ্বং চিন্মাত্রমিতি বর্ণ্যতে ॥

'হেম্নীব কটকাদিত্বং সংসারোদরকোটরঃ। চিচ্চমৎকার এবাত্মবিকল্পনসংক্ষয়ঃ' ইতি যদুক্তং তদুভয়মনুভাবয়িষ্যন্নবিকল্পনপ্রকারং প্রথমমুপদিশতি—অবুধ্যমান ইতি। চেত্যং তদ্গতক্রিয়াগুণদোষাদি তদ্ব্যাবৃত্তং তদবভাসকম্। চিদ্রূপমপি বিভাজকবিকল্পকমনসো বাধাদবুধ্যমানো নির্ম্মলাসু অপ্সু প্রবিষ্টা অংশবঃ সূর্য্যকিরণা ইব প্রশান্ততাপঃ প্রকাশমাত্রাবশেষ আস্স্ব। সেয়মপি কল্পস্থিতির্জগদ্বিকল্পক্ষয়হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সংসারোদরকোটরশ্চিচ্চমৎকার এবাত্মমিত্যেতদপি সোপপত্তিকমনুভাবয়তি—অচেতনমিত্যাদিনা। অচেতনং দৃশ্যং স্বে স্বীয়ে জাড্যদুঃখপরিণামিত্বাদিলক্ষণে চিদসাদৃশ্যে সত্যপি চেতনায়াশ্চিতোঽন্তরে বিদ্যতে,নান্যত্র। তৎ কুতঃ? চেতনাদেব। ন হ্যন্যত্র বিদ্যমানং তদসম্বন্ধয়া চেতনয়া চেতিতুং শক্যম্। ন চাচেত্যমানং কিঞ্চিৎ সিধ্যতি। নাপি চেতনা সক্রিয়া যেন গত্বা চেতয়েৎ। সা যদি সর্ব্বগতা, তর্হি সিদ্ধৈব প্রতিজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এবং দেশতঃ সর্ব্বদৃশ্যস্য চিদন্তঃস্থিতিং প্রসাধ্য কালতোঽপি তাং স্বচয়ংশ্চিৎকার্য্যতাং সাধয়তি—সচেতনেতি। সচেতনা অহংবৃত্তিবিষয়াঃ। অচেতনা ইদংকারবিষয়াঃ। তথা পূর্ব্ববদেব কারণং বিবর্ত্তোপাদানম্। চিদ্বিবর্ত্তত্বৈব চিচ্চমৎকার ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

নাহমস্তীতি চিদ্রূপং চিতি বিশ্রান্তিরস্তু তে।
ততো যথা যাদৃশেন ভূয়তে তাদৃশো ভব ॥ ৪ ॥
চিদ্রূপঃ সর্ব্বভাবানামন্তর্ব্বহিরসি স্থিতঃ।
প্রসন্নাম্বুভরস্যান্তর্ব্বহিশ্চৈব যথা পয়ঃ ॥ ৫ ॥
নাহমস্তীতি চিদ্রূপং চিতৌ চেল্লগ্নমঙ্গ তে।
ন চান্যচ্চেত্তিতং ব্রহ্মরূপং কেনোপমীয়তে ॥ ৬ ॥
সসুরাসুরপাতালভুবিষ্টপমিবোষিতম্।
নানাভাবাজবীভাবক্রিয়াকালমিবাকুলম্ ॥ ৭ ॥
যথা রঙ্গময়ং কুড্যে জগন্মৌনমিব স্থিতম্।
তথা চিচ্চিত্রকচিতং খে কুড্যে চাত্মসংস্থিতম্ ॥ ৮ ॥
তেনৈব ভূয়তে ভূরি যচ্চিত্তং কচিতং স্বতঃ।
অচেতনং চেতনং বা যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৯ ॥

তত্রাহমিতি সচেতনাংশনিরাসেনৈবোভয়নিরাসসিদ্ধ্যা চিন্মাত্রাবস্থিতি-সিদ্ধিরিত্যাহ—নাহমিতি। নাহমস্তীত্যহংকারাস্পদাংশবাধেন প্রত্যক্ চিদ্রূপং পরিশেষ্য বিকল্পহেতুক্ষয়াদেবেদং বিকল্পনির্ম্মুক্তপূর্ণচিতি বিশ্রান্তিরস্তিত্যর্থঃ। এবং বিশ্রান্তেন ত্বয়া। ততঃ প্রারব্ধশেষক্ষয়োত্তরম্ ॥ ৪ ॥

অম্বুব্যাপিনঃ ক্ষীরস্যাম্বুক্ষয়েঽপি পরিশেষবদ্ ব্রহ্মরূপমেবানুপমং তে পরিশিষ্যত ইত্যাহ—চিদ্রূপ ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

প্রত্যক্ চিদ্রূপং ব্রহ্ম চিতৌ লগ্নমখণ্ডৈক্যং প্রাপ্তং চেৎ ॥ ৬ ॥

যথা সুরাসুরৈঃ সহ বর্ত্তমানং পাতালভুত্রিবিষ্টপমিব স্থিতম্। প্রীতিহর্ষ-ক্রোধযুদ্ধজয়পরাজয়াদি নানাভাবৈঃ পলায়নানুধাবনাদ্যাজবীভাবৈস্তত্তদনুরূপ-ক্রিয়াকালমিব আকুলমপি রঙ্গমপি রঙ্গময়ং চিত্রলিখিতং জগৎ কুড্যে কুড্যাত্মনা মৌনং মুনিশরীরমিব নির্ব্যাপারমেব স্থিতং তথা মায়াশবলচিচ্চিত্রকচিতং জগদপি শুদ্ধচিদাকাশলক্ষণে কুড্যে নির্বিকারাদ্বয়তদাত্মনৈব সংস্থিতং ন জগদ্ভাবে-নেত্যর্থঃ ॥ ৭-৮ ॥

অচেতনমনৃতজগদ্রূপম্। চেতনং পরমার্থসদ্ব্রহ্মরূপং বা যদেব চিতি স্বতঃ

চিচ্চমৎকৃতয়ো ব্যোম্নি স্ফুরন্ত্যেতা জগত্তয়া।
অর্কাংশুবদবরোধিন্যঃ স্বচ্ছা বিদিতবেদিনাম্ ॥ ১০ ॥
তিমিরাক্রান্তদৃষ্টীনাং যথা কেশোণ্ড্রকাদি খে।
স্ফুরত্যেবং জগদ্রূপমনাত্মন্যেব তিষ্ঠতাম্ ॥ ১১ ॥
এবং জগৎত্বমহমিত্যববোধরূপ-
মাভাসমাত্রমুদিতং ন চ নোদিতঞ্চ।
অর্কাংশুজালরচনানগরাভমত্র
কুড্যাদি সত্যমিদমস্তি ন খে লতেব ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে
চিৎকচনযোগোপদেশো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

স্বরসতঃ কচিতং তেনৈব ভূষতে। এবং স্বাত্মত্বয়োরুভয়োর্ব্যুত্থানেন সমাধিনা বা যদেবেচ্ছসি তৎ কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

এতাবাংস্ত্বজ্ঞেভ্যস্তত্ত্ববিদাং বিশেষঃ। যথা মরুভূমৌ মহানদ্যাত্মনা দৃশ্যমানা অর্কাংশবো মজ্জনমরণাদিভয়জননাত্তরণোপায়াদর্শনাচ্চাজ্ঞানামর্ব্বাক্ কূলে নিরোধকা ন মরুভূমিতত্ত্বজ্ঞানাম্। তদ্বদেকবিজ্ঞানেন তত্ত্বতঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাদ্ বিদিতবেদিনাং তত্ত্ববিদাং জগদ্রূপাশ্চিচ্চমৎকৃতয়োঽপ্যনিরোধিন্য ইত্যর্থঃ। উপপাদিতং চেদং লীলোপাখ্যানে বিস্তরেণ ॥ ১০ ॥

অজ্ঞানাং তু নিরোধিন্য এবেত্যাশয়েনাহ—তিমিরেতি। অনাত্মনি সংসারে এব তিষ্ঠতামজ্ঞানাম্ ॥ ১১ ॥

অর্কাংশুবদিতি দৃষ্টান্তং প্রকারান্তরেণাপি বর্ণয়ন্নুপসংহরতি—এবমিতি। আভাসমাত্রং বর্ণিতচিচ্চমৎকারমাত্রমতোঽজ্ঞদৃশোদিতং তত্ত্বদৃশা নোদিতম্। চকারৌ বিকারান্তরাণামপি সমুচ্চয়প্রতিষেধার্থৌ। অর্কাংশুজালৈরেব রচনা নির্ম্মাণং যস্য তথাবিধং যদ্ গন্ধর্ব্বনগরং তদাভমত্র ব্যবহারভূমৌ কুড্যাদি জগৎ। তচ্চ জগদ্রূপেণ খে লতেব সত্যং নাস্তি। অতো ন চিন্নিরোধকমিত্যপরিচ্ছেদশ্চিতঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

বিদ্ধি ত্বং চেতনাদেব চেতনেতরচেতনম্।
জলেঽগ্নিরিব চিজ্জাড্যে নাতো ভিন্নে মনাগপি ॥ ১ ॥
তদ্বেদনাবেদনয়োরভেদাৎ স্বস্থমাস্যতাম্।
নির্যন্ত্রমেব চিত্রস্থ-জ্ঞপ্তিবদ্ব্যোমমধ্যবৎ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মণ্যশেষশক্তিত্বাদচিত্ত্বং বিদ্যতে তথা।
অক্ষুব্ধে বিমলে তোয়ে ভাবিফেনলবো যথা ॥ ৩ ॥
ন কারণং বিনোদেতি জলাৎ ফেনলবো যথা।
ন কারণং বিনোদেতি সর্গাদি ব্রহ্মণস্তথা ॥ ৪ ॥

যথাভূতং স্থিতং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারমকারণম্।
নাসীদেব জগৎ ক্বাপি কদাপীত্যুপবর্ণ্যতে ॥

ব্রহ্মণি জগদপলাপসিদ্ধয়ে তজ্জাড্যমপলপিতুং জড়ত্বেনাভিমতস্য চিদ্ভাবমনু-ভাবয়তি—বিদ্ধীত্যাদিনা। হে বিদ্যাধর, ত্বং চেতনেতরত্বেনাভিমতস্য জগতশ্চেতনাদেব চেতনং স্ফুরণং বিদ্ধি। স্ফুরদ্ রূপত্বমেব হি চেতনত্বম্। তদ্ যদি জগদ্রূপং স্ফুরতি, তর্হি চেতনমেব ন চেতনেতরদিতি। জলে প্রতিবিম্বিতোঽগ্নিরিব জলাৎ ন চেতনাদ্ বস্ত্বন্তরমস্তি। অতো জলশৈত্যাদতিরিক্তং প্রতিবিম্ববহ্নেরৌষ্ণ্যমিব ন চৈতন্যাজ্জাড্যং নামান্যদস্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

জাড্যমাত্রাপলাপেনৈব জগদপলাপসিদ্ধ্যা নির্বিক্ষেপং স্থীয়তামিত্যাহ—তদিতি। যন্ত্রণং যন্ত্রঃ পরিচ্ছেদস্তদ্রহিতং যথা স্যাত্তথা। চিত্রকৃচ্চিত্তচিত্রস্থতজ্জ-জ্ঞপ্তিবৎ। গন্ধর্ব্বনগরাধিষ্ঠানব্যোমমধ্যবচ্চ ॥ ২ ॥

যে তু প্রলয়েঽপি ব্রহ্মণি অচিদ্রূপং জগৎ সূক্ষ্মরূপেণাপ্যস্ত্যেবেতি শ্রুতি-স্মৃতিবাদাস্তে মায়াশবলস্য সর্ব্বশক্তিত্বাদসৎস্বপি ব্রহ্মসত্তারোপদৃষ্ট্যা ভাবিফেনলবে সাম্প্রতিকজলসত্তয়া সত্তাব্যবহারবদিত্যাশয়েনাহ—ব্রহ্মণীতি ॥ ৩ ॥

ন চ কারণমস্ত্যত্র সর্গবৃত্তাবকারণে।
নাতঃ সঞ্জায়তে কিঞ্চিজ্জগদাদির্ন নশ্যতি ॥ ৫ ॥
অত্যন্তং কারণাভাবান্ন কিঞ্চিজ্জায়তে জগৎ।
মরাবম্বিব নাস্ত্যেব দৃষ্টমপ্যগ্রতো জগৎ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মানন্তমজং শান্তমতোঽস্তীদং ন সর্গধীঃ।
কারণাভাবতস্তেন ব্রহ্মৈবেদমখণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥
অতঃ শিলোদরাভোঽসি ব্যোমকোশোপমোঽপি চ।
ব্রহ্মৈকঘনরূপত্বাদজোঽনবয়বোঽসি চ ॥ ৮ ॥
জ্ঞোঽসি কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিদ্বা নিঃশঙ্কমলমাস্যতাম্।
অচেতনাচিদাভাসে শাম্যতামাত্মনাত্মনি ॥ ৯ ॥
নিত্যানন্দতয়াঽজস্য কারণং নাস্তি কার্য্যকৃৎ।
সর্গাদ্যসম্ভবে তস্মাদ্ যদস্তি তদজং শিবম্ ॥ ১০ ॥
অজো যেষান্তু চিদ্রূপো নাস্তি মৌর্খ্যবিলাসিনাম্।
সর্গনাশে সমুৎপন্নে কিং তেষাং প্রবিচার্য্যতে ॥ ১১ ॥
যত্র যত্র পরং ব্রহ্ম তত্র সন্তি জগন্তি হি।
জগচ্ছব্দার্থরূপেণ মুক্তান্যেবংবিধানি চ ॥ ১২ ॥

বাস্তবদৃষ্ট্যা তু মায়ায়া এবাসত্ত্বাদ্দ্বিতীয়ে নির্ব্বিকারে ক্ষোভতদ্ধেত্বোরেবা-সম্ভবাজ্জড়সর্গাদেরুদয় এব ন সম্ভবতীত্যাহ—নেত্যাদিনা ॥ ৪-৮ ॥

অনবধারিতবিশেষসর্ব্বানুগতসত্তাসামান্যরূপত্বাৎ কিঞ্চিৎ। বিশেষবাধে তদনু-গতস্য সামান্যরূপতায়া অপি নিবৃত্তেরৈকরূপ্যাবধারণাচ্চ ন কিঞ্চিৎ। চেতনা-দ্বিস্তচ্চিদাভাসশ্চ ন বিদ্যেতে যত্র ॥ ৯ ॥

প্রয়োজনাপেক্ষাভাবাদপি সর্গো নাস্তীত্যাহ—নিত্যানন্দতয়েতি। কারণং ক্রিয়ানিমিত্তং ফলম্ ॥ ১০ ॥

এবং তত্র দৃশা নিত্যমুক্ততাসিদ্ধিমুপপাদ্য তদনভ্যুপগমে নিত্যবদ্ধতাপ্রসক্তি-র্থাণাং স্যাদিত্যাহ—অজ ইতি। তেষামনির্মোক্ষদোষানিবৃত্তেঃ কিং প্রবি-চার্য্যতে। নিষ্ফলা মোক্ষোপায়চিন্তেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তৃণে কাষ্ঠে জলে কুড্যে সর্ব্বত্রৈব পরং স্থিতম্।
সর্ব্বত্রৈব চ সর্গৌঘঃ পরিপ্রোতঃ স্থিতো মিথঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মণঃ কঃ স্বভাবোঽসাবিতি বক্তুং ন যুজ্যতে।
অনন্তে পরমে তত্ত্বে স্বত্বাস্বত্বাত্যসম্ভবাৎ ॥ ১৪ ॥
অভাবসব্যপেক্ষস্য ভাবস্যাসম্ভবাদপি।
পদং বধ্নন্তি নানন্তে স্বভাবাদ্ যা দুরুক্তয়ঃ ॥ ১৫ ॥
অস্বত্বাভাবয়োর্নিত্যেঽনন্তেঽত্যন্তমসম্ভবাৎ।
স্বত্বভাবেষু সিদ্ধেষু স্বভাবোক্তির্ন তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥
নাহন্ত্বং লভ্যতে সাধো বুদ্ধ্যা লোকে নিরীক্ষিতম্।
অসদেব কুতোঽপ্যেতদ্বালযক্ষ ইবোদিতম্ ॥ ১৭ ॥
মুক্তন্ত্বহন্ত্বশব্দার্থৈর্লভ্যতে যচ্চ তৎ পরম্।
যুক্তন্ত্বহন্ত্বশব্দার্থৈঃ প্রেক্ষ্যমাণং বিলীয়তে ॥ ১৮ ॥

অর্দ্ধপ্রবুদ্ধদৃষ্ট্যা যাদৃশী স্থিতিস্তামাহ—যত্র যত্রেতি ॥ ১২-১৩ ॥

তর্হি মিথ্যাসর্গস্বভাবমেবাস্তু ব্রহ্ম নেত্যাহ—ব্রহ্মণ ইতি। স্বঃ স্বীয়ো ভাবো ব্যাবর্ত্তকধর্ম্মো হি স্বভাবস্তস্য চ ধর্ম্মতা অস্বভাবব্যাবর্ত্তকতয়া বাচ্যা। অদ্বয়ে তু ব্রহ্মণি স্বত্বাস্বত্বয়োরত্যন্তাসম্ভবান্ন স্বভাবোঽন্যো নিরূপয়িতুং শক্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাবর্ত্তকে স্বশব্দাসঙ্ঘটনমুক্ত্বা ভাবশব্দাসঙ্ঘটনমপি দর্শয়তি—অভাবেতি ॥১৫॥

ব্যাবর্ত্ত্যাপ্রসিদ্ধেরপি পদদ্বয়স্যাপি তত্রাঘটনমিত্যাহ—অস্বত্বেতি। কালান্তরে দেশান্তরে বা তৎপ্রসিদ্ধিশঙ্কাবারণায় বিশিনষ্টি—নিত্যেঽনন্তে ইতি। স্বতঃসিদ্ধেষ্বব্যাবর্ত্তকেষু স্বত্বেষু ভাবেষু চ লোকে স্বভাবোক্তিঃ স্বভাবশব্দপ্রয়োগো ন তিষ্ঠতি। অপ্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

যথা ব্রহ্মণি সর্গাদির্ন সিধ্যতীত্যদ্বয়তা এবং প্রতীচ্যপ্যনহংত্বাদিরপীত্যুভয়শোধে অখণ্ডতা সিদ্ধেত্যাশয়েনাহ—নাহংত্বমিতি ॥ ১৭ ॥

প্রেক্ষ্যমাণং রত্নতত্ত্ববচ্ছাস্ত্রাচার্য্যানুভবৈঃ পরীক্ষ্য তত্ত্বদৃশা দৃশ্যমানম্ ॥ ১৮ ॥

ভেদো জগদ্‌ব্রহ্মদৃশোরভেদঃ
পর্য্যায়শব্দার্থবিলাসতুল্যঃ ।
সঙ্কল্পমাত্রং কথিতো ন সত্যো
যথানয়োর্বৈ কটকত্বহেম্নোঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে সর্গাপবর্গ প্রতিপত্তিযোগোপদেশো নামঃ দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

অনয়া দৃশা জাড্যং চিৎস্বভাবতামিব জীবজগদ্‌ভেদোপ্যভেদাত্মতামেবাপন্ন ইতি প্রদর্শনায় প্রাক্তনা হেমকটকাভেদদৃষ্টান্তাঃ পর্য্যবসন্না ইত্যাশয়েনোপসংহরতি —ভেদ ইতি। সঙ্কল্পো রাহোঃ শির ইতি ব্যপদেশবদ্বিকল্পমাত্রং বিদ্বদ্ভিঃ কথিতঃ। কটকত্বং কটকাকারঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

একাদশঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

শস্ত্রাণি দয়িতাঙ্গানি লগ্নান্যঙ্গে নিরম্বরে।
যো বুধ্যমানঃ সুসমঃ স পরস্মিন্ পদে স্থিতঃ ॥ ১ ॥
তাবৎ পুরুষযত্নেন ধৈর্য্যেণাভ্যাসমাহরেৎ।
যাবৎ সুষুপ্ততোদেতি পদার্থোদয়নং প্রতি ॥ ২ ॥
যথাভূতার্থতত্ত্বজ্ঞমাধয়োঽগ্রগতা অপি।
ন মনাগপি লিম্পন্তি পয়াংসীব সরোরুহম্ ॥ ৩ ॥
শস্ত্রাঙ্গনানভাংস্যঙ্গ-লগ্নান্যলমসংবিদম্।
অলগ্নানীব শান্তাত্মা যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৪ ॥
বিষং যথা স্বান্তরেব ঘূর্ঘূর্ণী ভবতি স্বয়ম্।
ন চ ঘূর্ঘূর্ণতা নাম বিষাদন্যাস্তি কাচন ॥ ৫ ॥

ইহেন্দ্রিয়জয়াৎ পূর্ণে নির্ব্বিকারমনঃস্থিতিঃ।
দেহাদিদৃশ্যাদৃষ্টিশ্চ দৃঢ়ীকার্য্যেতি বর্ণ্যতে ॥

নিরম্বরে বস্ত্রাদ্যনাবৃতে অঙ্গে স্বদেহে লগ্নানি শস্ত্রাণি দয়িতায়াস্তরুণ্যাঃ স্তনাদ্যঙ্গানি চ বুধ্যমানঃ সাক্ষাদনুভবন্নপি কামদুঃখভয়াদিবিকারানুদয়াদ্যঃ সুসমঃ স্যাৎ স পরস্মিন্ পদে স্থিতঃ। তাদৃশস্থিতিসিদ্ধিপর্য্যন্তমিন্দ্রিয়জয়াত্মনিষ্ঠে দৃঢ়ীকার্য্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অমুমেবার্থং স্পষ্টমাহ—তাবদিতি। শস্ত্রকান্তাদিবাহ্যপদার্থেভ্যো বিকারোদয়নং মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা প্রতিক্ষিপ্য স্বাত্মসুখমাত্রবিশ্রান্তিলক্ষণা সুষুপ্ততা যাবদুদেতি তাবৎ ॥ ২ ॥

তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিষ্ঠায়া আধ্যসংস্পর্শ এব লক্ষণমিত্যাহ—যথেতি। নহি শুক্তিবাধে তদ্রজতলাভাপহারয়োরাধিদৃ'শ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

নভোগ্রহণং দৃষ্টান্তার্থম্। স পশ্যতি স সাক্ষাৎকারজ্ঞানবানিতি লক্ষণেন বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ন ভ্রান্তিকল্পিতেন জীবভাবেনাস্য বাস্তবনির্ব্বিকারস্বভাবোঽপগত ইতি

স্বরূপমজহৎ স্বেবং জীবতামধিতিষ্ঠতি।
তথাত্মা তৎপরিজ্ঞানমাত্রৈকপ্রবিলাপিনীম্ ॥ ৬ ॥
জীবো ভবতি দুর্ঘুণোঽমৃত্যাত্মৈব যথা তথা।
অত্যজন্তী নিজং রূপং চিজ্জড়ং রূপমৃচ্ছতি ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মণ্যনন্যোঽপ্যন্যাভো দুর্ঘুণঃ ক্বচিদুত্থিতঃ।
তৎস্থঃ স এবাস ইবাপ্যতৎস্থ ইব সর্গকঃ ॥ ৮ ॥
বিষং বিষত্বমজহদ্ যথা স্বান্তঃ কৃমিঃ ক্রমাৎ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ম্রিয়তেঽপি চ জায়তে ॥ ৯ ॥
স্বেনৈব সংবিদর্থেন পদার্থামগ্নরূপিণা।
তীর্য্যতে গোষ্পদমিব ন তু দৈবাদ্ভবার্ণবঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বভাবান্তরাবস্থা সর্ব্বভাবাতিশায়িনী।
অন্তঃশীতলতা যস্মিংস্তস্মিন্ কিমিব হেলনম্ ॥ ১১ ॥

তদ্বাধমাত্রেণ তল্লাভো যুক্ত এবেত্যেতদুপপাদনায় দৃষ্টান্তমাহ—ন চেতি। য
বিষং বিষস্বভাবাদপ্রচ্যুতমেব ঘুণকীটাদিবিকারং গতমিতি ঘুণত্বা বিষাদন্যা ন
তথা আত্মা ব্রহ্মাপি স্বতত্ত্বপরিজ্ঞানমাত্রৈকবাধ্যাং জীবতাং জীবাকারবিব
মধিতিষ্ঠতীতি জীবতা নান্যেতি যোজ্যম্ ॥ ৫-৬ ॥

অমরণস্বভাবমেব জড়ং বিষং স্বস্বভাবমত্যজদেব যথা মরণস্বভাবকীটজী
ভবতি তথা ব্রহ্মচিদপি মরণস্বভাবং জড়ং রূপমৃচ্ছতীতি বৈপরীত্যাংশেঽ
দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

জীববজ্জগদপি ঘুণবদেবোত্থিতমিত্যাহ—ব্রহ্মণীতি ॥ ৮ ॥

কৃমৌ বিষস্বভাবদৃষ্ট্যা যথা জন্মমরণে ন স্তো দেহিস্বভাবদৃষ্ট্যা তু স্তস্ত
জীবেঽপি ব্রহ্মস্বভাবদৃষ্ট্যা ন স্তো জীবস্বভাবদৃষ্ট্যা তু স্ত ইত্যাহ—বিষমি
ম্বাভ্যাম্ ॥ ৯ ॥

দেহেন্দ্রিয়বিষয়পদার্থেষ্বহংমমতাসক্ত্যা অমগ্নরূপিণা অতিরোহিতস্বরূপে
শ্রবণাদিপ্রযত্ননিষ্পাদিতস্বসাক্ষাৎকারসংবিৎপ্রয়োজনভূতেন স্বেনৈব তীর্য্যতে ন
দৈবং মাং তারয়িষ্যতীতি প্রযত্নোপেক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সর্ব্বদৃশ্যভাববাধপরিশিষ্টে একাত্মস্বভাবে পরমদরিদ্রে ন বিশ্রান্তিসম্ভাবনো

জগৎপদার্থসত্তাস্তঃ সামান্যেনাশু ভাবিতে।
মনোঽহঙ্কারবুদ্ধ্যাদি কঃ কলঙ্কোঽমলাত্মনি ॥ ১২ ॥
যথা ঘটপটাদ্যর্থান্ পশ্যস্যেবং শরীরকম্।
তথাহন্ত্বমনোবুদ্ধি-বেদনাগ্যপি পশ্য হে ॥ ১৩ ॥
জগৎপদার্থসার্থৌঘ-মনোবুদ্ধ্যাদি সংস্থিতম্।
জ্ঞ এবাসংবিদংস্তিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিতনিষ্ঠয়া ॥ ১৪ ॥
ন কেনচিৎ কস্যচিদেব কশ্চিদ্
দোষো ন চৈবেহ গুণঃ কদাচিৎ।
সুখেন দুঃখেন ভবাভবেন
ন চাস্তি ভোক্তা ন চ কর্ত্তৃতা চ ॥ ১৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে যথাভূতার্থবেদনং নামৈকাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

প্রসক্তানবহেলনাং বারয়তি—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং ক্রিয়তমভাবানামান্তরী সার-সুখরূপা অবস্থা সর্ব্বতাপনিবৃত্ত্যা অন্তঃশীতলয়া যস্মিন্ পূর্ণাত্মস্বভাবে ॥ ১১ ॥

জীবস্য মনোঽহংকারাদিকলঙ্কনিবৃত্তাবুপায়মাহ—জগদিতি। সামান্যেন সন্মাত্র-ব্রহ্মরূপেণ ॥ ১২ ॥

যথা ঘটপটাদ্যর্থাংস্তটস্থতয়া পশ্যসি তথা প্রথমং তটস্থতয়া শরীরং পশ্য নাহং-ত্বাদ্যভিমানেনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদনন্তরং জ্ঞঃ সর্ব্বসাক্ষিরূপ এব বহির্জগৎপদার্থসার্থৌঘমন্তর্মনোবুদ্ধ্যাদি চ অসংবিদন্ জ্ঞপ্তিমাত্ররূপঃ পরিনিষ্ঠিতনিষ্ঠয়া স্বাভাবিকস্থিত্যা তিষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

তস্যাং স্থিতৌ সর্ব্বগুণদোষাদিবিক্ষেপহেতুপরমসিদ্ধিরিত্যাহ—ন কেনচিদিতি। তস্যাং স্থিতৌ ভবাভবেন সম্পদা বিপদা তৎপ্রযুক্তসুখেন দুঃখেন চ কেনচিদ্ধেতুনা কস্যচিৎ কদাচিদপি দোষো গুণশ্চ নাস্তি। যতঃ কর্ত্তৃতা নাস্ত্যতো ভোক্তা চ নাস্তি। 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ' ইত্যাদি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

খ এব ব্যোম সম্পন্নমিতি সঙ্কল্পনং যথা।
ভ্রান্তিমাত্রমসদ্রূপং তথাহন্তাবভাবনম্ ॥ ১ ॥
খে খং জাতমিতি ভ্রান্তেরহং কল্পয়িতা যথা।
তথা নির্ব্ব্যপদেশ্যাত্ম সদস্ত্যসদিবাততম্ ॥ ২ ॥
খে খাত্মৈবাস্তি চিদ্রূপং তৎ স্বকং বুধ্যতে বপুঃ।
ভাসতে যদিদন্ত্বেন নাহমস্মি ন চানহম্ ॥ ৩ ॥
ততশ্চিদ্রূপমস্তীদৃগ্ যত্র স্থূলং খমপ্যলম্।
অণাবিব মহামেরুস্তৎ সংবিত্তির্হি খাদিতা ॥ ৪ ॥

ভ্রান্তিমাত্রমহংভাবশ্চিদ্বিবর্ত্তো জগদ্ভ্রমঃ।
তস্য মূলমবিদ্যেতি তৎক্ষয়ক্রম ঈর্য্যতে ॥

বক্ষ্যমাণক্রমেণ সহোচ্ছেদসিদ্ধয়ে অবিদ্যায়া এবাহংভাবলক্ষণসূক্ষ্মপ্রপঞ্চ-ভাবস্তস্যৈব স্থূলপ্রপঞ্চরূপতেতি সর্ব্বকল্পনানাং চিদ্বিবর্ত্তমাত্রতয়ৈকতাং দর্শয়তি—খ এবেত্যাদিনা। যথা খে ব্যোম্ন্যেবাপরং ব্যোম সম্পন্নমুৎপন্নমিতি মনসা সঙ্কল্পনমেকস্যৈব ব্যোম্নো ভেদভ্রান্তিমাত্রং তথা অজ্ঞাতে আত্মনি সূক্ষ্মপ্রপঞ্চা-ত্মনোঽহংভাবস্য ভাবনং কল্পনমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

নন্ু দৃষ্টান্তে কল্পয়িতা পুরুষস্তৃতীয়োঽস্তি তত্র কস্তৃতীয়স্তমাহ—খে খমিতি। নির্ব্ব্যপদেশি অবিদ্যাপিহিতত্বাদসদিবাততমতএব শব্দাদিনা অব্যবহার্য্যমাত্মরূপং সদস্ত্যস্তি তৃতীয়ং কল্পকমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

দৃষ্টান্তে যথা খে অদ্বয়ঃ খাত্মৈবাস্তি দ্বিতীয়ং তু খং কল্পকপুরুষস্য সঙ্কল্পা-বচ্ছিন্নচিদ্রূপং স্বকং সঙ্কল্পাত্মকং বপুরেব তথা কল্পয়িত্বা বুধ্যতে, তথা যদস্মাদবিদ্যোপহিতচিদাত্মা স্বকং বপুরবিদ্যামেবাহমিদমিত্যভিমন্তৃভিমন্তব্যরূপেণ কল্পয়িত্বা ভাসতে, ততো নাহং নামাজ্ঞানাদন্যদস্তি নাপ্যনহং প্রপঞ্চরূপমিত্যর্থঃ ॥৩॥

অতএব তৎপরমসূক্ষ্মং সর্ব্বস্থূলকল্পনাধিষ্ঠানং ব্রহ্মাস্তীতি পরিচেয়মিত্যাহ—তত ইতি। তস্য সংবিত্তিঃ কল্পনা খাদিতা আকাশাদি জগদ্রূপতা ॥ ৪ ॥

ঘনস্ততোঽচিদাভাসঃ খাদপ্যতিতরামণুঃ।
জানাতি যৎস্বভাবং তদেতৎ সর্গতয়া স্থিতম্ ॥ ৫ ॥
অহন্তাখাদিতাদ্যাত্মবিদঃ প্রসরণং জগৎ।
অম্ভোদ্রবপ্রসরণং যথাবর্ত্তাদিবেষ্টনম্ ॥ ৬ ॥
অচিৎপ্রসরণং শান্তমস্পন্দীব জলদ্রবঃ।
নিঃস্পন্দপবনাকারমাকাশহ্রদয়োপমম্ ॥ ৭ ॥
ন দেশকালাদিজগৎপ্রসরেষু চ যুজ্যতে।
ঘনাচ্ছূন্যান্নিরাভাসাচ্চিন্মাত্রবিসরাদৃতে ॥ ৮ ॥
চিন্মাত্রে প্রসৃতে কালে ব্যোম্নি নাবি জলে স্থলে।
নিদ্রায়াং জাগ্রতি স্বপ্নে ভবেজ্জগদিবোদিতম্ ॥ ৯ ॥
প্রসরণাপ্রসরণে ন চ সম্ভবতো বিদঃ।
খাদপ্যত্যন্তস্বচ্ছত্বাদক্ষোভাদেঃ সদৈব হি ॥ ১০ ॥

পরমসৌক্ষ্ম্যং তস্যোক্তমুপপাদয়তি—ঘন ইতি। খাদাকাশাদপ্যতিতরামণুরচিদাভাসোঽজ্ঞানলক্ষণোঽনাদিবিবর্ত্তস্তত আত্মচিতেঃ সকাশাদ্ ঘনঃ স্থূলঃ এব তত্তাদৃশং পরমসূক্ষ্মং চৈতন্যমনাত্মহমিদমাকারবাসনয়োত্তরোত্তরস্থূলস্বভাবকল্পনয়া জানাতি। এতদেব সর্গতয়া আভাসান্নিরূঢ়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

আত্মবিদ আত্মচৈতন্যস্যাধ্যাত্মমহংতাদ্যধিলোকং তু খাদিতা পঞ্চভূততা তদাপি প্রসরণং বিবর্ত্তবিস্তারো জগৎসর্গঃ ॥ ৬ ॥

চিৎপ্রসরণস্যাভাবঃ অচিৎপ্রসরণং শান্তং জগদুপরমঃ প্রলয় ইতি যাবৎ ॥ ৭ ॥

এবং সিদ্ধস্য দেশকালাদিজগতোঽবান্তরকার্য্যসহস্রলক্ষণেষু প্রসরেষ্বপি চিন্মাত্রপ্রসরাদৃতে অন্যৎ পারমার্থিকং রূপং ন যুজ্যতে নোপপদ্যতে ॥ ৮ ॥

তত্রোপপত্তিং দর্শয়তি—চিন্মাত্রে ইতি। নিদ্রায়াং প্রসিদ্ধস্বপ্নে জাগ্রতি প্রসিদ্ধে মনোরাজ্যাদিস্বপ্নে চ ॥ ৯ ॥

চিতো জগদাকারপরিণামলক্ষণো বাস্তবঃ প্রসর এব কিং ন স্যাত্তত্রাহ—প্রসরণেতি। ক্ষোভঃ সঞ্চলনং তদাদিসর্ব্ববিকারশূন্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞশ্চেতিতি ন ভোগাদি ন চৈবাত্মন্যসাবহম্।
দ্রবত্বমম্ভসীবান্তরদ্বিতীয়ঃ পরে স্থিতঃ ॥ ১১ ॥
ধীর্হ্রীঃ শ্রীর্ভীঃ স্মৃতিঃ কীর্ত্তিঃ কান্তিরিত্যাদিকং গণম্।
ন পশ্যতি বিসঙ্কল্পস্তমসীব পদান্যহেঃ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মেন্দুবিম্বস্ফুরিত-চিজ্জ্যোৎস্নাংশামৃতদ্রবঃ।
দিক্কালাসম্ভবাৎ সর্গো নেশ্বরাদতিরিচ্যতে ॥ ১৩ ॥
আধিমান্যঃ স্ফুরত্যেবং পরে স্ফুরতি ভাস্বরম্।
জগদাদ্যাত্মকং চিত্তং চক্রৌঘত্বমিবাম্ভসি ॥ ১৪ ॥

ননু সুখদুঃখভোগাদ্যনুভবরূপা দেহাদ্যহংভাবরূপাশ্চ বিকারাশ্চিদাত্মনি দৃশ্যন্তে তত্রাহ—জ্ঞ ইতি। পরে কূটস্থস্বভাবে। তথাচ চিদাভাসস্যৈব ভোগাদিবিভ্রমা ন কূটস্থাত্মন ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

উক্তেঽর্থে সঙ্কল্পাদিমনোবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকদর্শনং প্রমাণমিত্যাহ—ধীরিতি। ধীশ্চিন্তাত্মকমনোবৃত্তিঃ। শ্রীঃ সম্পদভিমানলক্ষণা হর্ষাত্মকমনোবৃত্তিঃ। কীর্ত্তিঃ স্বগুণখ্যাতিশ্রবণজন্যা তাদৃশবৃত্তিঃ। কান্তিরিচ্ছা। সর্ব্বত্র মনোবৃত্তিবোধকৈঃ পদৈস্তদ্বেতবো বাহ্যবিষয়া লক্ষ্যন্তে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মলক্ষণাদিন্দুবিম্বাৎ স্ফুরিতা যা জীবচিদাভাসলক্ষণজ্যোৎস্না তদংশশ্চাক্ষুষাদিজ্ঞানরূপং যদমৃতং তদধীনসিদ্ধিকত্বাত্তদ্দ্রবপ্রায়ঃ সর্গ ঈশ্বরাদ্ ব্রহ্মণো নাতিরিচ্যতে। কুতঃ? তদাধারয়োর্দিক্কালয়োর্নিরবয়বে নিষ্ক্রিয়ে চ ব্রহ্মণ্যসম্ভবাৎ। সত্যাং হি দিশি মূর্ত্তদ্রব্যস্য ক্রিয়য়া সর্গকালঃ কল্প্যেত। ন চ সা প্রাগস্তি। এবং সতি কালে দিগাদ্যুৎপত্তিঃ কল্প্যেত। ন চ প্রলয়ে সোঽস্তি। ক্রিয়াতিরিক্তস্য তৎসাধকস্যাভাবাৎ। পূর্ণে কূটস্থে ক্রিয়াযোগাৎ। ন চ তয়োরসতোঃ কস্যচিদন্যস্যাবকাশোঽস্তীতি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পরে পরমেশ্বরে এবং বর্ণিতদিশা স্বাভিন্নজগদাকারে ভাস্বরং যথা স্যাত্তথা সর্ব্বসাধারণসচ্চিদানন্দাত্মনা স্ফুরতি সতি কচিদেব দেহাদৌ বিশেষাভিমানেন তদনুকূলপ্রতিকূলেষু হেয়োপাদেয়তাদিকল্পনেন আধিমান্যোঽহঙ্কারাত্মা অন্য ইব স্ফুরতি তৎসর্ব্বজগজ্জীববন্ধমোক্ষাদিকল্পনাত্মকমম্ভসি চক্রাবর্ত্তৌঘ ইব কল্পিতং ভ্রান্তং চিত্তমেব নাণুমাত্রমপ্যন্যদস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

মজ্জনোন্মজ্জনারাবৈর্বিবর্ত্তাবর্ত্তবেষ্টনৈঃ।
অচ্ছিন্নানুপদং ক্ষীণা ভাতি সর্গসরিচ্চিরম্ ॥ ১৫ ॥
যথাবর্ত্তৈঃ পয়ো ভাতি ধূমো ভাতি যথা ঘনঃ।
তথা জড়াত্মকতয়া তৃতীয়ঃ সর্গ এতয়োঃ ॥ ১৬ ॥
দারুণি ক্রকচচ্ছেদে যথাবর্ত্তাদিকং তথা।
অদিগাদৌ পরে সর্গস্তদতদ্রূপবানয়ম্ ॥ ১৭ ॥
সংসারকদলীস্তম্ভাদ্বিনা সঙ্কল্পপল্লবম্।
মৃহুনোঽপি দৃষৎক্রূরান্ন কিঞ্চিল্লভতেঽন্তরম্ ॥ ১৮ ॥
সহস্রখুরমূর্দ্ধাক্ষি-করবক্ত্রেহিতোহিতম্।
নানাদ্রিতনুদিগ্দেশসরিৎপ্রাদেশমাত্রকম্ ॥ ১৯ ॥
অন্তঃশূন্যমসারাত্ম বহুরাগোপরঞ্জিতম্।
স্ফুরদ্বিরাগবিহিতমার্জ্জনামাত্রতর্জ্জনম্ ॥ ২০ ॥

দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকে রূপকেণৈকীকৃত্যোপপাদয়তি—মজ্জনেতি। অনুপদং সম্যক্তত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ ক্ষীণা সর্গলক্ষণা মরীচিসরিৎ ॥ ১৫ ॥

দূরাদ্ধূমরাশির্যথা ঘনো নিবিড়ো মেঘো বা ভাতি। এতয়োর্ব্রহ্মমনসোস্তৃতীয়ঃ সর্গো বিষয়ত্বাজ্জড়াত্মকতয়া সত্যতয়া স্ফূরণাদজড়াত্মকতয়া চ ভাতীতি শেষঃ ॥১৬॥

তদতদ্রূপবান্ জড়াজড়রূপবান্ ॥ ১৭ ॥

স্বতো মিথ্যাত্বান্মৃহুনোঽপ্যধিষ্ঠানসত্তয়া দৃষদিব ক্রূরাদদৃঢ়াৎ স্ফটিকশিলা-প্রতিবিম্বিত-কদলীস্তম্ভাদন্তরমসাম্যং ন কিঞ্চিদ্বিবেকদৃশা লভ্যতে। সঙ্কল্প-কল্পিতপল্লববৈলক্ষণ্যকৃতমেব বৈসাদৃশ্যং নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইদানীং জগৎপটলিখিতচিত্ররাজ্যসাদৃশ্যেন বর্ণয়তি—সহস্রেত্যাদিচতুর্ভিঃ। সহস্রসংখ্যানি করাদি বক্ত্রান্তানি তদীহিতানি তদিঙ্গিতানি চ উহিতানি বিতর্কিতানি যত্র। নানাবিধা অদ্রয়স্তনবশ্চতুর্ব্বিধশরীরাণি দিশো দেশাঃ সরিতশ্চ প্রাদেশমাত্রমিব পরিচ্ছিন্না যত্র ॥ ১৯ ॥

অন্তঃশূন্যমবস্তু আন্তরাবয়বশূন্যং চ। বহুভিঃ রাগৈঃ কামৈ রঞ্জকদ্রব্যৈশ্চোপরঞ্জিতম্। বিরাগো বৈরাগ্যং বিরুদ্ধবর্ণং মার্জ্জনদ্রব্যং চ তদ্বিহিতমার্জ্জনা-মাত্রমেব তর্জ্জনং নিরাসো যস্য ॥ ২০ ॥

সসুরাসুরগন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরমহোরগম্।
জড়াত্মপবনস্পন্দি পরচেতনচেতিতম্ ॥ ২১ ॥
পটে চিত্রমহারাজ্যমিব ভাস্বরসুন্দরম্।
পরামর্শাসহং চারুবিকল্প-স্ফূর্জ্জিতং জগৎ ॥ ২২ ॥
স্পন্দাত্মনি বিকল্পাংশে পতিতাহসত্যরূপিণি।
সংবিৎ প্রসরতি ভ্রান্তৌ তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥ ২৩ ॥
হৃল্লেখাজালবিসরৈঃ সর্ব্বাবর্ত্তবিবর্ত্তনৈঃ।
বিসরৎস্নেহসংমিশ্র-জড়ানুদয়চর্ব্বণৈঃ ॥ ২৪ ॥
অহমিত্যাদিচিদ্রূপে বিকল্পেনোন্মুখী সতী।
ন পরাদ্ব্যতিরিক্তৈষা জলত্বাদিব তোয়তা ॥ ২৫ ॥
চিদাদিত্যঃ স্ব আত্মৈব সর্গ ইত্যভিধীয়তে।
ভূত্বাহমিতি তেনান্যো ন সর্গোহস্তি ন সর্জ্জকঃ ॥ ২৬ ॥

জড়াত্মনা পবনেন সূত্রাত্মনা প্রসিদ্ধবায়ুনা চ স্পন্দনশীলম্। পরেণ ব্রহ্মচেতনেন দ্রষ্টৃচেতনেন চ চেতিতম্ ॥ ২১ ॥

পরামর্শো বিচারঃ পরেণ আমর্শ উপমর্দ্দশ্চ তদসহম্ ॥ ২২ ॥

বিকল্পাংশে বিকল্পবৃত্তৌ মনসি প্রতিবিম্বভাবেন পতিতা অর্থশূন্যত্বাদ্বাধ্যত্বাচ্চাসত্যরূপিণি ॥ ২৩ ॥

কথং প্রসরতি তদাহ—হৃল্লেখেতি। হৃদয়ং মনো লিখন্তি ক্ষোভয়ন্তীতি হৃল্লেখাঃ কামবাসনাস্তল্লক্ষণস্য জালস্যানায়স্য বিসরৈঃ সমূহৈর্নিবদ্ধা। পুত্রকলত্রাদিষু বিসরতা স্নেহেন সংমিশ্রং যথা স্যাত্তথা জড়া মিথ্যাত্বাদনুদয়া অনুৎপন্না এব যে শব্দস্পর্শাদয়োহর্থাস্তেষাং চর্ব্বণৈরাস্বাদনৈঃ প্রসরতি স এব চিত্রমহারাজ্যত্বেন বর্ণিতঃ সংসার ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

এবংরীত্যা এষা আদিচিৎ অহমিতি বিকল্পেনোন্মুখী বহির্মুখী জীবভাবমিবাপন্না সত্যপি ন পরাৎ পরমাত্মনো ব্যতিরিক্তা। ভেদকোপাধীনাং বিকল্পমাত্রত্বে জীবপরশব্দয়োর্জলতোয়শব্দবদেকার্থপর্য্যবসানাদিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

উপাধ্যনুপ্রবেশেন নামরূপব্যাকর্ত্তুরহমর্থজীবস্য ব্রহ্মমাত্রত্বে তদ্ভোগ্যসর্গশব্দার্থোহপি ব্রহ্মমাত্রং সম্পন্ন ইত্যাহ—চিদাদিত্য ইতি ॥ ২৬ ॥

স্পন্দাত্মিকায়াং সত্তায়াং যথাঽস্পন্দো জলদ্রবঃ।
তথা চিদাত্মা ব্যোমত্বে ন ব্যোমত্বাদি বেত্তি হি ॥ ২৭ ॥
দেশকালাদিনির্ম্মাণপূর্ব্বকং বেদনং বিদঃ।
সর্গাত্মকত্বাৎ তেনাম্বুদ্রবসাম্যং ন দূরগম্ ॥ ২৮ ॥
মনোঽহম্ভাববুদ্ধ্যাদি যৎকিঞ্চিন্নাম বেদনম্।
অবিদ্যাং বিদ্ধি যত্নেন পৌরুষেণাশু নশ্যতি ॥ ২৯ ॥

জগতো রাহুশিরোবচ্চিদ্বিকল্পমাত্রতামবিদ্যামাত্রতাপর্য্যবসানায় দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি—স্পন্দাত্মিকায়ামিতি। জলং স্পন্দতে ইত্যত্র বিচার্য্যতাম্। কিং জলমেব স্পন্দাত্মনা আস্তে—উতান্যৎ? ন দ্বিতীয়ঃ, অন্যস্যানুপলম্ভাৎ। অন্য এব স্পন্দত ইতি হি তদা স্যাৎ স্পন্দস্য জলাপেক্ষানিয়মাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। ন চ সমবায়াত্তন্নিয়মস্তস্য সম্বন্ধানবস্থয়া অসিদ্ধেঃ। আদ্যে তু কল্পে জলস্য স্পন্দকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। ন হি স্পন্দাত্মা স্পন্দং করোতি স্পন্দস্যাপি কর্ত্তৃত্বাপত্তেঃ। তস্মাৎ জলদ্রবো যথা স্পন্দাত্মিকায়াং স্বসত্তায়ামস্পন্দ এবেতি স্পন্দপ্রত্যয়ো বিকল্পমাত্রং তথা চিদাত্মা ব্যোমাদিপ্রপঞ্চনির্ম্মাণেঽপি ন ব্যোমত্বে স্থিতো ন ব্যোমকর্ত্তেতি ন স্বস্যান্যস্য বা ব্যোমভাবাদিকং বেদিতুং শক্নোতীতি জলদ্রবভেদবিকল্পবদ্বিকল্পমাত্রমেব তদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নন্বু জলদ্রবভেদবিকল্পে দেশকালভেদো নিয়ামকোঽস্তি। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বদেশে স্থিতং জলমুত্তরকালে পরদেশে উপলভ্যতে। উত্তরদেশপ্রাপ্তিস্তৎক্রিয়াপূর্ব্বিকৈব শরাদৌ কৢপ্তেতি জলেঽপি দ্রবণক্রিয়াভেদঃ কল্প্যতে। ব্রহ্মণি ত্বদ্বয়েন দেশকালভেদোঽস্তীতি ন বিয়দাদিভেদবিকল্পে নিমিত্তমস্তীত্যম্বুদ্রবসাম্যং দুরাপাস্তমিতি শঙ্কাং সমাধত্তে—দেশেতি। কিময়ং বিয়দাদিসর্গবিকল্পাসম্ভবঃ সর্গাত্মকত্বদশায়ামাক্ষিপ্যতে উত ব্রহ্মদশায়াম্। দ্বিতীয়ে ইষ্টাপত্তিঃ। ন হি বয়ং ব্রহ্মভাবে কঞ্চিদ্বিকল্পমঙ্গীকুর্ম্মঃ। সর্গাত্মকত্বদশায়াং তু অয়ং সর্গকালঃ প্রাক্ প্রলয়কাল ইতি কালবিভাগং সংসারাসংসারদেশভেদং চ কল্পনয়া নির্ম্মায় তত্র বিদশ্চিদাত্মনো বিয়দাদিবিকল্পবেদনং বর্ণয়াম ইতি নাম্বুদ্রবসাম্যং দূরগমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং বার্ত্তিকে—'অবিদ্যাস্তীত্যবিদ্যায়ামেবাসিত্বা প্রকল্প্যতে। ব্রহ্মদৃষ্ট্যা ত্ববিদ্যেয়ং ন কথঞ্চন যুজ্যতে ॥' ইতি ॥ ২৮ ॥

দেশকালভেদনির্ম্মাণস্যাপি দেশকালান্তরসাপেক্ষত্বাদনবস্থা। এবং বিকল্পানাং

অর্দ্ধং মিথঃ সংকথয়া ভাগঃ শাস্ত্রবিচারণৈঃ।
আত্মপ্রত্যয়তঃ শিষ্টমবিদ্যায়া নিবর্ত্ততে॥ ৩০ ॥
চতুর্ভাগাত্মনি কৃতে ইত্যবিদ্যাক্ষয়ে ক্রমাৎ।
সমকালাচ্চ যচ্ছিষ্টং তদনামার্থসন্ময়ম্॥ ৩১ ॥

রাম উবাচ।

অর্দ্ধং মিথঃ সংকথয়া ভাগঃ শাস্ত্রবিচারণৈঃ।
আত্মপ্রত্যয়তো ভাগঃ কথং তস্যা নিবর্ত্ততে॥ ৩২ ॥
সমকালে ক্রমাচ্চেতি মুনিনাথ কিমুচ্যতে।
তদনামার্থসচ্চেতি সচ্চাসচ্চেতি কিং বদ॥ ৩৩ ॥

নাহংভাববুদ্ধ্যাদিসাধ্যত্বাদ্বিয়দাদিসর্গভেদবিকল্পকালে তেষামসিদ্ধত্বাৎ কথং কল্পনেত্যাশঙ্কা অপি অনুপপত্ত্যাদিদোষসহস্রভাজনা বিদ্যামাত্রত্বাভ্যুপগমাদেব রিহর্ত্তব্যা ইত্যাশয়েনাহ—মন ইতি॥ ২৯ ॥

কেন কেন পৌরুষেণ কিয়তী সা নশ্যতি তদাহ—অর্দ্ধমিতি। বিনয়প্রণতিদান-মানাদিবশীকৃতৈস্তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ সংকথনাৎ প্রথমভূমিকা প্রতিষ্ঠাপর্য্যন্তমভ্যস্ত-াৎকটবৈরাগ্যাদিসাধনচতুষ্টয়সিদ্ধ্যা পুত্রদারধনাদিষু মমতাধ্যাসহেতুভূতমর্দ্ধং শ্যতীত্যর্থঃ। শাস্ত্রবিচারণৈঃ শ্রবণাদিভিঃ প্রমাণপ্রমেয়াসম্ভাবনাদিরূপো হাদিম্বহংতারূপশ্চাবিদ্যায়া বিক্ষেপশক্তিরূপো ভাগশ্চতুর্থাংশো নশ্যতি। াত্মপ্রত্যয়তো ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারাচ্চতুর্থভূমিকামারভ্যোত্তরোত্তরমুপচীয়-ানাৎ শিষ্ট আবরণশক্তিরূপশ্চতুর্থভাগশ্চারুণোদয়োত্তরং তম ইব ক্রমান্নিবর্ত্তত ত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥

ইতি প্রাগ্ দর্শিতপ্রকারাদ্ভূমিকাভ্যাসসমকালাৎ ক্রমাদবিদ্যাক্ষয়ে কৃতে সতি চ্ছিষ্টং তন্নামরূপরহিতং সন্মাত্রমেব পরমপুরুষার্থ ইত্যর্থঃ॥ ৩১ ॥

সংক্ষেপোক্তং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসু রামঃ পৃচ্ছতি—অর্দ্ধমিত্যাদিনা॥ ৩২ ॥

অনামার্থসন্ময়মিত্যত্র ময়টা অসদংশস্যাপি ক্রোড়ীকারাৎ সচ্চাসচ্চেত্যুক্তম্। ত্রাসদংশঃ কিং তদ্বদেত্যর্থঃ॥ ৩৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সুজনেন বিরক্তেন সংসারোত্তরণার্থিনা।
সহ চাপ্যাত্মবিদুষা সংস্থতিং প্রবিচারয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
যতঃ কুতশ্চিদন্বিষ্য সবিরাগমমৎসরম্।
জনং সজ্জনমাত্মজ্ঞং যত্নেনারাধয়েদ্ বুধঃ ॥ ৩৫ ॥
সম্পন্নে সঙ্গমে সাধোরবিদ্যার্দ্ধং ক্ষয়ং গতম্।
বিদ্ধি বেদ্যবিদাং শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠদশোদয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
অর্দ্ধং সজ্জনসম্পর্কাদবিদ্যায়া বিনশ্যতি।
চতুর্ভাগস্তু শাস্ত্রার্থৈশ্চতুর্ভাগং স্বযত্নতঃ॥ ৩৭ ॥
একোঽভিলাষ উৎপন্নো ভোগেভ্যশ্চ নিবার্য্যতে।
তৎক্ষয়ে যাত্যবিদ্যায়াশ্চতুর্থাংশঃ স্বযত্নতঃ ॥ ৩৮ ॥
সাধুসঙ্গমশাস্ত্রার্থ স্বযত্নৈঃ ক্ষীয়তে মলম্।
একৈকেনাথ সর্ব্বৈশ্চ তুল্যকালং ক্রমাদপি ॥ ৩৯ ॥
যদবিদ্যাক্ষয়ৈকাত্ম ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব চ।
শিষ্যতে তৎ পরং প্রাহুরনামার্থমসচ্চ সৎ ॥ ৪০ ॥

প্রশ্নক্রমাদ্ বশিষ্ঠ উত্তরমাহ—সুজনেনেতি। আত্মবিদুষা সহ চ-শব্দাদপি-শব্দাচ্চান্যেনাপি মুমুক্ষুণা সহ স্ববুদ্ধ্যা চ সংস্থতিং কেয়ং কিংপর্য্যবসানা কিংমূলা কিংসারা কথমুত্তরণীয়েতি চ প্রবিচারয়েৎ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

ইতরভূমিকাভ্যো জ্যেষ্ঠা সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যা চ শ্রেষ্ঠা যা প্রথমভূমিকাপ্রতিষ্ঠা দশা তদুদয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

চতুর্ভাগং চতুর্থভাগম্। স্বযত্নতো নাশয়েদিতি শেষঃ ॥ ৩৭ ॥

তত্রাস্থমুপপাদয়তি—এক ইতি। এক উৎকটমুমুক্ষালক্ষণোঽভিলাষ উৎপন্নশ্চেদয়ং পুরুষো বৈরাগ্যাদিসংপদা ভোগেভ্যস্তৎসাধনেভ্যশ্চ নিবার্য্যতে। অবশ্যং নির্মমঃ সংন্যস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

যুগপৎপ্রাপ্তৌ তুল্যকালম্। ক্রমাৎ প্রাপ্তৌ ক্রমাদপি ॥ ৩৯ ॥

পঞ্চমপ্রশ্নস্যাপ্যুত্তরমাহ—যদিতি। অর্থক্রিয়াব্যবহারানর্হত্বাদসৎ, অবাধ্যপরমপুরুষার্থত্বাৎ সচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মেদং ঘনমজরাদ্যনন্তমেকং
　　সঙ্কল্পস্ফুরণমবিদ্যমানমেব ।
বুদ্ধ্বৈবং ব্যপগতমানমেয়মোহো
　　নির্ব্বাণং পরিবিহরন্ বিশোকমাস্স্ব ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে মোক্ষোপায়ে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে সঙ্কল্পসর্গয়োরৈক্যপ্রতিপত্তির্নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

হে রাম, ইদং পরিশিষ্টবস্তু আনন্দৈকঘনং জরাদিবিকারশূন্যং ব্রহ্মৈব। জীবজগদ্রূপং তু সঙ্কল্পো বিকল্পস্তৎস্ফুরণমাত্রমিত্যবিদ্যমানমেব। ত্বমেবমাত্মানাত্মতত্ত্বং বুদ্ধ্বা ব্যপগতমানাদিত্রিপুটীমোহঃ সন্ নির্ব্বাণং ব্রহ্মৈব ভূত্বা নিরতিশয়বৃহত্ত্বাদেব পরিতো ব্যাপ্ত্যা বিহরন্ সন্ বিশোকমাস্স্ব তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

জগৎপ্রসররূপস্য ন দেশ উপযুজ্যতে।
ন কালো ধারণে স্তম্ভ আলোকস্যাম্বরে যথা॥ ১॥
মনোমননির্ম্মাণ-মাত্রমেতজ্জগত্রয়ম্।
শান্তং তনু লঘু স্বচ্ছং বাতান্তঃ সৌরভাদপি॥ ২॥
চিচ্চমৎকৃতিমাত্রস্য সাধো জগদণোঃ কিল।
বাতান্তঃসৌরভং মেরুরন্যানুভবযোগতঃ॥ ৩॥
যৎ প্রত্যুদেতি সর্গোঽয়ং স এবৈনং হি চেততি।
পদার্থঃ সন্নিবেশং স্বমিব স্বপ্নং পুমানিব॥ ৪॥

মায়াকার্য্যে ন দেশাদেরপেক্ষেত্যত্র বর্ণ্যতে।
ইন্দ্রস্যাণূদরে রাজ্যকল্পনাখ্যানবিস্তরঃ॥

"দেশকালাদিনির্ম্মাণপূর্ব্বকং বেদনং বিদুঃ। স্বর্গাত্মকত্বাৎ" ইতি যদুক্তং তস্যোপপাদনায়েন্দ্রত্রসরেণ্বাখ্যানং বক্তুং ভূমিকাং রচয়তি—জগদিত্যাদিনা। দেশকালাদিনির্ম্মাণপূর্ব্বকং বেদনমিত্যঙ্গীকৃত্যবাদঃ। বস্তুতস্তু দৃষ্টিসৃষ্ট্যা যুগপদেব সহ দেশকালাভ্যাং জগৎপ্রসররূপস্য মায়িকসর্গস্য ধারণেন প্রাক্‌সিদ্ধো দেশ উপযুজ্যতে। যথা অম্বরে যুগপৎপ্রসৃতস্যালোকস্য ধারণে স্তম্ভো নোপযুজ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ১॥

বাতান্তঃ প্রসৃতমতিসূক্ষ্মত্বাদ্বাতেনাপি ধারয়িতুং কল্পয়িতুং চাশক্যং যৎ সৌরভং জ্যোতিঃসৌরভং সৌগন্ধং চ তস্মাদপি শান্তং তিরোভূতং তনু সূক্ষ্মং লঘু অগুরু স্বচ্ছং চেত্যর্থঃ॥ ২॥

হে সাধো, চিচ্চমৎকৃতিমাত্রত্বেন দৃষ্টস্য জগদণোরপেক্ষয়া বাতান্তর্গতসৌরভমপি মেরুরিব স্থূলং কিল। অন্যানুভবযোগতঃ অন্যৈরপি চক্ষুর্ঘ্রাণাদিসংযোগেনানু-ভূয়মানত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৩॥

দৃষ্টিসৃষ্টিরূপস্য প্রপঞ্চস্য তু ন স্বকল্পকদৃগন্যগোচরতেত্যসাধারণত্বাৎ

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যদ্‌বৃত্তং দেবরাজস্য ত্রসরেণূদরে পুরা ॥ ৫ ॥
ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্মিংশ্চিৎ কিঞ্চিৎকল্পদ্রুমেঽভবৎ।
কস্যাঞ্চিদ্‌যুগশাখায়াং ফলং জগদুদুম্বরম্ ॥ ৬ ॥
সসুরাসুর-ভূতৌঘ-মশকাহিতঘুঙ্ঘুমম্।
শৈলমাংসলপাতাল-দ্যুভূম্যুগ্রকপাটকম্ ॥ ৭ ॥
চিচ্চমৎকৃতিচারূচ্চৈর্ব্বাসনারসপীবরম্।
বিবিধানুভবামোদং চিন্তাস্বাদমনোহরম্ ॥ ৮ ॥
বৃহদ্‌ব্রহ্মতরুপ্রৌঢ়-সত্তাব্রততিকোটিগম্।
অহঙ্কারমহাবৃন্তং সমালোকসমুজ্জ্বলম্ ॥ ৯ ॥
মোক্ষদ্বারবিকাস্যাস্যং সরিদব্ধিশিরাবৃতম্।
মাত্রাপঞ্চককোশস্থং তরত্তারকশীকরম্ ॥ ১০ ॥

পরমসৌক্ষ্ম্যমিত্যাহ—যং প্রতীতি। যথা মানোরথিকপদার্থঃ স্বসংনিবেশং স্বসাক্ষিণা স্বয়মেব চেততি। যথা পুমান্ স্বস্বপ্নং স্বয়মেব চেততি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অত্র অস্মিন্ পূর্ব্বসিদ্ধদেশকালানপেক্ষারূপে অনন্যানুভবগোচরতয়া পরম-সৌক্ষ্ম্যরূপে চার্থে উপপাদকম্ ॥ ৫ ॥

কশ্চিচ্চাসৌ কল্পদ্রুমশ্চ কিঞ্চিৎকল্পদ্রুমস্তস্মিন্। সর্ব্বকল্পনাফলাধারে মায়াশবলে ব্রহ্মণীতি যাবৎ। যুগশাখায়াং শাখাদ্বয়সন্ধৌ। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডস্তদ্রূপমুদুম্বরং ফলম্ ॥ ৬ ॥

তদ্বর্ণয়তি—সসুরাসুরেত্যাদিনা। শৈলৈঃ কীলস্থানীয়ৈর্মাংসলানি দৃঢ়ানি পাতালাদিলোকত্রয়লক্ষণানি উগ্রাণি দুরাধর্ষাণি কপাটানি যত্র। যদ্যপ্যুদুম্বর-রূপকেঽন্তঃকপাটবর্ণনমনুপযুক্তং তথাপি কল্পবৃক্ষফলোদুম্বরকল্পকমনোবৃত্ত্যনু-সারিত্বেন প্রসিদ্ধবৈলক্ষণ্যকল্পনয়া কথঞ্চিদ্ যোজ্যম্ ॥ ৭ ॥

চিতশ্চমৎকৃত্যা রচনাশক্তিবৈচিত্র্যেণ চারু। উচ্চৈর্ব্বৃহৎ ॥ ৮ ॥

বৃহন্ প্রাগ্ বর্ণিতো যো ব্রহ্মতরুরুদুম্বরস্তস্মিন্ প্রৌঢ়া আবির্ভূতা যাঃ সূক্ষ্মজগৎ-সত্তাব্রততিকোটয়স্তদন্তর্গতম্। সম আলোকঃ সাক্ষিচিৎ তেন সমুজ্জ্বলম্ ॥ ৯ ॥

মোক্ষদ্বারং জ্ঞানমেব বিকাসি আস্যং মুখং যস্য। মাত্রাস্তন্মাত্রাণি।

কল্পাবসানজরঠং কাককোকিলগাম্যথ ।
পতিতং শান্তিমায়াতং ক্বাপ্যন্তাবাসনং গতম্ ॥ ১১ ॥
তত্রাভূদমরাধীশঃ শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
ক্ষৌদ্রকুম্ভনিষণ্ণানাং ক্ষুদ্রাণামিব নায়কঃ ॥ ১২ ॥
গুরূপদেশস্বাভ্যাসাৎ স ক্ষীণাবরণোঽভবৎ ।
মহাত্মা ভাবিতান্তাত্মা পূর্ব্বাপরবিদাং বরঃ ॥ ১৩ ॥
নারায়ণাদিষু ততঃ কদাচিদ্বীর্য্যশালিষু ।
ক্বচিদেব নিলীনেষু সৎস্বেকঃ স সুরাধিপঃ ॥ ১৪ ॥
শস্ত্রজ্বালানলোড্ডারৈরযুধ্যত মহাসুরৈঃ ।
বিজিতস্তৈর্মহাবীর্য্যৈরতো ব্যদ্রবদাদ্রুতম্ ॥ ১৫ ॥
দিশো দশ সুবেগেন দুদ্রাবাভিদ্রুতোঽরিভিঃ ।
ন বিশ্রমাস্পদং প্রাপ পরলোক ইবাধমঃ ॥ ১৬ ॥
তদ্ভ্রান্তদৃষ্টিষরিষু মনাক্ ছিদ্রমবাপ্য সঃ ।
প্রশমং কায়সঙ্কল্পং নীত্বা স্বং স্বান্তরে বহিঃ ॥ ১৭ ॥

তরন্তি ঊর্দ্ধং প্লবমানানি তারকাণ্যেব শীকরা রসকণা নীহারব বা যত্র ॥ ১০ ॥

মহাকল্পাবসানে জরঠং পক্বং পাতোন্মুখম্ । অথ তদনন্তরং কাকগা কোকিলগামি বা । যথা প্রসিদ্ধোডুম্বরমন্তে কাকৈঃ কোকিলৈর্বা ভক্ষ্যতে তদ্বদসচ্ছাস্ত্রকটুরবানুসারিণ্যা অবিদ্যা-কাক্যা শাস্ত্র-মধুররবানুসারিণ্যা বিং কোকিলয়া বা গ্রস্তমানং ক্বাপি অন্তং বাসনামাত্রশেষলক্ষণং নাশমবাস ব্রহ্মভাবং বা আগতং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র তস্মিন্নুডুম্বরে । ক্ষুদ্রাণাং মধুমশকানাম্ ॥ ১২ ॥

ভাবিতঃ অন্তঃ সর্ব্বকল্পনাবধিরাত্মা যেন ॥ ১৩-১৪ ॥

শস্ত্রজ্বালানলানুদ্বিভ্রমতীতি শস্ত্রজ্বালানলোড্ডারাঃ । কর্ম্মণ্যন্ । কৃদ্গ্রহ গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণাদুপপদসমাসঃ । আসমন্তাৎ দ্রুতম্ শীঘ্রম্ ॥ ১৫ ॥

সুবেগেন অতিজবেন । অধমঃ পাপকৃৎ ॥ ১৬ ॥

অরিষু মনাক্ ভ্রান্তদৃষ্টিষু সৎসু । তৎ তদা । ছিদ্রং নিলয়নাবসরম

কমপ্যর্কাংশু-কোশস্থং ত্রসরেণুং বিবেশ সঃ।
সংবিদ্রূপতয়া পদ্মকোশং মধুকরো যথা ॥ ১৮ ॥
স তত্রাশুঃবিশশ্রাম চিরাদাশ্বাসমাযযৌ।
অথ বিস্মৃত-সংগ্রামো নিবৃত্তিং সমুপাগমৎ ॥ ১৯ ॥
কল্পিতং সদ্ম তত্রাথ স ক্ষণাদনুভূতবান্।
তস্মিন্ সদ্মনি পদ্মান্তে রেমে স্ব ইব বিষ্টরে ॥ ২০ ॥
গৃহস্থঃ স দদর্শাথ কল্পিতং নগরং হরিঃ।
মণিমুক্তাপ্রবালাদি-কৃতপ্রাকার-মন্দিরম্ ॥ ২১ ॥
নগরান্তর্গতোঽপশ্যৎ ততো জনপদং হরিঃ।
নানাদ্রিগ্রামগোবাট-পত্তনারণ্যরাজিতম্ ॥ ২২ ॥
তাদৃগ্রতিশ্চেতিতবান্ স শক্রো ভুবনং ততঃ।
সাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বীনদীশান্তং সক্রিয়াকালকল্পনম্ ॥ ২৩ ॥
তাদৃগ্রতিশ্চেতিতবান্ স শক্রস্ত্রিজগৎ ততঃ।
সপাতালমহী-ব্যোম-বিষ্টপার্কাদিপর্ব্বতম্ ॥ ২৪ ॥
তত্রাতিষ্ঠৎ সুরেশত্বে স ভোগভর-ভূষিতঃ।
পুত্রো বভূব তস্যাথ কুন্দো নামাথ বীর্য্যবান্ ॥ ২৫ ॥
ততো জীবিতপর্য্যন্তে ত্যক্ত্বা দেহমনিন্দিতঃ।
নির্ব্বাণমাযযৌ শক্রো নিঃস্নেহ ইব দীপকঃ ॥ ২৬ ॥

কায়াকারং স্থূলাকারসঙ্কল্পং স্বান্তরে ভূতসূক্ষ্মে প্রশমং নীত্বা বিলাপ্যাণুতরো ভূত্বা বহিঃ কমপি ত্রসরেণুং বিবেশেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তদন্তঃপ্রবেশসঙ্কল্পসংবিদ্রূপতয়া ॥ ১৮ ॥

নিবৃত্তিং বহির্গমনাভাবম্। অনিবৃত্তিমিতি বা ছেদঃ ॥ ১৯ ॥

পদ্মান্তে পদ্মাসনমধ্যে স্বে স্বলোকপ্রসিদ্ধে বিষ্টরে সিংহাসন ইব ॥ ২০-২১ ॥

গোবাটা ব্রজাঃ ॥ ২২ ॥

তাদৃগ্রতিস্তাদৃশসঙ্কল্পোপহিতঃ। ভুবনং ভূলোকম্। নদ্যঃ ঈশা রাজানঃ অন্তাস্তত্তদ্দেশসীমান্তৈঃ সহ বর্ত্তমানম্ ॥ ২৩ ॥

কুন্দস্ত্রৈলোক্যরাজ্যোঽভুজ্জনয়িত্বা সুতং নিজম্ ।
কালেন জীবিতস্যান্তে জগাম পরমং পদম্ ॥ ২৭ ॥
তৎপুত্রোঽপি তথৈবাথ কৃত্বা রাজ্যে সুতং নিজম্ ।
জগাম জীবিতস্যান্তে পাবনং পরমং পদম্ ॥ ২৮ ॥
এবং পৌত্রসহস্রাণি সমতীতানি সুন্দর ।
তত্রাদ্যাপি সুরেশস্য যেষাং রাজ্যে স্থিতোঽংশকঃ ॥ ২৯ ॥
ইত্যদ্য যাবদমরেশ্বরবংশ এব
সঙ্কল্পিতে জগতি শক্রপদং বিধত্তে ।
তস্মিন্ ক্ষতেঽপি গলিতেঽপি হতেঽপি নষ্টে
ক্বাপ্যম্বরে দিনকরাতপ-পাবনাণৌ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে মোক্ষোপায়ে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানান্তর্গতেন্দ্রোপাখ্যানে ত্রসরেণ্বন্তরসর্গ-সজ্জবর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

অথ তত্র সুরেশত্বে অতিষ্ঠদিত্যপকৃষ্যান্বয়ঃ ॥ ২৪-২৮ ॥

তস্য সুরেশস্য পৌত্রসহস্রাণি যেষাং রাজ্যে অদ্যাপ্যংশকো নাম রাং স্থিতঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি বর্ণিতদিশা অদ্যযাবৎ অদ্যতনকালপর্য্যন্তং তৎসঙ্কল্পিতে ত্রসরেণ্বন্তরে জগা তদ্বংশ এব অমরেশপদং শক্ররাজ্যং বিধত্তে পালয়তি। ক্বাপ্যম্বরপ্রদেশে তস্মি দিনকরাতপপাবনে অণৌ ত্রসরেণৌ ক্ষতে অপচিতে গলিতে নষ্টেঽপি তদ্রাজ্যং ন গলিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

তস্য শক্রস্য কুলজঃ কশ্চিদাসীৎ সুরাধিপঃ।
তত্রোত্তমগুণঃ শ্রীমান্ পাশ্চাত্যা যস্য সা তনুঃ ॥ ১ ॥
অথেন্দ্রকুল-পুত্রস্য তস্য তত্র বভূব হ।
প্রতিভাজ্ঞানসম্প্রাপ্তির্বৃহস্পতিগিরোদিতা ॥ ২ ॥
ততো বিদিতবেদ্যোঽসৌ যথাপ্রাপ্তানুবৃত্তিমান্।
চকার জগতাং রাজ্যমাজ্যপানামধীশ্বরঃ ॥ ৩ ॥
যুযুধে দানবৈঃ সার্দ্ধমজয়ৎ সর্ব্বশাত্রবান্।
শতং চকার যজ্ঞানামজ্ঞানোত্তীর্ণমানসঃ ॥ ৪ ॥
উবাস কার্য্যবশতো বিসবালান্তরে চিরম্।
অন্যান্যপি চ বৃত্তান্তশতান্যনুবভূব হ ॥ ৫ ॥
কদাচিদাসীৎ তস্যেচ্ছা প্রবোধবলশালিনঃ।
ব্রহ্ম-তত্ত্বমবেক্ষেঽহং যথাবদ্ধ্যানবানিতি ॥ ৬ ॥

তৎকুলোৎপন্নশক্রস্য বিসতন্তৌ জগৎপ্রথা।
তত্রোচ্যতে ব্রহ্মদৃষ্টৌ সর্ব্বদৃষ্ট্যা স্বশক্রতা ॥

তস্য প্রাগুক্তস্য শক্রস্য কুলজো বংশোদ্ভবঃ ॥ ১ ॥

তস্য তত্র বৃহস্পতেঃ স্বগুরোরুপদেশগিরা উদিতা প্রতিভানং প্রতিভা আত্ম-তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপজ্ঞানসম্প্রাপ্তির্বভূবেতি শেষঃ ॥ ২ ॥

আজ্যপানাং দেবানাম্ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞানামশ্বমেধানাম্। তস্য হি ফলং তস্য বক্ষ্যমাণবিসতন্তাবেতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে চ শক্রতাপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

বিসস্য পদ্মনালস্য বালতন্তুস্তদন্তরে। তত্র বিসতন্তৌ কল্পিতে ব্রহ্মাণ্ডে রাজ্যযুদ্ধজয়পরাজয়াদীন্যন্যান্যপি বৃত্তান্তশতান্যনুবভূব হ কিল ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বং মায়াশবলব্রহ্মস্বভাবম্ ॥ ৬ ॥

সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন তত একান্তসংস্থিতঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরেঽশেষকারণত্যাগশান্তধীঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বশক্তিপরং ব্রহ্ম সর্ব্ববস্তুময়ং ততম্।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বগম্ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য সংস্থিতম্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈর্যুক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণান্বিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১০ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বত্র চন্দ্রার্কময়ং সর্ব্বত্রৈব ধরাময়ম্।
সর্ব্বত্র পর্ব্বতময়ং সর্ব্বত্রাব্ধিময়ং তথা ॥ ১২ ॥
সর্ব্বত্র সারগুরুকং সর্ব্বত্রৈব নভোময়ম্।
সর্ব্বত্র সংসৃতিময়ং সর্ব্বত্রৈব জগন্ময়ম্ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বত্রৈব চ মোক্ষাত্ম সর্ব্বত্রৈবাত্মচিন্ময়ম্।
সর্ব্বত্র সর্ব্বার্থময়ং সর্ব্বতঃ সর্ব্ববর্জ্জিতম্ ॥ ১৪ ॥
ঘটে পটে বটে কুড্যে শকটে বানরে তথা।
ধাম্নি ব্যোম্নি তরাবদ্রাবনিলে সলিলেঽনলে ॥ ১৫ ॥

প্রণিধানেন সমাধিনা। অশেষাণাং বিক্ষেপকারণানাং ত্যাগেন শান্তধীঃ ॥ ৭-৮ ॥

শ্রুতিমৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয়বৎ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং গুণৈ রূপাদিগ্রহণশক্তিভিরন্বিতম্। পরমার্থতঃ অসক্তং ব্যবহারতস্তু সর্ব্বভৃৎ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১০-১১ ॥

প্রাচুর্য্যে ময়ট্ ॥ ১২ ॥

ভ্রমপ্রাধান্যেন সংসৃতির্ভাববিকারপ্রাধান্যেন জগদিতি ভেদব্যপদেশঃ ॥১৩-১৪॥

ধাম্নি তেজসি গৃহে চ। স ত্রিজগন্তি দদর্শেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

নানাচারবিচারাণি বিবিধাবৃত্তিমন্তি চ।
পরমাণ্বংশমাত্রেঽপি ত্রিজগন্তি দদর্শ সঃ॥ ১৬॥
মরিচস্যান্তরে তৈক্ষ্ণ্যং শূন্যত্বমিব চাম্বরে।
ত্রিজগৎ সত্যসতি চ বিদ্যতে চিন্ময়াত্মনি॥ ১৭॥
ইত্যেবং ভাবয়ন্ মুক্তভাবয়া শুদ্ধসংবিদা।
শক্রঃ ক্রমেণ তেনৈব তথৈব ধ্যানবানভূৎ॥ ১৮॥
ধ্যানেন সর্ব্বমেকত্র পশ্যংশ্চিরমুদারধীঃ।
দদর্শেমমসৌ সর্গমস্মদীয়ং মহামতিঃ॥ ১৯॥
ততোঽস্মিন্ বিচরন্ সর্গে শক্রান্তে শক্রতাং গতঃ।
চকার জগতাং রাজ্যং বৃত্তান্তশতশোভিতম্॥ ২০॥
বিদ্যাধরকুলাধীশ ইত্যস্যৈব স দেবরাট্।
তস্যেন্দ্রস্য কুলোৎপন্ন ইতি বিদ্ধি যথাস্থিতম্॥ ২১॥

নানাবিধাঃ প্রাণিনামাচারাঃ শারীরা বিচারা মানসাশ্চ ক্রিয়াভেদা যেষু। আবৃত্তয়ঃ স্বর্গনরকাদেঃ পুনরাগমনানি। পরমাণোরংশা ঊর্দ্ধাধোমধ্যাদি-ভাগাস্তন্মাত্রেঽপি॥ ১৬॥

সতি আবির্ভাবকালাত্মনি। অসতি তিরোভাবকালাত্মনি চ॥ ১৭॥

ভাবয়ন্ পশ্যন্। মুক্তো ভাবো জীবো জীবভাবো যয়া। তেন প্রাগ্ বাসনা-কল্পিতেনৈব শক্রদেহেন শক্রো ন তু সমাধ্যনুভূয়মানসর্ব্বাত্মভাবেনেত্যর্থঃ॥ ১৮॥

একত্র মায়াশবলব্রহ্মণি। ইমমস্মদীয়ং ত্বয়া ময়া চানুভূয়মানং সর্গং ব্রহ্মাণ্ডম্॥ ১৯॥

ততস্তদনন্তরমস্মিন্ সর্গে পাতালভূম্যাদিলোকদর্শনক্রমেণ শক্রলোকান্তে মনসা বিচরন্ সংস্তত্র শক্রদর্শনেন শক্রাহংভাবসংস্কারোদ্বোধাৎ প্রাক্তনাশ্বমেধশতাদৃষ্ট-ফলাবশ্যংভাবাচ্চ শক্রতাং গতঃ। রাজতাং প্রজারঞ্জকতাম্। রাজ্যং রাজকর্ম্ম কদা দানপরিপালনাদি চকার॥ ২০॥

হে বিদ্যাধরকুলাধীশ, ইতি অনয়া রীত্যা তস্য ত্রসরেণ্বন্তর্গতস্যেন্দ্রস্য কুলে উৎপন্নঃ সোঽস্যাস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডেঽপি দেবরাড়্ ভূত্বা তিষ্ঠতীতি বিদ্ধি॥ ২১॥

ততো হৃদয়বীজস্থ-প্রাঙ্ মুখ্যাভ্যাসযোগতঃ।
বিসবালনিবাসাদি-বৃত্তান্তমনুভূতবান্ ॥ ২২ ॥
যথৈষ শক্রঃ কথিতস্ত্রসরেণূদরাস্পদঃ।
বিসবালাস্পদশ্চৈতৎ কুলজঃ কান্তিমানথ ॥ ২৩ ॥
তথা শতসহস্রাণি তত্রেতশ্চান্যতশ্চ খে।
তাদৃশব্যবহারাণি সমতীতানি সন্তি চ ॥ ২৪ ॥
বহতীয়মবিচ্ছিন্না চিরায়ৈবং তরঙ্গিণী।
তাবদ্ দৃশ্যসরিৎপ্রৌঢ়া রূঢ়ারূঢ়ে চ তৎপদে ॥ ২৫ ॥
ইতি মায়েয়মাদীর্ঘা প্রসৃতা প্রত্যয়োন্মুখী।
সত্যাবলোকমাত্রাতি-বিলয়ৈকবিলাসিনী ॥ ২৬ ॥
যতঃ কুতশ্চিন্মায়েয়ং যত্র ক্বচন বানঘ।
যথা কথঞ্চিৎ সম্পন্নমাত্রৈব পরিদৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥
অহন্তাবচমৎকার-মাত্রাদ্বৃষ্টিরিবাম্বুদাৎ।
জায়তে মিহিকেবাশু প্রেক্ষামাত্রবিনাশিনী ॥ ২৮ ॥

তত এতদিন্দ্রভাবানন্তরং হৃদয়ে বীজমিব সংস্কাররূপেণ স্থিতস্য প্রাক্তনস্য মুখ্যস্য জ্ঞানযোগাভ্যাসস্য যোগতো যথাস্থিতং প্রাক্তনং বিসতন্তুনিবাসাদিস্ববৃত্তান্তমনুভূতবান্। সস্মারেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সর্ব্বশক্তৌ ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র সর্ব্বসদ্ভাবাদীদৃশশক্রসহস্রাণ্যপি সর্ব্বত্র সন্তীতি সম্ভাবয়েত্যাহ—যথেতি দ্বাভ্যাম্। অপ্যর্থেঽথশব্দঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

চতুর্থাদিষষ্ঠ্যন্তভূমিকাস্বর্দ্ধং রূঢ়ে অর্দ্ধমরূঢ়ে চ তস্মিন্ ব্রহ্মপদে সতি ইয়ং মায়া ইতি প্রত্যয়োঽনুভবস্তদুন্মুখী ভবতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২৫-২৬ ॥

মায়াত্বাদেব ন বৈচিত্র্যে হেতুবিশেষাশ্চিন্ত্যা ইত্যাহ—যতঃ কুতশ্চিদিতি। ত্রিভির্যদ্বৃত্তৈঃ কিং বৃত্তৈশ্চ হেতুকালদেশক্রিয়াপ্রকারনিয়মানাবশ্যকতা সূচ্যতে ॥২৭॥

অথবা এক এবাহংকারাধ্যাস এতদ্বৈচিত্র্যে নিয়তো হেতুরিত্যাহ—অহংভাবেতি। মিহিকা নীহারধূম ইবেতি নাশে দৃষ্টান্তঃ ॥ ২৮ ॥

যেনায়তাভি-মতদর্শনদ্রষ্টৃদৃশ্য-
মুক্তস্বভাবমবভাসনমাত্মতত্ত্বম্ ।
সর্ব্বার্থশূন্যমতএব চ শূন্যরূপ-
মেকং খমাত্রমিব মাত্রবিকল্পমেব ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানান্তর্গতেন্দ্রাখ্যাখ্যানে সর্গসঙ্কল্পয়োরৈক্য-প্রতিপাদনং নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

যেন হেতুনা মাতৃসর্ব্বসাক্ষিব্রহ্মরূপমবিকল্পং সর্ব্ববিকল্পরহিতমেব পরমার্থতঃ । অতএব অহংকারবশাদায়তানি বিস্তীর্ণানি যানি অভিমতানি মানসবিকল্পা দর্শনানি ত্রিপুটীলক্ষণৈন্দ্রিয়কবিকল্পাশ্চ তৈর্মুক্তস্বভাবম্ । জাগ্রদবস্থাশূন্যমিতি যাবৎ । অতএব বাসনাময়স্বাপ্নসর্ব্বার্থশূন্যমতএব চ প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধ্যা সর্ব্বশূন্যতা-লক্ষণেন সৌষুপ্তাজ্ঞানেন চ শূন্যং খমাত্রমিব পূর্ণমবভাসনং চিদ্রূপমাত্মতত্ত্বং পরিশিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

যত্রাহন্ত্বং জগৎ তত্র পূর্ব্বমাগত্য তিষ্ঠতি।
পরাণ্বন্তরপীন্দ্রস্য ত্রসরেণূদরে যথা ॥ ১ ॥
ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অহম্ভাবোঽভিমন্তাত্মা মূলমাগ্যমুদাহৃতম্ ॥ ২ ॥
বাসনারসসংসিক্তাদহংবীজকণাদয়ম্।
ব্রহ্মাদ্রৌ ব্যোমবিপিনে জায়তে ত্রিজগদ্দ্রুমঃ ॥ ৩ ॥
তারকাপুষ্পনিকরো বিলীনাচলপল্লবঃ।
সরিৎসারশিরাপূরো বাসনাসারতৎফলঃ ॥ ৪ ॥
অহন্ত্বসলিলস্যেদং জগৎ স্পন্দ উদাহৃতঃ।
চিচ্চমৎকরণস্বাদুর্বাসনাবিসরদ্রবঃ ॥ ৫ ॥

অহংভাবো জগদ্ভ্রান্তের্বীজং রূপং চ বর্ণ্যতে।
তন্মার্জ্জনাজ্জগন্মৃষ্ট্যা শুদ্ধশেষাৎ কৃতার্থতা ॥

অহংভাবচমৎকারমাত্রাদবৃষ্টিরিবাম্বুদাৎ। "জায়তে দৃশ্যসরিৎ" ইতি যদুক্তং তদুপপাদকতয়া ইন্দ্রাখ্যায়িকাং যোজয়তি—যত্রেতি। অভিনবেঽপি স্বপ্নপ্রপঞ্চে পূর্ব্বসিদ্ধমেব জগৎ পশ্যামীতি সর্ব্বানুভবাৎ পূর্ব্বমাগত্য তিষ্ঠতীত্যুক্তিঃ ॥ ১-২ ॥

ব্যোম অব্যাকৃতাকাশস্তলক্ষণে বিপিনেঽরণ্যে ॥ ৩ ॥

বিলীনা মেঘমিহিকা বনপ্রচ্ছন্না অচলাঃ পর্ব্বতাঃ পল্লবা যস্য। সরিৎসারা গঙ্গাদ্যাঃ। বাসনা এব সারা বীজাংশা যেষু তথাবিধাস্তে ভোগাঃ ফলানি যস্য ॥ ৪ ॥

ইদানীমহঙ্কারং মহাজলতয়া জগচ্চ তৎকার্য্যতরঙ্গাদিতয়া বর্ণয়তি—অহংত্বেত্যাদি পঞ্চভিঃ। ইদং জগৎ অহংত্বসলিলস্য স্পন্দো বিলাসঃ। চিতশ্চমৎকরণং বৈষয়িকসুখং স্বাদু মাধুর্য্যং যত্র ॥ ৫ ॥

তারকাশীকরাসারো নভোঽনন্তনিখাতবান্ ।
ভাবাভাবমহাবর্ত্তো নানাগিরিতরঙ্গকঃ ॥ ৬ ॥
ত্রিলোকীবিলিখল্লেখো বিলোলালোক-ফেনিলঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডবুদ্‌বুদোদ্ভেদঃ কবাটাপীড়পীবরঃ ॥ ৭ ॥
ভূপীঠ-দৃঢ়ডিণ্ডীর-পিণ্ডশ্চিদ্ঘনমদ্‌গুমান্ ।
চিত্রাজবঞ্জবীভাব-মজ্জনোন্মজ্জনাত্মকঃ ॥ ৮ ॥
জরামরণমোহাদি-বীচীচয়চমৎকৃতিঃ ।
উৎপন্নধ্বংসি-দেহাদি-বিন্দুবৃন্দৈকবন্ধুরঃ ॥ ৯ ॥
অহন্ত্বপবনস্পন্দো জগদিত্যবগম্যতাম্ ।
অহন্ত্বপদ্মসৌগন্ধ্যং জগদিত্যববুধ্যতাম্ ॥ ১০ ॥
নাহন্ত্ব-জগতী ভিন্নে পবনস্পন্দবৎ সদা ।
পয়োদ্রবত্বমিব চ বহ্নিরৌষ্ণ্যমিবাপি চ ॥ ১১ ॥
জগদস্ত্যহমর্থেঽন্তরহমস্তি জগদ্ধৃদি ।
অন্যোন্যভাবিনী হ্যেতে আধারাধেয়বৎ স্থিতে ॥ ১২ ॥

নভসা আকাশেন অনন্তনিখাতবান্ অপরিচ্ছেদ্যকুক্ষিকুহরবান্। ভাবাঃ সম্পদঃ অভাবা বিপদশ্চ মহান্ত আবর্ত্তা যত্র ॥ ৬ ॥

ত্রিলোকীপদেন তদ্গতজনা লক্ষ্যন্তে। ত এব বিলিখন্ত্যশ্চিত্রলেখ্যবদাবির্ভবন্ত্যো লেখা রেখা যত্র। বিলোলৈঃ সূর্য্যচন্দ্রাদ্যালোকৈঃ ফেনিলঃ ফেনবান্। ব্রহ্মাণ্ডা এব বুদ্‌বুদোদ্ভেদা যত্র। কপাটমিব আপীড়য়তি নিরুণদ্ধি মোক্ষপ্রবেশমিতি কপাটাপীড়ো মোহহেতুস্তেন পীবরোঽভিবৃদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

ভূপীঠমেব ঘনো ডিণ্ডীরপিণ্ডো যত্র। চিদ্ঘনৈশ্চিদাভাসৈর্জীবৈর্মদ্‌গুমান্ জলকাকবান্। তেষাং চিত্রৈরাজবং জবীভাবৈরূর্দ্ধাধস্তির্য্যগ্‌ভ্রমণৈর্মজ্জনোন্মজ্জনাত্মকঃ ॥ ৮-৯ ॥

প্রকারান্তরাভ্যাং জগদ্বর্ণয়তি—অহংত্বেতি ॥ ১০ ॥

ইত্থং বর্ণনে ফলিতমাহ—নেতি ॥ ১১ ॥

পরস্পরবীজতামাহ—জগদিতি। অন্যোন্যস্মাদ্ভাবিনী আবির্ভাবশীলে অন্যোন্যাধীনস্থিতিকে চ ॥ ১২ ॥

জগদ্বীজমহন্তং যো মাষ্টি বোধাদবেদনাৎ।
অলং চিত্রং জলেনেব তেন ধৌতং জগন্মলম্ ॥ ১৩ ॥
অহত্বং নাম তৎ কিঞ্চিদ্বিদ্যাধর ন বিদ্যতে।
অকারণমবস্তুত্বাচ্ছশশৃঙ্গমিবোদিতম্ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মণ্যতিততেঽনন্তে সঙ্কল্লোল্লেখবর্জ্জিতে।
অহংত্বকারণাভাবান্ন কদাচন সম্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥
অবস্তুন্যেতি সর্গাদৌ ন সম্ভবতি কারণম্।
অতোঽহন্ত্বাদি নাস্ত্যেব বন্ধ্যাসুত ইব কচিৎ ॥ ১৬ ॥
তদভাবাজ্জগন্নাস্তি চিত্তং জগদভাবতঃ।
শিষ্টং নির্ব্বাণমেবাতঃ শান্তমাস্স্ব যথাসুখম্ ॥ ১৭ ॥
অভাবাদুপপত্তিভ্যাদেবং জগদহন্ত্বয়োঃ।
রূপালোকমনস্কারাঃ শান্তাস্তব ন চেতরৎ ॥ ১৮ ॥
যন্নাস্তি তৎ তু নাস্ত্যেব শেষং শান্তমসি ধ্রুবম্।
সম্প্রবুদ্ধোঽসি মা ভূয়ো নির্ম্মূলাং ভ্রান্তিমাহর ॥ ১৯ ॥

অতএবাহংকারমার্জ্জনাজ্জগন্মার্জ্জনসিদ্ধিরিত্যাহ—জগদিতি ॥ ১৩ ॥

অহংত্বস্য তত্ত্বদৃষ্ট্যা অসত্ত্বদর্শনমেব মার্জ্জনমিত্যাহ—অহংত্বমিতি ॥ ১৪ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ—ব্রহ্মণীতি ॥ ১৫ ॥

সম্ভবদপি কারণং লোকে অবস্তুনি নৈতি ন ব্যাপ্রিয়তে। প্রকৃতে তু সর্গা কারণং ন সম্ভবতি, তৎসম্ভবোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নির্ব্বাণং কৈবল্যলক্ষণং চিত্তং চিন্মাত্রং শিষ্টম্ ॥ ১৭ ॥

এবমুপপত্তিপ্রতিষ্ঠিতাজ্জগদহংত্বয়োরভাবাৎ। বাহ্যা রূপালোকাদয়ঃ সংসা আন্তরা মনস্কারলক্ষণাঃ সংসারাশ্চ শান্তাঃ। ন চ ইতরত্তদুভয়ব্যতিরিক্তং দুঃখমস্তি, অতঃ শান্তমাস্স্বেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শান্তং নির্দুঃখবিক্ষেপম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যপগতকলনাকলঙ্কশুদ্ধঃ
শিবমসি শান্তমসীশ্বরোঽসি নিত্যঃ।
খমপি ভবতি পর্ব্বতোপমানং
জগদপি বা পরমাণুরূপমেব ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরোপাখ্যানে বিদ্যাধরনির্ব্বাণং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ব্যপগতো বাহ্যাভ্যন্তরদৃশ্যকলনালক্ষণঃ কলঙ্কো যস্য অতএব শুদ্ধঃ। অধ্যারোপে খং শূন্যমপি পর্ব্বতোপমানং ভবতি, অপবাদে তু জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডমপি বা পরমাণুরূপমাকাশতুল্যমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ

ভুশুণ্ড উবাচ।

কথয়ত্যেবমপ্যেবং স বিদ্যাধরনায়কঃ।
আসীৎ সংশান্তসংবিত্তিঃ সমাধিপরিণামবান্ ॥ ১ ॥
প্রবোধ্যমানোঽপি ময়া ভূয়ো ভূয়স্ততস্ততঃ।
ন পপাত পুরো দৃশ্যে পরং নির্ব্বাণমাগতঃ ॥ ২ ॥
স প্রাপ পরমং স্থানং তাবন্মাত্রপ্রবোধবান্।
কেনচিন্নাধিকেনাঙ্গে যত্নেনাতিশয়ৈষিণা ॥ ৩ ॥
অত উক্তং ময়া রাম যদি শুদ্ধে হি চেতসি।
উপদেশঃ প্রসরতি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥ ৪ ॥
নাহমিত্যস্তি তে নান্তর্মৈনং ভাবয় শান্তয়ে।
এতাবদুপদেশোক্তিঃ পরমা নেতরাস্তি হি ॥ ৫ ॥

শ্রুত্বা বিদ্যাধরস্যাত্র সমাধিরুপবর্ণ্যতে।
কথাশেষোপসংহারোঽনহংভাবপ্রশংসয়া ॥

সংশান্তা দৃশ্যসংবিত্তির্যস্য সমাধিলক্ষণো যশ্চিত্তস্য ক্ষীরোদকবচ্চিদৈকরস্যেন পরিণামস্তদ্বান্ ॥ ১ ॥

পুরোগতে দৃশ্যে শব্দাদিবিষয়ে ন পপাত ॥ ২ ॥

মুখ্যাধিকারিত্বাত্তাবন্মাত্রেণ মদুপদেশেন প্রবোধবান্। শ্রবণাবৃত্তিমনননিদিধ্যাসনাদ্যতিশয়ৈষিণা ন। অঙ্গেতি বশিষ্ঠসম্বোধনম্ ॥ ৩ ॥

ইদানীং বশিষ্ঠঃ প্রাক্ স্বোক্তেঽর্থে বিদ্যাধরচিত্তমুদাহরণমিতি বর্ণনত্বরয়া ভুশুণ্ডোক্তিমুৎক্রম্য রামং প্রত্যাহ—অত ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

কোঽসাবুপদেশস্তমাহ—নাহমিতি। তে অন্তঃ প্রত্যগাত্মনি চিদেকরসে

এষৈবাভব্যমনসি পতিতা প্রবিলীয়তে।
উত্তানে মসৃণাদর্শে মুক্তাফলমিবামলম্ ॥ ৬ ॥
ভব্যে তু শান্তমনসি লগত্যভ্যেত্য বিচ্যুতিম্।
প্রবিশ্যান্তর্বিচারাখ্যামর্চ্চিরর্কমণৌ যথা ॥ ৭ ॥
অহম্ভাবনমেবোচ্চৈর্বীজং দুঃখাখ্যশাল্মলেঃ।
মমেদং তদ্বদাদীতি শাখাপ্রসরকারণম্ ॥ ৮ ॥
অহমাদৌ মমেত্যন্তস্তত ইচ্ছা প্রবর্ত্ততে।
ইদমর্থশতানর্থ-কারিণী ভবভারিণী ॥ ৯ ॥
এবংবিধা মুনিশ্রেষ্ঠ মূঢ়া অপি চিরায়ুষঃ।
ভবন্ত্যনিয়মো হ্যঙ্গ দীর্ঘায়ুষ্যস্য কারণম্ ॥ ১০ ॥
অন্তঃশুদ্ধমনস্কা যে সুচিরায়াভয়প্রদম্।
মনাগপ্যুপদিষ্টাস্তে প্রাপ্নুবন্তি পরং পদম্ ॥ ১১ ॥

অহমিত্যংশো নাস্তি। অতোঽসন্তমেনং মা ভাবয় ইত্যেতাবৎ এতাবত্যেবোপদেশোক্তিঃ পরমা সারসংগ্রহভূতা ॥ ৫-৬ ॥

অবিচ্যুতিং অভ্যেতি। অন্তঃ প্রবিশ্য বিচারাখ্যাং সর্ব্বমোহারণ্যদাহক্ষমামগ্নিশিখাং চ জনয়তীতি শেষঃ। যথা অর্কমণৌ সূর্য্যকান্তে প্রবিষ্টং সূর্য্যার্চ্চিরগ্নিশিখাং জনয়তি, তদ্বৎ ॥ ৭ ॥

তদ্বদহংভাবনবদেব মমেদং ভাবনং সংসারবৃক্ষস্য মূলাদিশরীরং যতো রাগাদিশাখাপ্রসরস্য কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তদেবাহ অহমিতি। আদৌ বীজাবস্থাস্থানে। অন্তঃ তৎকার্য্যবৃক্ষস্থানে। ইচ্ছা শাখাস্থানে প্রবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

এবং প্রাগুক্তং প্রকৃতসংমত্যা সমর্থো বশিষ্ঠঃ পুনর্ভুশুণ্ডোক্তিকথামেবানুসরন্বিদ্যাধরকথামুপসংহরতি—এবংবিধা ইতি। দীর্ঘায়ুষ্যস্য কারণং তত্ত্বজ্ঞানমেবেতীতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

অন্তঃশুদ্ধেস্তু চিরাভ্যাস এব জ্ঞানকারণমিতি নিয়মোঽস্ত্যেবেত্যাশয়েনাহ—অন্তরিতি। সুচিরায়াভ্যাসেনান্তঃশুদ্ধমনস্কা যে তে পরং পদং জ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

মেরুমূর্দ্ধনি মামেবমুক্ত্বা স বিহগাধিপঃ।
তূষ্ণীম্বভূব মুক্তাত্মা ঋষ্যমূক ইবাম্বুদঃ ॥ ১২ ॥
অহমাপৃচ্ছ্য তং সিদ্ধং বিদ্যাধরমথো পুনঃ।
প্রাপ্ত আত্মাস্পদং রাম মুনিমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ১৩ ॥
এতৎ তবাদ্য কথিতং বলিভুক্কথোক্তং
বিদ্যাধরোপশমনং লঘুবোধনোত্থম্।
অস্মিন্ ভুশুণ্ডবিহগেন্দ্রসমাগমে মে
চৈকাদশেহ হি গতানি মহাযুগানি ॥ ১৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিদ্যাধরনির্ব্বাণং নাম
ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

বিহগাধিপো ভুশুণ্ডঃ। ঋষ্যমূকে গিরৌ মতঙ্গাশ্রমে মতঙ্গশাপভয়ান্মূকা মেঘা ন গর্জ্জন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ১২ ॥

প্রথমং তং সিদ্ধং ভুশুণ্ডমাপৃচ্ছ্য অথো বিদ্যাধরং গত্বা তদুক্তিসংবাদায় পুনস্তমপ্যাপৃচ্ছ্য নিশ্চিতার্থোঽহম্। আস্পদং স্বাশ্রমম্ ॥ ১৩ ॥

হে রাম, ময়া লঘু শীঘ্রমেব বোধনেনোত্থমুৎপন্নং বিদ্যাধরস্যোপশমনং বলিভুজ কাকস্য ভুশুণ্ডস্য কথয়া উক্তং তবাদ্য কথিতম্। অস্মিন্ বর্ণিতে ভুশুণ্ডবিহগেন্দ্রসমাগমে মে জাতে তদনন্তরমিহ অস্মিন্ কল্পে একাদশমহাযুগানি দিব্যযুগানি গতানীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অনহংবেদনাদেবং শুভাশুভফলপ্রদা।
সংসারফলিনী নূনমিচ্ছান্তরুপশাম্যতি ॥ ১ ॥
অনহংবেদনাভ্যাসাৎ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
ভূত্বা শান্তভবাপীড়ো ন নরঃ পরিতাম্যতি ॥ ২ ॥
অহন্তাপুটকোড্ডীন-পরবোধবলেরিতঃ।
অহমিত্যর্থপাষাণো ন জানে ক্বাশু গচ্ছতি ॥ ৩ ॥
অহন্তাপুটকোড্ডীন-ব্রহ্মবীরবলেরিতঃ।
অহমিত্যর্থপাষাণো ন জানে ক্বাশু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অত্রাহংবীজনির্দাহাদনহংভাববহ্নিনা।
দেহাদিসংসৃতেঃ সম্যগ্বাধেহলীকত্বমীর্য্যতে ॥

সর্ব্বসংসৃতেঃ কামমূলত্বাদনহংভাবেন প্রথমং তন্নিবৃত্তিমাহ—অনহমিতি ॥ ১ ॥

কামোপরমে লোভাদিদোষক্ষয়াদ্বৈরাগ্যাদিসম্পদা সর্ব্বমানসদুঃখক্ষয় ইত্যাহ—অনহমিতি ॥ ২ ॥

সাধনবতোঽহবশ্যশ্রবণাদিনা জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মব্যতিরিক্তাহমর্থস্য বাধেনালীকত্বমেব পর্য্যবস্যতীত্যাশয়েনাহ—অহংতেতি। শ্রবণাদিনা জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসেন অহংতালক্ষণাৎ প্রমাতৃযন্ত্রপুটকাদেব বহ্নিজ্বালাবদুড্ডীন আবির্ভূতো যঃ পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণো বোধস্তদ্বলেন ঈরিতঃ ক্ষিপ্তঃ নিরস্ত ইতি যাবৎ। অহমাদিদৃশ্যার্থপাষাণোঽগ্নিযন্ত্রক্ষিপ্তপাষাণ ইবাশু ক্ব গচ্ছতি ন জানে। তুচ্ছত্বমেবাপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

চরমসাক্ষাৎকারবৃত্ত্যা রূঢ়ং ব্রহ্মৈবাজ্ঞানাহংকারাদিনিরাসসমর্থমিত্যাশয়েনাহ—অহংতেতি। অজ্ঞানাহংকারয়োরিব স্থূলদেহস্যাপি ব্যষ্টিসমষ্টিরূপস্য তাদৃশং ব্রহ্মৈব নিবর্ত্তকমিত্যাশয়েনাহ—অহংতেতি ॥ ৪ ॥

অহন্তাপুটকোড্ডীনো ব্রহ্মবীরবলেরিতঃ ।
শরীরযন্ত্রপাষাণো ন জানে কাশু গচ্ছতি ॥ ৫ ॥
অহমর্থহিমস্তন্তরনহন্তাচিদর্চ্চিষা ।
উড্ডীয়েব বিলীনং সন্ন জানে ক্বাশু গচ্ছতি ॥ ৬ ॥
অহং রসো বিলীনোঽন্তরনহন্তাচিদর্চ্চিষা ।
শরীরপর্ণাদুদ্বর্ণান্ন জানে ক্বাশু গচ্ছতি ॥ ৭ ॥
শরীরপর্ণান্নিষ্পীতস্ত্বহন্তাবরসাসবঃ ।
অনহন্তার্কমার্গেণ পরতামধিগচ্ছতি ॥ ৮ ॥
শয়নে কর্দ্দমে শৈলে গৃহে ব্যোম্নি স্থলে জলে ।
স্থূলা সূক্ষ্মা নিরাকারা রূপান্তরগতাপি চ ॥ ৯ ॥
যত্র তত্র স্থিতা সুপ্তা প্রবুদ্ধা ভস্মতাং গতা ।
ধৃতা নীতা নিমগ্না চ দূরস্থা নিকটা সতী ॥ ১০ ॥
শরীরবটধানান্তঃ-স্থিতাহন্তনবাঙ্কুরা ।
শাখাজালং তনোত্যাশু সংসারাখ্যমিদং ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মৈব বীরো বিক্রান্তস্তদ্বলেরিতঃ। "পূর্ব্বাপরপ্রথমচরমজঘন্যসমান-মধ্য-মধ্যমবীরাশ্চ্" ইতি সমানাধিকরণসমাসে বীরশব্দপরনিপাতশ্ছান্দসঃ ॥ ৫ ॥

অনহংতাভাবনাবৃত্তিপ্রতিফলিতচিতৈবাহংতানাশ ইতি পক্ষো বাস্থিত্যাশয়েনাহ—অহমর্থেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥

উদ্বর্ণাৎ ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিব্রাহ্মণাদ্যুৎকৃষ্টবর্ণাৎ পরিপাকপাণ্ডুরাশ্চ ॥ ৭ ॥

অথবা ন বাধিতাহংতাদেঃ শূন্যতা কিন্তু ব্রহ্মতৈবেত্যাশয়েনাহ—শরীরেতি। অনহংতালক্ষণেনার্করশ্মিমার্গেণ পরতাং ব্রহ্মতাং স্বকারণসূক্ষ্মজলাত্মতাং চ ॥ ৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞানং বিনা তু ন ক্বাপি কদাপি কস্যাংচিদবস্থায়াং দেহস্যাহংকারস্য বা আত্যন্তিকোচ্ছেদস্তয়োঃ পরস্পরবীজতয়া পরস্পরান্তঃসত্ত্বেন জগদ্ভাবেন সর্ব্বত্রোদ্ভবাবর্জ্জনাদিত্যাহ—শয়নে ইত্যাদিনা। শয়নে শয্যায়াং স্থূলাদি-দ্বাদশাবস্থাপ্রাপ্তাশয়নাদিস্থানসপ্তকে যত্র তত্র স্থিতাপি শরীরলক্ষণা বটধানা অন্তঃ-স্থিত উদ্ভূতোঽহংত্বনবাঙ্কুরো যস্যাস্তথাবিধা সতী ক্ষণাদিদং সংসারাখ্যমাশু সর্ব্বদিগ্ ব্যাপনশীলং শাখাজালং তনোতীতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৯-১১ ॥

অহন্ত্ববটধানান্তঃস্থিতদেহবৃহদ্দ্রুমঃ।
সংসারশাখানিবহং যত্র তত্র তনোত্যলম্ ॥ ১২ ॥

শাখা-শতেদ্ধদলপুষ্পফলদ্রুমোঽস্তি
বীজোদরে ননু দৃশা পরিদৃশ্যতেঽসৌ।
দেহোঽস্ত্যহন্ত্বকণিকান্তরশেষদৃশ্য-
সংবিৎপরীত ইতি বুদ্ধিদৃশৈব দৃষ্টম্ ॥ ১৩ ॥

দেহাদহন্ত্বমনবাপ্তবতো বিচারৈ-
শ্চিদ্ব্যোমমাত্রবপুষোঽবপুষোঽথবোচ্চৈঃ।
নাহন্ত্ববীজজঠরাদসতোঽভ্যুদেতি
সংসারবৃক্ষ ইহ বোধমহাগ্নিদগ্ধাৎ ॥ ১৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে দেবদূতোক্তে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধেঽহন্তাসত্তাযোগোপদেশো
নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

এবমহংত্বলক্ষণবটধানান্তঃ স্থিতো দেহমহাদ্রুমোঽপি বোধ্য ইত্যাহ—অহংত্বেতি ॥ ১২ ॥

উক্তমর্থং বটাদিবীজদৃষ্টান্তেনৈবানুভাবয়তি—শাখেতি। যথা বীজোদরে শাখাশতে ইদ্ধানি বিরাজমানানি দলানি পুষ্পাণি ফলানি চ যস্য তথাবিধো দ্রুমোঽস্তি, যতোঽসৌ সত্বাদেব বীজপুটং ভিত্বাঙ্কুরাদিক্রমেণ নির্গচ্ছন্ প্রত্যক্ষং সর্ব্বজনৈঃ পরিদৃশ্যতে। নম্বিতি প্রসিদ্ধৌ। তথা অহংত্বলক্ষণা যা কণিকা সূক্ষ্মবীজং তদন্তরশেষদৃশ্যসংবীতো দেহোঽস্তীতি সূক্ষ্মবুদ্ধিলক্ষণয়া দৃশৈব বিদ্বদ্ভির্দৃষ্ট-মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এবমবিচারফলং সর্ব্বত্রানির্মোক্ষমুক্তা বিচারফলং মোক্ষমাহ—দেহাদিতি। বিচারৈঃ শ্রবণাদিভিস্তত্ত্ববোধাচ্চিদ্ব্যোমমাত্রং বপুঃ স্বরূপং যস্য তথাবিধস্য জীবন্মুক্তস্য বিদ্যমানাদপি দেহাদহংত্বং তত্তাদাত্ম্যাভিমানমনবাপ্তবতঃ, অথবা অদেহবতো বিদেহমুক্তস্যোচ্চৈর্নিরতিশয়ানন্দে প্রতিষ্ঠিতস্য পুংসো বোধমহাগ্নিদগ্ধাদহংত্ববীজ-জঠরাৎ সংসারবৃক্ষো নাভ্যুদেতি ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

মরণং সর্ব্বনাশাত্ম ন কদাচন বিদ্যতে।
স্বসঙ্কল্পান্তরস্থৈর্য্যং মৃতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ১ ॥
পশ্যেমে পুর উহ্যন্ত ইব মন্দরমেরবঃ।
অরূঢ়া অপি দিগ্বাতৈঃ সরিদ্বিম্বিতশৈলবৎ ॥ ২ ॥
উপর্য্যুপর্য্যন্তরন্তঃ কদলীদলপীঠবৎ।
শ্লিষ্টাশ্লিষ্টস্বরূপাঃ খে মিথঃ সংসৃতয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ।

পশ্য মে পুর উহ্যন্ত ইতি বাক্যার্থমক্ষতম্।
ন কিঞ্চিদবগচ্ছামি যথাবন্মুনিনায়ক ॥ ৪ ॥

উহ্যমানান্যনন্তানি পবনৈঃ সর্ব্বতোঽম্বরে।
মৃতজীবমনঃস্থানি বর্ণ্যন্তেঽত্র জগন্তি হি ॥

"দেহোঽস্ত্যহংত্বকণিকান্তরশেষদৃগুসংবিৎপরীত ইতি বুদ্ধিদৃশৈব দৃষ্টম্" ইতি যদুক্তং তত্র কথমস্তি কীদৃশী সা বুদ্ধিদৃগিতি তদুভয়ং মৃতজীববাসনাময়ানন্তজগদ্ব্যুৎপাদনেন সমর্থয়িতুং ভূমিকাং রচয়তি—মরণমিতি। মনোবুদ্ধ্যহংকারাদিসর্ব্বনাশাত্মকং মরণমিতি পামরা মন্যন্তে। তথা তু কদাচিদপি ন বিদ্যতে। কৃতহানাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু মনুষ্যাদিশরীরাত্মভাবভোজকপ্রারব্ধক্ষয়ে তদনুরূপসঙ্কল্প-তিরোভাবে দেবাদিশরীরাহংভাবাদিভোজককর্ম্মোদ্ভবে তদনুরূপস্বসঙ্কল্পান্তরস্য তদ্ভোজকাদৃষ্টক্ষয়পর্য্যন্তং স্থৈর্য্যং পূর্ব্বভাববিস্মৃতিমপেক্ষ্য মৃতিরিত্যভিধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥১॥

অস্ত্বেবং কিং ততস্তত্রাহ—পশ্যেতি। এবঞ্চ তত্তজ্জীবসঙ্কল্পকল্পিতজগৎস্থা মন্দরমেরুপ্রভৃতয়ো দিক্ষু বাতৈঃ সর্ব্বত্র উহ্যন্তে প্রবাহ্যন্ত ইব ময়া দৃশ্যন্তে ত্বমপি পশ্যেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

উপর্য্যুপরি বহির্বহিঃ যাবতাং জীবানাং ভোজকাদৃষ্টসাম্যং তাবতাং শ্লিষ্টা একীভাবেন মিলিতা। অন্যেষামশ্লিষ্টস্বরূপাঃ ॥ ৩ ॥

উক্তমর্থমসম্ভাবয়ন্ রামঃ পৃচ্ছতি—পশ্যেতি। যথাবৎ কথয়েতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

প্রাণস্যাভ্যন্তরে চিত্তং চিত্তস্যাভ্যন্তরে জগৎ ।
বিদ্যতে বিবিধাকারং বীজস্যান্তরিব দ্রুমঃ ॥ ৫ ॥
মৃতে পুংসি নভোঘাতৈর্মিলন্তি প্রাণবায়বঃ ।
সরিজ্জলৈরিবাম্ভোধি-জলান্যাত্মদ্রুতানি হি ॥ ৬ ॥
ইতশ্চেতশ্চ যান্তীব তেষামন্তর্জগন্ত্যলম্ ।
ব্যোমবাতবিনুন্নানাং সঙ্কল্পৈকাত্মকান্যপি ॥ ৭ ॥
সপ্রাণবাতৈঃ পবনৈঃ স্ফুরৎসঙ্কল্প-গর্ভিতৈঃ ।
সর্ব্বা এব দিশঃ পূর্ণাঃ পশ্যামীমাঃ সমন্ততঃ ॥ ৮ ॥
অত্রৈতে পশ্য পশ্যামি সঙ্কল্পজগতাং গণে ।
বুদ্ধিদৃষ্ট্যা সমুহ্যন্তে পুরো মন্দরমেরবঃ ॥ ৯ ॥
খবাতেঽন্তর্মৃতপ্রাণাঃ প্রাণানামন্তরে মনঃ ।
মনসোঽন্তর্জগদ্বিদ্ধি তিলে তৈলমিব স্থিতম্ ॥ ১০ ॥

মৃতানাং পুরুষাণাং প্রাণাস্তাবন্নভস্যুৎক্রামন্তীতি লোকবেদপ্রসিদ্ধম্ । তদ্ যদি প্রাণাঃ সন্তি তর্হি প্রাণস্যাভ্যন্তরে চিত্তং চিত্তস্যাভ্যন্তরে জগদপি বিদ্যতে ইতি সম্ভাবয়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সন্তু নাম তথাপি দিগ্বাতৈঃ কথং প্রবাহ্যন্তে তত্রাহ—মৃতে ইতি । পুংসি মৃতে সতি তত উৎক্রান্তাঃ প্রাণবায়বো বাহ্যনভসি পূর্ণৈর্বাতৈঃ সহ মিলন্তি । যত-স্তান্যপ্যাত্মনি দ্রুতানি দ্রবস্বভাবানি । অতঃ সমস্বভাবানাং মেলনে একতৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অতো ব্যোমবাতৈর্বিশেষেণ নুন্নানামাকৃষ্টানাং তেষাং প্রাণানামন্তর্গতানি জগন্ত্যপি ইতশ্চেতশ্চ যান্তীবেত্যুহ্যন্ত ইবেত্যুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৭-৮ ॥

অহং পশ্যামি ত্বমপি বুদ্ধিদৃষ্ট্যা পশ্য ॥ ৯ ॥

খে বিদ্যমানে বাতেঽন্তর্মৃতানাং প্রাণাঃ ॥ ১০ ॥

খবাতৈঃ খসমাঃ প্রাণা যথোহ্যন্তে মনোময়াঃ।
উহ্যন্তে বৈ তথৈতানি তদঙ্গানি জগন্ত্যপি ॥ ১১ ॥
সভূতান্যম্বরোর্ব্ব্যাদি-বৃন্দানি ত্রিজগন্ত্যপি।
উহ্যন্তে চাপ্যরূঢ়ানি পুরঃ সর্ব্বত্র গন্ধবৎ ॥ ১২ ॥
তানি বুদ্ধ্যৈব দৃশ্যন্তে ন দৃষ্ট্যা রঘুনন্দন।
পুরঃ সঙ্কল্পরূপাণি স্বস্বপ্নপুরপূরবৎ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সন্তি সুসূক্ষ্মাণ্যেব খাদপি।
কল্পনামাত্রসারত্বান্ন চোহ্যন্তে মনাগপি ॥ ১৪ ॥
তান্যেব দৃঢ়ভাবত্বাৎ স্বেষু লোকেষু তেষ্বলম্।
সত্যান্যেব চিদংশস্য সর্ব্বগত্বাদ্ভবানিব ॥ ১৫ ॥
প্রতিবিম্বং পুরাণীব পুরঃ প্রাণসরিদ্রয়ে।
অরূঢ়ান্যপি চোহ্যন্তে রূঢ়ান্যপি চ নৈব চ ॥ ১৬ ॥
সৌরভাণি সমুহ্যন্তে বাতাঙ্গস্থানি রাঘব।
জগন্তি প্রাণসংস্থানি ব্যোমাত্মকময়ানি তু ॥ ১৭ ॥

ননু গুরূণি জগন্তি কথং বাতৈরুহ্যন্তে তত্রাহ—খবাতৈরিতি। তথা প্রাণবদেব তদঙ্গানি জগন্ত্যপি খসমানি লঘূনীত্যুহ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

সভূতানি চতুর্বিধপ্রাণিসহিতানি। অরূঢ়ানি অদৃঢ়ানি। অপ্রতিষ্ঠিতানীতি যাবৎ ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্যা চক্ষুরাদিনা স্বীয়স্বপ্নদৃষ্টপুরবত্তাদৃশপুরবদ্বা তাদৃশপুরান্তর্গতনদীপূরবদ্বা ॥১৩॥

উহ্যন্ত ইবেতি যদুক্তং তত্র ইবকারার্থসমর্থনায়াহ—কল্পনামাত্রসারত্বাদিতি ॥১৪॥

যদ্যপি তানি কল্পনামাত্রত্বান্ন সত্যেবেতি নোহ্যন্তে তথাপি তান্যেব তেষু তত্তজ্জীবভোগ্যেষু স্বেষু স্বর্গনরকভূম্যাদিলোকেষু তেষাং দৃঢ়ভাবত্বাৎ সুখদুঃখভোগার্থক্রিয়াসমর্থতয়া সত্যান্যেব তৎসত্যতা সম্পাদকস্যাধিষ্ঠানচিদংশস্য সর্ব্বগত্বাৎ; যথা ভবানস্মদ্দৃষ্ট্যা শ্রবণধারণাদ্যর্থক্রিয়াসমর্থঃ পুরোবর্ত্তীং সত্যস্তদ্বদেবেত্যর্থঃ ॥১৫॥

অরূঢ়ানি বাসনামাত্রত্বাদনাবিভূ তানি রূঢ়ান্যাবির্ভূতানি চেত্থমুহ্যন্তে. নৈব চোহ্যন্তে ॥ ১৬ ॥

সৌক্ষ্মে বহনে চ সৌরভসাম্যং প্রাগুক্তমিত্যাহ—সৌরভাণীতি ॥ ১৭ ॥

কুম্ভে দেশান্তরং নীতে যথান্তর্ব্যোম্নি নান্যতা।
স্পন্দনাদিময়ে চিত্তে তথৈব ত্রিজগদ্‌ভ্রমে॥ ১৮॥
ইত্থং ন সজ্জগদ্‌ভ্রান্তিরসত্যৈবোদিতেব তে।
ন বিনশ্যতি নোদেতি কেবলং ব্রহ্মরূপিণী॥ ১৯॥
যদি বাপ্যুদিতে বাতৈস্তৎ তদস্যা ন লক্ষ্যতে।
তদন্তঃসংস্থিতৈঃ স্পন্দো নাবি কোশগতৈরিব॥ ২০॥
যথা স্পন্দোঽঙ্গলগ্নায়াং নাব্যন্তঃসংস্থিতৈরপি।
ন লক্ষ্যতে তথা পৃথ্ব্যাং তৎসংস্থৈস্তন্ময়ৈরপি॥ ২১॥
যথা যোজনবিস্তীর্ণং লঘৌ সদ্মানুভূয়তে।
যত্নস্য পাদপস্তম্ভে পরমাণৌ তথা জগৎ॥ ২২॥

অতএব ত্রিজগদ্‌ভ্রমাত্মনা চিত্তস্য স্পন্দভেদয়োরপি নাত্মনস্তাবিত্যাহ—কুম্ভে ইতি। তথৈবাত্মনি নান্যতেতি শেষঃ॥ ১৮॥

যথা মৃতানাং জগৎসঙ্কল্পমাত্রত্বাদসদিত্থং তে তবাপি জগদসৎ। ভ্রান্তিরেব কেবলমুদিতেব। সা ভ্রান্তিরপি পরমার্থতো ন বিনশ্যতি নোদেতীতি তত্ত্বদৃষ্ট্যা ব্রহ্মরূপিণ্যেবেত্যর্থঃ॥ ১৯॥

নন্বু যদি ব্যবহারদৃশা জগত্তদ্‌ভ্রান্তী বায়ৃন্তঃ প্রবহমানে উদিতে তর্হি বয়ং পৃথিবীং নিশ্চলতয়া কথং পশ্যামস্তত্রাহ—যদি বেতি। নোদিতে এব। যদি বা উদিতে ইতি পক্ষস্তথাপি বাতৈঃ কৃতং তত্তদ্‌ভ্রমণপরিবর্ত্তনাদিকমস্যাঃ পৃথিব্যাস্ত-দন্তঃসংস্থিতৈরস্মাভির্ন লক্ষ্যতে। যথা নাবি জায়মানঃ স্পন্দস্তদন্তঃ কোশগতৈর্নরৈর্ন লক্ষ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ২০॥

তদেব স্পষ্টমাহ—যথেতি। যথা নাবি অন্তঃ সংস্থিতৈরপিশব্দাৎ তন্ময়ৈরপি কীলাদ্যৈর্নৌস্পন্দো ন লক্ষ্যতে তদ্বং পৃথিবীসংস্থৈঃ পার্থিবদেহাদিময়ৈরপ্য-স্মাভিরিত্যর্থঃ॥ ২১॥

ইত্থং 'পশ্যেমে পুর উহ্যন্ত ইব মন্দরমেরবঃ' ইতি শ্লোক্তিং রামাস্যো-পপাদ্য উপর্য্যুপর্য্যন্তরন্তঃ কদলীদলপীঠবদিত্যুক্তাবপ্যল্পে বৃহতঃ সমাবেশং প্রথমং বৃহতোঽল্পত্বকল্পনয়া দর্শয়তি—যথেতি। যথা যোজনবিস্তীর্ণমপি সদ্ম লঘৌ পাদপস্তম্ভে চিত্রনির্ব্যূহরচনাদিনা রচয়িতুং যত্নস্য যতমানস্য শিল্পিনো

বস্ত্বল্পমপ্যতিবৃহল্লঘুসত্ত্বো হি মন্যতে।
মূষিকাঃ স্বাঞ্জলিদ্রব্যং নবপঙ্কমিবার্ভকাঃ ॥ ২৩ ॥
অসত্যেব স্বরূপেঽস্মিন্ জগদাখ্যে বিদো ভ্রমে।
লোকান্তরাধর্ম্মময়ী সা বৃহঙ্গস্য ভাবনা ॥ ২৪ ॥
ইদং হেয়মুপাদেয়মিদমিত্যন্তরজ্ঞতা।
যস্য তস্য ভবায়াস্তি সর্ব্বজ্ঞস্যাপি মূঢ়তা ॥ ২৫ ॥
সচেতনো হ্যবয়বী চেতত্যবয়বান্ যথা।
স্বান্তরেব ততং জীবস্ত্রিজগদ্‌বুধ্যতে তথা ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধ্যা অল্পত্বকল্পনয়া তত্রানুভূয়তে তথা অন্তরন্তঃ সূক্ষ্মতমেঽপি পরমাণৌ জগদ্‌বুদ্ধিকল্পনয়ানুভূয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

পরমাণ্বাদের্বৃহত্তমত্বকল্পয়া নবা তত্র বৃহতো জগতঃ সমাবেশোঽনুভবিতব্য ইত্যাশয়েনাহ—বস্বিতি। তদ্‌যথা রত্নকোশাগারে প্রবিষ্টা অস্বা ধনসম্বন্ধশূন্যা মূষিকা ন রত্নানি বহু মন্যন্তে কিন্ত্বঞ্জলিমাত্রমিতমপি ধান্যদ্রব্যমেব তত্র দৈবাল্লব্ধং বহু মন্যন্তে, যথা বা অর্ভকা বহুমূল্যান্যপি স্বাভরণানি নিত্যমনুভূয়মানানি ন বহু মন্যন্তে কিন্তু নবমপূর্ব্বং মৃগপক্ষ্যাকারং বর্ণকাদিপরিস্কৃতং পঙ্কং মৃৎপিণ্ডমেব ক্রীড়নায় বহু মন্যন্তে, যেন তদ্দানেন বঞ্চিতাঃ স্বাভরণান্যপি বিনিময়েন প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ বাস্তবোঽল্পে বৃহতঃ সমাবেশো ন সম্ভবতু নাম ভ্রান্ত্যা তু সম্ভবত্যেবেত্যাশয়েনাহ—অসত্যেবেতি। বিদঃ অজ্ঞানাবৃতচিতো জগদাখ্যে ভ্রমে অসত্যেবার্থে কেবলং জীবতোঽয়ং লোকো মৃতস্য লোকান্তরাণি তত্র চ ধর্ম্মাধর্ম্মফলানীত্যাদিময়ী বৃহংগস্য বৃংহণং গচ্ছতশ্চিত্তস্য সা সঙ্কল্পরূপা ভাবনৈব। ন চ ভাবনা বস্তুন্যথাভাবো নিরূপণক্ষীত্যর্থঃ। বৃংহধাতোঃ ঘঞর্থে কবিধান ইতি ভাবে কঃ ততঃ 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যন্তে' ইতি গমের্ডঃ। বাহুলকান্নুম্ ॥ ২৪ ॥

নন্থ মূঢ়ানামন্তরন্তর্জগদ্ভ্রমভাবনা সর্ব্বজ্ঞানাং ভবদাদীনাং কথমন্তরন্তর্জগদন্তরমস্তীতি ভ্রান্তিস্তত্রাহ—ইদমিতি। সর্ব্বজ্ঞস্যাপি ভবায় ব্যবহারসম্ভবা যাবৎপ্রারব্ধক্ষয়ং লেশতোঽনুবর্ত্তমানা মূঢ়তাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অতএব সর্ব্বজ্ঞস্যাপি সমষ্টিজীবস্য হিরণ্যগর্ভস্যাবয়ববৎস্বান্তরেব ত্রিজগদ্দর্শনমিত্যাহ—সচেতন ইতি। অবয়বী দেহাত্মা লৌকিকপুরুষঃ। জীবঃ সমষ্টিজীবঃ ॥২৬

সংবিদাত্মপরাকাশমনন্তমজমব্যয়ম্ ।
ব্যোম্নোঽবয়বরূপাণি তস্যেমানি জগন্তি ভোঃ ॥ ২৭ ॥
সচেতনোঽয়ঃপিণ্ডোঽন্তঃ ক্ষুরসূচ্যাদিকং যথা ।
বুধ্যতে বুধ্যতে তদ্বজ্জীবো জ্ঞস্ত্রিজগদ্‌ভ্রমম্ ॥ ২৮ ॥
অচিচ্চিদ্বাপি মৃৎপিণ্ডঃ শরাবোদঞ্চনাদিকম্ ।
যথাঙ্গ মনুতে জীবস্তথাঙ্গ মনুতে জগৎ ॥ ২৯ ॥
চিদচিদ্বাঙ্কুরো দেহে বৃক্ষত্বং মন্যতে যথা ।
বৃক্ষশব্দার্থরহিতং ব্রহ্মেদং ত্রিজগৎ তথা ॥ ৩০ ॥
চিদ্বাঽচিদ্বা যথাদর্শো বিম্বিতং বাপ্যবিম্বিতম্ ।
নগরং বেত্তি নো বাপি তথা ব্রহ্ম জগত্রয়ম্ ॥ ৩১ ॥
দেশকালক্রিয়া-দ্রব্য-মাত্রমেব জগত্রয়ম্ ।
অহন্ত্বজগতোস্তেন ভেদো নাস্ত্যেতদাত্মনোঃ ॥ ৩২ ॥

মায়োপহিত ঈশ্বরস্ত্বেবং পশ্যতীত্যাহ—সংবিদাত্মেতি । ভো ইতি সংবোধনেন রামস্য তৎ স্মার্য্যতে ॥ ২৭ ॥

ঈশ্বরঃ প্রলয়কালে কথং স্বান্তর্গতং জগৎ পশ্যতি তত্রাহ—সচেতন ইতি চতুর্ভিঃ । অয়ঃপিণ্ডো যদি সচেতনঃ স্যাত্তর্হি যথা স্বান্তঃ সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতং ক্ষুরসূচ্যাদি-ভাবিস্ববিকারং পশ্যেত্তদ্বদিত্যর্থঃ । জীবঃ স্বলীনসর্ব্বসংস্কারোপহিতঃ সন্ ॥ ২৮ ॥

অধিষ্ঠানসদ্রূপপ্রাধান্যেন চিৎ আরোপিতমৃদাদিরূপপ্রাধান্যবিবক্ষয়া অচিদ্বা । তাৎপর্য্যং পূর্ব্ববদেব ॥ ২৯ ॥

উপহিতপ্রাধান্যেন চিৎ আরোপিতমৃদাদিরূপপ্রাধান্যেনাচিদ্বাঙ্কুরঃ । এতা-বাংস্তু বিশেষঃ । জীবসংস্কারোপহিতরূপেণ বৃক্ষশব্দার্থসহিতং বুধ্যতে তদনুপহি-তেশ্বররূপেণ তু তদ্রহিতমনাদিসিদ্ধা বিস্মৃত্যা বা বাধিতরূপমিতি যাবৎ । শেষং প্রাগ্‌বৎ ॥ ৩০ ॥

পরিণামদৃশা জীবেশ্বরয়োঃ সর্গাসর্গকালে জগদ্দর্শনে দৃষ্টান্তমুক্ত্বা বিবর্ত্তদৃশা-প্যাহ—চিদ্বেতি । জীবেশ্বরোপাধ্যুপহিতদৃশা বেত্তি অনুপহিতশুদ্ধদৃশা তু নো বেত্তি । 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

এবং রামপ্রশ্নান্ সমাধায় প্রাসঙ্গিকং চ সর্ব্বং সমাপ্য 'নাহংত্বজগতী ভিন্নে

কল্পিতেনোপমানেন যদেতদুপদিশ্যতে।
তত্রোপমৈকদেশেন উপমেয়সধর্ম্মতা ॥ ৩৩ ॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
অমুষ্মাৎ পরাণুত্বং জীবস্যৈতৎ স্মৃতং বপুঃ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বসংবেদনত্যাগে শুদ্ধসংস্পন্দদে পদে।
ন মনাগপি ভেদোঽস্তি নিঃসঙ্গোপলকোশবৎ ॥ ৩৫ ॥
যো যো নাম বিকল্পাংশো যত্র যত্র যথা যথা।
যদা যদা যেন যেন দীয়তে স তথৈব চিৎ ॥ ৩৬ ॥
অচিত্ত্বান্নাস্তি মনসি সঙ্কল্পঃ খ ইবাঙ্কুরঃ।
চিত্ত্বাৎ তু চেতসো বিদ্ধি চিতিরেবেহ কল্পনম্ ॥ ৩৭ ॥
যা যোদেতি বিকল্পশ্রীরপ্রবুদ্ধাশয়ং প্রতি।
সর্ব্বগত্বাদনন্তত্বাচ্চিদ্ব্যোম্নঃ সা ন সন্ময়ী ॥ ৩৮ ॥

পবনস্পন্দনে যথা।' ইতি প্রাক্‌প্রস্তুতার্থং প্রকারান্তরেণ সমর্থয়িতুমনুসন্ধত্তে—দেশেতি। অহংত্বমপি দেশকালক্রিয়াদ্রব্যতাদাত্ম্যসংসর্গাভিমানাত্মকত্বাত্তদ্রূপমেবেত্যেতদাত্মনোঃ সমানস্বভাবত্বাদপি ভেদো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এতদনুভাবয়িতুমেব শ্রুত্যা মন্বা চ মৃল্লোহপিণ্ডাদিদৃষ্টান্ত অচেতন অপি চেতনত্বমারোপ্যৈকদেশসাম্যেনোপন্যস্তা ইত্যাহ—কল্পিতেনেতি ॥ ৩৩ ॥

বাস্তবব্রহ্মভাবলক্ষণং পরমণুত্বং সৌক্ষ্ম্যমমুষ্মাত এব বিবর্ত্তরূপং স্থূলং জগদ্রূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অতএবাধিষ্ঠানদৃষ্ট্যা সর্ব্ববিবর্ত্তসংবেদনবাধে নিষ্প্রত্যূহং সর্ব্বতঃ শুদ্ধাত্মপ্রসরপ্রদে পূর্ণপদে ন মনাগপি জীবজগদ্‌ভেদোঽস্তীত্যাহ—সর্ব্বেতি ॥ ৩৫ ॥

অবাধে তু সদা সর্ব্বত্র সর্ব্ববিকল্পাত্মনৈব চিদ্বিবর্ত্তত ইত্যাহ—যো য ইতি। দীয়তে মূঢ়েনেতি শেষঃ। চিৎ তথৈব তদ্বিকল্পানুসারেণৈব সবিবর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মনসোঽপি চিদনুপ্রবেশাদেব বিচিত্রসঙ্কল্পসামর্থ্যং ন স্বত ইতি চিত এব সর্ব্ববিবর্ত্তস্বাতন্ত্র্যমিত্যাহ—অচিত্ত্বাদিতি ॥ ৩৭-৩৮ ॥

যথোদেতি বিকল্পশ্রীঃ প্রবুদ্ধে নোদিতৈব সা।
সর্ব্বগত্বাদনন্তত্বাচ্চিদ্ব্যোম্নঃ সা ন সন্ময়ী ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বসঙ্কল্পকলনা সত্যেত্যাবালমক্ষতম্।
স্বপ্নাদাবনুভূতোঽন্তরর্থঃ কেনাপি লভ্যতে ॥ ৪০ ॥
সঙ্কল্পো বাসনা জীবস্ত্রয়োঽর্থা লিখিতাশ্চিতা।
সোঽনুভূতোঽপ্যসত্যঃ স্যাদসত্যস্যৈব নো সতঃ ॥ ৪১ ॥
অসত্যতাভিধং সত্যং মুক্ত এব ভবেচ্ছিবঃ।
সাতিবাহিকদেহৈক-পরিক্ষয়বিকাসবান্ ॥ ৪২ ॥

এবমপ্রবুদ্ধে উদিতাপি প্রবুদ্ধে তত্ত্বে নোদিতৈব অনন্তত্বাৎ কালবস্তুকৃত-পরিচ্ছেদশূন্যত্বাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

যদ্যসন্ময়ী তর্হি কথমাবালগোপালং সত্যেব ভাতি তত্রাহ—সর্ব্বেতি। ন জাগ্রৎ-সঙ্কল্পকলনৈব সত্যেঽপি ভাতি কিন্তু স্বপ্নাদিসাধারণ্যেন সর্ব্বাপি। ন চ স্বপ্ন-ভ্রান্ত্যাদাবুপলব্ধো গজরজতাদিরর্থঃ কেনাপি লভ্যতে ইতি কাকা যোজ্যম্ ॥ ৪০ ॥

নন্থ সত্যঃ সংসারঃ কথমসত্যঃ স্যাত্তত্রাহ—সঙ্কল্প ইতি। জাগ্রৎস্বপ্নৌ সঙ্কল্পঃ সুষুপ্তিস্তু বাসনামাত্রং তদুভয়প্রতিবিম্বিত-চিদ্রূপস্তদুভয়ভোক্তা জীবশ্চেতি ত্রয়ঃ পদার্থাঃ সত্যকূটস্থচিতা স্বাত্মনি চিত্রবল্লিখিতাঃ সোঽয়ং চিত্রসংসারকল্পঃ সংসারোঽধিষ্ঠানসত্তয়া সত্য ইত্যনুভূতোঽপ্যসত্যস্য জীবস্যৈবেত্যসত্যঃ স্যান্ন ত্বধিষ্ঠানসতঃ। তেন তদসংস্পর্শাদিত্যর্থঃ। যথা চিত্রপ্রতিবিম্বস্বপ্নাশ্বাশ্চিত্র-প্রতিবিম্বস্বপ্নপুরুষাণামসত্যানামেব বাহনং ন সত্যপুরুষস্য তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদিশ্রুতেরস্তু বা সত্যস্যৈব স্বাবোধাৎ সংসার-স্তথাপি তন্নিত্যমুক্তমেব। যথা হি তৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাক্স্ববোধাৎ স্বসত্যতাং জগতি সংক্রাময়ত্তৎ সত্যতাভিধং স্বয়ং ভবতি। তথা তত্ত্ববোধোত্তরং বাধি-তাজ্জগতঃ স্বসত্তাং স্বাত্মন্যুপসংহরত্তদসত্যতাভিধমপি ভবতি। ন হি প্রপঞ্চ-স্যাধিষ্ঠানমাত্রপরিশেষাদন্যা অসত্যতা কাচিৎ সুবচা। যত আতিবাহিকদেহ-সহিতস্যৈকস্য স্বাজ্ঞানস্য পরিক্ষয়েঽপি পূর্ণতালক্ষণবিকাশবান্মুক্তঃ প্রত্যগাত্মৈব শিবো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

জগন্তি বাতৈরুহ্যন্তে ব্যোম্নি শাল্মলিতূলবৎ।
নোহ্যন্তে চোপলানীব ন চ সন্ত্যেব কল্পনাৎ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যস্মিন্নখিলপদার্থসার্থকোশে
ব্যোমন্যপ্যতিবিততে জগন্তি সন্তি।
অন্যোন্যং পরিমিলিতানি কানিচিচ্চ
নান্যোন্যং পরিমিলিতানি কানিচিচ্চ ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বত্বাৎ পরমচিতেরনন্তরূপা-
ণ্যারম্ভপ্রচুরদিগন্তসংভৃতানি।
লোলাম্বুদরপুরবিম্বভঙ্গুরাণি
স্বান্তঃস্থাবিরলমহাপুরোপমানি ॥ ৪৫ ॥

সস্থৈর্য্যাণ্যপি সততং ক্ষণক্ষয়াণি
ব্যক্তাক্ষাণ্যপি সততং নিমীলিতানি।
সালোকান্যপি পরিতস্তমোবৃতানি
চিদ্রূপার্ণবলহরীবিবর্ত্তনানি ॥ ৪৬ ॥

অতএবাজ্ঞানদৃষ্ট্যৈব জগন্ত্যুহ্যন্তে ন তত্ত্বদৃশেত্যুক্তমিত্যুপসংহ জগন্তীতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি বর্ণিতরীত্যা অস্মিন্নখিলপদার্থসমূহানাং কোশভূতে অজ্ঞাতে পরমার্থতোঽতিবিততে ব্যোমনি শূন্যাকাশকল্পেঽপ্যবিদ্যয়া অনন্তানি সন্তি। তানি চ কতিপয়ানাং জীবানাং ভোজকাদৃষ্টসাম্যে জাগরে ব্রহ্মা চ অন্যোন্যং পরিমিলিতানি। তদ্বৈষম্যে তু ব্রহ্মাণ্ডভেদে স্বপ্নে চ না পরিমিতানীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তান্যেব বিশিনষ্টি—সর্ব্বত্বাদিত্যাদিত্রিভিঃ। পরমচিতের্ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্বাৎ শক্তিত্বাদিয়ত্তাসঙ্কোচাভাবাদ্ গুণতো বস্তুতঃ ক্রিয়াজাত্যাদিতশ্চানন্দরূপ বহুবিধকার্য্যারম্ভপ্রচুরৈর্দিগন্তসংস্থিতজনৈঃ সম্ভৃতানি। লোলে অম্বুদরে বিম্বিতং পুরবিম্বমিব ভঙ্গুরাণি। অতএব স্বান্তঃস্থান্যবিরলানি সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃ যানি দেবগন্ধর্ব্বাদিমহাপুরাণি তান্যেবোপমা যেষাং তানি ॥ ৪৫ ॥

অনুবৃত্তবস্ত্বাত্মনা সস্থৈর্য্যাণ্যপি ব্যাবৃত্তভাববিকারৈঃ ক্ষণক্ষয়াণি।

পৃথক্স্থিতানি ব্যতিমিশ্রিতানি
জলানি চৈবাম্বুনিধৌ নদীনাম্।
তারার্কচন্দ্রগ্রহমণ্ডলানাং
সমোদিতানাং নভসীব ভাসঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে জগজ্জালকোশসাধর্ম্ম্যযোগোপদেশো নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ।

জাগরে ব্যক্তাক্ষাণ্যপি তত্ত্বতো ব্যক্ত্যভাবান্নিমীলিতানি। আত্মজ্যোতিষা সালোকান্যপি তস্যাজ্ঞানতমোবৃতত্বাত্তমোবৃতানি ॥ ৪৬ ॥

পৃথক্স্থিতানাং ব্যতিমিশ্রিতত্বে ব্যতিমিশ্রিতানাং পৃথক্স্থিতত্বে চ ক্রমাদ্দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ—পৃথগিতি। নদীপাত্রে পৃথক্স্থিতান্যপ্যম্বুনিধৌ ব্যতিমিশ্রিতানি। নভসি সমকালমুদিতানাং তারাদীনাং ভাসস্তু ইয়মস্য ভা ইতি বিবেক্তুমশক্যত্বাদ্ব্যতিমিশ্রিতা অপি একচলনে অপরচলনাভাবাৎ পৃথক্স্থিতাস্তানীব তা ইব চ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ।

মুনে জীবস্য যদ্রূপমাকৃতিগ্রহণং তথা।
যথা চ পরমাত্মত্বং স্থানং যচ্চাস্য তদ্বদ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্বসঙ্কল্পেন চেত্যোক্তং চিদিত্যপরনামকম্।
অনন্তং চেতনাকাশং জীবশব্দেন কথ্যতে ॥ ২ ॥
ন পরাণুর্ন চ স্থূলং ন শূন্যং ন চ কিঞ্চন।
চিন্মাত্রং স্বানুভূত্যাত্ম সর্ব্বগং জীব উচ্যতে ॥ ৩ ॥
অণীয়সামণীয়াংসং স্থবিষ্ঠঞ্চ স্থবীয়সাম্।
ন কিঞ্চিন্মাত্রকঞ্চৈব সর্ব্বং জীবং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৪ ॥

জীবস্বরূপতত্ত্বং সমষ্টিব্যষ্টিদেহয়োঃ।
কল্পনং স্থানকরণভেদাদ্ভোগশ্চ বর্ণ্যতে ॥

যৎরূপং শাস্ত্রীয়ব্যবহারোপযুক্তং পারমার্থিকরূপঞ্চ। আকৃতিঃ স্থূলশরীরং তস্য গ্রহণং কল্পনম্। স্থানং বাহ্যব্যবহারদ্বারম্ ॥ ১ ॥

তত্র সমষ্টিজীবং মোক্ষশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং শোধনে ব্রহ্মাভেদযোগ্যং প্রথমং দর্শয়তি—স্বেতি। অনন্তং যশ্চেতনাকাশং ব্রহ্ম তদেব 'হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি শ্রুতিদর্শিতস্বসংকল্পেন সচেত্য-সূক্ষ্মভূতোপাধিপ্রবেশাত্তদ্বিষ্টভকপ্রাণধারণাৎ 'জীবপ্রাণধারণে' ইতি ধাত্বর্থানু-গমাচ্চেত্যেন প্রাণেনোক্তং জীব ইতি ব্যপদিষ্টম্। চক্ষুরাদিদ্বারা চেতয়তীতি চিৎ চেতনঃ ইত্যপরং নাম যস্য তথাবিধং সজ্জীবশব্দেন কথ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তস্য পারমার্থিকং রূপমাহ—নেতি। শূন্যমাকাশং তদন্তর্গতং বা কিঞ্চন ন ॥ ৩-৪ ॥

যস্য যস্য পদার্থস্য যো ভাবস্তেন তত্র তম্।
স্থিতং বিদ্ধি তদাভাসং তদাত্মৈকান্তবেদনাৎ ॥ ৫ ॥
স চেততি যথা যত্র যদ্‌যদাশু তদেব হি।
তথা তত্র তদা স্নাম ভবত্যনুভবাত্মকম্ ॥ ৬ ॥
পবনস্য যথা স্পন্দশ্চৈত্যং জীবস্য বৈ তথা।
স্বসংবিন্মাত্রনির্ণেয়ং নোপদেশাম যক্ষবৎ ॥ ৭ ॥
যথৈবাস্পন্দনাদ্বাতঃ সন্নেবৈত্যসদাত্মতাম্।
তথৈবাচেতনাজ্জীবো জীবন্নেতি পরাং গতিম্ ॥ ৮ ॥
জীবশ্চিদ্ঘনরূপত্বাদহমিত্যেব চেতনাৎ।
দেশকালক্রিয়াদ্রব্য-শক্তীর্নির্ম্মায় তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

তস্য সর্ব্বগত্বমনুভাবয়তি—যস্য যস্যেতি। যো ভাবো জাতিগুণসংস্থানাদ্য-সাধারণরূপং তেন তেন ভাবেন সংস্থিতমতএব তত্তদিব আভাসমানম্। তৎ কুতঃ? তদেকান্তবেদনাৎ পুনঃ পুনস্তদ্দর্শনে তত্তদাকারেণৈব ভাননিয়মাদ্‌ঘটচক্ষুঃসংযোগে হি চক্ষুর্দ্বারা নির্গতমন্তঃকরণং স্ববৃত্তিব্যাপ্তঘটাবচ্ছিন্নং জীবচিৎস্ফুরণং ঘটোঽহম্ স্ফুরতি ঘটোঽহং স্ফুরতীতি ঘটস্বভাবতাদাত্ম্যেনৈব যতো নিয়মেনানু-ভাবয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অতএব সমষ্টিজীবো যত্র যথা চেততি তত্র তথা ভবতি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ। ব্যষ্টি-জীবস্তু স যত্র যথা ভবতি তত্র তথা চেততি ॥ ৬ ॥

তথাচ সমষ্টিজীবস্য পবনস্য স্পন্দ ইব সর্ব্ববস্তুবৈচিত্র্যচেতনাত্মকঃ সর্গঃ পবনস্পন্দ-বৎ স্বানুভবসিদ্ধঃ স্বভাবো ন তু বালস্য যক্ষভ্রান্তিবদুপদেশাভ্যাসকৃত ইত্যাহ—পবনস্যেতি। ন চোপদেশাম উপদেশেন ন সাধয়াম। দিশতের্বিকরণ-ব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ ॥ ৭ ॥

অতএবাস্য মুক্তিসুষুপ্তিপ্রলয়েষু বাহ্যাভ্যন্তরার্থা চেতনে জীবতাপি শাম্যতী-ত্যাহ—যথৈবেতি। পরাং গতিং ব্রহ্মভাবম্ ॥ ৮ ॥

তস্যাকৃতিগ্রহণপ্রকারং বর্ণয়িতুং সর্ব্বকল্পনামূলস্তম্ভমাবির্ভূতসর্ব্বশক্তিকং মষ্ট্যহংকারাধ্যাসং প্রথমং দর্শয়তি—জীব ইতি। নির্ম্মায় আবির্ভাব্য। সৈবাস্য সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বশক্তিসম্পত্তিলক্ষণা রুদ্রতা ॥ ৯ ॥

দেশকালক্রিয়াদ্রব্য-চর্চ্চিতাচর্চ্চিতাং স্বয়ম্।
অসত্যাং সত্যবৎ স্ফারাং তাবন্মাত্রশরীরিকাম্ ॥ ১০ ॥
চেতসা হ্যসদাকারাং প্রালেয়-পরমাণুতাম্।
পশ্যত্যাত্মন্যথাত্মত্বে স্বপ্নে স্বমরণোপমাম্ ॥ ১১ ॥
স্বপ্নস্বাবয়বান্যত্ব-সদৃশীং তাং বিভাবয়ন্।
বিস্মৃত্য চেতনাং সত্তাং তত্তামেবাশু গচ্ছতি ॥ ১২ ॥
এবংরূপো বুধ্যমানঃ প্রোচ্ছূনত্বমথাত্মনি।
পশ্যত্যাশু স্বমাত্মানং চন্দ্রবিম্বমিব দ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥
আত্মন্যথেন্দুবিম্বাত্মন্যসৌ সংবিত্তিপঞ্চকম্।
কাকতালীয়বদ্ভিন্নমুদিতং চেততি স্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥
পঞ্চানাং সংবিদাং পঞ্চ ভিন্নান্যঙ্গান্যসাবথ।
বুধ্যতে তানি তদ্রূপ-রন্ধ্রাণ্যনুভবত্যপি ॥ ১৫ ॥

ততঃ সূক্ষ্মভূতসংস্কারাবির্ভাবলক্ষণসমষ্টিচিত্তকল্পনামাহ—দেশেতি সার্দ্ধাভ্যাম্। সংস্কারাত্মনা ঈষদাবির্ভাবাচ্চর্চ্চিতাং স্থূলতয়া সম্যগনাবির্ভাবাদচর্চ্চিতাং চ ॥ ১০ ॥

চেতসা সমষ্টিচিত্তভাবেন সূক্ষ্মতমাপ্সংবলনাৎ প্রালেয়পরমাণুপ্রায়াম্ ॥ ১১ ॥

স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদ্যাত্মতাদর্শনে প্রতীতং যৎ স্বাবয়বানাং হস্তপাদাদীনামন্যাদৃশত্বং তৎসদৃশীং তাং সমষ্টিচিত্তরূপাং বিস্ফুতাম্। তস্যৈব পূর্ণব্রহ্মভাববিস্মরণে মনঃসমষ্ট্যাত্মকচন্দ্রভাবোপলক্ষিতস্থূলভাবকল্পনয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপা বিরাড়াকৃতিরাবির্ভবতীত্যাহ—বিস্মৃত্যেত্যাদিনা। চেতনাং চিদেকরসাং ব্রহ্মসত্তাং বিস্মৃত্য পরিচ্ছিন্নজড়সত্তামেবাহমিতি পশ্যংস্তদ্ভাবমেবাশু গচ্ছতি ॥ ১২ ॥

পঞ্চীকরণেন স্থৌল্যাপাদনাৎ স্থূলসমষ্টিবিরাড়াত্মনা প্রোচ্ছূনত্বম্। তত্র মনঃসমষ্ট্যাত্মকং কালোপচয়াত্মনা দ্রুতং দ্রবস্বভাবং চন্দ্রবিম্বমিব পশ্যতি সৈবাস্য বুদ্ধিসমষ্টিভাবলক্ষণা বিরঞ্চিতেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তস্য বিরাড়্দেহে ভোগোপপত্তয়ে মনঃসমষ্টেরেব সকাশাদাদিত্যাদিরূপেন্দ্রিয়পঞ্চকং তৎস্থানভেদকল্পনাং চাহ—আত্মনীতি। সংবিত্তিবিষয়ভেদেনৈবেন্দ্রিয়ভেদবিভাবনাৎ সংবিত্তিপঞ্চকমিত্যুক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

তদ্রূপাণি স্থানভেদরূপাণি রূপাদিভোগদ্বারাণি ॥ ১৫ ॥

স পঞ্চাবয়বঃ পশ্চাদ্রাজতে পুরুষো বিরাট্ ।
অনন্তাকারসংবিত্তিরব্যক্তাত্মা নিরাময়ঃ ॥ ১৬ ॥
মনোময়োঽসাবুদিতঃ পরস্মাৎ প্রথমোত্থিতঃ ।
আকাশবিশদঃ শান্তো নিত্যানন্দবিভাময়ঃ ॥ ১৭ ॥
স চাপ্যপঞ্চভূতাত্মা পঞ্চভূতাত্মকোপমঃ ।
বিরাড়াত্মৈকপুরুষঃ পরমঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥
স্বয়মেবাশু ভবতি স্বয়মেব বিলীয়তে ।
স্বয়মেব প্রসরতি স্বয়ং সঙ্কোচমেতি চ ॥ ১৯ ॥
স্বসঙ্কল্পকৃতেনাসৌ কল্লোঘেন ক্ষণেন চ ।
যদৃচ্ছয়োদেতি পুনঃ পুনর্ভূত্বোপশাম্যতি ॥ ২০ ॥
মনোমাত্রৈকরূপাত্মা প্রকৃতের্দেহ এষ সঃ ।
এষ পুর্য্যষ্টকং প্রোক্তঃ সর্ব্বস্যৈবাতিবাহিকঃ ॥ ২১ ॥
সূক্ষ্মঃ স্থূলোঽস্বরাত্মৈষ ব্যক্তোঽব্যক্তোঽন্তবর্জ্জিতঃ ।
সর্ব্বস্য বহিরন্তশ্চ ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব চ ॥ ২২ ॥

আদিত্যদিগ্বারিবায়ুপৃথিব্যাখ্যপঞ্চেন্দ্রিয়স্থানাবয়বৈঃ পঞ্চবিষয়ানুপভুঞ্জানো
াজানো রাজতে তদ্বিষয়েষু মনোবিকল্পৈরনন্তাকারকল্পনাদনন্তাকারসংবিত্তিঃ। স
ায়ং কার্য্যভাবস্থানুতত্বাৎ স্বকারণব্যক্তাত্মৈব। অতএব নিরাময়ঃ ॥ ১৬ ॥

তস্য মনোময়ভাবেঽপি স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানৈশ্বর্য্যসর্ব্বশক্তিসম্পন্নত্বাজ্জীবত্বমীশ্বরত্বং
স্তীত্যাশয়েনাহ—মনোময়োঽসাবিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বপুরুষসমষ্টিরূপৈকপুরুষঃ ॥ ১৮ ॥

তস্যেশ্বরভাবেন স্বাবির্ভাবতিরোভাবেঽপি স্বাতন্ত্র্যমস্তীত্যাহ—স্বয়মে-
তি ॥ ১৯-২০ ॥

প্রকৃতেঃ সর্ব্বোপাদানেশ্বরস্য স এষ দেহঃ। এষ এব ব্যষ্টিভাবেন সর্ব্বস্য
বজাতস্য পুর্য্যষ্টকং প্রাগ্ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২১ ॥

স চ সূক্ষ্মেষু পিপীলিকাদিদেহেষু সূক্ষ্মঃ। 'সমঃ প্লুষিণা সমো নাগেন' ইত্যাদি
তঃ। পরমার্থতস্তু ন কিঞ্চিদ্ ব্যবহারতস্তু কিঞ্চিৎ পরিচ্ছিন্ন এব চ ॥ ২২ ॥

অঙ্গানি রাম তস্যাষ্টৌ মনঃষষ্ঠানি পঞ্চ চ।
সাহন্তাবানীন্দ্রিয়াণি ভাবাভাবময়ানি চ ॥ ২৩ ॥
তেন গীতা ইমে বেদাঃ সহশব্দার্থকল্পনাঃ।
নিয়তিঃ স্থাপিতা তেন তথাদ্যাপি যথা স্থিতা ॥ ২৪ ॥
অনন্তমূর্দ্ধং মূর্দ্ধাস্য তথাধঃ পাদয়োস্তলম্।
অপরাকাশমুদরমিদং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্ ॥ ২৫ ॥
লোকান্তরাণ্যনন্তানি পার্শ্বকাঃ ক্ষতজং পয়ঃ।
মাংসপেশ্যঃ ক্ষিতিধরাঃ সরিতঃ সন্ততাঃ শিরাঃ ॥ ২৬ ॥
রক্তাধারা জলধয়ো দ্বীপান্যেবান্ত্র-বেষ্টনম্।
বাহবঃ ককুভঃ স্ফারাস্তারকা রোমসন্ততিঃ ॥ ২৭ ॥
পঞ্চাশদনিলস্কন্ধা একোনাঃ প্রাণবায়বঃ।
মার্ত্তণ্ডমণ্ডলং চণ্ডং পিত্তং জঠরপাবকঃ ॥ ২৮ ॥

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চকারাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতঃ প্রাণো মনোঽহঙ্কার ইত্যষ্টাবঙ্গানি। ভাবাভাবময়ানি মূর্ত্তামূর্ত্তরসরূপাণি ॥ ২৩ ॥

তেন চতুর্ম্মুখীভূয়েমে চত্বারো বেদা গীতাঃ। নিয়তিঃ শাস্ত্রীয়সদাচারাদিমর্য্যাদা ॥ ২৪ ॥

ঊর্দ্ধং দ্যৌরস্য মূর্দ্ধা শিরঃ। অধঃ পৃথিবী পাদয়োস্তলম্। অপরমান্তরালিকমুদরম্। 'তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মা সংদেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ। ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপং শরীরমিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

পার্শ্বকাঃ পার্শ্বাস্থ্যবয়বাঃ। পয়ো বারি ক্ষতজং রক্তম্। মূত্রস্যাপ্যুপলক্ষণমেতৎ। ক্ষিতিধরাঃ পর্ব্বতা মাংসপেশ্যঃ। সরিতঃ শিরানাড্যঃ ॥ ২৬ ॥

রক্তাধারা রক্তসঞ্চয়পেশ্যঃ। বেষ্টনং ষট্কোশবেষ্টনম্। ককুভো দিশো বাহবঃ। যদ্যপি ছান্দোগ্যাদৌ লোমানি বর্হিরিত্যুক্তং তথাপি শ্রুত্যন্তরানুরোধেন তারকা ইত্যুক্তিঃ ॥ ২৭ ॥

একোনাঃ পঞ্চাশৎ আবহপ্রবহাদ্যনিলস্কন্ধাঃ প্রাণবায়বঃ। চণ্ডং ক্রূরং চক্ষুরিতি শেষঃ। জঠরপাবক ঔর্ব্বানলঃ পিত্তম্ ॥ ২৮ ॥

শশাঙ্কমণ্ডলং জীবঃ শ্লেষ্মা শুক্রং সিতং বলম্।
মনঃ সঙ্কল্পকোশাত্ম সারাত্মা পরমামৃতম্ ॥ ২৯ ॥
মূলং শরীরবৃক্ষস্য বীজং কর্ম্মদ্রুমস্য চ।
প্রসবঃসর্ব্বভাবানামিন্দুরানন্দ-কারণম্ ॥ ৩০ ॥
যদিন্দুমণ্ডলং নাম স সম্রাড়্‌জীব উচ্যতে।
শরীরকর্ম্মমনসাং বীজং মূলঞ্চ কারণম্ ॥ ৩১ ॥
অস্মাদিন্দুবিরাড়্‌জীবাৎ প্রসরন্তি জগত্ত্রয়ে।
জীবা মনাংসি কর্ম্মাণি সুখান্যত্রামৃতানি চ ॥ ৩২ ॥
বিরাজ এতে সঙ্কল্পা ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
তস্য চিত্তচমৎকারাঃ সুরাসুরনভশ্চরাঃ ॥ ৩৩ ॥
চিৎস্বভাবো বুধ্যমানঃ প্রালেয়পরমাণুতাম্।
যদাদৌ ভাবয়ত্যাশু তদা তত্রৈব তিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥

জীবাদিষট্‌কং তু শশাঙ্কমণ্ডলমেব। সিতং বপাভাগঃ। সঙ্কল্পকোশাত্মেতি মনোবিশেষণম্। পরামৃতং ব্রহ্মৈব সারাত্মা ॥ ২৯ ॥

বীজাদিভাবোঽপি মনস এবেত্যাহ—মূলমিত্যাদিনা। অন্নাদিভাবেনাপ্যায়নাদানন্দকারণম্ ॥ ৩০ ॥

স এব বিরাট্‌শরীরে জীবঃ অন্নাত্মকেন তেন সমষ্টিপ্রাণধারণাদিত্যাশয়েনাহ—যদিতি। ব্যষ্টিশরীরাণামন্নময়ানাং সবীজং প্রাণহেতুকানাং সর্ব্বকর্ম্মণাং মূলং ব্যষ্টিমনসাং চ কারণম্। 'চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ' ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ—অস্মাদিতি। সুখানি ভোগা অমৃতানি মোক্ষাশ্চ ॥ ৩২ ॥

বিরাজো বিরাড়্‌জীবস্য। চতুর্ম্মুখাদিশরীরাণামপি চান্দ্রামৃতপরিণামরূপত্বাৎ 'সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ। জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্য্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ' ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ। নভশ্চরাঃ পক্ষিণঃ। সর্ব্বপ্রাণ্যুপলক্ষণমেতৎ ॥ ৩৩ ॥

চিত্তচমৎকারতাং চিত্তোপহিতচিদ্‌বিবর্ত্ততয়া প্রকটয়তি—চিৎস্বভাব ইতি। প্রালেয়পরমাণুতাং সুসূক্ষ্মামৃতকলাত্মতাং সাক্ষিতয়া চন্দ্রে বুধ্যমানো যদা

তেনৈতদেব জীবস্য স্থানং বিদ্ধি রঘূদ্বহ।
পঞ্চাবয়বমেতৎ তচ্ছরীরমনুভূয়তে ॥ ৩৫ ॥
বিরাড্‌জীবাচ্চন্দ্রমসো জীবভূতানি দেহিনাম্।
প্রসরন্ত্যন্নজাতানি প্রালেয়বিসরাত্মনা ॥ ৩৬ ॥
তান্যেব দেহিদেহেষু জীবা জীবন্তি জীবিষু।
মনো ভূত্বা বিচেষ্টন্তে কর্ম্ম জন্মসু কারণম্ ॥ ৩৭ ॥
এবং বিরাট্‌সহস্রাণি মহাকল্পশতানি চ।
গতান্যথ ভবিষ্যন্তি নানাচারাণি সন্তি চ ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বতোঽনুভবরূপয়ানয়া সত্তয়োত্তমপদাদভিন্নয়া।
অন্তবর্জ্জিতমহাঙ্গসঙ্গয়া তিষ্ঠতীতি পুরুষঃ পরো বিরাট্॥৩৯॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিরাড়াত্মবর্ণনং
নামৈকোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

দেবতাদিশরীরাকারঃ সর্গাদৌ ভাবয়তি সঙ্কল্পয়তি বিরাড়াত্মা প্রজাপতিস্তদা তত্র তাদৃশচতুর্ম্মুখাদিশরীরভাবে এব স্বয়ং সিদ্ধবত্তিষ্ঠতি সত্যসঙ্কল্পত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

এতচ্চন্দ্রমণ্ডলমেব সর্ব্বজীবসমষ্টিবিরাড্‌জীবস্যাপঞ্চীকৃতপঞ্চভূতান্যবয়বা যস্য তথাবিধং তস্য বিরাজঃ শরীরম্। এতজ্জাগ্রদিতি সর্ব্বৈরনুভূয়তে ॥ ৩৫ ॥

ইন্দুবিরাড্‌জীবাদ্‌ব্যষ্টিজীবপ্রসরং প্রাগুক্তমুপপাদয়তি—বিরাড়িতি। জীবভূতানি জীবনসাধনানি। প্রালেয়বিসরঁশ্চন্দ্রকলানামোষধীষু প্রসরস্তদাত্মনা ॥ ৩৬ ॥

জীবা জীবোপাধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সহস্রশতশব্দাবসংখ্যপরৌ। সংপ্রতি সন্তি চ ॥ ৩৮ ॥

উত্তমপদাদ্‌ব্রহ্মণঃ। অভিন্নয়া অতএবান্তবর্জ্জিতো নিরবধির্মহাংশ্চাঙ্গসঙ্গো ব্যষ্টিসমষ্টিদেহসম্বন্ধো যস্যাস্তথাবিধয়া অধিষ্ঠানসত্তয়ৈব তদ্বিবর্ত্তো বিরাট্‌পুরুষ ইতি বর্ণিতরীত্যা সর্ব্বতঃ সর্ব্বদেশকালেষু ইহ মায়াবৃতে ব্রহ্মণি তিষ্ঠতীত্যুপসংহারঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
একোনবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সঙ্কল্পপুরুষস্ত্বেষ যদ্‌যৎ কল্পয়তি স্বয়ম্।
তৎ তথা তাদৃশং পঞ্চভূতাত্মা ভবতীব খম্॥ ১॥
সর্ব্বং রাম জগজ্জাতং তৎসঙ্কল্পং বিদুর্বুধাঃ।
তাদৃগ্‌রূপং পঞ্চকাত্ম-বিষয়োন্মুখমাততম্॥ ২॥
জগৎপদার্থসার্থস্য বিরাট্ সর্ব্বস্য কারণম্।
কারণেন সমান্যেব কার্য্যাণি চ ভবন্ত্যতঃ॥ ৩॥
যথৈষ স বিরাড়েব বিরাট্ প্রত্যেকমাত্মনি।
স্বসংবিদি প্রসরতি বোধবান্ ন ত্ববোধবান্॥ ৪॥
আসরীসৃপমারুদ্রমেবমভ্যুদিতো ভ্রমঃ।
অণাবপ্যদ্রিবিস্তারো বীজকোশ ইব দ্রুমঃ॥ ৫॥

বাসনাকর্ম্মকামানুরূপসঙ্কল্পসর্জ্জনৈঃ।
সমষ্টিসাম্যং ব্যষ্টীনাং জীবানামিহ বর্ণ্যতে॥

বিরাট্‌পুরুষসত্যসঙ্কল্পানুসারিবিবর্ত্তঃ ব্রহ্ম ধত্তে ইত্যাহ—সঙ্কল্পেতি। পঞ্চভূতাত্মা বিরাট্‌পুরুষো যদ্‌যদ্যথাযথা ভবত্বিতি সঙ্কল্পয়তি তত্তত্তথা খং ব্রহ্মাকাশমপি ভবতি॥ ১॥

যতো ব্রহ্মপূর্ব্বোপাসনাহিতবাসনয়া তাদৃগ্‌রূপং পঞ্চভূতাত্ম বিরাড়্‌রূপং সর্গাদৌ ভূত্বা উপাসনাফলপঞ্চমহাভূতাত্মকবিষয়সমষ্টিভোগোন্মুখতাং গতমিত্যর্থঃ॥২॥

কারণেন মৃদাদিনা কার্য্যাণি ঘটাদীনি সমস্বভাবান্যেব যতো ভবন্ত্যতো হেতোরিত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ॥ ৩॥

প্রত্যেকং ব্যষ্টিজীবেঽপ্যাত্মনি স্বস্মিন্ বিরাট্ সর্ব্বসর্গসমর্থ ইত্যর্থঃ। যতো মনোবৃত্ত্যনুসারেণ স্বসংবিদি বাহ্যান্তরবিষয়াকারেণ প্রসরতি সতি বিরাড়িবায়মপি তত্তদর্থবোধবানেব তত্ত্ববোধবানিতি সাম্যমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

অপকর্ষাবধাবাসরীসৃপমুৎকর্ষাবধাবারুদ্রমেবং জগদাকারো ভ্রমোঽভ্যুদিতঃ স এব সর্গঃ। অণাবপীতি ভ্রমত্বে উপপত্তিঃ॥ ৫॥

আসরীসৃপমারুদ্রং বিরাট্ প্রত্যেকমাত্মনি।
পরাণাবপ্যনন্তাত্ম বোধতো ন ত্ববোধতঃ ॥ ৬ ॥
যাদৃগেব বিরাড়াত্মন্যেষ বিস্তার আগতঃ।
তাদৃগেবেহ সর্ব্বস্মিন্নণুমাত্রেঽপি ভূতকে ॥ ৭ ॥
পরমার্থেন ন স্থূলং ন সূক্ষ্মং কিঞ্চন ক্বচিৎ।
যদ্‌যথা বিততং যত্র তৎ তথাশ্বনুভূয়তে ॥ ৮ ॥
মনশ্চন্দ্রমসো জাতং মনসশ্চন্দ্র উত্থিতঃ।
জীবাজ্জীবোঽথবৈকৈষা সত্তা দ্রবজলার্ণববৎ ॥ ৯ ॥
শুক্রসারং বিদুর্জীবং প্রালেয়কণসন্নিভম্।
আনন্দোঽচলসন্দোহস্তত এব প্রবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥
তং চেততি তদাভাসং পূর্ণমাত্মস্থমাত্মনা।
তত্র তন্ময়তাং ধত্তে তেন তন্ময়রূপিণী ॥ ১১ ॥

অস্ত্বেবং কিং ততস্তত্রাহ—আসরীসৃপমিতি। বিরাট্ স্রষ্টা। তথাচ সাম্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অণুমাত্রে মশকপ্লুষ্যাদিদেহপরিচ্ছিন্নেঽপি ভূতকে জীবে ॥ ৭ ॥

বিততং ভ্রান্ত্যা বিস্তারিতম্ ॥ ৮ ॥

নন্বু বিরাজো ব্যষ্টিমনস্তদুপহিতজীবোত্তম্বকারণত্বেন বৈষম্যমিতি কথং সাম্যং তত্রাহ—মন ইতি। অথবা সমষ্টিব্যষ্ট্যোরেকৈবৈষা সত্তেতি ভেদ এব নাস্তি কুতঃ কারণতা তত্রেত্যবিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

এবমুপাধিমনঃকারণতাং নিরস্যোপহিতজীবং প্রতি কারণতাং নিরসিতুমুপাধিস্বরূপমাহ—শুক্রসারমিতি। প্রথমং শুক্রং রেতঃ এব সার উপাধির্যস্য তম্। ততঃ শুক্রোপহিতজীবাদেব মাতাপিত্রোর্মৈথুনকালে অচলস্য পূর্ণানন্দব্রহ্মণো ভোগাকারবৃত্তৌ প্রতিবিম্বনেন সন্দোহঃ প্রপূর্ত্তিলক্ষণ আনন্দঃ প্রবর্ত্ততে। 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তং তস্য ব্রহ্মণ আভাসলক্ষণমানন্দং রেতোঽবচ্ছিন্নজীবচিদাত্মস্থমাত্মনা রেতোভূতস্বভাবেনৈব চেতত্যনুভবতি। চেতয়ন্তীব রেতোরূপমেবানন্দঃ

জীবসংবিদথৈষান্তর্যদুপায়াতি পঞ্চতাম্।
ন তত্র কারণং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে ন চ কার্য্যতা ॥ ১২ ॥
প্রতিযোগি-ব্যবচ্ছিত্তেরভাবাৎ স্বস্বভাবয়োঃ।
স্বভাবোক্তির্ন চৈবাত্র ভবত্যর্থানুসারিণী ॥ ১৩ ॥
জীবো জীবত্বমেব স্ব-জীবত্বাদেব চ স্বতঃ।
অন্তস্ত্বেন বহিষ্ট্বেন দৃশ্যতে ন চ বায়ুবৎ ॥ ১৪ ॥
নীহারেণেব সংবীতশ্চেত্যবস্তুপরায়ণঃ।
জাত্যন্ধ ইব পন্থানং মারুতাত্মা ন পশ্যতি ॥ ১৫ ॥

প্রিয়তমোঽহমিতি বীজমারভ্য তত্র তাদাত্ম্যাধ্যাসলক্ষণাং তন্ময়তাং ধত্তে। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১১ ।

অথানন্তরমেষা জীবসংবিত্তদন্তর্গতপঞ্চতাং দেহরূপাং তাদাত্ম্যেনৈবোপায়াতি। সৈবাস্যাস্তদুপহিততা তত্র চ ন বিরাজোঽস্য বা কারণতেত্যাহ—ন তত্রেতি ॥ ১২ ॥

যদ্যুপহিতরূপে ন কিঞ্চিৎ কারণং তর্হি তদনাগন্তুকং জীবানাং স্বভাবঃ স্যাৎ। ন চ কস্যচিৎস্বভাবোপেতীত্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতিযোগীতি। অত্রোপহিতরূপে স্বভাবোক্তিরর্থানুসারিণী অর্থবতী ন ভবতি। স্বশব্দার্থ-বিশিষ্টো হি ভাবশব্দার্থঃ স্বভাবস্তত্র স্বশব্দো যদি শুদ্ধপরস্তর্হি তস্যাদ্বয়ত্বান্ন প্রতি-যোগী তদ্ব্যবচ্ছেদো বান্যোঽস্তীত্যব্যাবর্ত্তকাত্তস্মাদন্যো ভাবশব্দার্থোঽপি ন নিরূপয়িতুং শক্যত ইতি তদ্বিশিষ্টার্থসিদ্ধের্দূরনিরস্তত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যদি বা উপহিতপরঃ স্বশব্দস্তদাপ্যসৌ ন স্ববহির্ভূতং ভাবশব্দার্থং লভতে যঃ স্বার্থেন বিশিষ্যাদিত্যাহ—জীব ইতি। উপহিতরূপো জীবোঽপি স্বতঃ স্বস্য জীবত্বাদুপহিতরূপত্বাদেব জীবত্বমুপহিতরূপমেব স্বয়ং ন তদ্ব্যতিরিক্তং রূপান্তর-মন্তস্ত্বেন বহিষ্ট্বেন বা ভাবশব্দার্থভূতং বিশেষ্যতাযোগ্যং তত্র দৃশ্যতে। স চ বায়ুর্বাতীত্যত্র ক্রিয়াত্মৈব বায়ুর্যথা বিকল্পবুদ্ধ্যা ভেদং পরিকল্প্য বাতীতি ব্যপদি-শ্যতে তদ্বজ্জীবো জীবত্বমিতি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যদি ন জন্যং ন নিত্যং স্বভাবভূতং বা তর্হি কিং তজ্জীবরূপং যৎ সংসরতীতি চেদনির্ব্বচনীয়াজ্ঞানাবৃতব্রহ্মৈব তৎ স্বাত্মন এবান্যথা দর্শনং তস্য সংসার ইত্যাহ —নীহারেণেত্যাদিনা। মারুতাত্মা প্রাণেন্দ্রিয়াদিজড়তাদাত্ম্যাপন্নঃ অতএব

জগজ্জৃম্ভিকয়া জীবঃ স্বমৈক্যং দ্বিত্বমাস্থিতঃ।
স্পন্দ-শক্ত্যেব পবন আবৃতাত্মা ন পশ্যতি ॥ ১৬ ॥
অজ্ঞানস্য মহাগ্রন্থের্মিথ্যাবেদ্যাত্মনোঽসতঃ।
অহমিত্যর্থরূপস্য ভেদো মোক্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥
ব্যপগতঘনচেতনঃ সমন্তা-
দহমিতি নূনমবুধ্যমান আস্স্ব।
অনভিধঘনচেতনৈকরূপঃ
সিতসদসৎসদসৎ সদোদিতশ্চ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে জীবনির্ব্বাণযোগোপদেশো নাম বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

স্বরূপং ন পশ্যতি। 'ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

জগদাকারয়া জৃম্ভিকয়া বৃংহিকয়া অবিদ্যাশক্ত্যা সংবীত অতএব স্বমৈক্যমেব দ্রষ্টৃদৃশ্যমিতি দ্বিত্বং কল্পয়িত্বা তত্রাস্থিতোঽভিনিবিষ্টঃ ॥ ১৬ ॥

অতএব বিদ্যয়া অবিদ্যানাশসম্ভবান্নানির্মোক্ষদোষ ইত্যাহ—অজ্ঞানস্যেতি। অহমিত্যর্থরূপস্য মহাগ্রন্থের্ভেদো বিদারণম্ ॥ ১৭ ॥

অতএব হে রাম, ত্বং ব্যপগতো ঘনোঽজ্ঞানমেঘো যস্মাত্তথাবিধশ্চেতনশ্চিৎ-প্রকাশমাত্রঃ সন্নহমিত্যহংকারোপাধিপরিচ্ছেদমবুধ্যমানঃ শোধিতত্বংপদার্থঃ সন্ ক্ষিতং বাধিতং সৎ মূর্ত্তং অসদমূর্ত্তং সদসত্তন্মূলাজ্ঞানং চ যত্র তথাবিধো রূপবাধা-দেবানভিধো নামশূন্যঃ সৈন্ধবঘনবদানন্দৈকরসঘনো যশ্চেতনঃ শোধিততৎপদার্থ-স্তদেকরূপঃ সন্ সমন্তাৎ পূর্ণ আস্স্ব ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

জ্ঞানিনৈব সদা ভাব্যং রাম ন জ্ঞানবন্ধুনা।
অজ্ঞাতারং বরং মন্যে ন পুনর্জ্ঞানবন্ধুতাম্॥ ১॥

রাম উবাচ।

কিমুচ্যতে জ্ঞানবন্ধুর্জ্ঞানী চৈব কিমুচ্যতে।
কিং ফলং জ্ঞানবন্ধুত্বে জ্ঞানিত্বেঽপি চ কিং ফলম্॥ ২॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ব্যাচষ্টে যঃ পঠতি চ শাস্ত্রং ভোগায় শিল্পিবৎ।
যততে ন ত্বনুষ্ঠানে জ্ঞানবন্ধুঃ স উচ্যতে॥ ৩॥
কর্ম্মস্পন্দেষু নো বোধঃ ফলিতো যস্য দৃশ্যতে।
বোধশিল্পোপজীবিত্বাজ্ জ্ঞানবন্ধুঃ স উচ্যতে॥ ৪॥

অশুভা চ শুভা চাত্র দ্বিবিধা জ্ঞানবন্ধুতা।
হেয়া গ্রাহ্যা চ যত্নেন লক্ষণৈরুপবর্ণ্যতে॥

তত্রাদৌ হেয়াং বর্ণয়িতুং পীঠিকাং রচয়তি—জ্ঞানিনৈবেতি। জ্ঞানী উত্তরসর্গবক্ষ্যমাণ-লক্ষণস্তথাবিধেনৈব সদা ভাব্যং ভবিতব্যং জ্ঞানব্যাজেন সৎকর্ম্মশ্রদ্ধাবাধনাদ্‌ভোগলাম্পট্যেন স্বং পরং চানর্থৈর্বধ্নাতীতি জ্ঞানবন্ধুস্তথাবিধেন ন ভাব্যমিত্যর্থঃ॥ ১॥

কিং লক্ষণং প্রাপ্য জ্ঞানবন্ধুরুচ্যতে, কিং লক্ষণং প্রাপ্য জ্ঞানী উচ্যতে, পুরুষস্তে লক্ষণে তৎফলে চ বদেতি প্রশ্নার্থঃ॥ ২॥

অনুষ্ঠানে সাধনচতুষ্টয়সম্পাদনে মননাদৌ চ জ্ঞানোপায়ে যো ন যততে॥ ৩॥

যস্য শাস্ত্রাভ্যাসলব্ধঃ শাব্দো বোধঃ কর্ম্মস্পন্দেষু ভোগব্যবহারেষু দৃশ্যমানেষু বৈরাগ্যোপরমাদিফলৈঃ ফলিতো ন দৃশ্যতে। তত্ত্বকথাভিঃ পরবঞ্চনচাতুরীবোধশিল্পং তদুপজীবিত্বাৎ॥ ৪॥

বসনাশনমাত্রেণ তুষ্টাঃ শাস্ত্রফলানি যে।
জানন্তি জ্ঞানবন্ধূংস্তান্ বিদ্যাচ্ছাস্ত্রার্থশিল্পিনঃ॥ ৫॥
প্রবৃত্তিলক্ষণে ধর্ম্মে বর্ত্ততে যঃ শ্রুতোচিতে।
অদূরবর্ত্তিজ্ঞানত্বাজ্ জ্ঞানবন্ধুঃ স উচ্যতে॥ ৬॥
আত্মজ্ঞানং বিদুর্জ্ঞানং জ্ঞানান্যন্যানি যানি তু।
তানি জ্ঞানাবভাসানি সারস্যানবোধনাৎ॥ ৭॥
আত্মজ্ঞানমনাসাদ্য জ্ঞানান্তরলবেন যে।
সন্তুষ্টাঃ কষ্টচেষ্টং তে তে স্মৃতা জ্ঞানবন্ধবঃ॥ ৮॥

অর্থাদ্বসনাশনলাভাদয় এব শাস্ত্রফলানীতি যে জানন্তি। শাস্ত্রার্থকথানাটনাম্ন-টাদিশিল্পিন ইব বিদ্যাৎ॥ ৫॥

দ্বিতীয়াং শুভাং জ্ঞানবন্ধুতাং লক্ষণেন দর্শয়তি—প্রবৃত্তিলক্ষণে ইতি। প্রবৃত্তি-লক্ষণে নিষ্কামাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণে ধর্ম্মে শ্রুতস্য শাস্ত্রার্থজ্ঞানস্যোচিতে অনুরূপে শ্রুতস্য করিষ্যমাণবেদান্তশ্রবণস্যোচিতে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা অনুকূলে শ্রুতে শ্রুতিবোধিতে উচিতে স্বাধিকারে কুলাচারাদ্যুচিতে চ। 'বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধিক্রমেণাবশ্যং জ্ঞানেন বধ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অদূরবর্ত্তিজ্ঞানত্বাবগমাদিত্যর্থঃ॥ ৬॥

অনাত্মশাস্ত্রাভাসপরা অপি তত্ত্বদর্থজ্ঞানৈঃ সংবধ্যমানা দৃশ্যন্তে তৎ সদৃশোঽয়ং মা ভূদিত্যাত্মজ্ঞানে বিশেষং দর্শয়তি—আত্মজ্ঞানমিতি। তানি জ্ঞানমিবাবভাসন্তে ন তু জ্ঞানানি। কুতঃ? রসেন সারভূতেনাবাধ্যেন নিরতিশয়ানন্দাত্মনা সহ বর্ত্ততে ইতি সরসৌ তদধ্যস্তৌ জগজ্জীবৌ তয়োর্ভাবঃ সারস্যং তদধিষ্ঠান-ব্রহ্মরস এব তদনববোধনাদধ্যস্তবাধ্যার্থমাত্রবোধনাদ্ভ্রান্তিমাত্রতয়া অজ্ঞানতরঙ্গ-মাত্রত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৭॥

অতএব তল্লাভমাত্রতুষ্টানামশুভজ্ঞানবন্ধুতৈবেত্যাহ—আত্মজ্ঞানমিতি। অভ্যাসশ্রমেণ দুরভিমানাদিদোষাধানেন পারলৌকিকানর্থফলেন চ কষ্টাশ্চেষ্টা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্যথা ভবতি, তথা তে সন্তুষ্টা ইতি হেতোস্তেঽপি অশুভজ্ঞানবন্ধবঃ স্মৃতা ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

জ্ঞানাদিতজ্ জ্ঞেয়বিকাশশান্ত্যা
বিনা ন সন্তুষ্টধিয়েহ ভাব্যম্।
ত্বং জ্ঞানবন্ধুত্বমুপেত্য রাম
রমস্ব মা ভোগভবাময়েষু ॥ ৯ ॥
অত্রাহারার্থং কর্ম্ম কুর্য্যাদনিন্দ্যং
কুর্য্যাদাহারং প্রাণসন্ধারণার্থম্।
প্রাণাঃ সন্ধার্য্যাস্তত্ত্বজিজ্ঞাসনার্থং
তত্ত্বং জিজ্ঞাস্যং যেন ভূয়ো ন দুঃখম্ ॥ ১০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে জ্ঞানবিচারো
নামৈকবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

অতএব ন সপ্তমভূমিকাস্থৈর্য্যপর্য্যন্তং মুমুক্ষুণা তৌষ্টিকেন ভবিতব্যমিত্যাহ—জ্ঞানাদীতি। জ্ঞানং বাহ্যাভ্যন্তর-গোচরবৃত্তয়ঃ আদিপদাৎ তৎকারণানি তদাশ্রয়ঃ প্রমাতা চ তেষাং জ্ঞেয়াঃ শব্দাদয়স্তেষাং বিকাশাঃ প্রথাশ্চেত্যেষামাত্যন্তিকশান্ত্যা পূর্ণানন্দৈকরসস্বপ্রকাশব্রহ্মাত্মৈক্যপ্রতিষ্ঠাং বিনা মুমুক্ষুণাবান্তরভূমিলাভমাত্রেণ কৃতার্থোঽস্মীতি সন্তুষ্টধিয়া উত্তরোত্তর-ভূমিপ্রাপকপ্রযত্নশিথিলেন কদাচিদপি ন ভাব্যম্। হে রাম, ত্বং সর্ব্ববিদ্যাস্থানকুশলোঽপ্যনাত্মশাস্ত্রপাটবাসক্ত্যা জ্ঞানোপেক্ষণেনানধিকারিষু জ্ঞানোপদেশকৌশলখ্যাপনেন বা জ্ঞানবন্ধুত্বমুপেত্য তৎখ্যাতিলাভাদিপ্রযুক্তভোগলক্ষণেষু ভবাময়েষু মা রমস্বেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কথং তর্হি মুমুক্ষুণা স্থাতব্যং তদাহ—অত্রেতি। আহারো হিতমিতমেধ্যাশনং তদর্থং তদুপায়প্রাপ্তয়ে শ্রুতিস্মৃতিশিষ্টৈরনিন্দ্যং স্ববর্ণাশ্রমোচিতোপায়েনাহারার্জ্জনাদি কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-রামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
একবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

জ্ঞানেন জ্ঞেয়নিষ্ঠত্বাদ্‌যোঽচিত্তং চিত্তমেব চ।
ন বুধ্যতে কর্ম্মফলং স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥ ১॥
জ্ঞাত্বা সম্যগনুজ্ঞানং দৃশ্যতে যেন কর্ম্মসু।
নির্ব্বাসনাত্মকং জ্ঞস্য স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥ ২॥
অন্তঃশীতলতেহাসু প্রাজ্ঞৈর্যস্যাবলোক্যতে।
অকৃত্রিমৈকশান্তস্য স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥ ৩॥

জ্ঞানিনো লক্ষণান্যাদৌ কীর্ত্যন্তেঽত্রোপপত্তিভিঃ।
তথা জীবজগদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বাদীনি প্রসঙ্গতঃ॥

জ্ঞানবন্ধুতাং তৎফলং চোপবর্ণ্য জ্ঞানী চৈব কিমুচ্যতে জ্ঞানিত্বেঽপি চ কিং ফলমিতি প্রশ্নয়োরুত্তরং বক্তুং প্রথমং জ্ঞানিলক্ষণান্যাহ—জ্ঞানেনেতি। যঃ পুমান্ ভূমিকারোহণক্রমপরিপক্কেন জ্ঞানেন জ্ঞেয়ব্রহ্মমাত্রে দৃঢ়প্রতিষ্ঠত্বাৎ প্রারব্ধকর্ম্মফলং ভুঞ্জানোঽপ্যচিত্তং চিত্তভিন্নং শব্দাদিবিষয়জাতং তত্তদাকারপরিণতং কামসঙ্কল্পাদি-বৃত্তিভেদৈঃ পরিণতং চ চিত্তমেবেতি তচ্চ বাধিতানুবৃত্তিমাত্রত্বান্ন বস্তুসদ্‌বুধ্যতে স জ্ঞানীতি তল্লক্ষণজ্ঞৈরভিধীয়ত ইত্যর্থঃ॥ ১॥

তথা জ্ঞস্য শব্দাদিবিষয়ভোক্তুঃ প্রমাতুরন্তঃকরণস্য কর্ম্মসু ভোগ্যভূতেষু বিষয়েষু যেন পুরুষেণ জ্ঞানে জ্ঞানে ইত্যনুজ্ঞানম্। বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। সর্ব্বেষু চাক্ষুষাদি-বৃত্তিভেদেষু সাক্ষিতয়া স্থিতং চিন্মাত্রং সম্যক্ তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বাধিতং দৃশ্যং নির্ব্বা-সনাত্মকং বাসনামাত্রেণাপ্যপরিশিষ্টং দৃশ্যতে স জ্ঞানীত্যর্থঃ। অথবা যেন তত্ত্বেন জ্ঞাতেন চিত্তং নির্ব্বাসনং ভবতি তত্তত্ত্বং সম্যক্ জ্ঞাত্বা স্থিতস্য যস্য জ্ঞস্য সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কর্ম্মসু যথেচ্ছব্যবহারেষু স্বৈরং ব্যবহরস্থিত্যানুজ্ঞানমেব দৃশ্যতে। স্বধনাপহারবধবন্ধাদিপ্রবৃত্তিমপি দস্যূনাং যোঽনুমোদতে স জ্ঞানীত্যর্থঃ। ইদং তু জড়ভরতাদৌ প্রসিদ্ধম্॥ ২॥

অকৃত্রিমেণৈকেন স্বাত্মলাভেন শান্তস্য যস্য ইহাসু ব্যবহারেষু॥ ৩॥

অপুনর্জ্জন্মনে যঃ স্যাদ্বোধঃ স জ্ঞানশব্দভাক্ ।
বসনাশনদা শেষা ব্যবস্থা শিল্পজীবিকা ॥ ৪ ॥
প্রবাহপতিতে কার্য্যে কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ ।
তিষ্ঠত্যাকাশহৃদয়ো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ৫ ॥
অকারণং প্রবর্ত্তন্ত ইব ভাবা অকারণাৎ ।
অবিদ্যমানা অপ্যেতেঽবিদ্যমানা ইব স্থিতাঃ ॥ ৬ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবৈর্ভাবাভাবভবাভবৈঃ ।
পশ্চাৎ কারণতাং যান্তি মিথঃ কারণকর্ম্মভিঃ ॥ ৭ ॥
অসতঃ শশশৃঙ্গাদের্মৃগতৃষ্ণাম্ভসো যথা ।
আলোকনাদলভ্যস্য কীদৃক্ স্যাৎ কিল কারণম্ ॥ ৮ ॥
অসতঃ শশশৃঙ্গাদেঃ কারণং মার্গয়ন্তি যে ।
বন্ধ্যাপুত্রস্য পৌত্রস্য স্কন্ধমাসাদয়ন্তি তে ॥ ৯ ॥

পুনর্জন্মমূলাজ্ঞানোচ্ছেদিত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানমেব জ্ঞানং নেতরদিত্যাহ—অপুনর্জন্মনে ইতি। শেষা তদন্যা শাব্দজ্ঞানচাতুরী তু বসনাশনে দদাতীতি বসনাশনদা ইতরশিল্পতুল্যা জীবিকৈব ন জ্ঞানশব্দবাচ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শরদাকাশমিব নিরাবরণপ্রকাশং হৃদয়ং যস্য ॥ ৫ ।

উক্তলক্ষণোপপত্তয়ে তত্ত্বজ্ঞানস্য সর্ব্বদ্বৈতবাসনোচ্ছেদকত্বং সমর্থয়িতুং জগতঃ অসদবিদ্যামাত্রত্বপরিশেষাদকারণত্বাসত্ত্বে দর্শয়তি—অকারণমিত্যাদিনা। যতোঽবিদ্যমানাঃ অতঃ অকারণং বিনৈব কারণং প্রবর্ত্তন্তে উৎপদ্যন্ত ইব ন তু বস্তুত উৎপদ্যন্তে। এবং চাবিদ্যমানা এব স্থিতা ইব ॥ ৬ ॥

উত্তরভাববিকারেষ্বপ্যকারণত্বাদেবাসত্ত্বং বোধ্যমিত্যাশয়েনাহ—আবির্ভাবেতি। ননু বীজাদঙ্কুরোৎপত্তেঃ প্রত্যক্ষং দর্শনাৎ কথমকারণং প্রবর্ত্তন্ত ইত্যুচ্যতে তত্রাহ—পশ্চাদিতি। নেদং সর্গাদৌ সম্ভবতি। প্রলয়ে বীজাঙ্কুরয়োরুভয়োরপ্যভাবাদিতি ভাবঃ। কারণকর্ম্মভিঃ কারণব্যাপারৈঃ ॥ ৭ ॥

সাম্প্রতং দৃশ্যমানমপি বীজং সতোঽঙ্কুরস্য কারণমসতো বা। নাদ্যঃ। সতঃ কারণাপেক্ষাভাবাৎ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—অসত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৮ ॥

আসাদয়ন্ত্যারোহন্তি। অসত্তৎকারণতন্মার্গণানাং পুত্রপৌত্রতৎস্কন্ধারোহণানিক্রমাদ্দৃষ্টান্তাঃ ॥ ৯ ॥

অসত্যপ্রতিভাসানামেতদেবাশু কারণম্।
যদনালোকনং নাম সমালোকক্ষণক্ষয়ম্ ॥ ১০ ॥
পরমাত্মায়তে জীবো বুধ্যমানস্ত্বচেতনম্।
চেতনং বুধ্যমানস্তু জীব এবাবতিষ্ঠতে ॥ ১১ ॥
পরমাত্মৈব জীবোঽয়ং বুধ্যমানস্ত্বচেতনম্।
আম্র এব রসাপত্তেঃ প্রয়াতি সহকারতাম্ ॥ ১২ ॥

যস্তুকারণদ্বৈতভাবাভ্যুপগমে অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গবারণায় মোক্ষশাস্ত্রপ্রামাণ্যায় কারণমবশ্যং কল্প্যং তর্হি জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্যং মিথ্যাভূতমজ্ঞানমেব তৎকারণং কল্পনীয় নান্যৎ সদ্রূপং তস্য জ্ঞানেন নিবর্ত্তয়িতুমশক্ত্যা অনির্মোক্ষতাদবস্থ্যপ্রসঙ্গাদিত্য শয়েনাহ—অসত্যেতি। অনালোকনমজ্ঞানম্ ॥ ১০ ॥

বন্ধস্যাজ্ঞানকার্য্যত্বং সমালোকক্ষণক্ষয়ত্বং চানুভাবয়তি—পরমিতি। অয়ং জীব পরং স্বাতিরিক্তমচেতনং জড়মহঙ্কারদেহাদিবুধ্যমানস্তৎক্ষণমেব তত্তাদাত্ম্যাধ্যাস সংস্কারোদ্বোধাদাত্মায়তে আত্মেবাচরতি স এব তস্য বন্ধঃ। চেতনং নিষ্কৃষ্টচিন্মাত্র মাত্মানং বুধ্যমানস্তু জীব এব 'যেন জাতানি জীবন্তি' ইতি শ্রুতিদর্শিতদিশ সর্ব্বজগজ্জীবনহেতুনিষ্কৃষ্টনিরতিশয়ানন্দাদ্বয় এবাবতিষ্ঠতে সোঽস্য মোক্ষ ইত্যর্থঃ অথবা জীবঃ চেত্যতে অনেনেতি চেতনং বুদ্ধিঃ। চেত্যতে অস্মিন্নিতি চেতনং স্থূল দেহঃ। চিতিক্রিয়া চেতনং চিদাভাসঃ। তত্রিতয়রহিতং কূটস্থাদ্বয়চিন্মাত্রমাত্মান বুধ্যমানঃ সন্ পরমাত্মা ব্রহ্মেবাচরতি পরমাত্মায়তে। অদ্বিতীয়-পূর্ণানন্দৈকস্বভা বোঽবতিষ্ঠতে। চেতনং বুদ্ধ্যাদিকমাত্মেতি বুধ্যমানস্তু জীব এব ভূত্বাবতিষ্ঠতে ন পূর্ণভাবং লভতে ইত্যর্থঃ। অথবা অয়ং জীবশ্চেতনং বিষয়েষু চাক্ষুষাদিবৃত্তি ফলৈর্ব্যাপনং তদ্রহিতমচেতনং যথা স্যাত্তথা বৃত্তিব্যাপ্ত্যৈব ন তু ফলব্যাপ্ত্যেত্যর্থঃ। এবমাত্মানং স্বপ্রকাশচিদ্রূপতয়া বুধ্যমানঃ পরমাত্মৈব ন হ্যনাত্মা অণুমাত্রমপি ফল- ব্যাপ্তিং বিনা বুধ্যতে। চেতনং বৃত্তিব্যাপনং যথা স্যাত্তথা অণুমাত্রমপি বুধ্যমানো জীব এবাবতিষ্ঠতে ন ব্রহ্মস্বভাবং স্বং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ— 'যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম- বিজানতাম্' ইতি ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধং বিবৃণোতি—পরমাত্মৈবেতি। অয়ং জীবো যথোক্তরীত্যা অচেতন- মজাগরণমেব স্বাত্মনি বুধ্যমানো জগদ্ধকঃ পরমাত্মরসাবেশাৎ পরমাত্মৈব ভবতি।

চেতনং বুধ্যমানস্তু জীব এবাবতিষ্ঠতে।
জীবো জীবিতজীর্ণেষু জাতিজন্মসু জর্জ্জরঃ ॥ ১৩ ॥
যে পরাং দৃষ্টিমায়াতা বিদ্ধি তেষামপামিব।
অরূপালোকমননং স্পন্দমস্পন্দনং সদা ॥ ১৪ ॥
যে পরাং দৃষ্টিমায়াতা দৃশ্যশ্রীপারদর্শিনঃ।
ন বিদ্যমানমপ্যস্তি তেষাং বেদনমাততম্ ॥ ১৫ ॥
যে পরাং দৃষ্টিমায়াতা বিদ্ধি তেষামপামিব।
স্পন্দমস্পন্দনং সর্ব্বমবেদনবশাদিহ ॥ ১৬ ॥
অরূপালোকমনন-বেষ্টিতা মুক্তদামবৎ।
বুধাঃ কর্ম্মসু চেষ্টন্তে বৃক্ষপত্রেষ্বিবানিলঃ ॥ ১৭ ॥
যে পরাং দৃষ্টিমায়াতাঃ সংসৃতেঃ পারদর্শিনঃ।
ন তে কর্ম্ম প্রশংসন্তি কূপং নদ্যাং বসন্নিব ॥ ১৮ ॥

যথা আম্র এব হেমন্তে সুপ্তপ্রায়ো বসন্তে রসাবেশাৎ পল্লবিতঃ পুষ্পিতশ্চ প্রবুদ্ধপ্রায়ঃ সহকারশব্দবাচ্যতাং প্রয়াতি তদ্বদিত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধমপি বিবৃণোতি—চেতনমিতি। জাতিজন্মসু নানাযোনিজন্মসু ॥ ১২-১৩ ॥

অতএব তত্ত্ববিদাং চেষ্টাস্তদভিমানাভাবাদস্পন্দরূপা এবেত্যাহ—যে ইতি। রূপালোকমননাভিমানশূন্যম্। অপাং নিম্নানুসরণমেব প্রারব্ধমাত্রানুসরণমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যথা দগ্ধপটদর্শনং পটদর্শনমেব ন ভবতি কিন্তু ভস্মদর্শনং তথা বাধিতদৃশ্যশ্রীদর্শনং তদতীতব্রহ্মদর্শনমেবেতি ন দ্বৈতবেদনং তেষামস্তীত্যাশয়েনাহ—যে ইতি ॥ ১৫ ॥

অতোঽপি তেষাং স্পন্দস্যাস্পন্দত্বং রূপদর্শনাভাবেঽপ্যাপো দৃষ্টান্তা ইত্যাশয়েনাহ—যে ইতি ॥ ১৬ ॥

অতএব চ তেষাং কর্ম্মলেপবন্ধনাভাব ইত্যাহ—অরূপেতি। যতো রূপালোকমননবেষ্টিতা ন ভবন্ত্যতো মুক্তদামা উৎসৃষ্টো বৃষভস্তদ্বদ্বন্ধনশূন্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পারলৌকিককর্ম্মাপেক্ষা তু দূরনিরস্তেত্যাশয়েনাহ—যে ইতি ॥ ১৮ ॥

যে বদ্ধবাসনা মূঢ়াঃ কর্ম্ম শংসন্তি তেঽনঘ।
শ্রুতিস্মৃত্যুচিতং তেন বিনা বোধং প্রয়ান্তি তে ॥ ১৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি পতন্ত্যর্থং ভ্রষ্টং গৃধ্র ইবামিষম্।
তানি সংযম্য মনসা যুক্ত আসীত তৎপরঃ ॥ ২০ ॥
নাসন্নিবেশং হেমাস্তি নাসর্গং ব্রহ্ম বিদ্যতে।
কিন্তু সর্গাদিশব্দার্থমুক্তং যুক্তমতেঃ শিবম্ ॥ ২১ ॥
একান্ধকারে সম্পন্নে ব্যবহারো যুগক্ষয়ে।
নির্ব্বিভাগো নিরাভাসো যথা ব্রহ্মঘনে তথা ॥ ২২ ॥
অভ্রোদরে ভ্রমাঙ্গানাং স্পন্দাস্পন্দময়ী যথা।
স্বসংবিদাত্মিকা সত্তা ভূতানামীশ্বরী তথা ॥ ২৩ ॥

অজ্ঞানাং তু কর্ম্মৈব শরণমিত্যাহ—যে ইতি। বিনাবোধং তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ তেন কর্ম্মণৈব তে প্রয়ান্তি তৎফলভোগমিতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

কুতস্তেষাং কর্ম্মৈব শরণং তত্রাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি। ভ্রষ্টমধঃপতিতম্। অধঃপাতহেতুমিতি যাবৎ। সৎকর্ম্মানালম্বনে তেষামধঃপাত এবেন্দ্রিয়ৈঃ কার্য্য ইতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে' ইতি। অতএব বিদুষোঽপীন্দ্রিয়নিগ্রহে সত্যেব স্বরূপপ্রতিষ্ঠা সিধ্যতি নান্যথেত্যাহ—তানীতি ॥ ২০ ॥

অদগ্ধে দগ্ধে চ পটে সন্নিবেশসাম্যবজ্জগৎসন্নিবেশসাম্যভানমবিদুষামিব বিদুষামপ্যস্তু নাম তথাপি তদ্বিদুষাং ব্রহ্মৈবেত্যাশয়েনাহ—নাসন্নিবেশমিতি ॥ ২১

সর্গশব্দার্থমুক্তত্বে প্রলয়ো দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—একেতি। তথা অসন্নপি সন্নিতি শেষঃ ॥ ২২ ॥

প্রলয়ে স্পন্দসত্তামসম্ভাবয়ন্তং প্রতি দৃষ্টান্তমাহ—অভ্রোদরে ইতি। যথ চলদভ্রোদরে তদবয়বানামভ্রাদবিভাগাদস্পন্দময়ী দিগ্বিভাগাত্তু স্পন্দময়ীতি স্বানুভবসংবিদাত্মিকৈব বিরুদ্ধধর্ম্মযোগপদ্যেন সত্তা সম্ভাব্যতে তদ্বৎ প্রলয়েঽপীশ্বরী স্পন্দসত্তা ভূতানাং সম্ভাবনীয়েত্যর্থঃ ॥ ২৩।

জলস্যান্তর্জলাংশানাং দ্বৈতাদ্বৈতময়ো যথা ।
স্বসংবিদাত্মা সুস্পন্দস্তথা ব্রহ্মণি ভূতদৃক্ ॥ ২৪ ॥
যথাম্বরেঽম্বরাংশানাং দ্বৈতাদ্বৈতকৃতাত্মনি ।
অনন্যা সৃষ্টিরাভাতি তথানবয়বে শিবে ॥ ২৫ ॥
জগতোঽন্তরহংরূপমহংরূপান্তরে জগৎ ।
স্থিতমন্যোন্যবলিতং কদলীদলপীঠবৎ ॥ ২৬ ॥
রূপালোকমনস্কারৈ রন্ধ্রৈর্বহিরিব স্থিতম্ ।
সৃষ্টিং পশ্যতি জীবোঽন্তঃ সরসীমিব পর্ব্বতঃ ॥ ২৭ ॥
জীবো জগত্ত্বয়াত্মানং পশ্যত্যয়মকারণম্ ।
হেমেব কটকাদিত্বং তদপশ্যন্ ন পশ্যতি ॥ ২৮ ॥
জীবন্তোঽপি ন জীবন্তি ম্রিয়ন্তে ন মৃতা অপি ।
সন্তোঽপি চ ন সন্তীব পারাবারবিদঃ শুভাঃ ॥ ২৯ ॥

তত্র চিদাভাসস্পন্দসম্ভাবেঽপি দৃষ্টান্তমাহ—জলস্যেতি। জলস্য স্তিমিততড়াগাদিজলস্য দ্বৈতাদ্বৈতময়স্তৈমিত্যাদ্ভেদাভেদাভ্যাং দুর্ব্বচঃ স্বসংবিদাত্মা ব্রহ্মসংবিদাত্মা ভূতদৃক্ তত্তজ্জীবাভাসঃ ॥ ২৪ ॥

নিরবয়বে সাবয়বজগৎসদ্ভাবেঽপি দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। অম্বরাংশানাং দিগ্‌ভেদরূপাণামাকাশাবয়বানাম্ ॥ ২৫ ॥

অনয়ৈব রীত্যা প্রাগুক্তমহংকারজগতোরন্যোন্যান্তর্গতত্বমপি সম্ভাবনীয়মিত্যাহ—জগত ইতি ॥ ২৬ ॥

অহংকারাত্মনো জীবস্য স্বান্তর্গতজগতো বহির্দর্শনেঽপি দৃষ্টান্তমাহ—রূপেতি। যথা পর্ব্বতো হিমবদাদিঃ স্বরন্ধ্রৈর্নির্গতং স্বান্তর্গতজলমেব মানসাদি মহাসরস্তয়া পশ্যতি তদ্বৎ ॥ ২৭ ॥

যথা হেমপিণ্ডে ভূতভাবিকটকাদ্যাকারাঃ পর্য্যালোচনে দৃশ্যন্তে কনকমাত্রদৃষ্টৌ তু ন দৃশ্যন্তে তদ্বজ্জীবে জগদপীত্যাহ—জীব ইতি। অকারণং নির্নিমিত্তং ভ্রান্ত্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অতএব তদ্দর্শিনাং জীবন্মুক্তানাং জন্মমরণসংসারস্থিতয়োঽন্যদৃশা সত্যোঽপি ন সত্যোবেত্যাহ—জীবন্ত ইতি ॥ ২৯ ॥

প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি ন পশ্যতি।
গৃহকর্ম্মাণি গেহস্থো গোষ্ঠভাণ্ডমনা ইব ॥ ৩০ ॥
বিরাড়্হৃদি যথা চন্দ্রঃ প্রতিদেহং যথা স্থিতঃ।
জীবো হিমকণাকারঃ স্থূলে স্থূলো লঘৌ লঘুঃ ॥ ৩১ ॥
অহমাত্মা ত্রিকোণত্বমুপগচ্ছতি কল্পনম্।
অসদেব সদাভাসং মন্যতে চেতনাদ্বপুঃ ॥ ৩২ ॥
কর্ম্মকোশে ত্রিকোণে চ শুক্রসারেঽবতিষ্ঠতে।
দেহে জীবোঽহমিত্যাত্মা স্বামোদঃ কুসুমে যথা ॥ ৩৩ ॥
অহমিত্যেব শুক্রস্থা সংবিদাপাদমস্তকম্।
বিসরত্যখিলে জ্যোৎস্না যথা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মাসক্তমনসো দেহযাত্রাকর্ম্মণি ন কর্তৃতাবুদ্ধিঃ যথা গোষ্ঠভাণ্ডেষ্বাসক্তমনসো গৃহকর্ম্মণীত্যাহ—প্রবুদ্ধ ইতি ॥ ৩০ ॥

প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রস্তুতমনুসন্ধত্তে—বিড়াড়িতি। যথা ব্রহ্মাণ্ডহৃদি বিরাড়্জীবশ্চন্দ্রঃ স্থিত এবং প্রতিব্যষ্টিদেহং রেতোহিমকণাকারো জীবো হৃদি স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তস্য দেহগ্রহণপ্রকারমাহ—অহমাত্মেতি। স পিতৃহৃদি রেতোরূপেণ স্থিতোঽহঙ্কারাত্মা জীবঃ পিত্রা মাতুস্ত্রিকোণযোনৌ নিষিক্তস্ত্রিকোণপরিচ্ছিন্নত্বরূপং কল্পনমুপগচ্ছতি। তত্রত্যরক্তমিশ্রিতকললবুদ্বুদপিণ্ডাদ্যাকারক্রমেণাবির্ভূতমসদেব বপুঃ শরীরং সদাকারমহমিতি চেতনান্মন্যতে ॥ ৩২ ॥

এবং ত্রিকোণোপলক্ষিতে মাতৃগর্ভে শুক্রমেব সারঃ অস্থিস্নাযাদিকঠিনাংশো যত্র তথাবিধে স্বকর্ম্মনির্ম্মিতকোশে দেহে কোশকারকৃমিরিব বদ্ধোঽবতিষ্ঠতে। স্বামোদঃ সুগন্ধঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্রাপি চন্দ্রকলানাং চন্দ্রবিম্ব ইব হৃদয়স্থশুক্রকণেঽহংভাবস্ফূর্ত্তীনাং বিশেষব্যাপ্তিস্তদ্দ্বারা সর্ব্বদেহসামান্যাহংভাবপ্রথেতি স্বানুভবাদেব প্রসিদ্ধমিত্যাহ—অহমিতি ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরন্ধ্রপ্রণালেন বিসৃতং বেদনোদকম্।
ব্যাপ্নোতি ত্রিজগদ্ধূমো বিয়ন্মেঘতয়া যথা ॥ ৩৫ ॥
দেহে যদ্যপ্যশেষেঽস্মিন্ বহিরন্তশ্চ বেদনম্।
বিদ্যতে তৎ তথাপ্যত্র শুক্রেঽস্তি ঘনবাসনা ॥ ৩৬ ॥
জীবঃ সঙ্কল্পমাত্রাত্মা যৎ সঙ্কল্পোঽবতিষ্ঠতে।
হৃদি ভূত্বা স এবাশু বহিঃ প্রসরতি স্ফুটম্ ॥ ৩৭ ॥
যথাস্থিতাঞ্চ নিশ্চিত্তাং বর্জ্জয়িত্বা স্থিরোপমাম্।
ন কয়াচিদপি স্থিত্যা শাম্যত্যহমিতি ভ্রমঃ ॥ ৩৮ ॥
চিন্তানুচিন্ত্যমানাপি ভাবনীয়াম্বরোপমা।
অহম্ভাবোপশমনে শমনেন ক্রমেণ তে ॥ ৩৯ ॥
তজ্জ্ঞা ব্যবহরন্তীহ ভাব্যভাবনবর্জ্জিতম্।
অরূপালোকমননং মৌনং দারুনরা ইব ॥ ৪০ ॥

তস্য বাহ্যার্থদর্শনে দ্বারাণ্যাহ—অক্ষেতি। বিসৃতং বহির্নিঃসৃতং সাভাসান্তঃ-করণলক্ষণং বেদনোদকম্। ত্রিজগৎ ত্রৈলোক্যস্থান্ সন্নিকৃষ্টবাহ্যার্থান্। যথা ধূমো মেঘতয়া বিয়দ্ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বদেহাপেক্ষয়া হৃদয়স্থে শুক্রে বিশেষাভিমানোঽনুভবসিদ্ধ ইত্যাহ—দেহে ইতি। ঘনবাসনা বিশেষাভিমানঃ ॥ ৩৬ ॥

অতএব হি হার্দ্দসঙ্কল্পপূর্ব্বকমেব বাহ্যাত্মব্যবহারাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইত্যাহ—জীব ইতি ॥ ৩৭ ॥

অতএব চ তদহংভাবশ্চিত্তস্য ব্রহ্মাকারস্থিতিং বিনা নোপায়সহস্রৈ-রপি শাম্যতীত্যাহ—যথাস্থিতামিতি। সমাধিপরিপাকে স্থিরব্রহ্মৈকরস্যাৎ স্থিরোপমাম্ ॥ ৩৮ ॥

অতএব হে রাম, তে তব মননিদিধ্যাসনাদিনা অনুচিন্ত্যমানাদি ব্রহ্ম-চিন্তা আত্যন্তিকাহংভাবোপশমনে সাধ্যে উত্তরোত্তরভূমিকাসু নির্ব্বিকল্পসমাধি-পরিপাচনক্রমেণ চরমভূমিকায়ামম্বরোপমা ভাবনীয়া সংপাদ্যা। নৈতাবতৈব তয়োপরন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তর্হি কিং ভবদাদীনামপি তথা সা ভাবনীয়া নেত্যাহ—তজ্জ্ঞা ইতি।

অকিঞ্চিদ্ভাবনো যঃ স্যাৎ স মুক্ত ইতি কথ্যতে।
জীবন্নাকাশবিশদো বন্ধশূন্য ইব স্ফুটম্ ॥ ৪১ ॥
অহমিত্যেব শুক্রস্থা সংবিদাপাদমস্তকম্।
বিসরত্যখিলে দেহে ব্রহ্মাণ্ডেঽর্কপ্রভা যথা ॥ ৪২ ॥
দৃঙ্ নেত্রং স্বদনং জিহ্বা শ্রুতিঃ শ্রোত্রং ভবত্যসৌ।
ইত্যাদ্যা বাসনাঃ পঞ্চ বদ্ধা তাসু নিমজ্জতি ॥ ৪৩ ॥
চিদ্ভাবোঽহঙ্কতয়োদেতি মনো ভূত্বৈকদেশতঃ।
সর্ব্বগোঽপি রসো ভূমৌ যথাঙ্কুরতয়া মধৌ ॥ ৪৪ ॥
যো ভাবয়তি ভাবেষু নেহ রূঢ়েষ্বভাবতাম্।
তস্যাযত্নবতো দুঃখমনন্তং নোপশাম্যতি ॥ ৪৫ ॥
যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
যত্র ক্বচনশায়ীহ স সম্রাড়িব রাজতে ॥ ৪৬ ॥

অরূপালোকমননং বাহ্যমানসদৃগ্দর্শনাভিমানরহিতং যথা স্যাত্তথা। মৌনং কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্যং চ ॥ ৪০ ॥

বন্ধশূন্যঃ শৃঙ্খলাদিনির্ম্মুক্ত ইব ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বশরীরেঽহংভাবব্যাপ্তিরপি শুক্রাংশব্যাপ্তিবশাদেবেত্যাহ—অহমিতি ॥ ৪২ ॥

চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ভাবেন তত্তৎস্থানসম্বন্ধোঽপি শুক্রাত্মভূতস্যৈব জীবস্যেত্যাহ—দৃগিতি। দৃগিন্দ্রিয়ং নেত্রং তদ্গোলকম্। এবমগ্রেঽপি। অতএব হি স্ত্র্যাদি-দর্শনস্পর্শনশ্রবণাদৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈরপি কামোদ্দীপনান্নিমজ্জতীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

অজ্ঞানাবৃতচিত্তো বিপরীতভাবনৈব প্রথমং মনো ভূত্বা রেতোঽহংভাবেনৈক-দেশতোঽহঙ্কতয়া তত্তদিন্দ্রিয়ভাবেনোদেতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অতএব তৎপ্রতিকূলযথার্থভাবনাং বিনা ন তদ্দুঃখোপরম ইত্যাহ—য ইতি। যঃ পুরুষ ইহ সংসারে রূঢ়েষু মনোঽহংকারদেহাদিজগদ্রূপেষু 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, অথাত আদেশো নেতি নেতি' ইত্যাদি শ্রুতি-দর্শিতামভাবনাং ন ভাবয়তি। তস্য মোক্ষানুকূলযত্নরহিতস্য পুংগর্দ্দভস্যানন্তং জন্মাদিদুঃখং নোপশাম্যত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তথা ভাবয়তস্তু বাহ্যসর্ব্বস্বত্যাগেঽপি প্রারব্ধাকৃষ্টজনৈঃ সংপাদ্যমানবসনাশনা-

বাসনাভিরুপেতোঽপি সমগ্রাভিরবাসনঃ।
অন্তঃশূন্যোঽপ্যশূন্যাত্মা খমিব শ্বসনান্বিতঃ ॥ ৪৭ ॥
আসনে শয়নে যানে স্থিতো যত্নৈর্ন বোধ্যতে।
নিদ্রালুরিব নির্ব্বাণ-মনোমননির্ব্বৃতঃ ॥ ৪৮ ॥
সংবিন্মাত্রং হি পুরুষঃ সর্ব্বগোঽপি স তিষ্ঠতি।
স্ফুটসারে শরীরস্থ যথা গন্ধোঽম্বুজকেশরে ॥ ৪৯ ॥
সংবিন্মাত্রং বিদুর্জন্তুং তস্য প্রসরণং জগৎ।
আত্মনিষ্ঠত্বমজগৎ পরমেত্যুপদেশভূঃ ॥ ৫০ ॥
নীরসো ভব ভাবেষু সর্ব্বেষু বিভবাদিষু।
পাষাণং হৃদয়ং কৃত্বা যথা ভবসি ভূতয়ে ॥ ৫১ ॥
সাধো হৃদয়সৌষির্যমসৌষির্যমিবাস্ত তে।
অচিত্ত্ববপুষোঽচিত্ত্বাদুপলস্যেব রাঘব ॥ ৫২ ॥

দিভিরান্তরস্বানন্দামৃততৃপ্ত্যা চ বৈরাজপদান্তসাম্রাজ্যসুখমস্ত্যেবেত্যাহ—যেন কেনচিদিতি ॥ ৪৬ ॥

বাসনাভিব্রহ্মাকারবাসনাভির্দগ্ধপটতন্ত্বাকারসদৃশজগদ্বাসনাভির্বা ॥ ৪৭ ॥

ন বোধ্যতে ষষ্ঠাদিভূমিকাপ্রবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

স্ফুটসারে রেতসি ॥ ৪৯ ॥

এবং ব্যষ্টিসমষ্টিজীবভাবাদিবর্ণনং পরমপ্রস্তুতে যোজয়ন্নুপদেশসর্ব্বস্বং সংক্ষিপ্যাহ—সংবিন্মাত্রমিতি। ইতি পরমা রহস্যভূতা উপদেশভূরুপদেশস্থিতিঃ ॥ ৫০ ॥

তত্র বৈরাগ্যদার্ঢ্যমেব সাধনরহস্যমিত্যাহ—নীরস ইতি ॥ ৫১ ॥

পাষাণহৃদয়ং কৃত্বেত্যুক্তেস্তাৎপর্য্যং বিশদয়তি—সাধো ইতি। যথা অচিত্ত্ববপুষ উপলস্য হৃদয়সৌষির্যমচিত্ত্বাদেব চিন্নিবেশানবকাশমসৌষির্যং প্রসিদ্ধং তথা চিন্মাত্রবপুষস্তব দহরাকাশরূপং হৃদয়সৌষির্যং চিত্ত্বাদেবাচিন্নিবেশনিরবকাশং চিন্নিবিড়তমসৌষির্যমিবাস্ত্বিতি তদাশয় ইত্যর্থঃ। অথবা ইয়ং তং কালমচিদাত্মাভিমানাদচিত্ত্ববপুষস্তব অচিত্ত্বাদজ্ঞনাৎ স্ফটিকোপলস্যান্তঃকল্পিতমাকাশমিব ভোগসামগ্রী ধনাদিলাভকোটিভিরপ্যপূর্য্যমাণং কামলক্ষণং হৃদয়সৌষির্যং মনশ্ছিদ্রং সাম্প্রতং নিত্যানিরতিশয়ানন্দপূর্ণাত্মলাভাৎ পূর্ণকামত্বেন বাধিতং বাস্তবং স্ফটিকোপলাসৌষির্যমিবানন্দৈকঘনমস্ত্বিতি তদাশয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

তজ্জ্ঞাজ্ঞয়োরশেষেষু ভাবাভাবেষু কর্ম্মসু।
ঋতে নির্ব্বাসনত্বাৎ তু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥ ৫৩ ॥
সত্তৈবৈষা বিদো যৎ সা ভবত্যুন্মিষিতা জগৎ।
পরং তত্ত্বং নিমিষতা দৃগিবানামকং ততম্ ॥ ৫৪ ॥
দৃশ্যং বিনশ্যত্যখিলং বিনষ্টং জায়তে পুনঃ।
যন্ন নষ্টং ন চোৎপন্নং তৎ সদ্ভবতি তদ্ভবান্ ॥ ৫৫ ॥
ভাবজ্ঞপ্তির্হি নির্ম্মূলা ভাবিতাপি ন বিদ্যতে।
সলিলং মৃগতৃষ্ণেব ন দদাতি ভবাঙ্কুরম্ ॥ ৫৬ ॥
যথাভূতার্থসন্দর্শ-চ্ছিন্নাহমিতি ভাবনা।
দৃষ্টাপি ন করোত্যন্তর্দগ্ধং বীজমিবাঙ্কুরম্ ॥ ৫৭ ॥
কর্ম্মকুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা বীতরাগো নিরাময়ঃ।
নির্ম্মমো নিত্যনির্ব্বাণঃ পুমানাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ৫৮ ॥
চিত্তোপশান্তৌ সংশান্তাঃ শান্তা যে ভোগবন্ধবঃ।
ন স্বভাবপরীক্ষীণাশ্চিত্তমেষাং কিলাকরঃ ॥ ৫৯ ॥

অতএব স্ফটিকোপলপ্রতিবিম্বিতজনব্যবহারকর্ম্মস্বিব তজ্জ্ঞাজ্ঞয়োঃ প্রতীতি-সাম্যেঽপি সত্যত্ববাসনাভাবকৃত এব বিশেষ ইত্যাহ—তজ্জ্ঞেতি ॥ ৫৩ ॥

এবং চ স্ফটিকোপলে দ্রষ্টৃপুরুষদৃষ্টিরিব বিদশ্চৈতন্যস্য সত্তৈব বাসনাভিরুন্মি-ষিতা জগদ্ভবতি নির্ব্বাসনত্বেন নিমিষিতা ততমপরিচ্ছিন্নতত্ত্বং মোক্ষাখ্যং ভবতীতি ফলিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অতএব চিৎসত্তৈব নিত্যত্বমিত্যাহ—দৃশ্যমিতি ॥ ৫৫ ॥

ঈদৃশবোধেন মূলাজ্ঞাননাশে সত্যন্বেষণেঽপি জগদ্ভ্রান্তির্ন লভ্যেতাহ—ভাবেতি। ভাবজ্ঞপ্তির্জগদ্ভ্রান্তিঃ। নির্ম্মূলা বাধিতমূলা। ভাবিতা অন্বিষ্টাপি ॥ ৫৬-৫৭ ॥

অতএব বিহিতকর্ম্মকরণাকরণয়োর্বিদুষামবিশেষ—ইত্যাহ কর্ম্মেতি ॥ ৫৮ ॥

সমনসোঽপি যোগিনঃ শান্ত্যাদিবশাদাত্মনি কুতো ন তিষ্ঠন্তি তত্রাহ—চিত্তেতি। যে হঠাচ্ছান্তা যোগিনস্তেঽপি চিত্তোপশান্তৌ সত্যামেব সম্যক্ শান্তা ভবন্তি নান্যথা। যতস্তেষাং ভোগেন বধ্নন্তীতি ভোগবন্ধবো ভোগবাসনা ন স্বভাবপরি-ক্ষীণা মূলতশ্ছিন্না। হি যস্মাদেষামাকরঃ খনীভূতং চিত্তমস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অঘনঃ কেবলালোকো বুধো জীবঃ পরায়তে।
স এবান্যোঽপ্যনন্যোঽন্তরপরাহ্ণ ইবাতপঃ ॥ ৬০ ॥
একদেশস্থিতাঃ পুংসো দূরায়াতস্য চেতসঃ।
যদ্রূপং সকলং মধ্যে তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥
চারু চিদ্ব্যোমকর্পূরং যচ্চমৎকুরুতে স্বয়ম্।
অনন্তমন্তরব্যক্তং জগদিত্যেব বেত্তি তৎ ॥ ৬২ ॥
গতভবভ্রমভাস্বরমক্ষয়ং শমমুপেতমুপেক্ষিতদীপবৎ।
স্থিতমপীহ জনং জগদীশ্বরাদনুগতং ননু ভাতি মুদা চ খে॥৬৩॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে সুখযোগোপদেশো নাম দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

চিত্তদেহাদিরূপেণ ঘনীভাব এব জীবস্য ভেদকস্তাপকশ্চ, তদভাবে ত্বয়ং ব্রহ্মাভিন্নো নিস্তাপ এবেত্যাহ—অঘন ইতি। অঘনো মূর্ত্তিশূন্যো জীবঃ কেবল-চিদালোকমাত্রঃ শোধিতত্বংপাদার্থঃ পরায়তে পরাভেদযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। আতপপক্ষে অঘনো মেঘাবরণনির্মুক্তঃ অখরশ্চ ॥ ৬০ ॥

তদেবাঘনং কেবলচিদালোকস্বরূপমাত্মনোঽনুভাবয়তি—একদেশেতি। পুংসো দেহাৎ দূরং দূরস্থাদিত্যচন্দ্রাদিবিষয়ং চক্ষুরাদি দ্বারা যা তস্য চেতসশ্চিত্তবৃত্তের্মধ্যে বিচ্ছেদাভাবাদ্দেহমারভ্য চন্দ্রমণ্ডলপর্য্যন্তমবিচ্ছিন্না অপরোক্ষচিদভিব্যক্তাস্ত্যেব। তস্যা দেহপ্রদেশে চন্দ্রপ্রদেশে চ সবিষয়ত্বেঽপ্যন্তরালে নির্বিষয়ং যদ্রূপং প্রসিদ্ধং তদ্রূপমেব সকলং পূর্ণং পরমাত্মনঃ পরিচেয়মিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্' ইতি ॥ নির্বিষয়চিত এবায়ং মায়াচমৎকারো জগদিত্যাহ—চর্ব্বিতি। অব্যক্তমনভিব্যক্তম্ ॥ ৬১-৬২ ॥

এবমিদং জগত্তত্ত্বজ্ঞজনং প্রতি গতভবভ্রমভাস্বরমুপেক্ষিতদীপবৎ শমং নির্ব্বাণ-মুপেতমক্ষয়ং ব্রহ্মৈব ভাতি। অজ্ঞজনং প্রতি তু নিয়ন্তরীশ্বরাৎ সকাশাৎ সর্ব্ব-নিয়তিব্যবস্থাভির্মুদা ভোগপ্রীত্যা চানুগতং খে আকাশোদরে পরমার্থতঃ স্থিতমপি ভাতীতি দৃষ্টিভেদমাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

বিরাগবাসনাপাস্ত-সমস্তভববাসনঃ।
উত্থায় গচ্ছ প্রকৃতেরস্যা মঙ্কিরিবাঙ্কিতঃ ॥ ১ ॥
মঙ্কির্নামাভবৎ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
স কথং শৃণু নির্ব্বাণমাপ্তবান্ মদ্বিবোধিতঃ ॥ ২ ॥
অহং কদাচিদাকাশ-কোশাদবনিমাগতঃ।
ভবৎপিতামহার্থেন কেনাপ্যুপনিমন্ত্রিতঃ ॥ ৩ ॥
বিহরন্ ভূতলং গচ্ছংস্ত্বৎপিতামহপত্তনম্।
প্রাপ্তোঽস্মি কামপ্যাদীর্ঘামরণ্যানীং মহাতপাম্ ॥ ৪ ॥
পাংশুপ্রতর্দ্দনহতাং প্রকচণ্ডপ্তসৈকতাম্।
অদৃষ্টাপারপর্য্যন্তাং ক্বচিদ্গ্রাম কিলাঙ্কিতাম্ ॥ ৫ ॥

মঙ্কিনো মরুকান্তারে বশিষ্ঠেনাত্র সঙ্গমঃ।
নির্ব্বেদাত্তত্ত্বজিজ্ঞাসোরুপদেশশ্চ বর্ণ্যতে ॥

'নীরসো ভবভাবেষু সর্ব্বেষু বিভবাদিষু' ইতি যদ্বৈরাগ্যদার্ঢ্যস্যাবশ্যকত্বমুক্ত
তৎপ্রতিষ্ঠাপনায় মঙ্ক্যুপাখ্যানমারভতে—বিরাগেত্যাদিনা। অস্যাঃ পরিদৃ
মানায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বাভাবিকাজ্ঞানাদিরূপায়াঃ সংসৃতেস্তত্ত্ববোধেনোত্থায় নির্ব্বাণ
স্বপদং গচ্ছেত্যর্থঃ। অঙ্কিতস্তল্লক্ষণৈশ্চিহ্নিতঃ ॥ ১ ॥

ময়া বিবোধিত উপদিষ্টঃ ॥ ২ ॥

কেনাপি যজ্ঞাদিরূপেণ ভবৎপিতামহস্যাজস্যার্থেন প্রয়োজনেন প্রাগুপনি
ন্ত্রিতঃ সন্ ॥ ৩ ॥

তৎপিতামহস্য পত্তনং নগরমযোধ্যাং প্রতি গচ্ছন্ গমিষ্যন্ সপ্তর্ষিলোকাদ্ভূত
প্রাপ্য বিহরন্ সঞ্চরন্। অরণ্যানীং মহারণ্যম্। 'হিমারণ্যয়োর্মহত্ত্বে'। 'ই
বরুণ' ইত্যাদিনা আনুক্ ॥ ৪ ॥

পাংশূনাং প্রতর্দ্দনেনাবিচ্ছিন্নপ্রসরেণ হতাং ধ্বস্তাম্। ধূসরামিতি যাবৎ
অঙ্কিতাং কুগ্রামৈরিতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

অক্ষুব্ধখানিলালোক-জলভূশান্তিশালিনীম্ ।
ততাং শূন্যাং মহারম্ভাং ব্রহ্মসত্তামিবামলাম্ ॥ ৬ ॥
অবিদ্যামিব সম্মোহ-মৃগতৃষ্ণাং গতাং ভ্রমাৎ ।
জড়তামাততাং শূন্যাং দিঙ্মোহমিহিকাকুলাম্ ॥ ৭ ॥
অথ তস্যামরণ্যান্যাং যাবৎ প্রবিহরাম্যহম্ ।
তাবৎ পশ্যামি পুরতো বদন্তং পথিকং শ্রমাৎ ॥ ৮ ॥

পান্থ উবাচ ।

অহো নু পরিখেদায় প্রৌঢ়প্রায়াতপো রবিঃ ।
পরিতাপায় পাপোঽয়ং দুর্জ্জনেনেব সঙ্গমঃ ॥ ৯ ॥
স্থগলন্তীব মর্ম্মাণি স্ফুরতীবাগ্নিরাতপে ।
সঙ্কুচৎপল্লবাপীড়াস্তাপ্যন্তে বনরাজয়ঃ ॥ ১০ ॥
তৎ তাবদেবমগ্রস্থং গ্রামকং প্রবিশাম্যহম্ ।
শ্রমমত্রাপনীয়াশু বহাম্যধ্বানমাশুগঃ ॥ ১১ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সোঽগ্রস্থং কিরাতগ্রামকং যদা ।
প্রবেষ্টুমিচ্ছতি তদা ময়া প্রোক্তমিদং বচঃ ॥ ১২ ॥

অবিদ্যমানপাংশ্বাদিনাঽক্ষুব্ধস্য খস্যাকাশস্যানিলস্য ঝঞ্ঝাপবনস্য আলোক-
াতপস্য মৃগতৃষ্ণাজলস্য তপ্তভুবশ্চ শান্ত্যা শালিনীং শোভমানাম্। দুর্গমত্বাদ্
.ন্তৃণাং মহান্ত আরম্ভাঃ প্রযত্না যদ্। অমলাং নিষ্পঙ্কাম্। ব্রহ্মসত্তাপক্ষে
স্পষ্টম্ ॥ ৬ ॥

জড়তাং গতামিত্যনুষজ্জতে ॥ ৭ ॥

বদন্তং ব্যক্তং ভাষমাণম্ ॥ ৮ ॥

যথা পাপো দুর্জ্জনেন সঙ্গমঃ পরিতাপায় তথা প্রৌঢ়প্রায়াতপোঽয়ং রবিঃ পরিখেদায়েত্যর্থঃ ॥ ৯-১০ ॥

তত্তস্মাদ্ধেতোঃ ॥ ১১ ॥

ময়া তদ্ভাগ্যোদয়কালং জ্ঞাত্বা তদীয়সর্ব্বশ্রমমূলোচ্ছেদায়েদং তত্ত্ববুভুৎসোৎ-
পাদকং সাভিপ্রায়ং বক্ষ্যমাণবাক্যমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অপরিজ্ঞাতনীরাগমার্গ মিত্র শুভাকৃতে।
মরুমার্গমহারণ্য-পান্থ স্বাগতমস্তু তে ॥ ১৩ ॥
চিরং মনুষ্যদেশেঽস্মিন্ নির্জ্জনগ্রামমধ্বনি।
অধরাধ্বগ বিশ্রান্তিং বিশ্রান্তোঽপি ন লপ্স্যসে ॥ ১৪ ॥
গ্রামে বিশ্রমণং নৈব বর্ত্ততে পামরাস্পদে।
তৃড়্বৈ লবণাপানেন ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৫ ॥
এতে গ্রামৈকশরণাঃ পল্লবাঃ স্পন্দভীরবঃ।
অযথাপথসঞ্চারা হরিণা ইব জন্তবঃ ॥ ১৬ ॥
ন স্ফুরন্তি বিচারেষু প্রজ্বলন্ত্যনুভূতিষু।
ন ত্রস্যন্তি দুরাচারাদশ্মযন্ত্রময়া ইব ॥ ১৭ ॥

ন পরিজ্ঞাতো নীরাগাণামকিঞ্চনানাং সঞ্চারযোগ্য আতিথেয়জনসংভৃতো মার্গো যেনেত্যুক্তানার্থঃ। অতএব মরুমার্গমহারণ্যপান্থ। অভিপ্রেতার্থান্তরং তু স্পষ্টম্। হে মিত্র, তেঽত্রাগমনং মদ্দর্শনেন সর্ব্বদুঃখমূলক্ষয়াৎ স্বাগতমস্তু ॥ ১৩॥

তস্যাধরাধ্বগেতি সংবোধনাৎ স্বস্য তদা নভোধ্বগমনং সূচ্যতে। নির্জ্জনগ্রামমাতিথেয়জনশূন্যগ্রামং যথা স্যাত্তথা স্থিতে ইতি শেষঃ। প্রাক্তনগ্রামেষ্বন্নপানপ্রতিশ্রয়াদিলাভাদ্বিশ্রান্তোঽপ্যগ্রে বিশ্রান্তিং ন লপ্স্যসে ইত্যুক্তানার্থঃ। আশয়ার্থে তু হে অধরকর্ম্মাধ্বগ, অস্মিন্ কর্ম্মোপাসনলভ্যদক্ষিণোত্তরায়ণমার্গলক্ষণেঽধ্বনি স্বর্গাদিভূমিষু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বিশ্রান্তোঽপি নির্জ্জনগ্রামং জননং জতো নির্গতজন্মসমূহং যথা স্যাত্তথা মোক্ষবচ্চিরং বিশ্রান্তিং ন লপ্স্যসে ইতি যোজ্যম্ ॥ ১৪ ॥

নৈব বর্ত্ততে পামরাণাং দুর্ব্বাক্যাদিনা প্রত্যুত ক্ষোভকারিত্বাদিত্যুক্তানো ভাবঃ। আশয়ার্থস্তু গ্রামে কর্তৃকরণসংঘাতালয়ে দেবমনুষ্যাদিদেহে। পামরাণাং কামদ্বেষাদীনামালয়ে। যদি মন্যসে বিষয়োপভোগৈর্বিশ্রান্তিরিতি তত্রাহ—তৃড়িতি। তথা চোক্তং যযাতিনা—'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।' ইতি ॥ ১৫ ॥

পল্লবাঃ পুলিন্দজাতিভেদাঃ। আরণ্যকত্বাজ্জনপদস্পন্দাদ্ভীরবস্তমসহমানা ইত্যুক্তানার্থঃ। আশয়ার্থে ত্বেতে কামাদয়ঃ পল্লববৎস্নেহরাগাদিযুক্তা বিবেকস্পন্দভীরবঃ অযথাপথসঞ্চারাঃ অশাস্ত্রীয়মার্গপ্রবণাঃ ॥ ১৬ ॥

কামার্থরাগসদ্বেষপরিনিষ্ঠিতপৌরুষাঃ।
কর্ম্মণ্যাপাতমধুরে রমন্তে দগ্ধবুদ্ধয়ঃ॥ ১৮॥
আভিজাত্যাততোদারা শীতলা রসশালিনী।
নেহ বিশ্বসিতি প্রজ্ঞা মেঘমালা মরাবিব॥ ১৯॥
বরমন্ধগুহাহিত্বং শিলান্তঃকীটতা বরম্।
বরং মরৌ পঙ্গুমৃগো ন গ্রাম্যজনসঙ্গমঃ॥ ২০॥
নিমেষাস্বাদমধুরাঃ ক্ষণান্তরবিরাগিণঃ।
মারণৈকান্তনিরতা গ্রাম্যা বিষকণা ইব॥ ২১॥
বান্তি ভস্মকণাকীর্ণা জীর্ণাঃ সংশীর্ণসদ্মসু।
তৃণপর্ণবনব্যগ্রা গ্রাম্যা ধার্ম্মিকবায়বঃ॥ ২২॥
এবমুক্তেন তেনাহরিদমুক্তস্ততোঽনঘ।
মদ্বাক্যেন সমাশ্বাস্য স্নাতেনেবামৃতাম্ভসা॥ ২৩॥

পান্থ উবাচ।

ভগবন্ কোঽসি পূর্ণাত্মা মহাত্মা কথমাত্মবান্।
পশ্যস্যনাকুলো লোকং গ্রাযযাত্রামিবাধ্বগঃ॥ ২৪॥

ন স্ফুরন্তীত্যাদ্যুভয়তঃ স্পষ্টং যোজ্যম্। অশ্মযন্ত্রময্যাঃ প্রতিমাদয় ইব॥ ১৭-১৮॥

আভিজাত্যং বিশুদ্ধোভয়কুলতা তেনাততা প্রজ্ঞা ইব জনেষু ন বিশ্বসিতি॥ ১৯॥

অন্ধয়তীত্যন্ধা অন্ধকারাবৃতা গুহা তস্যামহিত্বমজগরতা॥ ২০॥

বিষকণা মধুমিশ্রবিষকণাঃ॥ ২১॥

ভস্মকণাকীর্ণা ধূলিধূসরা গ্রামে ভবা গ্রাম্যা যে অধার্ম্মিকা জনাস্তল্লক্ষণা বায়বশ্চণ্ডপবনা বান্তি সঞ্চরন্তি॥ ২২॥

এবং ময়া উক্তেন সম্ভাষিতেন তেন মস্কিনা মদাশয়বোধাদয়ং মামুদ্ধরিষ্যতীতি সম্যগাশ্বাসং প্রাপ্যাহমিদং বক্ষ্যমাণমুক্তঃ॥ ২৩॥

পূর্ণাত্মা ত্বমিতি শেষঃ॥ ২৪॥

কিং ত্বয়া পীতমমৃতং কিং ত্বং সম্রাড়্‌ভ্রাড়থ।
সর্ব্বার্থরিক্তোঽপি চিরং সম্পূর্ণ ইব রাজসে ॥ ২৫ ॥
শূন্যোঽসি পরিপূর্ণোঽসি ঘূর্ণোঽসীব স্থিরোঽসি চ।
ন সর্ব্বমপি সর্ব্বঞ্চ ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব চ ॥ ২৬ ॥
উপশান্তঞ্চ কান্তঞ্চ দীপ্তমপ্রতিঘাতি চ।
নিবৃত্তঞ্চোর্জ্জিতং তাদৃগ্রূপং কিমিতি তে মুনে ॥ ২৭ ॥
ভূসংস্থোঽপি সমস্তানাং লোকানামুপরীব খে।
সংস্থিতোঽসি নিরাস্থোঽসি ঘনাস্থোঽসীব লক্ষ্যসে ॥২৮॥
প্রস্থতং ন পদার্থেষু ন পদার্থাত্মনাস্তি বৈ।
তবেন্দোরিব শুদ্ধস্য মনোঽমৃতময়ং স্থিতম্ ॥ ২৯ ॥
কলাবানকলঙ্কোঽন্তঃশীতলো ভাস্বরঃ সমঃ।
রসায়নভরাপূর্ণঃ পূর্ণেন্দুরিব রাজসে ॥ ৩০ ॥

পূর্ণাত্মতামেব হেতুবিতর্কৈঃ প্রকটয়তি—কিং ত্বয়েতি। সম্রাট্ সর্ব্বলোকেশ্বরঃ। সম্পূর্ণশ্চন্দ্র ইব রাজসে ॥ ২৫ ॥

সাংসারিকদোষদুঃখৈঃ শূন্যোঽসি। নিরতিশয়ানন্দেন জীবন্মুক্তগুণৈশ্চ পরিপূর্ণোঽসি। দেহাত্মপ্রতিসন্ধানাভ্রমদঘূর্ণোঽসীব। পরমার্থে স্থিরোঽসীব। ন সর্ব্বমিতি সমষ্ট্যপবাদাধ্যারোপদৃষ্টিভ্যাম্। ন কিঞ্চিদিতি ব্যষ্ট্যপবাদাধ্যারোপদৃষ্টিভ্যাম্ ॥ ২৬ ॥

ঈদৃশোঽহং কথং ত্বয়া জ্ঞাত ইতি চেত্তদ্রূপদর্শনাদিতি সূচয়ন্নাহ—উপশান্তমিতি। তথাচ শ্রুতিঃ—'রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে' ইতি ॥ ২৭ ॥

মাদৃশানামুদ্ধারে ঘনাস্থোঽসীব লক্ষ্যসে ॥ ২৮ ॥

ইন্দোরিব শুদ্ধস্য তবামৃতময়ং মনঃ ইন্দুকরবৎ পদার্থেষু ন প্রসৃতং নাপ্যোষধিবনস্পতি-সোমাজ্যপয়োন্নাদিপদার্থাত্মনা উপভোগার্হমস্তি যেন ক্ষীয়েত। অতঃ সদৈব পূর্ণং স্থিতমিতি তব চন্দ্রাদতিশয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অস্মদপি তৎসাম্যং বিশেষং চাহ—কলাবানিতি ॥ ৩০ ॥

ত্বদিচ্ছায়ান্তু সদসদ্ভাবং পশ্যামি তে চিতি।
স'সারমণ্ডলমিদং স্থিতং ফলমিবাঙ্কুরে ॥ ৩১ ॥
অহং তাবদয়ং বিপ্র শাণ্ডিল্যকুলসম্ভবঃ।
মঙ্কির্নাম মহাভাগ তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৩২ ॥
গত্বা সুদূরমধ্বানং দৃষ্ট্বা তীর্থানি সম্প্রতি।
চিরকালেন সদনমাত্মীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩৩ ॥
ন চ মে গন্তুমুদ্যোগো বিরক্তমনসো গৃহম্।
দৃষ্ট্বা তড়িৎসকাশানি ভূতানি ভুবনোদরে ॥ ৩৪ ॥
ভগবন্ সত্যমাত্মানং কথয়েহানুকম্পয়া।
গম্ভীরাণি প্রসন্নানি সাধুচেতঃসরাংসি হি ॥ ৩৫ ॥
দর্শনাদেব মিত্রত্বং কুর্ব্বতাং মহতাং পুরঃ।
কমলানীব ভূতানি বিকসন্ত্যাশ্বসন্তি চ ॥ ৩৬ ॥
মমেদঞ্চ মনো মোহাৎ সংসারভ্রমসম্ভবম্।
মন্যে হাতুং ন সমর্থং স ত্বং বোধানুকম্পিতৈঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং হিরণ্যগর্ভসাম্যং ততো বিশেষশ্চ তেঽস্তীত্যাহ—ত্বদিচ্ছায়ামিতি। সার্ব্বজ্ঞসর্ব্বশক্ত্যাদিসম্পন্নস্য তে চিতি আত্মনি অঙ্কুরে কাণ্ডাদিফলান্তং বৃক্ষরূপমিবেদং সংসারমণ্ডলং সর্গযোগ্যতয়া স্থিতং পশ্যামি সম্ভাবয়ামি। তৎসর্গার্থং ত্বদিচ্ছায়াং তু সদসদ্ভাবং পশ্যামি সংবেদ্মি। যদীচ্ছসি তর্হি ত্বমপি জগৎ স্রষ্টুং শক্নোষ্যেব পরন্তু নেচ্ছসীত্যয়ং ততো বিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

এবং প্রশংসয়াভিমুখীকৃতায় বশিষ্ঠায় স্ববৈরাগ্যাদিসাধনসম্পত্ত্যোপদেশার্হতাং দর্শয়িতুং স্বগোত্রনামাদি কীর্ত্তয়তি—অহমিত্যাদিনা ॥ ৩২-৩৩ ॥

তড়িৎসকাশানি ক্ষণভঙ্গুরাণি ॥ ৩৪ ॥

আত্মানং নামগোত্রাদিনা কথয়েত্যুক্তানার্থঃ। সত্যমিতি। বিশেষণস্বারস্যাৎ পরমাত্মানমুপদিশেত্যাশয়ার্থঃ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তমেবাশয়ং স্ফুটমাহ—মমেতি। অপ্যর্থে চকারঃ। মমেদমীষদ্বিবেকশাল্যপি মনো মোহাদজ্ঞানসংশয়প্রাবল্যাৎ সংসারভ্রমসম্ভবং দুঃখং হাতুং নিঃশেষমুচ্ছেত্তুং বিনা গুরূপদেশং স্ববিমর্শকৌশলমাত্রেণ ন সমর্থমিতি মন্যে পুনঃপুনর্মননেন নিশ্চিত-

বশিষ্ঠ উবাচ।

বশিষ্ঠোঽস্মি মহাবুদ্ধে মুনিরস্মি নভোগৃহঃ।
কেনাপ্যর্থেন রাজর্ষেরিমং মার্গমুপস্থিতঃ॥ ৩৮॥
মা গা বিষাদং পন্থানমাগতোঽসি মনীষিণম্।
প্রায়ঃ প্রাপ্তোঽসি সংসার-সাগরস্য পরং তটম্॥ ৩৯॥
বৈরাগ্যবিভবোদারা মতিরুক্তিরপীদৃশী।
আকৃতিঃ শান্তরূপা চ ন ভবত্যমহাত্মনঃ॥ ৪০॥
মণির্মধুরকাষেণ যথৈতি বিমলাত্মতাম্।
তথা কষায়পাকেন চিত্তমেতি বিবেকিতাম্॥ ৪১॥
কিং জ্ঞাতুমিচ্ছসি কথং সংসারং হাতুমিচ্ছসি।
উপদিষ্টমহং মন্যে সম্পাদয়তি কর্ম্মভিঃ॥ ৪২॥
বিমলবাসন উত্তমমানসঃ
পরিবিবিক্তমতির্জনতেজসা।

বানস্মি। অতঃ স প্রাগ্বর্ণিতমদুদ্ধরণসামর্থ্যস্ত্বং রহস্যবোধানুকূলৈরুপদেশানু-কম্পিতৈর্মেঽহসংশয়োচ্ছেদেন দুঃখক্ষয়সমর্থং কুর্ব্বিতি শেষঃ॥ ৩৭॥

রাজর্ষেরজস্য। কেনাপি যাজনাদিরূপেণার্থেন॥ ৩৮॥

পরং তটং পরতীরম্॥ ৩৯॥

মনীষিণাং পন্থানমহং প্রাপ্ত ইত্যত্র কিং লিঙ্গং তদাহ—বৈরাগ্যেতি। অমহাত্মনো জ্ঞানাধিকারভাগ্যহীনস্য॥ ৪০॥

বিবেকোদয়োঽপি চিত্তকষায়পাকে তব লিঙ্গমিত্যাহ—মণিরিতি। মধুরেণ মৃদুনা কাষেণ শাণঘর্ষণেন॥ ৪১॥

শিষ্যো গুরুণোপদিষ্টমর্থং পুনঃ পুনঃ স্বপরিশীলনাজ্জ্ঞাতাংশং পুনঃ প্রশ্নাবধারণাদিকর্ম্মভির্যতঃ ফলপর্য্যবসিতং সম্পাদয়তি অতস্ত্বং স্বাজ্ঞাতজিজ্ঞাসিতাংশং বদেত্যর্থঃ॥ ৪২॥

খলু যস্মাদ্ধেতোর্ঘঃ শিষ্যো বিমলা রাগাদিমলশূন্যা বাসনা যস্য। অতএবোত্তম-বৈরাগ্যাদিসাধনত্রয়সম্পন্নমানসো ভবতি পরিবিবিক্তা নিত্যানিত্যসারাসারাদি-

পদমশোকমলং খলু যুজ্যতে
জনিতিতীর্ষুমতেরিদমুচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে মঙ্ক্যুপাখ্যানে মঙ্কিনির্ব্বাণং
নাম ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ।

বিবেকশালিনী মতির্যস্য তথাবিধশ্চ। স এব গুরুজনস্যোপদেশতেজসা অশোকমাত্ম-তত্ত্বপদং প্রাপ্তুং যুজ্যতে যোগ্যো ভবতি নেতরঃ। অতঃ কারণাজ্জনিভ্যো জন্মাদিসর্ব্বদুঃখেভ্যস্তিতীর্ষুরুত্তরণেচ্ছুর্মতির্যস্য তথাবিধস্য সম্ভাষণপরীক্ষণেন জ্ঞাতাধিকারস্যৈব তব ময়েদমুচ্যতে নান্যাদৃশস্য। অতঃ স্বপূর্ব্বোত্তরবৃত্তান্তং বদেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

মমেত্যুক্তবতো মঙ্কির্বিনিপত্য স পাদয়োঃ।
উবাচানন্দপূর্ণাক্ষমিদং মার্গে বহন্ বচঃ ॥ ১ ॥

মঙ্কিরুবাচ।

ভগবন্ ভূরিশো ভ্রান্তা দিশো দশ দৃশো যথা।
ময়া ন তু পুনঃ সাধুর্লব্ধঃ সংশয়নাশকৃৎ ॥ ২ ॥
সমস্তদেহসারাণাং সারস্যাপ্য ফলং ময়া।
খিন্নোঽস্মি ভগবন্ পশ্যন্ দশাঃ সংসারদোষদাঃ ॥ ৩ ॥
পুনর্জাতং পুনর্নষ্টং সুখদুঃখভ্রমঃ সদা।
অবশ্যম্ভাবিপর্য্যন্ত-দুঃখত্বাৎ সকলান্যপি ॥ ৪ ॥

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিদোষাদ্যৈঃ সহ বিস্তরাৎ।
সাংসারিকং স্বদুঃখৌঘং মঙ্কিনেহোপবর্ণ্যতে ॥

স মঙ্কিঃ ইতি এবমুক্তবতো মম পাদয়োর্বিনিপত্য আনন্দবাষ্পপরিপূর্ণাক্ষং যথা স্যাত্তথা মার্গে মাং বহন্ সন্নানন্দপূর্ণমক্ষমিন্দ্রিয়কলাপং বহন্নিতি বা ইদং বক্ষ্যমাণমুবাচ ॥ ১ ॥

হে ভগবন্, স্বসংশয়বিচ্ছেদায়োপদেশকুশল, সাধ্বন্বেষণপরেণ ময়া দৃশো দৃষ্টয়ো যথা দিক্ষু ভূরিশো ভ্রমন্তি তথা দিশো ভ্রান্তাঃ ॥ ২ ॥

অত্র ময়া তল্লাভাৎ সমস্তেষু দেবাসুরতির্য্যগাদিদেহেষু সারাণাং ব্রাহ্মণদেহানাং মধ্যে জ্ঞানাধিকারসম্পত্ত্যা সারস্য স্বদেহস্য ফলং লব্ধমিতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

খেদমেব হেতুভিঃ সহ প্রপঞ্চয়তি—পুনরিত্যাদিনা। জাতং জন্ম। নষ্টং মরণম্। ননু সদা দুঃখভ্রম ইতি কুতঃ সুখানামপি সংসারেঽনুভূয়মানত্বাত্তত্রাহ—অবশ্যমিতি। সকলান্যপি সুখান্যবশ্যং ভাবিপর্য্যন্তদুঃখত্বাদতিদুঃখান্যত্যন্তদুঃসহানি দুঃখান্যেবেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

সুখান্যেবাতিদুঃখানি বরং দুঃখান্যতো মুনে ।
দৃঢ়দুঃখবদন্তত্বাৎ দুঃখয়ন্তি সুখানি মাম্ ॥ ৫ ॥
তথা রাম যথা দুঃখমেব মে সুখতাং গতাম্ ।
বয়োদশনলোমান্তৈঃ সহ জর্জ্জরতাং গতম্ ॥ ৬ ॥
উচ্চৈঃপদে পাতপরা বুদ্ধির্নাধ্যবসায়িনী ।
সুপ্রবালং কুসঙ্কল্পাদ্ গহনং ন প্রকাশতে ॥ ৭ ॥
মনঃ পিপ্পলপল্ল্যলৈরিব কুগ্রামকোটরম্ ।
বাসনাঙ্গবহৈর্গৃধ্রৈর্নিত্যং পাপীয়সী স্থিতিঃ ॥ ৮ ॥
কণ্টকদ্রুমবল্লীব করালকুটিলা মতিঃ ।
আয়ুরায়াসশালিন্যা যামিন্যেব তমোহন্ধয়া ॥ ৯ ॥

অত এভ্যঃ সুখেভ্যো দুঃখান্যেব বরম্ । অবিচ্ছিন্না দুঃখপরম্পরা হি জলচরৈস্তচ্ছীততেবাভ্যাসাৎ সহ্যাপি স্যাৎ সুখবিচ্ছিন্নাভ্যাসাত্তু সা দুঃসহেতি ভাবঃ। প্রবলতরদুঃখানুবন্ধিত্বাদ্বা কোদ্রবান্নজীবনে দুঃখাপেক্ষয়া বিষসংপৃক্তমোদকাস্বাদসুখেষ্বিব ক্ষুদ্রদুঃখপরম্পরাপেক্ষয়া ভোগসুখেষু দ্বেষ্যতাধিক্যমুচিতমিত্যাহ—দৃঢ়েতি ॥ ৫ ॥

হে রাম হে সৌম্যেতি বশিষ্ঠসংবোধনম্ । সুখানি মাং তথা দুঃখয়ন্তি যথা মে দুঃখমেব সুখতাং গতং ভবতীত্যন্বয়ঃ । ইদানীং তত্ত্বজ্ঞানানুপযুক্তানাং বয়ঃপ্রভৃতীনাং বৃথা জীর্ণতামনর্থপরম্পরাবীজতাং চ দর্শয়তি—বয় ইত্যাদিনা। জর্জ্জরতাং শিথিলতাম্ ॥ ৬ ॥

উচ্চৈঃ পদে উত্তরোত্তরভোগোৎকর্ষস্থানে পাতোঽভিলাষস্তৎপরা বুদ্ধির্ন পরমপুরুষার্থসাধনাধ্যবসায়িনী । মনস্তূত্তরোত্তরং বর্দ্ধমানৈঃ রাগপল্লবৈঃ সুপ্রবালং পল্লবিতমতীতভোগ্যকোটিগোচরশোকমোহাদিকুসংকল্পাচ্চ গহনং দুর্বিবেকমতএব স্বস্বদোষাদিসাক্ষিবিবেকেন ন প্রকাশতে ॥ ৭ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ—পিপ্পলেতি। পিপ্পলানামশ্বত্থাদীনাং পল্ল্যলৈঃ প্লবমানৈঃ শুষ্কপর্ণাদিসংচয়ৈর্গহনং কুগ্রামান্তরালামিব স্থিতির্জীবিকাপি নানাভোগবাসনাপূতিগন্ধানঙ্গে বহন্তীতি বাসনাঙ্গবহৈরতএব গৃধ্রৈর্গৃধ্রপ্রায়ৈরিন্দ্রিয়ৈঃ কুগ্রামস্থিতিরিব নিত্যং পাপীয়সী ॥ ৮ ॥

মতিশ্চ করঞ্জাদিকণ্টকবল্লীব করালা কুটিলা চ। আয়ুশ্চ আয়াসশালিন্যা

অক্ষীবানাগতালোকং ক্ষীণং সন্ততচিন্তয়া ।
ন কিঞ্চিদ্রসমাদত্তে নষ্টৈবাপি ন নশ্যতি ॥ ১০ ॥
ন পুষ্পিতা ন ফলিতা তৃষ্ণাশুষ্কলতেব নঃ ।
কর্ম্ম কর্ম্মণি নির্ম্মগ্নং বাসনাখ্যমকর্ম্মণে ॥ ১১ ॥
জীবিতঞ্চ জনে জীর্ণং নৈবোত্তীর্ণো ভবার্ণবঃ ।
দিনানুদিনমুচ্ছূনা ভোগাশা ভয়দায়িনী ॥ ১২ ॥
পূর্ণাপূর্ণাত্মনি ক্ষীণাঃ শ্বভ্রকণ্টকবৃক্ষবৎ ।
চিন্তাজ্বরবিকারিণ্যো লক্ষ্ম্যাঃ খলু মহাপদঃ ॥ ১৩ ॥
সম্পন্নমক্ষতং সাপি বিপ্রলম্ভেন জৃম্ভতে ।
অন্তঃস্ফুরিতরত্নেহং ভাস্বরং বাহন্ধকোটরম্ ॥ ১৪ ॥

তমোন্ধয়া সংততবিষয়া চিন্তয়া অনাগতালোকমপ্রাপ্তদীপাদিপ্রকাশমক্ষি চক্ষুস্তমোন্ধয়া যামিন্যেবাপ্রাপ্তব্রহ্মদর্শনালোকং বৃথা ক্ষীণমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

তৃষ্ণা শুষ্কলতেব ন কিঞ্চিদ্বিবেকরসমাদত্তে পুনঃ পুনর্মোঘীভাবান্নষ্টাপি ন নশ্যতি ॥ ১০ ॥

নমু কর্ম্মভিরেব তবোদ্ধারঃ কিং ন স্যাত্তত্রাহ—কর্ম্মেতি। যৎকিঞ্চিন্নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম কৃতং তৎ প্রাক্তনদুষ্কর্ম্মরাশৌ কতিপয়ভাগক্ষপণেন নির্ম্মগ্নম্ উপক্ষীণমিতি যাবৎ। ভোগবাসনাখ্যং তু বীজমুত্তরোত্তরানর্থহেতবে অকর্ম্মণে কাম্যনিষিদ্ধকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি শেষঃ ॥ ১১ ॥

জনে পুত্রকলত্রবান্ধবভৃত্যাদাবাসক্ত্যা জীর্ণম্ ॥ ১২ ॥

লক্ষ্ম্যা অর্জ্জনার্থা মহাপদস্ত শ্বভ্রোৎপন্নকণ্টকবৃক্ষবৎ পুত্রমিত্রপশুধনাদিভিঃ কদাচিৎ পূর্ণে কদাচিদপূর্ণাত্মনি চ গৃহে চিন্তাজ্বরৈর্বিকারিণ্যঃ ক্ষীণাঃ ক্ষপিতাঃ ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মীর্বহুতরধনাদিভিঃ সম্পন্নং শস্ত্রাদিভিরক্ষতমপি পুরুষং ভূয়োভূয়ঃ প্রলোভ্য দূরমাকৃষ্য শক্রদস্যুবশ্যতাপাদনেন সর্ব্বসম্পন্নাশশস্ত্রঘাতাদিদুঃখপর্য্যবসায়িনী বিপ্রলম্ভেন জৃম্ভতে। যথা সর্পশিরোমণিনা ভাস্বরমন্ধকোটরং সান্ধকারশ্বভ্রমন্তরদৃষ্টসর্পং স্ফুরিতরত্নেহং পুরুষং স্বান্তঃ প্রবেশ্য সর্পদংশাদিবিপ্রলম্ভেন জৃম্ভতে তদ্বৎ। ইবার্থে বাশব্দঃ। রম্ভেহমিতি পাঠে অন্তঃপ্ররূঢ়সফলকদলীকং তাদৃশশ্বভ্রং দৃষ্টান্তঃ ॥ ১৪ ॥

কল্লোলকলিলং শূন্যং চেতঃ শুষ্কাব্ধিদুর্ভগম্ ।
মামিন্দ্রিয়ার্থৈকপরং ন স্পৃশন্তি বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥
সকণ্টকমমেধ্যস্থং শ্লেষ্মাতকমিব দ্রুমম্ ।
অসদেব মহারম্ভং চলদর্জ্জুনবাতবৎ ॥ ১৬ ॥
মনো মরণমপ্রাপ্তং শূন্যং দুঃখায় বল্গতি ।
শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কচন্দ্রতারকধারিণী ॥ ১৭ ॥
অহম্ভাবোল্লসদ্‌যক্ষা ক্ষীণা নাজ্ঞানযামিনী ।
অজ্ঞানধ্বান্তমত্তেভ-সিংহঃ কর্ম্মতৃণানলঃ ॥ ১৮ ॥
উদিতো ন বিকারার্কো বাসনারজনীক্ষয়ঃ ।
অবস্তু বস্তুবদ্‌বুদ্ধং মত্তশ্চিত্তমতঙ্গজঃ ॥ ১৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি নিকৃন্তন্তি ন জানে কিং ভবিষ্যতি ।
শাস্ত্রদৃষ্টিরপি প্রাজ্ঞৈর্নাশ্রিতা তরণায় যা ॥ ২০ ॥
সাপ্যদৃষ্টিরিবান্ধ্যায় বাসনাবেশকারিণী ।

চেতশ্চিত্তমপ্যাশাসহস্রকল্লোলৈঃ কলিলমস্বচ্ছং সর্ব্বতঃ প্রধাবনেঽপ্যর্থশূন্যমতএব শুষ্কাব্ধিরিব দুষ্পূরত্বাদ্দুর্ভগমতএব চিত্তপরবশমিন্দ্রিয়ার্থৈকপরং মাং বিবেকিনো ন স্পৃশন্তি উপেক্ষন্তে ॥ ১৫ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ—সকণ্টকমিতি। মনোঽপি বিমর্শে অসদেব মহান্তঃ কর্ম্মারম্ভা যস্মাত্তথাবিধম্। অর্জ্জুনবাতো বাতরোগবিশেষঃ সদৈব ভ্রমণকারী যথা দেহে চলতি তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥

বহুশো মৃতেঽপি ময়ি মরণমপ্রাপ্তমভিলষিতার্থশূন্যং দুঃখায়ৈব বল্গতি ধাবতি। ননু শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কাদ্যুপায়ৈর্মনো নিগৃহ্য তামিতি চেদ্যাবজ্জ্ঞানফলবিবেকার্কো-দয়েনাজ্ঞানযামিনী ন ক্ষীণা তাবচ্ছাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কাদয়শ্চন্দ্রতারকবন্নাত্যন্তিকমনো-ভ্রমবিনাশায় ক্ষমন্ত ইত্যাশয়েনাহ—শাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৭ ॥

অহংভাব এব উল্লসন্ বালকল্পিতযক্ষো যস্যাম্ ॥ ১৮-২০ ॥

সেবাদিনা বশীকৃতৈঃ প্রাজ্ঞৈরুপায়ৈর্যা নাশ্রিতা সাপি মে অদৃষ্টির্দৃষ্টিবিঘাত ইবান্ধ্যায় সম্পন্নেত্যন্বয়ঃ। এবং বর্ণিতরীত্যা সর্ব্বতোঽপ্যনর্থপ্রসক্ত্যা অতিসংমোহে

তদেবমতিসম্মোহে যৎ কার্য্যমিহ দারুণে।
উদর্কশ্রেয়সে তাত তন্মে কথয় পৃচ্ছতে ॥ ২১ ॥

শাম্যন্তি মোহমিহিকাঃ শরদীব সাধৌ
প্রাপ্তে ভবন্তি বিমলাশ্চ তথাখিলাশাঃ।
সত্যেতি বাগ্ ভবতু সাধুজনোপগীতা
মদ্বোধনেন ভবতা ভবশান্তিদেন ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে মঙ্ক্যুপাখ্যানে মঙ্কিবৈরাগ্যং নাম চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

মগ্নস্য মম তদুত্তরণায় উদর্কে শ্রেয়সে মোক্ষায় চ যৎ কার্য্যং তৎ কথয়েতি সম্বন্ধঃ ॥ ২১ ॥

হে ভগবন্, শরদি শরৎকালে ইব নির্ম্মলস্বচ্ছজ্ঞানবিবেকাদিজ্যোতির্গণমণ্ডিতে সাধৌ গুরৌ প্রাপ্তে সতি আকাশস্যেব শিষ্যস্য মোহলক্ষণা মিহিকাঃ শাম্যন্তি। অখিলা আশা দিশ ইব মনোরথাশ্চ বিমলা নিরস্তরাগাদিরজোমলা ভবন্তি ইতি লোকে প্রসিদ্ধা সাধুজনৈরুপগীতা বাক্ ভবতা কৃতেন মদীয়ভবশান্তিদেন মদ্বোধনেন সত্যা অবাধিতার্থা ভবত্বিতি প্রার্থনা ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুর্ব্বিংশ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সংবেদনং ভাবনঞ্চ বাসনা কলনেতি চ।
অনর্থায়েহ শব্দার্থো বিগতার্থো বিজৃম্ভতে ॥ ১ ॥
বেদনং ভাবনং বিদ্ধি সর্ব্বদোষসমাশ্রয়ম্।
তস্মিন্নেবাপদঃ সন্তি লতা মধুরসে যথা ॥ ২ ॥
সংসারমার্গে গহনে বাসনাবেশবাহিনঃ।
উপযাতি বিচিত্রৌঘৈর্ব্বৃত্তবৃত্তান্তসন্ততিঃ ॥ ৩।
বিবেকিনো বাসনয়া সহ সংসারসম্ভ্রমঃ।
ক্ষীয়তে মাধবস্যান্তে শনৈরিব ধরারসঃ ॥ ৪ ॥

সংবেদনাদ্যবিদ্যোত্থং বন্ধবীজচতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিদ্যা চ তন্নিহন্ত্যত্র বর্ণ্যতে ॥

এবং মস্কিনা স্বসংসারানর্থমুপবর্ণ্য তন্নিরাসোপায়ে পৃষ্টে তদ্বীজাদ্যপরিজ্ঞানে তন্নিরসনোপায়া ন সংপাদয়িতুং শক্যা ইতি তদ্বীজচতুষ্টয়মুপপাদয়িতুমুপদিশতি— সংবেদনমিতি। প্রথমমিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়োপভোগলক্ষণং সংবেদনমপগতে বিষয়ে তদ্গুণানুসন্ধানেন পুনঃ পুনর্ভাবনং তেন তদাকারলাঞ্ছনরূপা চিত্তে দৃঢ়বাসনা তয়া চ মরণাদিকালেঽপি ভাবিদেহাদ্যারম্ভানুকূলা কলনা তৎস্মৃতিরিতি চতুর্ব্বিধ ইহ সংসারে অনর্থায় সর্ব্বানর্থবীজভূতো মিথ্যাভূতার্থ-গোচরত্বাৎ স্বয়ং মিথ্যা-ভূতত্বাচ্চ বিগতার্থঃ শব্দার্থঃ পদার্থোঽবিদ্যয়া বিজৃম্ভতে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তত্রাদ্যয়োরত্যন্তমনর্থতা অন্ত্যয়োস্ত তৎপৃষ্টভাবেনেত্যাশয়েনাহ—বেদনমিতি। তত্রাপি ভাবনং মহাননর্থ ইত্যাশয়েনাহ—তস্মিন্নিতি। যথা পুষ্পপল্লবাদিসমৃদ্ধা লতা মধুমাসপ্রবর্ত্তিতে তদ্রসে সন্তি তৎপরিণামত্বাল্লতাসর্ব্বস্বস্য তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২-৩ ॥

অতএব বিবেকিনো বিষয়দোষভাবনয়া ব্রহ্মভাবনয়া চ তৎক্ষয়ে বাসনয়া সহ সর্ব্বোঽপি সংসারঃ ক্ষীয়ত ইত্যাহ—বিবেকিন ইতি ॥ ৪ ॥

অস্যাঃ সংসারশল্লক্যা বাসনোৎসেধকারিণী।
কদল্যা বনজালিন্যা রসলেখেব মাধবী ॥ ৫ ॥
সংসারাঙ্ঘ্যতয়োদেতি বাসনাত্মা রসশ্চিতৌ।
যথা বনতয়া তস্থৌ মধুমাসরসঃ ক্ষিতৌ ॥ ৬ ॥
চিন্মাত্রাদমলাচ্ছূন্যাদৃতে কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
নান্যৎ কিঞ্চিদপর্য্যন্তে খে শূন্যত্বেতরদ্‌যথা ॥ ৭ ॥
বেদনাত্মা ন সোঽস্ত্যন্য ইতি যা প্রতিভা স্থিরা।
এষাঽবিদ্যা ভ্রমস্ত্বেষ স চ সংসার আততঃ ॥ ৮ ॥
অনালোকনসংসিদ্ধ আলোকেনৈব নশ্যতি।
অসদাত্মা সদাভাসো বালবেতালবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বদৃশ্যদৃশো বাধে বোধসারতয়ৈকতাম্।
যান্ত্যশেষমহীপীঠ-সরিৎপূরা ইবার্ণবে ॥ ১০ ॥

উত্তরসংসারস্য তু বাসনৈব প্রবর্ত্তিকেত্যাহ—অস্যা ইতি। শল্লকী সকণ্টক-গুল্মবিশেষঃ ॥ ৫ ॥

চিতৌ অজ্ঞানাশ্রয়জীবচৈতন্যে ॥ ৬ ॥

পরমার্থাপলাপহেতুং তদাবরণমজ্ঞানং দর্শয়িতুং পরমার্থং প্রথমমাহ—চিন্মাত্রাদিতি। শূন্যাদদ্বয়াচ্চিন্মাত্রাদৃতে চিৎসত্তাস্ফূর্ত্তিভ্যামেব জগৎসত্তাস্ফুর্ত্ত্যোঃ সর্ব্বানুভবসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। সতঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যা তু নান্যৎ কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধম্। যথা খে শূন্যত্বেতরদপ্রসিদ্ধং তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

এবং সর্ব্বতঃ সর্ব্বদা স্ফুরন্নপি স চিন্মাত্ররূপো বেদনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যোঽন্যো নাস্তি ন ভাতি চেত্যসত্ত্বাভানাপাদিকা যা স্থিরা অনাদিঃ প্রতিভা ভ্রান্তিরেষৈবাবরণশক্তি-প্রাধান্যেনাবিদ্যাবিক্ষেপ-শক্তি-প্রাধান্যেন ভ্রমস্তদুভয়ফলরূপেণ সংসার ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যামূলপ্রসাধনফলং দর্শয়তি—অনালোকনেতি ॥ ৯ ॥

ভেদকদৃশ্যোপাধিবাধে সর্ব্বদৃষ্টীনামৈক্যং দর্শয়তি—সর্ব্বেতি ॥ ১০ ॥

মৃন্ময়ন্তু যথা ভাণ্ডং মৃচ্ছূন্যং নোপলভ্যতে।
চিন্ময়াদিতয়া চেত্যং চিচ্ছূন্যং নোপলভ্যতে ॥ ১১ ॥
বোধাববুদ্ধং যদ্বস্তু বোধ এব তদুচ্যতে।
নাবোধং বুধ্যতে বোধো বৈরূপ্যাৎ তেন নান্যতা ॥ ১২ ॥
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যেষু প্রত্যেকং বোধমাত্রতা।
সারস্তেন তদন্যত্বং নাস্তি কিঞ্চিৎ খপুষ্পবৎ ॥ ১৩ ॥
সজাতীয়ঃ সজাতীয়েনৈকতামনুগচ্ছতি।
অন্যোন্যানুভবস্তেন ভবত্যেকত্বনিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥
যদি কষ্ঠোপলাদীনাং ন ভবেদ্বোধরূপতা।
তৎ সদানুপলম্ভঃ স্যাদেতেষামসতামিব ॥ ১৫ ॥
যদা ত্বেষা নু দৃশ্যশ্রীর্বোধমাত্রৈকরূপিণী।
তদান্যেবাপ্যনন্যৈব সতী বোধেন বোধ্যতে ॥ ১৬ ॥

'চিন্মাত্রাদমলাচ্ছূন্যাদৃতে কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে' ইতি যদুক্তং তদ্দৃষ্টান্তৈরুপপাদয়তি—মৃন্ময়মিত্যাদিনা। চিন্ময়তয়া আদিপদাৎ সন্ময়তয়া চ ॥ ১১ ॥

চিন্ময়তয়া স্ফুরতো বিমর্শে চিদৈকরস্যমেব পর্য্যবস্যতীত্যাশয়েনাহ—বোধেতি। বৈরূপ্যাদ্বিরুদ্ধরূপত্বাৎ। বোধাভেদং বিনা স্ফুরণাসিদ্ধেরবোধস্য চ বোধাভেদাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যদি দ্রষ্ট্রাদিত্রিপুট্যা বোধেনাধ্যাসিকমভেদং ব্রূয়াস্তর্হি তস্যা অনৃতত্বাদধিষ্ঠানবোধসারৈকরস্যমেব সিদ্ধমিত্যাশয়েনাহ—দ্রষ্ট্রিতি ॥ ১৩ ॥

পরস্পরমিলনেনাভেদাপত্তিস্তু জলস্য জলেনেব সজাতীয়ানামেব ভবতীতি জগতস্তদনুভবমাত্রত্বে অনুভবানামেকত্বে চিদেকত্বসিদ্ধান্ত এব পর্য্যবসন্ন ইত্যাহ—সজাতীয় ইতি ॥ ১৪ ॥

কাষ্ঠাদীনাং দৃশ্যানাং স্ফুরণাভেদানভ্যুপগমে শশশৃঙ্গবদত্যন্তাভানমেব স্যাদিত্যাহ—যদীতি ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তে তু নায়ং দোষ ইত্যাহ—যদেতি ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বং জগদ্গতং দৃশ্যং বোধমাত্রমিদং ততম্ ।
স্পন্দমাত্রং যথা বায়ুর্জলমাত্রং যথার্ণবঃ ॥ ১৭ ॥
মিশ্রীভূতা অপি হ্যেতে জতুকাষ্ঠাদয়ো যথা ।
মিথোহননুভবে মিশ্রা ঐক্যং হ্যনুভবে মিথঃ ॥ ১৮ ॥
অন্যোন্যানুভবো হ্যৈক্যমৈক্যন্ত্বন্যোন্যবেদনম্ ।
যথাম্ভসোঃ ক্ষীরয়োর্বা ন কাষ্ঠজতুনোরিব ॥ ১৯ ॥
অহমিত্যেব বন্ধায় নাহমিত্যেব মুক্তয়ে ।
এতাবন্মাত্রকে বন্ধে স্বায়ত্তে কিমশক্ততা ॥ ২০ ॥
চন্দ্রদ্বয়প্রত্যয়বন্মৃগতৃষ্ণাম্বুবুদ্ধিবৎ ।
কিমনুত্থিত এবায়মসদেবাহমুত্থিতঃ ॥ ২১ ॥
মমেদমিতি বন্ধায় নাহমিত্যেব মুক্তয়ে ।
এতাবন্মাত্রকে বস্তুন্যাত্মায়ত্তে কিমজ্ঞতা ॥ ২২ ॥

তথা জগদ্বোধমাত্রং বোধানতিরিক্তস্ফূর্ত্তিকত্বাদ্যদ্যদনতিরিক্তস্ফূর্ত্তিকং তত্তন্মাত্রং যথা বায়োঃ স্পন্দ ইত্যনুমানং দর্শয়তি—সর্ব্বমিতি ॥ ১৭ ॥

ননু দৃষ্টান্তে ক্রিয়াক্রিয়াবতোরবয়বাবয়বিনোশ্চ সমবায়েন মিশ্রীভাবমাত্রং ন ত্বত্যন্তৈক্যমিত্যাশঙ্ক্য জতুকাষ্ঠয়োর্বহির্মিশ্রণেঽপি বিবেকানুভবে মিশ্রণাদর্শনাদিহ ত্বনুভবেঽপি তদ্দর্শনেন বৈষম্যাৎ সমবায়াসিদ্ধেরিত্যাশয়েনাহ—মিশ্রীভূতা ইতি ॥১৮॥

অম্ভসোঃ ক্ষীরয়োর্বা অন্যোন্যাত্মতানুভবো হ্যৈক্যম্। দৃক্দৃশ্যপদার্থয়োরপি তু তাদৃশমন্যোন্যবেদনাত্মকমৈক্যমস্ত্যেব ন তু জতুকাষ্ঠবৎ সংযোগমাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

এবং সর্ব্বদৃশ্যানাং চিন্মাত্রত্বেন তৎপদার্থচিতোঽপরিচ্ছিন্নতয়া নিত্যমুক্তত্বে সিদ্ধে ত্বংপদার্থস্যাহমিতি পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিরেব বন্ধায় তত্ত্যাগমাত্রং মুক্তয়ে ইতি ফলিতমিত্যাহ—অহমিত্যেবেতি ॥ ২০ ॥

তদেবোপপাদয়তি—চন্দ্রেতি। অসদহং কিমুত্থিতঃ। অনুত্থিত এবেতি যোজ্যম্ ॥ ২১ ॥

অহন্তাত্যাগে মমতাবন্ধঃ স্বত এবাপৈতি ইত্যাশয়েনাহ—মমেতি। আত্মায়ত্তে স্বাধীনে ॥ ২২ ॥

যঃ কুণ্ডবদরন্যায়ো যা ঘটাকাশয়োঃ স্থিতিঃ।
স সম্বন্ধোঽপি নৈবান্যমৈক্যং হ্যন্যোন্যবেদনম্ ॥ ২৩ ॥
অন্যোন্যাবেদনন্ত্বৈক্যং ভাগশো গতমপ্যলম্।
অজড়ং বা জড়ং বাপি নৈকং রূপং বিমুঞ্চতি ॥ ২৪ ॥
নাজড়ং জড়তামেতি স্বভাবা হ্যনপায়িনঃ।
যচ্চাজড়ং জড়ং দৃষ্টং দ্বৈতি তত্রাস্তি নৈকতা ॥ ২৫ ॥
বাসনাবেশবলিতাঃ কুবিকারশতাত্মভিঃ।
ব্রজন্ত্যধোঽধো ধাবন্তং শিলাঃ শৈলচ্যুতা ইব ॥ ২৬ ॥
ব্যূঢ়ানাং বাসনাবাতৈর্ন্তৃণানামিতস্ততঃ।
তান্যাপতন্তি দুঃখানি তত্র বক্তুং ন পার্য্যতে ॥ ২৭ ॥

অসতা অহঙ্কারেণ সত্যস্যাত্মনঃ কুণ্ডবদরন্যায়েনান্তঃপ্রবেশেন তিরোধানং বা ..কাশন্যায়েন পরিচ্ছেদো বা ন সম্ভাব্য এবেত্যাহ—য ইতি। যেন সম্বন্ধেন তিরোধানমচ্ছেদো বা সিধ্যেৎ স সম্বন্ধোঽপ্যন্যম ত্যন্তভিন্নমহঙ্কারং কল্পয়তো নাস্তি। তস্মাদ্বাস্তবৈক্যমেব চন্দ্রদ্বিত্ববদ্ভেদেনাবিদ্যয়া বিকল্পিতভেদরূপস্যাত্মনঃ স্বপ্রকাশ-বলাৎ স্ফুরণমন্যোন্যবেদনমিব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যে তু জৈমিনীয়া বাস্তবমেব জড়বোধয়োরৈক্যং তদেবাত্মরূপমিতি মন্যন্তে তেষাং তদৈক্যং জাড্যাংশগতং জড়মেব বোধাংশগতমপজড়মেবেত্যেকমপি ন মুঞ্চতীতি জড়াংশে ন স্ফুরেদেব চিদংশে স্ফুরদপি নির্ব্বিষয়মেবেত্যন্যোন্যাবেদনমেব তদৈক্যং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কুতো ন মুঞ্চতি তত্রাহ—নেতি। হি যস্মাৎ কারণাদনপায়িন এব ধর্ম্মাঃ স্বভাবা ইত্যুচ্যতে। যচ্চ ত্বয়া অজড়মেবাত্মরূপং জড়মিত্যংশান্তরতয়া দৃষ্টং তৎ দ্বৈতি ভিন্নমেব। তত্র অজড়ৈকতা নাস্ত্যেবেতি ন জড়বোধৈক্যাত্মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

এবং চেৎ কথমাত্মতত্ত্বংবাদিনো নানাবিধং পরস্পরবিরুদ্ধং বদন্তি তত্রাহ—বাসনাবেশেতি। কুবিকারশতাত্মভিঃ স্ব-স্ব-বাসনাভিরাবেশৈরভিমানৈশ্চ বলিতা বষ্টিতাঃ পরাগ্ দৃষ্ট্যৈব তত্ত্বং পরীক্ষমাণা অধোঽধো ব্রজন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অতএব শ্রৌতদৃষ্টিপরিভ্রষ্টানাং স্ব-স্ব-বাসনাবাতৈর্ব্যূঢ়ানামিতস্ততো নীতানাং তৃণানাং তানি নানাযোনিজন্মমরণনরকাদিলোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধানি দুঃখান্যা-পতন্তি ॥ ২৭ ॥

ভ্রান্ত্বা ভৃশং করতলাহতকন্দুকাভং
লোকাঃ পতন্তি নিরয়েষু রসেন রক্তাঃ।
ক্লেশেন তত্র পরিজর্জ্জরতাং প্রয়াতাঃ
কালান্তরেণ পুনরন্যনিভা ভবন্তি ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে মঙ্ক্যুপাখ্যানে মঙ্কিবোধনং নাম পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

তদেব বর্ণয়ন্নুপসংহরতি—ভ্রান্ত্বেতি। বাসনাভিমানানুসারিরাগাদিরসেন রক্তা লোকা জনা নারীকরতলাহতকন্দুকমিব ভৃশং ভ্রান্ত্বা নিরয়েষু পতন্তি। তত্র চিরং যাতনাঃ ক্লেশেন পরিতো জর্জরতাং প্রযাতাঃ কালান্তরেঽপি স্থাবরকৃমি-কীটাদিজন্মভিরন্যনিভা অন্যসদৃশা এব ভবন্তি পুনর্মানুষ্যং দুর্লভমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সংসারমার্গ-গহনে পতিতস্যাপতন্তি হি।
বৃত্তবৃত্তান্তলক্ষাণি কীটা ইব ঘনাগমে ॥ ১ ॥
সর্ব্ব এব ত্বিমে ভাবাঃ পরস্পরমসঙ্গিনঃ।
অটব্যামুপলানীব ভাবনৈতেষু শৃঙ্খলা ॥ ২ ॥
চিত্তমান্ধ্যায় বৃত্তান্ত-দ্রুমৈর্গহনবৎ স্থিতম্।
রসরঞ্জনয়া লোকে বসন্ত ইব কাননম্ ॥ ৩ ॥
অহোবত বিচিত্রাণি বাসনাবশতোঽবশৈঃ।
ভূতকৈরনুভূয়ন্তে সুখদুঃখানি জন্মসু ॥ ৪ ॥
অহোবতাতিবিষমা বাসনা যদ্বশাজ্জনৈঃ।
অবিদ্যমানৈরেবায়ং ভ্রমোঽন্তরনুভূয়তে ॥ ৫ ॥
আহ্লাদিনোঽমৃতবতঃ শুদ্ধস্যালোককারিণঃ।
শীতলস্যাখিলার্থেষু জ্ঞস্যেন্দোশ্চ কিমন্তরম্ ॥ ৬ ॥

ইহ প্রপঞ্চ্যতেঽনর্থো ভাবনাদ্রসরঞ্জনাৎ।
তচ্ছান্ত্যানর্থসংশান্তির্বিবেকাত্তত্ত্বদর্শনাৎ ॥

এবং স্থাবরাদি-যোনিলক্ষণে সংসারমার্গে পতিতস্য জীবস্যানাদিসংসারে বহুশো বৃত্তানি ছেদনভেদনদহনক্ষুত্তৃড়্জরাজন্মমরণাদিরূপাণি বৃত্তান্তলক্ষাণি পুনরপ্যাপতন্তি হি ॥ ১ ॥

তত্র চ ভাবনৈব মূলমিত্যাশয়েনাহ—সর্ব্ব ইতি। শৃঙ্খলাবৎ পরস্পরগ্রথনহেতুঃ ॥ ২ ॥

তস্যাশ্চ মূলং বিবেকান্ধং রাগদ্বেষাদি রসরঞ্জিতং পূর্ব্ববৃত্তান্তবাসনানিবিড়িতং চিত্তমিত্যাশয়েনাহ—চিত্তমিতি। রসো রাগাদির্ভৌমশ্চ ॥ ৩-৪ ॥

অবিদ্যমানৈর্মিথ্যাভূতৈরেব ত্রিপুটীরূপৈরর্থৈঃ ॥ ৫ ॥

অতএব তীর্ণভ্রমাস্তত্ত্ববিদঃ সুখিন ইতি তান্ প্রশংসতি—আহ্লাদিন ইতি। বিশেষণান্যত্রাগ্রিমশ্লোকয়োশ্চোভয়ত্র তুল্যানি যোজ্যানি ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বাপরমনালোচ্য যৎ কিঞ্চিদভিবাঞ্ছতঃ।
নির্ম্মর্য্যাদস্য মূঢ়স্য বালস্য চ কিমন্তরম্ ॥ ৭ ॥
লব্ধমাপ্রাণপর্য্যন্তং শুভাশুভমনুজ্ঝতোঃ।
আমিষং কো বিশেষোঽস্তি বদ মাকরমূঢ়য়োঃ ॥ ৮ ॥
সর্ব্ব এব ত্বিমে ভাবা দেহদারধনাদয়ঃ।
ক্ষিপ্রমাশুষ্কসিকতা-শরাববিশরারবঃ ॥ ৯ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তমপি যোনিশতেষু তে।
আকল্পং ভ্রমতশ্চিত্ত-শান্তির্নাস্তি শমাদৃতে ॥ ১০ ॥
পর্য্যালোচনমাত্রেণ বন্ধগন্ধো ন বাধতে।
গচ্ছতো মার্গবৈষম্যমিবালোকনকারিণঃ ॥ ১১ ॥
তব নাবহিতং চিত্তং কামঃ কবলয়িষ্যতি।
সাবধানস্য বুদ্ধস্য পিশাচঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১২ ॥
যথেক্ষণপ্রসরণং রূপালোকনমাত্রকম্।
সংবিৎপ্রসৃতিমাত্রাত্ম তথা সাহং জগৎ স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

অবিবেকিনস্ত নিন্দতি—পূর্ব্বাপরমিতি ॥ ৭ ॥

আমিষং বিষয়ং বড়িশামিষং চ প্রাণানাং পর্য্যন্তো মরণং তদবধি অনুজ্ঝতোর-ত্যজতোঃ। মকর এব মাকরো মৎস্যজাত্যুপলক্ষণমেতৎ ॥ ৮ ॥

আশুষ্কসিকতানির্ম্মিতশরাব ইব বিশরারবো নশ্বরাঃ ॥ ৯ ॥

ইদানীং শ্রোতৃচিত্তমেব সংবোধ্যাহ—আব্রহ্মেতি ॥ ১০ ॥

পর্য্যালোচনং বিবেকস্তন্মাত্রেণ। আলোকনং স্বপাদন্যাসপ্রদেশাবলোকনং তৎকারিণঃ ॥ ১১ ॥

অবহিতং সবিবেকাবধানম্। বুদ্ধস্য জাগরূকস্য ॥ ১২ ॥

সাহঙ্কারং জগৎ নির্ব্বিবেকাবধানসংবিৎপ্রসরমাত্রমিত্যাহ—যথেতি। যথা রূপালোকনমাত্রকমেবেক্ষণস্য চক্ষুষঃ প্রসরণং ন তদ্ভিন্নং কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধং তদ্বৎ ॥ ১৩ ॥

যথাক্ষিসংবৃতিঃ সর্ব্ব-রূপালোকশমোঽরিহন্ ।
সংবিৎসংবরণং নাম সর্ব্বদৃশ্যশমস্তথা ॥ ১৪ ॥
অসদেব জগৎ সাহং শুদ্ধা সংবিৎ তনোতি খে ।
ঈষৎপ্রসরণেনাশু স্পন্দনং পবনো যথা ॥ ১৫ ॥
সদিবাসত্যমেবেদমকুর্ব্বত্যন্যমেধতে ।
মৃদা হেম্নেব কুম্ভত্বমপৃথগ্‌লভ্যমাত্মগম্ ॥ ১৬ ॥
শূন্যমাত্রং যথা ব্যোম স্পন্দমাত্রং যথানিলঃ ।
জলমাত্রং যথোর্ম্ম্যাদি সংবিন্মাত্রং তথা জগৎ ॥ ১৭ ॥
অব্যবচ্ছিন্ননির্ভাগ-সংবিন্মাত্রং জগত্রয়ম্ ।
বিদ্ধি শান্তং তথা ব্যোম যথা বারিণি পর্ব্বতম্ ॥ ১৮ ॥
নির্ব্বাণস্যোপশান্তস্য জ্ঞস্য সোদেতি শীততা ।
অন্তর্যত্রেন্দবোঽপ্যেতে দীপ্তজ্বলনবিন্দবঃ ॥ ১৯ ॥

হে কামাদ্যরিষড়্‌বর্গহন্ বহির্মুখসংবিদঃ প্রত্যক্‌প্রবণবৃত্ত্যা সংবরণং স্বাত্মন্যুপরমঃ ॥ ১৪ ॥

সাহমহঙ্কারসহিতং জগৎ শুদ্ধা সংবিদেব অবিবেকপ্রযুক্তেনেষৎ প্রসরণেন খে আবৃতস্বস্বরূপাকাশে তনোতি ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মসংবিৎ পরমার্থতোঽন্যমকুর্ব্বত্যেবাসত্যমেব সদিবেদং জগদ্রূপমেধতে দৃশ্যতে। কথমসত্যমিতি জ্ঞায়তে তত্রাহ—মৃদেতি। যথা মৃদা হেম্না বা আত্মগং স্বাত্মনি কল্পিতং কুম্ভত্বমপৃথগ্‌লভ্যং পৃথক্কৃত্য লব্ধুমশক্যং তথেদং জগদপি চিতঃ পৃথক্কৃত্য লব্ধুমশক্যম্। যদি সত্যং স্যাৎ পৃথক্ লভ্যেতেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

যদ্যদপৃথগ্‌লভ্যং তত্তৎ পৃথক্ সত্তাশূন্যমিতি হেমাদৌ ব্যাপ্তিং দর্শয়তি—শূন্যমাত্রমিতি ॥ ১৭ ॥

অব্যবচ্ছিন্নেতি স্বজাতীয়ভেদনিরাসঃ। নির্ভাগেতি স্বগতভেদনিরাসঃ। বারিণি প্রতিবিম্বিতং পর্ব্বতং পর্ব্বতসদৃশং বৃহৎ তরঙ্গং বা ॥ ১৮ ॥

ইত্থং জগৎতত্ত্বং জানতো ন সাংসারিকতাপপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ—নির্ব্বাণস্যেতি। সা সর্ব্বোৎকৃষ্টা শীততা সর্ব্বতাপোপশান্ত্যুপলক্ষিতা আহ্লাদতা যত্র। যদ্দৃষ্ট্যৈতি যাবৎ ॥ ১৯ ॥

কিং কেন কথমেকান্ত-শান্তাততশিবাত্মনি।
নিরালোকোঽপরালোকঃ শূন্যে জগতি জন্যতে ॥ ২০ ॥
যা সত্তা ব্রহ্মশব্দাখ্যা রূপং সর্ব্বস্য তন্নিজম্।
ন যত্র কাচিদ্বাধাস্তি সর্ব্বং তন্ময়মব্যয়ম্ ॥ ২১ ॥
যদিদন্তু পদার্থত্বং যত্র বাধানুভূয়তে।
যদ্যচ্চ বাধনং প্রেক্ষ্য তন্ন বিদ্মঃ খপুষ্পবৎ ॥ ২২ ॥
জ্ঞ এবাপগতস্বান্তং শান্তমাস্স্ব মহাশ্মবৎ।
অসৌ ন মননং মানমনন্তমজমব্যয়ম্ ॥ ২৩ ॥
আকাশকল্পে স্বে ভাবে তিষ্ঠতোঽঙ্গানিবেদনম্।
ভবত্যভ্যাসদার্ঢ্যেন বিনা স্বপ্নবিকারবৎ ॥ ২৪ ॥
নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব চেততি।
ব্রাহ্মং কর্ত্তৃ জগচ্চিত্রং ন কশ্চিদ্বা ন কিঞ্চন ॥ ২৫ ॥

তত্র প্রকাশান্তরপ্রসক্তিরপি নাস্তীত্যাহ—কিমিতি। জগতি শিবে শূ[ন্যে] সতি অপরালোকঃ কিংস্বরূপঃ কেন সাধনেন কয়া চ ক্রিয়য়া জন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তদেব সর্ব্ববস্তুনামবাধ্যং স্বরূপমিত্যাহ—যেতি ॥ ২১ ॥

বাধ্যং স্বরূপং তর্হি কিং তত্রাহ—যদিতি। পদার্থত্বং নামরূপভাবঃ তচ্চ ত[ৎ] বাধনং চাম্মচ্চ তস্যোৎপত্ত্যাদিবিকারষট্কং তৎ সর্ব্বং প্রেক্ষ্য সম্যগ্ বিমৃশ্যাপি [ন] বিদ্মঃ। যতস্তৎ খপুষ্পবত্তুচ্ছমেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তচ্চ রূপং মনোবিকল্পিতং মনোপগমেঽপৈতীতি শান্তমাস্স্বেত্যাহ—[জ্ঞ] এবেতি। স্বান্তাপগমেন জ্ঞোঽপ্যপগমিষ্যতেবেতি কথং জ্ঞ এবাসম্বেত্যুচ্যতে তত্রাহ—অসাবিতি। মনোপগমে হি নামরূপাত্মকমননং বিকল্পনং তস্মান [চ]ক্ষুরাদি চাপগচ্ছেৎ অসৌ জ্ঞস্তু ন তথা ন কিন্তু অনন্তমজমব্যয়ং ব্রহ্মৈবে[তি] নাপগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হে অঙ্গ, আকাশকল্পে স্বে আত্মভাবে মনোবাধেন তিষ্ঠতো জ্ঞস্য নামরূপয়ো[র]নিবেদনমপ্রতীতিরেব ভবতি যতস্তৎ স্বরূপাবস্থিত্যভ্যাসদার্ঢ্যাভাবাদেব স্ব[প্ন]বিকারবৎ মনসি উদেতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মনোবিকল্পমাত্রং জগদিতি কথং জ্ঞায়তে তত্রাহ—নিরুপাদানেতি। যতে

তনোতি যৎ তদাত্মৈব তস্য তত্র তথা স্থিতম্।
দৃশ্যাভাবাদসদ্দৃশ্যং কেন কঃ ক করোতি কিম্ ॥ ২৬ ॥
অহং সুখীতি সুখিতা অহং দুঃখীতি দুঃখিতা।
সর্ব্ব এব স্বরূপস্থা ব্যোমাত্মানোঽপি পার্থিবাঃ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বেষামেব ভাবানাং চিদাকাশাত্মনামপি।
মিথ্যৈব স্বপ্নশিলানামিব পার্থিবতা স্থিতা ॥ ২৮ ॥
অহন্ত্বোল্লেখতঃ সত্তা ভ্রমভাববিকারিণী।
তদভাবাৎ স্বভাবৈক-নিষ্ঠতা শমশালিনী ॥ ২৯ ॥
হেম্নঃ কটকশব্দার্থৌ ব্যতিরিক্তৌ যথাস্তি তে।
ব্যতিরিক্তা তথা সত্যা নাহন্তাস্তি শমাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥
নির্ব্বাণো নির্ম্মনা মৌনী কর্ত্তাঽকর্ত্তা চ শীতলঃ।
জ্ঞ এব শান্ত এবাস্তে শূন্য এবাভিপূরিতঃ ॥ ৩১ ॥
নির্ব্বাসনাস্পন্দপরো যন্ত্রপুত্রকগাত্রবৎ।
স যথাস্থিতমেবাস্তে জ্ঞঃ সংব্যবহরন্নপি ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মং হৈরণ্যগর্ভং মন এব জগতঃ কর্ত্তৃ নির্মাতৃ তচ্চ নিরুপাদানসংভারং নিরন্তররঞ্জক-দ্রব্যতুলিকাকুর্চ্চাদিসামগ্রীকমেব জগচ্চিত্রমভিত্তৌ নিরাশ্রয় এব সঙ্কল্পমাত্রেণ চেততি পশ্যতি ন কশ্চিদ্বা মনোঽতিরিক্তঃ কর্ত্তা ন কিঞ্চন কার্য্যং চ মানসে স্বপ্নাদৌ দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তচ্চ মনো যত্তনোতি বিস্তারয়তি তত্র সর্ব্বত্র মনোরাজ্যাদাবিব আত্মা স্বয়মেব তথা তত্তদ্বস্ত্বাভাসাত্মনা স্থিতম্। ইত্থং স্বাতিরিক্তদৃশ্যাভাবাৎ কেন কঃ কিং ক করোতি ন কশ্চিৎ কেনচিৎ কচিৎ কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইত্থং চ সুখদুঃখে তৎসাধনীভূতাঃ পার্থিবাদিবিষয়াশ্চ কল্পনোপরমে শূন্যরূপা আত্মরূপা বা সম্পন্না ইত্যাহ—অহমিতি ॥ ২৭ ॥

পার্থিবানামপ্যপার্থিবতা স্বপ্নশৈলবৎ সম্ভাবনীয়েত্যাহ—সর্ব্বেষামিতি ॥ ২৮ ॥

এবঞ্চ সতি যৎ ফলিতং তদাহ—অহংত্বোল্লেখত ইত্যাদিনা ॥ ২৯-৩১ ॥

নির্ব্বাসনত্বাদেব অস্পন্দপরঃ স্পন্দাভিমানশূন্যঃ। যন্ত্রনির্ম্মিতশিলাদিপ্রতিমা-শরীরবৎ ॥ ৩২ ॥

হইয়া, আত্মাতে পরম বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করেন। রাম! এই বিচারবলে জীবন্মুক্তিলাভ হয়। মূর্খেরা রজনীর অন্ধকারে মোহবশতঃ যে প্রাণান্তিক বেতালভয়ে ভীত হয়, এই বিচারই তাহাদের সেই ভয় নিরাকৃত করে। বিচারের অভাবেই অসার সংসার সার ও সত্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, বিচারের অভাবেই অবস্তুকে বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় এবং বিচারের অভাবেই স্ত্রীপুত্রাদি নিতান্ত বিরোধী পদার্থ সকলও সুখের বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেখানে বিচার, সেইখানেই লক্ষ্মী এবং যেখানে অবিচার, সেইখানেই অলক্ষ্মী। সেইরূপ, যেখানে বিচার, সেইখানেই পরম পদ ও যেখানে অবিচার, সেইখানেই পরম বিপৎ। চন্দ্রকিরণ-সম্পর্কে জল যেমন শীতল হয়, বিচার তেমনি সকল সন্তাপ শেষ করিয়া, শরীর শীতল করে। চন্দ্র যেমন নক্ষত্রমালায় সুশোভিত হয়, পরমাত্মারূপ পতাকা ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ চামর দ্বারা তেমনি সদ্বিচারের শোভা হইয়া থাকে। যাহাতে রাগ নাই, দ্বেষ নাই, বিঘ্ন নাই, সেই অনন্যাশ্রয় অনন্ত সুখ বিচাররূপ মহাবৃক্ষের ফল। রাম! সাধু চিত্ত এই বিচারের আশ্রয় এবং পরমপদ ইহার উৎপাদ্য বিষয়।

পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, বাসনাজাল ছিন্ন হইয়া যায়। তখন লোকে উদয়াস্তবিহীন বা ক্ষয়োদয়রহিত হইয়া থাকে এবং দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই বীতরাগ ও বীতচিত্ত হইয়া, তাহার উপভোগে বিনিবৃত্ত হয়। তৎকালে সংসারের ভাবাভাব সমস্ত পরিকলনপূর্ব্বক ইহাতে সাক্ষী রূপে অবস্থিতি করিয়া, কিছুতেই তাহার বিষাদ বা অনুরাগ সঞ্চারিত হয় না। ইহার নাম জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত পুরুষ গত বস্তুতে উপেক্ষা ও

প্রাপ্ত বস্তুতে শানুগত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক, পরিপূর্ণ মহার্ণবের অবস্থাযোগ ভোগ করেন। চিত্তের পূর্ণতাপ্রযুক্ত সুখ দুঃখ কিছুতেই তাঁহার বিকার উপস্থিত হয় না। এই রূপে দীর্ঘ কাল যোগীর ন্যায় জগতে বিচরণ ও সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া, চরমে কৈবল্যপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। রাম! এই সকল সদ্বিচারের প্রত্যক্ষ ফল।

আমি কে? সংসারই বা কি? কিরূপে ইহার শান্তি হইতে পারে? সংসারশান্তিকাম ধীমান্ পুরুষের আপৎকালে প্রযত্নপূর্ব্বক এইরূপে আত্মপ্রতিকার চিন্তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজারা সংশয়স্থলে বিচার দ্বারা কার্য্যের ফলাফল মীমাংসা করেন। বিচার দ্বারা, তুমি-আমি-ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া, দিব্যজ্ঞানযোগ লাভ হয়। তখন দীপালোকে নৈশ অন্ধকারের ন্যায়, জ্ঞানালোকে হৃদয়ের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া থাকে। কি অন্ধকার, কি আলোক, কি তেজ, কি শৈত্য, কি দূর, কি নিকট, কোন বস্তুই বিচাররূপ বিশাল দৃষ্টির অগোচর নহে। বিচার অন্ধকারকে আলোক, দূরকে নিকট, কঠিনকে কোমল ও অগ্নিকেও সলিল করে। দুর্ভেদ্য মায়া ও দুরন্ত ইন্দ্রজালও বিচারের নিকট পরাভূত হয়। যাহার বিচারশক্তি নাই, সে আপনার ছায়া দেখিলেও, ভয় পায়, রজ্জুকেও সর্প ভাবিয়া ব্যাকুল হয় এবং শুক্তিকে রৌপ্য ভাবিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, বিচারহীন ব্যক্তি আপনিই আপনার শত্রু। সে মিত্রকেও শত্রু ও বিষকেও অমৃত বোধ করে। বিচারহীন ও চক্ষুহীন উভয়ই এক পদার্থ। তাহারা সকল বিষয়েই শোকগ্রস্ত। কিন্তু বিচারশালী পুরুষ সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেন।

তথাহি, বিচার অতি চমৎকার পদার্থ, সাক্ষাৎ পরমাত্মার ন্যায় প্রার্থনীয় ও পরমানন্দের ন্যায়, পরমসাধক। অতএব সাধুগণ সর্ব্বথা বিচার আশ্রয় করিবেন। অমৃত যেমন লোকমাত্রেরই প্রিয়, সুবিচারজ্ঞ পুরুষ তেমনি বিদিতাত্মা ব্যক্তিবর্গের বিশেষরূপ প্রীতিভাজন। পথজ্ঞান থাকিলে, যেমন বারবার গর্ত্তে পড়িতে হয় না, বিচারজ্ঞ হইলে তেমনি দুঃখে পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিচারহীন ব্যক্তি যেরূপ সর্ব্বদা রোদন করে, ভীষণ-রোগগ্রস্ত বা বিষময় শরে বিদ্ধদেহ ব্যক্তিও সেপ্রকার রোদন করে না। বিচারহীন অপেক্ষা কীট ও সর্পযোনি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ। অবিচার, সকল অনর্থের হেতু ও সাধুগণের নিন্দনীয়। উহা ত্যাগ করাই মঙ্গল। মহাত্মারা সতত বিচারশীল হয়েন। বিচারই অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধার করে। বিচারই আত্মজ্ঞান সাধন ও সংসারসাগর উত্তীর্ণ করে। আমি কে, এই সংসারই বা কি ও কোথা হইতে আসিল, যথাবিধানে এই প্রকার পরামর্শ করার নাম বিচার। বিচারহীন হৃদয় সাক্ষাৎ পাষাণ, অন্ধ হইতেও অন্ধ এবং মোহের বশবর্ত্তিতাবশতঃ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরা ভোগ করে। বিচারবলে সত্যলাভ ও অসত্য পরিহৃত হইয়া থাকে। বিচারই সাধুস্বরূপপরিজ্ঞানের একমাত্র উপায়। বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তি সমুদ্ভূত হয় এবং আত্মবিশ্রান্তি হইতে মনের সকল দুঃখবিনাশ ও পরমশান্তি সঞ্চরিত হইয়া থাকে। বিচারই উৎকর্ষলাভের উপায় এবং ইহলোক ও পরলোকের সহায়। অতএব তুমি সর্ব্বথা বিচারপরায়ণ হইবে।

সপ্তদশ সর্গ।

(সন্তোষ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সন্তোষ হইতে পরম মঙ্গল ও পরম সুখ সমুৎপন্ন হয়। সন্তুষ্ট ব্যক্তিরা পরম বিশ্রাম অনুভব করেন। সন্তোষরূপ ঐশ্বর্য্য হস্তগত হইলে, সাম্রাজ্যকেও তৃণলববৎ তুচ্ছ জ্ঞান হয়। সন্তোষশালিনী বুদ্ধি সঙ্কটেও উদ্বিগ্ন বা ক্ষীণ হয় না। সন্তোষরূপ অমৃত পান করিয়া, যাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, ভোগশ্রী তাঁহাদের বিষতুল্য বোধ হয়। সন্তোষ ও অমৃত একই পদার্থ; উভয়েই সকল দোষ নাশ ও সকল সুখ সমুদ্ভাবন করে। যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রাপ্ত বিষয়ে রাগ দ্বেষাদি না করেন, তাঁহাকেই সন্তুষ্ট কহে। সন্তোষ ব্যতিরেকে পদে পদেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। সন্তুষ্ট লোক সদা সুখী। সূর্য্যকিরণে পদ্মের ন্যায়, সন্তোষসম্পর্কে লোকের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মলিন দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায় না, আশাবশে বিবশচিত্ত সন্তোষহীন ব্যক্তির অন্তঃকরণে তেমনি জ্ঞান প্রতিভাত হয় না। এই অকিঞ্চন জীবগণ সন্তোষবলে আধি ব্যাধি অতিক্রম ও অসীম সাম্রাজ্যসুখ ভোগ করে। যাঁহারা সন্তোষামৃত পান করিয়া, তৃপ্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মী তাঁহাদের মুখে ক্ষীরসাগরের ন্যায়, বিরাজ করেন। সন্তোষবলে আত্মানন্দলাভ হইলে, স্পৃহা এক কালেই তিরোহিত হয়। কিঙ্করগণ যেমন রাজার, আধিব্যাধি তেমনি সন্তোষশীল পুরুষের, বশীভূত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ধূলিপটলের ন্যায়, সন্তোষের আশ্রয়ে আত্মার অস্বস্থতা নিরাকৃত হয়। কলঙ্কসম্পর্কপরিশূন্য, শীলসম্পন্ন বিশুদ্ধ বৃত্তির সহায়তায় লোক-

মাত্রেরই পূর্ণচন্দ্রবৎ শোভা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। রাম! শান্তিগুণসম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিলে, যেপ্রকার সন্তোষ সঞ্চরিত হয়, বিপুল ধনাগমেও সেরূপ হয় না। গুণিগণের মধ্যে অনুত্তমশমগুণশালী পুরুষোত্তমগণ দেব ও মহর্ষিগণেরও নমস্য।

অষ্টাদশ সর্গ।

(সাধুসঙ্গ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহু! সাধুসঙ্গ সংসারসমুত্তরণে সবিশেষ সাহায্য করে। বিবেক এই সাধুসঙ্গরূপ মহাবৃক্ষের পুষ্প। যত্নপূর্ব্বক উহা রক্ষা করিলে, মোক্ষফল লাভ করা যায়। সাধুসঙ্গ দুঃখকে সুখ, মৃত্যুকে উৎসব ও বিপৎকে সম্পদরূপে পরিণত করে। শিশিরে পদ্ম যেমন বিনষ্ট ও বায়ুবেগে মেঘ যেমন বিভ্রষ্ট হয়, সাধুসঙ্গে আপৎ ও মোহ তেমনি নিবারিত, অনায়াসেই সমস্ত সংসার পরাজিত, বিবেক বর্দ্ধিত, অজ্ঞান দূরীকৃত, অপায় ও ব্যাঘাত তিরোহিত, নিত্যবর্দ্ধনশীল পরম নির্বৃতি যাগসংঘটিত, সদাচার প্রকাশিত ও হৃদয়ের অন্ধকারবিনাশী জ্ঞানরূপ প্রভাকর প্রাদুর্ভূত হয়। সাধুসঙ্গরূপ সুনির্ম্মল জাহ্নবীজলে স্নান করিলে, দান, তপোনুষ্ঠান, তীর্থসেবা ও যাগযজ্ঞাদিতে আর প্রয়োজন কি? দুর্ব্বাসনাদি দোষবিহীন, সর্ব্বসংশয়চ্ছেদনকর্ত্তা সাধু পুরুষই মূর্ত্তিমতী তপস্যাদি সৎক্রিয়া। যাঁহাদের মন পরম প্রযত্নপূর্ব্বক আত্মাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, সেই সাধু পুরুষগণ দরিদ্রের নিধির ন্যায়, পরমদর্শনীয়। সাধুসঙ্গে লোকের বুদ্ধি, অপ্সরাগণমধ্যে লক্ষ্মীর ন্যায়, বিরাজমানা হয়। ব্রহ্ম-

জ্ঞানী ও অহঙ্কারবর্জ্জিত সাধুগণ ভবসাগরপারের নৌকা-স্বরূপ। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য। যাহারা নরকানলের নীরদস্বরূপ সাধুদিগকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করে, তাহারাই অসাধু এবং তাহারাই নরকানলের শুষ্ককাষ্ঠ। রাম! সাধুসঙ্গই দারিদ্র্য ও মৃত্যু প্রভৃতি সান্নিপাতিক রোগের মহৌষধ।

সৌম্য! সন্তোষ, তত্ত্ববিচার, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সাধুসঙ্গ, এই সকল উপায়ে ভবসাগর পার হওয়া যায়। সন্তোষই পরম লাভ, তত্ত্ববিচারই পরম জ্ঞান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহই পরম সুখ এবং সাধুসঙ্গই পরম গতি। এই চারিটি আয়ত্ত থাকিলে, ভবসাগরের মোহরূপ অপার সলিলরাশি অনায়াসে উত্তরণ করা যায়। সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির নিমিত্ত উহাদের মধ্যে একটিরও আশ্রয় গ্রহণ করিবে। রাম! ইহাদের মধ্যে একটি আয়ত্ত হইলে, অপর তিনটিও আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সন্তোষ, সৎসঙ্গ, শান্তি ও সদ্বিচার, ইহারা শ্রীর একমাত্র আশ্রয় এবং সমুদায় সদ্গুণের নিত্য অধিষ্ঠান। জয়শ্রী যেমন সমন্ত্রণাসহকৃত বিচারের বশীভূত, সংসারের যাবতীয় সৌভাগ্য তেমন এই চারিটির আশ্রিত। অতএব পুরুষকারপ্রয়োগপূর্ব্বক জিতচিত্ত হইয়া, এই চারিটি বা ইহাদের অন্যতরকে আশ্রয় করিবে। যাবৎ এইরূপ না করা যায়, তাবৎ শ্রেয়োলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই এবং মন যাবৎ এই সকল গুণ উপার্জ্জনে বদ্ধ না হয়, তাবৎ দন্ত দ্বারা দন্তচূর্ণনের ন্যায়, তাহাকে সংযত করিবে। রাম! তুমি পুরুষ, পাদপ, যক্ষ বা দেবতা যাহাই হও, যাবৎ ঐ সকল গুণ সাধনে সমর্থ না হইবে, তাবৎ কোনও উপায়ই

প্রাপ্ত হইবে না। প্রবল ও পরম উপকারী একমাত্র গুণও সদোষ ও বিবসচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত দোষ তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে। আবার, একমাত্র গুণের বৃদ্ধিতে যেমন অশেষদোষ-বিনাশন গুণ সমস্ত বর্দ্ধিত হয়, তেমনি একমাত্র দোষের বৃদ্ধিতে গুণরাশিনাশ সমস্ত দোষের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাম! বাসনা, নদীর ন্যায়; শুভ ও অশুভ উহার দুই কূল। এই নদী মনোমোহপ্রযুক্ত জীবগণমধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ইহা যাহাতে পুরুষকাররূপ বেগবলে শুভ বাসনা রূপ প্রবাহের অনুগামিনী হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন কর; অশুভ-রূপ প্রবল প্রবাহের আঘাতে বিচলিত হইতে হইবে না।

ঊনবিংশ সর্গ।

(গ্রন্থস্বরূপ কথন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! উল্লিখিত বিচারাদি গুণসমূহে যাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত এবং যিনি জড়সঙ্গবিবর্জ্জিত, উন্নতচিত্ত ও বিশুদ্ধস্বভাব, সেই মহাত্মাই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণের যোগ্যপাত্র ও বিচারের উপযুক্ত আধার। সৌম্য! তুমি এই অখণ্ডিত গুণসম্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বক্ষ্যমাণ মোহহর বাক্য সকল শ্রবণ কর। যাহার পুণ্যরূপ কল্পবৃক্ষে ফল প্রসূত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির নিমিত্ত এই কথা শ্রবণে উৎসুক হয়। সাধু ভিন্ন অসাধু অধমদিগের ইহাতে অধিকার বা যোগ্যতা নাই। দ্বাত্রিংশৎসহস্র শ্লোকে সমলঙ্কৃতা এই নির্ব্বাণসংহিতা মোক্ষোপায় নামে পরিগণিতা হইয়া থাকে। ইহাতে বিবিধ সারগর্ভ বিষয়ের সন্নিবেশ

যাছে। রাত্রিতে প্রদীপের আলোকে যেমন বস্তু সকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ এই সংহিতা শ্রবণে মুক্তি-সাধন জ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহা স্বয়ং বা অন্যের নিকট অনুশীলন করিলেও, ভ্রম নিরাকৃত ও সুখ সম্পাদিত হয়। যেরূপ সাবধানে দর্শন করিলে, রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে না, সেইরূপ এই সংহিতা বারংবার আলোচনা করিলে, সংসারকে আর সত্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।

সৌম্য! ছয়টী প্রকরণ, এই সংহিতায় সন্নিবদ্ধ আছে। ঐ সকল প্রকরণই বিবিধ দৃষ্টান্তসার আখ্যায়িকায় অলঙ্কৃত এবং যাহাতে মুক্তি প্রতিপন্ন হয়, তাদৃশ অর্থগর্ভ বাক্য-সমূহে পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে প্রথমের নাম বৈরাগ্য-প্রকরণ। ঐ প্রকরণ অনুশীলন করিলে, জলসিক্ত মহীরুহের ন্যায়, বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে সার্দ্ধসহস্র শ্লোক আছে। তৎসমস্ত অনুশীলন করিলে, বস্তুজ্ঞানের আবির্ভাবে মনের মালিন্য দূর হইয়া যায়।

বৈরাগ্যের পর মুমুক্ষুনামক দ্বিতীয় প্রকরণ সহস্র শ্লোক বিবিধ যুক্তিবাদ ও মুমুক্ষুগণের স্বভাববর্ণনায় অলঙ্কৃত।

মুমুক্ষুর পর উৎপত্তিনামক তৃতীয় প্রকরণ। ইহাতে সপ্তসহস্র শ্লোকে বিবিধ দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকাসহায়ে বিজ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি, তুমি, ইত্যাকার লৌকিক দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদবৈচিত্র্য ইহার বর্ণনীয় বিষয়। ইহা শ্রবণ করিলে, শ্রোতা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, আমি, তুমি, ইত্যাদি অজ্ঞানকল্পনামাত্র; বস্তুতঃ কিছুই নহে এবং এই আকাশও আকাশ বা এই পর্ব্বতও পর্ব্বত নহে। কল্পনা-সম্ভূত পত্তন ও স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সমস্ত যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা,

মনোরাজ্য যেমন নামমাত্র বিস্তৃত, মৃগতৃষ্ণা যেমন ভ্রম-বিজৃম্ভিত, গন্ধর্ব্বনগর যেমন অর্থ বর্জ্জিত, দ্বিচন্দ্র যেমন ভ্রমকল্পিত, অথবা পিশাচ যেমন মোহেরই রচনামাত্র, সংসারও তদ্রূপ, কিছুই নহে। অথবা, যাহার বর্ণ নাই, ভিত্তি নাই ও কর্ত্তা নাই, এরূপ চিত্র যেমন স্বপ্নেই কল্পিত হয়, সংসারও তেমনি কল্পনাময়। অথবা, আকাশে নীল পীতাদি বর্ণ যেমন ভ্রমবশে আরোপিত হয়, সংসারও তেমনি মোহ-কল্পিত। অথবা, চিত্রলিখিত অগ্নি যেমন বাস্তবিক অগ্নি নহে, সংসারও তেমনি অবাস্তবিক। অথবা, চক্রবাকের চীৎকার শুনিয়া,আকাশে জলাশয় কল্পনা করা যেমন মিথ্যা, সংসারও তেমনি কল্পনামাত্র। অথবা, এই সংসার ফলহীন, কুসুমহীন ও ছায়াহীন গ্রীষ্মকালের ন্যায় নীরস, গিরিগুহার ন্যায় শূন্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পঙ্কাদিবিনির্ম্মিত প্রতিমাদির ন্যায় পরমার্থতঃ কিছুই নহে।

উৎপত্তির পরিস্থিতি নামক চতুর্থ প্রকরণ তিন সহস্র শ্লোকে অলঙ্কৃত, বিবিধ ব্যাখ্যান ও আখ্যায়িকায় সুশোভিত এবং জগতের স্বরূপ ও ভ্রম, অহংভাব ও দ্রষ্টৃদৃশ্যক্রম ইত্যাদি বর্ণনীয় বিষয়সমূহে বিভূষিত।

ইহার পর উপশান্তিনামক পঞ্চম প্রকরণ বিবিধ যুক্তি ও পঞ্চ সহস্র শ্লোকে অলঙ্কৃত। পরমপবিত্র এই প্রকরণ অনুশালন করিলে, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আমি, তুমি, সে ও এই জগৎ ইত্যাদি ভেদকল্পনা ভ্রমমাত্র। বন্ধ্যা-নারীর মুখে স্বীয় বীর পুত্রের যুদ্ধাদিকথা যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, অথবা স্বপ্নঘটিত যুদ্ধগর্জ্জন যেমন নিরর্থক,অথবা স্বপ্ন ও কল্পনা-রচিত নগর যেমন অলীক পদার্থ, অথবা সঙ্কল্পকলিত মেঘে

বজ্রধ্বনি যেমন বাস্তবিক নহে, এই সংসারও তদ্রূপ অসার, অলীক ও নিরর্থক। রাম! ইহা শ্রবণ করিলে, জীবন্মুক্তি-লাভ হয়। তখন, আলেখ্যলিখিত সেনা যেমন নামমাত্র, সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন তেমনি এক কালেই অলীক হইয়া থাকে।

উপশান্তির পর নির্ব্বাণনামক ষষ্ঠ প্রকরণ সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোকে সন্নিবদ্ধ। ইহা শ্রবণ করিলে, পরম পুরুষার্থ সাধিত ও সকল কল্পনা পরাহত হয়, নির্ব্বাণমুক্তি সংঘটিত ও আত্মার চিদ্‌বিজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, বিষয়বাসনা বিদূরিত ও আধি ব্যাধি নিরাকৃত হয়, সংসারভ্রম ও সংসারযাতনা নিবারিত হয়, অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রেই পর্য্যবসিত ও কর্ত্তব্যানু-ষ্ঠান জন্য সুনির্ম্মল শান্তি সমুদিত হয় এবং জন্মমরণাদির নিবৃত্তিসহকারে পরম নির্ব্বৃতিযোগ উপস্থিত ও সমুদায় কামনা ফলিত হয়। অধিকন্তু, এই প্রকরণ সবিশেষ অবগত হইলে, ইহা কার্য্য, ইহা কারণ, ইহা কর্ত্তা, ইহা হেয়, ইহা উপা-দেয়, এইপ্রকার জ্ঞান বা দৃষ্টি বিরহিত হয়, দেহ অদেহ ও সংসার অসংসার বলিয়া প্রতীত হয় এবং সমুদায় সাংসারিক ছুর্লীলার ক্ষয়, আশাবিসূচিকার লয় ও অহঙ্কাররূপ বেতালের ভয় অপনীত হয় এবং জীবন্মুক্তি সংঘটিত হইয়া, হৃদয় এরূপ বিস্তৃত করে যে, শত শত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তাহার পরিমাণ করিতে পারেন না।

বিংশ সর্গ।

(দৃষ্টান্তস্বরূপ কথন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, উপ্ত বীজ হইতে যেমন অবশ্যই ফলোৎপত্তি হয়, এই সংহিতা ব্যাখ্যামাত্রে তেমনি পরম জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যদিও মুক্তি ও পৌরুষ প্রতিপাদক অন্যান্য অনেক শাস্ত্র আছে; কিন্তু এই সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। অতএব ন্যায়মার্গানুবর্ত্তী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহারই চর্চ্চা করিবেন। বালকেরও নিকট যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিবে; কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মাও অযুক্ত কথা কহিলে, তাহা তৃণবৎ ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, আমার পূর্ব্ব পুরুষের এই কূপ, এইরূপ ভাবিয়া, সেই কূপজল পান করে, সেই রাগশীল পুরুষের শাসন করা দুঃসাধ্য। উষার সমাগমে আলোকের ন্যায়, এই সংহিতার ব্যাখ্যামাত্রে সদ্বিবেক সমুদিত হয়। রাম! বিচারপূর্ব্বক এই সংহিতার সমালোচন করিলে, ক্রমে ক্রমে যে সংস্কার সমুৎপন্ন হয়, তৎপ্রভাবে পরমপ্রকাশশীল সুবিশুদ্ধ বাক্যসংস্কার ও সত্ত্বগুণময়ী চতুরতার আবির্ভাব হইয়া, সকল লোকের স্নেহ, প্রীতি ও সমাদর আকর্ষণ করে। রাত্রিতে দীপালোকে বস্তুদর্শনের ন্যায়, ইহার আলোচনায় পূর্ব্বাপর সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হয় এবং কামলোভাদি সকল দোষ দূর ও সদ্বিবেক সমুদিত হইয়া, শরৎকালীন দিঙ্মণ্ডলের ন্যায়, অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। যাহার বিবেক নাই, সে সকল বিষয়েই অসিদ্ধ। এই সংহিতার আলোচনায় প্রজ্ঞা সমুদ্ভূত হয়। প্রজ্ঞাবলে ব্যামোহকজ্জল অপনীত ও বস্তুতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। শরীরে বর্ম্ম থাকিলে, বাণ

যেমন তাহা ভেদ করিতে পারে না প্রজ্ঞাবলে ধনাদি বিষয় সকলের অসারতা জানিতে পারিলে, দারিদ্রাদি দোষ সকল তেমন কখনই মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে পারে না এবং সাংসারিক কোন বিভীষিকাই বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। প্রজ্ঞাবলে সকল সংসার ও সকল ব্যামোহ, দিবাভাগে অন্ধকারের ন্যায়, দূর হইয়া যায়! বৎস! রাত্রির অবসানে আলোক ও পদ্মের ন্যায়, প্রজ্ঞা বিকসিত হইলে, রাগ দ্বেষাদি দোষ সকল আর আক্রমণ করিতে পারে না। বিচারপরায়ণ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ সাগরের ন্যায় গাম্ভীর্য্য, মেরুর ন্যায় ধৈর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শৈত্যগুণে সমলঙ্কৃত হয়েন।

সৌম্য। বিচারমার্গের অনুসারী হইলে, জ্ঞানবলে ভেদ-দৃষ্টি তিরোহিত ও জীবন্মুক্তি পরিণত হয় এবং শারদী কৌমু-দীর ন্যায়, বুদ্ধির মলিনতা পরিহৃত, পরমশীতলতা সমুদ্ভূত ও নিরতিশয় প্রকাশশীলতা সমাগত হয়। হৃদয়রূপ আকাশ বিবেকরূপ প্রভাকরপ্রভা ও শমরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইলে, ধূমকেতুর ন্যায়, সর্ব্বদা অনর্থরাশির হেতুভূত রাগ-দ্বেষাদি ভয়াবহ দোষসমূহ তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সৌম্য! শরৎকালের মেঘ যেমন পর্ব্বতে স্থির হইয়া থাকে, বিচারবান্ ব্যক্তি তেমন শান্তি অবলম্বন ও তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, অবিচলিত ভাবে আত্মপদ আশ্রয় করেন। তিনি ভ্রমেও পরনিন্দাদি দোষ সকলের আধার গ্রাম্যতার বশীভূত হয়েন না। বায়ু যেমন আলেখ্যলিখিত লতা বিচলিত করিতে পারে না, কোনরূপ মনোগ্লানিই তেমনি তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, ঐ বুদ্ধি ধর্ম্মভিত্তিতে দৃঢ় লগ্ন ও ধৈর্য্যবন্ধনে গাঢ় বদ্ধ হইয়া থাকে। তিনি তত্ত্বজ্ঞান-

বলে বিষয়সঙ্গরূপ গভীর গর্ত্তে পতিত হয়েন না। এইরূপে সংশাস্ত্রের আলোচনায় চরিত্র পবিত্র হইলে, বুদ্ধি, পতির অনুগতা পতিব্রতার ন্যায়, অবিরোধী কার্য্যের অনুসারিণী হইয়া থাকে।

বৎস! বুদ্ধি সঙ্গ ত্যাগ করিলে, কোটিলক্ষ জগতের যাবতীয় পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে পাওয়া যায়। মন মোক্ষোপায় অবগত হইয়া, শান্তভাব আশ্রয় করিলে, ভোগাভিভব প্রযুক্ত বিষাদ বা আহ্লাদ উপস্থিত হয় না। তখন, সংসারে প্রত্যেক পরমাণুতেই প্রতিক্ষণে যে সৃষ্টিপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তখন কার্য্যফলাদির স্বরূপজ্ঞানে সামর্থ্য থাকিলেও, জড়ের ন্যায়, অনিষ্টে বিরক্তি বা ইষ্টে অনুরক্তি উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, ইষ্টানিষ্টের সংযোগবশতঃ কোনরূপ বিকারের আবির্ভাব না হওয়াতে, প্রকৃত পুরুষের ন্যায়, যথাপ্রাপ্ত বিষয়েরই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

বৎস! তুমি এই সংহিতার উক্তিমাত্রে মনোনিবেশ করিও না। ইহার প্রত্যেক শ্লোক যথাযথ বিচার ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ইহা সম্যক্ রূপে অবগত হও এবং শাপ বা বরের ন্যায়, ইহার প্রত্যেক অংশ বিশেষরূপে অনুভব কর। বৎস! বিবিধ রস, অলঙ্কার ও দৃষ্টান্তে অলঙ্কৃত এই কাব্যশাস্ত্র অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পদপদার্থবোধে কিছুমাত্র সামর্থ্য থাকিলেই, লোকে স্বয়ং ইহা বুঝিতে পারে। স্বয়ং বুঝিতে না পারিলে, পণ্ডিতের নিকট শ্রবণ করিবে। সৌম্য! বারংবার এই শাস্ত্রের অভ্যাস বা আলোচনা করিলে, চিত্তসংস্কার সমুদ্ভূত, অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রাদুর্ভূত,

অভিমান ও ভ্রমাদি দোষ সমস্ত সূর্য্যদর্শনে পিশাচের ন্যায় অন্তর্হিত হয় এবং তৎসমস্ত, পরিজ্ঞাত স্বপ্নমোহের ন্যায়, কখনও বিচলিত করিতে পারে না। লোকে সঙ্কল্পের বশ হইয়াই, হর্ষ বিষাদ ভোগ করে; কিন্তু জগদ্ভ্রম অবগত হইলে, আর তাহার দুঃখ থাকে না। সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলে, যেমন চিত্র-সর্প ভয় উৎপাদন করিতে পারে না, সমুচিত পথ আশ্রয় করিলে, তেমনি সংসার বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

বৎস! পুষ্পের পল্লব ভেদ করিতেও কিছুমাত্র যত্নের আবশ্যকতা হয়; কিন্তু পরমার্থপদ বিনাযত্নেই লভ্য হইয়া থাকে। আবার, অঙ্গচালনাব্যতিরেকে পুষ্পপল্লবও ভেদ করা যায় না; কিন্তু কোনরূপ শরীরচালনা না করিয়া, এক-মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির নিরোধ দ্বারাই পরমার্থপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখময় আসনে উপবেশন, নিয়মিত ভোজন, ভোগ-স্পৃহাবিবর্জ্জন, অসৎপথের পরিহরণ, দেশকালানুসারে সুখ-সমালোচন, সৎসঙ্গের অনুকরণ ও এই শাস্ত্রের বা মোক্ষ-ধর্ম্মাদির পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সংসারনিবৃত্তির হেতুভূত পর-মাত্মবোধ প্রাদুর্ভূত হয়। যে ভোগবিলাসী পাপাত্মা সংসা-রকে ভয় করে না, সে জননীর বিষ্ঠা; তাহার নাম করিলেও, মহাপাতক জন্মে।

রাম! অধুনা, পরমশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের অন্তরঙ্গস্বরূপ জ্ঞানবিস্তারশাস্ত্র বর্ণন করি, শ্রবণ কর। আর, যাহা দ্বারা প্রকৃত অর্থ পর্য্যালোচনা ও শাস্ত্র শ্রবণ করা যায়, সেই দৃষ্টান্ত বা পরিভাষাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যাহা দ্বারা অর্থবোধ হইলে, সকল বিষয় বুঝিতে পারা

যায় এবং বোধজন্য উপকারফললাভ হয়, পণ্ডিতগণ তাহা-কেই দৃষ্টান্ত বলেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা অপূর্ব্ব অর্থের অনুভব হয়। সৌম্য! দৃষ্টান্তমাত্রেই কারণসাপেক্ষ; কেবল জ্ঞেয়-স্বরূপ পরমাত্মার কোন কারণ নাই। তিনি আপনিই আপ-নার কারণ। এইজন্য তিনি আপনিই আপনার দৃষ্টান্ত বা উপমা। সুতরাং, পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণতা অবলম্বিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞানার্থ যে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায়, তৎসমস্তই, জাগতক স্বপ্নবৎ মিথ্যা, জ্ঞান করিবে। পরব্রহ্মের কোন আকার নাই। সুতরাং, আকারবান্ দৃষ্টান্ত তাঁহার উপ-যোগী হইতে পারে না; মূর্খেরাই এইপ্রকার ব্যর্থ কল্পনায় মৌন অবলম্বন করিয়া থাকে। এই সংসার স্বপ্নসদৃশ; সুতরাং দোষকলুষিতদৃষ্টি কুতার্কিকগণের বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তে পরমার্থপরি-জ্ঞানের কোনরূপ বিঘ্ন সম্ভাবনা নাই। এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই প্রতিপাদন করিতে পারে নাই যে, উৎপত্তি ও বিনাশের পূর্ব্বে ও পরে কাল ছিল না ও থাকিবে না।

জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই এক পদার্থ। লোকে স্বপ্নবশে যে বর, শাপ ও ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়, তাহা ভাবিলে, স্বপ্নদৃষ্টান্ত মিথ্যা হইতে পারে না। মোক্ষোপায়বিধাতা ভগবান্ বাল্মীকি পূর্ব্বরামায়ণগ্রন্থে বোধ্য বিষয়ের অববোধনিমিত্ত এইপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জগৎ যে স্বপ্ন-সদৃশ, শাস্ত্রের আলোচনামাত্রেই তাহা জানিতে পারা যায়। আবার, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বলবান্। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা নিপুণ ব্যক্তির নিপুণ উপদেশেও বোধ-গম্য হয় না; কিন্তু সামান্য দৃষ্টান্তেই তৎক্ষণাৎ অতি মূঢ়

হৃদয়েও তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, অজ্ঞানী কখনও উপদেশমাত্রে মহাবাক্যার্থ বুঝিতে পারে না; দৃষ্টান্ত দ্বারাই সেই বিষয়ে তাহার দৃঢ় জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার, দৃষ্টান্ত দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায়, সহজে তাহার অপনয় হয় না। পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন, দৃষ্টান্ত, সকল বিষয়কেই সহজ করিয়া থাকে। যিনি বিশিষ্টরূপ দৃষ্টান্তপ্রয়োগে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক বা প্রকৃত গুরু। তাঁহারই উপদেশ সর্ব্বাপেক্ষা ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, দৃষ্টান্তের অংশমাত্রে বোধ্য বিষয় বুঝিতে পারিলে, আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থ উপাদেয় বোধে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রদীপের প্রভা দ্বারা যেরূপ বস্তু-জ্ঞান হয়, তদ্রূপ উপমানের একদেশসাধর্ম্ম্য দ্বারা উপমেয়স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। তৈল ও বর্ত্তি কখন প্রদীপব্যতিরেকে বস্তুজ্ঞান সম্পাদন করিতে পারে না। বিদ্বানেরা যে প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, কুতার্কিকেরা তাহার অপলাপ করিয়া, অবিশুদ্ধ বিকল্প কল্পনা দ্বারা যাহাতে পরমার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাদৃশ অভিজ্ঞান-বিনাশে সমর্থ হয় না। আমরা বিরুদ্ধ বিচারমার্গের অনুসরণপূর্ব্বক বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া, অনায়াসেই অনুভব করিতে পারি। কিন্তু যে বাক্যে পরমার্থস্বরূপ পুরুষার্থতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই, পরমপ্রেয়সীও যদি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা প্রলাপবোধে ত্যাগ করিবে, আপ্ত বাক্য ভাবিয়া কখন গ্রাহ্য করিবে না। শ্রুতি ও অধ্যাত্মশাস্ত্র সমুদায়, আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি মহাবাক্যার্থের পরিণাম। যাহা দ্বারা জীবন্মুক্তিলাভ হয়, তাদৃশ বুদ্ধি-

বলে আমরা ঐ বিষয় অবগত হইয়াছি। ঐরূপ পরিণাম-বোধ হইতেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরম পুরুষার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

একবিংশ সর্গ।

(পরমাত্মকথন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! বিশিষ্টাংশ দ্বারাই উপমান ও উপমেয়ের সধর্ম্মত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। নতুবা, উপমান ও উপমেয় পরস্পর সুসদৃশ হইলে, পরস্পরের প্রভেদ থাকে না। দৃষ্টান্তবুদ্ধির উদয়ে যে অখণ্ড আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থের জ্ঞান জন্মে, তাহা দ্বারা, আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি মহাবাক্যার্থের প্রতীতি জন্মিয়া, নির্ম্মল শান্তি সমুৎপন্ন হয়। অতএব দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক, উভয়ের পর্য্যালোচনা সহায়ে যুক্তিমাত্রের অনুসরণ করিয়া, দৃঢ়রূপে মহাবাক্যার্থ আশ্রয় করিবে এবং দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, পরম শ্রেয়ঃ বোধে একমাত্র শান্তিসঞ্চয়ে যত্ন করিবে। অবস্থাবৈষম্যবশতঃ উপমান ও উপমেয় কারণ ও অকারণ উভয় রূপেই প্রতীয়মান হইলে, একদেশসাদৃশ্য দ্বারাই অর্থবোধ বিনিষ্পন্ন হয়।

বৎস! উপলগর্ভে সমুৎপন্ন অন্ধ-ভেকের ন্যায়, বিবেক-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভোগসুখে প্রবৃত্ত থাকা উচিত নহে। যত্নপূর্ব্বক দৃষ্টান্তসহায়ে পরমপদপ্রাপ্তির চেষ্টা করিবে এবং সর্ব্বথা শান্তি আশ্রয় ও শাস্ত্রার্থের অনুসরণপূর্ব্বক সর্ব্বদা বিচারপরায়ণ হইবে। এই সংসার মোহ, ব্যামোহ, সন্দেহ, অন্তর্দাহ ইত্যাদির আধার, জানিয়া, যাহাতে পুনরায় ইহাতে আসিতে না হয়, তজ্জন্য সবিশেষ যত্ন করিবে। প্রজ্ঞা, তত্ত্ব-

জ্ঞান, শাস্ত্রোপদেশ ও সৌজন্যসহায়ে ধর্ম্মার্থসঞ্চয়ে কৃতযত্ন হইয়া, যাবৎ আত্মা বিশ্রামসুখ লাভ না করে, তাবৎ বিচারানুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবে। তাহা হইলে, নির্ব্বাণ শান্তি লাভ হইবে এবং পুনরায় মরিতে হইবে না। জননীর গর্ভরূপ অন্ধকূপে ভেকের ন্যায় দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ইহা স্মরণ করিলেও, যাহাদের হৃদয়ে বিবেকসঞ্চার না হয়. তাহারা পশুরও পশু, সন্দেহ কি? আবার, সংসারে থাকিয়া, সামান্য উদারান্নের জন্য কখনও প্রভুর দ্বারে, কখনও ধনীর দ্বারে, কখনও দাতার দ্বারে, কখনও আত্মীয়ের দ্বারে, কখনও বা উত্তমর্ণের দ্বারে, কাক ও কুক্কুরের ন্যায়, ভ্রমণ করাও কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ইহা স্মরণ করিলেও, যাহাদের হৃদয়ে বিবেকসঞ্চার না হয়, তাহারা পশু অপেক্ষাও পশু, সন্দেহ কি? আবার, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি যে সকল প্রাণীকে তুমি জঘন্যযোনি বলিয়া ঘৃণা কর, তাহারা যেমন মরিতেছে ও জন্মিতেছে, তুমিও যদি সেইরূপে জন্ম ও মর, তাহা হইলে, মনুষ্য বলিয়া, তাহাদের সহিত তোমার কি প্রভেদ রহিল? আবার, সিংহ ব্যাঘ্রাদি যে সকল পশু বিচারবিবেকবিমূঢ় হইয়া, কেবল উদরপূরণেই ব্যস্ত, তুমিও যদি উদয়াস্ত প্রভুর দ্বারে বা অন্য দ্বারে অনবরত পরিশ্রম করিয়া, কেবল আহারেরই সঞ্চয় কর, তাহা হইলে, আপনাকে সিংহ ব্যাঘ্রাদি না বলিয়া, মনুষ্য বলিয়া, পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হয় না? ফলতঃ, বিচার ও বিবেকই মনুষ্যত্ব। উহার প্রভাবে তুরীয়পদপ্রাপ্তি হয়, যে পদে মৃত্যু নাই, জন্ম নাই অথবা সংসার নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোধ্য বিষয় জানিতে হইলে, উপমানের একাংশ দ্বারাই উপমেয়ের সাদৃশ্য অনুভব করিবে এবং যে কোন যুক্তি আশ্রয় করিয়া, বোধ্য বিষয় অবগত হইবে। নতুবা, অস্মদীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনজন্য মুখ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা উচিত নহে। কেন না, ঐপ্রকার বোধচঞ্চু পণ্ডিতেরা ব্যাকুলতাবশতঃ বৈধাবৈধ নির্ণয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অনুমানমাত্র আশ্রয় করিয়া, সত্যকে অসত্য-রূপে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে বোধচঞ্চু কহে। বোধচঞ্চুদের কোন বিষয়েই জ্ঞান নাই। তাহারা অভিমানবশে আপনাদের জ্ঞানশক্তি প্রতিহত করে। তাহাদের বুদ্ধিও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়, মলিন হইয়া থাকে।

পণ্ডিতগণ সকল ইন্দ্রিয়ের সার প্রত্যক্ষগোচর বস্তুকে জ্ঞান বলেন। এই জ্ঞান দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। যিনি সাক্ষিচিন্মাত্র, সেই পরব্রহ্ম এই প্রত্যক্ষ-শব্দে অভিহিত হয়েন। সেই প্রত্যক্ষই জীব ও বিজ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনিই অহন্তা ও প্রত্যয়রূপী পুরুষ। তাঁহাকে জানিলেই, সকল জানা যায় এবং তাঁহাকে পাইলেই, সকল পাওয়া হয়। তিনি যে সংবিৎ দ্বারা আবির্ভূত হয়েন, তাহাকেই পদার্থ বলে। জল যেমন তরঙ্গাদিরূপে, সেই পরব্রহ্ম তেমন ভ্রমবশতঃ জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েন। বস্তুতঃ, তিনি জগৎ হইতে ভিন্ন। কেন না, জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর তিনি সম্পূর্ণ সত্য। মিথ্যা ও সত্য কখন এক পদার্থ হইতে পারে না। যাহা মিথ্যা, তাহা চিরকালই মিথ্যা এবং যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য। অজ্ঞান বশতই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে অসত্যরূপ জগতের আরোপ

হইয়া থাকে। এই জগৎকে জানিলে, তাঁহাকে জানা হয়; কিন্তু তাঁহাকে জানিলে, জগৎ আর থাকে না। তখন লোকে তন্ময় হইয়া থাকে। বাস্তবিক, জগৎ কিছুই নহে। ভ্রমজন্য কল্পনাবশে, আমি তুমি, ইত্যাদি বোধ জন্মিয়া, জগতের প্রচার হইয়াছে। এই যে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি আলোক-পদার্থ দৃশ্যমান হইতেছে, প্রলয়সময়ে এসকলই বাতাহত দীপের ন্যায়, নির্ব্বাণ হইবে। তখন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম বিদ্যমান থাকিবেন, যিনি প্রলয়ের পূর্ব্বে ও সৃষ্টির আদিতে একাকী সৃষ্টির বীজস্বরূপে বিরাজমান হয়েন।

ফলতঃ, যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন পরমাত্মা অকারণ রূপে বিরাজ করেন। পরে সৃষ্টিসময়ে লীলাবশতঃ কারণরূপে স্বীয় স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। পরমার্থ হইতে সমুৎপন্ন বিচারবলে অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, যখন জানিতে পারা যায়, এই জগৎ কিছুই নহে, তখন পরম-পুরুষার্থরূপ মহত্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার, পরমার্থ-বিচারবলে আত্মাকে জানিতে পারিলে, তুমি আমি, ইত্যাদি জগদ্ভ্রম নিরাকৃত হইয়া, একমাত্র পরব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন। স্পন্দন যেমন একমাত্র বায়ুর আশ্রিত, তেমনি রূপ, আলোক ও বিবিধ বিষয়প্রবৃত্তি সম্বলিত এই বিচিত্র সংসার পরমাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। তিনিই সকলের আত্মা এবং জ্ঞানস্বরূপ ও শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরম বস্তু। তাঁহারই উদয়ে বা প্রকাশে স্থূলসূক্ষ্ম দেহ ও দিক্ কাল প্রভৃতির উদয় বা প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যরূপে দিবসে ও চন্দ্ররূপে রাত্রিতে আলোক বিতরণ করেন এবং তিনিই চৈতন্যরূপে মন প্রভৃতির

চালনা করিয়া থাকেন। মনের চালনায় ইন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হইলে, রূপরসাদির অনুভব হইয়া থাকে। লোকে পুত্র প্রভৃতি প্রিয় বস্তুকে আলিঙ্গন করিয়া, যে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করে, অথবা এই বিচিত্র বিশ্বকার্য্য দর্শন করিয়া, যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্ভোগ করে, অথবা পুষ্পাদির মনোহর গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া, যে অভাবনীয় আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদির একমাত্র কারণ সেই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা। এই পরমাত্মায় আত্মার যোগ হইলে, তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণমুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

বৎস! সংসারে লোকের সুখ কি? সে যাহা মনে করে, তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব, ইহা সকলেরই অভিলাষ; কিন্তু কয় ব্যক্তি সেই অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারে? আবার, যাহার অভিলাষ কোনরূপে সিদ্ধ হয়, সে তাহা কত দিন ভোগ করিতে পারে? আবার, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, লোকে যাহা মনে করে, তাহার বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে। লোকে কতবার মনে করে, অদ্য ভাল খাইব; কিন্তু কখনও তাহা সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত, সে, যে দিন ভাল খাইব মনে করিয়াছে, সেই দিনই তাহাকে উপবাসে বা অর্দ্ধাশনে অথবা অতি কদর্য্য আহার করিয়া থাকিতে হইয়াছে; অথবা দিনান্তে কথঞ্চিৎ যৎসামান্য আহারের সংযোগ হইয়াছে। সকলেরই প্রায় এইপ্রকার অবস্থা। যাহাতে এইপ্রকার অবস্থায় পুনরায় পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরমার্থপরিকলনপূর্ব্বক পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পুনরায়

এই প্রকার অবস্থাযোগ ভোগ করিতে হয় না, ইহা সিদ্ধ বাক্য।

বৎস! ভ্রমবশতই রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বদর্শী দ্রষ্টাও তেমনি জগৎকে ভ্রমময় বোধ করেন। প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্মা এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি তুমি তাঁহার অংশ। যিনি পরব্রহ্মের উপাসক, তিনি দৈবকে দূর করিয়া, পৌরুষসহায়ে প্রকৃষ্টপদ প্রাপ্ত হয়েন। যাবৎ স্বীয় বুদ্ধিবলে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ না করিবে, তাবৎ গুরুপরম্পরার উপদেশবর্ত্তী ও বিচারপরায়ণ হইবে।

দ্বাবিংশ সর্গ।

(সদাচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! প্রথমে সৎসঙ্গসমুদ্ভাবিত যুক্তি দ্বারা জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া, পরে শাস্ত্রবিহিত মহাপুরুষলক্ষণ দ্বারা আপনার মহাপুরুষত্ব সাধন করিবে। যিনি যে গুণে অলঙ্কৃত, তিনি সেই গুণের অনুশীলনপূর্ব্বক বুদ্ধির উন্নতি বিধান করিবেন। সত্যজ্ঞান না জন্মিলে, শমদমাদি-গুণ-বিশিষ্ট মহাপুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না। জল প্রাপ্ত হইলে, অঙ্কুর সকল যেমন বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানমাত্রসাধনে তেমনি শমাদি গুণ-সমূহের বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে এবং অন্নময় যজ্ঞ দ্বারা শালিবৃদ্ধির ন্যায়, শমাদির অনুশীলনে জ্ঞানের উন্নতি হয়। এইরূপে জ্ঞান ও শমাদি গুণসমূহ যেমন পরস্পরের সাহায্যে বিকসিত হয়, জ্ঞান ও সদাচার তেমনি পরস্পরের সহায়ে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা ও শমাদিগুণনিপুণ পুরুষার্থের সাহায্যে জ্ঞান ও সদাচারের

অনুশীলন করা বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও সদাচার একত্র অনুশীলন না করিলে, কোনটিরই সিদ্ধি হয় না। যাঁহার স্পৃহা নাই, জ্ঞান ও সদাচার দ্বারা তাঁহার পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ, সদাচার স্বর্গলাভের সোপান-আত্মার ভূষণ, পুরুষার্থরূপ মহাফলের মহাবৃক্ষ এবং পরমার্থরূপ অমৃতের উৎস। ইহা যাহার নাই, তাহার কিছুই নাই; সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দরিদ্র।

বৎস! অধুনা জ্ঞানপ্রকার কীর্ত্তন করিব। যাহা দ্বারা যশ, আয়ু ও পুরুষার্থফল প্রাপ্তি হয়, আপ্তমুখে তাদৃশ সাধু-শাস্ত্র শ্রবণ করিবে। সৎশাস্ত্র শ্রবণ করিলে, নির্ম্মাল্য দ্বারা জলের ন্যায়, বুদ্ধি নির্ম্মল ও পরমপদ-প্রাপ্তি হয়। ঐ পদ সর্ব্বদা জাগরূক ও অখণ্ডস্বরূপে বিরাজমান।

মুমুক্ষুপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

উৎপত্তি প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।—(যোগ।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! গুরু শিষ্যকে এই-রূপ উপদেশ করিবেন যে, যে ব্যক্তি সুখকেই দুঃখ বলিয়া জানে, বিনাশ বা মৃত্যুকে কর্ম্মের ফল বলিয়া ভাবে, দেহকে অপবিত্র বস্তু সমুদায়ের সমাহার বা সমষ্টি বলিয়া জ্ঞান করে, সুখ দুঃখকে অনিত্য বলিয়া অবগত আছে এবং একমাত্র আত্মাকেই সার ও সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে, তাহারই মোক্ষলাভ ও অনায়াসে সংসারসাগরে পারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপে লোকে যাবৎ মোক্ষধর্ম্ম জানিতে না পারে, তাবৎ দেহপরম্পরা ভোগ করে।

সর্ব্বদা দান ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিবে, বেদ অভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যা অবলম্বন করিবে; ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগকে সংযত করিয়া, শান্তিমার্গে বিচরণ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা সহকৃত দয়া প্রদর্শন করিবে; সরলতা অবলম্বন ও পরদ্রব্যে লোভ-বিসর্জ্জন করিবে এবং জীবমাত্রের অনিষ্টচিন্তা পরিহার ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের যথাবিধি সেবা করিবে। ইহাই সুখ ও ধর্ম্মলাভের উপায় এবং ইহাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে। যে ব্যক্তি ঐ সকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কখনও দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না।

আবার, যোগপরায়ণ পুরুষগণ এইপ্রকার সদনুষ্ঠান-সংসক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, যোগবল ভিন্ন সংসারবন্ধন ছেদনের সহজ উপায় আর নাই। উল্লিখিত দয়াদি সদাচার দ্বারা বহুকালে সংসারমুক্তি লাভ হয়; কিন্তু যোগবলে অচিরাৎ মুক্ত হইতে পারা যায়।

বৎস! যে ব্যক্তি দেহাভিমানবিবর্জ্জিত ও নিশ্চিন্ত হইয়া, ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েন; যাঁহার ভয় নাই, ক্রোধ নাই, রাগ নাই, দ্বেষ নাই ও অভিমান নাই; যিনি শান্তি-পরায়ণ, সর্ব্বসহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয় ও সকলের প্রতি মৈত্রী-সম্পন্ন; জন্ম মৃত্যু, লাভ অলাভ, ভাব অভাব, সুখ দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, ইষ্ট অনিষ্ট এই সকলে যাঁহার সমান জ্ঞান; যিনি সর্ব্বভূতে আত্মবৎ ব্যবহার করেন, কায়মনে সকলের হিত চেষ্টা করেন, পরের দ্রব্যে লোভ বা পরের প্রতি অনাদর বা অন্যায় ব্যবহার না করেন, যাঁহার শত্রু মিত্রে সমভাব, যিনি পুত্রের প্রতি স্নেহশূন্য, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিন বিষয়ে পরিগ্রহশূন্য এবং বিষয়মাত্রেই মমতাশূন্য; যাঁহার আমি, আমার ইত্যাকার জ্ঞান নাই; যিনি কাম্যকর্ম্ম বিস-র্জ্জন করিয়াছেন, জন্ম জরা ও শোকাদি উপদ্রবে সর্ব্বদাই অভিভূত এই সংসারকে অনিত্য ও অসার ভাবিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি বৈরাগ্যই একমাত্র অভয় পথ, এই-প্রকার নিশ্চয় করিয়া তাহা আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত যোগযুক্ত মহাপুরুষ এবং তিনিই গন্ধহীন, রসহীন, রূপহীন, স্পর্শহীন, শব্দহীন, অহঙ্কারবিহীন পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, সংসাররূপ তমঃপারে গমন ও মুক্তি-মার্গ অবলোকন করেন। যোগযুক্ত বুদ্ধি সহায়ে শারীরিক

ও মানসিক সংকল্প সকল ত্যাগ করিতে পারিলেই, দাহ্যহীন অগ্নির ন্যায়, নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। এইরূপ সর্ব্বসংস্কার পরিহার পূর্ব্বক নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, যোগচর্য্যাসহকারে ইন্দ্রিয়বাজীর বশীকরণ ও শান্তি অবলম্বন করিলে, মুক্তিলাভ বা ব্রহ্মলাভ কথনই দুর্লভ হয় না।

সত্য বটে, পুত্রকে ক্রোড়ে করিলে শরীর শীতল ও আত্মা পরিতৃপ্ত হয়; সম্ভব বটে, পরমপ্রণয়িণী পতিপ্রাণা পত্নীর সহবাসে থাকিলে, আনন্দের অবধি থাকে না; সত্য বটে, মহামূল্য মাল্যচন্দন ধারণাদি করিলে, দেহ পুলকিত ও অন্তঃকরণ আপ্যায়িত হয়; সত্য বটে, রমণীকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর স্বরলহরী, অমৃতলহরীর ন্যায়, পরম প্রীতি সমুদ্ভাবন করে; সত্য বটে, বিষয়ের উপর বিষয় ও বিভবের উপর বিভব সঞ্চয় করিলে, সুখের ও আহ্লাদের একশেষ উপস্থিত হইয়া থাকে; সত্য বটে, এইরূপ ও অন্যরূপ বিষয়মাত্রেই বিশিষ্টরূপ প্রীতিযোগ বিধান করে; কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, ঐ পুত্র, ঐ স্ত্রী, ঐ মাল্যচন্দন বা ঐ ঐ বিষয় সমুদায় কথনই স্থায়ী নহে; এই মুহূর্ত্তেই চপলার ন্যায় বিনষ্ট হইতে পারে। যদিও এই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট না হয়, একদিন যে অবশ্য বিনষ্ট হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। বিশেষতঃ, তুমি যদি এই মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হও, তাহা হইলে, ঐ স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় সকল কোন মতেই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আবার, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, যে, তুমি আপনি না খাইয়া ও না পরিয়া, যাহাকে দেববৎ ভরণ পোষণ করিয়াছ, সেই পুত্রও তোমাকে অনায়াসে বঞ্চনা করিতে কোন মতেই কুণ্ঠিত হয় না। অন্যান্য

বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপ। পুনশ্চ, ইহাও পদে পদে লক্ষিত হইয়া থাকে যে, কত লোক পুত্র পুত্র করিয়া মত্ত হইয়াছে, স্ত্রী স্ত্রী করিয়া ইতরের একশেষ হইয়াছে এবং বিষয় বিষয় করিয়া বিহ্বল ও বিভ্রষ্ট হইয়াছে! আবার, কত লোক পুত্রের জন্য, স্ত্রীর জন্য এবং বিষয়ের জন্য, অন্যের স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদি ধ্বংস করিতেও কোন মতেই পশ্চাৎপদ হয় না। এইরূপে বিষয়ের ন্যায় আত্মভ্রংশকর, পরমার্থভ্রংশকর, পর-লোক ও ইহলোক উভয়লোকভ্রংশকর, অসার, অস্থায়ী, অবিশ্বাস্য ও অনাত্মীয় পদার্থ সংসারে দ্বিতীয় নাই। এইজন্য বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, যোগমার্গের অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ফলতঃ, স্ত্রী হইতে কামের সৃষ্টি হইয়াছে, যে কাম মানুষকে পশু করিয়া থাকে; পুত্র হইতে স্নেহ ও মমতার সৃষ্টি হইয়াছে, যে স্নেহ ও মমতা মানুষকে চক্ষু থাকিতেও, অন্ধ ও বিপথে পাতিত করিয়া থাকে এবং ধন ও বিভব হইতে মত্ততার সৃষ্টি হইয়াছে, যে মত্ততা জ্ঞান থাকিতেও, মানুষকে বিহ্বল করিয়া থাকে। এই কারণে বিষয়কে বিষবৎ দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য।

বৎস! কঠোর তপশ্চরণ সহায়ে ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও মনকে আত্মাতে সংযোজিত করিয়া, মুক্তিলাভের নিমিত্ত সর্ব্বথা যত্ন করিবে এবং যোগবলে চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে সতত চেষ্টাশীল হইবে। হৃদয় ও আত্মাকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারিলেই, সেই হৃদয়দর্পণে পরমাত্মার পূর্ণমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নযোগে অপূর্ব্ব বস্তুজাত দর্শন করিয়া, জাগরিত হইলে, পুনরায় তাহার জ্ঞানলাভ হয়, তদ্রূপ সমাধিসহায়ে

বিশ্বরূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া, ধ্যানভঙ্গেও তাঁহার অভি-জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্, ইহা যোগ-বলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যোগবলে আত্মাকে সম্যক্ রূপে দেখিতে পাইলে, ত্রিলোকের অধি-পতিও আর সেই আত্মদর্শীর উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়েন না। আত্মা দৃষ্ট হইলে, সংকল্পমাত্রে বা ইচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারা যায়। তখন শোক, হর্ষ, জরা ও মৃত্যু আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। অচিরাৎ এই অনিত্য দেহের অবসান হইয়া, চরমে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে, যে পদের কোন কালেই ক্ষয় নাই। বৎস! যোগবলে অন্তঃকরণ শান্ত ও স্পৃহাশূন্য হইলে, কি সংসর্গজনিত, কি স্নেহসমুৎপন্ন, কোনরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখ বা ভয়ঙ্কর শোকই বিচলিত করিতে পারে না এবং শস্ত্র-সমূহও বিনাশ ও মৃত্যুও আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐরূপ শান্তচিত্ত যোগী অপেক্ষা জীবলোকে আর কাহাকেই সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিরুপাধি আত্মাতে চিত্ত সমাধানপুরঃসর জরাদি দুঃখভার পরিহার করিয়া, অনায়াসে অপ্রতিহত নির্ব্বাণসুখ সম্ভোগ করেন। ইহারই নাম যোগজনিত ঐশ্বর্য্য।

যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়বাজীর বশীকরণপূর্ব্বক, নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ প্রদেশ আশ্রয় করিয়া সমাহিত চিত্তে শরীরের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মের চিন্তা করিবেন। সনাতন পূর্ণব্রহ্ম দেহের সকল অংশেই তদাতি-তদস্তক্রমে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং, তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে ভাবনা করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত ও মনকে

দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া, প্রমাদপরিহারপূর্ব্বক হৃদয়-গুহায় সন্নিহিত পরমাত্মাকে, স্বকীয় গৃহমধ্যস্থ গুপ্ত রত্নের ন্যায় উদ্যোগ ও প্রীতিসহকারে অবিরক্তভাবে সন্ধান করেন, তাঁহার অবশ্য অচিরাৎ পরমাত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। যদিও সেই পরমাত্মা বিশ্বের প্রত্যেক অণুতে বিরাট মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন, যদিও তাঁহার সহস্র সহস্র কর, চরণ ও মস্তক এবং সহস্র সহস্র মুখ, চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি প্রকৃত যোগবল ভিন্ন অন্য কোন উপায়েও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা সাধ্য হয় না। তিনি যদিও সর্ব্বদা আমাদের নিকটে আছেন; কিন্তু আমরা যাবৎ যোগবল আশ্রয় করিতে না পারি, তাবৎ তাঁহাকে অতি দূর বলিয়া, কোন মতেই দেখিতে পাই না। প্রথমে যোগবলে আত্মাকে দেহ হইতে সর্ব্বথা পৃথক্ দর্শন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে পৃথক্ দর্শন অভ্যস্ত হইলে, মনকে নিরুদ্ধ করিয়া প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিবে! এইপ্রকার লয়দশার সংঘটন হইলেই, নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৎস! আমি যাহা বলিলাম, ইহাই প্রকৃত জ্ঞানমার্গ। এই পথ আশ্রয় করিয়া, কলেবর পরিহার করিলে, চরমে ব্রাহ্মভাব লাভ ও মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক, বৈশ্যই হউক, শূদ্রই হউক, আর যে কেহই হউক, এই আত্মপথ আশ্রয় করিলে, পরম গতি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ কি? ফলতঃ, বিষয়বিমুখ হইয়া অধ্যবসায়সহকারে প্রতিনিয়ত সাধন করিলে, অর্দ্ধসংবৎসরেই যোগফল লাভ হয়।

দ্বিতীয় সর্গ।—(দৃশ্যস্বরূপকীর্ত্তন।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! শ্রীরামচন্দ্র যেমন উপযুক্ত শিষ্য, মহাভাগ বশিষ্ঠও তেমনি উপযুক্ত গুরু ও উপদেষ্টা। সুতরাং, উভয়ের কথোপকথন সকল লোকের মনোহর ও মঙ্গলকর হইয়াছিল। আমি পুনরায় তৎসমস্ত কীর্ত্তন করি, অবধান কর।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম; যিনি বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম; আমিই ব্রহ্ম এবং তত্ত্বমসি, এই চতুর্ব্বিধ মহাবাক্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্যবন্ধরূপ আত্মাতে আবির্ভূত হইয়া, স্বপ্নবৎ প্রকাশমান হয়েন এবং সমস্ত সংসার ব্রহ্মময়, এই প্রকার পরমার্থজ্ঞানজনক বাক্য দ্বারা যিনি যাঁহাকে অবগত হন, তিনিই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। অতএব তিনিই ব্রহ্মবিৎ। জ্ঞানের উদয় হইলে, যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মই এই দৃশ্যমান জগৎ রূপে বিরাজ করিতেছেন, বুঝিতে পারিলে, এই সংসার কি ও কোথা হইতে জন্মিয়া কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইত্যাদি জ্ঞানও তিরোহিত ও মুক্তি অধিগত হয়।

সৌম্য! দৃশ্যবস্তুর সদ্ভাবই অর্থাৎ তুমি, আমি, ইত্যাদি জ্ঞানই সংসারে বন্ধের কারণ এবং এইপ্রকার জ্ঞানের অভাবই মুক্তির হেতু। আমি তোমার উল্লিখিত দৃশ্যজ্ঞানবিনিবৃত্তির জন্য উৎপত্তিপ্রকরণ কীর্ত্তন করিব। বৎস! সংসারে সমুৎপন্ন ব্যক্তিগণই স্বর্গ, নরক ও মোক্ষাদি যথাক্রমে ভোগ করে।

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন জাগ্রদ্দশায় বিনষ্ট হয়, সমস্ত বিশ্ব তেমনি প্রলয়ে লয় পাইয়া থাকে। যিনি না তেজ, না অন্ধকার, সেই বিশ্বপ্রকাশক ব্রহ্মই কেবল প্রলয়ে বিলীন হয়েন না। তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, স্পন্দন নাই ও প্রকাশ নাই। পণ্ডিতগণ কেবল লোকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সত্য, আত্মা ও পরব্রহ্মাদি নামে নির্দ্দেশ করেন। তিনি সকলের আত্মা ও পরব্রহ্মাদি নামে প্রকা-শিত জীব রূপে আবির্ভূত হইয়া, প্রথমে মন, পরে রাগ দ্বেষাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও পঞ্চভূতবিশিষ্ট হয়েন। তাহা-তেই এই মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি বিচিত্র জীবনিলয় বিশাল বিশ্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে সাগর হইতে তরঙ্গের ন্যায়, সেই পরমাত্মা হইতে মন আবির্ভূত হইয়া, স্বেচ্ছানুসারে বিবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া, ইন্দ্রিয়পরম্পরা বিস্তৃত করে। সুতরাং, ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, এই বিশ্ব তেমনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। যাহাদের বুদ্ধি নাই, তাহারাই ঐরূপ কল্পনাপ্রসূত এই জগৎকে সত্য বোধ করে। পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্যা, বন্ধ, মোহ, মায়া, তম ও সংসৃতি এই কয়টি নাম রাখিয়াছেন।

মনের ঐরূপ কল্পনাসম্ভূত তুমি আমি ইত্যাদি মিথ্যা বস্তুর নাম দৃশ্য। এই দৃশ্যের সহিত যাবৎ সম্বন্ধ, তাবৎ মুক্তিলাভ হয় না। কেননা, ঐরূপ সম্বন্ধকেই বন্ধ বলে। বিচারকেরা বলেন, তর্ক, তীর্থ ও নিয়মাদিরূপ ঔষধদ্বারা এই দৃশ্যব্যাধির শান্তি হয় না। কেননা, জগতের দৃশ্যত্ব থাকিলে, বন্ধবিনাশের কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহা স্থির নিশ্চয়, কোন বস্তু দেখিবার সময় যদি কোন ব্যক্তি দৃষ্টির

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্যবধান বা অন্তরালবশতঃ ঐ বস্তু আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই-রূপ, এই দৃশ্য জগৎ অন্তরালে থাকিলে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? ফলতঃঃ, ক্ষুদ্র দর্পণে যেরূপ বৃহৎ বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, জগতের দৃশ্যত্ব দূর না হইলে, উহা তেমনি চিৎরূপ আদর্শে প্রতিফলিত হইয়া, ব্রহ্মদর্শনের ব্যাঘাত করে। যাবৎ ব্রহ্মদর্শন না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভোগ এবং আনুষঙ্গিক জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশার দুঃখরাশি সহ্য করিতে হয়।

বৎস! মন যে অবস্থায় নির্ব্বাত দীপের ন্যায় নিতান্ত স্থির হইয়া, আমিষে বড়িশবৎ, ধ্যেয় বস্তুতে সংসক্ত হয় এবং আমি ধ্যান করিতেছি, এই জ্ঞান দূর হইয়া যায়, তাহাকে সমাধি বলে। সমাধি দুইপ্রকার, সগর্ভ ও নিগর্ভ। সগর্ভ সমাধিতে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ অজ্ঞানজনিত মানসিক বৃত্তি সকলের পুনঃ পুনঃ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য উহা মুক্তির পক্ষে মহাবিঘ্ন রূপে পরিগণিত হয় এবং এইজন্য নিগর্ভ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করা বিধেয়। কারণ তৎকালে অজ্ঞানজন্য পূর্ব্বসংস্কার দূর হইয়া, একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতেই মন আসক্ত হয়। এইরূপে, সমাধি-সময়েও এই সংসারের স্মরণ হইতে পারে, ভাবিয়া, আমি একবারেই দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিয়াছি। বৎস। যাহাতে অজ্ঞান বা ভ্রমপাদের লেশ নাই এবং যাহাতে নির্ব্বাণসুখ সর্ব্বদা বিরাজমান, তাহাকে তুরীয় পদ কহে। নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারাই ঐ তুরীয় পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিদ্রার অবসানে জাগরিত হইলে, যেমন পুনরায় পূর্ব্ববৎ বস্তুজ্ঞান

প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে, সমাধি হইতে উঠিয়া তেমনি পুনরায় যদি এই দুঃখশোকময় জগতের জ্ঞান হইয়া, পুনরপি অনর্থে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে, ক্ষণিক-সুখদায়ক তাদৃশ অসার সমাধিতে ফল কি? যে ব্যক্তি এই সংসারে থাকিয়াও, সংসারকে দেখেন না, কেবল ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত সুখী ও মুক্ত পুরুষ। যাবৎ দৃশ্যজ্ঞান দূর না হয়, তাবৎ সমাধিতেও কোন ফল হয় না। কেননা, সমাধির অবসানেই আবার দৃশ্যজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া, ব্রহ্মদর্শনের ব্যাঘাত বিধান করে। অতএব, তপ, জপ ও ধ্যানাদি দ্বারা দৃশ্যজ্ঞান পরিহার হইয়া শান্তিলাভ হয়, ইহা অজ্ঞের কল্পনা। ভাব, তোমার সমাধি হইয়াছে; তজ্জন্য তুমি আপনাকেও ভুলিয়া গিয়া, পাষাণাদিকে একাগ্রচিত্তে দেখিতেছ। ইতিমধ্যে তোমার সমাধিভঙ্গ হইয়া গেল। তখন তুমি কি দেখিবে? পুনরায় এই শোকদুঃখময় সংসারই দেখিবে; যাহা দেখিতেছিলে, আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না।

ফলতঃ, তিলাদিতে তৈল ও পুষ্পাদিতে সুগন্ধ যেমন নিত্য সন্নিহিত, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি তেমনি সংসক্ত আছে॥ স্বপ্নসংকল্পাদির ন্যায় এইরূপ দৃশ্যবুদ্ধি দ্রষ্টাতে স্বভাবসিদ্ধ। পিশাচ যেমন বালকদিগকে, দৃশ্যরূপিণী পিশাচী তেমনি দ্রষ্টাকে বিনষ্ট করে। বীজগর্ভস্থ অঙ্কুর যেরূপ দেশকালবশে প্রস্ফুরিত হয়, দৃশ্যবুদ্ধি তেমনি বিবিধ দেহ কল্পনা করিয়া, সংসারপরম্পরা বিস্তৃত করে। এইজন্য দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় সর্গ।—(দৃশ্যজ্ঞান-মার্জ্জনবিধি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে দৃশ্য-জ্ঞান মার্জ্জনা করিবেন; যথা, আজি মাতা, কালি পিতা, আজি পুত্র, কালি কলত্র, আজি বন্ধু, কালি বান্ধব, আজি তুমি, কালি আমি, বিনষ্ট হইতেছি, হইতেছ ও হইতেছে। এই সংসারের মহাপ্রদীপস্বরূপ এই চন্দ্র সূর্য্যও কালবশে নির্ব্বাণ হইবে, জগতের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ বায়ুও কালবশে রুদ্ধ হইবে এবং সকলের আধারস্বরূপ আকাশও কালবশে বিলীন হইবে। এইরূপে পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নহে, ইহা আমি দেখিয়া, শুনিয়া ও স্বয়ং ভুগিয়া, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। তবে কেন ইহাতে আগ্রহ করিব? তবে কেন ইহার অনিত্য ও অসার সুখে মত্ত হইয়া, নিত্য সার পরমার্থ-তত্ত্ব বিস্মৃত [illegible]

যত্ন করিয়া না, না খাইয়া ও না পরিয়া, যে বিষয় সংগ্রহ করা যায়, তাহা কখনও সুখের হয় না। পাছে উহা কোন রূপে বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতে হয়। ধন থাকিলে, দস্যু তস্করাদি দূরে থাকুক, নিজের পুত্র হইতেও ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহা আমি ভোগ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বিষয়ের পর বিষয় ও বিভবের পর বিভব কতই সংগ্রহ করিয়াছি; কিন্তু কিছুই রাখিতে পারি নাই। যাহা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা-তেই বিষম বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে। অনেক সময় এই অসার বিষয়ের জন্য পিতা মাতা ও স্ত্রীপুত্রাদিও আমার শত্রু বা বিষম পর হইয়া উঠিয়াছে। আমি নিজের ও পরের রক্ত শোষণ করিয়া, প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া,

পিতামাতা প্রভৃতিকে ঐরূপে বৈরী করিয়া এবং আত্মীয়কে অনাত্মীয় করিয়া, এই যে বিষয়সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি, এ সমস্ত চিরস্থায়ী হইবে, না, মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে যাইবে? কখনই না; ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। ঊর্ণনাভি যেমন যত্নপূর্ব্বক জাল চালনা করিয়া, তাহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে, মানুষ তদ্রূপ আপনার বন্ধনজন্য বহুল আয়াস সহকারে বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করে, ইহা প্রতিদিন প্রতি-ক্ষণেই দেখিতে পাই। তবে কেন ঈদৃশ বিষমসঙ্কটময় বিষয়-সংগ্রহে আগ্রহ হইয়া থাকে!

পুত্রের পর পুত্র ও কন্যার পর কন্যা জন্মিতেছে, আবার মরিতেছে। এইরূপে যাহা হইতেছে, তাহাই যাইতেছে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে এই সকল দর্শন ও ভোগ করিয়াও, চৈতন্যসঞ্চার হইতেছে না। প্রত্যুত, পুনঃ পুনঃ তাদৃশ নশ্বর বিষয়েই বিশিষ্টরূপ আগ্রহ হইতেছে। ইহার নাম দৈবী বিড়ম্বনা, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি প্রাসাদের উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, বহু যত্নে ও বহু আরাধনাতেও নিদ্রাদেবীর প্রসন্ন মুখচ্ছবি দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐ যে দরিদ্র গৃহী কুটীর অভাবেও ঐ অনাবৃত শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, নিদ্রাদেবী স্বয়ং সমাগত হইয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে। তবে ধনী বলিয়া, দরিদ্র অপেক্ষা আমার গৌরব কি, প্রাধান্য কি ও বহুমান কি? আমার এই বহুমূল্য বসনভূষণে বিভূষিত চন্দনচর্চ্চিত দিব্য দেহ যে শ্মশানে এক দিন অবশ্যই লুণ্ঠিত হইবে, দরিদ্রের ঐ অতি রুক্ষ নগ্ন দেহও সেই শ্মশানে সেই ভাবে বিলুণ্ঠন

করিবে। তবে দরিদ্র ও আমাতে বিশেষ কি ? ইহা আমি অন্যের দৃষ্টান্তে হৃদয়ের সহিত অনুভব করিয়াছি।

ভোগ করিলেই, তৃপ্তি হয় না, তৃপ্তি ও ভোগে অনেক অন্তর বা বহুদূরবর্ত্তিতা। তথাহি, আমি অতি যত্নে ও অতি ব্যয়ে সম্পাদিত বিবিধ খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছি; তথাপি আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমা অপেক্ষা বনের ক্ষুদ্র হরিণ শত গুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা, সে সামান্য তৃণমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার তৃপ্তির সীমা নাই, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। তবে আমি সামান্য উদরের পূরণজন্য, নিতান্ত ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া, কিনিমিত্ত শত দিকে শতরূপে, শত পাপ সঞ্চয় করিতেছি ? ইহা অপেক্ষা আমার নির্ব্বুদ্ধিতা কি আছে ? অতএব আর আমি এরূপ করিয়া, এরূপ অলীক সংসারের কিছুতেই বদ্ধ হইব না। অতঃপর ক্ষুধা হইলে, ঐ বৃক্ষ আমার উদর পূর্ণ করিয়া দিবে; তৃষ্ণা হইলে, ঐ নির্ঝরিণী আমায় বারি দান করিবে; নিদ্রা হইলে, এই সর্ব্বভূতধাত্রী ধরিত্রী আমায় ক্রোড়ে লইবেন; গ্রীষ্ম হইলে, এই বায়ু আমায় বীজন করিবে; শীত হইলে, অগ্নি আমার শীত নিবারণ করিবে ও বৃষ্টি হইলে, এই গিরিগুহা আমায় আশ্রয় প্রদান করিবে। যদি সকলে ত্যাগ করে, সর্ব্বভূতশরণ পতিতপাবন নারায়ণ আমার চরমের পরমসহায় হইবেন। কেননা, তিনি ত্যাগ করিয়াও, করেন না।

বৎস। এই প্রকারে যোগশাস্ত্রবিহিত বিবেকবিচার-পুরঃসর বিশ্ব-বস্তুর মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই, দৃশ্যজ্ঞান তিরোহিত ও সমদর্শিতা আবির্ভূত হইয়া, পরমার্থ-পথ পরিষ্কৃত, মোক্ষমার্গ আবিষ্কৃত ও অবশেষে ব্রহ্মপদে

প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই রূপেই দৃশ্যজ্ঞানপরিহার করিয়াছি।

চতুর্থ সর্গ।—(ব্রহ্মজ্ঞান।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! কোন আকাশজ ব্রাহ্মণের মনোহর কথা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর, উৎপত্তিপ্রকরণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে।

আকাশজ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতহিতৈষী ও পরমধার্ম্মিক এবং চিরজীবী। মৃত্যু তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন, আমি সকলকে সংহার করি; কিন্তু এই ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে পারিতেছি না, কারণ কি? প্রস্তরের খড়্গধারার ন্যায়, এই ব্রাহ্মণে আমার শক্তি প্রতিহত হয়। এই ভাবিয়া, তিনি ব্রাহ্মণের বিনাশজন্য তদীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। তথাহি, উদ্যোগী পুরুষ স্বকার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য করেন না। তিনি তদীয় ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা গণনা না করিয়া, শত হস্তে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু স্পর্শ করিতেও পারিলেন না। তখন সকলসংশয়চ্ছেদী যমকে আসিয়া, এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, মৃত্যু! কর্ম্মই সকলের সংহার করে, তুমি উপলক্ষ মাত্র। অতএব সেই ব্রাহ্মণের কোন কর্ম্ম আছে কি না, অন্বেষণ কর। তাহা হইলেই, তাহাকে মারিতে পারিবে।

উদ্ধতস্বভাব মৃত্যু এই কথায় দিক্ দেশ ও নগরাদিক্রমে পৃথিবীর সকল স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করিলেন;

কিন্তু কুত্রাপি বন্ধ্যাপুত্রসদৃশ, সেই ব্রাহ্মণের কোনরূপ কর্ম্ম দেখিতে না পাইয়া, পুনরায় যমের সমীপে সমাগত হইলেন। এবং প্রভুরাই ভৃত্যগণের সকল সন্দেহ দূর করেন, ভাবিয়া, তাঁহাকে সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যম বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মৃত্যু! সেই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন। আকাশজাত প্রাণীরা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হয়। সুতরাং, সেই ব্রাহ্মণের কোনরূপ কর্ম্ম বা সহকারী কারণ নাই এবং প্রাক্তন কর্ম্মের সহিতও কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। তিনি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়, অবাস্তব পদার্থ এবং প্রাক্তন বা বর্ত্তমান কোনরূপ কর্ম্ম না থাকাতে, চিত্ত বশীভূত করিয়াছেন। আকাশ ইহাঁর আত্মা। এইজন্য তিনি বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ। আমরা না জানিয়া, ইহাঁকে প্রাণ ও স্পন্দনাদিবিশিষ্ট মনে করি। কাষ্ঠপুত্তলিকা যেমন কাষ্ঠ হইতে অভিন্ন, ইনিও তেমনি পরমার্থ হইতে অভিন্ন। জলে তরলতা ও বায়ুতে স্পন্দনের ন্যায়, ইনি পরমপদে স্বভাবতই প্রতিষ্ঠিত। কোন কর্ম্ম না থাকাতে, ইনি সংসারেরও বশীভূত নহেন। ইনি আপনিই আপনার কারণ। এইজন্য ইনি স্বয়ম্ভূ। ইহাঁর, প্রাক্তন বা আধুনিক কোনরূপ কল্পনা নাই। তজ্জন্য ইহাঁকে আক্রমণ করাও দুর্ঘট! যে ব্যক্তি কল্পনাবশে আপনাকে পৃথিব্যাদি-ভূতবিশিষ্ট মনে করে, তাহাকেই তুমি আক্রমণ করিতে পার। ইহাঁর কখনও জন্ম নাই। ইনি বিজ্ঞানপ্রভাবলে প্রকাশমান হয়েন। প্রলয়ের পর সৃষ্টিসময়ে এই নিরুপাধি সনাতন ব্রহ্মের পুরোভাগে তেজঃপুঞ্জ-পর্ব্বত-প্রতিম বিরাটমূর্ত্তি বিরাজ করেন।

সংবিদই ইহাঁর স্বভাব এবং তজ্জন্য জ্ঞানই ইহাঁর রূপ।

আমরা ভ্রমবশতঃ ইহাঁকে সাকার মনে করি। ইনি সৃষ্টির আদিতে নির্ব্বিকল্প চিদাকাশরূপে বিরাজ করেন। ইনি তেজোময় আকাশস্বরূপ। ইহাঁর দেহ, কর্ম্ম, কর্তৃত্ব বা পূর্ব্ব-বাসনার লেশ নাই। ইহাঁকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু ইনি সকলের আশ্রয় ও অধিগম্য। ফলতঃ, ইনি আকাশরূপী। আকাশকে গ্রহণ করা কিরূপে সাধ্য? অতএব তুমি নিবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে মন্বন্তরসময়ে সর্ব্বভক্ষ্য মৃত্যু প্রজাবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া, অজ, একাত্মা, বিজ্ঞানরূপী, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকেও আক্রমণ করিলে, যম তাহাকে ঐরূপ উপদেশ করেন। ফলতঃ, এই ব্রহ্ম পরাকাশস্বরূপ; পৃথিব্যাদিভূতশূন্য ও চিন্মাত্ররূপী; ইহাঁর দৃশ্য বা দ্রষ্টা নাই। ইনি আপনিই আপনাতে বিরাজ করেন। চিত্রকরের মনে দেহহীন পুত্তলিকাদি যেমন প্রতিভাত হয়, ব্রহ্ম তেমনি চিদাকাশে বিরাজ করেন। ইহাঁর আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্য নাই এবং ইনি পৃথিব্যাদিরহিত মনঃস্বরূপ।

পঞ্চম সর্গ।—(ব্রহ্মনিরূপণ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার, আমার ও অন্যান্য ভূতগণের ন্যায়, প্রাক্তনী স্মৃতি কিনিমিত্ত ব্রহ্মের কারণ নহে? সকল প্রাণীরই স্থূল সূক্ষ্ম অর্থাৎ আধিভৌতিক ও আতিবাহিক ভেদে দুইটি শরীর; কিন্তু ব্রহ্মের একমাত্র শরীর। ইহার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! প্রাক্তনকর্ম্মবিশিষ্ট আদি-শরীর বিদ্যমান থাকিলেই, প্রাক্তনী স্মৃতি লোকের সংসার-

স্থিতি-বিধান করে। ব্রহ্মের কোনও কর্ম্ম নাই; সুতরাং প্রাক্তনী স্মৃতির সম্ভাবনা কোথায়? আর যাহা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারই স্থূলাসূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীর হইয়া থাকে। ব্রহ্মের কোন কারণ নাই; ইনিই সকলের কারণ। এইজন্য ইহাঁর একই শরীর। ইনি সেই একমাত্র সূক্ষ্ম শরীর সহায়ে আকাশরূপে বিরাজ ও প্রজা বর্দ্ধিত করেন। প্রজাগণও সেই চিদাকাশরূপী, চিন্মাত্রশরীরী, পরমবোধ-স্বরূপ, নির্ব্বাণপুরুষ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে উৎ-পন্ন নহে। কেননা, কারণের গুণ কার্য্যে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ব্রহ্মই সংসারী লোকের প্রথম প্রতিস্পন্দ। বায়ু হইতে স্পন্দের ন্যায়, এই ব্রহ্ম হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতেই প্রজাপরম্পরা প্রচারিত হইয়া থাকে।

সৌম্য! স্বপ্নসময়ে যেমন বিবিধ বিষয়ের সুখভোগ অসত্য হইলেও, সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অসৎ বিষয়ও তেমনি সৎ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই কারণে নিরাকার ব্রহ্মও সৃষ্টিবিস্তারপ্রসঙ্গে দেহার ন্যায়, প্রতিভাত হয়েন, এবং সেই সত্যস্বরূপের সংসর্গবশতঃ এই অসত্য জগতও সত্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম স্বাধীন ও সংকল্পস্বরূপ; এইজন্য কখন প্রকাশিত ও কখন বা অপ্র-কাশিত এবং স্বীয় সঙ্কল্পের সমপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়েন। লোকে আত্মবিস্মৃতিপ্রযুক্ত সূক্ষ্মদেহ বিস্মৃত হইয়া, পিশাচ-বৎ স্থূলদেহ ভোগ করে। কিন্তু ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও শুদ্ধ-সংবিৎস্বরূপ; এইজন্য সূক্ষ্মদেহ বিস্মৃত হয়েন না এবং এই-জন্য পৃথিব্যাদি-ভূতবিশিষ্টও নহেন।

বৎস! যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার স্বরূপ

প্রাপ্ত হয়; যেমন, পুত্র পিতার স্বরূপ। এইনিমিত্ত ব্রহ্ম ও জগতে কোনরূপ ভিন্ন ভাব নাই। জগতের আলোচনা করিলেই, ব্রহ্মের আলোচনা করা হয়। ব্রহ্মবস্তু অতি দুরূহ বিষয়। তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যায় না। যেমন কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে, অগ্রে অকারাদি বর্ণমালা অভ্যাস করিতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ এই জগৎকে প্রথমে বিশেষরূপে অবগত হইতে হয়। জলের তরলতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা জগতের বিস্তৃতি ও তদীয় মন দ্বারা ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মের মনই রূপ, মনই দেহ এবং মনই পৃথিব্যাদি ভূতকল্পনার হেতু।

যাবৎ দৃশ্যজ্ঞান থাকিবে, তাবৎ দৃশ্য দুঃখের শান্তি ও হৃদয়ে ব্রহ্মভাবের উদয় হইবে না। পণ্ডিতেরা বলেন, দৃশ্যজ্ঞান থাকিলেও, যদি তাহার শমভাব থাকে, তাহাতেও মুক্তিলাভ ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

ষষ্ঠ সর্গ।—(ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি পুনরায় সংক্ষেপে অন্যরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিতেছি, অবধান কর। কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান জয় করিবে, মৌন দ্বারা বাচালতা জয় করিবে, উদ্যোগ দ্বারা তন্দ্রা জয় করিবে, বেদে বিশ্বাস দ্বারা সন্দেহ জয় করিবে, ছয় রিপুর বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা জয় করিবে, যোগপ্রভাব দ্বারা ক্ষুধা জয় করিবে, সংসারের বস্তুমাত্রেই অসার ও অনিত্য এই প্রকার বিচার দ্বারা স্নেহ জয় করিবে, স্পৃহাপরিহার দ্বারা অর্থ জয়

করিবে, ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে, সঙ্কল্পত্যাগ দ্বারা বাসনা জয় করিবে, সত্যানুশালন দ্বারা নিদ্রা জয় করিবে, অবধান দ্বারা লজ্জা জয় করিবে, আত্মচিন্তা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস জয় করিবে, ধৈর্য্য দ্বারা কাম দ্বেষ জয় করিবে, তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা ভ্রম প্রমাদ ও বিষয়তৃষ্ণা জয় করিবে, জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা অকার্য্যচিন্তা জয় করিবে, পথ্য বস্তুর পরিমিত আহার দ্বারা শরীরে ক্লেশ জয় করিবে, সন্তোষ দ্বারা লোভ মোহ জয় করিবে, দয় দ্বারা অধর্ম্ম জয় করিবে, সর্ব্বদা অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম জয় করিবে, অদৃস্টবিচার দ্বারা আশা জয় করিবে এবং ইহলোকপর্য্যালোচনা দ্বারা পরলোক জয় করিবে। ইত্যাদি সদনুষ্ঠান ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

বৎস! বিঘ্নগণ ও অবিঘ্নগণ যাহাদের বশীভূত, তাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন কালেই অভাব হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন, এই পাঁচটী ব্রহ্মপথের বিষম কণ্টক। এইজন্য ইহাদিগকে বিঘ্নগণ কহে। আর দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শুদ্ধি এই দশটি, ব্রহ্মসিদ্ধির সাক্ষাৎ উপায় যোগ-সাধনের একমাত্র পন্থা। এইজন্য ইহাদের নাম অবিঘ্নগণ। সৌম্য! যাহাদের তেজ বৃদ্ধি, পাপ বিনাশ, সঙ্কল্প সকল সুসাধন, বিবিধ জ্ঞান সমুৎপাদন এবং রোগাদি ধ্বংস করিয়া, নির্ব্বাণসুখলাভের ইচ্ছা থাকে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে এই অবিঘ্নগণের নিয়ত পরিচর্য্যা করিবে। এইরূপ, কায়মনো-বাক্যের সংযম, মূঢ়তা ও বিষয়বাসনাবিসর্জ্জন, কামক্রোধপরিহার, অনুৎসাহ ও অহঙ্কারত্যাগ এবং উদ্বেগ ও গৃহবাস-লিপ্সাবিসর্জ্জন এই কয়টিকে মোক্ষ

কহে। অর্থাৎ ইহাদের সহায়ে মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী, সন্দেহ নাই।

প্রথমে বুদ্ধিবলে বাক্য ও মন বশীকৃত করিয়া, জ্ঞানবলে ঐ বুদ্ধির বশীকরণ করিবে। পরে আত্মজ্ঞানবলে ঐ জ্ঞানকে বশ করিয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ বোধ করিবে। শান্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম, এই উভয়ের সহায়ে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইবে।

সপ্তম সর্গ।—(সন্ধ্যাবর্ণন।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাশয় এইরূপ জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্য বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, সমবেত জনগণ নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া, উহা শুনিতে লাগিল। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এমন কি, তাহাদের কটীতটস্থ কিঙ্কিণীর শব্দও নিবৃত্ত হইয়া গেল। পিঞ্জরবিহারী বিহঙ্গমগণও ক্রীড়া পরিহার করিল। বিলাসিনী রমণীরাও বিলাস বিস্মৃত ও স্থির হইয়া রহিল। ফলতঃ, রাজভবনস্থ প্রাণীমাত্রেরই, চিত্রিতের ন্যায়, অবস্থা উপস্থিত হইল। বেলা ক্রমে ক্রমে মুহূর্ত্তমাত্রে অবশিষ্ট হওয়াতে, সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য হইতে অবসৃত হইতে লাগিল। প্রফুল্ল কমলের সুগন্ধবাহী সমীরণ যেন বশিষ্ঠ মহাশয়ের কথা শুনিবার জন্য মৃদুমন্দগতি অবলম্বন করিল। ভগবান্ ভাস্করও যেন তদীয় বাক্যার্থ অবধারণ জন্য জগদ্-ভ্রমণে নিবৃত্ত ও অস্তগিরিরূপ নির্জ্জন প্রদেশে সমাগত হইলেন। তৎকালে বস্তুমাত্রেরই ছায়া দীর্ঘ হওয়াতে, বোধ হইল, তাহারা বশিষ্ঠ মহাশয়ের কথাশ্রবণার্থ যেন উদ্গ্রীব

হইয়াছে। এবং সকলেই চেষ্টাশূন্য হইয়া, বশিষ্ঠবাক্যে মন নিবিষ্ট করাতে, দশ দিক্ লোকসঞ্চারশূন্য হইয়া উঠিল।

এইরূপে সন্ধ্যাবন্দনার সময় সম্মুখীন দেখিয়া, বশিষ্ঠ মহাশয় স্বীয় মধুর বাক্যের উপসংহার করিয়া, মৌনাবলম্বন করিলে, মহারাজ দশরথ যথাবিধি গো ও দক্ষিণাদানসহকারে সমাদরপূর্ব্বক দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজাবিধি সমাধা করিলেন। তখন রাজগণ ও মুনিগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলে, তাঁহাদের অঙ্গসংঘটন-বশতঃ কেয়ূর ও কঙ্কণাদির মনোহর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তাঁহাদের কণ্ঠস্থ মণিময় হারগুচ্ছে স্বর্ণখচিত সুনির্ম্মল বসনের প্রতিভা বিচ্ছুরিত হওয়াতে, বক্ষঃস্থলের অপূর্ব্ব রাগ প্রাদুর্ভূত ও প্রদীপ্ত কনকাভরণের সমুজ্জ্বল প্রতিভায় দিক্ সকলও সুবর্ণসদৃশ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

অনন্তর তারকাস্তবক-সমলঙ্কৃতা সন্ধ্যা সমাগতা হও-য়াতে, কিংশুকাদি কুসুমসমূহের বিকাশ বশতঃ বনরাজি বাসন্তী শোভা ধারণ করিল। বিহঙ্গম সকল স্ব স্ব কুলায়ে লীন হইতে লাগিল। প্রভাকর প্রভার সংক্রম বশতঃ মেঘ-খণ্ড সকল যেন কুসুমরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রবিকর-রূপ পীত বসন ও তারারূপ মণিহারে অস্তভূধরের পরম শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। সন্ধ্যা-সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া, সকলের আনন্দ সমুদ্ভাবিত করিতে লাগিল।

অনন্তর বেতাল যেমন শরীরকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ প্রগাঢ় তিমিরপটলে সমস্ত সংসার আক্রান্ত হওয়াতে, দিবা-করবিরহে দিগঙ্গনারা, পতিবিয়োগবিধুরা কামিনীর ন্যায়,

নীহাররূপ অশ্রুভার বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে সকল-ভুবনভূষণ ভগবান্ শশলাঞ্ছন সুশোভন কিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক সমুদিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে অবিদ্যার ন্যায়, সমুদায় অন্ধকার তিরোহিত হইল। শান্তির উদয়ে সাধুর হৃদয় যেমন শীতল হয়, সুধাংশুর সুধাময় কিরণ-সম্পর্কে সমস্ত সংসার তদ্রূপ স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। ঋষিগণ ব্রাহ্মণগণ ও নরপতিগণ স্ব স্ব স্থানে গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠের বাক্য সকল তাঁহাদের চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়া উঠিল।

অনন্তর জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যাজনিত দুঃখরাশি যেরূপ বিনষ্ট হয়, রজনীর অবসানে নীহারময়ী ঊষা সমুপস্থিত হইলে, নভোমণ্ডলবিহারিণী ভাস্বররূপিণী তারকা‌মালা তদ্রূপ অন্তর্হিত হইল। সাধুসহবাসের ন্যায়, পরমসুখসেব্য সুস্নিগ্ধ প্রভাতসমীরণ বিবিধ-কুসুমগন্ধ-বহনপূর্ব্বক মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিবেকবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে যেরূপ অভিনব ভাববৈচিত্র্য সমুদিত হয়, সকল-লোকলোচন প্রভাকর তেমনি গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইলে, বহুদিনের পর প্রবাসী পতির সমাগমে পতিব্রতার বদনমণ্ডলের ন্যায়, কমলিনী বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন সমবেত মহর্ষিগণ ও নরপতিগণ সকলেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, পূর্ব্ববৎ পদার্পণ ও অবস্থান পূর্ব্বক রাজসভার শোভা বর্দ্ধন ও পবিত্রতা সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে নভশ্চর ও মহীচরগণ সমবেত হইলে, রাম মধুর বাক্যে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যাহা হইতে অশেষ-দোষাকর সংসার বিস্তৃত হয়, সেই মনের স্বরূপ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন আকাশের ন্যায়, শূন্য, জড়াকৃতি ও নামমাত্র এবং সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিলেও, অন্তরে বা বাহিরে কুত্রাপি দৃশ্য হয় না। মৃগতৃষ্ণা যেমন জলের, মনই তেমন জগতের সৃষ্টি করে। সৎ বা অসৎ বস্তুর প্রকাশকেই মন বলে। ইহা ভিন্ন মনের অন্যবিধ আকার নাই। যেখানে সংকল্প, সেইখানেই মন। এই সংকল্পের অনেক নাম। যথা, অবিদ্যা, সংসৃতি, চিত্ত, মন, বন্ধ ও তমঃ ইত্যাদি। বৎস। দৃশ্যই মনের রূপ। আমি, তুমি, ইত্যাদি দৃশ্যকল্পনা মনেরই স্বভাব ও কার্য্য। মন যাবৎ স্থিরভাব অবলম্বন না করে, তাবৎ সংসারের পর সংসার বিস্তৃত হইয়া, বন্ধনের পর বন্ধন সংঘটিত করিয়া থাকে। তুমি জ্ঞানবলে মনোরূপ আদর্শ হইতে দৃশ্যরূপ মার্জ্জনা করিয়া, সুখী ও স্বচ্ছন্দ হও। তাহা হইলে, আর সংসারভাবনায় পতিত হইবে না।

বৎস। সংকল্প সকল বিগলিত হইলে, জীবমাত্র অবশিষ্ট হয়েন। সুতরাং, দিক্, ভূমি ও আকাশাদিরূপ সংকল্পের ক্ষয় না হইলে, স্বরূপপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমি, তুমি, ইত্যাদি দৃশ্য বস্তুর মার্জ্জনা হইতেই অদ্বৈতরূপ ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে। দৃশ্য বস্তু না থাকিলে, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, কেবল দর্পণই অবশিষ্ট থাকে, তুমি, আমি, ইত্যাদি দৃশ্যভ্রম তিরোহিত হইলে, তদ্রূপ একমাত্র আত্মরূপতাই প্রকাশিত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! বিবিধ দুঃখের ও সংসার-ভ্রমের হেতুভূত এই দৃশ্যরূপ মহাব্যাধির কিরূপে শান্তি হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! এই দৃশ্যরূপ পিশাচের শান্তি-

মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। বীজমধ্যে অঙ্কুরের ন্যায়, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং, দৃশ্য বস্তুর অভাবেও উহার অভাব হয় না। স্মৃতিরূপ বীজ হইতে চিদাকাশে দৃশ্য-বুদ্ধি আবির্ভূত হইয়া, পুনরায় অশেষদোষময় বিবিধ দৃশ্য বস্তু প্রকাশিত করে। এই দৃশ্যজ্ঞান মুক্তির প্রবল প্রতি-বন্ধক। এইজন্য, ঋষিগণ দৃশ্যজ্ঞান পরিহার করেন। তুমিও ইহা ত্যাগ কর। বৎস! এই যে ভৌতিক জগৎ দৃশ্য হই-তেছে, ইহা সেই অজর, অমর ও অব্যয় ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ঐ ব্রহ্মের শূন্য, পূর্ণ ও শান্ত প্রভৃতি অবস্থানু-সারেই এই জগৎ অবস্থিতি করে। ইহা শূন্যও নহে, জড়ও নহে, কেবল শান্তিময়।

রামচন্দ্র কহিলেন, এই জগতের যদি উৎপত্তি স্থিতি না থাকে, তাহা হইলে, ইহা কি, বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করুন। বন্ধ্যার পুত্র, শশকের শৃঙ্গ এবং চিত্রলিখিত মেঘের গর্জ্জন যেমন অলীক, আপনার কথা সকলও তদ্রূপ বোধ হইতেছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহা কহিলাম, তাহার কিছুই অসঙ্গত নহে। মন, স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নান্তরদর্শনতুল্য স্বয়ং নিতান্ত অসৎ হইলেও, এই জগৎকে সৎস্বরূপে প্রকাশ ও এই বিনশ্বর দৃশ্যরূপ দোষরাশিকে বিস্তার করিয়া থাকে। বৎস! মন ক্ষণকালের জন্যও স্থির নহে; স্বভাবতঃ সাতিশয় চঞ্চল। কখনও প্রকাশিত, কখনও ধাবিত, কখনও অন্য বস্তুতে মিলিত ও কখনও বা কামক্রোধাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

অষ্টম সর্গ। (মনের উৎপত্তিনির্ণয়।)

রামচন্দ্র কহিলেন ব্রহ্মন্! এইপ্রকার মায়াময়, ভ্রমময় মন কোথা হইতে কিরূপে জন্মিল, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যিনি স্বপ্রকাশ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্বরূপ, সকলের সংহর্ত্তা ও জন্মরহিত, মহাপ্রলয়ে সকল পদার্থের লয় হইলে, সেই একমাত্র মহেশ্বরই বিরাজ করেন। তিনি বাক্যের অগোচর ও একমাত্র যোগবলের লভ্য। তাঁহার আত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি যে সকল নাম আছে, তৎসমস্ত কল্পনামাত্র। সাংখ্যশাস্ত্রে তাঁহাকে পুরুষ, বেদান্তে ব্রহ্ম, বিজ্ঞানাত্মবাদীরা নির্ম্মল বিজ্ঞানস্বরূপ ও শূন্যবাদীরা তাঁহাকে শূন্য বলেন। তিনিই চন্দ্র সূর্য্যের তেজ প্রকাশ করেন। তিনিই বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, স্রষ্টা, স্মর্ত্তা ও সত্যস্বরূপ। তিনি নিত্য হইলেও, অনিত্য জগতে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। তিনি দূরস্থ হইলেও, নিকট এবং দেহস্থ হইলেও, দূরস্থ। তাঁহা হইতেই বিষ্ণ্বাদি দেবগণ সমুদ্ভূত ও চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আপনার ও সমুদায় পদার্থের প্রকাশক। এই অনন্ত জগতের তিনিই জনয়িতা। তিনি স্বর্গে, মর্ত্তে ও পাতালে ; ফলতঃ সকল স্থলেই বাস করিতেছেন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ,অবিদ্যা ও কামাদিকে স্ব স্ব বিষয়ে চালনা করিতেছেন। তিনি পর্ব্বত সকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, শৈলাদিকে কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন। তিনি অগ্নি ও সূর্য্যে আলোক দিয়াছেন। মরুভূমিস্থ মরীচিকার ন্যায়, এই জগৎ তাঁহারই আবির্ভাব ও তিরোভাবময়। তিনি অবিনশ্বর হইলেও, জগৎ রূপে বিনশ্বর। তিনি অতি সূক্ষরূপে জীব-

মাত্রের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি চিদাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল ও চিৎ-রূপ মূলবিশিষ্ট প্রকৃতিরূপ লতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় সকল এই লতার দল এবং ইহা আত্মারূপ বায়ুবশে সর্ব্বদাই আন্দোলিত। তাঁহার প্রভাবে প্রত্যেক দেহে চিৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং বস্তু সকল পরস্পর চমৎকারিতা প্রদর্শন করিতেছে। তিনি সদ্বস্তু সকলের সত্তাস্ফূর্ত্তি বিধান করিয়াছেন। তাঁহারই আজ্ঞায় এই জড় শরীর চলাচল করিতেছে এবং নিয়তি ও দেশ-কালানুসারী চলন ও স্পন্দনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। তিনি শুদ্ধসংবিৎমাত্রস্বরূপ। তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন; অথচ তিনি কিছুই করেন না। তিনি নির্ব্বি-কারস্বরূপ ও অদ্বৈতরূপ; উদয়স্থিতিবিরহিত বিজ্ঞানাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠান। মন তাঁহারই মায়াকল্পনা।

নবম সর্গ।—(পরমাত্মসাধন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ দুঃখপরম্পরা দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহার প্রভাবে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় সংসারভ্রান্তির শান্তি হয়, সেই জ্ঞানই এবিষয়ের একমাত্র সাধন। পরমাত্মা দূরও নন, নিকটও নন এবং সুলভও নন, দুর্লভও নন। তিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ। এই দেহেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্যা, দান ও ব্রতা-দিতে কিছুই লাভ নাই; একমাত্র স্বভাবই বিশ্রান্তির হেতু। প্রযত্নপূর্ব্বক মোহ পরিত্যাগ করাই প্রকৃষ্ট সাধন এবং সাধু-সঙ্গ ও সৎশাস্ত্রানুশীলনই মোহনিবৃত্তির উপায়। পরমাত্মাকে জানিলে, সকল দুঃখ দূর ও জীবন্মুক্তিলাভ হয়।

শ্রীরাম কহিলেন, তাঁহাকে জানিলে, আর মরণাদি দোষে পতিত হইতে হয় না ; ইহার হেতু কি ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, তিনি সকল দুঃখের অতীত ও নিরবচ্ছিন্ন-শান্তিসুখময়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারই দুঃখ দূর ও শান্তিলাভ হয়। প্রযত্নসহকৃত বিবেকবিকাশী পৌরুষ ব্যতিরেকে স্নান, দান ও তপস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। রাগ, দ্বেষ, তম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্যাদির ত্যাগ না হইলে, তপস্যা ও দানাদি ক্লেশমাত্র সাধন করে। ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া, বঞ্চনাপূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন দান করিলে, দাতার কিছুমাত্র ফল হয় না; যাহার সেই ধন, তাহারই ফললাভ হয়। এইরূপ, ক্রোধাদি সত্ত্বে, ব্রতাদি করিলেও, কোন ফল হয় না। অধিকন্তু, উহা দম্ভপ্রকাশমাত্র। অতএব যত্নপূর্ব্বক পৌরুষ, সৎশাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গরূপ মহৌষধ আহরণ করিবে, সংসারব্যাধির বিনাশ হইবে! পৌরুষই দুঃখশান্তির একমাত্র উপায় এবং পৌরুষই আত্মজ্ঞানলাভের ও রাগাদি-বিসূচিকাবিনাশের পরম সাধন।

শাস্ত্রসিদ্ধ যথাসম্ভব বৃত্তিতে সন্তুষ্ট, ভোগবাসনাবিবর্জ্জিত ও দুরাকাঙ্ক্ষাজন্য উদ্বেগশূন্য হইয়া, যথাসম্ভব উদ্যোগসহায়ে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিবে। যিনি যথাসম্ভব অর্থলাভে সন্তুষ্ট ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয় সকলে বীতচিত্ত, তাঁহাকেই সাধুসঙ্গী ও সৎশাস্ত্রনিরত কহা যায়। যাঁহারা বিচারবলে বিশিষ্টরূপে আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মাদি সকল দেবতারই অনুকম্পাভাজন। বৈরাগ্যাদি-গুণযুক্ত ব্যক্তিগণই সাধুশব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। প্রযত্নসহকারে তাদৃশ

সাধুর সহবাস আশ্রয় করিবে। যাহা দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয়, সেই অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যা ও সৎশাস্ত্রই শাস্ত্র। মনোযোগসহকারে অধ্যাত্মবিদ্যা ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিলেই, মুক্তিলাভ হয়। যেরূপ নির্ম্মাল্য জলের মালিন্য দূর ও যোগাভ্যাস বাহ্য মনোবৃত্তি বিনাশ করে, তদ্রূপ সাধু-সঙ্গজনিত বিবেক সহায়ে অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দশম সর্গ।—(পরমাত্মনিরূপণ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমাত্মা কোথায় এবং কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পরমাত্মা দূরে নহেন; চিন্মাত্ররূপে আমাদের দেহেই বিরাজ করেন। এই বিশ্বই তিনি। তিনি অদ্বিতীয় এবং তিনিই মহাদেব, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সূর্য্য ও তিনিই ব্রহ্মা।

শ্রীরাম কহিলেন, যদি চেতনমাত্র জগতই তিনি, তাহা হইলে, বালক ও গোপালক প্রভৃতিরাও ইহা জানিতে পারে; সদুপদেশে প্রয়োজন কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! এই বিশ্বকেই যদি চিন্মাত্র বলিয়া, তোমার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভবনাশের উপায় তোমার কিছুই বিদিত নাই। কেননা, জীব ও সংসার পশুর সমান, পুনঃ পুনঃ জরামরণদুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে। মনই তাহাকে অশেষ দুঃখে ও ভয়ে নিপাতিত করে।

বৎস! পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে, হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সকল সংশয় ছিন্ন ও কর্ম্ম সকল অবসন্ন হয়। দৃশ্যজ্ঞানের

অভাব না হইলে, যখন দৃশ্যপ্রতিরোধ হয় না, তখন দৃশ্যো-ন্মুখ জীব কিরূপে শান্তি লাভ করিবে?

শ্রীরাম কহিলেন, যাঁহাকে জানিলে, সংসারযন্ত্রণার শেষ হয় না, সেই ব্যোমরূপী অজ্ঞ জীবের স্বরূপ কি এবং সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের সাহায্যে যাহাঁকে জানিলে, সংসারসাগর পার হওয়া যায়, সেই পরমাত্মারই বা স্বরূপ কিরূপ, বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহাঁরা জন্মরূপ জঙ্গলে পরিক্ষিপ্ত চেতনস্বরূপ জীবকেই পরমাত্মা জ্ঞান করে, তাহারা পণ্ডিত-মূর্খ। কেননা, জীবই সংসারযন্ত্রণার হেতু। ইহাকে জানিলে, কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই; কিন্তু পরমাত্মাকে অব-গত হইলে, সকল দুঃখের পরিহার হয়।

শ্রীরাম কহিলেন, যাঁহাকে জানিলে, সকল মোহ বিগ-লিত হয়, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে সংবিৎ-রূপ দেহ নিমিষমধ্যেই দেশ হইতে দেশান্তর ব্যাপ্ত করে, যে বোধরূপ মহাসাগরে জগৎ এককালেই মগ্ন হইয়া যায় এবং যাহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য-ক্রম থাকিলেও, যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, যাহা আকাশ না হইলেও, বিপু-লত্ব বশতঃ আকাশস্বরূপ, এই অনিত্য ও অবস্তু জগৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সৃষ্টিকার্য্যে কোনরূপ কর্তৃত্ব না থাকিলেও, যাহার কর্তৃত্ব আছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, যাহা চিন্ময় হইলেও, পাষাণাদির ন্যায়, জড়-স্বভাব; বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ বস্তু সকল যাহার সংসর্গে ব্যব-হারযোগ্য হইয়া থাকে এবং আকাশের শূন্যত্ব যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ, সেইরূপ যাহা নিত্যসিদ্ধস্বরূপ, তাহাই পরমাত্মার রূপ।

শ্রীরাম কহিলেন, পরমাত্মার কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব, তিনি আছেন, ইহা কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে? আর, এই জগৎ যখন দৃশ্য হইতেছে, তখন, ইহারই বা অবস্তুত্ব ও অনাস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, আকাশ শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে। কিন্তু ইহাতে তুমি নীলপীতাদি বিবিধ বর্ণ দেখিতে পাই-তেছ। ঐ সকল কি বাস্তবিক? কখনই নহে, সমুদায়ই ভ্রমমাত্র। কেননা, যে বস্তু কিছুই নহে, তাহার আবার বর্ণ কি? অতএব তোমার আমার স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আকাশও সত্য পদার্থ এবং তাহাতে নীলপীতাদি বর্ণ সকলও ভ্রান্তিমাত্র নহে। কিন্তু তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এইরূপ, আকাশাদির ন্যায়, জগতও সম্পূর্ণ ভ্রমময়, ইত্যাকার জ্ঞানের উদয় হইলেই, পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়। বৎস! উল্লিখিত প্রকারে দৃশ্যজ্ঞানের একবারেই অভাব না হইলে, ব্রহ্মকে কোনরূপেই জানা যায় না। এই ব্রহ্ম পরম-বোধস্বরূপ। তাঁহার সেই বোধ হইতেই সকলের উৎ-পত্তি হইয়া থাকে।

ফলতঃ, দৃশ্যজ্ঞানের অভাব হইলেই, বুদ্ধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। অতএব এই জগৎ-রূপ দৃশ্যকে মিথ্যা বলিয়া, জ্ঞান না হইলে, কোন ব্যক্তিই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত-হইতে পারে না।

শ্রীরাম কহিলেন, এই জগৎ যদি মিথ্যা অর্থাৎ কিছুই নহে, তবে, কিরূপে পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছে? আর

জগৎ অতি অসীম ; কিন্তু পরমাত্মা অতি সূক্ষ্মরূপ। সুতরাং সর্ষপের অভ্যন্তরে সুমেরুর ন্যায়, পরব্রহ্মে ইহার অবস্থিতি নিতান্ত অসম্ভব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! কিয়ৎকাল প্রসন্ন চিত্তে অবস্থিতি কর, পরে জ্ঞানের উদয়ে অচিরকালমধ্যেই দৃশ্যজ্ঞান-মার্জ্জনসহকারে দ্রষ্টারও অভাব হইলে, যখন একমাত্র বোধই অবশিষ্ট থাকিবে, তখনই এবিষয় বুঝিতে পারিবে। সৎপথের পরিদর্শক পরমাত্মা জ্ঞানবলে দৃশ্য হইলে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই এক হইয়া যায়। তখন অদ্বৈতভাব উপস্থিত হইলে, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সৎ-মাত্র অবশিষ্ট আছেন। ফলতঃ, জগদ্ভ্রম দূর হইলেই, অহং, ইত্যাদি দৃশ্যজ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে।

বৎস! এই জগৎ আদিতে ছিল না ও পরেও থাকিবে না ; সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই ; অতএব. ইহা আছে বা থাকিবে, কিরূপে সম্ভব-পর হইতে পারে? মরুতে জল ও দ্বিতীয়াতে চন্দ্রগ্রহণ কখনও সম্ভব নহে। তবে, যে, জগৎ দৃশ্যমান হইতেছে, তাহা কেবল স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশ বা স্বরূপতা ভিন্ন কিছুই নহে। তত্ত্বজ্ঞানিগণের যুক্তিসহকৃত উপদেশে উপেক্ষা করা উচিত নহে। যাহারা ঐরূপ উপেক্ষা করিয়া, অযৌক্তিক বিষয়ে মন সন্নিহিত করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে মূঢ় ও অজ্ঞ বলেন। অতএব, আস্থাপূর্ব্বক আমার উপদেশে অবধান কর।

একাদশ সর্গ।—(গ্রন্থপ্রশংসা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! এই জগৎরূপ অজ্ঞান-বিসূচিকা বহুকাল বদ্ধমূল হইয়া আছে। জ্ঞানযোগ না হইলে, ইহার শান্তি হয় না। আমি তোমার জ্ঞানসিদ্ধির জন্য যে আখ্যায়িকা বলিতেছি, মন দিয়া শুনিলেই, তোমার মুক্তি-লাভ হইবে। আর, কিয়দংশ শুনিয়া, নিবৃত্ত হইলে, পশুধর্ম্ম লাভ করিবে। যে, যে বিষয়ের প্রার্থী ও তজ্জন্য যত্নপরায়ণ, সে, তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি যেদিন সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুসারী হইবে, সেইদিনই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহা জানিলে, আত্মজ্ঞান-লাভ ও সকল শোক দূর হয়, এরূপ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র কি, উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! এই মহারামায়ণই সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ, আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ও পরম শুভজনক। এই ইতিহাসই সকল ইতিহাসের সার ও পরম বোধের পরম সাধন। ইহা শুনিলে, জীবন্মুক্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং, ইহা পরম পবিত্র শাস্ত্র। দৃশ্য জ্ঞান থাকিলেও, এই শাস্ত্রের অনুশীলনে তাহা দূর হইয়া যায়। ইহাতে যাহা নাই, তাহা অন্য কোন শাস্ত্রেই নাই। পণ্ডিতেরা বলেন, এই শাস্ত্র সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোষ-স্বরূপ। ইহা নিত্য শ্রবণ করিলে, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ হয়। নিতান্ত হতভাগ্য না হইলে, আর ইহাতে অরুচি জন্মে না। উপযুক্ত ঔষধ সেবনে যেমন রোগশান্তি হয়, তদ্রূপ ইহার অনুশীলনে সংসারনিবৃত্তি হইয়া থাকে। মহাজনের বর বা

শাপের ন্যায়, ইহার অবশ্যম্ভাবিনী ফলজনকতাশক্তির সীমা নাই। ফলতঃ, এই শাস্ত্রের আলোচনা না করিলে, দান, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও যজ্ঞাদি দ্বারা সংসারযন্ত্রণার শান্তি হয় না।

দ্বাদশ সর্গ। (মুক্তি ও ব্রহ্ম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! পরমাত্মাই যাঁহাদের বোধ ও সন্তোষস্থল এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য যাঁহাদের মন ও প্রাণ সর্ব্বদাই উৎসুক, তাদৃশ ব্যাপারবর্জ্জিত ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের যে জীবন্মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, তাহাই বিদেহমুক্তি।

শ্রীরাম কহিলেন, বিদেহমুক্ত ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি, বলুন; আমি বুঝিয়া, সেইরূপ হইতে যত্ন করিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সংসারে আসক্ত হইলেও, যিনি এই সংসারকে আকাশের ন্যায় শূন্য বোধ করেন এবং সংসারের কার্য্য করিলেও, আমি কিছুই করি না, যিনি এইপ্রকার বিবেচনা করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও, সুষুপ্তবৎ বিকারশূন্য অবস্থিতি করেন, এবং সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া, সুখে হর্ষিত বা দুঃখে বিষাদিত না হয়েন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যিনি সুষুপ্ত হইলেও, জ্ঞানবলে জাগ্রৎ থাকেন; ব্রহ্মভিন্ন অন্য বস্তুতে যাঁহার অভিলাষ নাই, বাহ্যে রাগ দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেও, অন্তরে যাঁহার ঐ সকল নামমাত্র বা লেশমাত্রও নাই; তজ্জন্য যিনি আকাশের ন্যায় সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া, চিৎস্বরূপেই অবস্থান করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যাঁহার দেহ অহংভাবশূন্য ও

বুদ্ধি পাপপুণ্যাদিতে নির্লিপ্ত; যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী বা সকলকেই আত্মতুল্য জ্ঞান করেন; লোক সকল যাঁহা হইতে বা যিনি লোক সকল হইতে কদাচ উদ্বিগ্ন না হয়েন; যাঁহার হর্ষ নাই, ক্রোধ নাই, সংসারে বাসনা নাই, ইন্দ্রিয়সত্ত্বেও ইন্দ্রিয় নাই, মন সত্ত্বেও মন নাই এবং বিষয়ব্যবহারে নিরত হইলেও, অবিষয়ীর ন্যায় যাহাঁর রাগ, দ্বেষ ও হর্যাদির লেশ-মাত্র নাই, তজ্জন্য যিনি নিরতিশয় শীতল বা শান্তভাবাপন্ন এবং যাহাঁর আত্মা সকল পদার্থেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে।

এইরূপ জীবন্মুক্তের দেহ কালের বশীকৃত হইলে, বিদেহ-মুক্তিলাভ ও স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবের আবির্ভাব হয়। বৎস! বিদেহমুক্তের অস্ত নাই, উদয় নাই, প্রকাশ নাই, অপ্রকাশ নাই এবং তিনি দূরও নহেন, আমিও নহেন বা অপরও নহেন। তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং তিনিই সূর্য্যরূপে তাপ দান, বিষ্ণু-রূপে রক্ষাবিধান, রুদ্ররূপে সংহার ও ব্রহ্মারূপে নির্ম্মাণ করেন। পুনশ্চ, তিনি আকাশরূপে পবন, ঋষি ও সুরাসুরাদি ও সুমেরুরূপে লোকপালদিগকে ধারণ করিয়া থাকেন এবং ভূমিরূপে লোকমর্য্যাদা পালন, লতাদিরূপে ফলপ্রসব, জল ও অনলরূপে দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বিধান এবং চন্দ্ররূপে অমৃত ক্ষরণ করেন। পুনশ্চ, তিনি বিষরূপে মৃত্যু বিস্তার, দিক্‌রূপে তেজ প্রকাশ, তমোরূপে অন্ধকার প্রেরণ এবং জড় ও অজড়-রূপী অন্তঃকরণ সহায়ে স্থাবর ও জঙ্গমের আকৃতি সংঘটন করেন। তিনি শূন্য ও অশূন্যস্বরূপী। তিনি পৃথিবীরূপ স্ত্রীর সমুদ্ররূপ বলয়স্বরূপ, এবং তিনি অনাবৃত চিদাত্মা রূপে এই বিশাল বিশ্ব বিস্তারপূর্ব্বক স্বয়ং নির্ব্বিকাররূপে বিরাজমান

হয়েন। ফলতঃ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়গত সমস্ত দৃশ্যই তিনি।

শ্রীরাম কহিলেন, মনুষ্যের মন অতি চঞ্চল ও দৃষ্টি অতি বিষম। সুতরাং, তাহার এইপ্রকার মুক্তিলাভ আমার একান্ত অসম্ভব বোধ হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সাধুরা বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মই সাক্ষাৎ মুক্তি ও নির্ব্বাণপদ। তুমি আমি, ইত্যাদি মিথ্যাবস্তুবিস্তার-স্বরূপ জগৎকে, বন্ধ্যাপুত্রবৎ, একান্ত অলীক বোধ করিতে পারিলেই, ঐরূপে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, বিদেহমুক্তেরা ব্রহ্মরূপে ত্রিলোক বিধান করেন, বলিলেন; তবে তাঁহাদের সংসারভারপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, ত্রিভুবন যদি থাকিত, তাহা হইলে, বিদেহমুক্তেরাও তাহা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ত্রৈলোক্য শব্দ বা কল্পনামাত্র, কিছুই নহে; সুতরাং, ব্রহ্মের সংসারভার-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? ব্রহ্মই জগৎ। বলয় যেমন স্বর্ণ ভিন্ন কিছুই নহে এবং জল ও তরঙ্গে যেমন প্রভেদ নাই, ব্রহ্ম ও জগৎ তেমনি অভিন্ন পদার্থ। আকাশে শূন্যত্ব ও আলোকে তেজের ন্যায়, জগৎ স্বভাবতই ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিপ্রকার বুদ্ধিবলে দৃশ্য-জ্ঞান মার্জ্জন ও স্বস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, এবং কিরূপ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে, আর সাধ-নের প্রয়োজন হয় না, উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিচারবলেই এই মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া যায়। পর্ব্বতে আরোহণাদি করা যেরূপ সহজ নহে, তদ্রূপ

বহুকাল হইতে মনুষ্যহৃদয়ে বদ্ধমূল এই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট করা দুঃসাধ্য। অভ্যাসযোগ, যুক্তি, ন্যায় ও উৎপত্তিসহায়ে এই জগদ্‌ভ্রম দূর হইতে পারে। এইজন্য আমি উৎপত্তি-প্রকরণ কীর্ত্তন করিব। ইহা শুনিলে, তোমার মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত ও মুক্তিলাভ হইবে। এই প্রকরণে মিথ্যা-জ্ঞানের স্বরূপ ও তাহার নিরাকরণোপায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বৎস। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক দৃশ্যমান জগৎ মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইবে, ইহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। কেবল এক-মাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই তখন বিরাজ করিবেন। তিনি অনন্ত। এইজন্য তিনি না তেজ, না অন্ধকার, না শূন্য, না আকার-বান্, না দৃশ্য, না দর্শন, না পূর্ণ, না অপূর্ণ, না সৎ, না অসৎ এবং না ভাব, না অভাব। তাঁহার নাম নাই, প্রকাশ নাই, জরা নাই, মরণ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই ও মন নাই। তিনি চিন্মাত্রস্বরূপ এবং নাসা, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্ ও নেত্র না থাকিলেও, দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করিয়া থাকেন। জগৎ তাঁহাতেই প্রস্ফুরিত হইতেছে। যে আলোক দ্বারা সৎ ও অসৎ দ্বিবিধ রূপে লক্ষিত এই জগৎ চিত্রবিচিত্রবৎ অনুভূত হয়, তৎসমস্তই তিনি।

যে যোগী পুরুষ খেচরীমুদ্রা (১) সহায়ে ভ্রূমধ্যে অর্দ্ধো-ন্মীলিত-দৃষ্টি-সন্নিবেশপূর্ব্বক সেই অস্ফুট তারকা দ্বারা এই জগৎ দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মাকেই দর্শন করেন। সেই পরমাত্মার কোন কারণ নাই; তিনি নিজেই নিজের কারণ।

---

(১) কপালরন্ধ্রে বিপরীত ভাবে জিহ্বা প্রবেশ ও ভ্রূযুগমধ্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ করাকে খেচরীমুদ্রা কহে। এই মুদ্রা অবগত হইলে, রোগে পতিত, কর্ম্মে জড়িত ও কালের বশীভূত হইতে হয় না।

এই জগৎ তাঁহার কার্য্য। তিনি সকলের অন্তরে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান। তাঁহার চিৎস্বরূপ দীপের দীপ্তিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা প্রকাশমান হইতেছে। তাঁহার দৃষ্টি ব্যতি-রেকে সূর্য্যাদির প্রকাশ অসম্ভব। তাঁহারই মায়ায় এই জগৎ রূপ মৃগতৃষ্ণার আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারই স্পন্দনে জগৎ অলাতচক্রের ন্যায় প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার স্পন্দন না হইলে, তাঁহাতেই ইহা লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টি ও প্রলয় তাঁহার বিলাস। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং স্পন্দ ও অস্পন্দ-স্বরূপ। তিনি নির্ম্মল ও অক্ষয়স্বভাব। তিনি সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও সুপ্ত; আবার প্রবুদ্ধ বা সুপ্ত কিছুই নহেন। তিনি শান্তস্বরূপ ও শিবস্বরূপ। তিনি প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্র-ত্যক্ষ, মূক হইলেও অমূক, ব্যক্ত হইলেও অব্যক্ত, ক্রিয়াহীন হইলেও, ক্রিয়াময়, অনঙ্গ হইলেও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, অচক্ষু হইলেও পরমচক্ষুষ্মান্, অপদ হইলেও সহস্রপদ, নিরিন্দ্রিয় হইলেও অশেষ ইন্দ্রিয়ময় এবং তিনি অহস্ত হইলেও সহস্র-হস্ত। তিনি অভয় ও অমৃতের আধার। তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে এই সংসাররূপ সর্পভয় প্রাদুর্ভূত ও সর্ব্বভয় দূরীভূত হইয়া থাকে। তিনি দীপের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন। তাঁহাতেই জগতের প্রকাশ এবং তিনি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকা-তেই, মন স্পন্দিত ও চেষ্টাশীল হইতেছে। সাগরে ঊর্ম্মি-মালার ন্যায়, তাঁহা হইতে ঘটপটাদি বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাঞ্চন যেমন কেয়ূর ও কটকাদি বিবিধ রূপে প্রকাশ পায়, তিনিও তেমনি মায়াবশে বিবিধ ভ্রমময় পদার্থযোগে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন। আমা কর্ত্তৃক, তোমা কর্ত্তৃক অথবা, সকল লোক কর্ত্তৃক তিনি সাক্ষাৎকৃত হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত

হয়েন। অথবা, আমি, তুমি, কিংবা সমস্ত লোক, কাহারই তাঁহাকে অবগত হওয়া সাধ্য নহে। তিনি অদ্বিতীয়স্বরূপ। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। কাল তাঁহারই কর্তৃক হেমন্ত ও বসন্তাদিরূপে বারবার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহা হইতেই দৃশ্যবস্তুর দর্শনফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাঁহারই প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়। বৎস! রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শাদি যাহা কিছু তুমি জানিতেছ, তৎসমস্তই তিনি এবং যাঁহা দ্বারা ঐ সকল জানিতেছ, তিনিও তিনি। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এই তিনের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান যে দর্শন, তিনিই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিলেই, আত্মজ্ঞানলাভ হয়। তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই ও আদি নাই; তিনি সত্য, নিত্য, নির্ম্মল, শিবস্বরূপ ও শূন্যস্বরূপ এবং তিনি সকল কারণের কারণ। তাঁহাকে অনুভব দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকলই জানিতেছেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।—(জগৎ ও ব্রহ্ম।)

শ্রীরাম কহিলেন, মহর্ষে! মহাপ্রলয়ে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনি না শূন্য, না প্রকাশ, না নাম, না আকার, না তেজ, না অন্ধকার, না চিৎ, না জীব, না বুদ্ধি, না মন, না তুমি, না আমি ইত্যাদি কিছুই নহেন; অথচ তিনিই সকল, ইহার কারণ কি, বলিয়া, আমার মোহ নিরাকরণ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! বীজমধ্যে বৃক্ষের ন্যায় এবং অনুৎকীর্ণ স্তম্ভমধ্যে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, এই জগৎ সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করিতেছে। এইজন্য তিনি জগৎ,

শূন্য নহেন। তরঙ্গের ন্যায়, সেই ব্রাহ্মজলে জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই আছে। বিপরীতবুদ্ধি মানবগণই এ বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

বৎস! ব্রহ্মের উদয় নাই ও অস্ত নাই; তিনি সৎস্বরূপে আত্মাতেই অবস্থিতি করেন। তিনি স্বপ্রকাশ; সূর্য্য ও চন্দ্রাদি দ্বারা প্রকাশিত হন না। অথবা, তিনি সূর্য্যাদির সূর্য্যাদি। সূর্য্যাদি স্বয়ং প্রকাশিত নহে; এইজন্য তাহাদের নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের কখনও নির্ব্বাণ নাই; যেহেতু তিনি আপনা হইতেই নিত্যপ্রকাশসম্পন্ন। সেই তমোহীন, প্রকাশহীন পরমাত্মা সংসারস্থিতির কোষস্বরূপ।

যেরূপ বিল্বফল ও তাহার মধ্যভাগ উভয়ের বিশেষ নাই, সেইরূপ জগৎ ও ব্রহ্মে বিভিন্নতা নাই। জলে তরঙ্গ ও মৃত্তিকায় ঘটাদির ন্যায়, যাঁহাতে জগৎ বিদ্যমান, তিনি কিরূপে শূন্য হইতে পারেন? চিত্তের বিকাশ না হইলে, চিদাকাশস্থ চিন্মাত্রকে লাভ করা যায় না। সেই ব্রহ্ম চিত্তস্বরূপ। তিনি রূপ ও আলোকাদি রূপে এই জগৎস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতেছেন। শান্তচিত্ত ও শান্তবুদ্ধি যোগীরা সংসারী হইলেও, সকল জ্ঞানের আধার সেই অব্যক্ত ব্রহ্মেই অধিষ্ঠান করেন। আকারবিশিষ্ট জলে যেরূপ আকারবিশিষ্ট তরঙ্গমালা প্রতিষ্ঠিত আছে, নিরাকার ব্রহ্মে সেইরূপ নিরাকার জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। ফলতঃ, জগৎ নিরাকার। কেবল স্বস্বরূপলাভ রূপ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই ইহা জীবভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বৎস! উৎপন্ন বস্তুমাত্রেই এই রূপে ব্রহ্মাভিন্ন কিছুই নহে। মন সেই পরমপদে অভিনিবিষ্ট হইলে, এই জগৎ কিছুই নহে, বলিয়া

বোধ হয়। কেননা, তখন আর ইহাতে কোন প্রয়োজন বা সম্পর্ক থাকে না। বৎস! সমস্ত জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে সমুৎপন্ন; সেই ব্রহ্ম উক্তরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে জীবভাবের উৎপত্তি হয়। এই-জন্য তিনি জীববান্। তিনি শুদ্ধ ও শান্তস্বরূপ এবং তিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম ও পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তাঁহার রূপ অতি বিস্তৃত। যেহেতু, উহা দিক্‌কালাদির অবচ্ছিন্ন নহে। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি চিৎস্বরূপ ও আভাসরূপ। যেখানে তাঁহার আবির্ভাব নাই, সেখানে জীব, বুদ্ধি, চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও বাসনাদি কিছুই নাই। এইরূপে সেই শূন্য ও পূর্ণস্বরূপ পরমাত্মা আমাদের দৃষ্টিবিষয়ে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীরাম কহিলেন, পুনরায় পরমাত্মার রূপ উপদেশ করুন। উহা শুনিলে, জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্ম সকল কারণের কারণ। সমাধি-সহায়ে বৃত্তি সকলের ক্ষয় হইলে, দাহ্যশূন্য অগ্নির ন্যায়, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মনকে বিলীন করিয়া, যে নামরহিত সৎ বিরাজ করেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, দৃশ্য ও দ্রষ্টা উভয়ই কিছুই নহে, এই প্রকার জ্ঞানই পরমাত্মার রূপ। অথবা, জীবের স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভিন্ন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যে অবস্থার আবির্ভাব হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, চিত্তের জীবভাব রহিত হইলে, যে নির্ম্মল শান্তস্বরূপ চিন্মাত্র অব-শিষ্ট থাকে, কিংবা, যে সজীব চিত্তের অঙ্গে শীতলাদি দ্রব্য সংলগ্ন হইলেও, স্পর্শাদির অনুভব নাই, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, যাহা আকাশের, শিলার ও বায়ুর হৃদয় এবং

যাহা দ্বারা দর্শনাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, যাহা দ্বারা ঘটপটাদি ও অন্ধকার প্রকাশিত হইতেছে, জীবের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজমান সেই চিতই পরমাত্মার রূপ। নিত্য অব্যক্ত হইলেও, যাহা হইতে জগৎ ব্যক্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে, ভিন্ন বা অভিন্ন, যাহাই হউক, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান বা ব্যাপ্ত হইলেও, সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত এবং যাহা অনাকাশ হইলেও, আকাশস্বরূপ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, এই ঘটপটাদি রূপে প্রকাশমান জগৎ যাহাতে উদিত, অস্তমিত ও প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। সকল বস্তুর লয় হইলেও, যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনের অতীত তুরীয় রূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। মন যদি বুদ্ধি প্রভৃতি বিরহিত হইয়া, একমাত্র বোধরূপে স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই, সেই বোধস্বরূপ মনের সহিত পরমাত্মার তুলনা হইতে পারে। বৎস! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবাদি সকলের লয় হইলে, যে পরম মঙ্গলময় ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, তিনি বিশ্বসংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া, অদ্বৈত চিন্মাত্ররূপে বিরাজ করেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

(জগৎস্বরূপনির্ণয়।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিবিধ জীবাদিপূর্ণ জগৎ মহাপ্রলয়ে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! বন্ধ্যাপুত্রের আকৃতি কিরূপ এবং সে কোথা হইতে আইসে ও কোন্ স্থানেই বা যায়, অগ্রে আমাকে বল।

শ্রীরাম কহিলেন, বন্ধ্যাপুত্র কোন পদার্থই নহে। তাহার আবার দৃশ্যতা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, জগতের অবস্থাও এইরূপ। তাহা কিছুই নহে। সুতরাং, তাহার উৎপত্তি ও অবস্থিতি কি?

শ্রীরাম কহিলেন, বন্ধ্যাপুত্র কল্পনামাত্র। কিন্তু জগৎ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধের অপহ্নব কিরূপে সম্ভব?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পরব্রহ্মের সত্তাব্যতিরেকে এই জগৎ, অসম্বদ্ধ বাক্যের ন্যায় সম্পূর্ণ অলীক। স্বর্ণকটকে যেমন স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নাই, পরব্রহ্মে জগৎ তেমনি অভিন্ন। কজ্জলে ও কালিমায় যেমন প্রভেদ নাই, জগৎ ও ব্রহ্মও তেমনি অভিন্ন। স্বপ্নসময়ে যেমন বিবিধ বস্তুর দর্শন হয়, অজ্ঞানপ্রযুক্ত তেমনি পরব্রহ্মে জগতের ভ্রম হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, কি উপায়ে ব্রহ্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও এই দৃশ্য জগৎ অলীক বোধ হইতে পারে, উপদেশ করুন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যজ্ঞান থাকিতে, কখনও মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। ফলতঃ, বুদ্ধি দৃশ্যজ্ঞানমুক্ত হইলেও, মোক্ষমার্গে অভিমুখান হয়। অগ্রে দৃশ্যজ্ঞানের উদয় হইয়া, পশ্চাৎ তাহার ক্ষয় হইলেও অনর্থ। কেননা, পূর্ব্বসংস্কারবশে মন সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, আমি যাহাতে দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জন করিয়া, মুক্ত হইতে পারি, তাহাই উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! আমি জগতের অসত্যতা-প্রতিপাদনার্থ দীর্ঘ উপাখ্যান বলিতেছি, অবধান কর। বহুবিধ লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় বর্ণন করিলেই, হ্রদ হইতে ধূলিকণার ন্যায়, তোমার হৃদয় হইতে দৃশ্যজ্ঞান অপনীত হইবেক। এই জগৎ বাস্তবিকই অসত্য, এই প্রকার বিচার

করিয়া, ব্যবহারনিরত হইলেই, ভাবাভাব, গ্রহ উপসর্গ ও চলাচল ব্যবহারদৃষ্টি সমুদায় তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। বৎস! সেই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। এই জগৎ তাঁহাতেই আবির্ভূত হইয়াছে এবং তিনিই এই জগৎ রূপে উদিত ও অস্তমিত হয়েন।

পঞ্চদশ সর্গ।

(সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিশ্বের উৎপত্তিক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক। তিনিই সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া, এই বিশাল বিশ্ব রূপে প্রতিভাত হয়েন। জগৎ সেই সর্ব্বপ্রকাশময় ব্রহ্মের সত্তামাত্রাত্মক। তিনি মায়াবলে আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করিবেন, মনে করিয়া, যখন আত্মরূপ বিস্মৃত হন, তখন জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই জীব যখন আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের আনুগত্য পরিহার করেন, তখন বিবিধ সংসার বিস্তার করিয়া, তাঁহাতে লিপ্ত হন।

বৎস! জীবসৃষ্টির পর সেই সর্ব্বময় ব্রহ্ম সকলের আধার-স্বরূপে শূন্যরূপে আবির্ভূত হন। এই শূন্যই শব্দাদি গুণের বীজ বা উৎপত্তিনিদান এবং ইহা হইতেই সূর্য্যাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। অনন্তর কালসৃষ্টির পর অহঙ্কারের আবির্ভাব হয়। এই অহঙ্কারই জগৎস্থিতির মূল। অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে, আমি তুমি, ইত্যাদিরূপে জগতের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অহঙ্কার কিয়দংশে স্পন্দিত হইলেই, বায়ু সমুৎপন্ন হয়। বৎস! এইপ্রকার অহংভাববিশিষ্ট আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম যেমাত্র শব্দ-

তন্মাত্রের ভাবনা করেন, তৎক্ষণাৎ শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শব্দতন্মাত্র হইতে ভাবী নাম, রূপ, অর্থ, পদ, বাক্য ও প্রমাণাদি সম্পন্ন বেদ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বৎস! উক্তরূপ জীবশব্দে কথিত চিৎই মূর্ত্তি সকলের বীজ। তাঁহা হইতেই চতুর্দ্দশবিধ প্রাণিসমেত চতুর্দ্দশ ভুবন ব্রহ্মাণ্ডোদররূপে বিস্তৃত হইয়াছে। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম উল্লিখিত প্রকারে বায়ুভাব প্রাপ্ত হইলে, তদীয় বেগে যে শরীর প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই স্পর্শের বীজ বা উৎপাদন। এই স্পর্শবিশিষ্ট বায়ুরূপী চৈতন্য একোনপঞ্চাশৎ স্কন্ধে বিভক্ত হইয়া, সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন। তাহাতেই সকলের স্পন্দনক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। সেইরূপ, পরমপ্রকাশময় চৈতন্যরূপা ব্রহ্ম হইতে তেজের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই তেজই আলোক সকলের মূল। ইহা হইতেই সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বিদ্যুদাদির আলোক প্রকাশিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়। এইরূপ, তেজোভাবপ্রাপ্ত আত্মা, ক্ষীণ হইব, মনে করিলেই, জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মধুরাদি বিবিধ আস্বাদ এই জলাত্মক দ্রব্য হইতে সমুৎপন্ন হয়। ইহারই নাম রসতন্মাত্র। এই রসতন্মাত্রই পুনঃ পুনঃ বিষয়ার্জ্জন প্রবৃত্তির কারণ এবং সংসারবিস্তৃতির মূল। পূর্ব্বোক্ত জলভাবপ্রাপ্ত পরমাত্মা, পৃথিবী হইব, মনে করিলেই, গন্ধতন্মাত্র সমুৎপন্ন হয়। এই গন্ধতন্মাত্রই মনুষ্যাদি বিবিধ আকৃতির মূল ও আধার। এইরূপে ভূত সকলের সৃষ্টি হইলে, পরমাত্মা তাহাদের পরস্পর মিশ্রণে আত্মাকে দৃশ্যমান বিশ্বরূপে সৃষ্টি করেন। বৎস! প্রলয় উপস্থিত না হইলে, ভূতগণের বিশুদ্ধ ভাব সম্পন্ন হয় না। যেরূপ বটবীজ হইতে অসংখ্য বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। তদ্রূপ এই ভূতময় চিত্ত হইতে অনন্ত জগতের

আবির্ভাব হইয়াছে। সৌম্য! এই ভূতাত্মক চিত্ত কখনও সাক্ষীরূপে অবস্থিত, কখন শান্তরূপে প্রস্ফুরিত, কখনও পরমাণুর অন্তরে প্রতিভাত, কখনও বিবিধ কল্পনাবশে চালিত, কখনও বহুরূপে ইতস্ততঃ প্রসৃত বা ধাবিত, কখনও নির্ব্বিকারস্বরূপে বিরাজিত এবং কখনও বা পিণ্ডাকারে প্রকাশিত হন। ইনিই পঞ্চভূতময় সংসারের বীজ ও আদ্যশক্তি এবং জগৎশ্রীর আবির্ভাবস্থান।

ষোড়শ সর্গ।

(জগৎ কিছুই নহে।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! প্রথমে চিত্তের, অনন্তর, মায়া-সংযোগবশে জীবের, পরে অহংভাবের এবং অহংভাবেব উপচয়বশে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। এই বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রাদি-বিশিষ্ট মন এবং মনই জগৎ রূপে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিন্মাত্ররূপী পরমাত্মা উল্লিখিত জগদ্‌বীজসমুদায়ে আভাস রূপে অবস্থিতি করেন। স্বপ্নজ্ঞান তিরোহিত ও তৎসঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুজাত অন্তর্হিত হইলে, যেমন স্বাভাবিক জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, পৃথিব্যাদির লয় হইলে, তেমনি সেই চিন্মাত্রই বিরাজ করেন। এই কারণে এই জগৎ ব্রহ্ম-ময়। বৎস। এই রূপে যে ভূতগণ বর্দ্ধিত হইয়া, জগৎ বিস্তৃত করিতেছে, তাহাদেব কোন শরীর নাই। তাহারা চিৎশক্তি-সহায়ে শরীরবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র। বৎস! নির্ম্মলস্বরূপ ব্রহ্ম উপাধিশূন্য হইলেও, অব্যক্ত আত্মারূপে যে উদিত হন, তাহাকেই জীব বলে। এই জীব অসৎ স্বরূপ। সুতরাং, ব্রহ্ম জীবভাবাপন্ন হইলে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে আবির্ভূত

হন এবং তৎকালে তারকার ন্যায় যে কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব পরিগ্রহ করেন, তাহাকেই জীবের লিঙ্গদেহ বলে। এই লিঙ্গদেহ কল্পনাবলে স্থূল শরীর ধারণ করে। তাহাতেই দৃশ্যমান জগতের বিস্তার হইয়াছে। এই রূপে বাসনাময় দেহাদির লাভ হইলে, জীব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সংকল্পবিকল্পরূপ মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, চেষ্টা ও স্পন্দনবিশিষ্ট হইয়া, প্রকাশিত হন। অন্তঃকরণ তেজঃকণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীব, আমি সংসারের সকল বুঝিব, এই প্রকার ভাবনা করিয়া, তাহাতে অবস্থিতি করেন। এই রূপে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অসত্য জীবরূপে আবির্ভূত হন। বৎস! এই জীবকে কেহ জল-মধ্যস্থ, কেহ সম্রাট্‌স্বরূপ এবং কেহ বা ভাবী ব্রহ্মাণ্ড রূপে দর্শন ও অনুভব করিয়া থাকেন। এই জীবই দেশকালাদি-শব্দনির্ম্মাণের কর্ত্তা। দেশকালাদির ভাবনা করিলেই, ইনি বদ্ধ হইয়া থাকেন।

সৌম্য! এই জগৎ স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং, ইহা স্থূলদৃষ্টিতে দৃশ্যমান হইলেও, দৃশ্য বা জাত কিংবা সিদ্ধ নহে। অধিকন্তু, ইহা সৎ হইলেও গর্ব্বন্ধনগরের ন্যায়, নিতান্ত অসৎ এবং কালরূপ সামগ্রী দ্বারা নির্ম্মিত, রঞ্জিত বা প্রযত্নসহকারে প্রস্তুত নহে। একমাত্র আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে। মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মাদিরও লয় হইয়া থাকে, তখন ইহাকে সত্য বলা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। সেই আত্মরূপী ব্রহ্মের কোন কারণ নাই। অতএব এই জগতেরও কোন কারণ নাই। যেহেতু, জগৎ ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। বৎস! স্বপ্নস্বরূপ অলীক জগতের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া, প্রকৃত বোধের উদয় হইলে, অনাদি

ও অনুভবমাত্রস্বরূপ সেই ব্রহ্ম অনুভূত হইয়া থাকেন। এই-রূপে এই জগৎ সেই আকাশরূপী ব্রহ্মের ন্যায়, নিতান্ত নির্ম্মল, শান্তস্বরূপ, আধার ও আধেয়হীন এবং দ্বৈতরহিত ও একত্ববর্জ্জিত। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই, বুঝিতে পারা যায় যে, জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, কিছুই নহে। কেবল আকাশরূপে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং, ইহা সংসারও নহে, দৃশ্যও নহে, দ্রষ্টাও নহে; ফলতঃ, কিছুই নহে। অধিক কি, ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণ্ড কিছুই নাই। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য বিরাজ-মান। স্বপ্নাবস্থায় লোকে আপনার মৃত্যু দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অলীক। সেইরূপ, স্বপ্নযোগেই এই জগৎকে সত্য বোধ হয়! সুতরাং, ইহাও নিতান্ত অলীক। যে বস্তু অলীক, প্রলয়ে তাহারই লয় হয়। বলিতে কি, প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অত-এব ব্রহ্মাও, জগতের ন্যায়, শূন্য ও অলীকস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

সপ্তদশ সর্গ।

(কোন বিষয়ই কঠিন মনে করিও না।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল যতই শুনিতেছি, ততই কঠিন ও জটিল বোধ হইতেছে। অতএব পুনরায় বিশদরূপে ও স্পষ্টাক্ষরে জগৎস্বরূপ উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মবিষয় অতি দুরূহ। তত্ত্বজ্ঞান-সহায়ে মন ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে, স্বচ্ছদর্পণে বস্তুদর্শনের ন্যায়, উহা আপনিই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি, যতদূর

সাধ্য, উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর এবং বুঝিতে পার বা না পার, বুঝিবার চেষ্টা কর। চেষ্টা না করিলে, কোন বিষয়ই সম্পন্ন হয় না। মানুষ জননীর গর্ভ হইতে পতিত হইয়াই, আপনা আপনি সকল বিষয় বুঝিতে পারে না। বহু যত্নে ও বহু চেষ্টায় জ্ঞানরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। এই যে তুমি বিচিত্র প্রাসাদে বসিয়া আছ, ভাবিয়া দেখ, ইহা কত যত্নে ও কত চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি ইষ্টক বিন্যস্ত করিয়া, বহুযত্নে উহার নির্ম্মাণ হইয়াছে। পুনশ্চ, ভাবিয়া দেখ, সেই ইষ্টকও যত্ন ও চেষ্টা বিনা স্বয়ং নির্ম্মিত হয় নাই। আবার, যে ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে কত চেষ্টা ও কত যত্নে ঐরূপ নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখ। যদি চেষ্টা ও যত্ন ব্যতিরেকে ইহার নির্ম্মাণ হইত, তাহা হইলে, স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করিবার আর প্রয়োজন হইত না। লোকে মনে করিলেই, যেখানে সেখানে এই প্রকার বিচিত্র প্রাসাদ বা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, রাজার ন্যায়, সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিত।

পুনশ্চ, ভাবিয়া দেখ, তোমার পিতা দশরথ যে সর্ব্ব-ভুবনের একচ্ছত্র রাজা হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কত চেষ্টা ও কত যত্নই করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে, লোকে যাহা করে, তাহাতেই যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক হইয়া থাকে। চেষ্টাহীন ও যত্নহীন লোকেরাই দৈব ও অদৃষ্ট প্রভৃতি অলীক ও অন্ধ পদার্থ সকলের কল্পনা করিয়া, সংসারে বিবিধ দুঃখ আনয়ন করিয়াছে। যে স্থলে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও, কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করা না যায়, সে স্থলে

ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিলে, ঐ বিষয় সিদ্ধ হইতে পারিত, তুমি সেরূপ যত্ন ও চেষ্টা কর নাই; এইজন্য, সিদ্ধিলাভে সমর্থ হও নাই। যদি বল চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও, যে বিষয় সিদ্ধ হয় না, সহায়বলে তাহা অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়া থাকে। আমি ইহার উত্তরে এই কথা বলিব, তুমি যদি চেষ্টা করিয়া, অগ্রে ঐরূপ সহায়সংগ্রহ করিতে, তাহা হইলে, তোমারও সিদ্ধিলাভ হইত। ফলতঃ, লোকে, যে, সহায় লাভ করে, তাহাও কখনও আপনা হইতে হয় না, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতে হয়। কুম্ভকার যে ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, কুলালচক্র এবিষয়ে তাহার সহায়। সে সেই সহায় কোথায় পাইল? অবশ্য, তজ্জন্য সে বহুল চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছে। নতুবা, আপনা আপনি তাহার কুলালচক্রসংগ্রহ হয় নাই। দৈব বা অদৃষ্টও তাহার সেই চক্র নির্ম্মাণ করিয়া দেয় নাই। উহা নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক হইয়াছে। আবার, চক্রসংগ্রহ হইলেই, ঘটাদির নির্ম্মাণ হয় না। তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া, হস্ত পদাদির চালনা করিতে হয়। এই হস্তপদাদিচালনায় মৃত্তিকাসংগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে, অতি ক্ষুদ্র সামান্য ঘট প্রস্তুত করিতে যখন নানা প্রকারে চেষ্টা আবশ্যক হইয়া থাকে, তখন অতীবদুরূহ ব্রহ্মবিষয় বুঝিতে যে কত চেষ্টায় প্রয়োজন, তাহা তুমি নিজেই অনুধাবন কর। সংসারের যে দিকে দেখিবে, তাহাতেই চেষ্টা ও যত্নের জাজ্বল্যমান প্রমাণ বা নিদর্শন লক্ষিত হইবে। এই অতিক্ষুদ্র পিপীলিকা কত যত্নে ও পরিশ্রমে আহার সংগ্রহ করিতেছে, অবলোকন কর। যত্ন না করিলেই, সকল বিষয় কঠিন ও দুঃসাধ্য হইয়া থাকে

এবং দৈবের ও অদৃষ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, অনর্থক কষ্ট ও মনক্ষোভ সহ্য করিতে হয়। সংসারে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ঐ দেখ শত শত ব্যক্তি সামান্য উদরের জন্যও নিতান্ত লালায়িত হইয়া, কাক ও কুক্কুরের ন্যায়, লোকের দ্বারে দ্বারে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের নিজের যত্ন নাই, চেষ্টা নাই, উদ্যোগ নাই, পরিশ্রম নাই। এইজন্য তাহাদের অবস্থার কোন কালেই উন্নতি নাই। যে যত পরপ্রত্যাশী বা পরের গলগ্রহ হইতে চেষ্টা করে, তাহাকেই তত পরপ্রত্যাশী ও গলগ্রহ হইতে হয়। ইহা ঈশ্বরের অভিশাপ। কেননা, তিনি হস্ত দিয়াছেন, পদ দিয়াছেন এবং কার্য্যসাধনোপযোগী অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও প্রদান করিয়াছেন। বৎস! সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দরিদ্র অবস্থা হইতে ধনীর অবস্থা এবং ধনীর অবস্থা হইতে দারিদ্রদশা উপস্থিত হয়। ইহার কারণ কেবল চেষ্টা ও উদ্যোগ এবং তাহার অভাব; তদ্ভিন্ন ইহার আর কোনরূপ মণিমন্ত্র নাই।

এ বিষয়ে মহামনা সুরগুরু বৃহস্পতি যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে উহাকে গুরুগীতা বলে। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরভয়ে অভিভূত হইয়া, নিরুৎসাহ হইলে, বৃহস্পতি তাঁহাকে উপদেশ করেন, দেবরাজ! চেষ্টা ও উদ্যোগই জীবন ও সর্ব্বস্ব। এ বিষয়, পশুপক্ষীদেরও জানা আছে। দেখ তাহারা সূর্য্যের উদয়মাত্র স্ব স্ব আবাস হইতে বহির্গত হইয়া, চেষ্টাসহকারে আহারাদির অন্বেষণ করিয়া, আপনাদের ভরণ পোষণ করিয়া থাকে। ঐ দেখ, শুকপক্ষিণী কেমন যত্ন ও চেষ্টাসহকারে আপনার শিশুশাবকদিগকে

আহার প্রদান ও পরিপালন করিতেছে। একদা কতিপয় হরিণ একত্র হইয়া, নদীপারে গমন করিতেছিল। সহসা নদীর স্রোতে পতিত হইবামাত্র তাহারা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সেই নদীর তীরে কতিপয় ভেক বাস করে। তাহারা তৎকালে তথায় বিচরণ করিতেছিল। হরিণদিগের মধ্যে কোন বৃদ্ধতম হরিণ তাহাদিগকে দেখিয়া, সম্বোধন করিয়া, ব্যাকুল স্বরে কহিল, ভাই ভেকসকল! তোমরা আমাদের রক্ষা কর, রক্ষা কর। ভেকেরা হাস্য করিয়া, সোৎ-সাহ বাক্যে উত্তর করিল, তোমাদের হস্ত আছে, পদ আছে, তবে কেন তোমরা অবসন্ন হইতেছ? চেষ্টা ও যত্ন কর, বিপদে উদ্ধার পাইবে। আপনি চেষ্টা করিয়া, আপনার রক্ষা না করিলে, কেহই রক্ষা করিতে পারে না। তবে, লোকে সময়বিশেষে উপলক্ষমাত্র হইয়া থাকে।

সুরগুরু বৃহস্পতি এই বলিয়া, ইন্দ্রের উৎসাহ পুনরায় সন্ধুক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিলেন। ফলতঃ, চেষ্টা না করিলে, ঈশ্বর তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া থাকেন। একবার কোন বিষয়ে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে, নিবৃত্ত হইবে না; পুন-রায়, চেষ্টার পর চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। যদি চেষ্টা করিয়া, কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ করিতে না পার, তাহা হইলে, ইহাই মনে করিবে, যেরূপ চেষ্টা করা উচিত, সেরূপ কর নাই। এইপ্রকার চিন্তা করিলে, উৎসাহের ক্ষয় হয় না। নতুবা, দৈব ও অদৃষ্ট ভাবিয়া, বসিয়া থাকিলে, হস্তপদভগ্নের ন্যায়, আশু অবসন্ন হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলিতে কি, যাহারা চেষ্টাহীন ও উদ্যোগবিহীন, স্বয়ং দৈবও তাহাদের

কিছুই করিতে পারে না এবং অদৃষ্টও তাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া থাকে। বৎস! অশনসংগ্রহ, শয্যাসংগ্রহ ও বাহনসংগ্রহ ইত্যাদি সমস্তই চেষ্টার ফল। আহার করিতে ইচ্ছা হইলে, চেষ্টা করিবে; নতুবা উপবাসী থাকিতে হইবে।

এইরূপে সমস্ত সংসার চেষ্টাময়; স্বয়ং বিধাতাও চেষ্টাময়। তাঁহার চেষ্টা না হইলে, জগৎ আবির্ভূত ও চেষ্টাশীল হয় না। সূর্য্য যদি চেষ্টা করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ না করিতেন, তাহা হইলে, কেই বা অন্ধকার নিরাকরণ ও লোকব্যবহারিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিত? বায়ু যদি চেষ্টাহীন হইয়া, একস্থানে বসিয়া থাকেন, শ্বাসরোধবশতঃ এই মুহূর্ত্তেই সমুদায় লোক প্রলয়কবলে পতিত হয়, সন্দেহ কি? ফলতঃ, বায়ুপ্রভৃতির সর্ব্বদা সঞ্চালন দেখিয়া, ইহাই বুঝিয়া লইবে যে, চেষ্টাই জীবন এবং তদভাবই মৃত্যু। অতএব, তুমি চেষ্টা কর, সমস্ত তোমার সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইবে। একবারে চেষ্টা না করিতে পার, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কর।

অষ্টাদশ সর্গ—(ব্রহ্মই জগৎ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, পুনরায় জগৎস্বরূপ কীর্ত্তন করি।

এই অহংভাববিশিষ্ট দৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে। ইহা আদৌ উৎপন্ন নহে; সুতরাং ইহা বিদ্যমান নহে। যাহা বিদ্যমান বোধ হয়, তাহাও পরমপদ ভিন্ন কিছুই নহে। বৎস! এই কারণে প্রলয়ে এই জগৎ লীন হয়; কেবল পরমাত্মা বিদ্যমান থাকেন। তিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন; স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সৃজন এবং ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ কিছুই নহেন, কিন্তু

সমুদায়ই তিনি। তিনিই সমুদায় প্রতিশব্দ ও পদার্থস্বরূপ। দীপ হইতে দীপের ন্যায়, তাঁহা হইতে নিখিল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃক্ষ ও শাখায় যেমন ভেদ নাই, তাঁহাতে ও জগতে তেমনি বিশেষ নাই। জীবমাত্রেই সহকারিকারণবিহীন। সহকারী কারণ না থাকিলে, কার্য্য ও কারণ উভয়ে কোনরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এই জগৎ ও ব্রহ্ম পরস্পর অভিন্ন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীব পরিমিত, না, অনন্ত? মেঘ হইতে যেমন বারিধারা সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই জীবপুঞ্জ কোথা হইতে আসিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রঘুনন্দন! যখন একমাত্রও জীব নাই, তখন জীবপুঞ্জের কথা আর কি বলিতেছ? ফলতঃ, জীব বা জীবপুঞ্জ কিছুই নাই। তুমি নিশ্চয় জানিও, অমলাত্মা ব্রহ্মই কেবল আছেন; তদ্ভিন্ন, আর কিছুই নাই। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বীয় প্রভাবে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এবং দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহাব এই দৃশ্য আবির্ভাবকেই জীব ও জগৎ বলে। অজ্ঞান প্রযুক্তই তাঁহাকে জানা যায় না; জ্ঞানের উদয় হইলেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। যেমন অন্ধকারে দৃশ্যবস্তুর বিনাশ না হইয়া, কেবল প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছাদিত বা অবিদিত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্মরূপপরিজ্ঞান প্রতিহত হইয়া থাকে। সেই অবিভাজ্যস্বরূপ ব্রহ্মই জীবাত্মা। তিনি সর্ব্বব্যাপী, এইজন্য তাঁহার কোনরূপ ভেদকল্পনা নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাবীজ যদি এক, তবে কি-কারণে সংসারে সমস্ত জীব মহাজীব নহে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই ব্রহ্মই মহাবীজের আত্মা। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। তাঁহারই সংকল্পে ও ইচ্ছা-ক্রমে প্রধান ও নিকৃষ্টভেদে ভিন্ন ভিন্ন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। পাক বা ঔষধাদিযোগে যেরূপ স্বর্ণ হইতে তাম্রের উৎপত্তি হয়, তদ্বৎ কনিষ্ঠ জীব সকল শ্রেষ্ঠ জীবের ক্রমানুসারে মহা-জীবত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে। চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ চমৎকারিতাই ভাবী নাম ও দেহাদিস্বরূপ এবং উহাই অহং-ভাব, জানিবে। চিত্ত এই চিৎ হইতেই প্রস্ফুটিত হইয়া, ভুবনত্রয় পরিপূর্ণ করিতেছে। চিত্তের পরিণাম বিকারাদি আছে। তজ্জন্য ইহা চিৎ হইতে ভিন্ন না হইলেও, ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। চিত্তের শক্তি অসীম ও আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। চিত্তের অধীন চেত্য অর্থাৎ অহংভাব কল্পনামাত্র; সুতরাং অহম্ভাবময় জগতও কল্পনামাত্র। বাসনাই জীব-ভাবের হেতু। তুমি আমি ইত্যাদি কল্পনা সহজে ত্যাগ করা যায় না। ত্যাগ করিতে পারিলে, সেই সকলের সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। এই জগৎ শূন্য। কেবল চিত্তের চমৎকারিত্বপ্রযুক্ত ইহা সর্ব্বপ্রকার আকারবিশিষ্ট বোধ হয় এবং তাহাতেই ইহার বিবিধ নাম ও রূপাদি কল্পিত হইয়াছে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতসমূহ, বাক্যসমস্ত ও যাবতীয় দিকও এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ, চিত্তের চমৎকৃতি অর্থাৎ প্রসারণী শক্তিই জীব এবং জীবের উপাধিই জগৎ। ক্রিয়া হইতে কর্ত্তা যেমন ভিন্ন নহে, তদ্রূপ অহঙ্কারাদিপ্রধান চিৎ হইতে স্পন্দনপ্রধান প্রাণ অভিন্ন। অতএব স্পন্দসহিত চিৎই পুরুষরূপী জীব এবং তাহাই ইন্দ্রিয়রূপী মন। সুতরাং মন ও জীবে কোন ভেদ নাই। এইরূপে কার্য্যকারণভাবাপন্ন

জগৎ চিৎপ্রকাশের ছটামাত্র; সুতরাং, ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

আমার ছেদ নাই, ভেদ নাই, ক্লেদ নাই, দহন নাই এবং শোষণ নাই। আমি অচলের ন্যায়, এক স্থানে স্থির হইয়া আছি, অথচ সর্ব্বত্র গমন করি। ইহা জানিয়াও, অদ্বৈতবাদীরা নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া, অন্যকেও ভ্রমে পাতিত করে। কিন্তু দৃশ্যজ্ঞানহীন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এইপ্রকার বিকারের বশীভূত হন না।

বৎস! চিৎ মায়ার নিদান। চিৎ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। চিৎ বায়ুস্বরূপ। চিৎ বারিস্বরূপ। চিৎ স্বর্ণরজতাদি ধাতু-স্বরূপ। চিৎ বিচিত্র ওষধি প্রভৃতির প্রকাশক জ্যোৎস্নাস্বরূপ। চিৎ স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপ। চিৎ স্পন্দনশীল সমীরণস্বরূপ। চিৎ প্রগাঢ় অন্ধকারস্বরূপ। চিৎ সূর্য্যের আলোক ও চন্দ্রাদির কান্তিস্বরূপ। চিৎ হইতে সুর, অসুর ও মনুষ্যাদি দেহ নির্ম্মিত হয়। বাহ্য বস্তু সকল বিলীন হইলে, একমাত্র চিৎ সমুদিত হন। এই চিৎ বিচারশূন্য হইলে, প্রাণাদিবিশিষ্ট জীবরূপ পরিগ্রহ করেন এবং বিচারপরায়ণ হইলে, স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত হন।

ফলতঃ, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন জগৎ কিছুই নহে। চিৎই জগতের ক্রম। চিৎই অগ্নির উষ্ণতা, জলের দ্রবতা, হিমের শীতলতা, সর্ষপের স্নেহ, সরোবরের তরঙ্গ, মধুর মাধুর্য্য এবং চিৎই পুষ্পের সৌগন্ধ। এইরূপে চিৎই সর্ব্বস্ব। ইহার বি-কার নাই; সুতরাং প্রলয়ে ইহার লয় হয় না। বৎস! চিৎ একমাত্র। সুতরাং তাহাতে অবয়বাদির সম্ভাবনা কোথায়? স্ফটিক প্রস্তরে যেরূপ নগরাদির প্রতিবিম্ব

পতিত হয়, নির্ম্মল স্বরূপ চিতে সেইরূপ জগৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

ঊনবিংশ সর্গ।—(মণ্ডোপাখ্যান।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যাহাদের জ্ঞান বা বিবেকবিচার নাই, তাহারাই ব্রহ্মশব্দের পরিবর্ত্তে জগৎশব্দ কল্পনা করে। কিন্তু বিবেকশীল তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। সৌম্য! এবিষয়ের মণ্ডোপাখ্যান নামে শ্রুতিসুখাবহ এক উপাখ্যান কীর্ত্তন করি, অবধান কর। ইহা শুনিলে, তোমার জ্ঞানবৃদ্ধি ও পরমানন্দসমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবেক।

সৌম্য! এই পৃথিবীতে পদ্মনামে বহুপুত্রবান্ এক নরপতি ছিলেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করাতে, বসুমতী সৌভাগ্যবতী, শান্তি পরমসহায়বতী, সরস্বতী সমধিক প্রীতিমতী, লক্ষ্মী অতিমাত্র আহ্লাদবতী এবং ধর্ম্ম ও সত্য সমধিক রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারে আধি ব্যাধি, আকাশকুসুমের ন্যায়, অলীক এবং চৌর্য্য ও দস্যুতা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছিল; লোক সকল এক-পরিবারের ন্যায় বাস করিত। তিনি যেমন সর্ব্বগুণের আধার, সেইরূপ সকলের রক্ষাস্থান ছিলেন। অধিক কি, তিনি মনোমাতঙ্গের কেশরী, সমস্ত বিদ্যার প্রিয়, বিলাস-কুসুমের বসন্ত, লীলা-তার সমীরণ ও সৌজন্য-কৈরবের চন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সাহস ও বিক্রমের সীমা ছিল না।

তাঁহার লীলানাম্নী সহধর্ম্মিণী সর্ব্বাংশেই তাঁহার সমানরূপগুণশালিনী ও সকল সৌভাগ্যের আধার ছিলেন। বিধাতা যেন ধর্ম্ম ও শান্তিকে অথবা কোন দেব দেবীকে তাঁহাদের

উভয়স্বরূপে সংসারে প্রেরণ করিয়া, পরমপবিত্র সুখময় দাম্পত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তাঁহাদের দ্বারা বিধাতার পতিপত্নীসৃষ্টি সার্থক ও শোভিত হইয়াছিল। মহারাজ পদ্ম যেমন সাক্ষাৎ বিকসিত পদ্মের ন্যায়; পরমসুষমাময়, লীলাও তেমনি সাক্ষাৎ শোভাময়ী পদ্মিনী। তাঁহাদের স্বামী ও স্ত্রীতে একপ্রণেতা ও একচিত্ততায় একশেষ হইয়াছিল। দেখিলে, একমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইত। হাসিলে হাসে ও কান্দিলে কান্দে, অথবা, একের সুখে অন্যের সুখ ও একের দুঃখে অন্যের দুঃখ, এইরূপে তাঁহারা পতিপত্নীতে সংসারে বাস করিতেন। দেখিলে বোধ হইত, বিধাতা যেন আপনার সৃষ্টিরূপ সরণীতে তাঁহাদের উভয়কে চক্রবাক চক্রবাকীর ন্যায় অথবা কমল কমলিনীর ন্যায়, কিম্বা কুমুদ-কুমুদিনীর ন্যায়, বিধান করিয়াছেন। অথবা যেন স্ত্রীপুরুষময়ী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া, অপূর্ব্ব সৃষ্টির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ, কে বলিবে, তাঁহারা ভিন্ন মূর্ত্তি; স্বামী উদ্বিগ্ন হইলে, স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়েন এবং স্বামী আহ্লাদিত হইলে, স্ত্রীর আহ্লাদের সীমা থাকে না। তথাহি, চন্দ্র উদিত হইলে, কুমুদিনী বিকসিত হয় এবং চন্দ্র অস্তমিত হইলে, সে মলিন হইয়া থাকে। এইরূপ একহৃদয়তা ও একপ্রাণতাই প্রণয়ের প্রকৃত পরিচয় বা লক্ষণ। বৎস! যে গৃহে পতিপত্নীর এইপ্রকার প্রণয় বিরাজমান, স্বর্গ সর্ব্বদা সেইখানেই এবং শান্তি, লক্ষ্মী ও কীর্ত্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় দেবীসকল ও তথায় নিত্য অধিষ্ঠান করেন।

বিংশ সর্গ। (সরস্বতী সংবাদ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! মহারাজ পদ্ম আপনার অনুরূপা মহিষী লীলার সহিত অকৃত্রিম প্রেমরস পান করত যদৃচ্ছাক্রমে

উপবন, তমালগহন, পুষ্পমণ্ডল, লতাকুঞ্জ, পুষ্পশয্যা, ক্রীড়া সরোবর, চন্দনাদি তরুতল, কোকিল-কাকলী-সমাকুল বসন্ত-বনস্থলী, শীকরাসারবর্ষী নির্ঝরপ্রদেশ, সুন্দর শৈলতট, পবিত্র দেবায়তন ও আশ্রমসমুদায়ে বাস ও পর্য্যটন করিতেন। তৎকালে বোধ হইত, যেন জগতের পিতা মাতা উভয়ে বিচরণ করিতেছেন।

স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও আসক্তিবশতঃ মহাভাগা লীলা একদা চিন্তা করিলেন, মদীয় স্বামী এই মহারাজ পদ্ম আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। ইহাঁর জীবনেই আমার জীবন এবং মরণেই আমার মরণ। অতএব কিরূপে ইনি অমর হইবেন এবং কিরূপে আমি ইহাঁর সহিত শতযুগ বিহার করিতে সমর্থ হইব। জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বিদ্যাবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিব। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণবর্গকে আহ্বান ও যথাবিধানে পূজাসমাধানপূর্ব্বক বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মনুষ্যেরা কি উপায়ে অমর হইতে পারে?

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, দেবি! তপস্যাদি দ্বারা যদিও অন্যান্য সকল বিষয় সিদ্ধ হয়; কিন্তু অমর হওয়া যায় না।

দেবী লীলা এই কথা শুনিয়া, স্বামীবিয়োগভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, দৈববলে শুভাদৃষ্টবশে স্বামীর অগ্রে আমার মৃত্যু হইলে, আমায় কোন ক্লেশই ভোগ করিতে হইবে না। বরং সুখে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু স্বামী যদি সহস্রবৎসর জীবিত থাকিয়াও, আমার অগ্রে লোকান্তর গমন করেন, কোন মতেই তাদৃশ পতিবিয়োগদুঃখ আমার সহ্য হইবে না। অতএব যাহাতে ইহা না ঘটে, অতঃপর প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা

করিব এবং তজ্জন্য আজি হইতেই তপ, জপ ও উপবাসাদি দ্বারা দেবী সরস্বতীর আরাধনায় ব্যাপৃত হইব।

বৎস! রাজমহিষী লীলা স্বামীর বিয়োগভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তপশ্চরণাদিসহকারে ভগবতী সরস্বতীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকার আস্তিক্যজ্ঞান ও নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নান, দান, তপস্যা, ধ্যান ও সদাচারপরায়ণা হইয়া, ত্রিরাত্র অনশন ও চতুর্থ দিবসে পারণবিধি সমাধানন্তর গুরু, ব্রাহ্মণ ও প্রাজ্ঞগণের পরিচর্য্যা এবং যথাশাস্ত্র স্বামীর সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ত্রিশত নিশার পর্য্যবসান হইলে; জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী তদীয় পূজায় প্রীতিমতী ও আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার স্বামিভক্তিসহকৃত তপোনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

লীলা কহিলেন, ভগবতি! আপনি চন্দ্রপ্রভারূপে জন্মজরারূপ দাহদোষের শান্তি ও রবিপ্রভারূপে বিবিধ ব্যাধিরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন। আপনি ত্রিজগতের জননী। আপনার অনুগ্রহে আমার স্বামী যেন দেহাবসানেও এই অন্তঃপুরচত্বরে সর্ব্বদা বিহার করেন এবং আমি যেন ইচ্ছামাত্রেই আপনার দর্শনলাভ করিতে পারি। ইহাই আমার অভিলষিত বর।

বৎস রাম! সরস্বতী তথাস্তু বলিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। অভিমত বর লাভ করিয়া, লীলার আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, বর্ষ ও ক্ষণলবাদিময় কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আয়ুর শেষ ও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তদীয় স্বামীর প্রাণবিয়োগ সংঘটিত ও শরীর হইতে চেতনা অন্তর্হিত হইল। তদ্দর্শনে সলিলহীন সরোজিনীর ন্যায়, লীলা

অতিমাত্র ম্লান হইয়া উঠিলেন। নিশ্বাসপবনে তদীয় অধরপল্লব বিবর্ণ এবং শোকে শরীর শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি চক্রবাকবিরহিণী চক্রবাকীর ন্যায়, মৃত্যুমাত্রপরায়ণা হইয়া, কখন রোদন ও কখন বা তূষ্ণীম্ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবী সরস্বতী শোকবিহ্বলা লীলার প্রতি অনুকম্পাবতী হইলেন।

একবিংশ সর্গ। (ব্রহ্মই জগৎ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবী সরস্বতী অলক্ষিত বাক্যে কহিলেন, বৎসে! স্বামীর এই মৃতদেহ পুষ্পমণ্ডপে আচ্ছাদন করিয়া, রাখ; পুনরায় ইঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। আমার বরে মণ্ডপস্থ পুষ্প সকল ম্লান ও এই মৃতদেহও বিনষ্ট হইবে না।

লীলা এই দৈববাণী শ্রবণে আশ্বাসিতা হইয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর নিশীথসময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে, ধ্যান-পরায়ণা হইয়া, সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবী আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, কিজন্য আমায় স্মরণ করিলে?

লীলা কহিলেন, দেবি! আমার স্বামী এখন কোথায়? কি করিয়া থাকেন? তথায় আমায় লইয়া চলুন। স্বামীহীন জীবন সাক্ষাৎ বিড়ম্বনা।

দেবী কহিলেন, বৎসে! চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও মহাকাশ, এই তিন আকাশের মধ্যে যাহা বাসনাবলে জগৎ বিস্তার করে, তাহাকে চিত্তাকাশ বলে আর এই দৃশ্যমান আকাশ মহাকাশ এবং এই উভয় আকাশ যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম চিদাকাশ। বাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক এই চিদাকাশে অবস্থান ও জগতের মিথ্যাত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, শান্ত ও সত্যস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্তি হয় না। সরস্বতী এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, লীলা সমাধি অবলম্বন

করিলেন এবং নিমেষমধ্যেই মনের সহিত অভিমানরূপ স্থূলদেহ বিসর্জ্জন করিয়া, চিদাকাশস্থ হইয়া দেখিলেন, তথায় বিচিত্র রাজ-ধানীতে বিচিত্র গৃহ, বিচিত্র পতাকা, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র উপায়-নাদি বস্তুসকল এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যরূপ বিচিত্র স্তম্ভ ইত্যাদিতে শোভমান হইতেছে। উহার প্রভায় প্রভাকরপ্রভা তিরোহিত হইয়াছে। সামন্ত ও স্থপতিগণ উহার কার্য্যসাধনে অতিমাত্র তৎপর রহিয়াছে। উহার পূর্ব্বদ্বারে অসংখ্য বিপ্রর্ষি ও মহর্ষিগণ, দক্ষিণদ্বারে বহুল ভূপাল, পশ্চিমদ্বারে ললনা সকল ও উত্তরদ্বারে প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি অধিষ্ঠান করিতেছে এবং তদীয় স্বামী মহারাজ পদ্ম ঐ প্রাসাদে রাজগণমধ্যে সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতেছে। এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, মহারাজ! কর্ণাটপতি পূর্ব্বদেশ বশীকৃত, মালবপতি তঙ্গনদেশ অধিকৃত ও সুরাষ্ট্রপতি উত্তরদেশ করদীকৃত করিয়াছেন। অনন্তর পূর্ব্বসমুদ্রের তীর হইতে একজন তপস্বী আসিয়া কহিলেন, রাজন্! জাহ্নবীসলিল প্রক্ষালিত সিদ্ধ-ভূমি মহেন্দ্রপর্ব্বতে মহাবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে উত্তর সমুদ্রের তট হইতে একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল, গুহ্যক প্রদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। অনন্তর আর একজন দূত আসিয়া পশ্চিমদেশের বিদ্রোহঘটনা নিবেদন করিল।

বৎস! তৎকালে সমাধিবশে লীলা আকাশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া-ছিলেন। তিনি তদবস্থায় অসংখ্য রাজমণ্ডলীমণ্ডিত সেই দিব্য রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি সেই বাসনানগরে পূর্ব্ববৎ সমস্তই অবলোকন করিলেন এবং দেখিলেন, স্বীয় স্বামী জরাজীর্ণ প্রাক্তন কলেবর পরিহারপুরঃসর ষোড়শবর্ষীয় মনোহর বিগ্রহে বিরাজমান হইতেছেন। এতদ্ভিন্ন,

সেই প্রাক্তন দেশ এবং সেই দেশবাসী সমস্ত বালক, বালিকা, রাজা, মন্ত্রী, পণ্ডিত, ভৃত্য, স্বজনসমূহ, পৌরগণ, পুর, গ্রাম, অরণ্য, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, অন্তরীক্ষ, লতা ও মহীরুহ প্রভৃতিও তাঁহার নয়নগোচর হইল। এই সমস্ত দর্শন করিয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, প্রাক্তননগরবাসীরা কি মরিয়া গিয়াছে ?

অনন্তর ক্ষণমধ্যে সমাধিভঙ্গ হইলে, তিনি সেই নিশীথসময়ে পুনরায় প্রাক্তন অন্তঃপুরে গমন ও পূর্ব্ববৎ সমস্তই সন্দর্শন করিলেন। সখীগণ সকলেই নিদ্রিত ছিল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, আমায় রাজসভায় লইয়া চল। তথায় স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্বে থাকিয়া, যদি সেই সভ্যগণকে দেখিতে পাই, জীবন ধারণ করিব, নতুবা মরিব। সখীরা তৎক্ষণাৎ এই কথায় গাত্রোত্থান করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ভৃত্যেরা কেহ পৌরদিগকে আহ্বান ও কেহ বা সভাভূমি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বেই দীপসকল প্রজ্বলিত এবং ক্ষণমধ্যেই সভাপ্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ হইল। লোকপালগণের ন্যায়, প্রধান প্রধান মন্ত্রী ও সমস্ত ভূপালেরা আগমন করিলেন। সুগন্ধ সমীরণ মৃদুমন্দসঞ্চরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল। প্রতিহারীগণ শুভ্রবেশে আস্থানের পর্য্যন্তদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন লীলা স্বামীসিংহাসনের সন্নিহিত বিচিত্র আসনে উপবেশন করিয়া, সমস্ত সুহৃৎ, সম্বন্ধী, বান্ধব, সখী ও ভূপালগণকে সন্দর্শন করত পরম আহ্লাদিত হইলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ। (সরস্বতী সংবাদ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর রাজমহিষী লীলা চিন্তা করিলেন, লোকে মনের দোষেই দুঃখ পায়। আমি সেই মনকে এইরূপে আশ্বা-

সিত করিতেছি? এই ভাবিয়া তিনি তথা হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পুষ্পমণ্ডপে রক্ষিত স্বামীর সকাশে গমন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! পুরমধ্যস্থ এই মনুষ্য ও বৃক্ষাদি সমুদায় পদার্থ আমার অন্তরে ও পুরমধ্যে উভয় স্থলেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা অতি আশ্চর্য্য মায়া। বাহিরের বস্তু-সকল চিদাদর্শেও প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ সৃষ্টি সত্য, আর কোন্ সৃষ্টিই বা মিথ্যা, জানিতে পারিতেছি না।

এই ভাবিয়া তিনি সংশয়নিরাকরণবাসনায় দেবী সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র, তিনি সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, তত্রত্য ভদ্রাসনে উপবেশন করিলেন। লীলা তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, করপুটে কহিলেন, দেবি! যিনি আকাশাপেক্ষাও নির্ম্মল ও প্রজ্ঞানপ্রযুক্ত জ্যোতির্ম্ময়, যিনি সমস্ত তাপের উপশমপ্রযুক্ত সর্ব্বদা শীতল ও আবরণ না থাকাতে ভেদবিবর্জ্জিত, যাঁহার আজ্ঞা কোনকালেই খণ্ডিত বা প্রতিহত হয় না, যিনি সমুদায় ব্যবহারকার্য্যের পুরোভাগে প্রস্ফুরিত ও অহংভাববিরহিত চিৎ নামে অভিহিত হন, যাঁহাতে দিক্, কাল ও কার্য্যসকলের উৎপত্তি ও আকাশাদির প্রস্ফুর্ত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাতে এই জগতে প্রতি-বিম্বশ্রী বাহ্যে ও অন্তরে উভয়ত্রই বিরাজ করিতেছে। এই উভয় প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন্টী কৃত্রিম এবং কোন্টীই বা অকৃত্রিম, বলিতে আজ্ঞা হউক। এই যে আপনি ও আমি এইরূপে বসিয়া আছি, ইহাই আমার অকৃত্রিম সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। আর, আমার স্বামী এখন যেখানে আছেন, তাহাই কৃত্রিম সর্গ। কেননা শূন্যে দেশকালাদির সম্ভব সম্পূর্ণ অলীক।

দেবী কহিলেন, কারণ হইতে কখনও অসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন

হয় না। সুতরাং, অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কৃত্রিম সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায় ?

লীলা কহিলেন, কারণ হইতে যদি অসদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে, মৃৎপিণ্ড সলিলধারণে সমর্থ না হইলেও, তদুৎপন্ন ঘট কিরূপে সলিল ধারণ করিয়া থাকে ?

দেবী কহিলেন, সহকারী কারণ দ্বারা যে কার্য্য সংসাধিত হয়, তাহাতে মুখ্য কারণের বিচিত্রতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে ঘট সহকারী কারণ। উহা দণ্ডচক্রাদি অসাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই হেতু সলিল ধারণ করিয়া থাকে। যাহাতে তোমার স্বামী এই ভূমণ্ডলে জন্মিয়া, সেখানেও জন্মিতে পারেন, পৃথিব্যাদির মধ্যে তাঁহার উৎপত্তির এমন কি কারণ আছে ? ফলতঃ, তাঁহার উৎপত্তির কোন সহকারী কারণ নাই।

লীলা কহিলেন, বুঝিলাম, স্মৃতিই আমার স্বামীর উৎপত্তির কারণ।

দেবী কহিলেন, স্মৃতি আকাশস্বরূপ। সুতরাং, তদুৎপন্ন তোমার স্বামীর সৃষ্টি অনুভূত হইলেও, উহা কিছুই নহে।

লীলা কহিলেন, এক্ষণে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, স্মৃতি হইতে উৎপন্ন বস্তুমাত্রই আকাশস্বরূপ। সুতরাং, এই দৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে।

দেবী কহিলেন, যাহা প্রতীতি করিয়াছ, তাহাই সত্য।

লীলা কহিলেন, এইপ্রকার সৃষ্টি হইতে যেরূপে আমার পুরবাসী এই লোক সকল জন্মিয়াছে, তাহা বলুন।

দেবী কহিলেন, চিদাকাশের কোন স্থানে অজ্ঞানাংশে আকাশ দ্বারা পরিবৃত সংসারমণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত আছে। সুমেরু এই মণ্ডপের স্তম্ভ, চতুর্দ্দশ ভুবন উহার অন্তর্গৃহ, সূর্য্য উহার দীপ, স্বর্গ

মর্ত্ত পাতাল এই তিনের অন্তরাল উহার গর্ত্ত, প্রাণী সকল উহার কোণস্থ বল্মীক, ব্রহ্মা উহার ব্রাহ্মণ, যে সকল কীট আপনার জালাদিতে বদ্ধ হয় জীবগণ এই মণ্ডপের সেই সমস্ত কীট, বিবিধ বায়ুমার্গ উহার শব্দায়মান মহাবংশ এবং ব্যোমার্দ্ধতল উহার কালিমা। ব্যোমচর সিদ্ধগণ উহাতে মশকরূপে ঘুমঘুমশব্দে বিচরণ ও সুরাসুরাদিরা বালকরূপে বিহার করিতেছে। সাগররূপ সরোবরসলিলে ইহার সমন্তাৎ পরিসিক্ত এবং ইহার প্রত্যেক কোণে পর্ব্বতরূপ লোষ্ট্রসকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। বৎসে! সেই নদী-পর্ব্বতকাননপূর্ণ দেশে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার রোগ, শোক বা ক্ষোভ কিছুই ছিল না। তিনি সাত্ত্বিক ও ধার্ম্মিক এবং রাজভয়াদির অনভিজ্ঞ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ। (বশিষ্ঠের উপখ্যান।)

সরস্বতী কহিলেন, বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণের নাম বশিষ্ঠ। তিনি বিদ্যা, বয়স ও বিত্তপ্রভৃতি সকল বিষয়েই ইক্ষ্বাকুপুরোহিত বশিষ্ঠের সমান; কেবল রামকে বাশিষ্ঠসংহিতার উপদেশ করেন নাই; এই মাত্র বিশেষ। ইঁহারও স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী। এই অরুন্ধতী সর্ব্বাংশে না হউক, অনেকাংশে সেই বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর সমান, পরম সৌন্দর্য্যশালিনী, অকৃত্রিম প্রেমের আধার ও সংসারের এক-মাত্র সার।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ শৈলসানুস্থ শাদ্বলক্ষেত্রে উপবেশনপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, কোন রাজা ঐ অচলের অধোভাগে অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিতেছেন। তাঁহার সৈন্যের সুগভীর শব্দে সমগ্র শৈল যেন বিদীর্ণ হইতেছে এবং তদীয় রৌপ্যরঞ্জিত শ্বেত-ছত্রে নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত ও পতাকাসমূহে সূর্য্যকিরণ

অন্তর্হিত হইয়াছে। অশ্বগণের খুরোত্থিত রজঃপটল, নিবিড় জলদপটলবৎ, সুবিশাল গগনতল আচ্ছন্ন করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আহা, রাজপদ কি সৌভাগ্যের আস্পদ ও সম্পদের একমাত্র পদ! আহা, আমি কত দিনে রাজা হইয়া, এইরূপ বৈভবে বিচরণ করিব! কত দিনে কুন্দমকরন্দের সুগন্ধবাহী সমীরণ মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইয়া, মদীয় অন্তঃপুরস্থ সীমন্তিনীজনের সুরতশ্রান্তিজনিত ঘর্ম্ম-বিন্দু অপসারিত করিবে!

বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই এই প্রকার চিন্তা করেন। কাল-ক্রমে জরা সমাগত হইয়া, হিমানীকবলিত পদ্মের ন্যায়, তাঁহাকে জীর্ণ অবস্থায় পাতিত করিল। তদ্দর্শনে তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বামীর মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, ব্যাধপিঞ্জরপরিক্ষিপ্তা হরিণীর ন্যায়, দিন দিন ম্লান হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তোমার ন্যায়, আমার আরাধনা করিয়া, বর প্রার্থনা করিলেন, আমার স্বামীর জীব যেন মৃত্যুতেও এই মণ্ডপের বহির্গত না হয়। আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার মন ও বাসনা বিশিষ্ট জীবাকাশ সেই গৃহাকাশেই অবস্থিতি করিল। এই রূপে সেই ব্রাহ্মণ আকাশরূপী হইয়া, পূর্ব্বসংস্কারপ্রযুক্ত স্বীয় শক্তির সহায়তায় ভুবনত্রয়ের অধিপতি হইলেন।

তদীয় পত্নী স্বামীশোক সহ্য করিতে না পারিয়া, শুষ্ক শিম্বীর ন্যায়, দ্বিধাহৃদয় হইলেন এবং স্থূলদেহ ত্যাগ ও সূক্ষ্মদেহ ধারণা-নন্তর আকাশরূপী স্বামীর সমীপস্থ হইয়া, সকল শোক পরিহার করিলেন। লীলে! অদ্য আট দিন হইল, সেই মৃত ব্রাহ্মণের জীব গৃহমণ্ডপনামক গ্রামের অধিবাসী হইয়াছেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ। (ব্রহ্মই সত্য ও সর্ব্বস্ব।)

সরস্বতী কহিলেন, ঐ রাজপদাধিষ্ঠিত সিদ্ধসংকল্প ব্রাহ্মণই তোমার স্বামী এবং তদীয় পত্নী অরুন্ধতীই তুমি। তোমরাই পতি-পত্নীতে, হরপার্ব্বতীর ন্যায়, পৃথিবীর রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এই আমি তোমার নিকট প্রাক্তন সংসারক্রম বর্ণন করিলাম। ফলতঃ, ব্রহ্মের জীবভাব ভ্রমমাত্র।

লীলা এই কথা শুনিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিনয়নম্রবচনে পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমরাই যদি সেই বিপ্রদম্পতি, তাহা হইলে, সেই ব্রাহ্মণের জীব স্বীয় গৃহাকাশে বিচরণ করিতেছেন, আর আমরা এখানে রাজ্য করিতেছি, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই রূপ, আকাশ মধ্যে সেই পৃথিবী, সেই শৈল ও সেই দশ দিকের অবস্থানই বা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? ফলতঃ, সর্ষপমধ্যে মত্ত ঐরাবতের বন্ধন অথবা ক্ষুদ্র জম্বুকের সিংহভক্ষণের ন্যায় গৃহাকাশমধ্যে পৃথিবী প্রভৃতির অবস্থান একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। দেবি! আপনার প্রসাদে লোকের সকল উদ্বেগ দূর হয়। অতএব নির্ম্মল মনীষা সহায়ে আমার সন্দেহ নিরাকৃত করুন।

সরস্বতী কহিলেন, বৎসে! আমি মিথ্যা বলি নাই। কখন মিথ্যা বলিও না, এই যে নিয়ম বদ্ধ আছে, আমরা কদাচ ইহার অন্যথা করি না, বরং কেহ অন্যথা করিলে, আমরা তাহার পালন করি। আমাদের দ্বারা নিয়মভঙ্গ হইলে, কে তাহা পালন করিবে?

বৎসে! স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ জাগ্রৎস্মৃতির লোপ হয়, তদ্রূপ, মৃত্যু হইলে, জীব পূর্ব্বসংসার বিস্মৃত হয়েন। এই কারণে তোমাদের পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত ও অন্যবিধ স্মৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট

ও সংকল্পময় বস্তুজাত যেমন অলীক, সেই ব্রাহ্মণের গৃহাকাশস্থ ভূমি প্রভৃতিও তেমনি মিথ্যা। বস্তুসকল যেমন আদর্শে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অসত্য পৃথিবী প্রতিভাত হইতেছে। বৎসে! মৃগতৃষ্ণার যেমন সত্তা নাই, অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন এই পৃথিব্যাদিও তেমনি নিতান্ত অবাস্তব। তুমি, আমি, এই গৃহ ও অন্যান্য দৃশ্য অদৃশ্য বস্তুমাত্রেই সেই চিদাকাশস্বরূপ। অন্ধকারে প্রদীপ দ্বারা যেমন দৃশ্যজ্ঞান হয়, তদ্রূপ, স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও ভ্রম এই সকলের অনুভব দ্বারাই এ বিষয় বুঝিতে পারা যায়। মধুকর যেমন পদ্মমধ্যে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সেই ব্রাহ্মণের জীব গৃহাকাশ মধ্যে পৃথিব্যাদি সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। বীজমধ্যে বিশাল বৃক্ষ ও পরমাণুমধ্যে সুবিস্তৃত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, যে ব্যক্তি ইহা অবগত, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে যে, সেই গৃহাকাশমধ্যে জগৎ অনায়াসেই অধিষ্ঠিত আছে।

লীলা কহিলেন, দেবি! আট দিন হইল, ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমরা এখানে বহুকাল বাস করিতেছি, অতএব আপনার কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

দেবি কহিলেন, এই জগৎ পরব্রহ্মের প্রতিভামাত্র, সুতরাং, ইহার যেমন দীর্ঘতা নাই, তদ্রূপ প্রতিভামাত্ররূপী কালেরও দীর্ঘতা নাই। ভ্রমবশতই দেশকালাদির হ্রস্বদীর্ঘত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে অল্পক্ষণও যেমন বহুবর্ষ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভ্রমবশে স্বল্পকালও বহুকাল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

অয়ি সুব্রতে! জীব ক্ষণকাল মিথ্যামরণমূর্চ্ছনা অনুভব পূর্ব্বক পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া, অন্যবিধ সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি ব্যোমরূপ দেহ আশ্রয় করিয়া, এই প্রকার অনুভব

করেন যে, আমি হস্তপদাদিসম্পন্ন হইয়া, এই দেহাধারের আধেয়-রূপে অবস্থিতি করিতেছি। আমি এই পিতামাতা; আমার এই বন্ধুবান্ধব ও আমার এই রমণীয় গৃহ; আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। চিত্তাকাশের প্রভাববশে তাঁহার এইপ্রকার আত্মপরজ্ঞান হইয়া থাকে।

ফলতঃ, চিৎ স্বপ্নে যেমন সমুদিত হয়েন, পরলোকেও সেইরূপ সমুদিত হয়েন। আবার, পরলোকে যেমন সমুদিত, ইহলোকেও সেইরূপ সমুদিত হইয়া থাকেন। সুতরাং, জলে ও তরঙ্গে যেমন প্রভেদ নাই, ইহলোক, পরলোক ও স্বপ্নও তেমনি অভিন্ন। ভ্রান্তি-বশে কেবল ইহাদের প্রভেদবোধ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপে চিৎ ভিন্ন কোন বস্তু নাই। সুতরাং, চিৎই এই দৃশ্যমান বিশ্ব। এই কারণে ইহা অজাত ও অবিনশ্বর।

বৎসে! এই রূপে দৃশ্যবস্তুমাত্রেই মিথ্যা। সুতরাং, দ্রষ্টাতে দৃশ্যজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? মৃত্যুর পর নিমেষমধ্যেই জীবের দেশ, কাল, আরম্ভ, উৎপত্তি, বয়স ও জ্ঞানপ্রভৃতি সংসারের দৃশ্যশ্রী প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন আমি, আমার, ইত্যাকার জ্ঞানের আবির্ভাবে পুনরায় সংসারপ্রবৃত্তি সংঘটিত হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র যেমন এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বোধ করিয়াছিলেন, তৎকালে জীবেরও তেমনি এক নিমেষকে এক কল্প জ্ঞান হইয়া থাকে। বৎসে! এইরূপে সূর্য্যকিরণে উত্তাপের ন্যায়, সেই চিন্ময় সর্ব্ববপু ব্রহ্মে এই দৃশ্যজাত সন্নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং, ইহা ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নহে।

পঞ্চবিংশ সর্গ। সমাধি প্রতিষ্ঠা।

সরস্বতী কহিলেন, লীলে! ঐরূপ মরণমোহের পর জীবের অনন্তজগৎ প্রতিভাত হইলে, আমি জন্মিলাম, আমি বালক, এই-প্রকার মায়াভ্রান্তিময়ী স্মৃতি সমুদিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম অহংভাব। এই অহংভাবই বন্ধের কারণ। আর, এই বাসনাময় অলীক সংসারের যে অত্যন্ত বিস্মৃতি, তাহাই মোক্ষ। সংসার নাই, ছিল না এবং থাকিবেও না, এইপ্রকার জ্ঞানের অভ্যাসবশে ইহার অত্যন্ত অর্থাৎ এক কালেই বিস্মরণ হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, ইহা সর্প, এইপ্রকার জ্ঞানের সঞ্চারব্যতিকারই যেমন রজ্জুজ্ঞানের উৎপাদন করে, তদ্রূপ এই সংসার এক কালে বিস্মৃত না হইলে, কোন মতেই মুক্তিলাভ হয় না। যোগাদি দ্বারা যে শান্তিলাভ হয়, তাহা প্রকৃত বা পূর্ণ শান্তি নহে। কেন না, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা যেমন পিশাচের পর পিশাচকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, তেমনি পুনরায় সংসারভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতজ্ঞানযোগসহায়ে কখনও এই-প্রকার সংঘটিত হয় না। কেন না, উহাই মুক্তিলাভের একমাত্র অপ্রতিহত উপায়।

বৎসে! পরমপদই উল্লিখিত উভয়বিধ স্মৃতির কারণ এবং পরমপদই কার্য্যকারণস্বরূপ। সমাধি দ্বারা এই পরমপদের প্রকৃত স্বরূপ দৃশ্য হয়মাত্র; কিন্তু উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

লীলা কহিলেন, ভগবতি! আপনার প্রসাদে আমার অত্যা-শ্চর্য্য দর্শন হইল। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ যেখানে সস্ত্রীক অবস্থিতি করিতেছেন, আমাকেও তথায় লইয়া চলুন।

দেবী কহিলেন, সমাধিযোগে এই স্থূলদেহ বিস্মৃত ও অহংভাব-বিহীন পবিত্রদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মল হইতে পারিলে, সেই

চিদাকাশস্থ ব্যোমাত্মাস্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। এই বর্ত্তমান স্থূলদেহই ঐ প্রকার দর্শনের মূর্ত্তিমান মহাবিঘ্ন।

লীলা কহিলেন, পরমেশ্বরি! কিনিমিত্ত এই শরীরে অন্যতর জগৎ দেখিতে পাওয়া যায় না? অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার যুক্তি নির্দ্দেশ করুন।

দেবী কহিলেন, লীলা! স্বর্ণ যেমন কটকাদিরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ মায়াবলে এই জগৎ দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কটক যেমন সুবর্ণ ভিন্ন কিছুই নহে, এই দৃশ্যমান বিশ্বও তেমনি পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। প্রপঞ্চমাত্রেই মিথ্যা এবং আমিই অদ্বয়ব্রহ্ম, ইহাই সত্য। এ বিষয়ে স্বীয় অনুমানই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানযোগ হইলে, ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। যাহার এই জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তিই মূঢ় বা জ্ঞানহীন এবং সেই ব্যক্তিই বদ্ধ হইয়া থাকে। যাবৎ অভ্যাসবশে তোমার বুদ্ধি স্থির না হইবে, তাবৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ঘটিয়া, তোমার ব্রহ্মদর্শন প্রতিহত করিবে। কি তুমি, কি আমি, সকলেই সেই ব্রহ্মে একান্ত নিরূঢ় হইয়া আছি। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবশ্যই পরমপদ দর্শন করিব। আমার এই দেহ শুদ্ধ চিত্তাকশময়; সুতরাং, এই শরীরেই আমার ব্রহ্মদর্শন সম্পন্ন হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস না করিলে, তুমি কখনও এই শরীরে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না। তোমার দেহে ইন্দ্রিয়গণ অধিষ্ঠান করিতেছে। এইজন্য তুমি ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হইবে। এই দেহ ত্যাগ করিয়া, চিদাকাশরূপ আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এই দেহ ত্যাগ করিয়া, চিদ্‌ব্যোমরূপ আশ্রয় করিতে যত্নবতী হও।

লীলা কহিলেন, দেবি! আপনি বলিলেন, আমি এই দেহ

ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ চিত্তদেহ অবলম্বন করিলেই, পরলোকে গমন করিব। কিন্তু আপনি তথায় কিরূপে যাইবেন?

দেবী কহিলেন, বৎসে! আমার এই দেহ একমাত্র সত্ত্বগুণে বিনির্ম্মিত ও পরব্রহ্মের প্রতিভা বা ছায়ামাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বথা অভিন্ন এবং সেইজন্য ইহা আমি কখনও ত্যাগ করিব না। বায়ু যেমন বায়ুর সহিত, অথবা জল যেমন জলে মিলিত হয়, আমার এই দেহও তেমনি সেই মনোময় অন্য দেহের সহিত অবশ্যই মিলিত হইবে। পার্থিব সংবিৎ কখনও অপার্থিব সংবিৎ অথবা প্রকৃত পর্ব্বত কখনও কাল্পনিক পর্ব্বতে মিলিত হয় না। এই আধিভৌতিক দেহ আতিবাহিক ভাবনা দ্বারা আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, তোমার বাসনাসকল ক্ষয় পাইলেই, তোমার এই স্থূলদেহ আতিবাহিক অর্থাৎ লিঙ্গ বা সূক্ষ্মভাবে পরিণত হইবে।

লীলা কহিলেন, দেবি! স্থূলদেহ যে বিনষ্ট হয়, ইহা যেমন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি যুক্তিতেও বুঝিতে পারা যায়। অতএব জীবন্মুক্ত যোগীর দেহ বিনষ্ট না হইয়া, লিঙ্গভাব প্রাপ্ত হয়, কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

দেবী কহিলেন, বৎসে! যে বস্তু বিদ্যমান, তাহাই বিনষ্ট বা স্থায়ী হইতে পারে; কিন্তু যাহা নাই, বা যাহা কিছুই নহে, তাহার বিনাশ বা অবিনাশ সম্ভাবনা কি? তথাহি, প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম দূর হয়, আতিবাহিক ভাবের আবির্ভাবে তেমনি আধিভৌতিক ভাবের তিরোভাব হইয়া থাকে। আমাদের এই দেহ পরব্রহ্মেই প্ররূঢ়-বদ্ধ হইয়া আছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। তোমাদের কিন্তু প্ররূঢ়-বদ্ধ নাই, তজ্জন্য তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও না। পরব্রহ্ম-

রূপ আতিবাহিক **সৃষ্টি** কল্পনাবশে স্থূলরূপে কল্পিত হইলেই, প্রাণীরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েন।

লীলা কহিলেন, দেবি! অখণ্ড, অদ্বিতীয় ও শান্তস্বরূপ পরমতত্ত্বে কল্পনার অবসর কোথায়?

দেবী কহিলেন, সত্যজ্ঞানের অভাবেই পরব্রহ্মে লোকের কল্পনা প্রসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্রহ্ম কল্পনার অতীত, শান্তস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

লীলা কহিলেন, দেবী! আমরা কিজন্য দ্বৈতাদ্বৈত বুঝিতে পারি না।

দেবী কহিলেন, অয়ি তরলে! তুমি অবিচাররূপ অবিদ্যার বশবর্ত্তিতাপ্রযুক্ত ব্যাকুল হইয়া আছ। বিবেকবলে এই অবিচার বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুমি এযাবৎ অবিচার জন্য ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া আছ। আজি হইতে তোমার মন বাসনাবীজশূন্য হইল। অধুনা, তুমি প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে বিমুক্ত হইলে। সংসার যখন কিছুই নহে, তখন ইহাতে বাসনা কি? এই পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, বান্ধব ও তুমি আমি ইত্যাদি সকলকেই অবশ্য বিনষ্ট হইতে হইবে। অথবা, আমরা এক কালেই বিনষ্ট হইয়া আছি; রহিয়াছি, ইহা কেবল কল্পনামাত্র। অতএব আমাদের আবার বাসনা কি? সংসার কি? আশা কি? আগ্রহ কি? মূঢ়েরাই না জানিয়া আশা করে, আগ্রহ করে ও অভিলাষ করে। ভাবিয়া দেখ, নির্ব্বিকল্প সমাধিসময়ে মন পরব্রহ্মে দৃঢ়সংসক্ত হইলে, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন সকলেরই অভাব হয় এবং তৎসহকারেই বাসনা সকলের ক্ষয়, রাগদ্বেষাদির লয় ও সংসারভাবের অপচয় ঘটিয়া, অমলপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বৎসে! তুমি এইপ্রকার সমাধিপ্রতিষ্ঠা লাভ

করিলেই, অচিরাৎ ভ্রান্তিমূল অবিদ্যা পরিহার পূর্ব্বক নির্ম্মল হইবে, সন্দেহ নাই।

ষড়বিংশ সর্গ। বাসনা ও অভ্যাসযোগ।

সরস্বতী কহিলেন, লীলা! বাসনাক্ষয় হইলে, জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্নের ন্যায়, এই দেহ কিছুই নহে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বাসনাই দেহপরম্পরাবিস্তার দ্বারা সংসারপরম্পরা বিস্তার করিয়া থাকে। বাসনাই পুনর্জ্জন্মের হেতু ও বন্ধের অব্যবহিত কারণ। জাগ্রৎ বাসনার ক্ষয় হইলেই লোকে মুক্ত হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের বাসনা বাসনা নহে। যে নিদ্রায় বাসনা সকল সুপ্ত হয়, তাহা সুষুপ্তি, যে জাগ্রৎ অবস্থায় বাসনা সকল সুপ্ত হয়, তাহা মোহ এবং যে নিদ্রায় বাসনাসকল এক কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম তূর্য্য। জাগ্রৎ অবস্থাতেও জ্ঞানবলে বাসনাসকল সমূলে উন্মূলিত করিয়া, পরমপদ পরিজ্ঞাত হইলে, তূর্য্যভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বৎসে! যাহারা এককালেই বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাহাদের জীবনস্থিতিকেই জীবন্মুক্তি বলে। হিম যেমন তাপ দ্বারা জল হয়, তদ্রূপ বাসনাসকলের ক্ষয় হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের সমুদয় হইলে, আতিবাহিক অবস্থাযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। মন তত্ত্বজ্ঞানসহায়ে জাগরিত হইয়া, আতিবাহিকভাব প্রাপ্ত হইলেই জন্মান্তরগত সিদ্ধদেহের সহিত মিলিত হয়। অভ্যাসবশে অহংভাবের শান্তি হইলে, তোমার দৃশ্যজ্ঞান দূর ও স্বভাবসিদ্ধ চিৎস্বরূপতা স্বয়ং সমুদিত হইবে। অতএব যাহাতে বাসনা সকলের ক্ষয় হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন কর। বাসনার ক্ষয় হইলেই জীবন্মুক্ত হইবে। বৎসে! এই মাংসদেহ কখনও অমাংস শরীরে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমার এই বাক্য বর বা শাপের ন্যায়,

অবশ্যসম্ভাব্য মনে করিও না। কেন না, বালকেরাও ইহা অনুভবে বুঝিতে পারে। বৎসে! এইপ্রকার আতিবাহিক অবস্থার সংঘটন-সময়ে লোকে এই দেহকেই ম্রিয়মাণ মনে করে, কিন্তু এই দেহের মৃত্যু বা জীবন নাই। ইহা সংকল্পপুরুষের ন্যায় নিতান্ত অলীক।

লীলা কহিলেন, দেবি! যাহাতে দৃশ্যব্যাধির শান্তি হয়, তাদৃশ জ্ঞান উপদেশ করুন। কিপ্রকার অভ্যাসযোগ আশ্রয় করিলে, বাসনাসকলের ক্ষয় হয় এবং কি উপায়ে ঐ অভ্যাস পুষ্ট ও তদ্দ্বারা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাও উপদেশ করুন।

দেবি কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! অভ্যাসব্যতিরেকে কাহারই কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। যে কার্য্য কর, তাহাতেই অভ্যাসের প্রয়োজন। কেন না, এককালে কখনও কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তন, ব্রহ্মবিষয়ের কথোপকথন, প্রকৃষ্ট বিধানে ব্রহ্মবোধ ও ব্রহ্মের প্রতি একনিষ্ঠতাই ব্রহ্মাভ্যাস। প্রযত্নসহকারে ভোগবাসনার ক্ষয় করিতে পারিলেই, পৃথিবীতে জয়লাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের আনন্দ-সন্দেহ-নিঃস্যন্দিনী বুদ্ধি বৈরাগ্যবলে সুরঞ্জিত ও পরিগ্রহত্যাগজনিত পরম সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী। অথবা, যুক্তি ও অধ্যাত্মশাস্ত্রসহায়ে জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের অত্যন্তাভাব যাঁহার বিদিত হইয়াছে, তিনি উত্তম অভ্যাসী। এই জগৎ ও আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান সমস্তই মিথ্যা, এইপ্রকার বোধকেই অভ্যাস কহে। রাগদ্বেষাদির ক্ষয় হইলে, দৃশ্যবস্তুর অত্যন্তাভাব-বোধরূপ বল দ্বারা যে আত্মরতি আবির্ভূত হয়, তাহাই ব্রহ্মাভ্যাস। দৃশ্যমাত্রেই মিথ্যা, এইপ্রকার জ্ঞানযোগ না হইলে, শুদ্ধ তপস্যাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদির ক্ষয় বা তদ্দ্বারা যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্তি

সংঘটিত হয় না। প্রত্যুত, উহা ক্লেশজনকমাত্র। ফলতঃ, দৃশ্যের অত্যন্তাভাববোধই জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ, এইপ্রকার অভ্যাসই নির্ব্বাণ ও মহাফল বিধান করে। বৎসে! সংসাররূপ কুহক রজ-নীতে জীব যে মোহরূপ প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়, বিবেকরূপ বারিসেকে তাহার নিরাস হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশ সর্গ। (সন্ধ্যা ও জীবগতিবর্ণন।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মহাভাগ মহর্ষি বশিষ্ঠ এইপ্রকার সদুপদেশরূপ অসমুদ্রসম্ভূত অপার্থিব রত্নরাজি বিতরণ করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্জ্জনের সুখসম্পত্তির যেমন সহসা অবসান হয়, তদ্রূপ দিবাবসান সংঘটিত হইল। সংসারে কাহারই অবস্থা সমান যায় না, ইহাই দেখাইবার জন্য সূর্য্যদেব যেন অস্ত-মিত হইলেন। যাহার যেমন উন্নতি, তাহার তেমনি পতন হইয়া থাকে; সূর্য্য যেমন উন্নত আকাশে সমস্ত দিন উন্নত পদে বিচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তেমনি অবনত শিরে অধঃপ্রদেশে পতিত হইলেন, বৎস! সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, ইহাই দেখাইবার জন্য বিধাতা জীবলোকে আলোক ও অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা ইহা বুঝিতে না পারে, তাহারাই অসীম ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। দিবসের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবস, এ বিষয়ের প্রমাণ। সংসারে মহাত্মার সহবাসে সর্ব্বদা বাস করা উচিত। কেননা, উহাতে আত্মা সর্ব্বতোভাবে বিকসিত ও প্রফুল্ল হইয়া থাকে। দেখ, সূর্য্যের সংসর্গে দিনমুখ কেমন বিকসিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল! এক্ষণে সন্ধ্যার সমাগমে, পাপাত্মার সহবাসে লোকের মলিনমুখকান্তির ন্যায়, দিবসের ভয়াবহ অন্ধকারবিকার সংঘটিত হইল। যাঁহারা এই সকল ঘটনা

পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বুঝিতে পারেন যে, আলোককে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলোক করা বিশ্ববিধাতার অতীব সহজ ব্যাপার, তাঁহারা কখনও শোকপ্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা স্পষ্টই প্রতীতি করেন যে, সাংসারিক সুখ দুঃখ নামমাত্র। বাস্তবিক, সুখ সুখ নহে এবং দুঃখও দুঃখ নহে। কেহ অট্টালিকার উপর অট্টালিকায় বাস করিয়াও সুখী নহে, আবার কেহ বৃক্ষের তলে অনাবৃত ভূমি-শয্যায় শয়ন করাও পরম সুখের বিষয় মনে করে এবং বাস্তবিক তাহাই করিয়া, সর্ব্বথা সুখী হইয়া থাকে।

ঐ দেখ, ঐ নিবিড় গহন অরণ্যমধ্যে হরিণ হরিণীরা কেমন সুখে ও সচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে! উহাদের কলেবর কেমন হৃষ্টপুষ্ট! মুখকান্তি কেমন প্রফুল্ল ও বিকাসসম্পন্ন! মন কেমন নির্ম্মল আহ্লাদ ও আমোদে পূর্ণ! দেখিবামাত্রই উহাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্যলোকে এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি সুলভ নহে। মনুষ্যের প্রাসাদে যেমন, কুটীরেও তেমনি, দিবারাত্রি অশান্তি, অসুখ, অসাচ্ছন্দ্য ও অস্বাস্থ্য সপরিবারে যেন মূর্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে, কখন্ কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। হায় কি কষ্ট! মূষিক মূষিকারাও আপনাদিগের শিশুদিগকে লইয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে; কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃষ্ট প্রাণী মানুষের সে সুখসচ্ছন্দতার এক কালেই অভাব হইয়াছে।

ঐ দেখ, বনের ঐ ক্ষুদ্র পক্ষী কেমন স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে! কিন্তু মানুষ যেন বিনাকারায় ও বিনা-শৃঙ্খলে সর্ব্বদা বদ্ধ হইয়া আছে! ঐ দেখ, বনের ঐ সামান্য লতায় লতায় কেমন সম্প্রীত সংঘটিত হইয়াছে! পরস্পর দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, উহারা যেমন উচ্চশিরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে, তেমনি

পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুঞ্জগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, বিপন্ন বা গৃহহীন জীবগণের সুখময় আশ্রয় হইয়াছে। ফলতঃ, যেখানে সম্প্রীত, সেইখানেই আপনার ও অন্যের এইপ্রকার উপকার হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যলোকে পরস্পর সম্প্রীত দূরে থাক, আত্মার প্রতিও কাহার সম্প্রীত নাই। লোকে প্রায়ই আপনি আপনার শত্রু হইয়া থাকে। যদি স্বার্থসম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে, স্ত্রী স্বামীকে আলিঙ্গন করিত কি না, সন্দেহ। বলিতে কি, একমাত্র স্বার্থ লইয়াই সংসার। যেখানে স্বার্থের অভাব, সেইখানেই পরিহার দেখিতে পাওয়া যায়। ফল না থাকিলে পক্ষীরা যেমন বৃক্ষকে ত্যাগ করে, সেইরূপ, দ্রব্যহীন লোক ব্যক্তিমাত্রেরই ত্যজ্য হইয়া থাকে। এমন কি, দ্রব্যহীন হইলে, পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এবিষয়ে পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্টযোনিরা বরং মনুষ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেখ, তাহাদের কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ নাই, তথাপি তাহারা অতিযত্নে সন্তানাদির পালনাদি করিয়া থাকে।

বৎস! হৃদয় কোমল না হইলে, পরের দুঃখে দুঃখবোধ হয় না। দেখ, সূর্য্য যেমাত্র অস্তগমন করেন, পদ্মিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহার দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া, বিষাদভরে মুদিত হইয়া থাকে। পাপ মনুষ্যলোকে এইপ্রকার সমদুঃখসুখিতার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সেখানে একের অস্ততে অন্যের উদয়, একের বিপদে অন্যের সম্পদ্ ও একের সর্ব্বনাশে অন্যের মহোল্লাস সংঘটিত হইয়া থাকে। এই কারণে ধনবান্ ব্যক্তিগণের পুত্র হইতেও ভয় ও বিপৎপাদ সম্ভবিত হয়।

বিধাতা প্রভাতের পর সন্ধ্যার সৃষ্টি করিয়া সঙ্কেতে বা

স্পষ্টাভিধানে উপদেশ করিয়াছেন যে, জন্মের পর মৃত্যু অবশ্য-ম্ভাবী, কোন রূপেই এ নিয়মের ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত, এইপ্রকার অপরিহার্য্য নিয়তিবশেই সমস্ত সংসার পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু কয়জন লোকে ইহা বুঝিয়া থাকে? বুঝিয়া থাকিলেও কয়জন লোকেই বা তজ্জন্য সতত সাবধানে অবস্থিতি করে? এ বিষয়ে উচ্চ নীচ বা বিদ্বান্‌মূর্খে প্রভেদ নাই। সকলেই আপনাকে অমর ভাবিয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্যায় ও অপনয় করিয়া, অতিজঘন্য জীবন যাপন করত, পরলোক ও ইহলোক উভয়ই বিনষ্ট করে। পিতা প্রিয়তম পুত্রকে এইমাত্র শ্মশানানলে স্বহস্তে আহুতি দিয়া আসিলেন; তথাপি তাঁহার চৈতন্য নাই। প্রতিবেশবাসী মনুষ্যগণ অহরহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও, লোকে পাপপথে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণ আয়ু আরও ক্ষীণ করিয়া থাকে। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন অতি মমতার ও অতীব প্রীতির সামগ্রী। এইজন্য ব্যক্তি-মাত্রেরই একান্ত অভিলাষ, যেন তাহার আয়ুর অতিমাত্র বৃদ্ধি বা স্থায়িতা হয়; কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেই কার্য্যে এপ্রকার ব্যবহার করে যে, তদ্দ্বারা তাহার আয়ু শীঘ্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কি আশ্চর্য্য, সূর্য্যের প্রতিদিন উদয়াস্ত দর্শন করিয়াও আয়ুর উদয়াস্ত নিজে বুঝিতে পারে বা বুঝাইয়া দেয়, এরূপ লোক অতি বিরল। যাহারা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারে, তাহারা তদনুরূপ কার্য্য করে না। প্রত্যুত, তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বা বিপরীত পথে পদার্পণ করিয়া, স্ব স্ব জ্ঞানের অবমাননা করে। আমি বুঝিয়াছি বা বুঝিয়া থাকি, অথবা বুঝিতে পারি, এই প্রকার অন্ধ ও অলস অভিমানই মানুষের এই সকল মহান্ অনর্থের মূল। বলিতে কি, যাহার যথার্থ বুঝিবার ক্ষমতা আছে, সে ব্যক্তিও ঐরূপ অভিমানবশে

মত্ত ও অন্ধ হইয়া, প্রকৃত জ্ঞানভ্রষ্ট এবং বিপথে ধাবমান বা পতিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে এই ক্ষুদ্র হরিণী ও মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৎস! যে দিন এই হরিণী সেই পর্ব্বতপ্রান্তে বিচরণ করিতে করিতে, ব্যাধশরে আহত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে তথায় বিচরণ বা গমন করা একবারেই পরিহার করিয়াছে; কিন্তু অভিমানী মানুষ যদি এই রূপে আহত হইত, তাহা হইলে, কি ঐরূপে নিবৃত্ত হইত, কখনই না। যদিও নিবৃত্ত হইত, কিন্তু তাহা কিয়দ্দিনের নিমিত্ত। তাহার সকল বিষয়েই এইরূপ।

লোকের উপকার জন্য যে পরিমাণে সন্তাপাদি সহ্য করা যায়, সেই পরিমাণে বা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বিধানে পরিণামে শীতল বা শান্তি সুখের অধিকারী হইতে পারা যায়; পৃথিবী লোকমঙ্গলসাধনমানসে সমস্ত দিন অসহ্য সন্তাপ সহ্য বা স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সন্ধ্যার সমাগমে সাতিশয় শীতল হইয়া থাকেন। হায় কি কষ্ট, হতভাগ্য মনুষ্য লোকে কয়জনে এই সার তত্ত্ব বুঝিয়া থাকে। অথবা অন্যকে সুখী করিতে না পারিলে, নিজে কখনও সুখী হওয়া যায় না, ইহাই মনুষ্যলোকে সুখলাভের একমাত্র পন্থা। বৎস! যে ব্যক্তি অন্যবিচারণাপরিহারপূর্ব্বক এই পথে পদার্পণ করে, তাহারই প্রকৃত সুখ লাভ হয়, এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত করে, তাহারই বিপরীত ফলপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। সংসারের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেইদিকেই এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন সন্দর্শন করিবে। লোকে প্রায়ই অন্যকে অসুখী করিয়া, আপনাকে সুখী করিতে চেষ্টা করে, এইজন্য কোন কালেই প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হয় না। অনেকের জীবন যে এক কালেই বিড়ম্বিত হইয়া উঠে, ইহাই তাহার কারণ। বৎস! সংসারে মনুষের মনের দোষে,

বুদ্ধির দোষে ও কর্ম্মের দোষে সুখ, আকাশকুসুমের ন্যায়, একান্ত অলীক ও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য জিতচিত্ত জিতাত্মা ব্যক্তিগণ বিষম বিষকুণ্ডের ন্যায় ইহা পরিহার করিয়া, বৈরাগ্যের অনুসরণক্রমে পরিণামপদবী পরিষ্কৃত করিয়া থাকেন। বৎস! এমন মানুষ নাই, যাহার কোন না কোন রূপ অসুখ নাই। দ্বারে হয়হস্তী শত শত বদ্ধ রহিয়াছে; পার্শ্বে ও সম্মুখে খড়্গ চর্ম্ম সহস্র সহস্র রক্ষার্থ সমুদ্যত আছে; আজ্ঞা সাগরপারপর্য্যন্ত অপ্রতিহত বিস্তৃত; গৃহে অমূল্য মণিমাণিক্যের ইতস্ততঃ বিকিরণ; এরূপ ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা কর, তাহার বাস্তবিক সুখ আছে কি না? হয় ত সে ব্যক্তি দুরাকাঙ্ক্ষাপাশে বদ্ধ হইয়া, বিষয়ের উপর বিষয়বিস্তার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্তভাবাপন্ন। তজ্জন্য তাহার শান্তি সুখের লেশ নাই। না হয় ত সে ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, মিত্র, বান্ধব অথবা, অন্য কাহারও বিয়োগ বা দুর্লালিত্য প্রযুক্ত আন্তরিক শোকভারে সর্ব্বদাই অবসন্ন। এই রূপে কোন না কোন প্রকারে তাহার অসুখ আছেই আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে আবার আন্তরিক দুঃখ বিষাদ প্রচ্ছাদন বা নিরাকরণ জন্য অন্যের দুঃখ বিষাদ সমুৎপাদনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। রাজার কোষ শূন্য হইলে, প্রজার শোণিত শূন্য হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানে। প্রভুর উপায়ের ত্রুটি হইলে, ভৃত্যের উপর নানাপ্রকার দৌরাত্ম্যের ত্রুটি হয় না, এ বিষয়ও কাহার অবিদিত নাই। যেখানে অভাব, সেইখানেই তাহার পূরণের চেষ্টা এবং যেখানে পূরণের চেষ্টা, সেইখানেই নানাপ্রকার অত্যাচার, ব্যভিচার ও অনাচার-স্রোত প্রবাহিত। ফলতঃ, অসৎ উপায় না হইলে, কাহারই প্রায় অভাব পূর্ণ হয় না। ভগবান্ সংসারে কাহারই কোন বিষয়ে অভাব বা অসদ্ভাব রাখেন নাই। মানুষের অভাব কেবল মনে।

এইজন্য, অভাব না থাকিলেও, সে আপনাকে নিতান্ত অভাবী বোধ করিয়া, একান্ত অসুখ অনুভব করে। এইপ্রকার কল্পিত অসুখানুভবই তাহার ও অপরের সর্ব্বনাশের, বিশেষতঃ সুখ-নাশের একমাত্র কারণ। দুঃখের বিষয়, কোন ব্যক্তিই এই কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না। যাহারা কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কার্য্যকালে মত্ত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা মানুষের ক্ষুদ্র-দুর্ব্বলতা কি আছে? এইপ্রকার দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত মানুষ বিদ্যা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেও, পশুর অপেক্ষা অধম!

বৎস! যেখানে সদ্ভাব, সেইখানেই বৃদ্ধি। ঐ দেখ, বৃক্ষের সহিত বৃক্ষ কেমন সদ্ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে! কাহারই অবনতি বা অসমৃদ্ধি নাই। সকলেই ফল, পুষ্প ও পত্রাদিতে অলঙ্কৃত। মনুষ্যলোকে পরস্পর ঈদৃশ সদ্ভাব নাই, সেইজন্য ঈদৃশী বৃদ্ধিও নাই। মনুষ্যসংসারে একজন অপর জনকে অবনত করিয়া, স্বয়ং উন্নত হইতে চেষ্টা করে। এই জন্য কাহারই প্রায় বৃদ্ধি নাই। পরস্পর হিংসা, দ্বেষ ও অসূয়াদিতে দুর্ব্বিষহ অন্তর্দাহ অহরহ মানবসংসারদগ্ধ করিয়া ক্রমেই মনুষ্যবংশ ক্ষয় করিতেছে।

বৎস! আবার আশ্চর্য্য দেখ, মৃত্যু গৃহে গৃহে অহরহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, হরিণবৎ লোকদিগকে গ্রাস করিয়া, অনাহত ধাবমান হইতেছে; তথাপি অন্যান্যেরা আপনাদিগকে অমর ভাবিয়া, এরূপ কার্য্য করিতেছে যে, কাল পূর্ণ না হইতেই, সহসা মৃত্যু-কবলে পতিত হইতেছে। আবার আশ্চর্য্য দেখ, রোগ শোক পরিত্যাগ ইত্যাদি, পাপের মূর্ত্তিমান্ প্রায়শ্চিত্তের ন্যায়, বিধাতা-কর্ত্তৃক সংসারে প্রেরিত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি পাপ করে, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ ও অবসন্ন করিয়া থাকে; ইহা পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়াও, অন্যান্যেরা সাবধান হয় না! হায়,

মানুষের কি দুঃসাহস দেখ, যে আপনার সৃষ্টিকর্ত্তার বিরুদ্ধেও পদার্পণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না! পরমপুরুষ পরমাত্মা তাহাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, জ্ঞান দিয়াছেন, বিবেক ও বিচারণা দিয়াছেন এবং যুক্তি ও মুক্তিভাব দিয়াছেন, যাহাদের সৎপথে চালনা বা প্রয়োগ করিলে, অনায়াসেই আত্মলাভ বা পরমসিদ্ধি সংঘটিত হয়, মানুষ সে বিষয়ে বা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অনায়াসেই বিপরীত বিধানে ঐ সকলের নিয়োগ করিয়া, বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয়।

বৎস ভরদ্বাজ! মহাভাগ বশিষ্ঠ মহাশয় মহাভাগ রামচন্দ্রকে তদাদিতদন্তক্রমে মানুষের এইপ্রকার অসারতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষীণ-প্রাণতা, নির্ব্বুদ্ধিতা ও নিঃস্বত্বতা উপদেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, সৌম্য! ঐ দেখ, সূর্য্যের অস্তদর্শনে পূর্ব্বদিকের মুখ-কান্তি মলিন ও পশ্চিমদিকের মুখরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংসারে যাহারা অসূয়া ও ঈর্ষার দাস এবং কুটিলতার ও হিংসার বশীকৃত, অন্যের অবনতিরূপ অস্ত-দশা দর্শন করিলে, তাহাদের মুখকান্তি এইপ্রকার উজ্জ্বল ও বিকসিত হইয়া থাকে; কিন্তু স্বভাবতঃ শুদ্ধহৃদয় মহাত্মারা অন্যের ঐরূপ অসমৃদ্ধি দর্শনে পূর্ব্বদিকের ন্যায়, মলিন মুখকান্তি ধারণ করেন। কিন্তু পাপ মনুষ্যসংসারে এই-প্রকার শুদ্ধসত্ত্বচিত্ত মহাত্মার সংখ্যা এরূপ অল্প যে, নাই বলিলেও, অসঙ্গত হয় না। যে দুই এক জন আছেন, তাঁহারা না থাকার মধ্যেই গণনীয়। কেননা, সংসারে কপটতা, অসত্য, প্রতারণা ও বিড়ম্বনারই একাধিপত্য। এই কারণে সত্য, ধর্ম্ম, সরলতা ও স্বস্থতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ সমস্ত, ব্যাঘ্রভয় বিমর্দ্দিত ক্ষুদ্র জম্বুকের ন্যায়, সর্ব্বদাই অন্তহিত ও অবসন্ন হইয়া আছে।

বৎস রাম! অবলোকন কর, চন্দ্র এখনও উদিত হয়েন নাই;

তথাপি কুমুদিনী প্রফুল্ল হইতেছে। পতিব্রতা রমণীগণের স্বভাবই এই। তাহারা স্বামীসমাগমের উদ্দেশমাত্রেই প্রফুল্ল হইয়া থাকে। কিন্তু হতদগ্ধ পাপসংসারে এরূপ পতিব্রতা কয়জন লক্ষিত হইয়া থাকে? পতিমার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক পরম দেবতারূপে স্বামীর সেবা ও স্বামীর ছায়া আশ্রয় করিয়া, পরমপাপবিনাশন পাতিব্রত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সাধ্বী রমণীর একমাত্র লক্ষণ। স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের স্বর্গ, অপবর্গ বা পৃথক্ তীর্থ নাই। পতির দক্ষিণ পদ প্রয়াগ ও বামপদ পুষ্কর বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং স্নানানন্তর ভক্তিভরে তদীয় পাদোদক সেবন করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। ভর্ত্তাই রমণীর প্রয়াগ তীর্থ, ভর্ত্তাই তাহার পুষ্কর অথবা ভর্ত্তাই তাহার সর্ব্বতীর্থময়ী ভাগীরথী, তাহাতে সন্দেহ কি? যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে অগণ্য পুণ্য সম্পন্ন হয়, পতিব্রতা রমণী তৎসমস্ত লাভ করিয়া থাকে। গয়াদি পবিত্র তীর্থ সকলের সেবা করিলে, যে ফল, একমাত্র স্বামীসেবায় ততোধিক ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্বামীসেবা ভিন্ন স্ত্রীজাতির পৃথক্ ধর্ম্ম নাই। যে নারী স্বামীবিরহে একাকিনী অবস্থান করে, সে অর্দ্ধমানুষী। সে কখনও নমস্য বা পূজনীয়া নহে। শাস্ত্রেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বামীর দক্ষিণাঙ্গ মহাতীর্থ। দান ও পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিলে, যে ফল, স্বামীসহবাসে ততোধিক ফল, সন্দেহ নাই। স্বামীসঙ্গরূপ পবিত্র তীর্থ সেবা করিলে, যে ফল প্রাপ্তি হয়, কাশী, পুষ্কর, গঙ্গা ও গয়াদি তীর্থসেবাও তাদৃশ ফল বিধানে সমর্থ নহে। স্বামীর প্রসাদেই স্ত্রীলোকের সুখ, সৌভাগ্য, যশ, কীর্ত্তি ও তেজঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠান। স্বামী সন্তুষ্ট হইলে, স্ত্রী ভূস্বর্গীয়া নামে পরিগণিত ও সকলের নমস্কৃতা হয়। পতিহীনা হইলে, তাহার রূপ, যশ,

সুখ, সদ্‌গতি, সকলই বিনষ্ট ও অসীম অসৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বামী রুষ্ট হইলে, সকল দেবতাই রুষ্ট ও স্বামী তুষ্ট হইলে, সকল দেবতাই তুষ্ট হয়েন। ফলতঃ, স্বামীই স্ত্রীর গুরু, স্বামীই তীর্থ, স্বামীই পুণ্য, স্বামীই তপস্যা, স্বামীই পরম-দেবতা, স্বামীই সৌভাগ্য, স্বামীই ভূষণ এবং স্বামীই তাহার পরমধর্ম্ম। বৎস! তোমার নিকট এই প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে পুরাণ-প্রথিত পরমসম্মত পাতিব্রত্যধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, কিন্তু সংসারে কয়জন স্ত্রী এইপ্রকার পরম প্রশস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে? প্রধা-নতঃ স্ত্রী লইয়াই সংসার। কিন্তু কোন গৃহেই রমণী প্রায় শুদ্ধ-চরিতা নহে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এই সংসার যখন কিছুই নহে, তখন ইহাতে স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ নামমাত্র। ফলতঃ, সংসারে কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার স্বামী, কে কাহার পিতা মাতা? অথবা কেহই কাহারই নহে। সকলই স্বপ্ন বা মোহমাত্র। অধিক কি, সংসারে আমিও আমার নহি; আপনিও আপনার নহেন। এই আমি বসিয়া আছি, কথা কহিতেছি ও আপনার উপদেশ সকল শুনিতেছি, কিন্তু চিরকালই কি এইরূপ থাকিব, কখনই না। এই মুহূর্ত্তেই এইখানে আমার বিনাশ হইতে পারে। আবার শত-মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি। এই রূপে জীবনমরণ কাহারই ইচ্ছাধীন নহে। তবে নিজের উপর নিজের প্রভুত্ব কি? তবে আমিই বা আমার কিরূপে? তবে, আপনিও আপনার নহেন। এই রূপ, ব্যক্তিমাত্রেই নিতান্ত স্বাধীনতাভ্রষ্ট। সুতরাং ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন একান্ত বিড়ম্বনাময়। এইপ্রকার ধিগ্‌জীবনে প্রয়োজন কি? লাভ কি? ফল কি? আমি কোনমতেই ইহার অভিলাষী নহি। সংসারের পাপ স্ত্রীপুরুষের কথা শুনিতেও আমার আর

কিছুমাত্র অভিলাষ বা স্পৃহা নাই। পুষ্পের ন্যায় ক্ষণমাত্র দেখিতে সুন্দর; কিন্তু পরক্ষণেই ম্লান হইয়া যায়, ঈদৃশ অসার ও অলীক রূপের জন্য যাহারা বৃথা গর্ব্ব করে ও ঈর্ষা করে, তাদৃশ মূঢ়বুদ্ধি, মূঢ়চিত্ত ও মূঢ়জ্ঞান রমণীগণের কথা আর উল্লেখ করিবেন না। যাহা মৃদ্‌বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইচ্ছা করিলে যাহা নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ অতি ক্ষুদ্র ধাতুপ্রস্তরাদিনির্ম্মিত সামান্য অলঙ্কারের জন্যও যাহারা মহাপ্রলয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সংসারের সেই পাপরমণীগণের কথা আর উল্লেখ করিবেন না। যাহা না পরিলেও শরীরের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। পরিলেও কোন রূপ বৃদ্ধিসম্ভাবনা নাই এবং যাহা অল্পেই মলিন ও অল্পেই ছিন্ন হইয়া যায়, তাদৃশ সামান্য বসনের জন্যও যাহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া বৃথা আড়ম্বরগর্ব্ব প্রকাশ করে, সংসারের সেই পাপরমণীগণের কথা আর কীর্ত্তন করিবেন না। আমি অনেক শুনিয়াছি ও অনেক দেখিয়াছি, তাহাদের কোন বিষয়ে নূতনত্ব বা অলৌকিকত্ব নাই, বরং নারকিত্বই পুনঃ পুনঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য তাহাদের কথা পুরীষহ্রদের ন্যায়, এক কালেই আমার পরিহার্য্য হইয়াছে। আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি, যদি স্ত্রীলোক না থাকিত, তাহা হইলে, সংসার অতি সুখের ও সচ্ছন্দের হইত। ভগবন্! আপনি পরমপূজ্য পরমপুরুষ। আপনার কথায় প্রতিবাদ করা আমার কোন মতেই উচিত নহে। কেবল সন্দেহনিরাস ও শিক্ষালাভ মানসেই বলিতেছি, অতএব, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যাহারা ঐরূপ অতিদূষিতচরিতশালিনী, অশেষ-পাপ-সপাপ-পরিতাপকারিণী, স্বর্গাপবর্গের ব্যাঘাতসাধিনী রমণীগণের পরিতোষজন্য অহরহ ব্যস্তভাবাপন্ন এবং তজ্জন্য আত্মাকেও বঞ্চনা করিতে যাহাদের

সঙ্কোচ বা লজ্জা হয় না, সেই পাপপুরুষগণের কথাও আর বলিবেন না।

বলিতে নিতান্ত লজ্জা ও করুণার উদয় হয় যে, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এবং মলমূত্র পরিত্যাগ, এই সকল বিষয়ে মনুষ্য ও পশুতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; একমাত্র জ্ঞানই বিশেষপদবাচ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কয়জন লোকের তাদৃশ জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়? কয়জন লোকই বা আহার নিদ্রাদির সংযম করিয়া, আপনাকে পশু অপেক্ষা উত্তম বা শ্রেষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে? আমি বিশেষ বিচার করিয়া অবধারণ করিয়াছি যে, মনুষ্যজন্ম অপেক্ষা বৃক্ষলতাদিজন্ম শতগুণে বা সহস্রপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। ঐ দেখুন, এই বৃক্ষরাজ ফলপুষ্পে ও পত্রাদিতে কেমন সুশোভিত ও সজ্জিত হইয়া, উন্নতমস্তকে আকাশ আলোড়ন করিতেছে! উহার তল কি শীতল ও সুখাবহ এবং পরমআশ্রয়-ণীয়! উহার পুষ্পের কি মনোহর ও ঘ্রাণসুখকর সৌরভ! উহার ফল সকলের কেমন সকললোকরুচিকর জিহ্বাতৃপ্তিকর অমৃতায়-মান সুস্বাদ! উহার পত্রাদির কেমন সুখসেব্য মৃদুলতা ও পরম-সুখাবহ শয়নীয়তা! এই রূপে এই বৃক্ষ লোকমাত্রেরই কোন না কোন রূপে প্রীতিকর ও মনোহর এবং সর্ব্বথা উপকার বিধান করিয়া থাকে। ঐ দেখুন, উহার পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া মধুকরনিকর নিরন্তর স্ব স্ব উদরপূরণ করিতেছে; বিহঙ্গকদম্ব উহার ফলে ফলে সঞ্চরণ করিয়া স্ব স্ব ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেছে এবং পথশ্রান্ত পথিকগণ উহার তলদেশে শয়ন বা উপবেশন করিয়া, শ্রম অপনোদন করিতেছে। কিন্তু মনুষ্যলোকে এমন মনুষ্য কে আছে, যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের ন্যায়, ফলফুলে অলঙ্কৃত হইয়া, ঐরূপে লোকের প্রীতি ও উপকার বিধান করিয়া থাকে?

অথবা, মনুষ্যলোকে এরূপ লোকও দুর্লভ, যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা উন্নত মস্তকে অবস্থিতি করিতে পারে? এই সকল চিন্তা করিয়া, দুর্ব্বিসহ অন্তর্দ্দাহ অহরহ আমায় দগ্ধ করিতেছে। কি করিলে, উহাদের উদ্ধার হইলে, তাহাই উপদেশ করুন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

(সমাধিবলে লীলা ও সরস্বতীর ঊর্দ্ধপ্রয়াণ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রজনীর সমাগমে পরিজনবর্গ প্রসুপ্ত হইলে, লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সমাধিস্থলে গমন করিয়া, চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায়, তথায় নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করিলেন। তাঁহাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর ও ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ব স্ব ব্যাপার পরিশূন্য হইল। অনন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইলে, তাঁহারা জানিতে পারিলেন, এই অহম্ভাবময় দৃশ্যমান বিশ্ব ভ্রম-মাত্র; সুতরাং দৃশ্যমাত্রেই অলীক। এই প্রকার জ্ঞানের উদয়ে তাঁহাদের মন হইতে দৃশ্যমল অপনীত হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়েই পরম প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন। অনন্তর লীলা মানবদেহ ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানদেহ ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞপ্তিরূপা সর-স্বতীর সহিত আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে চিদাকাশমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অতিদূর আকাশে উত্থিত হইয়া, তাঁহাদের দৃশ্যজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত আকাশমাত্র দৃশ্য হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বসংস্কারের সংযোগপ্রযুক্ত পরস্পরের আকার সন্দর্শন করত পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের নিরতিশয় স্নেহানুরাগ উপস্থিত হইল।

ঊনত্রিংশ সর্গ। (ব্যোমবিহার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের হস্তাবলম্বন পুরঃসর মৃদু মন্দ গমনে অত্যাশ্চর্য্য আকাশমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায়, অতীব স্ফীত, গম্ভীর ও নির্ম্মল গগনমণ্ডল সুকোমল সমীরহিল্লোলসংসর্গে সাতিশয় সুখসেব্য এবং সাধুচিত্ত অপেক্ষাও পরম শুদ্ধ ও প্রসন্ন ভাবাপন্ন। তাঁহারা কখন মেরুশৃঙ্গস্থ মেঘমণ্ডলে, কখন দিক্ সকলে ও কখন বা শশাঙ্কমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া, পরে তথা হইতে বহির্গত হইয়া, কখন সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের মন্দারমালার মনোহর-সৌরভবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ মধ্যে, কখন সলিলপূর্ণ বিদ্যুৎসনাথ মন্থর মেঘমণ্ডলে ও কখন বা বায়ুবিক্ষুব্ধ বারিদপটলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা অবলোকন করিলেন, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্গত থাকিলেও, ব্যোমতল পূর্ণ নহে। চতুর্দ্দশ ভুবনাদি দ্বারা উহার কিয়দংশমাত্র অধিকৃত বা পূর্ণ হইয়াছে। উহার কোন স্থানে বিচিত্রাকার ভূতল সকল পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে মেরুপ্রভৃতি মহীধরনিকর প্রতিষ্ঠিত, কোন স্থানে অতীবচঞ্চল পারিজাতলতা সকল বৈদূর্য্যময় ভূতলবৎ শোভমান, কোন স্থানে মনোজব সিদ্ধগণের যাতায়াতে পবনবেগ পরাহত, কোথাও বিমানগৃহবাসিনী দেবকামিনীগণের মনোহর গীতধ্বনি সমুত্থিত, স্থলবিশেষে মেঘনিস্বন বিমানসমূহসবেগে ধাবিত এবং স্থানান্তরে গ্রহনক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চারে জ্যোতিশ্চক্র প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কোন স্থানে কুষ্মাণ্ড, যক্ষ ও পিশাচমণ্ডল বিচরণ এবং সুরাসুরগণ অদৃশ্য হইয়া, অবস্থান করিতেছেন।

কোন দিকে সূর্য্যসান্নিধ্যে তপোবলাদি দ্বারা স্বল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ তপনতাপে দগ্ধদেহ হইয়া সেই স্থান পরিহার করিতেছেন এবং তাঁহাদের সূর্য্যতপদগ্ধ বিমানসমূহ ভাস্করের তুরঙ্গমুখবিনির্গত প্রবল সমীরবেগে দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন স্থানে লোকপাল সকল অপ্সরোবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। কোন স্থানে দেবীগৃহসমুথিত ধূলিপটল, জলধরপটলের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। স্থলান্তরে অপ্সরোগণ ইন্দ্রাদি অমরগণের আহ্বানে পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়াই, আমি অগ্রে যাইব, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা বন্ধনে ধাবমান হইতেছে এবং গতিবেগে তাহাদের অঙ্গ হইতে দিব্য অলঙ্কার সকল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। কোথাও মহাবল সিদ্ধগণের গমনবেগে জলধরসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, সভয়ে মেরু, মন্দর ও হিমালয়ের অধিত্যকা প্রদেশ আশ্রয় করিতেছে। কোন স্থান কাক, উলূক ও গৃধ্রাদি বিহঙ্গকদম্বে পরিবৃত রহিয়াছে। কোথাও ডাকিনীরা, সাগরতরঙ্গের ন্যায়, নৃত্য করিতেছে এবং যোগিনীরা কৃতমনোরথ হইলেও, কাক, কুক্কুর ও উষ্ট্রমুণ্ড ধারণ করিয়া, অনর্থক বহুদূরে যাতায়াত করিতেছে। কোন স্থানে বিমানবিহারী ব্যক্তিবর্গ স্বর্গীয় সঙ্গীতবাদ্যে মত্তপ্রায় হইয়া, বিচরণ করিতেছে। স্থলান্তরে ভগবতী ত্রিপথগা নক্ষত্রমালাবিভূষিত জ্যোতিশ্চক্রের নিম্নদেশে প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছেন এবং দেবকুমারগণ একতান হৃদয়ে সেই আশ্চর্য্যদর্শনে গাঢ়সংসক্ত রহিয়াছেন। স্থানবিশেষে বজ্র, চক্র, শূল ও শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা তত্তৎ অস্ত্র ধারণ করিয়া, স্ব স্ব শরীর সঞ্চালিত করিতেছেন। কোন দিকে ভিত্তিশূন্য ভবনসকল বিরাজমান ও দেবর্ষি নারদের সুমধুর-বীণাধ্বনি-সহকৃত সুকণ্ঠ সঙ্গীত শ্রূয়মাণ হইতেছে।

কোথাও মেঘমার্গপ্রদেশে মহামেঘমণ্ডল, প্রলয়কালসমুদিত পয়োদপটলের ন্যায়, অবিরল জলধারা বর্ষণ করিতেছে। স্থলান্তরে মেঘ সকল, চিত্রলিখিতের ন্যায়, ব্যাপারপরিশূন্য হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে। স্থানবিশেষে কজ্জলপ্রতিম পর্ব্বতপ্রবর হইতে পরমসুন্দর পয়োধর সকল সমুৎপতিত হইতেছে। কোন স্থানে প্রৌঢ় বিমানপরম্পরা, তৃণপল্লবের ন্যায়, বায়ুপ্রবাহে প্রচলিত হইতেছে। কোন স্থানে অলিকুল সঞ্চরণ করিতেছে; বায়ুভরে উড্ডীয়মান ধূলিরাশি, মেরুনদীর ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছে; সুশোভন বিমানপংক্তি বিরাজ করিতেছে; মাতৃকারা নৃত্যপরায়ণা রহিয়াছেন এবং ক্রোধাদিহীন সমাধিনিরত পরমশান্তস্বভাব মুনিগণ ও যোগীশ্বরসমূহ কোন স্থানে দৃশ্যমান হইতেছেন। স্থলান্তরে কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী ও সুরকামিনীরা সুস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন, শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কোন স্থানে নিস্তব্ধ নগর সকল শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে পুরবরনিকর নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। স্থলান্তরে রুদ্রপুরী, ব্রহ্মপুরী ও মায়াময়পুরী সকল সন্নিবিষ্ট ও দৈবীশক্তিবশে ঘনীভূত-জলময় জলাশয়সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। স্থানবিশেষে চন্দ্র ও সূর্য্য সমুদিত এবং নিবিড়তিমিরা নিশীথিনী সুশোভিত হইতেছে। কোন স্থানে নীহারপটলপ্রটকিতা ধূসরবর্ণা সন্ধ্যা ও বর্ষমান মেঘমালা এবং ঊর্দ্ধাধোগমনে অতীব ব্যগ্রভাবাপন্ন সুরাসুর সকল দৃশ্যমান হইতেছে। কোন দিকে দিগ্‌বিহারী ব্যক্তিবর্গ উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ সমুদায় দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছে। কোন স্থান লক্ষযোজন পর্ব্বতে, কোন স্থান অবিনাশী তমোরাশিতে, কোন স্থান সূর্য্যানলসদৃশ তেজস্তোমে এবং কোন স্থান মহাহিমে পূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থান বিমান-

পতনপ্রযুক্ত বহ্নিরেখাবৎ অঙ্কিত, কোন স্থানে শত শত কেতু নিপতিত ও শুভগ্রহ সকলের অত্যুৎকৃষ্ট মণ্ডলসমূহ বিরাজিত এবং কোন্ স্থানে তিমিরময়ী রজনী ও কোন স্থানে ভাস্কর দিবাতাপে সুশোভিত হইতেছে। কোন স্থানে মেঘ সকল গভীর গর্জ্জনে ও কোথাও বা নিস্তব্ধে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থলান্তরে বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন শুভ্রবর্ণ বারিদমণ্ডল, শ্বেতপুষ্পের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছে। কোন স্থানে ময়ূর ও স্বর্ণচূড় বিহঙ্গমগণ বিচরণ করিতেছে। স্থানবিশেষে বিদ্যাধরী ও দেবীগণের বিমানশ্রেণী বিরাজমান হইতেছে। স্থলান্তরে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর সকল মেঘ-মণ্ডলে নৃত্য করিতেছে। স্থানবিশেষে প্রেতরাজের মহিষসদৃশ মহামেঘ সকল সঞ্চলিত হইতেছে। কোন স্থানে তুরঙ্গমগণ শ্যামল তৃণভ্রমে মেঘমণ্ডল ভক্ষণ করিতেছে। স্থানবিশেষে দেব-পুর ও দৈত্যপুর সকল বিরাজ করিতেছে, কুলাচলাকৃতি ভাস্বর ভৈরব সকল নৃত্য করিতেছে, শৈলেন্দ্রসদৃশ মহাকায় গরুড় পক্ষী সকল সঞ্চরণ করিতেছে এবং পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বত সকল বায়ুভরে উড্ডয়ন করিতেছে। কোন দিকে মায়াময়ী আকাশনলিনী ও তদ্গত সুশীতল সলিল দৃশ্যমান হইতেছে। কোথাও সুশোভন সৌরভবাহী সুখসেব্য সমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চরণ ও কোথাও বা তরু, লতা ও পর্ব্বতাদি প্রচলিত করিয়া, প্রচণ্ডবেগে ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে সুতপ্ত সমীরে বৃক্ষ, পর্ব্বত ও মেঘ সকল দগ্ধ, কোন স্থানে ভূধর-সদৃশ-শৃঙ্গ-শত-সুশোভিত জলধর সকল সমুদিত এবং কোন স্থানে বর্ষাকালীন উদ্দাম ঘনমণ্ডলী গভীর গর্জ্জনে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। স্থলান্তরে সুরাসুর-গণের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। স্থানবিশেষে আকাশকমলে সঞ্চরমাণ হংসী সকল তারস্বরে ব্রহ্মবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে।

স্থলান্তরে মন্দাকিনীর পুলিনসঞ্চারী সুখসেব্য সমীরণ সরোজিনীর সুস্নিগ্ধ সৌরভ হরণ করিয়া, দেবলোকে সঞ্চরিত হইতেছে। কোনস্থানে গঙ্গাদিসরিৎসান্নিধ্য হইতে কূর্ম্ম, কুলীর ও মৎস্যাদি জলজন্তুগণ দেবশরীরে উড্ডয়ন করিতেছে। স্থলান্তরে প্রভাকরের পাতালপ্রবেশ প্রযুক্ত চন্দ্রগ্রহণ ও কোন স্থানে প্রকারান্তরে সূর্য্যগ্রহণ লক্ষিত এবং কোথাও বা মায়াময় কুসুমকানন স্বর্গানিলসহযোগে সঞ্চলিত হইতেছে।

বৎস রাম! রাজমহিষী লীলা ও দেবী সরস্বতী উভয়ে এই রূপে আকাশমণ্ডল অতিক্রম করিয়া, পুনর্ব্বার আসিবার উপক্রম করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ। (ব্রহ্মাণ্ডপরিদর্শন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর তাঁহারা নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, গিরিগ্রামস্থ মৃত বশিষ্ঠের গৃহদর্শনে যাত্রা করিয়া, ভূতল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এই ভূতল, ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরুষের হৃৎপদ্মরূপে বিরাজমান হইতেছে। দিক্সকল ঐ পদ্মের দল, পর্ব্বতসকল উহার কেশর, সরিৎ সকল তত্তৎ কেশরের অন্তরশাখা এবং হিমকণা ঐ পদ্মের মধু ও রাত্রি উহার অলিবধূ। বিবিধ প্রাণীরূপ মশকসকল উহার চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। উহার মৃণাল ভোজ্যরূপ তন্তুতে সমাকীর্ণ এবং পাতালাদি ছিদ্র দ্বারা উহ্যমান সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ পদ্ম দিবালোকে কান্তিমান্ ও শৃঙ্গারাদিরসে আর্দ্রভাবাপন্ন। সূর্য্য উহার হংস এবং যামিনীযোগে উহার সঙ্কোচ সমাগত হইয়া থাকে। নাগরাজ বাসুকি উহার মৃণালরূপে পাতালরূপে পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছেন। সরিৎপতি উহার আশ্রয়।

এইজন্য সাগর সঞ্চলিত হইলে, এই পদ্মেরও প্রকম্প উপস্থিত হয়। দৈত্য ও দানবগণ ঐ বাসুকিরূপ মৃণালের কণ্টক। ইহার মধ্যস্থলে গ্রামাদিরূপ পরাগ ও নদীরূপ কেশরনালবিশিষ্ট জম্বূ-দ্বীপরূপ কর্ণিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অত্যুচ্চ সপ্ত কুলপর্ব্বত ঐ কর্ণিকার বীজ। মহামেরু ঐ বীজের মধ্যস্থলে বিরাজমান। এই জম্বূদ্বীপ লক্ষযোজনবিস্তৃত এবং আপন অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ বলয়াকৃতি লবণসাগরে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। ইহার পর শাকদ্বীপ লবণ সাগরের দ্বিগুণপরিমাণ এবং আপন অপেক্ষা দ্বিগুণপরিমাণ ক্ষীরসাগরে বেষ্টিত। অনন্তর ক্ষীরসাগরের দ্বিগুণপরিমাণ কুশদ্বীপ দ্বিগুণপরিমাণ ঘৃতসাগরে বেষ্টিত। ইহার পর ঘৃতসাগরের দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ আপন অপেক্ষা দ্বিগুণ দধি-সাগরে বেষ্টিত। অনন্তর দধিসাগরের দ্বিগুণ শাল্মলী দ্বীপ দ্বিগুণ-পরিমাণ সুরাসাগরে বেষ্টিত। তদনন্তর প্লক্ষদ্বীপ সুরাসাগরের দ্বিগুণ এবং আপন অপেক্ষা দ্বিগুণ ইক্ষুসাগরে বেষ্টিত। অনন্তর ইক্ষুসাগরের দ্বিগুণ পুষ্করদ্বীপ দ্বিগুণপরিমাণ জলসাগরে বেষ্টিত।

অনন্তর বিপুলগর্ত্তরূপী ভূবিভাগে নিম্নভাগ প্রতিষ্ঠিত এবং পুষ্করদ্বীপ অপেক্ষা দশগুণ বিস্তৃত। ইহার পর লোকালোক পর্ব্বত ঐ ভূমির দশগুণ এবং পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ গর্ত্তময়; তজ্জন্য ইহা অতীব ভয়াবহ বোধ হয়। উপরিভাগের অর্দ্ধাংশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত এবং অপরার্দ্ধ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন; তজ্জন্য ইহা বলয়াকৃতি নীলোৎপলমালামণ্ডিতের ন্যায়, প্রতীত হইয়া থাকে। ইহার শিখরদেশ বিবিধ মণি ও কুমুদ কহ্লারাদি কুসুমসমূহে সুশোভিত।

এই পর্ব্বতের পর দশগুণ শূন্যপ্রদেশ, উহাতে প্রাণিমাত্রের সঞ্চারাদি নাই এবং উহা দশগুণ মহাসাগরে বেষ্টিত। ইহার পর

দশগুণ প্রলয়পাবকে পরিব্যাপ্ত। এই পাবকে মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল বিদ্রাবিত ও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড শুষ্ক হইয়া যায়। অনন্তর দশগুণ মহাবেগবান্ প্রলয়পবন বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বায়ু মেরু-প্রভৃতি পর্ব্বত সকলকে তৃণপাংশুর ন্যায়, অনায়াসে বহন করে। ইহার পর শতকোটিযোজন ঘনরূপী ব্যোমমণ্ডল।

রাজমহিষী লীলা এবংবিধ-ব্রহ্মাণ্ড-পরিদর্শন-প্রসঙ্গে স্বীয় মন্দিরকোটর সন্দর্শন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ। (অজ্ঞানের অপকারিতা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া, সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমণ্ডপে সকলের অলক্ষিতে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তত্রত্য দাস দাসী ও অঙ্গনাগণ সকলেই চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুলভাবাপন্ন এবং তাহাদের মুখমণ্ডল অবিরল-বিগলিত জল-ধারায় আচ্ছন্ন; তজ্জন্য, শীর্ণ পদ্মপত্রের ন্যায়, তাহার বিবর্ণ দশার আবির্ভাব হইয়াছে। পুরীতে উৎসবের লেশমাত্র নাই। প্রভুশূন্য হওয়াতে, নিদাঘদগ্ধ উদ্যানের ন্যায় অথবা বিদ্যুদ্দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায়, উহার প্রভা এক কালেই তিরোহিত হইয়াছে। মৃত্যু আসন্ন হইলে, লোকের মুখকান্তি যেরূপ মলিন হয়; স্নেহশূন্য হইলে, প্রদীপের যেরূপ প্রভাক্ষয় হয়; বৃক্ষসকল জীর্ণ ও শীর্ণপত্র হইলে, অরণ্য যেরূপ শোভাশূন্য হয় এবং অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, দেশের যেরূপ শ্রী ভ্রষ্ট হয়, গৃহস্বামীবিরহে সেই গৃহও তেমনি শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছে।

অনন্তর নির্ম্মলজ্ঞানশালিনী সত্যসংকল্পা লীলা চিন্তা করিলেন, আমার এই সকল বান্ধব আমাকে ও দেবীকে, প্রাকৃত স্ত্রীজনের

ন্যায়, দর্শন করুক। এই প্রকার চিন্তা করিবামাত্র, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, তাঁহারা লক্ষ্মী ও গৌরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন এবং শীতল সুখদ শশাঙ্কের ন্যায়, কৌমুদীসুধায় বন, গ্রাম ও ওষধি সমুদায় সমুদ্ভাসিত করিয়া, সমুদিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আপাদ-লম্বিত বিবিধ অম্লানমালার সম্পর্কে সেই বাসভবন, বসন্তলক্ষ্মীর উদয়ে বনস্থলীর ন্যায়, আমোদিত ও আলোকিত হইয়াছে। তাঁহাদের অলকাবলির সন্নিহিত নয়নবিলোকনে যেন কুবলয়-মিশ্রিত মালতীকুসুমসমূহ বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহাদের শরীর-প্রভা, দ্রবীভূত হেমসরিৎসদৃশী সাতিশয় মনোহারিণী। তদ্দ্বারা সমস্ত উপবন যেন কনকময় হইয়াছে। শশধরদর্শী সাগরের ন্যায়, তাঁহাদের অনুপম রূপরাশি যেন উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য, শরীরে স্থানসমাবেশ না হওয়াতে, চতুর্দ্দিকে প্রসৃত ও বিকীর্ণ হইয়া, দিগ্‌বিদিক্‌ সমুদায় স্থান পরিপূর্ণ করিয়াছে। তাঁহাদের চঞ্চল বাহুবল্লী ও অরুণবর্ণ পাণিযুগলের বিন্যাস দ্বারা যেন হেমময়ী নূতন কল্পলতাসকল বারম্বার বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাঁহাদের চরণযুগল পুষ্পপল্লবসদৃশ সুকোমল, স্থলাজদলমালার সদৃশ প্রভাসম্পন্ন এবং অম্লানকুসুমসদৃশ পরমসুদৃশ্য। তদ্দ্বারা তাঁহারা ভূতল স্পর্শ করিয়া, তাহা স্নিগ্ধ, শীতল ও পবিত্র করিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিরূপ পীযুষসেকে বালপল্লব সমলঙ্কৃত পাণ্ডুরবর্ণ শুষ্ক তমালখণ্ডসকল যেন সমুদ্ভূত হইতেছে।

বৎস রাম! মৃত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামে জ্যেষ্ঠপুত্র সেই অলৌকিকলাবণ্যরাশি দিব্যরূপা দুই ললনাকে চরণে কুসুমাঞ্জলি-প্রদানপূর্ব্বক ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া কহিলেন, আপনাদের জয়। পরপরিত্রাণই সাধুগণের একমাত্র কার্য্য। অতএব আপনারা

আমাদের উদ্ধারার্থই আগমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। হে দেবীগণ! এই স্থানে এক বিপ্রদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহারা পরম আতিথেয় ও ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদারক্ষার আধার ছিলেন। তাঁহারাই আমার পিতা মাতা। অধুনা তাঁহারা আমাদের সকলকে ত্যাগ ও সংসার শূন্য করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ঐ দেখুন, পক্ষীরা গৃহের উপরি অবস্থান ও প্রতিক্ষণে পক্ষ প্রসারণ করিয়া, তাঁহাদের জন্য শোক করিতেছে; পর্ব্বতসকল গুহামুখে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া, নদীরূপ স্থূল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে; জনপদবাসী লোকসকল অনশনে মৃতপ্রায় হইয়া, ধুলায় লুণ্ঠন করিতেছে; পাদপসকল শোকভরে নীহার-শীকররূপ সন্তপ্ত অশ্রুবিন্দু নিক্ষেপ করিতেছে; রথ্যাসকল পতিহীনা নিরানন্দা রমণীর ন্যায়, বিরলজনসঞ্চার হইয়া, শূন্য-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে; লতাসকল শোকে সন্তপ্ত হইয়া, অলিগুঞ্জন ও কোকিলকূজনচ্ছলে অনবরত বিলাপ করিতেছে এবং নির্ঝর সকল শতধা বিদীর্ণ হইবার মানসে সবেগে সুবিশাল শিলাতলে আত্মাকে নিপাতিত করিতেছে। ঐ দেখুন, দারুণ দুঃখসন্তাপ প্রযুক্ত দিগঙ্গনাগণের মুখ ম্লান ও অপ্রসন্ন হইয়াছে; কুসুমসকল ম্লান হইয়াছে; গৃহসকল উৎসবশূন্য হইয়াছে এবং গ্রাম সকল নিরানন্দ হইয়াছে। ঐ দেখুন, নদীসকল শোক সহিতে না পারিয়া, কলেবরপরিহারবাসনায় সাগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে এবং সরোবর সকল নিঃস্পন্দভাব অবলম্বন করিয়াছে। যেখানে কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী ও সুরকামিনীরা গান করেন, আমার জনকজননী অলঙ্কৃত হইয়া, সেই সুখধাম স্বর্গ আশ্রয় করিয়াছেন। আমরা শোকে বিহ্বল ও মৃতপ্রায় হইয়াছি। মহতের দর্শন নিষ্ফল হইবার নহে। অতএব, আপনারা আমাদের উপস্থিত শোক নিবারণ করুন।

রাজমহিষী লীলা এই কথা শুনিয়া, জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে স্বীয় সুকোমল করতল ন্যস্ত করিলে, মেঘাগমে নিদাঘসন্তাপের ন্যায়, তদীয় সমস্ত দুর্ভাগ্যদুঃখসঙ্কট তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল এবং তাঁহার পরিজনবর্গও দেবীদ্বয়কে দর্শন করিয়া, সমস্ত দুঃখবিষাদ পরিহার ও সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পদ্ অধিকার করিল।

শ্রীরাম কহিলেন, জ্যেষ্ঠশর্ম্মা লীলার পুত্র। তবে কেন লীলা তাঁহাকে সেই মাতৃমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন না?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অজ্ঞানবশে যাবৎ পৃথ্ব্যাদিময় জড়-দেহকে সত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, তাবৎ লোকে এই জড়দেহ ধারণ করে; সেইজন্য তাহার মুক্তি হয় না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ অন্যপ্রকার। উহার আবির্ভাবে শুদ্ধসত্ত্বময় অদ্বিতীয় চিদাকাশ দেহের আবির্ভাব হইয়া থাকে; সৌম্য! স্বপ্নসময়ে, ইহা স্বপ্ন, এইপ্রকার জ্ঞানের উদয়মাত্র যেমন জাগ্রদ্-ভাবের আবির্ভাব হয়, পৃথ্ব্যাদিজ্ঞানের বিনাশ হইলে, তেমনি অপৃথ্ব্যাদিভাব সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ, যে যেরূপ ভাবনা করে, তাহার সেইরূপ সংঘটিত হয়। ব্রহ্মকে ভাবনা কর, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। জ্ঞানের প্রভাবও অসীম এবং অজ্ঞানের অপকারিতারও সীমা নাই। জ্ঞান যেমন সমুদায় সংসারকে অলীক ও অমূলক করিয়া, মুক্তি-মার্গ প্রদর্শন করে, অজ্ঞান তেমনি সমস্ত দৃশ্যকে সত্যরূপে চিরস্থায়ী করিয়া, পুনঃপুনঃ বন্ধন করিয়া থাকে। অজ্ঞান অন্ধকার ও জ্ঞান আলোকস্বরূপ। জ্ঞানের আলোকে হৃদয়গৃহ পূর্ণ হইলে, উহাতে পরমাত্মার পরমপ্রিয় মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন স্বর্গের সুগম পথ, অজ্ঞান তেমনি নরকের সহজ সোপান। মৃত্যুসময়ে লোকে যেমন আকাশে বেতাল ও

অরণ্যাদি অবলোকন করে, মুর্চ্ছাকালে তেমনি পরলোকও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভয়, ক্ষয় ও অর্দ্ধনিদ্রাসময়ে যেমন অবাস্তব পদার্থ সকলও বাস্তববৎ অনুভূত হয়, পৃথ্যাদির জ্ঞান থাকিলেই তেমনি এই অসৎ দেহ সৎ রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

বৎস! সংসারের কিছুই কিছু নহে। অজ্ঞানকৃত অভ্যাস-বশেই সমস্ত সত্যবৎ অনুভূত হয়। ভ্রান্তিবশেই যেমন লীলার বস্তুজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ইহাও সেইরূপ। বস্তুগত্যা জগৎ শূন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অজ্ঞানই উহার স্বরূপ ও স্থায়িত্বাদি কল্পনা করে। কিন্তু জ্ঞান উহা প্রতিহত করিয়া থাকে। অজ্ঞান জীবের আবরণ জ্ঞান সাক্ষাৎ প্রকাশ। অজ্ঞানরূপ বৈতরণী পার হইলেই, স্বর্গের সুখময় পন্থা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি যে কিছুই নহে, একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাহা অবধারিত হয়। এইজন্য পণ্ডিতগণ জ্ঞানকেই সাক্ষাৎ মুক্তি নামে অভিহিত করেন এবং অজ্ঞানকে মূর্ত্তিমান্ বন্ধন ও নরকের দ্বার বলিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগে দৃষ্টি যেমন প্রসন্ন ও পূর্ণভাবাপন্ন হয়, অজ্ঞানের আবির্ভাবে তেমনি মলিন, ক্ষীণ ও দীনদশায় পরিক্ষিপ্ত হয়। যেখানে অজ্ঞান, সেইখানেই বিবিধ বিপদ, বিষাদ ও সন্তাপ এবং সেইখানেই নরকের পর নরক ও বন্ধনের পর বন্ধন।

এই জগৎ কিছুই নহে; এইপ্রকার জ্ঞান দ্বারাই পৃথিব্যাদির শূন্যতা, অসারতা ও অবাস্তবতা এবং নাস্তিতা প্রতীত হইয়া থাকে। বৎস! একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, সেই ব্রহ্মই জগৎ, তদ্ভিন্ন জগৎ কিছুই নহে, এইপ্রকার জ্ঞানযোগবিশিষ্ট ঋষিগণের পুত্র, কলত্র ও বান্ধবমিত্রাদিই বা কে? তাঁহারা ব্রহ্মভিন্ন আর কাহাকেও আত্মীয় জানেন না। সম্যক্ জ্ঞানদর্শী না হইলে,

রাগ, দ্বেষ ও মমতাদির পরিহার হয় না। তজ্জন্য, সংসারের পর সংসারবিস্তার হইয়া, পুনঃ পুনঃ বন্ধন ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ, লীলা যে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে করতলস্পর্শ করিলেন, তাহা পুত্র-বুদ্ধিতে নহে। কেননা, জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, জ্যেষ্ঠশর্ম্মাকে পুত্র বলিয়া তাঁহার বোধই ছিল না। ইহা কেবল জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পরমার্থজ্ঞানপ্রতিপাদক চিতির ফল।

এই রূপে বিশুদ্ধ বুদ্ধির উদয়ে দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই স্বপ্ন বা সংকল্পসম্ভূত পদার্থজাতবৎ, এক বারেই অলীক ও অসম্ভব এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মই সত্য ও সৎ রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি যাহাতে বিশুদ্ধ বোধরূপ অপার্থিব রত্নের অধিকারী হইয়া হৃদয়ভাণ্ডার সুসজ্জিত করিতে সক্ষম হও, কায়মনে তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা কর। ইহা স্থির জানিবে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে কখনও প্রভাকরের প্রভা প্রস্ফুরিত হয় না। সেইরূপ, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বলে হৃদয়দর্পন মার্জ্জিত না হইলে, উহাতে পরমাত্মার পূর্ণমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় না।

অজ্ঞান মানুষকে অন্ধ করে, জ্ঞান চক্ষুষ্মান্ করিয়া থাকে। ঋষিগণ এই জ্ঞানবলে দিব্যচক্ষু ও দিব্যগতি লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য জগতের কিছুই তাঁহাদের অগম্য বা অদৃশ্য নহে এবং তজ্জন্য পরমপুরুষার্থময় পরব্রহ্ম তাঁহাদের অধিগত হইয়া থাকেন। ইহাই জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রভেদ।

দ্বাত্রিংশ সর্গ (সংসার মহাপাপ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর লীলা ও সরস্বতী সেই গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে শোকতাপ দূর এবং অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইলে, পরিজনেরা পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত

হইল। লীলা মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাকে কহিলেন, বৎসে! তুমি অধুনা জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছ এবং সংসারযে কিছুই নহে, তাহাও প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। এই রূপে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সংসারজ্ঞান তিরোহিত হয়। এক্ষণে তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।

লীলা কহিলেন, দেবী! আমি যখন মৃত ভর্ত্তার রাজ্যে গমন করি, তখন কেহ আমায় দেখিতে পায় নাই; কিন্তু পৃথিবীতে গমন করিলে, পুত্রেরা দেখিতে পাইল, ইহার কারণ কি?

দেবী কহিলেন, আমি আমার ইত্যাকার দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত না হইলে, সংকল্প সকল কখনই সিদ্ধ হয় না! তুমি যখন স্বামীসমীপে গমন করিয়াছিলে, তখন তোমার, আমি রাজমহিষী লীলা, এইপ্রকার দ্বৈত জ্ঞানের অভাব হয় নাই। তজ্জন্য তুমি সত্যকামা হইতে পার নাই। এক্ষণে তোমার জ্ঞান বিশিষ্টরূপে পরিপক্ক হইয়াছে এবং তৎসহকারে আমি, আমার ইত্যাকার জ্ঞানসঞ্চাররোধ হইয়াছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে, যে যাহা মনে করে, তাহার তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য, আমার পুত্রেরা আমায় দর্শন করুক, এইপ্রকার সংকল্প করিবামাত্র, তোমার তাহা সিদ্ধ হইল। এখন তুমি স্বামীসমীপে গমন করিলে, পূর্ব্ববৎ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে।

লীলা কহিলেন, দেবি! এই মন্দিরাকাশেই আমার স্বামী বশিষ্ঠ বাস করিতেন এবং মৃত্যুর পর এই স্থানেই রাজা হইয়াছিলেন। এইস্থানেই তাঁহার রাজধানী, অন্তঃপুর ও সংসারাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দেবি! অধুনা ভর্ত্তার সেই সংসারমণ্ডপ সন্দর্শনে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

দেবী কহিলেন, বৎসে! সকলেই জানে, তোমার স্বামী

অনেক। তোমার সম্প্রতিতন স্বামীগণের মধ্যে একের নাম বশিষ্ঠ। ইনি পরজন্মে পদ্ম নামে রাজা হয়েন। এই পদ্ম সম্প্রতি বিদূরথ নামে রাজা হইয়া, জন্ম গ্রহণ এবং ভ্রমবশতঃ সংসাররূপ জলধিতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই সাগর ভোগরূপ উত্তাল তরঙ্গে পরিপূর্ণ, রিপুগণের উপদ্রবরূপ দুষ্পার কল্লোলপরম্পরায় সমাচ্ছন্ন এবং বিবিধ অত্যাচাররূপ হিংস্র যাদোগণে সমন্তাৎ আকীর্ণ। বিদূরথ ঐ মহাকল্লোলে বারংবার ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত হইয়া, কচ্ছপের ন্যায়, ইহার এক স্থানে বাস করিতেছেন। রাজকীয় কার্য্যাদির অতিভারনিবন্ধন তাঁহার বিষম জড়তা ও জর্জ্জরিত দশার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি যে অজ্ঞান জন্য মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন, তাহার আর অবসান হইতেছে না। সংসারে পতিত হইলে, মানুষের যাহা ঘটিয়া থাকে, তাঁহার তাহাই হইয়াছে। আমি রাজা, আমি প্রভু, আমি ধনী, আমি গুণী, আমি বলী ও আমি সুখী, এই প্রকার অভিমানবশে তিনি সুদৃঢ় সংসারপাশে প্রতিনিয়ত নিগড়বদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। সহজে ঐ পাশ ছিন্ন হইবার নহে। বিধাতা বিনা সূত্রে ঐ পাশ গ্রথিত করিয়াছেন। অয়ি বরবর্ণিনি! একমাত্র জ্ঞানরূপ অসি-সহায়ে ঐ পাশ ছেদন করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন, ঐ পাশ ছেদনের উপায় নাই। যাহারা জ্ঞান বিনা উহার ছেদন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ উহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই ঐ পাশের স্বভাব। এই পাশে বদ্ধ হইলে, জীবের আর জ্ঞান থাকে না। তখন সে অমৃত বোধে দারুণ হলাহল পান করিতে উদ্যত হইয়া, তীক্ষ্ণবিষ-আশীবিষ ধারণেও কুণ্ঠিত হয় না। এ বিষয়ের শত শত নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

তোমার স্বামী সেই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এই দুশ্ছেদ্য পাশবন্ধন-

যন্ত্রণায় অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া, রাজা হইব, মনে করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য আহার নিদ্রা পরিহার পুরঃসর রাত্রিদিন চিন্তা করিয়া, তাঁহার অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। তাহাতেই তাঁহার অপরিণত মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। বৎসে! চিন্তা যেমন শরীর শীর্ণ করে, এরূপ আর কিছুই নহে। চিন্তা দুই প্রকার, সুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা; অথবা বিশুদ্ধ চিন্তা ও মলিন চিন্তা। যে চিন্তা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রতি ধাবমান, তাহার নাম. সুচিন্তা; তদিতর দুশ্চিন্তা নামে অভিহিত। এই দুশ্চিন্তা সংসারপাশের নিত্য সহচরী। সংসারপাশে বদ্ধ হইলে, এই চিন্তাবশে লোকের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ হিংসা দ্বেষাদি নানাপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মাদি সৎপ্রবৃত্তি সকলের নিবৃত্তি সংঘটিত হয়। সাংসারিক লোক যে সহজে ধার্ম্মিক হইতে পারে না বা হয় না, ইহাই তাহার কারণ।

তোমার বর্ত্তমান স্বামী বিদূরথ রাজপদ পাইয়াছেন। মনুষ্য ও পশুশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত এবং লুণ্ঠনাদি বিবিধ অত্যাচারে লোকদিগকে নিষ্পিষ্ট ও মথিত করিয়া, এই রাজপদ তাঁহার অধিকৃত হইয়াছে। ইহা অধিকার করিয়াও নিস্তার বা পরিহার নাই। ইহার রক্ষা ও পোষণ জন্য প্রতিদিন কত শত প্রাণির শোণিত শোষণ হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। বলিতে কি, এক একটি রাজপদ মৃত্যুর মূর্ত্তিমান্ পদ। যে ব্যক্তি এই পদের অধিকারী, লোকের স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ তাহাকে পরমভাগ্যবান্ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহার তুল্য হতভাগ্য কেহই নাই। কেননা, কোন কালেই তাহার চিন্তার হস্তে পরিহার ও শান্তিসুখের লেশমাত্র সঞ্চার নাই। শত শত রক্ষী থাকিতেও, সে ব্যক্তি যেন অরক্ষিত এবং বিষয়বিভবের একশেষ থাকিতেও, সে ব্যক্তি

যেন কতই দীন দরিদ্র! সেইজন্য সে রক্ষীর উপর রক্ষী নিয়োগ করে এবং বিভবের উপর বিভববিস্তারের চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাতেও তাহার নিস্তার নাই। এইরূপ, সারমেয় সন্তাড়িত শশকের ন্যায়, সর্ব্বদা সাতিশয় ব্যস্ত ও বিব্রত থাকিয়াই, তাহার অসার আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। এই রূপে রাজপদ কেবল বিপদ বিষাদের আস্পদ। না জানি, লোকে কেন উহার প্রার্থনা করে? অথবা সংসারপাশযন্ত্রণায় পরিহারপ্রাপ্তিপ্রত্যাশাই এবিষয়ের একমাত্র হেতু।

বৎসে! অতুল বিভব বা অগণিত হয় হস্তী থাকিলেই লোকে সুখী হয় না। সুখ মনে, বাহিরে নহে। যদি ধনী দরিদ্র, দুর্ব্বল সবল, প্রভু ভৃত্য, অথবা প্রধান ও নিকৃষ্ট, সকল ব্যক্তিই আপনার মনের কথা বলে, তাহা হইলে, কেহই সুখী নহে, স্পষ্টই জানিতে পারিবে। দরিদ্র যেমন বাস্তবিক অভাবের জন্য সর্ব্বদাই অসুখী ও অসন্তুষ্ট, ধনীও তেমনি বাস্তবিক অভাব না থাকিলেও, দরিদ্রের ন্যায় আপনাকে অকারণ অভাবী ভাবিয়া, অনর্থক অসুখ ও অসন্তোষ ভোগ করে, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি আছে বা হইতে পারে? ঐ দেখ, ধনী ও দরিদ্র উদয়াস্ত সমান পরিশ্রম করিতেছে; বরং ধনী অপেক্ষা অধিক দরিদ্র পরিশ্রমে ব্যাপৃত ও শ্রান্তভাবাপন্ন। তোমার বর্ত্তমান স্বামী বিদূরথ, দিবসের চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকা মধ্যে নিদ্রা যান, এরূপ অবসর নাই, অথচ তাঁহার ঐশ্চর্য্যের সীমা নাই। অথবা মনুষ্যের স্বভাবই এই, সে একাকীই সমস্ত পৃথিবী ভোগের অভিলাষ করে। এই দুরাকাঙ্ক্ষাদোষেই তাহার সুখের পথে বিষম কণ্টক রোপণ করিয়াছে! অথবা, পাপ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও আছে। মানুষমাত্রেই নানা কারণে নানা প্রকারে গুরুতর অপরাধী। সেইজন্য নানাপ্রকার দুঃখাতি-

নিয়মাবলী।

—00—

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺ রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে যে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে, তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম (এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিষণগণের বা অন্য কাহার কোন সত্বাধিকারই না বা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশেই পরিবর্ত্তন করি নাই পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই অনুবাদ এ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে, বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্ত্বেও, লোকে ইহার প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয় আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতি জটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ বাঙ্গাল হওয়া বড়ই কঠিন। তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুলভ হইবে, বলিয়া, ছাত্রমুখ ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে, অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অং অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না, তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে, প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে ি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতেই ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এ বশিষ্ঠের ও সাধারণের ঈদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা।

এই টাকা ১ম হইতে আরম্ভ করিয়া, ২।৩ বারে শোধ করিতে হইবে নতুবা, ।৵৹ আনা হিসাবে পড়িবে। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে, সমগ্র পুস্তকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪।২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্ত শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার নিকট প্রত্যেক খ ৷৹ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে উত্ত দিনা। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূ সহ পত্র লিখিবেন অগ্রে টাকা না পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয় না। মনিঅর্ডা বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে, বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করি নিম্নের লিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

যদি আমি ইহা পরিসমাপ্ত করিতে না পারি, তবে গ্রাহকগণের মূল্য ফে দিয়া, পুস্তক ফেরত লইব, ইহাতে অন্যথা হইবে না।

প্রকাশক — শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

ঠিকানা — ৬ নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা

৭ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবাবুলাল চক্রবর্ত্তী

ও

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

সংস্কৃত এম, এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৯ নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট "মিনার্ভা-প্রেসে"

শ্রীরমানাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

শর্য্য ভোগ করিয়া থাকে। বৎসে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পণ্ডিতেরা স্থির মীমাংসা করিয়াছেন যে, ইহলোক মনুষ্যের কারাগার। যে পূর্ব্বদেহে যে অপরাধ করে, বিধাতা বন্দীরূপে এই কারাগারে তাহাকে যাবজ্জীবন বদ্ধ করিয়া, নানাপ্রকার দুঃখদানসহকারে সেই অপরাধের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন।

যাহা হউক, বৎসে! আমি তোমার ভর্ত্তৃগণের বিষয় উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে তুমি তাহাদের মধ্যে কোন্ ভর্ত্তার নিকট গমন করিতে অভিলাষিণী; বল। বায়ু যেমন গন্ধ বহন করে, আমি তেমনি অচিরাৎ তথায় লইয়া যাইব।

ত্রয়স্ত্রিংস সর্গ। (ঈশ্বর মহাত্ম্য।)

সরস্বতী কহিলেন, বৎসে! তুমি যে ভর্ত্তৃসংসার সন্দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছ, তাহা অন্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের অন্তর্গত অন্যবিধ সংসার এবং উহা এই সংসার হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে ব্যবস্থিত। একমাত্র জ্ঞপ্তিরূপা চিৎই এই অনন্তবিস্তৃত সংসাররূপে প্রকাশিত হয়েন। বীজে বৃক্ষের ন্যায়, তাহাতেই সমস্ত অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। এই চিৎ ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, সনাতন ব্রহ্ম, ত্রিবৃৎ, ত্রিকাল, ত্রিধাম ও ত্রিযুগ্ম ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত হয়েন। কিন্তু বস্তুগত্যা তাঁহার কোন নাম বা রূপ নাই। তিনি সূর্য্যের সূর্য্য, চন্দ্রের চন্দ্র, অগ্নির অগ্নি, বায়ুর বায়ু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা, কারণের কারণ, জ্যোতির জ্যোতি এবং আলোকের আলোকস্বরূপ। অধিক কি, তিনি মৃত্যুর মৃত্যু মহামৃত্যু, কালের কাল মহাকাল, ভয়ের ভয় মহাভয়, বিপদের বিপদ মহাবিপদ এবং অমৃতের অমৃত মহামৃত ও সম্পদের সম্পদ পরম সম্পদ। তিনিই পুরুষার্থ ও পরমার্থ। তিনি পিতার পিতা পরমপিতা ও মাতার মাতা পরমমাতা এবং

আত্মীয়ের আত্মীয় পরমাত্মীয়। আমরা যাহা ভোজন করি, ঘ্রাণ করি, দর্শন করি ও স্পর্শ করি, তিনিই তৎসমস্তের বিধাতা, দাতা ও ব্যবস্থাকর্ত্তা। তাঁহাকে প্রীতি করিলে, শরীর শীতল হয়, প্রাণ পুলকিত হয়, মন উল্লাসিত হয়, আত্মা প্রফুল্ল হয় ও হৃদয় বিকসিত হয় এবং তাঁহাকে ভক্তি করিলে, অন্তরে অন্তরে, পঞ্জরে পঞ্জরে, শিরে শিরে, অস্থিতে অস্থিতে, মর্ম্মে মর্ম্মে এবং মজ্জায় মজ্জায় অমৃতরস সঞ্চারিত হইয়া, পরমানন্দ প্রবাহিত হইয়া এবং অলৌকিক আহ্লাদের উৎস উত্থাত হইয়া, মানুষকে দেবভাবে পূর্ণ করে।

তিনি তপস্বীর তপস্যা, যোগীর যোগ, জ্ঞানবানের জ্ঞান, বিদ্বানের বিদ্যা, সিদ্ধের সিদ্ধি, ক্ষমাবানের ক্ষমা এবং সংসারের প্রকাশ, স্থিতি ও সত্তাস্বরূপ। তাঁহাকে ভাবনা কর, সকল ভাবনার পরিহার হইবে; তাঁহাকে চিন্তা কর, সকল চিন্তার অবসান হইবে; ইহাই তাঁহার স্বরূপ। ভয় তাঁহাকে ভয় করে, বিপদ তাঁহাকে দেখিলে বিপন্ন হয় এবং মৃত্যুর মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি স্বর্গে অমৃত ও পৃথিবীতে মৃত্যু প্রেরণ করিয়াছেন। সূর্য্য তাঁহার ভয়ে উদিত ও অস্তমিত হয়েন। বায়ু তাঁহার ভয়ে প্রবাহিত হয়েন। অগ্নি তাঁহার ভয়ে প্রজ্বলিত হয়েন। পৃথিবী তাঁহার ভয়ে সর্ব্বংসহা হয়েন এবং আকাশ তাঁহার ভয়ে সকলের আধার হয়েন। বৎসে! মৃত্যু তাঁহার ভয়ে গৃহে গৃহে বৃকের ন্যায় বিচরণ করে, রোগ, শোক, দেহে দেহে সঞ্চরণ করে এবং মায়ামোহ দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করে।

তাঁহার আশ্রিত জনের ভয় নাই, মোহ নাই, বিপদ নাই, সন্তাপ নাই, মৃত্যু নাই, মায়া নাই এবং প্রমাদ নাই ও মূর্চ্ছা নাই। তাঁহার ভক্তকে দেখিলে, অগ্নি জল হয়, বিষ অমৃত হয়, দোষ গুণ হয়, বিপদ্ সম্পদ্ হয়, ভয় অভয় হয় এবং বিষাদ হর্ষ হইয়া থাকে। এই জন্য রণে, বনে, শত্রু জল বা অগ্নি মধ্যেও তিনি

শান্তি সুখে বিচরণ করেন। যে ব্যক্তি তাঁহার আত্মীয়, সে সকলের আত্মীয় এবং যে ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষ, সে সকলের বিপক্ষ হইয়া থাকে। তিনি চন্দ্ররূপে যামিনীর ভূষণ, সূর্য্যরূপে দিবসের ভূষণ এবং আলোকরূপে সূর্য্যের ভূষণ। তিনি চন্দ্রের কৌমুদী, সূর্য্যের কিরণসংহতি, অগ্নির তেজ ও আত্মার চৈতন্য। তিনি এই বৃক্ষে ফল দিয়াছেন, পুষ্প দিয়াছেন, পত্র দিয়াছেন ও ছায়া দিয়াছেন। তিনি এই পুষ্পে সৌগন্ধি দিয়াছেন, সৌকুমার্য্য দিয়াছেন ও সুখস্পর্শতা দিয়াছেন। তিনি অন্ধকারের পর আলোক ও আলোকের পর অন্ধকার এবং মৃত্যুর পর প্রাণ ও প্রাণের পর মৃত্যু দিয়াছেন।

প্রেম, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সত্য, ন্যায়, শান্তি, দয়া, ক্ষমা, প্রভৃতি ইত্যাদি সদ্‌গুণ সকল তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার প্রসাদে অমৃত ও ক্রোধে মৃত্যু। বজ্রের কঠোর নিনাদে, কোকিলের কলস্বরে এবং বীণার সুমধুর নিক্কণে তাঁহার মৃদুমন্দ্র গভীরোদার শব্দ শ্রুয়মাণ হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্রে, পদ্মে, কুমুদে, সাধুর হৃদয়ে, সৎকার্য্যে, সরলতায়, সত্যে, ধর্ম্মে, শান্তিতে, ক্ষমায় এবং তৎসদৃশ অন্যান্য পদার্থে তাঁহার মোহনীয় ও মহনীয় শান্তোদার ভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং অপার সাগরে, অসীম আকাশে, অপ্রধৃষ্য ভূধরে, অনন্ত বিস্তৃত কান্তারে এবং তৎসদৃশ অন্যান্য পদার্থে তাঁহার অপার অগাধ ও অনির্ব্বাচ্য স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে, সকল শিল্পের, সকল বুদ্ধির, সকল বিদ্যার, সকল নিপুণতার ও সকল দক্ষতার আধার, তাহা তাঁহার বিশ্বরচনার বিচিত্রতায় বিদিত হইয়া থাকে। কোটি কোটি মনুষ্য, কোটি কোটি পশু, কোটি কোটি বিহঙ্গ এবং কোটি কোটি পতঙ্গ আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সকলেরই আকার ভিন্নপ্রকার এবং সকলেরই প্রকৃতি ভিন্নবিধ। ঐ যে অনন্ত ও অসীম আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, উহারও দৃশ্য একরূপ

নহে; কোথাও তারকায়, কোথাও নক্ষত্রে, কোথাও গ্রহসমূহে, কোথাও উপগ্রহে, কোথাও কেতু প্রভৃতিতে এবং কোথাও বা শ্বেত, পীত, লোহিত, নীল, ধূমল, পাটল ও অন্যান্য বিবিধ বর্ণের মেঘমালায় বিচ্ছিন্ন ও বিবিধ ভাবাপন্ন। এরূপ সর্ব্বজ্ঞতাপরিপূর্ণ অসীম শিল্পনৈপুণ্য তিনি ভিন্ন আর কাহাতে আছে বা হইতে পারে? এই জন্য তিনি সকল জ্ঞানের ও সকল শিল্পের আধার ও জন্মস্থান।

তিনি আছেন, এইজন্য তুমি আমি সকলেই আছে ও আছি। তিনি দেখেন, এই জন্য তুমি আমি সকলেই নিদ্রাপ্রভৃতি মোহের অবস্থায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি, সেই নিদ্রা দীর্ঘ নিদ্রা হয় না। তিনি ভাবেন, তজ্জন্য আমরা বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিচার সহ মনের চালনা করিতে সমর্থ হই। তিনি করেন, এইজন্য আমরা সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ফলতঃ, আমরা জড়সমষ্টি-মাত্র, তিনি চৈতন্যময় মহাপ্রাণ; আমরা দেহ, তিনি দেহী; আমরা কার্য্য, তিনি কর্ত্তা; আমরা আধেয়, তিনি আধার; আমরা শূন্য, তিনি পূর্ণ; আমরা স্থিতিমাত্র, তিনি ব্যাপকস্বরূপ। তাঁহার প্রকাশ নাই; কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রকাশ। তাঁহার নাম নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বনাম। তাঁহার গতি নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বগতি। তাঁহার চক্ষু নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বচক্ষু। তাঁহার পদ নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বপদ। তাঁহার হস্ত নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্ব-হস্ত। তাঁহার কর্ণ নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বশ্রুতি। তাঁহার জিহ্বা নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বজিহ্ব। তাঁহার বাক্য নাই, কিন্তু তিনি বাচস্পতি। তাঁহার ধন নাই, কিন্তু তিনি ধনপতি। তাঁহার ক্রিয়া নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বক্রিয়। তাঁহার কার্য্য নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বকার্য্য। গগনের ঐ সুবিশাল, সুমহাজ্যোতি, সর্ব্বভুবন-প্রকাশক ও সর্ব্বভুবনভূষণ সূর্য্য চন্দ্রমা তাঁহার চক্ষু; এই সদা-গতি, সুখসেব্য, সর্ব্বজীবন সমীরণ তাঁহার নিশ্বাস; এই অনন্ত

বিস্তৃত অসীম আকাশ তাঁহার অমেয় মূর্তির ছায়া; এই সর্ব্বংসহা বসুমতী তাঁহার বিশ্বজনীন ধারণী শক্তি; এই বর্ষমান মেঘমালা তাঁহার কারুণ্যদ্রব; এই ফল, মূল ও শস্যাদি বিবিধ খাদ্য তাঁহার মূর্ত্তিমান্ প্রসাদ এবং এই বিশ্বাধার ও বিশ্বজীবন জল তাঁহার অনুগ্রহপ্রবাহ। তিনিই জীবকে সংসারপাশে বদ্ধ করেন, আবার তিনিই তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকেন। এই সংসারপাশ যদিও কিছুই নহে, মায়ামাত্র; কিন্তু তিনিই ইহা বিস্তৃত রাখিয়াছেন। অজ্ঞানী, অভিমানী জীবই ইহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি অজ্ঞান ও অভিমান ত্যাগ কর। সংসারপাশে পরিহার প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। জীব যাবৎ তাঁহাকে জানিতে না পারে, তাবৎ সংসারপাশযন্ত্রণায় পুনঃ পুনঃ মর্ম্মপীড়া অনুভব করে এবং হস্তপদাদিবিহীন কৃমির ন্যায়, ঘোর গভীর অন্ধকারে বিচরণ করিয়া থাকে; ইহাই তাঁহার মাহাত্ম্য।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ। (মণিমন্ত্র।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! তুমি সাক্ষাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানস্বরূপ; তোমার অবিদিত কি আছে? তথাপি, নিত্যশিক্ষার পরীক্ষা বা পরিচর জন্য প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারকে অসার ভাবিয়া, আপনাকে ভবসাগরের অস্থায়ী বুদ্বুদ ভাবিয়া, স্ত্রীপুত্রকে সাক্ষাৎ বন্ধন ভাবিয়া, বিষয় বিভবকে নরকের দ্বার ভাবিয়া, বন্ধু বান্ধবকে মূর্ত্তিমান্ শত্রু ভাবিয়া এবং ধনজনকে ন্যক্কার ভাবিয়া, সেই সকলের বিধাতা ভূমানন্দ মহাপুরুষ পরমেশ্বরে এই বলিয়া আত্মসমর্পণ করিবে, হে বিশ্ববিধাতঃ! তুমি হস্ত দিয়াছ, করিতেছি, পদ দিয়াছ, চলিতেছি, বাক্য দিয়াছ, বলিতেছি, চক্ষু দিয়াছ, দেখিতেছি, কর্ণ দিয়াছ, শুনিতেছি, জ্ঞান দিয়াছ, জানিতেছি, বুদ্ধি

দিয়াছ, বুঝিতেছি এবং আত্মা ও চৈতন্য দিয়াছ, এইজন্য ঐ সকলের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। যদি এই সকল না দিতে, তাহা হইলে, ঐ পথিমধ্যে পতিত কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি জড়ের সহিত আমার বিশেষ কিছুই থাকিত না।

তুমি আলোক দিয়াছ ও অন্ধকার দিয়াছ, জীবন দিয়াছ ও মৃত্যু দিয়াছ। ইহার অর্থ এই মাত্র, আমি সুখে হর্ষিত বা দুঃখে অভিভূত হইব না। তুমি গ্রীষ্মের পর বসন্ত ও বসন্তের পর গ্রীষ্ম বিধান করিয়া থাক এবং তোমারই সুবিহিত ও সসম্বন্ধ নিয়মে উদয়ের পর অস্ত ও অস্তের পর উদয় সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই উদয় ও অস্ত উভয়ত্রই সুখের সীমা নাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন অজ্ঞানী মানুষই কেবল ইহাতে ধারাবাহিক অসুখ দেখিয়া থাকে। নাথ! যাহার মন সর্ব্বদাই পাপে জর্জ্জরিত ও সন্তাপে সন্তাপে নিঃশেষে দগ্ধভাবাপন্ন, সে যেমন সূর্য্যের উদয়ে ব্যথিত হয়, অস্ততেও তেমনি ব্যাকুল হইয়া থাকে। সে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া, কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়, এই চিন্তা করে; আবার, রাত্রি প্রভাত হইলে, কতক্ষণে দিবাবসান হয়, নিতান্ত ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া, ইহাই চিন্তা করিয়া থাকে। আমায় যেন কখনই এরূপ ব্যস্ত হইতে না হয়। আমি যেন চিরকাল আপনার ছায়াস্বরূপ সুখময়ী শান্তির কোমল ক্রোড়ে চিরশিশু রূপে বিহার করি। আমার প্রতিবেশীমাত্রেরও যেন ঐ প্রকার দশার সঞ্চার হয়।

হে ভূমন্! তুমি চিৎস্বরূপ মহাজীব। বিষয়ে বীতরাগ না হইলে, তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন বিষয়বশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে, সঞ্চল সলিলে চন্দ্রবিম্বের ন্যায়, তাহাতে তোমার চৈতন্যরূপ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। তুমি সংসারের চরম স্থান। নদী, নদ ও হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় সকল যেমন মহাসাগরে পতিত হয়, সংসারের সমস্তই তেমনি তোমাতে লীন বা সংহৃত

হইয়া থাকে। যূথভ্রষ্ট ব্যাধতাড়িত হরিণ যেমন যূথ প্রাপ্ত হইলে, পরমনির্বৃত হয়, মন তেমনি পার্থিব বিবিধ অসুখে অভিহত ও অভিভূত হইয়া, তোমারে প্রাপ্ত হইলে, নিরতি নির্বৃতি অনুভব করে। যাহারা ইহা অবগত, তাহারাই পণ্ডিত, তাহারাই জ্ঞানী এবং তাহারাই সাধু।

তুমি সকল সুখের আস্পদ, সকল আরামের আলয়, সকল সন্তোষের নিকেতন, সকল আহ্লাদের মূল ও সকল আনন্দের আধার। যাহারা তোমাকে পাইতে না পারে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! আমার যেন কখনও সেপ্রকার দুর্ভাগ্যযোগ সংঘটিত না হয়। আমি যেন তোমার প্রসাদে সকল সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারি।

নাথ! বিষয়রূপ বিষম বিষবেগে আহত হইয়া, আমার আত্মা কতই গুরুতর বেদনা অনুভব করিয়াছে! আমি এখন সেই বিষয় ত্যাগ করিয়া, একমাত্র শেষের অবলম্বন রূপে তোমাকেই আশ্রয় করিলাম। তুমি আমায় ধারণ কর, ধারণ কর! আমি পাপে তাপে অভিভূত, রোগে শোকে জর্জ্জরিত, লোভে ক্ষোভে বিমোহিত এবং ক্রোধে মোহে অবসাদিত হইয়া, পাপ সংসারে কতই যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, বলিবার নহে! সে সকল মনে হইলেও, শরীর কম্পিত হইয়া উঠে! নাথ! আমি এই কারণে তোমাকে আশ্রয় করিলাম। এখন আর আমায় ঐ সকল উপদ্রব আক্রমণ বা অভিভূত করিতে পারিবে না!

নাথ! সংসারে প্রাণ ও চেতনা তোমা হইতে আসিয়াছে; জ্ঞান ও বুদ্ধি, প্রেম ও স্নেহ এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধাও তোমা হইতে আসিয়াছে। অধিক কি, এই আমি তোমা হইতে আসিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না এবং পরেও কখনও থাকিব না। তোমার মনে হইলেই, আমার উদয় বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই রূপে আমি তোমারই, কখনই সংসারের নহি। তবে কেন

আমি সংসারের হইতে চেষ্টা করি? তবে কেন আমার সমস্ত সংসারকে আমার করিতে চেষ্টা ও অভিলাষ হয়? বুঝিলাম, এ সকল তোমারই বিড়ম্বনা এবং মোহেরই ছলনা। নাথ! তোমার প্রসাদে আর যেন আমাকে এইরূপ ছলিত ও বিড়ম্বিত হইতে না হয়।

নাথ! সকলে তোমার উদ্দেশে তপস্যা ও চিন্তা করে, এই-জন্য তোমার নাম তপোময় ও চিন্তাময়। তুমি ধর্ম্মরূপে সংসারস্থিতি বিধান কর, এইজন্য তোমার নাম ধর্ম্মময়। তোমা হইতে দয়া ও প্রেম আসিয়াছে, এইজন্য তোমার নাম দয়াময় ও প্রেমময়। তোমার ইচ্ছাই সকলের কারণ, এইজন্য তোমাকে ইচ্ছাময় বলে। তুমি লীলাবশে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজ কর। এইজন্য লীলাময় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তুমি অনবরত কার্য্য কর, এইজন্য ক্রিয়াময়। তুমি সমস্ত লোকে ও সমস্ত লোক তোমাতে অধিষ্ঠান করে, এইজন্য তোমার নাম লোকময়।

এই অসীম আকাশের এমন স্থান নাই, যাহাতে তুমি নাই। অথবা, এই অনন্ত কালের এমন অংশ নাই, যাহাতে তুমি নাই। অথবা, এই অনন্ত বিস্তৃত জগতের এমন স্থান নাই, যাহাতে তুমি নাই। তুমিই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণু, যে পরমাণুর সমষ্টিতে এই দৃশ্যমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ হইয়াছে। তুমি প্রাণ, আবার তুমিই প্রাণের অভ্যন্তরে চেতনা। তুমি দেহ, আবার তুমিই দেহের অভ্যন্তরে আত্মা। তুমি মন, আবার তুমিই মনের অভ্যন্তরে বিবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। তুমি পৃথিবী, আবার তুমিই পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিবিধ উৎপাদিকা শক্তি। তুমি অন্তর, আবার তুমিই অন্তরাত্মা। তুমি আত্মা, আবার তুমিই পরমাত্মা। তুমি কার্য্য, আবার তুমিই কারণ।

তোমার আকার নাই, কিন্তু এই দুর্ব্বিগাহস্বরূপ আকাশ

তোমার আকার। তোমার রূপ নাই, কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ তোমার রূপ। তোমার বর্ণ নাই, কিন্তু এই তেজোময় অগ্নি তোমার বর্ণ। যাহারা এই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত, তাহারাই তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা; আমরা তোমার ক্ষুদ্র প্রজা। তুমি নিজেই বীজ আধান করিয়া, নিজেই প্রসব কর, এইজন্য তুমিই পিতা ও তুমিই মাতা। তুমি রোগ, আবার তুমিই ঔষধ। যাহারা অজ্ঞানে, অভিমানে ও অবিদ্যাবলে হতবুদ্ধি, হতদৃষ্টি ও হতচিত্ত হইয়া, বিপথে পদার্পণ করে, তুমি অশান্তি প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বা রোগরূপে তাহাদিগকে অসুখী ও অস্থির করিয়া থাক। আবার, যে ব্যক্তি ঐরূপ ব্যাধিযন্ত্রণায় পতিত হইয়া পিতঃ! আমার পরিত্রাণ কর, বলিয়া, প্রার্থনা করে, তুমি তাহারে তৎক্ষণাৎ অমৃতরূপ ঔষধ দানে শান্ত, সুখিত ও সুস্থ করিয়া থাক। ইহাই তোমার মহিমা। আমি যেন এই মহিমা চিরকাল অবগত থাকি। যেন কোন কালে তোমাকে ভুলিয়া না যাই। পিতঃ! যাহারা তোমাকে ভুলিয়া যায়, স্বর্গ, অপবর্গ এবং অন্যান্য সুখসাধন তাহারে বিস্মৃত হইয়া থাকে।

নাথ! স্বর্গনামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যেখানে তুমি, সেইখানেই স্বর্গ, আব তদিতরই নরক বা মহানরক। যাহারা তোমার অনুগৃহীত, তাহারাই দেবতা। যিনি এই দেবতাদের মধ্যে প্রধান, তিনিই ইন্দ্র। সুতরাং, ইন্দ্র বলিতে তোমার প্রধান কৃপাপাত্রকে বুঝাইয়া থাকে। আমার যেন এই ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তি হয়।

তুমি আত্মানন্দ সর্ব্বতোভদ্র মহাপুরুষ। তুমি জলে তরলতা, অগ্নিতে তেজ, সূর্য্যে আলোক, চন্দ্রে কান্তি ও পুষ্পে সৌকুমার্য্য এবং তুমিই জননী হৃদয়ে স্নেহ, মমতা ও প্রীতি রূপে অধিষ্ঠান কর। তুমি আত্মীয়ের আত্মীয়, পরম আত্মীয়; তোমা অপেক্ষা

সংসারে আত্মীয় আর কে আছে? এইজন্য পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী ও বন্ধু বান্ধব সকল আত্মীয়ে মিলিয়া তোমার উপাসনা করে। আবার, সংসারে সকলে সকলের আত্মীয় হইতে পারে না; কিন্তু তুমি সকলেরই সমান আত্মীয়। এইজন্য শক্র-মিত্রে তোমার উপাসনা করে। তোমারে জানিবার জন্য যত্নশীল হইলে, জ্ঞানের পর জ্ঞান, বিজ্ঞানের পর বিজ্ঞান এবং উন্নতির পর উন্নতি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই তোমার মহিমা। অতএব আমি যেন তোমারে জানিতে সর্ব্বদা যত্নশীল হই।

আমি পতিত, আমায় উদ্ধার কর। আমি অবসন্ন, আমায় রক্ষা কর। আমি পাপী, আমায় পরিত্রাণ কর। আমি তাপী, আমায় শীতল কর। আমি অনাথ, আমায় আশ্রয় প্রদান কর। আমি দীন হীন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল, আমার সহায় হও।

বৎস রাম! এই বলিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবে। সৌম্য! স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা আমারে সংসারে প্রেরণসময়ে অনায়াসে মনুষ্যের উদ্ধারজন্য এই আত্মকবচ প্রদান করেন। ইহার প্রকৃত নাম মণিমন্ত্র। ইহা ধারণ করিলে, মনুষ্যের সংসারব্যাধির শান্তি হয়, আত্মা প্রফুল্ল হয়, নির্ব্বৃতিযোগসম্পন্ন হয় এবং হৃদয় শীতল ও সুখিত হয়। সেইজন্য প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে ইহা বর্ণন করিলাম। প্রার্থনা, গৃহে গৃহে যেন এই মণিমন্ত্রের প্রচার হয়।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ। (স্মৃতি ও সংসার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রাজমহিষী লীলা দেবীর উল্লিখিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, জননি! আপনার কথা শুনিয়া আমার অপূর্ব্ব পূর্ব্বরত্তান্ত সকল মনে পড়িতেছে। আমার এই বর্ত্তমান জন্ম রাজসিক, ইহা তামসিক বা সাত্বিক নহে। আমি এ পর্য্যন্ত আট শত বার জন্মিয়াছি। সেই সকল যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

আমি প্রথমে বিদ্যাধরী ছিলাম। দুরদৃষ্টবশে দুর্ব্বাসনাদোষে আক্রান্ত হওয়াতে, মানুষীজন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক কলিঙ্গরাজার পত্নী হই। পরে শ্যামবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া, পত্রাম্বরধারণপূর্ব্বক করঞ্জ, কুন্দ, জম্বীর ও কদম্বকাননে বাস করিয়াছিলাম। এইরূপ অরণ্যবাসে অনুরাগপ্রযুক্ত পরজন্মে বনবিলাসিনী লতা হইয়া, পবিত্র তাপসাশ্রমে কিয়ৎকাল বাস করি। অনন্তর মুনিসঙ্গে সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হওয়াতে, সেই ঋষিরই কন্যা হইয়াছিলাম। তৎপরে শুভাদৃষ্টবশে পুরুষ হইয়া, সুরাষ্ট্রজনপদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শতবৎসর ঐশ্বর্য্যভোগে অতিবাহন করি। পরে দুরদৃষ্টের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, রাজত্বসময়ে পরস্বাপহরণাদি যে দুষ্কৃতপরম্পরার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তৎপ্রযুক্ত তালীবৃক্ষ-তলস্থিত জলাশয়তীরে কুষ্ঠবিকলাঙ্গী নকুলী হইয়া, আমার নয় বৎসর অতীত হইয়াছিলাম। অনন্তর মোহবশে সুরাষ্ট্রদেশে গোজন্মে আট বৎসর যাপন করিয়া, দুরাত্মা গোপালগণের তাড়নায় পাপজীবন জর্জ্জরিত করিয়াছিলাম। পরজন্মে পক্ষিণী হইয়া, ব্যাধগণের মহাপাশে পতিত ও অতিকষ্টে মুক্ত হই। তৎপরে মধুকরী হইয়া, মধুকরসঙ্গে কমলকলিকার অভ্যন্তরে কর্ণিকাশয্যায় বিশ্রাম ও সুকোমল কেশর সকল ভক্ষণ করিয়া-ছিলাম। অনন্তর হরিণী হইয়া, অত্যুচ্চ ভূধরশেখরে বিহারসময়ে ব্যাধকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলাম। পরে উত্তুঙ্গ-তরঙ্গসঙ্কুল সাগর-সলিলে মৎস্য হইয়া, প্রবাহবশে পরিচালিত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠে পতিত হইলে, আমার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর দুরদৃষ্টবশে পুনরায় চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নীধুবনলীলার অবসানে নারিকেলাসব পান করিয়াছিলাম। তাহার পর সুন্দরস্বরশালিনী সারসী হইয়া, জন্মগ্রহণ করি। ঐ জন্মে চীৎকাররূপ সুমধুরস্বরে প্রিয়তম সারসের মন হরণ করিতাম। অনন্তর তমালতালীকুঞ্জে তরলবদনস্থ মদিরায়ত লোচনের কটাক্ষবিক্ষেপে কান্তকে

অবলোকন করিয়াছিলাম। পরে বিবিধভূষণভূষিতা অসামান্য-লাবণ্যলাঞ্ছিতা অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, বদনকমলের মধুদানে সুররূপ মধুকরনিকরের অন্তঃকরণ আপ্যায়িত করিয়াছিলাম। তৎকালে কখন ভূতলে, কখন নন্দনে, কখন সুমেরু-শেখরে এবং কখন বা চৈত্ররথে বিবিধ মনোরথে বিচরণপূর্ব্বক সুরযুবাগণের অসীম প্রীতি সঞ্চরিত করিতাম। অনন্তর কচ্ছপী-জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রবল তরঙ্গসঙ্কুল নদীসমূহে এবং সাগর-সমীপস্থ বনরাজিবিরাজিত গিরিগুহায় বাস করিয়াছিলাম। তদনন্তর শাল্মলীবৃক্ষে দোলায়মান মশকদিগকে দর্শনপূর্ব্বক তদ্‌ভাবভাবিত হওয়াতে, মশকী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। অনন্তর তরঙ্গশালিনী গিরিনির্ঝরিণীর উপকূলে বেতস লতা হইয়া, কিয়ৎ-কাল যাপন করিয়াছিলাম। তৎপরে গন্ধমাদনশেখরে মন্দার-বাসিত মনোহর মন্দিরে অসামান্যরূপমাধুরী প্রবালপ্রতিম-কোমলাধরী বিদ্যাধরী হইয়া, অবতরণ করিলে, কামনির্ভরান্তর বিদ্যাধরকুমারনিকর আমার পদতল চুম্বন করিয়াছিল। অনন্তর দুরদৃষ্টবশে মানুষী হইয়া, কোন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ এবং স্বামী মনোমত অলঙ্কারদানে অসমর্থ হওয়াতে, বেশ্যাবৃত্তি অব-লম্বনপূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্ম নিপীড়ন করিয়াছিলাম। তাহাতেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হওয়াতে, সেই পাপে আমার শূকরী জন্ম লাভ হয়। অনন্তর পুনরায় চণ্ডালিনী হইয়া, গিরিকন্দরে বিহার করত প্রিয়তম চণ্ডালের মন হরণ করিয়াছিলাম। পরজন্মে সৌভাগ্য-যোগে কোন ধনিকের পত্নী হইয়া, সংসারে অবতরণ করি। কিন্তু গর্ব্বভরে পৃথিবীরে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করাতে, পুনরায় অতি দরিদ্রকুলে পতিত হই। এই জন্মে আমার কন্যাপুত্রে দশ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। দিনান্তে আহার জুটা ভার; কোন দিন অনশনে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে এবং কোন দিন বা সামান্য শাক ভক্ষণে কোন রূপে উদরপূর্ত্তি হয়; শরীরে তৈল নাই, বস্ত্র নাই,

অলঙ্কার নাই এবং কোনপ্রকার বেশভূষা নাই; মুখ সর্ব্বদাই মলিন, মন সর্ব্বদাই অসুখী, হৃদয় সর্ব্বদাই চঞ্চল, আত্মা সর্ব্বদাই ব্যাকুল এবং শরীর সর্ব্বদাই দুর্ভরভারস্বরূপ; কন্যাপুত্র সকলেই দুরাচার; স্বামী মিষ্ট কথার লেশমাত্র জানেন না, সর্ব্বদাই খড়্গ-হস্ত এবং প্রতিবেশীগণও দরিদ্র ভাবিয়া, আস্থা বা শ্রদ্ধা অথবা অনুরাগ বা সম্মান করে না। এইপ্রকার নিতান্ত ঘৃণিত, পতিত, অবনত ও শোকশত পরিপূরিত নীচ দশায় সেই দরিদ্র জীবন অতিবাহিত হইলে, কোন নিবিড় জঙ্গলে হরিণী হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ব্যাধভয়ে যূথভ্রষ্ট হইলে, মৃগয়াবিহারী কোন রাজার বিষদিগ্ধ শল্যে প্রাণত্যাগ করি। সঙ্গে দুই দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান। মৃত্যু সময়ে তাহাদের মলিন মুখ দর্শন করিয়া, হৃদয় তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর কোন ভিক্ষুর গৃহে জন্ম হয়। পিতা কুষ্ঠী, মাতা অন্ধ, ভ্রাতা দস্যু ও দুরাচার। সুতরাং আমি ভিন্ন পিতামাতার অন্য সম্বল ছিল না। দিনান্তে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতাম, দুরাচার ভ্রাতা আসিয়া, তাহার প্রায় সমুদায় অংশ আত্মসাৎ করিত। সুতরাং একপ্রকার অনশনে সমস্ত জীবন যাপন হইয়াছিল। অনন্তর কোন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। পিতা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, অর্থ সম্পত্তির সীমা নাই; কিন্তু কৃপণের একশেষ ছিলেন। তজ্জন্য, অর্থপিপাসা, বলবতী রাক্ষসীর ন্যায়, দয়া, ধর্ম্ম ও মমতাদির সহিত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল। এইপ্রকার অপরিহার্য্য অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, তিনি একজন অন্ধ আতুর দস্যুপ্রায় লোকের হস্তে আমারে কন্যাকালে সম্প্রদান করেন। এই অভিমানে জননী আত্মঘাতিনী হইলে, আমিও তাঁহার সহগামিনী হইয়াছিলাম। এই পাপে মাতা কন্যা উভয়েরই কীটযোনিপ্রাপ্তি হয়।

দেবি! এই সংসার সুদুষ্পার নদীস্বরূপ। দুর্ব্বাসনারূপ

প্রবলঝটিকাবশে ইহাতে জন্মপরম্পরারূপ যে তরঙ্গলহরী সমুত্থিত হইতেছে, আমি তাহাতে পতিত হইয়া, উল্লিখিতরূপে কখন উৎকৃষ্ট ও কখন বা নিকৃষ্ট যোনিতে অবতরণ করিয়াছিলাম। ফলতঃ, বাসনার ক্ষয় না হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই আমার ন্যায়, জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ঐ যে শত শত ব্যক্তি সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, যাহাদিগকে এখন কেহ প্রভু, কেহ রাজা, কেহ ধর্ম্মাবতার এবং কেহ বা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিতেছে; ইহারা যে পরজন্মে প্রভু বা রাজা হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। প্রত্যুত, ইহারা এই প্রভু অবস্থায় অধীনের উপর শাসনাদি করিয়া, যে দুষ্কৃতি সঞ্চয় করিতেছে, তাহার প্রভাবে ইহাদিগকে অবশ্যই কৃমিকীটাদি নীচযোনি ভোগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অন্য প্রভু নাই। সুতরাং কেহ কাহারই প্রভু হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যদি কেহ প্রভুত্ব করে, সে গুরুতর অপরাধী; অতএব অবশ্যই দণ্ডনীয়। আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি সকলই জানেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ। (গিরিগ্রাম বর্ণন।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! বজ্রসারসদৃশ ভিত্তিবিশিষ্ট কোটি-জনবিস্তৃত নিবিড় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল কিরূপে ভেদ করিয়া তাঁহারা বহির্গত হইলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যাহা প্রতিভা বা আকাশমাত্র, তাহার আবার সত্তা কি, স্থিতি কি, ভিত্তি কি, বজ্রসারতাই বা কি? ফলতঃ, ব্রহ্মাণ্ডও নাই, সংসারও নাই, ভিত্তিও নাই এবং তাহার দূরত্বও নাই। এ সমস্ত কেবল কল্পনামাত্র। তাঁহারা আকাশরূপী আত্মাতেই ঐ সকল অনুভব করিয়াছিলেন। সেই অজ ও শান্তস্বরূপ চিৎই চিত্ত হইতে স্বয়ং এই অনন্তবিস্তৃত জগৎ রূপে সর্ব্বত্র প্রতিভাত হয়েন; যে ব্যক্তি ইহা অবগত, তিনি এই

দৃশ্যজাতকে আকাশবৎ শূন্যস্বরূপে কল্পনা করিয়া, অনায়াসেই শোক পরিহার করেন। আর যে ব্যক্তি ইহা না জানে, তাহারই অনুভবে ইহা বজ্রসারময় অচলের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। এইপ্রকার প্রতীতিই শোক ও বন্ধের কারণ। মরুভূমিতে জল, সুবর্ণে কটক এবং আদর্শে প্রতিবিম্বের ন্যায়, সেই চিদাকাশেই এই সমস্ত দৃশ্যজ্ঞান সৎ স্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইহা তোমাকে বারংবার বলিয়াছি। ইহা জানিলেই, সংসারমোহ তিরোহিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৎস! সেই মনোহরাকার রমণীদ্বয় উক্তরূপ কথোপকথন-প্রসঙ্গে গ্রামস্থ জনগণের অলক্ষিতে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত পর্য্যবলোকন করিলেন। ঐ ভয়াবহ ভূমিধরের সমুন্নত শেকরনিকর আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডল আলোড়ন করিতেছে। উহার কোন স্থানে বিবিধবর্ণবিভূষিত বনরাজিবিরাজিত উৎফুল্ল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সন্নিবিষ্ট, কোন স্থানে নির্ম্মল নির্ঝরসকল ঝর্ঝরশব্দে নিপতিত, কোন স্থানে বনবিহঙ্গেরা মধুরস্বরে সঙ্গীতনিরত এবং কোন স্থানে মঞ্জরীপুঞ্জলাঞ্ছিত অভ্রভেদী পাদপনিকরের শেখরদেশে বিচিত্র সারসসকল বিশ্রামপরায়ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে সুদীর্ঘ সরিত্তরঙ্গ মুক্তামালার ন্যায়, পতিত হইতেছে। কোন স্থানে অতীববিশাল বেতসবৃক্ষসকল নদীতটে দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকাতে, আশু পতন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। কোন স্থানে প্রফুল্ল-পুষ্পরাজিত সুবিস্তৃত শিখরতরু সকল আকাশকোষবিহারী জলদপটল প্রচ্ছাদিত করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। কোন স্থানে বনরাজিবিরাজিত তরঙ্গিণীসকলের সান্নিধ্যবশতঃ সুশীতলকর-সম্পৃক্ত সুখসেব্য সমীরণ সতত সঞ্চরমাণ হইতেছে।

অনন্তর তাঁহারা অবলোকন করিলেন, ঐ ভূধরের কোন স্থানে ব্যোমমণ্ডলের ন্যায়, সেই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ গ্রাম

প্রশস্ত প্রণালীপটলে ও সুনির্ম্মলসলিলশালী সরোবর সমূহে সুশোভিত, নদীকূলে ধাবমান বিবিধজাতীয় বিহঙ্গমের মনোহর নিনাদে প্রতিধ্বনিত এবং হুঙ্কারধ্বনিসহকারে ছায়াময় গুল্ম-পরিপূর্ণ ভীষণ বনকুঞ্জের অভিমুখে সবেগে গমনোন্মুখ গোসমূহে অলঙ্কৃত। উহার কোন স্থানে সূর্য্যকিরণের দুষ্প্রবেশবশতঃ নীহারধূষর বনরাজি বিরাজমান ; কোন স্থানে শিলাকুহর-বিগলিত নির্ঝরনিকরের অবিরলবাহিনী ধারাসকল মুক্তাক্ষোদসদৃশ সমুজ্জ্বল সলিলবিন্দুসকল সমন্তাৎ সঞ্চালিত করিয়া শোভমান ; কোন স্থানে অজিরচত্বরসংস্থিত ফলকুসুমসুশোভিত পাদপসকল, পুষ্পসম্ভারহস্ত মনুষ্যের ন্যায়, দণ্ডায়মান ; কোন স্থানে মনোহর-ঝঙ্কারকারী সমীরহিল্লোলে তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা দোদুল্যমান এবং উহার কল্লোলকলধ্বনিতে গ্রামবাসীজনগণের সংলাপসমূহ শ্রূয়মান হইতেছে। কোন স্থানে ভীরুস্বভাব অলসপ্রকৃতি লোকসকল অবস্থান এবং কোন স্থানে নগ্ন বালকসকল বিচরণ করিতেছে। উহাদেব মুখ, হস্ত ও স্কন্ধ দধিলিপ্ত, সর্ব্বাঙ্গে গোময়পঙ্ক এবং হস্তে পুষ্পস্তবকসমলঙ্কৃত সুকোমল লতাসকল শোভা পাইতেছে। কেহ নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য কেহ চীৎকার, কেহ লম্ফন, কেহ ধাবন, কেহ কুর্দ্দন, কেহ আস্ফোটন, কেহ তাড়ন, কেহ নিক্ষেপণ ও কেহ বা আন্দোলন করিতেছে।

তাঁহারা পুনরায় দেখিলেন, উহার কোন স্থানে তরঙ্গশালিনী সুদূরবাহিণী স্রোতস্বিনীসকল প্রবাহিত ও তাহাদের সুনির্ম্মল সলিলসম্পর্কে সুশীতল সমীরণ সকলের সুখসমুদ্ভাবন পূর্ব্বক সমন্তাৎ সতত সঞ্চলিত হইতেছে। কোন স্থানে অনবরত নদী-প্রবাহের সমুচ্ছ্বাসে নবীনতৃণসঙ্কুল বালুময় পুলিনদেশ বিবিধ রেখাপাতে অঙ্কিত হইতেছে। কোন স্থানে দধিদুগ্ধের সুশোভন সৌরভমদে মত্ত হইয়া, মক্ষিকাসকল মন্থর গতিতে সঞ্চরণ

করিতেছে। কোন স্থানে ক্ষীণদেহ বালকসকল মনোমত বস্তু-লাভের অভাবপ্রযুক্ত, অনর্গলবিগলিত নয়নসলিলে অভিষিক্ত হইয়া, তারস্বরে রোদন করিতেছে। কোন স্থানে ভবনসন্নিহিত মনোহর নিকুঞ্জ হইতে বিকসিত কুসুমরাশি অনবরত পতিত হওয়াতে, পৃথিবী যেন পুষ্পময়ী হইয়াছে। কোন স্থানে ফল-কুসুমসুশোভিত সুজাত তরুশেখরে কোকিলপ্রভৃতি কলবিহঙ্গ উপবেশন করিয়া, সুস্বর সঙ্গীতসহকারে লোকের মন প্রাণ হরণ করিতেছে। কোন স্থানে কামাকুল কামিনীকদম্ব গোষ্ঠীবদ্ধ আসীন হইয়া, গতরাত্রির বৃথা অভিমান ও কলহাদিকথাকীর্ত্তনে পরস্পর হাস্যপরিহাসে নিমগ্ন রহিয়াছে। কোন স্থানে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ যজ্ঞভূমিস্থ ক্রূর কণ্টকাদির উৎসারণ করিতেছেন। কোন স্থানে অরণ্যবিহারী তৃণভোজী হরিণগণ দলে দলে বিচরণ ও কলকণ্ঠ পক্ষীসকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। কোন স্থান বালকগণের কোলাহলে, কোন স্থান যুবকযুবতীর হাস্যামোদে, কোন স্থান সুস্বর সঙ্গীতে, কোন স্থান মনোহর বিদ্যানিনাদে এবং কোন স্থান বা মল্লাদির বাহ্বাস্ফোটে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে হরিণশাবকসকল নির্ভয়ে নিকুঞ্জজাত নবীন শাদ্বল-শয্যায় শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছে। কোন স্থানে নিদ্রাকুল বৎসকুল কর্ণসঞ্চালনপূর্ব্বক স্বীয় শরীরস্থ মক্ষিকাদিগকে উৎসারিত করিতেছে। কোন স্থানে বিকসিত অশোককাননে সুরঞ্জিত পাদপময় ক্রীড়াগৃহসকল শোভা পাইতেছে। তত্রত্য নদীতরঙ্গের শীকরাসারসম্পৃক্ত-সুশীতল-সমীরসংসর্গে প্রতিদিন আর্দ্র হওয়াতে, কদম্বতরুকদম্ব মুকুলিত, তৃণবাজি অঙ্কুরিত, লতাসকল কুসুমিত, কেতকনিকর প্রস্ফুটিত এবং অন্যান্য পাদপমাত্রেই কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন স্থানে বা পয়ঃপ্রণালীসকল উচ্চৈঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

অনন্তর তাঁহারা দেখিলেন, প্রফুল্ল-কমল-দল-সমলঙ্কৃত-সুচারু-

সরসীসম্পন্ন, সুশোভিত পৌর্ণমাসী-শশিসদৃশ-শুভ্রবর্ণ-সুরুচির গিরিমন্দিরনিকর বিরাজমান হইতেছে। তাহাদের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে পুরন্দরমন্দিরও পরাভূত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বর্ণ কুন্দকুসুমসদৃশ এবং কাহার বা জলদপ্রতিম। পরম-সুন্দর কুসুমগন্ধবাহী মৃদুমন্দ গন্ধবহে উহাদের চতুর্দ্দিক্ আমোদিত এবং শুকসারিকাপ্রভৃতি নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণের নানাবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত। কোন স্থানে আলোলপল্লব লতাবলয়ে বেষ্টিত সুপ্রশস্ত পন্থাসকল সুদূর-বিস্তৃত রহিয়াছে। কোন স্থানে অন্তঃ-প্রবাহশালিনী তরঙ্গিণীসকল পার হইবার জন্য গোকুল ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। কোন স্থানে সুগন্ধি কুন্দ-মকরন্দে আমোদিত সুন্দর উদ্যান সকল শোভমান এবং মধুকরগণ তাহার গন্ধে অন্ধ হইয়া, কমলদল ত্যাগপূর্ব্বক উহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। কোন স্থানে রাজীবরাজির রজোরাজির বায়ুবেগে উৎপতনবশতঃ গগনমণ্ডল অরুণবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়াছে। কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতীসকল সশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। কোন স্থানে সমুন্নত সৌধশেখরে প্রফুল্লকুসুমভূষিত লতানিকুঞ্জ বিরাজমান হইতেছে। কোন স্থানে যুবাসকল সহর্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বিলাসিনীরা গোষ্ঠীবদ্ধ আসীন হইয়া, নানাপ্রকার হাস্যামোদ করিতেছে। তাহাদের পাদদেশপর্য্যন্ত মনোহর মাল্যদাম লম্বমান। কোন স্থানে সুকোমল শাদ্বলসকলে সমুজ্জ্বল নীহারশীকর, মনোহর হারাবলীর ন্যায়, শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে তপ্তকাঞ্চন-সবর্ণা ললনাসকল জলদসবর্ণ শোধশেখরে সৌদামিনী সমান বিচরণ করিতেছে। কোন স্থান নীলোৎপলসৌরভে উল্লসিত, কোন স্থান সমীরহিল্লোলে আহ্লাদিত, কোন স্থান তৃণপূরিত-মুখে হুঙ্কারকারী গোগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত এবং কোন স্থান নানাবিধ মিশ্রনিনাদে পরিপূরিত। কোন স্থানে মৃগসকল

অজিরপ্রদেশে বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে এবং ময়ূর সকল নির্ঝরশীকরের নিপতনপ্রদেশে সোল্লাসে নৃত্য করিতেছে। তত্রত্য সুগন্ধি গন্ধবহের সংস্পর্শে লোকমাত্রেরই ব্যাকুলতাপরিহার এবং বপ্রস্থ ওষধিসকলের সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপালোক বিস্মৃত বা পরাস্ত হইয়াছে। পক্ষী সকল কুলায় আশ্রয়পূর্ব্বক কলরব করিয়া গিরিমন্দির আকুলিত করিতেছে। নির্ঝরসকলের ঝর্ঝরশব্দে তত্রত্য জনগণের কোলাহল তিরোহিত হইয়াছে। প্রত্যেক দ্রুম, লতা, তৃণ ও পল্লব হইতে যে পরমসুন্দর শিশিরবিন্দু বিগলিত হইতেছে, মুক্তাসকলের ন্যায়, তাহাদের কি অনুপম সুষমা। তত্রত্য উদ্যান, উপবন, ভবন ও কুঞ্জসকল সকল ঋতুতেই ফল-কুসুমে অলঙ্কৃত। দেখিলে বোধ হয়, লক্ষ্মী তথায় নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

লীলার সংসারবর্ণনা ও ব্রহ্মাণ্ডভেদ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! সেই সাধনশালিনী দুই রমণী, বিদিতাত্মা পুরুষের ন্যায়, অন্তঃশীল গিরিগ্রামমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভ্যাসযোগসহায়ে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান এই তিন কালই লীলার হস্তামলকবৎ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রাক্তন জন্মমরণাদি সমস্ত সংসারভাবই তত্তৎ-স্বরূপে তাঁহার স্মৃতিপথ আশ্রয় করিল।

তিনি সরস্বতীকে কহিলেন, ভগবতি! আপনার প্রসাদে এই দেশ দর্শন করিয়া, পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তসকল আমার মনে পড়িতেছে। আমিই কৃশাঙ্গী ব্রাহ্মণী রূপে এই স্থানে বৃদ্ধবয়সপর্য্যন্ত যাপন করিয়াছিলাম। এই শুষ্ক দর্ভাগ্রে আমার করতল একদা ক্ষত হইয়াছিল। আমার গর্ব্ভে ভর্ত্তার বংশকর ঐ সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি দধিমন্থনদণ্ড হস্তে এই স্থানে দধি-

মন্থন করিতাম। পুত্রেরা নবনীত ভক্ষণজন্য আমার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পর অগ্রভাগগ্রহণজন্য কতই কলহ ও কোলাহল করিত। আমি স্বামীর ও অতিথিগণের প্রিয়ানুষ্ঠানে সাতিশয় অনুরক্ত ছিলাম। আমার দেহ ঘৃত ও দুগ্ধে সতত অভিষিক্ত এবং প্রকোষ্ঠে একমাত্র কাচবলয়; এই অবস্থায় দেব, দ্বিজ ও সাধুগণের পূজা করিতাম। এই স্থানে আমি ভর্জ্জন-ভাজন ও চারুস্থালী প্রভৃতি মার্জ্জন এবং এই স্থানে পিতা ও মাতাদির পরিচর্য্যা করিতাম। গৃহকার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও ব্যাকুল; তজ্জন্য সকলকেই সর্ব্বদা ত্বরা দিতাম। দেবি! আমার স্বামী দুর্ব্বুদ্ধি মূঢ় শ্রোত্রিয়; সুতরাং আমার সংসার কথামাত্র ছিল। আমি যত্নসহকারে সতত সমিৎ, শাক, গোময় ও কাষ্ঠ আহরণ এবং একমাত্র ম্লান কম্বল ব্যবহার করিতাম। সর্ব্বদা সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, আমার অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছিল। আমি কখন ইতর রমণীর ন্যায় অলঙ্কার প্রার্থনা করিয়া, স্বামীর মন ক্ষুন্ন করিতাম না অথবা আপনা আপনি অনর্থক বিরক্তির কারণ হইতাম না। যত কেন দুঃখ হউক, সমস্ত অম্লান বদনে সহ্য করিতাম। ভাবিতাম, সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ধন বল, বন্ধু বল, জন বল, বিষয় বল, বিভব বল, বসন বল, ভূষণ বল, সকলই ক্ষণমাত্র। এই আছে, এই নাই, ইহাই সংসারের স্বভাব। যে সকল রমণীকে একদিন বসন ভূষণে ভূষিতা দেখিয়াছি এবং আমিও একদিন যাহাদের দ্বারস্থা হইয়াছি, তাহাদিগকেও পথে পথে ভিক্ষা করিতে ও আমার দ্বারস্থা হইতে দেখিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছে। সেইজন্য আমি বসন ভূষণের অভিলাষিণী হইতাম না। সর্ব্বদাই মিষ্টবাক্যে স্বামীর ও তাঁহার আত্মীয়গণের মনস্তুষ্টি করিতাম।

দেবি! ঐ দেখুন, ঐ আমার বসিবার স্থান শূন্য পড়িয়া

রহিয়াছে। আমি সর্ব্বদা এই স্থানে বসিয়া, বালবৎসগণের কর্ণ-মূলস্থ কীটসকল বাহির করিয়া দিতাম। কখনও পরিচারিকার ন্যায়, গৃহপার্শ্বস্থ ঐ শাকক্ষেত্রে জলসেক ও কখন নদীতীর হইতে তৃণাদি আহরণপূর্ব্বক বৎসগণের তৃপ্তি বিধান এবং সর্ব্বদা বর্ণক দ্বারা গৃহদ্বার রঞ্জিত করিতাম। কখন ক্রোধ বা অভিমানে মত্ত হইয়া, কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতাম না। যে যাহা বলিত, সহ্য করিতাম। ভাবিতাম, পৃথিবী সকলই সহ্য করেন বলিয়া, তাঁহার নাম সর্ব্বংসহা হইয়াছে। ফলতঃ, ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতার অনেক গুণ এবং অধৈর্য্যের অশেষ দোষ। আমি ইহাই ভাবিয়া, সমুদায় সহ্য করিতাম। কাহারে কখনও কটু কথা বলিতাম না। এইরূপ সুখ দুঃখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, জরা আসিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায়, আমাকে আক্রমণ করিল। দেবি! দুঃখের সংসারে জরা ব্যাধির শীঘ্রই বা অকালে আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিন্তা সাক্ষাৎ জরা, এ কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। এই চিন্তাবশেই আমার শরীরে অতি সত্বরেই জরার আবির্ভাব হয়। জরাপ্রভাবে কলেবর, জীর্ণপত্রের ন্যায়, বিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনবরত শিরঃকম্পন প্রযুক্ত দক্ষিণ কর্ণ দোদুল্যমান হওয়াতে, বধিরতা সংঘটিত হইল। আমি দণ্ড-তাড়িতের ন্যায়, নিতান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম।

দেবি! ঐ দেখুন, এই আমার অখণ্ড পুষ্পবটিকা গুল্ম-পরম্পরায় কেমন শোভা পাইতেছে! এখানে আমি প্রতিদিন সায়ংকালে উপবেশন করিয়া, ভ্রমর ভ্রমরীর ও কোকিল কোকিলার মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিতাম। ঐ দেখুন, অদ্যাপি তাহারা ইহা পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু আমার বিরহে যেন ইহাদের সকলেরই মলিন দশার শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, আমার এই পুষ্পোদ্যানমধ্যবর্ত্তী অশোকবটিকা বিরাজ-মান হইতেছে। ঐ যে বৎসটী এই পুষ্করিণীর তীরস্থিত বৃক্ষে

অল্প গ্রন্থিতে বদ্ধ রহিয়াছে, ইহার নাম কর্ণিকা। আমি অতি যত্নে ইহার পোষণ করিয়াছিলাম। আহা, আমার বিরহে বৎস যেন মাতৃহীন হইয়াছে! অথবা, পাপসংসারেরই এই দশা। যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিরহ; যেখানে সম্পদ, সেইখানেই বিপদ; যেখানে সুখ, সেইখানেই দুঃখ; যেখানে হর্ষ, সেইখানেই বিষাদ; এই রূপে এই হতদগ্ধ সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। নিয়তিই ইহার প্রভু ও দৈব ইহার কর্ত্তা; অথচ নিয়তি ও দৈবের কোন ক্ষমতা নাই। দেবি! ঐ দেখুন, দুরাত্মা ও দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ উদয়াস্ত দগ্ধ উদরের জন্য কত পাপই সঞ্চয় করিতেছে; কেহ মিথ্যা, কেহ প্রবঞ্চনা, কেহ প্রতারণা, কেহ কপটতা, কেহ হরণ, কেহ লুণ্ঠন, কেহ বলাৎকরণ, কেহ আচ্ছেদন, কেহ উৎপীড়ন, কেহ বিবাদ, কেহ বিসংবাদ, কেহ পরীবাদ, কেহ অপবাদ, কেহ কলহ, কেহ বিগ্রহ, কেহ বিচ্ছেদ, কেহ ভেদ, কেহ বিভীষিকা, কেহ বা অন্যান্য উপায়ে উদরপূর্ত্তির চেষ্টায় দিবারাত্র ধাবমান। দিবসে যেমন বিশ্রাম নাই, রাত্রিতেও তেমনি নিদ্রা নাই। দগ্ধ উদর তথাপি পূর্ণ হয় না। হস্ত চিত্ত তথাপি তৃপ্ত হয় না! কেহ আপনার জন্য, কেহ পুত্রের জন্য, কেহ স্ত্রীর জন্য এবং কেহ বা অন্যান্যের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্তভাবাপন্ন! বলিতে কি, তাহাদের মরিবারও অবকাশ নাই। তথাপি কাহারও চৈতন্য নাই। চৈতন্যময় চিদাত্মা তাহাদের কি সকল চৈতন্যই আচ্ছন্ন করিয়াছে! তাহারা কি ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব নহে, সেইজন্য এইরূপ অন্ধ ও মোহাচ্ছন্ন। দেবি! আমিও একদিন এইরূপে এই পাপসংসারে বদ্ধ ছিলাম। পুত্র আমার ভক্ষণ করিল না, কন্যা আমার কোথায় গেল, স্বামী আমার কখন আসিবেন, পিতা আমার অনশনে আছেন, জননী আমার ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, প্রতিবেশীরা আমার বিবাদ করিতেছেন, উত্তমর্ণ আর ঋণ দিতেছে না, আগামী কল্য কি

হইবে, কিরূপেই বা এরূপ করিয়া সংসার চলিবে, এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ চিন্তায় আমার অন্তরাত্মা অহরহ দগ্ধ হইত। বলিতে কি, আমি একদিন এক ক্ষণের জন্য ভ্রমেও সুখিনী হইতে পারি নাই। অথবা, আমার ন্যায় দরিদ্র সংসারীর ত কথাই নাই। যাহারা সংসারে ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই পূর্ণ, তাহারা আবার আরও অসুখী ও অস্বচ্ছন্দ। ইহার কারণ বিধাতাই জানেন ও বলিতে পারেন। তিনি ধনের অভ্যন্তরে যে বিষ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার জ্বালা ভয়ানক। এইজন্য ধনীরা অধীর ও চঞ্চল হইয়া থাকে। মনের অভ্যন্তরেও দারুণ হলাহল সন্নিবিষ্ট আছে। অথবা, সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই বিষপূর্ণ। সেইজন্য ইহাতে সুখস্বস্তির লেশ নাই। সেই-জন্য লোকসকল সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

দেবি! অদ্য আট দিন হইল, আমার মৃত্যু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই আমার পরিজনেরা আমায় ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর দুই দিন গেলেই, আমার পুত্রেরা পর্য্যন্ত আমায় ভুলিয়া যাইবে। ইহারই নাম ক্ষণিক সংসারের ক্ষণিক সম্বন্ধ। কি আশ্চর্য্য! এইপ্রকার অসার ও অনর্থ সম্বন্ধবন্ধন জন্য লোকে কতই ব্যস্ত হইয়া থাকে। দেবি! আমি মরিয়া গিয়াছি, কই, আমার পুত্রাদি পরিবারবর্গের ত তজ্জন্য কোন ক্ষতিই হয় নাই দেখিতেছি। ঐ দেখুন, তাহারা পূর্ব্ববৎ হাস্যামোদ ও আহার বিহার করিতেছে। ঐ দেখুন, তাহাদের মুখকান্তি ক্রমেই বিকসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেবি! ঐ যে কন্যাটী পুত্তলিবৎ ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে, উটী আমার পরম যত্নের ও স্নেহের সামগ্রী। আমি যেমন উহাকে না দেখিলে, ক্ষণকে প্রলয় বোধ করিতাম, ঐ কন্যাটীও ততোধিক ছিল। আমি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে, সকলেই মনে করিয়াছিল, হয়ত, আমার সঙ্গেই এই কন্যাটীও প্রাণান্ত সংঘটিত হইবে; কিন্তু

তাহার কিছুই হইল না। আমি যেমন উহাকে অনায়াসে ছাড়িয়া আছি, ঐ কন্যাও তেমনি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর আমাদের কাহারই জন্য কাহারই কোন ভাবনা বা বেদনা নাই; আর আমরা এখন কাহারই নহি, উভয়েই চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত ও নির্দ্দায় হইয়াছি; অথবা, অলীক সংসারের সকলই এইরূপ অসার ও অলীক। মানুষ নির্ব্বোধ, সেইজন্য বুঝে না। সেইজন্য অন্ধ হইয়া, মত্ত হইয়া, সম্পর্কের পর সম্পর্ক বন্ধন করিতে ব্যগ্র হয় এবং বন্ধন করিতে না পারিলে, আপনাকে অসার ও হতভাগ্য বোধ করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি আছে? ফলতঃ, বসনের উপর বসন, ভূষণের উপর ভূষণ, গৃহের উপর গৃহ, বিষয়ের উপর বিষয়, বিভবের উপর বিভব, যতই কেন আহরণ ও সঞ্চয় কর, মৃত্যু কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। শত শত বন্ধু, শত শত বান্ধব এবং শত শত আত্মীয়ের মধ্য হইতে অনায়াসেই তোমাকে লইয়া যাইবে। কেহই কোন মতে নিবারণ করিতে পারিবে না। আজি তোমার, কালি আমার, এই রূপে এই সংসারে মৃত্যু গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছে। কাল নাই, অকাল নাই, মনে করিলেই লোক-দিগকে মেষের ন্যায় গ্রহণ করিয়া বৃকের ন্যায় পলায়ন করে। লোকে ইহা না বুঝিয়াই, আপনা আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে।

দেবি! আমি এই স্থানে ভোজন, এই স্থানে শয়ন, এই স্থানে উপবেশন, এই স্থানে অবস্থান, এই স্থানে পান ও এই স্থানে দান এবং এই স্থানে ধান্যাদি আহরণ করিতাম। ঐ দেখুন, মন্দিরমধ্যে ঐ আমার জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র রোদন করিতেছে। এই আমার দুগ্ধবতী ধেনু জঙ্গল মধ্যে তৃণময় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। এই আমার জ্যেষ্ঠকন্যা জামাতার সহিত আমারই জন্য শোক করিতেছে। এই আমার প্রাতি-

বেশিগণ সমবেত হইয়া, তাহাদিগকে প্রবোধ দিতেছে। দিবাভাগে ইহাদের অবসর আছে। এইজন্য ইহারা অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে; রাত্রি হইলে, ইহাদের কে কোথায় যাইবে, সকলেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইবে। তখন কেই বা শোক করিবে এবং কেই বা প্রবোধ দিবে? এই রূপে এই সংসারের সুখ দুঃখ, শোক হর্ষ, সকলই অলীক; একমাত্র মৃত্যুই সত্য। আমি মরিব, কোন মতেই বাঁচিব না; ইহাই নিশ্চয়। তুমিও মরিবে, সেও মরিবে, কেহই থাকিবে না, সকলেই যাইবে, চিরকালই যাইতেছে, কখনই কেহ থাকিছে না ও থাকেও নাই, ইহা যেমন সত্য ও নিশ্চয়; পৃথিবীতে আর কিছুই এরূপ সত্য ও নিশ্চয় নাই। অয়ি হতভাগ্য নির্ব্বোধ মানব! অয়ি অন্ধ মত্ত মুগ্ধ লোকসকল! তুমি কি ভাবিয়া, কাহার উপর আশা করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকার প্রায় বসিয়া আছ? তুমি কি ভাবিয়াছ, এইরূপ চিরদিন যাইবে? কখনই না। এই মুহূর্ত্তে তোমার বহুদিনের আশাভঙ্গ হইতে পারে; এই মুহূর্ত্তে তোমার নিশ্বাসরোধ হইয়া, সহসা মৃত্যু হইতে পারে; এই মুহূর্ত্তে তুমি রোগে আচ্ছন্ন হইয়া, শয্যাশায়ী হইতে পার; এই মুহূর্ত্তে হয় ত বিনামেঘে তোমার শিরে বজ্রাঘাত হইতে পারে; এই মুহূর্ত্তে হয় ত তোমার আশার স্থান ও প্রীতির স্থান, ফলতঃ সংসার-সারসর্ব্বস্বধন পুত্ররত্ন তোমায় শোকতিমিরে আচ্ছন্ন ও মোহের সাগরে মগ্ন করিয়া, জন্মের মত বিদায় হইতে পারে; এই মুহূর্ত্তে হয় ত তুমিও সমস্ত পরিবারকে অনাথ করিয়া, স্বীয় অপোগণ্ড শিশুদিগকে অকূলে ফেলিয়া অথবা অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতাকে আরও অসহায় করিয়া, চিরকালের জন্য সংসারবাস ত্যাগ করিতে পার; কিংবা এই মুহূর্ত্তে হয় ত এই গৃহ সহসা ভগ্ন হইয়া তোমার মস্তকে পতিত ও তৎক্ষণাৎ তোমাকেও পাতিত করিতে পারে। তবে তুমি কি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? ঐ শুন,

ঐ তোমার প্রতিবেশীর গৃহে কিসের কোলাহল উঠিয়াছে! ঐ দেখ, তাহাদের মধ্যে কেহ দ্রুতপদে ইতস্ততঃ ধাবন ও কেহ বা ক্রন্দন করিতেছে, জিজ্ঞাসা কর বা দেখিয়া আইস, ইহাদের কি হইয়াছে? প্রিয়তম একমাত্র পুত্র ছিল; সমস্ত পরিবার তাহারই মুখাপেক্ষায় প্রাণ ধারণ করিত; অদ্য এই মুহূর্ত্তে বিনারোগে হঠাৎ তাহার মরণ-মূর্চ্ছনা উপস্থিত হইয়াছে। অথবা, গৃহস্বামীর প্রাণান্তবিকার সংঘটিত হইয়াছে; আর তাঁহার বাঁচিবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য এইরূপ শোক-কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, তাঁহারে দেখিবার ও জন্মের মত বিদায় দিবার জন্য শত্রুমিত্রে সমবেত হইয়াছে। তিনি যে নিজে ভোগ করিবেন বলিয়া, লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া, অন্ত্রে দন্তে না দিয়া, এত বিষয় বিভব সঞ্চয় করিলেন, কে তাহা ভোগ করিবে! যেখানকার বিষয়, সেইখানেই রহিল; তিনি যেমন একাকী নগ্ন আসিয়াছিলেন, তেমনি একাকী নগ্ন গেলেন। এই ত পৃথিবীর লীলা চরিত্র! তোমারও একদিন অবশ্য এইরূপ ঘটিবে; অথবা অদ্যই এই মুহূর্ত্তে তোমার এইরূপ ঘটিতে পারে; তাহাতে কোন সন্দেহ করিও না। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তে সাবধান হও। মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, সর্ব্বদা তাহারই প্রতীক্ষা কর; অথবা এইক্ষণেই মরিতে হইবে, ভাবিয়া, তজ্জন্য প্রস্তুত থাক। এই পিতা, এই মাতা, এই কন্যা, এই পুত্র, এই স্ত্রী, এই বান্ধব, কেহই কিছুই নহে, ভাবিয়া, তাহাদের মমতা পরিহার কর; তুমি যেমন ক্ষণিক, সমুদায় সংসারই সেইরূপ, বিবেচনা করিয়া, তাহা হইতে দূরে পলায়ন কর; যাহা অবশ্যই একদিন ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে আর আসক্তি কি, বন্ধন কি, মমতা কি, অনুরাগ কি? ঐ দেখ, তোমার পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে এবং সম্মুখে ও ঊর্দ্ধে, ফলতঃ, সকল দিকেই মৃত্যুর দূত সকল সতর্কে বিচরণ করিতেছে, কখন্ কোন্

সূত্রে গ্রহণ করিবে, কে বলিতে পারে? মৃত্যুর উপলক্ষ সকলই। বিষ হইতেও যেমন মৃত্যু হয়, অমৃত হইতেও তেমনি মৃত্যু সম্ভব; শত্রু হইতেও যেমন, আবার মিত্র হইতেও তেমনি মৃত্যু হইয়া থাকে। এই রূপে মৃত্যু সকল সময়ে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে; কাহার সাধ্য, তাহার হস্ত অতিক্রম করে। বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুতেই মৃত্যুর হস্ত প্রসারিত, এইজন্য মৃত্যু সাক্ষাৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরস্বরূপ। ইহা জানিলে, আর শোক করিতে হয় না। অথবা মৃত্যুরই সংসার, অমৃতের নহে; ইহা জানিলে, আর মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইতে হয় না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! নির্ম্মলজ্ঞানশালিনী বিশ্বদর্শিনী লীলা এইপ্রকার নির্ব্বেদবাদ প্রয়োগপূর্ব্বক পুনরায় জ্ঞপ্তিরূপা দেবী সরস্বতীকে কহিলেন, দেবি! এই আমার প্রিয়জনসকল বহির্দ্বারে উপবেশন করিয়া, ভস্মধূষরিত মলিন দেহে দিন দুইয়ের জন্য শোক করিতেছে! এই তুম্বীলতা আমি স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলাম। ইহা এখন বিনা যত্নে আপনা আপনি বর্দ্ধিত হইয়া, বহুস্থান বেষ্টন করিয়াছে। এই আমার দ্বিতীয় দেহ তুল্য পাকশালা শোভা পাইতেছে। এই আমার বন্ধুগণ অনলেন্ধন আহরণ করিতেছে। ইহারা আমার সংসারের বন্ধন ছিল। আমি ইহার জন্য কতই পাপ করিয়াছিলাম! দিনান্তেও একবার পরলোকের বা পরকালের চিন্তা করিতে পারি নাই! রাত্রিতে যখন গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখনও ইহাদের জন্য স্বপ্ন দেখিতাম এবং চকিত হইয়া উঠিতাম। দেবি! এই রূপে আমি যতদিন সংসারে ছিলাম, বিনা কারায় ও বিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিলাম। এখন আমি যথার্থই মুক্ত হইয়াছি। বলিতে কি, মানুষের জীবনই মরণ এবং মরণই জীবন। অথবা, জীবনই বন্ধন এবং মরণই মুক্তি। দেখুন, এখন আমি কেমন সুখে ও স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছি।

আমি জীবিত দশায় সহস্র-বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায়, সর্ব্বদাই জ্বলিয়া উঠিতাম। দিনরাত্রি এই জ্বলনের বিরাম ছিল না, অথবা, মনুষ্যমাত্রেরই এই দশা। সে রাশীকৃত ধনের উপর বসিয়া থাকিলেও, তাহার জ্বলনের পরিহার নাই। হয় ত সে রাগে, না হয় শোকে, না হয় বন্ধুবিচ্ছেদে, না হয় দুরাকাঙ্ক্ষায় অথবা অন্যান্য বিবিধ উৎপাতে আক্রান্ত ও অভিভূত। যাহার ধন নাই, সে বরং এক পক্ষে নিশ্চিন্ত। যাহা হউক, দেবি! আমার আর এখন এ সকল যন্ত্রণার লেশ নাই। আপনার প্রসাদে আমি মুক্ত হইয়াছি। পাপ সংসারের লোকদিগকে এখন পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া, আমার নিরতিশয় দুঃখ বোধ হয়। না জানি, ইহারা কত দিনে মুক্ত হইবে!

দেবি! ঐ আমার গৃহমণ্ডপ দেখা যাইতেছে। বিকসিত বিবিধ কুসুমলতা, সুকোমল গুলঞ্চদল এবং সুশোভন গবাক্ষ, এই সকলে ঐ মণ্ডপ কেমন অলঙ্কৃত হইয়াছে! ঐ দেখুন, তরঙ্গসঙ্কুল গ্রামকুল্যাসকল উহাকে বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে বায়ুবেগে যেন নৃত্য করিতেছে! উহাদের জল কি শীতল! ঐ দেখুন, উহাদের তরঙ্গসকল শিলাতলে অনবরত আহত হওয়াতে, শীকর-নিকর সমুত্থিত হইয়া, মধ্যাহ্নকালীন প্রভাকরের কিরণজাল ও তীরস্থ বৃক্ষদিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে এবং উহাদের কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত লতাসকলের আস্ফালনে উৎপলসকল ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখুন, বিকসিত-কুসুম-রাজিত ও ভ্রমর-ভ্রমরীর নিনাদপূরিত পাদপপুঞ্জ উহাদের তটদেশে শোভা পাইতেছে। উহাদের তরঙ্গসকল ভীমরবে আবর্ত্তিত হইয়া, আস্ফালনপূর্ব্বক তীরবর্ত্তী উৎপল সকল ধৌত করিতেছে এবং ঘনপল্লবসুশোভিত তরুবরনিকরে পরিবেষ্টিত হওয়াতে, আমার ঐ মনোজ্ঞ মণ্ডপ সর্ব্বদাই সাতিশয় শীতল বোধ হইয়া থাকে। আমি ঐ সকল তরুর তলদেশে যখন তখন একাকিনী উপবেশন

করিয়া, সংসারতাপসন্তপ্ত আত্মাকে শীতল করিবার প্রয়াস পাইতাম। কিন্তু নির্জ্জন পাইয়া চিন্তানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। অথবা পাপ সংসারের গতিই এই। ইহার চতুর্দ্দিকে রোগ, শোক, চিন্তা ও পরিতাপ হাহাকারে ধাবমান হইতেছে; এমন স্থান নাই, যেখানে যাইলে, তাহাদের হস্ত হইতে অতিক্রম করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, চিন্তার স্থান ব্যক্তিমাত্রের অন্তরে। সুতরাং, বাহিরে থাকিয়া, তাহাকে পরিহার করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দেবি! যাহাদের এই চিন্তাকে দূর করিবার অভিলায আছে, তাহারা ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হউক। কেন না, ঈশ্বরচিন্তা সকল চিন্তাব্যাধির দিব্য ঔষধ। কিন্তু মানুষের মন স্বভাবতঃ সাতিশয় আত্মবিস্মৃত বা আত্মঘাতী। সে সর্ব্বদাই বিষয়চিন্তায় মত্ত ও ব্যস্ত; ঈশ্বরচিন্তার অবসর কোথায়? এক দিন যে অবশ্য মরিতে হইবে এবং সেই মরণও যে শীঘ্রই হইবে, তাহা তাহার মনেই হয় না। সে যেন অমর, কখন মরিবে না, এই ভাবিয়া কার্য্য করে। আহা, তাহার কি নির্ব্বুদ্ধিতা! কি ক্ষুদ্রতা! কি মোহাচ্ছন্নতা!

দেবি! এই আমার আহারান্তে বসিবার স্থান। এই স্থানে উপবেশন করিয়া, সংসারতাপে ব্যাকুল ও অতিমাত্র দগ্ধ হইলে, প্রতিবেশিনী রমণীদিগের সহিত কথোপকথন করিতাম। নিজের দুঃখতাপ প্রচ্ছাদনজন্য তাহাদের দুঃখতাপ শ্রবণ করিতাম এবং যথাসাধ্য তাহাদিগকে প্রবোধ প্রদান করিতাম। কিন্তু আমাকে কে প্রবোধ প্রদান করে, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। দশজনের সহবাসে বিবিধ কথায় অন্তঃকরণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত এবং মনের দুঃখও কোনরূপে প্রচ্ছাদিত হইত। কিন্তু তাহা কতক্ষণ? যেমন তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিতাম, তেমনি অন্তরের আগুন পুনরায় জ্বলিয়া উঠিত। গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আগামী দিবসের আহারীয় কিছুই নাই,

অথবা, রন্ধন করিবার তৈল ও কাষ্ঠাদির অভাব হইয়াছে; কিন্তু গৃহে এরূপ কপর্দ্দকমাত্র সম্বল নাই যে, মনে করিলেই ঐ সকল দ্রব্য অনায়াসেই ক্রয় করিয়া আনা যাইতে পারে। দেবি! আমি বলিয়া নহে, সংসারে সকলেরই এই দশা। ব্যক্তিমাত্রেরই কোন না কোন বিষয়ে অভাব আছেই আছে। যাহার ধন আছে, তাহার হয় ত মান নাই; যাহার মান আছে, তাহার হয় ত ধন নাই; যাহার ক্ষুধা আছে, তাহার হয় ত খাবার নাই; যাহার খাবার আছে, তাহার হয় ত ক্ষুধা নাই; যাহার বিষয় আছে, তাহার হয় ত ভোগ নাই; যাহার ভোগ আছে, তাহার হয় ত বিষয় নাই; যাহার দান আছে, তাহার অর্থ নাই; যাহার অর্থ আছে, তাহার দান নাই; যেখানে, ভোগ সেইখানেই রোগ, যেখানে ধন, সেইখানে ভয়; যেখানে বিষয়, সেইখানেই বিবাদ এবং যেখানে অর্থ, সেইখানেই অনর্থ। এই রূপে এই বিষম সংসার অতি ক্লেশে পরিচালিত হইতেছে। দেবি! তথাপি কাহারই চৈতন্য নাই! তথাপি কাহারই উন্মীলন নাই!

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! অনন্তর তাঁহারা উভয়ে সেই কুসুমসন্নিভ মণ্ডপাকাশে প্রবেশপূর্ব্বক তদন্তর্গত কল্পিত মহাকাশে উত্থিত হইলেন এবং লোকালয় ও নারায়ণের দেহসদৃশ সুনির্ম্মল-কান্তি একার্ণব ভেদ ও মেঘমার্গ অতিক্রম করিয়া, বায়ুপূর্ণ প্রদেশে পদার্পণ করিলেন। পরে যথাক্রমে সূর্য্যলোক, চন্দ্র-লোক, ধ্রুবলোক, সাধ্যলোক, সিদ্ধলোক, স্বর্গলোক, ও ব্রহ্ম-লোক অতিক্রম করিয়া, নিত্যতৃপ্ত ব্যক্তিদিগের অধিকৃত বৈকুণ্ঠ-লোকে সমাগত হইলেন। তথা হইতে গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক এবং সদেহ ও বিদেহদিগের লোক সকল অতিক্রম পূর্ব্বক পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, অধোদিকে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির সম্পর্ক নাই। তথায় দিক্ সকল

একার্ণবগর্ভের ন্যায় ও গিরিগুহার ন্যায়, নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। তদ্দর্শনে লীলা কহিলেন, দেবি! অধোদিকে কোন্ স্থান সূর্য্যাদির তেজে আলোকিত এবং কোন্ স্থানই বা শিলা-জঠরের ন্যায়, স্থির নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন?

দেবী কহিলেন, বৎস! তুমি আকাশে অতিদূরে আসিয়াছ, সেইজন্য সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থ দেখিতে পাইতেছ না। অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপের অধোদেশস্থ খদ্যোত যেমন দৃষ্ট হয় না, এখান হইতে পৃষ্ঠগামী অধোভাগস্থ সূর্য্যাদিও তেমনি লক্ষিত হয় না।

লীলা কহিলেন, জননি! ইহার উত্তরে কোন্ পথ, ঐ পথ কিরূপ এবং কিরূপেই বা তথায় যাইতে পারা যায়, বলুন।

দেবী কহিলেন, ইহার উত্তরে অসীম ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য্য চন্দ্রাদি ঐ ব্রহ্মাণ্ডের সমুত্থিত রজঃকণাস্বরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সেই বস্তুজ্ঞানহীন বামলোচনাযুগল এইপ্রকার কথাপ্রসঙ্গে বস্তুজ্ঞানীদিগের সেই বজ্রসারময় ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল অনায়াসেই ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে উহার দশগুণ ভাস্বর জলরাশি, জলের চতুর্দ্দিকে দশগুণ অগ্নি, অগ্নির চতুর্দ্দিকে দশগুণ বায়ু, বায়ুর চতুর্দ্দিকে দশগুণ আকাশ এবং আকাশের চতুর্দ্দিকে অবিদ্যাসমেত চিদাকাশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বৎসে! এই চিদাকাশ নির্ম্মল ও শান্তস্বরূপ এবং আদ্যন্তমধ্যবিহীন। উহার কোন স্থান হইতে তীব্রবেগে কল্পপর্য্যন্ত শিলাখণ্ড পতিত অথবা গরুড় প্রবলবেগে কল্পপর্য্যন্ত উহার ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইলেও, উহার সীমালাভে সমর্থ হয় না। এই অনন্ত ও অসীম পরমাকাশ কেবল নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

———

অষ্টত্রিংশ সর্গ। (ব্রহ্মাণ্ডবিভব।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! অনন্তর তাঁহারা সেই দশগুণোত্তর পৃথিব্যাদি অতিক্রম করিয়া, অসীম চিদাকাশ অবলোকন করিলেন। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই পরমাকাশে লীন রহিয়াছে এবং মহাসাগরে বুদ্বুদের ন্যায়, তাহাতে শোভা পাইতেছে। এই পরমাকাশের অধঃ, ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব, তির্য্যক্, ফলতঃ, সর্ব্বাংশেই ঐরূপ ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বৎস! এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই কল্পনামাত্র। ইহাদের পার্থিব ভাগ অধঃ ও তদিতর ভাগেই ঊর্দ্ধরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে, বৃহৎবর্ত্তুলপৃষ্ঠস্থ পিপীলিকার পাদসংলগ্ন ভাগই অধঃ এবং তদ্বিপরীত ভাগই ঊর্দ্ধ।

ঐ নির্ম্মল ব্যোমমণ্ডল সুর, অসুর, কিংপুরুষ, রক্ষ ও বল্মীকে বেষ্টিত ভূতলসমেত ত্রৈলোক্যসমূহে পরিবৃত হইয়া বিরাজমান হইতেছে। গ্রাম, নগর ও ভুজগগণের সহিত সমুৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল উল্লিখিত চিদাকাশের অভ্যন্তরস্থ ত্র্যসরেণুস্বরূপ এবং কল্পনামাত্র, চিদাকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। ইহা সেই চিদাকাশেই স্থিত এবং সেই চিদাকাশেই সংহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং একমাত্র চিদাকাশই সত্য, নিত্য ও সর্ব্বময়। সাগরতরঙ্গের ন্যায়, সেই চিদাকাশেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে। এই চিদাকাশরূপ মহাসাগরস্থ ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গমালার মধ্যে কতিপয় তরঙ্গ সংকল্পের অভাববশতঃ সুষুপ্তবৎ বাসনাবিহীন ও তজ্জন্য অন্তশূন্যপ্রায় প্রবাহিত হইতেছে এবং কতকগুলি বিষয়সমাকুল; তজ্জন্য কতিপয় তরঙ্গের প্রলয়কালীন ঘর্ঘনধ্বনি শুনিতে পাইতেছে না। সংসিক্তবীজে অঙ্কুরের ন্যায়, সৃষ্টির প্রারম্ভে কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাপ-সংযোগে হিমকণার ন্যায়, কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়বশতঃ তত্রত্য সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও পর্ব্বত প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি

আধার না পাইয়া, কল্পপর্য্যন্ত অধোভাগে পতিত হইতেছে এবং কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ রহিয়াছে। বাসনাময় সংবিৎ বায়ুস্পন্দনের ন্যায়, এইরূপেই প্রাদুর্ভূত হয়।

বৎস! সৃষ্টিকর্ত্তা এক, ব্যবহারবশতই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েন। পিতামহ ব্রহ্মা কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের, বিষ্ণু কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের এবং রুদ্র, ভৈরব, দুর্গা ও বিনায়ক প্রভৃতিরা অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা নাই, কতিপয় শিলাবৎ নিবিড়। কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড কৃমিগণে, কতিপয় দেবগণে, কতিপয় নরগণে এবং কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড নিত্য নিবিড় অন্ধকারে ও উডুম্বরফলস্থিত মশকসমূহে পূর্ণ এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড নিত্য অন্তঃশূন্য ও নিস্পন্দ জন্তুগণে আচ্ছন্ন। একমাত্র অসীম অনন্ত চিদাকাশই এই সকল ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। বিষ্ণু আজীবন পরিভ্রমণ করিলেও, এই মহাকাশের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। এই পরমাকাশস্থ ব্রহ্মাণ্ড-মাত্রেই পরস্পরের নৈসর্গিক ভূতাকর্ষণশক্তিতে কটকরন্ধ্রবৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যেরূপ ভীমান্ধকার নিবিড় অরণ্যে যক্ষেরা অদৃশ্য হইয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ এই অনন্ত পরমাকাশে ঐ সমস্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পরের অলক্ষিতে প্রস্ফুরিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবই ইহা অনুভব করে। যাহার যে বিষয়ে যে অভিমান বা মনন হয়, সেই তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ। (সকলই অসার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! রাজমহিষী লীলা দেবীর সহিত এইপ্রকার বিবিধ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সন্দর্শন করত তন্মধ্যে অন্যতর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া, দ্বিতীয় ভর্ত্তা রাজর্ষি পদ্মের অন্তঃপুর-মণ্ডপ অবলোকন করিলেন। কিন্তু তাহার সে শোভা নাই। জল বিনা সরোবরের, চন্দ্র বিনা রাত্রির, স্বামী বিনা স্ত্রীর,

বিশ্বাস বিনা বন্ধুতার, বন্ধুতা বিনা জীবনের এবং জীবন বিনা দেহের যেরূপ শোভা হয় না, প্রভু বিনা সেই অন্তর্মণ্ডপের সেইরূপ শোচনীয় দশার শেষদশার আবির্ভাব হইয়াছে। নরপতি পদ্মের মৃতদেহ পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছাদিত। আর তাহা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় না। আর তাহা মহামূল্য বসন ভূষণ পরিধান করে না। আর দিব্য দিব্য যানবাহনে আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয় না! আর তাহা রণক্ষেত্রে বা বিহারক্ষেত্রে গমন করে না। আর তাহা প্রজামণ্ডলীর পুরোভাগে সাক্ষাৎ দেব-প্রতিমার ন্যায়, অধিষ্ঠিত হয় না! আর তাহার সে বলবিক্রম বা সামর্থ্য নাই, যে বলবিক্রমে সসাগরা বসুন্ধরা কম্পিত হইত! তিনি যে পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই পৃথিবী যেমন তেমনই আছে, কিন্তু তিনি আর সে নাই! তিনি এখন নির্জীব, নিস্তব্ধ, নিঃসত্ত্ব, নিস্পন্দ এবং নির্ব্বাণ দীপের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন। সংসারের কি অসারতা! বিষয়ের কি ক্ষণভঙ্গুরতা! মানুষের কি ক্ষুদ্রদুর্ব্বলমিথ্যা-স্বরূপতা! এই দেহ এক দিন কৃমিকীটভোজ্য হইবে, শৃগাল কুক্কুরে অনাবৃত শ্মশানে ভক্ষণ করিবে, না হয়, জলে অনলে কোথায় বিনষ্ট হইবে, অথবা প্রান্তরে কান্তারে কিংবা বনে গহনে ব্যাঘ্রাদির উদরসাৎ অথবা তস্করাদির বা খড়্গাদির গর্ভগত হইবে, না হয় রোগে, শোকে পচিয়া যাইবে, কিংবা বিষে বিষে জর্জ্জরিত হইবে; অথবা, অন্যরূপে পতিত হইবে। এই আমি আছি, রাজত্ব বা প্রভুত্ব করিতেছি, শত শত দাস দাসী চতুর্দ্দিকে আমার জন্য ব্যস্ত, কত লোক কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারস্থ, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে এইপ্রকার থাকিব কি না সন্দেহ। যদিও পরমুহূর্ত্তে ঐরূপ থাকি, কিন্তু অবশ্যই যে থাকিব না, তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্ব্বুদ্ধি মানুষ মনে করে, আমি ভোগের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভোগ কি, একবারও চিন্তা করে না। সে ভোগের হয় ত মরিয়া

যায়; হয় ত রোগে রোগে তাহার জীবন যাপিত হয়; হয় ত অনশনে অনশনে ইহলীলার অবসান হইয়া থাকে। আবার, কেহ ভোগ করিতে করিতে, ব্যাঘ্রবৎ মৃত্যুকর্ত্তৃক মেঘবৎ অপহৃত হয়; তাহার ভোগসাধন সকলই পড়িয়া থাকে। আবার যত্ন করিয়া যে অশনবসনাদি সংগ্রহ করা যায়, হয় ত অন্যে তাহা হরণ করিয়া থাকে, না হয় অন্য কোনপ্রকারে তাহার বিনাশ হয়। আবার ভোগ যদি সুখের হইত, তাহা হইলে, রোগের সময় অশন বসনাদি অবশ্যই প্রীতি ও উপকারবিধান করিত; কিন্তু তাহা কখনই নহে! রোগীর বরং এই সকলে অশ্রদ্ধা উপস্থিত ও অপকারসংঘটিত হইয়া থাকে। আরও দেখ, যাহার বসন আছে, ভূষণ আছে, হয় আছে, হস্তী আছে, দাস আছে, দাসী আছে, তাহার যেমন জীবনমৃত্যু হইয়া থাকে, যাহার এ সকল নাই, তাহারও তেমনি জীবনমৃত্যু সংঘটিত হয়।

ফলতঃ, মানুষের আড়ম্বরমাত্র সার। ঐ দেখ, আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর যিনি, তিনি এখন নির্জীব পড়িয়া রহিয়াছেন। আর কেহ তাঁহাকে সম্ভ্রম করে না, ভয় করে না, সম্মান করে না। তিনি এখন কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায়, দৃশ্যমাত্র হইয়াছেন। মৃত্যু তাঁহাকে জড়দেহমাত্র সার করিয়াছে। আর তাঁহার উঠিবার বা নড়িবার শক্তিমাত্র নাই। জন্মের মত ঐ শক্তির লয় হইয়াছে। তিনি জীবিতদশায় কত শূরবীরের মৃত্যুসাধন করিয়াছেন; কিন্তু নিজের মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিলেন না। তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ত কথাই নাই। যিনি পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এবং যাঁহার কথামাত্রে লোকের জীবন মরণ সংঘটিত হইত, তাঁহার এখন এই দশা। তিনি এখন সামান্য কীটের ন্যায়, পুষ্পের অভ্যন্তরে লীন রহিয়াছেন! ধিক্ সংসার! তোমার সকলি অসার! ধিক্ মানুষ, তথাপি তোমার চৈতন্য নাই। তুমি

বৃথা ধনী বলিয়া, মানী বলিয়া, অথবা গুণী বলিয়া অভিমান কর ; কিন্তু তোমার ধন, মান ও গুণাদির পরিণাম চিন্তা কর। পৃথিবীর অতি জঘন্য ঐ কীটের যে দশা, তোমারও সেই দশা হইবে। তোমাকেও ধূলিসাৎ ও ভস্মসাৎ হইতে হইবে। অথবা, এই কীটযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। কিংবা তাহা অপেক্ষাও অধম হইতে হইবে। মৃত্যু তোমার পক্ষে যেমন, আমার পক্ষেও তেমন, আবার ঐ কীটের পক্ষেও তেমনি। তুমি মহামূল্য চন্দনে বা মহামূল্য বসন ভূষণেই দেহ ভূষিত কর, আর যাহাই কর সকলই কিয়ৎক্ষণের জন্য। উহাতে তোমার লাভালাভ বা ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। উহা কেবল অন্ধ অভিমান ও মূঢ়তামাত্র। ঐ দেখ, বনের সামান্য বৃক্ষলতাও কেমন ফল-কুসুমে সুশোভিত হইয়াছে! তুমি মহামূল্য বসন ভূষণ পরিয়া কি ইহা অপেক্ষা শোভার আধার হইতে পার? কখনই না।

ঐ দেখ, যিনি তোমার আমার সকলেরই রাজাধিরাজ মহারাজ ছিলেন, সেই মহাপ্রভাব পদ্মের কি দশা হইয়াছে! কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি জড়ের সহিতও ইহাঁর এখন তুলনা হইতে পারে না! কেননা, কাষ্ঠলোষ্ট্রেও বরং কোন না কোন প্রকারে লোকের উপকার আছে। কিন্তু ইহাঁর দ্বারা পৃথিবীর আর উপকারের সম্ভাবনা কি? অথবা, রাজা, মহারাজ, ধনী, দরিদ্র, সকলেরই এই দশা। মৃত্যু ক্ষুদ্র দুর্ব্বল, মহান্ সবল, সকলেরই এইপ্রকার অসারতার সঞ্চার করিয়া থাকে। তাহার নিকট কেহই বলবান্ নাই।

হায়, সংসারের কি অসারতা! ঐ দেখ, মহারাজ পদ্ম যে হস্তে সমগ্র পৃথিবী অধিকার ও সমগ্র রত্নজাত অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই হস্ত এখন শূন্য হইয়াছে! কই, তিনি ত কিছুই লইয়া যাইতে পারিলেন না! অথবা, তোমার আমার সকলেরই

এই দশা! কেননা, সংসারের সকলই অসার! কিছুই কিছু নহে!

চত্বারিংশ সর্গ। (মানুষ পশুরও অধম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! অনন্তর লীলা দেবী সরস্বতীর সহিত তৃতীয় ভর্ত্তার সংসারদর্শনে সমুৎসুক হইয়া, সংকল্পশরীর-সহায়ে তদীয় অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেই বেশ, সেই পরিচ্ছদ, সেই অলঙ্কার, সেই আসন, সেই দাসদাসীগণ এবং সেই সেই যানবাহন সমস্তই রহিয়াছে। কেবল গৃহস্বামী নাই। তিনি বহুযত্নে ও বহুব্যয়ে, এমন কি, আত্ম-শোণিত শোষণ করিয়া, ঐ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলই অন্যের ভোগের জন্য রহিল! একজন পরম অনাত্মীয়, যাহাকে দেখিলে, তিনি যেন অগ্নিকুণ্ডে পড়িতেন, সেই ব্যক্তি এখন বিনাব্যয়ে ও বিনাযত্নে ঐ সকল ভোগ করিতেছে! বৎস রাম! মানুষের পরিণাম প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আমি এই কারণেই মানুষের জন্য শোক করিয়া থাকি। দেখুন, সে প্রতিপদে, প্রতিক্ষণে ও প্রতিস্থলে দেখিতেছে, যে, মৃত্যু অহরহ জীবকুল ধ্বংস করি-তেছে। তদ্ভিন্ন, রোগে, শোকে, পরিতাপে, তাপে, সন্তাপে, বিষাদে এবং অন্যান্য বিবিধ উপদ্রবেও তাহার আয়ু ক্ষয় হই-তেছে, তথাপি, তাহার চৈতন্য নাই। ইহার কারণ কি? ঐ দেখুন, একজন যষ্টিহস্ত, উত্থানশক্তিরহিত, বহুপরিবারের অভি-ভাবক, এদিকে কিন্তু কপর্দ্দকমাত্র সম্বল নাই। তথাপি তাহার জীবিতাশা কি বলবতী! দুঃখে দুঃখে ও শোকে শোকে তাহার শরীর শীর্ণ। তথাপি, কলেবর ধারণে তাহার কতই যত্ন ও কতই আহরণ! ইহারই বা কারণ কি? ব্রহ্মন্! তাহার কি হৃদয় নাই? সে কি বাস্তবিক জীবিত জড়?

ঐ দেখুন, জরাজীর্ণ দরিদ্র গৃহী বসিয়া রহিয়াছে, অদ্য চারি দিন হইল, উহার আহারসংযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। অথবা, মাসমধ্যে প্রায়ই ঐরূপ উপবাসে দিন অতিবাহিত হইয়া থাকে। তথাপি উহার জীবিতাশা কি বলবতী! দুরাত্মা দুর্ম্মতি জলমাত্র পান করিয়াও, অতিকষ্টে হত-জীবন ধারণ করিয়া আছে। তথাপি, মৃত্যুর নামে ঐ পাপাত্মার কতই ভয় হইয়া থাকে। ইহারই বা কারণ কি?

ঐ দেখুন, জীর্ণ-শীর্ণ-গলিত-বসনা কঙ্কালমাত্রাবসানা শুষ্ক-বদনা ঐ ললনা সাশ্রু নয়নে গদ্গদ বচনে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। আহা, এই হতভাগিনী পূর্ব্বে একজন ধনি-কের সহধর্ম্মিণী ছিল। তখন উহার বসন ভূষণের কতই আড়ম্বর এবং অশন° আসনের কতই পারিপাট্য ছিল। মনে হইত, ঐ পাপকারিণী এই সকল ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিবে না; কিন্তু অদ্য প্রায় এক যুগ হইল, স্বামীর সহিত সে সকলের এক কালেই শেষ হইয়াছে। তথাপি, দুরাচারিণীর শেষ হইল না। হায়, বিধাতার কি বিড়ম্বনা, দেখুন! ঐশ্বর্য্যের অতুল অবস্থায় ঐ পাপকারিণী অভিমানিনী হইয়া, ঘৃণা করিয়া, যাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিত না, এখন তাহাদেরই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে! ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি আছে বা হইতে পারে? তথাপি, উহার জীবিতাশা কি বলবতী, দেখুন।

ঐ দেখুন, একজন আর একজনের উপাসনা করিয়া, অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। ইহাদিগকে প্রভুভৃত্য বলে। প্রভুরও হস্ত আছে, পদ আছে এবং ভৃত্যেরও তাহার অভাব নাই; বরং প্রভু অপেক্ষা ভৃত্যের হস্ত পদাদি অধিকতর শক্ত সমর্থ। কেননা, প্রভু যে কার্য্য করিতে না পারে, ভৃত্য অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে কেন ভৃত্য আপনিই আপনার প্রভু হইতে না পারে? তবে কেন সে সামান্য কাক কুক্কুরের

ন্যায়, অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকে? সর্ব্বংসহা পৃথিবী কি উৎপাদিকাশূন্য হইয়াছেন? ভৃত্য কি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, অন্ন-সংগ্রহ করিতে পারে না? ঐ দেখুন, সর্ব্বভূতজননী দেবী ধরণীর কত স্থান শূন্য পতিত রহিয়াছে। ভৃত্য অনায়াসেই ঐ সকল স্থান হইতে আপনার আহার সমাবেশ করিয়া লইতে পারে? তবে কেন সে অপরের গলগ্রহ হয়? হায়, মানুষ হইয়া মানুষের ছন্দোনুবর্ত্তনপূর্ব্বক জীবন যাপন করা কি বিড়ম্বনা! সামান্য উদরের জন্য ঈদৃশী লাঞ্ছনা সহ্য করা মানুষ ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্য নহে। অথচ, মানুষ সকল জীবের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, আপনা আপনি বৃথা অভিমান ও শ্লাঘা করে। ইহাও যার পর নাই বিড়ম্বনা!

ঐ দেখুন, অরণ্যের অতি সামান্য পশুপক্ষীরও যে গৌরব বা সত্ত্ব আছে, মানুষের তাহা কিছু নাই। পশুপক্ষীরা আপনা আপনি আহার সংগ্রহ করিয়া সুখে জীবন যাপন করে; তজ্জন্য কাহারও গলগ্রহ বা অধীনতায় বদ্ধ হয় না। অথচ, মানুষের ন্যায়, তাহাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, এবং শক্তি বা সামর্থ্য নাই। ফলতঃ, মানুষ যেমন অসার শরীর বা ক্ষুদ্র উদরের জন্য অন্যের গলগ্রহ হইতে ভাল বাসে, এরূপ আর কেহই নহে। বলিতে কি, যাহার সচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি হয়, সে ব্যক্তিও অনায়াসে অন্যের দাসত্ব করে। প্রভু অনেক সময়ে পদাঘাত করিলে, সে প্রসাদ বলিয়া শিরোধার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অথচ, সর্পকে পদাঘাত কর, সে তৎক্ষণাৎ অসহমান ও ক্রুদ্ধ হইয়া, দংশন করিয়া, তাহার নির্যাতন করে। এই রূপ, সিংহব্যাঘ্রাদি-কেও আঘাত করিলে, ঐরূপ নির্যাতনা সহ্য করিতে হয়। অনা-য়াসেই পরিহারপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই।

ভগবন্! ঐ দেখুন, পিতা দশরথ অন্যায় করিয়া, এই যে পক্ষীটীকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়াছেন, অতি যত্নে পালন করিলেও,

ইহার আন্তরিক যন্ত্রণার শেষ নাই। ঐ দেখুন, এই নিরাশ্রয় বিহঙ্গম পলাইবার জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান্ এবং কতই চঞ্চল ও ব্যাকুল, বলিবার নহে। ইহার কিছুরই অভাব নাই। রাজপ্রাসাদে রাজভোগে আছে। তথাপি, অরণ্যের সেই সামান্য তরুলতার সামান্য ফলপুষ্পাদি মনে করিয়া, ইহার কতই কষ্ট উপস্থিত হইতেছে! আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, এই পক্ষী একদিনের জন্যও এত সুখে সুখী নহে। এত দিন বহুযত্নে ও বহুভোগে স্বয়ং রাজার হস্তে পালিত হইয়াছে। তথাপি, ছাড়িয়া দিন, এই মুহূর্ত্তেই পলায়ন করিবে। ভ্রমেও এই সকলে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। ইহারই নাম স্বাধীনতা মহাসুখ। কিন্তু মনুষ্য ইহা ভ্রমেও বুঝে না এবং বুঝিলেও, তদনুরূপ কার্য্য করে না।' অথচ মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাদির সীমা নাই। ঐ দেখুন, কত শত ব্যক্তি আমার পিতার দ্বারস্থ। সূর্য্যের উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত পিতার প্রসাদকামনায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং তজ্জন্য সামান্য দ্বারবান্ প্রভৃতিরও নিকট কত ধর্ষণা ও অবমাননা সহ্য করিতেছে, বলিবার নহে। মহারাজ দশরথ তিরস্কার করিলেও, পুরস্কার বোধে প্রতিগ্রহ করিতেও ইহাদের সঙ্কোচ বোধ হয় না! সকল মনুষ্যের অবস্থাই এই রূপ। ভগবন্! ইহারা কোন্ জাতি, বলিতে পারেন? অথবা, ইহারা পশুরও অধম জাতি, সন্দেহ নাই।

এই হরিণ অতি সামান্যপ্রাণ ও সামান্যবুদ্ধি। পিতা দশরথ ইহাকে অতি কষ্টে বদ্ধ করেন। আজিও ইহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কত শত অসামান্যবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণবান্ মনুষ্য আপনা হইতেই পিতার বশীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ বদ্ধ ও বশীভূত অবস্থায় তাহাদের মন একদিনের জন্যও ক্ষুণ্ণ বা বিকৃত নহে। প্রত্যুত, ঐরূপ বদ্ধ হইতে পারিলে, প্রভূত সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া থাকে। এইজন্য বলি, মানুষ পশুরও অধম।

ভগবন্! মানুষের মতিগতি কেন এরূপ বিকৃত হইল? আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ের নির্দ্দেশ করুন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমার সাতিশয় শোক ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে।

একচত্বারিংশ সর্গ।

(বৈরাগ্যের উপায়।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম। তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। আমি সংক্ষেপে যথাযথ উত্তর দিতেছি, অবধান কর।

পিতামহ পদ্মযোনি কহিয়াছেন, অনেক সাধনাবলে মনুষ্য-জন্ম হয়। কেননা, এই জন্মেই মুক্তির সোপান সংঘটিত হইয়া থাকে। মনুষ্যজন্মে মুক্তি না হইলে, আর কোন জন্মেই মুক্তি হয় না। প্রত্যুত, নরকের পর নরক সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার আর কোন কালেই পরিহার হয় না। দুঃখের বিষয়, মনুষ্যের মুক্তিপথে অনেক বিঘ্ন। একমাত্র বিষয়সেবা ইহার কারণ। মনুষ্য বাল্যকাল হইতেই, সংসর্গবশে বিষয়সেবায় প্রবৃত্ত ও ক্রমে আসক্ত হইয়া উঠে। এই প্রবৃত্তি কালসহকারে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে নিতান্ত বদ্ধ করে। যৌবনকালে এই প্রবৃত্তির শতমুখীভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ, ঐ কালই প্রধান কাল। এই কালে প্রবৃত্তি সকল, বসন্তকালীন কুসুমের ন্যায়, বিকসিত হয়। সুতরাং যৌবনই পরীক্ষার স্থান। মানুষের উদ্ধার হইবে কি, না হইবে; যৌবনকাল দেখিয়া তাহা যেমন বলা যায়, অন্য কোন কালেই সেরূপ নহে।

বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী সর্ব্বপ্রধান। এই স্ত্রী হইতে কামের সৃষ্টি হইয়াছে। যৌবনকালে স্ত্রীসঙ্গের প্রবল লিপ্সা মানুষকে মদিরাপানের ন্যায়, অতিমাত্র মত্ত ও পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায়,

একান্ত অবসন্ন করে। বিশেষ-বিবেচনাসহকৃত ধৈর্য্যগুণ সহায় না হইলে, সহসা উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নহে। মনই সকলের নিয়ন্তা। যৌবনে বর্ষাকালীন সলিলের ন্যায়, মন কলুষিত হইলে, প্রবৃত্তি সকলও কলুষিত এবং তৎসহায়ে ইন্দ্রিয় সকলও উদ্দাম হইয়া উঠে। তৎকালে প্রবল-ঘূর্ণ-পতিত নৌকার ন্যায়, বারং-বার দোদুল্যমান ও ঘূর্ণায়মান হওয়াতে, মানুষের নিরতিশয় শোচনীয় দশার আবির্ভাব হয়। যেরূপ প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইলে, সাগরে উত্তাল তরঙ্গমালার আবির্ভাব হয়, তেমনি যৌবনের উদয়ে প্রবৃত্তি সকলের বিক্ষোভ সংঘটিত হইয়া, মানু-ষের মনকে নিতান্ত ব্যাকুলিত করে। অথবা, বায়ুবশে মেঘসকল যেপ্রকার ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং তজ্জন্য আকাশের নিরতিশয় দুর্দ্দশার আবির্ভাব হইয়া থাকে, এইকালে হৃদয়ের অবস্থাও তদ্রূপ হয়। এইজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা উপদেশ করেন, যৌবনসময়ে সর্ব্বদা সৎসঙ্গে অবস্থিতি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অসৎ-সঙ্গের অশেষ দোষ। অতএব বাল্যকাল হইতেই অসৎসঙ্গত্যাগে সর্ব্বথা সর্ব্বথা যত্নবান্ হইবে। তাহা হইলে, উত্তরকাল সুখে অতিবাহিত হইবে। বাল্যকালের সংস্কারসকল আকাশের ন্যায়, অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য এবং প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় কোন কালেই অপনীত হয় না। যাহার বাল্যকাল যেমন হয়, উত্তরকাল তাহার তেমনি হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষরূপে বালককে সৎশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সৎশিক্ষা কাহাকে বলে, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যে শিক্ষায় আমি তুমি ইত্যাদি দৃশ্যজাত ভ্রমমাত্র বোধ হইয়া, অন্তঃকরণে দিব্যজ্ঞানযোগসহকৃত বৈরাগ্যযোগ উপস্থিত ও তৎসহায়ে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ সংঘটিত হয়, তাহার নাম সৎশিক্ষা। বাল্যকাল হইতেই ঐরূপ শিক্ষার

প্রসঙ্গ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় হইতে যত দূরে থাকা যায়, ততই বৈরাগ্যপথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। অবশ্যই এক দিন বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে, এইপ্রকার বোধই বৈরাগ্যের প্রধান সাধন। বিষয় সাক্ষাৎ বন্ধন, ইহা বারংবার বলিয়াছি। সৎশিক্ষাসম্পাদিতবিশুদ্ধ জ্ঞান ঐ বন্ধন ছেদনের খরধার অসি। এই অসি সংগ্রহ করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সংসারের পরই অপার অন্ধকার। জ্ঞানরূপ আলোক সহায় না হইলে, ঐ অন্ধকার পার হওয়া দুর্ঘট। বৎস! ঐ অন্ধকারের পরই অনন্ত নরক যেন হাহাকারে পরিক্রম করিতেছে! অন্ধকার পার না হইলে, ঐ নরকে পতিত হইতে হয়। কত শত ব্যক্তি ঐ নরকে পতিত হইয়া, হা মাতঃ, হা পিতঃ, হায় কি হইল, বলিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেছে, বলিবার নহে! মনুষ্যলোকে যাহারা অজ্ঞানান্ধ, তাহারা যেমন ইহসংসারে বাস্তবিক শান্তিসুখ দেখিতে পায় না, পরসংসারেও তেমনি ঘোর অন্ধকারে পুনঃ পুনঃ কৃমির ন্যায়, পরিবর্ত্তন পুরঃসর দুঃসহ যাতনাপরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, লোকে জানিয়া শুনিয়াও, কোন বৈরাগ্য আশ্রম না করে, পুনরায় কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বহুদিনের অভ্যাস কখনও সহজে ত্যাগ করা যায় না। মানুষ বিষয়সেবাদোষে অতিমাত্র ক্ষীণপ্রাণ হইয়াছে। সে সূর্য্যের আলোক, অগ্নির উত্তাপ, ঝটিকার আঘাত, হিমের তীক্ষ্ণশৈত্য ইত্যাদির নামমাত্রেই ভীত ও শঙ্কিত হইয়া থাকে। এই রূপ পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। দুঃখ না করিলে সুখ হয় না। কিন্তু মানুষের ক্ষমতা কোথায় যে সুখলাভের চেষ্টা করে? এইজন্য, জানিয়া শুনিয়াও, বৈরাগ্যপথের পথিক হইতে পারে না। বিষয়সেবায় যে আপাতরমণীয়তা ও আপাতসুখ আছে, তাহাই মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহাই

তাহার বৈরাগ্যপথের প্রবল অন্তরায় এবং তাহাই তাহার মুক্তি-মার্গের মহাবিঘ্ন। এ বিষয়ে জ্ঞানী অজ্ঞানী প্রভেদ নাই। মদিরা যেমন মানুষকে মত্ত করে, অথচ সে তাহা জানিয়াও সেবন করিতে নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ, বিষয়রসপানে মানুষমাত্রেই মত্ত হইয়া, বৈরাগ্যপথ বিস্মৃত হইয়াছে। এইজন্য মনীষিগণ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন, সংসারকে বিষমবিষবৎ জ্ঞান করিয়া, এককালেই পরিহার করিবে। ইহার কিছুতেই আসক্ত হইবে না। আসক্তিই পাপ, আসক্তিই বন্ধন এবং আসক্তিই নরক। আসক্তির সমান বিপদ বা সঙ্কট নাই। বৎস! তুমি সর্ব্বথা অনাসক্ত জানি; তথাপি, উপদেশ করিতেছি, পাপ আসক্তির ছন্দাংশেও যাইও না। উহা পিশাচীর ন্যায়, লোককে প্রলোভিত করিয়া, অবশেষে বিপন্ন করে। কত শত ব্যক্তি এই আসক্তির নির্ভরতায় অকালে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, বলিবার নহে। মধুমক্ষিকারা মধুলোভে অন্ধ হইয়া, যে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, তাহা সকলেই জানে। ইহাই আসক্তির পরিণাম। বৈরাগ্যযোগের যতপ্রকার শত্রু বা বিপক্ষ আছে, এই আসক্তি তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। বিশুদ্ধবুদ্ধি সাধুগণ স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আসক্তি হইতে মৃত্যু, নরক, অবসাদ, প্রমাদ ও বিপদসমূহের জন্ম হইয়াছে। অতএব ইহা অবশ্য ত্যাগ করিবে।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ। (যুদ্ধনিন্দা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর লীলা সরস্বতীর সহিত বিদূরথমণ্ডপে সমাগত হইয়া, সন্দর্শন করিলেন, প্রবলপ্রতাপ সিন্ধুরাজ উহা আক্রমণ করিয়াছেন এবং এই সংগ্রাম দর্শনার্থ ত্রিলোকীর যাবতীয় প্রাণী গগনমণ্ডলে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সমাগমে আকাশ-বিভাগ একান্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

দেবী সরস্বতী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া লীলাকে সম্বোধন

পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! মানুষের দুরাচারিত্ব, দুর্বুদ্ধিতা ও দুরাগ্রহ অবলোকন কর। যাহা ভূমিকম্পে এই মুহূর্ত্তেই লয় পাইতে পারে, অথবা জলপ্লাবনে অল্পক্ষণমধ্যেই মগ্ন হইয়া যায়, কিংবা অনাবৃষ্টিতে অতি অল্পকালমধ্যেই মরুরূপে পরিণত ও প্রাণিশূন্য হইতে পারে, সেই সামান্য ভূমিখণ্ডের জন্য মানুষ নিজের রক্তপর্য্যন্ত দান ও অন্যের রক্তশোষণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কি আশ্চর্য্য! এই অসার ভূসম্পত্তির জন্য ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পিতা পুত্রকে এবং বন্ধু বন্ধুকেও ভুলিয়া যায় এবং হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না! সংসারে কে কাহার আত্মীয়, কে কাহার পর, তাহার নির্ণয় করা দুর্ঘট! সামান্য বিষয়ের জন্য আত্মীয়ও পর ও পরও আত্মীয় হইয়া থাকে এবং অবিশ্বাসীও বিশ্বাসী ও বিশ্বাসীও অবিশ্বস্ত হয়। ইহা অপেক্ষা মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুরাচারিত্ব কি আছে?

ঐ দেখ, পরস্পর বিনাশ করিবার জন্য লোক সকল কেমন বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। হায়! যে প্রাণ বহুযত্নের সামগ্রী এবং যাহার মূল্য নাই ও তুল্য নাই, ঐ দেখ, ইহারা তাদৃশ প্রাণ পরিহারের জন্য কতই উদ্যোগ করিতেছে! আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবিত দশাতেও স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার জন্য ইহারা এইপ্রকার যত্ন করিয়াছে! কিন্তু অধুনা সেই প্রাণ মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে কৃতচিত্ত হইয়াছে। এই মুহূর্ত্তের পরস্পর আঘাত করিয়া, সকলে প্রাণত্যাগ করিবে। সুতরাং, যাহার জন্য এইপ্রকার প্রাণান্ত-সংঘটন, সেই ভূসম্পত্তি কে ভোগ করিবে, দুরাত্মাদের কি এক-বারও ইহা মনে হয় না?

ফলতঃ, যুদ্ধের ন্যায়, ঘোরতর নির্দ্দয়ের ও অধর্ম্মের কার্য্য দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীতে সকলেরই সমান অধিকার! এক জনের ভোগের জন্য কখনও ইহার সৃষ্টি হয় নাই। তবে কেন পরস্পর বিবাদ করে, কলহ করে ও যুদ্ধ করে এবং পরস্পরের শান্তি

ভঙ্গ করিয়া থাকে? আবার দেখ, সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে। রাজ্য বল, ভূমি বল, আর যাহাই বল, সকলই কিয়ৎক্ষণের জন্য। তবে কেন দুরাত্মা মানুষ তাহার জন্য অন্ধ হইয়া, আত্মহত্যা করিতে ধাবমান হয়? হায়! নিজের শরীরে সামান্যমাত্র আঘাত লাগিলেও, লোকে কতই বেদনা বোধ করে; কিন্তু দুরাত্মারা এখন তাহা ভুলিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে কেমন কৃতোদ্যম হইয়াছে, অবলোকন কর। ইহাদের আর সে দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই এবং ধর্ম্ম ও সত্যজ্ঞান নাই। ইহারা এখন সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হিংস্রপ্রকৃতি ধারণ করিয়াছে। অথবা, শোণিতমাত্রলিপ্সু রাক্ষস অপেক্ষাও ইহারা এখন ভয়াবহ হইয়াছে। অথবা, ইহারা এখন সাক্ষাৎ ভয়, শঙ্কা, হত্যা বা মৃত্যুস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই যুদ্ধ মৃত্যুর অন্যতর নাম ও রূপ! ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি যেমন সাক্ষাৎ মৃত্যু, এই যুদ্ধও তদ্রূপ সাক্ষাৎ মৃত্যু। ঐ দেখ, বিবিধ খরধার অস্ত্রশস্ত্র মৃত্যুর সাক্ষাৎ পরিবারের ন্যায়, ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে। ঐ সকল অস্ত্রের আঘাতে এখনই কত শত নিরপরাধ সাধুর প্রাণহত্যা হইবে, কত শত সতী বিধবা হইবে এবং কত শত পরিবার অনাথ ও নিরাশ্রয় হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই! দুরাচার নির্দ্দয় মানুষ এ সকল বিবেচনা করে না! সহজ অবস্থায় যাহার মনে দয়া ও মমতা এবং ধর্ম্মজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়, যুদ্ধের সময় সেও তাহা অনায়াসেই ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা যুদ্ধের জঘন্যতা ও ভয়াবহতা কি আছে? ঐ দেখ, পিতা পুত্রে এবং বন্ধুতে বন্ধুতেও বিপক্ষ হইয়াছে। সুতরাং, সংসারে কে কাহার পিতা, কে কাহার বন্ধু এবং কেই বা কাহার আত্মীয়? বিবাদ করিয়া, বিসংবাদ করিয়া, বিগ্রহ করিয়া, নিগ্রহ করিয়া, রোগে পড়িয়া, শোকে পচিয়া এবং অন্যান্য বিবিধ উপদ্রবে আক্রান্ত হইয়া, মরিবার জন্যই পাপাচার দুরাত্মা

মানুষ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে অমৃতের জন্য, অভয়ের জন্য এবং মুক্তির জন্য কিছুই করে না। যাহাতে আর না আসিতে হয়, আসিয়া আবার অনন্ত যাতনা ভোগ করিতে না হয়, তাহার জন্যও সে কিছুই করে না। সে নরক হইতে আসিয়াছে, পুনরায় নরকেই গমন করে। আহা, তাহার কি বিড়ম্বনা ও কি যাতনা! তাহার নিজের দোষে এই যাতনার পরিহার বা অবসান হয় না।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। (শূরস্বরূপ কীর্ত্তন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর লীলা ও সরস্বতী সংকল্প-শরীরসহায়ে দুর্ভেদ্য গগনতল ভেদ করত ঐ অদ্ভুত যুদ্ধকাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা অবলোকন করিলেন, বিমানচর প্রাণিগণে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। কোন স্থানে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে অপ্সরারা যুদ্ধপতিত শূরদিগকে আনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। কোন স্থানে রক্তমাংসাশী রাক্ষস, ভূত ও পিচাশ-গণ ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে পুষ্পবর্ষী বিদ্যাধরগণ অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে বেতাল, যক্ষ ও কুষ্মাণ্ডগণ আয়ুধপতন শঙ্কা করিয়া, গিরিতট আশ্রয় করিতেছে। কোন স্থানে পুরুষাভিমানবিশিষ্ট অক্ষুব্ধচিত্ত সদ্‌ভটগণ অবস্থিতি করি-তেছে। কোন স্থানে ভূতগণ উপস্থিতপ্রায় ভয়ঙ্কর রণবিষয়ে কথোপকথন করিতেছে। কোন স্থানে বিলাসশালিনী চামর-ধারিণী কামিনীগণ অস্ত্রপাতশঙ্কায় গগনবিভাগ পরিহারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে সোৎকণ্ঠে অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে অপ্সরারা লোকপালগণের স্তব গান করিতেছে। কোন স্থানে মুনীশ্বরগণ স্বস্ত্যয়ন ও দেবগণের আরাধনা করিতেছে। কোন স্থানে ইন্দ্রের সৈন্যসকল স্বর্গধামের উপযুক্ত শূরদিগকে আনিবার জন্য

সবিশেষ আগ্রহ সহকারে ঐরাবতাদি বাহনদিগকে সজ্জিত করিতেছে। কোন স্থানে গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ স্বর্গারোহণপ্রবৃত্ত শূরগণের সংবর্দ্ধনাজন্য উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে শূরসঙ্গসমুৎসুক সুরকামিনীসমূহ কটাক্ষবিক্ষেপসহকারে সদ্‌ভটসকলকে সন্দর্শন করিতেছে। কোন স্থানে দোর্দ্দণ্ড বীরগণের আলিঙ্গনকারিণী লম্পটস্বভাবশালিনী রমণীরা অবস্থান করিতেছে এবং কোন স্থানে শূরসকলের শুভ্রশীতল যশরূপ জ্যোৎস্নাসংসর্গে ভগবান্ ভাস্কর চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিরূপ বীরদিগকে শূর বলা যাইতে পারে, কিরূপ যোদ্ধা স্বর্গলাভের উপযুক্ত এবং কাহারাই বা তাহার উপযুক্ত নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যে সকল ভট শাস্ত্রসঙ্গত সদাচারসম্পন্ন প্রভুর রক্ষাজন্য সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ বা জয়লাভ করে, তাহারই শূর ও শূরলোকের উপযুক্ত। আর, তদিতর ব্যক্তিগণই অস্বর্গ্য এবং অনন্ত নরক প্রাপ্ত হয়। ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারী ভটদিগকে ভক্তশূর বলে। যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, সাধু, শরণাগত ও সুহৃদ্বর্গের রক্ষাজন্য সযত্নে সংগ্রাম করিয়া প্রাণ পরিহার করে, তাহারা স্বর্গের ভূষণ। যাহারা স্বদেশের পরিপালন এবং প্রভু বা রাজার জন্য যুদ্ধ করে, তাহারাই বীর এবং বীরলোকের উপযুক্ত। যাহারা প্রজাপীড়নপ্রবৃত্ত প্রভু বা রাজার জন্য যুদ্ধ করে, তাহারা নরকলাভ করে।

এই রূপে, ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট যোধগণই স্বর্গভোগী এবং তদিতর যোধগণের ভয়াবহ নিরয় সংঘটন হয়। ফলতঃ, যুদ্ধে পতিত হইলে, যোধমাত্রেরই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, ইহা কথার কথা। যাহারা ধর্ম্মযোদ্ধা, তাহারাই স্বর্গের ভূষণ এবং তাহারাই শূর, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। এই রূপে, যাহারা সদাচারসম্পন্ন সাধুগণের সংরক্ষণজন্য

নিয়মাবলী।

—০০—

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺ রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে যে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে, তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম (এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিষগণের বা অন্য কাহার কোন সত্বাধিকারই নাই বা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশেই পরিবর্ত্তন করি নাই। পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে, বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্বেও, লোকে ইহারই প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতি জটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ বাঙ্গালা হওয়া বড়ই কঠিন। তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুগম হইবে, বলিয়া, ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে, অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অংশ অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া, ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না, তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে, প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতেই ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এই বশিষ্ঠের ও সাধারণের ঈদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা।

ঐই টাকা ১ম হইতে আরম্ভ করিয়া, ২।৩ বারে শোধ করিতে হইবে, নতুবা, ।৶০ আনা হিসাবে পড়িবে। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে, সমগ্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪ ২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার নিকট প্রত্যেক খণ্ড ৷৷০ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে উত্তর দিনা। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য সহ পত্র লিখিবেন অগ্রে টাকা না পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয় না। মনিঅর্ডার বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে, বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নের লিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

যদি আমি ইহা পরিসমাপ্ত করিতে না পারি, তবে গ্রাহকগণের মূল্য ফেরৎ দিয়া, পুস্তক ফেরত লইব, ইহাতে অন্যথা হইবে না।

প্রকাশক	ঠিকানা
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।	৬ নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

৮ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

ষড়-দর্শন মীমাংসা ও শঙ্করভাষ্যমতে বর্ত্তমান
রুচির অনুসারে।

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক
বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
২৭ নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট, "মিনার্ভা প্রেসে"
শ্রীবৈদ্যনাথ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।৵০ আনা।
ডাকমাশুল—৴১০ আনা।

খড়্গাধারা সহ্য করে, তাহারই শূর ও শূরলোকের উপযুক্ত। সুরসুন্দরীরা তাঁহাদিগকেই আত্মদান করিবার আশয়ে সোৎকণ্ঠহৃদয়ে ইন্দ্রালয়ে অবস্থিতি করে। বিদ্যাধরকামিনীরা তাহাদের জন্যই সুমধুর মন্থর সঙ্গীতে স্বর্গমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে এবং কুলকামিনীরা তাহাদের নিমিত্তই সবিশেষ আগ্রহে স্ব স্ব কবরভারে সুন্দর মন্দারমাল্য বেষ্টন করে। সুর ও সিদ্ধসকলে সুশোভন বিমানপংক্তি তাহাদের জন্যই বিশ্রাম করে এবং সমস্ত স্বর্গভুবন তাহাদের জন্যই সমধিক উৎসবশোভা বিস্তার করে।

নতুবা যাহারা পাষণ্ড এবং দুরাকাঙ্ক্ষা বা লোভের পরতন্ত্র হইয়া, শুদ্ধ বিষয়বিস্তারমানসে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ বা জয় সাধন করে, অথবা যাহারা বিষয়বিস্তারলোলুপ ধনমদান্ধ প্রভুর জন্য যে কোনরূপে যুদ্ধ করে, তাহারা কখনও প্রকৃত শূর বা শূরলোকলাভের যোগ্য নহে। উহাদের নিশ্চয়ই নরকলাভ হয়। উহারা পরজন্মে রক্তমাংসাশী কৃমিকীট হইয়া, জন্মগ্রহণ করে। সিংহ ব্যাঘ্রাদি ইতর পশুরও সহিত উহাদের তুলনা হয় না। উহারা সর্ব্বথা মনুষ্যত্বহীন ও পশুত্ববিশিষ্ট। অথবা, উহারা পশু অপেক্ষাও অধমভাবে পরিণত। বিধাতা উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন, বলিতে পারি না। উহারা পর্ব্বতপ্রস্তরাদি অপেক্ষাও পৃথিবীর মহাভারস্বরূপ এবং মনুষ্যকুলের সাক্ষাৎ দুরপনেয় কলঙ্ক। উহাদের শেষে বা এককালীন ধ্বংসেই মনুষ্যসমাজের উন্নতি। উহারা ধর্ম্মের শত্রু ও অধর্ম্মের বন্ধু, সত্যের বিপক্ষ ও অসত্যের আত্মীয় এবং শান্তির কুঠার ও অশান্তির আশ্রয়।

চতুশ্চত্বারিং সর্গ। (যুদ্ধ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর সরস্বতীর সমভিব্যাহারিণী লীলা সেই বিমানালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, স্বীয় ভর্ত্তা বিদূরথের সুরক্ষিত সুরাষ্ট্রমণ্ডল মধ্যস্থ ভয়াবহ অরণ্যপ্রান্তরে প্রশান্তসাগর সদৃশ অক্ষুব্ধ দ্বিতীয় সৈন্যদল সমাগত হইয়াছে। ঐ উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইলে, যুদ্ধোন্মত্ত ভটগণ, সাড়ম্বর জলধরের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সমুজ্জ্বল কবচ সংসর্গে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, তাহাদের পরমশোভা প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাদের হস্তে সুনির্ম্মল সলিলধারা সদৃশ দিব্য নিস্ত্রিংশ সকল শোভমান। তাহারা পরস্পরের প্রহারসম্পাত লক্ষ্য করিতে লাগিলে, তাহাদের হস্তস্থিত প্রাস, পরশ্বধ, ঋষ্টি ও মুদ্গরাদি অস্ত্রশস্ত্রসমূহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে ইতস্ততঃ সঞ্চলন করাতে, তাহাদের কনকময় সমুজ্জ্বল কবচ-পরম্পরা, ভাস্করকরসদৃশ দিব্য ছটা বিস্তার করিল এবং তাহাদের পদভরে রণভূমি, পক্ষিরাজের পক্ষপবনপ্রকম্পিত বনরাজির ন্যায়, বারংবার বিকম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর উভয় দল শ্রেণীবদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া, ক্রোধভরে স্ব স্ব শরাসন সমুদ্যত করত চিত্রিতের ন্যায়, অনিমিষ নয়নে পরস্পরের মুখনিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের ভয়ঙ্কর হুংকারে অন্যান্য শব্দমাত্রই অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই রূপে, সেই উভয়পক্ষীয় অপার সৈন্য, প্রলয়কালীন প্রচণ্ড পবনপ্রবাহে পরিচালিত একার্ণবের ন্যায়, নিরতিবিক্ষোভিত ও দ্বিধনুপরিমাণ সেতু দ্বারা পরস্পর পৃথক্‌কৃত হইয়া, রাজার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভয়াবহ যুদ্ধরূপ অপরিহার্য্য কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত প্রায় জানিয়া, উভয়পক্ষীয় নরপতিই নিতান্ত চিন্তাক্রান্ত হইলেন। ভীরুগণের হৃদয়, ভেককণ্ঠস্থ ক্ষণিক ত্বকের ন্যায়, কম্পিত হইয়া উঠিল। অসংখ্য সৈন্য প্রাণান্তস্বীকারপুরঃসর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সংগ্রামে

অবস্থিতি করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধরেরা শরাসন আকর্ণ আকর্ণপূর্ব্বক শরত্যাগে উন্মুখ হইয়া রহিল। যোধগণ প্রহারপাতপ্রতীক্ষায় স্পন্দহীন দণ্ডায়মান থাকিল। অন্যান্যেরা ক্রোধভরে ভ্রূকুটিবিস্তার করাতে, লোকমাত্রেরই দুষ্প্রেক্ষ্য স্বরূপ ধারণ করিল। ভীরুগণ তাহাদের সেই ক্রোধাগ্নিতে যেন দগ্ধ হইয়া ম্লানবদনে পলায়ন করিতে লাগিল। অগণ্য সৈন্য ও মাতঙ্গ সমুত্থিত রজঃপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ইতস্ততঃ পরিক্রমণ আরম্ভ করিল।

অনন্তর উভয় পক্ষ পরস্পর পূর্ব্বপ্রহারপ্রতীক্ষায় স্থিরভাব ধারণ করিলে, নিদ্রাকুল পুরীর ন্যায়, তাহাদের কোলাহল নিবৃত্ত এবং শঙ্খ, তূর্য্য ও দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দও তিরোহিত হইল। অপার ধূলিপটল, নিবিড় জলদপটলের ন্যায়, সমুত্থিত হইয়া, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে, ভীরুস্বভাব যোধগণ রণস্থল ত্যাগ করিয়া, পলায়নের উপক্রম করিল। তৎকালে মৎস্য ও মকরব্যূহরচনাপূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যম প্রবর্ত্তিত হইলে, মৎস্যমকরসমাকুল সরোবরের ন্যায়, রণস্থলের সমধিক ভয়াবহতা প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি পতাকা পতপত শব্দে সমুত্থিত হইয়া, তারকানিকর আচ্ছাদিত করিল। গজারোহিগণ ঊর্দ্ধবাহু অবস্থিতি করাতে, গগনান্তরবিভাগ যেন অরণ্যময় হইয়া উঠিল। পক্ষপরিভূষিত প্রদীপ্ত আয়ুধ-পরম্পরার সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইল এবং দুন্দুভি প্রভৃতি অসংখ্য বাদিত্রের ধনন্ধং শব্দে ও শঙ্খাদির সুগভীর নিনাদে গগনান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনন্তর এক পক্ষ চক্রব্যূহ বন্ধনপূর্ব্বক বিপক্ষ যোধগণকে আক্রমণ করিলে, তাহারা দানবাক্রান্ত দেবগণের ন্যায়, শোভা ধারণপূর্ব্বক গরুড়ব্যূহ রচনা করিয়া, মাতঙ্গদলদলনে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে বিপক্ষীয়েরা শ্যেনব্যূহরচনাপূর্ব্বক তাহাদের

প্রতীত হইতে লাগিল এবং কেশকলাপ সুনীল গগনে সংসক্ত হইয়া, সুনির্ম্মল-সরোবর-সংস্থিত শৈলদামের শোভা সংহরণ করিল। যোধগণ বৈরনির্যাতনকামনায় পরস্পরের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ খরতর-নখর-প্রহারপুরঃসর বিপক্ষ পক্ষের নাসা, কর্ণ, চক্ষু ও স্কন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ছিন্নধনু মল্লগণ পরস্পর তিরস্কারসহকারে ক্রীড়াপূর্ব্বক বাহুযুদ্ধ করিয়া, জয়স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। মদমত্ত মাতঙ্গগণ সবেগে পতিত হইয়া, পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল। রথবেগবিনিহত সৈন্যসমূহের শোণিতরাশি, স্রোতস্বিনীর ন্যায়, সমুদায় সংগ্রামভূমি প্লাবিতপ্রায় করিল। সংক্ষোভিত সাগরসদৃশ সুতুমুল গর্জ্জন করিয়া, উভয়পক্ষই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায়, তাহাদের গভীর হুঙ্কারে কর্ণ বধিরপ্রায় হইল। মৃত্যু যেন সাক্ষাৎকারে সমাগত হইয়া, উভয়পক্ষীয় যোধদিগকে স্পষ্টই গ্রাস করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে সুমেরুসদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি মদমত্ত গজেন্দ্রগণের সুভীষণ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত, শূরগণের সবেগ সমুৎক্ষিপ্ত শস্ত্রসমূহের আঘাতে বিহঙ্গসকল দূরে বিদ্রুত, মরণোন্মুখ যোধগণের ক্রন্দনে ঘর্ঘর শব্দ সমুত্থিত এবং কুঠারসকলের প্রবল প্রহারে সৈন্যসকলের মস্তকসকল বিদলিত হইতে লাগিলে, রণভূমি, প্রেতভূমির ন্যায় ভয়াবহ হইয়া উঠিল। গগনতল সমুত্থিত খড়্গরাশির সংসর্গে তারকাময় ও অবনিতল পরস্পরের আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহের প্রভাপরম্পরায় আলোকময় এবং আকাশমণ্ডল শূরগণের সমুৎক্ষিপ্ত তোমর সকলে তোরণমালাময় ও খড়্গসকলে কুন্তলরাশিময় প্রতীত হইতে লাগিল। শূন্যমার্গে সমুত্থিত কুন্তসকল বংশকাননসংসক্ত দাবদহনবৎ শোভা ধারণ করিল। প্রধান প্রধান সৈনিকগণ শস্ত্রবর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ধারাসম্পাতপরিব্যাপ্ত পর্ব্বতপংক্তিবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অপ্সরারা

শূলবেগে সমুৎপাতিত স্বর্গসমুচিত শূরগণের আনয়নজন্য সম্যগ্‌-বিধানে কৃতোদ্যম হইল। ভটগণের মুখরূপ সরোজরাজি কমনীয় কেয়ুরপ্রভায় দশ দিক্‌ সমুদ্ভাসিত করিয়া, গুরুতর গদার আঘাতে তুষারবিগলিত পদ্মের ন্যায়, পৃথ্বীতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পরস্পরের প্রবল প্রাসবেগে যোধগণ সংপিষ্ট হইয়া, ভূতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। চক্র ও ক্রকচ প্রভৃতি অস্ত্রসকলের আঘাতে অশ্ব, গজ ও মনুষ্যসকল অনবরত ছিন্ন ভিন্ন এবং মত্ত মাতঙ্গগণ পরশুপ্রহারে ইতস্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল। যন্ত্র ও পাষাণ প্রভৃতির আঘাতে রথ ও ধ্বজসকল নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। পাশাস্ত্রপ্রয়োগপটু বীরগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া, পরিদেবনাপুরঃসর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। অসংখ্য যোধগণ ক্ষুরিকাঘাতে ভিন্নকুক্ষি ও ভিন্নহৃদয় হইয়া, ভূতল আশ্রয় করিল। কেহ কেহ সগর্ব্বে চীৎকার ও সক্রোধে সিংহ-নাদ করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বজ্রমুষ্টির আঘাতে নিষ্পিষ্ট ও ধরাশায়ী হইল। পট্টিশ সকল প্রবলবেগে শ্যেনপক্ষীর ন্যায়, আকাশে উৎপতিত হইতে লাগিল। অনবরত শরসঙ্ঘাত-নিপাতবেগে প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। যেরূপ উলূখলে তণ্ডুল চূর্ণ হয়, তদ্রূপ সংগ্রামে সৈন্যসকল চূর্ণ হইতে লাগিল। যেরূপ ব্যাধগণ বিহঙ্গদিগকে বধ করে, সেইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ বীর-গণের নিস্ত্রিংশপ্রহারে নিহত হইতে লাগিল। যেরূপ শ্বাপদগণ নখরপ্রহারে, শূরগণ সেইরূপ শরাঘাতে অসংখ্য সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইল। কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহার মস্তক, কাহার কর্ণ, কাহার নাসিকা এবং কাহারও বা চক্ষু ছিন্ন হইয়া গেল। সৈন্যগণের নিক্ষিপ্ত কুম্ভস্থ অগ্নি সংযোগে মৃতপতিত যোধগণের হস্ত হইতে অস্ত্র সকল সশব্দে পতিত হইতে লাগিলে, অন্যান্য শব্দ তিরোহিত হইল এবং উল্লিখিত তপ্তাঙ্গার দ্বারা শরাসন

সকল দগ্ধ, আয়ুধ সকল পরিত্যক্ত ও সৈন্যগণের নেত্র সকল বিপ্রকৃষ্ট হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ যোধগণ বিষদিগ্ধ শরসকল মোচন করিতে লাগিলে, কবন্ধগণ ময়ূরের ন্যায়, মত্ত হইয়া, সহর্ষে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। প্রলয়কালে যেরূপ মহাবেগ প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রবলবেগে সেই ভয়াবহ সমর প্রবর্ত্তিত হইলে, মাতঙ্গগণ জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায়, ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ। (মানুষ পশুরও অধম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! গন্ধর্ব্বাদিরা ঐ যুদ্ধদর্শনে পরস্পর বলিতে লাগিল, ঐ দেখ, শূরগণের মস্তকপরম্পরা চঞ্চল বিহগবৎ অবিরত পতিত হওয়াতে, গগনমণ্ডল যেন তারকামালায় বিরাজ-মান ও বিলোল-কমল-সঙ্কুল সরোবরের ন্যায়, শোভমান হইয়াছে এবং সমীরণ বীরগণের শোণিতশীকরসম্পর্কে অরুণবর্ণ ধারণ-পূর্ব্বক সায়ংকালীন জলদশোভা তিরস্কৃত করিয়াছে।

নভশ্চরেরা বীরদিগকে কহিতে লাগিল, তোমরা ভয়পরি-হারে উৎসাহসহকারে যুদ্ধ কর। হে বীরবর্গ! এই নীলোৎপল-দলসদৃশ নিস্ত্রিংশসকল বীরাবলোকিনী স্বর্গলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ নয়ন-ভ্রম। সুরাঙ্গনারা তোমাদের আলিঙ্গনলাভে একান্ত সমুৎসুক হইয়া, পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং দেবগণ তোমাদের স্বর্গারোহণ প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া, নন্দনকাননে সুমধুর সঙ্গীত সহকারে নৃত্য করিতেছেন।

সৈন্যগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, স্ত্রী যেরূপ কুটিল কটাক্ষ-বিক্ষেপে পুরুষের মর্ম্ম ভেদ করে, ঐ দেখ, সেনানীগণের কঠোর কুঠারাঘাতে যোধগণের হৃদয় তেমনি বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ভীষণ ভল্লের গুরুতর প্রহারে মদীয় পিতৃদেবের সমুজ্জ্বল-কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল! ঐ দেখ, পরম-

প্রীতিময় স্নেহনিধি ভ্রাতা আমার ধূলিধূসর মলিন দেহে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন! আহা, ইহাঁর হস্ত পদ উভয়ই ছিন্ন হইয়াছে এবং চক্ষুর্দ্বয় স্ফুটিত হইয়া গিয়াছে! তথাপি, প্রাণ ইহাঁকে ত্যাগ করে নাই। ইহা অপেক্ষা পরম পরিতাপের বিষয় আর কি আছে! হায়, যুদ্ধকাণ্ড কি ভয়াবহ! ঐ দেখ, অপার প্রণয়-ভাজন বন্ধু আমার বিপক্ষের অসিপ্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন! কাক ও কুক্কুরগণ ইহাঁকে আকর্ষন করিতেছে। হায়, আমার হৃদয় কি কঠিন! আমি এখনও ইহা দর্শন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি! ঐ দেখ, অসীমভক্তিভাজন পিতৃব্য আমার অনাথের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন! ইহাঁর চারি দিকে শৃগাল ও বায়সগণ চীৎকার করিতেছে। এখনও ইহাঁর প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে নাই; তথাপি ইনি ইহাদিগকে প্রতিষেধ করিতে পারিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা শোকের বিষয় আর কি হইতে পারে! হায়, আমরা যখন গৃহ হইতে বহির্গত হই, তখন জননী আমার জন্য, ভ্রাতার জন্য, পিতার জন্য ও পিতৃব্যের জন্য কতই ক্রন্দন করিয়াছিলেন! সেই ক্রন্দন এখন যথার্থ হইল! আর একজন তাহাকে প্রতিষেধ করিয়া কহিল, ভাই! এই রূপ শোকাবহ, ভয়াবহ, ঘৃণাবহ মৃত্যু লাভ জন্যই যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। পাপ পৃথিবীতে মনুষ্য যতদিন, যুদ্ধও ততদিন। মনুষ্যের ধ্বংস না হইলে, যুদ্ধেরও শেষ হইবে না। অতএব, আইস, আমরাও যুদ্ধ করিয়া, এই সকল বীরের অনুগমন করি। ঐ দেখ, বিষমপ্রকৃতি বীরগণের নারাচধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়া, করিকুম্ভসকল সলিলধারায় সমাচ্ছন্ন শৈলশৃঙ্গের শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, ছিন্নশিরা বীরগণ, হায়! আমার মস্তক ছিন্ন হইল! বলিয়া সখেদে আকাশপথে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মহোৎসবসন্দর্শনে সেই শোক বিস্মৃত হইয়া, সানন্দে কহিতেছে, আহা, আমি মস্তক দিয়া জীবিত হইলাম, আমার মৃত্যু হয় নাই!

দেবগণ দলবদ্ধ হইয়া, কহিতে লাগিলেন, এই সকল যোদ্ধ প্রাণত্যাগ করিলে, ইহাদের পত্নীগণ মরণান্তে অপ্সরা হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে পুনরায় পতিরূপে পরিগ্রহ করে। ঐ দেখ মৃতপতিত বীরগণের রমণীরা অধুনা দেবপুরস্ত্রী হইয়া, স্বীয় স্বামীর অন্বেষণ করিতেছে। স্বর্গ পর্য্যন্ত সমুৎক্ষিপ্ত এই সকল আয়ুধ,বীরগণের স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ শোভা পাইতেছে

সেনাপতিরা বলিতে লাগিলেন, হায়, যেরূপ কল্পান্তকালীন কল্লোল দ্বারা সুমেরু শৈল বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ বিপক্ষের সমুদ্ধত মুষ্টি প্রহারে অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধাই পতিত হইতেছে! ঐ দেখ, মৃতপতিত বীরগণ দিব্যদেহে কবরী-বলন-ব্যগ্রচিত্তা অপ্সরা গণের পার্শ্বদেশে বিরাজ করিতেছে। অতএব সৈন্যগণ তোমরা যুদ্ধে সবিশেষবিধানে প্রবৃত্ত হও।

অপ্সরারা পরস্পর বলিতে লাগিল, অহে! এই বিকসিত কনককমল সুশোভিত দীর্ঘায়ত সুরনদীর সুশীতলসমীর সম্পন্ন ছায়াময় তটদেশে বিশ্রাম করিয়া, অবলোকন কর, সায়করূপ সলিলশালিনী জীববাহিনী স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। রণ রেণু ঐ নদীর পঙ্ক এবং বীরগণের মস্তক উহার পদ্ম। আয়ুধ পরম্পরার প্রভাজাল ঐ বাহিনীপদ্মের মৃণাল, খড়্গ উহার দল শূলাদি শস্ত্রসমূহ উহার কণ্টক এবং কেতুপটাদি উহার ভ্রমর। ঐ নদী বায়ুবেগবিকম্পিত পদ্মসরসীর ন্যায়, বিরাজমান হইয়া গ্রহমার্গে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গগণ, পর্ব্বতবৎ ধরাতলে পতিত হইতেছে। বীরগণের সুশুভ্র ছত্র সকল,শশাঙ্কবৎ গগনগর্ভে বিরাজমান হইতেছে। শূল ও শক্তি প্রভৃতি আয়ুধ সকল আকাশসাগরে চঞ্চল মকরাদির ন্যায়, শোভমান হইতেছে সায়কাঘাতে ছিন্ন পতিত ছত্রসকল, হংসরাজির ন্যায়, বিলসিত হইতেছে। বীরগণের ছত্র, চামর ও কেতু সকল অস্ত্রাঘাতে বিদলিত ও ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। দোর্দ্দণ্ড ভটগণের কঠি

বর্ম্মে প্রতিহত খড়্গ সকলে. প্রচণ্ড ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। প্রলয়কালীন প্রবল পবনে পর্ব্বতপ্রচয়ের ন্যায়, বীরগণের শরাঘাতে মাতঙ্গসকল বিনষ্ট হইতেছে। রক্তময় মহাহ্রদে রথসকল রথী, সারথী ও অশ্বের সহিত মগ্ন হইতেছে। ঐ দেখ, স্বয়ং যম যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া, লোক সকল গ্রাস এবং কালরাত্রি যেন তাহার সহায়তা করিতেছে। ঐ দেখ, বসা ও রুধিরের উৎকট গন্ধে দশ দিক্ পরিপূরিত ও অতীব বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ঐ দেখ, যুদ্ধ অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। রক্তের ভয়াবহ নদীসকল প্রবল প্রবাহে ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতেছে। কত অশ্ব, কত হস্তী ও কত পদাতি উহার খর স্রোতে ভাসমান হইতেছে, অবলোকন কর। ঐ দেখ, রণসাগর চক্রতরঙ্গে সঙ্কুল ও খড়্গচূর্ণে বালুময় হইয়া উঠিয়াছে। আর উহা পার হওয়া যাইতেছে না।

বীরগণ বলিতে লাগিল, আমরা যে অভিমত কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলাম, নারাচ সকল তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিয়া, অতীব কঠিন উপলখণ্ডে প্রতিহত ও তদ্বিনির্গত তড়িচ্ছটাসদৃশী বহ্নিশিখায় অতিমাত্র উত্তপ্ত হইয়া, তত্তৎ উপলখণ্ড ভেদ করত সশব্দে বহন্ করিতেছে। হা হা ধিক্! মিত্র! তোমার ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়াছে এবং বেলাও অবসান প্রায় হইয়াছে। অতএব আইস, এই প্রজ্বলিত নারাচ সকলে অঙ্গভঙ্গ না হইতেই, সকলে প্রস্থান করি।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। (যুদ্ধ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! অনন্তর রণসাগর একান্ত ভীষণ ও উদ্বেল হইয়া উঠিল। তুরঙ্গমসকল তরঙ্গ, ছত্রসকল ফেণপুঞ্জ, শরসকল শফরী, সাদী প্রভৃতি সৈন্যগণ মহাকল্লোল, বহুবিধ আয়ুধশ্রেণী নদী, রথচক্রাদি আবর্ত্ত, করিগণের প্রকাণ্ড কুম্ভ সকল কুলাচল এবং মস্তকসকল আবর্ত্তপতিত তৃণরাজির

ন্যায়, ঐ সাগরে ঘূর্ণিত, পতিত, উত্থিত ও প্রবাহিত হইতে লাগিল। তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হইয়া, যে শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা রোদোরন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গেল। শস্ত্রসকল ঐ মহাসাগরের সলিল এবং সেনাসকল তিমি ও তিমিঙ্গিল। উহার ঘুমঘুম শব্দে দিক্ বিদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের শিরোরূপ শীকরসমূহ উহাতে উৎপতিত ও নিপতিত এবং চক্রব্যূহরূপ আবর্ত্তমধ্যে সেনারূপ নৌকাসকল প্রতিপদেই মগ্ন হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের প্রকাণ্ড-শরীর-গলিত, রুধিররাশি উহার বুদ্বুদ।

এই রূপে, ঐ সংগ্রাম মহার্ণব একান্ত অদ্ভুত হইয়া উঠিল। রণস্থলে কল্পান্তকালীন ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। তাহাতে অচলসকল বিচলিত, করিকুম্ভরূপ অসংখ্য ভূধরশৃঙ্গ পতিত, ভীরু সৈন্যরূপ ভীত মৃগগণ বিদ্রুত, গর্জ্জনের ঘুরু ঘুরু ধ্বনি প্রাদুর্ভূত এবং চঞ্চলশরনিকররূপ শরভসমূহ ইতস্ততঃ পলাইত, ধূলিরাশিরূপ জলদপটলে গগনতল আচ্ছাদিত, সৈন্যরূপ পর্ব্বতসকল বিগলিত, মহারথের অঙ্গসকল স্খলিত, শোণিতনদী প্রবাহিত এবং গজগণ সশব্দে পতিত হইতে লাগিল। ধ্বজ, ছত্র ও পতাকাসহিত অসংখ্য রথ বিনষ্ট হইয়া গেল। বীরগণের বিনির্ম্মুক্ত শরজালে গগনমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল এক কালেই আচ্ছন্ন হইল এবং সমস্ত ভুবন হাহাকারে পূর্ণ হইতে লাগিল। রাশি রাশি অস্ত্র একত্র নিপতিত হইয়া, পর্ব্বতবৎ প্রতিভা ধারণ করিল। অস্থি, কঙ্কাল, মেদ, মজ্জা ও খণ্ডিত মাংসরাশিতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। তদ্দর্শনে ভীরুগণ পলায়ন করিতে লাগিল এবং যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচেরা আনন্দে রুধিরপ্রবাহে নৃত্য আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে সমরে অপরাঙ্মুখ কুলপদ্ম বীরগণ পরস্পর সংহারবাসনায় কালান্তক যমের ন্যায়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং গজে গজে ও অশ্বে অশ্বে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, রণভূমি শমননগরীর

ন্যায় প্রতীয়মান হইল। অশ্বগণের গর্জ্জনে রোদোরন্ধ্র বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আমারে মারিও না, ক্ষমা কর, আমি না জানিয়া প্রহার করিয়াছি; হায়, সংগ্রাম কি ভয়ঙ্কর! এখানে আত্মপর ভেদ নাই, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জ্ঞান নাই এবং দয়া মমতা ও করুণার লেশ নাই, না জানিয়াই ঈদৃশ যুদ্ধে আসিয়াছিলাম,ভীরুগণের ইত্যাকার করুণ বাক্য কাহারও কর্ণগোচর হইল না!! লোকে আপনা ভুলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহাই পাপযুদ্ধের পরিণাম!!!

অনন্তর চক্রধর চক্রধরে, ধনুর্দ্ধর ধনুর্দ্ধরে, খড়্গধর খড়্গধরে, ভুষণ্ডিধর ভুষণ্ডিধরে, মুষলধর মুষলধরে, কুন্তধর কুন্তধরে, ভৃষ্টধর ভৃষ্টধরে, প্রাসধর প্রাসধরে, গদাধর গদাধরে, মুদ্গারধর মুদ্গারধরে, শক্তিধর শক্তিধরে, শূলধর শূলধরে, পরশুধর পরশুধরে, উপলধর উপলধরে,পাশধর পাশধরে,শঙ্কুধর শঙ্কুধরে,ক্ষুরিকাধর ক্ষুরিকাধরে, ভিন্দিপালধর ভিন্দিপালধরে,অঙ্কুশধর অঙ্কুশধরে,হলধর হলধরে ও ত্রিশূলধর ত্রিশূলধরে এবং কবচী কবচীর ও রথ রথীর সহিত ঘোর-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; রণভূমি আরও ভীষণ হইয়া উঠিল।

——০——

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ। (সাংগ্রামিকসহায় বর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! লীলানাথ বিদূরথের সাহায্য জন্য যে সকল বীর যে দেশ হইতে আসিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বদিগ্বাসী কোশল, কাশী, মাগধ, মিথিল, উৎকল ও কর্কর; ক্ষুদ্রদেশবাসী রণশৌণ্ড্যগণ, মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখ্য, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্-জ্যোতিষ, বাজিমুখ ও অম্বষ্ঠবাসী পুরুষাদগণ, বর্ণকোষ্ঠ ও সবি-শ্বোত্রবাসী অমমীনাশী পুরুষগণ, ব্যাঘ্রবক্ত্র, কিরাত; সৌবীর ও একপাদগণ; মাল্যবান্, শিবিরাঞ্জন, বৃষলধ্বজ, পদ্মাস্য ও উদয়-পর্ব্বতনিবাসী বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বদক্ষিণ দিক্ হইতে চেদি, বৎস, দশার্ণ, অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, কঠর, বিদর্ভ, মেথর, শবরাস্য, কর্ণ, অত্রিপূর,কণ্টক-স্থল, পৃথক্‌দীপ, কোমল, কর্ণান্ধ্র,চৌলিক, চার্ম্মণ্বত, কাকক, হেম-কুম্ভ, শ্মশ্রুধব, বলীগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা ও নালিকেরীনিবাসী বীরগণ ঐ যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণদিক্‌স্থ বিন্ধ্য, কুসুমাপিণ্ড, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর, মলয় ও সূর্য্য-বানবাসী বীরগণ; গণরাজ্য, অবন্তী, শাম্ববতী, ঋষিক, আতুব, কচ্ছপ, বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি, নাগর, দণ্ডগ, নৃরাষ্ট্র, শাহা, শৈব,অর্ঘ্যমূক,কর্কট,বনবিম্বিল,ও পম্পাধিবাসী যোধগণ,কৈরঞ্চবাসী মহাবীরগণ, স্বৈরিক ও যাসিকবাসী পঞ্জিকাগণ, কাশিক, তাম্রপর্ণ, গোনর্দ্দ ও কালকবাসী দীনপতনগণ; তাম্রী, কদম্ববাকীর্ণ,সহকার, এণেক, বৈতুণ্ড, তুম্বনাল, জীনদ্বীপ, কর্ণিক, কর্ণিকার ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট শিবি, কৌঙ্কণ, চিত্রকুট, কর্ণাট, মণ্টবট, মহাকটকিক, অন্ধ্র, কোলগিরি, চণ্ডায়ত্ত, দেবণক ও ক্রৌঞ্চবাসনিবাসী বীরগণ; শিবা-ক্ষারোদ, মর্দ্দন, মলয়াচল,চিত্রকূটশেখর ও লঙ্কানিবাসী নিশাচরগণ বিদূরথের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল।

পশ্চিমদক্ষিণদিক্‌স্থ সুরাষ্ট্র, সিন্ধু ও সৌবীরবাসী শূদ্রগণ; আভীর, দ্রাবিড়, কীকট, সিদ্ধখণ্ড, শালিরুহ ও তত্রত্য হেমগিরি এবং রৈবতক পর্ব্বতনিবাসী বীরগণ, জয়কচ্ছ ও ময়রববাসী যবনগণ, বাহ্লীক, মার্গণ,ধূম্রবাসী তুম্বক ও নরপতিগণ এবং তত্রত্য পর্ব্বত ও সাগরতীরনিবাসী যোধগণ সেই যুদ্ধে লীলানাথের সহায় হইয়াছিলেন।

বৎস রামভদ্র! অধুনা অপরপক্ষীয় বীরগণের বিবরণ করি-তেছি, শ্রবণ কর।

পশ্চিমদিক্‌স্থ পর্ব্বতরাজ মণিমান্,অঙ্কুর, অর্পণ, শৈব্য, চক্রবান্ ও অস্তভূধর প্রভৃতি মহাদ্রিবাসী বীরগণ; অমরক, হৈহয়, সুহ্ম ও সাগরবাসী বীরগণ; পঞ্চজননামধেয় সুপ্রসিদ্ধ জনগণ, ভারক্ষ

ও শান্তিকগণ ; তাজিক, হূণক, কর্ক ও গিরিপর্ণবাসী ধর্ম্মমর্য্যাদা-হীন ম্লেচ্ছগণ ; মহেন্দ্রশিখরস্থ মুক্তামণি ভূমিবাসী বীরগণ ; রথাশ্ব পর্ব্বত ও মহাসাগরতটস্থ পরিপাত্র ভূধরবাসী যোধগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যনিমিত্ত ঐ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন।

পশ্চিমোত্তরদিক্‌স্থ গিরিমতিরাজ ; নিত্যোৎসবসম্পন্ন বেনু-পতি ; ফাল্গুন, মাণ্ডব্য, ধেনুনেত্র, পুরুকন্দ, পার, ভানুমণ্ডল ও ভাবনবাসী যোধগণ ; রশ্মিল ও নলিনবাসী দীর্ঘকায় দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘবাহু বীরগণ ; রঙ্গ, স্তনিক, গুরুহ ও লুহদেশবাসী জনগণ এবং গোব্রহ্মাপত্যভোজী স্ত্রীরাষ্ট্রদেশীয় পুরুষগণ বিদূরথের প্রতিপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

উত্তরদিক্‌স্থ হিমালয়, ক্রৌঞ্চ, মধুমান্, কৈলাস, মসুমান্ ও প্রত্যন্তপর্ব্বতবাসী জনগণ ; মদ্রবার, মালব ও শূরসেননিবাসী যোধগণ ; ত্রিগর্ত্ত, একপাত্য, ক্ষুদ্র, মাবল ও অস্তপর্ব্বতবাসী বীরগণ ; অবল, প্রস্তবল, কাশ, দশাধান,ধানদ, সারক, বাটধানক, অন্তরদ্বীপ ও গান্ধারনিবসী জনগণ ; তক্ষশিলা, বীলবলেধতী, পুষ্করাবর্ত্ত, যশোবতী মহী, নাভিমতী, তিক্ষাকালবর, কাহক সুর-ভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, পিঙ্গল ও পাণ্ডব্যবাসী যোধগণ ; যমুনাতীরনিবাসী যাতুধানগণ এবং অশীতিশতযোজনবিস্তৃত অজনপদভূমিবাসী বীরগণ ঐ যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন, উত্তরপূর্ব্বস্থ মালব, রন্ধ্রুরাজ্য, বনরাষ্ট্র, সিংহ, পুত্র, সাবার্ক, আরলবহ, কাশ্মীর, দরদ, কালুত, ব্রহ্মপুত্র, কুনিদ, নদিন, মতিমান, পলোল, কুবিকৌতুক, কিবাত, যামুপর্ব্বত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবন, ভূবিভাগ, বিশ্বাবসুর উৎকৃষ্ট মন্দিরভূমি, কৈলাস-প্রদেশ, তদন্তর মঞ্জুবনপর্ব্বত এবং বিদ্যাধর ও দেবগণের বিমান-সদৃশ ভূমি হইতেও যোধগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যার্থ সমাগত হইয়াছিলেন।

— ১*৫ —

উনপঞ্চাশত্তম সর্গ। (লোভই মৃত্যু।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! অবশ্যই মরিতে হইবে, এ কথা যেমন সত্য, এমন আর কিছুই নহে। এই আমি, এই তুমি, এই আপনি, ঐ সূর্য্য, ঐ চন্দ্র, ঐ বৃক্ষ সকলকেই একদিন অনন্তকাল-কবলে কবলিত হইতে হইবে। মৃত্যুর দ্বারও অনেক। রোগ, শোক, পরিতাপ, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি মৃত্যুর দ্বার সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, জল, অনল, উদ্বন্ধন, বিষ, বিষপ্রয়োগ, ফলতঃ, সকলই মৃত্যুর দ্বার বলিলে অসঙ্গতি হয় না। এই রূপে মৃত্যু যেমন সকল কালে, সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতেই সুলভ, এরূপ আর কিছুই নহে। আবার, জীবন যেমন মিথ্যা, এরূপ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। এইরূপে যখন অতিসহজে মৃত্যু হইয়া থাকে, তখন নির্ব্বোধ ও হতভাগ্য মানুষ কিজন্য ব্যগ্র হইয়া বিবাদ, বিসংবাদ ও যুদ্ধাদিতে তাহার অন্বেষণ এবং আপনা হইতেই তাহাকে আহ্বান করে? অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! একমাত্র লোভই এ বিষয়ের কারণ। লোভে বুদ্ধি বিচলিত ও বিষয়পিপাসা প্রাদুর্ভূত হয় এবং বুদ্ধিপ্রমাদ ও বিষয়পিপাসা হইতেই শতদিকে মৃত্যুর দ্বার বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! এই লোভ হইতে পাপের সৃষ্টি হইয়াছে। পাপ সাক্ষাৎ মৃত্যু। কত লোক বিষয়লোভে আত্মহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা বন্ধুহত্যা ও গুরুহত্যা করে, বলিবার নহে। লোভ হইতে মৃত্যুর সহিত যে অনন্ত দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছে, তৎসমস্ত অতীব ভয়াবহ ও নিতান্ত দুঃসহ। মানুষের বিষয়পিপাসা যখন বলবতী হয়, তখন সে শতবৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠে। এই সময়ে দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুর্ব্বাসনা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপসর্গসকল উপস্থিত হইয়া তাহাকে আরও

বিব্রত করে। কত লোক বিষয়লোভে স্ত্রীপুত্রাদিকেও ত্যাগ করে; অন্যের কথা আর কি বলিব? ভাল খাইব, ভাল পরিব এবং ভাল থাকিব ইহা সকল মনুষ্যেরই অভিলাষ। এই অভিলাষই লোকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। এই অভিলাষবশেই মত্ত ও অন্ধ হইয়া, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, বন্ধু বন্ধুকে, পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে এবং গুরু শিষ্যকে ও শিষ্য গুরুকে বঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অধিক কি, এই অভিলাষই সংসারে চোর, দস্যু, তস্কর ঘাতক, অপহারক, প্রতারক, লুণ্ঠক ও যাষ্টিক প্রভৃতি বহুবিধ পাপমানুষের সৃষ্টি করিয়াছে। লোকে যে প্রভু হইয়া ভৃত্যকে পীড়নাদি করে এবং ভৃত্য হইয়া যে প্রভুর পদানত হয়, এই অভিলাষই তাহার কারণ। অথবা, পাপসংসারের পাপমানুষের পাপের কথা আর কত বলিব? ভাবিলেও ঘৃণা হয়, শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে ইচ্ছা হয়, দেখিলেও পাপ হয় এবং বলিলেও পরলোক নষ্ট হয়, লোভবশে ঈদৃশ জঘন্য কার্য্য করিতেও দুরাচার মানুষ পশ্চাৎপদ হয় না!!

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! বৃক্ষ সকল কি ফলপত্রাদিশূন্য হইয়াছে? জলাশয় সকল কি শুষ্ক হইয়াছে? পৃথিবী কি আর আহার প্রদান করেন না? বিধাতাও কি আর সৃষ্টি রক্ষায় সম্মত নহেন? তবে কেন মানুষ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনাদির জন্য মানুষের উপাসনা করে, বিবাদ করে, যুদ্ধ করে, লুণ্ঠন করে এবং হরণাদি অন্যান্য মহাপাপের অনুষ্ঠান করে? তৃষ্ণা হইলে, জলাশয় সকল জল দিবে; ক্ষুধা হইলে বৃক্ষ সকল ফল দিবে; নিদ্রা হইলে, ভগবতী ধরিত্রী ক্রোড় দিবেন এবং অসহায় হইলে স্বয়ং বিধাতা রক্ষা করিবেন, মানুষ ইহা কি অবগত নহে? তবে কেন পাপ করে ও অধর্ম্ম করে।

সে যাহাহউক, আপনি পুনরায় সেই ভয়াবহ দারুণ যুদ্ধ কীর্ত্তন করুন।

পঞ্চাশত্তম সর্গ। (যুদ্ধ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অবধান কর। অনন্তর সমবেত যোধগণ পরস্পর স্পর্দ্ধাপরায়ণ ও জিগীষাপরবশ হইয়া, পাবক-পতনোন্মুখ শলভের ন্যায়, প্রজ্বলিত সংগ্রামদহনে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। মধ্যদেশবাসী যে সকল বীর লীলা-নাথের স্বপক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন, অধুনা তাহাদের যুদ্ধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

তদ্দিহিকা, শূরসেন, গুড়, অশ্বাদ্যনায়ক, জ্যোতিভদ্র, মদমধ্য-মিকাদি, সালূশ, কেঘমাল, উজ্জেয়া, পিপ্পলায়ন, মাণ্ডব্য, পাণ্ড, সৌগ্রীব, গুরুগ্রহ, পারিপাত্র, কুরাষ্ট্র,যামুন,উদুম্বর, উজ্জিহান,কাল-কোটি,মাথুর, পাঞ্চাল,ধর্ম্মারণ্য,ধর্ম্মারণ্যের উত্তর ও মধ্যস্থ জনপদ, পঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র, সারস্বত, অবন্তী, কুন্তী, পাঞ্চনদমধ্যস্থ জন-স্থাননিবাসী বীরগণ পরস্পরকে কম্পিত ও ইতস্ততঃ বিদ্রুত এবং পর্ব্বতপ্রান্তে নিপাতিত করিতে লাগিল। শস্ত্রবতীবাসীরা কোশ ও ব্রহ্মবসানবাসীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন, নিপতিত ও মত্ত মাতঙ্গসহায়ে বিদলিত, বাণক্ষিতিবাসীরা দশপুরিয়দিগকে পরাজিত, ছিন্নোদর ও ছিন্নস্কন্ধ করিয়া পলায়িত ও হ্রদমধ্যে নিমজ্জিত পিশাচগণ নিশাযোগে তাহাদের অস্ত্রাদি চর্ব্বিত ও ভক্ষিত, ভদ্রগিরিবাসীরা গভীর গর্জ্জনপুরঃসর বলপ্রয়োগসহকারে মরগবাসীদিগকে কচ্ছ-পাদির ন্যায়, পলূলাদিতে নিক্ষিপ্ত, মহাবল হৈহয়েরা দণ্ডিকবাসী যোধদিগকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত, মাতঙ্গগণ পরস্পরের কলেবর বিদারিত, দরদবাসীরা বিপক্ষদিগকে বিদলিত, চীনবাসীরা প্রতি-পক্ষের নারাচপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত ও জীর্ণজর্জ্জরিত জীবনে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইলে বীরগণ তাহাদিগকে ধিক্কৃত,ননদবাসীরা কর্ণাট-বাসীদিগকে কুন্তপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত ও ভূপাতিত, দশক ও শক-বাসীরা কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ঘোর যুদ্ধে পরস্পরের আয়ুধসকল বিনষ্ট, দশার্ণবাসীরা পাশবাসী বীরদিগকে শৃঙ্খলজালভয়ে ভীত ও লুক্কায়িত, তঙ্গনবাসীরা অসি ও শঙ্কুপ্রহারে গুর্জ্জরবাসীদিগকে

বিনষ্ট, নিগড়বাসীরা জলধরের ন্যায় শস্ত্ররূপ বারিধারায় গুহদেশ-বাসীদিগকে অরণ্যের ন্যায় অভিষিক্ত, তাম্রাখ্য যবনেরা নায়িকা-রূপে গৌড়বাসী ভটরূপ নায়কদিগের সহিত মিলিত হইয়া, পরস্পরকে নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত, ভাসকবাসীরা বৃক্ষপর্ব্বতভেদী চক্রাঘাতে তঙ্গনবাসীদিগকে ছিন্নভিন্ন; গৌড়বাসীরা উদ্‌ভ্রান্ত লগুড়ের ভয়ঙ্কর গুড় গুড় ধ্বনি দ্বারা গান্ধারবাসীদিগকে ইতস্তত: বিদ্রাবিত ও নীলাম্বরধারী শকগণ পারসীকদিগকে পরিভ্রামিত, কবিতে লাগিল।

বৎস! ঐ সময়ে রণভূমি কঙ্ক ও গৃধ্রগণে পরিব্যাপ্ত এবং মৃতদেহে একান্ত দুস্তর হইয়া উঠিল। যোধগণের আয়ুধসমূহ ক্ষীরোদমধ্যস্থ মন্দরকাননের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। শস্ত্র-সকল নভোমণ্ডলে মেঘমণ্ডলের ন্যায় উড্ডয়ন করিতে আরম্ভ করিলে, নভশ্চরগণ মনে করিলেন সাগরমধ্যে চঞ্চল তরঙ্গমালা যেন প্লুতগতিতে ভ্রমণ করিতেছে। শতচন্দ্রসদৃশ শুভ্রবর্ণ ছত্র, কুন্ত ও শক্তিসমূহ, শলভকুলের ন্যায়, মেঘমণ্ডল আচ্ছাদিত, নিয়ন্ত্রিত ও অরণ্যীকৃত করিল। কেকয়গণ ভীষণরবে কঙ্কাস্ত্রে অবাতিকুলের মস্তক ছেদনে প্রবৃত্ত এবং কৈরাতসৈন্যরূপ কন্যা-গণ অঙ্গগণকর্ত্তৃক অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইল। কশীবাসীরা মায়াবলে পক্ষিরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া তদ্দিহিকবাসী বীরদিগকে আক্রমণ করিল। পরিহাসপটু যুদ্ধোন্মত্ত নার্ম্মদগণ হেতিসকল নিক্ষেপ করত হাস্য, নৃত্য ও গান করিতে লাগিল। শৈবগন কুন্তীবাসীদিগের কুন্ত দ্বারা বিঘট্টিত, খণ্ডিত, বিনষ্ট ও স্বর্গে সমানীত হইয়া, বিদ্যাধরের ন্যায় দৃশ্য ধারণ করিল। অহীন-বাসীরা সোল্লাসগমনে পাণ্ডুবাসীদিগকে লুণ্ঠিত, পঞ্চনদবাসীরা মাতঙ্গের ন্যায়, কুন্ত গজদন্ত ও বৃক্ষযুদ্ধকুশল তন্দেহবাসীদিগকে বিদলিত, নীপদেশীয়েরা ভ্রষ্মবৎসানকনিবাসীদিগকে নিপতিত ও সহয়বাসীদিগকে উৎকর্ত্তিত, জঠরবাসীরা কুঠারপ্রহারে শ্বেতকাক-

বাসীদিগের মস্তকপরম্পরা দেহ হইতে পৃথক্‌কৃত, ভদ্রেশগণ শরানলে জঠরবাসীদিগকে দগ্ধ, কাষ্ঠযুদ্ধকুশল বীরগণ মাতঙ্গবাসীদিগকে মহাপঙ্কের ন্যায়, নিমগ্ন; ত্রিগর্ত্তবাসীরা মিত্রগর্ত্তবাসীদিগকে নিগৃহীত ও পাতালাস্ত্রে অধঃশিরে প্রবেশিত, মহাবল মাগধগণ বনিতবাসীদিগকে নিপাতিত, তঙ্গনবাসীরা চৈত্যদিগকে নিহত, পৌরবগণ ভীষণ নিনাদে ও অস্ত্রসমূহে কৌশলদিগকে অসমর্থিত বিস্মিত ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও বিকম্পিত এবং বনরাজ্যবাসী বীরগণ কন্দোকস্থলনিবাসী হস্তী ও মনুষ্য প্রভৃতিকে জরার ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ ও বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বৎস রাম! তাহাদের রথসকল গর্ত্তে নিরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত হইলে, তত্তৎ রথের মস্তকপরম্পরা বনাদ্রিমধ্যে মেঘের ন্যায়, প্রহারপ্রবৃত্ত শত্রুগণমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। যোধগণ শালতালাদি বৃক্ষের ন্যায় রণরূপ কানন আশ্রয় করিয়া পরস্পরের শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইল। ঐ সময়ে কামরূপবাসী পিশাচগণ দারুণ যুদ্ধে দশার্ণবাসী ভূতদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে, তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। নরকবাসীগণের শক্তি ও মুদ্গারপ্রহারে কণ্টকস্থলনিবাসীরাও তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইল। প্রস্থবানস্থ যোধসমস্ত একস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক শরবর্ষণসহকারে কৌন্তক্ষেত্রদিগকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। দ্বীপিযোধগণ ভল্লাস্ত্রে বাহুধানগণের মস্তক ছেদন করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। সরস্বতীতীরোদ্ভূত বীরগণ উদয়াস্ত যুদ্ধ করিয়াও, পরাজিত বা উদ্বিগ্ন হইল না। সর্ব্বগণ সমরে বিদ্রাবিত হইলেও, লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের সাহায্যে পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

বৎস! আমি অতি সংক্ষেপে এই যুদ্ধকাণ্ড বর্ণন করিলাম। বলিতে কি, বাসুকি স্বীয় সহস্র জিহ্বাতেও ইহা বর্ণন করিতে অক্ষম।

—০—

একপঞ্চাশত্তম সর্গ। (অবহারবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! এই রূপে যোধগণের শরনিকরে প্রভাকরকর প্রতিচ্ছন্ন হইলে, বীরগণের বিদীর্ণ বর্ম্ম হইতে শোণিতনদী প্রবাহীত হইলে, যোদ্ধৃগণের বিনির্ম্মুক্ত শরফলাগ্রের পরস্পর সংঘট্টনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইলে, শোণিতনদীপ্রবাহ বহুদূরগমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রত্যাগত হইলে, ব্যোমরূপ মহার্ণব যোধগণের ছিন্নমস্তকরূপ কমলদলে অলঙ্কৃত, চক্ররূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও হেতিরূপ নদীসমূহে পরিব্যাপ্ত হইলে, নিবিড়জলদসদৃশ শস্ত্রজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে এবং সিদ্ধগণ প্রলয় উপস্থিত ভাবিয়া সন্দিগ্ধ হইলে, যখন দিবসের অষ্টমভাগে দিবাকর শস্ত্রাঘাতে পীতকান্তি যোধগণের ন্যায় ক্ষীণপ্রতাপ হইয়া উঠিলেন, তখন উভয়পক্ষীয় নরনাথ স্ব স্ব মন্ত্রীর সহিত বিচার করিয়া, যুদ্ধে বিশ্রামার্থ পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রমে শস্ত্রপরাক্রম মন্দীভূত হওয়াতে, বীরগণ এই প্রস্তবে সম্মত হইলেন। তখন উভয় পক্ষের এক একটী সৈনিক পুরুষ উত্তুঙ্গ-ধ্বজসম্পন্ন মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শশধরধবল মহাদ্যুতি অংশুক ইতস্ততঃ ভ্রামিত করিয়া, যোধগণকে যুদ্ধবিরামার্থ সঙ্কেত করিল। সঙ্কেতমাত্র প্রলয়কালীন পুষ্করাবর্ত্তক সদৃশ উভয়পক্ষীয় দুন্দুভিদ্বয়ের ঘোরগভীর অত্যুচ্চ নিনাদে দিক্ বিদিক্ পূর্ণ হইল। ভূমিকম্পের অবসানে অরণ্য ও মহার্ণব যেমন ক্রমে ক্রমে স্পন্দনশূন্য হয়, তাহার ন্যায় বীরগণের ঘন সঞ্চার ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইল। প্রলয়কালীন অর্ণবসলিলে দিঙ্মণ্ডল যেরূপ ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ রণভূমি হইতে বিনিষ্ক্রান্ত যোধগণে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হইল। বীরগণ বিশ্রাম করিলে, সেই ভীষণ সৈন্যাবর্ত্তও, মন্দরভূধরের বিনিষ্কাশনে ক্ষীরসাগরের ন্যায়, ক্রমে ক্রমে প্রশান্ত হইল। অগস্ত্য পান করিলে, সরিৎপতি যেরূপ শূন্য হইয়াছিল, রণভূমি তদ্রূপ মুহূর্ত্তমধ্যেই শূন্যভাবে পরিণত হইল। রক্তনদী সকল তরঙ্গমালার ঘোরতর ঘর্ঘর নিনাদ সমুত্থিত করিয়া,

সবেগে প্রবাহিত হইল। অর্দ্ধমৃত মানবগণ রোদন করত সজীব-গণের আহ্বানে প্রবৃত্ত হইল। মৃত ও অর্দ্ধমৃত যোধগণের শোণিতধারা কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইল। গজেন্দ্রগণের রাশীকৃত মৃতদেহের শিখরদেশে মেঘমালা বিলম্বিত হইল। বিশীর্ণ স্যন্দনসকল বায়ুবেগবিচ্ছিন্ন অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল। ভীষণ-শস্ত্রসঙ্কুল রক্তনদীর প্রবল প্রবাহে হয় ও হস্তী প্রভৃতি প্রবাহিত হইল। পর্য্যাণ, সন্নাহ ও কবচাদিতে ভূতল আচ্ছাদিত হইল। পিশাচগণ শবরাশি রূপ পলালশয্যায় শয়ান হইল। সচ্ছিদ্র তূণীরসকল বায়ুবশে শব্দায়মান হইল। কুক্কুর ও শৃগালেরা শব-সমূহের অস্ত্রসকল সমাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। বিকটদন্ত মুমূর্ষুপ্রায় মানবগণের ঘর্ঘরধ্বনি সমুত্থিত হইল। জীবিত মনুষ্যসকল ভেকবৎ রক্তপঙ্কে মগ্নপ্রায় হইল। ভীশণ শোণিতনদীতে বাহু ও উরুসকল কাষ্ঠখণ্ডবৎ প্লবমান হইল। বন্ধুগণ মৃত পতিত বন্ধু-দিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদনপরায়ণ হইল। ভীষণ সমরভূমি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে ও রাশি রাশি মৃতদেহে একবারেই সমাচ্ছন্ন হইল। নৃত্যপরায়ণ দোর্দ্দণ্ড কবন্ধমণ্ডলে নভোমণ্ডল ঈষৎ বিনমিত হইল। মদমেদবসাদির ঘ্রাণপীড়াজনক উৎকট গন্ধে নাসারন্ধ্র আর্দ্রপ্রায় হইল। অর্দ্ধমৃত হয় হস্তী মরণোন্মুখ হইয়া, ঊর্দ্ধতালু অবস্থান করাতে, রণস্থলের ভয়াবহতা বর্দ্ধিত হইল। রক্তের নদীসকলে দুন্দুভি সকল তরঙ্গ রূপে প্রবাহিত হইল। ম্রিয়মাণ মানবগণের মুখমণ্ডলে ফুৎকার দ্বারা শোণিতপ্রণালী প্রাদুর্ভূত হইল। শোণিত-ময়ী নদী সকলে মৃত হস্তীসমূহ মকর রূপে ভাসমান হইল। মুমূর্ষুপ্রায় মামবগণের মুখপ্রদেশ শরপূর্ণ হওয়াতে, ক্রন্দনধ্বনি অবরুদ্ধ হইল। বসাগন্ধি বায়ুস্পর্শে শোণিতরাশি ঘনীভূত হইল। মৃতপতিত জীবগণের সংসর্গে শোণিতপ্রবাহ সমুচ্ছলিত হইল। কুলকামিনীরা মৃতভর্ত্তার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক শস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সংস্কারার্থ স্ব স্ব-শব সমাহরণে সমাকুল

মানবগণের সহিত শৃগালাদির দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইল। বৎস! সেই সমররূপ সমুদ্র উত্তুঙ্গ রক্ততরঙ্গ, কেশরূপ শৈবাল, মুখরূপ পদ্ম ও চক্ররূপ আবর্ত্তে পরিপূর্ণ হইয়া, ঘোররূপে পরিণত হইল। লোকসকল যুদ্ধপতিত স্বজনগণের দারুণ শোকে সমাকুল হইয়া, তাহাদের যান, বাহন ও ভূষণাদি বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মৃত্যুসময়ে পিতা, মাতা, ও পুত্র প্রভৃতির কথা মনে হওয়াতে, যোধগণের মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃসহ যন্ত্রনা আবির্ভূত হইল। চতুর্দ্দিকেই হাহা! হীহী! এই প্রকার কাতরধ্বনি সমুত্থিত হওয়াতে, শ্রোতৃগণের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ ও ঘোর ব্যথা সমুৎপন্ন হইল। ম্রিয়মাণ মানবগণ উচ্চস্বরে স্ব স্ব প্রারব্ধ স্মরণে প্রবৃত্ত হইল। পলায়নপরায়ণ ভীরুগণে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণপ্রায় হইল। মর্ম্মভেদী শরনিকরের দারুণ প্রহারে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি সকল সৈন্যগণের স্মরণপথে সমুদিত হইল। বেতালদল কবন্ধগণের মুখগলিত শোণিতপানে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইল

বৎস! সেই ভয়ঙ্কর সমরে শোণিতময় অষ্টম মহার্ণব প্রবাহিত হইলে, তাহাতে রাশি রাশি ধ্বজ,চামর ও ছত্রসকল উহ্যমান, রথচক্র ও পর্ব্বত সকল আবর্ত্তরূপে ঘূর্ণমান, পতাকা সকল ফেণরাশি রূপে ভাসমান, সুচারু চামরসকল বুদবুদরূপে শোভমান এবং বিপর্য্যস্ত রথসমূহ চরভূমিরূপে উদীয়মান হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি শ্রূয়মাণ, ভয়াবহ কাণ্ডসকল দৃশ্যমান, কবন্ধসকল ইতস্ততঃ ধাবমান এবং বেতালগণ রক্তপানানন্দে মত্ত হইয়া তারস্বরে শব্দায়মান হওয়াতে, রণভূমির আরও ভয়াবহতা উপচীয়মান হইল। গজাকার শর ও শপাকার তোমরসকল, শৈলশিখরমুদ্ভুত তালদ্রুমের ন্যায়, ইতস্ততঃ রাশীকৃত পতিত হইল। বিবিধজীবসমাকুল ঐ রণভূমি ক্ষণমধ্যেই অতিবৃষ্টিতে বিনষ্ট জনপদের ন্যায়, লোকশূন্য হইল। গজেন্দ্রগণের অঙ্গপ্রোথিত হেতিসকল প্রভাজাল বিস্তার করিয়া, কুসুমিত পাদপবৎ শোভমান হইল। কুম্ভসমূহ শোণিতনদীর তীরজাত

বৃক্ষের ন্যায় ও উদ্ধপতাকাপুঞ্জ পদ্মষণ্ডের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। মৃতহস্তী হইতে পতিত হইয়া কোটিদেশ ভগ্ন হওয়াতে যোধগণ মৃদুমন্দ পাদচারে প্রবৃত্ত হইল। সুহৃদগণ অর্দ্ধমৃত বান্ধবের আহ্বান আগমন করিতে করিতে পথিমধ্যে রক্তকর্দ্দমে পতিত ও মগ্ন হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইল। হেতি দ্বারা ছিন্নশেখর পাদপ-পুঞ্জকে কবন্ধ বলিয়া লোকের অন্ধ সন্দেহ উপস্থিত হইল। দানব, মানব ও কবন্ধসকল রণভূমির চতুর্দ্দিকে নিপতিত, উদ্ধ স্থূল ও বৃহৎ ছিদ্রময় চক্রাঘাতে সৈন্যসকল ছিন্ন ভিন্ন ও মানবগণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। কঙ্কাদি পক্ষিগণ উৎপতনপূর্ব্বক শিলীমুখবিনিঃসৃত রক্তপানে প্রবৃত্ত হইল। উত্তাল বেতালসকল উন্মত্ত তালে নৃত্য-পরায়ণ হইল। এই রূপে রুধিররূপ সলিলসেকে পল্লবিত আয়ুধ-রূপ-লতাপ্রবর্ত্তিসমাকুল রণভূমি মৃত্যুর কল্পান্তকালীন উপবনরূপে পরিণত হইল!!!

—※—

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ। (শ্মশানবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য অনন্তর দিবাকর, যুদ্ধপতিত যোধগণের ন্যায়, রক্তবর্ণ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় ক্ষীণ প্রতাপ বিসর্জ্জন করিলে, বেতালগণ আকাশ পাতালাদি সকল স্থান হইতে সশব্দ করতালে বলয়াকারে রণক্ষেত্রে সমাগত হইল। বৎস! যুদ্ধ কি ভয়ানক! রণভূমি ক্ষণমধ্যেই ঘোর শ্মশান রূপে পরিণত হইল। এদিকে হস্তী, ও দিকে অশ্ব, এদিকে পদাতি, ওদিকে অশ্বারোহী, এইরূপে মৃত পতিত জীবগণে সকল স্থান পূর্ণপ্রায় হইল। রাশি রাশি মেদ, বসা, রুধির, মাংস ও অস্থিকঙ্কাল স্তূপাকারে ইতস্ততঃ পতিত, কুক্কুর ও শৃগালাদিরা পরস্পর বিবদমান, এইরূপে রণভূমি প্রকৃত শ্মশানরূপে পরিণত হইল। আসন্নমৃত্যু যোধগণ নিমীলিত

লোচনে শয়ন করিয়া রহিল। বিশ্রান্ত বীরগণের হৃদয়সদৃশ প্রফুল্লমূর্ত্তি চন্দ্রমা সমুদিত হইলে, কমলসকল, মৃত পতিত যোধগণের মুখমণ্ডলবৎ সঙ্কুচিত হইল। ঊর্দ্ধভাগে ব্যোমতল সমুজ্জ্বল তারকাস্তবকে এবং নিম্নে ভূতল প্রফুল্লকুমুদ সরোবরসমূহে সুশোভিত হইল। বেতালগণ দলে দলে গান এবং কঙ্ক ও কাকোলাদি মাংসাদ বিহঙ্গমগণ কন্‌কনায়মান কঙ্কসমূহের অঙ্গোপরি নৃত্য করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে বীরগণের চিতানল প্রবল প্রজ্বলিত হইয়া, সুবিস্তৃত শিখাজাল বিস্তার পুরঃসর গগনতল সমুজ্জ্বল এবং পচপচ শব্দে মেদ ও মাংসরাশি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কাক, কুক্কুর ও বেতালগণের ঘোরতর কোলাহলে ও ভূতগণের ঘনসঞ্চারে রণভূমি উদ্বেলসাগরবৎ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ডাকিনীগণ ব্যগ্রভাবে মেদবসাদিহরণ ও পিশাচগণ সৃক্কবিগলিত-রুধিরাক্ত কলেবরে মাংসাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল। পূতনাজাতীয় রাক্ষসীগণ স্কন্ধদেশে মহাশব বহন করিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড উত্তাণ্ডব কুষ্মাণ্ড মণ্ডলগতিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। বেতালবালকেরা মৃত মাতঙ্গের উদররূপ মঞ্জুষমধ্যে শয়ন করিতে লাগিল। কাকোলসকল ব্যাকুল হইয়া, কলকলধ্বনি সহকারে বেতালকুলের মহাহৃত কঙ্কালসকল আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

বৎস! রণস্থল প্রবল চিতানলশিখায় সমুজ্জ্বল হইলে, বেতালসকল চঞ্চল হইয়া, পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। নিশাচর বিহঙ্গসকল তুঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গাদি দেশবাসী বীরগণের অঙ্গমধ্যে বিলীন হইতে লাগিল। যোগিনীনায়কবৃন্দ নিশাচরগণের আহ্বানে দলে দলে তথায় সমাগত হইলে, জীবিতেরা তদ্দর্শনে ভয়বশতঃ মৃতপ্রায় হইল। বেতাল ও যক্ষগণ কল্যাণমহোৎসব অরম্ভ করিল। রাক্ষসীগণের স্কন্ধ হইতে শব সকল স্খলিত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডলে বিঘট্টিত সুপ্রসিদ্ধ ভূতনাটকগণের সমাগমে

রণস্থল ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। রাক্ষসগণ যানারোহণে ক্রীড়াপরায়ণ হইল।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ। (চিন্মাহাত্ম্য।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! মনুষ্যেরা দিবসে যেরূপ ব্যবহার করে, নিশাচরেরা রণাঙ্গনে সেইপ্রকার ব্যবহার করিতে লাগিল। এই রূপে সেই প্রকাণ্ড তমঃপিণ্ডরূপ ভিত্তিমণ্ডিত নিশামণ্ডপে প্রচণ্ডপ্রকৃতি ভূত ও কুষ্মাণ্ডমণ্ডল আহারলোভে উদ্ধাত বস্ত্রে পলায়মান ও ভক্ষ্যপ্রার্থনায় চঞ্চল হইয়া, ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলে এবং চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণ প্রগাঢ় নিদ্রাবশে নিঃশব্দ হইলে, উদারহৃদয় লীলানাথ বিদূরথ কিঞ্চিৎ খিন্নচিত্তে মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণের সহিত প্রাতঃকালীন যুদ্ধাদি কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা পুরঃসর নয়নকমল নিমীলিত করিয়া, মুহূর্ত্তকাল শশাঙ্কসদৃশ পরমসুন্দর সুশীতল শয্যায় নিদ্রার আশ্রয় লইলেন। তখন লীলা ও সরস্বতী উভয়ে, বায়ু যেমন কমলমুকুলে প্রবেশ করে, তদ্বৎ সূক্ষ্মরন্ধ্র যোগে বিদূরথের গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্। দেবীদ্বয়ের স্থূলদেহ কি রূপে সূক্ষ্মছিদ্রযোগে গৃহমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইল, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! দেহ দ্বিবিধ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। তন্মধ্যে এই দৃশ্যমান হস্তপদাদিবিশিষ্ট মাংসসমষ্টি দেহ যাহা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিতেও লক্ষিত হয়, তাহার নাম স্থূলদেহ। আর যাহা শুদ্ধ মনোমাত্র বা সংকল্পস্বরূপ, তাহার নাম সূক্ষ্মদেহ। এই সূক্ষ্মদেহ বিশুদ্ধচৈতন্যময়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ময় ও বুদ্ধিময়। সুতরাং যেখানে বায়ুরও গতি নাই এবং সূর্য্যকিরণেরও প্রবেশ হয় না, সেখানেও এই সূক্ষ্মশরীর সহায়ে অনায়াসে প্রবেশ করা যায়।

এই যে ঘনগ্রথিত প্রসাদভিত্তি, যাহাতে কিছুমাত্র অবকাশ বা ছিদ্রাদি নাই, অথবা ঐ যে নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তরময় বিশাল পর্ব্বত, যাহা বজ্র দ্বারাও ভেদ করা কঠিন, সূক্ষ্মশরীরী মহাপুরুষগণ তৎসমস্তও অনায়াসে ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে ও তাহাদের অভ্যন্তরে কোন্ স্থানে কি আছে বলিতে পারেন।

এই স্থূলদেহকে আধিভৌতিক বলে। যাহার ইহাতে অভিমান আছে, সে ব্যক্তি কখনও ঐপ্রকার অনুরন্ধ্রগমনে সমর্থ নহে। ছায়ায় উপবেশন করিলে, যেমন তাপ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ স্থূলদেহাভিমান ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মাকে সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইলে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ পরিহৃত হয়। সত্য বটে, চিত্ত সংবিদের অনুগামী, কিন্তু জ্ঞানবল সহায় হইলে, রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম তিরোহিত হইয়া, প্রকৃত রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ চেষ্টা করিলে, ইহার অন্যথাপত্তিও সংঘটিত হইয়া থাকে। আবার, চিত্ত যেমন সংবিদের অনুগামী, চেষ্টাও তেমনি চিত্তের অনুসারিণী, যাহা বালকেরও অনুভব আছে। সুতরাং মনে করিলে, সকলই করিতে পারা যায়।

অধিক কি, যাহা চিত্তমাত্রাকৃতি, সেই আতিবাহিক বা সূক্ষ্মদেহ কিছুতেই রুদ্ধ হয় না। ভাবিয়া দেখ, তুমি এই স্থানে বসিয়া আছ, কিন্তু তোমার মন আকাশপাতাল ভেদ করিয়া, এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত ভুবন ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। এই চিত্তবলে বহু দিনের অতীত ঘটনা সকলও প্রত্যক্ষবৎ দৃশ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিত্তের এইপ্রকার প্রসরণশীলতা পরিজ্ঞাত, সে কি না করিতে পারে?

অভ্যাস জ্ঞানবলে ভৌতিক শরীর ঐরূপ অতিবাহিক বা সূক্ষ্ম ভাবে পরিণত হয়। চিত্তেরই অভিমতে এই ভৌতিক দেহের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। যে যেমন ভাবনা করে, তাহার তেমনি সিদ্ধি লাভ হয়, এ কথা সকলেই জানে। স্বাভাব-

সিদ্ধ জ্ঞানবলে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভুত সকলের যে একতা, তাহাই পঞ্চীকরণ বা স্থূলদেহের কারণ। চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ এই আকাশত্রয় অভিন্নস্বরূপ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং চিত্তমাত্রাকৃতি সুক্ষ্ম শরীর সকল বস্তুতেই সমানভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এবিষয়ে এই দৃশ্যমান আকাশ প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এই রূপে এই চিত্তশরীর জলে, অনলে, আকাশে, পর্ব্বতোদরে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিতে পারে। এই চিত্তদেহই সৃষ্টির আদিতে উদ্বেগশূন্য বিশুদ্ধ বোধ রূপে বিরাজ করে। আবার, মায়াবলে আকাশরূপী ও মহান্ হইয়া, কর্ম্মানুসারিণী প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আমাদের প্রত্যেকের চিত্তই কি ঐপ্রকার শক্তিবিশিষ্ট এবং প্রত্যেকের চিত্তেই কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভূত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক চিত্তেই ভিন্ন ভিন্ন জগদ্‌ভ্রম সমুদিত হইয়া থাকে। জগতের ভ্রম শ্রবণ কর। যে মরণময়ী মূর্চ্ছা মহাপ্রলয়ের যামিনী-স্বরূপ, জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহা অনুভব করিতে হয়। এই কারণে এই জগৎ মিথ্যা!

শ্রীরাম কহিলেন, যাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে, সেই মনোমাত্রাকৃতি হিরণ্যগর্ভ স্বীয় স্মৃতি সহায়ে প্রলয়পর্য্যবসানে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে। দেখুন, হিরণ্যগর্ভ সত্য-স্বরূপ ও অভ্রান্ত এবং তাঁহার স্মৃতিও সত্যস্বরূপ। সেই সত্যস্বরূপ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! মহাপ্রলয়ে হরিহরাদি সকলেই বিদেহমুক্ত হয়েন; সুতরাং তাঁহাদের জগৎস্মৃতির সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের ন্যায় প্রবুদ্ধাত্মা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণও তৎকালে মুক্ত হইবেন। ফলতঃ, যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহা

রাই মুক্ত জীব। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মুক্তি না হইলেই, জগৎ-স্মৃতি বশতঃ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত হইয়া থাকে।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ। (তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! তত্ত্ব কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম! আমি তোমায় অনেকবার এবিষয়ে উপদেশ করিয়াছি। কিন্তু তত্ত্ববিষয় কখনও পুরাতন হয় না। অতএব পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি জগতের প্রত্যেক অণুতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, অথবা যিনি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে তত্ত্ব বলে। ব্যক্তিভেদে, রুচিভেদে, কালভেদে ও দেশ-ভেদে এই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। বস্তুগত্যা উহার কোন রূপভেদ নাই। তিনি যাহা, তাহাই আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। নাস্তিক ও অবিশ্বাসীর হৃদয় তাঁহাকে না পাইয়া, নিতান্ত চঞ্চল হইয়া থাকে এবং যার পর নাই ব্যাকুল ও অসুস্থ দশা ভোগ করে। যেখানে ভক্তি ও বিশ্বাস একত্র মিলিত, সেই-খানেই তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে লাভ করিবার যে বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎ-সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসভক্তিই প্রধান এবং ইহাই সুগম পন্থা।

বিশ্বাস হইতে প্রেমের উদ্ভব হয় এবং প্রেম হইতে সমদর্শিতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সমদর্শিতাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সংঘটিত করে। তোমাকে আঘাত করিলে তোমার যেমন কষ্ট হয়, আমাকে আঘাত করিলে, আমারও তদ্রূপ ক্লেশ অনুভব হইয়া থাকে; যাঁহার এই প্রকার জ্ঞান আছে, তিনিই তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী। অথবা, নিজে সুখী হইতে ইচ্ছা করিলে,

পরের সুখ বিধান করা অগ্রে কর্ত্তব্য। কেননা, তুমি লইয়াই সংসার নহে। যিনি এই প্রকার বিশ্বাসে কার্য্য করেন, তিনি সত্বর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। কেননা, ব্রহ্ম নিত্য সুখময় এবং শাশ্বত শান্তির আধার। বৎস! ঐ যে বৃক্ষটী ফল পুষ্পে ও ছায়াদিতে সুশোভিত হইয়াছে, উহা কি এই বৃক্ষের নিজের জন্য, কখনই নহে। অথবা, ঐ যে সূর্য্য চন্দ্র নিত্য নিত্য গগনে উদিত হইয়া, আলোক বিতরণ করিতেছেন, উহাও কি ইহাঁদের নিজের জন্য, কখনই নহে। অথবা, ঐ যে সমীরণ দিবারাত্র অবিশ্রামে প্রবাহিত হইতেছেন, উহাও কি ইহাঁর নিজের জন্য, কখনই নহে। অথবা, এই যে বসুমতী বিবিধ শস্যজাত সমুৎপাদন করিতেছেন, উহাও কি ইহাঁর নিজের জন্য, কখনই নহে। অথবা, ঐ যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ঐ যে মেঘ বর্ষণ করিতেছে, এই যে নদী প্রবাহীত হইতেছে, অথবা, এই যে গ্রীষ্মের পর বসন্ত ও বসন্তের পর গ্রীষ্মসমাগমে ঋতুপর্য্যায় সংঘটিত হইতেছে, উহাও উহাদের নিজের জন্য, কখনই নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ও সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, মানুষ পরের সুখস্বস্তিবিধানজন্য, ধনধর্ম্মাদি উপার্জ্জন করিবে; ইহারই নাম প্রকৃত ব্রহ্মভাব এবং ইহই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। পশুগণই অন্যের জীবন সংহার করিয়া আত্মজীবনাদি পূরণ করে। মানুষও যদি সেইরূপ করে, তবে পশুর সহিত তাহার বিশেষ কি? পশুগণের যে কোন কালেই উদ্ধার নাই, এইপ্রকার স্বার্থপরতা বা আত্মম্ভরিতাই তাহার কারণ। যাহারা মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ঐরূপ পশ্বাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা পরজন্মে পশুযোনিতে পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? সর্ব্বদা অন্যের শোষণ ও মোষণ করিয়া, আপনি ভাল খাইব ও ভাল পরিব, এইপ্রকার চিন্তা করিলেও, আত্মা মলিন হইয়া থাকে। দস্যু, তস্কর ও সিংহব্যাঘ্রাদির জীবনে ঐপ্রকার মালিন্য লক্ষিত হয়। মলিন দর্পণে যেমন

প্রতিবিম্ব হয় না, মলিন আত্মায় তেমনি কখন ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি সংঘটিত হয় না। যে আত্মায় কখনও ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি নাই, তাহা জড় অপেক্ষাও অধম, সন্দেহ নাই।

আত্মার মালিন্য দূর হইয়া, তাহাতে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইলে, লোক-মাত্রেরই আকারে প্রকারে, আচারে ব্যবহারে ও কথোপকথনে একপ্রকার লোকোত্তরতা বা মহিমাবিশেষের আবির্ভাব হয়, যাহা দ্বারা সকল লোক অনায়াসেই বশীকৃত হইয়া থাকে এবং শত্রুও মিত্র ও বিপদও সম্পদ রূপে পরিণত হয়। ঋষিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা সামান্য ফল মূল ভক্ষণ করেন, সামান্য চর্ম্ম বল্কল পরিধান করেন, সামান্য কুটীরাদিতে বাস করেন এবং সামান্য আসনাদিতে উপবেশন করেন, ফলতঃ তাঁহাদের সকলই সমান্য। তথাপি তাঁহারা সংসারের রাজা, মহারাজ, সম্রাট ও সার্ব্বভৌম, ফলতঃ ক্ষুদ্র, মহৎ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকলেরই প্রভু, নিয়ন্তা, গুরু ও পরম পূজনীয়; একথা তোমার নিকট বলা বাহুল্য বা পুনরুক্তিমাত্র। ঐ দেখ, যে সকল ঋষি, তোমার পিতৃদেবের সভায় সমাগত হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে কাহারও হয় হস্তী, দাসদাসী বা অন্য-বিধ কোনরূপ পদগৌরবলক্ষণ নাই। কিন্তু ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক একটী তেজের মূর্ত্তিমান্ রাশি, যে তেজ সংসারের সূর্য্য বা অগ্নিতেও নাই। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই ইহার কারণ। বৎস! সংসারে তিনপ্রকার লোক আছে, পুণ্যশীল, পাপাত্মা ও পাপপুণ্য-বিবর্জ্জিত। যাহারা লোকের অনিষ্ট প্রভৃতি অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে পাপাত্মা বলে। যাঁহারা তপস্যা ও দানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকে পুণ্যবান্ বলে। আর যাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয় কার্য্যই পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলে। নতুবা, পাপ নাই, পুণ্য নাই, কেবল মনে মনে এইপ্রকার

কল্পনা করিলেই, পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত হওয়া যায় না। যেহেতু,ঐরূপ লোকদিগকে নাস্তিক ও অবিশ্বাসী বলে।

বিষয়ের পরিণাম দুঃখ, ইহা সকলেই জানে এবং তপস্যার পরিণাম সুখ, ইহাও কাহার অবিদিত নাই। শুদ্ধ স্ত্রীসম্ভোগাদি অসার আমোদের জন্য রাত্রিজাগরণাদি করিলে, যে অবসাদ ও জড়তা উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য। কিন্তু তপো যোগযুক্ত ঈশ্বরবসিক তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ শত রাত্রি জাগরণ করিয়াও, কখনও অবসন্ন বা জড়ভাবাপন্ন হয়েন না। বিষয়ী এক দিন অনশন করিলে, বিকারগ্রস্তের ন্যায় ম্রিয়মাণ হইয়া উঠে, কিন্তু তপোযোগযুক্ত মহাপুরুষ শত রাত্রি উপবাসেও ক্লিষ্ট বা বিকারবিশিষ্ট হয়েন না। বিষয়ী অল্পেই রোগগ্রস্ত হয়; কিন্তু তপোযোগযুক্তের কোন রোগই নাই। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাহারা ইহা জানিয়াও না জানে, তাহারাই নাস্তিক এবং তাহারাই মৃত্যুর বশীভূত ও কালগ্রস্ত, সন্দেহ নাই।

বৎস! মানুষ যে অন্যের দাসত্ব ও ভিক্ষাদি অতিনীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞান না থাকাই তাহার কারণ। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, লোকে জানিতে পারে যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য; আর সমস্তই অনিত্য; আমিও অনিত্য, তুমিও অনিত্য। আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব সকলই অনিত্য। এই দাসদাসী, এই যানবাহন, সমস্তই অনিত্য। তবে কেন এই সকলের জন্য বৃথা কষ্ট করি! এক দিন এই দেহ কাক-কুক্কুরে অবশ্যই ভক্ষণ করিবে এবং কৃমি-কীট-বিষ্ঠায় পরিণত হইবে। অতএব ঈদৃশ অসার দেহে মাল্যচন্দন ও বহুমূল্য বসন-ভূষণাদি ধারণের প্রয়োজন কি, আগ্রহ কি ও অভিলাষ কি এবং তজ্জন্য অন্যের দাসত্বাদিতেও বা আবশ্যক কি?

ঐ আমার প্রতিবেশী প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ আমার স্নেহময় জনকজননীর পরলোক হইল। ঐ আমার পরমপ্রণয়-

ভাজন বন্ধু ইহলোক ত্যাগ করিলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না; আর তাঁহার সহবাসে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিব না। আমাকেও এক দিন অবশ্যই এইরূপে মরিতে হইবে। আমি এই কথা কহিতেছি,এই মুহূর্ত্তেই আমার বাগ্‌রোধ হইতে পারে। অথবা আমি এই চলিতেছি,এই মুহূর্ত্তেই হয় ত আমার চলৎশক্তি-শূন্য হইতে পারে। আমি এই শুনিতেছি, দেখিতেছি ও করিতেছি, এই মুহূর্ত্তেই হয় ত আমার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও কার্য্য-শক্তি রহিত হইতে পারে। কেননা, সকলেরই এইপ্রকার হইয়া থাকে। এই আমার বহুযত্নের হয় হস্তী মরিয়া গেল; এই আমার প্রিয়তম দাসদাসীর কালবশে অন্তর্দ্ধান হইল; এই আমার বহুযত্নে সঞ্চিত অর্থরাশি বিনষ্ট হইল; এই আমার বহুক্লেশে অর্জ্জিত বিষয়ের পর বিষয়, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণমধ্যেই লোপ পাইল। আমাকেও এক দিন এই রূপে লোপ পাইতে ও অন্তর্হিত হইতে হইবে। বোধ হয়, তাহারও আর বিলম্ব নাই।

ঐ দেখ, একজন পথিক চলিতে চলিতে সহসা পথিমধ্যে পতিত হইল, আর উহাকে উঠিতে হইল না। হতভাগ্য মনে করিয়াছিল, অনেকদিন বাঁচিবে ও অনেক ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। নিমেষ মধ্যেই সমস্ত ফুরাইয়া গেল। আমারও এইরূপ পতিতদশায় প্রাণত্যাগ হইতে পারে। আমি যাহা মনে করিয়াছি, তাহার হয়ত কিছুই হইবে না। কেননা, আমার পূর্ব্বে কত মানুষ কত কি মনে করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিয়া যাইতে পারে নাই; মনের আশা মনে রাখিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ইহা সকলেরই অভিলাষ। কিন্তু কয় জনের তাহা সিদ্ধ হয়? যদিও কাহারও কিয়দংশে সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহা কিয়ৎকালের জন্য। রোগ আছে, শোক আছে, বধ আছে, বন্ধন আছে, তাপ আছে, পরিতাপ আছে, আবার সকলের উপর মৃত্যু আছে। এই রূপে

কত দিকে কত উৎপাত ও উপদ্রব আছে। এই সকলের মধ্যে সুখের অভিলাষ করিয়া, জীবন ধারণ করা কি বিড়ম্বনা! কি লাঞ্ছনা! কি ঘৃণা ও লজ্জার কথা!

বৎস রামভদ্র! জ্ঞানের উদয়াবধি প্রতিদিন এক এক বার এই প্রকার চিন্তা করা মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কেননা, ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সোপান।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ। (মনুষ্যের জঘন্যতা।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল যতই শুনিতেছি, ততই মনুষ্যের জন্য আমার শোক ও সন্তাপ বৃদ্ধি হইতেছে। হায়, হতভাগ্য অধম মানুষ। তোমার কি হইবে! তুমি যে পাপের উপর পাপ করিতেছ, তাহার পরিণাম যে নরকের উপর নরক,তাহা তোমার অনুভবেই আইসে না!! তোমার বুদ্ধি আছে, কিন্তু তাহার কার্য্য নাই। কেননা, হিতাহিত বুঝা বুদ্ধির কার্য্য। তোমার বুদ্ধিতে তাহার কি আছে? তুমি সামান্য উদরের জন্য কখনও দাসত্ব, কখন বঞ্চনা, কখন চৌর্য্য, কখন দস্যুতা, কখন চাটুকারিতা এবং কখনও বা লুণ্ঠন ও বলাৎকরণাদি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেও কুণ্ঠিত হও না। অথচ, আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক। দাসত্ব করিলে, যে তেজ যায়, গৌরব যায়, লঘুতা জন্মে, ভীরুতা জন্মে, সন্দেহবৃদ্ধি ও মালিন্যবৃদ্ধি প্রভৃতি বহুবিধ দোষের সঞ্চার হয়, তাহা কি তুমি অবগত নহ? তবে কেন ক্ষুদ্র উদরের জন্য, অথবা সামান্য স্ত্রীপুত্রের জন্য, কিংবা অতি তুচ্ছ পার্থিব সুখের জন্য ঈদৃশ সর্ব্ব-দোষাকর, আত্মভ্রংশকর ও পরলোকভ্রংশকর পাপ দাসত্বে প্রবৃত্ত হইয়া থাক? ইহাই কি তোমার প্রকৃতবুদ্ধিমত্তা! হায়! ইহা অপেক্ষা জঘন্যতা আর কি আছে!

ভগবন্! আমি দেখিয়াছি, বনের ঐ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিটীর যে সচ্ছন্দতা আছে, অসামান্যবলবুদ্ধিবিশিষ্ট দাসেরও সেরূপ সচ্ছন্দতা নাই। দাসের যে দিন গত হয়, সেইদিনই ভাল। আগামী কল্য কি হইবে, প্রভু কি বলিবেন, স্বর্গে দিবেন, কি নরকে দিবেন, বর প্রদান কি শাপ দান করিবেন, কে বলিতে পারে? ঐ দেখুন, আমার পিতার সিংসাসনসমীপে কত ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহারা যদি ঈশ্বরের নিকট এই প্রাকার কৃতাঞ্জলি প্রণত হয়, তাহা হইলে, আর সামান্য মনুষ্যের দাসত্ব করিতে হয় না। সমস্ত সংসার তাহার দাস হইয়া থাকে। জঠরানল প্রজ্বলিত হইলে, মনুষ্যও যদি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, এইপ্রকার দাসত্বাদি নীচ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, যে কাক ও কুক্কুরাদি ইতর প্রাণীগণ ক্ষুধার জন্য লালায়িত হইয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ পূর্ব্বক পদে পদে অবমানিত হয়, তাহাদের সহিত মনুষ্যের বিশেষ কি? এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তা করিয়া, মনুষ্যকে আমার অতীব জঘন্য বলিয়া বোধ হইয়াছে।

ঐ দেখুন, জীর্ণশীর্ণকলেবরা দরিদ্রললনা নগ্নপ্রায় লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। নিরন্নজঠর শিশুসন্তানগণ অনবরত ক্রন্দনপুরঃসর উহার বস্ত্র আকর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্খলিত পদে ধাবমান হইতেছে। হায়! পাপীয়সীর কিছুই ঘৃণা বা কোন রূপে লজ্জা নাই! ঐ দেখুন, পাষণ্ড ও পামরগণ উন্মত্তা বলিয়া উহারে উপহাস করিতেছে! উহাদেরও দয়া মমতার লেশ নাই! ভগবন্! কুক্কুর প্রভৃতি ইতর পশুগণও কখন স্ব স্ব সন্তান সমভিব্যাহারে এরূপে ভ্রমণ করে না! তাহারা নির্জ্জনে প্রসূত হয় এবং নির্জ্জনেই আপনা আপনি ভরণ পোষণ ও বর্দ্ধনাদি করে। তজ্জন্য কাহারও শরণাপন্ন বা গলগ্রহ হয় না!

এই রূপে বিধাতা যখন সামান্য কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষ্যা-দিকেও আত্মপোষণক্ষমতা দিয়াছেন, তখন মানুষকে যে তাহাতে

বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রত্যুত, তিনি মানুষকে অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও বিবেচনাদি প্রদান করিয়া, তাহার ঐ আত্মপোষণশক্তি বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য অন্ধ মানুষ তাহা মনে না করিয়া, আপনা আপনি অসমর্থ ভাবিয়া, অনায়াসেই অন্যের গলগ্রহ হয়; তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না! প্রত্যুত, অনেকে অন্যের গলগ্রহ হইতে পারিলে, আপনাকে অসীমসৌভাগ্যবান্ বোধ করে! ইহা অপেক্ষা জঘন্যতা আর কি আছে বা হইতে পারে?

ভগবন্! এই রূপে আত্মভ্রষ্ট, পরমার্থভ্রষ্ট, স্বার্থভ্রষ্ট, ঈশ্বরভ্রষ্ট, ও পরলোকভ্রষ্ট হইয়া, লোকসকল যে দুর্বিষহ দুরবস্থা ভোগ করিতেছে, অবলোকন করুন। ঐ দেখুন, উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, মস্তকে তৈল নাই, মনে ধর্ম্মচিন্তার লেশ নাই, হৃদয়ে দয়া নাই এবং চক্ষুতেও লজ্জার নামমাত্র নাই, এরূপ কতশত ব্যক্তি রাজপথে অনবরত যাতায়াত করিতেছে। পশুরও সহিত ইহাদের তুলনা হয় না এবং অতিক্ষুদ্র কীট পতঙ্গও অনেক বিষয়ে ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

ঐ দেখুন, জননী মৃতপুত্র ক্রোড়ে শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। এই হতভাগিনী পূর্ব্বে ধনধান্যে পূর্ণ ও দাস দাসীতে পরিবৃত ছিল এবং ইহার আত্মীয় বান্ধবেরও অভাব ছিল না। এখন আর পাপীয়সীর কোন অভিভাবক নাই। কতক কাল-বশে বিনষ্ট ও কতক বা পাপীয়সীর বুদ্ধিদোষে ভ্রষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য একাকিনী শ্মশানে গমন করিতেছে। অথবা পাপ মানুষের পরিণাম এই প্রকারই হইয়া থাকে!!!

ঐ দেখুন, ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি, মৃত্যুর জিহ্বার ন্যায়, কালের সাক্ষাৎ শাসনের ন্যায় অথবা কৃতান্তের মূর্ত্তিমান্ দণ্ডের ন্যায়, সুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ দেখুন, প্রবল চিতানল প্রজ্বলিত হইয়া, চট্‌চটাশব্দে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করিতেছে। এই অনলে কত

সতী বিধবা, কত পরিবার অনাথ ও কত শত লোক সহায়ভ্রষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা বলিবার নহে !!! ঐ দেখুন, তপ্তকাঞ্চনকলেবর দিব্যমূর্ত্তি এক পুরুষ অনাথের ন্যায়, চিতাভস্মে মৃত পতিত বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এই দুরাত্মা, শুনিয়াছি, কৃপণের একশেষ, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও বহুপরিবারের অভিভাবক ছিল, কিন্তু যেন দিনান্তেও অন্ন জুটা ভার, এইরূপ ভাবে অতিকষ্টে কালযাপন করিত। পাছে সঞ্চিত অর্থের ক্ষয় হয়, এই ভয়ে সপরিবারে প্রায় অর্দ্ধাশনে জীবন অতিবাহিত করিত। শুনিয়াছি, অতীব অসৎ উপায়ে ইহার ঐ অর্থরাশি উপার্জ্জিত হইয়াছে। সেই পাপেই ইহার এই দশা উপস্থিত। শুনিয়াছি, বিষয়লোভে ও উদরের জ্বালায় অন্ধ ও মত্ত হইয়া, ইহার স্ত্রী ও পুত্রগণ ইহার এইপ্রকার শোচনীয় দশা সংঘটিত করিয়াছে! হায়, এই হতভাগ্য যেমন জঘন্যস্বভাব, ইহার পুত্রাদিরও প্রবৃত্তি ও স্বভাব সেইরূপ নীচ ও জঘন্যভাবাপন্ন! ঐ দেখুন, হতভাগ্য জীবিত অবস্থায় যেমন এক দিনের জন্যও সুখী হয় নাই, মৃতদশাতেও সেইরূপ শৃগাল ও কুক্কুরেরা চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিয়া, ইহার যেন শান্তি ভঙ্গ করিতেছে!

এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ বীভৎস ব্যাপার দর্শন ও পরিকলন করিয়া, মনুষ্যের জন্য আমার নিরতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। কি করিলে, ইহার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া রাজপদে ও সম্পদে, ফলতঃ, পার্থিব সুখসমৃদ্ধিমাত্রেই আমার অতিমাত্র বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে। কেননা, আমার বিলক্ষণ ধারণা জন্মিয়াছে, সংসারে আসক্তি হইলে, আমারও মতিগতি ঐরূপ বিকৃত ও বিভ্রষ্ট হইতে পারে। তজ্জন্য পার্থিব সুখে আমার সুখ ও আমোদেও আর আমোদ হয় না। সর্ব্বদাই নির্জ্জনে একাকী বাস করিয়া থাকি। পুত্র যেমন পিতামাতার বন্ধন, পিতামাতাও তদ্রূপ পুত্রের বন্ধন।

এই জন্য পিতামাতাকেও আর আমার প্রীতি বা অপ্রীতি কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না ; তাঁহারা যেন কাহার পিতা ও কাহার মাতা এবং আমিও যেন কাহার পুত্র, এইরূপ ভাবেই অতি কষ্টে অতি ক্লেশময় জীবন যাপন করিতেছি। সর্ব্বদাই চিন্তা হয়, মানুষ কি করিয়া বাঁচিয়া থাকে! দেখুন,সমস্ত দিন উদয়াস্ত তাহার বিশ্রাম নাই এবং রাত্রিতেও নানাপ্রকার চিন্তায় সুখে নিদ্রা নাই। ইহার উপর নানাপ্রকার রোগ, শোক, আপদ্, বিপদ্ এবং দস্যুভয়, রাজভয় ও অগ্নিভয় প্রভৃতি বিবিধ ভয় ও উপদ্রব সংঘটিত হইয়া,পদে পদেই তাহার শান্তি ভঙ্গ করে। তথাপি তাহার চৈতন্য হীন! অথবা,অভ্যাসদোষে ও কর্ম্মবশে তাহার এইপ্রকার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও চেতনাক্ষয় সংঘটিত হইয়াছে। সেইজন্য দুঃখকেও সুখ বলিয়া, তাহার পাপজীবনে অনায়াসেই সহ্য হয়। বিষক্রমি যে বিষমধ্যে বাস করে, তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। ভগবন্! মানুষ অতিতুচ্ছ ক্রমিকীট অপেক্ষাও জঘন্য!!

ষট্পঞ্চাশত্তম সর্গ। (সংসারের প্রশংসা কি?)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! ঐ দেখুন, গৃহিগণ সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ, অবসন্ন ও নির্ব্বিণ্ণ হইয়া, শশব্যস্তের ন্যায়, কেশে গৃহীতের ন্যায়, অথবা চোরের ন্যায়,ভয়ে, সন্দেহে, সম্মোহে ও অতি ক্লেশে কালয়াপন করিতেছে। ইহারা যেন কাহার নিকট কত অপরাধ করিয়াছে, বোধ হয়। বিনারোগে ও বিনাশোকেও কত লোক সন্তপ্ত ও ব্যাকুল, তাহা বলিবার নহে! ঐ দেখুন, সুখ ও সম্পদ থাকিতেও, তাহাদের সুখ বা হর্ষ নাই। অসার ও ক্ষণভঙ্গুর গৃহসুখে গাঢ় আসক্তিই ইহার কারণ। তাহারা অতিজটিল গৃহ-ব্যাপার-পরিচিন্তায় অতিশয় মগ্ন ও একান্ত আশক্ত। তজ্জন্য ভ ও শঙ্কাদিতে তাহাদের মনোবৃত্তি এরূপ আচ্ছন্ন, যে, যেরূপ জলদ-

পটলপরিবেষ্টিত নিবিড় গগনে প্রভাকরপ্রভা অনুবিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ তাহাতে সুখের লেশমাত্রও স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ অপরিমিত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও আপনাকে দরিদ্র ভাবিয়া, দুরাকাঙ্ক্ষাবশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, আপনার সুখের পথে কণ্টক রোপন করিয়া থাকে। ঐ দেখুন, কত লোক স্বহস্তেই নিজের ইহলোক ও পরলোক নষ্ট করিতেছে। ঐ দেখুন, কত লোক আপনিই আপনার শত্রু হইতেছে। ঐ দেখুন, পরমাত্মচিন্তার অভাববশতঃ কত লোক দুর্নিবার চিন্তাজালে জড়িত হইয়া, দিবারজনী দারুণ দুঃখে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখুন, কত লোক অনবরত অর্থ-চিন্তাবশে স্বার্থভ্রষ্ট হইয়া, অসীম কষ্ট সহ্য করিতেছে। ঐ দেখুন, কাহারও মনের মিলন নাই। স্বার্থবশে যদিও দুই এক দিন প্রণয়-ঘটনা হয়, কিন্তু তাহার পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। সকলেই সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে উদ্যত; এইজন্য সময়ে সময়ে পরস্পর ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া, মহাপ্রলয় সংঘটিত করে।

ঐ দেখুন, কপটসাধু, কপটমিত্র ও কপটযোগী সংসারের সকল স্থল পূর্ণপ্রায় করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তজ্জন্য মেঘোদয়ে শশধরের ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের এককালীন তীরোধান হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রতারণা, চৌর্য্য ও দস্যুতাপ্রভৃতিই লোকের যেন আদানপ্রদান হইয়া উঠিয়াছে। কুত্রাপি সৎকার্য্যের লেশ নাই, সৎপথের কথা নাই, সৎপ্রবৃত্তির নামগন্ধ নাই, সৎলোকের আবির্ভাব নাই এবং সদ্-বিষয়েরও আদর বা সম্মান নাই। যে ব্যক্তি দিবসে অতিশয় ভক্তের ন্যায়, লোকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান ও বিবিধ সৎ-কথার অবতারণা করে, রজনীর গভীর অন্ধকারের সমাগম-মাত্রেই পেচকের ন্যায়, তাহার মতিগতি বিপরীত পথে ধাবমান হয়। তৎকালে ভয়ঙ্কর গহনপ্রান্তে হিংস্র কুক্কুরসকল যেরূপ অনু-

রূপ প্রকৃতি ব্যাধের চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক পরস্পরের মুখনিরীক্ষণে বসিয়া থাকে, তদ্রূপ দুরাচার দস্যু ও তস্করগণ মূর্ত্তিমান্ বিদ্রোহের ন্যায়, সেই মূর্ত্তিমান্ উৎপাতস্বরূপ অতিপাপাত্মার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক লোকদ্রোহের বিবিধ কৌশল উদ্ভাবন করে। এই রূপে কাকের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, পেচকের ন্যায় ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্যবহার ও স্বভাবসম্পন্ন অতীবদুরাচার মানবগণ যে সংসারের প্রভু ও পরিচালক, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

পুনশ্চ, যে সংসারে সামান্য তৃণকাষ্ঠের জন্যও প্রবল বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া, মহাপ্রলয় উপস্থিত করে এবং কত লোকের সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি? বলিতে কি, পিতা অপেক্ষা পুত্রের পরমদেবতা আর নাই এবং পুত্র অপেক্ষাও পিতার প্রীতিপাত্র আর নাই। যে সংসারে সামান্য বিষয়ের জন্যও সেই পিতা পুত্রেও বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে; আবার, যে সংসারে পরমস্নেহময়ী জননী দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পরমস্নেহময় পুত্রকেও স্বহস্তে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

যে সংসারে সালগ্রামশিলাকে পরিহার করিয়া, কন্দুকাদির পূজা বিহিত হয়, দেবালয় ভঙ্গ করিয়া, শৌণ্ডকালয় বা পানশালা সুরক্ষিত হয়, দুগ্ধের বিনিময়ে মদ্য গৃহীত হয়, অমৃতবোধে বিষরাশি সংগৃহীত হয়, প্রসাদের অবমাননা করিয়া কুটীরে বাস করা হয়, হংসকে দূর করিয়া, কাকের আদর করা হয় এবং যে সংসারে চিন্তামণিও কাচমূল্যে বিক্রীত হয়, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি!

ঐ দেখুন, পাপের তাড়নায় ধর্ম্মের আকার ক্ষীণ হইয়াছে; মিথ্যার তাড়নায় সত্যের দেহ মলিন হইয়াছে; অন্যায়ের তাড়নায় ন্যায়ের দিব্যমূর্ত্তি নিষ্প্রভ হইয়াছে; হিংসার তাড়নায় দয়ার প্রভাব মন্দীভূত হইয়াছে; ঈর্ষ্যার তাড়নায় অনুকম্পার

তেজঃ খর্ব্বিত হইয়াছে; অসূয়ার তাড়নায় কৃপার কলেবর ছায়ামাত্রে পরিণত হইয়াছে; অহঙ্কারের তাড়নায় বিনয়ের প্রতাপ পরাস্ত হইয়াছে; ক্রোধের তাড়নায় ক্ষমার শুষ্কদশা উপস্থিত হইয়াছে; কামের তাড়নায় উপরতির ক্ষয়াবস্থা সংঘটিত হইয়াছে; আসক্তির তাড়নায় বৈরাগ্যের বিক্রম বিদূরিত হইয়াছে; অসাধুর তাড়নায় সাধুর অনস্তিত্ব ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে এবং কপটের তাড়নায় সরলতার দ্বার একবারেই রুদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্য, দুঃখ বর্দ্ধিত হইয়া, সুখকে পরাস্ত করিয়াছে, বিপদ বর্দ্ধিত হইয়া সম্পদকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে, শোক বর্দ্ধিত হইয়া, সন্তোষকে বিপদস্থ করিয়াছে এবং রোগ বর্দ্ধিত হইয়া, ভোগকে বিশস্ত করিয়াছে।

ঐ দেখুন, এই সকল কারণে লোকের আয়ুর আর বৃদ্ধি নাই, সুখের আর উৎপত্তি নাই, সন্তোষের আর প্রস্ফুরণ নাই, হর্ষের আর বিকাশ নাই, আহ্লাদের আর স্ফূর্ত্তি নাই, আনন্দের আর সঞ্চার নাই, আমোদের আর প্রসার নাই, প্রীতির আর প্রচার নাই এবং তৃপ্তিরও আর সমুদ্ভব নাই। যে সংসারে ঈদৃশী বিসদৃশী দশার শেষ দশা উপস্থিত, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

ভগবন্! আপনি যে ভয়ঙ্কর কালের কথা কহিয়াছেন, ইতিমধ্যেই বা তাহা উপস্থিত হয়! ঐ দেখুন, পুত্র উপযুক্ত হইয়াও, বৃদ্ধ পিতাকে অন্ন দিতে কুণ্ঠিত; স্বামীসত্ত্বেও স্ত্রীলোক বিধবার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে; বিদ্যা সত্ত্বেও মূর্খের ন্যায়, লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই; জ্ঞানসত্ত্বেও পশ্বাচারে জনপদ উচ্ছিন্ন প্রায়; ধনাদি বিভব সত্ত্বেও দরিদ্রের ন্যায়, কি হইবে, ভাবিয়া অনেকে স্বকীয় উদরপূরণেও পরাঙ্মুখ; সকলেই প্রায় ভয় ও সন্দেহের বশীভূত; তজ্জন্য দধিকেও তপ্ত পায়স বোধে ফুৎকার দিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত এবং তজ্জন্য সাধুতার আদর সুদূরপরাহত হইয়াছে!!!

ঐ দেখুন,কাহারই বুদ্ধির আর প্রাখর্য্য ও প্রকৃত অবস্থা নাই। তজ্জন্য কেহই কোন বিষয় ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া,পদেপদেই বঞ্চিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য সংসারের অতীব শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কত লোক বুদ্ধির দোষে বিকৃত-চিত্ত ও মত্তপ্রায় হইয়া, দুঃখকে সুখ, বিপদকে সম্পদ, বিষকে অমৃত ও বিষাদকে হর্ষ বলিয়া গ্রহণ ও তজ্জন্য দারুণ দুর্দ্দশাযোগ ভোগ করিতেছে!

ঐ দেখুন, সর্ব্বজননী ভগবতী বসুন্ধরা কুলাঙ্গার পুত্রগণের পাপে পাপে যেন মলিন হইয়া গিয়াছেন! ঐ দেখুন, লোকে যাহা করিতেছে, তাহারই বিপরীত প্রায় ফল ফলিতেছে। পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য, উচ্চ নীচ এবং ধনী দরিদ্র, গুণী অগুণী ও জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই প্রায় সমভাব। বন্ধুতা শত্রুতায়, সরলতা কপটতায়, সত্য মিথ্যায় এবং ন্যায় অন্যায়ে পরিণত হইয়াছে। যে সংসারের এই প্রকার অতীব জুগুপ্সিতভাব, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

যে সংসারে অর্থই পরমার্থ,স্বার্থই পুরুষার্থ,যোনিদ্বারই স্বর্গদ্বার, অধরপানই অমৃতপান, নীবিমোক্ষই চরম মোক্ষ ও স্ত্রীসঙ্গই সাধুসঙ্গ এবং বিষয়ই সর্গসমাগম, ধনই বিদ্যা, বিদ্যাই মূর্খতা, অজ্ঞানই জ্ঞান, দুঃখই সুখ, বিষই অমৃত, অমৃতই বিষ এবং শত্রুই মিত্র ও মিত্রই শত্রু, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

যে সংসারে সাধুর কুটীর ও অসাধুর প্রসাদ, সত্যের পরাভব ও অসত্যের জয়, প্রদীপের পরিগ্রহ ও সূর্য্যের পরিহার, কপটের আদর ও সরলতার তিরস্কার, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

ঐ দেখুন, লোকের অত্যাচারে ও অনাচারে লক্ষ্মী পলায়মান হইয়াছে; অবিচারে ও অব্যবহারে ধর্ম্ম লুক্কায়িত হইয়াছে; কপটতা ও প্রতারণায় সত্য অন্তর্হিত হইয়াছে এবং দুর্ব্ব্যবহার ও দুষ্প্রবৃত্তির আতিশয্যবশতঃ শান্তির ক্ষয়দশা উপস্থিত হইয়াছে।

সেইজন্য, গৃহীমাত্রেরই সুখ নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। কদাচিৎ ক্বচিৎ কোন ব্যক্তির বাহ্যসুখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাও হেমন্তকালীন তালচ্ছায়ার ন্যায়, ক্ষণমধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে কমলেও কণ্টক, চন্দ্রেও কলঙ্ক, সাগরেও লবণতা, সাধুরও মনোভঙ্গ ও ধার্ম্মিকেরও দরিদ্রতা, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে সতী স্ত্রীও বেশ্যাদ্বারে ভিক্ষা করে, বিদ্বান্‌কেও মূর্খের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে হয়, বৃদ্ধ হইলেই বুদ্ধিবিদ্যা-লোপ হইয়া যায়, বিষবৃক্ষেও সুস্বাদ ফল সমুৎপন্ন হয়, কণ্টকী-লতাতেও সুকুমার পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে দরিদ্রকে পরিহার করিয়া, ধনীকে দান, চূত-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া এরণ্ড বৃক্ষের রক্ষা ও ঠক্কুরকে ত্যাগ করিয়া কুক্কুরের পূজা করা হয়, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে পীড়িতের পীড়ন, পিষ্টের পেষণ, দুর্ব্বলের মারণ, মৃতের উপর খড়্গের প্রহরণ, দস্যুর পোষণজন্য সাধুর পরিহরণ এবং গোদান করিয়া উপানৎ বিতরণ হইয়া থাকে, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে সৎকথা ও সদুপদেশ কর্ণব্যথা সমুৎপাদন করে, সৎ বস্তু বা সৎ বিষয় দৃষ্টিপীড়া বিধান করে, সৎসঙ্গ বা সাধুসেবা অতিশয় ক্লেশ সম্পাদন করে এবং ধর্ম্মের দ্বার ত্যাগ করিয়া বেশ্যাদ্বারে প্রবেশ করিতে মন অতিমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

ভগবন্! এই সংসার পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে কেবল নামমাত্রে বা কল্পনামাত্রে স্থিতি করিতেছে। যাহাদের ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান নাই, যাহারা বর্ত্তমানমাত্রের পক্ষপাতী, যাহারা

পরলোকে বিশ্বাসশূন্য, যাহাদের পরিণামবোধ বা আত্মহিত-বিচারণা নাই, যাহারা বিষক্রমি হইয়া কেবল অসার বিষয়ভোগেই ক্লেশময় ভারময় দুর্ব্বহ জীবন কথঞ্চিৎ ক্রমিকীটাদির ন্যায়, যাপন করিতেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, সেই সকল হতবুদ্ধি, হতজ্ঞান, হতচিত্ত মনুষ্যই ঈদৃশ স্বার্থহীন, তত্ত্বহীন, সত্ত্বহীন, পরমার্থহীন অসার সংসারের প্রশংসা করে।

ভগবন্! কুৎসিত মনুষ্যের কুৎসিত সংসার দেখিয়া আমি অবাক্ ও জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। কি রূপে ইহাদের উদ্ধার হইবে, তাহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি দিবারাত্র নির্জ্জনে বসিয়া এক মনে, এক জ্ঞানে ও এক ধ্যানে কেবল ইহাই চিন্তা করি এবং কি রূপে ইহার উপশম হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া থাকি। ঐ দেখুন, বিবিধ পাপে মনুষ্যের ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়াছে, পরলোক নষ্ট হইয়াছে, পরমার্থ বিচলিত হইয়াছে, পুরুষার্থ স্খলিত হইয়াছে এবং সত্য ও শান্তিও বিদলিত হইয়াছে! তবে আর উদ্ধারের উপায় কি! আমি এইজন্যই পাপ মনুষ্য-লোকের রাজা হইতে ইচ্ছা করি না। ঐ দেখুন, রাজনামধারী দস্যুগণ দিবা দ্বিপ্রহরেও দেশবিদেশ লুণ্ঠন করিতেছে। অথচ, ইহারাই আবার দেববৎ লোকের ধনমান ও ধর্ম্মাদির প্রভু এবং ইহাদেরই হস্তে আবার লোকের দণ্ডমুণ্ডের ভার! যাহারা রক্ষক, তাহারাই ভক্ষক!! অতএব পাপ সংসারের প্রশংসা কি?

মানুষ অন্ধকার হইতে আসিয়াছে ও অন্ধকারেই যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, ক্রোধ তাহার পরকাল নষ্ট করিয়াছে, লোভ তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, মোহ তাহার জ্ঞান নষ্ট করিয়াছে, মদ তাহার অবধান নষ্ট করিয়াছে এবং মাৎসর্য্য তাহার দেবপ্রসাদ নষ্ট করিয়াছে। যাহার ধর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, তাহার স্বর্গরূপ আলোকলাভের সম্ভাবনা কোথায়?

পুনশ্চ, বিষয়বিপাসা মানুষের বুদ্ধি নষ্ট করিয়াছে। বুদ্ধি নষ্ট

হওয়াতে, উহাদের মুক্তিদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। যাহাদের মুক্তি নাই, তাহারা পশু। মানুষের মুক্তি নাই। সুতরাং মানুষ ও পশু একই পদার্থ। ভগবন্‌! বুদ্ধি না থাকিলে,অহম্ভাব জন্মে। এই অহম্ভাবই আমি তুমি ইত্যাদি ভেদবুদ্ধির কারণ। আমি তুমি ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি হইতে মমতার সঞ্চার হয়। মমতার সঞ্চারই মানুষকে বিনা-পাশে বদ্ধ করিয়া থাকে। জ্ঞান রূপ অসি ব্যতিরেকে এই পাশ ছেদনের সম্ভাবনা নাই। যাহারা স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়সুখে অন-বরত আসক্ত, তাহারা সহজে জানিতে পারে না, এই পাশ ছেদনে কিরূপ সুখ ও স্বস্তি সমুদ্ভুত হইয়া থাকে। মানুষ প্রিয়তম পুত্রকে লইয়া কত কি সুখ অনুভব করে; কিন্তু সেই পুত্র যখন মরিয়া যায়, তখন শোকে আচ্ছন্ন হইয়া, সুখের পরিবর্ত্তে তাহার দারুণ দুঃখের আবির্ভাব হয়। এই দুঃখ নিতান্ত অসহনীয়। অনেকে পুত্রের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা মত্ত হইয়াছে, কিংবা সংসার ত্যাগ করিয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারই নাম বিয়য়ের দারুণ পরিণাম। অর্থাৎ এই সকল দৃষ্টান্ত দর্শনপূর্ব্বক ইহাই বিবেচনা করিবে, বিষয়ের পরিণামে দারুণ দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব বিষম বিষবৎ বিষয়কে দূরে পরিহার করাই শ্রেয়ঃকল্প। ইত্যাকার বিচার করিয়া, যাহারা পুত্রাদির মমতা পরিহার ও পরমার্থচিন্তার অনুসরণ করে, তাহাদের যে শান্তিসুখলাভ হয়, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। কেননা তাহাদিগকে পুত্রাদির মৃত্যুরূপ প্রিয়বিয়োগ বা অপ্রিয়যোগপ্রযুক্ত কখনও ঐপ্রকার শোক সহ্য করিতে হয় না। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভাবিয়া খেুন, পিতৃদেব দশরথ কুবেরের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। কিন্তু শুনিয়াছি, আমরা না জন্মানতে, তিনি এক-দিন একক্ষণের জন্যও সুখী ছিলেন না; সমস্তই অসার ভাবিয়া, একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। পরে আমরা জন্মগ্রহণ করাতে,

তিনি ঐশ্বর্য্যে সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। আবার,আমরা যদি এই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করি, তিনি পুনরায় সেইরূপ বা ততোধিক অসুখী হইবেন, সন্দেহ নাই। অধিক কি, আমাদের শোক তাঁহার প্রাণত্যাগও হইবার সম্ভাবনা। এতাবতা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐশ্বর্য্য কখনও সুখের নহে ; পুত্রাদিই ঐশ্বর্য্যে সুখের হেতু। তথাহি, পিতৃদেব যদি এই মুহূর্ত্তে কোন উৎকট ব্যাধিতে অভিভূত হইয়া, অসীম যন্ত্রনা অনুভব করেন,আমাদিগকে দেখিয়া বা আমাদের কথা স্মরণ করিয়া, অথবা আপনাকে বহু গুণবান্ পুত্রের পিতা ভাবিয়া, তাঁহার কি সেই যন্ত্রনার প্রতিবিধান হইতে পারে? কখনই না। সংসারে কোন্ পুত্রের পিতার ব্যাধিযন্ত্রনা না ঘটে? ফলতঃ, পুত্র না থাকিলেও, যেমন পার্থিব নিয়মক্রমে লোকমাত্রেরই বিবিধ ব্যাধিযন্ত্রণার ঘটনা হয়, পুত্র থাকিলেও তদ্রুপ হইয়া থাকে। এতাবতা ইহাও প্রতিপাদিত হইল, পুত্রও কখন সুখের নহে। বরং অনেক সময় অসুখেরই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, কুপুত্র অপেক্ষা সংসারী জীবের যে গুরুতর অসুখ নাই, ইহা সকলেই জানে। ব্রহ্মন্! বিষয়মাত্রেরই এইপ্রকার অবস্থা।

এই সকল চিন্তা করিয়া দেখুন,সংসারের আবার প্রশংসা কি? গৌরব কি? বহুমান কি? সমাদর কি? আগ্রহ কি? অভিলাষ কি?

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ। (আশাই সর্ব্বনাশের মূল।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, কমলযোনি ব্রহ্মা বৃক্ষ, লতা ও পশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির পর মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্বিধায় মনুষ্যের সর্ব্বোৎকর্ষ সম্ভাবনা। কিন্তু তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? ঐ দেখুন, এই

তুম্বীলতা সে দিবস রোপিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিনা-যত্নে কেমন বর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে! মানুষের এপ্রকার বৃদ্ধি ও সুশোভার সম্ভাবনা কোথায়? ঐ দেখুন, অতীবস্বল্প কালের অর্জ্জিত এই বৃক্ষ কেমন উন্নত হইয়াছে! ইহার ছায়া, পুষ্প ও ফলে কত জীবের কত প্রকারে উপকার হইতেছে! মনুষ্যলোকে কোন্ মনুষ্য দ্বারা এপ্রকার লোকোপকার সংসাধিত হয়? ঐ দেখুন, এই পশুটী সে দিন জন্মগ্রহন করিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া, আপনাআপনি আহার সঞ্চয় করত কেমন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে! মনুষ্যলোকে কোন্ মনুষ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? ঐ দেখুন, এই পক্ষীটীও অল্পদিন হইল, ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; কিন্তু ইতিমধ্যেই স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন অভ্যাস করিয়াছে। মনুষ্যলোকে কোন্ মনুষ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? ভগবন্! ইহার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! পিতামহ বাস্তবিকই মনুষ্যকে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং তদুপযুক্ত জ্ঞান বুদ্ধিও প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য কেবল নিজের দোষেই অধঃপতিত হইয়াছে। আশা অধঃপতনের প্রধান কারণ। এই আশা কখন প্রবল ঝটিকার ন্যায়, উত্তাল তরঙ্গ সমুৎপাতিত করিয়া, মনুষ্যের হৃদয় সমুদ্রবৎ আলোড়িত করে। তাহাতে সে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। আবার, এই আশা যখন পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত হইয়া তাহাকে আকাশে উত্তোলিত করে, তখন তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এক কালেই অন্তর্হিত হয়। বুদ্ধিশুদ্ধি অন্তর্হিত হইলেই, মানুষ অধোদশায় পতিত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আবার, এই আশা যখন প্রবল স্রোতস্বিনীর ন্যায়, তাহাকে প্রবাহযোগে অতি, দূরপথে লইয়া যায়, তখন সে স্বভাবভ্রষ্ট ও পরমার্থভ্রষ্ট হইয়া, প্রকৃত-স্বার্থ-পরিহৃত হইয়া থাকে। আবার, এই আশা যখন পিশাচীর ন্যায় দারুণ প্রলোভনজাল বিস্তার করে, তখন সে

তাহাতে পতিত ও হতবুদ্ধি হইয়া,নানাপ্রকার অবাস্তব ও অসম্ভব কল্পনায় আত্মাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পদে পদেই বঞ্চিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ, মায়াবিনী আশার ছলনা অতি ভয়ানক। সে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া,বিষকে অমৃত বলিয়া, পাপকে পুণ্য বলিয়া, নরককে স্বর্গ বলিয়া এবং অপকারকে উপকার ও অহিতকে হিত বলিয়া প্রতিপাদন ও লোকদিগকে বিপন্ন করে। এইজন্য জ্ঞানবিজ্ঞান-পারদর্শী পণ্ডিতগণ আশাকে সাক্ষাৎ মোহ ও কুহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কত লোক এই আশার ছলনায় রাত্রিজাগরণ, শ্মশানে প্রান্তরে ভ্রমণ, মারণ, উচাটন ও বশীকরণাদি অসৎ উপায় অবলম্বন,পর্ব্বতাদিখনন,গভীর গহ্বরাদি আলোড়ন, অরণ্যাদিদহন, সাগরাদিসন্তরণ, বিবিধ বেশে বিবিধ দেশে বিচরণ, অধিক কি, শরীর পর্য্যন্ত পাতন করে, তাহা বলিবার নহে! এই রূপে এই দুরাচারিণী আশা সমস্ত সংসারকে মায়াজীবির পুত্তলিবৎ ও বালকের কন্দুকবৎ নাচাইয়া ও ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে। সামান্য মনুষ্যের সাধ্য কি, ইহার বেগরোধ করে! অতি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকেও আশার কুহকে পতিত হইয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রপ্রাণ হইতে দেখা গিয়াছে। লোকের যে সহসা পতন হয়, আশাই তাহার কারণ। এই আশা যখন সৌম্যমূর্ত্তিতে ও শান্তভাবে অবস্থিতি করে, তখনই লোকের ভদ্রস্থতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিপরীত হইলে, বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে।

ঝটিকার পূর্ব্বে সমস্ত সংসার নির্ব্বাত হওয়াতে,জলরাশি যেরূপ স্থিরভাব অবলম্বন করে, আশা না থাকিলে, মনের তদ্রূপ স্থিরত্ব সংঘটন হয়। আশা, কুজ্ঝটিকাস্বরূপ দিনমুখের ন্যায়, হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিলে, জ্ঞানজ্যোতিঃ আর তাহাতে প্রস্ফুরিত হয় না। আকাশ মেঘে আবৃত হইলে, যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদির নিষ্প্রভতা লক্ষিত হয়, আশায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে, তেমনি অন্যান্য বৃত্তি

নিয়মাবলী।

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে যে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম (এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিশগণের বা অন্য কাহার কোন সত্বাধিকারই নাই বা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশেই পরিবর্ত্তন করিনাই পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক,এই অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হই-য়াছে, যে বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্তেও, লোকে ইহারই প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতিজটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ বাঙ্গালা হওয়া কঠিন তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুলভ হইবে,বলিয়া, ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে অনেক স্থল পরিবর্ত্তীত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অংশ অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া, ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না,তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতে ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এই বশিষ্ঠেরও সাধারণের ইদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাক-মাশুল ৸১০ আনা লাগিবে,প্রথম গ্রাহক হইতে হইলে ২৲ টাকা পাঠাইতে হইবে অবশিষ্ট দুইবাবে দিলেই হবে। আপাততঃ ৮ খণ্ড পুস্তক পাইবেন, পরে মাসে মাসে পাইবেন। প্রত্যেক খণ্ডে ৬ ফরমা থাকিবে চৈত্র মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইবেন তাঁহাদের জন্য উপরোক্ত মূল্য নিদ্ধারিত রহিল, পর মাস হইতে ৬৲ টাকা দিতে হইবে। মফঃস্বল বাসি গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য এই নিয়ম ধার্য্য করিলাম। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে,সমগ্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪।২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহার নিকট প্রত্যেক খণ্ড ৷৷০ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন,রিপ্লাই কার্ড না পাইলে উত্তর দিনা। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন,নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য সহ পত্র লিখিবেন অগ্রে টাকা না পাইলে পুস্তক পাঠান হয় না মূল্য স্বরূপ যাঁহারা ডাক টিকিট পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রত্যেক টাকায় /০ আনা হিঃ বেশী পাঠাইতে হইবে। মণিঅডার বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত নামে ও ঠীকানায় পত্র পাঠাইবেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, অতি সত্বরে পরিসমাপ্ত করিব যদি না পারি তবে গ্রাহকগণের মূল্য ফেরত দিয়া পুস্তক ফেরত লইব।

ম্যানেজার,
শ্রীশীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

ঠিকানা,
১১।১ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

১ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

ষড়-দর্শন মীমাংসা ও শঙ্করভাষ্যমতে বর্ত্তমান
রুচির অনুসারে।

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক
বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
২৯ নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট, "মিনার্ভা প্রেসে"
শ্রীবৈদ্যনাথ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।৵০ আনা।

ও প্রবৃত্তি সকল নিতান্ত মলিন দশাযোগ ভোগ করে। এইজন্য আশাকে সাক্ষাৎ বিষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। অন্যান্য বিষের প্রতিকার আছে, কিন্তু আশাবিষের কোন ঔষধ নাই। বৎস! নিশাচরীর ন্যায়, এই আশা সমস্ত সংসার গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্বান্ অবিদ্বান্, নীচ অনীচ সকলেই আশার দাস।

রজনীর সমাগমে যখন সমস্ত সংসার প্রগাঢ় নিদ্রাবশে এক বারেই অচেতন হয়, তখনও এই আশার প্রলোভনজাল বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্ন সকল এই আশার ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। লোকে দিবাভাগে আশাময়ী মদিরা পান করিয়া, যে সকল কল্পনা করে, রজনীতে তৎসমস্ত স্বপ্নরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। যষ্টি ভিন্ন যাহার উত্থানশক্তি নাই, সে ব্যক্তিও এই আশার ছলনায় আকাশ ভেদ করিয়া,উত্থিত হইতে অভিলাষী হয়। মাতৃক্রোড়শায়ী নির্জ্জীব শিশুও এই আশার দাস হইয়া, শশধরধারণে হস্ত প্রসারণ করে। মৃত্যু সম্মুখীন হইয়া,বিভীষিকা প্রদর্শন পুরঃসর নৃত্য করিতেছে; এই মুহূর্ত্তেই কেশে গ্রহণ করিবে; ঈদৃশ মুমূর্ষু সময়েও আশার প্রলোভনে মানবহৃদয় চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া থাকে। পুত্র অপেক্ষা জননীর প্রীতিপাত্র আর নাই। সেই পুত্রও প্রাণত্যাগ করিলে, জননী আশাবশে কিয়ৎকাল মধ্যেই সমস্ত শোক বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় অন্য সন্তানরত্নের কামনা করেন। বলিতে কি, যে বিষয় অসম্ভাব্য ও অসাধ্য, আশাবশে তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিতে মানবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য তাহার দুঃখের ও দুরবস্থার একশেষ উপস্থিত হয়। দিনান্তে অন্ন জুটা ভার,পরিধান শতখণ্ড জীর্ণবস্ত্রমাত্র সার, শরীর অস্থিকঙ্কালমাত্রের আধার,সুতরাং এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইলেই ভাল, এরূপ অবস্থাতেও দুর্ব্বুদ্ধি মানব এই আশাবশে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করে। এই রূপে এই আশা সমস্ত সংসার ঘৃণিত ও দূষিত করিয়া, ইতস্ততঃ প্রবলপ্রবাহযোগে বিচরণ করিতেছে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই আশাকে নদীস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। মনোরথ এই নদীর জল, চিন্তা ইহার আবর্ত্ত, মোহ ইহার উত্তুঙ্গ তট, দুঃখ ও বিষাদ ইহার তরঙ্গ, শোক ও উদ্বেগ ইহার গ্রাহ, নানাপ্রকার কুতর্ক ও কুকল্পনা ইহার প্রবল প্রবাহ এবং রাগ ও মত্ততা ইহার পঙ্ক। এই নদীর জল সেবন করিলে,শান্তি পরাহত হয়; আবর্ত্তে পতিত হইলে, বুদ্ধি ঘূর্ণিত হয়; তটে আরোহণ করিলে, বন্ধন সংঘটিত হয়; তরঙ্গে পতিত হইলে, শরীর শুষ্ক হয় এবং প্রবাহে অবগাহন করিলে, চিরকালের জন্য সুখস্বস্তিতে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং এই আশানদীর পারগমনে সমর্থ হইলেই, সুখী ও স্বচ্ছন্দ হওয়া যায় এবং যাঁহারা পারগমন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত যোগী ও ব্রহ্মানন্দ মহাপুরুষ, সন্দেহ নাই।

তৃষ্ণা বা বিষয়পিপাসা এই আশানদীর লহরী। এই লহরীলীলার সংসর্গে বুদ্ধি বিগলিত, জ্ঞান বিচলিত, বিবেক বিদলিত, বিদ্যা স্খলিত, মোহ প্রাদুর্ভূত ও মুক্তিমার্গ সুদূরপরাহত হয়। মহারাজ যযাতি এ বিষয়ের প্রমাণ। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, ধৈর্য্যবান্ ও মতিমান্ দ্বিতীয় ছিল না। তথাপি, তিনি এই তৃষ্ণাবশে নিতান্ত বিচলিত ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অথবা রাজা প্রজা ও ক্ষুদ্র মহান্ সকলেই তৃষ্ণার বশীভূত। তৃষ্ণাবশে প্রতিদিন প্রতিস্থলে যে সকল গুরুতর অপরাধ, অত্যাচার ও কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ভাবিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কত লোক বিষয়তৃষ্ণার বশীভুত হইয়া, বিষপ্রয়োগাদি অতীব অসৎ উপায়ে স্ব স্ব মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যাদিকেও হত্যা করিয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। বৎস! এই বিষয়তৃষ্ণাই পৃথিবীতে সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ও সর্ব্বলোকক্ষয়কর যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছে! রাজারা যে সাক্ষাৎ প্রলয়ের ন্যায়,শত শত রাজ্য, দেশ ও জনপদাদি উচ্ছিন্ন করেন, এই বিষয়তৃষ্ণাই কি তাহার কারণ নহে? লোকে যে জ্ঞাতিবিরোধ ও আত্মবিরোধ

করিয়া, পিতাপুত্রাদিকেও রাজদ্বারাদিতে দণ্ডিত করে, এই বিষয়-তৃষ্ণাই কি তাঁহার কারণ নহে? লজ্জাশীলা কুলবতীও যে অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে, এই বিষয়তৃষ্ণাই কি তাহার কারণ নহে?

ঐ দেখ, শত শত ব্যক্তি উদয়াস্ত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজপথ সমুদায় লোকে লোকারণ্য। ঐ দেখ, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় নিরপরাধে বলপূর্ব্বক অক্রমণ ও অন্যান্যেরা তাহাতে যোগদান কবিতেছে। ঐ দেখ, রাজদ্বারে শত শত অর্থী প্রত্যর্থী বা বাদী প্রতিবাদীতে পরিপূর্ণ। ঐ দেখ, কারাগৃহ বন্দীতে বন্দীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর উহাতে তিলার্দ্ধও স্থান নাই। ঐ দেখ, ঐ ধনাঢ্য পরিবার পরস্পর বিবাদ করিয়া, উচ্ছিন্ন হইয়াছে; ইহাদের আর সে বিক্রম বা সে তেজ নাই এবং সেরূপ ঐক্য বা দম্ভও নাই। বৎস! বিষয়পিপাসাই কি এই সকল অত্যাহিত ঘটনার কারণ নহে?

আমি কে, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি এবং কোথায় বা গমন করিব, আমার এই ধন জন সম্পদ বাস্তবিকই কি আমার; আমি মরিলে কি এই সকল আমার সঙ্গে যাইবে, আমি কি চির-কাল এই রূপেই বাঁচিব, আমার ভোগের কি ক্ষয় নাই এবং বিষয়েরও কি বিনাশ নাই; মনুষ্য যদি এই সকল তদাদিতদন্তক্রমে ও ওতপ্রোতভাবে চিন্তা করে, তাহা হইলে, অসার আশার দাস হইয়া, অনর্থক দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে না; তৃষ্ণার দাস হইয়া, সামান্য ধনলোভে অপার সাগর লঙ্ঘন, দুর্গম গিরিগহ্বরাদিতে অবগাহন অথবা অরণ্য প্রান্তরে বিচরণপূর্ব্বক সিংহব্যাঘ্রাদির কবলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে উৎসুক হয় না; বাসনাবশে বিবশ ও ব্যস্ত হইয়া, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, দেশে দেশে পর্য্যটন করে না; বিষয়পিপাসার পরতন্ত্র হইয়া, দাসত্বভারস্কন্ধে প্রভুর রোষ-তোষের প্রতীক্ষা করত জীবন ধিক্কৃত বা বিড়ম্বিত করে না;

অভিমানে অন্ধ হইয়া, আত্মহত্যাদি গুরুতর পাপভারে অবসন্ন ও নিরয়গামী হয় না ; অথবা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, গুরুলাঘবজ্ঞান-পরিহারপূর্ব্বক পৃথিবীর অনর্থক ভার বর্দ্ধিত করে না।

বৎস! সংসারে সকলকেই মরিতে ও জন্মিতে হইবে; এতদ্‌বিধায় তুমি, আমি,ভদ্র,অভদ্র, সকলেই সমান। বিশেষতঃ, এই সংসার বিধাতার নাট্যমন্দির বা কৌতূহলগৃহ। মনুষ্য কখন ধনী, কখন দরিদ্র, কখন ভিক্ষুক, কখন সন্ন্যাসী, কখন বিলাসী, কখন রাজা ও কখন বা প্রজা ইত্যাদি বিবিধ রূপে বিবিধ বেশে সজ্জিত হইয়া, মায়াজীবির পুত্তলির ন্যায়, ইহাতে নানাপ্রকার অভিনয়ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। ধনীও এই মুহূর্ত্তে দরিদ্র, আবার দরিদ্রও এই মুহূর্ত্তে ধনী হইতে পারে। অতএব আমি ধনী, আমি গুণী, আমি বিদ্বান্, আমি বুদ্ধিমান্, ইত্যাকার অভিমানে অন্ধ হওয়া মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সৌম্য! আমি তুমি সকলেই সেই নিয়তিবিধাতার ক্রীড়াকন্দুক। কন্দুক যেমন পতিত ও উৎপতিত হইতে হইতে গমন করে, মনুষ্যেরও তেমনি উচ্চ নীচ বিবিধ অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। হিংসা দ্বেষের, বশবর্ত্তিতা অজ্ঞানের প্রবলতা ওমোহের অতিশয়তা প্রযুক্ত লোকে সহজে এই প্রকার অবস্থান্তর অনুভব বা লক্ষ্য করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এই সকল পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আশা ও পিপাসাদি মহাদোষ সমস্ত পরিহার করিয়া, সর্ব্বথা সাবধানে এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে পদক্ষেপ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও যথার্থ তত্ত্বদর্শী।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ। (মনুষ্য স্বাধীন নহে।)

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল, সকল কালে, সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতেই সুখসেব্য ও সর্ব্বথা

অধিগম্য। অতএব পুনরায় ঐরূপ সারগর্ভ, নীতিগর্ভ ও যুক্তিগর্ভ বাক্য বিন্যাসে আজ্ঞা হউক।

দেখুন, মনুষ্য সংসারের শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও, কিছুমাত্র স্বাধীন নহে। কাল, কর্ম্ম, অদৃষ্ট ও দৈব নিরন্তর উহার উপর অসীম প্রভুত্ব করিতেছে। সেইজন্য ইহার সুখ জলবুদ্বুদের ন্যায় অচির-স্থায়ী এবং সেইজন্য ইহার শান্তি ও সন্তোষ কুজ্ঝটীকার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ও মেঘচ্ছায়ার ন্যায় নিতান্ত নশ্বর। এতদ্ভিন্ন রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ভয়, জন্ম, জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য ও সন্তাপ প্রভৃতি বহুবিধ উপদ্রব ও উপসর্গে সতত বেষ্টিত হওয়াতে, প্রকৃত সুখের বার্ত্তা স্বপ্নেও ইহার জ্ঞানগোচর হয় না। পরের দাসত্ব করিলে, যেমন দুঃখসত্ত্বেও সুখ জানিতে পারা যায় না এবং পিতা-মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইলেও, দাস যেমন তাহাদের বিরহযোগজনিত দারুণ দুঃখ সহ্য করে, কালকর্ম্মাদির পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ সর্ব্বদাই শোকাবহ। সে ইচ্ছানুসারে ঐ সকল ভোগ করিতে পায় না।

দেখুন, জননী বহু ক্লেশে গর্ভ ধারণ করিয়া, বহু ক্লেশে পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন এবং স্তন্যচ্ছলে স্বীয় রক্ত প্রদান করিয়া, বহু ক্লেশে তাহারে পালন ও পোষণ করিতে লাগিলেন। পিতাও স্বয়ং না খাইয়া ও না পরিয়া, দিবারাত্র বহু ক্লেশে জননীর সহকারিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের আশা ও আনন্দের সহিত পুত্র ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে বাল্যশৈশব অতিক্রান্ত ও যৌবন-সীমা সমুপস্থিত হইল। শুভক্ষণে সন্তানরত্ন সংসারপথে পদার্পণ-পূর্ব্বক স্বীয় স্কন্ধে সমুদায় ভার বহন করিবার উপযোগী হইল। পিতামাতার আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা মনে করিলেন, এইবার আমাদের সমুদায় ক্লেশরাশির অবসান হইবে, এইবার আমরা দুঃখের সংসারে সুখী হইব এবং এইবার আমাদের সংসার ভারের লাঘব হইবে। এইপ্রকার সুখময়ী আশার অঙ্কুরসমুদ্-

গমেই দুরন্ত কাল অজ্ঞাতসারে সমাগত হইয়া, একবারেই সেই আশালতার মূলোৎপাটন করিয়াদিল। সুখের সংসার পুনরায় দুঃখের হইল। তাঁহারা আশার সংসারে সহসা অনাথ ও অশরণ হইয়া পড়িলেন!!

ব্রহ্মন্! কাল যদিও কোন রূপে পরিহার বা অনুকূলভাব প্রদর্শন করে, দারুণ কর্ম্মবিপাক কোন মতেই তাহা সহ্য করিতে পারে না। হয়ত সেই তনয়রত্ন কর্ম্মবশে দুরাচার,দুর্ব্বৃত্ত, উচ্ছৃঙ্খল বা উৎপথগামী হইয়া পিতা মাতার আশালতা ছিন্ন করে, না হয়, পঙ্গু, আতুর ও অক্ষম হইয়া, পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। ফলতঃ, কাল ও কর্ম্মাদি সংসারের সকল বিষয়েই মনুষ্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, এইরূপ অসীম প্রভুত্ব বিস্তার করত বিচরণ করিতেছে। এই জন্যই লোকে যাহা মনে করে, তাহা ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন করিতে পারে না। এইজন্যই মনীষিগণ কালকে অনন্তশক্তি ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং কর্ম্মকে তাহা অপেক্ষাও পূজনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম প্রজাদিগের সৃষ্টি করে এবং কাল তাহাদের বিনাশ করিয়া থাকে। আব দৈব ও অদৃষ্ট ইহাদের সহকারিতা করে। মনুষ্য স্বভাবতঃ অন্ধ। এইজন্য মিথ্যা ও সংকল্পস্বরূপ দৈব ও অদৃষ্টের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞান করিতে পারে না। তজ্জন্য হতাশ ও মত্ত হইয়া, ধর্ম্মবোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সুখবোধে দুঃখসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম ও মরীচিকায় জলভ্রম হইয়া থাকে,সেইরূপ অসতে সদ্ভ্রম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। সে দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এই সকলে দৈব ও অদৃষ্টের বিগুণতা আরোপিত করিয়া, হতাশ ও অন্ধ হইয়া, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা ও আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাতকপরম্পরার সঞ্চয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

যদি কালকর্ম্মাদির এইপ্রকার গুরুতর শাসন না থাকিত,তাহা হইলে,সংসার কি সুখের স্থান হইত! প্রতারণা,পরদ্রোহ,পরগ্লানি,

পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরপরিবাদ, পরস্বাপহরণ, মিথ্যা ও বিগ্রহাদির নাম থাকিত না !! বসুমতী শত শত নিরপরাধীর শোণিতপাতেও এরূপ অপবিত্র হইতেন না !! সাধুর পর্ণকুটীর ও অসাধুর প্রাসাদ বাস সংঘটিত হইত না !! দুগ্ধের বিনিময়ে মদ্য গৃহীত ও গর্দ্দভমূল্যে হস্তী বিক্রিত হইত না !! এবং একের সর্ব্বনাশ করিয়া অন্যের সন্তোষ বিহিত হইত না !! হায় কি কষ্ট ! এ সকল ভাবিলেও, হৃদয় বিদীর্ণ ও আত্মা অবসন্ন হয়।

ঐ দেখুন, কেহ অট্টালিকায় দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় দাসদাসীর ক্রোড়-পদে সুখে বিশ্রাম করিতেছে ; কেহ সামান্য পর্ণকুটীরেও বাস করিতে পাইতেছে না ; তজ্জন্য অনাবৃত ভূমিশয্যায় অতি কষ্টে যামিনী যাপন করিতেছে ! ঐ দেখুন, কেহ রোগে জীর্ণশীর্ণ, উত্থানশক্তিরহিত, ক্ষুধাতৃষ্ণার নাম নাই ; প্রচুর ভোগ্য ও বিলাসদ্রব্য সত্ত্বেও তাহা ভোগ করিতে পাইতেছে না ; কেহ হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ-শরীর, ক্ষুধাসত্ত্বেও খাদ্যাভাবে উদরপূরণে সমর্থ হইতেছে না, উপবাসেই সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেছে ; ঐ দেখুন, কেহ মহার্হ বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া সুখে বিচরণ করিতেছে ; কাহারও ভাগ্যে শতগ্রন্থি ছিন্ন কৌপীনও ঘটিয়া উঠিতেছে না !! ঐ দেখুন, কেহ অজস্র দান করিতেছে, কেহ বা অজস্র ভিক্ষা করিয়াও, উদরপূরণে সমর্থ হইতেছে না ! ঐ দেখুন, যে ব্যক্তি যানারোহণে গমন করিয়াও, ক্লেশ বোধ করিত, অধুনা সে কালবশে হতসর্ব্বস্ব হইয়া, পদচারে অনায়াসেই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও, কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিতেছে না। ঐ দেখুন, অভ্রভেদী অত্যুচ্চ ভূধর সকলও ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া, অতলস্পর্শ অপার জলধি রূপে পরিণত হইতেছে, আবার, ঐরূপ সাগর সকলও উচ্চশিখরী ভূধররূপ ধারণ করিতেছে ! ঐ দেখুন, পিতা দশরথ বহু কষ্টে বহু ব্যয়ে ও বহু দিনে এই যে অতুল্য বিলাসমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা বজ্রের আঘাতেও বিদীর্ণ বা বিচলিত

হয় নাই, সে দিবস সামান্য সূত্রেই সহসা উহাও পতিত অধুনা এই ধূলিরূপে পরিণত হইয়াছে!!

মানুষ মনে করে, আমার এই পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও দাস দাসী; কিন্তু কাল তাহার অন্যথা করিয়া থাকে। কালবশে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও দাসদাসীও পর বা পরের হইয়া যায়। কালবশে অমৃত হইতেও বিষবিকার সমুৎপন্ন হয়, গুণ হইতেও দোষের উৎপত্তি হয় এবং কালবশে হিতও অহিত হইয়া থাকে। কালবশে আমি তুমি সকলকেই অন্তর্হিত হইতে হইবে। কালবশে এই অসীম আকাশও পতিত ও ইন্দ্রের বজ্রও বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ফলতঃ, কালই প্রাণীগণের সৃষ্টি ও কালই তাহার ধ্বংস করে। অতএব মনুষ্যের স্বাধীনতা কোথায়?

এই সকল চিন্তা করিয়া, মনুষ্যের জন্য আমার হৃদয়ভেদী ও মর্ম্মভেদী দারুণ দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। হায়, মানুষ কি আত্মবিস্মৃত! সে চক্ষুকর্ণাদি সত্ত্বেও, এই সকল দেখিতে বা শুনিতে পায় না! কেবল, আমি করি, আমি বলি, এইপ্রকার অভিমানে অন্ধ ও হতচিত্ত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরা সহ্য করে, ইহাতেও তাহার চৈতন্য হয় না! ভগবন্! দুর্ব্বুদ্ধি মানুষের পরিণাম কি হইবে? আমিত কেবল অন্ধকার দেখিতেছি, যে অন্ধকারের পার নাই, সীমা নাই ও কোন রূপে পরিহার নাই! হায়, মানুষ কালবশে শতবেষ্টনে বদ্ধ রহিয়াছে! তথাপি আপনাকে স্বাধীন মনে করে! কিয়ৎ পরিমাণে ধনসম্পত্তি হস্তগত হইলেই সে আপনাকে সুখী, সচ্ছন্দ ও কৃতার্থ মনে করে। ভাবিয়া থাকে, ধনই পৃথিবীর সারসর্ব্বস্ব। কিন্তু এই ধনের পরিণাম কিরূপ, তাহা একবারও চিন্তা করে না। এই মুহূর্ত্তে যদি দুশ্চিকিৎস্য উৎকট ব্যাধি হয়, অতুল ধনসম্পত্তি কি তাহার ঔষধ হইতে পারে? অথবা এই মুহূর্ত্তে যদি প্রিয়তম পুত্রের প্রাণবিয়োগ হয়, ধনসম্পত্তি কি তজ্জনিত শোক নিরাকরণ করিতে

পারিবে? বরং কত লোক পুত্রশোকে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, সামান্য ধনসম্পত্তির ত কথাই নাই। অতএব ধন কখনও সুখের নহে। আমার বিচারণায় ধনবান্ অপেক্ষা পরাধীন জগতে দ্বিতীয় নাই। তাহাকে সকলেরই দ্বারে যাইতে হয়। তজ্জন্য সে সকলের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ দেখুন, মহারাজ দশরথ পৃথিবীর রাজা এবং কুবেরের ন্যায় অতুল বিভবের অধি-কারী। কিন্তু ইঁহার স্বাধীনতা নাই। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, ইঁহাকে হয়হস্ত্যাদি ইতরপ্রাণীরও অধীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে! অথবা, ইঁহার ন্যায় রাজনামধারী মনুষ্যমাত্রেরই এইপ্রকার হত-দশা! লোকে মনে করে, রাজদ্বারে অগণিত হয়হস্তী বদ্ধ রহিয়াছে; অপ্রমিত রক্ষিদল স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদন করিতেছে; অসংখ্য দাসদাসী সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। এবং অগণিত রাজপুরুষসম্প্রদায় নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এ সকল রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে, এ সকল পরাধীনতার মুর্ত্তিমান্ লক্ষণ। এই হয়হস্ত্যাদি না হইলে, হতভাগ্য নরপতিগণের স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া একপদও চলিবার বা কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব রাজা অপেক্ষা সংসারে পরাধীন কে আছে? এই মুহূর্ত্তে যদি বিপক্ষ আসিয়া এই সকল অধিকার করে,তাহা হইলে,রাজাকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। ফলতঃ, রাজা ও কাষ্ঠপুত্তলি, এই উভয়ের কোনরূপ বিশেষ নাই; বিশেষ কেবল নামে ও অনর্থক বাহ্য ঐশ্বর্য্যে। এইজন্যই, বলিতে কি, অসার, অধম, অতীবজুগুপ্সিত, ক্ষুদ্র রাজপদে আমার অণুমাত্রও অভিলাষ নাই। দেখুন, একেই ত মানুষের স্বাধীনতা নাই, ইহার উপর আবার কোন্ ব্যক্তি পরাধীন হইতে ইচ্ছা করে?

হায়! মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা অবলোকন করুন। সে পশুপক্ষী-প্রভৃতি আপন অপেক্ষা অসহায় ক্ষুদ্রজীবকে পিঞ্জরাদিতে বদ্ধ

করিয়া, কতই আমোদ আহ্লাদ অনুভব করে! কিন্তু সে স্বয়ং যে কালপাশে বদ্ধ হইয়া আছে, তাহা একবারও বিবেচনা করে না! আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার নির্ম্মিত পিঞ্জর কালবশে ভগ্ন ও তৎপ্রযুক্ত বদ্ধপ্রাণীর পরিহার হইতে পারে, কিন্তু সে স্বয়ং যে কালপাশে বদ্ধ আছে, তাহার যে কোন কালে কোন রূপে ছেদ নাই, ভেদ নাই, ইহা তাহাব মনেই ধারণা হয় না! সেইজন্য সে আপনা আপনি স্বাধীন ভাবিয়া অভিমানে মত্ত ও অহঙ্কারে হতচিত্ত হইয়া, অসহায় প্রাণীদিগকে ঐরূপে বদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা আপনা অপেক্ষা দুর্ব্বলের পীড়ন করে, তাহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র নীচ আর কে আছে? বলিতে কি, ঐরূপ পীড়ন করাই পশুতা।

ব্রহ্মন্! আমি দিব্য আহার বিহার ও দশ জনের উপর দিব্য প্রভুত্ব করিতেছি, অতএব আমার পরাধীনতা কোথায়? আমিই যথার্থ সুখী ও স্বাধীন। যাহারা এইপ্রকার আকাশকল্পনায় বৃথা অভিমান ও অহঙ্কারে মত্ত ও উল্লসিত হয়, তাহারা আরও নির্ব্বোধ। দেখুন, একজন গুণবান্ কৃতকর্ম্মা ভৃত্যের মৃত্যু বা অন্য কোন রূপে সহসা বিয়োগ বা অভাব ঘটিলে, প্রভুমাত্রকেই যখন হস্তপদশূন্যের ন্যায়, একান্ত অবসন্ন বা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইতে হয়, তখন তাহা অপেক্ষা পরাধীন আর কে আছে? বলিতে কি, প্রধান সেনানীর মৃত্যু হইলে, মহারাজ দশরথকেও বিচলিত হইতে হইয়াছিল। অথবা, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উপর প্রভুত্ব করা সহজ কথা। এ বিষয়ে বলবুদ্ধির প্রাধান্যই কারণ। সেই বল ও বুদ্ধির কোন রূপে ক্ষয় হইলেই, পুনরায় ভৃত্যেরও ভৃত্য ও অধীনেরও অধীন হইতে হয়, যখন এইপ্রকার সাংসারিক বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন লৌকিক স্বাধীনতা কখন প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে পারে না। দেখুন, মন্ত্রিপ্রভৃতি রাজভৃত্যগণ বলবান্ হইয়া, অনেক সময়ে রাজাকে অপদস্থ ও আপনার অধীন করিয়া থাকে। এই-

প্রকার ঘটনা সংসারে বিরল বা অসুলভ নহে। এইজন্য রাজা-দিগকে নিতান্ত অধীনের ন্যায় সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতে হয়। তথাহি,মৃত্যু যখন সকলের প্রভু,তখন সংসারে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? মৃত্যুভয়ে বৃকহস্তপতিত ক্ষুদ্র মেষের ন্যায়, সকলকেই নিতান্ত শঙ্কিত ভাবে কালযাপন করিতে হয়। এবিষয়ে ক্ষুদ্র মহান্ কাহারই কোন রূপে পরিহার বা ভেদ নাই। মহারাজ মহাপ্রভাব দশরথও যেমন মৃত্যুর অধীন, তাঁহার অধিকারস্থ অতি সামান্য প্রজাও তদ্বৎ কালের আয়ত্ত, এবিষয়ে অণুমাত্র ইতর-বিশেষ বা তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়া হতভাগ্য মানুষকে আমার নিতান্ত পরাধীন বলিয়া, দৃঢ়প্রতীতি জন্মিয়াছে। যে সামান্য রক্তের তেজে বা বুদ্ধির দোষে যাহাই বলুক বা যাহাই ভাবুক, তাহা অপেক্ষা পরাধীন আর কেহ নাই। বনের পশু-পক্ষীরা বরং এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, মনুষ্যের ন্যায়,তাহাদের কোনরূপ অতিরিক্ত সংসারবিস্তার নাই, যে সংসার এককালেই সর্ব্বস্বাধীনতা হরণ করিয়া থাকে। পশুপক্ষীরা যে স্বভাবসিদ্ধ বা প্রকৃতিদত্ত সংস্কার পাইয়াছে, তৎপ্রভাবে পরি-চালিত হইয়া, স্বভাবসিদ্ধ অযত্নলভ্য ফলমূলাদিতে জীবনধারণ করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বজাতির বা অন্য কাহারও পরাধীন হইতে হয় না। তাহারা কেবল একমাত্র মৃত্যুরই অধীন। কিন্তু আত্মাভিমানী পণ্ডিতাভিমানী দুরাচার দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ অতিবুদ্ধির বশীভূত ও অত্যাকাঙ্ক্ষার পরতন্ত্র হইয়া, বিষয়ের উপর বিষয় সংগ্রহে যে পরিমাণে প্রবৃত্ত হয়, সেই পরিমাণেই বদ্ধ ও অধীন হইয়া থাকে। এই রূপে জীবনে মরণে তাহারা পরাধীন।

ভগবন্! আপনি অনেক দেখিয়াছেন ও অনেক শুনিয়াছেন এবং অনেক জানেন। অতএব কি উপায়ে মনুষ্য স্বাধীন হইতে

পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদেশ করিয়া, আমাকে সুস্থ ও সুখিত করিতে আজ্ঞা হউক।

(ঈশ্বরের দাসত্বই স্বাধীনতা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অনভিজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করিতেছ মাত্র। যাহা হউক, আমি লোকশিক্ষার জন্য তোমার নিকট এবিষয়ের উপদেশ করিতেছি, অবধান কর।

বৎস! সংসারে প্রলোভন অনেক। সামান্য তৃণকাষ্ঠও লোকের প্রলোভন প্রদীপিত করে। কতলোক এইরূপ জঘন্য তৃণকাষ্ঠের জন্যও রাজদ্বারে দণ্ডিত, লোকদ্বারে ঘৃণিত, স্বর্গদ্বারে বঞ্চিত, আত্মদ্বারে অনুতপ্ত ও মুক্তিদ্বারে ব্যাহত হইয়া থাকে,তাহা তোমার নিকট বর্ণন করা বাহুল্যমাত্র। সে দিবস আমি প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াছি, অতিগলিত ছিন্ন কন্থা চুরি করিয়া, একজন তোমার পিতার দ্বারে দণ্ডিত হইয়াছে। বলিতে কি, সামান্য শাকমুষ্টিও মানুষকে প্রলোভিত ও বিপজ্জালে জড়িত করিয়া থাকে। কতলোক এইরূপ যৎসামান্য বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত ও কৃতপ্রাণান্ত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। যাহারা অতিকৃপণ ও তজ্জন্য অর্থ যাহাদের পুরুষার্থ ও পরমার্থ, তাহারা একমাত্র কাণকপর্দ্দকের জন্যও আত্মত্যাগে সমুদ্যত হয়, এবিষয়ে জ্ঞানী অজ্ঞানীর প্রভেদ নাই।

অথবা, মানুষ ছয় রিপুর দাস। সংসারে এক জনের দাসত্ব করিলেই, বুদ্ধিশুদ্ধি যখন লোপ পাইবার সম্ভাবনা, তখন ছয় জনের দাসত্বে যে কি হইয়া থাকে, তাহা নিজের অনুমানেই বুঝিয়া লও। কাম, ক্রোধ, লোভ, মহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই ছয় রিপুর প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান ও অতীব ভয়াবহ। ইহারা দিবা-

রাত্র মানুষের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। এই প্রভুত্বও অতি দুঃসহ ও ভয়াবহ। ফলতঃ মানুষ রিপুর দাস হইলেই, এক বারে স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরের দাসত্ব ভিন্ন আর তাহার স্বাধীনতালাভের উপায় নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! ঈশ্বরের দাসত্ব কাহাকে বলে, এবং কি করিলেই বা ঈশ্বরের দাসত্ব করা হয়, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! যাহা দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহার নাম ঈশ্বরের দাসত্ব। এই দাসত্বকেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ মুক্তি বা চরম স্বাধীনতা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারদ প্রভৃতি মহাভাগগণ ঈশ্বরের দাস। এইজন্য তাঁহারা সর্ব্বথা স্বাধীন ও মুক্ত। আত্মত্যাগ বা সংসারে অনাসক্তিই ঈশ্বরদাসের প্রধান লক্ষণ। সংসারে অন্যের দাসত্ব করা যেরূপ দুষ্কর,ঈশ্বরের দাসত্ব করা সেইরূপ অতীব সহজ। ইহা ব্যক্তিমাত্রেরই অনায়াসসাধ্য। আমি, তুমি ও এই সংসার, কিছুই কিছু নহে। এইপ্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া, ঐ সকলে মমতা ত্যাগ করিলেই, ঈশ্বরের দাস হওয়া যায়। যাহারা ঈশ্বরের দাস,তাহারা নিত্য সুখী ও নিত্যসন্তুষ্ট এবং পরমানন্দরূপ পীযূষপানে তাহাদের আত্মা সর্ব্বদাই প্রসন্ন। বিপদ কখনও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাহারা আত্মানন্দরূপ দেবদুর্ল্লভ অমৃত পান করিয়া, নির্জ্জর ও নির্ভয় হইয়া থাকে। কামনাত্যাগ,লোভ ত্যাগ,মোহত্যাগ, ক্রোধত্যাগ, মদত্যাগ ও মাৎসর্য্যত্যাগ পুরঃসর শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও ধর্ম্মপর হইলেই, ঈশ্বরের দাস ও বন্ধনচ্যুত হওয়া যায়।

লোভ মানুষকে বন্ধন করে,ক্রোধ মানুষকে বিবিধ ভয়ে নিপাতিত করে, মোহ মনুষকে হিতাহিতজ্ঞানভ্রষ্ট করে, কাম মানুষকে জালবদ্ধের ন্যায় নিতান্ত জড়িত করে, মদ মানুষকে শান্তিসুখভ্রষ্ট করে এবং মাৎসর্য্য মানুষকে ব্যাকুল ও বিচলিত করে। ঈশ্বরের দাসত্বে এই সকল উপদ্রবের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

মনুষকে একদিন অবশ্যই মরিতে হইবে, ইহা যেমন স্থির-নিশ্চয়, এমন আর কিছুই নহে এবং আমি কিছুই নহি,ইহাও যেমন সত্য, এমন আর কিছুই নহে। এই সকল বিবেচনা করিলে, স্ত্রী-পুত্রাদি বিফল বিষয় ভোগের অসারতা আপনা হইতেই প্রতীত হয়। মানুষ অনবরত বিষয়ের সেবা করে এবং অনবরত বিষয়-সেবীর সংসর্গে বাস করে। এইজন্য বিষয়ের ভঙ্গুরতা, অসারতা, অবাস্তবতা, অলীকতা, অনর্থকারিতা, বিপজ্জনকতা, অপরিণাম-শীলতা ও পরলোকপরিপন্থিতা প্রভৃতি দোষ সকল জানিতে পারে না। সৌম্য ! মদ্য পান করিলে, বুদ্ধিবৃত্তির লয়াবস্থা উপস্থিত হয়, এইজন্য যেমন সুরার অনিষ্টকারিতা সহজে বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; বিষয়রসে আসক্ত হইলে, তদ্রূপ বুদ্ধিমালিন্য ও মনোমালিন্য প্রভৃতি দোষসমস্ত সংঘটিত হইয়া, মানুষকে এক বারেই জ্ঞানভ্রষ্ট করে ; তজ্জন্য সে বিষয়ের বিপজ্জনকতা প্রভৃতি অগুণসমস্ত বুঝিতে পারে না।

অভ্যাস সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর। বাল্যকাল হইতে যে যেমন অভ্যাস করে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ হইয়া থাকে। মানুষ বাল্যকাল হইতেই বিষয়সুখে অভ্যস্ত হয়। সেইজন্য তাহা সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। আবার, তাহার প্রকৃতি অভ্যাস-দোষে এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে,কেহ উপদেশ করিলেও, সহজে বিষয়ের সঙ্কটময়তা বুঝিতে পারে না। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলোপধায়ক। অতএব মানুষ আপনা আপনি সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা বা পর্য্যালোচনা করিবে যে,আমি এই যে প্রসাদে বা কুটীরে বা গৃহে বাস করিতেছি, ইহা কাহার নির্ম্মিত ? আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অধুনা তাঁহারা কোথায় ? আমাকেও একদিন অবশ্য তাঁহাদের অনুগামী হইতে হইবে। অথবা হয় ত এই মুহূর্ত্তেই আমি তাঁহাদের অনুগমন করিতে পারি। অথবা,আমি যদি নির্ব্বংশ হই,তাহা হইলে আমার

এই সকল কাহার ভোগাস্পদ হইবে? আমার ঐ প্রতিবেশী নিঃসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন। ঐ তাঁহার বহুযত্নের গৃহ সামগ্রী পতিত রহিয়াছে এবং সংস্কারাদির অভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়দশার সম্মুখীন হইতেছে। অথবা,আমি যাহাদের সহিত বাল্য-কালে এক সঙ্গে ক্রীড়া করিয়াছিলাম,তাহাদের সকলেই একে একে গত হইয়াছে। আর তাহাদের কাহাকেই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না; ভাবিলেও তাহাদের আকারপ্রকার মনে পড়ে না। আর কিয়ৎকাল গত হইলেই,তাহাদের নামপর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে। অথবা ঐ যে শূন্য স্থান পতিত রহিয়াছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে একজন প্রসিদ্ধ ধনিজনের প্রসিদ্ধ বসতি ছিল। তাহার দ্বারে সর্ব্বদাই হয় হস্তী বদ্ধ থাকিত, এবং তাহার প্রভাব ও পরাক্রমেরও সীমা ছিল না। আহূত ও অনাহূত কত শত ব্যক্তি নিত্য তাহার দ্বারে যাতায়াত করিত, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু কালবশে তাহার নামপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। শুনিয়াছি, তাহার পরিবারের সংখ্যা ছিল না। এমন কি, এক সময়ে তাহার পরি-বারের এরূপ আধিক্য হইয়া উঠে, যে, তাহাদের আর স্থান সমা-বেশ হইত না। অনেকে গৃহাভাবে দ্বারদেশে শয়ন করিত। কিন্তু কালের কি দুরন্ত প্রভাব! আজি আর এক ব্যক্তিকেও তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না।

শুনিয়াছি, ঐ স্থানে পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ জনস্থান ছিল। তৎকালে তাহার শোভাসমৃদ্ধির সীমা ছিল না; পৃথিবীর যাবতীয় লোক তাহার গুণের কথা বিদিত ছিল এবং কত লোকেই কার্য্যোপলক্ষে তথায় যাতায়াত করিত। তাহার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল না, বিষয়বিভবের ইয়ত্তা ছিল না, প্রভাবপরাক্রমের সীমা ছিল না, খ্যাতিপ্রতিপত্তির নির্ণয় ছিল না এবং বিবিধ গুণগৌরবেরও তুলনা ছিল না। কিন্তু আজি তাহা এই ভয়াবহ জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে। তাহার নাম পর্য্যন্ত আর কাহারও বিদিত নাই। ঐ দেখ, সেই

জনস্থানের যেখানে রমণীয় উদ্যান বা উপবন ছিল, সেখানে এখন মহামরু হইয়াছে! আর তথায় সেই দিব্যমোনহর কামিনীকুঞ্জ বিরাজ করে না; আর তথায় সেই মনোহর মধুকরনিকর গুঞ্জন করে না; আর তথায় সেই অমৃতায়মান কোকিলকাকলী শুনা যায় না; আর তথায় সেই ঘ্রাণরঞ্জন দিব্য গন্ধ বায়ুভরে সঞ্চা-লিত হয় না; আর তথায় সেই সুশীতল সুখসেব্য সমীরণ বিবিধ বিচিত্র কুসুমগন্ধ বহন করিয়া,বিলাসভরে মৃদুমন্দ বিচরণ করে না; আর তথায় সেই কমনীয়কান্তি কামিনীলতা ধীরসমীরহিল্লোলভরে সবিলাসে নৃত্য করে না; অথবা, আর তথায় সেই ছায়ালোভী পথিকজনকদম্ব সুখে উপবেশনপূর্ব্বক পরস্পর নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তায় পথশ্রম অপনোদন করে না! এখন তাহার চতুর্দ্দিকে কণ্টকীলতার বন হইয়াছে; শৃগাল শৃগালীর বিলাসগর্ত্ত হইয়াছে! নকুল নকুলীর আবাসমন্দির হইয়াছে এবং সর্পসর্পিণীর নির্জ্জন-বিহারস্থান হইয়াছে! দিবাভাগেও তথায় গমন করিতে ভয় হয়! আমার এই দিব্য অট্টালিকা বা বাসগৃহ হয় ত এক দিন এইরূপে ধূলিসাৎ হইবে। ইহার চতুর্দ্দিকে হয় ত এইরূপ মহামরু হইবে; হয় ত মূষিক মূষিকার সহিত বিচরণ করিবে; শৃগালশৃগালী বিহার করিবে অথবা,একবারেই প্রাণীশূন্য দুর্গম প্রান্তর হইবে এবং দস্যু-তস্করাদি সুখে ও নির্ভয়ে বাস করিবে; না হয়,বিবিধ হিংস্র শ্বাপ-দের আবাস হইবে, অথবা, আরও কি ভয়ঙ্কর স্থান হইবে, কিংবা, অস্থিকঙ্কালভস্মপূরিত, গৃধ্রগোমায়ুর শ্রবণবিদারী মর্ম্মবিদারী ও হৃদয়বিদারী কঠোর নিনাদে প্রতিধ্বনিত, ধূমশিখাসমাচ্ছাদিত, সকল লোকের পরিবর্জ্জিত,ভূতপ্রেতের অধ্যুষিত,ভয়বিপদে পরি-বেষ্টিত মহাশ্মশানরূপে পরিণত হইবে। কাল! তুমি সকলই করিতে পার! তোমার তীক্ষ্ণ ভীষণ কঠিন দন্তে ইন্দ্রের বজ্রও চূর্ণ হইয়া যায়; অভ্রভেদী গিরিরাজও বিদলিত হয় এবং কৃতান্ত-মহীষের মহাশৃঙ্গও বিদীর্ণ হইয়া যায়; সামান্য মানবের সামান্য

গৃহ প্রভৃতির কথা কি বলিব? আমার মাংসময় কোমল দেহ কি তোমার সেই বজ্রময় তীক্ষ্ণ দন্তে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে? কাল! তুমি যখন মৃত্যুরূপে আমার সম্মুখীন হইবে,তখন ভয়ে ও শোকে অভিভূত হইয়া, পিতামাতা আমায় ত্যাগ করিবেন; পুত্রকলত্র মোহাচ্ছন্ন হইয়া, আমায় পরিহার করিবে; বন্ধুবান্ধবেরা ব্যাকুল হইয়া বিসর্জ্জন করিবে; অন্যান্যেরা আর আমায় স্পর্শ করিবে না। ইহা অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় কি আছে বা কি হইতে পারে! তথাপি, আমার চৈতন্য নাই! তথাপি আমি পাপ-সংসারের দাস হইয়া, পাপপরিবারের পাপপোষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি! এ সকল ভাবিলেও, ঘৃণা হয়! এই পিতা, এই মাতা, আর আমার চরমদিনে আমার হইবেন না; সমুদায় মায়ামমতা স্নেহপ্রীতি এককালেই বিসর্জ্জন করিয়া কালে আমার নামপর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইবেন। এই স্ত্রী ও এই পুত্রও তখন আমার হইবে না। তবে আমি কেন ইহাদের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছি! ইহা অপেক্ষা ঘৃণার বিষয়, জুগুপ্সার বিষয় ও লজ্জার বিষয় আর কি আছে!

বুঝিলাম, পৃথিবীর কিছুই কিছু নহে। কালবশে অনায়াসে সকলেরই ধ্বংশ হইয়া থাকে। তবে আর ইহাতে যত্ন কি, মমতা কি, শ্রদ্ধা কি, প্রীতি কি,অনুরাগ কি? তবে কেন আমার আমার করিয়া আমি ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া থাকি? তবে কেন আমি জ্ঞাতির সহিত ও প্রতিবেশীর সহিত অনর্থক ভাবপ্রণয় বা বিবাদ-বিসংবাদ সংঘটন করি? এ সকল কাহার জন্য করি? সংসারে আমার স্থায়ী কে? কালের অনন্তবিস্তৃত বিশাল জিহ্বা আকাশ-পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া, সর্ব্বদাই লক্ লক্ করিতেছে। কাহারও তাহাতে পরিহার নাই। অনন্তশক্তি কাল সামান্য তৃণকাষ্ঠও পরিহার করে না। অতিকোমল তৃণ যেমন, অতীব দুর্ভেদ্য বজ্রও তেমন ইহার উদরে জীর্ণ হইয়া যায় এবং ঐ প্রস্তরময় দুরাধর্ষ

গিরিদুর্গ যেমন, এই সামান্য পর্ণশালাও তেমন কালের প্রবল নিশ্বাসপবনে তৎক্ষণে উড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়! ফলতঃ, এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ বা খণ্ডবিখণ্ড করিতে কালের এক নিমেষও অতিবাহিত হয় না! ইহার প্রলয়নিশ্বাসে মহাসাগরও তৎক্ষণে শুষ্ক হয়, মহাগিরিও তৎক্ষণে বিদীর্ণ হয়, মহাবজ্রও তৎক্ষণে বিপাটিত হয়, মহাবহ্নিও তৎক্ষণে নির্ব্বাণ হয় এবং মহাজ্যোতিও তৎক্ষণে অন্তর্হিত হয়! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণ মানবের কথা আর কি বলিব! তবে আমি কিজন্য নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় রহিয়াছি? তবে আমি কিজন্য উৎসাহ ও সাহসভরে বিষয়ের উপর বিষয় সংগ্রহ করিয়া, অনর্থক কালের উদরপূরণের চেষ্টা করিতেছি।

হায়, আমার কি নির্ব্বুদ্ধিতা! কি অধমকারিতা! কি জঘন্যচারিতা! যে দেহ এক দিন অবশ্যই এই দিব্য রম্য গৃহ হইতে ভীষণমূর্ত্তি শ্মশানে নীত হইবে, শৃগালকুক্কুরের পরস্পর বিবাদস্থানীয় হইবে, ভস্মরাশিতে বার বার লুণ্ঠিত হইবে এবং চিতানলে দগ্ধ হইয়া যাইবে; এইরূপে যে দেহের কিছুই গৌরব নাই, আমি কি ভাবিয়া ও কি বুঝিয়া, কি আশায় সেই অসার দেহে চন্দন চর্চ্চিত ও দিব্যবস্ত্রাদি পরিহিত করিয়া, এই দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া আছি!! হায়, আমার যে হস্ত পদ শৃগাল কুক্কুরে আকর্ষণবিকর্ষণ করিবে,আমি দাসদাসী দ্বারা কোন্ লজ্জায় সেই হস্ত পদ দলিত বা সংবাহিত করিয়া লইতেছি!

হায়, সংসারের যেরূপ গতি, নিয়তির যেরূপ দুরন্ত প্রভাব, তাহাতে এই দাসদাসীই হয় ত এক দিন আমার প্রভু হইতে পারে। এরূপও শুনা গিয়াছে, অনেকে দাসেরও দাস হইয়াছে! ফলতঃ,সংসারে ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই প্রভু নাই। মানুষ কেবল বলপূর্ব্বক মানুষের উপর প্রভুত্ব করে। যত দিন বল, ততদিনই প্রভুত্ব। এরূপ মিথ্যাপ্রভুত্বে প্রয়োজন বা ইষ্টাপত্তি কি? এক

ঈশ্বর হইতে যখন সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন মনুষ্যমাত্রেই মনুষ্যের ভ্রাতা। ভ্রাতার উপর আবার প্রভুত্ব কি?

বৎস রামভদ্র! প্রত্যেক মনুষ্য যদি এইপ্রকার চিন্তা করে, তাহা হইলে পৃথিবী কি সুখের ও শান্তির স্থান হয়? তাহা হইলে, আর কেহ কামে মোহিত, ক্রোধে অভিভূত, লোভে বুদ্ধিবর্জ্জিত, মোহে জ্ঞানরহিত, মদে উন্মাদসমন্বিত ও মাৎসর্য্যে সমুদ্ধত হইয়া, অনবরত দুঃখক্লেশভোগ করে না; বিষয়ের উপর বিষয়বিস্তার করিয়া, ঊর্ণনাভির ন্যায়, জড়িত ও পতিত হয় না; পরস্পর পরস্পরের দ্বেষ ও হিংসা করিয়া ইহলোক ও পরলোক উভয়লোক ভ্রষ্ট হয় না; মিথ্যা, চৌর্য্য ও প্রতারণার দাস হইয়া, মুক্তিপথে স্বহস্তে কণ্টক আরোপিত করে না; আমি আমার ইত্যাকার অভিমানে অন্ধ ও অবসন্ন হইয়া, পরমার্থভ্রষ্ট হয় না এবং আমার তোমার এইপ্রকার ভেদবিচার আশ্রয়পুরঃসর পরমাত্মাসাক্ষাৎকারের ব্যাঘাতযোগ সংঘটিত করে না। তাহা হইলে সকলেই রিপুর দাসত্বপরিহারপূর্ব্বক ঈশ্বরের দাসত্ব করিয়া চিরদিনের জন্য স্বাধীন হয়।

বৎস! এই তোমার নিকট ঈশ্বরের দাসত্বের স্বরূপ, সাধন ও লক্ষণাদি কীর্ত্তন করিলাম। ইহা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ ও শ্রবণ করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহার আত্মা শুদ্ধ ও মন নির্ম্মল হয় এবং সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। প্রতিদিন প্রীত চিত্তে এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য পরমধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্যলোকে সৎশাস্ত্রের বা সদ্‌বিষয়ের উপদেষ্টা ও বক্তা নাই বলিলেও হয়; কেননা, কে তাহা শ্রবণ করে?

—:*:—

ষষ্টিতম সর্গ। (জ্ঞানের মহাত্ম্য।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথাসকল সকল সময়ে, সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতেই মনোরম। শুনিয়া কোন মতেই তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। অতএব পুনরায় লীলাচরিত কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! চিৎ সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ। চিৎ প্রকৃত জ্ঞান সমুদ্ভাবন করেন এবং চিৎই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ। সুতরাং ইঁহাকে অবরুদ্ধ করা কাহারও ক্ষমতাসাধ্য বা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। এই কারণেই সেই চিদ্দেহরূপিণী দেবী সরস্বতী ও লীলা উভয়ে ইচ্ছানুসারে ও অপ্রতিহত গতিতে বিদূরথগৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

সে যাহাহউক, তাঁহারা নরনাথপদ্মসদনে প্রবেশ করিলে, উহা যেন চন্দ্রযুগলসহায়ে ধবলীকৃত ও পরমসুন্দর রূপে প্রকাশিত হইল, মন্দারকুসুমবাহী সুশীতল সমীরণ উহাতে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইল এবং পদ্মভিন্ন তত্রস্থ স্ত্রীপুরুষমাত্রেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। ফলতঃ, যাঁহাদের আবির্ভাবে ঐ গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোদ্যান, সকলভয়নিবারণ, বসন্তশোভায় সুশোভিত কানন ও প্রভাত সময়ে সুবিকশিত পঙ্কজসাদৃশ্যে পরিণত হইল। সেই দেবীদ্বয়ের শশাঙ্কশীতল নিস্পন্দ দেহপ্রভার সংসর্গবশে নিরতি অনন্দ উপস্থিত হইলে, নরপতি আপনা আপনি বোধ করিলেন, যেন অমৃতে অভিষিক্ত হইতেছেন।

অনন্তর মেরুশৃঙ্গদ্বয়ে সমুদিত চন্দ্রদ্বয়ের ন্যায়, সেই দেবীদ্বয় সুখাসনে আসীন হইলে, নরনাথ পদ্ম তৎক্ষণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আপনারা জন্মদুঃখরূপ সন্তা-

পের শশিকলা ও বাহ্যাভ্যন্তরসঞ্চারী অন্ধকারের রবিপ্রভা। এই বলিয়া, সেই কুসুমাঞ্জলি তাহাদের পদারবিন্দে সমর্পণ করিলে, লীলা সরস্বতীর প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া, পদ্মের মন্ত্রীকে তদীয় জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার নিমিত্ত প্রবোধিত করিলেন। মন্ত্রী প্রবোধিত হইয়া, তাহাদের উভয়কে প্রণাম ও চরণে কুসুমাঞ্জলী প্রদানপূর্ব্বক সম্মুখে সমুপবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, হে দেবীদ্বয়! আমার প্রতি এই আদেশ আপনাদের প্রসন্নতা মাত্র। অধুনা, প্রণিধান করুণ, প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি।

ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে রাজা ছিলেন। তিনি স্বকীয় ভুজচ্ছায়ায় দরিদ্রাদির সন্তাপ নিবাকরণপূর্ব্বক যথাবিধি পৃথিবীর পালন করেন। তাঁহার পুত্র ভদ্ররথ, ভদ্ররথের পুত্র বিশ্বরথ, বিশ্বরথের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র সিন্ধুরথ, সিন্ধুরথের পুত্র শৈলরথ, শৈলরথের পুত্র কামরথ, কামরথের পুত্র মহারথ, মহা-রথের পুত্র বিষ্ণুরথ ও বিষ্ণুরথের পুত্র নভোরথ। আমাদের এই প্রভু সেই নভোরথের পুত্র। ইনি চন্দ্রবৎ প্রজাদিগকে অমৃতা-ভিষিক্ত করেন এবং অসীম পিতৃপুণ্যে গৌরীর গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, জননী সুমিত্রার গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া, দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, বনগামী পিতার প্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক তদবধি সমগ্র পৃথিবী পালন করিতেছেন। যাহাহউক,অদ্য আপনাদের প্রসাদে আমা-দের পরম সৌভাগ্য ও পুণ্যযোগ সংঘটিত হইল। বহু ক্লেশে, বহু তপস্যা করিয়াও, আপনাদের দর্শন পাওয়া যায় না।

এই বলিয়া মন্ত্রী বিরত হইলে, দেবী সরস্বতী স্বীয় সুপবিত্র হস্তে রাজার মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তুমি বিবেকসহায়ে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম সমস্ত স্মরণ কর।

সরস্বতীর হস্তস্পর্শে সমস্ত মোহান্ধকার তৎক্ষণাৎ পর্য্যুদস্ত হওয়াতে, রাজা পদ্মের হৃৎপদ্ম বিকসিত ও প্রাক্তনজন্মপরম্পরা স্মৃতিপথে সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি পূর্ব্বজন্মে লীলার সহিত যেরূপে বিহার ও যেরূপে পৃথিবীর একাধিপত্যতা

বিসর্জ্জনাদি করেন, তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন। তন্নিবন্ধন নিরতিশয় বিস্ময়প্রকাশসহকারে কহিতে লাগিলেন, দেবীর প্রসাদে অদ্য আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইল, এই সংসার মায়া মাত্র; কিছুই নহে। অয়ি মহাদেবি! একদিন মাত্র আমার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানে থাকিয়া আমি সপ্ততিবর্ষ যাপন করিলাম। পূর্ব্বজন্মে আমি যে বহু বন্ধু ও মিত্রাদি পরিবার লইয়া, বাল্যযৌবন অতিক্রান্ত ও বহু কার্য্য করিয়াছি, তৎসমস্ত আমার স্মরণ হইতেছে! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? দেবি! এ কিরূপ?

দেবী কহিলেন, আকাশ অপেক্ষা অতীব নির্ম্মল চিদাকাশে এই ভ্রান্তিমাত্রময় ব্যবহারপরম্পরা প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, কিছুই কিছু নহে। এই তুমি কি পূর্ব্বে তুমি ছিলে? কখনই না। আবার, পরেও কখন তুমি থাকিবে না। তুমি মনে করিতেছ, আমি জন্মিয়াছি, আমি বালক ও যুবা ছিলাম; সম্প্রতি বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছি এবং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিগ্‌বিদিক জয় করত ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি। এই দেবীদ্বয় আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি ইঁহাদের পূজা ও ইঁহাদের প্রসাদে দিব্য জ্ঞান লাভ করিলাম। তৎপ্রভাবে আমার সকল দুঃখ দূর ও পরম সুখশান্তি সম্পন্ন হইয়াছে। রাজন্! ভ্রান্তিবশেই এইপ্রকার কল্পনার সঞ্চার হইয়া থাকে। দেখ, তুমি এই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলে, তোমার এই রাজ্য, রাজসিংহাসন, মন্ত্রী ও যানবাহন কিছুই থাকিবে না। আবার, এই মুহূর্ত্তে যদি তুমি বিপক্ষকর্ত্তৃক পরাজিত হও, তাহা হইলেও, তোমার এই সকলের কিছুই থাকিবে না। তবে তুমি এ সকল আমার বলিয়া কিরূপে মনে করিতেছ? রাজন্! যাহা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে বিদ্যমান থাকে, তাহাই সত্য বলিয়া জানিবে। তুমি কোথায় ছিলে, কোথায় যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

রাজন্! তুমি পূর্ব্বে যে মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই এইপ্রকার ভ্রম তোমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে। স্বপ্নে যেমন আপনার মস্তকাদি কর্ত্তন বোধ হয়, অথবা বাতপিত্তাদির সংক্ষোভবশতঃ বৃক্ষপর্ব্বতাদির যেমন অপূর্ব্ব নর্ত্তন দৃশ্য হইয়া থাকে; কিংবা নৌকাদির গমন দ্বারা যেমন তীরস্থ বৃক্ষাদির গতি প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ জগৎ মিথ্যা হইলেও ভ্রমবশে সত্য বলিয়া বোধ হয়। বলিতে কি, তোমার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। তুমি সেই শান্তস্বরূপ, বিজ্ঞানরূপ পরমাত্মাতেই অবস্থান করিতেছ। রাজন্! এই আমি, এই তুমি, এই সূর্য্য, এই পর্ব্বত, ফলতঃ, সংসারের কিছুই কিছু নহে। লোকে যে ভ্রমণ ও পরস্পর দর্শনাদি করে, সে সকলই মিথ্যা।

বিদূরথ কহিলেন, দেবি! যদি কিছুই কিছু নহে,তবে আমার এই অনুচরগণও কি আত্মাতে জন্মিয়া আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছে? যে বস্তু কিছুই নহে, তাহা কিরূপে সত্যস্বরূপ আত্মাতে অবস্থিতি করে?

দেবী কহিলেন,যাঁহারা চিদাকাশস্বরূপ ও শুদ্ধবোধৈকরূপ এবং বেদ্য বিষয় বিদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জাগতিক বস্তুমাত্রেই অসৎরূপে প্রতিভাত হয়। মৃগতৃষ্ণার উপশম হইলে,যেমন জলভ্রমেরও শান্তি হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে জগদ্ভ্রম নিরাকৃত হইলে, জাগতিক বস্তুসকলকে আর কিরূপে সত্য বলিয়া বোধ হইবে?

ফলতঃ,বেতাল যেমন বালককে আজীবন দুঃখ দেয়,মরুভূমিতে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ যেমন মুগ্ধ মৃগগণের বারিভ্রম সমুৎপাদন করে,স্বপ্নদৃষ্ট মৃত্যু যেমন সর্ব্বথা মিথ্যা হইলেও,সত্যবৎ প্রতীত হয়, তদ্রূপ মূঢ়বুদ্ধি ও মূঢ়মতি লোকেরাই এই অসত্য জগৎকে সত্যস্বরূপ বোধ করিয়া পদে পদেই বিপদস্থ ও দুঃখগ্রস্ত হইয়া থাকে। রাজন্! মোহবশতঃ পরমপদে মন দৃঢ়বদ্ধ না হইলেই, লোকের

অসতে সংভ্রম হয়। যাহারা স্বর্ণের স্বরূপ না জানে, তাহারাই স্বর্ণনির্ম্মিত কটককে কটক ভিন্ন কদাচ স্বর্ণ বলিয়া বোধ করে না; তদ্রূপ অজ্ঞ লোকেরাই এই আমি, এই তুমি, ইত্যাদি অসৎ দৃশ্য-দৃষ্টি ভিন্ন পরমার্থদৃষ্টির অনুগামী হয় না। বলিতে কি, এই বিশ্ব স্বপ্নপুরসদৃশ। স্বপ্নে যেমন আপনাকে জাত, মৃত, দরিদ্র বা রাজা হইতে দেখা যায়, এই বিশ্বের অধিবাসী দ্রষ্টৃগণ তদ্রূপ যাহাকে যাহা বলিয়া কল্পনা করে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ তৎস্বরূপেই দেখিয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! এই বলিয়া ভগবতী জ্ঞপ্তি-রূপা সরস্বতী বোধরূপ অমৃতসেকপুরঃসর লীলানাথ বিদূরথের বিবেকরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আমি লীলার প্রীতিসাধনজন্য তোমার নিকট এই জ্ঞানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তোমার অভিলষিত সুসিদ্ধ হউক; অধুনা আমরা চলিলাম।

বিদূরথ ভক্তিভরে কহিলেন, দেবি! আপনি স্বভাবতঃ মহা-ফলপ্রদায়িনী। আপনার দর্শন কখনও বিফল হয় না। মাতঃ! আমি কত দিনে পুরাতন বস্ত্রের ন্যায়, এই বর্ত্তমান কলেবর পরিহার করিয়া, প্রাক্তন শরীর সম্ভোগ করিব। বরদে! আমি আপনারই শরণাপন্ন। অতএব, আপনি প্রসন্ন হইয়া, কৃপাকটাক্ষবিক্ষেপপূর্ব্বক আমাকে এ বিষয়ের উপদেশ করুন। আমি যেখানে যাইব, আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারীও যেন তথায় গমন করে।

দেবী কহিলেন, তথাস্তু।

একষষ্টিতম সর্গ। (অগ্নিকাণ্ড।)

সরস্বতী কহিলেন, রাজন্! তুমি এই মহাসংগ্রামে প্রাণপরি-ত্যাগপূর্ব্বক আপনার সেই পূর্ব্বতন পুর ও প্রাক্তনদেহ প্রাপ্ত হইবে। ঐ দেহ অধুনা জীবশূন্য পতিত রহিয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সরস্বতী ও বিদূরথ উভয়ের এইপ্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে একজন দূত সসম্ভ্রমে তথায় আসিয়া কহিল, মহারাজ! প্রলয়কালীন সাগরসদৃশ সমুদ্ধত বিষম বিপক্ষেরা বিবিধ অস্ত্রবর্ষণ সহকারে সমাগত হইয়া, সমুন্নত প্রাসাদশিখরে পর্ব্বতাকার কাষ্ঠরাশি চয়ন করত তাহাতে অগ্নিদান করিয়াছে। ভয়ঙ্কর হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া, চটচটাশব্দে সকল পুর দগ্ধ ও ভূমিসাৎ করিতেছে। কল্পান্তকালীন সংবর্ত্তমেঘের ন্যায়, ধূমভারে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে।

বলিতে বলিতে,শত্রুসৈন্যের সুভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও বহির্দ্দেশে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এবং বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট ধনুঃসকলের টঙ্কার, বেগবান্ মাতঙ্গগণের বৃংহিত,পুরদহনপ্রবৃত্ত পাবকের চটচটাশব্দ, দগ্ধপুরবাসী স্ত্রীগণের তুমুল হলাহলধ্বনি ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ধগ্‌ধগ্ নিনাদ একত্র মিলিত হইয়া, যেন মহাপ্রলয়লীলায় প্রবৃত্ত হইল।

মহীপতি বিদূরথ সেই মহারজনীতে লীলা ও সরস্বতীর সহিত সমাসীন হইয়া,অবলোকন করিলেন,শত্রুসৈন্য অপার একার্ণব সদৃশ একান্ত উদ্বেল হইয়া পুরীকে পরিব্যাপ্ত ও রুদ্ধ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নিপ্রতিম হুতাশন প্রবলবেগে গগনতল আলোড়িত করিয়া,যাহা পাইতেছে, তাহাই ভস্মসাৎ করিতেছে। বিপক্ষের গগনরন্ধ্রভেদী বিষম চীৎকারে এবং দস্যুগণের হলহলাশব্দে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। অপার নিবিড় ধূমরাশি মধ্যে প্রজ্বলিত পাবক শিখা সমুড্ডীন হওয়াতে যেন মহামৃত্যু প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দহ্যমান লোকসকলের অত্যুচ্চ আর্ত্তনাদ নিরন্তর সমুত্থিত হইতেছে। অগ্নিকণা ও নারাচসমূহে গগনতল সমাকীর্ণ হইয়াছে। প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডসকল চটচটাশব্দে প্রচণ্ড বেগে ইতস্ততঃ পতিত হইতেছে। সুবিপুল উল্মুকসকল প্রজ্বলিত শিখা বিস্তার করত আকাশে উত্থিত হইয়া,উল্কাবৎ প্রতিভাত হইতেছে।

জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডসকল পৃথ্বীতল আচ্ছন্ন করিয়াছে। দহ্যমান কাষ্ঠখণ্ডের ক্রেঙ্কারবধ্বনি প্রজ্বলিত বংশখণ্ডের রণরণ শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া, চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিতেছে। এই রূপে মুহূর্ত্তমধ্যেই সমুদায় রাজশ্রী ভস্মীভূত হইলে, হুতাশন পরিতৃপ্ত ও বিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর বিদূরথ শ্রবণ করিলেন, স্ত্রীপুত্রাদি সকলে দগ্ধ হইলে, যোধগণ সবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া, আর্ত্তস্বরে এইরূপ কহিতেছে, হা মাতঃ! হা তাত! তোমরা কোথায়! হায়, আমাদের স্ত্রীপুত্রাদি দগ্ধ হইল! হায়, আমরাও পুড়িয়া মরিলাম! হায়, আমাদের স্ত্রীগণের যে মূর্ত্তি সাধুহৃদয়ের ন্যায়, প্রশান্ত ও পরমশীতলতাসম্পন্ন, তাহা ঐ দগ্ধ হইয়া গেল! ঐ দেখ, উহাদের সুস্নিগ্ধ কবরীভার, শুষ্ক তৃণের ন্যায়, দহ্যমান হইতেছে! ঐ দেখ, ধূমরাশি যমুনার ন্যায়, আকাশগঙ্গার সহিত মিলিত হইবার জন্য যেন সবেগে সমুত্থিত হইতেছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল ঐ নদীর বুদ্বুদ।

কেহ বলিতে লাগিল, আমার এই কন্যা যদিও দগ্ধ হয় নাই; কিন্তু ভ্রাতা, ভগিনী ও পুত্রাদিরা দগ্ধ হওয়াতে, প্রবল শোকানল ইহাকে দগ্ধ করিতেছে। কেহ কেহ অন্যকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, সত্বর চলিয়া আইস। তোমার এই মন্দির বিচলিত হইয়াছে; এখনই পতিত হইবে। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ঐ দেখ, শর, শক্তি ও শিলা প্রভৃতি অস্ত্র সকল বাতায়নযোগে অনবরত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ঐ দেখ, বড়বানলশিখা দ্বারা সাগরতরঙ্গ যেমন উৎক্ষিপ্ত হয়, হেতিশিখা সমাক্রান্ত জনগণ তদ্রূপ পলায়নমানসে আকাশে উৎপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, প্রজ্বলিত পাবকসম্পর্কে বাপী ও তড়াগ সকলের শুষ্কদশা উপস্থিত হইয়াছে; ক্রোধের আবির্ভাবে রাগীর হৃদয় এইরূপ শুষ্ক হইয়া যায়। ঐ দেখ, মাতঙ্গেরা ক্রোধে আলান ভঙ্গ করিয়া কটকট

শব্দে পাদপদিগকে নিপাতিত করিতেছে। কেহ কেহ কহিল, ঐ দেখ, ফলকুসুমসম্পন্ন উদ্যানসকল, সর্ব্বস্বভ্রষ্ট গৃহস্থের ন্যায়, শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। ঐ দেখ, পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত রথ্যাপতিত বালকগণ ভিত্তিপতনে চূর্ণ হইয়া গেল! ঐ দেখ, পলায়মান হস্তী, অশ্ব, গো ও গর্দ্দভাদি গমনপথ রোধ করত পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে, লোকসকলের যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। ঐ দেখ, অনলভয়ে আর্দ্র বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক ললনাগণ সবেগে ও সসম্ভ্রমে গমন করাতে, তাহাদের ক্রোড় হইতে শিশুসন্তানগণ মথলিত হইয়া ভূপতিত ও অন্যান্যের পদদলিত হইতেছে। হায়,মানুষের স্নেহবাগুরা কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে! ঐ দেখ,লোকে স্বয়ং দগ্ধ হইয়াও স্ব স্ব স্ত্রীকে রক্ষা করিবার উপায় সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হায়, বৈরিগণের কি বিষম অসচ্চারিত্র্য দেখ; ইহারা রাজরমণীদিগকেও গ্রহণ করিতেছে! হায়, মানুষের ধনলোভ কি প্রবল! প্রজ্বলিত পাবক চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। তথাপি, লোকে ধনলোভে গৃহত্যাগে সমর্থ হইতেছে না। ধিক্ বিষয়, ধিক্!

দ্বিষষ্টিতম সর্গ। (চিৎস্বরূপ কীর্ত্তন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তারকাকারদশনা মত্তযৌবনা রাজমহিষী লীলা ভয়বশতঃ আলোল মাল্যবসনে শ্বাসোৎকম্পিত পয়োধরে বিহ্বল অন্তঃকরণে বয়স্যা ও দাসীগণসমভিব্যাহারে লক্ষ্মীর ন্যায়, রাজগৃহরূপ সরোজকোঠরে প্রবিষ্টা হইলেন! তখন তদীয় বয়স্যাগণের মধ্যে অপ্সরার ন্যায় পরমসৌন্দর্য্যশালিনী কোন বয়স্যা রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, এই দেবী উপস্থিত মহাসংগ্রামদর্শনে ভীতা হইয়া, আপনার শরণাপন্না হইয়াছেন। ঐ দেখুন, শত্রুগণ উদ্বেল সাগরপ্রায় সমুদ্ধত হইয়া,পুররক্ষকদিগকে

বিনষ্ট করিয়া, অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ ও তত্রত্য রমণীদিগকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে সবলে হরণ এবং সেই সকল বিলাসশালিনী কামিনীরা আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। আপনি ভিন্ন এই বিষম বিপদের শান্তি করিতে আর কেহই সক্ষম নহে।

নরনাথ বিদূরথ দাসীর এই বাক্যে কষাহত অশ্বের ন্যায়,একান্ত উত্তেজিত হইয়া, সেই দেবীদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবীদ্বয়! আমি যুদ্ধে যাইব। আপনারা স্বকীয় পাদপদ্মের ভ্রমরীস্বরূপা মদীয় মহিষী এই লীলাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়াই তিনি রোষারুণলোচনে শৈলগুহা হইতে বিনিঃসৃত কেশরীর ন্যায়, তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

তখন সরস্বতীর সমভিব্যাহারিণী সংকল্পরূপিণী লীলা রাজমহিষী লীলাকে আপনারই অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্টা অবলোকন করিয়া, দেবীকে কহিলেন, ইনি কিরূপে মৎসদৃশ আকার লাভ করিলেন? আমি প্রথম বয়সে যেরূপ ছিলাম, ইহাঁকেও অবিকল তদ্রূপ দেখিতেছি। অধিক কি, এই মন্ত্রী ও এই যানবাহনাদি সমস্তই আমার সেই প্রাক্তনরাজ্যস্থ লোকাদির ন্যায় বোধ হইতেছে। ইহার কারণ কি?

দেবী কহিলেন, অন্তরে যেরূপে জ্ঞপ্তি সমুদিত হয়, তদ্রূপেই উহার অনুভব হইয়া থাকে। মনোমধ্যে যাদৃক্ আকারে জগতের সংস্কার বদ্ধমূল হয়,তদ্রূপেই তৎক্ষণাৎ তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। দেশকালের দীর্ঘতানুসারে তাহার কোনরূপ পার্থক্য বা বৈচিত্র্য অনুভূত হয় না। জাগ্রদ্দশায় যে বস্তু যে ভাবে বা যে আকারে দেখা যায়, স্বপ্নযোগে তদ্রূপই লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, এই জগৎ সৎ নহে এবং অসতও নহে। কেননা, ইহা ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন প্রতিভাত হয়, তখনই ইহা অসৎ আর তদিতর অবস্থায় সৎ। সাগরতরঙ্গের ন্যায়, পরব্রহ্মে এই জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে। সুতরাং এই জগৎ ভ্রান্তি ভিন্ন আর কি

হইতে পারে? এরূপ মিথ্যাজগতে আর আস্থা কি? ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে, অন্যান্য জ্ঞান তিরোধানরূপ যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তৎকালে যিনি অবশিষ্ট হন, তিনিই ব্রহ্ম এবং তাঁহাকেই আত্মরূপী চিৎ বলিয়া থাকে।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ। (সাধিলেই সিদ্ধি।)

দেবী কহিলেন, তোমার স্বামী এই বিদূরথ যুদ্ধে তনুত্যাগ-পুরঃসর পুনরায় আপনার সেই পদ্মরূপী প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইবেন।

তিনি আপনার সমভিব্যাহারিণী প্রবুদ্ধ লীলাকে এইপ্রকার কহিলে, রাজমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা ভক্তিভরে অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, দেবী! আমি নিত্য যাঁহার পূজা ও প্রতিরাত্রিতে যাঁহার দর্শনলাভ করি, আকারপ্রকারে বোধ হইতেছে, আপনিই সেই দেবী! অতএব, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বরদান করুন। দেবী সরস্বতী তদীয় ভক্তিদর্শনে প্রসন্না হইয়া কহিলেন, কি বর দিতে হইবে বল। লীলা কহিলেন, দেবী! আমার স্বামী মরণানন্তর যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, আমি যেন এই শরীরেই তথায় যাইয়া, তাঁহার পত্নী হইতে পারি। দেবী কহিলেন, তথাস্তু।

প্রবুদ্ধ লীলা অপ্রবুদ্ধ লীলার এই বরপ্রাপ্তিতে সন্দিগ্ধা হইয়া কহিলেন, দেবি! সত্যকাম, সত্যসংকল্প ও ব্রহ্মপরায়ণ হইলে, সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে আমি কেন সেই মনুষ্য বা অপ্রবুদ্ধ শরীরে এই লোকান্তরে ও গিরিগ্রামে আসিতে পারি নাই?

দেবী কহিলেন, যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমনি সিদ্ধি লাভ হয়; দেবতা উপলক্ষমাত্র। আমি জ্ঞানমাত্রের অধিষ্ঠাত্রি,

জীবের ভাবিসুখসংঘটনজন্য প্রকাশিত হই। প্রত্যেক জীবে যে চিৎশক্তি বিরাজ করেন, তাহাই জীবের প্রাক্তনকর্ম্মবাসনাময়ী শক্তিস্বরূপ। ঐ শক্তি যে জীবে যে প্রকারে প্রস্ফুরিত হয়, তদনুরূপেই তাহার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ত্বদীয় জীবশক্তি মুক্তি হইব মনে করিয়া, আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য,তোমার তদনুরূপ ফলোৎপত্তি হইয়াছে। বলিতে কি, লোকে যে কার্য্য করিব বলিয়া, তদুদ্দেশে ধারাবাহিক যত্ন করে,কালসহকারে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিৎ তপস্যা বা দেবতাস্বরূপ হইয়া কোন রূপ ফল প্রদান করেন না, কর্ম্মানুসারী ফলই দান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য যাহার যেরূপ ফললাভের ইচ্ছা, তাহার তদনুরূপ কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমিও ফলানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। কার্য্য করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। এবিষয়ে দৈব বা অদৃষ্ট কোনরূপে হন্তা বা অন্তরায় হইতে পারে না। সর্ব্বগত অন্তরাত্মা চিৎস্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তিনি কর্ম্মের ফলদাতা। বিহিত বা অবিহিত যেরূপ কার্য্য করা যায়, তাহা হইতে তদনুরূপ ফলসম্পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইপ্রকার বিচারপুরঃসর পরমপদের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী হও।

কর্ম্ম হইতে এই সংসারের অবির্ভাব হইয়াছে ; এ কথা বালকেও জানে ; দৈব বা অদৃষ্ট কখনও ইহার সৃষ্টি করে নাই। লোকে যে যানবাহন আরোহণ করে, অট্টালিকায় দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করে, স্বর্ণপাত্রে সঘৃত পলান্ন ভক্ষণ করে, বহুমূল্য বসনভূষণ ধারণ করে, বহুলোকের পোষণ বা পালন করে এবং এইরূপ ও অন্যরূপ সুখাদি সম্ভোগ করে, সমস্তই তাহার কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল। আবার,অনেকের যে ইহার বিপরীত ঘটে, কর্ম্ম না করা বা অপকর্ম্ম করাই তাহার একমাত্র কারণ। বৎস! তুমি যে এই প্রাসাদে বসিয়া রহিয়াছ ; এই যে অসংখ্য দাসদাসী দেখিতেছ ; এসকল কি আপনা হইতে হইয়াছে, কখনই না।

যাহার যেমন সাধনা,তাহার তেমন সিদ্ধি হয়, ইহা নিশ্চয় অবধারণ করিও। কেহ রৌদ্র বাত শিশির সহ্য করিয়া তপস্বী হয়, কেহ তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ফললাভেচ্ছার তারতম্যই কারণ। চোর রাত্রি জাগরণ করিয়া, চুরি করে, যোগী পুরুষ রাত্রি জাগিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। এই রূপ ব্যক্তিভেদে ইচ্ছাভেদে ফলভেদ হইয়া থাকে। তোমারে আর কি বলিব ?

শাস্ত্রকারেরা কর্ম্মের এইপ্রকার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখিয়া বারংবার উপদেশ করিয়াছেন, কর্ম্মই লোকের জীবন এবং কর্ম্ম না করাই মৃত্যু। যাহারা কর্ম্ম না করে, অদৃষ্ট ও দৈব তাহাদিগকেই আক্রমণ ও অধঃপাতিত করিয়া থাকে। লৌহের ন্যায় কঠিন পদার্থ আর নাই, কিন্তু ব্যবহার না করিলে, তাহাকেও মলিন ও ভগ্ন হইতে হয়, ইহাই দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্বদা কৃতকর্ম্মা হইবে। লোকে কর্ম্ম না করিয়া,নিজের দোষে যে ক্লেশাদি ভোগ করে, দৈব ও অদৃষ্ট নামে কল্পিত দুই উপদেবের উপর সেই ক্লেশাদি আরোপ করিয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহাদের মনের প্রবোধ বা শান্তি সঞ্চরিত হয়। এইরূপ দৈব ও অদৃষ্টনির্ভরতায় প্রতিদিন প্রতিপদে যে সর্ব্বনাশ ঘটনা হইতেছে, তাহা ভাবিলেও শোক জন্মে ! লোকে বিনাযত্নে কর্ম্মসিদ্ধির জন্য দেবতাদিগকে সময়ে সময়ে যে পূজাদি প্রদান করে, তাহা, ভাবিয়া দেখিলে, পূজা নহে, জঘন্য উৎকোচ মাত্র। দেবতা কখনও এই উৎ-কোচে সন্তুষ্ট নহেন। বরং রুষ্টই হইয়া থাকেন। এইজন্য দেবোদ্দেশে পূজাদি প্রদান করিয়াও, লোকের প্রকৃত ফল পাওয়া দূরে থাক, সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

বৎসে ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি,কর্ম্ম না করা মহাপাপ ও আত্মার সাক্ষাৎ গ্লানি। ঐ দেখ,কর্ম্ম করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য,তাহা এই ক্ষুদ্র-বুদ্ধি পতঙ্গাদিরও জ্ঞাত আছে। ইহারা সূর্য্যের উদয়াবধি সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত কেবল কর্ম্ম করিতেছে, একদণ্ডও বিশ্রাম নাই। ঐ দেখ,

সামান্য কীট পিপীলিকা স্বকার্য্যে কেমন ব্যস্ত ও মনোযোগী, জগতের মধ্যে মহাপ্রাণীদিগের ত কথাই নাই। ঐ দেখ, মহাপ্রাণ মহাতেজঃপুঞ্জ দিবাকর একক্ষণও বসিয়া নাই। তিনি যদি বসিয়া থাকেন, সমস্ত সংসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া উঠে। কেননা, দিবারাত্রি বিভাগ না থাকিলে, লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। ঐ দেখ, বায়ু অনবরত প্রবাহিত হইয়া, স্বকার্য্য সাধন করিতেছে, একক্ষণও বিশ্রাম করে না। নিমেষমাত্র বিশ্রাম করিলে, মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। কেননা, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ সকল লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এইরূপে কর্ম্ম হইতেই সংসারে আবির্ভাব হইয়াছে।

কর্ম্ম না করিলে, পৃথিবী শস্যশূন্য, সূর্য্য আলোকশূন্য, অগ্নি তেজঃশূন্য, গ্রহগণ জ্যোতিঃশূন্য, বায়ু স্পন্দন ও জীবনীশূন্য এবং তজ্জন্য সমস্ত ভুবন অস্তিত্ব শূন্য হইত। তুমি, আমি, সে, কেহই থাকিতাম না। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি শূন্য হইত। মেঘ আর জল দিত না; পর্ব্বত আর পৃথিবী ধারণ করিত না; নদী আর প্রবাহিত হইত না; সাগর আর সলিলের আধার হইত না; পৃথিবী আর বহন করিত না। ফলতঃ, সকলই লয় পাইত। অতএব, কর্ম্মই জীবন ও অকর্ম্মই মৃত্যু ভাবিয়া সর্ব্বদা কর্ম্মসাধনে তৎপর হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকারেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মার্থকামমুক্তিরূপ চতুর্ব্বর্গলাভ হয়। কর্ম্ম না করিলেই, বন্ধন হইয়া থকে এবং দুর্দ্দশার শেষ দশা উপস্থিত হয়। এইজন্য, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। অথবা, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মস্বরূপ। তাঁহার সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুতে এই কর্ম্মের জাজ্বল্যমান নিদর্শন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা কর্ম্ম না করে, তাহারাই জড় জড়ের কখন হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি নাই। এই যে পথিমধ্যে তৃণরাশি পতিত রহিয়াছে, ইহার প্রতিদিন ক্ষয় ভিন্ন বৃদ্ধি নাই। ইহারই

নাম জড়াবস্থা। যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করে, তাহারই এইপ্রকার জড়াবস্থা ও ক্ষয়দশার আবিষ্কার হইয়া থাকে। এইরূপে উত্তরোত্তর উন্নতি বা বৃদ্ধিই কর্ম্মের লক্ষণ। এই সকল বিশেষ অবধানসহ বিচার করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় স্বর্গ কর্ম্মের নামান্তরমাত্র। অর্থাৎ যেখানে কোনরূপ ক্লেশ নাই, অবিচ্ছিন্ন সুখপরম্পরা কেবল বিরাজমান হইতেছে, তাহারই নাম স্বর্গ। কর্ম্মেও অবিচ্ছিন্ন সুখ ভিন্ন দুঃখের নামগন্ধ নাই। অতএব কর্ম্ম ও স্বর্গ উভয়ই এক পদার্থ। যে ব্যক্তি এই কর্ম্মের রাজা বা নিয়ন্তা, তিনিই ইন্দ্র অর্থাৎ সকলের প্রধান। বাস্তবিক যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, তাহারই প্রাধান্য লাভ হইয়া থাকে। সংসারে এবিষয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীকে অধিক বলা বাহুল্য।

বৎসে! কর্ম্ম দ্বিবিধ; শুদ্ধ বা নিবৃত্ত কর্ম্ম এবং অবিশুদ্ধ বা প্রবৃত্ত কর্ম্ম। যাহা পরলোক বা পরমার্থ কিংবা আত্মার চরম উৎকর্ষ অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম শুদ্ধকর্ম্ম, আর তদিতরকে অবিশুদ্ধ কর্ম্ম কহে। শুদ্ধ কর্ম্মে মুক্তি ও অবিশুদ্ধ কর্ম্মে বন্ধন সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে এই তোমার নিকট কর্ম্মযোগ কীর্ত্তন করিলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ। (যুদ্ধ ও মৃত্যু।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ বিদূরথ রোষবশে বহির্গত হইয়া কি করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সুরেন্দ্রসদৃশ বিদূরথ সন্নদ্ধ কলেবরে সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া, নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায়, বহির্গমনপূর্ব্বক মেরুশিখরাকার স্বর্গীয়বিমানপ্রতিম রথবরে আরোহণ

করিলেন। ঐ রথের কুবর মুক্তামালার রণরণ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এবং চক্র ও ভিত্তি কাঞ্চনকীলকে সন্নদ্ধ। উচ্চজাতীয় অষ্ট অশ্ব বায়ুবেগে হ্রেষারবে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করিয়া, উহা বহন করিতে আরম্ভ করিলে, জয় জয় ধ্বনি সহকারে প্রমত্ত সৈন্যগণের তুমুল কোলাহল ও সুগভীর দুন্দুভিনিনাদ সমুত্থিত হইল। আয়ুধসকলের সংঘট্টনে, শরাসনসকলের টঙ্কারে, শস্ত্রসকলের শীৎকারে ও কিঙ্কিণীসকলের রণরণে ভয়াবহ মিশ্রশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডকুহর পূর্ণ করিল। নিবিড়ধূলিপটলে আদিত্যপথ আচ্ছন্ন হইলে, গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। যৌবনের উদয়ে স্বাভাবিক অজ্ঞান যেমন গাঢ় হয়, তদ্রূপ ঐ অন্ধকার নিবিড়ভাবাপন্ন হইলে, তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, সেই সুবিশাল মহাপুরী গর্ভবাসবৎ প্রতীয়মান হইল।

অনন্তর মহারথ বিদূরথ অবিচারিতচিত্তে সংগ্রামসাগরে অবগাহন করিলে, ধনুর্গুণের চটচটাশব্দে লোকের কর্ণ বধিরপ্রায় হইল; আয়ুধসকলের পরস্পর সংঘট্টনে ঘোর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল; বীরগণ হলহলাশব্দে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; বারিধারার ন্যায়, শরধারায় গগনবিভাগ পূর্ণ হইল; অস্ত্র সকলের পরস্পর নিষ্পেষণপ্রযুক্ত পট পট শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল; সমুজ্জ্বল শস্ত্রানলে প্রগাঢ় অন্ধকার বিনিবৃত্ত হইল; মাংসাশী জন্তুগণের ভীষণ চীৎকারে আকাশরন্ধ্র বিদীর্ণপ্রায় হইল; প্রক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল; রক্তের ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল; শোণিতপ্রবাহে ধূলিরাশি নিরাকৃত ও মরণনিশ্চয় দ্বারা ভয় বিদূরিত হইল; শরসকল শন্ শন্ শব্দে চতুর্দ্দিকে সবেগে সঞ্চরমান হইল; ভূষণ্ডীসকলের কট কট নাদে রণস্থল পূর্ণ হইল এবং মহাস্ত্রসকল ঝন্ ঝন্ ধ্বনিতে পতিত হওয়াতে, সেই মহাসমর একান্ত ভয়াবহ ও নিতান্ত দুস্তরভাবে পরিণত হইল।

বৎস রামভদ্র! যে যেরূপ কামনা করিয়া জ্ঞপ্তিদেবীর আরা-

ধনা করে,তাহার তদ্রূপ ফল লাভ হয়। বিদূরথ জীবন্মুক্তির অভিলাষী হইয়া এবং তদীয় বিপক্ষ সিন্ধুরাজ বিজয়কামনা করিয়া, তাঁহার আরাধনা করেন। এইজন্য সিন্ধুরাজেরই জয় হইতে লাগিল।

সে যাহাহউক, ক্রমে রজনী প্রভাত হইলে, ভাস্করদেব সৌম্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার উদয়ে তস্করের ন্যায় অন্ধকার তিরোহিত হইল। তদীয় কনকসন্নিভ সুন্দর রশ্মিজাল বীরগণের শরীরে ও শৈলসমূহে পতিত হইয়া, রক্তচ্ছটাবৎ শোভমান হইল। তৎকালে রণস্থল বীরগণের কুণ্ডলমণ্ডলে রত্নরাজিময়, আয়ুধসমূহে খড়্গময়, সবসমূহে সিদ্ধপুরুষময়, শরসমূহে শলভময়, হারসমূহে সর্পনির্ম্মোকময়, পতাকাসমূহে লতাবিলাসময় ও উরুসমূহে তোরণময়, বোধ হইল। শর, শক্তি, প্রাস ও মুষলাদি অস্ত্রসকলে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে, আকাশ যেন অস্ত্রময় হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষেই রক্তের নদী প্রবাহিত হইল। তাহার প্রবল বেগে অশ্ব-হস্তীপ্রভৃতিও ভাসমান হইল। ভীষণ হাহাকারে চতুর্দ্দিক্ শোকময় হইল। ঐ সময়ে সিন্ধুরাজ ও বিদূরথ উভয়ের রথ গগনমণ্ডলে সূর্য্যচন্দ্রবৎ সমুন্নত শিরে সমুদিত হইয়া, মহাশব্দে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের ঘোরগভীর ঘর্ঘরধ্বনিতে যেন প্রলয়কাল প্রাদুর্ভূত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভীরুগণের উৎসাহ ভগ্ন ও বীরগনের দ্বিগুণ সাহস প্রাদুর্ভূত হইল। বৎস! সেই রথদ্বয়ের অগ্রে অগ্রে সাগরপ্রবাহের ন্যায়,সৈন্যপ্রবাহ সবেগে ধাবমান হইল।

বৎস! বিদূরথ ও সিন্ধুরাজ উভয়েই বরদাতা বিষ্ণুর বরে ধনুর্যুদ্ধবিশারদ হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া, প্রলয়কালীন বজ্রধ্বনিবৎ সুভীষণ মুষলশব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রচণ্ড কোদণ্ড-বিনির্ম্মুক্ত শরসমূহ, সাগরতরঙ্গের ন্যায়, সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, নির্ঝরশীকরের ন্যায়, ইতস্ততঃ প্রবল বেগে

নিপতিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের বাহ্বাস্ফোটের চটচটাশব্দ কর্ণগোচর করিয়া,সৈন্যগণ চিত্রিতের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করিল। অগস্ত্য যেমন সাগরসলিল পান করিয়াছিলেন, সিন্ধুরাজ তেমনি বিদূরথের শরসমূহ পান করিতে লাগিলেন এবং বিদূরথও তাঁহার শরসকল ব্যর্থ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সিন্ধুরাজের প্রক্ষিপ্ত মোহনাস্ত্রে বিদূরথ ভিন্ন অন্যান্য সকলেই মোহাচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া, মৃতবৎ বিষণ্ণ বদনে ও ম্লান লোচনে ভূপতিত হইল। তদ্দর্শনে বিদূরথ সকলের মোহ নিরাকরণ করিয়া, সিন্ধুরাজের উদ্দেশে মন্দনামক রাক্ষসকে নিয়োগ করিলেন এবং সিন্ধুরাজ তাহাকে দিবাকরপরিতাড়িত অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট করিলে,তিনি গারুড় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতপ্রমাণ গরুড় সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, পক্ষসঞ্চালনপূর্ব্বক প্রলয়পবন প্রবাহিত করিলে, রণস্থলে কেহই তিষ্ঠিতে পারিল না। ভুজগগণ তাহাদের প্রবল নিশ্বাসে সমাকৃষ্ট ও গগনমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইলে, পৃথিবী ক্ষণমধ্যেই সর্পশূন্য হইল। তখন সিন্ধুরাজ তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, প্রলয়ান্ধকারে দিগ্‌বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিলে, আর কিছুই দেখা গেল না। বিদূরথ মার্ত্তণ্ড অস্ত্রে সেই নিবিড় অন্ধকার ক্ষণমধ্যেই নিরাকৃত করিয়া, সাধুহৃদয়ের ন্যায়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সুপ্রকাশিত করিলেন। তদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া, রাক্ষসাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, ইন্ধনস্থ হুতাশনের ন্যায়, ধূমায়মান কপিশজটাবিশিষ্ট ভীমকায় রাক্ষসসকল আবির্ভূত হইয়া, ভয়ঙ্কর চিৎকারপুরঃসর আকাশমণ্ডলে আবর্ত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। বিদূরথ নারায়ণাস্ত্রে তাহাদের সকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে, প্রলয়ানল প্রজ্বলিত হইয়া, ভুবনদাহে প্রবৃত্ত হইল। বিদূরথ তাহার নিরাকরণার্থ বারুণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন গাঢ়তমা রজনীর ন্যায়, অপার সলিলরাশি সমুত্থিত হইয়া, সেই অগ্নিরাশি

নির্ব্বাপিত, সমগ্র মেদিনী প্লাবিত, সৈন্যসকলকে সুদূরে প্রবাহিত ও সিন্ধুরাজের রথ বিপর্য্যস্ত করিল। জ্ঞানবলে মোহ যেমন, পুণ্যবলে নরক যেমন ও বিদ্যাবলে সংসার যেমন নিরাকৃত হয়, সিন্ধুরাজ শোষণাস্ত্রে তেমন সেই সলিল শোষণ করিলেন। ক্রোধ যেমন মূর্খকে, তদ্রূপ সেই অস্ত্রতাপ প্রজাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। বিপক্ষ সৈন্যেরা, গ্রীষ্মকালীন দাবদগ্ধ পত্রের ন্যায়, তৎপ্রভাবে একান্ত দগ্ধভাবাপন্ন হইল। বিদূরথ পর্জ্জন্যাস্ত্রে তাহার নিরাকরণ করিয়া, দিব্য স্ত্রীগণের কটাক্ষপাত সদৃশ বিদ্যুৎপুঞ্জে দিক্ বিদিক্ সমুদ্ভাসিত ও মুষলধারা সদৃশ বারিধারায় মেদিনীমণ্ডল প্লাবিত করিলেন। আত্মজ্ঞানের আবির্ভাবে আনন্দরস প্রাদুর্ভূত হইয়া, সংসারবাসনাকে যেমন তিরোহিত করে, তদ্রূপ সেই অস্ত্র-বলে সমস্ত সন্তাপ নিরাকৃত হইল। সিন্ধুরাজ বায়ব্যাস্ত্রে সেই পর্জ্জন্যাস্ত্র প্রতিহত করিলেন। তখন প্রবল পবন প্রবাহিত হইয়া, সৈন্যদিগকে উৎপতিত ও নিপতিত,রক্ষদিগকে উদ্ভ্রামিত ও উৎ-পাটিত এবং সৌধমালাকে চূর্ণিত করিলে,মহারথ বিদূরথ পর্ব্বতাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ! তদ্দ্বারা সেই প্রবল বায়ু প্রতিহত ও বিনিবৃত্ত হইলে, পুর, গ্রাম ও পল্লী প্রভৃতির সূৎকার অর্থাৎ নিশ্বাসশব্দ, ডাঙ্কার অর্থাৎ লুণ্ঠনশব্দ, ভাঙ্কার অর্থাৎ ভীষণশব্দ এবং উৎকার অর্থাৎ উদ্ভটশব্দও শান্তিপ্রাপ্ত হইল। সিন্ধুরাজ বজ্রাস্ত্রে বজ্রসকল আবির্ভূত করিয়া, ঐ পর্ব্বতাস্ত্র প্রতিহত করিলেন। বিদূরথ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, বজ্রাস্ত্র নিরাকৃত হইল।

অনন্তর সিন্ধুরাজ পিশাচাস্ত্র আবিষ্কার করিলে, দীর্ঘকেশ, কৃশভীষণকলেবর, দগ্ধস্তম্ভাকৃতি,কৃষ্ণবর্ণ পিশাচগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া, অস্থি, কপাল, বজ্র ও অসিহস্তে মূর্ত্তিমান্ ভয় ও অন্ধকারের ন্যায়, ধরাতলে সমাগত হইল। তাহারা বিদ্যুতের ন্যায়, কখন দৃশ্য ও কখনও অদৃশ্য হইয়া থাকে এবং শূন্যপুর ও শূন্যগৃহাভ্যন্তর, রথ্যা, বৃক্ষ ও কর্দ্দমাদিতেই বাস করিতে ভাল বাসে। তাহারা উন্মত্ত

হইয়া,সৃক্কণীলেহন পুরঃসর শত্রুপক্ষীয়দিগকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিদূরথের সৈন্যগণ অস্ত্রহীন, চেতনাহীন, বর্ম্মহীন, চিত্তহীন ও চেষ্টাহীন হইয়া, ভূতাবিষ্টের ন্যায়, কখন হস্তপদাদি কর্ষণ, কখন কৌপীনাদি বর্জ্জন, কখন বিষ্ঠাদি বিসর্জ্জন, কখন বা নর্ত্তন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিদূরথ রূপিকাস্ত্র প্রয়োগ কবিলে ঊর্দ্ধ-মূর্দ্ধজা, ভীমলোচনা, চঞ্চলশ্রোণিপয়োধরা রূপিকা সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, সন্ধ্যাভ্রসন্নিভ কলেবরে নরমুণ্ডহস্তে মাংস চর্ব্বণ, সৃক্কণীযোগে রুধির ক্ষরণ, শরীর সঞ্চালন ও অন্ত্ররজ্জুসহায়ে মৃত-বালকদিগকে আকর্ষণ করিতে করিতে রণস্থলে নৃত্য ও পিশাচ-দিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাদের ঊরু শিলাবৎ কঠিন ও ভুজগবৎ বক্র এবং পার্শ্ব ও কর অত্যন্ত দৃঢ়। তাহাদের মধ্যে কেহ বৃদ্ধা, কেহ যুবতী,কেহ কালিকা এবং কেহ কাকাস্য,কেহ কুক্কুরাস্য, কেহ ব্যাঘ্রাস্য ও কেহ বা উলূকাস্য। তাহাদের উদর, মুখ, কর্ণ, নাসিকা ওষ্ঠ ও ভুজ লম্বিত। তাহাদের প্রতিসংহারার্থ বেতালাস্ত্র প্রযোজিত হইল। তখন পিশাচ, বেতাল ও রূপিকাগণের মহা-সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

অনন্তর উভয়ে উভয়ের প্রতি বৈল্লবাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, শর, শক্তি ও প্রাসাদি অস্ত্র সমুদায় জলময় হইয়া, নদীরূপে প্রবাহিত হইল। তখন বিদূরথ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে, সিন্ধুরাজের রথ শুষ্কতৃণবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রথ ত্যাগ করিয়া, ভূতলে অবতরণ ও খড়্গাস্ফালনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বিদূরথের রথ মৃণালবৎ ছেদন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সমান যোদ্ধা ও সমান উৎসাহবিশিষ্ট এবং সমান প্রভাবে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপ যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে সিন্ধুরাজ বিদূরথের প্রেরিত কুলিশপাতোপম শক্তির আঘাতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া, ধরাশায়ী হইলেন।

তদ্দর্শনে অপ্রবুদ্ধ লীলা প্রবু লীলাকে কহিলেন, ঐ দেখ,

সিন্ধুরাজ আমাদের ভর্ত্তার হস্তে নিহত হইলেন। ঐ দেখ, শক্তির আঘাতে ইহাঁর বক্ষস্থল হইতে চুলুচুলু শব্দে শোণিত বহির্গত হইতেছে। ঐ দেখ, ইহাঁর রথ চূর্ণ হইল। হায়, আবার কি দুর্ঘটনা দেখুন। আর্য্যপুত্র বিদূরথ সিন্ধুরাজের শরাঘাতে ছিন্নধ্বজ, ছিন্নরথ, ছিন্নাশ্ব, ছিন্নসারথি, ছিন্নকার্ম্মুক, ছিন্নচর্ম্ম ও ছিন্নগাত্র হইয়া, ঐ দেখুন, নিপতিত হইলেন। হা ধিক্! হা কষ্ট! দেবি! অবলোকন করুন। আর্য্যপুত্র চেতনালাভ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে রথে আরোহণ করিতেছেন। ঐ দেখুন, সিন্ধুরাজ খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। হা ধিক্! আর্য্যপুত্রের পদ্মরাগমণিসন্নিভ ছিন্ন শির হইতে রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতেছে! দেবি! ঐ দেখুন, সিন্ধুরাজ খড়্গাঘাতে আর্য্যপুত্রের কোমল-মৃণালসন্নিভ পদদ্বয় ছেদন করিয়া দিল! হায়, আমি নিহত হইলাম! দগ্ধ হইলাম! উপহত হইলাম! মৃত হইলাম!! এই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছাবশে ছিন্নমূলা লতার ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

এদিকে সারথি বিদূরথকে উত্তোলনপূর্ব্বক গৃহানয়নে প্রবৃত্ত হইলে, সিন্ধুরাজ অনুগমনপুরঃসর তাঁহার কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিলেন। সারথি সত্বর বিদূরথকে লইয়া, সরস্বতীর প্রভাবপূর্ণ পদ্মগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই দেবী সরস্বতীর সম্মুখবর্ত্তী সুখমরণযোগ্য সুকোমল শয্যায় স্থাপন করিল। তথায় প্রবেশ করিতে সিন্ধুরাজের ক্ষমতা হইল না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ। (সিন্ধুরাজের অভিষেক।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! বিদূরথ নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, সমস্ত রাজ্য মহাশঙ্কিত হইয়া উঠিল। নগরবাসীরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া শকটারোহণ পলায়ন করিতে লাগিল। লোকসকল

পরস্পারের দ্রব্যজাত লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। বিপক্ষেরা জয়ধ্বনিসহকারে নৃত্য আরম্ভ করিল। আরোহিহীন হস্ত্যশ্বের ভীষণ শব্দে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ হইল। উদ্‌ভটগণ দলে দলে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতীয় লোকসকল রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হইল। পামরেরা রাজ্যভোগ অন্নাদি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হেমহারমণ্ডিত শিশুগণ বীরগণের পদাঘাতে রোদন করিতে লাগিল। বিদূরথের প্রিয়পুরুষবর্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিলেও, পরিহারপ্রাপ্ত হইলেন না। সিন্ধুরাজসৈন্যেরা মণ্ডলমধ্যস্থ গ্রামনগরাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অপহরণাভিলাষী চোরগণের অবরোধপ্রযুক্ত রাজপথ আলোকশূন্য হইল। বিদূরথের বিয়োগবশতঃ নীহারদিবসেও আতপ অনুভূত হইতে লাগিল। মৃতবন্ধুব্যক্তিগণের আর্ত্তনাদ সিন্ধুরাজপক্ষীয় পুরুষগণের জয়নাদে মিশ্রিত হইয়া, অপূর্ব্ব ব্যাপার সমুদ্ভাবিত করিল।

অনন্তর যুগান্ত উপস্থিত হইলে, অপর মনু যেমন সৃষ্টির নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হন,তদ্রূপ সিন্ধুরাজ অভিষেকানন্তর রাজধানীতে প্রবেশ করিলে, চতুর্দ্দিকে তদীয়নামাঙ্কিত মর্য্যাদাচিহ্ন সকল প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রত্যেক পুর ও জনপদের নিয়ম সকল পরিবর্ত্তিত হইল এবং দশ দিক্ হইতে রাজস্ব সকল নূতন রাজার নামে সংগৃহীত হইতে লাগিল। পুরাতন রাজার আর কোন চিহ্নই রহিল না।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ। (কিছুরই ধ্বংস নাই।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর জ্ঞপ্তিসমভিব্যাহারিণী লীলা তদবস্থ স্বীয় স্বামী বিদূরথের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া, সরস্বতীকে কহিলেন, দেবী! মদীয় ভর্ত্তা কলেবরপরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন।

সরস্বতী কহিলেন,বৎসে! এই জগৎ স্বপ্নমাত্র; ইহার স্থিতি নাই। সুতরাং, এইরূপ মহাসংগ্রামেও ইহার কিছুই নষ্ট হয় না। যে বস্তু নাই বা কিছুই নহে, শূন্যমাত্র, তাহার আবার ধ্বংশ কি? ফলতঃ, আত্মার উৎপত্তি নাই, ধ্বংস নাই, জন্ম নাই, বিনাশ নাই। তিনি এইরূপে কখনও দৃশ্য ও কখনও বা অপ্রকাশিত হয়েন। জন্ম মৃত্যু কল্পনামাত্র। সেইজন্য পণ্ডিতেরা শোকহর্ষবিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। অনাময় শান্তস্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশক। তিনিই চিৎশক্তিপ্রভাবে আত্মাতে সমুদিত হইয়া, জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন।

বৎসে! এইরূপে তুমি যখন কিছুই নহ, তখন তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহাও কিছুই নহে। অতএব জন্মমৃত্যু কল্পনামাত্র; একমাত্র আত্মাই সত্য। আর সকলই মিথ্যা। অতএব তোমার স্বামী মরিলেন কি বাঁচিলেন, কিরূপে বুঝিতেছ? মৃত্যুর পর জন্ম এবং জন্মের পর মৃত্যু, এইরূপ নিয়মে মিথ্যা বস্তু সকলের কল্পিত আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এতদ্বিধায়, এই মেরু ভূধরাদি সকল বস্তুই শূন্যস্বরূপ, কিছুই নহে। ক্ষুদ্র বীজে বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায়, অতিশূক্ষ্ম চিদণুর অভ্যন্তরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে। স্বপ্নে যেমন পুরনগরাদি অবস্থিতি করে,চিদাকাশে তদ্রূপ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। এইজন্য, স্বপ্নদৃষ্ট পুরাদির ন্যায়, এই জগৎ মিথ্যা কল্পনামাত্র। ইহার আবার স্থিতি কি ও ধ্বংস কি?

এইরূপে তুমি আমি সকলই যখন মিথ্যা, তখন তুমি আমায় ও আমি তোমায় দেখিতেছ ও দেখিতেছি, ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে? ইহা বিবেচনা করিয়া, তুমি নিশ্চয় অবধারণ করিবে, যে, এই যুদ্ধ ভ্রান্তিযুদ্ধ এবং এই সমস্ত লোকও ভ্রান্তিময়। জন্মাদি বিকারহীন আত্মাই সংসার। তুমি ও লীলা উভয়েই স্বপ্নমাত্র। তোমাদের এই ভর্ত্তা ও আমিও স্বপ্নমাত্র। সকলেই সকলের পক্ষে

স্বপ্নমাত্র। ইহা দৃশ্যমাত্র,এইরূপ জ্ঞানের উদয়মাত্রেই দৃশ্যশব্দার্থের পরিহার ও জগদ্ভ্রম দূর হয়।• আত্মাই একমাত্র পূর্ণস্বরূপ। তজ্জন্য আমি তুমি সকলেই ভ্রমমাত্র। এবং সেই মহাচিতের মিথ্যা কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি।

বৎসে। মৃত্যুর পরেও ভর্ত্তাকে তুমি সংকল্পযোগে এই পুরে দেখিতে পাইবে। কেননা, চিত্তে আধিভৌতিক বা স্থূলদেহাভিমান আবির্ভূত হইলে, আধিভৌতিক ভাবকে সত্য ও আতিবাহিককে অসত্য বলিয়া বোধ হয়। চিদাত্মা সর্ব্বগামী, এইজন্য শরীর হইতে শরীরান্তর দৃষ্ট হয়। এইরূপে তুমি আত্মাতে উৎপন্ন হইয়াছ।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ। (সত্য মিথ্যার বিনির্ণয়।)

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন, দেবি! ললিতবাদিনী সেই লীলা আপনার বরপ্রভাবে কিজন্য এই স্থূলশরীরে স্বামিসমীপে যাইতে পারিলেন না?

দেবী কহিলেন, যাহাদের বুদ্ধি প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানালোকে বিকসিত হয় নাই, তাহারা স্থূলদেহযোগে কখনও পবিত্রলোকে গমন করিতে পারে না। সত্যসংকল্প হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির আদিতেই এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যে, সত্য কখনও মিথ্যার সহিত মিলিত হইবে না। তথাহি, ভূতাদির ভয় মিথ্যা, এইজন্য জ্ঞানবানের অন্তঃকরণে উহা স্থান প্রাপ্ত হয় না; অজ্ঞানস্বরূপ বালক-হৃদয়েই উহার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইজন্য বালকেরা বেতালভয়ে অভিভূত হয়। জ্বর হইলে, শরীরে যে উত্তাপ অনুভূত হয়, তজ্জন্য সলিলসেকেও শীতানুভব হয় না। এই রূপ, অবিবেকরূপ বিষম জ্বরের উত্তাপ সত্ত্বে আত্মাতে বিবেকরূপ চন্দ্রমার

শৈত্য আবির্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং, আমি পৃথিব্যাদি ভৌতিকশরীরবিশিষ্ট, এইপ্রকার নিশ্চয়বান্ ব্যক্তির পক্ষে অভৌতিক সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? জ্ঞান ও বিবেকপ্রাপ্ত না হইলে, কোন মতেই সূক্ষ্মদেহ সংঘটন ও আকাশগতি সম্পন্ন হয় না। বিবেকবলে বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ লাভ হইলেই, প্রজ্বলিত অঙ্গারনিক্ষিপ্ত শুষ্ক তৃণের ন্যায়, এই স্থূলদেহের তৎক্ষণে লয় হইয়া থাকে। এবিষয়ে কোন অংশেই অন্যথাপত্তির সম্ভাবনা নাই। যাহা আত্মাতে বিদ্যমান নাই, তাহার আবার কার্য্যকারিতা কি? প্রাক্তন অভ্যাসবলেই দেহ প্রভৃতিকে মৃত বা নশ্বর বলিয়া বোধ হয়। হিরণ্যগর্ভই এইপ্রকার অভ্যাস প্রেরণ বা রচনা করিয়াছেন। যাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তাদৃশ অজ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিরাই অন্তরে এই সংসার অনুভব করে। কিন্তু জ্ঞানীরা দূরস্থিত চন্দ্রবিম্ববৎ বাহ্যে ইহার প্রতীতি করিয়া থাকেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ। (জন্মমরণাদিবিষয়ক বিবিধ তত্ত্বকথা।)

দেবী কহিলেন, বৎসে! যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ ও যোগাভ্যাসজনিত পরমধর্ম্মের অনুসারী, তাঁহাদেরই আতিবাহিক লোক লাভ হইয়া থাকে; অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। স্থূলদেহ কিছুই নহে, ভ্রম ও স্বপ্নমাত্র। লীলা যে আতিবাহিক দেহ লাভ করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান ও যোগধর্ম্মের আশ্রয় তাহার কারণ।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন, দেবি! প্রাক্তন নিয়তিবশে কিরূপে দেহিগণের সুখদুঃখের ভাব ও অভাব সংঘটিত হয়? কিরূপে অনিয়তিবশে পুনরায় জন্মমরণাদি হইয়া থাকে? কিরূপে জলের শৈত্য ও অগ্নির উষ্ণত্ব প্রভৃতি স্বভাব সম্পন্ন হয়? কিরূপে কাল ও আকাশের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে? কিরূপে ঘটপটাদি পদার্থ সকলের আবির্ভাব হয়? কিরূপে বস্তুসকলের স্থূলসূক্ষ্মত্বাদি

নিয়ম সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে? কিরূপে তৃণ, গুল্ম ও মনুষ্যাদির উচ্ছ্রায় বিনিস্পন্ন হয়?

দেবী কহিলেন, মহাপ্রলয়ে অনন্ত আকাশ স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। সেই ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ এবং সূক্ষ্মতেজঃস্বরূপ আত্মা। তিনি আত্মাতে স্থূলত্ব অনুভব করিলেই, সেই স্থূলভাব হইতে এই অসত্য ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়। বৎসে! সেই ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা রূপে মনোরাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার ঐরূপ সংকল্পস্বরূপ মনোরাজ্যই জগৎ। ব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে স্বীয় ইচ্ছানুসারে যে প্রকারে যে নিয়মে প্রকাশিত হয়েন, সে নিয়মের কোন কালেই অন্যথা হয় না। এইজন্য জগতের কোন কার্য্যই অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না। জল চিরকালই সেই জল আছে; বায়ু চিরকালই সেই বায়ু আছে। এই রূপে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে আত্মাতে শীত উষ্ণাদি স্বভাবের অনুসরণক্রমে যেরূপে আবির্ভুত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই স্বভাবেই বিদ্যমান আছেন। কদাচ স্বীয় স্বাভাবিক সত্তা ত্যাগ করেন না। ভূতগণ এই স্বভাববশে জন্মমরণাদি অনুভব করে। এই রূপে প্রস্ফুরণশীল যে যে সংবিৎ সৃষ্টির আদিতে যে যে প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অদ্যাপি সেই ভাবেই আছে। সেই ব্রহ্ম আকাশ হইতে কল্পনা করিয়া আকাশ হইয়াছেন, কাল হইতে কল্পনা করিয়া কাল হইয়াছেন এবং জল হইতে কল্পনা করিয়া জল হইয়াছেন। এইজন্য জল, আকাশ ও কালাদি সমস্ত পদার্থই অনিত্য।

মনুষ্য যে সত্যযুগে চারিশত বৎসর, ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে দ্বিশত ও কলিযুগে একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে, সৃষ্টির প্রারম্ভেই এইপ্রকার নিয়তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৎসে! কর্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি এই কয়েকটী মানবের আয়ুর নিমিত্তস্বরূপ এবং ইহারাই সেই আয়ুর ন্যূনাতিরেক বিধান করে। স্বীয়

বিহিত কর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধিতেই আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি সংঘটিত এবং তাহার সমভাবেই আয়ুর সমভাব সাধিত হইয়া থাকে। বালকের মৃত্যুজনক কর্ম্ম দ্বারা বালকগণ, যুবার মৃত্যুজনক কর্ম্ম দ্বারা যুবগণ ও বৃদ্ধের মৃত্যুজনক কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যু লাভ করে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, তাহার যথাশাস্ত্র পরমায়ু প্রাপ্তি হয়। আয়ুর অবসানে অন্তিম অবস্থা আপতিত হইলে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জন্তুমাত্রেরই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে।

লীলা কহিলেন, দেবী! মৃত্যুকালে সকলেই কি মর্ম্মযাতনা অনুভব করে এবং সকলেরই কি সমান গতি হইয়া থাকে?

দেবী কহিলেন, সংসারে তিনপ্রকার লোক আছে, মূর্খ,ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়সুখে আসক্ত এবং অসার সংসারব্যাপারেই সংসক্ত, তাহাদিগকে মূর্খ বলে। যিনি প্রাণ ও মনকে প্রতিনিয়ত নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণ করেন, তাঁহাকে ধারণাভ্যাসী বলে। আর যিনি যোগবলে নাড়ীদ্বারবিশেষে প্রবেশ ও নির্গমন দ্বারা পরশরীরে প্রবেশকৌশল বিদিত আছেন, তাঁহার নাম যুক্তিমান্। তন্মধ্যে ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্ ব্যক্তিবর্গ দেহান্তে সুখানুভব করেন। আর, মূর্খেরা দুঃখভোগ করিয়া থাকে। এই রূপ, যাহারা বাসনার বশীভূত এবং তন্নিবন্ধন যাহাদের মন স্বাধীন নহে, তাহারা মৃত্যুকালে ছিন্ন পদ্মের ন্যায়, নিরতি দৈন্যদশায় পতিত হয়। অসৎশাস্ত্রের অনুসরণপূর্ব্বক বুদ্ধি কলুষিত ও অসজ্জনপরায়ণ হইলে, মৃত্যুসময়ে বহ্নিপতিতবৎ দারুণ অন্তর্দাহ অনুভব করিতে হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যখন কণ্ঠে ঘুরঘুরধ্বনি উপস্থিত ও দৃষ্টির বিরূপতা সংঘটিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং তখন তাহার দিনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, আলোকশূন্য ও তারকাসম্পন্ন, দিঙ্মণ্ডলকে মেঘমণ্ডলসমাকীর্ণ ও আকাশমণ্ডলকে শ্যামবর্ণ প্রতীতি হয় এবং দারুণ মর্ম্মবেদনার আবির্ভাব ও দৃষ্টিমণ্ডল এক বারেই

ভ্রমপূর্ণ হইয়া থাকে। তখন সে গাঢ়নিদ্রার আবির্ভাবক্রমে কখনও পৃথিবীকে আকাশ,কখনও আকাশকে পৃথিবী,কখনও দিক্ সকলকে আবর্ত্তবৎ ঘূর্ণমান এবং কখনও আপনাকে আকাশে নীয়মান, কখনও অন্ধকূপে পতমান ও কখনও বা শিলান্তরে যোজ্যমান বলিয়া বোধ করে। তাহার বর্ণোচ্চারণক্ষমতা দূর হয়,ভিন্নহৃদয়ের ন্যায় জড়ভাব উপস্থিত হয় এবং আপনাকে কখনও আবর্ত্তপতিত তৃণের ন্যায় ঘূর্ণিত, কখনও আকাশ হইতে পতিত,কখনও দ্রুতবেগে রথে আরোপিত, কখনও তুষারবৎ গলিত, কখনও নিক্ষিপ্ত, কখনও প্রক্ষিপ্ত, কখনও ক্ষেপণযন্ত্রে ভ্রামিত, কখনও শস্ত্রযন্ত্রে নিপাতিত, কখনও প্রচণ্ডমারুতবেগে তৃণবৎ বাহিত, কখনও সাগরতরঙ্গে নিপতিত এবং কখনও বা আকাশে, গর্ত্তে ও চক্রাবর্ত্তে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার বোধ হয়। আবার, সে কখনও সাগর, পৃথিবী ও আকাশাদি সকলের বিপর্য্যস্তভাব অনুভব করে। দিবাকর অস্তমিত হইলে, দিঙ্মণ্ডল যেমন ঘোরায়িত হইয়া উঠে, তদ্রূপ মৃত্যুকালে লোকের দৃষ্টি অন্ধকারে পরিণত হয়। স্মরণশক্তির ক্ষয় হওয়াতে, তৎকালে পূর্ব্বাপর কিছুই জানিতে পারা যায় না। মোহের আবির্ভাববশতঃ কল্পনাশক্তি ও বিবেকশক্তি বিদূরিত হওয়াতে,ক্রমে ক্রমে মহামোহজনিত অভিভাবদশা সমুপস্থিত হয়। যাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্তব্ধভাবাপন্ন না হয়, তাবৎ ঈষৎ মূর্চ্ছাবস্থার সঞ্চার থাকে; কিন্তু প্রাণবায়ুর রোধ হইলেই, মহামোহের আবির্ভাব ও তজ্জনিত অভিভাব উপস্থিত হয়।

লীলা কহিলেন, দেবি! শিরা, পাণি, পাদ, গুহ্য, নাভি,হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট হইলেও, এই দেহ কিনিমিত্ত ব্যথিত, বিমোহিত, মূর্চ্ছিত, ভ্রান্ত, ব্যাধিত ও চেতনাহীন হইয়া থাকে?

দেবী কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য অথবা মৃত্যুসময়ে তরুগুল্মাদির ন্যায়, আমাদের যে স্বাভাবিক দুঃখ সংঘটিত হয়,একমাত্র চিত্তবিকাশই ঐ দুঃখের কারণ। ক্রিয়াশক্তিময়

পরমেশ্বরের সংস্থাপিত নিয়মানুসারে নাড়ীসকল প্রতপ্ত পিত্তাদি রসপূর্ণতা বশতঃ ব্যথিত হইয়া, তজ্জন্য সঙ্কোচ ও বিকাশসহযোগে যখন ভুক্ত অন্ন ও পানরস গ্রহণ করে, তখন সমান বায়ু নিজস্থিতি ত্যাগ কবিয়া থাকে। সমস্ত বায়ু নাড়ীমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক বিনির্গমন না করিলে, অথবা বিনির্গত হইয়া আর প্রবিষ্ট না হইলে, নাড়ী-ব্যাপারের অবরোধ ঘটিয়া,চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের স্পন্দনাদি কার্য্য সকল এক কালেই স্থগিত হয়। এই রূপ, অপানবায়ু দেহপ্রবেশে সমর্থ না হইলে এবং প্রাণবায়ু মুখ ও নাসিকাযোগে নির্গত হইলে, নাড়ীব্যাপার রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থাকেই মৃত্যু বলে।

বৎসে! যাবৎ জ্ঞানবলে মুক্তি না হয়, তাবৎ জীবের জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তি হয় না। দূর্ব্বাদি লতার মধ্যে মধ্যে যেমন গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জন্ম ও মৃত্যু চেতনসত্তার গ্রন্থিস্বরূপ। চৈতন্য কখন সুস্থির সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, ও কখন হিংসাদ্বেষাদি জীব-ধর্ম্মের সংসর্গবশে কলুষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এই চেতন-পুরুষের জন্ম বা মৃত্যু নাই। জন্ম মৃত্যু স্বপ্নবৎ তাহার অভ্যন্তরে অনুভূত হয় মাত্র। চেতনামাত্রই পুরুষ। চেতনা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা পুরুষকারসমুচিতকার্য্য নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। এইজন্য যাহা চেতনাহীন, তাহা কখন পুরুষ হইতে পারে না। বৎসে! বলিতে পার,এই সংসারে কোন ব্যক্তি চৈতন্যের কখনও মৃত্যু দেখিয়াছে? লক্ষ লক্ষ দেহই মরিতেছে; কিন্তু চৈতন্য যেমন অক্ষয়, তেমনই আছেন। বাসনাবৈচিত্র্যকেই জীবন ও মৃত্যু বলে। এইজন্য জীবমাত্রেরই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। তাহারা কেবল স্ব স্ব বাসনাগর্ভেই পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠিত হয়। সুদৃঢ়-বিচার-সহায়তায় যখন বুঝিতে পারা যায় যে, দৃশ্যবস্তুমাত্রেই বিনশ্বর, তখনই বাসনার বিলয় হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর উপদেশশ্রবণাদি অভ্যাস করিয়া, বিশিষ্টরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, জীব তৎ-প্রভাবে যেমাত্র এইপ্রকার অনুধাবন করে যে, এই জগৎপ্রপঞ্চ

বিদ্যমান হইলেও, সর্ব্বথা অবিদ্যমান বা অনুদিত, তৎক্ষণাৎ দ্বৈত-বাসনার ক্ষয় ও তৎসহকারে ভবভয় পরিহৃত হইয়া যায়, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ। (জন্ম ও মৃত্যুকথা।)

লীলা কহিলেন, দেবি! আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় এই জন্মমৃত্যুবিষয় কীর্ত্তন করুন।

দেবী কহিলেন, বৎসে! নাড়ীর গতি রুদ্ধ হইয়া, যখন জীবের প্রাণবায়ু স্পন্দনশূন্য হয়, তখন তাহার চেতনারও লোপ হইয়া থাকে। চেতন শুদ্ধ ও নিত্যস্বরূপ; কখনও উদিত বা অস্তমিত হন না। তিনি স্থাবরজঙ্গম সকল পদার্থেই নিত্য বিরাজ করেন। বায়ুর রোধ ঘটিয়া শরীরের যখন স্পন্দনব্যাপার স্থগিত হয়, তখনই তাহাকে মৃত বলে। এই মৃত দেহই জড় নামে অভিহিত হয়। শরীর শব রূপে পরিণত হইলে, প্রাণবায়ু যখন স্বীয় প্রকৃতি লাভ করে, তখন চেতনা বাসনার সহিত পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনর্জ্জন্মের মূল কারণ বাসনার সহিত মিলিত ঐ সূক্ষ্মস্বরূপ চেতনাকেই জীব বলে। এই জীব শবরূপে পরিণত হইয়া, স্বীয় বাসনানুসারে পরলোকে গমনাদি অনুভব করিলেই, ব্যবহারিগণ ঐ অবস্থায় তাঁহাকে প্রেত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ফলতঃ, আমরা যেমন জাগিয়া থাকি ও নিদ্রা যাই, জীবের জন্ম মৃত্যুও সেইরূপ।

বৎসে! প্রেত ছয় প্রকার; সামান্যপাপী, মধ্যপাপী ও স্থূলপাপী এবং সামান্য ধার্ম্মিক, মধ্যম ধার্ম্মিক ও উত্তম ধার্ম্মিক। ইহাদের মধ্যেও আবার অবান্তর ভেদ আছে; যথা, সামান্য পাপী সামান্যতর পাপী ও সামান্যতম পাপী ইত্যাদি। এই সকল পাপাত্মার মধ্যে যাহাদের হৃদয় পাষাণবৎ ও নিবিড় মোহতিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সকল মহাপাপী সম্বৎসর যাবৎ অন্তরে মরণমূর্চ্ছা অনুভব করে। অনন্তর কালবশে জাগরিত হইয়া চিরকাল বাসনা-

১০।১১ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

ষড়-দর্শন মীমাংসা ও শঙ্করভাষ্যমতে বর্ত্তমান

রুচির অনুসারে

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও

শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বরাহনগর।

"হিন্দুসৎকর্ম্মমালা যন্ত্রে"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

জঠরসমুদিত অ[illegible]খ অনুভব, শত শত যোনিতে সমুদ্ভব ও বহুবিধ দুঃ[illegible]ভব ভোগ করত কদাচিৎ কথঞ্চিৎ পরিহার প্রাপ্ত[illegible] অথবা মরণানন্তর শত-সহস্র-জড়দুঃখ-সমাকুল বৃক্ষা[illegible]তিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ তদবস্থা ভোগ করে।

বৎসে! যা[illegible] ম[illegible]পাপী, মরণমূর্চ্ছার পর কিয়ৎকাল তাহাদের শিলাজঠরবৎ জাড[illegible] ভোগ হইয়া থাকে। পরে কালক্রমে এই দশার অবসান[illegible] অথবা তির্য্যগাদি বিবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া [illegible]। সামান্য পাপীরা মৃত্যুর পরই পুনরায় স্বপ্নসদৃশ তাদৃশ মনুষ্যদেহ এবং তৎসহকারে উল্লিখিতরূপে জন্মমরণভোগাদি স্মৃতি অনুভব করে। বৎসে! পরমপুণ্যবান্ মহাপুরুষগণ মরণমূর্চ্ছার পর্য্যবসানেই স্বর্গীয় বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করেন। পরে মনুষ্যলোকে পরমশ্রীসম্পন্ন সজ্জনবংশে সমুৎপন্ন হয়েন।

যাঁহারা মধ্যমধার্ম্মিক, তাঁহারা মরণানন্তর ওষধিপল্লবে সুন্দর ফল রূপে অবতরণপূর্ব্বক রেতঃশালী ব্রাহ্মণাদির হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের স্ত্রীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তম পুণ্যাত্মারা সুশোভন উপবন ও বিচিত্র বিমান-পরম্পরায় পুনঃ পুনঃ বিহার করিয়া থাকেন। মহাপাতকিরা স্বীয় দুষ্কর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ ফলস্বরূপ শিশিরপূর্ণ গর্ত্ত, কণ্টক ও শস্ত্র সমাকুল অরণ্যাদিতে নিপতিত হয়। মধ্যম পুণ্যাত্মারা নবীনতৃণসঙ্কুল গতিসুখপ্রদ পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক যমলোকে গমন করেন। এইরূপে প্রেতগণ নানাপ্রকার কল্পিত-ব্যবহারময় আপাতপ্রকাশশীল বিশাল সংসারকে স্বর্গবৎ অনুভব করে। কিন্তু স্বরূপদৃষ্টিতে দর্শন করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র শূন্যাত্মাই সতত জাগরিত রহিয়াছেন; দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দৈর্ঘ্যাদি দ্বারা প্রকাশমান্ এই জগৎ কিছুই নহে।

বৎসে! বাসনা সকল সংস্মৃপ্ত হইলে, জীব ফল রূপে ভুক্ত

অন্নাদি যোগে পিতৃশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক রেতোভাব প্রাপ্ত ও [illegible]দ্বারে গলিত হইয়া, [illegible]শরীরে গর্ভরূপে স্থিতি করে। সেই গর্ভ প্রাক্তনকর্ম্মানুসারে স্বখসৌভা[illegible] সাধু চরিত কিম্বা তদ্বিপরীত স্বভাব [illegible] রূপে [illegible]পন্ন হয়। অনন্তর চন্দ্রপ্রভার ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, [illegible]ল চঞ্চল যৌবনসীমায় পদার্পণ করে। পরে পদ্মমুখে হিমাশনিপতনবৎ জরাভারে অবসন্ন হইয়া উঠে। তদনন্তর বিবিধ ব্যাধির বশীভূত ও মরণ-মূর্চ্ছনায় পতিত হইয়া, পুনরায় বন্ধুগণের প্রদত্ত ঔর্দ্ধদেহিক পিণ্ডপ্রদ কলেবরে যমপুরে গমন করে।

অয়ি বরবর্ণিনি! দেহস্থ বাতযন্ত্র স্বগত বায়ুবশে বিচালিত হইলে, দেহকে জীবিত বলে। বৃক্ষাদির চৈতন্য থাকিলেও, তাহারা চেষ্টাশূন্য। পরাৎপর পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে এই প্রকার চেতনবিভাগস্থিতি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার বিহিত এইপ্রকার জীববিভাগকেই সংবিৎ বলে। এই সংবিদের কোন কালেই শেষ নাই। চিৎস্বরূপ পরমাত্মা বুদ্ধিতে অনুপ্রবিষ্ট ও নরদেহরূপ পুর প্রাপ্ত হইয়া, চক্ষুরাদি বুদ্ধিবৃত্তি যোগে বাহ্যজ্ঞান সঞ্চারিত করেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল স্বয়ং চেতন নহে। অথবা, সৃষ্টির কিছুই চেতন বা জীবিত নহে। একমাত্র চিৎ সংকল্পই সমস্ত বস্তুর এইপ্রকার ব্যবস্থিতি বিধান করেন। সেই চিৎ, আকাশ হইব সংকল্প করিলে আকাশ, ভূমি সংকল্প দ্বারা ভূমি, জল সংকল্প দ্বারা জল, ফলতঃ স্থাবর সংকল্প দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম সংকল্প দ্বারা জঙ্গম স্বরূপ পরিগ্রহ করেন। এই রূপে তিনি বৃক্ষশিলাদি বিবিধ রূপে আবির্ভূত হয়েন। বস্তুগত্যা, জড় বা চেতন কিছুই নাই। সৃষ্টির আদি হইতেই জড়ের সহিত চেতনের প্রভেদ নাই। চেতনও জড় হয় আবার জড়ও চেতন হয় এই রূপে চিৎ যখন যেরূপ সঙ্কল্প করেন, তখনই সেইরূপ হয়েন। শুদ্ধ সামাজিকস্থিতি-স্থাপনজন্য এই বৃক্ষ ও এই পর্ব্বত ইত্যাদি কল্পিত নামাদির সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন উত্তরসাগরতীরস্থ জনগণ

দক্ষিণসাগরবাসী লোকসকল আছে কি না, জানিতে না পারিয়া, আপনাদেরই অস্তিত্ব অনুভবে অবস্থিতি করে, এই সকল স্থাবর জঙ্গমও তদ্রূপ।

বৎসে! ঐ দেখ, বিদূরথ প্রাণত্যাগপূর্ব্বক সেই শবরূপী রাজা পদ্মের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন।

লীলা কহিলেন, দেবি! চলুন, আমরা ইহা দর্শন করি। দেবী কহিলেন, পরস্পরের মনোমিলন না হইলেই, সৌহার্দ্দবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব চল, গমন করি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবীর এই বাক্যে লীলার মন নির্ম্মল, সন্তাপ দূর ও জ্ঞানসূর্য্য সমুদিত হইল। ঐ সময়ে চিত্ত বিগলিত ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে, বিদূরথ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

সপ্ততিতম সর্গ (বিবিধ তত্ত্বকথা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর মূর্চ্ছাগমে চক্ষুর তারা পরিবৃত্ত, অধর শুভ্র, দেহ শুষ্ক ও জীর্ণ পর্ণবৎ বর্ণ বিশিষ্ট এবং মুখচ্ছবি মলিন হইলে, বিদূরথের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনন্তর ভ্রমরকূজনবৎ ধ্বনি সহকারে তদীয় নিশ্বাস বহিতে লাগিল। ক্রমে চেতনাবিগমে ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধবশতঃ চিত্রন্যস্তবৎ তাঁহার অবস্থা হইল এবং প্রস্তরসমুৎকীর্ণ প্রতিমাদির ন্যায়, তাঁহার স্পন্দন স্থগিত হইয়া গেল। তখন সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু সেই রাজদেহ ত্যাগ করিয়া, দেবী স্বরসতী ও লীলার সমক্ষে আকাশে উত্থান করিল। তদ্দর্শনে তাঁহারা উভয়েই তাহার অনুসারিণী হইলেন। অনন্তর সেই জীবসংবিৎ বহুদূরতরস্থিত বহুজন্তুসমাকীর্ণ যমপুরে সমাগত হইল। তথায় প্রাণিগণের কর্ম্মফল প্রকাশিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্বথা নির্দ্দোষ জানিয়া, দূতদিগকে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ক্ষেপণী-

যন্ত্রযোগে উপলখণ্ডের ন্যায়, দূতগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সেই জীবকলা আকাশপথে গমন করিতে লাগিলে, দেবী লীলার সহিত তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে লোক হইতে লোকান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহারা সেই জীবলেখার সহিত পদ্মপুরে সমাগত হইয়া, বাতলেখা যেমন পদ্মমধ্যে ও সুগন্ধ যেমন পবনমধ্যে, তদ্রূপ মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, সেই জীব মৃতশরীর ; অতএব কিরূপে পথ জানিতে পারিলেন ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, জীব বাসনাসিদ্ধ; মনে করিলেই, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। বাসনাবলে তাহার অন্তরেই পথ ও অহং-ভাব প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। যেমন বীজের মধ্যে অঙ্কুর, চিতের মধ্যে ত্রৈলোক্য এবং মনের মধ্যে সমস্ত বিষয় বিরাজ করে, তদ্রূপ জীবের বাসনারমধ্যে অভীষ্ট সকল অবস্থিতি করে।

শ্রীরাম কহিলেন, যে সকল জীব পিণ্ডপ্রাপ্ত না হয়, তাহাদের কিরূপ দেহাদি হইয়া থাকে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পদার্থের সত্যতা কেবল ভাবনামাত্র। অত-এব বন্ধুরা পিণ্ডদান করুক বা না করুক, আমার পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে, এইপ্রকার বাসনা হৃদয়মধ্যে নিরূঢ় থাকিলেই, পিণ্ডভাগী হওয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, চিত্ত যেরূপ, প্রাণি-মাত্রেই তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব, মনে করিলে, নিষ্পিণ্ডও সপিণ্ড ও সপিণ্ডও নিষ্পিণ্ড হইয়া থাকে। গরুড়ের উপাসকেরা গরুড়ভাবনা দ্বারা সর্পবিষও জীর্ণ করে। আবার, ভাবনাবলে অসত্যও সত্যরূপে প্রতীত হয়; যেমন কণ্টক বিদ্ধ হইলে ভ্রান্তি-প্রযুক্ত সর্পদংশন করিয়াছে, ভাবিয়া, লোকে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই রূপে কারণব্যতীত কখন কোনরূপ ভাবনার উদয় হয় না। স্বয়ংপ্রকাশক ব্রহ্মই কেবল কারণশূন্য। নতুবা, সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেরই কারণ আছে। পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, চিৎই বাসনা-

স্বরূপ। তিনিই কার্য্য ও কারণ রূপে ভ্রান্তিবশে এই জগৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

শ্রীরাম কহিলেন, বন্ধুবর্গ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া, ধর্ম্মহীন প্রেতকে সমর্পণ করিলে, ঐ ধর্ম্ম নিষ্ফল হইবে কি না? ধর্ম্ম সমর্পণ করিলেও, আমি ধার্ম্মিক নহি, প্রেতের এইপ্রকার অসত্য বাসনা এবং আমি ধর্ম্ম দান করিতেছি, প্রদাতার এই সত্য বাসনা, ইহার মধ্যে কোন্ বাসনা বলবতী?

বশিষ্ঠ কহিলেন. প্রেতের অন্তঃকরণে ধর্ম্মবাসনা থাকিলেই, অন্যের প্রদত্ত সেই ধর্ম্মবলে অবশ্যই সে ফলভাগী হইবে। কিন্তু প্রেত নাস্তিক বা ধর্ম্মবিদ্বেষী হইলে, ফলভোগে বঞ্চিত হইবে। এই জন্য শুভাভ্যাসে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য হইতে বাসনার উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, মহাপ্রলয়ে দেশকালাদি কিছুই থাকে না। তবে কিরূপে সৃষ্টির আদিতে বাসনার উদয় হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, যথার্থ বলিয়াছ। মহাপ্রলয়ে দেশকালাদি সহকারী কারণ সমস্ত না থাকাতে, কিছুই থাকে না, জন্মে না ও প্রস্ফুরিত হয় না। একমাত্র সচ্চিৎস্বরূপ অনাময় ব্রহ্ম বিরাজ করেন। এ বিষয় পরে বলিব। অধুনা, যাহা বলি, শ্রবণ কর।

লীলা ও সরস্বতী পদ্মভবনে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, উহা পরম শীতল, সুস্নিগ্ধ পুষ্পসংভারে আকীর্ণ, বসন্তকালবৎ শোভা সম্পন্ন এবং পরমশান্তিময় রাজকার্য্যের আধার। উহাতে রাজা পদ্মের মন্দারমাল্যাদিসংচ্ছাদিত শব ও তাহার শিরোভাগে মঙ্গলার্থক পূর্ণকুম্ভাদি বিরাজমান হইতেছে। উহার দ্বার ও গবাক্ষাদি কঠিন অর্গলে বদ্ধ ও অনাবৃত। দীপালোক নির্ব্বাপিত হওয়াতে, উহার নির্ম্মল ভিত্তি শ্যামল হইয়াছে। উহার এক পার্শ্ব নিদ্রিত লোকসকলের সমভাবে-বিনির্গত নিশ্বাসশব্দে পরিপূর্ণ। উহার সৌন্দর্য্যে পুরন্দরমন্দির ও বিরিঞ্চির পদ্মাসনশোভাও তিরস্কৃত হইয়াছে।

একসপ্ততিতম সর্গ (জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! তাঁহারা পদ্মভবনে প্রবেশ করিয়া, আপনাদের পূর্ব্বদৃষ্ট বিদূরথমহিষী সেই অপ্রবুদ্ধ লীলাকে তথায় পদ্মের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক চামরবীজন করিতে দেখিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনি বলিয়াছেন, প্রবুদ্ধ লীলা পদ্মের অন্তঃপুরমণ্ডপে আপনার প্রাক্তন দেহ স্থাপন করিয়া, ধ্যানবলে দেবীর সমভিব্যাহারে বিদূরথগৃহে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় পদ্মগৃহে গমন করিয়াছেন। তিনি কি রূপেপুনরায় আপনার সেই প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা উহা বিনষ্ট হইয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! লীলার সেই দেহ কোথায়? উহা মরীচিকায় জলবুদ্ধির ন্যায়, ভ্রান্তিময়। একমাত্র আত্মাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং একমাত্র আত্মাই সৎ ও আনন্দস্বরূপ। তুমি যাহা দেখিতেছ, তৎসমস্তই চিন্মাত্রশরীর। জ্ঞানবলে এই লীলার যেরূপ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে, ইহার দেহও তদনুরূপে হিমবৎ গলিত হইয়াছে। ভৌতিক আত্মা শশশৃঙ্গের ন্যায়, একান্ত মিথ্যা। ভ্রমবশে সত্যের লোপ ও আশু অসত্যের উদয় হয়। আত্মা প্রবুদ্ধ বা পরমবিজ্ঞানসম্পন্ন হইলে, এই স্থূলদৃশ্য অমূলক বলিয়া প্রতীত হয়।

শ্রীরাম কহিলেন, আতিবাহিক বা সূক্ষ্মদেহ অদৃশ্য ও অবিনশ্বর হইলে, যোগিগণের আতিবাহিক দেহ কিজন্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং মৃত্যুর পর তাঁহাদের সেই দেহ কিজন্য মুক্ত না হইয়া, দৃশ্যমান হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মুক্ত না হইলে, মুক্তের অবস্থা জানিতে পারে না, চক্ষু বিকৃত হইলে সূর্য্যের আলোক অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই রূপ, লোকে বাসনাভ্রমবশতই যোগীদিগকে মৃত বা

জীবিত দর্শন করে। যোগীদেহ কখন আধিভৌতিক বা স্থূলভাব-বিশিষ্ট নহে। জ্ঞানের উদয় হইলে, যোগীশরীরদর্শন ভ্রমমাত্র প্রতীত হয়। বস্তুতঃ, দেহই বা কি, তাহার অস্তিত্বই বা কি এবং তাহার বিনাশই বা কি? যাহা আছে বা ছিল, তাহা চিরকালই আছে ও ছিল। অজ্ঞানই কেবল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! যোগীদিগের স্থূলদেহই কি সূক্ষ্মদেহে পরিণত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে উত্তম! আমি অনেকবার তোমাকে এবিষয়ে উপদেশ করিয়াছি। ফলতঃ, আতিবাহিক দেহই সত্য, স্থূলদেহ নামমাত্র। যাহা আতিবাহিক, তাহাই আত্মা এবং যাহা স্থূল তাহা আবরণ। তোমার গাত্রাবরণ এই বস্ত্র ছিন্ন হইলে যেমন গাত্র ছিন্ন হয় না, তদ্রূপ স্থূলের বিনাশে কখন সূক্ষ্মের বিনাশ হয় না। স্বপ্নান্তে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকলের জ্ঞান তিরোহিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের উদয়ে এই স্থূলদেহের প্রাক্তনকাঠিন্যাদি ভ্রম বিনষ্ট হয় এবং প্রাক্তন কাঠিন্য ও গুরুত্বাদি ভ্রম তিরোহিত হইলে, সেই দেহ তুলবৎ নিতান্ত লঘু ও আকাশগমনযোগ্য হইয়া থাকে। এই রূপে প্রবোধের আতিশয্যে জীবিতাবস্থাতেই যোগিগণের সূক্ষ্ম দেহ লাভ হইয়া থাকে।

বৎস্য! যাহাদের বিবেক নাই, তাহারা পশু। তাহারা বিচার না করিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের অনুসারে ব্যবহারপরায়ণ হইয়া থাকে। অজ্ঞানবশতঃ বিচারশক্তি রহিত হইলে, কামকর্ম্ম-বাসনাদি কিছুরই লোপ হয় না। যেমন জাগরিত হইলে, স্বপ্ন-শরীর অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অন্য সন্দেহ দূরে থাক, আধিভৌতিকের কথামাত্র থাকে না।

শ্রীরাম কহিলেন, জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুজাত কোথা যায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া, স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হয়, অন্ধকার যেমন আলোকে লীন হয় এবং স্পন্দন যেমন বায়ুতে সংমিলিত হয়, অজ্ঞান তেমনি জ্ঞানের উদয়ে বিনষ্ট

এবং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু তেমনি নির্ম্মলস্বভাব সম্বিদের অন্তর্লীন হইয়া থাকে। দ্রবত্ব যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, স্বপ্ন ও সম্বিদের ভিন্নভাবপ্রতীতি তেমনি ভ্রান্তিমাত্র। মিথ্যাজ্ঞানরূপে সমুদিত সংবিদই সংসার। এই রূপে স্বপ্নসমুদিত পদার্থ কখন সত্য নহে। সম্বিদই নিত্য ও সত্যস্বরূপ। জাগরিত হইলে, স্বপ্নপর্ব্বতাদি যেমন তৎক্ষণাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসবশে এই আধিভৌতিক তেমনি বিলম্বে বা সত্বরে শূন্যতায় পরিণত হইয়া থাকে। বৎস! এই সমস্ত দ্বৈতদৃষ্টি মোহের কল্পিত, এই জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। সমস্ত-জগৎ ইন্দ্রজালবৎ বিষম ভ্রমসমুৎপাদন করে। পণ্ডিতেরা উহাতে মুগ্ধ হন না। অপণ্ডিতেরাই মোহ ও তজ্জন্য বন্ধনঘটনা হয়।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (জন্ম ও মৃত্যুকথা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর সরস্বতী লীলাদ্বয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, আমি এই শবশয্যাশায়ী নরনাথ পদ্মের পুনর্জীবন সংঘটন করিব। এই বলিয়া তিনি পদ্মবিনির্গত গন্ধলেখার ন্যায়, সেই নৃপতির জীবকে অবরুদ্ধ করিয়া মোচন করিলেন, অনিল যেমন বংশরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তদ্বৎ সেই জীবলতা সত্বর রাজার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। তখন পদ্মের হৃদয়ে, সমুদ্রে তরঙ্গ-বৎ বাসনাশত সমুত্থিত হইল এবং তাঁহার মুখপদ্ম জীব সমাগমে, শিশিরারম্ভে পদ্মের ন্যায়, প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। লতা যেমন কালক্রমে পুষ্পসংযোগে বিকসিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় ক্রমে সরস ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। পৌর্ণমাসী শশধরবৎ পরমশোভানিলয় তদীয় বদনেন্দুর সুন্দর মরীচিমালায় সমস্ত ভুবন সমুদ্ভাসিত হইল। তিনি বসন্তকালীন লতাপল্লববৎ কনকোজ্জ্বলকান্তিসম্পন্ন স্বীয় সরস অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভুবনময় বিরাট যেরূপ স্বীয় লোচন স্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য

প্রকাশিত করেন, তিনিও তদ্রূপ সৌভাগ্যলক্ষণাক্রান্ত, একান্ত কান্ত, আলোলনির্ম্মল তারকাদ্বয় উন্মীলিত করিলেন। অনন্তর তিনি প্রফুল্ল কলেবরে বুদ্ধিমান বিন্ধ্যপর্ব্বতবৎ সমুত্থিত হইয়া, ঘনগম্ভীর নিশ্বাস সহকারে বলিতে লাগিলেন, কে এখানে আছ? তাঁহার এই বাক্যে লীলাদ্বয় সম্মুখীনা হইয়া কহিলেন, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। মহীপতি তাঁহাদের উভয়কে সর্ব্বাংশেই একভাববিশিষ্ট দর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা তিন জনে কে, কোথা হইতে আসিয়াছ? প্রবুদ্ধ লীলা পুরোবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পূর্ব্বমহিষী লীলা; বাক্যের সহিত অর্থ যেমন মিলিত, তদ্বৎ আপনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আছি। ইনি আমার প্রতিবিম্বস্বরূপিণী দ্বিতীয় লীলা। আর, এই দেবী ত্রিলোকজননী সরস্বতী। ইনিই আমাদিগকে ভাগ্যবলে এখানে আনিয়াছেন।

নরপতি এই বাক্যে উত্থানপূর্ব্বক দেবীর চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, আপনি সকলের কল্যাণবিধান করেন। আমি যেন আপনার প্রসাদে পরমার্থশালিনী বুদ্ধি, সুদীর্ঘ আয়ু ও ধনসমৃদ্ধি লাভ করি। দেবী তদীয় শরীরে পদ্মহস্ত প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং তুমি সর্ব্বথা নিরাপদ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে। আর তোমার রাজ্যও জনতাপূর্ণ ও রাজলক্ষ্মী নিশ্চলা হইবেন। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলে, রাত্রি প্রভাত হইল। রাজদম্পতি পদ্মের সহিত প্রবোধিত হইয়া, পরস্পর পরমানন্দে আলিঙ্গনবিনিময়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত রাজভবন আনন্দে পূর্ণ, গীত ও বাদ্য-নিনাদে প্রতিধ্বনিত, জয়শব্দে ও পুণ্যাহঘোষে সংঘোষিত এবং হৃষ্টপুষ্ট ও পরিতুষ্ট লোকসকলে পরিব্যাপ্ত হইল। অঙ্গনচত্বর অনুচরবর্গে ও পৌরজনাদিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের পুষ্পবৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ পুষ্পময় হইয়া উঠিল। হাস্তিকেরা ঊর্দ্ধহস্তে চীৎকার ও নর্ত্তকীরা উত্তাল নৃত্য আরম্ভ

করিল। মন্ত্রী, সামন্ত ও নাগরিকেরা মঙ্গলসূচক পুষ্প, লাজ ও মুক্তাদি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দোন্মত্তা রমণীগণের সবিলাস পরিবর্ত্তনে কুণ্ডল সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। অনবরত পাদসম্পাতে প্রফুল্ল পুষ্পকদম্ব কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। শরৎকালীন মেঘবৎ বিস্তৃত চন্দ্রাতপে সুশোভিত সেই অজিরচত্বরে বরাঙ্গনা-গণের বদনসমূহ চন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। আমাদের রাজা ও রাজ্ঞী পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন, এই কথা, গাথার ন্যায়, শত শত জনমুখে দেশে দেশে প্রবাহিত হইল।

অনন্তর নরপতি পদ্ম চতুঃসাগরসলিলে যথাবিধি স্নানানন্তর ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজগণসহায়ে অভিষিক্ত হইয়া, অমরগণ-কর্ত্তৃক কৃতাভিষেক দেবেন্দ্রের ন্যায়, শোভমান হইলেন। এই রূপে তিনি সরস্বতীর বরে লীলাদ্বয়সমভিব্যাহারে অষ্টাযুত বর্ষ অনিন্দিত রাজ্য ভোগ করিয়া, জীবন্মুক্তি লাভ করত, সিদ্ধসংবিৎ ও বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (সংবেদনস্বরূপনির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! দৃশ্যদোষশান্তির নিমিত্ত এই সর্ব্বদোষ-বিরহিত লীলোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। ইহা বিদিত হইয়া, তুমি অসৎস্বরূপ সংসারের সত্যতাবুদ্ধি পরিহার কর। এই সত্যতাবুদ্ধি ত্যাগ করিলে, যমভবনে গমন করিতে হয় না। সৌম্য! যাহা মায়া, তাহা কিছুই নহে। জগৎ এই মায়ার কার্য্য। অতএব জগতও কিছুই নহে। কেবল ভ্রমবশে ইহাতে অস্তিত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। এই আকাশ পূর্ব্বে আকাশ ছিল না এবং পরেও আকাশ থাকিবে না। অন্যান্য ভূতসম্বন্ধেও এইরূপ। অতএব ভৌতিক পদার্থমাত্রেই সত্তাশূন্য।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনার প্রসাদে অদ্য আমি বিবেক লাভ করিলাম; আমার সংসারসন্তাপ দূর হইল। আমি উপাধিশূন্য

ও নির্ব্বাণপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আমার সকল সংশয়ও বিরত হইল। ভগবন্! অধুনা কালের স্বরূপ উপদেশ করুন। লোকে যাহাকে মাসমাত্র মনে করে, তাহা কি কাহারও পক্ষে দিন এবং কাহারও পক্ষে ক্ষণমাত্র স্বরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে ব্যক্তির যে কালে যে বিষয় যেরূপে অনুভূত হয়, তাঁহার তৎকালে তদ্বিষয়ে তদনুরূপা সত্তাপ্রবৃত্তি সঞ্চরিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা অমৃতসংবেদন দ্বারা বিষও অমৃত ও মিত্রসংবেদন দ্বারা শত্রুও মিত্র হয়। চিৎ স্বভাবতঃ প্রকাশ-স্বরূপ। যে রূপে যে ভাবে প্রস্ফুরিত হন, আশু তৎস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিমেষকেও বহুকল্প বলিয়া জ্ঞান হইলে, সেই নিমেষই বহুকল্প হইয়া থাকে। আর, বহুকল্পকেও নিমেষ জ্ঞান হইলে, সেই বহুকল্পই নিমেষভাব পরিগ্রহ করে। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশ বর্ষ বোধ করিয়াছিলেন। আবার, রাজা লবণ শতবর্ষ পরমায়ুকেও একরাত্রির ন্যায় ভোগ করিয়াছিলেন। যাহাদের মন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে গাঢ় সংসক্ত, তাহাদের কি দিবা কি রাত্রি, কি জগৎ অথবা অন্যান্য পদার্থ, কিছুই নাই। তাহারা সেই চিৎ ভিন্ন আর কাহারই সত্তা দেখিতে পায় না; এমন কি আপনাদেরও অস্তিত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত শূন্য হইয়া থাকে।

বৎস! বৈরাগ্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, বিষয়াদি অতি প্রিয় বস্তুকেও কটুভাবে চিন্তা করিলে, উহার কটুত্ব বিনিষ্পন্ন হয়; আবার মধুর ভাবে চিন্তা করিলে, কটুও মধুর হয়। এই রূপে শত্রুভাবে চিন্তা করিলে, মিত্রও শত্রু, আবার, মিত্রভাবে চিন্তা করিলে, শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে। জগৎসম্বন্ধেও এইপ্রকার। কতিপয় ব্যক্তি কোন স্থানে গমন করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অন্যতর কহিল, ঐ প্রান্তরসীমায় ঘোটক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি কহিল, ঐ তাহার লাঙ্গুল দেখা যাইতেছে। আর এক বক্তি কহিল, ঐ উহার পৃষ্ঠাংশ অবলোকন কর। এই রূপে, যাহার যেরূপ বুদ্ধি ও সংবেদন, সে

তাহাই বলিতে লাগিল। অনন্তর নিকটে গিয়া দেখিল, ঘোটক নাই, একটি কাণ্ডমাত্রাবশিষ্ট শাখাপল্লবাদিশূন্য বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তখন সকলের ভ্রম নিরাকৃত হইল। এইরূপে যে বস্তু মিথ্যা, তাহাকে যে যেরূপে ভাবে, সে তাহাই দেখিয়া থাকে। জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। অর্থাৎ জগৎ কিছুই নহে। নৌকাপথে গমনসময়ে তীরবর্ত্তী বৃক্ষাদিকেও যে চলমান বোধ হয়, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। সংবেদনই ঐরূপ ভ্রমের কারণ। যাহাদের সংবেদনভ্রম নাই, তাহাদের কখনও অসত্যকে ঐ রূপে সত্য বোধ হয় না। সংবেদনবলে শূন্য ও পূর্ণবৎ প্রতীয়মান এবং লোহিতও শ্বেত রূপে আভাসমান হইয়া থাকে। অনেক বালক সংবেদনবলে উৎসবকালেও আপদ্‌বৎ বিলাপ ও ক্রন্দন করে। সংবেদনবলে অসৎ যক্ষও মূঢ়দিগের প্রাণ বিনাশ করে এবং স্বপ্ন বনিতাও প্রকৃত বনিতার ন্যায়, রতি সমুৎপাদন করে। এই রূপে অভ্যাস যে যে রূপে সমাগত হয়, সেই সেই রূপেই স্থির ভাব ধারণ করে। ফলতঃ, জগৎ মায়া ভিন্ন কিছুরই নহে। বসন্তকালে তৃণগুল্মাদিযুক্ত রস যেমন পুষ্পাদি রূপে আবির্ভূত হয়, সৃষ্টির আদিতে এই স্বর্গও তদ্রূপ পরম পদে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কনকের অভ্যন্তরে দ্রবত্বের ন্যায়, এই সৃষ্টি অব্যক্তস্বরূপ পরম পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেহীর দেহ হইতে অঙ্গাদি যেমন ভিন্ন নহে, জগৎ ও ব্রহ্মে তেমনি প্রভেদ নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিদূরথের মন্ত্রী ও পৌরগণের একাকৃতি হইবার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রদীপ হইতে প্রদীপ ও বায়ু হইতে বায়ু যেমন উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার সম্বিদই নিয়তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য, একাকৃতি হওয়া অসম্ভব ঘটনা নহে।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। (ব্রহ্মনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সংবিদই ব্রহ্ম। শব্দ, অর্থ ও দৃশ্যাদি কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। কটক ও হেম এবং জল ও তরঙ্গ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। আবার, কটকাদি যেমন হেমময়; কিন্তু হেম, কটক নহে; তদ্রূপ জগৎ ঈশ্বরময়, কিন্তু ঈশ্বর জগৎ নহেন। কেননা, ব্রহ্ম নিরবয়ব। নিরবয়বে সাবয়বের স্থিতি সম্ভব নহে।

বৎস! সম্বিৎস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় মনস্বরূপ চিন্মাত্রময় সৃষ্টি অনুভব করিলে, মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। পরে তিনি শব্দ তন্মাত্র সংকল্প দ্বারা আকাশরূপে আবির্ভূত হয়েন। পরে সেই আকাশরূপী ব্রহ্ম স্পর্শতন্মাত্র ভাবনা দ্বারা আত্মাতে বায়ুত্ব অনুভব করেন। অনন্তর রূপতন্মাত্র সংস্কার দ্বারা তেজ রূপে প্রকাশিত হয়েন। অনন্তর সেই তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম রসতন্মাত্র সংকল্প দ্বারা জল রূপে আবির্ভূত হয়েন। অনন্তর সেই জলরূপী ব্রহ্ম গন্ধতন্মাত্র দ্বারা আত্মাতে পৃথিবীত্ব অনুভব করিয়া, পৃথিবী রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই ব্রহ্ম শুদ্ধস্বরূপ, সৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, স্বাধিষ্ঠিত, নিরাময়, নিরাধার এবং স্বীয় অন্তস্থ দৃশ্য ও প্রলয়স্বরূপ। তিনি সৎ, সন্ময়, সর্গ ও বিসর্গস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ অপবর্গমূর্ত্তি। তিনি চিৎস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। এইজন্য ইচ্ছানুসারে সকল প্রকারেই অনুভূত হইয়া থাকেন। এইজন্যই পণ্ডিতগণ এই জগৎকে তদীয় অনুভবস্বরূপ চিদ্‌বিলাস ভিন্ন আর কিছুই বলেন না।

অধিক কি, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাকার, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনি কখন চিৎশক্তি, কখন জড়শক্তি ও কখন উল্লাসশক্তি রূপে প্রকাশিত হয়েন; এবং কখনও বা কোনরূপ বস্তু রূপে প্রতিভাত হয়েন না। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, তদীয় শক্তি বহু রূপে ও বহু প্রকারে প্রকাশিত

হয়েন। নিয়তি তাঁহার অন্যতর শক্তি। এই শক্তিকে কেহ মহাসত্য, কেহ মহাচিতি, কেহ মহাশক্তি, কেহ মহাদৃষ্টি, কেহ মহাক্রিয়া, কেহ মহোদ্ভব, কেহ মহাস্পন্দ এবং কেহ বা মহাবিভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার, কেহ কেহ ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলেন। ব্রহ্ম এই নিয়তিবশেই দেব, মনুষ্য ও তরুগুল্মাদি রূপে আবির্ভূত হইয়া, প্রলয়পর্য্যন্ত প্রস্ফুরিত হন, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (চিৎসাধন)।

যাহার প্রভাবে নিশ্চেষ্ট ব্রহ্মের চেষ্টা সম্পন্ন ও জীবের চৈতন্য সমুৎপাদিত হয়, তাহার নাম চিৎ। চিৎ অব্যক্তস্বরূপ। উহার নাম নাই, রূপ নাই, এবং নিকৃষ্ট উপাধি নাই। যাহারা চিৎসিদ্ধ, তাহারাই জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কোন দেবতাই থাকিবে না। কালবশে সকলেরই লয় হইবে, একমাত্র চিৎ অবশিষ্ট থাকিবেন। পণ্ডিতেরা এইজন্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বাধার চিতের উপাসনা করিতে উপদেশ করেন। হরি হর ব্রহ্মার আরাধনা চিদারাধনার প্রথম সোপান। যাঁহারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহায়ে বিষয়বিরত হইয়া, চিৎকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত জয়শালী। কোন কালেই তাঁহাদের বিনাশ নাই!

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ (সৃষ্টিস্বরূপনির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্ম শুদ্ধচিন্মাত্র, আনন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, স্বচ্ছ, আদ্যন্তরহিত, সর্ব্বগ্র, সকলের ঈশ্বর, অখণ্ড, অদ্বিতীয় ও অব্যয়স্বরূপ। পণ্ডিতগণও সেই শুদ্ধ সত্য শান্তস্বরূপ পরম পদের নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। ব্রহ্মের স্বাভাবিক স্পন্দনরূপ

চৈতন্যময় সত্তাই মুক্তি পর্য্যন্ত জীব নামে অভিহিত হন। নির্ব্বাত প্রদীপের স্বল্পমাত্র প্রস্ফুরণবৎ ব্রহ্মের স্বল্পমাত্র প্রস্ফুরণকেই জীব বলিয়া অবগত হইবে। আত্মার এই জীবভাব তুষারাদির শৈত্যাদির ন্যায়, স্বভাবসিদ্ধ। ইন্ধনাদি দ্বারা অগ্নি যেমন প্রোদ্দীপিত হয়, ব্রহ্ম তেমনি বাসনাদার্ঢ্য সহায়ে অহম্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। এই অহংভাব সঙ্কল্প দ্বারা দেশকালাদি রূপে আবির্ভূত ও চিত্ত, জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। এই অহংভাবের সংকল্পাত্মক চিত্তকেই মনস্তত্ত্ব বলে। এই মনস্তত্ত্ব হইতে, ভূতপ্রপঞ্চ ও ভূতপ্রপঞ্চ হইতে দেব, মানুষ ও রাক্ষসাদি বিবিধ দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ, প্রজাপতির ভাবনাত্মক তেজস্কণরূপ এই চিত্ত স্বীয় সংকল্পানুসারে সকলপ্রকার রূপই ধারণ করিতে পারেন। ইনিই কারণ ও ইনিই কার্য্য রূপে সংসার বিস্তৃত করেন। ইহাঁর নাম হিরণ্যগর্ভ জীব। জীবের কর্ম্মকে চিৎস্পন্দন বলে। এই কর্ম্মই শুভাশুভলক্ষণ চিত্ত এবং এই কর্ম্মই দৈব। এই রূপে বৃক্ষ হইতে পুষ্পবৎ, প্রজাপতি হইতে ভুবন-সমূহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে।

ব্রহ্মকে পরমকারণ বলে। মন সেই পরমকারণ হইতে উৎপন্ন ও তদাত্মক দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই দৃশ্যমান বিশ্বের প্রকাশ-স্থানীয় হয়। এই রূপে ব্রহ্ম, জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ ইত্যাদি পরস্পর অভিন্ন। অসম্যগ্‌দর্শীরা যেমন স্থাণুকে পুরুষ বোধ করে, তদ্রূপ মনের শক্তিপ্রযুক্তই অসৎ সৎজগৎ রূপে প্রতীত হয়। এই চিত্ত হইতে জীব, জীব হইতে অহংভাব, অহং হইতে চিত্ততা, চিত্ততা হইতে ইন্দ্রিয়াদি. ইন্দ্রিয়াদি হইতে দেহাদিভ্রম, ভ্রম হইতে আমি আমার ইত্যাদি অভিমানরূপ মোহ এবং তন্মাত্র হইতে কর্ম্মমূল দেহ, কর্ম্ম ও কর্ম্মানুযায়ী মোক্ষ, বন্ধন, স্বর্গ ও নরকাদি কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব, জীব ও চিত্ত এবং দেহ ও কর্ম্ম সমুদায়ই অভিন্ন। কর্ম্ম ভিন্ন দেহ নাই ও চিত্ত নাই এবং চিত্ত ভিন্ন জীব নাই ও জীব ভিন্ন চিৎ নাই।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ (আত্মনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ উৎপন্ন হয়, পরমাত্মা তেমনি একাকীই বিবিধ রূপে সমুদ্ভূত হয়েন। যাহারা বিচার দ্বারা পরমাত্মার এই প্রকার সত্যতা পরিকলনপূর্ব্বক জগতের অসত্যভাব অবগত হয়, তাহা-দিগকে শোক করিতে হয় না। যেমন কদলীতরু পত্র ভিন্ন কিছুই নহে, জগৎ তেমনি ভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে। মদ্যপান করিলে যেমন মত্ততাবশে আকাশেও জলভ্রম সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মোহবশেই এই সংসারভ্রম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। দৃষ্টি তিমিরদূষিত হইলে, যেমন চন্দ্রের দ্বিত্ব অনুভূত হয়, তদ্রূপ চিৎ ভ্রান্তিজননী শক্তির বশীভূতা হইলে, পরমাত্মাতে সংসারভ্রম হইয়া থাকে। চিৎ দ্বিত্বভাব অনুভব করিলেই একত্বে দ্বিত্বভ্রম সমুৎপন্ন হয়; ইহার বৈপরীত্যে বিপরীত হইয়া থাকে। লোকে সমাধিস্থ হউক বা ব্যবহারনিরতই হউক, পরমাত্মাতে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চল হইলেই, জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হয়। চিৎ মায়ার বশীভূত হইলেই, আমি জন্মিয়াছি, আমি মরিয়াছি, এইপ্রকার ভ্রমে পতিত হয়। রজ্জুতে যে সর্পভ্রমের আভাস হয়, তাহারই নাম অবিদ্যাভ্রম। সংবিৎপ্রভাবে সংসারকে রজ্জুসর্পবৎ অলীক বোধ হইলেই, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, শান্তি সমুৎপন্ন হয়। বাসনাময়ী চিৎ পরিহার করিলেই, তুমি এই মুহূর্ত্তেই মুক্ত হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ, সংসারভ্রম তিরোহিত হয়। অভিলষণীয় বস্তু পরিহার করিলেই, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই রূপে মুক্তিলাভ দুষ্কর নহে। দেখ, মহাত্মারা প্রাণকেও তৃণবৎ পরিহার করেন। অতএব তুমি সামান্য অভীষ্ট ত্যাগে কেনই না সমর্থ হইবে? পরমাত্মার যে জন্মাদি বিকার নাই, তাহা, এই সম্মুখবর্ত্তী পুরাদির ন্যায়, প্রত্যক্ষ। অজ্ঞেরাই পরমাত্মাকে জগৎরূপে প্রতিভাত বোধ করে। যাহারা

পরমাত্মাকে বিদিত, তাহাদেরই মোক্ষ ও সিদ্ধি লাভ হয় এবং যাহারা অবিদিত, তাহারাই সংসারবন্ধনে পতিত ও বিবিধ যন্ত্রণায় অভিভূত হয়।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ (বিবিধ তত্ত্বকথা)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! দৈব, কর্ম্ম ও কারণ কাহাকে বলে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিৎ স্পন্দ ও অস্পন্দ এই দ্বিবিধ স্বভাবসম্পন্ন। তন্মধ্যে তাঁহার স্পন্দ দ্বারা সৃষ্টি ও অস্পন্দ দ্বারা প্রলয় সংঘটিত হয়। অবিদ্যারূপী চিৎকে স্পন্দনশীল এবং বিদ্যারূপী চিৎকে নিস্পন্দ বলে। চিতের স্পন্দনই সৃষ্টি এবং অস্পন্দনই শাশ্বত ব্রহ্ম। এই চিৎস্পন্দনই জীবের কার্য্য ও কারণ। এবং সংসারের বীজস্বরূপ। দ্বৈতভাবাপন্ন চিত্তের সংকল্প দ্বারা দেহাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল দেহবিশিষ্ট জীবের মধ্যে কেহ বহুকাল-পরে মুক্ত, কেহ সহস্র জন্মে ও কেহ বা এক জন্মেই মুক্ত হয়েন।

এই চিৎ অন্নরসাদি বিবিধ কারণের সহিত স্বভাবতঃ মিলিত হইয়া, শুক্রাদি রূপে পিতৃদেহ হইতে নির্গত এবং যথাক্রমে স্বর্গ, অপবর্গ, নরক ও বন্ধাদির কারণস্বরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়েন। মথুরাপতি লবণের শ্বপচসংভ্রমবৎ চিত্ত এই জগৎস্থিতি অনুভব করে। দৃশ্যজাল কেবল মনোমাত্র। মনেই জগৎ প্রস্ফুরিত হয়। বৎস! চিত্তই সংবিদ্‌যোগে বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও মায়াদি বিবিধ নামযুক্ত জীবসংকল্পময় মন রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। পরে মন হইতে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, আপাতসত্যবৎ প্রতীয়মান অসৎ জগৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! তুমি এই সংসারকে জাগ্রৎ, অহঙ্কারকে স্বপ্ন, চিত্তকে সুষুপ্তি ও চিন্মাত্রকে তুরীয় বলিয়া অবধারণ করিবে। অত্যন্ত শুদ্ধ সন্মাত্র নিরাময় ব্রহ্মকেই তুর্য্যাতীত পদ বলে। এই পদ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় শোক করিতে হয় না। নির্ম্মল আকাশে অসৎ মুক্তামালাবৎ, এই জগৎ সেই পরম পদেই

সমুদিত ও সংহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং, এই জগৎ কিছুই নহে এবং পরম পদেও নাই।

আদর্শ যেমন সান্নিধ্যবশতঃ প্রতিবিম্বের কারণ, চিত্তও তদ্রূপ অর্থবেদনের কারণ। যেমন বীজ, অঙ্কুর ও পত্রাদি ক্রমে ফলের উৎপত্তি, তদ্রূপ চিৎ, চিত্ত ও জীবাদিক্রমে মনের জন্ম। যেমন জীবযুক্ত জলবিন্দু বৃক্ষাদিতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক বীজভাবে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ চিৎ চিত্তাদি ভাবে পরিণত হয়েন। জানিয়া হউক, বা, না জানিয়া হউক, যদিও বীজ ও তরুতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ কল্পিত হয়, কিন্তু জগৎ ও ব্রহ্মে কোন ভেদই নাই।

বৎস! জাত বস্তুমাত্রেই অলীক এবং এই অলীকই বর্দ্ধিত, আস্বাদিত ও অন্তর্হিত হইতেছে। ব্রহ্ম শুদ্ধ, সর্ব্বগ, আনন্দময়, অদ্বিতীয় ও একমাত্রস্বরূপ। অজ্ঞানপ্রযুক্তই লোকে তাঁহাকে অশুদ্ধ; অসৎ অনেক ও অসর্ব্বগ বিবেচনা করে।

যেমন সলিলে তরঙ্গকল্পনা দ্বারা সলিল ও তরঙ্গ পরস্পর পৃথক্‌স্বরূপে প্রস্ফুরিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম স্বয়ং আত্মা দ্বারা পৃথগাত্মা রূপে কল্পিত হয়েন। এই কল্পিত আত্মাই মন ও মন হইতেই অহম্ভাবের উৎপত্তি। মন ও অহঙ্কার দ্বারা স্মৃতি এবং মন, অহঙ্কার ও স্মৃতি দ্বারা ভূততন্মাত্র কল্পিত হইয়া থাকে।

ঊনাশীতিতম সর্গ (বিসূচিকারোগনাশন মন্ত্র)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অধুনা আমি রাক্ষসীর কথিত মহাপ্রশ্নসংবলিত সুবিখ্যাত প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি অবধান কর।

হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে কর্কটীনাম্নী এক ভয়ঙ্করী নিশাচরী বাস করিত। তাহার অপর নাম বিসূচিকা। সে সাক্ষাৎ মৃত্যু, ভয়, শঙ্কা ও সন্দেহস্বরূপ। তাহার শরীর শুষ্ক, কৃশ, কজ্জলবর্ণ ও বিন্ধ্যাটবীবৎ বিস্তৃত; নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত; কেশপাশ

অন্ধকারবর্ণ, অত্যূর্দ্ধ ও সর্ব্বদাই সমুত্থিত; উত্তরীয় পয়োধর সদৃশ, জানুযুগল তমালতরুবৎ বিশাল; নখপংক্তি সূর্পাগ্রসদৃশ বিস্তীর্ণ; গলদেশে কঙ্কালরূপ পুষ্পমাল্য লম্বিত; বর্ণ কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীবৎ ঘোরায়িত; উদর ও মুখবিবর পাতালবৎ গভীর ও গুহাবৎ ভয়াবহ; জিহ্বা বাড়বানলশিখাবৎ প্রদীপ্ত এবং হাস্যকালে তাহার মুখ হইতে ভস্মনীহার ধূমরাশি বিনির্গত হইত। রাশি রাশি ভক্ষণ করিয়াও, তাহার জঠরানল কিছুতেই তৃপ্ত হইত না।

একদা সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিল, আমি যদি পৃথিবীর যাবতীয় লোককে নিশ্বাসসহকারে অনবরত ভক্ষণ করিতে পাই, তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু লোকসকল মন্ত্র, ঔষধি, নীতি, দান ও দেবপূজাদি দ্বারা সর্ব্বদা যেরূপ সুরক্ষিত, তাহাতে, সকলকে এককালে ভক্ষণ করা দুঃসাধ্য। শুনিয়াছি, তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। এই প্রকার চিন্তানন্তর সে হিমাচলশিখরে একপদে দণ্ডয়মান হইয়া, পাষাণবৎ অবলীলাক্রমে শীতাতপ সহ্য করিয়া অতিমাত্র কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার কৃশ দেহ আরও কৃশ ও ত্বক্ লম্বমান হইয়া পড়িল।

এই রূপে অত্যুগ্র তপস্যায় সহস্র বৎসর অতীত হইলে, পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া, বরদানার্থ তথায় সমাগত হইলেন এবং কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

রাক্ষসী কহিল, হে ভূত-ভব্য-ভবৎ-প্রভু! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিন, আমি যেন লৌহময়ী সূচী ও অলৌহময়ী জীবসূচিকা ব্যাধি হইতে পারি। হে দেব! ক্ষুধা-নাশই পরম সুখ। এই উপায়ে জগৎ গ্রাস করিয়া, আমার এই দারুণ ক্ষুধা ক্রমে নিবৃত্তি পাইবে।

পিতামহ তথাস্তু বলিয়া, বরদানান্তে পুনরায় কহিলেন, অয়ি সূচিকে! তুমি বিবিধ উপসর্গবিশিষ্ট বিসূচিকানামধেয় ব্যাধি

হইবে। এবং যাহারা অপরিমিত ভোজন, অশুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্দ্দেশে অধিবসতিস্থাপন, দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্তি বিধান করিবে, তাহাদিগকে দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম মায়াবলে বিনাশ করিবে। অধিক কি, তুমি বাতলেখারূপে প্রাণবায়ুযোগে তাহাদের অপান হইতে হৃদয়পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া, প্লীহা সমুৎপাদন ও বস্তিশিরাদি নিপীড়ন করিবে। এই রূপে সগুণ নির্গুণ সকলকেই আক্রমণ করিতে পারিবে। তন্মধ্যে সগুণ ব্যক্তিরা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে চিকিৎসিত হইলে, আরোগ্য পাইবে।

মন্ত্র যথা—ওং হ্রীং হ্রাং রীং রাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ। ওং নমো ভগবতি বিষ্ণুশক্তিমেনাং ওং হর হর নয় নয় পচ পচ মথ মথ উৎসাদয় উৎসাদয় দূরে কুরু স্বাহা। হিমবন্তং গচ্ছ জীব সঃ সঃ সং। চন্দ্রমণ্ডলগতোসি স্বাহা।

মন্ত্রী পুরুষ স্বীয় বামকরতলে এই প্রকার মন্ত্র লিখিয়া সংযতচিত্তে সেই বামহস্ত দ্বারা রোগীকে মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর রোগী জরামরণাদি সর্ব্বব্যাধি বিনির্ম্মুক্ত ও অমৃতগর্ভে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কর্কটীনাম্নী বিসূচিকাও হিমালয়ে পলায়ন করিয়াছে, এইপ্রকার চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতেই বিসূচিকার ক্ষয় হইবে।

এই বলিয়া পিতামহ স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

অশীতিতম সর্গ (বুদ্ধির দোষে বর ও শাপ হয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! বরলাভান্তে সেই রাক্ষসীর আকাশপাতালব্যাপ্ত বিশাল শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া, শূচীর আকার ধারণ করিল। এই রূপে সূক্ষ্মসূচীত্বপরিগ্রহপূর্ব্বক ব্যোমবিহারিণী লৌহসূচিকা ও ব্যামাকৃতি জীবসূচিকা ব্যাধি হইয়া, মহাভূত, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ, কাম ও কর্ম্মসমূহাত্মক দেহ দ্বারা বিচালিত হইতে লাগিল। উহাতে বাস্তবিক লৌহের

সম্পর্ক ছিল না। ভ্রান্তিবশতই লৌহসূচীবৎ দৃশ্যমান হইতে লাগিল। উহার যে নয়নদ্বয় পূর্ব্বে প্রজ্বলিত দীপবৎ প্রতীত হইত, অধুনা সূচীত্ববশাৎ উহা অদৃশ্যভাব ধারণ করিল। বাযুসঞ্চার-কৌতুকবশতঃ উহার সুষুম্নানাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ঊর্দ্ধে সূর্য্য-মণ্ডলাভিমুখে গমনোদ্যত হইল। সে অলৌহসূচী হইয়া, বৌদ্ধ-গণের বিজ্ঞানবৎ, লোকের অলক্ষিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

বৎস! সংসারগ্রাসার্থই রাক্ষসী এইপ্রকার সূচীস্বরূপা হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ দেহ তাহার অশ্রদ্ধেয় বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল এইপ্রকার নিরুদর সূচীত্ব পরিগ্রহ করিয়া, আমি অতি মূর্খের কার্য্য করিয়াছি। বৎস! অনর্থবুদ্ধি জীব পূর্ব্বাপরপর্য্যা-লোচনাপরিশূন্য হইয়া থাকে। এবিষয়ে রাক্ষসী দৃষ্টান্ত। হায়! যাহারা এক বস্তুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে; তাহাদের কি দুর্গতি! তাহারা অজ্ঞানবশতঃ আপনাদের বিনাশকেও, সুখের নিমিত্ত বোধ করে! দেখ, সূচী হইয়া, পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলেও, রাক্ষসী অসুখ বোধ করে নাই। যাহা হউক, সে ঐরূপ দেহদ্বয়-সাহায্যে প্রাণীদেহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের হিংসা করিয়া, দশ দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

বৎস! যে যাহা সংকল্প করে, তাহার তাই ঘটিয়া থাকে। রাক্ষসী সূচী হইব মনে করিয়া, সূচী হইল। ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবগণ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বস্তুরও অভিলাষী হয়। দেখ, রাক্ষসী তপস্যা করিয়া সূচীরূপ তুচ্ছ শরীর পরিগ্রহ করিল। পুণ্যশরীর প্রাপ্ত হইলেও, জাতিস্বভাবের কদাচ ধ্বংস হয় না; তপস্যা করিয়া শরীর পবিত্র হইলেও, রাক্ষসী লোকহিংসারূপ স্বীয় জাতিস্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বৎস! সেই জীবসূচী অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর সহায়ে বিবশাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিপুলাঙ্গ জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিসূচিকাব্যাধি এবং স্বস্থ ও সুধীদিগের অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্লক্ষ্য দুর্বুদ্ধিরূপ অন্তর্ব্বিসূচিকামূর্ত্তি ধারণ করিল। সে তদবস্থায় কখন ইচ্ছামতে তৃপ্তিভোগ করিতে লাগিল এবং কখন বা পুণ্য,

মন্ত্র, ঔষধ ও তপস্যাদি দ্বারা প্রতিহত হইয়া, শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে সে কখন পার্থিব রজোরাশিতে, কখন আকাশস্থ প্রভামধ্যে, কখন লোকের হস্তাঙ্গুলিতে, কখন বস্ত্রস্থিত সূত্রমধ্যে, কখন উর্দ্ধশ্বাসবিধানপূর্ব্বক পীড়িতগণের দেহে, কখন ব্যভিচারাদি দোষাক্রান্ত উপস্থেন্দ্রিয়ে, কখন অন্তস্থ স্নায়ুতে, কখন হস্তপদাদির রুক্ষ রেখাবলয়ে, কখন সূক্ষ্ম রোমকূপে, কখন সৌভাগ্যহীন ও কান্তিহীন ব্যক্তিগণের অন্তরে, কখন দুর্গন্ধি তৃণক্ষেত্রে, কখন আত্মনিষ্ঠাবিবর্জ্জিত প্রদেশে, কখন অপবিত্রবসন ব্যক্তিগণের সঞ্চারক্ষেত্রে, কখন বায়সাদির বিশ্রামকোটরে, কখন স্থাণুমধ্যে, কখন ঘনীভূত নীহারপটলে, কখন লোকের বিদীর্ণ অঙ্গুলাদির ব্রণগর্ত্তে, কখন পুরুষের পদচিহ্নে, কখন অরণ্যে কখন বল্মীকে, কখন পর্ব্বতে, কখন মরুতে, কখন রসহীন সৌন্দর্য্যহীন জীর্ণপর্ণ-সমাকীর্ণ দুর্গন্ধি পল্বলমধ্যে এবং কখন বা বিবিধ বিচিত্র বসনভূষিত পত্তনে অবস্থান ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। বহুকাল বহু স্থানে অনিয়ত ভ্রমণ করিয়া, সে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল।

সৌম্য! পথিমধ্যে পরিক্ষিপ্ত বস্ত্র ও ভাণ্ড সকল তাহার অলঙ্কার হইয়াছিল। সে লোকের জরাজীর্ণ কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিত। একমাত্র বেধনই তাহার কার্য্য হইয়াছিল। সে অতি নির্দ্দয়ভাবে ক্ষীণদিগকে বিদ্ধ করিত। দুরাত্মাদের স্বভাব এই, পুণ্যকার্য্য করিয়াও পরিতাপ করে। এইজন্য, সে তপস্যা করিয়া যে ক্ষীণ দেহ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য অতিমাত্র অনুতপ্তা হইয়াছিল। দুরাত্মারা অদৃশ্যমুখেই লোকের মর্ম্ম বিদ্ধ করে। এই রাক্ষসী তাহার নিদর্শন। দুর্জ্জনদিগের তপস্যা, পরের হিংসা জন্য। সে যে তপস্যা করে, পরপীড়নই তাহার উদ্দেশ্য। মূর্খের নিকট গুণাগুণবিচার নাই। ইহাই দেখাইবার জন্য সে সাধু অসাধু সকলকেই অবিচারিত চিত্তে বিদ্ধ করিত।

এই রূপে সেই সূচী কখন প্রাণ ও অপান বায়ুপ্রবাহে অবস্থান-

পূর্ব্বক লোকের হৃদয়ে বিচরণ করিত। কখন সমান, উদান ও ব্যান বায়ুর প্রবাহে অধিষ্ঠিত হইয়া, ব্যাধি উৎপাদন ও সর্ব্বাঙ্গে রস সঞ্চারণ করিত। কখন শূলরোগাত্মক বায়ুতে প্রবেশ ও লোকের হৃৎকণ্ঠে গমন করিয়া, তাহাদের বিবর্ণতা সংঘটন ও উন্মাদ সমুৎপাদন করিত। কখন লোকের পাদমধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত পান করিত। কখন লৌহসূচী হইয়া, বালকের হস্ত বিদ্ধ করিত। যাহারা নীচপ্রকৃতি, তাহারা উৎসব অপেক্ষা কলহে অধিকতর সুখ অনুভব করে। এই জন্য, পর হিংসায় কোনপ্রকার ইষ্টাপত্তি না থাকিলেও, সে অনর্থক পরপীড়ন করিয়া. সুখিনী হইত। কৃপণেরা অর্দ্ধমাত্র কপর্দ্দককেও বহুমূল্য ভাবিয়া থাকে। এইজন্য কণামাত্র রক্তপান নিমিত্তও সে অবলীলাক্রমে প্রাণিহিংসা করিত। লোকের অহংকার স্বভাবতঃ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। এইজন্য সে স্বজাতিসমুচিত পরহিংসাভিমান ত্যাগ করিতে পারে নাই। হায় কি আশ্চর্য্য! মূঢ়েরা স্বার্থবোধে অস্বার্থেও প্রবৃত্ত হয়; তজ্জন্য তাহাদের লজ্জাবোধ হয় না। এই জন্য রাক্ষসী মোহবশে লোকবিনাশে ব্যর্থ বাসনা করিয়াছিল। যে কোনরূপে পরের হিংসা করিতে পারিলেই দুর্জ্জনেরা সন্তুষ্ট হয়। রাক্ষসীর স্বভাব তদ্রূপ হইয়াছিল।

বাল্মীকি কহিলেন, বশিষ্ঠ মহাশয় এইরূপ উপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলশেখর আশ্রয় করিলেন। তদ্দর্শনে সভাগত ব্যক্তিগণ পরস্পর অভিবাদনানন্তর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সকলে পরদিন প্রভাতে পূর্ব্ববৎ একত্র সমবেত হইলেন।

একাশীতিতম সর্গ (পাপের সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ)

বশিষ্ঠ কহিলেন, এইরূপ অনবরত প্রাণিহিংসা করিয়াও রাক্ষসীর তৃপ্তি হইল না। তখন সে খিন্ন চিত্তে কহিতে লাগিল,

হায়, কি কষ্ট! সূক্ষ্ম হইয়া আমার সকল শক্তি নষ্ট হইল! আর আমি পূর্ব্বের ন্যায় গ্রাস করিতে পারি না। আমার সেই কাল-মেঘসদৃশ বিশাল দেহ শীর্ণ হইয়াছে। হায়, আমি হত হইলাম, নিরাশ্রয় হইলাম! আমার মাতা পিতা বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। আমি নানাস্থানী ও নানাশ্রয়ী হইয়াছি। পাপ করিলে বুঝি এই রূপই হইয়া থাকে! মরণাভিলাষিণী হইলেও, মৃত্যু আমায় আক্রমণ করিতেছে না! আমি মূর্খতা বশতই দেহ ত্যাগ করিয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, মনের দোষেই লোকের লাঞ্ছনা ও দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে। আমার দুঃখের অবধি নাই। আমি না বুঝিয়াই নিরুদর হইয়াছি। বুদ্ধির দোষেই আমাকে পরের গলগ্রহ ও অধীন হইতে হইল। তপস্যা দ্বারা যাহার শান্তি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আমার ভাগ্যদোষে সেই সর্ব্বনাশই ভীষণ বেতালবৎ প্রাদুর্ভূত হইল। আমি এখন বুদ্ধিদোষে কীট অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়াছি, আর আমার উদ্ধার নাই।

বুঝিলাম, পাপ সাক্ষাৎ নরক। বিধাতা হস্তে হস্তেই তাহার ফল প্রদান করেন। পাপের সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্ত, প্রতিফল বা শাস্তি অনুতাপ বা আত্মগ্লানি। আমি যদি তপস্যা না করিতাম, তাহা হইলে, এরূপ ক্ষীণ দেহ হইতাম না। বুঝিলাম, দুর্ব্বুদ্ধিতে কোন কার্য্য করিলে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার বিষম ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন মতেই ইহার অন্যথা হয় না। অতঃপর লোকে আমার দৃষ্টান্তে শিক্ষা করুক, যে, পাপ করিলে, তাহার শাস্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবিধেয় এবং দুর্ব্বুদ্ধিতে পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, পাপ অপেক্ষাও তাহাতে মহা অনিষ্ট সংঘটন হয়।

হায়, আমার সেই দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ হস্ত, দীর্ঘ পদ, সেই সকলেরই কি এই দশা! হায়, আমার যে দেহে আকাশ পাতাল পর্য্যাপ্ত হইত না, সেই দেহ এখন কীটাণুবৎ অদৃশ্য ভাবে পরিণত হইল! অথবা, পাপ করিলে, লোকের বল, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য ও দেহ

প্রভৃতির এইপ্রকার অণুবৎ ক্ষীণ হইয়া থাকে। বিধিকৃত এই নিয়তির কোন অংশেই পরিহার নাই।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ (পাপ, পুণ্য ও তপস্যার পরিচয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পাপজনিত অনুতাপের পার নাই। উহাতে আত্মা অহরহ দগ্ধ হইয়া থাকে। যাহারা পাপ করে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই, জানিতে পারিবে, পাপজনিত অবশ্যম্ভাবী অনুতাপের প্রভাব কিরূপ। উহা বিনা অগ্নিতেও দগ্ধ করে, এরূপ দগ্ধ করে যে, সহজে তাহার শান্তি হয় না। অগ্নি জল পাইলে নির্ব্বাণ হয়; কিন্তু অনুতাপরূপ দহন সলিলসেকেও নিবৃত্ত হয় না।

পাপে ও নরকে কোন বিশেষ নাই। কেননা, নরকে ও পাপে সমান যন্ত্রণা। পাপ করিলে, ইহকাল পরকাল এবং ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়, আত্মপথ ভ্রষ্ট হয়, আত্মা দূষিত ও তজ্জন্য পরমাত্মা রোষিত হন এবং স্বর্গ ও অপবর্গ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যেখানে পাপ, সেইখানেই পরাজয়, পরাভব, পরিভব, অভিভাব ও অধোগতি প্রভৃতি পার্থিব মূর্ত্তিমান্ দুঃখ ও ক্লেশ সকলের অধিষ্ঠান।

পাপ প্রবল হইলে, মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয় এবং পুণ্য প্রবল হইলে, অমৃতরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এইজন্য পাপীদিগকে মর ও পুণ্যশীলদিগকে অমর বলে। পাপের আর এক স্বভাব এই, আত্মাকে দিন দিন ক্ষীণ, মলিন ও বিহীন করিয়া, পরমার্থ ভ্রষ্ট ও স্বার্থ নষ্ট করিয়া থাকে। যাহার পরমার্থ নাই, তাহার কিছুই নাই।

যাহা হউক, রাক্ষসী ব্যাকুল হৃদয়ে এইপ্রকার বিলাপ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিল, যাহাতে আমার এই অতি জঘন্য সূচী-দেহের পরিহার হইয়া, প্রাক্তনদেহলাভ হয়, তজ্জন্য আমি পুনরায় তপস্যা করিব। এইপ্রকার দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া, সে হিমাচল-

শেখরে সমাগত হইল এবং এক পদে ও ঊর্দ্ধমুখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, ত্রিভুবন সন্তপ্ত ও সন্ত্রস্ত করিয়া, ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিল। তদীয় তপঃপ্রভাবে সম্মুখস্থ তরুলতাদিরও সদ্‌বুদ্ধি সমুপস্থিত হইল। তাহারা কুসুমবাসিত পবনযোগে তাহার বাতভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অন্তঃকরণ সারগ্রাহী হইল, লঘুচিত্তেরাও স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়া থাকে। তথাহি, দেবরাজ রাক্ষসীর তপোবিঘ্নসাধন জন্য আমিষাদি যে সকল অপবিত্র বস্তু তাহার বদনকুহরে নিক্ষেপ করিতেন, সে অপবিত্র জ্ঞানে তাহা ভক্ষণ করিত না।

এইরূপ তপস্যায় বহুকাল অতীত হইলে, ক্রমে তদীয় হৃদয়ে জ্ঞানালোক সঞ্চারিত হইল। সে তৎপ্রভাবে সাতিশয় নির্ম্মল ও পরাপরদর্শনে সমর্থ হইল এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান সমুদিত হওয়াতে, তাহার মানসিক জ্বরেরও শান্তি হইল। সে এই রূপে অমলদর্শিনী হইয়া, চতুর্দ্দশ ভুবন সন্তপ্ত করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে সহস্র বৎসর দারুণ তপস্যায় অতিবাহিত করিল। তদীয় তপঃপ্রভাবে সেই মহাগিরি ও সমস্তজগৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দেবরাজ নারদকে জিজ্ঞাসিলেন, কাহার তপস্যায় এইপ্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে? নারদ কহিলেন, রাক্ষসী সূচী তপস্যা করিতেছে। তৎপ্রভাবে পর্ব্বতসকল বিচলিত, বৈমানিকসকল পতিত, নাগসকল নিশ্বসিত, লোকসকল প্রজ্বলিত, সূর্য্য সহিত দিক্‌সকল মলিনাবৃত এবং সাগর ও মেঘসকল সংশোষিত হইয়াছে।

ত্র্যশীতিতম সর্গ (হিংসার ফল আত্মক্ষয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দেবর্ষি সূচীর বৃত্তান্তবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, এই সূচী ব্যোমবায়ুরূপ রথারোহণে প্রাণবায়ুমার্গ আশ্রয় করিয়া, লোকের

দেহমধ্যে প্রবেশ ও তত্রত্য অন্ত্রতন্ত্রীর রন্ধ্রযোগে গমনপূর্ব্বক স্নায়ু, মেদ, বসা, শোণিত এবং যাহাতে রোগের নিদানস্বরূপ বাহ্যবায়ু বহমান হইতেছে, সেই সকল নাড়ীতে অবস্থান করত বিশাল অগ্নিপিণ্ডবৎ বিষম শূল রোগ সমুৎপাদন ও তথায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক প্রাণিগণের ভক্ষিত পদার্থ সকল তাহাদের মাংস সহিত ভক্ষণ করিত।

হে দেব! এই সূচী, অনিলরেখার ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গে, দেহান্তরাকাশে ও নাড়ীতে পরিভ্রমণ করিত। প্রতিদেহেই ইহা প্রস্ফুরিত ও প্রতিভাত হইত এবং কখন রুধিরে অন্তর্হিত, জঠরে বল্গিত ও মেদমধ্যে শয়িত হইয়া থাকিত এবং রোগময় বায়ুস্বরূপ হইয়া, দেহিগণের অন্তরে প্রবেশ ও হিংসা দ্বারা অশুক্র রসনির্য্যাসাদি অধিকার করিয়া ভক্ষণ করিত। অধুনা, সদ্বুদ্ধির উদয়ে পরমপবিত্রাশয়া তাপসী হইয়াছে। লোকের হিংসা করা মহাপাপ! যাহারা লোকের হিংসা করে, তাহাদের আত্মার মলিনতা ও তজ্জন্য অধঃপতিততা সংঘটিত হয় এবং পরের অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, অগ্রেই আপনার অনিষ্ট হইয়া থাকে। রাক্ষসীই ইহার দৃষ্টান্ত। দেখুন, কর্কটী লোকহিংসা কামনা করিয়া, আপনার তাদৃশ বিপুল দেহে ভ্রষ্ট হইল। এই সকল নীতিকথা বিলক্ষণ হৃদ্গত হওয়াতে এবং ব্যবহার দ্বারা ইহার ফল প্রত্যক্ষ করাতে, নিশাচরী এখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। বহুবর্ষ হইল, নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করিয়া, এক পাদে ও এক নিষ্ঠায় তপস্যা করিতেছে। তাহাতে সমস্ত লোক বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক আপনি ইহাকে বর দান করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবর্ষির কথানুসারে দেবরাজ সূচীর অন্বেষণজন্য পবনকে প্রেরণ করিলেন। পবন সূচীর দর্শনজন্য তৎক্ষণাৎ আপনার সংবিৎ অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টিজ্ঞানকে দশ দিকে প্রেরণ করিলেন। সংবিদ পবন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দিগদিগন্তপরি-

ভ্রমণপূর্ব্বক সপ্তভুবন পরিকলন করিয়া, ক্রমে সূচীর তপঃস্থান হিমাচলশেখরে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, তথায় কোন প্রাণী নাই, তৃণ নাই ও বৃক্ষ নাই; কেবল অসীম আকাশ সূর্য্যকিরণ ও বায়ুমণ্ডলের সহিত বিরাজ করিতেছে। বৎস রাম! পবনের দেহ অনন্ত-দিগদিগন্ত-ব্যাপ্ত। তিনি সূচীর অন্বেষণক্রমে সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ কবিয়া, নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ (তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর পবনদেব অবলোকন করিলেন, সূচী প্রোথিত শিখার ন্যায়, হিমালয়ের ঊর্দ্ধশৃঙ্গস্থ মহারণ্যে একপাদে দণ্ডায়মানা হইয়া, তপস্যা করিতেছে। উত্তপ্তকিরণসম্পর্কে তদীয় শিরোদেশ শুষ্ক ও উদরত্বক্ পিণ্ডীভূত হইয়াছে। সে কখন বিকৃত বদনে বায়ুপান ও কখন তাহা ত্যাগ করিতেছে। প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডকিরণসংযুক্ত বনবায়ুসংসর্গে তদীয় কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাহার মস্তক রজোভারে আচ্ছন্ন ও মন একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি বড়িশবৎ সংসক্ত।

তদ্দর্শনে পবনদেব ভয়বিস্ময়ে অভিভূত ও তাহার নিকটস্থ হইয়া, প্রণাম করিলেন। বৎস! তপস্যার প্রভাবই এই। তপস্যা অতি ক্ষুদ্রকেও মহৎ করে। পবন তদীয় তেজে সংকুচিত হইয়া, বাঙ্‌নিষ্পত্তিরহিত হইলেন। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। বৎস! মহাত্মার মান মহাত্মার নিকট। নীচ কখন উচ্চের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না। পবন মৌনী হইয়াই আকাশে উত্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গগনমার্গ উল্লঙ্ঘন, এবং বায়ুমণ্ডল ও সিদ্ধমণ্ডল অতিক্রম করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। সূচীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, তিনি পবিত্র হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, তপোনিরত মহাপুরুষদিগকে দর্শন

করিলেও, পুণ্যসঞ্চার ও কলুষবিনাশ হয়। পবন সূর্য্যমণ্ডল হইতে নক্ষত্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া, ইন্দ্রপুরে সমাগত হইলেন এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কহিলেন, জম্বুদ্বীপে হিমালয় নামে যে পর্ব্বত আছে, শশিশেখর ভগবান্ ভব যাহার জামাতা, সূচী তাহার উত্তর মহাশৃঙ্গে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদীয় তীব্র তপস্যায় হিমালয়ের সে তুহিনভার দূর হইয়াছে। অতএব আসুন, আমরা পিতামহের নিকট গমন করি। দেবরাজ তথাস্তু বলিয়া, পিতামহের সান্নিধ্যে গমনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, সূচীকে বর দিতে হইবে। পিতামহ, তাহাই হইবে, বলিলেন। তখন দেবরাজ স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

এদিকে সূচী সপ্তসহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়া, পরমপবিত্র হইল। বৎস! সে একমাত্র প্রত্যগাত্মা চেতনসংবিদ বিচার করিয়াই, পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হইয়াছিল।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ (সৎকার্য্যের ফল দেবপ্রসাদ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর পিতামহ সূচীসান্নিধ্যে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, পুত্রি! বর গ্রহণ কর।

বৎস রাম! তপোবলে সূচীর কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের অভাব হইয়াছিল। সেইজন্য সে কোনপ্রকার কথা কহিতে না পারিয়া, কেবল মনে মনে এইপ্রকার ভাবিতে লাগিল, হায়! আমি বর লইয়া কি করিব! আমার সকল সংশয় ছিন্ন ও পরমপূর্ণভাব সম্পন্ন এবং নিরাময় শান্তি ও নির্ব্বাণপদ সংঘটিত হইয়াছে। সন্দেহ দূর হওয়াতে, কোন বিষয়ই আর আমার অজ্ঞাত নাই। সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান লাভ করিয়া, আমার বিবেকও বিকসিত হইয়াছে। বরে আর প্রয়োজন কি? আমি এখন যেমন আছি, চিরকালই তেমনি থাকিব। পরমার্থ ত্যাগ করিয়া, অনর্থ বর গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন।

অধুনা, আত্মবিচার দ্বারা আমার অবিবেক দূর হইয়াছে। অতএব আমার ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই।

পিতামহ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎসে! বর গ্রহণ কর। তুমি অগ্রে সমস্ত ভোগ্য ভোগ করিয়া, পরে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অনিবার্য্য নিয়তির ইহাই নিশ্চয়। তোমার প্রাক্তন রাক্ষসদেহ লাভ হইবে। তুমি বেদ্য বিষয় বিদিত হইয়াছ। অতএব রাক্ষসী হইলেও, আর কাহাকে বাধা দিবে না। কেবল স্পন্দনশীলা হইবে। তুমি অনবরত সর্ব্বাত্মার ধ্যান ধারণা করিবে। এবং ন্যায়বৃত্তির অনুকরণ করিয়া, অন্যায়-বৃত্ত লোকসকলের হিংসা ও জীবন্মুক্ত হইয়া, স্বদেহে বিবেক পালন করিবে। পিতামহ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, সূচী পূর্ব্বতন সুবিশাল রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইল।

ষড়শীতিতম সর্গ (সমাধিভঙ্গের পরিণাম বিষয়চেষ্টা)।

সূচী সমাধিবলে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত ও কিঞ্চিৎ প্রমুদিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইলেও, তাহা কঞ্চুকবৎ ত্যাগ করিল এবং পদ্মাসনবন্ধন ও ধ্যানধারণা অবলম্বনপূর্ব্বক একমাত্র বিশুদ্ধ সংবিদ্ সহকারে সেই গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্গবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর ছয় মাস অতিক্রান্ত হইলে, বোধ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া সমাধি হইতে উত্থিত হইল। তখন অতিমাত্র ক্ষুধা ও বাহ্যবৃত্তিসকল তাহার শরীরে পদ গ্রহন করিল। কেননা, শরীর থাকিতে, ক্ষুধাদি কোন রূপেই নিবৃত্ত হয় না।

রাক্ষসী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চিন্তা করিল, হায়, আমি এখন কি খাই? অন্যায় করিয়া পরের প্রাণ গ্রাস করা উচিত নহে। অন্যায় করিয়া ভক্ষণ করা অপেক্ষা অনাহারে মরিয়া যাওয়াও ভাল। অতএব প্রাণ গেলেও অন্যায় করিয়া ভক্ষণ করিব না। অন্যায় ভোজন মহাবিষ। বিশেষতঃ, জীবন-মরণ উভয়ই সমান। আমি

মনোমাত্র, আমার দেহাদি ভ্রমমাত্র। আত্মবোধ দ্বারা ভ্রম বিনষ্ট হইলে, দেহাদির আর সম্ভাবনা কোথায়? এই ভাবিয়া সে দেহাদির অভিমান ত্যাগ করিয়া, সন্তুষ্ট ও মৌনী হইয়া, অবস্থান করিল। তাহার ক্ষুৎপিপাসা জ্ঞানোদয়ে দূর হইয়া গেল।

ঐ সময়ে বায়ু তাহাকে আকাশ হইতে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ়দিগকে আশু প্রবোধিত কর। মূঢ়দিগের উদ্ধার করাই তত্ত্বজ্ঞদিগের স্বভাব। যাহারা প্রবোধিত না হইবে, তাহারাই তোমার ভক্ষ্য।

রাক্ষসী এই কথা শুনিয়া, সুদেশনামক কিরাতমণ্ডলে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ন, পান, ওষধি, পশু, পক্ষী ও কীটাদি সমস্ত দ্রব্যই প্রচুর।

সপ্তাশীতিতম সর্গ (গুণ সাক্ষাৎ পুরস্কার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! রাক্ষসী কিরাতমণ্ডলে প্রবেশ করিলে, নিবিড়তিমিরা বিভাবরী সমুপস্থিতা হইল। যেন হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায়, এইপ্রকার প্রগাঢ় তমঃপিণ্ডে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। তখন সুধাকর অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠনভয়েই যেন পলায়ন করিল, আকাশ ও ধরাতল একীকৃত হইল। আর কিছুই দেখা যায় না। পেচকেরা সুযোগ পাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ অত্যাচারপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। নষ্ট লোকেরা তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। জঙ্গলসকল যেন প্রলয়ানলসম্পর্কে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সরোবর সকল ভেকগণে ও বৃক্ষসকল কাকাদিতে পরিব্যাপ্ত হইল। নভোমণ্ডলে নয়নসদৃশ সমুজ্জ্বল শত শত স্পন্দমান নক্ষত্র সমুদিত হইল। পবন প্রবহমান হওয়াতে, বৃক্ষসমূহ হইতে ফলকুসুমসমূহ পতিত হইতে লাগিল। বায়সেরা পেচকরবশ্রবণে বৃক্ষকোটরে নিঃশব্দে অবস্থান করিল। তস্করের আক্রমণে গ্রামবাসিগণের ভীষণ কর্কশ ক্রন্দনরব প্রাদুর্ভূত

হইল। নাগরিকেরা নগরমধ্যে, পক্ষিরা কুলায়মধ্যে, সিংহেরা গুহামধ্যে ও মৃগাদিরা বনকুঞ্জমধ্যে নিস্তব্ধে নিদ্রা যাইতে লাগিল। এইরূপে কজ্জলজলদসদৃশী পঙ্কপিণ্ডসমানাকৃতি তিমিরমাংসলা নিবিড়া যামিনী প্রলয়পবনপরিচালিত পর্ব্বতবৎ, নীহারপটলে পরিবৃতা হইয়া, আকাশে ও বনমধ্যে নিঃশব্দে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে কিরাতমণ্ডলস্থ কোন সুধীর নরপতি তস্কর প্রভৃতির সংহার জন্য মন্ত্রিসমেত বহির্গত হইয়া, তত্রত্য বিক্রমনামক ভীষণ গহন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে সেই রাক্ষসী চিন্তা করিতে লাগিল, অদ্য আমার খাদ্য লাভ হইল। এই মূঢ় বুদ্ধি আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিদ্বয়ের স্বদেহ, ভার বোধ হইয়াছে। ইহলোকে আত্মবিনাশ ও পরলোকে দুঃখভোগ জন্যই মূঢ়দিগের জীবনধারণ হইয়া থাকে। ইহাদিগকে যত্নসহকারে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, তাহাদের মরণই মঙ্গল। কেননা, মৃত্যু হইলে, পাপাবসানে অভ্যুদয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা; কিন্তু জীবিত থাকিলে, তাহার অভাব হইয়া থাকে। পদ্মযোনি সৃষ্টির প্রথমেই আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়দিগকে হিংস্রজন্তুগণের খাদ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ইহাদিগকে আমি ভক্ষণ করিব। আর উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে; হতভাগ্যেরাই নির্দ্দোষ বিষয়ে উপেক্ষা করে।

পুনশ্চ, ইহারা যদি গুণশালী মহাত্মা হন, তাহা হইলে কি হইবে? গুণবানের রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতএব পরীক্ষা করিব। গুণশালী হইলে, ইহাদিগকে ভক্ষণ করিব না। পণ্ডিতেরা বলেন, গুণবানের হিংসা করা উচিত নহে। অকৃত্রিম সুখ, কিৰ্ত্তি, আয়ু অথবা সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান পুরঃসর গুণবানের পূজা করা কর্ত্তব্য। বরং খাদ্যাভাবে দেহনাশ হওয়া ভাল, তথাপি গুণবানের হিংসা করা উচিত নহে। প্রাণ অপেক্ষা গুণবান্ ব্যক্তি আন্তরিক সুখ সমুৎপাদন করে এইজন্য প্রাণ দিয়াও

তাহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। গুণিগুণের সংসর্গ রূপ বশীকরণ ঔষধ যোগে মৃত্যুকেও মিত্র করা যাইতে পারে। গুণবান্ ব্যক্তিরা শশাঙ্কের ন্যায়, এই মর্ত্ত্যধাম স্বর্গবৎ শীতল ও সুখিত করেন। তাঁহারা হৃদয়ের অলঙ্কার। তাঁহাদের তিরস্কারই দেহীগণের মৃত্যু ও তাঁহাদের আশ্রই দেহিদের জীবন এবং তাঁহাদের সঙ্গই স্বর্গ ও সাক্ষাৎ মোক্ষ অপেক্ষাও সমধিক-ফলজনক। অতএব আমি কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা এই রাজা ও মন্ত্রির জ্ঞানবত্তা পরীক্ষা করিব। কেননা, অগ্রে গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ শাস্ত্রানুসারে দণ্ড বা পুরস্কার করা কর্ত্তব্য। ইহাই পণ্ডিতগণের উপদেশ।

অষ্টাশীতিতম সর্গ (বিবেকই পরম বল)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাভাগ! রাক্ষসী এইপ্রকার চিন্তানন্তর ঘোরগভীর ভয়ঙ্কর অহঙ্কার পুরঃসর বক্ষ্যমাণ পরুষ বাক্যে রাজা ও মন্ত্রিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সর্ব্বভুতের আধার মহামায়ান্ধকার রূপ শিলাকোটরের কীটস্বরূপ ব্যক্তিদ্বয়! তোমরা কোন্ মহাবুদ্ধি মহাপুরুষ? অথবা তোমাদের কিছুই বুদ্ধি নাই। সেইজন্য এই ভীষণগহনে সমাগত ও মদীয় মৃত্যুরূপ গ্রাসে পতিত হইয়া, স্বয়ংই প্রাণত্যাগে সমুদ্যত হইয়াছে?

রাজা কহিলেন, অয়ি ক্ষুদ্রপ্রাণি! তুমি কে? তোমার ক্ষুদ্রদেহ আমাদের লক্ষ্যই হইতেছে না। তোমার এই ভৃঙ্গবৎ মৃদু শব্দেই বা কাহার ভয়সঞ্চার হয়? অর্থিরা সিংহবৎ মহাবেগে স্বীয় লক্ষ্যার্থেই পতিত হয়। অতএব তোমার যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে এই বাহ্যাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া, পুরুষাকার অবলম্বন পূর্ব্বক আমার নিকট অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা কর; যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। তুমি দূর হইতে সকোপ সংরম্ভে শব্দ করিয়া, আমাদিগকে কি ভয় দেখাইতেছ? সত্বর আমাদের সম্মুখে আইস। দীর্ঘসূত্র ব্যক্তিগণের আত্মক্ষয় ব্যতীত অন্যবিধ ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই।

নিশাচরী এই কথায় মনে মনে পরমপ্রীতিমতী হইয়া, আত্ম-প্রকাশনিমিত্ত উৎকট নিনাদ সহকারে হাস্য করিতে লাগিল। তাহার সেই শব্দে দশদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। চৌর, ব্যাঘ্র ও শৃগালাদি জন্তুগণ অদ্রিতটীর ন্যায় সুবিশালকলেবরা, সগর্জ্জন-ঘনঘটাসদৃশী রাক্ষসীর কটকটায়মান দশনসংরম্ভে সাতিশয় ভীত হইয়া, হাহাকারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রাজা ও মন্ত্রী এই শব্দ শ্রবণে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত রাক্ষসীকে দেখিতে পাই-লেন। সে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া, কজ্জলবর্ণ স্তম্ভ রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদীয় নিশ্বাসপবনের ভয়ঙ্কর শব্দে দশ দিক্ প্রজ্বলিত হইতেছে। তাহার মস্তকে উলূখল, হল, মুষল ও ছিন্ন সুর্প সকল বিরাজমান এবং তাহার মূর্ত্তি অট্টহাসিনী, শিবদূতী কালরাত্রির ন্যায় অতীব ভয়ঙ্কর। তাহার দেহ প্রলয়বিদীর্ণ বৈদূর্য্যশিখরস্থলীর ন্যায় সুবিস্তৃত, প্রলয়জলদবিনির্ম্মুক্ত বজ্র দ্বারা বিনিষ্পিষ্ট অদ্রিতটীর ন্যায় বহ্বায়ত এবং শিলাসমূহে পরিবৃত। তাহার স্তনদ্বয় লম্বমান মেঘবৎ ও উলূখলাদি দ্বারা গ্রথিত হারসমূহে অলঙ্কৃত এবং তাহার সুবিশাল কলেবর অঙ্গারকাষ্ঠে বিভূষিত।

বৎস রাম! বিবেকের সঞ্চার হইলে, লোকমাত্রেরই মন এরূপ তেজঃপূর্ণ হয় যে, সংসারের কোন ভয়ঙ্কর বস্তু দর্শনেই তাহার মোহবিকার সংঘটিত হয় না। রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই বিবেকবলে বলীয়ান্। তজ্জন্য তাদৃশী ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনেও তাঁহাদের ভয় বা মোহ সঞ্চরিত হইল না। প্রত্যুত, মন্ত্রী তাহাকে সতেজে কহিলেন, অয়ি মহারাক্ষসি! ইহাই কি তোমার মহাজনোচিত সংরম্ভ? অথবা, ক্ষুদ্রেরা অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও অতিমাত্র সম্ভ্রম বোধ করে। যদি তুমি বাস্তবিকই ক্ষুদ্র হও, তবে, যাহা বাক্যমাত্রেই লাভ হইতে পারে, তাদৃশ বিষয়ে ঈদৃশ আড়ম্বর করিতেছ কেন? অতএব এই সামান্য রোষ ত্যাগ কর। ইহাতে কোন ফল নাই, সুতরাং ইহা তোমার সমুচিত নহে। স্বার্থসাধনতৎপর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, স্বার্থেই প্রবৃত্ত হয়। অয়ি অবলে!

তোমার ন্যায় কত শত মশক আমাদের ধৈর্য্য রূপ প্রচণ্ড পবন-বেগে তৃণপর্ণবৎ নিরস্ত হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। অতএব তুমি ক্রোধ ত্যাগ ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর। ইহাই সৎপুরুষোচিত সৎসেবিত প্রকৃত পন্থা। তথাহি, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষগণ রোষপরি-হারপুরঃসর স্বস্থ ও সুস্থির বুদ্ধিসহকৃত ব্যবহারসমুচিত যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া, স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। স্বকীয় ব্যবহার সহায়তায় কার্য্য সিদ্ধি হউক বা না হউক, তজ্জন্য অনর্থক ক্রোধাদিতে প্রয়োজন নাই। কেননা, মহানিয়তিই কার্য্যের সিদ্ধাসিদ্ধি সংঘটিত করে। অতএব তুমি সংরম্ভ ত্যাগ করিয়া, অভিমত প্রার্থনা কর। আমরা কখনও স্বপ্নেও অর্থীকে বিমুখ করি না।

রাক্ষসী এই কথা শুনিয়া, তাঁহাদের ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও বলের বারংবার প্রশংসা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহাঁরা সামান্য পুরুষ নহেন। ইহাঁদের বাক্য, বক্ত্র ও দৃষ্টিতে যেন মনোগত সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর জলরাশি যেমন সঙ্গম দ্বারা একীভূত হয়, মহাত্মাদিগের বাক্য, বক্ত্র ও নেত্র দ্বারা তদ্রূপ আশয়সমূহ একীভূত হয়। ইহাঁরা যেমন আমার মনোগত জানিতে পারিয়াছেন, আমিও তেমনি ইহাঁদের অভিপ্রায় পরি-জ্ঞাত হইয়াছি। ইহাঁরা স্বয়ং অবিনাশী; আমার সাধ্য নহে, ইহাঁদিগকে বিনাশ করি। বোধ হয়, ইহাঁরা আত্মজ্ঞানী। কেননা, আত্মজ্ঞান না হইলে, সদসদ্ভাবরূপ জীবনমরণপ্রত্যয় তিরোহিত হয় না। যাহা হউক, যাহারা প্রাজ্ঞপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াও, সন্দেহবিষয় জিজ্ঞাসা না করে, মনুষ্যমধ্যে তাহারাই অতি অধম। অতএব ইহাঁদিগকে স্বকীয় সন্দেহবিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করি।

রাক্ষসী এইপ্রকার চিন্তানন্তর হাস্যসংযমপুরঃসর তাঁহাদিগকে কহিল, তোমরা কে? মন্ত্রী কহিলেন, ইনি কিরাতগণের রাজা, আর আমি ইহাঁর মন্ত্রী। আমরা তোমার ন্যায় হিংস্রগণের নিগ্রহজন্য নিশাপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দিবারাত্র দুষ্টদিগের

দমন করাই প্রধান রাজধর্ম্ম। যে রাজা স্বধর্ম্মত্যাগ করেন, তাঁহার পুড়িয়া মরাই ভাল।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! তোমার মন্ত্রী অতি দুষ্টপ্রকৃতি। রাজার এরূপ দুর্ম্মন্ত্রী হওয়া বিহিত নহে। বিবেচনাপূর্ব্বক মন্ত্রী নিয়োগ করিলে, রাজার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং প্রজালোকেরও তৎ সদৃশ পদপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। সমুদায় গুণের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানই যেমন উৎকৃষ্ট, অধ্যাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট রাজাও তেমনি যথার্থ রাজা। এই রূপ, যে মন্ত্রী বিচাররহস্যে সুপণ্ডিত, তাহাকেই প্রকৃত মন্ত্রী বলে। যে রাজা ও মন্ত্রী আত্মজ্ঞানবলে প্রভুত্ব ও সমদর্শিতার প্রকৃত স্বরূপ বিদিত নহেন, সে রাজা রাজা ও সে মন্ত্রী মন্ত্রীই নহেন। তোমাদের যদি তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে, মঙ্গল হইবে। অন্যথা, তোমরা স্বকীয় প্রকৃতির অনর্থসংঘটক হইলে, আমার উদরস্থ হইবে। তোমরা যদি স্ব স্ব বুদ্ধিসাধ্যে আমার প্রশ্নপঞ্জর বিদারিত করিয়া, মদীয়প্রীতিসমুদ্ভাবনে সমর্থ হও, তাহা হইলেই, আমার হস্তে রক্ষা পাইবে। অতএব বিচার-সহকারে আমার বক্ষ্যমাণ প্রশ্নসমূহের উত্তর কর। আমি তোমাদের নিকট কেবল এইমাত্র প্রার্থনা করি। যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা পালন না করে, তাহাদের ক্ষয়দশার আবির্ভাব হয়, এ বিষয়ে কোন অংশেই ব্যভিচার নাই।

উননবতিতম সর্গ (ঈশ্বরজিজ্ঞাসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর নিশাচরী নরপতির অনুজ্ঞালাভান্তে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন সকল নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, কোন্ পরমাণু এক হইলেও অনেক? কাহার উদরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইয়া থাকে? কে আকাশ হইলেও আকাশ নহে, চেতন হইলেও চেতন নহে, অবস্থিত হইলেও অবস্থিত নহে, গতিশীল হইলেও গতিশীল নহে, বায়ু হইলেও বায়ু নহে, শব্দ হইলেও শব্দ নহে, সর্ব্বস্বরূপ

হইলেও কিছুই নহে এবং অহং হইলেও অহং নহে? কোন্ বস্তু অকিঞ্চিৎ হইলেও কিঞ্চিৎ, চেতন হইলেও পাষাণের ন্যায় অচেতন এবং বহ্নি হইলেও অদাহক? কে আকাশে বিচিত্র চিত্র করে? কে বহ্নিস্বরূপ? কোন্ অবহ্নি নিরন্তর বহ্নি সমুৎপাদন করে? কে চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রকাশ ও লতাগুল্মাদি জাত্যন্ধ ও অচক্ষু বস্তুগণের উৎকৃষ্ট আলোকস্বরূপ? চক্ষু দ্বারা কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না? কাহা হইতে প্রকাশ সম্পন্ন হয়? কে সাগরাদির উৎপাদন ও সত্তার স্বভাব বিধান করে? কে দূর হইলেও নিকট ও নিকট হইলেও দূর এবং অণু হইলেও মহাপর্ব্বত স্বরূপ ও মহাপর্ব্বত হইলেও পরম অণু স্বরূপ? কে নিমেষস্বরূপ হইলেও, মহাকল্পস্বরূপ? কে প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষস্বরূপ? কে লব্ধ হইয়াও লব্ধ নহে এবং স্বস্থ ও জীবিত হইয়াও আত্ম-বিনাশী স্বরূপ? কে পরমাণু হইলেও শত যোজন ব্যাপ্ত করে? কে আমি ও কে তুমি স্বরূপ? কাহার কটাক্ষমাত্রেই জগৎরূপ বালক প্রতারিত হয়? কে জগৎ রূপ রত্নের কোষস্বরূপ? কোন্ অণু আকাশ ও অন্ধকারকে প্রকাশিত করে? কোন্ অণু হইতে জ্ঞানের বা অনুভবের আবির্ভাব হয়? কোন্ অণু সকল পদার্থের আশ্রয়? কোন্ অণু সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া আছে? প্রলয়সময়ে সংহৃত এই জগৎ কোন্ অণুর উদরে সজীব অবস্থিতি করে? কোন্ অণু অজাত হইলেও, বহু রূপে জন্মগ্রহণ করে? বীজমধ্যে বৃক্ষের ন্যায়, কোন্ অণুর অভ্যন্তরে সমস্ত সংসার অবস্থিতি করে? কে কর্ত্তা না হইলেও কর্ত্তা, অচক্ষু হইলেও চক্ষুষ্মান্ এবং কে আত্মাকে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন স্বরূপে প্রকাশিত অথবা স্বর্ণে কটকাদিবৎ আত্মাতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনরূপে আরোপিত করে? জলে তরঙ্গের ন্যায়, কাহাতে কিছুই ভিন্ন নহে এবং কাহার ইচ্ছাতে পৃথকত্ব অনুভূত হয়? কে একমাত্র হইলেও সকল বস্তুতে ওতপ্রোত বিরাজমান হইতেছে? দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, প্রকাশ ও তিরোধান কাহার অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে? কে অনুদিত

হইলেও বীজ ও বৃক্ষরূপে অবিকৃত ভাবে উদিত হয়েন? কাহা দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত, প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? কাহার দৃষ্টিতে তুমি দৃষ্টি করিতেছ? কে তোমার কার্য্যশক্তি প্রেরণ করিয়াছে? তোমরা আমার এই সংশয়জাল ছেদন কর। যে ব্যক্তি সংশয়নিরাকরণে সক্ষম নহে, তাহাকে পণ্ডিত বলে না। তোমরা আমার এই সামান্য সংশয় ছেদন করিতে না পারিলে, অচিরাৎ আমার জঠরাগ্নির ইন্ধন এবং তোমাদের প্রজামণ্ডলীও তদ্রূপ হইবে। কেননা, মুর্খের আবার রাজ্যাদিভোগবিলাস কি?

রাক্ষসী মেঘনিস্বনে এই কথা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল।

নবতিতম সর্গ (ঈশ্বরমীমাংসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাক্ষসী এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে, মন্ত্রী সগর্ব্বে বলিলেন, অয়ি নিশাচরি! আমি তোমার এই প্রশ্নজাল, সিংহক্ষুণ্ণ করীন্দ্রকুম্ভের ন্যায় ভেদ কবিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বাগ্‌ভঙ্গি-ক্রমে পরমাত্মার কথাই কীর্ত্তন করিলে সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা মন ও ইন্দ্রিয়ের অগম্য। এইজন্য আকাশ অপেক্ষাও সুক্ষ্ম। বীজগর্ভে বৃক্ষবৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই পরম চিদণুর অন্তরেই সন্নিহিত আছে। তিনি অনুভবময়। এইজন্য সর্ব্বাত্মক ও সুতরাং সৎস্বরূপ। তিনি বাহ্যে শূন্য, এইজন্য তিনি আকাশ; আবার, চিৎ স্বরূপ বলিয়া, আকাশ নহেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত। এইজন্য কিছুই নহেন। তিনি সর্ব্বাত্মক। এইজন্য অনন্তস্বরূপ। সুক্ষ্মতাবশতঃ তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তিনি মনঃস্বরূপে অবস্থান করেন। এইজন্য সর্ব্বস্বরূপ। তিনি এক, আবার, সর্ব্বভুতের আত্মাতেই অনুভুত হয়েন, এইজন্য অনেক। তিনি জগৎ ধারণ কবেন, এইজন্য জগতের কোষস্বরূপ। দ্বৈতবুদ্ধি, দ্বারা তিনিই আমি তুমি রূপে প্রকাশিত হয়েন। তিনি আকাশরূপী হইলেও,

স্বীয় সম্বেদন দ্বারা লভ্য; এইজন্য তিনি শূন্য নহেন। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, তিনি আর আমি তুমি রূপে উদিত হয়েন না। তিনি সম্বিদ্ দ্বারা বহুযোজন গমন করিয়াও, গমন করেন না। দেশকাল তাঁহার সত্তা। এইজন্য তিনি দেশকালের অবচ্ছিন্ন নহেন। তিনিই বহ্নি আবার তিনি এই বহ্নিদেহ ত্যাগ করিলে, অদাহক ভাব পরিগ্রহ করেন। তাঁহা হইতেই সূর্য্য ও অগ্ন্যাদির প্রকাশ সম্পন্ন হয়। যেহেতু, তিনি চেতনাত্মা ও প্রকাশস্বরূপ। তাঁহা হইতেই সত্তা ও আলোক প্রবর্ত্তিত ও হৃদয়গৃহ প্রদীপিত হয় এবং লতাগুল্মাদি অচক্ষু পদার্থসকলের পুষ্টি সমাহিত হয়। তিনিই তাহাদের উৎকৃষ্ট আলোক। কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা ও জগৎ তাহাঁতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনিই স্বামী, কর্ত্তা, ভোক্তা ও পিতাস্বরূপ। আবার তিনি আত্মা, এইজন্য ঐ সকলের কিছুই নহেন। তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান। তিনি বোধবিষয়ীভূত নহেন, এইজন্য তমঃস্বরূপ। তিনি চিন্মাত্র, এইজন্য প্রকাশস্বরূপ; তিনি সংবিদ্স্বরূপ, এইজন্য অবিদ্যমান; তিনি অলভ্য, এইজন্য দূরস্থ; আবার তিনি চিৎস্বরূপ, এইজন্য সর্ব্বদাই নিকটস্থিত। তিনি অণু হইলেও, সর্ব্বসংবেদনপ্রযুক্ত পরমমহান্ বা মহাশৈলস্বরূপ। তিনি যখন নিমেষরূপে প্রতিভাত হন, তখন তাঁহাকে নিমেষ বলে এবং কল্প রূপে প্রতিভাবিত হইলেই কল্প বলিয়া থাকে। মুকুরমধ্যে মহানগর যেমন, নিমেষমধ্যে কল্প তেমন সমুদিত হয়। কাল দুঃখে দীর্ঘ ও সুখে অদীর্ঘ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রি দ্বাদশ বৎসরবৎ বোধ করিয়াছিলেন। ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। সে যাহা হউক, তিনিই সর্ব্বস্বরূপ, এইজন্য আলোক ও অন্ধকার, দূর ও অদূর, ক্ষণ ও কল্প, এই সকলে কিছুই ভেদ নাই। তিনি চক্ষুর সার, এইজন্য প্রত্যক্ষ এবং দৃষ্টির অগোচর, এইজন্য অপ্রত্যক্ষ। অথবা, তিনি দৃশ্যরূপে প্রাদুর্ভূত হন, এইজন্য প্রত্যক্ষ। কটকজ্ঞান থাকিতে যেমন স্বর্ণজ্ঞান হয় না, তদ্রূপ দৃশ্যজ্ঞান সত্ত্বে পরমার্থজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়

না। দৃশ্যমার্জ্জন হইলেই, একমাত্র পরমশুদ্ধ ব্রহ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাত্মক, এইজন্য সদ্রূপ এবং অপ্রত্যক্ষ, এইজন্য অসদ্রূপ। তিনি চেতন, আবার জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েন, এইজন্য অচেতন। মরীচিকা যেমন প্রচণ্ড তাপের প্রতিবিম্বন; জগৎ তদ্রূপ সেই অদ্বৈতের বিস্ফুরণ।

ফলতঃ, এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায়, অসৎ ও দীর্ঘ ভ্রমমাত্র; এই প্রকার নির্ম্মল ভাবনা বারংবার অভ্যাস করিলে, কিম্বা বিচার সহকারে দৃষ্টি পরিষ্কৃত হইলে, পরমার্থদর্শনযোগ বিনিষ্পন্ন ও সংসার বা সৃষ্টি এক বারেই বিনিবৃত্ত হয়। অয়ি নিশাচরি! সেই ব্রহ্ম শান্তস্বরূপ ও সর্ব্বময়; তাঁহার জন্ম নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, দ্বন্দ্ব নাই এবং সজাতীয় ও বিজাতীয়াদি কোনপ্রকার ভেদ নাই। তিনি আভাসরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই।

একনবতিতম সর্গ (ব্রহ্মনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর নরপতি রাক্ষসীর বচনানুসারে অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, জগৎ আছে, এই বিশ্বাসের তিরোধানে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে. যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়; যিনি আছেন, ইহা যেমন পরম বিশ্বাসের স্থল, এমন আর কিছুই নহে; যিনি মায়াবশে আত্মাকে বহুরূপ করিতে ইচ্ছা করিলে, জগতের সৃষ্টি ও তাহার অভাবে ইহার প্রলয় হইয়া থাকে; যিনি আছেন আবার নাই, অথবা যিনি অস্তি নাস্তি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী; এই বিশ্ব যাঁহার সাক্ষাৎ লীলা এবং যিনি বিশ্বাত্মক বলিয়া অখণ্ডস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্মশব্দের বাচ্য।

এই ব্রহ্ম বায়ুসংবেদন হেতু বায়ু ও শব্দসংবেদন হেতু শব্দ এবং তাহাদের ভ্রান্তি দর্শন বশতঃ তাহাদের হইতে পৃথক্। তিনি সর্ব্বস্বরূপ, অথচ কিছুই নহেন। তিনি অহং ভাবস্বরূপ, এইজন্য অহং এবং তদ্বিহীন বলিয়া নাহং। তাঁহাকেই যত্নশত দ্বারা প্রাপ্ত

হওয়া যায়। তিনি লব্ধ হইয়াও লব্ধ নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান চিৎস্বরূপ এবং সৃষ্টির আদিতে যে ভাবে সমুদিত হয়েন সেই ভাবেই লক্ষিত হইয়া থাকেন। এই সূক্ষ্মতম চিদণু শত যোজন দূরে থাকিয়া, সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত বা পূর্ণ করিয়া আছেন। তিনি সর্ব্বগ, অনাদি, অরূপ ও অনাকৃতি এবং শত যোজনেরও অপরিমেয়। তাঁহারই চিদালোকে বালকবৎ সমস্ত বিশ্ব প্রতারিত হইতেছে। তিনি অনন্তরূপ। এইজন্য স্বীয় সম্বিদ দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান হইতেছেন। তিনি দিক্‌কালাদিস্বরূপ। এই জন্য সুমেরু অপেক্ষাও স্থূলতর। তিনি কেশাগ্রের শতভাগস্বরূপ হইলেও, অভ্রভেদী শিলাচয় অপেক্ষাও উচ্চ।

সূর্য্য ও চন্দ্রাদির তেজ পরস্পর ভিন্ন নহে। তাহাদের জড়ত্বই পরস্পর ভিন্ন। মেঘ ও নীহার যেমন প্রভেদ নাই প্রকাশ ও অন্ধকার তদ্রূপ অভিন্ন। সেই চিৎস্বরূপ সূর্য্যই শিলাদির অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা তাপ দিতেছেন। সূর্য্যের অভ্যন্তরে যেমন দিন রাত্রি বিদ্যমান, সেই চিদণুর অন্তরে তেমনি সৎ ও অসৎ বিরাজ করিতেছে এবং ফলাদির মধ্যে যেমন মধুরাদি রস, তদ্রূপ চিদণুর অন্তরে সমস্ত অনুভবাণু বিদ্যমান আছে। আদর্শে প্রতিবিম্ববৎ, সেই আত্মাণুতেই সমস্ত রস প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভিন্ন অন্য রস নাই। এই জগৎ প্রলয়ে লীন হইলেও, সেই চিন্মাত্রকে আশ্রয় করিয়া, সজীবভাবে অবস্থান করে। বসন্তের উদয়ে বনস্থলী যেমন উল্লসিত হয়, চিৎসত্তার আবির্ভাবে জগৎ তেমনি সমুদিত হইয়া থাকে। পল্লবাদি যেমন বসন্তকালীন রস হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ জগৎ ও চিতের কোন ভেদ নাই। এই চিন্মাত্র সর্ব্বভূতের সমষ্টি, এইজন্য সহস্রকর ও সহস্রলোচনবিশিষ্ট এবং পরমাণুস্বরূপ, এইজন্য অনবয়ব। জগদ্‌জাল প্রলয়কালে এই চিদণুতেই অবস্থিতি করে। তুষ দ্বারা তণ্ডুলের ন্যায়, নিমেষ ও কল্পাদি দ্বারা এই চিদণুর এক দেশ ব্যাপ্ত আছে। এই আত্মাণু আকাশের ন্যায়, উদাসীন অর্থাৎ কিছুতেই লিপ্ত নহে; অথচ, সমস্ত বিশ্বের কর্ত্তা।

ব্রহ্ম চিৎ স্বরূপ; এইজন্য সকল বস্তুতে শব্দ রূপেই অবস্থিতি করেন। তিনিই দ্রষ্টা ও তিনিই দৃশ্য রূপে আত্মাকে দর্শন ও সদসদ্রূপে অধিষ্ঠান করেন। সেই আত্মচৈতন্যরূপ ব্রহ্মই লোচন; চক্ষু দ্বারমাত্র। এই চিন্মাত্র পরমাণুই আত্মাকে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য রূপে দর্শন করেন। জল ও ভূমি প্রভৃতি হইতে ভৌতিক পদার্থের ন্যায়, সেই স্বভাবাণু হইতে কোন পদার্থই ভিন্ন নহে। দিক্‌কালাদিস্বরূপ সেই পরমাত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান। তিনিই সকলের আত্মা ও অনুভব স্বরূপ। তিনিই সর্ব্বভূতের চৈতন্য ও দৃষ্টির অবিষয়ীভূত। সম্যগ্‌জ্ঞানের উদয় হইলে, তাঁহাতে আর দ্বৈতভাবের অনুভব হয় না। তিনি সাক্ষিচিন্মাত্র। তাঁহাতেই কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব অনুস্যূত বা অন্তর্নিহিত আছে। তিনি ভিন্ন কিছুই নাই।

হায়, তাঁহার কি আশ্চর্য্য মায়া! তিনি অণুস্বরূপ হইলেও, স্বীয় জঠরে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে ধারণ করেন! বৃক্ষ যেমন শাখাপল্লব ও ফলকুসুমাদি ত্যাগ করিয়া, বীজগর্ভে অবস্থান করে, তদ্রূপ সেই চিদণুর অন্তরে সমস্ত বিশ্ব সন্নিহিত আছে। অতএব যিনি এই জগৎকে অদ্বৈতরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী। চিদণুর অন্তরস্থ জগৎ বাস্তবিক জাত বা অজাত, দ্বৈত বা অদ্বৈত, বিদ্যমান বা অবিদ্যমান, স্থূল বা সূক্ষ্ম, শান্ত বা ক্ষুব্ধ, কিছুই নহে। উহা চিতের বিস্ফুরণমাত্র। সুতরাং, উহা চিৎই। এই চিৎ সর্ব্বাত্মক; যখন যেখানে যে রূপে আবির্ভূত হয়েন, তখন সেখানে সেই রূপেই দৃষ্ট হয়েন। ইনি অনুদিত হইলেও, সৃষ্টি রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন এবং একাত্মা হইলেও, সর্ব্বাত্মক রূপে অবস্থিতি করেন। সেই পরমতত্ত্ব চিৎ জগৎরূপে উদিত হইয়া, স্বয়ং জন্ম-মরণাদির বশীভূত হয়েন। তিনি পরমাণু হইয়াও, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন এবং জগতের বিস্তার, রচনা, সম্পাদন ও সমুৎপাদন করেন। সুতরাং এই জগৎ বিচিত্র হইলেও, শূন্য ভিন্ন কিছুই নহে। অয়ি নিশাচরি! এই জগৎ সচ্চিদানন্দ বিধায় পরমার্থপিণ্ড রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

দ্বিনবতিতম সর্গ (সাধুসঙ্গের ফল চিত্তশুদ্ধি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! রাজার এই কথা শুনিয়া রাক্ষসীর দিব্যজ্ঞানযোগ সংঘটিত, তৎপ্রভাবে ব্রহ্মপদবিনাশী স্বজাতিসমুচিত মাৎসর্য্য পরিহৃত, সমস্ত সন্তাপ বিগলিত, বর্ষাগমে ময়ূরীর ন্যায় অন্তঃশীলতা সমুপস্থিত এবং পরম বিশ্রান্তি সমাগত হইল। সে মেঘধ্বনিশ্রবণে বলাকার ন্যায়, নিরতি আনন্দিত হইয়া কহিল, অন্তঃসারবিশিষ্ট প্রবোধরূপ প্রভাকর সম্পর্কে আপনাদের উভয়েরই বুদ্ধি পদ্মবৎ প্রতিভাত হইয়াছে। শশাঙ্ক-সংসর্গে কুমুদিনীর ন্যায়, আপনাদের সমাগমে আমি অতিমাত্র প্রফুল্ল হইয়াছি। আমার মতে ভবাদৃশ বিবেকীগণের পূজা ও সেবা করাই কর্ত্তব্য। কুসুম হইতে সৌরভের ন্যায়, সাধুসঙ্গে সর্ব্বথা শুভসংঘটন হইয়া থাকে। সূর্য্যের সমাগমে যেরূপ অন্ধকার বিনাশ ও আলোকের আবির্ভাব হয়, সাধুর সংসর্গে তদ্রূপ সর্ব্ব-প্রকার দুঃখনাশ ও সর্ব্বপ্রকার সুখ সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত প্রদীপ হস্তে থাকিলে যেমন অন্ধকার অভিভূত করিতে পারে না, সাধু সহায় হইলে তদ্রূপ বিপজ্জাল পরাহত হয়। ভবাদৃশ বিবেকিগণ ভাস্করের ন্যায় অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন। তদ্দ্বারা হৃদয়রূপ গৃহ আলোকিত হইয়া থাকে। এই জন্য পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সাধুসংসর্গ সাক্ষাৎ পরম সৌভাগ্য অথবা তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আমি সৌভাগ্যক্রমেই আপনাদের সঙ্গলাভ করিয়াছি। এই সৌভাগ্যের প্রতিদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমাকে কি করিতে হইবে, বল।

রাজা কহিলেন, ক্ষণদাচরি! আমি স্বকীয় অধিকারবাসী ব্যক্তিবর্গের বিসূচীপীড়াজনিত হৃদয়শূলন রূপ দারুণ যন্ত্রণা বিনাশ জন্য বহির্গত হইয়াছি। আমার অভিলাষ, বিসূচীরোগের মন্ত্র গ্রহণ এবং তোমার ন্যায় যাহারা মুগ্ধ ব্যক্তিগণের প্রাণ হত্যা করে, তাহাদিগকে নিগৃহীত করিব। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আর প্রাণি-

হিংসা করিবে না। যাহারা পাপাত্মা, তাহারা স্বয়ংই বিনষ্ট। কেননা, পাপ তাহাদিগকে অগ্রেই বিনাশ করে; পরে মৃত্যু প্রভৃতি উপলক্ষ হইয়া থাকে মাত্র। অতএব তুমি পাপাত্মাদিগের হিংসা কর, তাহাতে আমার আপত্তি বা নিষেধ নাই। রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আজি হইতে সত্য করিলাম, আর কখনও প্রাণিহিংসা করিব না।

রাজা কহিলেন, তুমি যদি আমার কথায় প্রাণিহিংসায় নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে কি রূপে তোমার দেহরক্ষা হইবে?

রাক্ষসী কহিল, আমার আর ভোজনে বাসনা নাই। আমি অধুনা পর্ব্বতশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক প্রাক্তন ধ্যান ধারণা সহকারে চিত্র-পুত্তলিবৎ নিশ্চল অবস্থান করিব এবং যাবৎ মৃত্যু না হয়, তাবৎ আত্মাতেই সংসক্ত হইয়া, দেহ ধারণ ও পরে যথাসময়ে ইহা বিসর্জ্জন করিব, ইহাই আমার একমাত্র সংকল্প। ভাবিয়া দেখুন, আত্মা যখন এক, তখন যাহারা প্রাণিহিংসা করে, তাহারা আত্ম-ঘাতী, সন্দেহ কি? অতএব আর কখনও প্রাণিহিংসা করিব না।

রাজন্! শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক উত্তর দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত চন্দ্রাংশুধবল হিমালয় নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহারই হেমশৃঙ্গদরীগৃহে আমি মেঘলেখাবৎ অবস্থিতি করি। আমার নাম কর্কটী। পিতামহ মদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে লোকবিনাশিনী বিসূচিকা বরদান করিয়াছেন। আমি তৎপ্রভাবে বিসূচিকা হইয়া, বহুবর্ষ বহুপ্রাণ ভক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু তৎপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত গুণবান্ ব্যক্তির হিংসা করিতে আমার সাধ্য হয় না। বাস্তবিক, একমাত্র গুণ হইতেই পৃথিবীর স্থিতি বিহিত হয়। অতএব রক্ষাই তাহার প্রকৃত পুরস্কার। গুণ না থাকিলে, পৃথিবী থাকিতে পারে না। আপনি এক্ষণে সেই মন্ত্র গ্রহণ করুন। আমি বিসূচী-রূপে হৃদয়শোণিত শোষণ করিলে, লোকের নাড়ী বিকল ও বিধুর হইয়া থাকে। তাহাদের বংশপরম্পরারও এইপ্রকার অবস্থা

ঘটে। রাজন্! ভবাদৃশ সত্ত্বশালী ব্যক্তিগণ সকলই করিতে পারেন। সত্ত্বই কার্য্যসিদ্ধির মূল। যাহার সত্ত্ব নাই, সে পদার্থই নহে। পণ্ডিতগণ জড়েরও সহিত তাহার তুলনা করেন না। আপনি অবশ্যই বিসূচিকামন্ত্র লাভ করিবেন। আসুন, নদীতীরে গমন ও যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক সংযমসহকারে আমার নিকট সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। গুণশালী ব্যক্তিকে অদেয় কিছুই নাই।

অনন্তর রাজা ও মন্ত্রী রাক্ষসীর সহিত সুহৃদ্ভাবে নদীতীরে গমন করিয়া, তাহার শিষ্য হইলেন এবং রাক্ষসী ব্রহ্মদত্ত বিসূচিকা-মন্ত্র তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রদান করিয়া, গমনোদ্যত হইলে, রাজা তাহাকে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমাদের গুরু ও বয়স্যা। এই কারণে আমরা তোমাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি। আমাদের প্রণয় কখন ব্যর্থ করিতে পারিবে না। দেখ, দর্শন-মাত্রেই সাধুগণের সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি আমার গৃহে যথাসুখে অবস্থিতি কর।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! দেহ বর্ত্তমানে, লোকের পূর্ব্বস্বভাব কখন লোপ পায় না। আমি রাক্ষসী সামান্য মনুষ্য খাদ্যে আমার তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা কি? অতএব তুমি কোন্ দ্রব্যে আমার তৃপ্তি বিধান করিবে?

রাজা কহিলেন, অয়ি অনিন্দিতে! তুমি কিয়ৎকাল সামান্য স্ত্রীরূপে মদীয় গৃহে ইচ্ছানুসারে অবস্থিতি করিলেই, আমি রাজ্যস্থ চৌর ও অন্যান্য পাপাচার বধ্য ব্যক্তিদিগকে আনায়ন পূর্ব্বক তোমার তৃপ্তি বিধান করিব। তুমি তাহাদিগকে হিমালয়শৃঙ্গে লইয়া গিয়া, যথাসুখে ভক্ষণ করিবে। যেহেতু মহাভোজী ব্যক্তি-গণ নির্জ্জনে ভোজন করিয়াই সুখী হয়। তুমি ঐ সকল পাপাত্মাকে ভক্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় সমাধিস্থ হইবে। পরে সমাধি-ভঙ্গে অন্য কোন সময়ে পুনর্ব্বার আগমন ও পূর্ব্ববৎ অন্যান্য বধ্যদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিবে। এইপ্রকার হিংসায় তোমার

অকর্ম্ম বা পাতিত্যের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মানুসারিণী হিংসা ও দয়া উভয়ই এক কথা। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতীকে এ কথা বলা বাহুল্য, যে, পাপই মানুষকে সংহার করে, রাজাদির দণ্ডাদি উপলক্ষ মাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টির আদিতে এই প্রকার নিয়তি স্থাপন করিয়াছেন; কেহ পাপ করিয়া, পরিহার প্রাপ্ত হয় না। স্থূলবুদ্ধি লোকেই স্থূল দৃষ্টিতে পাপাত্মার সুখৈশ্বর্য্য অবলোকন করে। কিন্তু তাহা নির্ব্বাণের পূর্ব্বদশা। প্রদীপ ইহার দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে এইপ্রকার উজ্জ্বল বা উন্নত দশা ভোগ করে। বস্তুগত্যা, পাপাত্মার সুখ বা উন্নতি নাই। সে ইহ জীবনেও নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। অন্তরে অন্তরে নিরন্তর ঐ যন্ত্রণার অনুভব হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতীকে অধিক বলা বাহুল্য। তুমি সমাধিভঙ্গে পুনরায় অবশ্যই আমার নিকট আসিবে। দেখ, অসতেরাও বদ্ধমূল সৌহার্দ্দ পরিহার করে না। সুখের নিমিত্তই সৌহার্দ্দের সৃষ্টি। বন্ধু বন্ধুকে দেখিলে, যে প্রকার সুখ অনুভব করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। যাহার বন্ধুর সহিত বাস, বন্ধুর সহিত সম্ভাষ ও বন্ধুর সহিত গতাগতি, সংসারে তাহার তুল্য সুখী দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, সজ্জনের সহিত সৌহার্দ্দ স্বর্গ ও অপবর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বিধাতা যেন চিরকাল ঐ প্রকার সৌহার্দ্দ-সুখ-বিধান করেন। তোমার ন্যায়, সুহৃদ্‌সহবাসে আমার যে প্রকার সুখসঞ্চার হয়, রাজ্যেও সেরূপ সম্ভাবনা নাই। আমি এই অখণ্ড কিরাতাধিপত্যের বিনিময়ে ঈদৃশ সৌভাগ্য সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদাই অভিলাষী।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আপনার কথা সকল সর্ব্বথা যোগ্য-পদবিশিষ্ট। উহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কোন্ ব্যক্তি সুহৃদের কথা পরিহার করিতে পারে?

রাক্ষসী এই কথা বলিয়া, মুগ্ধা স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাজা ও মন্ত্রীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এবং রাজভবনে সমাগত হইয়া,

কোন পরম রমণীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পরম সমাদরে বিবিধ কথোপকথনে রাত্রি যাপন করিল। এই রূপে ছয় দিবসের মধ্যে রাজা স্বরাজ্য ও পররাষ্ট্র হইতে তিন সহস্র বধ্য আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে প্রদান করিল। সে দরিদ্রলব্ধ নিধির ন্যায়, তাহাদিগকে গ্রহণ ও হিমাচলশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক ভক্ষণ ও তৃপ্তিলাভ করিয়া, তিন দিন নিদ্রায় যাপন ও পরে সমাধি অবলম্বন করিল। অনন্তর পঞ্চম বৎসরে সমাধির পর্য্যবসানে পুনরায় রাজসদনে সমাগত হইয়া, পূর্ব্ববৎ বধ্যদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিল। অদ্যাপি সে ঐরূপ করিয়া থাকে। বৎস! রাক্ষসী জীবন্মুক্ত। রাজার সহিত তাহার সৌহার্দ্দও দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে। মহতের সৌহার্দ্দ কখনও খণ্ডিত হয় না।

ত্রিনবতিতম সর্গ (পূজ্য ব্যক্তিই দেবতা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! কিরাতমণ্ডলে সমুৎপন্ন রাজামাত্রেরই সহিত ঐ রাক্ষসীর সৌহার্দ্দ সংঘটিত হয়। সে কিরাতমণ্ডলস্থ পিশাচভয়াদি সর্ব্বপ্রকার মহোপদ্রব ও সকল রোগ নিরাকৃত করে এবং বহুবর্ষ সমাধির পর কিরাতমণ্ডলে সমাগত হইয়া, উল্লিখিত রূপে সংগৃহীত বধ্যদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকে। সে আজিও এই সৌহার্দ্দ বা এই বৃত্তি ত্যাগ করে নাই। অথবা, মহাত্মাদের প্রকৃতিই এই। তাঁহারা কখনও প্রকৃতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন না এবং তজ্জন্য স্বমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া, কদাচ আত্মা বা পরের গ্লানি বিধান করেন না। উপকারের সূত্র পাইলেই, যথাসাধ্য তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। কোন ক্রমে ইহার ব্যভিচার করেন না।

সে যাহা হউক, নিশাচরী ঐরূপে উৎপাতাদি দোষ সকল নিরাকৃত করে; এইজন্য কিরাতমণ্ডলে কন্দরা বা মঙ্গলা নামে

প্রতিষ্ঠিতা ও তত্রত্য গগনস্পর্শী প্রাসাদশিখরে সংস্থাপিতা হইয়াছে। পরম সমাদরে তাহার এই প্রতিমার পূজা বিহিত হইয়া থাকে। এই প্রতিমা জীর্ণ হইলে, পুনরায় অন্য প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়। তত্রত্য ভূপালমাত্রেই এই নিয়মের বশবর্ত্তী। কেননা, ভগবতী কন্দরার প্রতিষ্ঠা না করিলে, সমস্ত প্রজালোকের উচ্ছেদ্দশা সংঘটিত হয়। বৎস! তাঁহার পূজা করিলে, লোকের বাসনা পূর্ণ হয়; না করিলে, মনোহানি ও বিবিধ অনর্থ আপতিত হইয়া থাকে। অথবা, পূজ্যপূজাব্যতিক্রম কোন মতেই মঙ্গলের নহে। সৌম্য! বধ্যলোকদিগকে বলিদান করিয়া তদীয় পূজা বিহিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি কিরাতমণ্ডলে তাঁহার চিত্রাঙ্কিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ প্রতিমা দর্শন করিলে, অভীষ্ট-সিদ্ধিরূপ পরম ফল লাভ হইয়া থাকে। বৎস! সেই প্রতিমা বালবৎসগণের মঙ্গল বিধান করেন। তিনি পরমবোধবতী এবং জয়সহকারে তথায় বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ (চিত্ত নির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট কর্কটীর মনোহর আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবান্! রাক্ষসী কিজন্য কৃষ্ণবর্ণা ও কর্কটী নামে বিখ্যাত হইয়াছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রাক্ষসদিগের শুক্ল, কৃষ্ণ ও হরিতাদি ভেদে বিবিধ কুল আছে। তদনুসারে শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণভেদ সংঘটিত হয়। আর কর্কটাকৃতি নিশাচরের ঔরসে জন্ম বলিয়া ঐ রাক্ষসীর নাম কর্কটী। আমি কর্কটীর প্রশ্ন উপলক্ষে পরমার্থ-নিরূপণবিষয়িণী আখ্যায়িকাই কীর্ত্তন করিয়াছি।

হে রঘূদ্বহ! এই আদ্যন্তহীন জগৎ সম্পূর্ণ অসম্পন্ন; একমাত্র

পরম কারণ হইতে সম্পন্নবৎ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। বিষয়মাত্রেই যেমন ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় বিদ্যমান, তদ্রূপ সৃষ্টি-পরম্পরা সেই পরম পদে প্রতিষ্ঠিত আছে। বহ্নি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ দহন করে, ব্রহ্ম তদ্রূপ নানা কর্ত্তার ন্যায়, নানাবিধ সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। দারুতে প্রতিমাবুদ্ধির ন্যায়, এই অসৃষ্ট জগৎকে সৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হয়। বীজ ও অঙ্কুর অভিন্ন; কিন্তু অঙ্কুর যেমন বীজ হইতে ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়, চিত্ত তেমনি চেত্য বা অহংভাব হইতে অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন অর্থাৎ জগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফল ও বীজের ন্যায়, চিৎ ও চেত্য পরস্পর অভিন্ন; তজ্জন্য বস্তু সকলও চিৎ হইতে ভিন্ন নহে। অজ্ঞানপ্রযুক্তই এইপ্রকার ভেদাভেদ বিহিত হইয়া থাকে। সদ্বিচার বা বিজ্ঞানের উদয় হইলেই, এই ভেদাভেদের এক কালেই নিবৃত্তি হয়। বৎস! তুমি প্রকৃষ্ট বিধানে একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া অবগত হও এবং এইভ্রম পরিহার কর। ভ্রান্তি দূর হইয়া, অভেদ-বুদ্ধির উদয় হইলেই, তুমি সেই পরম বস্তুকে জানিতে পারিবে। ব্রহ্মকে জানাই একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞানে আবশ্যক নাই। সদ্বিচারসহায়ে প্রবোধ সঞ্চরিত হইলে, তুমি নিশ্চয় জানিতে পারিবে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই।

স্থূলদৃষ্টিতেই জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধ হয়। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই ঐ প্রকার ভেদকল্পনার অবতারণা করিয়া, অনর্থক বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃত জ্ঞানযোগের উদয় সহকারে সেই পরম শান্তস্বরূপ পরমপদের বিশিষ্টরূপ স্বরূপাবধারণ হইলে, আর বাদানুবাদ করিতে হয় না। তখন নিশ্চয় জানিতে পারা যায়, পরমাত্মার আদি নাই, অন্ত নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই। তিনি সর্ব্বময়; এতদ্বিধায় তাঁহা ভিন্ন কিছুই নাই। তুমি অবধান-পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তবাদ শ্রবণ করিয়া, উল্লিখিত ভ্রান্তি নির্ণয় করিতে পারিলে, তোমার সকল বাসনা বিনষ্ট হইবে। মনই জগ-

তের নির্ম্মাতা। ইহার পরিহার হইলে,স্বীয় আত্মাতে আত্মা মাত্র অধিষ্ঠান করেন। সংসারে একমাত্র চিত্তই বিরাজমান, দেহাদি কিছুই নাই। এই রাগদ্বেষাদিসঙ্কুল চিত্তই সংসার। ইহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে, সংসারজ্ঞানের বিনাশ হয়। অতএব এই চিত্তকে আর্য্যবৎ পরম সমাদরে সাধন, পালন, বিচারণ, আহরণ ও ধারণ করা কর্ত্তব্য। চিত্ত শূন্যস্বরূপ; কিন্তু ত্রিজগৎ ইহার অভ্যন্তরে নিহিত। চিত্তই অহংভাবরূপে দেহাদি ব্যাপ্ত করিয়া আছে। চিত্তের চিদংশই কল্পনার বীজ এবং জড়াংশই ভ্রমময় এই জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। ব্রহ্মই কেবল স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহে বিরাজমান ছিলেন। সেই মনোময় আত্মবপু ব্রহ্ম আত্মা দ্বারা সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। চিত্তই অজ্ঞানবশে জগৎ দর্শন ও জ্ঞানবশে আত্মস্বরূপ অবলোকন করে।

বৎস! বক্ষ্যমাণ ঐন্দবোপাখ্যানে এবিষয় সুস্পষ্ট কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলে, শ্রোতার হৃদয় সুশীতল ও আত্মা চরিতার্থ হয়। ভ্রান্তিই জগৎ রূপে প্রকাশিত হইতেছে। অধুনা তাহার বিবরণ করিতেছি, অবধারণ কর।

পঞ্চনবতিতম সর্গ (ঐন্দবোপাখ্যান।—সংসারের অসারতা)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! জ্ঞানবিজ্ঞানবিশিষ্ট তত্ত্ববিদ্‌-বরিষ্ঠ মহামনা বশিষ্ঠ এইপ্রকার অভিনব তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতেছেন, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি দৈববাণীর ন্যায়, বেদবাক্যের ন্যায়, চকিত হইয়া, একতান চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, কোন দিকে কোনরূপ শব্দ বা স্পন্দন নাই; চতুর্দ্দিক্ এরূপ নিস্তব্ধ যে, তৃণপাত হইলেও, তাহা অনায়াসেই শুনা যায়; এমন সময়ে দিবাবসান হইয়া আসিল। দিবাকর যেমন অত্যুচ্চে উঠিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার পতনদশার সূত্রপাত হইল। পতনের পূর্ব্বে ক্ষণেকের জন্য যেন অপূর্ব্ব সমৃদ্ধির আবির্ভাব হয়; প্রদীপ নির্ব্বাণের

পূর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া থাকে। ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। আশু পতন হইবে বলিয়া দিনকরেরও অপূর্ব্ব রাগ বর্দ্ধিত হইল। তিনি বিধিকৃত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, অগত্যা স্থানভ্রষ্ট, মর্য্যাদাভ্রষ্ট ও পদভ্রষ্ট হইলেন। তাঁহার আর সে প্রভাব বা সে মূর্ত্তি রহিল না। ক্রমে তাঁহার উজ্জ্বল কান্তি মলিন হইয়া আসিল।

বৎস! যাহারা বুদ্ধিমান্‌, তাহারা এই দৃষ্টান্তে সংসারের অসারতা অনায়াসেই বিনা উপদেশে বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া তদনুরূপে কার্য্য করিতে পারে। তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায়, ধন বল, মান বল, মর্য্যাদা বল, গৌরব বল, সকলই কিয়দ্দিনের জন্য। শতশঃ যত্ন করিলেও, অবশ্য উহাদের লয় হইবে। কোন মতেই রক্ষা হইবে না। রাজা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া মনে করে, আমি অখণ্ড মেদিনীর অদ্বিতীয় স্বামী। কিন্তু তাহার এই স্বামীত্ব কিয়ৎকালের নিমিত্ত, তাহা তাহার চিন্তাপথেও উদিত হয় না। এইজন্য সে রাজ্যের পর রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য বিবিধ জীবশোণিতে পৃথিবী অপবিত্র করিয়া থাকে। পরিশেষে আপনিও বিনষ্ট অথবা সজীব থাকিয়াই স্বপদভ্রষ্ট হয়।

এই রূপ, প্রভুও ভৃত্যবর্গের বা অধীনবর্গের মধ্যে সিংহের প্রতাপে আসীন হইয়া, সদম্ভে ও সগর্ব্বে মনে করে, আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্‌ আর কে আছে? এই সকল ব্যক্তি আমার দ্বারস্থ। আমি ইহাদের অন্নদাতা বিধাতা। এই প্রকার অভিমান ও অহংকারের আতিশয্যক্রমে তাহার মন ঘূর্ণায়মান ও বুদ্ধি বিকৃত হইলে, আপনাকে তাহার প্রকৃত ঈশ্বর বা মানুষরূপী দেবতা বলিয়া ভ্রম জন্মে। কত প্রভু এইপ্রকার অভিমানে অধীনদিগকে পশুবৎ তাড়িত, দণ্ডিত ও নিপীড়িত করে, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এইপ্রকার প্রভুত্ব কিয়ৎ কালের জন্য, তাহা যদি ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বাস্তবিকই নির্ব্বেদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বলিতে কি, কত প্রভু এইপ্রকার অত্যাচারদোষে ভ্রষ্ট ও নষ্ট

হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করা অপেক্ষা সাসাংরিক অসারতা আর কি আছে?

ঐ দেখ, সেই বিশাল বটবিটপী এই পতিত রহিয়াছে। এই বৃক্ষ অত্যুচ্চ শিরে গগনমণ্ডল আলোড়ন করিত। প্রচণ্ড বায়ু ইহার এই দশা সাধন করিয়াছে। অন্যান্য বৃক্ষ, যাহারা নত শিরে ছিল, তাহাদের কিছুই হয় নাই। মনুষ্যসংসারে যাহারা এইরূপ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়, কালরূপ বায়ু তাহাদেরও এইরূপ পতনদশার আবিষ্কার করে।

অথবা, কালের স্বভাবই এই, অনবরত সাধন ও অনবরত নিধন করে। সেইজন্য সামান্য কীটাণু হইতে অতিবৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত অথবা সামান্য রজঃকণা হইতে অতি বিশাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত কাহারই সম ভাবে থাকিবার সাধ্য বা কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। আবার, শতবজ্রের আঘাতেও যাহার মৃত্যু হয় না, কাল অতি সামান্য সূত্রেই নিমেষমধ্যে বিনা আঘাতে বা বিনা রোগে অনায়াসে তাহার নিধন সাধন করে। যে ব্যক্তি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সংসারের অসারতা বুঝিতে পারে, সেই যথার্থ বুঝে এবং সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান্, সন্দেহ নাই। নতুবা, রাশি রাশি পুস্তক পাঠ বা প্রচুর অধ্যয়ন করিলেই, প্রকৃত বুদ্ধি উদয় বা পাণ্ডিত্য জন্মে না। বৎস! যে অধ্যয়নে সংসারের অসারতা বুঝিতে পারা যায় না, তাহা ভারবহনমাত্র। গর্দ্দভাদি বৃথাভারবাহী পশুর সহিত ঐরূপ গ্রন্থভারবাহী ধিগ্‌জীবিত পুরুষের কোনপ্রকার প্রভেদ নাই।

ফলতঃ, সংসার যে অসার, তাহা বিনা উপদেশে আপনা আপনিও বুঝিতে পারা যায়। যাহারা সংসারের কীট তাহারাই কেবল এ কথা বুঝিতে পারে না। বৎস! যাহারা কেবল বিষয় বিষয় করিয়াই, যাবজ্জীবন ব্যস্ত থাকিয়া, অনর্থক মানবজন্ম ভ্রষ্ট করে, তাহারাই সংসারের কীটপদের বাচ্য। যাহারা উদয়াস্তযাবৎ সমস্ত দিনমান কেবল অসার উদরের জন্য স্বতঃ পরতঃ ব্যস্ত, তজ্জন্য মহাপাপ করিয়া, পরলোক ভ্রষ্ট করিতেও যাহাদের লজ্জাবোধ হয়

না, তাহারাই সংসারের কীটশব্দে বাচ্য। যাহারা স্ত্রী পুত্রাদি ভয়ানক শত্রুরূপী পরিবারাদির পোষণ জন্য হতজ্ঞান হইয়া, অন্যের স্ত্রী পুত্রদিগকেও নষ্ট করিতে, কষ্ট দিতে বা অন্যরূপে ভ্রষ্ট করিতে কোন মতেই পশ্চাৎপদ হয় না, তাহারাই সংসারের কীটপদ-বাচ্য। যাহারা অসার ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া, পরদারমর্ষণ, পর-দ্রব্যহরণ, পরপীড়ন, পরমোষণ, ইত্যাদি বিবিধ পাতকে, জানিয়াও, প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই সংসারের কীটপদবাচ্য। ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও সংহার করেন। মানুষ উপলক্ষ মাত্র। অতএব যাহারা মনে করে, আমি ছাড়িয়া দিলে, আমার স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইবে, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, যাহারা সংসারে গাঢ় আগ্রহ প্রকাশ ও তজ্জন্য পরমার্থ নিরাস করে, তাহারাই সংসারের কীট-পদবাচ্য। কেননা, এই সকল ব্যক্তি সংসারের অসারতা কদাচ বুঝিতে পারে না।

বৎস! সূর্য্য অপেক্ষা তেজস্বী পদার্থ দ্বিতীয় নাই। কিন্তু ঐ দেখ, সন্ধ্যা ক্ষণমধ্যেই উহার সেই জ্বলন্ত তেজোরাশি গ্রাস করিয়া, এক উদ্যমেই উহাকে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যজীবনেও এইপ্রকার সন্ধ্যা আছে। মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা এই সন্ধ্যা স্বরূপ। বৎস! সেই কালরূপিণী দারুণ সন্ধ্যা যখন সমাগত হয়, তখন অতিতেজস্বী জীবনেও সহসা নিবিড় কালিমার আবির্ভাব হইয়া থাকে; এই কালিমা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে! ইহার মন্ত্র নাই, ঔষধ নাই! যাহারা ইহা না জানে ও না ভাবে, তাহারাই সংসারের কীট। কেননা, সংসারের এইপ্রকার অসারতা তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হয় না।

কেহ কেহ বুঝিয়া থাকে, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করে না। তাহারা মুখে বলে, সংসার অসার। কিছুই কিছু নহে। সকলই ক্ষণেকের জন্য। তাহারা মুখে এইপ্রকার বলিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ব্যবহার করে। এইপ্রকার লোকদিগকে বোধচক্ষু বলে। ইহাদের জ্ঞান থাকা না থাকা, উভয়ই সমান।

কেননা, যে জ্ঞানের কার্য্য নাই, তাহা কখনও জ্ঞান হইতে পারে না, তাহা কাণচক্ষুমাত্র এবং অজগলস্তনমাত্র। অনেক সময়ে ঐরূপ জ্ঞানের পরিণামস্বরূপ প্রভূত অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কেননা, ঐরূপ জ্ঞানীলোকেরা কালসহকারে প্রায়ই বকধার্ম্মিক হইয়া উঠে। বকধার্ম্মিকেরা যে লোকের ভূরি অনিষ্টের হেতু, তাহা সকলেই জানে। বকধর্ম্ম নরকের মূর্ত্তিমান দ্বার। মুখে এক ও অন্তরে এক, অথবা বাক্যে এক ও কার্য্যে তাহার বিপরীত, ইহা অপেক্ষা মহাপাপ আর কি আছে? এইপ্রকার লোকদিগকে দ্বিজিহ্ব বা মনুষ্য-সর্প বলে। বৎস! সর্পের মণি, মন্ত্র ও ঔষধ আছে; কিন্তু মনুষ্য-সর্পের কোনপ্রকার প্রতিকার নাই। উহারা যাহাদিগকে দংশন করে, তাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও অনায়ত্ত। বোধ হয়, বিধাতা সৃষ্টিনাশ জন্যই উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ, মনুষ্যবংশের কলঙ্ক-স্বরূপ ও সৃষ্টির বিনাশস্বরূপ। উহাদিগকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বৎস! ঐ দেখ, সন্ধ্যার সমাগমে সংসারের আর একপ্রকার দশা হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে, উহার আর সে প্রকাশ নাই। ইহাই সংসারের প্রধান অসারতা। জ্ঞানপণ্ডিত বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মারা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শোচনীয় দশা দেখিয়া, আপনাদের পরিণাম চিন্তা করেন। কিন্তু অজ্ঞানীরা সে চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা নানাপ্রকার দুরভিসন্ধি সাধনের চিন্তা করিয়া থাকে। কেহ চৌর্য্য, কেহ দস্যুতা, কেহ বেশ্যাসঙ্গ, কেহ স্ত্রীসেবা, কেহ কুৎসিত পানভোজন, কেহ দুর্মন্ত্রণা, কেহ অলস ও অন্ধবিশ্রাম, কেহ অনর্থক পারিবারিক আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি যাহার যে প্রকার অভিরুচি ও উদ্দেশ্য, সে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়। কত লোক এই অন্ধকারে সর্ব্বস্বান্ত, কত লোক প্রাণান্ত-বিপদে পতিত, কত লোক অধঃপতিত, কত লোক প্রতারিত ও কত লোক হতাহত হইয়া থাকে,

তাহা বলিবার নহে। লোকালয়ে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন গৃহে যুবক যুবতী নানাপ্রকার কুৎসিত আমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কোন গৃহে লম্পট লম্পটিকা পশ্বাচারের অনুষ্ঠানে প্রাণ মন নিয়োগ করিয়াছে; কোন গৃহে নানাপ্রকার অনর্থক হাস্যামোদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; কোন গৃহে বহুবিধ আহারাদির আয়োজন হইতেছে; কোন গৃহে স্ত্রীপুরুষ বৃথা অভিমানকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কোন গৃহ নানাপ্রকার দুর্মন্ত্রণায় নরকতুল্য ঘোর দৃশ্য ধারণ করিয়াছে; কোন গৃহে বিবিধ কূটকারিতার সৃষ্টি হইতেছে। এই রূপে এই রজনীর অন্ধকারে নানাপ্রকার অত্যাচার প্রাদুর্ভূত হইয়া, লোকালয়কে যমালয়বৎ ভীষণ করিয়াতুলিয়াছে। কোন গৃহেই প্রায় ঈশ্বরচিন্তার নাম নাই, পরমার্থকথার প্রসঙ্গ নাই, সত্য ধর্ম্মের আলোচনা নাই। লোকে হত্যামুখ বৃক ও জম্বুকের ন্যায়, স্থিরভাবে উপবেশনপূর্ব্বক কেবল বিষয়েরই চিন্তা করিতেছে। কচিৎ কদাচিৎ ঈশ্বরচিন্তা তাহার আনুষঙ্গিক হইয়াছে। বৎস! যে সংসারে এইপ্রকার দুরাচার দুর্বৃত্ত অধমগণের বাস, সে সংসারের অসারতা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। কেমনা, উহা যে সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে।

ঐ দেখ, অন্ধকার নিবিড় হওয়াতে, আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। কেবল অন্ধকারই লক্ষ্য হইতেছে। বৎস! অজ্ঞানের আবির্ভাবে লোকের হৃদয় এইপ্রকার মলিন ও ঘোরভাবে পূর্ণ হয় এবং দৃষ্টি আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া থাকে। তখন একমাত্র অজ্ঞানই প্রবল হওয়াতে, ধর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতি পরম বস্তুসকল আর লক্ষিত হয় না। যাহার সত্য ও ধর্ম্মে দৃষ্টি নাই, তাহার আবার সারত্ব কি? সংসারে অজ্ঞানান্ধকারের আবির্ভাবপ্রযুক্ত সত্যধর্ম্মরূপ নির্ম্মল আলোকের অভাব হইয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সৌম্য! এই সত্যধর্ম্মের অনুশীলন করিলে, স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, কেহ কাহারও নহে; কাহারও দ্বারা কাহারই কিছুই লভ্য

হয় না। লোকে একাকী আসিয়াছে, একাকীই গমন করে। পিতামাতাদি সম্বন্ধবন্ধন উন্মত্তচেষ্টামাত্র। বিশেষতঃ, এই সংসার আমার নহে। কেননা, আমার বহু পূর্ব্বে ইহা আছে এবং আমি গেলেও থাকিবে। তবে ইহাতে আমার মমতা কি, আগ্রহ কি? আমি থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা। ফলতঃ, কোন দিকে কোন রূপে আমা দ্বারা সংসারের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই যে আমার সম্মুখে প্রতিদিন শত শত লোকের মৃত্যু হইতেছে, ইহার পূর্ব্বেও শত শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে; ফলতঃ, লোকে চিরকালই মরিতেছে, মরিয়াছে ও মরিবে। কিন্তু তাহাতে সংসারের ক্ষতি কি হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে? কিছুই না। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, নিজের অসারতা বুঝিতে পারা যায়। আবার, নিজের অসারতা হৃদয়ঙ্গম হইলে, সংসারের অসারতা ক্রমশঃ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও এই রূপে ক্ষয়োদয়দশায় পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা অসার আবার কি আছে?

বৎস! সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং রাত্রি প্রভাত হইলে, পরদিন পূর্ব্ববৎ মিলিত হইলেন। মহাভাগ বশিষ্ঠও পুনরায় কথা আরম্ভ করিলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ (সময়ের সদ্ব্যবহার)।

বাল্মীকি কহিলেন, মহাত্মগণের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ পরদুঃখে কাতর হইয়া থাকে। অথবা, পরের দুঃখদূরীকরণ জন্যই মহাত্মাদের জীবন। সূর্য্য যে অনবরত আলোক বিতরণ করেন, তাহা কি তাঁহার নিজের জন্য? বায়ুও যে দিবারাত্র প্রবাহিত হয়েন, তাহাও কি তাঁহার নিজের জন্য? কখনই নহে। লোকসকলের উপকার জন্যই তাঁহাদের এইপ্রকার প্রবৃত্তি। পরমপ্রভাব শ্রীরাম চন্দ্রও শুদ্ধ লোকহিতকামনায় জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য, মানুষের

দুঃখে তাঁহার অতিমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি বিনয় সহকারে পুনরায় বশিষ্ঠ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার কথাসকল হৃদয়, মন ও আত্মার পূর্ণ প্রীতি সম্পাদন এবং সবিশেষ সমুন্নতি সাধন করে। অতএব ক্ষণবিলম্ব-ব্যতিরেকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ তত্ত্বকথাসকল কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউন। দেখুন, সময় অতি দুর্ল্ভ পদার্থ। উহা গেলে আর পাওয়া যায় না। সংসারে যে সকল স্বাধীন বস্তু আছে, সময় তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইহা রাজা প্রজা, ক্ষুদ্র মহান্, সবল দুর্ব্বল, ধনী দরিদ্র কাহারই বশীভূত নহে। প্রত্যুত, সকলেই ইহার অধীন। শাস্ত্রকারেরা এইজন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন যে, যে সময়ের যে কার্য্য, তাহা সেই সময়েই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কেননা, যে সময় যায়, তাহা যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি তাহা লোকের পরমায়ু লইয়া গমন করে। লোকে কথায় কথায় বলিয়া থাকে, অন্য দিন গত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার পরমায়ুরও যে একদিন ক্ষয় হইল, তাহা তাহার মনেই হয় না। সেইজন্য, সে কেবল দিন গত করিতেই চেষ্টা করে। যাহারা এই রূপে দিন গত করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের নিজের আয়ুও গত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, সন্দেহ কি? ঐ সকল ব্যক্তিকে আত্মঘাতী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেখুন, সূর্য্যের উদয়াস্ত-যাবৎ মানুষ যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে সময়ের সমুচিত ব্যবহার হয় না। অধিকাংশ লোকই শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি সামান্য ব্যাপারেই প্রবৃত্ত থাকিয়া, রাত্রিদিন গত করে। আর তাহাদের অন্য কার্য্য নাই বা অন্য চিন্তা নাই। পশুর সহিত এই সকল লোকের বিশেষ নাই। কেহ কেহ বৃথা আমোদ, আহ্লাদ ও ক্রীড়াদিতেই মত্ত থাকিয়া, কালযাপন করে। ইহারাও একপ্রকার পশু। এইপ্রকার পশু-বৃত্তি লোকে পৃথিবী পূর্ণপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য রোগ শোক দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া, ইহাকে মৃত্যুভূমি করিয়া তুলিতেছে।

বলিতে কি, প্রভু যেমন স্বীয় উদরের জন্য ব্যস্ত, ভৃত্যও তদনুরূপদশাপন্ন। ভাবিয়া দেখিলে, ভৃত্যাপেক্ষা প্রভুর ক্ষুধা তৃষ্ণা অধিক বলিয়া বোধ হয়। প্রভু আত্মোদরপরিপূরণ জন্যই ভৃত্যকে নিয়োগ করে, ভৃত্যও আত্মোদরপরিপূরণ জন্যই তাহার কার্য্য করে। এই রূপে একমাত্র উদরপূর্ত্তিই লোকের স্বভাব। ঐ দেখুন, রাজপথ জনতায় পূর্ণ; তিলমাত্র স্থান নাই যে, নির্ব্বিঘ্নে পদবিক্ষেপ করা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য একবিধ; অর্থাৎ ইহারা সকলেই সামান্য উদরপূরণের জন্য রাজপথ পূর্ণ করিয়া, উদয়াস্ত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখুন, কত লোক দাতার অপেক্ষায় অনর্থক বসিয়া আছে। দাতা কতক্ষণে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিবেন, ইহাই ইহাদের ঐরূপ অপেক্ষা করিবার কারণ। হায়, ইহারা যেক্ষণ বসিয়া আছে, অন্যত্র গমন করিলে, হয় ত সেই ক্ষণে ইহাদের শত দিনের আহার সঞ্চয় হইতে পারিত!

ভগবন্! দাতাও আবার হয় ত সৎ লোক বা সরলচিত্ত নহেন। তিনি হয় ত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। এক্ষণে সেই কলঙ্কপ্রচ্ছাদন জন্যই এই রূপে কষ্টদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলতঃ, লোকে যাহা করে, প্রায়ই উদরের চেষ্টায় করিয়া থাকে। এই উদর পূর্ত্তিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্য, তাহার সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

এইপ্রকার অন্নচিন্তার উপর আবার মানুষের নানাপ্রকার ভোগবিলাসবাসনা আছে। ঐ বাসনা চরিতার্থ করিতেও তাহার বহু সময় বৃথা ব্যয়িত হয়। যাহারা দিবাভাগে উদরের চেষ্টায় বেশবিন্যাসাদি করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না, তাহারা রজনীর আগমনে তাহা সম্পাদন করে। এই রূপে বহু যত্নে, বহু আয়াসেও অনর্থক বহু সময় বিনাশে যাহা সম্পাদন করে, পরদিন প্রভাতে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আবার ঐপ্রকার বেশবিন্যাসাদি না করিলেও, তাহার কোনপ্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি

হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। তথাচ, তাহাতে তাহার প্রবৃত্তির সঞ্চার ভিন্ন নিবৃত্তি নাই।

ব্রহ্মন্! মানুষ এইপ্রকার বৃথাকার্য্যে কত সময় যে বৃথা নষ্ট করে, তাহা বলিবার নহে। সূর্য্যের উদয়াস্তে তাহার আয়ুরও যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা তাহার প্রতীতি হয় না। সুতরাং আয়ুর শেষ হইলে, যখন মৃত্যু গ্রাস করিবে, তখন কোন্ পথে কোন্ দিকে কোন্ স্থানেই বা যাইতে হইবে, স্বর্গ হইবে কি নরক হইবে, কি তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক দশা ঘটিবে, এ সকল ভাবনাও তাহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। সে কেবল পশুর ন্যায়, খাইয়া ও খেলিয়া ভ্রমণ করে। এই রূপেই তাহার জীবন শেষ হয়। সুতরাং, তাহার মৃত্যু ও পশুর মৃত্যু একই কথা।

ঐ দেখুন, দিবাকর যথাসময়ে গগনাঙ্গনে সমুদিত হইয়া, স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই রূপ যথাসময়ে উদিত হইয়া কার্য্য করেন বলিয়া, কোন কালেই ইহাঁর অবসাদ নাই। ইহার তেজ যেমন তেমনি আছে। এবং দীপ্তি ও দ্যুতিরও হ্রাস হয় নাই। এইপ্রকার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তেও মানুষের জ্ঞান হয় না। সে অসময়ে অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহার শক্তি, বল, তেজ, বীর্য্য ও আয়ুরও অসাময়িক ক্ষয় হইয়া থাকে। এবং এই কারণে অকালজরা আক্রমণ করিয়া, তাহাকে এক কালেই অকর্ম্মণ্য ও অবশ করে।

সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ। তাহার আজ্ঞা পালন না করিলে, আমাদিগকে অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা যদি ক্ষুধার সময় আহার না করি, তাহা হইলে, বায়ুপিত্ত উল্বণ হইয়া, আমাদের ক্ষয়দশা আবির্ভূত করে। আমরা যদি তৃষ্ণার সময় জলপান না করি, তাহা হইলে, গলশোষ বা কণ্ঠরোধ হইয়া, প্রাণান্তিক যাতনার সঞ্চার হয়। সকল বিষয়েই সময়ের শাসন এই রূপ।

তথাহি, যাহার বাল্যকাল বৃথা হাস্যামোদে ও অসার ক্রীড়া-

কৌতুকে অতিবাহিত হয়, তাহার উত্তরকাল কখনই ভাল হয় না। যে ব্যক্তি যৌবন কেবল ইন্দ্রিয়সেবায় যাপন করে, তাহার বার্দ্ধক্য অতিমাত্র শোচনীয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বার্দ্ধক্যে বৈরাগ্য-চর্চ্চা না করে, পরিণামে তাহার ঘোর নরক সংঘটিত হয়। এ সকল সময়ের অব্যবহারজনিত মূর্ত্তিমান্ দণ্ড। এই দণ্ডের কোন কালেই পরিহার নাই। যাহারা পরিহারের চেষ্টা করে, তাহারা আরও দণ্ডিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে রাজা প্রজা, বা দুর্ব্বল সবল প্রভেদ নাই।

পৃথিবীহৃদয় যে অনবরত চিতানলে দগ্ধ হইতেছে, রোগ শোক যে গৃহে গহে বিচরণ করিতেছে, সময়ের অবমাননাই তাহার কারণ। নিদ্রার সময় নিদ্রা না যাইয়া, জাগরণ করিলে যে আত্যন্তিকী যন্ত্রণা হয়, তাহা সকলেই জানে। সঞ্চয়ের সময় ব্যয় এবং ব্যয়ের সময় সঞ্চয় করিলে যে অবসন্ন হইতে হয়, তাহাও কাহারই অবিদিত নাই। কিন্তু কার্য্যে লোকে সম্পূর্ণ বিপরীত করে, এইজন্য সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ঐ দেখুন, মনুষ্যলোকে বৃদ্ধ ও বালকে প্রায় প্রভেদ নাই। বালকের যেমন সময়াসময় জ্ঞান নাই, বৃদ্ধেরও প্রায় তদনুরূপ অবস্থা। বালক যেমন অসময়ে আহার বিহার ও শয়ন উপবেশন করে, বৃদ্ধেরও প্রায় তদ্বৎ ভাব। বালক ও বৃদ্ধ উভয়েরই জ্ঞান-কাণ্ড নাই। বৃদ্ধ হইলে বালকের ন্যায়, প্রায়ই বিহ্বলদশার আবির্ভাব হইয়া থাকে। কোন বৃদ্ধেরই স্বজ্ঞান মৃত্যু হয় না। দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়, অন্যান্য লোকেরা ইহা দেখিয়াও সাবধান ও শিক্ষিত হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, মনুষ্যের জন্য আমার অতিমাত্র করুণা ও শোক উপস্থিত হইয়াছে। কি করিলে, তাহাদের উদ্ধার হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হউক।

সপ্তনবতিতম সর্গ (মানুষের কি হইবে)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! পরদুঃখদূরীকরণ জন্য যাঁহাদের জন্ম, সংসারে তাঁহারাই ধন্য ও সফলজীবিত! বিধাতার সৃষ্টিতে তাঁহাদের তুলনা নাই! মানুষের দুঃখ নানাপ্রকার, সুখ নামমাত্র। সে আপনার বুদ্ধিদোষে, বিবেচনাদোষে ও কার্য্য-দোষে এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরা আনয়ন করিয়াছে। যাঁহারা এই দুঃখ নিবারণজন্য নিজের সুখে ও স্বার্থে জলাঞ্জলি প্রদান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেবতা। ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের বিশেষ নাই। স্বয়ং ঈশ্বররূপী শ্রীরামচন্দ্র মানুষের এবংবিধ দুঃখে অতিমাত্র আহতচিত্ত হইয়াছিলেন। ঐ প্রকার বলিতে বলিতে তদীয় মনোবেগ, বর্ষাকালীন নদীপ্রবাহবৎ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে; গুরুদেব বশিষ্ঠের উত্তরবাক্যপ্রতীক্ষা নিতান্ত অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! মানুষ নিজের দোষে দিন দিন পশু অপেক্ষাও অধম হইতেছে। তাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে; কিন্তু সে সকলের কার্য্য নাই। পশুদের এই সকলেব কিছুই নাই, সুতরাং তাহার কার্য্যও নাই। এইজন্য মানুষ পশুও অধম। এই মুহূর্তের পর পর মুহূর্ত্তে কি হইবে, যাহারা তাহা বলিতে পারে না, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে প্রয়োজন কি? তাহারা আবার কি বলিয়া আপনাদিগকে পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট জ্ঞানে অভিমান করে?

ব্রহ্মন্! মানুষ যাহা করে; একমাত্র শিশ্নোদর পরিতৃপ্তির জন্যই তাহা করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্যবিধ উদ্দেশ্য নাই। সে, পশুর ন্যায়, যে কোন রূপে আহার পাইলেই সন্তুষ্ট এবং আহারান্তে, যে কোন রূপে স্ত্রীসেবা করিতে পারিলেই জীবন সার্থক বোধ করে। সে দিবসে আহাবের আয়োজনে সমস্ত সময় যাপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা ও স্ত্রীসেবার আয়োজনে তাহার সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই রূপে সে শিশ্নোদর-

পরিতৃপ্তি করিয়া, পশুর ন্যায়, দিনরাত্রি যাপন ও সমস্ত জীবন শেষ করে। তাহার সন্তান সন্ততিরাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। এই রূপে মানবসমাজ পশুভাবেই পরিচালিত হইতেছে। অভ্যাস সর্ব্বাপেক্ষা বলবান পশুভাব ঐরূপে ক্রমশঃ বংশপরম্পরায় অভ্যস্ত হওয়াতে, কেহই তাহার জঘন্যতা, ঘৃণ্যতা, অস্বর্গীয়তা, নারকিতা, অধমকারিতা ও অধঃপাতকতা বুঝিতে পারে না! শূকরাদি পশুরা যে বিষ্ঠাদি ভক্ষণ করে, তাহা তাহাদের জাতীয় অভ্যাস। জাতীয় অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা দুষ্কর। ফলতঃ ক্রমশঃ পাপ করিতে করিতে, আর তাহাকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না। চুরি করা অপেক্ষা মহাপাতক আর নাই। কিন্তু অভ্যাসবশে তাহা আর পাতক বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকি, মানুষের কি হইবে!

আপনি কালত্রয়দর্শী মহর্ষি, জ্ঞানবিজ্ঞানের পার দর্শন করিয়া, আপ্তকাম হইয়াছেন। আপনার বিশাল বিজ্ঞানদৃষ্টির অগোচর কিছুই নাই। অতএব উপদেশ করুন, মানুষের কি হইবে? তাহার উপায় কি? ঐ দেখুন, পাপে পাপে তাহার হৃদয় এরূপ মলিন হইয়া গিয়াছে যে, পরমাত্মার প্রসন্ন মূর্ত্তি তাহাতে প্রতি-ফলিত হয় না; স্ত্রীপুত্রাদি পাপ বিষয় সকলের পাপমূর্ত্তিই তাহাতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সে সমস্ত সংসার ঈশ্বরময় না দেখিয়া, কেবল স্ত্রীময় ও পুত্রাদিময় নিরীক্ষণ করে। এবং সেইজন্য স্ত্রীকে স্বর্গ ও অপবর্গ ভাবিয়া, যেরূপ সস্নেহে, সপ্রেমে, সপ্রণয়ে, সসম্ভ্রমে, সসম্মানে, সসংরম্ভে ও সরাগে আলিঙ্গনাদি করে, যাহা হইতে সেই প্রণয়পাত্রী স্ত্রীর জন্ম হইয়াছে, সেই পরমাত্মাকে কখন সেরূপ অনুরাগে ও আদরে আশ্রয় করে না। ইহা অপেক্ষা মানুষের পাপচারিতা ও অধর্ম্মকারিতা আর কি আছে! হায়! যিনি প্রেম দিয়াছেন, প্রণয় দিয়াছেন, প্রীতি দিয়াছেন, ভক্তি দিয়াছেন ও শ্রদ্ধা দিয়াছেন, আবার যিনি ঐ সকলের প্রকৃতপাত্র স্ত্রীপুত্র ও

মাতাপিতাদি পরমসামগ্রীসকল প্রদান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা কতদূর স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতির আধার, মানুষ ভ্রমেও তাহা চিন্তা করে না। তাহা অপেক্ষা কৃতঘ্ন ও অসংবেদী আর কে আছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকি, মানুষের কি হইবে! তাহার উপায় কি?

অষ্টনবতিতম সর্গ (সকলই মিথ্যা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! তুমি কে? কাহার জন্যই বা শোক করিতেছ? শোকই বা কি? সংসার স্বয়ং মিথ্যা ও ভ্রমমাত্র। সুতরাং ইহার সকলই মিথ্যা। কালবশে সকলই লয় পাইবে, কেহই থাকিবে না। একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজ করিবেন। ঘোর নিবিড় দারুণ অন্ধকার মিথ্যার সাক্ষাৎ স্বরূপ। প্রলয়ে সকল পদার্থই সেই অন্ধকারে পরিণত হইবে। অর্থাৎ তখন এই দৃশ্যমান বিশ্বের কিছুই থাকিবে না; এই সূর্য্যচন্দ্র, এই গ্রহতারা, এই বৃক্ষলতা এই পর্ব্বত সাগর, এই তুমি আমি, সকলেরই লয় হইয়া, কেবল অন্ধকার হইবে। তখন অগ্নি আর প্রজ্বলিত হইবে না। বায়ু আর প্রবাহিত হইবে না। সূর্য্য আর উদিত হইবে না। গ্রহনক্ষত্র আর প্রতিভাত হইবে না। আকাশ আর স্থির হইবে না। পৃথিবী আর প্রতিষ্ঠিতা হইবে না। জল আর স্থায়ী হইবে না। শোণিত আর বহিবে না। প্রাণ আর রহিবেনা। চেতনা আর থাকিবে না। সত্তা লুপ্ত হইবে। স্বত্ব বিগলিত হইবে। এবং তেজ হীন হইবে। এই রূপে যাহা লইয়া সংসার, সে সকলের আর কিছুই থাকিবে না। সুতরাং, সংসারেরও লয় হইবে। যখন সকলের লয় হইবে, আকাশ, পাতাল, দিক্, বিদিক্, কিছুই থাকিবে না, তখন আর কি থাকিবে? একমাত্র অন্ধকারই থাকিবে।

তুমি কিজন্য শোক করিতেছ? মানুষ কয় দিনের জন্য?

একতঃ সে কিছুই নহে, তাহার উপর আবার পাপ করিয়া, আরও সত্তাশূন্য হইতেছে। পাপে পাপে ক্ষীণ, মলিন ও বিলীন হইয়া, তাহার বিনাশের দিন ক্রমেই নিকট হইয়া আসিতেছে। মিথ্যারূপী মানুষ এক বারেই মিথ্যা হইবে। তাহার আর নামগন্ধও থাকিবে না। বৎস! পাপের ফল বিবিধরূপে বন্ধন। ঐ দেখ, মানুষ অনবরত পাপ করিয়া, চারি দিকেই শতবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। এই বন্ধন সহজে ছিন্ন হইবার নহে। পুনঃপুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ শোকদুঃখ ইত্যাদি মানুষের প্রধান বন্ধন। প্রলয়ের পরেও পুনরায় সে এই সকল বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে। কোন কালেই তাহার পরিহার নাই। তুমি বৃথা কেন তাহার জন্য শোক করিতেছ? তাহার নিজের বন্ধন নিজের হস্তে এবং নিজের মুক্তিও নিজের হস্তে। বিশ্বকর্ত্তা কিজন্য সৃষ্টি করিলেন, কিজন্য জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম হইয়া থাকে এবং কি করিলেই বা জন্মমৃত্যুর পরিহার হয়, সংসারে কাহারও ঐরূপ পরিহার হইয়াছে কি না, ইত্যাদি বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনাপুরঃসর চিন্তা করিলে, মানুষের বন্ধনচ্যুতি ও মুক্তিলাভের উপায় বিহিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ, ইহাই চিন্তা করিবে, আমি কে? কিছুই নহি। তবে আমার সত্তাপ্রতীতি কিরূপে হইতেছে? ইহা ভ্রমমাত্র। আকাশে মুক্তামালার ন্যায়, স্বপ্নে রাজপদের ন্যায়, আমার সত্তাপ্রতীতি সম্পূর্ণ অলীক ও কল্পনামাত্র। তবে আমি কিজন্য পাপের পর পাপ সঞ্চয় করিয়া, এই অলীক ও অসার সত্তার আরও অলীকত্ব ও অসারত্ব সংঘটন করিতেছি? এইপ্রকার চিন্তা করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে আত্মার উন্নতি হয়, মনের উৎকর্ষ হয়, চিত্তের প্রসারবৃদ্ধি হয়, হৃদয়ের বিস্তার সম্পন্ন হয় এবং পরমার্থপদবী পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাই চিন্তা করিবে, আমি কিছুই নহি। আমি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আবার ঈশ্বরেই লীন হইব। সুতরাং

আমি ঈশ্বরস্বরূপ। ঈশ্বর ভিন্ন কিছুই নহি। ঈশ্বর অপাপবিদ্ধ। অতএব আমি যতই পাপ করিব, ততই তাঁহা হইতে দূরে পড়িব। আমাতে যে তাঁহার সত্তা আছে, সেই সত্তার ততই অভাব হইবে। তখন আমি কিছুই থাকিব না। এই ধূলিরও ধূলি হইব, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধম হইব, কিম্বা এক বারেই অবস্তু বা অপদার্থ হইব। তবে আমি কেন পাপ করিতেছি?

তৃতীয়তঃ, ইহাই চিন্তা করিবে, আমি কিছুই নহি; কেবল নামমাত্র, ভ্রমমাত্র ও কল্পনামাত্র। আমার এই দেহও কিছুই নহে। ইহা ক্রিমিকীটের আধার; মলমূত্রের ভাণ্ডার; পূযশ্লেষ্মার আগার এবং সাক্ষাৎ মহাভারস্বরূপ। কুষ্ঠাদি মহাব্যাধি ইহাতে বাস করিতেছে। যখন যাহা প্রবল হয়, তখনই তাহা ইহাকে সবলে আক্রমণ করে এবং ক্রমে ক্রমে কীটনিষ্কুষিত বংশাদির ন্যায়, ইহাকে ভগ্ন, মগ্ন ও বিলগ্ন করিয়া থাকে। আমার পূর্ব্বে কত দেহ এই রূপে ভগ্ন ও মগ্ন হইয়াছে এবং কত দেহ ঐরূপ হইতেছে ও হইবে, তাহা বলিবার নহে। ফলতঃ, সকল দেহেরই এইপ্রকার জঘন্যদশার সঞ্চার হইয়া থাকে। তবে কেন মহামূল্য বসনভূষণ পরিধান করিতে আমার আগ্রহ হয়? আবার, ঐ বসনভূষণও কি মিথ্যা নহে? এপর্য্যন্ত কত বসন পরিধান করিলাম, তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু সকলই ছিন্ন হইয়াছে, একখানিও স্থায়ী হয় নাই।

পুনশ্চ, বসনভূষণের অসারতা দেখ। তোমার ন্যায় যাহারা মহামূল্য বসনভূষণ নাই, তাহার কি দিন যাইতেছে না? অথব সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে না? বৎস! তোমার ন্যায় যাহারা রাজার পুত্র নহে; যাহারা এইপ্রকার দিব্য অট্টালিকায় দিব্য শয্যায় শয়ন করে না, অথবা দিব্য পাত্রে দিব্য অন্নব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করে না; অথবা শত শত দাস দাসী তোমার ন্যায় যাহাদের সেবা করে না, তাহাদেরও কি সংসার চলিতেছে না ও রাত্রিদিন যাইতেছে না? ঐ দেখ, কত প্রাণী কত দিকে অনাবৃত্ত ক্ষেত্রে অনাবৃত গাত্রে বিচরণ করিতেছে; ইহাদের সহিত তোমার আমার

বিশেষ কি? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবধারণ করিবে, কিছুই কিছু নহে, সকলই মিথ্যা। অতএব যাহার জন্য শোক করিতেছ, সেই মানুষ যেমন মিথ্যা; যে শোক করিতেছ, সেই শোকও তেমনি মিথ্যা।

নবনবতিতম সর্গ (সংসারে সুখী কে?)

শ্রীরাম কহিলেন, সংসারে সুখী কে ও সুখ কি? ঐ দেখুন, কোনদিকে কোনরূপ অভাব নাই, কুবেরের ন্যায় অতুল বিভব, যমের ন্যায় অখণ্ড প্রভাব, ইন্দ্রের ন্যায় একাধিপত্য, শত শত দাস দাসী সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ, সহস্র সহস্র যানবাহন নিরন্তর পরিচর্য্যাপ্রবৃত্ত, ধনের অবধি নাই, বিষয়ের সীমা নাই, যশঃপ্রতিপত্তির ইয়ত্তা নাই, এরূপ ব্যক্তিও সুখী নহে। কেননা, তাহারও রোগ আছে, শোক আছে, জরা আছে, মৃত্যু আছে, পতন আছে, এবং অন্যান্য বহুবিধ আপদ বিপদ আছে, যে সকল আপদ বিপদ অতিসামান্য ব্যক্তিকেও সহ্য করিতে হয়! তবে তাহার সুখ কি?

মানুষ স্বভাবতঃ নীচ, ক্ষুদ্র ও ঈর্ষ্যার দাস। সেইজন্য, সে অন্য ব্যক্তিকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট ভাবিয়া, অস্থলেও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হয় ত, ঐ ব্যক্তি তাহা অপেক্ষাও অধিক অসুখী। কিন্তু সে তাহা বিবেচনা করে না। দরিদ্রেরা মনে করে, ধনীর অপেক্ষা সুখী নাই। কিন্তু ধন যে প্রকৃত সুখ নহে, তাহা তাহাদের মনেই হয় না। স্থূলদৃষ্টিতে ধনকে আপাততঃ সুখ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ধনীর অবস্থা অতীব শোচনীয়। বিশেষতঃ ধনীরও রোগ আছে, জরা আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপদ্রব আছে। দরিদ্রেরও তত্তৎ রোগাদি ভোগ হইয়া থাকে। তবে ধনী ও দরিদ্রে বিশেষ কি? তবে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর সুখ কি? সুখ কেবল বাহিরে, অন্তরে নহে।

পুনশ্চ, ধনীর যেমন ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, দরিদ্রেরও তদ্রূপ আছে। প্রকৃত ক্ষুধার সময় সামান্য শাকান্ন ভোজন করিলেও যেমন পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা, অত্যুপাদেয় ভোজন করিলেও, তদনুরূপ তৃপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ক্ষুধা না থাকিলে, অমৃতও তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। বলিতে কি, অত্যুপাদেয় ভোজন না করিলে, যদি ক্ষুধানিবৃত্তি ও পরিতৃপ্তি না হইত, তাহা হইলে, ধনী ভিন্ন আর কোন শ্রেণীর লোকই জীবনধারণে সমর্থ হইত না।

ফলতঃ, ধন কখন ক্ষুধানিবৃত্তি, তৃষ্ণাদমন ও মৃত্যুনিবারণ করিতে পারে না। ধনীরও যেমন, দরিদ্রেরও তেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

ভগবন্! প্রতিদিনই যদি ক্ষুধা হয়, তৃষ্ণা হয় এবং তজ্জন্য বিবিধ যত্নে ও ব্যয়ে আহারাদির আয়োজন করিতে হয়, তাহা হইলে, আর পশুপক্ষ্যাদির সহিত মানুষের বিশেষ কি? যে অবস্থায় কাহারই সহিত বিশেষ নাই, সে অবস্থায় আবার সুখ কি? আমি সুখী কি অসুখী, অন্যের সহিত তুলনা করিলেই, জানিতে পারা যায়। কিন্তু সংসারে ধনী দরিদ্র, সবল দুর্ব্বল, রাজা প্রজা, সকলেরই সমান দশা ও সমান ভাব। আমি রাজকুমার, আমারও যেমন, একজন দরিদ্র কুমারেরও তেমন নানাদিকে নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি আছে, যে সকল বিঘ্নবিপত্তি সংসারে থাকিলে, অবশ্যই সহ্য করিতে হয়; কোন মতেই পরিহারের সম্ভাবনা নাই! আমারও এই অত্যুচ্চ অট্টালিকা সহসা ভগ্ন হইতে পারে; দরিদ্রেরও জীর্ণ পর্ণকুটীর হঠাৎ পতিত হইতে পারে। আবার, মৃত্যু আমাকেও যেমন, দরিদ্রকেও তেমন আক্রমণ করিয়া থাকে। তবে সংসারে সুখী কে?

শততম সর্গ (যাহার কিছুই নাই, সেই সুখী)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সুখ মনে, ধনে নহে। আপনা আপনি অসুখী ভাবিলে, স্বয়ং ব্রহ্মাও তাহাকে সুখী করিতে পারে না। যাহার মন সন্তুষ্ট, সেই সুখী। যাহার কিছুই নাই, সেই সন্তুষ্ট, সুতরাং সেই ব্যক্তিই সুখী। ঋষিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের কিছুই নাই। সেইজন্য তাঁহারাই সুখী।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! ঋষিরা কি রূপে সর্ব্বত্যাগী ও সুখী হইয়া থাকেন, কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যে সংসার অবশ্যই একদিন ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার আশ্রয়ে সুখের সম্ভাবনা কি? যাহারা মূঢ় ও স্থূলবুদ্ধি, তাহারাই সংসারকে স্থায়ী ভাবিয়া, আসক্ত ও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য পদে পদেই দুঃখ ভোগ করে। সংসারে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যু যেন আমি তুমি, রাজা প্রজা, সকল ব্যক্তিকেই কেশে গ্রহণ করিয়া, দ্বারে দ্বারে, গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছে। বিষয়ের পর বিষয়, ধনের পর ধন, বিভবের পর বিভব, যতই কেন সঞ্চয় কর বা না কর, কিছুতেই তোমার পরিহার নাই। শত পুত্রের পিতা হও বা না হও, শত জনের অধিপতি হও বা না হও, শত পরিবারের কর্ত্তা হও বা না হও, মৃত্যু তোমায় ছাড়িবে না বা দয়া করিবে না। একথা ভাবিলেও, যাহার শরীর লোমাঞ্চিত বা মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার না হয়, সে পশু ও জড়েরও অধম। তাহার হৃদয় নাই; চেতনা নাই এবং প্রাণ ও স্বত্ব নাই।

বলিতে কি, মৃত্যুকে জানিতে পারাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে না জানে, সে সকল পাপই করিতে পারে ও করিয়া থাকে। কোন কুকর্ম্মই তাহার পরিহার্য্য বা অকরণীয়

হয় না। যাবৎ জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ সংসারে থাকা অসম্ভব নহে; কিন্তু যখন জ্ঞানবলে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সংসার একদিন অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে, তখন ইহা ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান করাই পরম কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত।

বৎস! সংসারী লোকের সুখভাগ্য কখনই সম্ভব নহে। কেননা একদিকে যেমন তাহার সুখ আছে, অন্যদিকে তেমনি তাহার ততোধিক দুঃখ আছে। এইপ্রকার দুঃখাধিক্যবশতঃই তাহার প্রকৃতসুখভোগ হয় না। বর্ষাকালে সূর্য্যের কিরণ যেমন প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না, সংসারীর সুখেরও তদ্রূপ প্রাদুর্ভাব সম্ভাবনা নাই। সে ধন উপার্জ্জন করিল, চোরে বা দস্যুতে বা অপব্যয়ে বা অতিব্যয়ে বা অন্যবিধ উপদ্রবে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। সে পুত্রের পর পুত্রের ও কন্যার পর কন্যার জন্মদান করিল, হয় ত সেই পুত্র মূর্খ বা অত্যাচারী অথবা আপ্তসুখী কিংবা অকালে কালকবলে পতিত হইল। এই রূপে কোন না কোনদিকে, কোন না কোন রূপে তাহার আপদ বিপদ আছেই আছে, কোন কালেই তাহার পরিহার নাই। এইজন্য সংসারীর সুখভোগ আকাশকল্পনার ন্যায় একান্ত অলীক ও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কালদোষ, বুদ্ধিদোষ ও কর্ম্মদোষ ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারেও মানুষের সুখ তিরোহিত হইয়াছে। যে সময়ে যে কার্য্য করা উচিত, সে তাহা করে না। এইজন্য, সুখের পরিবর্ত্তে তাহার দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহারই নাম কালদোষ। সে বাল্যকাল অসৎ ক্রীড়ায় যাপন করে; যৌবনকালে যুবতীসঙ্গে বিষয়সেবায় আত্মমালিন্য সংঘটন করে এবং বৃদ্ধকালে পরমার্থ-চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া, বালকের ন্যায়, ব্যবহার করিয়া থাকে। এই রূপে যাহা করিলে, অসুখ ও অশান্তির সম্ভাবনা, সে তাহাই করিয়া থাকে। অন্যান্যেরা এই দৃষ্টান্তের অনুসারী হয়। এই কারণে কত লোক বাল্যকালেই জন্মের মত নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা বাল্যকালে নষ্ট না হয়, কোন মতে স্বপদে

অবস্থিতি করে, তাহারা যৌবনের সমাগমে তাহার দুরন্ত বেগ-ধারণে অসমর্থ হইয়া, প্রায়ই নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া উঠে। যাহারা যৌবনে নষ্ট না হয়, বৃদ্ধকালে ভীষণ জরার তাড়নায় তাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায়ই লোপ প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধকাল অতি কঠিন কাল। ইহা সংসারের শেষ সীমা। মৃত্যু ঐ সীমান্তে স্বয়ং দণ্ডায়মান। যাহারা যৌবনের সমাগমে রক্তের তেজে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, নানাপ্রকার কদর্য্য অনুষ্ঠান করে এবং এইরূপে চিরদিন যাইবে, যুবতী ভার্য্যা পীনোন্নতপয়োধরহৃদয়ে মৃণালকোমল দৃঢ় করে আলিঙ্গন করিয়া, মৃত্যুর পাশবন্ধন রোধ করিবে, ইত্যাদি বিবিধ অসার চিন্তা করিয়া, যাহারা যৌবনকাল দূষিত করে, তাহারা এই বৃদ্ধকালে অবশ্যই শোক করিয়া থাকে। কেননা, পাপের ফল অনুতাপ। উহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

তোমার শরীরে এখন দিব্য তেজ, দিব্য পুষ্টি ও দিব্য কান্তি। তুমি তৎপ্রভাবে মনে করিতেছ, মৃত্যু তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। এইজন্য, পানদ্বার, বেশ্যাদ্বার, দ্যূতদ্বার ইত্যাদি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে তোমার কিছুমাত্র সংকোচ বোধ হয় না। যুবতীকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর স্বরলহরী শ্রবণ করিতে তোমার যেমন আমোদ বোধ হয়, সদুপদেশ বা কোনপ্রকার সৎকথা শ্রবণ করিতে তোমার সেরূপ আমোদ হয় না, প্রত্যুত বিরক্তিই হইয়া থাকে। তুমি বিবিধ বেশভূষা করিয়া, আপনার এই ক্রিমিকীটভোজ্য অসার দেহ সজ্জিত করিতে যেরূপ উৎসুক ও আমোদিত হও, স্বীয় ইষ্টদেবতাকে পুষ্পাদি দ্বারা চর্চ্চিত করিতে তোমার সেরূপ আমোদ হয় না। অসার যুবতীসঙ্গে অনবরত বাস ও তাহাদের কথারূপ হলাহল পান করিয়া, আত্মাকে জর্জ্জরিত করিতে তোমার যেরূপ আমোদ অনুভূত ও প্রীতি সমুপজাত হয়; সাক্ষাৎ স্বর্গ ও অপবর্গস্বরূপ সাধুসঙ্গে বাস ও তাঁহাদের সদুপদেশরূপ অমৃত পান করিয়া, অজর, অমর ও

অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে তোমার সেরূপ অভিলাষ বা আমোদ বোধ হয় না। মদ-কল-কোকিল-কাকলী-কোলাহল-সঙ্কুলিত, মলয়মারুত-মৃদুবেগ-বিকম্পিত, মধুকরনিকর-করম্বিত, সুমঞ্জুল লতাকুঞ্জে প্রিয়তমা অঙ্গনার সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া, নিধুবন-লীলা-রসপানবশে জন্মের মত অবশ ও বিবশ হইতে তোমার যেমন প্রীতি উপস্থিত ও একাগ্রতা উপজাত হয়, বিরতি-বনিতা-সহায় হইয়া, তাপসতরুতলে নিরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পরমার্থপীযূষরসপানে অমর ও অক্ষয় হইতে সেপ্রকার বাসনার সঞ্চার হয় না। ভাল খাইব, ভাল পরিব ও ভাল থাকিব, ইত্যাদি অসার বিষয়সেবার অনুসন্ধানপ্রসঙ্গে দিন দিন ক্ষীণ, হীন ও তেজোবিহীন হইতে তোমার যেমন চেষ্টা, অভিলাষ বা প্রবৃত্তি হয়, ভাল খাওয়াইব ও ভাল পরাইব, ইত্যাদি সাধুবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, পরমার্থপদবীপরিষ্করণপূর্ব্বক নির্ব্বাণপদে আরোহণ করিতে সেপ্রকার প্রবৃত্তি হয় না। প্রিয়তমা রমণীর বিরহযোগ সংঘটন হইলে, তোমার যেরূপ অহরহঃ সুদুঃসহ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়া, মনকে ব্যাকুল বা স্বর্গভ্রষ্টের ন্যায়, একান্ত বিষাদিত করে, সাধুসঙ্গের বিচ্ছেদ হইলে, তোমার কখন সেপ্রকার অবস্থার সংযোগ হয় না। তুমি বিচিত্র গৃহে বিচিত্র আসনে উপবেশন করিয়া, বিচিত্র বিলাসবিভূষিতা বারাঙ্গনা সহবাসে বিচিত্র বিহারাদি সংগীত শ্রবণপূর্ব্বক আত্মাকে মলিন, ক্ষীণ ও ম্লান করিতে যেপ্রকার অভিলাষী হও, কুশাসনে আসীন হইয়া, ধ্যানধারণা-প্রসঙ্গে পরমার্থসংগীতরস পান করিয়া, আত্মাকে নির্ম্মল, নিষ্ণাত ও নির্ব্বাণপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সেপ্রকার বাসনা হয় না। বৎস! যৌবনের এই সকল দোষ। তৎসমস্তই অতীব ভয়াবহ।

বর্ষাকালীন নদীবেগ যেমন উদ্ধত, যৌবনের বেগ তদপেক্ষাও উদ্দাম হইয়া থাকে। নিতান্ত শিক্ষিত, সদ্বুদ্ধি ও ধৈর্য্যশালী না হইলে, যৌবনরূপ অপার জলধি পার হওয়া দুর্ঘট। অনেকেই

ইহাতে অকালে মগ্ন হইয়া থাকে। যাহারা কথঞ্চিৎ উদ্ধার পায়, তাহাদেরও নিস্তার নাই। তাহারা প্রায়ই শক্তিহীন, সামর্থহীন, ক্ষমতাহীন ও গতিহীন হইয়া থাকে। তাহাদের বৃদ্ধকাল পরম শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। অথবা, তাহাদের মধ্যে অনেককেই হয় ত বৃদ্ধদশার মুখাবলোকন করিতে হয় না। তাহারা অকাল জরা বা অকাল-বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হইয়া, অকালেই কালের উদর পূরণ করে।

এই সময়ে সুখও মানুষকে ত্যাগ করে। কেননা, প্রবৃত্তি সকল শতমুখী হইয়া, প্রায়ই কুপথে ধাবমান হয়। তজ্জন্য অকার্য্যে ও অপব্যবহারে আসক্তি জন্মিয়া, দুঃখের শতদ্বার বিস্তার ও সুখের পথ রোধ করে। আমি পূর্ব্বে তোমায় এবিষয় অনেকবার বলিয়াছি। তুমিও স্বয়ং ইহা বিদিত আছ। যাহা হউক, যৌবনে সৎশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে অপেক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ স্বস্তিলাভের সম্ভাবনা।

লোকে সুখের জন্য কর্ম্ম করে; কিন্তু বুদ্ধির দোষে হিতে বিপরীত করিয়া, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের সঞ্চয় করিয়া থাকে। যাহা করিলে, ভাল হইতে পারে, সেবুঝিতে না পারিয়া, তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান ও তজ্জন্য অনিষ্টযোগ ভোগ করে। আমি ভাল বুঝি, সকলেরই প্রায় এইপ্রকার অভিমান আছে। ইহারই নাম বুদ্ধির দোষ। এইপ্রকার বুদ্ধিদোষই মানুষের সুখের পথ রোধ করিয়াছে। সে আপ্তমন্য হইয়া, যে যে কার্য্য করে, তাহাই তাহার দুঃখের হেতুভূত হয়। অহম্মন্যতা অপেক্ষা বুদ্ধিদোষ আর কি হইতে পারে? বিধাতা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ কেহ নাই। তিনিই আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সকল বুদ্ধির আকর। তিনি নিজ বুদ্ধিতে যাহা করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার ব্যভিচার বা অন্যথা হয় না। তিনি বুদ্ধিবলে এইপ্রকার মহানিয়তি স্থাপন করিয়াছেন, যে, যে ব্যক্তি অহম্মন্য হইবে, তাহার কখন ভদ্রস্থতা নাই। সে হিত

করিতে বিপরীত করিয়া, আপনিই আপনার শত্রু হইয়া থাকে; এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ বা অসম্ভাবনা নাই। লোকে আপনার বুদ্ধিদোষ সহসা বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলে, কখনও তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, দুঃখভোগ করে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার কিছুই নাই, সেই সুখী। ঋষিগণের কিছুই নাই, সেইজন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সুখী। কিছু না থাকিলে, কোনরূপ বন্ধন থাকে না। ঐ দেখ, পক্ষীরা কেমন সুখে বিহার করিতেছে! তোমার আমার ন্যায় উহাদের কোনরূপ বন্ধন নাই। যখন যেখানে ইচ্ছা, সেই-খানেই থাকে এবং যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেইমত আহারবিহারাদি করে। মানুষের ন্যায়, ইহাদের প্রত্যাশা নাই, বাসনা নাই এবং বিবিধ ভোগবিলাসেরও চেষ্টা নাই। তজ্জন্য ইহারা লালায়িত হইয়া, মানুষের ন্যায়, লোকের দ্বারে দ্বারে উদয়াস্ত ভ্রমণ করে না; অন্যের গলগ্রহ হইয়া, অতিকষ্টে দগ্ধ উদর পূরণ করে না; প্রতারণা বা শঠতা করিয়া, পরের সর্ব্বনাশপুরঃসর আপনার অভিলাষসাধন করে না; চৌর্য্য বা দস্যুতা করিয়া, পরস্বাপহরণ-পূর্ব্বক আপনার পোষণ করে না এবং পরের শোণিত শোষণ করিয়া, নিজশোণিত বর্দ্ধন করে না।

হায়, মানুষ! তুমি কতদিনে সৎ হইবে, সৎপথে চলিবে, সৎস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, শান্তির সোপান অধিকার করিবে, বলিতে পারি না! তোমার মধ্যে যাহারা প্রভু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা সিংহব্যাঘ্রাদি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর এবং মৃত্যু অপেক্ষাও লোকক্ষয়কর। ইহারা লোকোপকার ভাণ করিয়া, সর্ব্বদাই পরের সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্তপর্য্যন্ত সংঘটনপূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় নিরন্তর ব্যাপৃত। সেইজন্য ইহাদিগকে রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক, ইহারা নররূপী রাক্ষস, সৃষ্টিবিনাশ জন্যই অবতরণ করে। ইহাদের তাড়নায় সুখ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তজ্জন্য ইহারা নিজেও যেমন অসুখী, ইহাদের জন্য

অন্য লোকেও তেমন সুখভোগে বঞ্চিত হইয়াছে। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই সংসারের প্রভু হইতে পাবে না। কিন্তু ইহারা স্বয়ং ঈশ্বরপদপবিগ্রহপূর্ব্বক লোকের উপর প্রভুত্ব করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। বসুমতী এই সকল নররাক্ষসের ভারে দিন দিন মলিনা ও অবসন্না হইতেছে! কোন্ দিন ভগ্না তরীর ন্যায়, সহসা মগ্না হইবেন, কে বলিতে পারে?

একাধিকশততম সর্গ (সুখের উপায় কি?)

শ্রীরাম কহিলেন, সুখ কি? সুখলাভের উপায় কি, এবং কি করিলেই বা সুখী হওয়া যায়, পুনবায় সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, নরোত্তম! তুমি ধনে, মানে, কুলে, শীলে, রূপে ও গুণে সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টপদবিশিষ্ট রাজর্ষিবরিষ্ঠ মহারাজ দশরথের ঔরসে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার পিতার কোন দিকে কোনরূপ অভাব নাই। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবেবাদি লোকপাল ও দিক্‌পালবর্গও তাঁহার আজ্ঞাবহন করেন। বায়ু তাঁহার আজ্ঞায় প্রবাহিত হয়েন, বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ঈদৃশ উচ্চ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তোমার সুখ নাই। ইহার কারণ কি? তুমি মনে করিলে, এই মুহূর্ত্তেই ত্রিভুবন আয়ত্ত করিতে পার। স্বয়ং যমও তোমাদিগকে ভয় করে; অন্যের কথা কি বলিব? তথাপি তুমি সুখের অন্বেষণ করিতেছ?

শ্রীরাম কহিলেন ব্রহ্মন্! যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার আবার সুখ কি? পিতৃদেব দশরথের কতিপয় সহস্র ভিন্ন পরমায়ু নহে। সুতরাং অবশ্যই তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমিও এইরূপে মরিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় অদ্য, না হয় কল্য, না হয় দশ দিন পরে অবশ্যই মৃত্যু হইবে। এই কথা যখন মনে হয়, তখন রাজাধিরাজ দশরথের পুত্র বলিয়া, অভিমান করিতে বা

সুখী বোধ করিতে ক্ষণমাত্রও অভিলাষ হয় না। আমি বলিয়া নহে; মানুষ যদি বৃথা বিষয়মদে মত্ত না হইয়া, প্রকৃতপথে চিন্তা করে, তাহা হইলে, স্পষ্টই দেখিতে পায়, মৃত্যু ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই। তাহার সুখসম্পত্তি সকলই ফুরাইবে; একমাত্র মৃত্যুই সত্য হইবে। সে যেমন আপনি অবশ্যই মরিবে, তেমনি, যাহাদের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া, অন্নাদিসংস্থান ও সুখের উপায় বিধান করিতেছে, সেই প্রিয়তম পুত্রদারাদি পরিবারেরও কেহই থাকিবে না, অবশ্যই মৃত্যুর উদরসাৎ ও জঠরানলের ইন্ধন হইবে। সুতরাং, তাহার সুখ কি? এইজন্য, জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি উপায়ে সুখলাভ হইয়া থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন। আপনি সাক্ষাৎ সুখবিধাতা পিতামহের পুত্র। লোকের উপকার-বিধান জন্যই ধরাতলে অবতরণপূর্ব্বক তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। আপনার দিব্যজ্ঞানদৃষ্টি সংসারের সর্ব্বত্র অবিহত বিস্তৃত। তৎপ্রভাবে কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই।

বলিতে কি, মানুষ অতীব দুর্ভাগ্য। দেখুন, সে সুখের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার দুঃখের বিরাম নাই। প্রতিদিন পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। ইহা অপেক্ষা তাহার মহাদুঃখ কি আছে? কাল নিয়ত তাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছে। যে ব্যক্তি অন্যের দাস, আত্মবশ নহে; তাহার আবার সুখ কি? সর্ব্বতোভাবে আত্মবশই সুখ এবং পরবশই দুঃখ। মানুষের আত্মবশ্যতা নাই, সে নিয়তই পরবশ। সেইজন্য সে কখনই সুখী নহে, অনবরত দুঃখ ভোগ করে। তাহার সুখের উপায় কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সংসারে যতই লিপ্ত হওয়া যায়, ততই সুখ দূরে পলায়ন করে। কেননা, সংসারে বন্ধন অনেক। পণ্ডিতেরা বন্ধনকেই দুঃখ বলেন। যাহাহউক, আমি সংক্ষেপে সুখলাভের উপায়াদি যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর।

ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুখ এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই সুখলাভের চরম উপায়। অন্যান্য যে সমস্ত উপায় আছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা এই

উপায়ই শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট। বলিতে কি, এই উপায়ই সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বলোকবরণীয়। যে সে ব্যক্তি অনায়াসে এই উপায় অবলম্বন করিতে পারে। তিনি অতিমাত্র বৃহৎ; তাঁহা অপেক্ষা আর কেহ বৃহৎ নাই। এইজন্য তাঁহার নাম ব্রহ্ম। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তদাদি-তদন্তক্রমে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কণামাত্র স্থানও তাঁহা ছাড়া নহে। সুতরাং, যখন যেদিকে যেরূপে যাহাতে দৃষ্টি করা যায়, তখন সেদিকে সেইরূপে তাহাতেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আমাদের জন্ম দিয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, আহার দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়াছেন, তৃষ্ণা দিয়াছেন, পানীয় দিয়াছেন। সুতরাং, তিনিই আমাদের সাক্ষাৎ সুখ। এবং তাঁহাকে জানিতে অভিলাষী হইলেই, আমাদের সুখোৎপত্তি হইবে, ইহা কি আর বলিতে হয়? এই চন্দ্র সূর্য্য তাঁহারই সৃষ্টি। ইহারা না থাকিলে সংসার অন্ধকারে মগ্ন হইত। না জানি কি বিপদই হইত! কিন্তু ইহাদের সৃষ্টি হইয়া, আলোকের আবিষ্কারে সে বিপদের পরিহার হইয়াছে, ইহা একটী সাক্ষাৎ সুখ।

সাধক যখন সুগভীর ধ্যানধারণায় বিনিবিষ্ট হইয়া, একমনে ও একজ্ঞানে ব্রহ্মের ভাবনা করেন, তখন তাঁহার সকল ভাবনার তিরোধান হয়। ঐপ্রকার ভাবনার তিরোধানই পরমসুখ। মানুষ সে সুখের বার্ত্তা অবগত নহে। সে অনবরত বিষয়ের ভাবনা করে। এইজন্য তাহার বিবিধ ভাবনার আবির্ভাব হইয়া, সুখের পথ বোধ করিয়া থাকে। সে রাত্রিতেও যখন গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন ও চৈতন্যশূন্য হয়, তখনও তাহার নিস্তার বা পরিহার নাই। স্বপ্নবশে বিবিধ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার আবেশ হইয়া, তাহাকে জাগ্রৎদশা অপেক্ষাও অধিক বিব্রত করিয়া থাকে! বৎস! অনেকে স্বপ্নাবস্থায় এরূপ ব্যাকুলভাবাপন্ন হয় যে, তার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। ইহা অপেক্ষা বিষয়ের দুরন্ত তাড়না ও দারুণ বিড়ম্বনা আর কি আছে? যাহার জন্য রাত্রিতেও সুখে

নিদ্রা হয় না এবং সমস্ত দিনমান বিবিধ আয়াসে অতিবাহিত হয়, সেই বিষয়চিন্তা কি ভয়ঙ্করী! তথাপি মানুষের চৈতন্য হয় না।

সে ব্রহ্মচিন্তাপরিহারপূর্ব্বক উদয়াস্ত পরিবারচিন্তায় ধাবমান, তজ্জন্য শোকদুঃখ কোন কালেই তাহাকে ত্যাগ করে না। নানা দিকে নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে শতবৃশ্চিকদষ্টের ন্যায়, একান্ত ব্যাকুল করিয়া থাকে। ঐ দেখ, নানাপ্রকার ভয়, সন্দেহ, মোহ, ব্যামোহ, শঙ্কা, বিষাদ, অবসাদ, হাহাকার, অহঙ্কার ইত্যাদি প্রতিভয়াকার উপদ্রব সমস্ত গৃহস্থের গৃহ যেন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে অনর্থময় অর্থের উপার্জ্জনবশে অন্ধপ্রায় হইয়া, দিবারাত্র উন্মত্তপ্রায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। সেইজন্য এইসকল দেখিতে পায় না। এবং দেখিলেও, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহারই নাম অর্থের মোহকারিতা। যাবৎ অর্থের সমাগম, তাবৎ লোকে আপনাকে অমর ভাবিয়া, অথবা ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ভাবিয়া, যথেচ্ছব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। কেহ উপদেশ করিলে, তাহাতে কর্ণপাত করে না। প্রায় সকলেই ভাবিয়া থাকে, অর্থই সংসার। অর্থ না হইলে; জীবন ও জন্ম বৃথা। হায়, ইহারা বিবেচনা করে না যে, অর্থই যদি প্রকৃত সংসার হয়, তাহা হইলে, পশুপক্ষ্যাদি যাহাদের অর্থ নাই, তাহারা সংসারে থাকিতে পারিত না! অথবা, যে সকল ঋষি বা সন্ন্যাসী একবারেই অর্থপরিহার করিয়াছেন, তাঁহারাও এতদিন সংসার হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেন। ফলতঃ অর্থ মানুষেরই কল্পনা। যাহাতে তাহার প্রয়োজন, তাহাকেই সে অর্থ বলে। বৎস! পরমার্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিলে, কিছুতেই আর প্রয়োজন থাকে না। তখন অর্থ আপনা হইতেই নিরর্থক হইয়া উঠে। যে দেশে কেবল নগ্নক্ষপণকের বাস, সে দেশে যেমন রজকের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ, পরমার্থপথের পথিক হইলে, কখনও অনর্থময় অর্থের কোনই আবশ্যকতা হয় না। জ্ঞানযোগের উদয় হইলে, যেমন

ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন পরিহৃত হয়, পরমার্থরূপ প্রশস্ত পন্থা অবলম্বন করিলে, তদ্রূপ অর্থের আবশ্যকতা আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়।

পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থ ও অনর্থ উভয়ই এক কথা। কেননা, অর্থের জন্যই সংসারে বিবিধ বিপদ ও বিবিধ ক্লেশের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সুখের পথও রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই অর্থের জন্য পরম আত্মীয়ও পরম শত্রু হইয়া থাকে। পিতা অপেক্ষা পুত্রের ও পুত্র অপেক্ষা পিতার আত্মীয় কে আছে? কিন্তু এই অর্থের জন্য তাঁহাদের মধ্যেও মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি এবিষয় তোমায় বারংবার বলিয়াছি। তুমিও ইহা বিদিত আছ। ফলতঃ অর্থের ব্যবহার বিরহিত হইলেই, সংসারে পরমার্থপথ পরিষ্কৃত ও মুক্তিমার্গ আবিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। যাবৎ প্রয়োজন, তাহাতেই যদি লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে, ভদ্রস্থতালাভের সম্ভাবনা। বাস্তবিক, আদিপুরুষ ভগবানের ইহাই নিয়তি যে, লোকে যাবৎ-প্রয়োজন অর্থের ব্যবহার করিবে। যেখানে ইহার ব্যভিচার, সেইখানেই নানাপ্রকার অত্যাচার ও বিপদ্‌ভার আপতিত হইয়া থাকে। অর্থের জন্য দিবসে যেমন লোকের বিশ্রাম নাই, রাত্রিতেও তেমনি নিদ্রা হয় না এবং মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল, চঞ্চল ও অস্থিরভাবাপন্ন। বোধ হয়, কে যেন এই মুহূর্ত্তে কেশে গ্রহণ করিয়া, বধ্যস্থানে লইয়া যাইবে, অর্থী ব্যক্তি সর্ব্বদাই প্রায় এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করে। যাহার যে দ্রব্যে প্রয়োজন নাই, সে তাহাতেও অপরিহার্য্য প্রয়োজন বোধ করিয়া, তাহা পাইবার জন্য নিতান্ত লোলুপ ও ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং না পাইলে, আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অকৃতার্থ বোধ করে। বৎস! এই রূপেই প্রতারণা, বঞ্চনা, বিড়ম্বনা, শঠতা, মিথ্যা, দস্যুতা, তস্করতা ও চৌর্য্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

হায়! অন্ধ, অসার, অপবিত্র ও অধম মানুষ জানে না যে,

যোগবল আশ্রয় করিলে, সংকল্প বা ইচ্ছা মাত্রেই বিনা আয়াসে ও বিনা ব্যাঘাতে সরল পথে ইন্দ্রের আধিপত্যও ভোগ করিতে পারা যায়, পৃথিবীর সামান্য অর্থের কথা কি বলিব? অথবা, ব্রহ্মই সকলের চরম স্থান ও চরম সীমা। তাঁহাতেই সকল অর্থের, সকল সম্পদের, সকল বিষয়ের, সকল বিভবের, সকল ঐশ্বর্য্যের, সকল সুখের, সকল স্বার্থের ও সকল অভীষ্টের অবসান বা অন্তর্ভাব। কেননা, তাঁহা হইতেই এই সকলের উদ্ভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সুতরাং, তাঁহাকে পাইলেই, এই সকলের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ কি? যাহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া, একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্তি কামনা করে, তাহাদের সকল সম্পদই সংঘটিত হয়। তোমার ন্যায়, বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানবিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধিক বলা বাহুল্য।

বলিতে কি, ব্রহ্মপ্রাপ্তির চেষ্টায় ধাবমান হইলেই, সুখের সোপান উদ্ভাবিত হয়। যাহারা দিনান্তেও কিয়ৎক্ষণের জন্য ব্রহ্মের চিন্তা করে, তাহাদের মন যে তাৎকালিক পবিত্রতা ও সুখবৈচিত্র্য ভোগ করে, ইহাই এবিষয়ের প্রমাণ। বৎস! বিষয়ের চিন্তায় ধাবমান হইলে, মনে যেরূপ নানাপ্রকার ভাবনার আবির্ভাব হইয়া, আত্মাকে ব্যতিব্যস্ত করে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। কত লোক বিষয়ের জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাও তুমি বিশিষ্ট রূপে বিদিত আছ। কিন্তু পরমার্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সকল চিন্তার অবসান হয়। এইজন্য ব্রহ্মের নাম চিন্তাময়। তিনিই সর্ব্বস্ব। এইজন্য তাঁহাকে ভাবিবার সময় অন্য চিন্তার পরিহার হইয়া থাকে। তুমি এই বসিয়া আছ, কথা কহিতেছ, তোমার মনে নানা চিন্তার বিস্তার হইতেছে। এই মুহূর্ত্তে পরমাত্মার চিন্তা কর, সকল চিন্তার বিরাম হইয়া, তোমার নিরতিশান্তি সংঘটিত হইবে। এবিষয় প্রত্যক্ষ, কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। নিজেই যাহা জানিতে পারা যায়, তজ্জন্য কাহারও দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে হয় না।

ফলতঃ, মানুষের বুদ্ধি নাই। সেইজন্য সে সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, দুঃখের রাশি সংগ্রহ করে; প্রকৃত সুখ কোন কালেই প্রাপ্ত হয় না।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ (ব্রহ্মভাবনা)।

শ্রীরাম কহিলেন, অধুনা আপনি ঐন্দবোপাখ্যানসংহিতা কীর্ত্তন করুন, স্বয়ং পিতামহ যাহা আপনাকে বলিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে আমি কোন সময়ে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই দৃশ্য পদার্থ সকল কি রূপে উৎপন্ন হয়?

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! জল যেমন তরঙ্গ ও আবর্ত্তাদি রূপে বিস্তৃত হয়, একমাত্র মনই তেমনি জগদ্ভাবধারণপূর্ব্বক এই সকল দৃশ্য রূপে আবির্ভূত হয়।

আমি একদা প্রলয়নিশার অবসানে জাগরিত হইয়া, প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্ত সুবিশাল গগনতলে দৃষ্টিযোজনাপূর্ব্বক যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, অবলোকন করিলাম, একমাত্র অসীম আকাশ বিরাজ করিতেছে; অন্ধকার বা আলোক কিছুই নাই। আমি সেই আকাশেই সৃষ্টি করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, তন্ময় চিত্তে শুদ্ধ সূক্ষ্ম চেতনামাত্র সহায়ে দ্রষ্টব্য বস্তুসকল পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আমার অনুরূপ দশ দশ জন ব্রহ্মা পদ্মকোষমধ্যে রাজহংসে আরোহণ করিয়া, বিষ্ণু প্রভৃতির ব্যবস্থিতির দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যাঘাতরহিত ও তৎসৃষ্টিসমূহে বিরাজমান হইতেছেন। ঐ সকল সৃষ্টির স্থানে স্থানে নদী সকল প্রবাহিত, সূর্য্যের উষ্ণস্পর্শ কিরণরাজি বিরাজিত, সমীরণ প্রস্ফুরিত, স্বর্গে দেবগন, মর্ত্ত্যে মানবগণ ও পাতালে ভোগিগণ ক্রীড়ানিরত এবং শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুসকলের যথাযথ পর্য্যায়ক্রমে বসুন্ধরা ফলকুসুমে ভূষিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ভোগমোক্ষের

ফলার্থী প্রাণিগণ অভীষ্ট বিষয়কামনায় যথাযোগ্য যত্ন করিতেছে। যাহাতে ব্যবহার অনুসারে স্বর্গনরকফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে, সেই শুভাশুভবিধায়ক স্মৃতিগ্রন্থসকল সকল বর্ণেই সন্নিবিষ্ট আছে। সপ্ত লোক, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত পর্ব্বত প্রস্ফুরিত হইতেছে। তমঃপটল কোথাও লীন, কোথাও স্থিরভাবে অধিষ্ঠিত এবং কোথাও বা তেজের সহিত মিলিত হইতেছে। বিকসিত তারকা-স্তবক-সমলঙ্কৃত নীলবর্ণ নভোমণ্ডলে মেঘমালা সুকেশর নীলোৎপলদলে ভ্রমররাজিবৎ বিচরণ করিতেছে। ত্রিপথগামিনী ভগবতী ভাগীরথী জগতের যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ও নির্ম্মল চন্দ্রলেখার ন্যায়, প্রস্ফুরিত হইতেছেন। বিদ্যুদ্দাম-পরিরঞ্জিত মেঘমণ্ডল বায়ুভরে অনায়ত্ত হইয়া, কখন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত, কখন ছিন্ন ভিন্ন ও কখন বা প্রাদুর্ভূত হইতেছে। সুর, অসুর ও মনুজগণ, উদুম্বরে মশকের ন্যায় ভুবনবিবরে বিরাজ করিতেছে। কাল অতর্কিত সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করতঃ কলা-কাষ্ঠাদিরূপে বহমান হইতেছে।

বৎস! বিশুদ্ধ চিত্ত সহায়ে এই সকল দর্শন করিয়া আমার অতিমাত্র বিস্ময় প্রাদুর্ভূত হইল। কেননা, পূর্ব্বে যাহা মাংসময় চক্ষুতে দেখি নাই, মন দ্বারা সেই অপ্রতিম মায়াজাল শূন্যে অবলোকন করিলাম। অনন্তর আমি শূন্যে দৃষ্ট ঐ সকল সৃষ্টি হইতে একতর সূর্য্যকে আনয়নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেবদেবেশ! তুমি কে? কোন্ ব্যক্তিই বা এই সকল জগৎ সৃষ্টি করিলেন? যদি জানা থাকে ত বল।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার করিয়া, উদার বাক্যে কহিলেন, হে সর্ব্বগ! হে ঈশ্বর! হে মহাত্মন্! আপনি এই দৃশ্য বিশ্বজগতের কারণ। তথাপি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অবধান করুন। আপনার কল্প-নামক দিবসে ভবদীয় মরীচিপ্রমুখ পুত্রবান্ তনয়গণ সুবর্ণজটের বিনাশার্থ যে উৎকৃষ্ট মণ্ডল কল্পনা করেন, ইন্দুনামক কোন ব্রাহ্মণ

সেই মণ্ডলে বাস করিতেন। তিনি পরমধর্ম্মপরায়ণ, শান্তস্বভাব, বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য এবং কশ্যপবংশে সমুৎপন্ন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। তজ্জন্য তিনি খিন্ন চিত্তে সস্ত্রীক কৈলাসাচলে গমন করিয়া, সলিলমাত্রভক্ষণপুরঃসর ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিবাবসানে গণ্ডূষমাত্র জল পান করেন।

এই রূপে স্পন্দহীন বৃক্ষের ন্যায়, অবস্থান করতঃ, তপস্যা করিতে করিতে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ পর্য্যবসিত হইলে, দেবদেব মহাদেব তুষারধবল-বৃষভারোহণে তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিপ্রদম্পতী পরম ভক্তিভরে সেই সোমার্দ্ধশেখরকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাদেব প্রীতিপ্রকাশপুরঃসর বরদানে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভগবন্! সদ্‌গুণ ও সদাচারসম্পন্ন অসামান্য-ধীশক্তিবিশিষ্ট দশটী পুত্র দান করিয়া, আমার শোকাপনোদন করুন। বৎস! মহাবপু মহেশ্বর তাহাই হইবে বলিয়া; অন্তর্দ্ধান করিলে, বিপ্রদম্পতী প্রীতিভরে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী যথাকালে গর্ভ ধারণ করিয়া, প্রতিপচ্চন্দ্রলেখাসদৃশ পরমসুন্দর দশ পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রেরা সপ্তমবর্ষ বয়সেই বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলস্থ গ্রহবৎ শোভমান হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকালাবসানে পিতা মাতা উভয়েই পরলোক গমন করিলে, পুত্রেরা খিন্ন চিত্তে গৃহত্যাগী ও কৈলাসবাসী হইয়া পরস্পর উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? কি করিলে শ্রেয়োলাভ ও পরিণাম সুখদায়ক হইবে? হে ভ্রাতৃগণ! আমি কি, তুমি কি এবং এই সকল লোকের ঐশ্বর্য্যই বা কি? দেখ, ইহাদের অপেক্ষা গ্রামাধিপতি, গ্রামাধিপতি অপেক্ষা দেশাধিপতি ও দেশাধিপতি অপেক্ষা মণ্ডলাধিপতি সমধিক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। আবার, ইন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু তিনিও প্রজাপতির মুহূর্ত্তমাত্রস্থায়ী। অতএব, প্রলয়েও বিনষ্ট হয় না, এমন কোন বস্তু জগতে আছে কি না? জ্যেষ্ঠ

কহিলেন, আমার বিবেচনায় একমাত্র ব্রহ্মই সেই বস্তু। কোন কালেই তাঁহার বিনাশ নাই। তখন অন্যান্যেরা তাঁহারে কহিলেন, ভ্রাতঃ! কি রূপে আমরা সেই সর্ব্বদুঃখবিনাশন-পদ্মাসন-ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিব? জ্যেষ্ঠ কহিলেন, আমিই সেই পরমতেজস্বী ব্রহ্মা এবং আমিই চিত্ত দ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করি। এইপ্রকার জ্ঞান তোমাদের হৃদয়ে নিরূঢ় হউক। তখন ভ্রাতৃগণ সকলে ধ্যান-ধারণাসহকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমিই সমস্ত সংসারের মহেশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আমিই কর্ত্তা ও ভোক্তা। সমুদায় মহর্ষি, সমস্ত বেদ, গায়ত্রী, শিক্ষা, কল্প, পুরাণ, সরস্বতী, সমুদায় লোক ও লোকপাল, সিদ্ধবর্গ, মানবগণ, সমস্ত পর্ব্বত, দ্বীপ, সাগর, বন, দৈত্যদানবপূর্ণ পাতালবিবর, গ্রহতারাদিসুশোভিত গগন-মণ্ডল, সমস্ত রাজার শ্রেষ্ঠ ও ত্রিলোকীর পালয়িতা মহাবাহু ইন্দ্র, প্রভূতকিরণশালী দ্বাদশ আদিত্য এবং অন্যান্য লোক সকল আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সমস্ত প্রজা আমাতেই প্রাদুর্ভূত, তিরোহিত, বিরাজিত ও নিপাতিত হইতেছে। আমিই সৃষ্টি-সংহারের কারণ এবং আমিই সংবৎসররূপে জাত ও যুগরূপে পরিণত পরমপূর্ণাত্মা পরমেশ্বর।

বৎস! ভ্রাতৃগণ দৃঢ়াসনে উপবেশন ও একাগ্রতা সাধনপূর্ব্বক এইপ্রকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের ইতরবৃত্তি সকল বিগলিত ও অন্তঃকরণ পরম নির্ম্মলভাবে পরিণত হইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ (কর্ম্মস্বরূপনিরূপণ।)

সূর্য্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই মহাড়ম্বরপূর্ণ জগৎ ঐ দশজন ব্রহ্মার চিত্তবিভ্রমস্বরূপ; বাস্তবিক কিছুই নহে। জলে তরঙ্গ যেমন উঠিয়াই লীন হয়, ইহাও তদ্বৎ; যেখান হইতে আসিয়াছে, সেই-খানেই যাইবে। ফলতঃ, জল ও তরঙ্গ পরস্পর ভিন্ন নহে।

ব্রহ্ম ও জগৎ তদ্বৎ। যেমন জলও তরঙ্গ এবং তরঙ্গও জল; তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎ এবং জগৎও ব্রহ্ম।

ভানু এইপ্রকার কহিয়া, বিনিবৃত্ত হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক, কহিলাম হে সূর্য্য! আমি আর কি সৃষ্টি করিব, বল! এই দশজন ব্রহ্মা বিদ্যমানে আমার সৃষ্টিতে প্রয়োজন কি?

ভানু কহিলেন, আপনি নিশ্চেষ্ট ও ইচ্ছাবিহীন। এই সৃষ্টি আপনার বিনোদমাত্র। আপনার আসক্তি নাই ও উদ্যম নাই; কেবল বিনোদনজন্যই জগতের সৃষ্টি করেন। যাহারা আসক্তিশূন্য হইয়া, কর্ম্ম করে, তাহারা তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হয়। ধীমান ব্যক্তিরা কর্ম্মত্যাগের অভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করেন। অতএব কামনাত্যাগপূর্ব্বক যথাযথ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আসক্তিসহকারে প্রবৃত্ত হইলে, সেই ফলে বঞ্চিত হইতে হয়। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। দেখুন, আসক্তির সমান বন্ধন নাই। আসক্তি হইতে দুরাকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়। এই দুরাকাঙ্ক্ষাদোষে আক্রান্ত হইলে, লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি-লোপ হইয়া থাকে। বুদ্ধিলোপ হইলে, কি রূপে যথাযোগ্য কর্ম্ম করিতে পারা যায়? যে যেরূপ কার্য্য করে, তাহার সেইরূপ ফল লাভ হয়। একরূপ কার্য্যের কখনও অন্যরূপ ফল লাভ হয় না। আসক্তিপর লোকের ইহা জ্ঞান নাই। তাহারা দুরাকাঙ্ক্ষার বশ হইয়া, অসাধ্য কার্যের অনুষ্ঠান করে। এইজন্য পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন যে, সকল কার্য্যেই আসক্তি ত্যাগ করিবে। কেননা, কার্য্যসিদ্ধির যতপ্রকার অন্তরায় আছে, আসক্তি তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

ভগবন্! কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা করা যায়, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে। চিত্ত দ্বারা কৃত বিষয় কদাচ বিনষ্ট হয় না। মন যেমন, পুরুষ তদনুরূপ হইয়া থাকে। কোন মতেই ইহার ব্যভিচার হয় না।

চতুরধিকশততম সর্গ (মনস্তত্ত্ব-কাম-বিকার)।

ভানু কহিলে, ভগবন্! মনই জগতের কর্ত্তা ও মনই হিরণ্য-গর্ভনামক পরমপুরুষ এবং মনই সকল কার্য্য করে, শরীর নহে। মনের দ্বারা যাহা ভাবা যায়, তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়; ব্রহ্মভাবনা করিলে, ব্রহ্ম হওয়া যায়, দেহ ভাবনা করিলে, দেহ পাওয়া যায় এবং দেহ ভাবনা না করিলে, জন্মমরণাদিরূপ দেহধর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যাহারা দেহাদি অসার বিষয়কেই আত্মা বলিয়া বোধ করে, তাহারাই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে বাহ্যদর্শী বলে। যাঁহারা অন্তর্দ্দর্শী, তাঁহাদের দেহে প্রিয়াপ্রিয় জ্ঞান নাই। তাঁহাদের পক্ষে এই দেহ থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা। এবিষয়ে অহল্যেন্দ্রসংবাদ নামে এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে মগধরাজ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তদীয় পুরে ইন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণকুমার বাস করিতেন। তিনি কাম-বিদ্যাবিশারদ ও কামুকপ্রধান। রাজমহিষী কমললোচনা অহল্যা একদা কথাপ্রসঙ্গে দেবরাজের সহিত অহল্যার প্রণয়ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তদবধি সেই পুরস্থিত ইন্দ্রের প্রতি প্রীতিমতী ও আসক্তা হইলেন। তাঁহার আহারনিদ্রাত্যাগ হইল। তিনি দিন দিন ক্ষীণ ও সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন এবং যাহাতে ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, আর কোথাও যাইতে না পারেন, তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্ব্বিষহ বিরহানলে অহরহ তাঁহার অন্ত-র্দ্দাহ হইতে লাগিল। মৃণাল ও কদলীপল্লবের সুশীতল আস্তরণেও শয়ন করিয়া, তিনি দারুণ সন্তাপবোধ অনুভব করেন। রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যও তাঁহার আর সুখোৎপাদনে সমর্থ হইল না। যেন কোন দুর্নিবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এই রূপ ভাবে দিবারাত্র যাপন করেন। কামের অসাধ্য কিছুই নাই। দুরাচার দুর্ব্বুদ্ধি মদন যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার সহজ শরীরেও ঘোর সান্নিপাতিক

বিকার উপস্থিত হয়। সামান্য কুলবালা অবলার কথা কি, মহা মহা শূরবীরগণও কামের তাড়নায় কীটবৎ অতি হেয় দশায় নিপতিত হয়। মহিষী বিনা সন্তাপেও সন্তাপ বোধ ও বিনা অসুখেও অসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইপ্রকার অকারণ যন্ত্রণা উৎপাদন করাই কামের স্বভাব। নিদাঘসময়ে সরোবর-সলিল সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ করে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলে, শফরী যেমন চঞ্চল ও খিন্ন হয়, মহিষীর ততোধিক দশা উপস্থিত হইল। তিনি সমস্ত পৃথিবী তন্ময় দেখেন। সর্ব্বদাই ইন্দ্র ইন্দ্র এইপ্রকার প্রলাপকথা প্রয়োগ করেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শয়ন নাই, বিহার নাই। যেন অতি দীনহীন দরিদ্রার ন্যায় অনবরত দুঃখ শোকে পূর্ণ ও জড়ভাবাপন্ন। ক্রমে লজ্জাত্যাগ ও নিতান্ত অধীর দশার সঞ্চার হইল এবং উন্মাদেরও লক্ষণ আবির্ভূত হইল। সমস্ত দিন সেই ব্রাহ্মণকুমারের চিন্তা করিয়া ও সমস্ত রাত্রি তাঁহার উদ্দেশে জাগরণ করিয়া যাপন করেন। তজ্জন্য কৃশদেহ আরও কৃশ হইল।

ইহারই নাম কামবিকার। কোন্ দেবতা এই বিকারের সৃষ্টি করিয়াছেন, বলা যায় না। মানুষমাত্রেই প্রায় এই বিকারে অল্প বা অধিক পরিমাণে আচ্ছন্ন। তজ্জন্য দিবারাত্র স্ত্রীসেবা করিয়া, জীবনকে আরও ভারাক্রান্ত করিয়া থাকে। লোকের যে পুত্রকন্যাদিরূপে সংসারবিস্তৃতি হইয়া, তাহাকে আরও বদ্ধ ও অবসন্ন করে, এই কামবিকারই তাহার কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃদ্ধগণও এই বিকারের পরিহারে সমর্থ নহে। জরায় শরীর অবসন্ন, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, যষ্টিমাত্র অবলম্বন, হস্তপদ অবশ ও অনায়ত্ত, এরূপ অবস্থাতেও বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রণয়যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা ঘৃণ্য, জঘন্য ও নগণ্য ব্যাপার আর কি আছে! কুক্কুর কুক্কুরীর প্রতি যে বৃদ্ধাবস্থাতেও ধাবমান হয়, সে পশুভাব; কিন্তু মানুষ বৃদ্ধাবস্থাতেও যে কামরাগে বিহ্বল ও মত্ত হয়, তাহার নাম কীদৃশ ভাব, বলিতে পারি না।

কামের বিচার নাই। সেইজন্য সে বাল, বৃদ্ধ, যুবা সকলকেই সমভাবে আক্রমণ করে এবং সেইজন্য কামাতুর ব্যক্তিমাত্রেই বিহ্বল ও বিচারবিহীন হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অশীতিপ্রকার কামকলা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে কামাতুর ব্যক্তির আশিপ্রকার অবস্থা হয়। সকল অবস্থাই সমপরিমাণে ঘৃণ্য। এবিষয়ে রাজা মহারাজ, উচ্চ নীচ প্রভেদ নাই। সঘৃত পলান্ন ভক্ষণ করিলেও, যেমন কামের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, শাকাহারেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। দরিদ্র ও ধনী উভয়ই সমান কামুক এবং কামাতুর হইলে, উভয়েই বিহ্বল ও বিকৃত হইয়া থাকে।

কাম মূর্ত্তিমান্ মহারোগ ও সাক্ষাৎ জ্বলমান হুতাশন এবং প্রখর হালাহল অপেক্ষাও সাংঘাতিক ও বিপদ্‌পূর্ণ। এইজন্য, পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ কামত্যাগের উপদেশ করিয়া থাকেন। কামহীনই সুখী। বৎস রামভদ্র! তুমি সর্ব্বথা কামহীন হইবে। কামহীন হওয়া অপেক্ষা সংসারে সৌভাগ্য আর নাই। কেননা, কামহীনের কোনই বিপৎপাতের সম্ভাবনা নাই। সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুস্থ, সুরক্ষিত, সন্তুষ্ট ও সচ্ছন্দ, সন্দেহ নাই।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ (মনই সংসারের সর্ব্বস্ব)।

ভানু কহিলেন, রাজমহিষী অহল্যা দিবারাত্র কামবিকারে অভিভূত হইয়া, এই রূপে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আন্তরিক সন্তাপভার প্রকটিত করেন। কেহ কিছু বলিলে, উত্তর দেন না। কামের তাড়নায় চিত্রিতের ন্যায়, সর্ব্বদাই স্থির নিশ্চল বসিয়া, কেবল সেই ব্রাহ্মণকুমারেরই চিন্তা করেন। ঐ ব্রাহ্মণকুমারই তাঁহার তপ, জপ ও ধ্যান। স্বামীর প্রতি আর ভক্তি নাই; গুরুজনে আর শ্রদ্ধা নাই; গৃহে আর মমতা নাই; কোন বিষয়ে আর প্রবৃত্তি নাই; আত্মীয় স্বজনে আর প্রীতি নাই এবং আত্মার প্রতিও আর অনুরাগ নাই। মন সর্ব্বদাই উদাসীনভাবে পূর্ণ।

অথবা দুর্ব্বৃত্ত মদনের শাসনই এই রূপ। কুলবতী ব্যভিচারিণী হইলে; এই কারণেই রাক্ষসী, পিশাচী ও সর্পিণী অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্করী ও সর্ব্বনাশিনী হইয়া থাকে।

ফলতঃ, প্রবল বায়ুবশে অনায়ত্ত হইলে, নৌকাকে আয়ত্ত করা যেরূপ দুঃসাধ্য, মন মদনোন্মাদে আচ্ছন্ন হইলে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করাও তদ্রূপ কঠিন। বহু সাধন, বহুভাগ্য ও বহু পুণ্যবল সহায় না হইলে, এই সাংঘাতিক বিপদে পরিহার, প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে এই বিপদে পতিত হইয়া, পুনরায় আর উত্থান করিতে পারে না। তাহাতেই তাহাদের জীবনান্ত সংঘটিত হয়। রাজ মহিষীরও তদনুরূপ ঘটনার উপক্রম হইল। স্রোতোমুখনিপতিত তৃণের ন্যায়, তাঁহার মন কিছুতেই স্থিরপদে প্রতিষ্ঠিত হইল না।

তদীয় অন্যতর বয়স্যা এই ঘটনা দর্শন করিয়া, উল্লিখিত আগন্তুক বিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং রাজমহিষী সমস্ত আনুপূর্ব্বিক তাহার গোচর করিলে, সে কহিল, আমি শীঘ্রই আপনার হৃদয়চোরকে আনয়ন করিব; আপনি উৎকণ্ঠা ত্যাগ করুন। মহিষী নিতান্ত বিহ্বলা ও ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া, বয়স্যার পদযুগলে পতিতা হইলেন।

বয়স্যা তাঁহার এইপ্রকার ম্রিয়মাণ অবস্থার চরমসীমা দর্শন করিয়া, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, ভাবিয়া, রজনীর সমাগমে ব্রাহ্মণকুমারের নিকট গমন ও তাঁহাকে বিহিতবিধানে প্রবোধিত করিয়া মহিষীর নিকট আনায়ন করিল। রাজমহিষী অহল্যা প্রিয়তমসমাগমে নিতান্ত উল্লাসিনী হইয়া, মনোহর মাল্য, হার ও অঙ্গদাদিতে বিভূষিত ও দিব্যচন্দনাদিতে বিলেপিত হইলেন। অনন্তর কুসুমশরের বশীভূতা হইয়া, কোন গুপ্তগৃহে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুমারের সহবাসে মধুবন-লীলারসে মগ্ন হইলেন। তিনি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য, সমস্ত জগৎ তন্ময় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাদৃশ অসীম-গুণসাগর স্বামী নিতান্ত নির্গুণবৎ তাঁহার হৃদয়ে আর স্থান প্রাপ্ত হইলেন না।

অথবা, চক্ষুর পীড়া জন্মিলে, যেমন সূর্য্যের প্রখর আলোককেও অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, মন দূষিত হইলে তেমনি গুণকেও অগুণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ব্যভিচার সাক্ষাৎ দোষস্বরূপ। এই জন্য ব্যভিচারমার্গে প্রবৃত্ত স্ত্রী পুরুষমাত্রেই নিতান্ত দূষিতচিত্ত ও দুষ্টস্বভাব হইয়া থাকে। বলিতে কি, অনেক ব্যভিচারিণী রমণী স্বহস্তে স্বামিহত্যা করিয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। ব্যভিচারী পুরুষও এই প্রকার হত্যামুখ হইয়া থাকে।

রাজা সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিয়ৎকালাবসানে রাজ্ঞীর মুখদর্শনে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তিনি পরপুরুষে অনুরাগিণী হইয়াছেন। এই অনুরাগ ক্রমে এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, রাজ্ঞী প্রকাশ্যভাবেই ব্রাহ্মণকুমারের সহিত বিবিধ বিহারকৌতুকে মগ্ন হইলেন। এইদুর্নয়ঘটনা রাজার অতিমাত্র কর্ণপীড়া সমুদ্ভাবিত করিল। তিনি বিবিধরূপে তাহাদের পীড়ন করিতে লাগিলেন। একদা শীতকালে উভয়কে জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহাদের সন্তোষ ভিন্ন কিছুমাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হইল না। তদবস্থায় তাহারা রাজাকে উপহাস করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা উভয়কে পুনরায় অত্যুষ্ণ ভর্জ্জনপাত্রে নিপাতিত, মাতঙ্গের পাদাগ্রে জড়িত ও কশাহত করিলেন। তথাপি তাহারা কিছুমাত্র খিন্ন হইল না।

রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কহিল, রাজন্! মনই সুখ দুঃখ বোধের কারণ। আমাদের মন পরস্পরে এরূপ আসক্ত যে, আমরা নিজের স্থিতিও অনুভব করিতে সমর্থ নহি। ফলতঃ, আমাদের মন নিঃশঙ্ক; তজ্জন্য আপনার শাসন আমাদের শঙ্কাসমুদ্ভাবনে সমর্থ নহে। বলিতে কি, শরীর কর্ত্তন করিলেও, আমরা কিছুমাত্র মুগ্ধ হই না।

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন, রাজন্! আমি যেমন সমস্ত জগৎ আমার এই দয়িতাময় জ্ঞান করিয়া, বিনাশনদুঃখে দুঃখিত নহি, আমার এই দয়িতাও তদ্রূপ জগৎকে আমারই স্বরূপজ্ঞানে

কিছুতেই ব্যাকুলা নহে। ফলতঃ, মন না থাকিলে, সুখে যেমন সুখ বোধ হয় না, দুঃখেও তেমনি দুঃখ জন্মে না। আমাদের মন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, পরস্পরের অধীন হইয়াছে। তজ্জন্য আমাদের জড়ভাব উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্যই আপনার শাসন ব্যর্থ হইতেছে। আমি মনোমাত্র, এই দেহ মনেরই বিস্তারমাত্র এবং মনই প্রধান পুরুষ। এই মনকে কেহ ভেদ বা ছেদ করিতে পারে না। দেহ বিশীর্ণ হউক বা না হউক, মন যেমন, তেমনি থাকে। মন অভীষ্ট বিষয়ে একান্ত আবিষ্ট ও তন্ময় ভাবে নিবিষ্ট হইলে, দেহের কোনপ্রকার ভাবাভাবই তাহাকে ব্যাহত করিতে পারে না। তীব্রবেগশালী মন সহায়ে যাহা ভাবা যায়, তাহাই স্থির রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরের চেষ্টায় কখনও এরূপ হয় না। অভীষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত বর বা শাপাদিতেও বিচলিত হয় না।

রাজন্! এই অসিতাপাঙ্গী ললনা দেবীর ন্যায়, আমার হৃদয়কোষে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন এবং ইনিই আমার জীবিতেশ্বরী। ইহার সহবাসে থাকিলে, কোন দুঃখেই দুঃখ বোধ হয় না। অনল মধ্যেও ইহাঁর আলিঙ্গনে যার পর নাই শীতল হইয়া থাকি। আমি ইহার প্রতি এরূপ আসক্ত যে, যন্ত্রশত দ্বারাও বিচলিত হইবার নহি। মনই শরীরের কারণ; শরীর সকল বৃথা সমুৎপন্ন এবং মনই জগতের আদিকারণ, জানিবেন। শরীর মনেরই সংকল্পমাত্র। অহং অভিমানে আবির্ভূত হইলেই, মনের শরীর ফলিত হয়। তদ্ভিন্ন কিছুই ফলিত হয় না। মনই সূক্ষ্ম অঙ্কুর রূপে পল্লববিশিষ্ট দেহরূপ বৃক্ষের সমুদ্ভাবন করে। পল্লব ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, অঙ্কুরক্ষয় হয় না; কিন্তু অঙ্কুরের ক্ষয় হইলে, পল্লবের ক্ষয় হইয়া থাকে। দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মন অন্য দেহ বিস্তার করে; কিন্তু মনের ক্ষয় হইলে, শরীরের আর কিছু করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব আপনি সর্ব্বতোভাবে রত্নবৎ সযত্নে মনের রক্ষা করুন। বলিতে কি, আমি তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত সকল দিকেই এই হরিণনয়নাকে দর্শন করিয়া, তজ্জন্য বিপুল আনন্দ-

সন্দোহ সম্ভোগ করিতেছি। এই রূপে আমার মন সমস্ত বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিয়া, ইহাতেই আসক্ত হওয়াতে, আপনার শস্ত্রাদি-প্রহারেও আমার অণুমাত্র অসুখ অনুভূত হইতেছে না।

ষড়ধিকশততম সর্গ (মনস্তত্ত্ব)।

ভানু কহিলেন, ব্রহ্মন্! তাহারা এইরূপ কহিলে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পার্শ্বে উপবিষ্ট ভরতকে কহিলেন, আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ। এই দুরাচার ইন্দ্র আমার দারহরণ করিয়াছে। অবধ্যের বধ ও বধ্যের পরিহার করিলে, যে পাপ হয়, তদ্বৎপাপপরায়ণ এই দুরাত্মাকে অভিশপ্ত করুন।

ভরত এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, দুরাত্মার পাপপর্য্যালোচনা-পুরঃসর কহিলেন, রে দুর্ম্মতে! এই ভর্ত্তৃদ্রোহকারিণী দুর্ভাগিনী অহল্যার সহিত তুই বিনাশ প্রাপ্ত হ।

তখন অহল্যা ও ইন্দ্র রাজা ও ভরতকে কহিলেন, যাহারা দুশ্চর তপস্যার ক্ষয় করে, তাহাদের শাপে আমাদের কি হইতে পারে? আমরা মনোমাত্র; সুতরাং দেহবিনাশে আমাদের বিনাশ হইবে না। মন সূক্ষ্ম, চিন্ময় ও দুর্লক্ষ্য; উহাকে বিনাশ করা সাধ্য কি? বলিতে বলিতে সেই পরস্পর তন্মনস্ক দম্পতী ভরতের শাপে বৃক্ষভ্রষ্ট পল্লববৎ পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমে মৃগ ও পরে বিহঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর বহুজন্মপর্য্যবসানে তপস্বী ব্রাহ্মণদম্পতী হইয়া, অবতরণ করিল। ভরতের শাপে তাহাদের শরীরমাত্র বিকৃত হইয়াছিল, মনের কিছুই হয় নাই!

ব্রহ্মন্! আমি এই কারণেই বলিতেছি, মন দুরভিভাব্য মুনিশাপেরও গ্রাহ্য বা ভেদ্য নহে। মনই জগতের কর্ত্তা ও মনই প্রধান পুরুষ। দ্রব্য, ঔষধ ও দণ্ডসহায়ে যাহা করা যায়, তাহাও মন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মণির ন্যায় প্রতিবিম্বস্বরূপ মনকে বিনাশ করা কাহারও সাধ্য নহে। চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও পরা-

কাশ, ইহাদের অন্ত নাই। আপনি স্বকীয় চিত্তাকাশে এক বা বহু সর্গ স্থাপন করিয়া, প্রজাসৃষ্টিপ্রসঙ্গে স্বেচ্ছানুসারে আত্মাতে অবস্থান করুন। ইন্দুতনয়েরা আপনার কি করিবেন?

ব্রহ্মা কহিলেন, আমি ভানুর এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তানন্তর কহিলাম, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। আমি অভিমত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। হে ভানো! অধুনা তুমিই আমার সেই সৃষ্টিতে প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু হইয়া, আমার অভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

ভানু আমার এই কথা শুনিয়া, আত্মাকে দুই ভাগ করিয়া, এক দেহে সূর্য্যরূপে দিবসাবলী বিস্তার ও অন্য দেহে মনুরূপে আমার অভিমত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৎস! আমি এই তোমার নিকট মনের স্বরূপ, কার্য্য ও শক্তি কীর্ত্তন করিলাম। এই মন যে যে রূপে প্রতিভাত হয়, সেই সেই রূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই কারণে যে যাহা মনে করে, সেই তাহা করিতে পারে। প্রতিভাসনই মনের স্বভাব এবং ইহার প্রতিভাসনই দেহাদি রূপে প্রতিভাত হয়। মন নিত্য বিদ্যমান। মন আছে বলিয়াই, দেহাদি প্রতীতি হইয়া থাকে। সমাধিবশে এই মন যখন অভীষ্ট বিষয়ে গাঢ় নিবিষ্ট হয়, তখন আর কোন বাহ্য বস্তুরই সত্তাপ্রতীতি হয় না। ইহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত এই মন কাম ও কর্ম্মাদি বাসনার অনুসরণপ্রসঙ্গে আত্মাকে বহু রূপে বিস্তার করিয়া থাকে। বৎস! মন স্থূলভ্রান্তির বশীভূত হইলে, জীব নামে অভিহিত ও তদ্‌বিহীন হইলে, পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। এই রূপে মন ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। উহাই আমি, তুমি ও অন্যান্য বিবিধ নামরূপাদি স্বরূপ। পরমার্থ-রূপিণী বিশুদ্ধ চিৎই জীবরূপী মন হইয়া, অলীক দেহাদি ভাব অনুভব করেন। এই চিদ্বপু পরমাত্মাই সর্ব্বাত্মা রূপে সংসারে প্রতিভাত হইতেছেন। এই রূপে বৃহদ্বপু মনই জড় ও অজড় দ্বিবিধস্বরূপ। উহা ব্রহ্মরূপ, এইজন্য অজড় এবং দৃশ্যরূপ

এইজন্য জড়। ব্রহ্ম সকলের আত্মা, এইজন্য সমস্ত জগৎ জড় ও চিন্ময়স্বরূপ। আমরা ব্রহ্ম ও স্থাবর স্বভাব; এইজন্য জড়ও নহি এবং চেতনও নহি।

সপ্তাধিকশততম সর্গ (মনোমাহাত্ম্যকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! আমি পুনরায় পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি বলিয়াছেন, শাপ ও মন্ত্রাদির শক্তি সমুদায় অব্যর্থ; কিন্তু কিনিমিত্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে? শাপ ও মন্ত্রবলে জন্তুগণের মন বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলও বিমূঢ় হইতে দেখা যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, মতিমন্! যাঁহারা শুভ কর্ম্মের অনুসারী ও বিশুদ্ধচিত্ত, তাঁহারা সকলই করিতে পারেন। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত শরীরিমাত্রেই দ্বিশরীরবিশিষ্ট। তন্মধ্যে মন এক শরীর। ইহা অতিমাত্র বেগশালী ও চঞ্চল। অন্য শরীর মাংসময়। ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর। কেননা শাপ, মারণ উচ্চাটন ও স্তম্ভনাদি আভিচারিক ক্রিয়া এবং শস্ত্র ও বিষাদি দ্বারা এই দেহ সর্ব্বতো-ভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, এই মাংস-দেহ ক্ষীণ, হীন, ক্ষণভঙ্গুর ও মূক এবং পদ্মপত্রস্থ সলিলবৎ সাতিশয় চঞ্চল। এই কারণে ইহা দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। পণ্ডিতগণ এই কারণে ইহাতে বিশ্বাসবদ্ধ হয়েন না। ইহা আমপাত্রের ন্যায়, সর্ব্বদাই অবসন্ন ও ভগ্নভাবাপন্ন। কখন্ আছে, কখন্ নাই।

কিন্তু দ্বিতীয় শরীর মন এইপ্রকার ক্ষণিক বা অসার ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। ইহা আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত নহে। এই মাংসশরীর ইহার আবরণ। কিন্তু এই আবরণে ইহা বদ্ধ নহে। কেননা, ইহা এই মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়া আসিতে পারে। পুরুষ-কার ও ধৈর্য্য সহায়েও এই মনো-দেহকে আক্রমণ করিতে পারা যায় না। মাংসদেহের কোন চেষ্টাই সফল হয় না। মনের

সকল চেষ্টাই সফল হয়। এই মন যাহার সন্ধান করে, তাহাই তৎক্ষণে লাভ করে। পুরুষকার দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনই তাহা প্রদান করে। মন না থাকিলে, কোন বিষয়ই শুদ্ধ দেহের চেষ্টায় সম্পন্ন হয় না। অথবা দেহের স্বতঃসিদ্ধ চেষ্টা নাই। মনই তাহার নায়ক। মহর্ষি মাণ্ডব্য শূলে আরোপিত হইলেও, কোন ক্লেশই অনুভব করেন নাই। ইহার কারণ এই, তিনি মনকে রাগহীন ও সন্তাপহীন করিয়াছিলেন। দীর্ঘতপা কোন মহর্ষি কূপে পতিত হইয়াছিলেন। তদবস্থায় মানসিক যজ্ঞ করিয়া, তাঁহার বিবুধপদপ্রাপ্তি হইয়াছিল। ইন্দুর পুত্রেরা মানুষ হইলেও, শুদ্ধ মানসিক ধ্যানবলে ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভকরেন। বলিতে কি, পানভোজনাদি যে সকল কার্য্যে কিছুমাত্র আয়াস আবশ্যক করে না, তাদৃশ অতিসামান্য কার্য্যও, মন না থাকিলে, সম্পন্ন হয় না। সামান্য বায়ুতে যেমন পর্ব্বত প্রচলিত হয় না, সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধি, শাপ ও রাক্ষসাদিও সেইরূপ মনকে বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা শাপাদিতে বিচলিত হয়, তাহাদের মনোবিবেকের কোন ক্ষমতা নাই, বুঝিতে হইবে। সাবধানে বিনাশ নাই, ইহা সকলেই জানে। এমন কি, সাবধান-চিত্ত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থাতেও বিপন্ন হয় না। মন স্থির থাকিলে, সকলই স্থির থাকে এবং মন অস্থির হইলে, সকলই অস্থির হইয়া থাকে। মনের দোষেই দুঃখ এবং মনের গুণেই সুখ, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি পর্ব্বতও ভেদ করিতে পারে। আবার অদৃঢ় বা অস্থির চিত্ত সামান্য মৃণাল ভেদেও সমর্থ হয় না। মনে করিলে, এক মুহূর্ত্তে যে কাজ করা যায়, মনে না করিলে, শত মুহূর্ত্তেও সে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। যে বিষয় যখন মনে করা যায়, সে বিষয় তখনই তাহাতে চিরস্থায়ী রূপে বদ্ধ ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া, উপভোগক্ষমতা লাভ করে। সলিল স্পন্দিত হইলে, যেমন উচ্চ তরঙ্গ বিস্তার করে, মন চালিত হইলে, তদ্রূপ তৎক্ষণাৎ অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করা যায়।

তুমি যদি মনে কর, সূর্য্যে আলোক নাই, অন্ধকার আছে, তাহাই দেখিবে এবং যদি মনে কর, চন্দ্র এক নহে, দুই, তাহাই অনুভব করিবে। এই চক্ষু চক্ষু নহে; মনই চক্ষু। বাহ্য বা এই স্থূল চক্ষু মনের আবরণমাত্র। মন না থাকিলে, শুদ্ধ চক্ষুতে দেখা যায় না। তোমার মন এক দিকে, চক্ষু অন্য দিকে; এরূপ অবস্থায় কোন বস্তুদর্শনই সম্পন্ন হয় না। পুত্তলিকার চক্ষু আছে, মন নাই। সেইজন্য, সে দেখিতে পায় না। মন কখন চন্দ্রে অগ্নি-শিখা দর্শন করে, কখন জ্যোৎস্নায় সন্তাপ অনুভব করে, কখন লবণকে মধুর জ্ঞান করিয়া তাহা পানেও তৃপ্তিবোধ করে এবং কখন আকাশে মহাবল দর্শন করিয়া, তাহা ছেদন করিয়া থাকে। এই রূপে মন যখন যে ইন্দ্রজাল কল্পনা করে, তখনই তাহা দেখিতে পায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই কীর্ত্তন করিলাম। ব্রহ্মার সংকল্পঘনতা হইতেই মনের উৎপত্তি হয় এবং এই মন তন্মাত্র কল্পনায় সন্নিবিষ্ট হইলেই, অবিদ্যাচ্ছন্ন-স্থূলদেহাভিমানী জীব রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মার মনোরূপ। ব্রহ্মা মন সহায়ে এই বিবিধবস্তুপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহা হইতে চৈত্য অর্থাৎ অহংভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই চিৎশক্তিই সহস্র প্রকারে পরিবর্ত্তনশীল জীব নামে অভিহিত হয়েন এবং প্রাণশক্তিসহায়ে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম শরীরে লব্ধ-প্রবেশ হইয়া, শুক্রশোণিতরূপ বীজত্ব পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারে অবতরণ করেন। অনন্তর বাসনানুরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন এবং এই বাসনাবশে কখন ভ্রান্ত, কখন উৎপতিত ও কখন বা অধঃপতিত হন। যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জন্মসহস্র কর্ম্মরূপ বায়ুবশে বনপর্ণবৎ বিবশ হইয়া, জঠর-গহ্বরে বিলুণ্ঠিত হইতে হয়। কেহ কেহ অজ্ঞানাদিতে বিমোহিত ও তজ্জন্য পুনর্জ্জন্মপরিহারে অসমর্থ হইয়া, বহু শত কল্প কৃমির

ন্যায় সংসারগর্ত্তে পরিভ্রমণ করে। কেহ কেহ কতিপয় অশুভ জন্ম অতিক্রম করিয়া, চরমে শুভকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, সুখে বিহার করে। কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে পরমাত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

বৎস! মনই এই জগৎরূপ জীর্ণ বল্লীর দেহ। পরমতত্ত্বজ্ঞান রূপ কুঠার সংগ্রহ করিয়া, ইহা ছেদন করিতে পারিলে, পুনরায় সমুৎপন্ন হয় না।

অষ্টাধিকশততম সর্গ (সর্ব্বসমুৎপত্তিকথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! উত্তম, মধ্যম ও অধম পদার্থ সকল যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, অধুনা তাহা শ্রবণ কর। যে জীব যে জন্মে মুক্তিলাভে অধিকারী হয়, তাহার সেই উৎপত্তিকে প্রথমা কহে। এইপ্রকার উৎপত্তি শুভলোকের আশ্রয় ও শুভকর্ম্মের অনুবন্ধস্বরূপ।

বাসনার ক্ষয় হইলে, কতিপয় জন্মে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। এইজন্য তাদৃশী উৎপত্তি বহুলগুণবিশিষ্ট। উহা দ্বারা সুখ দুঃখ ফলরূপ পুণ্য পাপের নির্ণয় হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ ঐরূপ উৎপত্তিকে সসত্ত্বা নামে অভিহিত করেন। লোকে যদি এই জন্মে বিচিত্র-সংসার-ব্যবহারপরায়ণ হইয়া, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিবিধ দুষ্কর্ম্ম ও দুর্ব্বাসনাদি দ্বারা সহস্র জন্মে জ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে, সাধুগণ ঐরূপ উৎপত্তিকে অধমসত্ত্বা নামে নির্দ্দেশ করেন। অসংখ্য জন্মের পরেও যে উৎপত্তিতে মোক্ষলাভ সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠে, তাহার নাম অত্যন্ততামসী। যে উৎপত্তি প্রাক্তন বাসনার অনুসরণপূর্ব্বক স্বর্গনরক ভোগ বিধান করে এবং যাহাতে মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে, মনুষ্যাদিমধ্যমরূপা তাদৃশ উৎপত্তিকে রাজসী কহে। মুমুক্ষু পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, বৈরাগ্যাদিসহায়ে যে উৎকৃষ্ট জন্ম হইয়া থাকে, সেই জন্মে মরণ-

মাত্রেই মোক্ষলাভের উপযুক্ত হওয়া যায়। আমার মতে ঐরূপ উৎপত্তির নাম রাজসসাত্ত্বিকী। বৎস। যাহাতে যক্ষ ও গন্ধর্ব্বাদি রূপে সমুৎপন্ন হইয়া, ক্রমে ক্রমে মোক্ষভোগ হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদৃশ উৎপত্তিকে রাজসরাজসী নামে নির্দ্দেশ করেন। যাহাতে শত জন্মের পর চিরাভিলষিত মুক্তি লাভ করা যায়, সাধুরা তাদৃশী উৎপত্তিকে রাজসতামসী বলিয়া থাকেন। যাহাতে সহস্র জন্মেও মোক্ষলাভ হয় কি না, সন্দেহস্থল, এরূপ আরম্ভশালিনী উৎপত্তির নাম রাজসাত্যন্ত-তামসী। যাহাতে সহস্র জন্মেও মুক্ত হওয়া যায় না, এরূপ উৎপত্তিকে মহর্ষিরা তামসী নামে নির্দ্দেশ করেন। যাহাতে তামসপ্রধান জন্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদৃশী উৎপত্তিকে তামসসত্ত্বা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যাহাতে কতিপয় জন্মের পর মোক্ষভোগে সমর্থ হওয়া যায়, রজস্তমোগুণবহুলা তাদৃশী উৎপত্তির নাম তমোরাজসরূপা। যাহা পূর্ব্ব সহস্র জন্ম ও আগামী শত জন্মে মোক্ষলাভের উপযোগিনী হয়, তাদৃশী উৎপত্তিকে তামসতামসী বলে। যাহাতে পূর্ব্ব লক্ষ জন্ম ও আগামী লক্ষ জন্মেও মুক্তিলাভ হয় কি না সন্দেহ, সেই উৎপত্তির নাম অত্যন্ততামসী।

বৎস! এই দৃশ্যমান ভূতজাতি, সলিল হইতে উর্ম্মির ন্যায়, দীপ্ত হইতে মরীচির ন্যায়, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, চন্দ্রবিম্ব হইতে কৌমুদীর ন্যায়, কনক হইতে কটকাদির ন্যায় এবং সলিল হইতে শীকরাদির ন্যায়, সেই ব্রহ্ম হইতেই বিনিক্রান্ত ও সমুৎপন্ন হইয়াছে। মৃগতৃষ্ণা তরঙ্গিণী যেরূপ সূর্য্যতেজ হইতে ভিন্ন নহে; এই দৃশ্যদৃষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে।

বৎস! এই রূপে বিবিধ-ব্যবহার বিশিষ্ট ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্মার অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছায় বহুবিধ জগত জাত, আগত, পতিত ও উৎপাতিত হইতেছে।

নবাধিকশততম সর্গ (কর্ম্ম ও পুরুষ এক)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! বৃক্ষ হইতে পুষ্প ও গন্ধের ন্যায়, সেই ব্রহ্ম হইতে কর্ত্তা ও কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অজ্ঞ দৃষ্টির নিকট যেমন আকাশে নীলবর্ণের স্ফূর্ত্তি হয়, তদ্রূপ সর্ব্বসংকল্পত্যাগ হইলে, জীব সেই ব্রহ্মেই প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। জীব প্রকৃষ্টবোধসহকারে ব্যবহারনিরত না হইলেই, তাহাকে ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন বলা যায়; কিন্তু প্রকৃষ্টবোধসহায়ে ব্যবহারনিরত হইলে, আর এইপ্রকার উৎপন্ন পদের বাচ্য হইতে পারে না। বাস্তবিক জ্ঞান সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। এইজন্য প্রকৃষ্টবোধশীল ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগৎ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ভ্রান্তিদৃষ্টিই ব্রহ্ম হইতে তাহার পৃথকত্ব সমুদ্ভাবন করে। বৎস! এই রূপে এই জগৎ বসন্তকালীন নবাঙ্কুরের ন্যায়, সেই ব্রহ্মই পুনঃ পুনঃ জাত ও গ্রীষ্মকালীন রসের ন্যা[illegible] তাঁহাতেই সন্নিহিত হইয়া থাকে। পুষ্প ও গন্ধ যেমন অভি[illegible] পুরুষ ও কর্ম্ম তেমন এক এবং সেই পরমপদ হইতে প্রাদুর্ভূ[illegible] হইয়া, তাহাতেই সংমিলিত হয়।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যাঁহাদের কোনপ্রকার বিসংবাদিতা নাই, যাঁহাদের বেদাদিতে সবিশেষ দৃষ্টি আছে এবং যাহারা রাগদ্বেষাদির বশীভূত নহেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র বলিয়া লোকে পরিগণিত ও পরিগৃহীত হয়। এই রূপ, যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন, যাহাদের রাগদ্বেষাদি কোনপ্রকার উপদ্রব বা দৌবাত্ম্য নাই, তজ্জন্য যাঁহারা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ; যাঁহারা ব্রহ্মকলাবিশিষ্ট এবং হর্ষ বা বিষাদ কোনপ্রকার বিকারেই যাঁহারা কোন রূপে বিচলিত হয়েন না, তাঁহাদিগকেই সাধু বলে। যাঁহাদের তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তাদৃশ শিষ্ট ব্যক্তিরা সকল কার্য্যের সিদ্ধিবিষয়ে সাধুবৃত্ত ও শাস্ত্র এই উভয়ের অনুসরণ করেন। এইপ্রকার

সাধুবৃত্তের এবং স্বর্গ ও মোক্ষজনক সৎশাস্ত্রের অনুবর্ত্তন না করিলে, সকলের পরিত্যক্ত ও মহাদুঃখে নিপতিত হইতে হয়। বিভো! ইহলোকে ও বেদে যে সকল শ্রুতিনিরূঢ় প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে কর্ত্তা ও কর্ম্ম স্বরূপ। বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ যেমন সমুৎপন্ন হয়, কর্ম্ম হইতে কর্ত্তা ও কর্ত্তা হইতে কর্ম্ম তেমন প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মব্যতিরেকে শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে কি রূপে ভূতগণের উৎপত্তি সঙ্গত হইতে পারে? জন্ম ও কর্ম্মের সহিত প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া আপনিই পূর্ব্বে জগতের তিরস্কার করিয়াছেন। দেখুন, বলবানেরা দুর্ব্বলের হিংসা ও ভক্ষণ করে। কাহা কর্ত্তৃক এই প্রকার বিধি বিহিত হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, তোমার এই প্রশ্ন সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট। যাহাতে এবিষয় উত্তম রূপে তোমার বিদিত হইতে পারে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বৎস! যাহা কিছু বিদ্যমান, সমস্তই মনের বিকাশমাত্র। ই মনোবিকাশকেই কর্ম্মের বীজ বলে। ক্রিয়ানিষ্পত্তির ফল ইপ্রকার বিকাশেই প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম হইতে মনস্তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র, কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং জীবও প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুসারী দেহ আশ্রয় করে। এই কারণে মন ও কর্ম্মে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই। পণ্ডিতগণের মতে ক্রিয়াস্পন্দনই কর্ম্ম। ঐহিক ও প্রাক্তনভেদে যাবতীয় কর্ম্মই পৌরুষযত্নমাত্র। পুরুষকারসহায়ে যাহা করিবে, তাহাই হইবে; না করিবে, না হইবে। হস্তপদাদি চালনা না করিয়া, এক স্থানে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাক, বসিয়াই থাকিবে। যেহেতু, পুরুষকার কখনও নিষ্ফল হয় না। সেইজন্য, যে যাহা করে, তাহাই তাহার সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং যাহা না করে, তাহা সিদ্ধ হয় না। কোন কর্ম্ম করিতে করিতে ফেলিয়া রাখ, আপনা আপনি আর তাহা সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য কর্ম্ম সমাপ্ত না করিয়া, নিবৃত্ত

হইতে নাই। কর্ম্মের ক্ষয়ে মনের ক্ষয় এবং মনের ক্ষয়েও কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। যাহারা নিরবচ্ছিন্ন জড় ভাবে বসিয়া থাকে, তাহাদের মন স্বভাবতই নিস্তেজ হইয়া থাকে, ইহা সকলেই বিদিত আছে। অগ্নি ও উষ্ণতার ন্যায়, মন ও কর্ম্ম পরস্পর সংবদ্ধ। মন স্পন্দিত হইয়া, কর্ম্মসিদ্ধি রূপে পরিণত হয়। কর্ম্মও তদ্রূপ মনের স্পন্দনাত্মক বিলাস সহ সংমিলিত হইয়া, মন রূপে পরিণত হয়। এই রূপে মন ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশাধিকশততম সর্গ (মনের সংজ্ঞাবিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! মন ভাবনামাত্র। এই ভাবনা স্পন্দিত হইয়া, বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া অদৃষ্টভাবে পরিণত হইলে, যে ফল সমুদ্ভূত হয়, জীব তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! জড় হইয়াও অজড়স্বরূপ মন মুক্তবলে যে যে আকার ধারণ করে, সবিস্তার বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্ত ও আত্মতত্ত্বস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের সংকল্পরচিত রূপই মন। যাহা স্মৃতিপ্রাপ্ত ভাব, তাহাই মনের রূপ। মনের কর্ম্মশক্তি স্বভাবসিদ্ধ। অগ্নি ও উষ্ণতা যেমন অভিন্নস্বরূপ কর্ম্ম, মন ও জীব ভিন্ন নহে। এই চিত্তরূপী মন [illegible] কর্ম্ম সহায়ে আপনার সংকল্পশরীর বিবিধ রূপে বিস্তার করিয়া, এই সংকল্পসংকুল মায়াময় জগৎকে বহু রূপে প্রকটিত করে। মনের স্পন্দন হইতেই, তরুর বিবিধ শাখা ও ফলের ন্যায়, বহুবিধ ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

বৎস! ব্রহ্মে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, কর্ম্ম, অর্থকল্পনা, সংসৃতি, বাসনা, বিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া

ক্রিয়া প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ আরোপিত হয়। তৎসমস্তই সংসার-ভ্রমের কারণ। ফলতঃ, পরা সংবিদ্ অবিদ্যাসহায়ে কলঙ্ক প্রাপ্ত ও উন্মেষরূপিণী হইয়া, বিবিধ কল্পনাময় মন রূপে বিরাজমান হয়েন এবং বিবিধ চিন্তাবশে একতর পক্ষ অবধারণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই, তাঁহাকে বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশ করে। এই রূপ, তিনি দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করিয়া, স্বীয় সত্তা কল্পনা করিলে, অহংকার নামে অভিহিত হয়েন। এই অহঙ্কার সকল অনর্থের হেতু। এইজন্য, এই অহংকারোপাধিবিশিষ্ট সম্বিদ্‌কে ভববন্ধনী বলে। যখন এই সম্বিদ্ পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিহার-পুরঃসর বালকবৎ এক বিষয় ত্যাগ করিয়া, অন্যবিষয়স্মরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন চিত্ত নামে অভিহিত হয়েন। বৎস! এই সম্বিদ্ কর্ত্তার শরীরাদিসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে, কর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি যখন ঘনপূর্ণবস্তুপরিহারপুরঃসর অভীষ্টবিষয়কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন ইহাঁকে কল্পনা নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ইহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি বা কখন দেখি নাই, মনোমধ্যে এইপ্রকার নিশ্চয়চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, ইনি স্মৃতি নামে উদাহৃত হয়েন। পদার্থশক্তি রূপে অবস্থিতি করিলে, ইহাঁর নাম বাসনা হইয়া থাকে। একমাত্র বিমল আত্মতত্ত্বই চিরকাল আছেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই বা থাকে না, এই প্রকারে প্রবোধিত হইলে, ইহাঁকে বিদ্যা নামে অভিহিত করা যায়। মিথ্যা[illegible]জালবিস্তার দ্বারা আত্মপ্রদর্শনার্থ প্রস্ফুরিত হইলে, ইনি [illegible] নামে উল্লিখিত হয়েন। বৎস! এই মনোরূপা সম্বিদ্ দর্শন, স্পর্শন ও ভোজনাদি ব্যাপার সহায়ে জীবরূপী পরমেশ্বরের প্রীতি সমুদ্ভাবন করেন, এই জন্য ইহাঁকে ইন্দ্রিয় বলে। ইনি যখন পরমাত্মার অপেক্ষা-পরিহারপূর্ব্বক স্বয়ং কর্ত্রীরূপে এই দৃশ্যজাল বিস্তার করেন, তখন প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়েন। ইনি সৎ ও অসৎ সত্তার বশীভূতা হইলে, মায়ানামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এবং দর্শন,

স্পর্শন ও ঘ্রাণাদি কার্য্য কারণ ভাব প্রাপ্ত হইলে, ক্রিয়ানামে উদাহৃত হয়েন। লোকব্যবহারে এই সম্বিদকেই জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি বলে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন চেতন কি জড়, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন জড়ও নহে; চেতনও নহে। চিৎ সংসারদশার সহযোগে বিবিধ উপাধিবশে মলিনা হন। তদবস্থায় তাঁহাকে মন বলিয়া থাকে এবং সেই শাশ্বত পরমাত্মার রূপ ব্যতিরেকে অবস্থিতি করেন, এই জন্য চিতের নাম চিত্ত। এই-প্রকার চিত্ত অবস্থায় চিৎ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রমবশেই মনের অহংকার, মন, বুদ্ধি ও জীব ইত্যাদি বিবিধ নাম কল্পিত হয়। বাস্তবিক, মন জড় বা চিন্ময় নহে। মন ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুসারে নটের ন্যায় বিবিধ নাম ধারণ করেন।

সৌম্য! আমি মনের যে সকল নাম বলিলাম, বাদীগণ স্ব স্ব কল্পনাবলে ইহার অন্যথাও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মনকে জড়, কেহ চেতনস্বভাব, কেহ অহংকার ও কেহ বা বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশ করেন। সাংখ্য চার্ব্বাক, জৈমিনীয়, আর্হত, বৌদ্ধ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সকলেই মনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ গৌতমতন্ত্রানুসারীরা বলিয়া থাকেন, অহংকার দ্রব্যবিশেষ ও সাক্ষাৎ জীবাত্মা। মন পরমাণুস্বরূপ ও অহংকারের সাক্ষাৎকারী ইন্দ্রিয় এবং ক্ষণত্রয়স্থায়িনী বুদ্ধি তাঁহার গুণ। সাংখ্য-বাদীরা বলেন, বুদ্ধি সত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকৃতিস্বরূপ. মহত্তত্ব প্রকৃতির কার্য্য, অহংকার মহত্তত্ত্বের কার্য্যান্তর মাত্র এবং মন অন্যতর ইন্দ্রিয়। চার্ব্বাকেরা নির্দ্দেশ করেন, অহঙ্কারই শরীর, বুদ্ধি তাহার চৈতন্যগুণ ও মন তাহার আত্মা। এই মন দ্বারা পূর্ব্বাপরসন্ধান বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জৈমিনীয় মতে মন দ্রব্যবিশেষ ও বুদ্ধি জড়বোধময় অহঙ্কারাত্মার চিদংশ। আর্হ-তেরা চিৎস্বরূপ জীবের শরীরকেই অহঙ্কার, বিষয়বাসনাকেই

মন এবং বুদ্ধিকেই অর্থ বলিয়া থাকেন। বৈশেষিক ও ন্যায়মতে অহঙ্কারই মন। পাঞ্চরাত্র মতে বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা হইতে যে সংকর্ষণনামক জীব আবির্ভূত হয়েন. তিনিই অহংকার। অহঙ্কার হইতে প্রদ্যুম্নাখ্য মন ও প্রদ্যুম্ন হইতে বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

বৎস! যদিও ঐ সকল ব্যক্তি পরস্পর ভিন্নমতাবলম্বী; কিন্তু বুদ্ধ্যাদি সহায়েই পরমার্থরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানপ্রযুক্তই লোকে কেবল বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। মন বিবিধ কার্য্যবশেই জীব, বাসনা ও কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সমস্ত সংসার মনোমাত্র, ইহা ব্যক্তিমাত্রেরই অনুভবগোচর। যাহার মন নাই, সে দেখিয়াও দেখে না ও শুনিয়াও শুনে না। সমনস্ক ব্যক্তিগণই শুভাশুভ বিষয় সকলের দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি বিবিধ দশান্তর ভোগ করে। আলোক দ্বারা যেমন রূপের প্রতীতি হয়, অন্ধকারে কোন বস্তুই দেখিতে পাওএা যায় না; মন দ্বারাই তেমনি বিষয় সকলের অনুভবাদি হইয়া থাকে; মন না থাকিলে, কিছুই জানিতে বা অনুভবাদি করিতে পারা যায় না। যাহারা বদ্ধচিত্ত, তাহারাই ঐরূপে হর্ষ বিষাদাদি অনুভব করে; কিন্তু মুক্তচিত্তদিগের এ প্রকার অনুভব হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সুস্থ, সুখী ও সচ্ছন্দ।

বৎস! শুদ্ধস্বরূপ চিৎই জীব, মন, বুদ্ধি ও অহংকার রূপে পরিণত হইয়া, চিত্ত,চেতন ও জীব নামে অভিহিত হয়েন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং কোন রূপ বিবাদের বিষয়ীভূত নহে।

একাদশাধিকশততম সর্গ (চিদাকাশমাহাত্ম্য)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মনের দোষে মহাকষ্ট পাইতেছি। আমার যদি মন না থাকিত, তাহা হইলে, কি সুখের হইত! মনুষ্য ঐ পাপ করিতেছে এবং তজ্জন্য নানাবিধ দুঃখ পাইতেছে। কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া, পুনরায় পাপ

করিয়া, পুনরায় মহাদুঃখে পতিত হইতেছে। এই কথা মনে হইলে, দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কিন্তু মানুষ কোনক্রমে পাপপ্রবৃত্তি পরিহার করিবে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! মনের দৃঢ়তাই এইপ্রকার জগদ্বিকৃতির কারণ। এই মন কখন দেবরূপে, কখন মনুষ্যরূপে, কখন দৈত্য ও দানবরূপে, কখন যক্ষ ও রাক্ষসরূপে এবং কখন বা গন্ধর্ব্ব ও কিন্নররূপে উদিত ও উল্লসিত হইয়া থাকে। তৃণ, কাষ্ঠ ও লতা প্রভৃতি শরীরী সকল মনস্বরূপে অবস্থিতি করে। মনই একমাত্র বিচারের বিষয়। যেহেতু, মনের বিচার করিলে, সকলেরই বিচার করা হয়। মন দ্বারাই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। আত্মা সকল পদের অতীত সকলের আশ্রয় ও সর্ব্বগ। মন এই আত্মার প্রসাদে সংসারে বিচরণ করে। মনই শরীর সকলের কারণ এবং মনেরই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা মনেরই বিলয় প্রাপ্তি হয় এবং মনের বিলয়ে মুক্তিরূপ পরম শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে। মন কর্ম্মে আশক্ত হইলে, বন্ধনদশা সংঘটিত হয় এবং কর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীণ হইলে, জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তখন আর তাহাকে এই অলীক সংসারে জন্মিতে হয় না।

চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও ভূতাকাশ; এই তিনপ্রকার আকাশ শুদ্ধ চিত্তশক্তি সহায়ে সত্তা লাভ করত আত্মারূপে সর্ব্বত্র স্ব স্ব কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যাহা বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক সত্তা ও অসত্তার বোধ সম্পাদন করে এবং যাহা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে, তাহার নাম চিদাকাশ। যাহা ভুতগণের ব্যবহার পরম্পরার প্রধান কারণ এবং যাহা দ্বারা জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে তাহার নাম চিত্তাকাশ। এই চিত্তাকাশ কালের প্রকাশাত্মা আর পবন ও মেঘাদি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহা দশ দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান হইতেছে, তাহাকে ভূতাকাশ কহে। তন্মধ্যে চিদাকাশ সকলের কারণ। ইহা হইতে ভূতাকাশ ও চিত্তাকাশের আবির্ভাব হইয়াছে।

বৎস! যাহাদের প্রবোধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার নাই, তাহাদেরই উপদেশার্থ ... কাশত্রয় কল্পিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের জন্য উহা কল্পিত হয় নাই। যাঁহাকে কোন-প্রকার কল্পনায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও বিদ্যমান, সেই অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মকে যিনি জানেন, তাঁহারই নাম প্রবুদ্ধ। ব্রহ্মকে জানিলে, আর কিছুই জানিবার থাকে না; সকলই জানা হয়। এইজন্য প্রবুদ্ধকে কোনপ্রকার উপদেশদানের অপেক্ষা হয় না। অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি কিছুই জানে না। এইজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবিচারযোগ্য বাক্য সন্দর্ভপ্রয়োগসহায়ে তাহাকে উপ-দেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দিবসের প্রখর আলোকে প্রদীপের ব্যবহার হয় না, অন্ধকারেই তাহার ব্যবহার বা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ফলতঃ, সূর্য্যকিরণে যেমন মরীচিকার জন্ম, আকাশ ও চিত্তাকাশাদি তেমনি চিদাকাশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই চিৎ চিত্তরূপে আবির্ভূত হইয়া, মনের রূপ প্রকটন করেন, সেই মনই এই জগৎ রূপ ইন্দ্রজালের বিস্তার করিয়াছে।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ (চিত্তোপাখ্যান ও মুক্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! মানুষ বাল্যাবস্থায় স্বভাবতঃ অজ্ঞান-গহ্বরে নিপতিত থাকে। তজ্জন্য আত্মার সুখ দুঃখ বুঝিতে পারে না। বাল্যের পর যৌবনাবস্থা অতীব ভয়াবহ। ইহার স্বরূপ ও উপদ্রবাদি তোমার নিকট সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। তথাপি অভ্যাসের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছি, এই যৌবনদশা প্রজ্বলিত পাবকশিখার ন্যায়, ধর্ম্মাদিকে দগ্ধ করিয়া থাকে। এই সময়েও অজ্ঞানের অত্যধিক প্রাবল্য ঘটে; যাহার প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানতিরোহিত ও তৎসঙ্গে আত্মার প্রকৃত সুখদুঃখবোধও পরাহত হইয়া থাকে।

অনন্তর বৃদ্ধাবস্থা। ইহাই জীবনের শেষ সীমা। মৃত্যু এই সীমার সন্নিধানে পাশহস্তে দণ্ডায়মান। জরার আবির্ভাব প্রযুক্ত জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়াতে, বৃদ্ধ ব্যক্তি যদিও চক্ষুতে অন্যান্য বস্তু পূর্ব্ববৎ দেখিতে পায় না, কিন্তু মৃত্যুকে উল্লিখিতরূপে সন্নিহিত দেখিয়া থাকে। তৎকালে তাহার নিরতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যতই নয়নগোচর করে, ততই তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে।

এই মুক্তির স্বরূপাদি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মাতে মনকে দৃঢ়রূপে সংযোজিত করিতে পারিলেই, আত্মার সংসাররূপ দারুণ বন্ধন বিচ্যুতি ও তৎসহকারে মুক্তিলাভ-জনিত বিমলানন্দ সংঘটিত হয়। মন পরব্রহ্মে সংযোজিত হইলে, পরম গতি লাভ ও আত্মা কল্পনাবিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। চিত্তই বন্ধ ও মোক্ষের হেতু। বৎস! ভগবান্ পিতামহের কথিত অত্যাশ্চর্য্য চিত্তোপাখ্যান এই স্থলে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অতীব ভয়াবহ এক অটবী আছে। ঐ অটবী সর্ব্বদাই অস্থির ও অতিমাত্র বিস্তৃত এবং উহাতে পশুপক্ষ্যাদির সমাগম নাই। উহা শতসহস্র যোজন বিস্তৃত হইলেও, অণুরূপে লক্ষিত হয়। উহাতে অতীবভীষণপ্রকৃতি এক পুরুষ বাস করেন। তাঁহার সহস্র লোচন, সহস্র হস্ত, গতি অতি চঞ্চল ও শরীর অতি বিশাল। কোন সময়ে আমি অবলোকন করিলাম, ঐ পুরুষ কুঠারপরম্পরা গ্রহণ করিয়া, আত্মপৃষ্ঠে প্রহার করিতে করিতে ভীত হইয়া, শতযোজন পর্য্যন্ত দ্রুতপদে ধাবমান হইতেছেন। কোন সময়ে তিনি ঐরূপে পলায়ন করিতে করিতে, কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর গাঢ় অন্ধকারে প্রতিহতদৃষ্টি ও স্খলিতপদ হইয়া, অবশ দেহে সহসা সুবৃহৎ অন্ধকূপে পতিত হইলেন। বহুকালের পর তথা হইতে উত্থিত হইয়া, পুনরায় ঐরূপে আপনা আপনি প্রহার করিতে করিতে পলায়ন করত দূরতর প্রদেশে অগ্নিমধ্যে শলভের ন্যায়,

কণ্টকীলতাসমাচ্ছন্ন করঞ্জবনমধ্যে পতিত হইলেন। অনন্তর তথা হইতে উত্থানপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রসঙ্গে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে সহাস্য আস্যে শশাঙ্ককরশীতল কমনীয় কদলীকাননে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে ক্ষণমধ্যেই বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ পলায়ন করিতে করিতে অন্ধকূপে নিপতিত হইলেন। তথা হইতে সত্বরে সমুত্থিত হইয়া, পুনরায় কদলীকাননস্থ গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তথা হইতে বিনির্গমনপূর্ব্বক পুনরায় ঐ করঞ্জবনে ও তথা হইতে পুনরায় ঐ কূপে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক আত্মাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

রাম! আমি বিবেকদৃষ্টিসহায়ে তদবস্থ পুরুষকে দর্শন ও যোগবলসহায়ে সুস্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? কিজন্য আত্মপ্রহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আপনার এইপ্রকার মোহের কারণ কি?

বৎস! আমি এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সেই পুরুষ কহিলেন, আমি কেহই নহি এবং কিছুই বলিতেছি না। তুমি শত্রুর ন্যায়, আমাকে মগ্ন করিতেছ। অতএব তুমি আমার শত্রু। হায়! তুমি আমাকে দেখিয়া, সুখ দুঃখে নিপাতিত ও বিনষ্ট করিলে! এই বলিয়াই তিনি জলদগম্ভীর শব্দে রোদন ও পুনরায় সহাস্য আস্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যাবসানে স্বীয়কলেবরপরিহারে সমুদ্যত হইলে, প্রথমে তাঁহার মস্তক, পরে যথাক্রমে বাহু বক্ষ ও উদর নিপতিত হইল। এই রূপে ক্ষণমধ্যেই সমস্ত অঙ্গ ত্যাগ করিয়া, তিনি নিয়তির বশীভূত হইয়া, কোন স্থানে গমনের উপক্রম করিলেন।

বৎস! আমি অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে ঐরূপ ব্যবহারপরায়ণ আর এক পুরুষকে দর্শন করিয়া, পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও পূর্ব্ববৎ উত্তর করিয়া, ঐরূপে নিয়তির বশীভূত ও অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর আর এক নির্জ্জন প্রদেশে ঐরূপ ব্যবহারপরায়ণ আর এক পুরুষকে দর্শন করিয়া, উল্লিখিতরূপে সুস্থির করত

সম্ভাষণ করিলে, তিনি আমাকে কহিলেন, আঃ পাপ! আঃ দুর্দ্বিজ! তুমি কিছুই জান না। এই বলিয়াই নিয়তিবশে পূর্ব্বরূপে অদৃশ্য হইলেন।

বৎস! অনন্তর আমি ঐ অটবীতে অন্যান্য অনেক ব্যক্তিকে ঐরূপ অবস্থায় অবলোকন করিলাম। সেই সুবিস্তৃত অরণ্যানী অদ্যাপি বিরাজমান আছে। লোকেও তাহাতে ঐরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। তুমিও ঐ মহাটবী দর্শন ও ঐরূপে ব্যবহার করিয়াছ। কিন্তু বালবুদ্ধি বশতঃ তোমার তাহা মনে হইতেছে না। বিবিধ-কণ্টক-সংকটাঙ্গী অতীবভীষণ সেই মহাটবী ঘনঘোর অন্ধকার দ্বারা নিতান্ত দুর্গম। জীবগণ সতত উহাতে সমাগত হইয়া, পুষ্পবাটিকার ন্যায়, উহার সেবা করিয়া থাকে। পরমাত্মা বোধবিরহই ইহার কারণ।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ (সংসারই মহাটবী)।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! সেই মহাটবী কোথায়? আমি কবে কিরূপে তাহা দেখিয়াছি? সেই পুরুষগণই বা কে? এবং তাঁহারা যাহা করিতেছিলেন, তাহাই বা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই মহাটবী ও পুরুষগণ দূরে নহে। গভীর গহ্বরপূর্ণ এই সংসারপদবীই সেই মহাটবী। পরমার্থদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন কর, স্পষ্টই দেখিতে পাইবে, ইহাতে কিছুই নাই, ইহা শূন্যমাত্র। এই আমি তুমি, এই পশুপক্ষী, এই কীটপতঙ্গ, সমস্তই অলীক বা কল্পনামাত্র, অথবা দৃষ্টির ভ্রমমাত্র। চক্ষুর পীড়া হইলে, সূর্য্যের আলোককে অন্ধকার জ্ঞান হয়; তদ্রূপ, মন পরমার্থদৃষ্টিশূন্য হইলে, এই সকলকে বাস্তবিক বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

বৎস! এই সংসাররূপ অটবীতে সেই যে পুরুষগণ মত্তবৎ বিচরণ করিতেছে, তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ মন, জানিবে। মন

বিবিধ দুঃখে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া, তাদৃশ ব্যস্ত ও বিত্রস্ত ভাবে বিচরণ করে। আমি বিবেকদৃষ্টিসহায়ে ঐ সকল পুরুষকে দর্শন করিয়াছি, অন্যে কিরূপে দেখিবে? সূর্য্যকিরণ যেরূপ সকল বস্তুকে প্রকাশিত করে, বিবেক তদ্রূপ মনকে প্রবোধিত করিয়া থাকে। এই বিবেকবলে পরম শান্তি লাভ হয়। শান্তিই যথার্থ সুখ।

বৎস! যাহারা বিবেকবলে প্রবোধিত না হয়, তাহারাই অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে। অন্ধকূপ শব্দে নরক এবং কদলী-কাননকে স্বর্গ বলিয়া জানিবে। যাহারা ঐ অন্ধকূপে পতিত হইয়া, আর নির্গত হইতে পারে না, তাহারা মহাপাতকী জানিবে। যাহারা কদলীকাননে প্রবেশপূর্ব্বক তথা হইতে আর বহির্গত হয় না, তাহারা পরমপুণ্যাত্মা এবং যাহারা করঞ্জকাননে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় বিনিষ্ক্রান্ত হয় না, তাহারা মনুষ্য অবগত হইবে। করঞ্জকানন শব্দে মনুষ্যসংসার। যাহারা বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহারা এই সংসারপার গমন করিতে সমর্থ; তদিতর অর্থাৎ অজ্ঞানীরা উহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই, এই বন্ধনের স্খলন হয়; ইহা তোমার নিকট বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছি। উত্তম জ্ঞান লাভ না হইলে, যোনি হইতে যোন্যন্তরে গমন করিতে হয়। ইহা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই।

কেহ কেহ করঞ্জকানন শব্দে কলত্রস্নেহ বলিয়া থাকে। কণ্টকী-লতাশব্দে বহুবিধ দুঃখপরম্পরা। কে না জানে, এই কলত্রস্নেহ বহুদুঃখের আধার। এই করঞ্জকাননে প্রবিষ্ট অর্থাৎ কলত্রস্নেহে আবদ্ধ হইলেই, বারংবার জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়! ইহাও কাহারও অবিদিত নাই।

বৎস! যে ব্যক্তি আমাকে শত্রু বলিয়াছিল, সে স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ এবং তত্ত্বজ্ঞানবিহীন বলিয়াই ঐরূপে বিলাপ করিতেছিল। যে ব্যক্তি উচ্চ স্বরে রোদন করিতেছিল, সেও ঐপ্রকার তত্ত্ববোধ-

পরিশূন্য। এইজন্য ক্ষণভঙ্গুর ভোগসুখে বঞ্চিত হওয়াতে, রোদন করিতেছিল। আমি তোমায় বারংবার বলিয়াছি, পৃথিবীর কিছুই কিছু নহে। এতদ্বিধায় অত্যুচ্চ রাজপদ যেমন, অতিনীচ প্রজাপদ তেমন, ফলতঃ উভয়ই সমান। কেননা, উভয়ই কিছুই নহে। যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, তাহারাই এই ক্ষণভঙ্গুর ভোগ-সুখের অভিলাষী এবং না পাইলে, অত্যন্ত ব্যাকুল ও রোদনপরায়ণ হয়, ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। সংসারে বালস্বভাব লোকের অভাব নাই। অথবা, বালক না হইলে, অসার সংসারে কোন্ ব্যক্তি বদ্ধ হইয়া থাকে? যাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং কখন্ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, তাদৃশ অলীক ও অসার সংসারে বালক ভিন্ন অন্যের আসক্ত হওয়া সম্ভব নহে।

পুনশ্চ, যাহাদের বিবেক জন্মিয়াছে, অথচ পরিণত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তিরা ব্রহ্মরূপ অমল পদে বঞ্চিত ও ভোগসমূহবিবর্জ্জিত হইয়া, নিরন্তর অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হয়। এইরূপ বঞ্চিত ব্যক্তিই আপনার অঙ্গকে বৃথা ক্লেশজনক, নিষ্প্রয়োজন ও তজ্জন্য নিতান্ত হেয় বা পরিত্যাজ্যভাবিয়া, উল্লিখিত রূপে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া, ক্রন্দন করিয়াছিল। বাস্তবিক, এই দেহের কোন সার নাই; ইহা মাংস, শোণিত, পূয, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মাদি অতীব হেয় পদার্থের আধার এবং কৃমিকীটে পরিপূর্ণ ও শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতির আহারস্বরূপ। ব্রহ্মরূপ-অমলপদ-প্রাপ্তিই ইহার সাক্ষাৎ সার্থকতা বা সারাংশ। যদি তাহা প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণে একান্ত নিষ্প্রয়োজন এই দেহ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাহারা না করে, তাহারা পশুরও অধম। বৎস! আমি বারংবার তোমারে এবিষয়ে উপদেশ করিয়াছি। ফলতঃ, অসার সংসারে অসার দেহ লইয়া বারংবার যাতায়াত করা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি আছে? মানুষ যদি আপনার এক জন্মের কষ্ট মনে করে, তাহা হইলে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে এবং বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে

আর জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় এইপ্রকার অপার ও অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, তাহার জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্ন করে। কিন্তু তাহা হইবার নহে। সে বহু ক্লেশের পর নামমাত্র সুখ পাইলেই সকল ভুলিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পশুভাব আর কি আছে?

সে যাহা হউক, আমি উপদেশ দেওয়াতে, যে ব্যক্তি হাস্য করিয়াছিল, সে বিবেকলাভ করিয়াই ঐপ্রকার সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। যেহেতু, বিবেকলাভ হইলে, এই ক্ষণভঙ্গুর অসার সংসারস্থিতি ও স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়া, একমাত্র আনন্দ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। অথবা, সুখ ও সন্তোষই বিবেকের লক্ষণ। পণ্ডিতেরা বিবেককেই নির্ব্বাণ শান্তির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, বিবেকবলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, আনন্দই বৰ্দ্ধিত হইবে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? তথাপি, অবিবেক অন্ধকার স্বরূপ। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, কোন্ ব্যক্তির সন্তোষরূপ মনোবিকাশ সম্পন্ন হইতে পারে? মেঘমালাপরিবেষ্টিত গগনমণ্ডলে প্রভাকর-কর-নিকর কখন স্বস্বভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা তোমার ন্যায়, মতিমান্ ব্যক্তিকে উপদেশ করা বাহুল্য।

পুনশ্চ, যে ব্যক্তি আত্মাকে দর্শন করিয়া, সেইরূপে উপহাস করিয়াছিল, সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, হায়! আমি মিথ্যা বিকল্প কল্পনা করিয়া, চিরকাল বঞ্চিত রহিলাম! সৌম্য! বিবেকের উদয় হইলে, মন সেই ব্রহ্মরূপ বিস্তৃত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া, দূর হইতেই আপনার সুখের ও বিনাশের মূল বিষয়জাত দর্শন করে। যে সহস্রকর ও সহস্রচক্ষু পুরুষের কথা বলিয়াছিলাম, তিনি মনের বহুরূপত্বপ্রকাশক। যে ব্যক্তি পরিঘ-প্রহারে আত্মাকে ব্যথিত করিয়াছিল, সে কুকল্পনার আঘাতে মনকে প্রহার করিতেছিল। যে ব্যক্তি আত্মাকে প্রহার করত পলায়ন করিতেছিল, স্বীয় বাসনা দ্বারা আহত হইয়া, তাহার মন ঐরূপে পলায়মান হইতেছিল।

ফলতঃ, অজ্ঞানের কার্য্যই এই, মন আপনিই আপনাকে প্রহার করত পলায়মান হয় এবং স্বীয় বাসনারূপ অনলশিখায় একান্ত দহ্যমান ও ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিপূর্ব্বক শান্তিলাভে সমুদ্যত হইয়া, পলায়ন করে। এই মনই দুঃখপরম্পরা বিস্তার করিয়া, তদ্দ্বারা স্বয়ং আহত হইয়া, পুনরায় পলায়িত হয়। কোষকার কীট যেমন আপনার লালায় কোষ নির্ম্মাণ করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে, মনও তদ্রূপ সংকল্প ও বাসনাজাল বিস্তার করিয়া, স্বয়ং বন্ধনদশা ভোগ করে। মন স্বভাবতঃ সাতিশয় চঞ্চল। পূর্ব্বাপর-পর্য্যালোচনা না করিয়াই, বালকের ন্যায়, অনর্থক ক্রীড়াকৌতুকে মগ্ন ও তজ্জনিত দুঃখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। মন যদি আত্মস্বরূপ ভাবনা ও আত্মাকে রক্ষা করিয়া, জ্ঞানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, আর কখন শোকে পতিত হয় না। মনই দুঃখপ্রাপ্তি ও দুঃখনাশের মূল। মন যদি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে, দুঃখের আবির্ভাব হয় না এবং যদি স্বপদে না থাকে, তাহা হইলে, শত দিকে শত দুঃখের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই শাস্ত্রসম্মত অনিন্দিত বাসনা সহায়ে রাগাদিতে বিনিবৃত্ত ও সর্ব্বথা মৌনী হইয়া, মুনিবৎ বিরাজমান হইলে, নির্ম্মল জ্ঞানের আবির্ভাবপ্রভাবে জন্মাদি-বিকার-বিরহিত পূর্ণ, শান্ত ও পরম-পবিত্র ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। তৎকালে মহাবিপদ আপতিত হইলেও তাহাকে আর শোকে অভিভূত করিতে পারে না।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ (চিত্তচিকিৎসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! জলে তরঙ্গের ন্যায়, এই তন্ময় ও অতন্ময় চিত্ত পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহাদের প্রবো[ধ] অর্থাৎ বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের ম[ন] ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অনুভূত হয় না। অপ্রবুদ্ধেরই পৃথক্ জ্ঞা[ন]

হইয়া থাকে। নিত্য পূর্ণ অব্যয়স্বরূপ আত্মাই সর্ব্বশক্তিমান্। সংসারে এমন কি আছে, যাহা আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত নাই? আত্মাই সকলের মূল। আত্মা চিৎশক্তিরূপে ভূতদেহে, স্পন্দশক্তিরূপে অনিলে, জড়শক্তিরূপে উপলে, দ্রবশক্তিরূপে জলে, তেজঃশক্তিরূপে অনলে, শূন্যশক্তিরূপে গগনস্থলে ও ভাবশক্তিরূপে সংসারস্থিতিতে বিরাজমান হয়েন। পুনশ্চ, তাঁহার নাশশক্তি নাশে, আনন্দশক্তি হর্ষে, বীর্য্যশক্তি বীরবর্গে, সর্গশক্তি সৃষ্টিতে এবং সর্ব্বশক্তি প্রলয়ে পরিদৃশ্যমান হয়। এই রূপে তাঁহার শক্তি সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত ও ধাবমান। বৎস! মন যে মনন করে, তাহাও সেই ব্রাহ্মী শক্তি। লোককর্ত্তা ব্রহ্মা শক্তিব্যবস্থানপূর্ব্বক এই চিত্তকে ধারণ করিতেছেন।

মন যেরূপে গমন ও অবস্থিতি করে, সেইরূপেই জাত ও উপরত হয় এবং আত্মা দ্বারা বিচিত্র ভাবে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। কারণ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জনন, মরণ ও স্থিতি প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম। লোভ, মোহ, তৃষ্ণা বা রোগ কিছুই নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন পরমাত্মাই চিত্ত ও জীব শব্দে উদাহৃত হয়েন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! মন যাহা নিশ্চয় করে, তাহাই প্রাদুর্ভূত হয়। অতএব, কিজন্য মনের কল্পনাস্বরূপ বন্ধন নাই?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সংসারের বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। যাঁহারা প্রাজ্ঞ বা প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের কোন কালেই বন্ধমোক্ষাদিমোহ সমুপস্থিত হয় না। অতত্ত্বদর্শী মূঢ়েরাই রজ্জুতে সর্পদর্শনবৎ অবস্তুতে বস্তুবোধ স্থাপন করিয়া, বৃথা বন্ধমোক্ষাদি কল্পনা করে। সৌম্য! প্রথমে মন, অনন্তর বন্ধ ও মোক্ষ, তৎপরে জগৎপ্রপঞ্চ বিরচিত হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন মিথ্যা উপকথাকেও সত্যবোধ করে, অজ্ঞেরা তদ্রূপ এই মিথ্যাপ্রপঞ্চসংস্থিতিকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ (উপদেশকথা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যাহারা শিশুর ন্যায় মূঢ়চিত্ত ও হতবুদ্ধি, তাহারাই অক্ষয় পরমাত্মার স্বরূপবিজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া থাকে। পরমাত্মার স্বরূপ বিজ্ঞানদৃষ্টির নিকট এই সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ।

শিশুরা যেমন মিথ্যা বেতাল কল্পনা করে, অবিদ্যোপহিত পরমাত্মার বশীভূত ভূতগণ তেমনি অহঙ্কাররূপী বিনশ্বর সঙ্কল্পের কল্পনা করে। এই অহঙ্কার কিছুই নহে; একমাত্র পূর্ণাত্মাই সত্য ও নিত্য বিরাজমান। অসম্যগ্‌দর্শী পুরুষেরা যেরূপ খরতর আতপে মৃগতৃষ্ণাসরিৎ অনুভব করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই অহংকারের অনুভব হইয়া থাকে। বাস্তবিক, অহংকার নামে কোন পদার্থ নাই। মনের যে সংরম্ভ, তাহাই সংসার। বৎস! তুমি অসম্যগ্‌দর্শনরূপ অসৎ বিষয় ত্যাগ করিয়া, সম্যগ্‌দর্শন অবলম্বন কর। তদ্দ্বারা যুগপৎ শ্রেয় ও আনন্দ লাভ করিবে। পুনশ্চ, যাহাতে মোহসংরম্ভের লেশমাত্র নাই, তাদৃশী বিচারধর্ম্মশালিনী বুদ্ধি সহায়ে মিথ্যাপরিহারপুরঃসর একমাত্র সদ্‌বিচার আশ্রয় কর। বৃথা কেন বন্ধমোক্ষ ইত্যাদি বাক্যপ্রপঞ্চে মুগ্ধ হইতেছ? একমাত্র অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে যখন সমুদায় বিদ্যমান, তখন কেহই বা বদ্ধ আর কেহই বা মুক্ত হইয়া থাকে?

আত্মার ভেদাভেদরূপ বিকার নাই। সুতরাং দেহ নষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? ভস্ত্রা নষ্ট হইলে, বায়ু কখন নষ্ট হয় না, পুষ্প নষ্ট হইলে গন্ধ যখন বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহ উদিত বা অস্তমিত যাহাই হউক, আমাদের তজ্জন্য কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অয়ি রঘূদ্বহ! মেঘ ও বায়ু এবং পদ্ম ও ভ্রমর ইহাদের পরস্পর যেপ্রকার সম্বন্ধ, তোমার দেহের সহিত তোমার আত্মারও ঐপ্রকার সম্বন্ধ। মনই বিশ্ব-জগতের দেহ। এবং কারণীভূত চিৎশক্তির আত্মা। সুতরাং

ইহার বিনাশ নাই। যখন এই আত্মার বিনাশ বা ধ্বংস নাই, তখন কি জন্য বৃথা পরিতাপ করিতেছ? দেহ বিনষ্ট হইলে, আত্মা যেমন তেমনি থাকে এবং স্বীয় স্বরূপ অনন্ত আত্মায় মিলিত হয়। জ্ঞানাগ্নি ব্যতিরেকে যখন এই সংসারবিহারী মনের বিনাশ হয় না, তখন আত্মনাশের কথা আর কি বলিব? ঘট ভগ্ন হইলে যেমন আকাশ আকাশে মিলিত হয়, দেহ বিনষ্ট হইলে তেমন আত্মা আত্মায় মিলিত হইয়া থাকে। মরণরূপ শত্রু মুহূর্ত্তকাল আক্রমণ করিলে, জীবের মন দেহাকাশ হইতে অন্তর্দ্ধান করে। অতএব বৎস! তুমি এই অহম্ভাবশালিনী সর্ব্বনাশিনী বাসনা ত্যাগ কর।

মনের শক্তির স্বরূপই এই, উহা রাগদ্বেষাদি বিস্তার করিয়া, জীবের বন্ধনদশা সংঘটিত করে। এই মানসী শক্তিই স্বপ্নবৎ সম্পূর্ণ অলীক কল্পনাজাল বিস্তার করে। পুনশ্চ, এই মানসী শক্তি দুঃশীলা অবিদ্যাস্বরূপ কেবল দুঃখের জন্যই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং অজ্ঞানপ্রযুক্তই এই মিথ্যাস্বরূপ বিশ্ব বিস্তার করে। এই আরম্ভমন্থর দৃশ্যমান বিশ্ব দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় একান্ত অসৎ। কেবল মানসীশক্তিবলেই সৎস্বরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। দিবাকর যেরূপ কিরণ বিকিরণ দ্বারা হিমশিলার স্বরূপ বিনাশ করেন, তদ্রূপ তুমি বিচারসহায় হইয়া, এই শক্তির স্বরূপ বিনষ্ট কর। কেননা, বিচার দ্বারাই মন বিগলিত হইয়া থাকে। এই মনই ইন্দ্রজালসদৃশী বিনাশশালিনী বিবিধ অনর্থময়ী ক্রিয়া বিস্তার করে; যাহার পরিণাম অতীব ভয়াবহ ও একান্ত দুর্ব্বিষহ। মানুষ কত দিকে কতরূপ অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই মনের কল্পিত। লৌকিক ক্রিয়ামাত্রেই পরিণামবিরস, ইহা তোমাকে বলা বাহুল্য।

মন স্বীয় বিনাশ জন্যই আত্মাকে দর্শন করে। দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ কখন উপস্থিত বিনাশ জানিতে পারে না। এই কারণে পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, মনের নাশই মহান্ উচ্ছেদ। অতএব তুমি সর্ব্বথা মনোনাশে যত্নপরায়ণ হও। এই সংসাররূপ অরণ্য সুখদুঃখরূপ

বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ। কৃতান্তরূপ মহোরগ ইহাতে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। মনই এই নিবিড় বনে মহাবিপদের হেতু। যে মনে বিবেক নাই, তাহাই সাক্ষাৎ সর্ব্বনাশ। তুমি এই সর্ব্বনাশ পরিহারে কৃতযত্ন হও। কৃতান্তরূপ কুটিল বিষধর কোন্ দিন দংশন করিয়া, প্রাণনাশ করিবে, কে বলিতে পারে? অতএব এই বেলা সাবধান হও। এবং এই মুহুর্ত্তেই সংসার হইতে যাইতে হইবে, স্থির নিশ্চয় করিয়া, মনোনাশে চেষ্টা কর।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইপ্রকার গুণভূয়িষ্ঠ গরিষ্ঠ বাক্যে শিষ্টপ্রধান বিশিষ্টবুদ্ধি রামকে পরমাভীষ্ট উপদেশে আবিষ্ট করিতেছেন, এমন সময়ে বিশ্বজগতের প্রীতিকর প্রভাকর করনিকর সংহরণপুরঃসর অস্ত ভূধর শেখরবর আশ্রয় করিলেন। মহতের অদর্শন সকলেরই শোকাবহ ও পরম অসুখজনক। ইহাই দেখাইবার জন্য যেন পক্ষিরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কমলিনী মলিনীবেশে মুদিত হইল; দিক্‌সকল প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিল; আলোক অন্তর্হিত হইল; দিনমুখ ম্লান হইয়া উঠিল; অন্ধকাররূপ মলিন বসনে সর্ব্বশরীর সমাচ্ছন্ন করিয়া, সন্ধ্যা অতিশোকসূচক বেশে সমাগত হইল; এইরূপে সমস্ত সংসার যেন গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইল। আর কিছুই দেখা যায় না। বৎস! সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে! এতদ্বিধায় শোকদুঃখও অলীক। ইহাই দেখাইবার জন্যই যেন পরক্ষণেই শশাঙ্কের কৌমুদীমহোৎসব সমুপস্থিত হইল। তন্নিবন্ধন সমস্ত সংসার শোকভার পরিহার করিয়া, পুলকিত হইয়া উঠিল। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সকলেই বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। বশিষ্ঠ মহাভাগও সায়ংকৃত্যসমাধানানন্তর বিশ্রামসুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া, উপস্থিত যামিনী অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পরদিন সূর্য্যোদয়বেলায় সভায় সমাগত হইয়া, পূর্ব্ববৎ কথা আরম্ভ করিলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ (লবণোপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি তোমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এবিষয়ে এক উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

উত্তরাপদ নামে বৃহৎপদ জনপদ আছে। তত্রত্য গহন কাননসমূহে তাপসগণ নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান ও বিদ্যাধরীবৃন্দ পরমানন্দ সন্দোহ সহকারে তত্রস্থ উদ্যানবর্ত্তিনী বল্লরীপরম্পরা আন্দোলিত করিয়া ক্রীড়া করেন। উহার সমীপবর্ত্তী ভূধরসকল সরোজ-রজোরাজির নিত্যসম্পর্কে পীতবর্ণে সুরঞ্জিত, অরণ্যশ্রেণী প্রফুল্ল-কুসুমসমূহে সুশোভিত, চতুর্দ্দিক্ খর্জ্জূরতরুষণ্ডে মণ্ডিত ও মক্ষিকাগণের ঘুণ্‌ঘুণ্‌ধ্বনিতে প্রতিনাদিত, অন্তর্গত হরিৎক্ষেত্র সকল উৎকৃষ্ট পিঙ্গলমণির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ওষধিসকলে অলঙ্কৃত, জঙ্গলসকল পার্শ্ববর্ত্তী বিহঙ্গমবর্গের প্রচণ্ডধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, কাননসকল সারসকুলের কলকলশব্দে শব্দিত, অন্তর্ব্বর্ত্তী গ্রামসকল তমাল তরুনিকরে পরিবৃত ও বিবিধজাতিসমুদ্ভূত বিচিত্রবর্ণ বিহঙ্গমবর্গের কাকলীধ্বনিতে পরিপূরিত। এতদ্ভিন্ন ঐ জনপদ তটিনী তটপ্রতিষ্ঠিত কুসুমভূষিত পারিভদ্রপ্রমুখ পাদপপুঞ্জের নিত্য সান্নিধ্যযোগে অরুণায়িত এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের পরমানন্দসহ-কৃত সুমধুর সঙ্গীতে পরিপূরিত। সমীরণ তথায় অনবরত ফল ও কুসুমসমূহ নিপাতিত করিয়া, বনে বনে ও উদ্যানে উদ্যানে মৃদু-মন্দ বিচরণ করিতেছে। দেখিলে, সহসা স্বর্গ বলিয়া ভ্রম জন্মে।

তাত! তথায় হরিশ্চন্দ্রের বংশোদ্ভব পৃথিবীর চন্দ্রস্বরূপ রাজর্ষি লবণ বাস করিতেন। তদীয় নির্ম্মল যশোরাশি কৌমুদীর ন্যায় সর্ব্বভুবনে বিস্তৃত ও তদীয় কৃপাণবলে অরাতিমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন ও নিঃশেষিত হইয়াছিল। বিপক্ষপক্ষ তদীয় স্মরণমাত্রেই প্রভাকর-করতাড়িত কুমুদবৎ সংকুচিত হইত। লোকসকল অভীষ্টদেবতা-বৎ তদীয় পবিত্র চরিত্র সর্ব্বদাই স্মরণ করিত। অপ্সরোগণ পুলকোল্লাসসহকারে দেবসভাসমূহে তদীয় সদ্‌গুণগাথা গান করিত।

তিনি কুটিলতার লেশ জানিতেন না। দৈন্যদোষময়ী ক্রিয়ার ছন্দাংশেও যাইতেন না। পরস্বাপহরণে বা পরপীড়নে কদাচ অভিলাষ করিতেন না। উদারতাই তাঁহার জপমালা ছিল। তাঁহার ন্যায়, ঔদার্য্যগুণসাগর মহীপতি দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না।

একদা সূর্য্যমণ্ডল নভোমণ্ডলে মুহূর্ত্তদ্বয় সমুদিত হইলে, রাজা সভায় সমাগত হইলেন। সেনাগণ সসম্ভ্রমে উহার ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। বিলাসশালিনী রাজবীজনকারিণী রমণীরা সুচারু চামর হস্তে তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কান্তাগণের সুমধুর সঙ্গীত ও মনোজ্ঞ বীণাধ্বনিতে উহা যার পর নাই মনোহারী হইয়াছে। পবিত্র ঐতিহাসিক পুস্তক সকল উহার চতুর্দ্দিকে বাচ্যমান হইতেছে। নরপতিগণ ও দেশবার্ত্তাপ্রদ মন্ত্রিগন উহার সমন্তাৎ পূর্ণ করিয়া, উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং সূত মাগধ ও বন্দীগণ পবিত্র স্তুতিপাঠে উহা প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রাজা পৌর্ণমাসী চন্দ্রমার ন্যায়, সিংহাসনে উপবেশন করিলে, মহাড়ম্বর-সম্পন্ন এক ঐন্দ্রজালিক তথায় আগমন করিল এবং ফলসম্ভার-সমাক্রান্ত পাদপের ন্যায়, অবনত মস্তকে রাজাকে প্রণাম ও সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি আমার প্রণীত এই অত্যদ্ভুত কৌতুক দর্শন করুন।

রাম! সে মধুর বাক্যে এইপ্রকার সম্ভাষণ করিয়া, পরমাত্মার মায়াসদৃশী ভ্রমজননী পিচ্ছিকা ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে নরপতি মনে করিতে লাগিলেন, যেন তেজোরেণুবিরাজিত ইন্দ্র-ধনু গগনগর্ভে বিচরণ করিতেছে। ক্ষণমধ্যেই সৈন্ধবরাজার অশ্বপাল, তারানিকরপরিবৃত ব্যোমবীথিতে জলদের ন্যায়, সভামধ্যে প্রবেশ করিল। দেবরাজের অনুগামী উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায়, পরমবেগবান্ এক অশ্ব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইল। অশ্বপাল সেই অশ্বকে গ্রহণ করিয়া, রাজা লবণকে কহিল, বিভো! এই অশ্ব সাক্ষাৎ পবনস্বরূপ ও উচ্চৈঃশ্রবার সমান বেগবান্!

মদীয় প্রভু ভবদীয় উপভোগ নিমিত্ত ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কেননা, উত্তমে উত্তম অর্পিত হইলেই, শোভমান হইয়া থাকে।

সে এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ঐন্দ্রজালিক মধুর বাক্যে কহিল, রাজন্! আপনি এই হয়রত্নে আরোহণ করিয়া, ভগবান্ ভাস্করের ন্যায়, প্রচণ্ড প্রতাপে মহীমণ্ডলে বিহার করুন। ময়ূর যেমন স্বৎকারনিনাদসহকারে সুবিস্তৃত জলদপটল দর্শন করে, রাজা তেমনি নির্নিমেষ নেত্রে সেই অশ্বরত্ন অবলোকন করিতে লাগিলেন। তদীয় দৃষ্টি তাহাতে বদ্ধ হইয়া গেল এবং চিত্রপুত্তলিকার ন্যায়, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও স্পন্দনশক্তি রহিত হইল। মহাভাগ অগস্ত্য সলিলরাশি পান করিতে সমুদ্যত হইলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া, স্বীয় গর্ভান্তর্গত মৎস্য ও পর্ব্বতাদির সহিত মহাসাগর যেমন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং আত্মধ্যানপরায়ণ বীতরাগ মহর্ষিগণ যেমন নিষ্পন্দিত হইয়া থাকেন, রাজারও তদ্রূপ দশা উপস্থিত হইল। রাজাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই বিস্ময়বশে উৎসাহহীন এবং ভয় মোহ ও বিষাদসাগরে বিলীন হইয়া, মুকুলিত পদ্মকাননবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চামরধারিণী রমণীরাও স্পন্দনশূন্য হইল। শারদীয় গগনগহ্বরে যেমন ক্ষণমধ্যেই মেঘগর্জ্জন তিরোহিত হয়, রাজসভাস্থ জনগণের সেই মহাকোলাহলও তদ্রূপ তৎক্ষণাৎ বিনিবৃত্ত হইল। অসুর-সংগ্রামে অমরনিকরের ন্যায়, মন্ত্রিগণ যুগপৎ মহাসন্দেহ ও দুরন্ত চিন্তায় সমাক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ (মন ভাল কর, ভাল হইবে)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর মুহূর্ত্তদ্বয় অতীত হইলে, রাজা জ্ঞান প্রাপ্ত ও আসন হইতে উত্থিত হইয়া, ভূকম্পে অরণ্যানীর ন্যায়, স্বীয় কলেবর কম্পিত করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজগণ বিক্ষুব্ধ হইলে, কৈলাস পর্ব্বত যেরূপ কম্পমান হয়, মহারাজ লবণ

তদ্রূপ কম্পিত কলেবরে পতনোন্মুখ হইলে, পুরোবর্ত্তী জনগণ প্রসারিত ভুজযুগলে তাঁহারে ধারণ করিলেন। তখন তিনি জলমজ্জনোন্মুখ পদ্মকোষস্থ ভ্রমরের ন্যায়, ব্যাকুল হৃদয়ে অস্ফুট-স্বরে তাহাদিগকে কহিলেন, ইহা কোন্ স্থান এবং এই সভাই বা কাহার? সভ্যগণ পরমসমাদরপ্রদর্শনপুরঃসর রাজাকে কহিলেন, দেব! এ কি! কিজন্য এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনার ঈদৃশী বিসদৃশী দশা দর্শন করিয়া, আমরাও অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি। বিভো! আপনার মন অতি নির্ম্মল ও অভেদ্য। কিজন্য ভ্রমবশে ছিন্ন ভিন্ন হইল? কোন্ আপাতরম্য পরিণামবিরস বিকল্পভোগ ইহাকে বিলুণ্ঠিত করিল? বিভো! আপনার মন পরমার্থরূপ পরমোদার সদ্বৃত্তির সান্নিধ্য বশতঃ অতিমাত্র শীতল ও নির্ম্মল। কি কারণে ঈদৃশ মহাভ্রমে মগ্ন হইল? দেখুন, বিষয়ভোগাবলম্বন অতীব তুচ্ছভাবাপন্ন। কেননা, এই ভোগের ক্ষয় বা বিলয় হইলে, ইহার আশ্রিত ব্যক্তিকেও তৎসঙ্গেই শীর্ণ বা অবসন্ন হইতে হয়। কোন স্থলে কোন অংশেই ইহার ব্যভিচার নাই। পণ্ডিতেরা পার্থিব বিষয়মাত্রকেই পিচ্ছিলভূমির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে পদার্পণ করিলেই, পতিত হইতে হয়। হস্তী যেমন মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও, পঙ্কে নিমগ্ন হয়, উত্থান করিতে পারে না; বিষয়ে মগ্নচিত্ত পুরুষেরও তদ্রূপ অধঃ-পাত হইয়া থাকে। বিষয় সাক্ষাৎ বিষস্বরূপ। অথবা বিষ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। কেননা, বিষের প্রতিক্রিয়া আছে; বিষয়ের প্রতিকার নাই। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অনেক দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিভো! মন কেবল মোহ বিস্তার করে; মহত্ত্ব প্রদর্শন করে না। কিন্তু ভবাদৃশ মহাত্মাগণের মন ধৈর্য্যসম্পন্ন, প্রবোধবিশিষ্ট, সৎগুণসমালঙ্কৃত ও তুচ্ছবিষয়ে সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ। অতএব আপনার ঈদৃশ মনে এইপ্রকার বিচ্ছিন্নভাব নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই। দেশ ও কাল যাহার প্রভু এবং যাহাতে বিবেকের

সম্পর্ক নাই, তাদৃশ মনই মন্ত্রৌষধির আয়ত্ত হইয়া থাকে। উদার বৃত্তিবিশিষ্ট মন কখন ঐপ্রকার অবস্থাপন্ন হয় না। আলোক যেমন দৃষ্টি প্রতিহত করে না, বরং বিকসিত করিয়া থাকে; বিবেক বিশিষ্ট মন তেমনি অবসন্ন না হইয়া, উত্তরোত্তর উন্নত দশা ভোগ করে। সামান্য বায়ু যেমন সুমেরুশৈল বিচলিত করিতে পারে না, বিবেকবিশিষ্ট মনও তেমনি সামান্য কারণে প্রতিহত হয় না। ফলতঃ, মন ভাল না হইলে, কিছুতেই ভাল হয় না। যাহার মন ভাল নহে, তাহার কখনই ভাল হয় না, ইহা সিদ্ধ বাক্য। মনের দোষেই লোকে কষ্ট পায়, আবার মনের গুণেই লোকের সুখসম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমানকে এবিষয় উপদেশ করা, সূর্য্যকে দীপদানবৎ সর্ব্বথা বাহুল্য এবং নিষ্প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ কি?

রাম! স্বজনগণ এইরূপ অনুকূল বাক্যে আশ্বাসিত করিলে, রাজার মুখমণ্ডল, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, সমুজ্জ্বল এবং নয়নযুগল, প্রভাতকমলবৎ, উন্মীলিত হইয়া উঠিল। তখন হিমান্তেবসন্তোদয়শোভার ন্যায়, তাঁহার নিরতিশয় শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর নকুলদর্শনে সর্পের ন্যায়, তিনি সেই ঐন্দ্রজালিককে অবলোকন করিয়া, ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, তাহাকে কহিলেন, রে জাল্ম! তুই আমাকে কি দেখাইলি? তোর এই ইন্দ্রজালে প্রশান্ত মহাসাগরও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। দেবগণের পদার্থশক্তি বিচিত্র! উহা দ্বারা আমার দুর্ভেদ্য চিত্তও মোহে আচ্ছন্ন ও নিভিন্ন হইল! হে সভাসদ্বর্গ! এই মায়াবী আমাকে মুহূর্ত্তমধ্যে যাহা দেখাইয়াছে, সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর; উহা একটী অত্যাশ্চর্য্য বিস্তৃত উপাখ্যান।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ (বিবাহমহোৎসব)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! রাজা সভাসদ্দিগকে বলিতে লাগিলেন, আমার এই রাজ্য পৃথিবীর অনুজস্বরূপ, বিবিধ হ্রদ,

নদ, জনপদ ও পর্ব্বতাদিতে পরিব্যাপ্ত। যাবৎ এই মায়াবী না আসিয়াছিল, তাবৎ আমি সুখে মহেন্দ্রের ন্যায় এই রাজ্য করিতেছিলাম। অনন্তর মায়াবী আসিয়া, কল্পান্ত বাতবিধূত ঘনমণ্ডলীতে পরিভ্রামিত শক্রচাপলতার ন্যায, পরমতেজঃশালিনী পিচ্ছিকা ঘূর্ণিত করিলে, আমি তদীয় তুরঙ্গমের সম্মুখে অবস্থান-পূর্ব্বক উল্লিখিত বিলোল তেজঃপুঞ্জে হতদৃষ্টি ও হতজ্ঞান হইয়া, যেন একাকী সেই অশ্বে অধিরোহণ এবং প্রলয়পবনপরিচালিত মেঘরাজ পুষ্করাবর্ত্তের ন্যায়, ঐ অশ্বকর্ত্তৃক সবেগে সঞ্চালিত হইয়া, যেন মৃগয়ায় গমন করিলাম। অনন্তর বহুদূরে প্রতিষ্ঠিত প্রলয়দগ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, ভীষণভাবাপন্ন অরণ্যে সমানীত হইয়া, অবলোকন করিলাম, ঐ অরণ্যে জল নাই, বৃক্ষ নাই, পশুপক্ষ্যাদির সম্পর্ক নাই। উহা নিরবচ্ছিন্ন নীহারপটলে আচ্ছন্ন ও অতীবশুষ্কভাবা-পন্ন এবং তত্ত্বদর্শীগণের চেতনের ন্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত ও অজ্ঞজনের ক্রোধের ন্যায় নিতান্ত বিষম এবং রত্ন, ফল ও বান্ধবহীন দরিদ্রের ন্যায় সংস্থিত। উহাতে তৃণপল্লব জন্মে না, মনুষ্যাদি সঞ্চরণ করে না, উহার পুরোভাগে দিঙ্মুখ সকল মরীচিকাসলিলে আপ্লুত।

ঈদৃশ অসীম অরণ্যে সমাগত হইয়া, মদীয় বাহন সাতিশয় পরিশ্রমে অবসন্ন ও আমিও খিন্নভাবাপন্ন হইলাম। ধৈর্য্যসহকারে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তথায় বিচরণ করিলাম। অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর ভুবনভ্রমণপরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, অস্তাচলশিখরে গমন করিলে, মদীয় বাহনও তদ্বৎ পথশ্রমে কাতর হইয়া, জম্বু ও কদম্বাদিপাদপ-পরিপূর্ণ অপর এক অরণ্যে উপনীত হইল। পথিকগণের বন্ধুস্বরূপ পক্ষিগণের অস্ফুট কোলাহলধ্বনিতে ঐ অরণ্যের চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত। কুটিল জনের হৃদয় যেমন অসৎপথে উপার্জ্জিত সম্পত্তি সহায়ে আনন্দ ভোগ করে, তদ্রূপ ঐ অরণ্যে শস্য সকল প্রফুল্ল রহিয়াছে। মরণ অপেক্ষা ব্যাধিও যেমন কথঞ্চিৎ সুখ বিতরণ করে, এই বিরলস্থলীও তদ্রূপ পূর্ব্বপ্রাপ্ত মরুপ্রায় অরণ্যানী

অপেক্ষা কথঞ্চিৎ সুখজনক। আমি তথায় বহু পর্য্যটনে এক জম্বীরবৃক্ষমূলে সমাগত হইয়া, তাহার স্কন্ধাবলম্বিনী লতা ধারণ করিলাম। গঙ্গা আশ্রয় করিলে, পাপ যেমন দূরে পলায়ন করে, লতা ধারণ করিলে, আমার সেই অশ্বও তেমনি পলায়মান হইল।

ঐ সময়ে দিনমণির অন্তর্দ্ধানবশতঃ অন্ধকারের আবির্ভাবে সমস্ত ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে সমাচ্ছন্ন হইলে, রজনী সমাগত হইয়া, আপনার ব্যবহারপরম্পরার প্রবর্ত্তনায় প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে আমি পেলব তরুকোটবে প্রবেশপূর্ব্বক স্বনীড়ে পক্ষিণীর ন্যায়, অবস্থান করত বিষধরদষ্ট, স্মৃতিভ্রষ্ট, মৃত্যুবশপ্রাপ্ত ও অন্ধকূপমগ্ন দীনজনের ন্যায় ও একার্ণবসলিলে ভাসমান মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের ন্যায়, কল্পসমা সেই ত্রিযামা কোন রূপে অতিবাহিত করিলাম। স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ধৈর্য্য নাই, দেবার্চ্চনা নাই, এইরূপ অবস্থায় সেই বিপদবহুল অরণ্যে আপদরাশির মধ্যে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক অতি কষ্টে সেই যামিনী যাপন করিলাম। আমার কলেবর বৃক্ষপত্রের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। জন্তুগণ সেই রজনীতে দুঃসহ শীতে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, কটকটায়মান দশনপংক্তির সংঘট্টনসমুৎপন্ন টঙ্কারধ্বনি আরম্ভ করিল এবং সিংহগণ বেতালগণের সহিত মিলিত হইয়া, অনবরত ক্ষ্বেড়ারবে দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

এবংবিধ ভীষণ তামসী রজনী তারা, চন্দ্র ও কৈরবকুলের সহিত অন্তর্হিত হইলে, আমি দরিদ্রের আকস্মিক নিধিপ্রাপ্তির ন্যায় সহসা দৃষ্টিযোগে পূর্ব্বদিক প্রাপ্ত হইয়া, ভগবান্ ভাস্করকে পূর্ব্বদিগ্‌গজে আরোহণ করিতে অবলোকন করিলাম। তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া, কোটর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক মহাদেবের হস্তি-চর্ম্মবৎ মদীয় আস্তরণবস্ত্র আস্ফোটিত করিয়া, ইতস্ততঃ অরণ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। মূর্খের দেহে যেমন গুণলেশ লক্ষিত হয় না, বহুক্ষণ বিচরণ করিয়াও, তদ্রূপ এক ব্যক্তিকেও তথায় দেখিতে পাইলাম না। বিহঙ্গমগণ শঙ্কাত্যাগপূর্ব্বক অব্যক্ত

কোলাহলধ্বনি করিয়া, তথায় বিচরণ করিতেছে; কেবল এইমাত্র অবলোকন করিলাম।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। এমন সময়ে লোলনয়না কোন ললনা অন্নপূর্ণ পাত্র হস্তে পীযূষকলসধারিণী মোহিনীর ন্যায়, মদীয় পর্য্যটনপথে সহসা সমাগত হইল; দর্শন করিয়া তদীয় সমীপে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, অয়ি বালে! তুমি এই দারুণ বিপত্তি-সময়ে দয়া করিয়া আমাকে স্বহস্তস্থিত অন্ন প্রদান কর। লোকের বিপদ দূর করিলে, সম্পদ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুব্রতে! ক্ষুধা আমায় এই দ্রুমকোটরবিহারীণী নবপ্রসূতা কৃষ্ণসর্পিণীর ন্যায়, একান্ত নিপীড়িত করিয়াছে। আমার অতি মাত্র অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে।

প্রবত্নাতিশয় সহকারে সবিশেষ অর্চ্চনা করিলেও, লক্ষ্মী যেমন দুষ্কৃতিকে দয়া করেন না, তদ্রূপ বারংবার প্রার্থনা করিলেও, সেই কৃষ্ণাম্বরা শ্যামকলেবরা অন্ন প্রদান করিল না। তখন আমি অন্ন-লালসায় ছায়ার ন্যায়, অনুগমনপ্রসঙ্গে বন হইতে বনান্তরে সমাগত হইলে, সেই ললনা আমাকে কহিল, আমি চণ্ডালজাতীয় রমণী; রাক্ষসীর ন্যায় দয়াহীনা ও ক্রূরপ্রকৃতি। তুমি প্রার্থনামাত্রেই আমার নিকট অন্ন প্রাপ্ত হইবে না। এই বলিয়াই সেই চণ্ডালী পদে পদে লীলাপ্রকাশপুরঃসর গমন ও অনতিবিলম্বে এক কুঞ্জকাননে প্রবেশ করিয়া, লীলাভারে অবনত হইয়া, আমাকে কহিল, অয়ি সুন্দর! প্রয়োজন না থাকিলে, সামান্য লোকে কখনও কাহারও উপকার করে না। অতএব তুমি আমার স্বামী হইতে স্বীকার করিলে, আমি এই অন্ন প্রদান করিতে পারি। মদীয় পিতা ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়া, ধূলি ধূসরিত কলেবরে শ্মশানস্থ বেতালের ন্যায়, সমীপবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে বৃষভদ্বয় সহায়ে হলচালনা করিতেছেন। তাঁহার জন্য এই অন্ন লইয়া যাইতেছি। দেখ, প্রাণ দিয়াও পতির পূজা করা কর্ত্তব্য। অতএব আমার স্বামী হইতে স্বীকার কর, অন্নপ্রদান করিব। আমি এই কথায় তাহার স্বামী

হইতে স্বীকার করিলাম। বিপৎকালে কোন্ ব্যক্তি কুলক্রম, বর্ণ ও ধর্ম্মবিচার করিতে পারে?

অনন্তর চণ্ডালী আমায় সেই অন্নের অর্দ্ধেক ভাগ প্রদান করিলে, আমি মোহবশে হতচিত্ত হইয়া, সেই পক্কান্ন ভক্ষণ ও জম্বূরস পান করিয়া, তথায় বিশ্রাম করিলাম। তখন যাতনা যেমন অবীচি নামক নরকে গমন করে, চণ্ডালী তদ্রূপ বহিশ্চর প্রাণীর ন্যায়, আমাকে গ্রহণ করিয়া, আপনার দুরাচার কদর্য্যাকার পিতার নিকট গমন করিল এবং অলিনিঃস্বনে তাহারে কহিল, তাত! আপনি অনুজ্ঞা করুন; ইনি আমার স্বামী। পীবরাকৃতি ভীষণপ্রকৃতি সেই চণ্ডাল, কন্যা বাক্যে সম্মত হইয়া, সায়ংসময়ে কৃতান্ত যেমন কিঙ্করদিগকে, তদ্রূপ কর্ম্মপাশবদ্ধ বৃষভদ্বয়কে মোচন করিল। অনন্তর দিঙ্মণ্ডল পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত ও ধূলিপটলে প্রোদ্ধূলিত হইলে, আমরা শ্মশান হইতে শ্মশানান্তরে সমাগত বেতালদলের ন্যায়, সেই অরণ্য হইতে চণ্ডালপুরে সমবেত হইলাম। দেখিলাম, চণ্ডালের গৃহে কোন ব্যক্তি কপি, কুক্কুট ও কাকাদির মাংস ছেদনপূর্ব্বক ভাগ করিতেছে। তত্রত্য ভূবিভাগ শোণিতসিক্ত ও মক্ষিকাময়। পক্ষিবা কেহ ভোজনলালসায় আস্ত্রতন্ত্রীজালে নিপতিত হইতেছে; কেহ গৃহান্তর্গত উদ্যানমধ্যবর্ত্তী জম্বীর বৃক্ষে কাকলিধ্বনি ও কেহ বা উল্লসিত হইয়া, শুষ্কবসাপিণ্ডপূর্ণ বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠে বিচরণ করিতেছে এবং বালকগণের হস্তস্থ মাংসপিণ্ডে মক্ষিকারা ঘুম্ঘুম্ধ্বনিসহকারে সঞ্চরমাণ হইতেছে। রাশি রাশি শিরা ও অন্ত্রে ঐ গৃহের সকল স্থল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমরা তথায় প্রবেশ করিবামাত্র, তত্রত্য ব্যক্তিরা আমাকে অবলোকন করিয়া, সম্ভ্রমসহকারে পরমসমাদরে বসিবার জন্য এক বিস্তৃত কদলীখণ্ড আনিয়া দিল। আমি সেই আসনে উপবেশন করিলে, মদীয় নব শ্বশুর সেই লোহিতলোচন চণ্ডাল আমার শ্বশ্রূকে কহিলেন, ইনি জামাতা। সেই কেকরাক্ষী স্বামীর এই বাক্যে অভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আমি সাক্ষাৎ দুষ্কৃতির ন্যায়, অজিনাসনে সঞ্চিত চণ্ডালভোজন সকল ভক্ষণ করিয়া, অনন্ত দুঃখের বীজস্বরূপ অশুভময় প্রণয়বাক্য সকল কর্ণগোচর করিলাম। তদনন্তর, মেঘের সম্পর্ক নাই, আকাশে নক্ষত্রসকল বিরাজমান হইতেছে; এইরূপ কোন দিনে সেই চণ্ডাল, দুষ্কৃতি যেমন যাতনা প্রদান করে, তদ্রূপ ঘোর সংরম্ভসহকারে রাশি রাশি বস্ত্র ও বিভবের সহিত সেই কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী কুমারী আমারে সম্প্রদান করিল। এই উপলক্ষে মদ্যমাংসাদি বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন করা হইল। চণ্ডালেরা মদিরা ও আসবরাশি পান করিয়া, একান্ত মত্ত হইয়া উঠিল এবং পটুপটহসমূহ বাদন করত সবিলাসে নৃত্য করিতে লাগিল।

ঊনবিংশাধিকশততম সর্গ (লবণের আপদ্বর্ণন)।

রাজা কহিলেন, হে সভাসদ্বর্গ! ক্রমাগত সপ্তরাত্রি ঐপ্রকার মহোৎসব হইল। উৎসবান্তে আমি তথায় আটমাস যাপন করিলাম। অনন্তর আমার সহধর্ম্মিণী সেই চণ্ডালনন্দিনী কালসহকারে গর্ভিণী হইয়া, বিপদ যেমন দুঃখক্রিয়া সমুৎপাদন করে, তদ্রূপ দুঃখজননী এক কন্যা প্রসব করিল। মূর্খের নিন্দা যেমন সত্বর বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ সেই কন্যা শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর বর্ষত্রয় পর্য্যবসিত হইলে, দুর্ব্বুদ্ধি যেরূপ আশাপাশবিধায়ী অনর্থ প্রসব করে, সেই চণ্ডালী তেমনি পুনরায় এক অভদ্র পুত্র প্রসব করিল। এইরূপে পুত্রকলত্রে পরিবৃত ও কালক্রমে জরাকবলে নিপতিত হইয়া, আমি ব্রহ্মঘ্ন ব্যক্তির ন্যায়, চিন্তা ও বিবিধ যাতনাভোগ সহকারে বহুবর্ষ যাপন করিলাম। পঙ্কলমধ্যে বৃদ্ধ কচ্ছপ যেমন, আমিও যেমনি শীত, বাত ও আতপাদি বিবিধ ক্লেশে বিবশ হইয়া, তথায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। পুত্রকলত্রাদির দুরন্ত চিন্তায় আমার বুদ্ধি আহত ও দগ্ধ হইয়া উঠিল।

ঐরূপ অবস্থায় সমস্ত দিক্ যেন প্রজ্বলিত ও সাক্ষাৎ ক্লেশসংস্কৃ দর্শন করিলাম।

ভ্রমবশে এইরূপ চণ্ডালদেহ ধারণ করিয়া, আমি প্রতিদিন মূর্ত্তিমান্ দুষ্কৃতের ন্যায়, কাষ্ঠভার বহন করিতাম। আমার মস্তকে শিরস্ত্রাণ এবং পরিধান জীর্ণ, শীর্ণ, যূকসমাকীর্ণ, দুর্গন্ধপূর্ণ, ক্লিন্ন কৌপীন। নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, ঘনঘননিশ্বাস পরিত্যাগপুরঃসর ধবলীকবৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতাম। কুটুম্বগণের ভরণপোষণ-চিন্তায় আমার দেহ জর্জ্জর হইয়াছিল। হেমন্তকালে হিমবায়ু-সম্পর্কে আরও জর্জ্জরিত হইয়া, ভেকের ন্যায় সেই বনকোটরে বিলীন হইতাম এবং রজনীতে বরাহমাংস ভক্ষণ করিতাম। পয়োদঘন গম্ভীর প্রাবৃট্কালে শৈলপাদসমবস্থিত কুটীরকোষে অবস্থানপূর্ব্বক জীমূতবিদ্রবপরম্পরা সহ্য করিতাম। বান্ধবগণের সহিত সৌহার্দ্দ ছিল না; সর্ব্বদাই কলহ হইত। তজ্জন্য অন্তঃকরণ অতিমাত্র ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল। এইপ্রকার অবস্থায় মুখর বালক-গণের সহিত সেই চণ্ডালভবনে বাস করিতাম।

প্রচণ্ডপ্রকৃতি চণ্ডালেরা মদীয় সহধর্ম্মিণী সেই চণ্ডালীর কলহে প্রচণ্ড রোষভরে যে ভীষণ তর্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, আমার মুখ মলিন হইয়া উঠিত। শিশিরকালে হিমাচলকন্দর হইতে যে শীকরাসার তুসারনিকর সমুত্থিত ও হেমন্তকালে হৈমন্তী বীচিমালা প্রাদুর্ভূত হইত, তৎসমস্ত মৃত্যু-বাণের ন্যায়, আমার অনাবৃত দেহে নিরন্তর নিপতিত হইত। শরীর জরাভারে অবসন্ন এবং তজ্জন্য মনও অতিমাত্র ক্ষুণ্ণভাবাপন্ন। এইরূপ অবস্থাতেও উদরভরণজন্য আমাকে ক্ষীণ মহীরুহ সমূহের মূলসকল উৎপাটন করিতে হইত। কুকলত্রপরিবৃত বান্ধবগণ সর্ব্বদাই কলহ করাতে, মনে সুখের লেশমাত্র ছিল না। তাহার উপর লোকের অস্পৃশ্য ও জরাবশে তেজোহীন হইয়াছিলাম। অগত্যা পক্বপল্লব ভক্ষণ করিয়া, উদরপূরণ করিতাম। নারকীরা যেমন পরিবারের ভরণার্থ অর্থোপার্জ্জনে অভিলাষী হইয়া, নরক-

মধ্যে নারকভক্ষ্যই সকল ক্রয় বিক্রয় করে, আমিও তেমন স্বকীয় জন্মসহস্রসঞ্চিত পাপরাশির ন্যায় ছাগ ও মৃগমাংস সকল ক্রয় করিয়া, খণ্ডে খণ্ডে ছেদন ও সংস্কার পুরঃসর অধিকতর অর্থলাভ-লালসায় স্বীয় দেহস্থ মাংসখণ্ডের ন্যায়, বিক্রয় করিতাম। রৌরব-নরকে নিপতিত নারকীগণের যেপ্রকার দুর্দশা হয়, পুলিন্দদেহে আমরও তদ্রূপ দুরবস্থার সঞ্চার হইয়াছিল।

হে সভাসদ্বর্গ! আমি কুগ্রামবাসী অন্ধগণের ভোজনোপযুক্ত যৎসামান্য কোদ্রকণা ও তিলকল্কাদি কুৎসিত অন্ন দ্বারা সেই দৈব-দত্ত স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের পোষণ করিতাম। শীতকাল সমাগত হইলে, শব্দায়মান শুষ্ক-তালতরুতল আশ্রয় করিয়া, বিপিনবাসী বানরবর্গের সহিত রণিত দন্তে যামিনী যাপন করিতাম। দুরন্ত শীতবেগে রণিতদন্ত ও ক্ষুধায় ক্ষীণকুক্ষি হইয়া মাংসখণ্ডের জন্যও স্ত্রীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতাম। প্রলয়কালে লোকসংহার-মানসে পাশহস্তে জগজ্জালমধ্যে বিচরমাণ কৃতান্তের ন্যায়, আমি মসীমলিন কলেবরে বড়িশধারণপূর্ব্বক বেতালবৎ সরিত্তীরে মৎস্য-বিনাশবাসনায় বিচরণ করিতাম। বালক যেমন মাতৃস্তন পান করে, তদ্রূপ বহু উপবাসের পর শর দ্বারা মৃগহৃদয় ছিন্ন করিয়া, সদ্যোবিনিঃসৃত কদুষ্ণ রুধিরধারা পরম সমাদরে পান করিতাম। বেতালগণও আমার তৎকালীন মৃগরুধিরাক্ত ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন-পূর্ব্বক, প্রচণ্ডচণ্ডিকাতাড়িতের ন্যায়, ভয়ে পলায়ন করিত। স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়বর্গকে পর্য্যবলোকন করিলে, মানুষের মনে যেমন আশা বিস্তৃত হয়, আমিও তেমতি বনমধ্যে মৃগবন্ধনরজ্জু বিস্তার করিতাম। লোকে যেমন মায়ায় বদ্ধ হয়, দিঙ্মণ্ডলও তদ্রূপ আমার সেই জাল দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও জর্জ্জরভাবাপন্ন হইয়াছিল।

হায়, আমার মন তৎকালে তাদৃশ পাপপথেও প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং আশাও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায়, দূরে প্রসারিত হইয়াছিল! সর্প যেমন ময়ূর দর্শনে পলায়ন করে, আমিও তেমনি তৎকালে সদ্বুদ্ধি হইতে বহু দূরে পলায়ন করিয়াছিলাম। ভুজঙ্গ যেমন

নির্ম্মোক মোচন করে, আমিও তেমনি দয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম। অতিনিষ্ঠুরের কার্য্য করিতেও সঙ্কোচবোধ হইত না। হস্তে বাগুরা ও কটিতটে সুশাণিত-বিষাক্ত-শরপূর্ণ-তূণীর-সহ খড়্গ লম্বমান; এইরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, মৃগযূথমধ্যে বিচরণ করিতাম। এবং নিতান্ত শ্রম বোধ হইলে, সেই মদীয় পামরী ভার্য্যার কণ্ঠদেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া, বিশ্রাম ও শয়ন করিতাম। বস্ত্র পক্ষিগণের লোলচরণপরম্পরায় আচ্ছন্ন, মন হত মৃগ গণের চীৎকারে আনন্দপূর্ণ এবং শরীর রৌদ্রে ধূম্রবর্ণ; এই প্রকার অবস্থায় আমি অনুরূপস্বভাববিশিষ্ট বিন্ধ্যকন্দরের ন্যায়, বিরাজমান হইতাম গ্রীষ্মকালে যূকপূর্ণ ও কীটকুলসমাচ্ছন্ন কন্থা স্কন্ধে বিচরণ করিতাম। দুর্গ্রহ যেমন অনর্থের পর অনর্থ উপস্থিত করে, আমার ভার্য্যা তেমনি উপর্য্যুপরি বহু সন্তান প্রসব করিয়াছিল। আমি রাজপুত্র হইয়াও, ভ্রমবশে চণ্ডালদেহধারণপূর্ব্বক কুৎসিত অন্ন ভোজন ও কুৎসিতকর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে সেই পুক্কসনগরে এই-প্রকারে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলাম।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ (অকাণ্ড কীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে সভাসদ্বর্গ! অনন্তর বহুবর্ষপর্য্যবসানে মদীয় দেহ জরাপ্রভাবে জর্জ্জরিত ও শ্মশ্রুরাজি তুষারপূর্ণ শস্যবৎ শ্বেতবর্ণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল! বায়ুবেগে যেমন সরস ও বিরস পত্রসমূহ প্রক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ বৃদ্ধদশায় সুখদুঃখময় বর্ষসকল অতিবাহিত হইতে লাগিল। বৃথা কলহেই কেবল আমার ঐপ্রকার সুখদুঃখের বারংবার সঞ্চার হইতে লাগিল। সাগরে কল্লোলের ন্যায়, কল্পনারূপ আবর্ত্তের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে মদীয় মন ঘূর্ণিত হইয়া উঠিলে, আমি অনায়ত্ত হইয়া, শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন এক-মাত্র ভোজনই আমার উপায় ও আশ্রয় স্থানীয় হইল। মৃত

ব্যক্তি যেমন আপনার প্রাক্তনমহাগতি বিস্মৃত হইয়া থাকে, আমি তদ্রূপ অজ্ঞানবশে স্বকীয় ভূপত্ব বিস্মৃত হইয়া, ঐরূপে সেই চণ্ডাল-দশায় বহুবর্ষ যাপন করিলাম।

অনন্তর অরণ্যে দাবদাহের ন্যায়, এবং শুষ্করক্ষে বজ্রপাতের ন্যায়, সেই বিন্ধ্যকচ্ছ নামক প্রচণ্ড চণ্ডালমণ্ডলে ভূতবিনাশন মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, চণ্ডালেরা আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অন্ন, জল, তৃণ পর্ণ, সমস্তই বিরহিত হওয়াতে, ঐ চণ্ডালভূমি, যমভূমিসম বিষম ভীষণ হইয়া উঠিল। মেঘসকল উদিত হইয়াই, অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আকাশে বিন্দুপাতের সম্পর্ক নাই। বায়ু যেন অতিসূক্ষ্ম অগ্নিকণা বহন করিয়াই, উষ্ণস্পর্শ হইয়া, বহিতে লাগিল। দাবাগ্নিকলিত বনস্থলীতে শীর্ণ শুষ্ক পর্ণসকল মর্ম্মর শব্দে প্রজ্বলিত হওয়াতে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। যুগপৎ অনাবৃষ্টি ও দাবদাহে গহনসকল সংশোষিত, তৃণসকল ভস্মীভূত ও লোকসকল ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া, হাহাকার আরম্ভ করিল। মহিষ সকল আতপসন্তপ্ত কলেবরে একান্ত অসহমান হইয়া, জলভ্রমে মহামরীচিকাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। তৃষ্ণাতুর পথিকগণ দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। ক্ষুধায় জ্ঞানকাণ্ডশূন্য হওয়াতে, কোন কোন প্রাণী আপনা আপনি ধরিয়া ভক্ষণ, কেহ স্বকীয় অঙ্গ চর্ব্বণাশয়ে দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ, কেহ মাংসভ্রমে অত্যুগ্র খদিরকাষ্ঠানল নিগীরণ ও কেহ বা পিষ্টকবোধে বনপাষাণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল! বানরেরা ক্ষুধায় অস্থির ও হতজ্ঞান হইয়া, সিংহগ্রাসবাসনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। পাদপগণের ফল নাই, পত্র নাই, আপাদমস্তক অগ্নিময়। সমীরণ তৎসমস্ত হইতে প্রজ্বলিত অঙ্গাররাশি বহন করিয়া, সবেগে প্রবাহিত হওয়াতে, কেহই আর তিষ্ঠিতে পারিল না। কুঞ্জবনসঞ্চারী নির্দ্দগ্ধ অজগরগণ ধূমপটলসমুদ্গারে গুল্মসমূহ সমাচ্ছন্ন করিল। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সমীরণ সহায়ে গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া, সায়ংসময়সমুদিত

অরুণবর্ণ জলদপটলের ন্যায় অথবা ত্রিভুবনগ্রাসোদ্যত কৃতান্তের করাল জিহ্বার ন্যায়, প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রোদনপরায়ণ ললনাগণের সম্মুখেই তাহাদের প্রাণাধিক প্রীতিময় বালকগণ ক্ষুধাবেগে অস্থির হইয়া, কেহ রোদন ও কেহ বা প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। এ এক ভয়াবহ শোচনীয় দৃশ্য প্রাদুর্ভূত হইল! ক্ষুধায় জ্ঞানকাণ্ড রহিত হওয়াতে, মৃতমাংসভক্ষণেও লোকে সঙ্কুচিত হইল না। ক্ষুধিত জন্তুরা নীলবর্ণ লতাপত্র ভ্রমে ধূমরাশি পান করিতে সমুদ্যত হইল। প্রজ্বলিত হুতাশন লোকের হৃদয় ও উদর বিদারণপূর্ব্বক সবেগে বিস্তৃত হইতে লাগিল সমীরণ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার যেমন। হুঙ্কারধ্বনি সমুত্থিত হয়, তদ্বৎ ভীষণশব্দে দাবাগ্নিমণ্ডল ইতস্ততঃ বিচরণে প্রবৃত্ত হইল। পাদপসকল প্রচণ্ড দাবানলে দগ্ধ ও অঙ্গার-রূপে পরিণত হইয়া, ভয়াকুল অজগরগণের ফুৎকারবেগে ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, অল্পকালমধ্যেই সেই চণ্ডালমণ্ডল শনৈশ্চরের ক্রীড়াভূমির সাদৃশ্য ধারণ করিল।

একবিংশাধিকশততম সর্গ (লবণের স্বরূপসমাগম)।

রাজা কহিলেন, সদস্যগণ! কল্পান্তের ন্যায়, অতিশয়ক্লেশময় এইপ্রকার দুরত্যয় বিধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে, তত্রত্য অধিবাসী-গণের মধ্যে কেহ দেশান্তরী হইল; কেহ দেহসংলগ্ন অবয়বের ন্যায়, স্ত্রীপুত্র ও আপ্তবন্ধুর সহিত সংমিলিত হইয়া, ছিন্নতরুর ন্যায়, বিশীর্ণদশা প্রাপ্ত হইল; কেহ অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের ন্যায়, গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের উদরসাৎ হইল; কেহ অগ্নিতে পতিত হইয়া, শলভের ন্যায় দগ্ধ হইয়া গেল এবং কেহ বা শৈলচ্যুত শিলাখণ্ডবৎ গর্ত্তমধ্যে পতিত হইতে লাগিল।

আমিও এই উপস্থিত বিপদ পরিহারার্থ স্ত্রী পুত্রের সহিত গ্রাম হইতে বহির্গত হইলাম। ভাগ্যক্রমে অনল, অনিল বা ব্যাঘ্র সর্পাদি আমার কিছুই করিতে পারিল না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে মৃত্যুর হস্তে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত ও অভীষ্ট দেশের পর্য্যন্তভাগে সমাগত হইয়া, স্কন্ধ হইতে মূর্ত্তিমান্ অনর্থরাশির ন্যায়, সন্তানদিগকে অবতারণ ও তত্রত্য তালতরুতলে স্থাপন করিলাম। এই রূপে রৌরবসদৃশ চণ্ডালপুরী হইতে বহির্গত ও দাবাগ্নিতাপে নিরতিনিপীড়িত ও পথশ্রমে একান্ত ব্যকুলিত হইয়া, পদ্মমূলে নিদাঘতাপার্ত্ত ভেকের ন্যায়, সেই তরুমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার স্ত্রী পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া, সেই তরুর শীতল ছায়ায় বিশ্রামবশে নিদ্রিত হইল। ঐ সময়ে পৃচ্ছানামক অত্যন্তপ্রিয়পাত্র কনিষ্ঠ পুত্র বাষ্পাকুল লোচনে আমারে কহিল, তাত! আমার ক্ষুধা ও পিপাসা হইয়াছে, আমাকে মাংস ও শোণিত প্রদান কর। অনন্তর সে, ক্ষুধা ক্ষুধা, বলিয়া, উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলে, তাহাকে কিছুতেই ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া, বাৎসল্যে মুগ্ধ ও তন্নিবন্ধন দুঃখভারে সমাক্রান্ত হইয়া কহিলাম, বৎস! আমার এই বৃদ্ধদেহস্থ পক্কমাংসই ভোজন কর। সে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, এইজন্য, তাহাতে সম্মত হইয়া, আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, দাও দাও বলিয়া, রোদন করিতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, স্নেহ-কারুণ্যে আমার চেতনালোপ হইল। তখন আমি এইপ্রকার তীব্রতর বিপদ্‌পরম্পরা সহ্য করিতে না পারিয়া, মরণই মঙ্গল ভাবিয়া, কাষ্ঠরাশি আহরণ ও চিতা প্রস্তুত করিলাম। সেই চিতা চট্‌চটাশব্দে প্রজ্বলিত হইয়া, আমাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, আমি যেমন আত্মাকে তদুপরি নিক্ষেপ করিব, অমনি এই সিংহাসন হইতে সবেগে বিচলিত হইলাম। অধুনা, বাদিত্রনির্ঘোষ ও জয়শব্দে আমার চেতনা ও জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে। অজ্ঞান যেমন লোকের দশাশতসমন্বিত মোহ সমুৎপাদন করে, এই ঐন্দ্রজালিকও আমার তদ্রূপ করিয়াছে।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! বশিষ্ঠদেব এই ঐন্দ্রজালিক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া, রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, সৌম্য! আমি তৎকালে রাজসভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম, কাহারও নিকট শুনি নাই। ফলতঃ, মনই এইপ্রকার ঐন্দ্রজালিক ভ্রম সমুৎপাদন করে। তুমি এই মনকে বিচারসহায়ে পরাস্ত করিয়া, পরমস্বভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারিলে, নিশ্চয়ই পরমপবিত্র ব্রহ্মপদ লাভ করিবে।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ (মনঃশক্তিনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! চিৎ অজ্ঞানরূপ পরমকারণপ্রভাবে কলুষিত ও অসৎ মোহের বশীভূত হইলেই, মনোরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, চিরকাল জন্মমরণাদিভ্রমে মুগ্ধ ও অসৎ দুঃখপরম্পরাবিস্তারে প্রবৃত্ত হন। সূর্য্যকিরণ যেমন তৎক্ষণে অন্ধকার বিনাশ করে, তদ্রূপ বাসনাহীন সৎস্বরূপা চিৎ ক্ষণমধ্যেই মহাদুঃখও নিরাকৃত করেন সুতরাং, মনোবৃত্তি কোন কার্য্যেরই নহে। দেখ, মন নিকটের বস্তুকে দূর ও দূরের বস্তুকেও সন্নিহিত করে। এই মন বাস্তবিক ভয়জনক নহে। যাহারা বাসনার বশীভূত, তাদৃশ অজ্ঞেরাই ইহাকে অতিমাত্র ভয় করে। এই মন কর্ত্তব্যমুগ্ধ পথিকদিগের স্থাণুতেও পিশাচজ্ঞান সমুৎপাদিত করিয়া থাকে। কলঙ্কমলিন মন মিত্রকেও শত্রু ও হিতকেও অহিত বলিয়া, শঙ্কাকুল হয়। যাহাদের মন মোহে আচ্ছন্ন, তাহারা ভূতলকে ভ্রমণ করিতে অবলোকন করে। মন পর্য্যাকুল হইলে, শশিকেও শনি বলিয়া বোধ হয়। বিষ ভাবিয়া ভক্ষণ করিলে, অমৃতও বিষ হইয়া থাকে এবং সৎস্বরূপে কল্পনা করিলে, আকাশেও কুসুম প্রস্ফুটিত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার, যাহারা বাসনার দাস, তাহারা জাগ্রৎকেও স্বপ্নসম জ্ঞান করে।

বলবতী বাসনা হইতেই মনোমোহ সমুদ্ভূত হয়। এই কারণে যত্নাতিশয়সহকারে সমূলে সমুচ্ছেদপূর্ব্বক বাসনাবিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। মন মুগ্ধমৃগরূপে এই সংসাররূপ গহনে বাসনারূপ সুদৃঢ় বাগুরায় পতিত ও বিবশ হইয়া থাকে। বিচাররূপ অসি সহায়ে বাসনারূপ সুদুশ্ছেদ্য জালপাশ ছেদন করিতে পারিলে, মেঘহীন সূর্য্যবৎ বিরাজমান হওয়া যায়। এই মনই দেহবিশিষ্ট নর, জানিবে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, দেহ জড়স্বরূপ; মন জড় বা অজড় কিছুই নহে। মন যাহা করে, তাহাই করা হয় এবং যাহা ত্যাগ করে, তাহাই পরিত্যক্ত হয়। মনই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, মনই পর্য্যন্তমণ্ডল, মনই ভূমণ্ডল ও মনই আকাশমণ্ডল এবং মনই মহৎ। যাহাদের মন মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদিগকে লোকে মূঢ় বলে। মনই দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদনাদি ক্রিয়াভেদে চক্ষু, ত্বক্ ও জিহ্বাদি রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। মন যদি না থাকিত, তাহা হইলে, এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয় বিকল হইয়া যাইত। অতএব এই সকল ইন্দ্রিয় মনেরই প্রকারভেদমাত্র। মন লঘুকেও গুরু, হ্রস্বকেও দীর্ঘ, সত্যকেও মিথ্যা, কটুকেও মধুর ও শত্রুকেও মিত্র করিয়া থাকে। মনের অনুভবে একরাত্রিও দ্বাদশ বৎসর ও একমুহূর্ত্তও শতযুগ বোধ হয় এবং মনোজ্ঞ মনোবৃত্তিবলে রৌরব-নরকও সুখজনক জ্ঞান হইয়া থাকে। তন্তু দগ্ধ হইলে, যেমন মুক্তামালা বিশীর্ণ হয়, মন জয় করিলে, তেমনি সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করিতে পারা যায়।

হস্তপদাদি না থাকিলেও, মন যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পারে। মন সন্তুষ্ট থাকিলে, স্বাদহীন উচ্ছিষ্ট দ্রব্যও অমৃত তুল্য মিষ্ট বোধ হয় এবং বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলে, অমৃতও বিষ হইয়া থাকে। এই মন কামরূপী। যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি হইতে পারে। এমন কি, মন শুক্লকেও কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকেও শুক্ল করিয়া থাকে। ইহার শক্তির সীমা নাই। ইহা অন্যদিকে নিবিষ্ট থাকিলে, কোন বিষয়েরই ভোগজনিত তৃপ্তিলাভে সমর্থ হওয়া

যায় না। তখন ভালরূপ খাইয়া, পরিয়া ও বসিয়া সুখ হয় না। দেখ, তোমায় যদি কেহ বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, স্বর্গের ভোগ প্রদান করে, তুমি কি তাহাতে সুখী হও, কখনই না। পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী রাজভোগও তুচ্ছ করিয়া থাকে। ইহার কারণ, তাহার মন সেই রাজভোগে তুষ্ট বা আসক্ত নহে।

অধিক কি, মন যাহা দেখে, তাহাই দেখা হয়, যাহা না দেখে, তাহা কখনও দেখা হয় না। মন অন্যত্র আসক্ত থাকিলে, সম্মুখের বস্তুও দেখিয়া, দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমুদায় বাহ্য ইন্দ্রিয় নামমাত্র। মনই ইহাদের সত্তা বা আত্মা। অন্ধকারে যেমন কোন বস্তু দেখা যায় না, মন না থাকিলে, তেমন কোন বিষয়ই ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। অন্ধকারে যখন সমস্ত আচ্ছন্ন হয়, কিছুই দেখা যায় না, তখন মনই চালনা করে এবং কোথায় কি আছে, মনের সহায়ে বুঝিয়া যাওয়া যাইতে পারে। যাহারা অন্ধ, তাহারা মনের সাহায্যেই তোমার আমার ন্যায়, অনায়াসে যাতায়াত করে। যে মনের এইপ্রকার শক্তি ও এইপ্রকার ক্ষমতা, সে মনকে সর্ব্বতোভাবে বশ ও আয়ত্ত রাখা কর্ত্তব্য। কেননা, মন বশ থাকিলে, সংসার বশ হয়; এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। পণ্ডিতেরা এইপ্রকার অসীম শক্তি সন্দর্শন করিয়া, মনকে ঈশ্বরস্বরূপে বর্ণনা করিয়াছে। বাস্তবিক, মনই সর্ব্বস্ব এবং মনই সকলের কারণ। যেহেতু, মন আছে বলিয়া, আমি তুমি ইত্যাদি সমস্ত সংসার আছে, সন্দেহ নাই। অতএব মন যাহার আয়ত্ত, সে সকল কার্য্যই করিতে পারে।

মন হইতেই ইন্দ্রিয়সকলের জন্ম হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রিয়-সমষ্টিরূপ এই দেহ ও মন ইহাদের কোনরূপ ভিন্ন ভাব নাই। যাহারা স্থূলদর্শী, তাহারাই প্রভেদ বোধ করে। যাঁহারা যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছেন এবং যাঁহাদের বুদ্ধি জ্ঞানবলে মার্জ্জিত হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বথা উভয়ের অভেদভাব জ্ঞান করেন। তোমার মন যদি না থাকে, তাহা হইলে, রূপবতী

রমণীরা কুসুমসমূহে স্ব স্ব ধম্মিল্ল উল্লসিত ও চঞ্চলদৃষ্টি বিসারিত করিয়াও, তোমার বিকারসমুৎপাদনে সমর্থ হইবে না। বীতরাগ নামে কোন মহর্ষি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মন সমাধিবশে এরূপ মগ্ন হইয়াছিল, যে, ঐ সময়ে এক ক্রব্যাদ তদীয় ক্রোড়স্থ হস্ত চর্ব্বণ করিলেও, তাঁহার লক্ষ্যই হয় নাই। অনেকে কার্য্যান্তরে নিবিষ্টমনা থাকাতে, ভোজনের সময় ভোজন করিতেও ভুলিয়া যায়। ক্ষুধার সময়, খাইব বলিয়া, মন করিলে, ক্ষুধার বেগ যেন শত মুখে বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু অন্য দিকে মন করিলে, কিছুই হয় না। আমার অসুখ হইয়াছে, মনে করিলে, অসুখ যেন অগ্রেই উপস্থিত হয়। বৎস রামভদ্র! তুমি মনের এইপ্রকার অসীম শক্তি পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহাকে আপনার আয়ত্ত করিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে, আর কখনও শোক করিতে হইবে না। হে অজ্ঞ মানবগণ! হে সংসাররূপ-গভীর-গহ্বর-গর্ভগত জীবগণ! তোমরাও মনকে এইপ্রকার শক্তিসম্পন্ন জানিয়া, ঈশ্বরবৎ তাহার সেবা ও তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা কর; সকল বিষয়ই সিদ্ধ-মনোরথ হইবে। এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিও না।

সৌম্য! যাহাদের মন অন্যত্র সংসক্ত, তাহাদের নিকট কোন কথা বলিলে, তাহা পরশুচ্ছিন্ন লতার ন্যায়, বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কোন ফলই হয় না। লোকে যখন স্বপ্ন দেখে, তখন মন সমুল্লসিত হওয়াতে, পুর ও পর্ব্বতাদি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া, সত্যবৎ প্রতীত হয়। জল হইতে তরঙ্গ এবং অঙ্কুর হইতে পত্রপুষ্পাদির ন্যায়, মন হইতেই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদি বিভ্রম সমস্ত সমুৎপন্ন হয়। যাহার মন নাই, তাহার কিছুই নাই। বালকের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, এইজন্য সে কোন বিষয়ই ধারণা করিতে পারে না। শিক্ষা দ্বারা এই চঞ্চলতার পরিহার হইলেই, তাহার জ্ঞানোন্নতি লাভ হয়। ফলতঃ, অনাবিষ্ট মন কিছুই করিতে পারে না। অশন-বসনাদি সামান্য বিষয়েও তাহার অপারগতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য, বাল্যকাল হইতেই মনকে যথাসাধ্য আয়ত্ত

করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণের মতে মনকে আয়ত্ত করাই বিদ্যা।

এই মন সঙ্কল্প দ্বারা পিতা হইতে পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হয়; প্রতিভাসবশতঃ রাজা লবণের চণ্ডালত্বপ্রাপ্তির ন্যায় সুরত্ব হইতে দৈত্যত্ব ও গজত্ব হইতে নাগত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সংকল্পবশতঃ জাত ও সংকল্পবশতঃ মৃত এবং নিরাকার হইলেও, অভ্যাসবশতঃ জীবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আবার, বিবিধ মূঢ় বাসনাবশে নানাবিধ ভয়াবহ সুখদুঃখযোনি ভোগ করে। তিলমধ্যে তৈলের ন্যায়, মনেই সুখদুঃখের অবস্থিতি। নতুবা, বাস্তবিক সুখদুঃখ নাই। অনেকে অনাবৃত ভূমিশয্যায়, প্রান্তরে বা বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াও, বাস্তবিক ক্লেশ বোধ করে না। প্রত্যুত, দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় দিব্যপ্রসাদমধ্যে শয়ান কুবেরসম ধনী অপেক্ষাও তাহার পরমসুখে যামিনীযাপন হয়। তুমি রাজার পুত্র। তথাপি, তোমার সুখ নাই, ইহার কারণ কি?

সাধ্বীগণ যেমন অন্তঃপুরে বিচরণ করেন, মন তদ্রূপ সংকল্পসহায়ে দেহমধ্যে বিচরণ করে। এই স্থূলদেহ মনেরই কল্পিত। এই মন কখনও সংকল্পবলে উল্লসিত, কখনও চলিত, কখনও গত ও কখনও বা আগত হয়। যিনি মনের এইপ্রকার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাহাকে বিষয়ানুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত না করেন, তিনি আলানবদ্ধ হস্তীর ন্যায়, মনের স্থিরত্বজনিত পরমশান্তি অনুভব করেন, সন্দেহ নাই। তোমার মন বস কর, আমার কথা বুঝিতে পারিবে। মন বশ করিলে, আরশোক করিতে হইবে না।

সৌম্য! যাঁহার মন ব্রহ্মরূপ সদ্‌বস্তু হইতে বিচলিত বা দূরস্থ না হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ। যাঁহার মন চঞ্চল হইলেও, ব্রহ্মরূপ এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়, তিনি ধ্যানবলে অনায়াসেই ব্রহ্মরূপ প্রকৃষ্টপদ প্রাপ্ত হন। বায়ুশূন্য প্রদেশে স্থাপন করিলে, প্রদীপ যেমন স্থির হয়, সংকল্প বিরহিত হইলে, মন তেমন স্থির হইয়া থাকে। পুনশ্চ; মন সংযত হইলেই, সংসারভ্রম শান্তি প্রাপ্ত হয়।

মনই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের মূল। এই সংসার নদীস্বরূপ; মন তাহার উৎপল, জড়তা তাহার জলবেগ ও চিন্তা তাহার আবর্ত্ত। পুরুষগণ ভ্রমরস্বরূপ ঐ মনোরূপ উৎপল আলিঙ্গন করিয়া, উল্লিখিত চিন্তারূপ আবর্ত্তে মগ্ন হইয়া থাকে। এই আবর্ত্ত ব্যক্তিমাত্রকেই বিলূন ও বিশীর্ণ করে।

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ (মনের শান্তিই পরম বিশ্রান্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! একমাত্র স্বায়ত্ততা বা স্বপৌরুষ এই মনোরূপ মহাব্যাধি প্রশমনের সাধু ও সুস্বাদু মহৌষধ। আমি তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বাহ্য বিষয়বস্তু সকল কিছুই নহে। তৎসমস্ত ত্যাগ করিয়া, পৌরুষসহায়ে, যত্নপূর্ব্বক মনোরূপ বেতাল জয় করিবে। অভীষ্ট বস্তু ত্যাগ করিতে পারিলেই, মনোব্যাধিহীন ও নিরাময় হইতে পারা যায়। মনকে যত্নসহকারে ভোগ্যবিষয়রূপ অবস্তু হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, ব্রহ্মপদরূপ প্রকৃত বস্তুতে স্থাপনপূর্ব্বক আত্মসংবেদনসহায়ে প্রবোধিত ও রাগাদি রোগের শান্তিপূর্ব্বক প্রতিপালিত করিবে। রাম! তুমি শাস্ত্ররূপ সৎসঙ্গসহায়ে ধীরভাব সংগ্রহ করিয়া, চিন্তারূপ বহ্নিসন্তপ্ত এই লৌহরূপ মনকে ছেদন কর। মনকে যে রূপে ইচ্ছা, তাহাতেই যোজনা করা যাইতে পারে। ইহাতে কিছুই দুষ্কর নাই। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, পৌরুষ সহায়ে মনকে নির্ব্বাণশান্তিরূপ ভাবী ফলের উদয়কারী সমাধিসাধনরূপ সৎকর্ম্মে যোজনানন্তর চিদাত্মার সহিত মিলিত করা কর্ত্তব্য। অভীষ্টবিষয়পরিত্যাগরূপ বৈরাগ্যবৃত্তি ব্যক্তিমাত্রেরই আয়ত্ত। মনে করিলে, তুমি আমি সকলেই উহা করিতে পারি। সুতরাং, যে ব্যক্তি ইহা করিতে না পারে, সে পুরুষমধ্যে কীটস্বরূপ। তাহাকে ধিক্! সমস্তই ব্রহ্ম; এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা মনোরূপ বালককে আস্ফালনপূর্ব্বক অনায়াসেই জয়

করিতে পারা যায় এবং এইরূপে মন জয় করিলে, অচিত্ত হইয়া, আশু ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। বিষয়ত্যাগরূপ বৈরাগ্য-যোগ আশ্রয় না করিলে, কখনই শুভগতি লাভ হয় না। সাধ্যানুসারে মনকে জয় করিতে পারিলেই, সুখবিরোধীমোহাদি-শত্রু-শূন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়া, ব্রহ্মরূপ-সাম্রাজ্যসুখভোগে সমর্থ হওয়া যায়। বিষয়ত্যাগই সাক্ষাৎ মনঃপ্রশমন এবং মনঃপ্রশমনই মোক্ষ-সুখের অদ্বিতীয় সাধন। মনঃ প্রশান্ত না হইলে, গুরূপদেশ, শাস্ত্রার্থ ও মন্ত্রাদিসাধন কিছুতেই কিছু হয় না। সংকল্পত্যাগরূপ তীক্ষ্ণধার শস্ত্রে মন ছিন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ শান্তস্বরূপ সর্ব্বগত ব্রহ্মপদ লাভ হয়। আত্মসংবেদন দ্বারা সংকল্পরূপ অনর্থ পরিত্যাগ করিলে জীবন্মুক্তি সম্পন্ন হয়; তখন আর এই দেহে কোনরূপ ক্লেশ থাকে না। অতএব তুমি মূঢ়গণের সংকল্প-কল্পিত দৈবের অপেক্ষা পরিহার ও পুরুষকার আশ্রয় করিয়া, চিত্তকে বৈরাগ্যে আনায়ন কর। এইপ্রকার বৈরাগ্যরূপ অচিত্ততাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ পরমপদ। প্রথমে চিন্মাত্র ভাবনা করিবে; পরে পরমার্থবুদ্ধির আশ্রয় লইবে। অনন্তর অব্যগ্র হৃদয়ে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া, পৌরুষসহায়ে চিত্তকে অচিত্ততায় যোজনা করিবে। তাহা হইলে, ব্রহ্মরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।

ফলতঃ, একমাত্র পৌরুষ দ্বারাই মন পরাজিত হয়। মন পরাজিত হইলে, তৃণের ন্যায়, লোকত্রয় জয় করা যাইতে পারে। এবিষয় অনায়াসসাধ্য। যাহারা অসাধ্য বোধ করে, তাহারা পুরুষমধ্যেই গণ্য নহে। আমি মৃত, জাত বা জীবিত, ইত্যাদি কুকল্পনা মনেরই বৃত্তিমাত্র; বাস্তবিক কিছুই নহে। দেখ, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, মোক্ষ পর্য্যন্ত যেমন, তেমনই থাকে। অতএব মৃত্যুভয় কোথায়? যে বস্তু না মরে, তাহার আবার জন্ম কি? আবার, যে না জন্মে, তাহার আবার মৃত্যু কি? ভ্রাতা বা ভৃত্যাদির মৃত্যু হইলে, যে মিথ্যা ক্লেশ উপস্থিত হয়, উহা চৈতন্যের বিকাররূপ চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। সৎস্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ,

মায়ামালিন্যবর্জ্জিত পরমপদে মনের বিশ্রাম না হইলে, আর কোন উপায়েই মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

সৌম্য! একমাত্র মনের শান্তিই পরম বিশ্রান্তি। অতএব তুমি সর্ব্বদা-ব্রহ্মভাবনা-দ্বারা-সমুদ্দীপিত পুরুষকার সহায়ে মনকে সংহার কর। মনের মৃত্যু হইলে, আর মৃত্যু হয় না। নির্ব্বাণপদ-প্রাপ্তিরূপ পরম শান্তি সংঘটিত হয়। মনকে বিনাশ করিলে, মনের দুঃখসমূহ আর তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না। এই আমি, এই আমার, ইত্যাদি ভ্রমকল্পনাই মনের দেহ। এই দেহ বিস্তারেই সংসারের বিস্তার! পিতামাতাদি বিষয়সকল আপাতরম্য। ইহাতে বিশ্বাস করিও না। সংকল্পত্যাগরূপ দাত্র সহায়ে উল্লিখিত বিষয়রূপ মনোদেহ ছেদন কর। সংকল্পত্যাগ হইলেই, মনের মৃত্যু হয়। মনের মৃত্যুতেই ব্রহ্মপদ প্রতিষ্ঠিত। মনের সংকল্পকামনাই ভীমভ্রমপ্রদায়িনী বিপদসন্ততিসমুৎপাদন করে। সুতরাং, মনোজয়ে সমর্থ হইলে, আর কিছুতেই পতন নাই। তখন মহাপ্রলয় উপস্থিত বা দ্বাদশ আদিত্যমণ্ডল একত্র সমবেত হইলেও, কোনরূপ ক্ষতি হয় না। সংকল্পত্যাগ হইলে, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ পরমপদরূপ পবিত্র সিংহাসন লাভ হয়।

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে দগ্ধপ্রায় লোকসকল যেরূপ তাহার উপশমে অতুল আনন্দযোগ ভোগ করে, তদ্রূপ মনের উপশম হইলে, সংসার-তাপ-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের অনুপম আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। অনঘ! মনেরই সংকল্পমাত্রবিভাবন দ্বারা জন্ম, মরণ ও নরকাদি অনর্থপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তুমি বাসনাশূন্য হইয়া, সেই মনকে জয় কর। তাহা হইলে, পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। এই পদ মায়ামালিন্যবর্জ্জিত।

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম সর্গ (মায়াস্বরূপনিরূপণ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! মায়া কাহাকে বলে? মায়ার স্বরূপ ও লক্ষণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। পণ্ডিতেরা মায়ার স্বরূপ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহা আছে, আবার নাই, তাহাই মায়া। লোকে এই মায়াবলেই স্ত্রীতে আসক্ত হয়, পুত্রে স্নেহপর হয়, বন্ধুবান্ধবে প্রীতিমান্ হয়, পিতা মাতাতে ভক্তিযুক্ত হয়, আত্মাতে মমতাপরায়ণ হয় এবং অন্যান্য বিষয়ে আসক্তিমান্ হয়। এই মায়াবলে কেহ অর্জ্জন করে, কেহ তাহা হরণ করে; কেহ সঞ্চয় করে, কেহ তাহা ক্ষয় করে; কেহ দান করে ও কেহ বা তাহা ভিক্ষা করিয়া থাকে। এই মায়া হইতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে অজ্ঞান জন্মে, অজ্ঞান হইতে বিবিধ উপদ্রব জন্মে এবং উপদ্রব হইতে মৃত্যু প্রভৃতি দুর্নিবার বিপদাদির জন্ম হইয়া থাকে।

লোভ, পিপাসা, বাসনা, আশা, কামনা, তৃষ্ণা, অনুরাগ, আসক্তি, মমতা, অভিমান, অতিমান, অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা, অহম্মন্যতা, অহম্পূর্ব্যাপ্ততা, অহম্পূর্ণতা ইত্যাদি মহাদোষ সমস্ত মায়ার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ বা নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভাব; এবং অবিদ্যা বা তামসীসত্ত্বা ইহার স্বরূপ।

মায়া জগৎকে কুলালচক্রে পতিতবৎ সর্ব্বদাই ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এইজন্য, জীবের মন বুদ্ধি সর্ব্বদাই চঞ্চল; সহজে স্থির হইতে পারে না। এবিষয়ের শত শত প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। দেখ, তুমি মরিবে, আমি মরিব, কেহই থাকিব না, মৃত্যুই নিশ্চয় ও অবশ্যম্ভাবী, জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব অস্থির-ভাবাপন্ন। একথা আবালবৃদ্ধ সকলেই জানে ও বলিয়া থাকে। কিন্তু কেহই তদনুরূপ কার্য্য করে না। সকলেই আপনাকে অমর ভাবে। ইহার কারণ কি? উল্লিখিত মায়াই এইপ্রকার বিপ-

রীত ঘটনার হেতু ও উপাদন। মায়াবলে লোকের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, তাহার উপর আবার মোহতিমিরে আচ্ছন্ন। তজ্জন্য, বুঝিয়াও বুঝে না। এই বুঝিল, পরক্ষণেই ভুলিয়া গেল। পরদ্রব্য হরণ করিয়া, চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াও, লোকের চৈতন্য হয় না! পুনরায় তদনুরূপ পাপ করিয়া, তদনুরূপ বা ততোধিক দণ্ডযোগ ভোগ করে। তাহাতেও তাহার জ্ঞানচৈতন্য হয় না। মায়াই ইহার কারণ। জননী যে মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া, জীবিত পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করে, ইহাও এই মায়ার কার্য্য। হতভাগিনী জানে না, তাহাকেও একদিন এইরূপে মরিতে হইবে। সে কাহার জন্য শোক করে? যাহার জন্য শোক করে, সেই পুত্র কি তাহার? এই সংসার শূন্য ও মিথ্যাস্বরূপ। সুতরাং, স্ত্রী বল, পুত্র বল, আর যাহাই বল, কেহ কাহারই নহে। তবে কেন একে অন্যের জন্য শোক করে, ক্রন্দন করে ও হাহাকার করে? সকলই মায়া জানিবে।

এই মায়া আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া, রাক্ষসীর ন্যায়, সমস্ত গ্রাস করিয়া আছে। ইহার ভেদ হইলেই, পরম পদ লক্ষিত হয়। ভেদ করিতে না পারিলে, ইহার দুরন্ত ও দুরত্যয় বেগে পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায়, একবারেই মগ্ন ও অবসন্ন হইতে হয়। কত শত লোক এই রূপে মগ্ন ও অবসন্ন হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

ঐ দেখ, উঠিবার বা চলিবার শক্তি নাই, জরায় শরীর অবশ ও বিবশ; এখনই মরিলে ভাল হয়; এরূপ অবস্থাতেও বৃদ্ধ গৃহী যষ্টিহস্তে কথঞ্চিৎ উত্থান করিয়া, দ্বারে দ্বারে কুক্কুরবৎ ভিক্ষা করিতেছে। ইহার কারণ কি?—মায়া।

সামান্য শাকমুষ্টিতেও অথবা জলাহার করিয়াও, যে পাপ উদর একদিন পূর্ণ হইতে পারে, ঐ দেখ, লোকে তাহার জন্যও গুরুতর পাপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! এবিষয়ে ধনী, মানী, জ্ঞানী, গুণী প্রভেদ নাই। ইহারই বা কারণ কি? মায়া!

এ মায়া মৃত্যুর ন্যায়, বিকারের ন্যায়, অন্ধকারের ন্যায়,

মহাব্যধির ন্যায়, দৈবদুর্ব্বিপাকের ন্যায়, ভূতাবেশ বা গ্রহাবেশের ন্যায়, লোকের মতি হরণ করিয়াছে, জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়াছে, চৈতন্য লোপ করিয়াছে, বিবেক নষ্ট করিয়াছে এবং সদসদ্‌বিচার পরাস্ত করিয়াছে। সেইজন্য লোকে ভালমন্দ বুঝিতে পারে না; বিষ ও অমৃতের প্রভেদ করিতে পারে না; কাচ ও কাঞ্চন চিনিতে পারে না এবং মৃত্যু ও অভয়স্বরূপ প্রতীতি করিতে পারে না। ফলতঃ, স্ত্রীপুত্রাদিরূপ সংসারে গাঢ় সংসক্ত থাকিলে, মায়ার স্বরূপ বুঝিয়া, তাহার ভেদ করা সহজ নহে।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! শ্রীরামচন্দ্র এই কথায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! তবে কি মানুষের উদ্ধার নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মানুষের যেমন উদ্ধার আছে, এমন আর কাহারই নহে। কিন্তু সে বুদ্ধির দোষে আপনার উদ্ধার পথ আপনিই রুদ্ধ করিয়াছে। সে যদি সর্ব্বদা সদ্‌গ্রন্থের আলোচনা ও সদ্‌গুরুর উপাসনা করে, তাহা হইলে, অনায়াসেই মায়াপাশ ছেদন করিয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ফলতঃ, মায়া শুনিতে অতি কঠিন, দুর্দ্দম্য ও দুরভিভাব্য; কিন্তু কার্য্যে সেরূপ নহে। সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার যেমন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, বিদ্যার উদয়মাত্রে মায়া তেমনি আশু অন্তর্হিত হয়। ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা, ইত্যাকার জ্ঞানের যে উন্নতির চরম অবস্থা, তাহারই নাম বিদ্যা। এই বিদ্যার সমাগম হইলে, সায়ংকালীন সরোজিনীর ন্যায়, বুদ্ধির নিরতি বিকাস সমুদিত ও মায়াপাশ আয়াস ব্যতিরেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারাই হতাশ্বাস ও শান্তির সহবাসলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে; কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

সৌম্য! তোমার নিকট এই মায়ার স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম।

অধুনা, পুনরায় মনোবিষয়ক উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। এই মায়াবাদ শ্রবণ করিলে, নির্ব্বিবাদ ব্রহ্মপদ লাভ ও সমস্ত বিপদ বিদূরিত হয় এবং কোনরূপ আপদের লেশ থাকে না। গুরু শিষ্যকে ইহা উপদেশ করিবেন। কেননা, ইহাই উপদেশের প্রকৃত বিষয় এবং আত্মার পরিতৃপ্তিলাভের প্রধান উপায়।

পঞ্চবিংশাধিকশততম সর্গ (মনের চিকিৎসা ও অবিদ্যানিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! বাসনা দ্বারা মনের তীব্র বেগ সম্পন্ন হয়। এইপ্রকার তীব্ররূপিণী লোলতাই মনের রূপ।

শ্রীরাম কহিলেন, বল প্রকাশ দ্বারা যখন এই লোলতা বা চঞ্চলতার পরিহার হইয়া থাকে, তখন ইহাকে কিরূপে মনের রূপ বলা যাইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, চঞ্চলতাই মনের স্বভাব। সংসারে কোন মনই অচঞ্চল লক্ষিত হয় না। মনের এইপ্রকার চঞ্চলা স্পন্দশক্তিকে মানসী শক্তি জানিবে। বায়ু আছে, ইহা যেমন স্পন্দন দ্বারা জানা যায়, ঐপ্রকার চঞ্চলতা দ্বারা মনেরও অস্তিত্ব তেমন অনুভূত হইয়া থাকে। অচঞ্চল মনকেই মুক্ত ও তপঃশাস্ত্র মতে মোক্ষস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক মন স্থির না হইলে, স্থির জলে চন্দ্রবিম্ববৎ, পরমাত্মমূর্ত্তি প্রতি ফলিত হয় না। অধিক কি, মন চঞ্চলতা ত্যাগ করিলেই, সকল দুঃখের শান্তি ও চঞ্চল হইলেই, পরম দুঃখের আবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব যদি অনন্ত সুখভোগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে, প্রযত্নপূর্ব্বক এই মনোরূপ রাক্ষসকে সত্বর সংহার কর। এই রাক্ষস হইতেই বিবিধ দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

পণ্ডিতেরা মনের এই চঞ্চলতাকে অবিদ্যা শব্দে উল্লেখ করেন। অবিদ্যার অন্যতর নাম বাসনা। তুমি যত্নাতিশয়-সহকৃত বিচার দ্বারা অবিদ্যাকে সংহার কর। বাহ্যবিষয়মাত্রেই অসার, ইত্যাদি কল্পনাপূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হইলেই, এই বাসনানাম্নী অবিদ্যারূপিণী মনঃসত্তা অন্তরে বিলীন হইয়া,

তৎক্ষণাৎ অনন্ত সুখ সমুদ্ভাবন করে। মন জাড্যানুসন্ধান দ্বারা জড়ত্ব ও বিবেকানুসন্ধান দ্বারা চিতের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীপুত্রাদি অসার বিষয়াসক্তিকে জাড্যানুসন্ধান ও পরমার্থ প্রভৃতি প্রকৃত বিষয়ানুসন্ধানকে বিবেকানুসন্ধান বলে। অতএব তুমি পুরুষকার আশ্রয় করিয়া, মনকে আক্রমণপূর্ব্বক বিশোক, বীতশঙ্ক ও সুস্থির হও।

অনঘ! মনের দ্বারাই মনের নিগ্রহ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ইহার নিগ্রহের অন্যবিধ উপায় নাই। এই সংসাররূপ মহাসাগরে মানবগণ তৃষ্ণারূপ কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তুগণে হন্যমান ও চিন্তারূপ বিবিধ আবর্ত্তে উহ্যমান হইতেছে। মনই তাহাদের নৌযানস্বরূপ। আত্মা মনেরই সহায়তায় নয়যুক্তি বিচার করিয়া, এই দৃঢ়বদ্ধ মনোরূপ পাশ ছেদন করিয়া, মুক্ত হন। মন ব্যতিরেকে আর কিছুতেই ইঁহার মুক্তিলাভ হয় না। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ মিথ্যাস্বরূপসন্ধানপূর্ব্বক বাসনাত্যাগে সমর্থ হইলেই, তৎক্ষণে তাঁহাদের অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অতএব তুমি প্রথমে ভোগবাসনা, পরে দ্বৈত বাসনা ও তদনন্তর ভাবাভাব ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মভাবনাপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সুখ সম্ভোগ কর। পরমাত্ম ভাবনা দ্বারা বাসনা সমস্তের ক্ষয় হইলেই, মনের ও অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া থাকে। কেননা, বাসনাই অবিদ্যা ও অবিদ্যাই বাসনা। এই তিনে কোনরূপ প্রভেদ নাই। পৌরুষপ্রযত্নসহকারে এইপ্রকার ঘটনা অনায়াসসাধ্য। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক নিত্যই ইহার আহরণ করা কর্ত্তব্য। রাগাদি উপদ্রব সমস্ত মনেরই ইচ্ছা, জানিবে। অতএব তুমি রাগাদি অবস্তু সকলকে ত্যাগ করিয়া, পরম পরিতৃপ্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে পুরুষকারসহায়ে রাগাদির বীজস্বরূপ সেই মনকেও ত্যাগ কর।

আকাশে এক ভিন্ন দুই চন্দ্র নাই; কিন্তু ভ্রান্তিবশে যেমন দ্বিত্ব কল্পিত হয়, বাসনা তেমনি অসত্য হইলেও, অজ্ঞগণের হৃদয়ে সংস্বরূপে প্রতিভাত হয়। প্রাজ্ঞেরা বন্ধ্যাপুত্রবৎ ইহাকে নামমাত্র

ভাবিয়া, তৎক্ষণে ত্যাগ করেন। অতএব তুমি সদ্বিচারসহকারে অজ্ঞতা ত্যাগ করিয়া, প্রাজ্ঞ হও। অপার সাগরে যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নাই, এই অসীম জগতে তেমন পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহা দেখিতেছ, সমস্তই মিথ্যা; অতএব ইহাতে বিশ্বাস করিও না।

কোন কর্য্যেরই কর্ত্তা নাই। আমি করিতেছি, ইহা মত্ত অভিমান মাত্র। তুমি কে, কি করিতেছ, একবার ভাবিলেই, বুঝিতে পারিবে, কেহই কিছু নহে এবং কেহই কিছু করে না। উপাদেয় বস্তুমাত্রেই যত্নসাধ্য। তাহাতে অভিলাষ করিও না। কেননা, কোন কার্য্যেরই যখন কর্ত্তা নাই, তখন যে তোমার উহা লাভ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? তবে যদি সত্যই উপাদেয় ও মিথ্যাই হেয় হয়, তাহা হইলে, সত্যলাভে আসক্তি করিবে। সত্য ভিন্ন অন্যান্য লৌকিক উপাদেয় বস্তুসকল মিথ্যার ন্যায় হেয় এবং ইন্দ্রজালস্বরূপ; ইহাতে আবার আস্থা কি?

অবিদ্যাই সংসারের বীজ এবং বাসনারূপে ইহার তদাদিতদন্তে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বংশলতা যেমন শূন্যগর্ভ ও নিঃসারকোটর, অবিদ্যাও তদ্রূপ অন্তঃসারশূন্য। ইহা মৃদু হইলেও, তীক্ষ্ণ ও গ্রাহ্য হইলেও, অগ্রাহ্য। ইহা কোন স্থানে সংস্থিত না হইলেও, সর্ব্বত্র বিদ্যমান; জড়রূপিণী হইলেও, চৈতন্যময়ী, নিমেষমাত্রস্থায়িনী হইলেও চিরস্থায়িনী এবং জ্বালাবৎ শুভ্র হইলেও, সমীপবৎ মলিনা প্রতিভাত হয়। সৌম্য! এই অবিদ্যা অন্ধকারে বিরাজমান ও আলোকে একান্ত ম্লান হইয়া থাকে। তৃষ্ণা ইহার রূপ। চঞ্চলতা ইহার স্বভাব। কৃষ্ণসর্পিণীর ন্যায় বিষময়ী, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রকাশশালিনী, মুগ্ধগণের ভয়জননী, এই অবিদ্যা দুঃখানলে দগ্ধ করে এবং রমণীয় হইলেও, অনর্থপরম্পরা প্রসব করিয়া থাকে। ইহা দুঃস্বপ্নের ন্যায়, বিস্মৃতিভ্রমসমুৎপাদনপূর্ব্বক কেবল অনর্থের নিমিত্ত তর্কিত হয়। ইহারই প্রভাবে রাজা লবণ এক মুহূর্ত্তকে বহু বৎসর ও রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর

বোধ করিয়াছিলেন। কান্তাবিরহবিধুর দুর্ব্বুদ্ধি বিয়োগী পুরুষগণ এই অবিদ্যাবলেই এক রাত্রিকে এক বৎসর বোধ করে। প্রবাসী-পুরুষ এই অবিদ্যাবলেই আপনার প্রিয়তমার মুখকমল স্মরণ করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে প্রলয় অনুভব করে। গৃহী ব্যক্তি এই অবিদ্যাবলেই গৃহিণীকে দর্শন করিয়া, কখন যমদর্শনবৎ ও কখন বা দেবদর্শনবৎ মোহে ও আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া থাকে। যুবা এই অবিদ্যাবলেই যুবতীকে স্বর্গসম জ্ঞান করিয়া মত্ত হইয়া উঠে। এই অবিদ্যাবলেই দুঃখীদিগের কাল সুদীর্ঘ ও সুখী জনের সময় সাতিশয় স্বল্পভাবাপন্ন হয়। এই অবিদ্যাবলেই লোকে আপনা আপনি বড় জ্ঞান করিয়া, হত ও নিহত হইয়া থাকে।

এই অবিদ্যা কর্ত্তৃত্বহীন, সত্যবর্জ্জিত, শতসহস্রশাখাবিশিষ্ট, অলীকস্বরূপ ও মৃগতৃষ্ণা নদীর ন্যায় মিথ্যা আড়ম্বরসম্পন্ন। ইহা মুগ্ধদিগকেও বঞ্চিত করে; প্রাজ্ঞদিগের কিছুই করিতে পারে না। ইহা উৎপত্তির ধ্বংস করে; দাহরূপ খেদ বিধান করে ও নরকদ্বার বিস্তার করে। ইহা বহু দোষের আকর, বহু পাপের আধার ও জড়স্বরূপ বিশিষ্ট। ইহা আপাতমধুর ও পরিণামদারুণ; ইহার পরাক্রমের সীমা নাই। অনঘ! মন এই অবিদ্যায় উপহত বা আচ্ছন্ন হইলেই, লোকে দীর্ঘ সংসার কল্পনা করে, বিবিধ বিভ্রমের আবির্ভাব বশতঃ অবশ ও বিবশ হইয়া থাকে এবং সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ বলিয়া বোধ করে। তখন এই অবিদ্যা করুণোৎফুল্ললোচনশালিনী সমুল্লাসিনী জননী ও পরম-প্রণয়রসবাহিনী মায়াবিনী গৃহিণী রূপে আবির্ভূত হয় এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিস্তার করিয়া লোকদিগের রজ্জুতে সর্পভয় ও স্থাণুতে বেতালভয় সমুৎপাদন করে। লোকে যে একক্রে দুই দেখিয়া, বিষম ভ্রমে পতিত হয়, অবিদ্যাই তাহার হেতু। রাঘব! তুমি যত্নাতিশয়সহকারে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা এই অবিদ্যার নিরোধ করিবে। অবিদ্যার রোধ হইলে, স্রোতোনিরোধে নদীর ন্যায়, মনেরও রোধ হইয়া থাকে। মনোনিরোধই প্রকৃত শান্তি।

এই অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই, রূপ নাই, আশয় নাই, চেতনা নাই, গৌরব নাই। ইহা পরমাত্মা রূপ পরম আলোকে লীন ও তমোগুণরূপ অন্ধকারে প্রস্ফুরিত হয়। ইহা কুকর্ম্মের দ্বার, অনন্ত দুঃখের আধার, অসত্যরূপ অন্ধকারে অনবরত আবৃত; আত্মবিষয়ে মূঢ় এবং বোধবিলোকনে অসমর্থ, মৃতকল্প, বোধহীন এবং অতিদীর্ঘ দুঃখপরম্পরা বিস্তার করে। এই অবিদ্যাই জগৎকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত পুরুষ, তিনি কখনও এই স্ত্রীরূপিণী অবিদ্যার প্রভাবে পরাহত হয়েন না।

ষড়বিংশাধিকশততম সর্গ। (দোষপরিহারোপদেশ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! অবিদ্যা হইতেই জন্মমরণাদি বিবিধ সুখদুঃখের আবির্ভাব হয়। কি রূপে ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে, উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! দিবাকরদর্শনে তুষাররাশির ন্যায়, পরমাত্মার সাক্ষাৎকারসংঘটনমাত্রেই অবিদ্যার ধ্বংস হয়। সংসাররূপ-নিবিড় দুঃখকণ্টকপূর্ণ অত্যুচ্চ প্রদেশ হইতে বারংবার অধঃপতিত ও বিলুণ্ঠিত হইলেই, ইহা আপনা হইতেই পরমাত্মদর্শনে সমুৎসুক হইয়া থাকে। যেরূপ ছায়া দ্বারা আতপতাপ নিবারিত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মদর্শন দ্বারা অবিদ্যার আত্মনাশ ও মোহবিনাশ হইয়া থাকে। ইচ্ছাই অবিদ্যা এবং অবিদ্যার বিনাশই মোক্ষ। সংকল্পমাত্র ত্যাগ করিলেই, মোক্ষলাভসিদ্ধি হয়। বাসনারূপ রাত্রির অবসান হইলেই, মনোরূপ আকাশে অবিদ্যার আবরণরূপ কালিমার হ্রাস ও চিৎস্বরূপ দিবাকরের প্রকাশ হইয়া থাকে। দিনকরের উদয় হইলে, তমস্বিনী যামিনী যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিবেকের অভ্যুদয়ে অবিদ্যা তেমনি নিলীন হইয়া থাকে। সন্ধ্যা সমাগত হইলে, বাহকগণের যেমন বেতালসংকল্পের আবির্ভাব হয়, অবিবেকের উদয়ে তেমনি অবিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, যে আত্মভাবনা দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস হয়, সেই আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! সেই আত্ম সর্ব্বস্বরূপ; সর্ব্বগত, অনাবৃত, নিত্য, অক্ষত, অখণ্ডিত, চিৎস্বরূপ, সর্ব্বানুগত, একমাত্র, নামহীন, রূপহীন, সর্ব্বদাবিদ্যমান, সর্ব্বত্রবিস্তৃত, শুদ্ধ, শান্ত, সত্যস্বরূপ, নিরুপদ্রব, চিদ্রূপ ও নির্ব্বিকার। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বই তিনি। তাঁহাকে ভাবনা করিলে, আর কি ভাবনা থাকে? তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, মহাত্মা, মনস্বরূপ। সেই বিতত শান্ত পরমাত্মারই সংকল্পমাত্রে এই অকিঞ্চিৎকর সংসার সমুদিত হইয়াছে।

অনঘ। ভোগবাসনাই অবিদ্যা। পুরুষকারসহকৃত উদ্যোগ-সহায়ে সংকল্পত্যাগ করিলেই, অবিদ্যার ক্ষয় হয়। আমি ব্রহ্ম নহি, এইপ্রকার দৃঢ়সংকল্প দ্বারাই লোকে বদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং, আমিই ব্রহ্ম, এইপ্রকার দৃঢ়সংকল্প দ্বারা মুক্ত হইবে, সন্দেহ কি? সৌম্য! এইরূপে সংকল্পই বন্ধ ও সংকল্পই মোক্ষ। উহা বিষয়ে ধাবমান হইলেই, বন্ধন ও পরমার্থে উন্মুখ হইলেই, মোক্ষলাভ হয়। তুমি আশু সংকল্প জয় করিয়া, যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। বলিতে কি, আমি অতি দুঃখী, কৃশ বা অন্ধ ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারাই লোকে নিবদ্ধ থাকে, এবং আমি দুঃখী নহি, কৃশ নহি, আমার দেহ নাই, এইপ্রকার ব্যবহার দ্বারা মুক্তিলাভ করে। আমি মাংস বা অস্থি নহি; আমিই একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ, ইত্যাদি দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন মনকেই ক্ষীণা অবিদ্যা বলে। ফলতঃ, অপ্রবুদ্ধ মানবেরাই অবিদ্যার কল্পনা করে, প্রবুদ্ধের নিকট এই প্রকার কুকল্পনা স্থান প্রাপ্ত হয় না।

হে রঘুকুলপূর্ণচন্দ্র! পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, সংকল্পবর্জ্জনই অবিদ্যানিগ্রহ। এই সংকল্পবর্জ্জন অনায়াসলভ্য। আকাশে নীলিমা যেমন ভ্রমমাত্র, তদ্রূপ ভ্রমমাত্র জগতের বারংবার স্মরণ অপেক্ষা একবারে স্মরণ না করাই ভাল। লোকে, আমি বিনষ্ট

হইলাম, এইরূপ সংকল্প দ্বারা বিনষ্ট ও আমি প্রবুদ্ধ, এইরূপ সংকল্প দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে।

অনঘ! অবিদ্যা হইতেই বিবিধ ভাবের উৎপত্তি ও তজ্জন্য মোহের আবির্ভাব হয়। মন্ত্রীরা যেমন রাজার আজ্ঞা পালন করে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণ তেমনি তৎক্ষণাৎ মনের আজ্ঞা সম্পাদন করে। অতএব, ইন্দ্রিয়বৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া, আমি ব্রহ্ম, এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা পরম শান্তি লাভের চেষ্টা কর। প্রাজ্ঞগণ পরম-পাবন বুদ্ধি সহায়ে প্রযত্নসহকৃত পরম পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক মন হইতে ভোগবাসনাকে সমূলে উন্মূলন করিয়া, দূরে পরিহার করিবেন। লোকের যে পরম মোহ সমুৎপন্ন হয়, তাহা বাসনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বাসনাই আশাপাশবিস্তারপূর্ব্বক লোক-দিগকে বদ্ধ ও মোহিত করে। এই আমার ধন এই আমার পুত্র, এই আমি, ইত্যাদি ইন্দ্রজাল দ্বারা বাসনা বিচলিত হয়। এই অহম্ভাবই অভিমান ও অহংকারের হেতু এবং অভিমানী জীবই বদ্ধ হইয়া থাকে।

হে অনঘ! অবিদ্যাই নদ, হ্রদ ও আকাশাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অজ্ঞেরাই ইহাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করে! কিন্তু প্রাজ্ঞেরা ইহাকে মিথ্যাবোধে ত্যাগ ও অকৃত্রিম ব্রহ্মদৃষ্টিই নির্ণয় করেন। অতএব, তুমি প্রাজ্ঞ হও, অজ্ঞ হইও না এবং সংসারবাসনা বিসর্জ্জন কর। মিছা কেন অজ্ঞের ন্যায়, এই অনাত্মা দেহকে আত্মজ্ঞান করিয়া, রোদন করিতেছ? হে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি কে, তোমার এই জড়স্বভাব দেহই বা কি? ইত্যাদি চিন্তা করিয়া সর্ব্বচিন্তার বহির্ভূত হও। আর শোক করিতে হইবে না। আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি জ্ঞান, মৃগতৃষ্ণার ন্যায় ভ্রান্তিমাত্রবিবেচনায় পরিহার ও একমাত্র সত্য আশ্রয় কর। হায়, কি আশ্চর্য্য! হায়, কি দুর্ভাগ্য! লোকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বিস্মরণপূর্ব্বক অসত্যরূপিণী অবিদ্যার আশ্রয় লইতেছে! রাম! তুমি কদাচ এই অবিদ্যাকে স্থান দিও না। এই অবিদ্যা

নির্ম্মল শশাঙ্কবিম্বেও রৌরব কল্পনা, শীতলসলিলশালী সরোবরেও মরুদর্শন ও আকাশেও নগরাদি নির্ম্মাণ করে। ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। মন যদি সংসারবাসনা ত্যাগ করে, তাহা হইলে, আর বিপদ কি? অতএব তুমি সর্ব্বরাগময়ী ভববন্ধনী বাসনা বিবর্জ্জন করিয়া, স্ফটিকের ন্যায়, স্বচ্ছ স্বরূপে অবস্থিতি কর এবং অনাসক্ত হইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যাঁহারা তত্ত্ববিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের সহবাসে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার বিচার দ্বারা আমি ব্রহ্ম, এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া, যদি তুমি অবিদ্যাবিহিত প্রাকৃতিক ক্রিয়া পরিহার ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন কর, তাহা হইলে, জীবন্মুক্তি লাভ ও বিষ্ণু প্রভৃতির সমভাব অধিকার করিবে।

সপ্তবিংশাধিকশততম সর্গ (দেহতত্ত্ব)।

বাল্মীকি কহিলেন, মহাভাগ বশিষ্ঠ এইপ্রকার বিশিষ্ট বাক্য উপদিষ্ট করিলে, রঘুবরিষ্ঠ রাম প্রফুল্ল পদ্মবৎ অত্যুৎকৃষ্ট বিকসিত শোভা ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! মৃণালতন্তুতে বদ্ধ পর্ব্বতের ন্যায়, সামান্য, অবিদ্যা কর্ত্তৃক এই বিশ্ব জগৎ বদ্ধ রহিয়াছে! ভগবন্! মদীয় বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় অবিদ্যাস্বরূপ কীর্ত্তন ও দেহ দেহীর মধ্যে কে শুভাশুভ ভোগ করে, তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেহ এই কাষ্ঠকুড্যাদির ন্যায় জড়মাত্র, কিছুই নহে। কেবল মন, স্বপ্নের ন্যায়, ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করে। মনের চালনাতেই দেহের চালনা। তোমার হস্ত পদ এই চলিতেছে; উহাদের কোন স্বতন্ত্র পরিচালক নাই। বাস্তবিক, তাহা নহে। মনই উহাদের চালক। তুমি যদি মন না কর, তাহা হইলে, হস্তপদ এখনই নিস্পন্দ হইবে; কোন মতেই চলিতে পারিবে না। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গাদির বিষয়েও এই

রূপ। এইরূপে কর্ম্মফলভোক্তা বিবিধদেহধারী দেহীই মন, অহংকার ও জীব নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা প্রবোধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের এই দেহসমুত্থিত সুখ দুঃখের কোনই সম্পর্ক নাই। অপ্রবুদ্ধ মনই বিবিধ কল্পনা বশে বিবিধ বৃত্তি আশ্রয় করিয়া, বিচিত্রাকার ধারণ করে। অপ্রবুদ্ধ মনই নিদ্রা-সময়ে স্বপ্নযোগে নানাপ্রকার সম্ভ্রম দর্শন করে। প্রবুদ্ধ মনে এপ্রকার সম্ভব নহে। অজ্ঞান-নিদ্রায় আচ্ছন্ন জীব যাবৎ প্রবোধিত না হয়, তাবৎ এই দুর্ভেদ্য সংসারবিভ্রম সন্দর্শন করে। প্রভাকর-কর-সম্পর্কে বিকসিত কমল যেমন গর্ভস্থ তিমিরভার পরিহার করে, তদ্রূপ প্রবুদ্ধ মনের অন্তর-তমঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৃতাত্মারা দুঃখকোবিদ দেহকেই চিত্ত, অবিদ্যা, মন, জীব, বাসনা ও কর্ম্মাত্মা নামে অভিহিত করেন। জড়দেহ দুঃখার্হ নহে। দেহী অবিচারপ্রযুক্তই দুঃখ ভোগ করে এবং অজ্ঞানপ্রযুক্তই অবিচার উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান দুঃখের হেতু। একমাত্র অবিবেকদোষেই জীবের শুভাশুভ কর্ম্মফল সংঘটিত হইয়া থাকে। অবিবেকবেগে বিক্ষিপ্ত মনই বিবিধবৃত্তিবিশিষ্ট বিবিধ আকারবিহারে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হয়। মনই ক্রন্দন করে, গমন করে, নিন্দা করে, হনন করে; উদিত হয় ও বিচলিত হয়; জড়রূপ দেহ কখন এরূপ করে না। গৃহস্বামী যেমন গৃহমধ্যে বিবিধ বিষয়ের চেষ্টা করে, তদ্রূপ জীবই দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; জড়দেহ কিছুই করে না। যাবতীয় কল্পনা ও যাবতীয় সুখ দুঃখ, মনই সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তা, এই জড়দেহ নহে। রাম! মনই শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করে, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর।

রাজা লবণ একদা ঐকান্তিক অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার পূর্ব্বপিতামহ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমি মনদ্বারাই যজ্ঞ করিব। এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি মন দ্বারাই যজ্ঞীয় সামগ্রীসংভার আহরণ, ঋত্বিক্‌গণকে

আহ্বান ও মুনিগণের পূজা এবং পাবক প্রজ্বলিত করিয়া, দেবগণের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনের দ্বারাই এই সকলের অনুষ্ঠান করিয়া, সংবৎসর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর দিবাবসানে প্রাণিগণ ও দ্বিজাতিদিগকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া, মনোযাগের উদ্‌যাপনান্তে ধ্যানত্যাগপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলেন। রাজা লবণ এই রূপে মন দ্বারাই রাজসূয়যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েন। অতএব এই মনই সুখদুঃখভাগী, জানিবে। আমি দেহ, এইপ্রকার নিশ্চয় অহম্ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনর্থমাত্র।

অষ্টাবিংশাধিকশততম সর্গ (মনঃশোধনোপায় বর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! রাজা লবণ স্বকীয় চিত্তাকাশে কল্পনাজাল প্রাপ্ত হয়েন, এবিষয়ে প্রমাণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি তৎকালে তদীয় সভায় উপস্থিত থাকিয়া, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল হইলেও, কর্ত্তাকে দ্বাদশ বৎসর বিবিধবেদনাজনক আপদ্‌পূর্ণ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতে হয়। রাজা লবণ মানসিক রাজসূয়ের উদ্‌যাপন করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে দুঃখদানমানসে ঐন্দ্রজালিক-রূপধারী এক জন দেবদূতকে প্রেরণ করেন। তাহাতেই রাজার ঐপ্রকার ভয়ঙ্কর বিপৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল।

ফলতঃ, মনই কর্ত্তা ও ভোক্তা। তুমি হঠযোগ ও রাজযোগ দ্বারা মনকে নিম্নষ্ট ও সংশোধিত করিয়া, আতপতাপে হিমকণার ন্যায়, নির্ব্বিকল্প সমাধি সহায়ে বিলীন করত, বিবেক দ্বারা মোক্ষরূপ পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। এই মনই মহাড়ম্বরশালিনী অবিদ্যা, জানিবে। এই অবিদ্যা ইন্দ্রজালের ন্যায়, বিচিত্র রচনা বিস্তার করে। অতএব তুমি মন হইতে সংকল্প সমস্ত দূর কর। সংকল্প দূর হইলে, জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছিলেন, মনের ক্ষয়েই দুঃখের ক্ষয় হয়। অধুনা, সেই ক্ষয়োপায় কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন যে বিষয়ে ধাবমান হয়, সেই বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিলেই, মনের ক্ষয় হইয়া থাকে। কল্পনাই মনের প্রাণ। সেই কল্পনার রোধ হইলে, মনের রোধ হইবে, সন্দেহ কি? বিদ্যা-বলে বিবেক জন্মে, বিবেকবলে বৈরাগ্য জন্মে এবং বৈরাগ্যবলে চিত্তের স্বচ্ছতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন সংসার হেয় ও মোক্ষই উপাদেয়, এইপ্রকার বিচার প্রাদুর্ভূত হইলে, চিত্তবিকাশিনী সপ্তবিধ যোগভূমি আবির্ভূত হইয়া, পরমপুরুষার্থ সাধন করে।

উনত্রিংশাধিকশততম সর্গ (যোগভূমিনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অজ্ঞানভূমি ও জ্ঞানভূমি, উভয়ই সপ্তপদ; কিন্তু গুণবৈচিত্র্যবশে অসংখ্যপদ হইয়া থাকে। স্বরূপা-বস্থানই মুক্তি। এই স্বরূপাবস্থানভ্রংশকে অহংত্ববেদন বা অজ্ঞতা বলে। মনন অর্থাৎ সংকল্পকল্পনাপরিহারপূর্ব্বক প্রকৃতিতে অবস্থান করার নাম স্বরূপাবস্থান। এই করিব, ঐ করিব, আমার, আমি, ইত্যাকার চিন্তাকে সংকল্প বলে। জাড্য ও নিদ্রাত্যাগ সহকারে সমস্ত কল্পনা বিসর্জ্জন করিয়া, প্রস্তরের ন্যায়, অবস্থান করাকে স্বরূপাবস্থান বলে। অহম্ভাবের শান্তি ও ভেদজ্ঞানের পর্য্যবসান হইলে, চিৎস্বরূপে প্রকাশের নাম স্বরূপাবস্থিতি।

বীজ-জাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ,জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন-জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই সাত প্রকার মোহ, জানিবে। চিতের নামরহিত পরমশুদ্ধ প্রথম চেতনকে চিত্ত ও জীবাদি বলে। এই চেতন জাগ্রৎ বীজ রূপে অবস্থিতি করে। এই জন্য ইহার নাম বীজজাগ্রৎ। বীজজাগ্রতেই জপ্তির নব অবস্থা। এই আমি, ইহা আমার, এইপ্রকার দৃঢ়প্রত্যয়ের নাম মহাজাগ্রৎ। যে জাগ্রৎ অবস্থায়

ইহা আমার এইপ্রকার জ্ঞান স্থির বা অস্থির রূপে অবস্থিতি করে, তাহার নাম জাগ্রৎস্বপ্ন। জাগ্রৎস্বপ্ন নানাপ্রকার; যথা, আকাশে দ্বিচন্দ্রদর্শন, রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিকায় রৌপ্যজ্ঞান, ইত্যাদি। আমি এইমাত্র যাহা দেখিলাম, তাহা মিথ্যা; নিদ্রান্তে যে এইপ্রকার জ্ঞান, তাহার নাম স্বপ্ন। এই স্বপ্ন জাগ্রৎদশায় যে মহাজাগ্রৎপদ প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম স্বপ্নজাগ্রৎ। এই ছয় অবস্থার পরিহার হইলে, জীবের যে ভাবিদুঃখশালিনী জড়াবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি। প্রলয়কালে দৃশ্যমাত্রেই এই সুষুপ্তিদশার সঞ্চার হয়। অনঘ! আমি তোমার নিকট এই যে সপ্তপদী অজ্ঞানভূমি কীর্ত্তন করিলাম, তুমি বিশুদ্ধবিচারসহায়ে আত্মাকে প্রবোধবিমল ও পরমাত্মনিষ্ঠ দর্শন করিলে, অনায়াসে এই অবিদ্যাভূমি অতিক্রম করিতে পারিবে।

অধুনা সপ্তপদী জ্ঞানভূমি বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ইহা অবগত হইলে, আর মোহপঙ্কে মগ্ন হইতে হইবে না। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনা, ও তুর্য্যগা, এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমি। আমি কেন মূঢ় হইয়া রহিয়াছি; সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গে অনুরক্ত হই, এইরূপ পূর্ব্ববৈরাগ্যবাসনার নাম শুভেচ্ছা। এইপ্রকার সৎশাস্ত্র ও সজ্জনসম্বন্ধ বৈরাগ্যযোগের অভ্যাস দ্বারা সদাচারে যে প্রবৃত্তি সমুত্থিত হয়, তাহার নাম বিচারণা। এইরূপ শুভেচ্ছা ও বিচারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়প্রয়োজনসাধনে যে অনুরাগ জন্মে, তাহার নাম তনুমানসা। শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা এই তিনের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় বিষয়বিরতি উপস্থিত হইলে, শুদ্ধসত্ত্বরূপী আত্মাতে যে অবস্থিতি সংঘটিত হয়, তাহার নাম সত্ত্বাপত্তি। উল্লিখিত শুভেচ্ছাদি দশাচতুষ্টয়ের অভ্যাসযোগপ্রযুক্ত বিষয়সংসর্গপরিত্যাগের নাম অসংসক্তি। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি ও অসংসক্তি, এই পঞ্চ জ্ঞানভূমির অভ্যাস দ্বারা স্বীয় আত্মাতে অতিমাত্র প্রীতির উদ্রেক হওয়াতে, বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ পদার্থমাত্রেরই ভাবনা তিরোহিত হইয়া, একমাত্র

পরব্রহ্মবিষয়িণী যে ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহার নাম পদার্থ-ভাবনা। আর, উল্লিখিত ষড়্‌বিধ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাস প্রযুক্ত ভেদজ্ঞানের অভাব হইলে, স্বভাবে যে একনিষ্ঠতা উপস্থিত হয়, তাহারই নাম তুর্য্যগা। জীবন্মুক্তেরই এই তুর্য্যগাদশা ভোগ হয়। ইহার পর তুর্য্যাতীত ব্রহ্মপদ। উহা বিদেহমুক্তিবিষয়ক। তুর্য্যগাবস্থার অধিকারী মহাত্মাগণই আত্মারাম ও মহৎপদের বাচ্য। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ আত্মাতেই বিপুল আরাম অনুভব করেন। এইজন্য, পরমসুন্দরী রমণীরা যেমন সুপ্ত পুরুষের সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কোন জাগতিক ক্রিয়াই জীবন্মুক্তকে সুখদান করিতে পারে না।

সৌম্য! ধীমান্ জীবন্মুক্তগণই কেবল এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমি অবগত আছেন এবং প্রাপ্ত হয়েন। যাহারা পশু ও ম্লেচ্ছাদির ন্যায়, দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের ইহাতে অধিকার নাই। কিন্তু এই সমস্ত জ্ঞানদশা প্রাপ্ত হইলে, পশু বা ম্লেচ্ছ যাহাই হউক, অবশ্যই মুক্তিলাভ করে। জ্ঞানই সংসার-বন্ধনচ্ছেদনের খরধার অসি। জ্ঞান দ্বারা এই বন্ধন ছিন্ন হইলে, মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মোহ হইতে সমুত্তীর্ণ পুরুষগণ আত্মলাভপরায়ণ হইয়া, এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করেন। কি সম্পদ কি বিপদ, কি সুখ কি দুঃখ, সকল অবস্থাতেই যাঁহারা জয়শালী হয়েন, তাঁহারাই ধীর, তাঁহারাই উৎকৃষ্ট রাজা এবং তাঁহারাই একমাত্র বন্দনীয়। ফলতঃ, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুজয়ে সমর্থ পুরুষগণ সম্রাট বিরাট্‌কেও তৃণীকৃত ও ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

ত্রিংশাধিকশততম সর্গ (ব্রহ্ম ও সৃষ্টি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয় ও ধ্যেয় পদার্থ। অর্থাৎ, সংসারে যদি কিছু জানিবার ও ভাবিবার থাকে, তবে তাহা

একমাত্র ব্রহ্ম। পুত্র কন্যাকে স্নেহ কর, পিতা মাতাকে ভক্তি কর, ভ্রাতা ভগিনীকে প্রীতি কর এবং আত্মীয় বন্ধুকে অনুরাগ কর, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই সকল প্রীতির ও ভক্তির পাত্র, সেই একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে এবং সেই একমাত্র ব্রহ্মেই গমন করিবে, ইহা যেন প্রতিক্ষণে, মনে থাকে। ফলতঃ, যাঁহা হইতে প্রীতি আসিয়াছে, প্রেম আসিয়াছে, যে প্রেম ও প্রীতি সংসারে পরম সুখ ও পরম সন্তোষ বিধান করে, সেই ব্রহ্ম অপেক্ষা প্রীতি ও প্রেমের বস্তু আর কি আছে? ইহা ভাবিয়া, সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সেই একমাত্র ব্রহ্মেরই শরণাপন্ন, হও। যাঁহারা ব্রহ্মের শরণাপন্ন, তাঁহারা কখনও অবসন্ন হয়েন না। ইহা ভাবিয়া, সেই একমাত্র ব্রহ্মের আশ্রয়ে অবস্থান কর। তাহা হইলে, কখনও শোক করিতে হইবেনা।

এই জগতে সত্য মিথ্যা কিছুই নাই। ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা। ইহা ভাবিয়া, সেই সত্যস্বরূপের আশ্রয়সাধনে যত্ন ও মিথ্যাস্বরূপ জগতের আশ্রয়পরিহারে অভ্যাস কর। যাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে আর মমতা কি? অদ্যই তাহা পরিত্যাগ করা উচিত; ইহাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তুমি মরিবে, অবশ্যই মরিবে। তুমি মরিলে, তোমার সম্বন্ধে এই জগৎ আর থাকিবে না। তখন ব্রহ্মই তোমার একমাত্র আশ্রয় হইবেন। তবে তুমি কি ভাবিয়া ও কি আশয়ে এই অসার সংসারে বদ্ধ হইবার জন্য যত্নপরায়ণ হইতেছ? হা কষ্ট হা ধিক্!

বলিতে কি, তুমি আমি, মহাভূত, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, কার্য্য, কারণ, ত্রিকালকলহ, স্বর্গ, মেরু এবং অন্যান্য পদার্থ, কিছুই কিছু নহে বা নাই। একমাত্রই ব্রহ্মই কেবল আছেন, থাকিবেন ও ছিলেন। তিনি শান্ত ও শাশ্বতস্বরূপ; তিনি সকলের অবলম্বন, তাঁহার অবলম্বন কেহ নাই। তিনি শিব ও নিরাময়স্বরূপ।

তাঁহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই এবং ধ্বংস বা ক্ষয় নাই। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি শূন্য হইতেও শূন্য ও সুখ হইতেও সুখ এবং মঙ্গল হইতেও মঙ্গল ও সকল কল্যাণের আধার।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার প্রসাদে আমার ব্রহ্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইল। এক্ষণে সর্গস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ব্রহ্মই সত্য, সর্গ বা সৃষ্টি নামমাত্র। সাগরে সলিলের ন্যায়, একমাত্র ব্রহ্মেই সর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই অগ্নি, ইত্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থ সকল যে প্রকাশিত হইতেছে, সেই ব্রহ্মই তাহার কারণ। ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রভা নাই; অথবা জড়স্বভাব প্রযুক্ত ইহারা এক বারেই প্রভাহীন। সেই ব্রহ্মের প্রকাশেই ইহাদের প্রকাশ। তিনিই চন্দ্রসূর্য্য রূপে দিবারাত্র প্রকাশিত হইয়া, সকলের প্রকাশ সাধন করিতেছেন। যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ক নহে, তাহারাই সর্গের সত্যতা বা স্বয়ং প্রকাশতা অনুভব করে। বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে, আর এপ্রকার বোধ হয় না। জ্ঞানবিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার সহায়ে স্থির করিয়াছেন, সৃষ্টি নামমাত্র। কেননা, ইহার নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাহারা অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন, তাহারা ইহাকে নানাপ্রকার বোধ করে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার নানাত্ব স্বীকার করেন না, ইহাকে একমাত্রস্বরূপ বলিয়া থাকেন। এই জগতের আরম্ভ নাই, বিনাশ নাই, অন্ত নাই এবং কোন প্রকার অসম্পূর্ণতাও নাই।

বৎস! সৃষ্টির মূলে অবিদ্যা সন্নিহিত আছে। সেইজন্য, সৃষ্টমাত্রেই অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। এই অবিদ্যা জর্জ্জর লতাস্বরূপ। বিচাররূপ হুতাশনে সমূলে দগ্ধ না হইলে, বিবিধ সুখদুঃখরূপ ফলকুসুম প্রসব করে।

একত্রিংশাধিকশততম সর্গ (অবিদ্যা)।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনি পুনরায় অবিদ্যাস্বরূপ কীর্ত্তন করুন। দেখুন, এক বিষয় বারংবার উপদেশ না করিলে, কোন মতেই অভ্যস্ত হয় না। বিশেষতঃ, যাহা সহজে বোধ করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তাদৃশ গুরুতর বিষয় সকল পুনঃ পুনঃ উপদেশ ও অভ্যাস করিতে হয়। যে গুরু ইহা না জানেন, তিনি কোন মতেই স্বকীয়মর্য্যাদারক্ষণে সক্ষম নহেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অবিদ্যাস্বরূপ অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে। উহা রাত্রিকালীন তিমিরের ন্যায়, ঘোরান্বিত। পণ্ডিতেরা কাম, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি অজ্ঞানগণকে অবিদ্যার স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী ও মদ্য এই দুইটি অবিদ্যার প্রধান লক্ষণ।

যাহা বাস্তবিক নাই বা কিছুই নহে, অথচ বস্তুরূপে ও বিদ্যমানরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা নিশাচরীর ন্যায়, অজ্ঞানরূপ তামসী নিশায় বিচরণ করে এবং তদবস্থায় যাহাকে পায়, তাহাকেই গ্রাস করিয়া থাকে। মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই অবিদ্যা কখন পুত্ররূপে, কখন কন্যারূপে, কখন পিতা ও মাতারূপে এবং কখন বা ভ্রাতা ও ভগিনীরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মানুষকে নানাদিকে নানাপ্রকারে বিপন্ন করিয়া থাকে। কখন ধনরূপে, সম্পদ রূপে ও বিবিধ বিভববিস্তাররূপে প্রলোভিত ও প্রণোদিত করিয়া, বিবিধ অতর্কিতপূর্ব্ব বিপৎপাত সংঘটিত করে। ইহার এমনই মোহিনী মায়া যে, লোকে সহসা ইহাকে সাক্ষাৎ অহিত ও অনর্থ বলিয়া, বুঝিতে পারে না। বলিতে কি কেহ বুঝাইয়া দিলেও বুঝে না।

এই অবিদ্যা হইতেই বিবিধ আপদ বিপদের, বিবিধ বিষাদ সন্তাপের, বিবিধ রোগ শোকের, বিবিধ মোহ ব্যামোহের এবং বিবিধ শঙ্কা সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। সংসারে যে সময়ে সময়ে

পিতাপুত্রেও বিরোধ উপস্থিত হয়, এই অবিদ্যাই তাহার কারণ।

অবিদ্যাবলে মতিচ্ছন্ন সংঘটিত হয়। যাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহার আর ভদ্রস্থতা কি? সুখ কি? স্বস্তি কি? পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিগণ স্বভাবতঃ ছন্নমতি। যেহেতু, তাহারা অবিদ্যা-প্রকৃতি। এইজন্য কোন কালেই তাহাদের উদ্ধার নাই। যে গো, সে চিরকালই গো আছে এবং চিরকালই সেইরূপে ঘাস জল ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার অধিক তাহাদের আর উন্নতি নাই। অন্যান্য জন্তু সম্বন্ধেও এই রূপ। পণ্ডিতেরা অবিদ্যাকে তামসী প্রকৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করেন। এই তামসী প্রকৃতির স্বভাব আত্মাকে আচ্ছন্ন ও আবৃত করা। এবিষয়ে রাজা প্রজা বা পশুপক্ষ্যাদি প্রভেদ নাই। সুর নর, যে কেন হউক না, অবিদ্যাবশে সকলকেই আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইতে হয়। গর্ত্তাদি গহন দুর্গম স্থান সকল যেমন সর্পাদি ক্রূর জন্তুগণের আশ্রয়, স্বভাবতঃ অজ্ঞানী অন্তঃকরণ তেমনি অবিদ্যার নিবাসক্ষেত্র। যেখানে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অতিমাত্র সেবা, যেখানে স্ত্রী পুত্রাদি অসার পার্থিব বস্তুতে অতিমাত্র আসক্তি ও অনুরাগ, যেখানে পরলোক ত্যাগ করিয়া ইহলোকের অতিমাত্র চর্চ্চা, যেখানে শালগ্রামকে পরিহার করিয়া, সামান্য কন্দুকের অতিমাত্র পূজা, যেখানে চুত ও চম্পকাদি বৃক্ষকে ছেদন করিয়া, শাকোটকের অতিমাত্র রক্ষা, সেখানেই অবিদ্যার বাস ও আশ্রয়, জানিবে। যেখানে কাচ ও কাঞ্চনের প্রভেদ নাই, বালু ও শর্করার তারতম্য নাই, হস্তী ও গর্দ্দভের ইতরবিশেষ নাই, মূর্খ ও পণ্ডিতের পার্থক্য নাই, সেইখানেই অবিদ্যার বাস ও আশ্রয়, জানিবে।

তুমি অবিদ্যাবলে জন্মিয়াছ, আবার, অবিদ্যাবলে মরিবে। এই রূপে জন্ম মৃত্যু উভয়ই অবিদ্যার প্রসব। যাহার অবিদ্যা নাই, তাহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। সে ব্যক্তি অজর, অমর, অশোক ও অভয় স্বরূপে লীন হয়। তাহারে আর কোন কালেই যাতায়াত করিতে হয় না। অবিদ্যার অভাবই মুক্তি ও সদ্ভাবই

বন্ধন ঃ তোমার শৃঙ্খল নাই, কারা নাই, তথাপি তুমি বন্দী হইয়া আছ। অবিদ্যাই ঐরূপ বন্ধনের হেতু।

অবিদ্যা স্বয়ং নিগড় পাশ রূপে লোকদিগকে বদ্ধ করে। এবং ব্যাধের বাগুরারূপে আপনা আপনি বিস্তৃত হইয়া, মানবদিগকে মুগ্ধ হরিণরূপে বন্ধন করিয়া থাকে। জ্ঞানরূপ অসি ব্যতিরেকে এই সুদুর্ভেদ্য বাগুরা ছেদন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কৌমুদীর উদয়ে যেমন তিমিরসন্ততি তিরোহিত হয়, বিদ্যার উদয়ে তেমন অবিদ্যার অন্তর্দ্ধান হয়।

সৌম্য! তুমি আমি এই আহার করিতেছি, বিহার করিতেছি, শয়ন করিতেছি, উপবেশন করিতেছি, প্রতিদিনই এইরূপ করিয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছি; রাত্রির পর দিন ও দিনের পর রাত্রি আসিতেছে ও যাইতেছে, বাল্যের পর যৌবন ও যৌবনের পর বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যের পর পারলৌকিক ভাব, এ সমস্তই অবিদ্যাব কার্য্য।

হায়, কি কষ্ট! মানুষ প্রতিদিন কত কি কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, আহার সংগ্রহ করে। সে যখনই ঐরূপ আহার সংগ্রহ করে, তখনই ঐরূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনাযোগ ভোগ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি তাহার নিবৃত্তি নাই, ইহার কারণ কি, অবিদ্যা। এই অবিদ্যাবলে মানুষের ঘৃণা লজ্জা এক বারেই দূর হয় এবং দয়া মমতাও পরিহৃত হইয়া থাকে। দেখ, এক ব্যক্তি যেমন নির্লজ্জ ও নির্ঘৃণ হইয়া, অপরের দ্বারস্থ হয়, সে ব্যক্তি তেমন নির্দ্দয় ও নির্ম্মম হইয়া, তাহাকে দূব করিয়া দেয়। ভিক্ষুক বাস্তবিকই অতিদীনবেশে দাতার দ্বারদেশে গললগ্নীকৃত বাসে দণ্ডায়মান; তাহার উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, হৃদয়ে লজ্জা নাই, অন্তরে ঘৃণা নাই; সেইজন্য সে সামান্য অন্নের জন্যও দ্বারস্থ। কিন্তু দাতা খড়্গহস্ত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। উভয় স্থলেই অবিদ্যার প্রভাব ও শাসন, জানিবে।

অবিদ্যা হইতে মায়ার উদ্ভব হইয়াছে। এই মায়াস্বরূপ পূর্ব্বেই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। বিবিধ ঐন্দ্রজালিক অবাস্তব ঘটনাও এই অবিদ্যার কার্য্য। এই অবিদ্যাবলে [illegible] থাকে, জীবনকেও মৃত্যু বলিয়া [illegible] ভয়ঙ্করূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সম্পদকেও [illegible] থাকে।

[illegible] মাত্র ব্রহ্মই ঈশ্বর ও প্রভু এবং গুরুপদবাচ্য। তাঁহারই পূজা করা, দাসত্ব করা এবং বন্দনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু লোকে তাহা বিবেচনা না করিয়া, মানুষ প্রভু ও মানুষ ঈশ্বরের দ্বারস্থ ও সেবাপর হইয়া থাকে। অবিদ্যাই ইহার একমাত্র হেতু। মানুষ এই বিদ্যাবলে এরূপ নিস্তেজ, নিঃসার ও নিঃসত্ত্ব হয় যে, সামান্য ক্ষুধার বেগও সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানশূন্য ও যার তার দ্বারস্থ হইয়া, দাসত্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে তাহার সমুদায় জ্ঞানচৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া থাকে। নতুবা, মানুষ হইয়া, মানুষের দাসত্ব করা কখনও জ্ঞানের বা বিদ্যার কার্য্য হইতে পারে না। সৌম্য! আমি তোমায় বারংবার বলিয়াছি, অবিদ্যা অপেক্ষা বন্ধন নাই এবং অবিদ্যা অপেক্ষা ব্যাঘাত নাই। তুমি স্বতঃ পরতঃ এই অবিদ্যাত্যাগে কৃতযত্ন হও। তাহা হইলে, সুখী ও সচ্ছন্দ হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা অবিদ্যাপাশ ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারপার গমন করিয়াছেন, নিশ্চয় জানিবে। যাঁহারা অবিদ্যা জয় করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বজয়ী হইয়াছেন। যুদ্ধ জয় করিলেই, শূর হয় না, অবিদ্যাজয়ীই প্রকৃত শূর-বীর। ফলতঃ যাহা দুঃখ, তাহাই অবিদ্যা এবং যাহা সুখ, তাহাই বিদ্যা। ইহাই বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রকৃত বা বিশিষ্ট লক্ষণ।

সৌম্য! এই অবিদ্যা হইতে মহাভ্রম সমুৎপন্ন হয়। এই ভ্রম সহসা নিরাকৃত করা সাধ্য নহে। এই ভ্রমবলেই সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ বলিয়া মনে হয় এবং যাহা ভাল তাহা মন্দ এবং

যাহা মন্দ তাহা ভাল হইয়া থাকে। অয়ি রঘুকুলোদ্বহ! এই রূপে অবিদ্যার অসাধ্য বা অসম্ভাব্য কিছুই নাই। এই অহং-ভাবময়ী অবিদ্যার উদয়মাত্রেই অনন্ত ভ্রম আবির্ভূত হইয়া থাকে। তখন আলোকেও অন্ধকারদর্শন হয় এবং দিবসেও রাত্রিবৎ দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া থাকে।

এই অবিদ্যাবলে লোকে স্ত্রীকে সাক্ষাৎ স্বর্গাপবর্গের দ্বার বলিয়া চিন্তা করে এবং কেহ কেহ বাস্তবিক তাহাই দেখিয়া থাকে। স্ত্রী মূর্ত্তিমান্ বিষ ও সাক্ষাৎ নরক এবং মুক্তির প্রবল অন্তরায়। অবিদ্যাই কেবল তাহার উপাদেয়তা ও অনুত্তমতা বিধান ও প্রদর্শন করে। স্ত্রীশরীরে সার যদিও কিছুই নাই; কিন্তু অবিদ্যা উহার অত্যুৎকর্ষ প্রদর্শন করে। যে স্ত্রীশরীর অবশ্যই একদিন শ্মশানে লুণ্ঠিত হইবে এবং অবশ্যই ক্রিমিকীটে পরিণত হইবে, কোন মতেই ইহার অন্যথা নাই; অবিদ্যা কেবল সেই অসার স্ত্রীশরীরে সারাংশ দর্শন করিয়া, মোহিত হয়। হা কষ্ট, মানুষ কি অন্ধ! সে ইহার কিছুই জানে না বা বুঝে না; সেইজন্য তাহার দুঃখেরও শেষ হয় না।

হে রঘুনন্দন! বালুকাতে তৈলাদির ন্যায়, এই অবিদ্যা ভ্রান্তি বস্তুতঃ কিছুই নহে। আত্মতত্ত্বের সহিত এই অবিদ্যার সম্বন্ধ নাই। অথবা, পরস্পর বিরোধী বস্তুর সম্বন্ধসম্ভাবনা কোথায়? আলোক ও অন্ধকার কখনও একত্র থাকিতে পারে না এবং বিষ ও অমৃতেও মিলন হয় না। অবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারস্বরূপ! এই কারণে, যেখানে আত্মতত্ত্ব, সেখানে অবিদ্যা থাকিতে পারে না।

সৌম্য! তুমি চিত্তকে দূর কর, অবিদ্যা তৎক্ষণাৎ দূর হইবে এবং অবিদ্যা দূর হইলে, ভ্রান্তিজাল নিরাকৃত ও তজ্জনিত দুঃখসন্ততিরও পরিহার হইবে। চিত্তকে দেখা যায় না এবং চিত্ত যাহা করে, তাহাও কিছুই নহে; এইপ্রকার বিবেচনা করিলেই তুমি চিত্তকে অতিক্রম করিতে পারিবে। বলিতে কি, চিত্তকে

দূরে পরিহার করিলেই, তোমার শান্তিলাভ হইবে। এই চিত্ত অসৎরূপ। যাহারা সত্যজ্ঞানে ইহার অনুসরণ করে, তাহাদিগকে ধিক্! অতএব তুমি যুক্তিসহায়ে মনকে ত্যাগ ও ভবভাবনা পরিহার পুরঃসর মুক্ত ও সেই পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও; যে পদের কোন কালেই ক্ষয় নাই, হ্রাস নাই, ধ্বংস নাই এবং বিনাশ নাই। সকল বস্তুই প্রলয়ে লীন হয়। একমাত্র পরমপদই বিরাজমান থাকে। অথবা, এই পরমপদে সকলের লয় বা সংহারকেই প্রলয় বলে।

দ্বাত্রিংশাধিকশততম সর্গ (স্বরূপনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! জন্মিবামাত্রই লোকের বুদ্ধি বিকসিত হয় না; সৎসংসর্গের সহায়তায় বুদ্ধির বিকাস হইয়া থাকে। অবিদ্যা প্রবলপ্রবাহশালিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় সংসারক্ষেত্রে অনাহত ধাবমান হইতেছে। অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ রূপ নৌকা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই উহা পার হওয়া যায় না। বিবেকবলে হেয়োপাদেয়বিচার সমুদিত হইলেই, লোকের শুভলাভকামনার সঞ্চার হয় এবং বিবেকজনিত বিচারসহায়ে সমীচীনজ্ঞানলাভ হইলে, বাসনাসমূহ বিগলিত হইয়া থাকে। বাসনা বিগলিত হইলে, সংসারভাবনার ক্ষয় হয়। সংসারভাবনার ক্ষয় হইলে, তনুমানসানাম্নী বিবেকভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগবলে সম্যগ্ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, সত্ত্বাপত্তিনামক যোগভূমি প্রাচুর্ভূত হইয়া থাকে। এই সত্ত্বাপত্তির সমুদয়ে বাসনা সকলের ক্ষয় হইলে, লোকে যখন অসংসক্তিনামক জ্ঞানভূমিতে সমাগত হয়, তখন আর কর্ম্মফল তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না।

যোগবলে মন ক্ষীণ হইলে, লোকে বিবেকভূমিতে অধিরোহণপূর্ব্বক বাহ্যভাবনা ত্যাগ করিয়া, প্রথমে তুর্য্যাত্মা নামে অভিহিত, পরে জীবন্মুক্ত নামে পরিগণিত হয়। এইরূপ জীবন্মুক্ত দশার

সঞ্চার হইলে, লাভালাভজনিত সুখ দুঃখ আর অভিভূত করিতে পারে না। অথবা, জীবন্মুক্তের সাংসারিক কোন বস্তুতেই স্পৃহা থাকে না। তিনি একমাত্র অভয়, অশোক ও অপাপবিদ্ধ সেই পরম পদেরই অভিলাষী হয়েন এবং তাহারই অনুসরণ করেন। দেখ, সংসারে ধন অপেক্ষা অভীষ্ট বস্তু আর নাই। লোকে উহা প্রাপ্ত হইলে, আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে। যে ব্যক্তি না পায়, তাহার জন্ম যেন বিফল হইয়া থাকে। কিন্তু এই ধন কোথা হইতে আসিয়াছে; ইহা একবার ভাবিয়া দেখ। জীবন্মুক্তেরা এইপ্রকার ভাবনা করেন্ এবং যাঁহা হইতে ধন্ আসিয়াছে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করেন। ফলতঃ, ধন যদি সুখের হয়, যিনি সেই ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই ধন অপেক্ষা অধিক সুখের আধার। তাঁহারে প্রাপ্ত হইলে, ধন্লাভ অপেক্ষা যে অধিক সুখের সঞ্চয় হইবে, তাহা কি আর, বলিতে হয়? সৌম্য! জীবন্মুক্ত পুরুষগণ এইপ্রকার বিচার করিয়াই, সেই ধনদাতা ধনেশ্বরের শরণাগত হয়েন। মূল প্রাপ্ত হইলে, কে আর শাখাদির আশ্রয় করে?

রাম! তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হও। তাহা না হইলে, কোন বিষয়েই তোমার বাসনার ক্ষয় হইবে না। তুমি সমাধি বা লোকব্যবহার যাহাই আশ্রয় কর, নিরাময় হইয়া হর্ষশোক ত্যাগ করিবে। তোমার আত্মা যদি স্বয়ংপ্রভ ও নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে, আর তোমার জন্ম মৃত্যু বা সুখ দুঃখ সংঘটিত হইবে না। তোমার আত্মা অদ্বিতীয়; ইহার কেহ বন্ধু নাই। একমাত্র ব্রহ্মই ইহার আত্মীয়। তবে তুমি কোন্ বন্ধুর জন্য কিনিমিত্ত শোক করিতেছ? তোমার শোকের হেতুই বা কি? এই সমস্ত লোক তোমার কে এবং তুমিই বা ইহাদের কে? তুমি সর্ব্বথা অশোকপদলাভের চেষ্টা কর। তাহা হইলে, আর তোমাকে শোক করিতে হইবে না। তুমি অবিনাশী, অতএব আপনাকে বিনশ্বর ভাবিয়া, শোক করিতেছ কেন? দেখ, ঘট ভগ্ন হইলে

যেরূপ ঘটাকাশ বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। ফলতঃ, আত্মা অদ্বিতীয়; তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমাত্র তাঁহারই বাঞ্ছা কর। সংসারবাসনা ত্যাগ কর। আত্মাই একমাত্র দৃশ্য, স্পৃশ্য ও জিজ্ঞাস্য; তদ্ব্যতীত দৃশ্য, স্পৃশ্য ও জিজ্ঞাস্য দ্বিতীয় নাই। তাঁহাকে দেখিলেই, সকল দেখা হয় এবং তাঁহাকে জানিলেই, সকল জানা হয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানে, সে কিছুই জানে না। সে অন্ধকারে আসিয়াছে, অন্ধকারেই গমন করে। অন্ধকূপসংস্থিত অন্ধ ভেকের ন্যায় তাহার জীবন অতিমাত্র শোচনীয় ও যার পর নাই ঘোরায়িত। সৌম্য! তুমি সেই অবিনাশী আত্মাকেই অবগত হও। আত্মা ভিন্ন আর আত্মীয় কে আছে যে, তাহাকে জানিয়া, তাহার শরণাপন্ন ও সুখী হইবে। সাংসারিক আত্মীয়তা নামমাত্র ও দুঃখমাত্র। অনেক সময় পরম আত্মীয়ও পরম অনাত্মীয় হইয়া থাকে, ইহা তোমাকে বলা বাহুল্য।

রঘূদ্বহ! বাসনার ক্ষয় হইলেই, মনের শান্তি হয়। মনের শান্তিতে মায়ার বিনাশ হইয়া থাকে। এই মায়াই বিবিধ ক্রিয়াশক্তির আধার ও জননী। অতএব তুমি বাসনাকে সমূলে বিনাশ কর। আশু বিনাশ না করিলে, পরম বিপদাপত্তির সম্ভাবনা। যাবৎ এই বাসনার স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হয়, তাবৎ বিবিধ মোহ সমুদিত হইয়া, মনকে বিচলিত করে। কিন্তু সম্যগ্বিধানে বাসনার স্বরূপ বিদিত হইলে, অনন্ত সুখ সমুৎপন্ন ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। তখন আর পার্থিব বস্তুতে মন ধাবমান হয় না। তখন স্বর্গের পর স্বর্গ কামনা করিয়া, হৃদয়ের আবেগনিবৃত্তি করিবার চেষ্টা স্বতঃই সমুদ্ভূত হয়।

ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতের আত্মা বলে। তিনি শিবস্বরূপ, শান্তস্বরূপ, অপ্রমেয় ও অনাময়। তাঁহাকে জানিলে, সমস্ত জগৎ জানা যায়। অতএব তিনিই জগতে একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি তাঁহাকেই জানিবার চেষ্টা কর। বৃথা কেন সংসারভ্রমে পতিত হইয়া,

অন্ধকূপবিলুণ্ঠিতের ন্যায় অবসন্ন হইতেছ? ঐ তোমার সম্মুখে পরম বস্তু বিরাজমান হইতেছে। তুমি তাঁহাকে না দেখিয়া, বৃথা অসার বিষয় সকল অন্বেষণ করিয়া, আত্মাকে অবসন্ন ও অধঃপাতিত করিতেছ।

তোমার দেহ নাই, চিৎই তোমার আকৃতি। অতএব তোমার লজ্জা কি, ভয় কি, বিষাদ কি ও অবসাদ কি? তোমার শোক মোহেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? তোমার দেহ নাই; তথাপি তুমি দুর্ব্বুদ্ধি মূর্খের ন্যায়, অসৎ-দেহসমুত্থিত অসৎ লজ্জাদিতে অভিভূত হইতেছ, ইহার কারণ কি? তুমি যে এই বিচিত্র দুঃখপরম্পরা দর্শন করিতেছ, এ সমস্ত এই স্থূলদেহের, আত্মার নহে।

সৌম্য! পদ্ম মুদিত হইলে মধুকর যেমন আকাশে গমন করে, দেহ বিনষ্ট হইলে, জীব তেমন আপনার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পরমাত্মাতে সমাগত হয়। আর, সেই জীব যদি মিথ্যা হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? অতএব তুমি কিনিমিত্ত অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি নিত্য অনঘাকৃতি পরমাত্মার ভাবনা কর। তাহাতে তোমার চরমতৃপ্তি উপস্থিত হইবে। তখন আর তোমাকে লাভালাভজন্য হর্ষবিষাদে অভিভূত হইতে হইবে না। কেননা, তখন তোমার ইচ্ছা ও বাসনা এক বারেই বিগলিত ও বিদূরিত হইবে। যাহার বাসনা ও ইচ্ছা নাই, তাহার আবার সুখদুঃখ কি? অতএব তুমি আত্মারই ভাবনা কর। এই মোহময় দেহের ভাবনা করিও না। এই জগজ্জাল, মণিতে রশ্মির ন্যায়, সূর্য্যে কিরণের ন্যায়, সেই সাক্ষীস্বরূপ চিদাত্মায় স্বয়ং দৃষ্ট ও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। প্রথমে পরমাত্মতত্ত্ব হইতে মন সমুদিত হয়; পরে মন হইতে জগৎ বিস্তৃত হয়। কিন্তু সংকল্পের ক্ষয় হইলে, মনের সহিত এই সংসারমোহমিহিকা বিগলিত হইয়া যায়। তখন একমাত্র পরমাত্মাই প্রকাশমান হন। তিনি আদ্যন্ত-মধ্য-রহিত, চিন্মাত্রস্বরূপ ও সর্ব্বথা ক্ষয়োদয়-বিবর্জ্জিত।

তুমি তাঁহাকেই অবগত হও। আর তোমার ভাবনা বা শোক থাকিবে না।

উৎপত্তি প্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

স্থিতি প্রকরণ।

প্রথম সর্গ (ব্রহ্মনিরাকরণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তোমার নিকট এই উৎপত্তিপ্রকরণ কীর্ত্তিত ইল। অধুনা, পরমনির্ব্বাণজনক স্থিতিপ্রকরণ কীর্ত্তন করি, বধান কর।

রাম! এই জগতের কর্ত্তা নাই, কর্ম্ম নাই ও রূপ নাই। ইহা রাধারে ও বিচিত্রাকারে শূন্যভরে অবস্থিতি করিতেছে। হা স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায়, অনুভবমাত্র। বানরেরা যেমন গৈরিক ও গ্রাদিকে বহ্নি বোধ করে, বানরাদির ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি স্বল্পজ্ঞান ক্তিরাই তেমন এই জগৎকে সত্য বোধ করিয়া, বিবিধ ব্যবহারে বৃত্ত হয়। ফলতঃ, এই জগতের আধার নাই, সত্তা নাই, স্থিতি াই ও সার নাই। ইহা আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও শূন্যমাত্রস্বরূপ বং সর্ব্বথা রসহীন, তেজোহীন ও সত্তাহীন! অধিকন্তু, ইহা ড়স্বরূপ, অন্তঃশূন্য, আপাতরম্য, উৎপত্তিবিনাশময় এবং বারি-দ্বুদের ন্যায়, স্থিতিমাত্র। ইহাতে বিশ্বাস করিলে, জ্ঞান নষ্ট, দ্ধি ভ্রষ্ট ও দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। যাহারা সংসারে বিশ্বাস রে, তাহারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। কেহ ইহাকে জড়, কেহ শূন্য, কেহ শূন্য ও কেহ বা পরমাণুস্বরূপ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহা কিছুই নহে। বালকের নিকট খেলনা যেমন, অজ্ঞের নিকট এই জগৎ তেমন প্রিয়, মনোহর ও প্রীতিপ্রদ।

শ্রীরাম কহিলেন, মহাপ্রলয়ে বীজে অঙ্কুরের ন্যায়, এই দৃশ্য-জাল পরব্রহ্মে অবস্থিত ও পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়, ইহা কিরূপ? অজ্ঞ বা প্রাজ্ঞগণ কি এইপ্রকাব মতবাদ প্রকাশ করে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহারা এইপ্রকার কহে, তাহারা বালকের ন্যায় জ্ঞানশূন্য। কেননা, যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার স্থিতি কি? সুতরাং, মিথ্যা জগৎ, মহাপ্রলয়ে বীজে অঙ্কুরবৎ অবস্থিতি করে, এইপ্রকার জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র। বীজ ও তদুৎপন্ন অঙ্কুরাদি সমুদায়ই দৃশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যিনি কোন রূপেই প্রকাশিত নহেন, যিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাঁহার কোন কারণ নাই এবং যিনি সকলের একমাত্র আত্মা, সেই পরব্রহ্মের বীজত্ব কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? আবার বীজের অভাবে অঙ্কুরেরই বা সত্তাপত্তি কোথায়? এই বৃহৎ স্থূলরূপী ব্রহ্মাণ্ডই বা কি রূপে সেই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম শূন্যস্বরূপ পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারে? যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার পদার্থত্ব সম্ভাবনা কোথায়? অবস্তুতেই বা বস্তুসকল কি রূপে থাকিতে পারে? যাহা কিছুই নহে, তাহা হইতেই বা কি প্রকারে কিঞ্চিৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে? ফলতঃ, রবিরশ্মিতে অন্ধকারের ন্যায়, অগ্নিতে হিমকণার ন্যায়, সেই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মাতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান কখনই সম্ভব নহে। শূন্য হইতে পর্ব্বতাদিরও উৎপত্তি-সম্ভাবনা নাই। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিরাই কার্য্যকারণভাব কল্পনা করে। যিনি কার্য্য ও কারণ উভয়স্বরূপ, তাঁহাতে আবার জগতের অবস্থিতি কি? অতএব তিনিই জগৎ। তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র জগৎ নাই।

রাম! তুমি ইহা ভাবিয়া, জগতের মায়া ও মমতা, ফলতঃ, সমস্তই ত্যাগ করিয়া, সেই একমাত্র বোধস্বরূপ, পরমবরণীয় পরমাত্মাতেই মন, প্রাণ ও আত্মা সমর্পণ কর। তাহা হইলে, চরম শান্তি লাভ করিবে। সংসারে যতই মন দিবে, যতই প্রাণ সমর্পণ করিবে, যতই আত্মনির্ভর হইবে, ততই সন্তাপের পর

সন্তাপ ও বিষাদের পর বিষাদ অনুভব করিবে। কেননা, সংসারে রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ব্যসন এবং ইত্যাকার বহুপ্রকার উপদ্রব অনাহত ধাবমান হইতেছে। সংসারে আসক্ত হইলে, এই সকলে আক্রান্ত হইতে হয়, ইহা সিদ্ধ বাক্য। অতএব রাম! তুমি সংসারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, পরমার্থবুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক নিঃশোক ও নিঃশঙ্ক হও। সংসারবুদ্ধি অপেক্ষা বন্ধনজননী আর নাই।

ঐ দেখ, পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া; মুখের গ্রাস প্রদান-পূর্ব্বক কতই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। ঐ দেখ, জননী আপনার শোণিতস্বরূপ স্তন্য দান করিয়া, সন্তানের ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণপূর্ব্বক আপনার ক্ষুৎপিপাসা বৰ্দ্ধিত করিতেছেন। এ সমস্তই সংসারবুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু পাপ সন্তান হইতে তাঁহাদের কি হইবে, একবারও চিন্তা করেন না। অন্যান্য সকল বিষয়েও এই রূপ। ফলতঃ, সংসারের কিছুই কিছু নহে। যাহার পরিবর্ত্ত ও বিনাশ আছে, তাহার আবার বস্তুত্ব কি? অতএব তুমি সংসারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, পরমার্থবুদ্ধি অবলম্বন ও তৎসহায়ে শান্তি লাভ কর। বৃথা শোক করিও না।

দ্বিতীয় সর্গ (জগৎস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বেদবিদাংশ্রেষ্ঠ! সৃষ্টির আদিতে নিরাকার ব্রহ্মই সৃষ্টি রূপে আত্মাতে অবস্থিতি করেন। সুতরাং, জন্য-জনক-ভাব কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? নিরাকারে সাকারের অবস্থানও সঙ্গত হইতে পারে না। ফলতঃ, জগৎ হয় নাই, হইবেও না। এই রূপে জগতের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলে, ইহা সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মনের লয় না হইলে, জগতের লয় হয় না। কেননা, মনই জগৎ রূপে বিস্তৃত হইয়াছে।

তুমি যাহা ভাবিবে, তাহাই হইবে। রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে কর, রজ্জু সর্প হইবে এবং শুক্তিকে মুক্তা বলিয়া ভাব, শুক্তি মুক্তাই হইবে। আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইহা কেবল ভাবনামাত্র, বাস্তবিক সুখ দুঃখ নাই। যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহারাই এবিষয়ে প্রমাণ। তাঁহাদিগকে দিব্য অট্টালিকায় দিব্যশয্যায় শয়ন করাও, তাহাতেও যেমন, আর অতিজীর্ণ পর্ণকুটীরে শুদ্ধ মৃত্তিকার উপরে শয়ন করিতে দাও, তাহাতেও তেমন। কিছুতেই তাঁহাদের সুখদুঃখরূপ বিকার নাই। মানুষই কেবল মনের দোষে সুখ দুঃখ ভোগ করে।

রাম! এই জগৎ কিছুই নহে; ইহা কেবল চিদাকাশের অনুভবমাত্র। ইহা আমি, ইহা আমি নহি, এইপ্রকার জ্ঞান সর্ব্বথা অলীক। এই মহাকল্পান্ত, এই কল্পান্তসংরম্ভ, এই সৃষ্টি-প্রারম্ভ, এই জন্মজনকক্রম এই কল্প, এই দেশকালাদি, এই গত, এই উপগত, এ সমস্তই সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। যাহা আছে, যাহা ছিল এবং যাহা থাকিবে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম অনাবৃত, শাশ্বত, যথাস্থিত, অনন্ত, এক ও অদ্বিতীয়মাত্র। তিনিই জগৎ রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। তাঁহার মহিমার সীমা নাই। কেননা তিনিই কার্য্য এবং তিনিই কারণ। তিনি পিতারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, আত্মাকে পুত্ররূপে সৃষ্টি করেন। এইপ্রকার কার্য্যকারণভাবে এই জগতের বিস্তার হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মই জগৎ; তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র জগৎ নাই। জলের তরলতা, বায়ুতে স্পন্দন-শীলতা এবং আকাশে শূন্যতার ন্যায়, এই উদয়াস্তময় অনন্ত জগৎ সেই উদয়াস্তহীন শান্ত বিজ্ঞানরূপী অনন্ত ব্রহ্মেই বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাতেই প্রস্ফুরিত হইতেছে।

সৌম্য! তুমি অবিদ্যারূপ দীর্ঘ নিদ্রাকে দূরে পরিহার ও সর্ব্বার্থকল্পনারূপ স্বপ্নভ্রম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বথা প্রবুদ্ধ ও অশেষ কল্পনারূপ অনন্ত শয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ দিব্য অলঙ্কারে আত্মাকে ভূষিত কর। দেখ, ব্রহ্মই সত্য, শাশ্বত ও

নিত্য বিরাজমান। তিনি ভিন্ন আর কি আছে বা হইয়াছে বা হইতে পারে? তিনিই সর্ব্বস্ব এবং তিনিই সর্ব্বস্বরূপ। তাঁহাকে না জানিয়া, অন্য বিষয় জানিতে যাওয়া সাক্ষাৎ বিড়ম্বনা। অতএব তুমি পদে পদে তাঁহাকে অবগত ও তাঁহারই শরণাপন্ন হও। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই বা হউক, এই জগৎ অবশ্যই তোমার সহিত লয় পাইবে। তবে তুমি কি ভাবিয়া ও কি আশয়ে ইহাতে বদ্ধ হইতেছ? ব্রহ্মকে চিন্তা ও আশ্রয় কর; আর শোক করিতে হইবে না।

তৃতীয় সর্গ (জগদন্ত বর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! প্রলয়ের পর্য্যবসানে যখন সৃষ্টির আরম্ভ, তখন স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়া, এই সংসার সৃষ্টি করেন। তদ্বিধায় সংসারও স্মৃত্যাত্মা।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য। কিন্তু পরমাত্মার জন্ম নাই, এইজন্য তাঁহার স্মৃতি নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে কি প্রাক্তনী স্মৃতির আবির্ভাব হয় না? উহা কি মহাপ্রলয়সংমোহবশে লয় প্রাপ্ত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি যে সকল প্রাজ্ঞ পুরুষ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব প্রাক্তনী স্মৃতির কর্ত্তা কে, বল। কর্ত্তা যতদিন বিদ্যমান, স্মৃতিও ততদিন বিরাজমান। কর্ত্তার অভাব হইলে, স্মৃতিরও অভাব হইয়া থাকে। মহাকল্পে সকলেরই মুক্তি হয়, সুতরাং, স্মৃতির বিদ্যমানতা কি রূপে সম্ভব? এই স্মৃতিই জগৎরূপে, ভূরূপে, চিৎপ্রভারূপে ও সংবিদ্রূপে দৃশ্যমান, বিদ্যমান ও প্রভাবমান হইতেছে। দেশ, কাল, দ্রব্য, দিন ও রাত্রিসমেত সমস্ত জগৎ সেই চিদণুর অন্তরে, গুণীতে গুণের ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহা কিছুই নহে। একমাত্র অক্ষয় ব্রহ্মই

তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট প্রতিভাত হন; আর, অজ্ঞেরাই জগৎকে প্রস্ফুরিত ও প্রতিভাত অবলোকন করে। ইহাই অজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের লক্ষণ। প্রত্যেক পরমাণুতেই ঐপ্রকার আকারবান্ সহস্র সহস্রব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান হইতেছে। সূর্য্যাদির অংশুতে অসংখ্য পরমাণুর ন্যায়, সেই একমাত্র চিদণুতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড-পরমাণু সমুত্থিত ও সন্নিহিত হইয়া থাকে। যিনি এই বিশ্ব-বীজের কারণ; সেই ঈশ্বরবিজ্ঞানাত্মা জীবই চিদাকাশরূপী ব্রহ্মস্বরূপ। কেননা, যে বস্তু যাহা হইতে জন্মে, সে তাহাই। অতএব একমাত্র চিৎই বেদ্য। ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তরে এই চিতের স্বতঃসিদ্ধ বোধ বিরাজমান হইতেছে। কেহই ইহার অপহ্নব বা অস্বীকার করিতে পারে না।

চতুর্থ সর্গ (অজ্ঞাভিজ্ঞ বিনির্ণয়)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি পুনরায় আমার বোধবৃদ্ধির জন্য অজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের লক্ষণ কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। এইরূপ প্রশ্ন করাই বুদ্ধিমানের চিহ্ন ও বিশেষজ্ঞের লক্ষণ। যাহারা ভাল মন্দ এই উভয়ের বিশেষ বিদিত, তাহাদিগকেই বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ কহে। অথবা, বিশেষ শব্দে ব্রহ্ম। কেননা, বস্তুমাত্রেই তাঁহাতে বিশিষ্ট রূপে সংহৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাই বিশেষজ্ঞ। যাহারা না জানে, তাহারাই অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ অথবা অবিশেষজ্ঞ। সংসারে কিছুই থাকিবে না। তুমি আমি সকলেরই লয় হইবে। এই আকাশের সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারাও এক দিন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। যাহাকে ভালবাসি বা ভালবাস, সে সকলেরই ধ্বংস হইবে। পতিপত্নী, যুবকযুবতী, ভ্রাতাভগিনী, পুত্রকন্যা, পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব, স্বজনপরিজন, কেহই থাকিবে না;

অনন্তশক্তি কালের অনন্ত ও অসীম বেগে কে কোথায় যাইবে। আকাশ পাতাল হইবে, পাতাল আকাশ হইবে; সাগর নগর হইবে; নগর সাগর হইবে; বন উপবন ও উপবন বন হইবে; মহামরু মহাজনপদ ও মহাজনপদ মহামরু হইবে; ঊষর উর্ব্বর ও উর্ব্বর ঊষর হইবে; বিষ অমৃত ও অমৃত বিষ হইবে; গুণ অগুণ ও অগুণ গুণ হইবে; এই রূপে যাহা ভাল, তাহা মন্দ হইবে এবং যাহা মন্দ, তাহা ভাল হইবে; যাহারা এই সকল পারিবর্ত্তিক ঘটনা অবগত হইয়া, পরমার্থরূপ প্রশস্ত পথের পথিক হইতে অভিলাষী, তাহারাই বিশেষজ্ঞ। যাহারা এই সকল অবগত নহে এবং অবগত হইয়াও যাহারা অনবগতের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাই অনভিজ্ঞ বা অবিশেষজ্ঞ।

বাল্যের পর যৌবন এবং যৌবনেব পর বার্দ্ধক্য সমাগত হইতেছে; মৃত্যু গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে ও অঙ্গনে অঙ্গনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, আয়ু বায়ুবিঘট্টিত ঘনমণ্ডলীর ন্যায় বিগলিত হইতেছে; যাহা আশা করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয় না; যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা আবার মনোমত হয় না; যাহা ভাবা যায়, তাহার বিপরীত হইয়া থাকে; এই আছে এই নাই, সকলেরই প্রায় এই-প্রকার ভাব, যাহাকে আজি দেখি, তাহাকে কালি দেখিতে পাই না; এইরূপে এই সংসার ক্ষণে ক্ষণে বিনষ্ট ও বিভ্রষ্ট হইয়া থাকে; যাহারা ইহা অবগত এবং তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ সাবধান হইয়া, সংসারপরিত্যাগে যত্নবান্, তাহারই বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ। তদিতর ব্যক্তিবর্গ অনভিজ্ঞ।

সৌম্য! শরীর এখন যেমন বলবান্, রূপবান্, সৌন্দর্য্যবান্, কান্তিমান্ ও তেজস্বান্, চিরকাল এরূপ থাকিবে না। কালবশে উত্থানশক্তি রহিত হইবে; যষ্টিমাত্র সার হইবে; হস্তপদ অবশ হইবে; পুনরায় যেন বাল্যকাল উপস্থিত হইবে; এই তেজ, এই বীর্য্য, এই দম্ভ, কিছুই থাকিবে না; এই রূপ, এই সৌন্দর্য্য, এই কান্তি সকলই বিগলিত হইবে। এইরূপে বিধাতৃবিহিত ভুবনত্রয়,

দুরপনেয়, দুর্নিবার্য্য, দুরভিভাব্য, দুরন্ত নিয়তি সমস্ত সংসারকে আপনার আয়ত্ত করিয়া, সবল দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মহান্ সকলকেই সমান ভাবে ও সমান বিক্রমে শাসন করিতেছে, এই শাসন লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নহে। যাহারা ইহা অবগত এবং তজ্জন্য সতত অবহিত ও প্রযত হইয়া, কালজয়ে কৃতযত্ন, তাহারাই বিশেষজ্ঞ; তদিতর পুরুষনিকর অনভিজ্ঞ।

অনঘ! যাহারা তোমার ন্যায়, সংসাররূপ অবস্তু পরিহার করিয়া, পরমার্থরূপ প্রকৃত বস্তুলাভে যত্নবান্, তাহারাই বিশেষজ্ঞ এবং যাহারা সংসারকেই সার ভাবিয়া, কায়মনে তাহার প্রতি গাঢ় আগ্রহ প্রয়োগ করে, তাহাদিগকে অবিশেষজ্ঞ বলিয়া থাকে। ঐরূপ অবিশেষজ্ঞ পুরুষেরা অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীকেই সাক্ষাৎ স্বর্গ বা অপবর্গ মনে করে এবং স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেই, বিশ্বসংসারকে তুষ্ট বলিয়া ভাবে। তাহাদের মতে শিশ্নোদরতৃপ্তিই চরম তৃপ্তি। হা কষ্ট! পশুগণের সহিত তাহাদের বিশেষ কি?

সৌম্য! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে এই অজ্ঞাভিজ্ঞের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শুনিলে, লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও অজ্ঞাননিবৃত্তি রূপ পরমাভীষ্টসিদ্ধি হয়। অতএব তুমি ইহা অবগত হইয়া, সর্ব্বথা অভিজ্ঞতালাভের চেষ্টা কর। তাহা হইলেই প্রকৃত বিধানে সুখী হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, অভিজ্ঞতাই সুখ এবং অনভিজ্ঞতাই দুঃখ। শাস্ত্রকারেরা ভূয়োভূয়ঃ আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অনভিজ্ঞ, ধন থাকিলেও সে দরিদ্র এবং সুখ থাকিলেও সে দুঃখী।

অনভিজ্ঞতা ও অন্ধকার, একই পদার্থ। অন্ধকারে যেমন ভাল মন্দ দেখা যায় না, অনভিজ্ঞেরও তেমনি ভাল মন্দ দৃষ্টি নাই। সে কূপমণ্ডূকের ন্যায়, সর্ব্বথা শোচনীয় জীবন বহন করে। তাহার ভাগ্যে কখনও পরমার্থরূপ আলোকদৃষ্টি ও তজ্জন্য নির্ব্বাণসুখ প্রাপ্তি সংঘটিত হয় না। সে চিরকালই ঘোরান্বিত নিবিড় দশা ভোগ করে। হায়, কি কষ্ট! জ্ঞানবিজ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট মানুষ

হইয়া, যাহারা পশুর ন্যায়, কিছুই জানে না বা বুঝে না, তাহাদের অপেক্ষা বিড়ম্বিত ও ধিক্‌ৎজীবন অন্যবিধ প্রাণী আছে কি না, সন্দেহ। তাহারা স্বীয় বংশের অঙ্গার, পৃথিবীর মূর্ত্তিমান্ ভার এবং সাক্ষাৎ নরকের ও পাপের অবতার। তাহাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যও দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। আশা করি ও প্রার্থনা করি, তুমি যেন অনভিজ্ঞ হইও না ও অনভিজ্ঞের সহবাসে বাস করিও না। তোমার জীবন যেন জ্ঞানরূপ শান্তিময়, শীতল, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত ও পুলকিত হয়। তোমার আত্মাও যেন বিশেষজ্ঞতারূপ অমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়। অথবা সংসারের কেহই যেন অনভিজ্ঞ না থাকে। ভগবৎপ্রসাদে সকলেরই যেন জ্ঞানবলে তৎসাদৃশ্য বা তৎসারূপ্য লাভ হয়। কেননা, জ্ঞানই ব্রহ্ম, জ্ঞানই শান্তি, জ্ঞানই স্বস্তি ও জ্ঞানই অনন্ত ও চরম কল্যাণ। যাহারা জ্ঞানধনে ধনী, তাহাদের কিছুরই অভাব নাই। তাহারা চিরকালই উন্নত, বর্দ্ধিত ও পরিবৃংহিত, সন্দেহ নাই।

পঞ্চম সর্গ (স্থিত্যুপায়কীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ইন্দ্রিয়গণের সংযমরূপ সেতু দ্বারাই ভবরূপ সাগর পার হওয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা কখনও ওরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ এই দ্বিবিধ উপায়ে বিবেক লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই দৃশ্যজাল, বন্ধ্যার পুত্রবৎ একান্ত অলীক ও অসম্ভব। তিনি বিবেকবলে একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই অবলোকন করেন; জগৎকে বা জগদন্তর্গত কোন পদার্থকেই নহে। তাহাতেই তাঁহার স্থিতি বা শান্তি বিহিত হয়। এই সংসারপরম্পরা যে রূপে আসিয়াছে ও যেরূপে যাইয়া থাকে, তোমার নিকট তাহা বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে আর কি বলিব।

মনই কর্ম্মবৃক্ষের অঙ্কুর। মন্ গলিত হইলে, সংসারবৃক্ষও বিনষ্ট হয়; ইহা স্থির জানিবে এবং ইহাও অবগত হইবে যে, মনই সর্ব্বস্বরূপ। তুমি আমি, যাহা কিছু, সমস্ত মনেরই কল্পনা। মন না থাকিলে, কোন আপদই থাকে না। মনের দোষে বা মনেরই জন্য যত আপদ বিপদ সংসারে পদার্পণ করিয়াছে। এই মনের চিকিৎসা হইলেই, জগৎরূপ মহারোগের চিকিৎসা হয়। মন যে মনন করে, তাহাই ক্রিয়াসাধনের উপযুক্ত দেহ রূপে সমুৎপন্ন হয়। মন না থাকিলে, দেহ কিছুই দেখিতে পায় না। দেহ জড়, মন উহার চালক। এই হস্তপদাদি চলিতেছে, এই মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে, এই আমি দেখিতেছি, এই তুমি শুনিতেছে, এই সে ব্যক্তি করিতেছে, এ সমস্তই মনের কার্য্য। মন অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া, সহজে স্থিতি বা শান্তিলাভ হয় না।

দৃশ্য পদার্থের অত্যন্তাভাব না হইলে, মন রূপ পিশাচের প্রশান্তি হওয়া শতকল্পেও সম্ভব নহে। দৃশ্যপদার্থের ঐরূপ অত্যন্তাভাবই মনোরূপব্যাধিবিনাশের একমাত্র উৎকৃষ্ট মহৌষধ। এই মহৌষধ সংগ্রহ করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, মন হইতেই মোহ প্রাদুর্ভূত হয় এবং মনই জাত ও উপরত হইয়া থাকে। দেহ জড়, উহার জন্ম মৃত্যু নামমাত্র। তিলে তৈল, ধর্ম্মশীলে ধর্ম্ম, জলে শৈত্য ও অনলে উষ্ণতার ন্যায়, মনেই জগৎ বিদ্যমান ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। এইরূপে মনই জগৎ ও জগতই মন। মনের বিনাশে জগতের বিনাশ এবং জগতের বিনাশে মনের বিনাশ সংঘটিত হয়। মনের বিনাশ না হইলে, কিছুতেই কোন মতেই ভদ্রস্থতা নাই। তোমার ন্যায়, বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞপ্তিমান্ ব্যক্তিকে অধিক বলা বাহুল্য যে, মনই বিবিধ বিষয় বিস্তার করিয়া, উর্ণনাভের ন্যায় স্বয়ং বদ্ধ হইয়া, মানুষকে বদ্ধ করিয়া থাকে। পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, ইত্যাদি সমস্তই মনের বিস্তারমাত্র। মনই সংসারে বিবিধ সম্বন্ধ বন্ধন করে, যে সকল সম্বন্ধের কোন কালেই কোনরূপ ভিত্তি নাই, মূল নাই।

শাস্ত্রকারেরা এইজন্য ঐ সকল সম্বন্ধকে আকাশকল্পনা বলিয়া, সর্ব্বদা উপহসিত ও ধিক্কৃত করেন। তুমি দশরথকে পিতা বলিতেছ এবং দশরথ তোমাকে পুত্র বলিতেছেন, ইহা মনেরই ঘটনা। দশরথ যে তোমায় স্নেহ করেন, মমতা করেন, তাহাও মনের ঘটনা। আবার, এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, যে সময়ে তোমরা পিতা পুত্রে সামান্য বিষয়ের জন্যও পৃথক্ হইতে পার। ঐরূপ পার্থক্যও মনের ঘটনা।

এই রূপে, মনই সকল অনর্থের ও সকল সর্ব্বনাশের হেতু এবং স্থিতিভঙ্গের একমাত্র কারণ। অতএব, তুমি মনকে দূরে পরিহার কর। মনের দ্বারাই মনের বিনাশ হইয়া থাকে। দৃশ্যজাল পরিহার করিলেই, মনের বিনাশ হয়। যাহাদের মন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারাই স্থিতিমান্ ও শান্তিমান্; তাহারাই মুক্ত ও স্বাধীনতাযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ভূয়োভূয়ঃ তোমারে উপদেশ করিতেছি, তুমি মনের দ্বারা মনের বিনাশ কর। তাহা হইলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইবে! যতদিন মন, ততদিনই সংসার; জানিয়া, মনোনিবৃত্তিরূপ পরমাভীষ্টলাভে কৃতযত্ন হও।

ষষ্ঠ সর্গ (ভার্গবোপাখ্যান)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্মের অভিজ্ঞ, কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই এবং আপনার ন্যায়, তত্ত্ববিদও দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। যাহা বলিলেন, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদীকৃত করিয়া, আমার নিকট বর্ণন করুন্। গুরুতর বিষয়মাত্রেই দৃষ্টান্তপ্রদর্শনসহকারে উপদেশ করা বিধেয়। কেননা, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার দুর্ব্বোধতা অপনোদিত হয়। মুগ্ধস্বভাব বালকেরা এবিষয়ে প্রমাণ। তাহারা যত দেখিয়া শিখে, উপদেশে তত নহে। অনেকের বুদ্ধি এরূপ তরল যে, তাহাতে কোনপ্রকার উপদেশ বা শিক্ষাই স্থানপ্রাপ্ত হয় না; যদিও

কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জলের লিখনবৎ তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপুরঃসর উপদেশ দিবার বিধি বিহিত হইয়াছে। ফলতঃ, দৃষ্টান্ত, সকল বিষয়কেই সহজ ও আয়ত্ত করে। যে শিক্ষায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, সেই শিক্ষাই কার্য্যকরী ও স্থায়িনী হইয়া থাকে। আপনার ন্যায়, সর্ব্বজ্ঞকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! তুমি যথার্থ বলিয়াছ। অতএব তোমার বোধসৌকর্য্যার্থ আমি এবিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ ভার্গবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিব, অবধান কর।

পূর্ব্বে মহাভাগ মহর্ষি ভৃগু মন্দরভূধরের তমালসঙ্কুল কুসুমভূষিত সানুদেশে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে, তদীয় উপযুক্ত পুত্র, পূর্ণেন্দুপ্রতিম, অপ্রতিমতেজোবিশিষ্ট, শিষ্টপ্রধান শুক্র সবিশেষ অবধান সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বালক। সেই বনমধ্যে রৌপ্যহেমবিনির্ম্মিত বেদিকার উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত কুসুমশয্যায় সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা ত্রিশঙ্কু যেমন স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তিনিও তদ্রূপ মহাপদ প্রাপ্ত না হইয়া, বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়ের মধ্যস্থল আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তদীয় পিতৃদেব গুণনিধি ভৃগু নিরুপাধি সমাধি অবলম্বন করিলে, সেই জ্ঞানোদধি শুক্র একদা জিতশত্রু রাজার ন্যায়, অব্যগ্র হৃদয়ে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে মন্দারমাল্যভূষণধারিণী, চঞ্চললোচনশালিনী, আকাশবিহারিণী কোন অপ্সরোরমণী নারায়ণের লক্ষ্মীর ন্যায়, তাঁহার নয়নপথবর্ত্তিনী হইল। তদীয় সুন্দর অলকাবৃন্দ মৃদুমন্দ গন্ধবহের হিল্লোলভরে আন্দোলিত হইতেছে; এবং পূর্ণেন্দুবিনিন্দিত দেহপ্রভায় তদীয় গমনপ্রদেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুকুমারী অপ্সরাকে সন্দর্শন করিয়া, শশাঙ্কদর্শী

সাগরের ন্যায়, শুক্রের মন ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হইল। তদীয় পূর্ণ সুন্দর বদনশশধর নয়নগোচর করিয়া, অপ্সরারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তৎকালে কুসুমশর অবসর বুঝিয়া, খরতর-শরনিকর-প্রহারপুরঃসর একান্ত নিপীড়িত করিলে, শুক্রেব অন্তঃকরণ হইতে ইতরবৃত্তি-সকল বিগলিত হইল। তিনি চতুর্দ্দিক তন্ময় দেখিতে লাগিলেন।

সপ্তম সর্গ (ভর্গবের মনোরাজ্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অনন্তর তিনি নিমীলিত লোচনে একতান মনে সেই অপ্সরার ধ্যানে মগ্ন হইয়া, এই প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন, আমি এই রমণীর সমভিব্যাহারে স্বর্গলোকে বিরাজমান এই পুরন্দর পুরী প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে ঐ কাঞ্চনবপু দেবগণ মনোহর-মন্দারমাল্য-ভূষণধারণপূর্ব্বক নীলোৎপল-নয়ন-শালিনী, মুগ্ধহাসবিরাজিনী, বিলাসিনী অপ্সরার সহিত বাস করিতেছেন। এই স্থানে ঐ মধুকরগণ ঐরাবতগণ্ডনিঃসৃত মদভরে সংসক্ত না হইয়া, গীর্ব্বাণগণের মধুরধ্বনিসহকৃত-সঙ্গীত-শ্রবণে একতান মনে ব্যাপৃত রহিয়াছে; ঐ সারস ও বিরিঞ্চির হংস সকল তরঙ্গিণী মন্দাকিণীর হৃদয়দেশে পদ্মপংক্তিতে বিচরণ ও সুরনায়কগণ ইহার তীরবর্ত্তী উদ্যানসমূহে বিশ্রামসুখ সেবন করিতেছেন। এই স্থানে ঐ যম, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, অনিল, অনল ও জল বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানে সমরোপলক্ষে ঐরাবতের দন্তপ্রহারে দৈত্যেন্দ্রবল প্রোথিত হইয়াছে। বৈমানিকগণ ঐ আকাশমণ্ডলে বিচলিত হওয়াতে, স্ব স্ব দেহ ও বিমানাদির কাঞ্চনময়ী প্রভায় ভূতলবাসী ব্যক্তিগণের নিকট তারকা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। এই সেই মন্দার-গঙ্গাসলিল-বীচিমালা শীকর-নিকর-সহকারে মেরুবিহারী অমরদিগকে সমাসিক্ত করিয়া, সমুত্থিত হইতেছে। এই সেই মন্দার-মঞ্জরীপুঞ্জ-লাঞ্ছিত উপবন-বীথিতে অপ্সরারা চঞ্চল চরণে বিচরণ করিতেছে। এই সেই

চন্দ্রকিরণের ন্যায় সুখস্পর্শ কুন্দ-মন্দার-মকরন্দ সুগন্ধি গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। এই সেই নয়ন মনের আনন্দসম্পাদন নন্দন কানন লতারূপ ললনাগণে বেষ্টিত হইয়া, বিরাজ করিতেছে। এই সেই নারদতুম্বুরু স্নিগ্ধস্বর বীণাকরে মনোহর গান করিয়া, অমরনিকরের অন্তর উল্লসিত করিয়া, তাঁহাদিগকে নৃত্য করাইতেছেন। এই সেই মন্মথ মদ-মত্ত-কলেবরা অমরাঙ্গনারা দেবরাজের পরিচর্য্যা করিতেছেন। এই সেই কল্পপাদপসমূহ চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় সুন্দরতর কুসুমগুচ্ছ ও চিন্তামণিতুল্য কর্ণিকারাজি ধারণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে। এই দেবরাজ সাক্ষাৎ প্রজাপতির ন্যায়, মহনীয় আসনে উপবেশন করিয়া, লোকত্রয়ের স্থিতিবিধান করিতেছেন। আমি ইহাঁকে বন্দনা করি। শুক্র এইপ্রকার কল্পনানন্তর্ দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায়, দেবরাজকে প্রণাম করিলেন্। দেবরাজ হস্তে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সমীপে উপবেশন করাইয়া, কহিলেন, আপনার পবিত্র পদার্পণে স্বর্গভূমি ধন্য হইল। অতএব কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। তখন শুক্র দেবরাজের পার্শ্বে আসীন হইয়া, চন্দ্রবৎ শোভমান হইলেন এবং দেবরাজের অনুগ্রহ ও দেবগণের পূজা লাভ করিয়া, পরমসন্তুষ্ট হইলেন।

অষ্টম সর্গ (কল্পনা, কাম ও প্রণয়স্বরূপ কীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শুক্র তেজোবলে এইরূপ কাল্পনিক স্বর্গলাভ করিয়া, পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইলেন। আপনাকে আর ঋষি বলিয়া তাঁহার মনে রহিল না। তিনি শচীপতির পার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, সমুৎসুক হৃদয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বর্গের শোভা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি নলিনীদর্শনার্থী সারসের ন্যায়, স্বর্গীয় রমণীগণের দর্শনার্থ তাহাদের সমাজে গমন করিয়া অবলোকন করিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মৃগশাবলোচনা অপ্সরা আকাশমধ্যে বিলাসিনীর ন্যায় ঐ সকল দিব্যাঙ্গনার মধ্যদেশে

অলঙ্কৃত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন। শুক্রকে দেখিবামাত্র অপ্সরার অন্তঃকরণে অতিমাত্র অনুরাগ উপস্থিত হইল। তৎকালে উভয়কে দর্শন করিয়া, অতিশয় আনন্দিত এবং প্রভাতকালীন সূর্য্য ও পদ্মিনীর ন্যায়, পরমশোভমান হইলেন। তদ্দর্শনে বিষম-শর বিষম-শরনিকর-প্রহার-পুরঃসর বারংবার আহত করিলে, সেই অপ্সরার সুকোমল কলেবর পদ্মপত্রস্থ সলিলধারাবৎ কম্পিত ও একান্ত বিবশ হইয়া উঠিল। করী যেরূপ কমলিনীকে, কন্দর্প তদ্রূপ সেই হংস-সারসগামিনী অপ্সরাকে ক্ষোভিত করিতে লাগিল।

রাম! এই কামের অনন্ত ও অসীম প্রভাব। কাম যখন যাহা মনে করে, তখনই তাহা করিতে পারে। ইহার অসাধ্য নাই, বলিলেও হয়। বিধাতা লোকের পরীক্ষার জন্য ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কাম হইতেই কামনার উদ্ভব হইয়াছে। কামনা ও কাম এই দুই একত্র হইলে, সংসারে পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত না হয়, এমন ব্যক্তিই নাই। সাবধান, তুমি কখন ইহাদের বশীভূত হইও না। বশীভূত হইলেই, বিবিধ বিপদে অভিভূত ও অনায়ত্ত হইবে। দেখ, শুক্র আজন্ম-তপস্বী ও বনবাসী, তথাপি, কামবেগে অভিহত ও অভিভূত হইলেন। তাঁহার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইল। তিনি যে স্বয়ং ঋষি ও ঋষির পুত্র, তাহা একবারেই ভুলিয়া গেলেন। তিনি অপ্সরাকে কামবেগের বিষয়ীভূত ও আপনার বশীভূতা দর্শন করিয়া, তাঁহার সহিত সম্ভোগমানসে অন্ধকার সংকল্প করিলেন; তৎক্ষণাৎ স্বর্গের সেই প্রদেশ নিবিড়তিমিরস্তোমে পরিবৃত হইল।

অপ্সরা বিষমশরের বিষম শরে একান্ত জর্জ্জরিতা হইয়াছিল। অন্ধকারদর্শনে দ্রুত পদে সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, ভৃগুতনয়ের হস্ত-ধারণপূর্ব্বক তত্রত্য কাল্পনিক স্ফটিকগৃহে প্রবেশ করিয়া, ঐরাবতের হৃদয়লম্বিনী নলিনীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিলেন এবং মধুরো-দার মনোহর বাক্যে শুক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি

অমলেন্দুনিভানন! মদন আমারে অবলা পাইয়া, নিপন করি-তেছে। নাথ! আমি আপনার শরণাপন্ন; আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগতের রক্ষা করাই সাধুদিগের নিত্যব্রত। যাহাদের স্নেহদৃষ্টি নাই, তাহারাই মূঢ় এবং তাহারাই ঈদৃশ বদ্ধমূল প্রণয়কে বহুমান্য করে না। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্বভাব কিন্তু সেরূপ নহে। তাহারা সর্ব্বকালই প্রণয়াতিশয্যের পক্ষ-পাতী। প্রণয়ই তাহাদের জীবন ও অবলম্বন। যাহাতে কোনরূপ শঙ্কা বা দোষের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ প্রণয়, রাশি রাশি অমৃত ও সহস্র সহস্র চন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পরস্পর ঐপ্রকার প্রণয় জন্য যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাতে যেপ্রকার সুখের সম্ভাবনা, ত্রিভুবনের একাধিপত্যও তদ্রূপ সুখজনক নহে। প্রণয় অপেক্ষা হৃদয় মনের আহ্লাদ ও তৃপ্তিজনক মধুর পদার্থ কি আছে? নাথ। চন্দ্রকিরণস্পর্শে কুমুদিনীর ন্যায়, ভবদীয় পাদস্পর্শে আমি পরমসুখিনী ও আশ্বস্তা হইলাম। চপলা চকোরী যেরূপ চন্দ্রাংশুরসপানে আহ্লাদিত হয়, আপনার সংস্পর্শরূপ পীযূষরস পান করিয়া, আমারও তদ্রূপ আনন্দ উপজাত হইল। অধুনা, পাদাবলম্বিনী মধুকরীর ন্যায় আমাকে সুকোমল করপল্লব সহায়ে আলিঙ্গন করিয়া, পীযূষপূর্ণ স্বকীয় হৃদয়সরোজে স্থান দান করুন। প্রবল মদনানলশিখায় মদীয় দেহ দগ্ধ হইয়াছে; ভবদীয় অঙ্গ-সম্পর্কে শীতল ও আপ্যায়িত হউক। এই বলিয়া, সেই অপ্সরা স্রস্ত দেহে শুক্রের বক্ষস্থলে নিপতিত হইল। তদীয় অঙ্গ কল্পপাদপমঞ্জরীর ন্যায়, সাতিশয় কোমল ও স্নিগ্ধভাবাপন্ন।

রাম! পরস্পরের এইপ্রকার শুভমিলন সম্পন্ন হইলে, সেই দম্পতী, পদ্মিনীমধ্যে মধুকরের ন্যায়, সেই বনস্থলীতে বিহার আরম্ভ করিলেন।

নবম সর্গ (শুক্রের বিবিধ বিভব)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! এইপ্রকার কাল্পনিক প্রণয়রসপানে মন মত্ত হইলে, মহামতি শুক্র সেই মন্দারমাল্যবিভূষণা অপ্সরার সমভিব্যাহারে কখন মত্তহংসভূষিত কনকপ[illegible]ত মন্দাকিনীর তীরদেশে বিহার, কখন পারিজাতলতাকুঞ্জে রসায়ন পান, কখন বিদ্যাধরীগণে বেষ্টিত হইয়া, মনোহর চৈত্ররথকাননে লতাসন্ততিতে দোলন, কখন মন্দরভূধরের ন্যায় নন্দনকাননস্থ জলধি আলোড়ন, কখন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তরঙ্গিণীসমূহে জলক্রীড়ন এবং কখন বা হরচন্দ্রাংশুধবলা শুক্লপক্ষীয়া শর্ব্বরীতে দিব্যগীতিশ্রবণপূর্ব্বক কৈলাসবনকুঞ্জে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই অপ্সরা আপনার পাদ পর্য্যন্ত কনকপদ্মে মণ্ডিত করিয়া, সহাস্যবদন মহাতপা শুক্রের সহিত কখন গন্ধমাদনসানুদেশে বিশ্রাম এবং কখন বা বিচিত্রভাবাপন্ন লোকালোকতটপ্রান্তে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইপ্রকারে কল্পিত অমরপুরে মন্দারতটনিকরেহরিণশাবক-গণের সমভিব্যাহারে বিহারপ্রসঙ্গে ষষ্টিবৎসর অতিবাহিত হইলে, মহাত্মা শুক্র প্রিয়ার সহিত শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসাগরতটীতে যুগার্দ্ধ যাপন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে বিবিধ গন্ধর্ব্বনগর ও কান-নাদির সৃষ্টি করিয়া, কালের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি পুনরায় পুরন্দরপুরে প্রিয়াসমভিব্যাহারে দ্বাত্রিংশৎ যুগ সুখে অতিবাহন করিয়া, পুণ্যের ক্ষয়হেতু বিবিধ চিন্তায় আক্রান্ত ও উপভোগানন্দ-বর্জ্জিত হইয়া, বিশীর্ণ কলেবরে অবনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তাঁহাদের দেহ পতনবেগে শতধা চূর্ণ হইলে, তাঁহাদের চিত্ত নিরবলম্বন হইয়া, আকাশে বিহগবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর উহা চন্দ্রকিরণে প্রবেশপূর্ব্বক শিশির হইয়া, পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক ধান্যরূপে সমুৎপন্ন হইল। দশার্ণদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ সেই ধান্য পাক করিয়া, ভক্ষণ করিলে,

উহা শুক্ররূপে পরিণত হইয়া, তদীয় ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর তিনি ঋষিগণের সংসর্গপ্রযুক্ত মেরুগহনে সমাগত হইয়া, কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, মৃগীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তিনি সেই পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করেন, কিরূপে আমার এই পুত্র ধনবান্, গুণবান্ ও আয়ুষ্মান্ হইবে। এই চিন্তায় তাঁহার ধ্যানাদি বিনিবৃত্ত হইল। তদবস্থায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তিনি যাবজ্জীবন ভোগচিন্তায় আসক্ত ছিলেন। এই কারণে পরজন্মে মদ্ররাজের পুত্র হইয়া, দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগান্তে জরার আক্রমণ প্রযুক্ত কলেবর পরিহার করিলেন। রাজদেহপরিত্যাগের পর তাঁহার তপস্বিদেহলাভ হইল। তদবস্থায় তিনি সমঙ্গানদী-তটে ঘোরতর তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সন্তাপ বিগলিত হইল। এই রূপে তিনি বিবিধ বাসনা বশে বিবিধ দেহ পরিগ্রহ করিয়া, সেই সমঙ্গাতটে দৃঢ় পাদপবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দশম সর্গ (দেহের পরিণাম)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! শুক্র পিতার সম্মুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক এইরূপ কল্পনাবশে বহুবৎসর যাপন করিলে, তদীয় দেহ বাতাতপে জীর্ণ হইয়া, ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় পতিত হইল। তাঁহার মন এতদিন চঞ্চল হইয়া, উল্লিখিত দশা সকলে ভ্রমণ করিতেছিল। এক্ষণে তাহাও ঐ সমঙ্গাতীরে বিশ্রাম করিল। তদীয় দেহ মন্দরসানুতে নিপতিত ও তাপাদিতে অতিমাত্র শুষ্ক হইয়া, চর্ম্মমাত্রে অবশিষ্ট হইল। বায়ু তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক শীৎকার-ধ্বনি সহকারে সঞ্চরমাণ হইলে, বোধ হইল, সেই দেহ যেন আপনার দুর্গতি সকল গান করিতেছে এবং ভবভূমিস্থ গহ্বরমধ্যে বারবার বিলুণ্ঠিত স্বীয় মনকে যেন উপহাস করিতেছে। সেই

দেহ বর্ষাগমে প্রচণ্ড পবনবশে বিলুণ্ঠিত, প্রবল জলধারার পতন-বেগে বিগলিত ও গিরিনদীতটে ধাতুরাগরঞ্জিত হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিল। ভৃগুর তপস্যার এমনি প্রভাব যে, তদীয় পরমপবিত্র আশ্রমক্ষেত্রে রাগদ্বেষাদির নামমাত্র ছিল না। তত্রত্য প্রাণিমাত্রেই পরস্পর বিরুদ্ধভাব পরিহার করিয়াছিল। এই জন্য, মৃগ বা পক্ষিগণ ঐ দেহ ভক্ষণ করিল না; উহা যেমন, তেমনি পড়িয়া রহিল। দেহ বিগলিত হইলে, তদীয় মন যমনিয়মবশে কৃশতনু হইয়া, সেই সমঙ্গাতটে তপস্যা করিতে লাগিল।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন! মানুষমাত্রেরই পরিণাম এই প্রকার হইয়া থাকে। সে রাজ্যের পর রাজ্য ও বিষয়ের পর বিষয় বিস্তার করিয়া, মৃত্যুর কবলসাৎ হইয়া, এইরূপে জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ দেহে শ্মশানক্ষেত্রে দগ্ধ অঙ্গারসমূহে বিলুণ্ঠিত হয়! এইখানেই তাহার সমুদায় উৎসাহ ও সমুদায় আগ্রহ বিনষ্ট হইয়া যায়। হায়! তাহার যে দেহ জননীর কোমল ক্রোড়ে, প্রিয়তমার সুকুমার বক্ষে এবং দুগ্ধফেণনিভ পেলব শয্যায় এক দিন লালিত ও পালিত হইয়াছিল, সেই দেহের পরিণাম এইরূপ হইয়া থাকে! তথাপি, তাহার চৈতন্য হয় না! সে স্বয়ং দেখিতে পায় ও পরের মুখেও শুনিতে পায় যে, তাহার প্রতিবেশীর দেহ শ্মশানানলে চটচটাশব্দে দগ্ধ হইতেছে; শৃগাল কুকুরে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়া বিবাদ করিতেছে; অথবা কৃমিকীটে পরিণত হইতেছে। তাহারও দেহ একদিন অবশ্য এ রূপে পরিণত হইবে! তথাপি তাহার চৈতন্য হয় না! সে আপনাকে অমর, অজর ও অক্ষর ভাবিয়া, কত কি অত্যাচার, অপচার ও অনাচার করে; কেহ নিবারণ ও প্রতিষেধ করিলেও, তাহাতে কর্ণপাত বা ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহা অপেক্ষা মানুষের অসারতা ও ক্ষুদ্রতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতা ও নিশ্চেষ্টতা কি আছে! হায়, সে মরিবে, অবশ্য মরিবে! তাহার পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় বান্ধবগণও মরিবে, অবশ্য

মরিবে; তথাপি তাহার চৈতন্য হয় না! ঐ দেখুন! প্রতিদিন শত শত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তথাপি অন্যেরা সাবধান হইতেছে না! প্রত্যুত, যার পর নাই অসাবধানের কার্য্য করিতেছে!

ঐ দেখুন, পতি পত্নী পরস্পরকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, প্রণয়শয্যায় নিশ্চিন্ত হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছে। মৃত্যু যে অগ্রেই উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা উহাদের মনেও হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, মনে করিয়া দিলেও, উহাদের চৈতন্য হয় না!

ঐ দেখুন, যুবক যুবতী পরস্পরের প্রগাঢ় প্রণয়পীযূষপরিপানমদে মত্ত হইয়া, দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়াছে। আর উহাদের মৃত্যুচিন্তা নাই, পরলোকভাবনা নাই এবং আত্মানাত্মপরিকল্পনাও নাই। এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু যদি আগমন করে, তাহা হইলে, উহাদের ঐ স্বর্গীয় প্রেম ও স্বর্গীয় প্রণয় কোথা রহিবে! কত যুবক যুবতী এই রূপে প্রণয়ভ্রষ্ট ও স্বার্থভ্রষ্ট হইয়াছে, বলিবার নহে! তবে কেন অসার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া, মানুষ আত্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে! ভগবন! ইহার কারণ কি, বলিতে পারেন?

আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনাকে যাহাদের পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহারাই অধিকতঃ মৃত্যুচিন্তাপরাঙ্মুখ ও বিষয়চিন্তায় উন্মুখ! ইহারই নাম দগ্ধ-পাণ্ডিত্য! সংসারে এইপ্রকার দগ্ধপণ্ডিতের সংখ্যাই অধিক। ভগবন্! আপনি আমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পুনরায় ভার্গবোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন। উহা শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। আপনার উপদেশ সকল সারগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ, হেতুমান, উপপত্তিসহ ও পরম প্রামাণিক! কোন্ ব্যক্তির উহা শুনিতে অভিলাষ না হয়?

একাদশ সর্গ (কালসংবাদ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অবধান কর। শুক্রের তদবস্থায় দেবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ ভৃগুর সমাধি-ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই সর্ব্বগুণনিলয় বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না; কঙ্কালমাত্র অবলোকন করিলেন। তাপতপ্ত তিন্তিড়ীবিহঙ্গমবর্গ ঐ অস্থিময় কলেবরের ছিদ্রমধ্যে কুলায় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, মণ্ডূকগণ উহার শুষ্ক নাড়ীর ছায়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; কীটসকল নেত্রগহ্বরে প্রসূত হইয়াছে এবং কোশকার কীটসমূহ উহার পার্শ্বাস্থি মধ্যে বাসস্থাপন করিয়াছে। তদবস্থ কঙ্কাল দর্শনমাত্র ভৃগু তৎক্ষণাৎ উত্থান করিলেন এবং পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এই কঙ্কালই কি আমার পুত্র! এই-প্রকার চিন্তানন্তর তিনি উহাকে পুত্র নিশ্চয় করিয়া, একবারে দারুণ ক্রোধভরে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, এ কি, কাল অকালেই আমার পুত্রকে কবলিত করিল! এই বলিয়া, কালকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দ্বাদশমাসরূপ দ্বাদশভুজ ও ছয় ঋতুরূপ মুখ বিশিষ্ট সর্ব্বভক্ষ কাল আধিভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কালের হস্তে খড়্গ ও পাশ, কর্ণে কুণ্ডল, কলেবর কবচে আবৃত এবং চতুর্দ্দিক্ কিঙ্করসেনাগণে পরিবেষ্টিত। নভোমণ্ডল তদীয় শরীরসমুত্থিত জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া, কুসুমিতকিংশুকভূষিত পর্ব্বতবৎ সুশোভিত হইল। তাঁহার হস্তস্থিত ত্রিশূলাগ্র হইতে যে রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল, তৎসম্পর্কে দিগঙ্গনাগণ যেন কনককুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। ভূধরনিকর তদীয় প্রবল নিশ্বাস পবনপ্রবাহে ছিন্নশেখর হইয়া, ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে মার্ত্তণ্ডমণ্ডল কল্পান্তকালীন বহ্নিদগ্ধবৎ ধূমায়িত হইয়া উঠিলেন।

অনঘ! কাল এইরূপ বেশে কুপিত মহর্ষির সন্মুখদেশে আবির্ভূত হইয়া, প্রলয়বিক্ষুব্ধ-সাগরগর্জ্জনসদৃশ গম্ভীর নিস্বনে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! যাঁহারা লোকমর্য্যাদা অবগত ও পূর্ব্বাপরপরিদর্শনসমর্থ, তাদৃশ সজ্জনগণ, মোহের হেতু উপস্থিত হইলেও, মোহিত হন না। কিন্তু আপনি কিজন্য অকারণেই মুগ্ধ হইতেছেন? বিপ্র! আমরা বিধাতৃবিহিত নিয়মের বাধ্য এবং সর্ব্বথা তাহারই পালন করিয়া থাকি। আপনি ব্রাহ্মণ। তজ্জন্য সকলেরই পূজনীয় এবং, তজ্জন্য আমাদেরও পূজ্য। আপনি শাপাদি সাধনরূপ ইতর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, তপস্যার ক্ষয় করিবেন না। আপনার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। দেখুন, প্রলয়কালীন প্রচণ্ড পাবকও আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না, আপনার সামান্য শাপানলের কথা আর কি বলিব? শত শত ব্রহ্মাণ্ড আমার কবলসাৎ হইয়াছে, কোটি কোটি রুদ্র আমার উদরসাৎ হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র বিষ্ণুও আমার জঠরানলে ভস্মসাৎ হইয়াছে। আমাদের অসাধ্য কি আছে? আমরা বনকে নগর ও নগরকে বন করি এবং মরুকে উর্ব্বর ও উর্ব্বরকে মরু করি। পরমেশ্বর এই রূপে আমাকে তোমাদের ভক্ষক ও তোমাদিগকে আমার খাদ্য করিয়াছেন। অতএব কিরূপে সেই নিয়তির অন্যথা করিতে পারি? ব্রহ্মন্! অগ্নি স্বয়ংই উর্দ্ধগামী ও জল স্বয়ংই নিম্নাভিমুখ হয়। এই রূপ, কাল স্বয়ংই ভক্ষক ও খাদ্য হইয়া থাকে। বিবেক-দৃষ্টিসহায়ে দর্শন করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে, জগতে কেহই কর্ত্তা বা ভোক্তা নাই। অজ্ঞানদৃষ্টিই কর্ত্তা ও ভোক্তার প্রদর্শক। সকলেই আপনা আপনি হইতেছে ও যাইতেছে। মনের দুষ্ট দৃষ্টিই রজ্জুতে সর্পভ্রমরূপ অনর্থ উৎপাদন করে। যে বস্তু যাহা, তাহা তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আপনি অধীর ও রুষ্ট হইবেন না। সত্বর সত্যের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করুন। ভ্রান্তিবশেই অভিমানাদি কল্পিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে বুঝিতে পারে না বলিয়াই, বৃথা অহংকার ও অভিমান প্রকাশ

করে। অতএব অহংকার ও অভিমান কিছু নহে। এই কারণেই আমরা উহার বশীভূত নহি। আমরা স্বভাবতঃ নিয়তিরই বশ। জগতের মর্য্যাদাপালক ঈশ্বরের ইচ্ছাই মহানিয়তি। উহার বশ হইলে, বিশিষ্টরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা কার্য্যবিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ তাহাদের সহায়তায় স্ব স্ব সমুচিত মর্য্যাদা পালন করা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি বৃথা রোষ ও অভিমানাদির বশ হইয়া বিনষ্ট হইবেন না। আপনার সেই জ্ঞানগর্ভ বিশদ দৃষ্টি, সেই ধৈর্য্য ও সেই মহানুভাবতা কোথায়? আপনি কিজন্য প্রসিদ্ধপ্রজ্ঞাপরিহারপুরঃসর মূর্খের ন্যায়, মোহের বশীভূত হইতেছেন?

আপনি কি জানেন না, সংসারে দেহীমাত্রেরই শরীর দ্বিবিধ, বাহ্যদেহ ও অন্তরদেহ। এই অন্তরদেহ মনই বাহ্যদেহের পরিচালক এবং শিশু যেমন কর্দ্দমাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, এই মনও তেমনি পুনঃ পুনঃ দেহান্তর কল্পনা করিয়া থাকে। মনই পুরুষ, মনই কর্ত্তা, মনই দেহাদির বিধাতা, মনই ভিন্ন ভিন্ন জীব নামে অভিহিত হইয়া, তাহার অনুগামী ও পরে অহংভাব জন্য অভিমানবশে নানা রূপে পরিণত হয়।

ব্রহ্মন্! আপনি সমাধি অবলম্বন করিলে, আপনার পুত্র কল্পনাপথ আশ্রয় করিয়া, দূরতর প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি প্রথমে আপনার ভৌতিক দেহ এই মন্দারকন্দরে পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গে সমাগত ও তথায় কোন অপ্সরার সহিত মিলিত হইয়া, বিবিধ মনোরম স্থানে বিহার করত দ্বাত্রিংশৎ যুগ অতিবাহিত করেন। অনন্তর কালবশে সংকল্পের বাহুল্যবশতঃ পুণ্য ক্ষয় হইলে, স্বকীয় দেবদেহ আকাশে স্থাপনপূর্ব্বক সেই অপ্সরার সহিত পতিত হইয়া, ধরাতলে অবতরণ করিয়া, দশার্ণদেশে ব্রাহ্মণ, কোশলে রাজা, মহারণ্যে ধীবর, ভাগীরথীতটে হংস, সূর্য্যবংশে ও পৌণ্ড্রদেশে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, শৌরশাস্ত্রে মন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, স্বর্গে বিদ্যাধর, পৃথিবীতে ঋষিবালক, সমঙ্গাতটে

বাসুদেবনামধেয় ব্রাহ্মণ, মদ্রদেশে ও বিনশনে মহীপতি, কৈকটে কিরাত, সৌবীররাজ্যে সামন্ত, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, কিরাতরাজ্যে বংশগুল্ম, চীনদেশে জল-হরিণ, তালবৃক্ষে সরীসৃপ এবং তমালে বনকুক্কুট ইত্যাদি বিবিধ দেহ পরিগ্রহ করেন। এইপ্রকার বহু জন্মের পর, তিনি কোন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কালসহকারে পরমবিজ্ঞ ও মন্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য হইয়া, বিদ্যাধর-পুরপ্রদায়িনী বিদ্যাবিশেষের অর্চ্চনাসহায়ে আকাশে বিদ্যাধর রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। অনন্তর তিনি যখন সংকল্পের সীমায় সমাগত হয়েন, তখন প্রলয় উপস্থিত হইলে, তিনি সেই প্রলয়-কালীন দ্বাদশ আদিত্যের প্রচণ্ড কিরণে ভস্মীভূত হইলেন। তাঁহার বাসনা শূন্যে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মী নিশার অবসানে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডসকল বিরচিত ও বিবিধ সংসার সংঘটিত হইলে, তদীয় বাসনা পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-রূপ পরিগ্রহ করিল। এক্ষণে তিনি বাসুদেব নামে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! এই রূপে আপনার পুত্র বিবিধ বাসনা রূপে খদির ও করঞ্জাদি বিবিধ বৃক্ষকোটরে, বিবিধ প্রাণির গর্ভে ও বিবিধ গহনকাননে ভ্রমণ এবং স্বর্গে বিদ্যাধরদেহে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আকল্প অবস্থান করিয়া, অধুনা সমঙ্গাতীরে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দ্বাদশ সর্গ (কালবাক্য)।

কাল কহিলেন, আপনার পুত্র এখন জটাজূটযুক্ত ও জিতে-ন্দ্রিয় হইয়া, অক্ষবলয়ধারণপূর্ব্বক তপস্বী হইয়াছেন। তদবস্থায় তাঁহার আট শত বৎসর অতীত হইয়াছে। তাঁহারে দেখিতে ইচ্ছা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করুন।

রাম! ঋষি সমদর্শী কালের এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাননেত্র বিকসিত করিয়া, পুত্রের ব্যাপারপরম্পরা চিন্তা করিতে লাগিলে,

তৎসমস্তই তদীয় বুদ্ধিদর্পণে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইল। তখন তিনি বিস্মিত ও পুত্রের প্রতি বিগলিতস্নেহ হইয়া, কালকে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! হে ভূতভব্যেশ! হে দেব! আমাদের মন রাগাদি মলভারে আচ্ছন্ন; তজ্জন্য জ্ঞানের লেশমাত্র নাই। আপনারা বুদ্ধিবলে কালত্রয় দর্শন করেন। এই জগৎ মিথ্যা হইলেও, সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া, পণ্ডিতদিগকেও মহাভ্রমে নিপাতিত করে। মন যে ইন্দ্রিয়জালের ন্যায়, মায়ামোহ বিধান করে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ভগবন্! আমার এই পুত্রের প্রলয় পর্য্যন্ত মৃত্যু নাই। এইজন্য ইহার মৃত্যুতে এইরূপ সম্ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছিলাম, যে, কাল আমার অক্ষীণজীবী পুত্রকে অকালে গ্রহণ করিলেন। হে দেব! কেবল নিয়তিবশেই আমার ঈদৃশী বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। আমরা সংসারগতির কিছুই জানি না। এইজন্য বিপদে বিষণ্ণ ও সম্পদে হর্ষাবিষ্ট হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি অযুক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ ও যুক্তকারীর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমি অজ্ঞানপ্রযুক্তই আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছি; আমারে মার্জ্জনা করুন। যাবৎ জগদ্ভ্রম, তাবৎ কার্য্যাকার্য্যরূপইষ্টানিষ্টবিবেচনা। এইপ্রকার নিয়তিবশেই আমি ঐরূপ করিয়াছি। ভগবন্! সংসারে মনই শরীর। ইহা দ্বারা জগৎ অনুভূত হয়। দেখুন, অদ্য আমি মনঃসহায়ে সমঙ্গাতটে পুত্রকে দর্শন করিয়াছি।

কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! মনই শরীর, আপনার এই বাক্য সত্য। মনই সংকল্প সহায়ে বিবিধ দেহ নির্ম্মাণ করে। মনেরই ভেদবাসনামাত্র দ্বারা ঘট পটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। মনই, আমি কৃশ, আমি মূঢ়, ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা সংসারী হইয়া থাকে। ঐরূপ মনন কৃত্রিম রূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কেননা, ইহার পরিহার হইলেই, মনের শান্তিতে ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই ও দ্বিতীয় নাই এবং চিৎই যাঁহাব স্বরূপ, সেই স্ফাররূপী সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই, জলে তরঙ্গের ন্যায়, ব্রহ্মে অর্থাৎ আপনাতেই বিজৃম্ভিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই স্ত্রীপুরুষাদি কল্পিত রূপ সহায়ে স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত হয়েন। এই রূপে তিনিই অগ্নি, তিনিই জল, তিনিই তেজ, তিনিই নির্ব্বাণ, তিনিই বিষ ও তিনিই অমৃত এবং তিনিই ভয় ও তিনিই অভয় এবং তিনিই জীবন ও তিনিই মৃত্যু। স্থূলদর্শীরাই ভেদ দর্শন করিয়া, জগৎ ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পনা করে। অতএব, এই জগৎ ব্রহ্মমাত্র এবং সেই ব্রহ্ম পূর্ণ ও সম্বিৎমাত্র স্বরূপ, এইপ্রকাব ভাব অবলম্বন ও অন্যান্য ভাব পরিহার করুন। সেই আত্মাই আত্মা দ্বারা আত্মাতে বিবিধ রূপে বিহার করেন। তাঁহাতেই এই বিশাল, বিস্তৃত জগতের প্রকাশ ও আবির্ভাব হইয়াছে। তিনিই সূর্য্যরূপে আলোক দেন, আবার তিনিই তমোরূপে অন্ধকার বিতরণ করেন। এই রূপে তিনি আলোক ও অন্ধকার দ্বিবিধস্বরূপ। সংসারে তাঁহা হইতেই আলোক ও অন্ধকাব আসিয়াছে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য নহে, এই বিচিত্র রচনাও তদ্রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। উগ্র আতপে বিচিত্র ৰর্ণের ন্যায়, সেই দেবদেবেশেই সদসন্ময়ী চিৎ শক্তি বিরাজ করিতেছে। ব্রহ্ম জড় ও অজড় উভয়স্বরূপ। উর্ণনাভ হইতে তন্তুর ন্যায় এবং পুরুষ হইতে সুষুপ্তির ন্যায়, সেই ব্রহ্ম হইতেই জড়ভাবনার কারণস্বরূপ শক্তি সমুদিত হইয়াছে। সেই মঙ্গলময় পরমাত্মার আত্মবিস্মৃতিভাবনা দ্বারাই এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত হয়। আবার, তাঁহারই পূর্ণস্বরূপ ভাবনা দ্বারা এই সংসারের বিনাশ হইয়া থাকে। তাঁহার শক্তি অসীম ও অপার ভাবে পরিপূর্ণ। এইজন্য তিনি যাহা ভাবেন, তাহাই হইয়া থাকেন। বর্ষার জলধারা যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তিনিও তদ্রূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া, অবস্থিতি করেন।

আত্মার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। এই জগৎ সেই

আত্মময়, সুতরাং ইহারও বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। সেই ব্রহ্মের যে অনন্ত শক্তি, তাহারই মধ্যে কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ রুদ্র, কেহ পুরুষ, কেহ দেব, কেহ মানুষ, কেহ কৃমি পতঙ্গ, কেহ মশকাদি, কেহ গো, কেহ অজগরাদি, কেহ বানর এবং কেহ বা মৃগ ও জম্বুকাদি বিবিধ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সেই ব্রহ্মেরই সত্তায় সত্তাবান্ হয়; কেহ এই সংসাররূপ স্বপ্নসংভ্রমে সুদীর্ঘজীবী, কেহ অল্পায়ু, কেহ বৃহদ্দেহ, কেহ ক্ষুদ্রতনু, কেহ দৃঢ়বিকল্পবশে বিনাশশীল, কেহ অস্থায়ী জগতের স্থিরত্ব-ভাবনা-বিরত, কেহ দৈন্যাদি দোষরাশির বশীভূত, কেহ, আমি দুঃখী ও কৃশ, ইত্যাদি দুঃখসমূহে আক্রান্ত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে; কেহ স্থাবর ও কেহ অর্ণব রূপে আবির্ভূত হইয়া, জগতে কল্পশত অবস্থিতি এবং কেহ বা জ্ঞানামৃতে পরিপূর্ণ হইয়া, পরম-পদে অধিরোহণ করে। ব্রহ্মন্! সেই ব্রহ্ম অপার অর্ণব স্বরূপ। মননরূপা চিৎ-সংবিৎ তাঁহারই বিলোল লহরী রূপে উদিত ও প্রতিভাত হয়েন।

ত্রয়োদশ সর্গ (সংসারোৎপত্তিবর্ণন)।

কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! কি সুর, কি অসুর, কি নর, সকলেই সেই সংবিৎমাত্ররূপী ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারা মিথ্যা ভাবনা বশে মলিন হইয়া, আমরা ব্রহ্ম নহি, এইপ্রকার মনন করিয়া, অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অধোগতিরই নাম সংসার। আমি ব্রহ্ম, ইহা চিন্তা করিলে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেননা, যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার তদনুরূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কোষকার কীট এবিষয়ের প্রমাণ।

ব্রহ্মন্! এই সংসারে আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত যে সমস্ত তুচ্ছ শরীর আবির্ভূত, তিরোহিত ও উল্লসিত হইতেছে, তাহাদের

মধ্যে কেহ প্রধান, যেমন হরিহরাদি ; কেহ অল্পমোহিত, যেমন দেবগণ; কেহ অত্যন্তমোহাচ্ছন্ন, যেমন তরু তৃণাদি ; কেহ অজ্ঞান-মূঢ়, যেমন কৃমি কীটাদি ; কেহ শাস্ত্রাদির অভ্যাস দ্বারা সত্য-মাত্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সত্যের অভিমুখে সমুত্থিত হইলে, বহুবিঘ্নময় দুরদৃষ্টরূপ মূষিক তাহাকে খনন করিয়া থাকে ; কেহ মুক্তিপ্রাপ্ত না হইয়া, তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করে, যেমন উরগ নাগাদি ; কেহ সেই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শরীরেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, যেমন ব্রহ্মহরাদি ; কেহ কোটি জন্মেও মুক্ত না হইয়া, পুনরায় জন্ম-সহস্র ভোগের নিমিত্ত রাগাদিতে অন্ধ-প্রায় হইয়া, অবস্থিতি করে ; কেহ ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে, কেহ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে ও কেহ বা অধ হইতে অধস্তর স্থানে গমন করে ; ব্রহ্মন্ ! সেই ব্রহ্মরূপ পরমবস্তুকে বিস্মৃত হইলেই, এইপ্রকার সুখদুঃখের আকরস্বরূপ অক্ষয় যোনিপরম্পরার ভোগ হইয়া থাকে এবং সেই ব্রহ্মকে স্মরণ করিলেই, তাহার এককালীন বিনাশ হয়।

চতুর্দ্দশ সর্গ (প্রবোধ)।

কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ভূতগণের মধ্যে যাঁহারা মনোমোহ জয় করিতে পারেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত হইয়া, সংসারে বিচরণ করেন। সুখ ও স্বস্তি তাঁহাদেরই হস্তগত। যাঁহাদের আত্মা জ্ঞানরূপ উজ্জ্বল আলোকেপ্রকাশিত, তাঁহারা অজ্ঞানান্ধ ভূতগণের আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রসমূহ কল্পনা করেন। যাঁহাদের প্রবোধ-সঞ্চার ও দুষ্কৃতসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল ও তত্ত্বৎ শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রভাকর আকাশমণ্ডলে ভ্রমন করিতে আরম্ভ করিলে, যেমন অন্ধকার বিলীন হয়, সৎশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তেমনি মনের মোহ নিরাকৃত হইয়া থাকে। যাহাদের এই মনোমোহ নিরাকৃত না হয়, তাহাদের

মন কোন কালেই ক্ষীণ ও তজ্জন্য প্রবোধরূপ পরম আলোকের প্রাদুর্ভাব হয় না এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে বদ্ধচক্ষু বা অন্ধের ন্যায়, চিরকাল যেন অন্ধকারে বাস করিতে হয় এবং তজ্জন্য কোন কালেই তাহাদের উদ্ধার হয় না। তাহারা যেমন অন্ধকারে আসিয়াছে, তেমনি অন্ধকারেই গমন করে। এই অন্ধকারের প্রকৃত নাম নরক। কেহ কেহ ইহাকে জড়াবস্থা বলেন্। ব্রহ্মন্! মনই সুখদুঃখভোগী শরীর। মাংস-দেহ দেহই নহে। উহা আবরণ মাত্র; অথবা, মনের বিকল্পনমাত্র, জানিবেন। ব্রহ্মন্! আপনার পুত্র এই মনের দ্বারা যাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই তৎক্ষণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেননা, যে যাহা বাসনা করে, তাহার তদ্বৎফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবিষয়ে অন্য কাহারই কর্ত্তৃত্ব নাই। এই রূপে, জন্ম মৃত্যু ও নরক ইত্যাদি সমস্তই, একমাত্র মনেরই মনন। এই মনন দুঃখমাত্রের হেতু।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভুবনেশ ভগবান্ কাল এইপ্রকার কহিয়া, ভৃগুর হস্তধারণপূর্ব্বক সমঙ্গানদীতটে গমন করিতে উদ্যত হইলে, সেই ভগবান্ ভৃগু উদয়াচলে সূর্য্যের ন্যায়, সমুত্থিত হইলেন্। তৎকালে তিনি বলিতে লাগিলেন, নিয়তির ব্যবস্থা অতি-বিচিত্র।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ এইপ্রকার কহিতেছেন; এমন সময়ে দিবাবসান হইল। ভগবান্ ভাস্কর যেন সায়ংকৃত্যসমাধানার্থ অস্তাচলগৃহ আশ্রয় করিলেন। জ্ঞানের বিনাশে যেমন লোকের হৃদয় মোহে আচ্ছন্ন হয়, ভাস্করের অভাবে তেমনি সমস্ত সংসার অন্ধকারে আবৃত হইল। তদ্দর্শনে সভ্যগণ সকলে পরস্পর অভিবাদনান্তর সায়ন্তন-স্নানবিধি-সমাধানার্থ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রজনীর অবসানে সূর্য্য সমুদিত হইলে, পুনরায় সকলে পূর্ব্ববৎ মিলিত হইলেন।

পঞ্চদশ সর্গ (শুক্রের জন্মান্তর)।

বশিষ্ঠ কহিলেন; সৌম্য! কাল ও ভৃগু উভয়ে সমঙ্গাতটে গমন মানসে সেই শৈলসানু হইতে অবরোহণ ও ধরাতলে অবতরণপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, কোন স্থানে নভশ্চরেরা অভিনব-হেম-লতাজাল বিজড়িত কুঞ্জমধ্যে নিদ্রা যাইতেছে। কোন স্থানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গগনাঙ্গনাগণ লতাবলয়-দোলা অবলম্বন করিয়া, দোলায়মান হইতেছে এবং বিলোল কটাক্ষবিক্ষেপে যেন নীলোৎপল সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। কোন স্থানে কালত্রয়-ও-ভুবনত্রয়দর্শী সিদ্ধগণ উত্তুঙ্গ শিলাসনে সমাসীন হইয়া, সম্যক্‌রূপে উৎসাহ সহকারে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোন স্থানে যূথপতি মাতঙ্গগণ অজস্র-নিপতিত ধারাসার-সদৃশ কুসুম-পুঞ্জে মগ্ন হইয়া, তালতরুসদৃশ সমুন্নত শুণ্ডাদণ্ড সমুত্থাপিত করিতেছে। তাহাদের কলেবর ঐ সকল কুসুমের কেশররঞ্জিত পরাগসম্পর্কে অরুণবর্ণ। তদবস্থায় তাহারা মদোন্মত্ত ও নিদ্রা-বিরহিত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে সুকুমার চমরমৃগনিকর চঞ্চল হইয়া, পর্ব্বতরাজ মন্দরের চারু চামর রূপে বিরাজমান হইতেছে। কোন স্থানে সরলাকৃতি খর্জ্জূর তরুরাজি শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে উৎকট-ভ্রমণশীল পাটলবর্ণ বিকটবদন কপিকদম্ব কীচকদল আশ্রয় করিয়া খর্জ্জূরাদি ফল সকল বিক্ষিপ্ত করত ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে তটবর্ত্তী স্থান সকল জনসম্পর্কবিরহিত হওয়াতে, প্রব্রজিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায়, শোভা পাইতেছে এবং কোন স্থানে কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্ন পাদপপংক্তি পবন বশে প্রকম্পিত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায়, মধুকররূপ নেত্র ঘূর্ণায়মান করিতেছে।

রাম! কাল ও ভৃগু পর্ব্বতরাজের এবংবিধ মনোহারিণী শোভাসমৃদ্ধি সন্দর্শন করিতে করিতে, পুরপত্তনবিভূষিত বসুধাতলে অবতরণপূর্ব্বক চঞ্চলতরঙ্গশালিনী সমঙ্গার তটে সমাগত হইলেন

এবং মহর্ষি ভৃগু তথায় পুত্রকে অন্য ব্যক্তির ন্যায় অবলোকন করিলেন। পুত্রের আর সে ভাব নাই। তিনি এখন অন্য ভাবে ও অন্য রূপে অন্য দেশে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল শান্ত ও মন নিতান্ত স্থির ভাব অবলম্বন করিয়াছে। তিনি তদবস্থায় সমাধিপরায়ণ হইয়া, অনাদি সংসারের সুচির শ্রম-শান্তির জন্যই যেন চিরকালের নিমিত্ত বিশ্রাম আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি চিরকাল যে হর্ষশোক ভোগ করিয়াছেন, তাহার প্রবাহপূর্ণ সংসারসাগর হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ কবিয়া, সেই অনন্তগতি চিন্তা করিতে করিতে যেন নিশ্চল হইয়াছেন। তিনি এত দিন যে অপার সংসারসাগরের আবর্ত্ত বিবর্ত্তনে বারংবার অতিমাত্র ভ্রামিত হইয়াছেন, অধুনা তাহা হইতে চিরমুক্ত হইয়া, একমাত্র শান্তির আশ্রয়ে একান্তে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার আর সে চিত্তসংভ্রম নাই, আর সে শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদির সম্পর্ক নাই, আর সে নানাপ্রকার-বিষয়-পিপাসা জনিত নানা-প্রকার বিকার সংরম্ভ নাই। এখন তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি অব-লম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মল বুদ্ধি সহায়ে যেন নিখিল লোকগতিকে উপহসিত করিতেছেন। এখন তিনি অখিল কল্পনাজাল বিসর্জ্জন করিয়া-ছেন, একমাত্র পরমপদ আশ্রয় করিয়াছেন, অনন্ত বিশ্রান্তির আধার পরমাত্মাতে বিশ্রাম কবিয়াছেন, হেয়োপাদেয়-সংকল্প পরিহার করিয়াছেন, সমস্ত প্রবৃত্তির জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং এখন তাঁহার মতি প্রবুদ্ধ ও নিরতি ধৈর্য্য উপস্থিত হইয়াছে। এখন তিনি অশেষ ফল ভোগশক্তি অধিকার করিয়াছেন।

রাম! কাল তদবস্থ শুক্রকে প্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় পিতা ভৃগুকে অতীবগম্ভীর স্বরে কহিলেন, এই আপনার পুত্র। অধুনা ইনি প্রবুদ্ধ হউন। এই কথায় প্রবোধসঞ্চার হইলে, শুক্র সমাধি হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে যুগপৎ-সমুদিত শশি-সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহাদের উভয়কে অবলোকন করিলেন এবং অব-লোকন করিয়া, কদম্বলতিকার মূল হইতে উত্থান পূর্ব্বক হরিহরের

ন্যায় সেই বিপ্রদ্বয়কে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর তৎকালকর্ত্তব্য সভাজনাদি করিয়া, মেরুপৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ন্যায় শিলাতলে সমাসীন হইলেন।

রাম! অনন্তর শুক্র শান্ত সুন্দর অমৃতায়মান বাক্যে তাঁহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবদ্বয়! অদ্য আপনাদের দর্শনে আমার পরমশান্তিসঞ্চার হইল। শাস্ত্র, তপস্যা, ব্রহ্মজ্ঞান অথবা উপাসনা দ্বারাও আমার মনোমোহের শান্তি হয় নাই, অদ্য আপনাদিগকে দেখিয়া, তাহা এক বারেই নিরাকৃত হইয়াছে। মহাপুরুষগণের নির্ম্মল দৃষ্টি যাদৃশ সুখ সমুদ্ভাবন করে, অমৃতবর্ষণেও তাদৃশ হর্ষোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়যোগে আকাশের ন্যায় অদ্য আপনাদের পদার্পণে এই প্রদেশ পরম পবিত্র হইল। আপনারা কে? আপনাদের তেজ যেমন অসীম, সেইরূপ ব্যক্তিমাত্রেরই পবিত্রতা বিধান করে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভৃগু এই কথা শুনিয়া, পুত্রকে কহিলেন, তুমি আর অজ্ঞানী নহ, তোমার প্রবোধসঞ্চার হইয়াছে, আত্মাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে, সমস্ত জানিতে পারিবে। ভৃগু এই রূপে প্রবোধিত করিলে, শুক্র ধ্যানবশে নিমীলিতলোচন হইয়া, অবস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই জন্মান্তরীণ দশা সমস্ত তাঁহার মনে পড়িল। তখন তিনি বিস্ময়বিকসিত বদনে, প্রফুল্ল মনে, বিতর্কমন্থর বচনে কহিতে লাগিলেন, যাহা হইতে সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পরমাত্মাই যাহার একমাত্র অবস্থিতি-স্থান, সেই নিয়তির জয়। কি আশ্চর্য্য! অদ্য কল্পান্তকলনার ন্যায় অতীত অনন্ত অবিদিত জন্মান্তর কোটি ও দশা ফল সহস্র আমার পরিজ্ঞাত হইল! এরূপ ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়ই নাই, যাহা আমি দেখি নাই, করি নাই বা ভুগি নাই। অধুনা যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি; যাহা দেখিবার, তাহা দেখিয়াছি, সংসারচক্রের পরিভ্রমণে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি চিরকালের জন্য বিশ্রামলাভ করিয়াছি এবং আমার

অশেষ শ্রমও নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব তাত! গাত্রোত্থান করুন। মন্দরাচলে শুষ্ক বনলতার ন্যায় যে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা দর্শন করিব। আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই। অতএব অধুনা কেবল নিয়তির রচনাচক্র পরিদর্শনজন্য বিহার ও একতান বুদ্ধিসহায়ে আর্য্যসেবিত পরমশুভাবহ বস্তুর অনুসরণ করিব।

ষোড়শ সর্গ (বিলাপচ্ছলে উপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সেই তত্ত্বজ্ঞগণ এই রূপে সংসার-গতিপর্য্যালোচনাপ্রসঙ্গে সমঙ্গাতট হইতে প্রস্থান করিয়া, ক্রমে আকাশে অবগাহনপূর্ব্বক মেঘমধ্যস্থ ছিদ্রযোগে বিনির্গত হইয়া, সিদ্ধগণের পথে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অবিলম্বে মন্দরভূধরের কন্দরবিভাগে সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, শুক্রের সেই পূর্ব্বজন্ম কলেবর শুষ্ক পত্রের ন্যায়, খণ্ডিত হইয়া, অধিত্যকায় পতিত রহিয়াছে।

শুক্র আপনার তদবস্থদেহদর্শনপূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন, তাত! অবলোকন করুন, আমার সেই দেহ শুষ্ক ও সর্ব্বথা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, ঐ পতিত রহিয়াছে; আপনি অতিযত্নে বিবিধ সুখসম্ভোগে উহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ধাত্রী স্নেহের বশী-ভূত হইয়া, কর্পূর ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে সর্ব্বদা যাহার প্রত্যঙ্গ সমুদায় বিলিপ্ত করিত, সেই দেহ ঐ বিশীর্ণ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। আপনি মন্দার কুসুমসমূহ-সংগ্রহপূর্ব্বক সুখস্পর্শ সমীর-সঞ্চার ভূবিভাগে যাহার জন্য সুশীতল শয্যা রচনা করিতেন, ঐ দেখুন, আমার সেই দেহ পতিত রহিয়াছে। দেবাঙ্গনাগণ মত্ত হইয়া, সর্ব্বদা যাহার যত্নসহকৃত পরিচর্য্যা করিতেন, ঐ দেখুন, সেই দেহ পতিত রহিয়াছে এবং সরীসৃপগণ উহাতে ছিদ্র করিয়াছে। তাত! নন্দননামক স্বর্গীয় উপবন যাহার বিহারক্ষেত্র ছিল, ঐ

দেখুন, আমার সেই দেহ শুষ্ক কঙ্কালমাত্রে পরিণত হইয়াছে! দেবাঙ্গনাগণের অঙ্গসঙ্গবাসনায় যাহার মনঃসাগরে উত্তুঙ্গ কাম-তরঙ্গ সরঙ্গে রিঙ্গিত হইত, ঐ দেখুন, সেই দেহ এখন মনোবৃত্তি-পরিশূন্য ও শুষ্কভাবাপন্ন হইয়াছে! হা কলেবর! তোমার সেই সমস্ত বিলাস, সেই সমস্ত অবস্থা ও সেই সমস্ত ভাবাদি এখন কোথায় গেল! তুমি তৎসমস্ত ত্যাগ করিয়া, কিরূপে স্বস্থ রহিয়াছ! হা মদীয় দুর্ভগ দেহ! তুমি এখন শুষ্ক ও কঙ্কালমাত্র সার শব রূপে পরিণত হইয়া, আমারই ভয়োৎপাদন করিতেছ! হায়, কি বিপর্য্যয়! হা ধিক্! যে দেহ পূর্ব্বে আমার পরম প্রীতির আস্পদ ছিল, এক্ষণে তাহাই ভয়ের ও বিষাদের কারণ হইয়াছে! তাত! আমার যে হৃদয়দেশে তারকাস্তবকসদৃশ মনোহর হারাবলী বিলুলিত হইত, ঐ দেখুন, সেই বক্ষঃস্থল এখন পিপীলিকা-গণের বাসগৃহ হইয়াছে! হায়, বর রমণীরা যাহার দ্রবীভূত-কনক-সদৃশ কমনীয় কান্তি নয়নগোচর করিয়া, কামভোগের অভিলাষিণী হইত, ঐ দেখুন, সেই দেহ এখন কঙ্কালমাত্রে পরিণত হইয়াছে! তাত! ঐ দেখুন, আমার সেই সুশোভন দশনরাজি নিতান্ত ভীষণ, বদনমণ্ডল তাপসম্পর্কে শুষ্ক ও বিকৃত এবং সমস্ত দেহ কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বন্যমৃগগণ উহা দর্শন করিয়া ভয়ে চিত্রপ্রায় অবস্থিতি করিতেছে। ঐ দেখুন, সেই দেহ যেন এই অবস্থায় অত্যুচ্চ শিলাতলে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছে। অর্থাৎ বলিতেছে, সকল দেহেরই পরিণামে এই দশা হইয়া থাকে। এবিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও প্রভেদ নাই। ঐ দেখুন, দেহ যেন রূপরসাদির প্রলোভনপরিহার-পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করিয়া, পর্ব্বতপ্রান্তে শুষ্ক হইতেছে এবং চিত্তরূপ পিশাচের হস্ত অতিক্রম করিয়া, যেন সুখে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার আর এখন দৈবোৎপাদিত বিপদসমূহের কোনই ভয় নাই। আহা! চিত্তরূপ বেতালের উপশম হওয়াতে, মদীয় এই দেহ যাদৃশ আহ্লাদ অনুভব করিতেছে, ত্রিভুবনেও

তাদৃশ আনন্দোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। তাত! ঐ দেখুন, আর এই দেহের সে সন্দেহ নাই, সেই কৌতুক নাই, সে কল্পনাজাল নাই, সেই জন্য কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে! অথবা, যাহাদের সন্দেহ নাই, কৌতুক নাই, তাহারাই সুখী ও শান্তিরসের অনুভাবক এবং তাহারাই স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ, সন্দেহ নাই! তাত! দেহরূপ বৃক্ষ মনোরূপ মর্কটের মহা উপদ্রবে সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ ও সবেগে বিচলিত হইয়া থাকে। হায়, কি আহ্লাদের কথা! আর আমার এই দেহ বৃক্ষে সেই দুরন্ত মনোরূপ মর্কট নাই; সেইজন্য ইহার শান্তিরও সীমা নাই। ঐ দেখুন, মনোরূপ অনর্থের উপশম হওয়াতে, এই দেহ এখন এই ভয়ঙ্কর পর্ব্বতে ভয়ঙ্কর সিংহগজাদির ভয়ঙ্কর গর্জ্জনেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে অনায়াসেই শয়ন করিয়া আছে! এখন আর ইহার আনন্দের সীমা নাই। এখন ইহা পরমানন্দে পরিণত হইয়াছে। অথবা, যাঁহাদের বুদ্ধি শান্ত ও মনোরূপ বেতালের উপশম হইয়াছে, তাঁহারাই স্বীয় সুবিমল মনীষা সহায়ে অনন্ত সুখসম্ভোগের অন্ত প্রাপ্ত হয়েন; এবিষয়ে আমি তুমি প্রভেদ নাই। হায়, কি আনন্দ! হায়, কি আনন্দ! আমার দেহ এখন চিত্তহীন ও তজ্জন্য পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাত! অদ্য আমি পরমসৌভাগ্যযোগবশতই আমার এই মননহীন, অশেষদুঃখদশাবিহীন, বিগতজ্বরদেহ দর্শন করিলাম!

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! শুক্র বহুদেহ পরিগ্রহ ও পরিহার করেন। তবে তিনি কিজন্য ভৃগুর উৎপাদিত দেহকেই ঐরূপে বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া, তাহাতে অন্যান্য দেহ অপেক্ষা সমধিক স্নেহরস পরবশ হয়েন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, শুক্রের সেই দেহ ঔশনসী তনু রূপে প্রাদুর্ভূত ও ব্রাহ্মণোচিত দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, প্রাক্তন অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। সেইজন্য, প্রাক্তন দেহের জন্য তিনি শোক করিয়াছিলেন। ফলতঃ, জীবন থাকিতে কেহই মর্য্যাদালঙ্ঘনে সমর্থ হয় না। [illegible]র ন্যায় মূঢ় এবং জ্ঞানবান্

উভয়েই সমান। কেবল বাসনামাত্র ভেদবশেই তাহাদের বন্ধ ও মোক্ষ সংঘটিত হয়। যত দিন শরীর বিদ্যমান, তাবৎ ধীর ব্যক্তিরাও অজ্ঞের ন্যায়, সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব এবং দুঃখে সুখ ও সুখে দুঃখ বোধ করেন। অনঘ! চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না; সে হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আয়ত্ত হইলেও সর্ব্বথা বিমুক্ত। এই রূপ, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বশীভূত, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আয়ত্ত না হইলেও, সর্ব্বথা অবিমুক্ত বা বদ্ধ। একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ই সুখদুঃখ ও বন্ধমোক্ষাদির অধিষ্ঠান। অতএব মহাবাহো! তুমি সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন ও শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাহ্য লোকাচারে বিচরণ কর এবং পরমাত্মাতে অবস্থান ও সকল বাসনা পরিহারপুরঃসর সর্ব্বথা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, বাহ্যব্যাপার-পরম্পরা সাধন কর। কেননা কর্ম্মকার্য্যাদিই দেহের সংস্থানস্বরূপ।

এই সংসারবর্ত্মে মমতারূপ যে মহান্ধকূপ বিরাজ করিতেছে, তাহা বিবিধ আপদের আস্পদ এবং আধি ব্যাধি প্রভৃতির আবর্ত্তপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত। তুমি উহাতে পতিত হইও না। যে ব্যক্তি উহাতে নিপতিত হয়, সে চিরকালের জন্য পতিত হইয়া থাকে। আর তাহাকে উত্থান করিতে হয় না। সংসারে কত ব্যক্তি ঐ রূপে পতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌম্য! যাহারা পতিত হইয়াছে, তাহারা আর উঠিতে পারে নাই। অয়ি পদ্মপলাশলোচন রাম! তুমি দৃশ্যবস্তুর অন্তরে অবস্থান করিও না; সর্ব্বদা তাহাদের বাহিরে বাহিরে বিচরণ করিবে। ঐরূপ বাহ্য বিচরণই মুক্তির হেতু। পিতা মরিতেছেন, মাতা মরিতেছেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা মরিতেছে এবং বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলেই মরিতেছে, মরুক, তজ্জন্য শোক কি? কেননা, মৃত্যুই নিয়তি ও একমাত্র প্রকৃতি। তদনুসারে সকলেই, মরিবে, অবশ্যই মরিবে। তবে আর শোক কি, দুঃখ কি ও চিন্তা কি? এইপ্রকার পরিকলন ও তদনুরূপ অনুষ্ঠানাদির নাম

বাহ্যে বিচরণ। এই রূপে তুমি বাহ্যে বিচরণ করিবে এবং দৃশ্য বস্তুজাতও যেন তোমাতে অধিষ্ঠান না করে, সর্ব্বদা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলেই, চরমশান্তি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। অনঘ! তোমার অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার ও তৎসহকারে তোমার নির্ব্বাণ শান্তি সমুপস্থিত হউক এবং তুমি সেই অজ, অমল, শান্ত, সর্ব্বাত্মা বিশ্বেশ্বরকে ভাবনা করিয়া, সর্ব্বথা সুখসম্ভোগ কর। তুমি যদি মোহান্ধকার পরিহার করিয়া, অনুভব দ্বারা সকল বাসনার শান্তিকারক অবিদ্যাহীন অমলপদ লাভ করিতে পার, আমাদের বন্দনীয় হইবে।

সপ্তদশ সর্গ (শুক্রের পুনর্জ্জীবন)।

অনন্তর ভগবান্ কাল শুক্রের সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, তুমি এই তাপস তনু ত্যাগ করিয়া, আপনারই পরিত্যক্ত ঐ ভার্গব দেহে প্রবেশ কর। এই দেহে তুমি অসুরগণের গুরু হইবে এবং মহাকল্পের সমাগমে উহা ত্যাগ করিবে। তখন আর তোমার জন্ম হইবে না। তুমি এই ভার্গব দেহে জীবন্মুক্ত হইবে। তোমাদের কল্যাণ হউক; আমরা অভীষ্ট প্রদেশে গমন করি। এই বলিয়া মহাপ্রতাপ কাল তাঁহাদের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলে, মহামতি শুক্র নিয়তি-পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আপনার সেই শুষ্ক শরীরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্র তাঁহার সেই বাসুদেবনামক বর্ত্তমান দেহ তৎক্ষণাৎ কম্পিত ও ধরাশায়ী হইল। তদ্দর্শনে মহাভাগ ভৃগু মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক কমণ্ডলুসলিলে আশু শান্তিবিধান করিলে, শুক্রের সেই শুষ্ক দেহে নাড়ী সকল পূর্ণভাবে বিরাজিত ও প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হইল। শুক্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পবিত্রদেহ পিতৃদেবকে প্রণাম করিলেন। তখন ভৃগু স্নেহভরে প্রণত পুত্রকে জলদ অদ্রির ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া, হাস্যসহকারে কহিলেন, এই

শুক্রশরীর আমা হইতেই জন্মিয়াছে। অনন্তর পিতা পুত্রে প্রভাতকালীন সূর্য্য পদ্মবৎ পরমশোভা বিস্তার করত মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতির পর তথা হইতে গাত্রোত্থান ও সেই সমঙ্গাতটস্থ দ্বিজদেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরে উভয়ে কিছুকাল কাননবাসে যাপন করিয়া, স্থিরপ্রকৃতি ও জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালসহকারে শুক্র অসুরকুলের গুরু হইলেন।

অষ্টাদশ সর্গ (শুক্রের পুনর্জীবন)।

শ্রীরাম কহিলেন, শুক্রের এই অনুভূতির আভাস যেমন সিদ্ধ হইয়াছিল, অন্য ব্যক্তির কি সেরূপ হয় না?

বশিষ্ঠ কহিলেন, শুক্র স্বীয় চরম জন্মে উপাসনাদি সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তৎপ্রভাবে তদীয় প্রাক্তনদোষ সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাতেই বর্ত্তমানজন্মে পরমাত্মা হইতে তদীয় দেহের প্রথম আবির্ভাব হয়। এই কারণে উহা প্রাক্তন-দোষরহিত ও সর্ব্বথা শুদ্ধভাবাপন্ন। সকল চেষ্টার অবসানে যে বিশুদ্ধ চিত্তমাত্র বিরাজ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে সত্যচিৎ বলিয়া থাকেন। মন নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্ব রূপে পরিণত হইলে, যাহা ভাবা যায়, তাহাই হওয়া যাইতে পারে। শুক্রের যেমন, প্রত্যেক জীবেরও তেমন, এই সকল বিভ্রমজাল স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বীজে অঙ্কুরাদি যেমন স্বয়ং সমুৎপন্ন, প্রত্যেক জীবে দ্বৈতভ্রম তেমন স্বয়ংই আবির্ভূত হয়। এই জগৎ দৃশ্যমান হইলেও, একবারেই মিথ্যা। ইহার কখন উদয় বা অস্ত নাই। ইহা মায়ামোহের ন্যায়, ভ্রান্তিমাত্র। স্বপ্ন ও সংকল্পনগরের ব্যবহারপরম্পরা যদ্রূপ পৃথক্ অনুভূত হয় না, সংসারভ্রমও তদ্রূপ। জ্ঞানদৃষ্টির অভাবপ্রযুক্ত আকাশে সংকল্পনগরাদির ন্যায়, এই সমস্ত মিথ্যা নগরাদি দৃশ্য হইয়া থাকে। শুক্র যেমন, আমরাও তেমন

সংকল্পময় মিথ্যা দেহবিশিষ্ট। এই রূপে এই দৃশ্য জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। অজ্ঞানগর্ভে গাঢ়সন্নিবিষ্ট চিত্তই এই মিথ্যা জগতের সত্যত্ব কল্পনা করে। যাবৎ পরমবস্তু দেখিতে পাওয়া না যায়, তাবৎ জগতের অস্তিত্ব। পরমবস্তু অবলোকিত হইলেই, ইহার বিনাশ হইয়া থাকে। মনের মননই জগৎ। সুতরাং, মন ও জগৎ উভয়ে এক বস্তু। সত্য বিচার দ্বারা ইহাদের একের অভাব হইলে, উভয়েরই বিনাশ হইয়া থাকে। মার্জ্জনা দ্বারা মণির প্রভা যেমন প্রস্ফুরিত হয়, সৎশাস্ত্র ও উপাসনাদি উপায়-সহায়ে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, তাহাতে তেমনি সত্যের প্রতিভা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই সত্যই পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান ও সাক্ষাৎ পরমপদ। চিরকাল একাগ্র হইয়া দৃঢ়রূপে অভ্যাস করিলে, চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং চিত্ত শুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই, সত্যের বিমল জ্যোতিঃ তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যেরূপ মলিন বস্ত্রে সুশোভন বর্ণের সংক্রম বা স্থানপ্রাপ্তি হয় না, তদ্রূপ অবিশুদ্ধ চিত্ত কখন অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ধারণ করিতে পারে না। বাসনা-ক্ষয়ই একমাত্র চিত্তশুদ্ধির কারণ। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, তাহাতে যে প্রবোধসঞ্চার হয়, তৎপ্রভাবে অবিলম্বেই পরমাত্মসংসর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সৌম্য! মলিন মন ও এই দগ্ধ মৃত্তিকা উভয়ই এক পদার্থ। কেননা, দগ্ধ বা অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, মলিন চিত্তেও তদ্রূপ জ্ঞানাঙ্কুরের উদ্ভব সম্ভব নহে। যে বস্তু যৎস্বভাব, সে তাহারই সহিত মিলিত হয়; যেমন জলে জল ও অনলে অনল ইত্যাদি। এই নিয়মে মলিন চিত্তে তৎস্বভাব পাপাদিরই আবির্ভাব হয়; অতৎস্বভাব প্রবোধাদির সঞ্চার-সম্ভাবনা কোথায়? এই কারণে সঙ্কুচিত চিত্তে সদ্ভাব সকল স্থানপ্রাপ্ত হয় না। তথাহি, কূপ প্রভৃতি অতীব সঙ্কুচিত স্থানে ভেক প্রভৃতি অতীব হেয় বস্তুরই সন্নিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে আলোক নাই, সেখানে অন্ধকারেরই অধিষ্ঠান এবং যেখানে

অন্ধকার, সেখানে দুষ্ট সর্পাদিরই অবস্থান, ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। অনঘ! তুমি এই দৃষ্টান্তে আপনার মনকে সর্ব্বথা শুদ্ধভাবে পরিণত করিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে, আর কখনও শোক করিতে হইবে না। কেননা, অবিশুদ্ধ চিত্তের স্বভাবই শোক করা। চিরকালই তাহাকে এইপ্রকার শোক করিতে হয়।

ঊনবিংশ সর্গ (জীবনখণ্ডাবতার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ব্রহ্ম, কদলীস্তম্ভের ন্যায়, শীতলস্বভাব। কদলীপত্র যেমন কদলী হইতে ভিন্ন নহে, শত শত সর্গ তদ্রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বীজ যেমন রসসংযোগে স্ফুটিত ও বৃক্ষ রূপে আবির্ভূত হইয়া, পুনরায় বীজরূপেই পরিণত হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ মনোরূপে পরিণত হইয়া, প্রবোধসহায়ে পুনরায় ব্রহ্মভাব ধারণ করেন। বীজ যেমন রসরূপ কারণ সাহায্যে ফল হইয়া থাকে, জীব তেমন ব্রহ্মরূপ কারণসহায়ে জগৎ রূপে পরিণত হয়েন। রস কোথা হইতে জন্মিল, ইহা যেমন বলা বক্তার উচিত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মের কারণ কি, এইপ্রকার বাক্যও উপযুক্ত নহে। যাঁহার বিকার নাই, ও কোন প্রকার কারণ নাই সেই ব্রহ্মে কারণস্বরূপ বস্তুর সত্তা সম্ভব নহে। অতএব একমাত্র সার বস্তুরই বিচার করিবে; অসার বস্তুর বিচারণায় পুরুষার্থের লেশ নাই। বীজ যেমন নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া, অঙ্কুর ও কাণ্ডাদিরূপে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া, জগৎস্বরূপে দৃশ্যমান হয়েন। রাম! বীজ সাকার, অতএব নিরাকার পরমপদের সহিত তাহার তুলনা করা সম্ভব হইতে পারে না। সেই শিবস্বরূপ পরমপদে তুলনার স্থলই বা কোথায়? শুদ্ধ জ্ঞানশিক্ষার জন্য এইপ্রকার উপমা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মই স্বয়ং উৎপন্ন হন; তিনি ভিন্ন আর কিছুই জন্মে না।

অতএব তুমি শূন্যস্বরূপ জগৎকে অজাত ও ব্রহ্মস্বরূপ, জানিবে। যে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন করে, সে কখন আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না। মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রম হইলে, অজ্ঞানই প্রকাশ পায়। সেই রূপ, জ্ঞানের উদয় হইলে, সেই মৃগতৃষ্ণাই বা কোথায়? চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুই দেখা যায়; কিন্তু চক্ষু আপনাকে যেমন দেখিতে পায় না; দ্রষ্টা তদ্রূপ স্বীয় সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি দৃশ্য দর্শন করে, সে দ্রষ্টাকে দেখিতে পায় না। এই রূপ, দ্রষ্টা দৃষ্ট হইলে, দৃশ্যের অভাব হইয়া থাকে। তুমি এই জগৎরূপ দৃশ্য পদার্থকে দর্শন না করিয়া, ইহার দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপ সেই একমাত্র ব্রহ্মকেই দর্শন কর, তাহা হইলে, তোমার দৃষ্টি নির্ব্বাণ শান্তি লাভ করিবে। সংসারে সেই দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য নাই, ইহা জানিয়া, তুমি সর্ব্বথা দৃশ্যদর্শনে নিবৃত্ত হইবে। দৃশ্যদর্শননিবৃত্তিই মুক্তির হেতু ও নির্ব্বাণ সুখের সেতু। যোগীগণ একাগ্র হৃদয়ে এইরূপ দ্রষ্টাকে দর্শন করেন; তাঁহাদের মনোনয়ন হইতে দৃশ্যজাল একবারেই তিরোহিত হইয়া থাকে।

বিংশ সর্গ (জাগ্রৎ, স্বপ্ন; সুষুপ্তি ও তুর্য্যবিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ব্রহ্ম জীবের বীজস্বরূপ। তিনি আকাশরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান; এই কারণে এই জীবোদর জগতে বহুবিধ জীব বাস করে। সমস্ত জীবই সেই চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই জীব আত্মসিদ্ধির জন্য যেরূপ যত্ন করে, বিচিত্র উপাসনাক্রমবশে সেই রূপেই জন্মিয়া থাকে। এই হেতু, দেবজীব দেবতা ও পক্ষীজীব পক্ষী রূপে প্রাদুর্ভূত হয়।

রাম কহিলেন, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, এই উভয় অবস্থার পরস্পর পার্থক্য নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে অবস্থায় প্রত্যয়ের স্থিরতা থাকে, তাহার নাম জাগ্রৎ এবং যে অবস্থায় স্থিরতা থাকে না, তাহাকে স্বপ্ন

বলে। জাগ্রতের অভাবই স্বপ্ন এবং স্বপ্নের অভাবই জাগ্রৎ। অনঘ! যাবৎ সম্বেদনের স্থিরত্ব, তাবৎ জাগ্রৎ অবস্থা। এই সম্বেদনস্থিরতার ক্ষণমাত্র ভঙ্গ হইলেই, স্বপ্নদশার সঞ্চার হয়। যাহা দ্বারা প্রাণধারণ হয়, তাহার নাম তেজ, বীর্য্য, শক্তি ও জীব-ধাতু ইত্যাদি। শরীর মন, কর্ম্ম ও বাক্যসহায়ে ব্যবহারনিরত হইলে, এই জীবধাতু, বায়ুবশে বিক্ষুব্ধ, হৃদয় হইতে প্রসর্পিত ও সমস্ত শরীরে নাড়ী প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া, বিবিধ সম্বিদের সমুদ্ভাবন করে। এই অবস্থাকেই স্বপ্ন কহে। স্বপ্নসময়ে এই দৃশ্য জগৎ বিবিধ আকার ও বিকার বিশিষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সম্বেদনের নিবৃত্তি হইয়া, জগদ্ভ্রমশান্তি হইলেই, জাগ্রৎ অবস্থা বলা যায়।

রাম! দেহ ঐরূপে ব্যবহারনিরত না হইলেই, জীবধাতু শান্ত ও সুস্থভাবে অবস্থিতি করে। তখন আলোকের একমাত্র কারণ দীপ যেমন বায়ুশূন্য গৃহে বিক্ষুব্ধ হয় না, তদ্রূপ বায়ু সেই জীব-ধাতুকে কোন মতেই বিক্ষোভিত করিতে পারে না এবং নাড়ী প্রভৃতিতেও তাহার আর সঞ্চার হয় না। ইহারই নাম সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থায় চিৎ উপাধিশূন্য ও স্বচ্ছভাবাপন্ন হইয়া, ব্রহ্মাত্মাতে লীন হন। তখন আর সংসারজ্ঞান প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় না। তখন, আমি তুমি, বা আমার তোমার, ইত্যাকার অভিমানপ্রচার বিগতসঞ্চার হইয়া, পরম সুস্থদশার আবিষ্কার করে। এই সুষুপ্তির পর তুরীয় দশা। যোগীগণ সমাধিবলে বীতকষায় হইয়া, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া, উল্লিখিত তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই তুরীয় পদই ব্রহ্মপদ। এই পদে অধিষ্ঠিত হইলে, আত্মার সহিত আত্মার মিলন সম্পন্ন হয়। তখন আর শোক, ভয়, সন্দেহ, বিস্ময় ও কৌতুকাদি দুঃখসাধন ব্যাপারপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত, সঙ্কটসমুদ্রে পরিপূর্ণ, বিপদাগুরায় বিনিবদ্ধ, শত ক্লেশের আধারভূত, পাপ-তাপগ্লানিপূর্ণ যোনিযোগ ভোগ করিতে হয় না।

অয়ি মহাবাহো! তুমি বিশিষ্টরূপ-বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানবিশিষ্ট। এই সমস্ত অবগত হইয়া, অসৎস্বরূপ জগতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর। তাহা হইলে, আর তোমাকে শোক করিতে হইবে না। ইহা ভিন্ন, সংসারে শোকনিবারণের অন্য পন্থাও আর নাই। মানুষ মরিবে, অবশ্য মরিবে। যতদিন থাকা যায়, ততদিন সুখে থাকাই ভাল। আবার মৃত্যুর পর যাহাতে ঐ সুখের কোন কালেই ভঙ্গ বা অভাব না হয়, তদ্বিষয়ক যত্ন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার ন্যায়, পরমবুদ্ধ ও পরমশুদ্ধ মহাভাগ ব্যক্তিকে এই সকল উপদেশ করা বাহুল্য।

একবিংশ সর্গ (বিজ্ঞানবাদ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! মনের স্বভাব ও স্বরূপ প্রভৃতি বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে, বলিয়াই তোমার নিকট জাগ্রদাদি অবস্থা সকল কীর্ত্তন করিলাম; নতুবা ইহার অন্যবিধ উদ্দেশ্য নাই। দৃঢ়নিশ্চয়বিশিষ্ট মন যখন যাহা ভাবনা করে, তখনই সেইরূপে পরিণত হয়। ফলতঃ, অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া সকল বস্তুকেই স্ব স্ব রূপে পরিণত করে, মনও তেমনি দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে সর্ব্বস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই মন শুভ বিষয়ে বিনিবিষ্ট হইলে, অণিমাদি ভূমিসকল অধিকার করা যাইতে পারে এবং অশুভ বিষয়ে নিযুক্ত হইলে, নরকাদি গতি লাভ হয়। সুতরাং, মনই কর্ত্তা, মনই পুরুষ এবং মনই কারণ। শরীর এই মনের অধীন, এই কারণে মনকে চেত ও শরীরকে চেত্য বলে।

রাম কহিলেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। অতএব বলিতে আজ্ঞা হউক, একমাত্র নিত্য নিরাময় বস্তু থাকিতে, এই মনোরূপিণী ম্লান সংবিৎ কোথা হইতে কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল? এই সংবিৎ কে? আমার মনে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামভদ্র! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার বুদ্ধি মোক্ষলাভের অধিকারিণী হইয়াছে এবং যেরূপ পূর্ব্বাপর-বিচারার্থপরায়ণা হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই শঙ্করাদির প্রাপ্তপদে অধিরোহণ করিবে! কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপযুক্ত নহে; নির্ব্বাণপ্রকরণে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিও। অধুনা, মনের নির্ণয়রূপ যে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাই শ্রবণ কর। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা নির্দ্দেশ করেন, মনের মননধর্ম্মিণী প্রকৃতিরূপা চিৎই কর্ম্ম, ইহা শ্রুতিপ্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। বাগ্মীপুরুষগণ বিচিত্র শাস্ত্রদৃষ্টি সহায়ে দর্শনাদিভেদে সেই চিত্তের যে অভিমত নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্রবণ কর।

কর্ম্মের যে বীজ, তাহাই মন। কুসুম ও গন্ধের সত্তা যেমন পরস্পর ভিন্ন নহে, কর্ম্ম ও মনের সত্তা তদ্রূপ অভিন্ন। বায়ু যেমন গন্ধের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক গন্ধস্বরূপপরিগ্রহ করে, মন তদ্রূপ যাহা আশ্রয় করে, তাহারই স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক তন্ময় হইয়া থাকে। মন আত্মার দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ যাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার অনুরূপ স্পন্দ ও কর্ম্ম নামক শাখা বিস্তার এবং অনুরূপ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল সম্পাদনপূর্ব্বক সত্বর তাহা অনুভব করে। এই মন আপনার প্রতিপত্তি দ্বারা সতত চতুর্ব্বর্গের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হয়। বিবিধ দেহবিশিষ্ট রীতিসমুদায় এই মন হইতেই জন্মগ্রহণ করে। মনের অভ্যাসেই সমুদায় বিষয় আয়ত্ত হয়। মন যদি দৃশ্যবিষয়ে বিচরণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে, আর তজ্জনিত সুখ দুঃখ তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। অনঘ! এই দৃশ্যবন্ধন হইতেই মোহ ও ভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তুমি এই অপবিত্র ও অসৎস্বরূপ দৃশ্যবন্ধন ত্যাগ কর। পণ্ডিতেরা সম্বিদ্‌কেই মায়া, অবিদ্যা ও ভয়াবহ ভাবনা নামে নির্দ্দেশ এবং তাহার তন্ময়ভাবেই কর্ম্ম নামে উল্লেখ করেন। তন্ময় ভাবে অবস্থিত দৃশ্যের নাম অবিদ্যা, কল্পিত

হইয়া থাকে। অনঘ! এই অবিদ্যা সর্ব্বনাশের হেতু ও কল্যাণ-লাভের মূর্ত্তিমান্ অন্তরায়। ইহা দ্বারা লোকের দৃষ্টি অন্ধকারের ন্যায়, প্রতিহত হইয়া থাকে। দৃষ্টি প্রতিহত হইলে, ভাল মন্দ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য, অবিদ্যাচ্ছন্ন অবিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গ অন্ধের সহিত উপমিত হইয়া থাকে।

যে আত্মা পদার্থসঙ্গপরিহার পূর্ব্বক স্থিরভাব আশ্রয় করিয়াছে এবং যাহার সত্যদৃষ্টি প্রসন্ন ও অসত্যদৃষ্টি মলিনভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই বিশুদ্ধ আত্মাই নির্ব্বিকল্প চিৎ লাভ করে। যাহার সত্তা বা অসত্তা নাই এবং সুখ বা দুঃখ নাই, একমাত্র পরমাত্মভাবই যাহার অন্তরে বিরাজমান এবং মন অনর্থভাবনা সমুপস্থিত করিয়া, যাহার অন্তর ব্যাকুল করিতে সমর্থ না হয়, তাহারই আত্মলাভ হইয়া থাকে। এই আত্মলাভই সাক্ষাৎ মুক্তি, এই আত্মলাভই সাক্ষাৎ নির্ব্বাণসুখ এবং এইআত্মলাভই সাক্ষাৎ চরমশান্তি বা চরমবিশ্রাম। অতএব তুমি সতত আত্মলাভে যত্ন কর। তাহা হইলে, সকল শোক ও সকল দুঃখের বহির্ভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

অনঘ! যাহা অতি উপাদেয় বা অসামান্য, যাহা অনায়াসে লাভ করা যায় এবং যাহা কল্পনার অতীত, তাহাই সুখের হেতু। এই আমি, এই জগৎ, ইত্যাদি সম্ভ্রম সমস্ত বালকের সন্ধ্যাসময়সমুপস্থিত বেতালচ্ছায়ার ন্যায়, সম্পূর্ণ অলীক। লোকের ভাব, অভাব ও সুখ দুঃখাদি যে ক্ষণমধ্যেই উদিত ও অস্তমিত হয়, কল্পনাই তাহার কারণ। অতএব তুমি সর্ব্বভাবময়স্বরূপ সংকল্প ত্যাগ করিয়া, সুষুপ্তবৎ আত্মাতে অবস্থিতি কর, আত্মায় অবস্থানই পরম শান্তি। সংসারে হেয়োপাদেয় যে কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই মোহের কারণ। চঞ্চল মন কল্পনাবশে ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। কদাচ তাহাতে আসক্ত হইও না। আসক্ত হইলে অপার মোহে আচ্ছন্ন ও অভিহত হইতে হইবে। স্ত্রীকে বা পুত্র কন্যাকে আলিঙ্গন করিলে, তৎক্ষণমাত্র সুখ, পশুরাই ক্ষণিক

সুখে আসক্ত হয় এবং এইপ্রকারে ক্ষণিক সুখই মমতার ও মোহের হেতু। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। অতএব তুমি একমাত্র আত্মাকেই অনাদি অনন্ত ও দৃশ্য জগৎকে অবস্তু অলীক বিবেচনা করিয়া, জগতের অনুরঞ্জন পরিহার ও আত্মার অনুসরণ কর। সংসারে অনুরাগই মৃত্যু ও বন্ধন। কদাচ যেন তোমার চিত্তে সেই অনুরাগ লব্ধপদ বা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত না হয়। তাহা হইলে, জীবন্মৃত হইয়া, অনন্তকাল অনন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইবে। তোমার ন্যায়, কৃতপ্রজ্ঞ ও কৃতচিত্ত ব্যক্তিকে অধিক উপদেশ করা বাহুল্য।

দ্বাবিংশ সর্গ (অমুত্তমপদে বিশ্রান্তিবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যাঁহারা আত্মতত্ত্বের বিচারমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়াছে, যাঁহারা সংকল্পত্যাগ ও হেয় দৃশ্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা পরিণত হইয়াছে, যাঁহারা উপাদেয় গ্রহণ ও সাক্ষিচিদ্‌বেদ্যমাত্র দর্শন করেন, যাঁহারা আত্মভিন্ন বস্তুর দর্শন করেন না, যাঁহারা অবশ্যজ্ঞেয় চরমতত্ত্বে অবস্থান ও তাহারই ধ্যান করেন, যাঁহারা মহামোহময় নিবিড় সংসারবর্ত্মে লিপ্ত হয়েন না; যাঁহারা অত্যন্তবৈরাগ্যবশতঃ কি সরস, কি নীরস, যাবতীয় আভোগরম্য বিষয়ভোগে বিরক্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের আশার লেশমাত্র নাই, হিমকণা যেমন আতপে বিগলিত হয়, তাঁহাদের অজ্ঞান তেমনি বিনষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, তাঁহারা আত্মাতে বিলীন ও পরমাত্মাতে চিরকালের জন্য বিশ্রান্ত হন। তখন মূষিক যেরূপ খগজাল ছিন্ন করে, বৈরাগ্যবশে তেমনি বাসনাজাল ছিন্ন ও অহংকাররূপ হৃদয়গ্রন্থি বিশীর্ণ হওয়ায়, কেতক বা নির্ম্মাল্যযোগে জল যেমন নির্ম্মল হয়, বিজ্ঞানের সহায়তায় তাঁহাদের স্বভাব তেমনি মলভার পরিহার করে। তখন তাঁহারা বীতরাগ, বিষয়সর্ব্বির-

হিত, ভার্য্যাদি-দ্বন্দ্ববর্জ্জিত ও নিরাশ্রয় হইয়া, পঞ্জর হইতে পক্ষীর ন্যায়, মনোমোহ হইতে বিনির্গত হয়েন। তখন তাঁহাদের চিত্ত অশান্তিহীন, সন্দেহহীন, দৌরাত্ম্যহীন, কৌতুকহীন, বিভ্রমহীন ও পূর্ণান্তর হইয়া, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান ও নির্ব্বাত সাগরের ন্যায় স্থিরভাবে শোভমান এবং সর্ব্বত্র সাম্যবান্ বা সমদর্শী হইয়া থাকে। তখন তাঁহাদের পুণ্যরূপপত্র-শালিনী প্রজ্ঞারূপ পদ্মিনী চিৎরূপ সূর্য্যকে সন্দর্শনপূর্ব্বক হৃদয়রূপ সরোবরে সমুল্লাসিনী হয় এবং সত্ত্বগুণরূপ অমৃতসান্নিধ্যবশতঃ ভুবনের আনন্দ বিধান ও হৃদয় হরণ করিয়া, শশিকলাবৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশালিনী হইয়া থাকে।

বলিতে কি, জ্ঞেয় বস্তু যাঁহাদের পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পরম-বিস্ময়াবহ আকাশকোশের ন্যায়, তাঁহাদের উদয় বা অস্ত নাই। যাঁহারা ঐরূপ ব্রহ্মবিচার দ্বারা আত্মস্বভাব বিদিত হইয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই সেই মহাত্মাদিগকে অনুগ্রহ করেন। ইতর ব্যক্তিরা যেমন বাসনাবশতঃ বারংবার যাতায়াত করিয়া, জন্মমরণরূপ অজ্ঞানকেই গ্রহণ করে, প্রজ্ঞাকে নহে; প্রাজ্ঞগণের স্বভাব সেরূপ নহে। ব্রহ্মলাভপ্রযুক্ত তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব কিছুই হয় না। তাঁহারা বিশিষ্টরূপ জ্ঞানালোক লাভ করত মায়াদির কৌতুক দর্শন জন্যই সংসারে পর্য্যটন করেন; কদাচ তাহাতে লিপ্ত বা আক্রান্ত হয়েন না। অজ্ঞদের স্বভাব সেরূপ নহে। তাহারা সংসারে লিপ্ত ও বদ্ধ হইয়া থাকে। শরীর ভূষিত বা দূষিত, যাহাই হউক, প্রাজ্ঞগণের কখন মৃত্যু হয় না। তাঁহারা আত্মজ্ঞানবলে একবারেই অজর ও অমর হইয়া থাকেন।

বিবেকরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে, মিথ্যাভ্রমরূপ ভূমিতে প্রাদুর্ভূত বাসনারূপ কৃষ্ণনিশার তৎক্ষণাৎ অবসান হয়। তখন ভাল মন্দ ও আত্মা অনাত্মা সুস্পষ্ট দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়। আমি কে, কিজন্য জন্মিয়াছি, এইরূপ বিচারের উদয়

না হইলে, এই অন্ধকারসদৃশ সংসাররূপ আড়ম্বরের ক্ষয় হয় না। যাবৎ এই আড়ম্বরের ক্ষয় না হয়, তাবৎ কোনকালেই বন্ধন চ্যুত বা মুক্তি অধিগত হয় না। অবিমুক্ত পুরুষ পশুর সমান বা তাহা অপেক্ষাও অধম, এবিষয়ে কোন্ সন্দেহ নাই।

অয়ি প্রাজ্ঞ। এই দেহ বিবিধ আপদের আস্পদ ও মিথ্যা-ভ্রমসমুদিত। যিনি আত্মভাবনা দ্বারা ইহাকে দর্শন না করেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন। যিনি অহঙ্কারের আধার এই দেহে দেশকালবশজনিত সুখদুঃখাদি দর্শন না করেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন। আমি এই অপার আকাশ ও দিক্‌কালাদিক্রিয়াম্বিত বিশ্বের কিছুই নহি, যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন। আমি কেশাগ্রের লক্ষভাগ অপেক্ষা বহুকোটি অংশে সূক্ষ্ম, যিনি আত্মাকে এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন এবং তিনিই সর্ব্বব্যাপী। যিনি অভেদদৃষ্টির বশীভূত হইয়া, সর্ব্বদাই জীব ও দৃশ্যবস্তুমাত্রকে চিজ্জ্যোতিরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বশক্তি, অনন্তাত্মা ও অদ্বিতীয়স্বরূপ চিৎকে আপনার অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যিনি প্রজ্ঞাবলে আত্মাকে আধি, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, ভয় ও উদ্বেগহীন দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। আমার মহিমা অধঃ, ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ সকলস্থানব্যাপী এবং আমি অদ্বিতীয়স্বরূপ, যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। মণি যেমন সূত্রে গ্রথিত, সমস্ত তেমনি আমাতেই সম্বদ্ধ, যিনি এইরূপ দর্শন করেন তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। আমিও নাই এবং অন্য কোন বস্তুও নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি নিরাময়; সৎ ও অসতের মধ্যে যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। এই সমস্ত ভুবন আমারই অবয়ব, যিনি অন্তরে এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। এই ক্ষুদ্র ত্রিলোকী আমার অবশ্যপ্রতিপাল্যা ভগিনী স্বরূপ, যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই

যথার্থ দর্শন করেন। যাঁহার আত্মত্ব, পরত্ব, তত্ত্ব ও মহত্ত্ব এই সকলের বিনিবৃত্তি হইয়াছে, তিনিই মহাত্মা, তিনিই সুলোচন এবং তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যে চিদ্রেরববপু এই সমস্ত জগজ্জাল ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন, যিনি তাঁহাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যিনি আকাশের ন্যায় একাত্মা ও সর্ব্বভাবগত হইয়াও, কোন বিষয়েই লিপ্ত না হন, তিনিই মহাত্মা ও মহেশ্বর। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তমঃপ্রকাশময়ী অবস্থাত্রয় অতিক্রম ও তুরীয়দশা লাভ করিয়া, মৌনী ও স্বস্থভাবে অবস্থান করেন, তাঁহাকে নমস্কার। ব্রহ্মেই যাঁহার ঐকান্তিক মন, যিনি পরমবোধবিশিষ্ট, যিনি সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ, এবং এই সংসারের উদয় আছে, অস্ত আছে, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, যিনি সর্ব্বত্রই অনন্তরূপিণী ব্রাহ্মী সৃষ্টি স্থাপন করেন, সেই মহাপুরুকে নমস্কার।

ত্রয়োবিংশ সর্গ (দেহস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যিনি জীবন্মুক্ত এবং পরমপদ আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি এই দেহরূপ নগরীতে আসক্ত না হইয়া, রাজ্য করেন। এইজন্য এই নগরীতে কখন কোন রূপে তাঁহার দুঃখের সঞ্চার হয় না। তিনি এই মহাপুরীতেই ভোগ, মোক্ষ ও সুখ-সম্ভোগ করেন।

রামচন্দ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিজন্য শরীরের নাম নগরী? একমাত্র যোগিগণই বা কি জন্য ইহাতে বাস ও রাজ্য করেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো! প্রাজ্ঞের পক্ষে এই শরীরনগরী পরমমনোহারিণী ও সর্ব্বগুণশালিনী। আত্মজ্যোতিরূপ সূর্য্য ইহাতে আলোক বিতরণ করেন। দুই নেত্র ইহার দুই বাতায়ন। ইন্দ্রিয়রূপ প্রদীপ তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, ভুবনান্তর প্রকাশিত করে। করদ্বয় ইহার পথ রূপে বিস্তৃত হইয়া, ইহার পাদরূপ

উপবনপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই পাদরূপ উপবন রোমরাজি-রূপ গুল্মলতায় আচ্ছন্ন ও জঙ্ঘোরুরূপ স্তম্ভদ্বয়ে অলঙ্কৃত। ইহার বদনরূপ উদ্যান ভ্রূ, ললাট ও ওষ্ঠাদি দ্বারা পরম শোভা বিস্তার করিয়াছে। ইহার কল্পনারূপ বিহারস্থলী কটাক্ষরূপ ভ্রাম্যমাণ উৎপলদলে অলঙ্কৃত ও বক্ষস্থলরূপ সরোবর স্তনরূপ পঙ্কজ সুশোভিত এবং ঐ সরোবরের স্কন্ধরূপ অত্যুচ্চ তীরভূমি ক্রীড়মাণ ঘন রোমরাজিতে বিরাজিত। উদর এই নগরীর কোশাগার। উহা অন্নরূপ ধনে পরিপূর্ণ। কণ্ঠদ্বয় এই উদরকোশের কবাট। বায়ুবশে এই কবাট উদ্ঘাটিত হইলে, বিপুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রাপ্ত শব্দাদিরূপ রত্নপরম্পরা এই মহাপুরীর শোভা বিধান করে। হৃদয়স্থ বিচারূপ রত্নপরীক্ষকগণ ঐ সকল রত্নের পরীক্ষা করেন। প্রাণরূপ নগরবাসীরা ইহার নবদ্বার দিয়া, সর্ব্বদা যাতায়াত করে। চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপ মর্কটগণ ইহাতে বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বদ্ধ আছে। ইহার বদনরূপ উদ্যান হাস্যরূপ বিকসিত কুসুমে পরম শোভা বিস্তার করে। এইরূপে মনোজ্ঞ ব্যক্তির এই শরীরনগরী সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরী পরমহিতকরী ও অনন্তসুখের সেতু স্বরূপ।

রাম! এই নগরী যেমন অজ্ঞগণের অনন্ত দুঃখের আগার, প্রাজ্ঞগণের তেমনি অনন্ত সুখ বিধান করে। ইহার বিনাশে অজ্ঞগণের যেমন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, প্রাজ্ঞগণের তেমন কিছুই হয় না, সামান্যমাত্র ক্ষতি হইয়া থাকে। এই রূপে এই নগরী প্রাজ্ঞগণের অশেষ ভোগমোক্ষ বিধান করে, এইজন্য ইহার নাম দেবরথ এবং ইহা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ইত্যাদি লাভ হয়, এইজন্য ইহার নাম লাভদা। ইহা সুখদুঃখাদি বিবিধ ক্রিয়ার আধার, এইজন্য ইহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাধার বলে। প্রাজ্ঞপুরুষ, স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায়, এই পুরীতে বিগতজ্বর ও অব্যগ্র হইয়া, অবস্থিতি করেন। তিনি কখনই মনোরূপ মত্তমাতঙ্গকে কামনান্বিধো প্রেরণ, প্রজ্ঞারূপ কন্যাকে অধর্ম্মের হস্তে অর্পণ, অথবা অজ্ঞানরূপ

পররাষ্ট্রের ছিদ্র অন্বেষণ করেন না। কেবল সংসাররূপ শত্রুভয়ের মূলস্বরূপ স্নেহ বিনাশ করিয়া, আপনার প্রজ্ঞারূপ রাজ্য নিরাপদ করেন। এই সংসাররূপ অসার তৃষ্ণানদী কামভোগাদিরূপ ভীষণ জলজন্তুগণে সমাচ্ছন্ন এবং সুখদুঃখাদিরূপ প্রবাহে পরিপূর্ণ। প্রাজ্ঞপুরুষ কখনই ইহাতে মগ্ন হন না। তিনি ইহাতে স্নানমাত্র করিয়া, ইহার অন্তর বাহিরে ব্রহ্মমাত্র দর্শন করেন।

যাঁহারা আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, এই শরীরনগরী তাঁহাদের পরম সুখ সমুৎপাদন করে। ইহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, ভোগমোক্ষের আধার, ইহার স্থিতিতেই সকলের স্থিতি। কিন্তু ইহার বিনাশে কিছুই বিনষ্ট হয় না। এইজন্যই ইহা নিরতিশয় সুখ সমুৎপাদন করে। ঘট ভগ্ন হইলে, তন্মধ্যস্থ আকাশ যেমন বিনষ্ট হয় না, এই দেহের বিনাশে তেমন তাহার অভ্যন্তরীণ বস্তুর বিনাশ হয় না।

আত্মা রূপী পুরুষ এই নগরের অধিবাসী। তিনি স্বীয় প্রারব্ধের অবসানে মোক্ষভোগ করেন। সেই পুরুষ সকল অর্থ ও সকল ক্রিয়াতেই উন্মুখভাবাপন্ন এবং কখন ব্যবহারদর্শী হইয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কখন পরমার্থদর্শী হইয়া, তৎসমস্ত বিসর্জ্জন করেন, কখন বা মনের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তখন তিনি অশেষবিধ সম্পত্তি সহায়ে পরমসৌন্দর্য্যশালী হইয়া, পূর্ণচন্দ্রবৎ সকল দিকের শোভা সাধন করত বিরাজমান হয়েন। তখন ভোগ সকল তাঁহার খেদের কারণ না হইয়া, সন্তোষ সমুৎপাদন করে। ব্যবহারিক ক্রিয়াসকল তাদৃশ প্রাজ্ঞপুরুষের কোনরূপ শঙ্কা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। তিনি অনাসক্ত হইয়া, তত্তৎ ক্রিয়াসকলে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং কল্পনাহীন, কৌতুকহীন ও সন্দেহবিহীন হইয়া এই শরীরনগরীতে পরমসুখে সাম্রাজ্য করেন।

অঙ্কুশ দ্বারা মাতঙ্গের ন্যায়, বিচার দ্বারা বিষয় বিদ্রুত মন বশীভূত হইয়া থাকে। ভোগে বিনিবিষ্ট মনকে অগ্রে সর্ব্বতো-

ভাবে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যই ঐরূপ বিনাশের সাধন। পণ্ডিতেরা বিষয়মদে মত্ত মনোরূপ মাতঙ্গের দ্বিবিধ অঙ্কুশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বৈরাগ্যই প্রথম অঙ্কুশ।

কোন ব্যক্তিকে অগ্রে তাড়িত করিয়া, পশ্চাৎ সম্মানিত করিলে, তাহার সেই সম্মান অনন্ত বলিয়া মনে হয়। অনার্ত্ত ব্যক্তি সম্মান বা বহুমান্ জানিতে পারে না। সাগর যেমন সলিলপূর্ণ হইলেও, সলিল গ্রহণ করে, তদ্রূপ পূর্ণ বস্তু অন্য বস্তুর কামনা করে। শত্রুকর্ত্তৃক বদ্ধ ভূপতিকে অনুগ্রহপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া, একমাত্র গ্রাম প্রদান করিলে, তাহাতেই তাঁহার পরম সন্তোষ সমুদ্ভূত হয়; কিন্তু স্বাধীন ভূপতি বিশাল রাজ্যকেও তুচ্ছ বোধ করেন। সেই রূপ, মনকে দৃঢ় রূপে নিগৃহীত ও ভোগসুখে বঞ্চিত করিয়া, পশ্চাৎ স্বল্পমাত্র সুখ ভোগ করিতে দিলে, তাহাই তাহার প্রচুর বলিয়া মনে হয়।

ইন্দ্রিয়গণ হৃদয়ের শত্রুস্বরূপ। তাহাদিগকে জয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাঁহারা মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই চেতনাসম্পন্ন, তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই পুরুষগণের অগ্রগণ্য। যাঁহার হৃদয়রূপ-গর্ত্তস্থ মনোরূপ ভুজঙ্গ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং তজ্জন্য যিনি বিগতশোক ও বিগতজ্বর হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষকে নমস্কার।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ (মনের অসত্তা প্রতিপাদন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ মহানরকরূপ সাম্রাজ্যের অধিপতি। তাহাদিগকে জয় করা সহজ নহে। তাহারা দুষ্কৃতিরূপ মত্ত বারণ ও আশারূপ শত শলাকা সহায় হইয়া, বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা স্বভাবতঃ কৃতঘ্ন, এইজন্য, আপনাদের আশ্রয় দেহকে বিনষ্ট করে। অনঘ! ইন্দ্রিয়গণ পক্ষিরূপে কার্য্যাকার্য্যরূপ পক্ষ বিস্তার ও বিষয়রূপ আমিষ আহার

করিয়া, এই শরীররূপ কুলায়ে সর্ব্বদা বিহার করে। বিবেকরূপ দুর্ভেদ্য জাল বিস্তার করিয়া, ঐ ইন্দ্রিয়রূপ শঠ বিহঙ্গদিগকে বদ্ধ করিলে, আর কোন কালেই শান্তিভঙ্গ হয় না। যে ব্যক্তি এই কুদেহরূপ পত্তনে বিবেকরূপ ধন সঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহার কোন কালেই অশান্তিরূপ দারিদ্র্যদুঃখের ভোগ হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়গণ কস্মিন্ কালেও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না এবং তিনি কদাচ এই মৃত্তিকাময় দেহের পরিচর্য্যা করিয়া, আপনার অধোগতির দ্বার বিস্তার করেন না।

চিত্তরূপ সর্প ক্ষয়প্রাপ্ত ও মনোরূপ শত্রু নিগৃহীত হইলে, বসন্তকালীন মঞ্জরীর ন্যায়, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ হয় এবং ভোগবাসনা সকল হৈমন্তিকী পদ্মিনীর ন্যায়, ক্ষীণ হইয়া, নির্ব্বাণ-শান্তি সমুদ্ভাবন করে। তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা মন পরাজিত না হইলে, হৃদয়রূপ আকাশ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, বাসনারূপ বেতালসমূহের ভয়ঙ্কর নৃত্যে একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই দেহরূপ সাম্রাজ্যে বিবেকিগণের মনই অভিমত কার্য্য সাধন করে বলিয়া ভৃত্য, সৎকার্য্যসাধনে সবিশেষ নিপুণ বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়াদিরূপ রিপুবর্গের আক্রমণ করে বলিয়া সামন্ত, লালন করে বলিয়া পরমস্নেহময়ী ললনা, পবিত্র করে বলিয়া পাবন, পালন করে বলিয়া পিতা এবং পরমবিশ্বাসভাজন বলিয়া, সুহৃৎস্বরূপ। শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে দর্শন ও অনুভব করিলেই, মন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া, পরম সিদ্ধি সমুদ্ভাবন করে। এই কারণে মনই পরমপিতা। এই মন মহামণিস্বরূপ; সদ্‌গুণসহায়ে অর্জ্জিত হইয়া, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, প্রবোধরূপ তেজে সমুদ্দীপিত হইয়া উঠে। যে বিবেকরূপ কুঠার জন্মরূপ বৃক্ষ ছেদন করে, এই মনই তাহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। অতএব রাম! তুমি পরমসিদ্ধি সাধন জন্য বহু পঙ্কে কলঙ্কিত মনোরূপ মণিকে বিবেকরূপ সলিলে প্রক্ষালিত করিয়া, আত্মজ্ঞান-

রূপ অন্ধকারে জ্ঞানরূপ আলোক লাভ কর। জড়ভাবে আচ্ছন্ন সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, এই বিবিধোৎপাতপরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর ভবভূমিতে পতিত হইয়া, বিবেকবিহীন ও তজ্জন্য অবসন্ন হইও না। এই বিচিত্র সংসারমায়াবশে যে বিবিধ অনর্থে পরিপূর্ণ মহামোহরূপ হিমিকা সমুত্থিত হইতেছে, কদাচ তাহাতে আচ্ছন্ন হইও না। স্বকীয় নির্ম্মল বুদ্ধির সহায়তায় সত্য বস্তুর দর্শন, বিবেক অবলম্বন ও ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদল দলন করিয়া, ভবরূপ সাগরপারে গমন কর।

সৌম্য! এই অসত্য দেহে সুখ দুঃখাদি সমস্তই অসত্য। অতএব তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থিতি না হয়। তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায়, স্থিতিলাভ ও শোকহীন হইয়া অবস্থিতি কর এবং স্বকীয় সুন্দর মনীষা সহায়ে এই জগৎ, এই আমি, ইত্যাদি বৃথাজ্ঞান ত্যাগ করিয়া, পরমপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পানভোজনে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, জীবন্মুক্ত, মনোহীন ও অবধ্য হইবে, সন্দেহ নাই!

পঞ্চবিংশ সর্গ (দাম-ব্যাল-কটের উৎপত্তিবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! তুমি ইহলোকে বিশিষ্টবুদ্ধিসহকারে লোকের সাক্ষাৎ আমার স্বরূপে বিচরণ, শ্রেয়োলাভে যত্ন ও পুরুষার্থসাধনে অভিলাষ কর এবং দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায়, অবস্থিতি না করিয়া, ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায়, সংস্থিত ও শোকহীন হইয়া, অবস্থান কর।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনি পরমপ্রভাববিশিষ্ট ও লোকের পাপ হরণ করিয়া থাকেন। উদার বাক্যে দাম, ব্যাল ও কটের বিষয় বর্ণন করিয়া, আমাকে প্রবোধিত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! সমস্ত সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া, যাহা ইচ্ছা, বিধান কর। বিবিধ আশ্চর্য্যের আধার মনোহর পাতালবিবরে শম্বর নামে অসুর বাস করিত। সেই

অসুর মায়ারূপ মণির মহাসাগরস্বরূপ। সে মায়াবলে আকাশে কৃত্রিম নগর সকল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে বিবিধ মনোহর উদ্যান ও সেই সকল উদ্যানে মনোজ্ঞ দেবমন্দির সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তদীয় গৃহরত্নভূত অঙ্গনাগণের সঙ্গীতে দেবাঙ্গনাগণের ধ্বনি পরাভূত এবং তাহার বিহারোদ্যানে পাদপপরম্পরা সর্ব্বদাই চন্দ্রবিম্বকলায় অলঙ্কৃত হইত। তাহার প্রফুল্ল নীলোৎপলমণ্ডিত সুরম্য রমণালয় সকল কামিগণের ভয় বিধান করিত। তাহার কনকপদ্মপরিপূর্ণ সরোবরসমূহ রত্নহংসগণের নিনাদে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইত। তাহার উদ্যানবর্ত্তী হেমতরু-নিকরের শেখরদেশে সরোজসমূহ বিকসিত হইয়া, নিরুপম সুষমা সমুৎপাদন করিত। সে সুসজ্জিত অনন্ত দৈত্যসেনা সহায়ে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছিল। তাহার বিবিধ-কুসুমভূষিত পুষ্পোদ্যানের অতুল শোভায় দেবোদ্যানও পরাভূত হইয়াছিল। সর্পসঙ্কুল চন্দনবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত মলয়মহীধর তাহারই মায়াকল্পিত। তাহার অন্তঃপুরচারিণী পরমসুন্দরী কামিনীগণের অনুপম রূপলাবণ্যে স্বর্গের শ্রীও তিরস্কৃত হইত। রাশি রাশি রত্ন অনবরত উড্ডীন হওয়াতে, তাহার পুরমধ্যস্থ আকাশবিভাগ দিবারাত্র যেন তারকামালায় অলঙ্কৃত ছিল। অমাবস্যার রজনীতেও তদীয় অধিকারে বিচিত্র কৌমুদী লীলায়িত হইত। তাহার মায়াময় ঐরাবত দেবহস্তীদিগকে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত করিত। তাহার অববোধমণ্ডপ ত্রিভুবনের যাবতীয় বিভবে পরিপূর্ণ ছিল। সে এই রূপে সকল সম্পদ ও সকল সৌভাগ্যের অধিকারী, সকল ঐশ্বর্য্যে সুসেবিত ও সমস্ত দৈত্যসামন্তে পরিপূজিত হইয়া, উগ্রানুশাসনে দৈত্যদিগকে পালন করিত। অসুরগণও তাহার মহাভুজ বৃক্ষের ছায়াতে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিত। সেই অসুর সর্ব্ববুদ্ধির আধার ও সর্ব্বরত্নে মণ্ডিত ছিল এবং দেবগণের উৎসাদন করিত। তাহার আকৃতি কঠিন ও ভয়াবহ। তাহার অধীনে অনেক সৈন্য ছিল। তাহারা দেবগণের বিনাশসাধনসমর্থ।

একদা মায়াবলে শম্বর দেশান্তরগমনপূর্ব্বক সুপ্ত হইলে, অমরেরা ছিদ্র পাইয়া, সহসা আক্রমণপূর্ব্বক তদীয় সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। শম্বর ইহা জানিতে পারিয়া, মুণ্ডি, ক্রোধ ও দ্রুমাদি সামন্তদিগকে তাহাদের রক্ষাধিকার প্রদান করিল। তথাপি, দেবগণ তাহাদিগকে শ্যেন-কপোতবৎ গ্রহণ করিয়া, আকাশে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে শম্বর পুনরায় অন্য সেনাপতি নিয়োগ করিল। দেবগণ তাহাদিগকেও বিনাশ করিলেন। তখন শম্বর সাতিশয় ক্রোধভরে দেবগণের বিনাশজন্য স্বর্গপুরে সমাগত হইল। দেবগণ তদীয় মায়ার ভীত হইয়া, মেরু-কানন-কুঞ্জস্থ-গৌরীবাহন-সিংহ-দর্শনে মৃগগণের ন্যায়, অন্তর্হিত হইলেন। অমরনগরী ক্ষণমধ্যেই কল্পান্তকালীন ব্রহ্মাণ্ডবৎ শূন্য হইল। শম্বর নির্ব্বিঘ্নে ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক তত্রত্য রত্নাদি বস্তুজাত আহরণ করিয়া, স্বীয় নিলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অনন্তর দৈত্যপতি শম্বর পুনঃ পুনঃ সেনাবিনাশ বশতঃ রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া, মায়াবলে মূর্ত্তিমান্ কালের ন্যায় ও পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায়, অতীব ভীষণ ও ঘোর ভাবাপন্ন অসুরত্রয়ের সৃষ্টি করিল। তাহাদের নাম দাম অর্থাৎ শত্রুদমনকর, ব্যাল অর্থাৎ সর্পের ন্যায় শত্রুকে যে বেষ্টন করে এবং কট অর্থাৎ শত্রুকে কটবৎ আচ্ছাদন করে। এইরূপে দাম, ব্যাল ও কটের জন্ম হইল। তাহারা প্রাক্তন জীব; কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মাদির অভাববশতঃ বাসনাহীন এবং শুদ্ধ চিত্তের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত দেহ-পরিস্পন্দন-স্বভাববিশিষ্ট। তাহাদের অভিমান ছিল না, পতন, অপতন বা পলায়ন ইত্যাদি কোন বিষয়েরই জ্ঞান ছিল না এবং তাহাদের জীবন, মরণ ও যুদ্ধে জয়-পরাজয়-বোধও ছিল না। শত্রুকে প্রহার করা কর্ত্তব্য, শম্বরের এইপ্রকার সংকল্প-বাসনামাত্র হইতে তাহাদের আবির্ভাব হয়। এই কারণে তাহারা শত্রুসেনাকে সম্মুখে সন্দর্শন করিবামাত্র সংহার করিতে সমুদ্যত হইত। তাহাদের আবির্ভাবে শম্বরসন্তুষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, মদীয়

সৈন্য এই অস্ত্রত্রয়ের সহায়তায় অবশ্যই জয় লাভ করিবে।

ষড়্বিংশ সর্গ (দেবাসুর যুদ্ধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শম্বর এইপ্রকার চিন্তানন্তর দাম ব্যাল কটের সহিত সুরনাশিনী অসুরসেনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলে, তাহারা আয়ুধ হস্তে সমুদ্রতীর, কুঞ্জ ও গিরিগুহা হইতে ভীষণ রবে অবলীলাক্রমে ঊর্দ্ধে প্রস্থান করিল। তাহাদের কর-প্রহারে দিবাকর ক্ষীণতেজ হইলেন। অনন্তর অকাল-প্রলয়ের ন্যায়, ঘোরতর দেবাসুরযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কুণ্ডলমণ্ডিত তেজঃপুঞ্জ শিরাসকল, প্রলয়পর্য্যস্ত চন্দ্র সূর্য্যবৎ ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। ভটগণের ভীষণ সিংহনাদে দশ দিক্ পূর্ণ হইল। সৈন্যগণের শৈলশিলাতুল্য হেতির আঘাতে সিংহগণ ভীত হইয়া, কুলাচলতটে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। অস্ত্র সকলের পরস্পর সংঘট্টনে রাশি রাশি বিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া, তারকাবৎ ইতস্ততঃ বিস্ফুরিত হইলে, গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রুধিরপূর্ণ ছিন্ন শির সমস্ত গগনগর্ভে ভাস্করাকারধারণপূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে অসুরগণ অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ করিলে, দেবগণ বায়ু-মেঘের ন্যায় এবং মার্জ্জার-বৃদ্ধমূষিকের ন্যায়, তাহাদিগকে সবলে ও সবেগে আক্রমণ করিলেন। অসুরেরাও নিতান্ত মত্ত হইয়া, ভল্লুক যেমন উল্লম্ফনপূর্ব্বক বৃক্ষকে আক্রমণ করে, তদ্বৎ দেবগণকে আক্রমণ করিল। তখন রণস্থলী, সাক্ষাৎ প্রলয়লীলার ন্যায়, নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। কাহার সাধ্য, সেই নিদারুণ সংগ্রামে আর ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে। হস্তস্থিত অস্ত্রসকলের প্রতিভা বিকীরিত ও সর্ব্বশরীর রুধির-ধারাসারে পরিপূরিত হওয়াতে, উভয়পক্ষীয় বীরগণ কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায়, বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। সেই এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল।

সুমেরুশৈলে সঞ্চরিত সমীরণ যেমন কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ উভয়পক্ষীয় শস্ত্রপাতে দশ দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই রূপে, সুর ও অসুর উভয় পক্ষ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, উত্তাল লোকপালবারণগণ, প্রলয়কালীন ঘনমণ্ডলীর ন্যায়, ঘনঘোর-গর্জ্জনপুরঃসর সমরকোলাহল দারুণ করিয়া তুলিল। অসংখ্য সৈন্যসমবায়ে অবসর বিরহিত হওয়াতে, নভোমণ্ডল ভূবিভাগবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জলভারমন্থর জলধারার ন্যায়, গভীর রণকোলাহল ঘনীভূত হইয়া, যেন মুষ্টিগ্রাহ হইয়া উঠিল এবং মন্দরপ্রচলিত ক্ষীরসাগরের সংক্ষোভ-গর্জ্জনবৎ সপ্তদ্বীপা মেদিনীর নিরতিকম্প উপস্থিত করিয়া, আকাশ পাতাল পরিব্যাপ্ত করিল।

এই রূপে রণস্থলে ভয়ঙ্কর কোলাহল প্রাদুর্ভূত ও সেই বিক্ষুব্ধ সৈন্যগণের সংগ্রাম অতীব ভীষণ ভাবে পরিণত হইলে, গ্রাম, নগর, পর্ব্বত, বন ও মনুষ্যসকল নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল; ছিন্ন ভিন্ন দানবদলে দিক্‌সকল পূর্ণ হইয়া উঠিল; হেতি সকল পরস্পরের প্রহারপ্রযুক্ত চূর্ণ ও তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল; ভুষুণ্ডিমণ্ডলের আস্ফোটে মেরুর শৃঙ্গসকল স্ফুটিত, শররূপ সমীরণে সুরাসুরগণের মুখরূপ পদ্মরাজি বিলূন, যোদ্ধৃগণ জীর্ণ তৃণের ন্যায় চক্ররূপ আবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিত, হেতিপ্রহারসমুদ্ভূত বায়ুপ্রবাহে বৈমানিকগণ নিষ্পিষ্ট ও ভূপাতিত, বারুণাস্ত্র সমুত্থিত সাগরসলিলে সমুদায় আকাশ প্লাবিত, শূল ও অসি প্রভৃতি অস্ত্র সকল নদীর ন্যায় প্রবাহিত, শৈল-শেখরস্থ উদ্ভটগণের আস্ফোটনে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ কম্পিত, অসুরগণের পার্ষ্ণিপ্রহারে লোকপালগণের পত্তন সকল নিপতিত, স্ত্রীগণের হলহলারবে মন্দির সকল প্রতিনাদিত, দৈত্যসেনাগণের প্রতিঘাতে জন সকল উদ্ধূত, শোণিতাক্তদেহ জনগণের ভীষণ সিংহনাদে জনগণ দ্রবীভূত, গৃহীতাস্ত্র সৈন্যগণে রণস্থল পরিব্যাপ্ত এবং ধর্ম্মরাজ যম যোদ্ধৃগণের প্রাণহরণজন্য লোকপালগণের সৈন্যমধ্যে কখন লুকায়িত ও কখন বা প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। পক্ষবান্ পর্ব্বতবৎ ভীষণাকৃতি

দানবগণের যাতায়াতে শরশরধ্বনি সমুত্থিত ও ভয়ঙ্কর তুমুলশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া, রণস্থলের অতিমাত্র ভয়াবহতা সমুৎপাদন এবং আয়ুধাঘাতে ছিন্নদেহ দৈত্যগণের রুধিররাশি নির্ঝরবৎ নিপতিত হইয়া, সমস্ত পর্ব্বত, পৃথিবী ও পয়োনিধি অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। অসংখ্য গ্রাম, পত্তন, নগরাদি উৎসাদিত, বহুসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও অসুর নিপতিত এবং রাশি রাশি অস্ত্র শস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন ও বিদারিত হইল। শর সকল পর্ব্বতবৎ স্তূপাকারে স্থানে স্থানে পতিত হওয়াতে, সে এক ভয়ানক দৃশ্য ও ভয়ঙ্কর কাণ্ড প্রাদুর্ভূত এবং তদ্দর্শনে সকল লোক মোহিত প্রায় হইল। বিলোল নারাচবাজি মাতঙ্গগণের নিরতি শোভা সমুদ্ভাবিত করিল।

এই রূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রলয়সময়-প্রাদুর্ভূত পয়োদপটলীর আসারধারায় পর্ব্বতপ্রাচয় প্রমথিত ও মহাবজ্রের বিনিষ্পেষণে কুলাদ্রিতট বিদলিত হইলে, হুতাশন ক্রোধভরে প্রজ্বলিত হইয়া, শত শত শিখাবিস্তার সহকারে দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। দগ্ধদেহ দৈত্যগণ সমুদ্রকে একাঞ্জলিপুটে আনয়ন-পূর্ব্বক ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া, সুবৃহৎ-শিলাসকল-সমুৎক্ষেপণ-পুরঃসর পুনরায় ভীষণ বহ্নি সমুৎপাদন করিল। দেবগণ সেই শিলাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া, রাশি রাশি অস্ত্রবর্ষণপুরঃসর প্রলয়রাত্রি-প্রাদুর্ভূত দুর্ব্বার তমঃপটল আবিষ্কৃত করিলে, দৈত্যগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, মায়া নির্ম্মাণ করিয়া, ঐ অন্ধকার নিরাকৃত করিল।

অনন্তর সেই ভীষণ রণস্থলে উভয়পক্ষীয় যোধগণ রাশি রাশি অস্ত্রবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত করিলে, আর কিছুই দেখা গেল না; দিঙ্মণ্ডল, গগনমণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল সমস্তই যেন একাকার হইল। আগ্নেয়াস্ত্র সকল রাশি রাশি অগ্নি নিগীরণ করিয়া, সীৎকার সহকারে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ আরম্ভ করিল। মায়াময় মেঘমণ্ডলীর আবির্ভাবে মায়াগ্নিবৃষ্টি উপশমিত হইল। বহুল শিলাস্ত্রবর্ষণে লোকসকল নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। বজ্রবর্ষী ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকলের আবির্ভাবে শিলাবর্ষী অস্ত্র সকল নির্দ্ধূত হইয়া গেল। নিদ্রাময়

অস্ত্রসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, জনগণের নিদ্রাসমুৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। আকাশমণ্ডল আয়ুধসমূহে নীরন্ধ্রিত, শিলাস্ত্রবর্ষণে বিদলিত ও আগ্নেয়াস্ত্রে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রথমণ্ডল পতাকামণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিয়া, চক্ররবে বারংবার চীৎকার করিয়া, উদয় ও অস্ত পর্ব্বত লংঘন করিতে লাগিল। অসুরগণ অবিরত বজ্রাঘাত বশতঃ উপরত হইয়া, শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যার সহায়তায় পুনরায় জীবিত হইতে লাগিল। অমরগণের মৃত্যু নাই; তাঁহারা অসুরভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন আরম্ভ করিলেন। জগন্মণ্ডল রুধিরসাগরে প্লাবিত এবং সমুদায় মহার্ণব পর্ব্বতপ্রমাণ শব রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাশয় সকল শাখার অগ্রভাগে লম্বমান ও তালবৃক্ষ অপেক্ষাও সমুন্নত শরসকলে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। নৃত্যপরায়ণ কবন্ধগণের বিলোল বাহুবলয়ের সংঘট্টনে তারকা ও মেঘ সকল এবং দেবগণ ও বিমানপংক্তি নিপতিত হইতে লাগিল। শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশসমূহের আঘাতে পর্ব্বতসকল চূর্ণ হইয়া গেল। প্রলয়কালীন প্রমত্ত পয়োদপটলীর প্রচণ্ডগর্জ্জনবৎ ভয়ঙ্কর দুন্দুভিধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করায়, দিগ্‌বারণ সকল প্রতিগর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদ্গণ অসুর গণের ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন এবং গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও চারণগণ পলায়নপরায়ণ হইল। ঐ সময়ে সেই ভয়ংকর সংগ্রামে অবিরত ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত, বজ্রসকল নিপতিত, অশনিপ্রহারে যোধগণের অঙ্গসকল খণ্ডিত ও শিলাসমূহ বিদলিত হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশ সর্গ (ব্রহ্মবাক্য—অহঙ্কারই সাক্ষাৎ পরাজয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সেই তুমুল সংগ্রামে দেবগণের দেহগর্ত্ত হইতে গঙ্গাপ্রবাহবৎ রুধিরপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে

দানববেষ্টিত সুরগণের মহারব সমুত্থিত হইলে, সুরালয় সকল ব্যালকরে সমাকৃষ্ট ও সংপিষ্ট হইলে, ঐরাবত ক্ষীণস্বরে পলায়মান হইলে, কটাসুরের কঠিন সংরম্ভে সুরগণ নিপীড়িত হইলে এবং অসুরসৈন্য সকল মধ্যাহ্নসময়সমুদিত প্রভাকরের ন্যায় প্রবর্দ্ধিত হইলে, সুরসৈন্য সমস্ত বিকলাঙ্গ, বেদনাতুর ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া, ভগ্নসেতু সলিলবৎ দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। দাম, ব্যাল ও কট ইহারা সিংহনাদ সহকারে অনুগমনপূর্ব্বক বহুযত্নে ও বহুচেষ্টাতেও তাহাদের সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। সন্ধান না পাইয়া, আপনাদের বিজয় বিবেচনা করত প্রফুল্লচিত্তে পাতালে স্বীয় প্রভুর সকাশে সমাগত হইল।

দেবগণ পরাজয়লাভে সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে জয়লাভ-কামনায় পিতামহের নিকট গমন করিলেন। সায়ংকালে চন্দ্র যেমন স্বীয় কিরণচ্ছটায় সলিলরাশি রক্তীকৃত করিয়া, সাগরে সমুদিত হন, ব্রহ্মা তেমনি রুধিররাগে শোণবর্ণ-মুখশ্রী অমরগণের পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, দাম, ব্যাল ও কটের প্রণীত অনর্থপরম্পরা যথাযথ নিবেদন করিলেন। পিতামহ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, দেবগণ! সহস্র বর্ষ অতীত হইলে, শম্বর সমরনিয়ন্তা বাসুদেবের হস্তে নিহত হইবে। তোমরা তৎকালপর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। অধিকন্তু, তোমরা ইহাদের সহিত বারংবার যুদ্ধ ও পলায়ন কর। যুদ্ধাভ্যাসবশতঃ অন্তরে বাসনাবীজ অঙ্কুরিত হইলে, ইহারা বদ্ধ ও পরাজিত হইবে। ইহাদের বাসনা ও সুখদুঃখজ্ঞান নাই। সেই জন্যই ধৈর্য্যগুণে শত্রুজয় করিয়া, দুর্জ্জেয় হইয়া উঠিয়াছে। আশার দাস হইলেই, জালবদ্ধ বিহগের ন্যায়, বাসনাতন্তুতে বদ্ধ ও ইহলোকে বশীভূত হইতে হয়। কোনরূপ বাসনা নাই এবং বুদ্ধিও কুত্রাপি সংসক্ত নহে, এরূপ বীরগণ কিছুতেই হৃষ্ট বা ক্রুদ্ধ হন না এবং তাঁহারাই দুর্জ্জেয় ও তাঁহারাই মহাধিপ। যাহার শরীরের গ্রন্থিসকল অন্তর্দ্ধর্ত্তিনী বাসনা দ্বারা

বদ্ধ সে ব্যক্তি বহুজ্ঞ ও মহান্ হইলেও, বালকের নিকট পরাজিত হয়। এই আমি, এই আমার, ইত্যাদি কল্পনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিই বিপদের আস্পদ হইয়া থাকে। যতপ্রকার বাসনা আছে, তন্মধ্যে দেহাদিতে অহংজ্ঞানরূপ বাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা অনর্থের হেতু ও বিবিধ বিপদের সেতু। এইপ্রকার-বাসনাবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, সর্ব্বত্র হীনতা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ অহংজ্ঞান, দৃষ্টিসত্ত্বেও লোককে অন্ধ করে। সেইজন্য সে ভাল মন্দ দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি ভাল মন্দ দেখিতে পায় না, তাহার যে কোনকালেই ভদ্রস্থতা নাই, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। পুনশ্চ, অহংজ্ঞান, কর্ণসত্ত্বেও মানুষকে বধির করে। এইজন্য সে ভাল মন্দ শুনিতে পায় না। যে ব্যক্তি ভাল মন্দ শুনিতে না পায়, তাহারও ভদ্রস্থতা নাই। ফলতঃ, অহংজ্ঞান হইতেই নরকের দ্বার আবিষ্কৃত হয়, দুঃখের দ্বার বিস্তৃত হয়, অসুখের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, বিপদের দ্বার প্রকাশিত হয়, আপদের দ্বার বিবৃত হয় এবং সংকটের দ্বার পরিষ্কৃত হয়।

অসদ্বস্তুতে আস্থা যেমন অনন্ত দুঃখের হেতু, অসদ্বস্তুতে অনাস্থা তেমন অনন্ত সুখের সেতু। অতএব সেই দাম, ব্যাল ও কট যতদিন সংসারবিষয়েতে অনাস্থাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অবস্থান করিবে, ততদিন তাহাদিগকে জয় করা তোমাদের সাধ্য হইবে না। যে ব্যক্তি সংসারে আস্থাশূন্য, সংসারতাহার বশীভূত, ইহা বিধিকৃত নিয়ম। কোন মতেই এই নিয়মের পরিহার বা ব্যতিক্রম হয় না। সুতরাং, ঐরূপ ব্যক্তিকে জয় করা কাহারও সাধ্য নহে। প্রত্যুত, যে ব্যক্তি তাহাকে জয় করিতে অভিলাষ করে, সেই পরাজিত হইয়া থাকে। দেহাদিতে অহম্ভাবসাধিনী অন্তর্ব্বাসনাই জীবের পরম কাতরতা সমুৎপাদন করে। যে ব্যক্তির ঐরূপ বাসনা নাই, সে হিমাচলের ন্যায়, অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করে। তাহার কোন কালে কোন দেশেই পতন বা অবসাদ নাই।

দেবরাজ! যাহাতে দামা[illegible]করণে, এই আমি, এই আমার, এইপ্রকার অহংমমতারূপ বাসনার সঞ্চার হয়, তদ্বিষয়ক উপায় বিধানে প্রবৃত্ত হও। বাসনাই লোকের বিপদ এবং বাসনাই তাহার ভাবাভাব। এই বাসনা বা তৃষ্ণা করঞ্জ বৃক্ষের কটু কোমল মঞ্জরী স্বরূপ। যেব্যক্তি বাসনাতন্তুতে বদ্ধ হইয়া, সংসারপথে বিচরণ করে, তাহার সেই বাসনা বর্দ্ধিত হইলেই, দুঃখ সমুৎপাদন ও উচ্ছিন্ন হইলেই, সু[illegible]ন করে। সংসারে বাসনাহীন ব্যক্তিই সুখী এবং বাসনাশ্লিষ্ট ব্যক্তিই দুঃখী। ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই সুলভ বা ভূবিপ্রমাণ। সিংহ যেরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় তদ্রূপ কি ধীর, কি বহুজ্ঞ, কি মহাকুলসম্ভূত, সকলেই তৃষ্ণা-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকেন। এই তৃষ্ণা, দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়রূপ নীড়নিবাসী চিত্তরূপ বিহগের বাগুরা। এই বাগুরার সহজে ছেদ বা ভেদ হওয়া সম্ভব নহে। বালকেরা যেমন পাশে বদ্ধ করিয়া, বিবশাঙ্গ ও শ্বাসপ্রবাহবিশিষ্ট পক্ষীদিগকে আকর্ষণ করে, কৃতান্ত তেমনি লোকদিগকে বাসনায় বদ্ধ করিয়া, দারুণ ভাবে আকর্ষণ করে।

অতএব, দেবরাজ! তোমাদের আর আয়ুধভার বহন বা রণভ্রমণে প্রয়োজন নাই। যাহাতে দামাদি রিপুবর্গ অভিমানের পরতন্ত্র হয়, যুক্তিসহকারে তাহারই চেষ্টা কর। হে সুরনায়ক! শত্রুগণ যাবৎ কোনরূপ বিকারের বশীভূত না হইবে, তাবৎ শস্ত্র বা শাস্ত্র বা অস্ত্র কিছুতেই তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবে না। পণ্ডিতেরা অভিমানাদি বিকারকেই পরাজয়ের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন এবং কহিয়াছেন ঐরূপ বিকারই লোকবিনাশের অমোঘ অস্ত্র। এই দাম ব্যাল কটাদি মদমত্ত রিপুগণ তোমা-দিগকে বারংবার পরাজয় করিয়া, যখন অহংকারময়ী বাসনার বশীভূত হইবে, তখনই তোমরা উহাদিগকে বিনা আয়াসে ও বিনা ক্লেশে জয় করিতে পারিবে। যাবৎ সেই বিষয়বিহীন শত্রুগণ বাসনাবিশিষ্ট না হয়, তাবৎ যুক্তিরূপ যুদ্ধসজ্জায় তাহা-

দিগকে ব্যবহারপদে জাগরিত কর। তাহা হইলেই তাহার বহুবিধ বাসনার বশীভূত হইয়া, শীঘ্রই তোমাদের আয়ত্ত হইবে সংসারে সকলেই বিষয়বাসনার বশীভূত। কোন ব্যক্তিতেই ইহার ব্যভিচার নাই। তবে কেহ অল্প ও কেহ অধিক। এই অল্পই আবার কালসহকারে অধিক হইয়া থাকে। সাগরমধ্যে বিলোল লহরী-লীলার ন্যায়, এই জগজ্জাল-প্রবাহ বাসনার অভ্যন্তরে সতত প্রবাহিত হইতেছে। এই কারণে প্রথমেই দামব্যালকটের অন্তরে বাসনা সন্ধুক্ষিত করা সর্ব্বতোভাবেই বিধিবোধিত।

অষ্টাবিংশ সর্গ (দেবাসুরযুদ্ধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! বিলোল বীচি লহরী যেমন বেলা-প্রদেশে ক্ষণকাল কলধ্বনি করিয়াই অন্তর্হিত হয়, ভগবান্ কমলাসন তেমনি এইপ্রকার উপদেশ করিয়াই, সেই সাগরতীরে অন্তর্দ্ধান করিলেন। তদ্দর্শনে, সমীরণ যেমন সরোজের সৌরভ সংগ্রহ করিয়া, কাননবীথিতে গমন করে, অমরগণ তদ্রূপ স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া, পদ্মমধ্যে মধুকরের ন্যায়, স্ব স্ব মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় সংগ্রামজন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং প্রলয়কালীন পয়োদনিনাদের ন্যায়, ঘন গম্ভীর ভীষণ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণ তাহা শ্রবণ করিয়া, রোষভরে সত্বরে পাতালতল হইতে সমুত্থিত ও আকাশে সমাগত হইয়া, পুনরায় দেবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং সকোপে রাশি রাশি অসি, শর, শক্তি, মুষল, মুদ্গর, গদা, পরশু, শঙ্খ, চক্র, শিলা, বজ্র, গিরি, অগ্নি, বৃক্ষ এবং গরুড়মুখ ও সর্পমুখ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। ঐ সময় তাহাদের মায়াবলে মহাসলিলপ্রবাহশালিনী, দ্রুতগামিনী, ঘোষবতী, মহাতরঙ্গিণী প্রাদুর্ভূত ও তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষাণ, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া, তত্তৎ অস্ত্রাদি বহন ও সুরমন্দির বেষ্টন

পূর্ব্বক সবেগে প্রবাহিত হইল। বহুসংখ্য হয়, হস্তী, রথ ও পদাতি তাহাতে মগ্ন হইয়া গেল এবং কেহ কেহ বা অনাহত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের পর্ব্বতপ্রতিম আয়ুধপাতে চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী ভূধরসমস্ত বিঘট্টিত ও চূর্ণ হইয়া গেল এবং শোণিতবারিতে মহাসাগর পূর্ণ হইল। নিকুম্ভ সকল তালীতরুর ন্যায়, পরম শোভা বিস্তার করিল। রণভূমি সুরাসুরগণের বিনির্ম্মুক্ত শৈলসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অয়োমূর্ত্তি ভীষণ সিংহসকল ইতস্ততঃ পতিত হইয়া, খরতর নখরপ্রহারপুরঃসর প্রাণিদিগকে বিনষ্ট ও দশন দ্বারা নিষ্পিষ্ট করিয়া, ভক্ষণ করিতে লাগিল। মায়াস্ত্র হইতে প্রাদুর্ভূত ভীষণাকৃতি ভুজঙ্গমসমূহ, সাগর-তরঙ্গের ন্যায়, শ্বাসসহকারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ আরম্ভ করিলে, তাহাদের পরমভাস্বর লোচন হইতে বিষাগ্নিশিখা সমুত্থিত হইয়া, কল্পান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতে লাগিল। বজ্রাদি আয়ুধ রূপ মকরাদিতে পরিপূর্ণ মায়াসাগরের অতিবেগ প্রবল তরঙ্গে জগন্মণ্ডল নিপীড়িত হইয়া উঠিল। হেতিরূপ তরঙ্গিণী সকল অমরাচল বেষ্টন করিয়া, সবেগে ঐ সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত সুরাসুরগণের যুদ্ধক্ষেত্রস্বরূপ আকাশবিভাগে মায়াবলে কখন সাগরসকল সমুদ্ভূত, কখন অগ্নিরাশি প্রাদুর্ভূত, কখন প্রভাকরনিকর উদ্ভূত ও কখন বা নিবিড় তিমিরপটল আবির্ভূত হইয়া, সমস্ত দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিল। মায়াময় গরুড়গণের গুড়গুড় ধ্বনিতে সমস্ত অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুরালয়, ও ভূতলান্তরাল সমস্ত হেতি-হুতাশনের ঘনপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া, প্রলয়কাল-প্রাদুর্ভূত পাবকশিখার ন্যায়, প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। পর্ব্বত হইতে পক্ষিগণ যেমন, পৃথ্বীতল হইতে অসুরগণ তেমন আকাশে উৎপতিত ও তথা হইতে পুনরায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, সে এক আশ্চর্য্য প্রাদুর্ভূত হইল। কোন পক্ষেরই অবসাদ নাই,

কোন পক্ষেরই পরাজয় নাই, কোন পক্ষেরই বিশ্রাম নাই এবং কোন পক্ষেরই বিরাম নাই। উভয় পক্ষই প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া, পরস্পর-জয়-কামনায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রসকলের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রজ্বলিত পাবক প্রাদুর্ভূত হইয়া, দিগ্‌বিদিক্‌ দগ্ধ করিতে লাগিল। কত অশ্ব, কত গজ, কত পদাতি ও কত রথ তাহাতে ভস্মসাৎ হইল, বলিবার নহে। হেতিহুতাশনে বিগলিত-দেহ সুরাসুরগণ কল্পাগ্নিশিখাবলয়-বেষ্টিত পর্ব্বতসমূহের ন্যায়, শোভমান হইলেন। উভয় পক্ষই পরস্পর পর্ব্বতবর্ষণ, বারিবর্ষণ, উগ্রায়ুধবর্ষণ, অতিভীষণ অশনিবর্ষণ ও অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রণনীতি-বিশারদ বীরগণ গিরীন্দ্রভিত্তিসকল বিদলিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের প্রতিঘাতে তুমুল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইল। গগনভেদী, হৃদয়ভেদী, মর্ম্মভেদী ও শ্রবণভেদী চীৎকারে রণস্থল পূর্ণ হইয়া, সাতিশয় শোকাবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। উভয় পক্ষই মহোৎসাহসহকারে পরস্পরের অঙ্গদলনপুরঃসর ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। হস্ত, মস্তক ও উরু ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তদবস্থায় ভ্রমণশীল সুরাসুরগণে জগজ্জঠর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এতদ্ভিন্ন, অশিব শলভশ্রেণী ও প্রচণ্ড পয়োদমণ্ডলী সকল ব্রহ্মাণ্ডোদর পরিব্যাপ্ত করিল। পৃথিবী উদ্‌ভটগণের আস্ফোটনে, অস্ত্র সকলের বিক্ষেপণে ও প্রক্ষিপ্ত শিলাপর্ব্বতাদির প্রপতনে শীর্ণবিশীর্ণ-ভাবাপন্ন হইলেন। মেরুর ন্যায় কঠিনাকৃতি বীরগণের শরীর-সংঘট্টে ও তাহাদের প্রক্ষিপ্ত আয়ুধাদির ঘাতপ্রতিঘাতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে, সেই দেবাসুরসংগ্রাম যুগান্তবৎ সাতিশয় ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। মায়াবলে প্রবর্দ্ধিত উল্লিখিত দেবদানবযুদ্ধে প্রমত্ত অনিল, প্রজ্বলিত অনল, প্রচুর জল ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সমুদিত ও প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, অকাল প্রলয়লীলা বিস্তার করিয়া, অতিমাত্র ভয়াবহ হইয়া উঠিল। সেই দারুণ সংগ্রামসময়ে আহত বীরগণের সবেগ পরিভ্রমণ ও পীড়িত ব্যক্তিগণের

ভয়ঙ্কর সিংহনাদসদৃশ ক্রন্দনকোলাহলে সমস্ত দিক্‌তট পূর্ণ হইয়া উঠিল। পাদপ, পাবক, পর্ব্বত, মায়ানদীর সলিলরাশি, বীরগণের প্রক্ষিপ্ত শর, শিলা ও শৈলসমস্ত, ইতস্ততঃ ভ্রমমাণ প্রাস, শক্তি ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র, দুরন্ত মাতঙ্গগণের সুমেরুর প্রত্যন্ত-পর্ব্বত প্রতিম দারুণ দেহ ও ভটগণের প্রকাণ্ড কলেবর, এই সকলে গগনোদরও পরিপূর্ণ হইল এবং রণদুন্দুভির দুরন্ত শব্দে অন্তরীক্ষ প্রতিনাদিত, ছিন্নদেহ যোধগণের রুধিরাসারে সমস্ত পৃথিবী প্রক্ষালিত এবং রুধিরহৃদয় পিশাচগণের ঘন ঘন চীৎকারে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল।

উনত্রিংশ সর্গ (অহঙ্কারই মৃত্যুর হেতু)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! এই রূপে লোকবিনাশন মহাসুরগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধাড়ম্বর-পুরঃসর যত্নাতিশয়সহকারে কখন মায়াযুদ্ধ, কখন সন্ধিবিগ্রহ, কখন প্রচ্ছন্ন বেশে পলায়ন, কখন ধৈর্য্যসহায়ে আত্মপক্ষের রক্ষা, কখন অস্ত্র ও কখন বা অন্তর্দ্ধান দ্বারা সুরগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐরূপ যুদ্ধে ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যবসিত হইলে, তাহারা পুনরায় পঞ্চবর্ষ অষ্টমাস দশদিন যুদ্ধ করিয়া, পরে আবার রণস্থলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়সহকারে দ্বাদশ দিন যুদ্ধ করিল। রণভূমি উভয় পক্ষের প্রযোজিত পর্ব্বত, পাদপ, বজ্র ও অন্যান্য অস্ত্রবৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। প্রত্যেক যুদ্ধেই এইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল।

পুনঃ পুনঃ যুদ্ধজয়বশতঃ অহংকারের উদয় ও দৃঢ়তর অভ্যাস হওয়াতে, কালসহকারে অহংরূপ বাসনা বলবতী হইয়া. সেই দাম ব্যাল ও কটের মন অধিকার করিল। তাহারা তাহাতেই আসক্ত হইয়া উঠিল। বস্তু সকল যেমন সন্নিহিত হইলে, দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ অভ্যাসের দৃঢ়তাপ্রযুক্ত তাহারা অহংকারের বশীভূত হইল। দূরস্থ বস্তু যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না,

তদ্রূপ অভ্যাস না হইলে, বস্তুবাসনার উদয় হয় না। অহংকারই আত্মা, এইপ্রকার বাসনাবিশিষ্ট হওয়াতেই সেই অসুরত্রয়, আমার ধন, আমার প্রাণ, এইপ্রকার ভাবনা করিয়া, দীনদশা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মোহের আবেশবশে ভববাসনার বশীভূত ও আশাপাশে বদ্ধ হওয়াতে, তাহাদের অতিমাত্র অবসন্নভাব সংঘটিত হইল। রজ্জুতে যেমন ভুজঙ্গ কল্পিত হয়, তদ্রূপ মোহবশে তাহাদের মমতা পরিকল্পিত হইলে, তাহারা আমার, এইপ্রকার বাসনার আবির্ভাবে নিতান্ত কাতর ও ক্ষীণভাবাপন্ন এবং আমার এই দেহ স্থায়ী হউক ও আমার এই মন যাবতীয় সুখভোগ করুক, এই-প্রকার নিশ্চয় জ্ঞানসম্পন্ন হইল। তন্নিবন্ধন, তাহাদের ধৈর্য্যবল বিগলিত ও পূর্ব্বপ্রভাবপরতা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইল। আমরা কিরূপে অমর হইব, এইপ্রকার চিন্তাবশে কলেবর অবশ হওয়াতে, সলিল-হীন পদ্মের ন্যায়, তাহারা দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাহা-দের অহংকার যেমন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তেমনি তাহার অনু-সরণক্রমে পানভোজনাদি বিষয়ভোগে তাহাদের অতিমাত্র নিষ্ঠা ও উৎকট রতি প্রাদুর্ভূত হইল। তৎপ্রভাবে ভয় ও কাতরতার সঞ্চার হওয়াতে, তাহারা ব্যাঘ্রদর্শনে ক্ষুদ্র জম্বুকের ন্যায়, সংগ্রামে ভীত ও জীবনে হতাশ হইয়া, আমরা মরিব, বারংবার এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল এবং তদবস্থায় হতাশ হইয়া, রণমধ্যে কুপিত ঐরাবতের ন্যায়, ভ্রমণ আরম্ভ করিল। অন্তঃকরণ অতি-মাত্র কলুষিত ও নিস্তেজ হওয়াতে, নিরিন্ধন অগ্নি যেমন হবির্দ্দহনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ তাহারা সম্মুখীন ভটদিগকে বধ করিতে অশক্ত হইল এবং দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অপারগ হইয়া, সামান্য সুভটের ন্যায়, ক্ষতবিক্ষত কলেবরে মরণভয়ে সংগ্রাম-ত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল।

এই রূপে সুপ্রসিদ্ধ দাম, ব্যাল ও কট ভয়ে পলায়মান হইলে, তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যসকল প্রলয়-পবন-পরিচালিত তারকা-স্তবকবৎ গগন হইতে ইতস্ততঃ বিচ্যুত হইতে লাগিল। পতনবেগে

সেই পর্ব্বতাকৃতি সুরশত্রুগণের অঙ্গ বিস্ফোটিত ও হস্তপদ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাহারা তদবস্থায় অমরাদ্রিকুঞ্জে, শেখরাগ্রভাগে, সাগরকূলে, জলদমণ্ডলে, সাগরাবর্ত্তে, গর্ত্তে, সরিৎসকলে, জঙ্গলে, দিগন্তে, প্রজ্বলিত অবণ্যপ্রান্তরে, গ্রামে,নগরে, দাবাগ্নিমধ্যে, মরুপ্রদেশে, লোকালোক পর্ব্বতপ্রান্তে, পর্ব্বত ও হ্রদসমূহে, অন্ধ্র, দ্রাবিড় ও কাশ্মীরাদি পুরপত্তনে, সাগর সকলের তরঙ্গমধ্যে, ভাগীরথীর সলীলরাশীতে, দ্বীপান্তরে, সুবিস্তৃত মৎস্যবেধন জালমধ্যে জম্বুখণ্ডে ও লতাসন্ততিতে পতিত হইতে লাগিল। কাহারও অন্ত্রতন্ত্রী তরুশাখায় লগ্ন, কাহার রক্তচ্ছটা বিকির্ণ, কাহার মস্তক বিপর্য্যস্ত এবং কাহার বা আয়ুধসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কেহ কেহ কণ্ঠলম্বিত শিরস্ত্রাণের প্রচণ্ড চটচটাশব্দে সাতিশয় শঙ্কিত ও শৈলশেখরস্থ শিলাখণ্ডে লম্বমান হইল। কেহ কেহ শাল্মলীশেখরে নিপতিত ও কণ্টকবিদ্ধ হইয়া, অতিমাত্র বিপন্ন হইয়া উঠিল। কাহার মস্তক শিলাফলকের আস্ফালনে শতধাচূর্ণ হইয়া গেল। এই রূপে বর্ষাসমাগমে পাংশুরাশির ন্যায়, যুদ্ধারম্ভমাত্রেই অসুরশ্রেষ্ঠগণ সমূলে নির্ম্মূল হইল।

ত্রিংশ সর্গ (দামাদির বিচিত্র জন্মান্তর বর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! এই রূপে অসুরশ্রেষ্ঠগণ বিনষ্ট, দেবগণ পরিতুষ্ট ও দাম ব্যাল-কট ভয়ে অতিমাত্র-বিহ্বলভাবাবিষ্ট হইলে, শম্বর প্রলয়পাবকবৎ প্রজ্বলিত হইয়া, বলিতে লাগিল, দাম ব্যাল কট কোথায়? তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তখন দাম ব্যাল কট নিজমণ্ডল ত্যাগ পূর্ব্বক সপ্তম পাতালে গমন করিয়া, অবস্থিতি করিল। যেখানে যমের কিঙ্কর ও নরকার্ণবের পরিপালকগণ বাস করিতেছে এবং যেখানে অন্য কাহা হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

এই রূপে তাহারা শরণাগত হইলে, নির্ভীক যমকিঙ্করগণ

তাহাদিগকে অভয়দানপুরঃসর প্রত্যেককে সাক্ষাৎ হিংসারূপিণী এক এক কন্যা সম্প্রদান করিল। তাহারা তৎসংসর্গে পরিজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া, এই আমার স্ত্রী ও এই আমার পুত্র, এইপ্রকার মমতার বশবর্ত্তী ও বিবিধ কুবাসনায় জড়িত হইয়া, দশাধিক সহস্রবর্ষ তথায় অবস্থিতি করিল। ঐ সময় একদা ধর্ম্মরাজ মহানরক কার্য্যের পরিদর্শনার্থ যদৃচ্ছাবশতঃ তথায় সমাগত হইলেন। দামাদি তাঁহাকে জানিত না। সুতরাং, সামান্য কিঙ্কর জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিল না। তজ্জন্য, ধর্ম্মরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভ্রূভঙ্গি করিলে, তৎক্ষণে তদীয় অনুচরেরা সপরিবারে তাহাদিগকে প্রজ্বলিত অঙ্গার বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর ভূবিভাগে বলপূর্ব্বক স্থাপন করিল। তাহারা রোদনপরায়ণ হইয়া দাবদগ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায়, সপরিবারে সেই অনলে দগ্ধ হইয়া গেল এবং দাহান্তে কলেবরপরিহারপূর্ব্বক স্ব স্ব ক্রূর বাসনাবশে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। যমকিঙ্করেরা বধ ও বন্ধনাদি ক্রূর কার্য্য করিত। তাহাদের সহবাসবশতঃ সদৃশী বাসনার সঞ্চার হওয়াতে, দামাদি প্রথমতঃ বধবন্ধনাদি ক্রূরকার্য্যকারী কিরাত হইয়া, কিরাতরাজের কিঙ্করপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। অনন্তর মাতঙ্গ রূপে জন্মগ্রহণ ও গহ্বরাদিতে অবস্থানপূর্ব্বক শরীরাবসানে গৃধ্র ও শূকরযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া, ত্রিগর্ত্তদেশে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর কলেবর পরিহার ও মেষ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পর্ব্বতোপরি কিয়ৎকাল যাপনানন্তর মগধদেশে কীটরূপে সমুদ্ভূত হইল। রাম! এইরূপে বহুযোনি ভোগ করত তাহারা এক্ষণে কাশ্মীরদেশীয় কাননমধ্যস্থ পল্বলে মৎস্যরূপে বাস করিতেছে। পল্বলের পঙ্কতুল্য সলিলবিন্দু তাহাদের পানীয় হইয়াছে। তাহারা দাবানলে একান্ত ক্লিষ্ট, জর্জ্জরিত ও মৃতপ্রায় হইয়া, জীর্ণ পঙ্কমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সাগরলহরীর ন্যায়, তাহাদের বারংবার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। সেই মূঢ়বুদ্ধি ও ক্রূরমতি দানবত্রয় বাসনাবশে ভবসাগরে বিক্ষিপ্ত হইয়া, দেহরূপ তরঙ্গ সহায়ে চিরকাল তৃণের

ন্যায়, ভাসমান হইতেছে। অদ্যাপি এবিষয়ের নিবৃত্তি হয় নাই। রাম! বাসনার কি দারুণ মহত্ত্ব, অবলোকন কর।

একত্রিংশ সর্গ (সদসৎ-নিরাকরণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি তোমার প্রবোধের জন্যই এই দাম ব্যাল কটের দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করিলাম। তুমি এই দৃষ্টান্তে বাসনা ও অহঙ্কারের মহত্ত্ব অবগত হইলে এবং তাহাদের মারাত্মকত্বও তোমার পরিজ্ঞাত হইল। অতএব তুমি অতঃপর বাসনাজাল ছেদন ও অহঙ্কারগ্রন্থি বিদারণপূর্ব্বক আত্মায় আত্মার যোগবিধান ও নির্ব্বাণ শান্তি লাভ কর।

সৌম্য! মন অবিবেকের অনুসারী হইয়া, স্বীয় দুঃখের জন্যই উল্লিখিতরূপ আপদপরম্পরা পরিগ্রহ করে। দেখ, দাম ব্যাল ও কট অমরবিধ্বংসী সেনাপতি ছিল। একমাত্র অবিবেকের অনুসন্ধান প্রযুক্তই তাদৃশ মহৎ পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, তাপতপ্ত জীর্ণ পঙ্কমধ্যে জর্জ্জরদেহ মৎস্য হইল। অহো, সেনাপতি ও মৎস এই দুই অবস্থার কত অন্তর দেখ! পুনশ্চ, তাহাদের সেই অমরবিদ্রাবণ ধৈর্য্যসম্পদই কোথা আর কিরাতপতির ক্ষুদ্র কিংকরত্বই বা কোথা! ফলতঃ, নিরহঙ্কার চিৎসত্তার উদার ধীরতার সহিত কুবাসনাবশতঃ অহংকারের কুকল্পনার কোন মতেই তুলনা হইতে পারে না।

রাম! তুমি নিশ্চয় জানিবে, এই সংসার বিষবৃক্ষ। বিবিধ শোক দুঃখ ইহার শাখা প্রশাখা। একমাত্র অহংকার হইতেই এই গহন বৃক্ষের আবির্ভাব ও প্রচার হইয়াছে। অতএব তুমি সত্বর স্বীয় মন হইতে অহংকারকে দূর করিয়া, আমি কিছুই নহি, এইপ্রকার ভাবনা করত সুখী হও। অহঙ্কার-দূরীকরণই সুখের, সন্তোষের ও নির্ব্বাণের মূল। পরমার্থরূপ পরমরসায়ন সুশীতল শশাঙ্কমণ্ডল অহংকাররূপ মেঘমণ্ডলে আবৃত হইলে,

তৎক্ষণেই অন্তর্হিত হন। এই দাম, ব্যাল ও কট মায়ার মহাত্ম্য-স্বরূপ। ইহারা মিথ্যা হইলেও, অহংকাররূপ পিশাচের নিপীড়নে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইল এবং নবশৈবাল-ভক্ষণলিপ্সু মৎস্য হইয়া, অদ্যাপি কাশ্মীরদেশীয় বনখণ্ডস্থ পল্বল মধ্যে বাস করিতেছে।

শ্রীরাম কহিলেন, অসৎ কখন সৎ ও সৎ কখন অসৎ হয় না। অতএব দামাদি অসৎ হইলেও, কি রূপে সৎস্বরূপতা লাভ করিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো! সৎ ও অসৎ এই উভয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ কর। আমি বিবিধ-সদ্‌দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন পূর্ব্বক এবিষয়ে তোমার প্রবোধ সঞ্চার করিব।

শ্রীরাম কহিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ, তাহার নাম সৎ। যেমন আমরা। এই রূপ, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাই অসৎ। যেমন দামব্যালাদি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! দামাদি যেরূপ মায়াময় ও অসত্য হইলেও, সৎস্বরূপে প্রতিভাত, আমরাও তদ্রূপ অসত্য হইয়াও, সত্যবৎ যাতায়াত ও অবস্থিতি করিতেছি। লোকে স্বপ্নে আপনার মৃত্যু দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহা কখনই সত্য নহে। তদ্রূপ, মোহবশেই আমাদের সত্তাপ্রতীতি হয়; বাস্তবিক, আমরা সৎ নহি; সম্পূর্ণ অসৎ। যদি আমরা সৎ বা সত্য হইতাম, তাহা হইলে, চিরকাল থাকিতাম। তোমার পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন মাত্র, শুনিয়াছ। এই রূপ, তোমার পুত্রেরা, তুমিও ছিলে মাত্র, শুনিবে; কখনও দেখিতে পাইবে না।

এই রূপে থাকা থাকি, লোকব্যবহারমাত্র; প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে। যাহা যায়, তাহা আর আইসে না, ইহার কারণ কি, না, সে অসত্য; এই জন্য যাইলে, আর আইসে না। তুমিও একদিন অবশ্য যাইবে; কখনই থাকিবে না। এই রূপে তোমার আমার সকলেরই সত্তা ভাব একান্ত অলীক বা স্বপ্নমাত্র।

নিতান্ত মূর্খ না হইলে, এই মিথ্যাস্বরূপ জগৎকে সৎ বলিয়া নিশ্চয় ধারণা করে না। সুতরাং এবিষয়ে আর কোন কথাই নাই। পরমার্থবিচার অভ্যাস না করিলে, জগতের অসত্তা বা মিথ্যাত্ব অনুভূত হয় না। যাহার মনে যেপ্রকার নিশ্চয় বদ্ধমূল, অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার ধ্বংস হয় না। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য ও নিত্যস্বরূপ; এইপ্রকার বাক্যে উপহাস করা নিতান্ত মূর্খ ও উন্মত্তের কার্য্য। সূর্য্য ও অন্ধকার এবং ছায়া ও আতপ, কখনও এক নহে; সেইরূপ প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ কখনও এক হইতে পারে না। অতএব প্রাজ্ঞগণ বহু যত্নে ও বহু অন্বেষণে যে পরমার্থরূপ অনর্ঘ রত্নের আবিষ্কার ও অধিকার করেন, অজ্ঞেরা তাহা হরণ বা গ্রহণ করিতে পারে না। এই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এ কথা অজ্ঞের মুখে কখনও সম্ভব হয় না। তপোবিদ্যাদির অনুভবের অভাববশতঃ চিরকাল একমাত্র সংসারভাবই তাহাদের দৃশ্য হইয়া থাকে। আমিই ব্রহ্ম, এসকল কিছুই নহে, একথা প্রাজ্ঞের মুখেই বিরাজমান হয়। প্রাজ্ঞগণ বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বক পরম শান্তস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে অনুভব করেন, কাহার সাধ্য সেই অনুভবের লোপ করিতে পারে? হেমে ঊর্ম্মিকা যেমন, আত্মাতে পরমাত্মা তেমন, দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং পরমাত্মা ভিন্ন তাঁহাদের পক্ষে আর কিছুই নাই। অজ্ঞেরা একমাত্র ভৌতিক কার্য্যকারিকাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে, তাহাদের পক্ষে উহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। প্রাজ্ঞেরা সত্য পরমাত্মময় ও অজ্ঞেরা মিথ্যা অহঙ্কারময়। যাহার যে প্রকার স্বভাব, তাহার তাহা হরণ করা অপরের সাধ্য নহে। যে ব্যক্তি যন্ময়, তাহার তাহাতে অপহ্নব নাই। মানুষ কখনও ঘট হইতে পারে না এবং ঘটও কখন মানুষ নহে। সুতরাং, পুরুষের, আমি ঘট, এই প্রকার বাক্য উন্মত্তপ্রলাপমাত্র। অতএব অসত্যস্বরূপ আমাদের অস্তিত্ব সম্ভাবনা কোথায়?

যাহার উদয় নাই, অস্ত নাই, তাদৃশ নিরঞ্জন, নিঃশূন্য,

শান্ত, সর্ব্বগত, সর্ব্বস্বরূপ, সম্বেদনরূপ বোধাকাশই সত্য, জানিবে এই বোধাকাশই ব্রহ্ম। সৃষ্টিপরম্পরা ঐ বোধাকাশেই প্রতিভাসিত হইতেছে। এই চিদাকাশ যখন যাহা মনে করেন, তখনই তাহা হইয়া থাকেন। তাঁহার অনুভববশে দামাদি দানবেরা যেমন উদ্ভূত হইয়াছিল, আমরাও তদ্রূপ জন্মিয়াছি। সুতরাং, ইহাতে সত্যাসত্যবিকল্পনার সম্ভাবনা কোথায়? সেই নিরাকার চিদাকাশ যখন দামাদি বা অস্মদাদি রূপে প্রাদুর্ভূত হইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বয়ংই তদ্রূপ হইয়াছিলেন। তিনি প্রবুদ্ধ বা জাগরিত অবস্থায় জগদাদি নামে অভিহিত হন এবং যখন সুষুপ্ত থাকেন, তখন তাঁহাকে মোক্ষ নামে অভিহিত করা যায়। অতএব সৃষ্টি ও মুক্তি উভয়েই তৎস্বরূপ অবগত হইবে। এইজন্য সৃষ্টি ও নির্ব্বাণ, এই উভয় শব্দই এক। সৌম্য! তুমি অনুভব দ্বারা সেই একমাত্র সৎস্বরূপ শান্তস্বরূপ ব্রহ্মকেই বিদিত হইয়া, শোকভয়াদিভেদপরম্পরা-পরিহারপুরঃসর সুখী হও। নিশ্চয় জানিবে, এই জগৎ অন্তঃশূন্য ও প্রতিবিম্বমাত্র, ইহার কিছুই নাই। অতএব ইহাতে আসক্ত হইও না। সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা ইহা হইতে দূরে দূরে অবস্থান ও বিচরণ কর। তাহা হইলে, কোন বিপদই তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। সৌম্য! সংসার যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে এবং যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, তখন তুমি কি আশয়ে ও কোন্ সাহসে ব্রহ্মকে অবগত না হইয়া, বৃথা অবস্তুস্বরূপ সংসারেরই হইতে অভিলাষী হইতে পার? যাহারা সংসারের হইতে অভিলাষী হয়, তাহারা নরকের জীবস্বরূপ পরিগ্রহ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি নরকস্বরূপ-পরিহারজন্য ব্রহ্মকেই অবগত হও। ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই নিত্য, ব্রহ্মই শাশ্বত, ব্রহ্মই পরম, ব্রহ্মই অভয় ও ব্রহ্মই অমৃত। তুমি সেই অভয় ও অমৃতের আশ্রয় লইয়া, সুখী ও সচ্ছন্দ হও এবং নির্ব্বাণ শান্তি লাভ কর। ব্রহ্মের সংসর্গে তোমার ভয় শোক তিরোহিত হইবে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ (দামাদির মুক্তি)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এই অসৎস্বরূপ দামব্যাল কটের কখন্ মুক্তি হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, ইহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া, স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেই, নিঃসন্দেহ নিজ তত্ত্ব অবগত হইয়া, মুক্তিলাভ করিবে।

শ্রীরাম কহিলেন, তাহারা কিরূপে কোন্ স্থানে নিজ জন্মবৃত্তান্ত বিদিত হইবে, সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহামতে! ইহারা সেই কাশ্মীরমণ্ডলস্থ স্থলমধ্যে বারংবার মৎস্যরূপে সমুদ্ভূত ও গ্রীষ্মকালে আতপসন্তপ্ত মহিষাদির আলোড়নে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং ভুবনভূষণ সারস রূপে সমুৎপন্ন হইয়া, কখন সেই পদ্মসরোবরে, কখন প্রফুল্ল কহ্লারকানন মধ্যে কখন বিকসিত সরোজপটলীতে, কখন শৈবালবনবীথিকায়, কখন বিলোল তরঙ্গসমূহে, কখন চঞ্চল কুসুমস্তবকে, কখন নীলোৎপল-লতাসকলে, কখন সুশীতল শীকরনিকরে ও কখন বা সুখস্পর্শ সলিলাবর্ত্তে বিচরণ ও সরোবর সুখভোগ করিবে। এইরূপে বহুদিবস বিহারপুরঃসর কালসহকারে বুদ্ধিশুদ্ধিলাভ হইলে, পরস্পর যদৃচ্ছাক্রমে বিযুক্ত ও বিবেকযুক্ত হইবে। অনন্তর তাহারা যরূপে মুক্ত হইবে, শ্রবণ কর। কাশ্মীর মণ্ডলের অন্তর্গত অধিষ্ঠাননামক রমণীয় নগরে প্রদ্যুম্নশেখর নামে এক ভূধরশেখর আছে। উহা নিতান্ত দুর্লঙ্ঘ্য ও পদ্মকোশস্থ কর্ণিকার সদৃশ। ঐ শৃঙ্গের অগ্রভাগে এক বৃহৎ গৃহ আছে। উহা যাবতীয় গৃহের রাজা ও গগনভেদী শালতরুর ন্যায় একান্ত উন্নত। উহার ভিত্তির শিরোদেশে ঈশানকোণে অবিশ্রান্ত বাতবিধুত তৃণরহিত যে ছিদ্র আছে, প্রথমে দানব ব্যাল কলেবর পরিহার করিয়া, তন্মধ্যস্থ কোন কুলায়ে কলবিঙ্করূপে সমুদ্ভূত হইয়া, শ্রুতশাস্ত্রবৎ অর্থহীন চীচীকুচীধ্বনি সহকারে অবস্থিতি করিবে। এই রূপ, দামাসুর

সেই গৃহনিবাসী স্বর্গবাসী মহেন্দ্রের ন্যায়, যশঃস্কুরদেব-নামধেয় কোন রাজার গৃহস্থিত সুবৃহৎ স্তম্ভপৃষ্ঠে সারসদেহত্যাগান্তে মশক-রূপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক নিরন্তর মৃদুভাবে ঘুন ঘুন ধ্বনি করিবে। ঐ রাজার মন্ত্রী বন্ধমোক্ষদর্শী নরসিংহ নামে বিখ্যাত। তিনি উল্লিখিত অধিষ্ঠাননগরে রত্নাবলী-বিহার-নামক ক্রীড়াগৃহে বাস করিবেন। মহামায়াসুর কট সারসদেহত্যাগানন্তর শারিকাদেহে সমুদ্ভূত ও তাঁহারই ক্রীড়নক হইয়া, রজতপিঞ্জরে বাস করিবে। ঐ সময়ে মন্ত্রীবর একদা দামাদির শ্লোকরচিত ইতিহাস পাঠ করিলে, ক্রকররূপী কট তাহা শ্রবণপূর্ব্বক, আত্মবিবরণ অবগত হইয়া, আপনাকে স্মরণ করিয়া, পরম শান্তিলাভ করিবে। প্রদ্যুম্নশিখরবাসী কলবিঙ্ক ব্যাল ও রাজমন্দিরস্তম্ভনিবাসী দাম ইহারাও প্রসঙ্গক্রমে উহা শ্রবণপূর্ব্বক আত্মবিবরণ অবগত ও পরম-মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

সৌম্য! তোমার নিকট এই দামব্যালাদির জীবনচরিত কীর্ত্তন করিলাম। এই রূপে এই সংসার মায়াময় ও শূন্যস্বরূপ হইলেও, অত্যন্ত ভাসুরস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যাহাদের জ্ঞানের পরিপাক জন্মে নাই, তাহারাই ভ্রমবশে ইহাতে সত্যবুদ্ধি স্থাপন করে। দাম ব্যালাদির ন্যায়, মূঢ় জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইলেই, লোকে অধঃপতিত ও মহৎপদে বঞ্চিত হইয়া থাকে। হায়, যাহারা ভ্রূবিক্ষেপমাত্রে সুমেরুমন্দর তৎক্ষণে বিনিষ্পিষ্ট করিত, তাহাদিগকেও সেই রাজগৃহস্তম্ভে মশক হইতে হইল! হায়, যাহাদের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে দিবাকরও চন্দ্রবিম্বরূপে পরিণত হইতেন, তাহাদিগকে সেই প্রদ্যুম্নপর্ব্বতগৃহে পক্ষিদশা ভোগ করিতে হইল! হায়, যাহাদের পুষ্পলীলা বিলোলা ভুজবল্লরী দৃঢ়তায় সুমেরুর সমান ছিল, তাহাদিগকেও পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী হইতে হইল!

অহো! চিদাকাশ রজোগুণে রঞ্জিতপ্রভ হইলেই, স্বরূপ ত্যাগ করিয়া, এইরূপ বিরূপ রূপ ধারণ করেন। জীব স্বীয়

অসত্যবাসনা-ভ্রান্তিকে মরীচিকা সলিলের ন্যায়, সত্যবোধে আশ্রয় করিয়া থাকে। সৎশাস্ত্রের আলোচনা পূর্ব্বক বিশুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে, এই জগৎ দৃশ্যমাত্র, কিছুই নহে, এইপ্রকার নির্ব্বাণ অবলম্বন করিতে পারিলেই, ভবসাগর পার হওয়া যায়। যাহারা বিবিধ দুঃখবিকার, শুষ্ক তর্ক ও নীরস অভিপ্রায় পরিগ্রহ করে, তাহারা পরমার্থলাভেও বঞ্চিত হইয়া থাকে। অনঘ! শ্রুতিশাস্ত্রের অনুসারী হইলে, অবিনশ্বর-পদ-লাভ ও পরমগতি-প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা, ইহা আমার, ইহা আমার, এইপ্রকার দুষ্টবুদ্ধির বশীভূত, তাহাদের দুর্ভাগ্য-দৈন্য দ্বারা পুরুষার্থ এক বারেই বিনষ্ট হইয়া যায়; ভস্মমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। যে উদারচিত্ত পুরুষ ত্রিভুবন তৃণবৎ জ্ঞান করেন, সর্প জীর্ণ ত্বকের ন্যায়, আপদ সমস্ত তাঁহাকে দূর হইতেই ত্যাগ করে। সত্যের পরমবিস্ময়াবহ বিস্ফারণশক্তি যাঁহার অন্তরে নিত্য প্রস্ফুরিত, দেবগণ প্রযত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদাই তাঁহার পরিপালনে প্রবৃত্ত হন।

অয়ি রঘূদ্বহ! রাহু অসৎ পথে গমন করাতেই, অমৃত পান করিয়াও, অমর হইতে পারে নাই। অতএব দুর্নিবার-আপৎপূর্ণ অসৎ পথে বিচরণ করা কাহারই কোন্ অংশেই কর্ত্তব্য নহে। সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গরূপ প্রভাকরের আশ্রয় অবলম্বন করিলে, মোহরূপ অন্ধকার কোন কালেই আক্রমণ করিতে পারে না। যে উদারবুদ্ধি পুরুষগণ বৈরাগ্য ও শমদমাদির সহায়তায় যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যকেও বশ ও বিপদকেও সম্পদ্ রূপে পরিণত করিয়া, অক্ষয় মঙ্গল লাভ করেন, সংশয় নাই। সত্য ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণই প্রকৃত মানুষ; তদিতর ব্যক্তিরা পশুস্বরূপ। যাঁহাদের হৃদয়রূপ সরোবর যশোরূপ কৌমুদীতে সমুদ্ভাসিত, পরমাত্মা বিষ্ণু ক্ষীরসাগরসদৃশ সেই সকল ব্যক্তির মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকারে বিরাজ করেন।

ভোগ সকল আপদের আস্পদ। উহাতে আসক্ত হইলে, আত্মা বিনষ্ট ও পরলোক ভ্রষ্ট এবং পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা সংঘটিত হইয়া

থাকে। অতএব তুমি যথাক্রম, যথাশাস্ত্র ও যথাস্থিতি অবস্থিতি করিয়া, ভোগসকল মিথ্যা বোধে ত্যাগ ও মুক্তিলাভ কর। তোমার অনন্ত সদ্‌গুণ সৎকীর্ত্তির সহিত অনন্ত গগনে প্রসারিত হউক এবং সাধুগণ তাহার সাধুবাদ করুন। সাধুগণের ঐরূপ সাধুবাদই মৃত্যু নিবারণে সমর্থ; ভোগ সকলের কখনও সেপ্রকার শক্তি নাই। সিদ্ধ সুন্দরীরা চিরকাল সর্ব্বভুবনব্যাপিনী গীতাবলী সহকারে যাঁহাদের শশাঙ্কধবল যশ গান করেন, তাঁহারাই চিরজীবী হন। তদিতর ব্যক্তিগণ যশোহীন ও কালবশে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। পরম পুরুষকার, যত্ন ও উদ্যম অবলম্বনপূর্ব্বক নিরুদ্বেগ হইয়া, শাস্ত্রানুসারে সাধন সমস্ত নিয়োগ করিলে, কোন্ ব্যক্তি সিদ্ধ না হয়? যথাশাস্ত্র ব্যবহার করিলে, অচিরাৎ সিদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব তুমি শোকহীন, ভয়হীন, আয়াস-হীন, গর্ব্বহীন ও নির্দ্দন্দ্বহীন হইয়া, যথাশাস্ত্র ব্যবহার কর। সাবধান, তোমার জীব যেন এই জীর্ণ অন্ধকূপস্বরূপ অসার সংসারে ইন্দ্রিয়-রূপ দুরন্ত শত্রুগণের আক্রমণে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। সাবধান, তুমি যেন অধম হইয়া, অধোগামী না হও। সাবধান, তোমার আত্মা যেন পাপবশে পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায়, অবসন্ন না হয়। সাবধান, ইন্দ্রিয়গণের অত্যাচারে তোমার পরলোক যেন ভ্রষ্ট না হয়। সাবধান, বিবিধ কুক্রিয়াবশে বুদ্ধিদোষে তুমি যেন পরমার্থ-ভ্রষ্ট না হও। এই সংসার ভীষণ সংগ্রাম স্বরূপ, জরামরণাদি বিবিধ বিপদ ইহাতে পরম শত্রুস্বরূপ এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রসকল মহা অস্ত্রস্বরূপ। ঐ অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত শত্রুসমস্ত নিরাকৃত হইয়া থাকে। তুমি সবিশেষ যত্নসহকারে সেই শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হও। সংসার পঙ্ক সদৃশ; ইহাতে আবার জীবাশা কি? অতএব তুমি অসারভোগবাসনা-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আশু সৎশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও; পরমাত্মপ্রেরিত বুদ্ধিসহায়ে, কিছুই কিছু নহে, ভাবিয়া, সত্যবিচারে তৎপর হও; দুর্ভাগ্যদায়িনী অমঙ্গলময়ী মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হও; জরামরণাদির শান্তিজন্য

সত্বর সমুত্থিত হও; পল্বলমধ্যে বৃদ্ধ কচ্ছপের ন্যায় সুপ্তপ্রায় না হইয়া, সর্ব্বথা জাগরিত হও; অর্থই অনর্থ, ভোগই রোগ, আপদই সর্ব্বসম্পদ ও অনাদরই সর্ব্বত্র জয়স্বরূপ জানিয়া, ভোগাদির পরিহারে স্বতঃ পরতঃ যত্নবান্ হও; লোকতন্ত্রের অনুসরণ, ব্যবহার সকলের পরিদর্শন ও শাস্ত্রবিহিত আচরণাদি সৎকর্ম্মসহায়ে সৎফললাভে প্রতিশ্রুত হও এবং এখনই যাইতে হইবে, ভাবিয়া, মায়া, মোহ ও মমতাদি বিকারপরম্পরা ত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিস্থ হও। যিনি সদাচারসমূহে সুন্দর বিধানে বিচরণ করেন, যিনি সাংসারিক সুখদুঃখদশার অভিলাষী নহেন এবং যাঁহার বুদ্ধি বিবেকবিশিষ্ট হইয়াছে, অনন্ত আয়ু, অক্ষয় যশ ও অমোঘ সদ্গুণাদি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া, কুসুমিত মাধবীলতার ন্যায়, সৎফল সম্প্রদানজন্য উল্লসিত হইয়া থাকে।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (অহঙ্কারবিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! ঐকান্তিক যত্ন করিলে, সকল বিষয়ই সিদ্ধ হয়। অতএব তুমি কোন বিষয়েই নিরুদ্যম হইও না। উদ্যমই লক্ষ্মী এবং উদ্যমই সুখ ও শুভস্বরূপ। মিত্র ও স্বজনবর্গের আনন্দবর্দ্ধন নন্দী এই উদ্যম বা উদ্যোগবলে ঈশানকে প্রসন্ন করিয়া, মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের যে ইতিহাস আছে, শ্রবণ কর, প্রসঙ্গক্রমে বর্ণন করিতেছি।

শিলাদ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ-শ্রেষ্ঠপুত্র প্রার্থনায় পরমভক্তিযোগসহকৃত-কঠোর-তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ভবদেব তদীয় তপস্যায় পরম পরিতুষ্ট ও সাক্ষাৎকারে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, ঋষে! আমি তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। আমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ কেহ নাই ও হইবেও না। অতএব আমিই স্বীয় অংশে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। কিন্তু ষোড়শ

বর্ষে পদার্পণ করিলেই, ঐ পুত্রের মৃত্যু হইবে। যদি এই নিয়মে সম্মত হইতে পার আমি তোমার পুত্র হই। মহর্ষি শিববাক্যের অন্যথা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহার শরণাপন্ন ও সম্মত হইয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনাবসানে তদীয় পত্নী গর্ভবতী হইলেন। তদ্দর্শনে শিলাদের হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি পুত্রের মরণ চিন্তা করিয়া, তজ্জনিত উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার যেমন সুখ, পুত্র অকালে মরিবে বলিয়া তাঁহার তেমন দুঃখের সঞ্চার হইল। এই দুঃখ প্রবল হইয়া, তাঁহার ঐ সুখকে একবারেই আচ্ছন্ন করিল। তিনি একান্ত অনুতপ্তের ন্যায়, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার পুত্র না হওয়াই ভাল ছিল। আমি হিত করিতে বিপরীত করিয়াছি। হায়, আমার কি বিড়ম্বনা! অথবা, অহঙ্কার করিলেই, পড়িতে হয়। আমি যেমন অহঙ্কার করিয়াছিলাম, তেমনি আমার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। সংসারে সর্ব্বজ্ঞ হওয়াই দুর্ঘট, তাহার উপর আবার সকলের শ্রেষ্ঠ হওয়া কত দুর্ঘট, তাহা বলিবার নহে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। আমি তাহা বুঝিলাম না। এইজন্য, দম্ভ করিয়া, অহঙ্কার করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করিলাম। আমার পুত্র সর্ব্বজ্ঞ হইবে, ইহা অপেক্ষা অহঙ্কারের কল্পনা আর কি আছে বা হইতে পারে? দেবতার নিকট অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্য রুদ্রদেব তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, আমাকে বঞ্চিত করিলেন; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল! আমি আর কখন অহঙ্কার করিব না।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর মহর্ষি শিলাদ পুনরায় কঠোর তপশ্চরণ সহকারে দেবদেব ভবদেবের প্রসাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তের দাস ভবদেব তৎক্ষণে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন ঋষে! জ্ঞানবত্বেও তোমার জ্ঞান নাই, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি

হইতে পারে! তুমি কি জান না, আমার কথার অন্যথা হইলে, সংসারের মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। তোমার ন্যায়, খামানুষগণই কথার অন্যথা করে। কিন্তু তজ্জন্য সময়ে সময়ে যে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয়, তাহার বেগ অতি অসহ্য। অতএব যাহা বলিয়াছি, কখনও তাহার অন্যথা হইবে না। পুনশ্চ, নিয়তি আমার স্বরূপ। তাহা লঙ্ঘন করা কাহারই সাধ্য নহে। তোমার পুত্রের ঐরূপ নিয়তি, আমি কি করিব? লোকের সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল নিয়তির সংঘটন হইয়া থাকে। অতএব তুমি ক্ষান্ত হও। আর, তোমার ন্যায়, ব্যক্তিগণের ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া অবশ্য বিধেয়। অতএব তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। বৃথা তপোনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। যাহাতে কোন ফল নাই, তাহা অসদনুষ্ঠানের ন্যায়, পরিত্যজ্য। এ কথা তোমারে বলা বাহুল্য।

মহর্ষি শিলাদ এই কথায় বিষাদপরিহারপূর্ব্বক, নিয়তির বশ্যম্ভাবিতা ও আপনার দুরদৃষ্টতা চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ শোকদুঃখে সময় অতিবাহিত হইলে, তদীয় পত্নী যথাকালে পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র, শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায়, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদবস্থ পুত্রকে দর্শন করিয়া, ঋষিদম্পতী পরম আনন্দিত হইলেন এবং কিয়ৎকালের নিমিত্ত তদীয় মৃত্যু-কথা ভুলিয়া গেলেন। এই রূপে বিপুল আনন্দসঞ্চার হওয়াতে, তাঁহারা পুত্রের নাম নন্দি রাখিলেন। নন্দি পিতামাতার আনন্দের সহিত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

তদবস্থ পুত্রকে দর্শন করিয়া, একদা তদীয় মৃত্যু-কথা সহসা স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে, মহর্ষি শিলাদ বিষাদভরে অবসাদগ্রস্ত ও তদীয় মুখমালিন্য উপস্থিত হইল। পিতৃপ্রাণ নন্দি তাঁহার তদবস্থা দর্শন করিয়া, একান্ত অসহমান হইয়া, ব্যাকুল বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! আপনাকে আজি এরূপ মলিন ও দীনভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া, আমার মন অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছে।

কিজন্য আপনার এপ্রকার দশার আবিষ্কার হইল, বলিতে আজ্ঞা হউক। যে পুত্র পিতামাতার দুঃখনিবারণে অসমর্থ, সে তাঁহাদের বিষ্ঠাস্বরূপ ও যৌবনবনচ্ছেদনের কুঠারস্বরূপ; তাহার জন্ম না হওয়াই ভাল। পশু পক্ষীরাই আপন আপন দুঃস্থ পিতামাতার দুঃখ, বিষাদ ও অবসাদাদি নিরাকরণ করিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ পুত্রাদির সহিত পশুপক্ষ্যাদির কোনরূপ প্রভেদ নাই। অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি হইয়াছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! পুত্রের কথা শুনিয়া, তদীয় ভাবি মরণ চিন্তা করিয়া, মহর্ষির মহাকষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি অতিকষ্টে আমূলতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, গদ্গদ বচনে কহিলেন, তাত! সংসারে মৃত্যু ভিন্ন অন্য গতি নাই, সত্য। কিন্তু মোহের বন্ধন অতি দুর্ভেদ্য ও ভয়াবহ। নিতান্ত ধীর ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও এই বন্ধন ছেদন করিতে পারে না। আমিও এই বন্ধনে একান্ত বদ্ধ হইয়াছি।

নন্দি কহিলেন, তাত! বিষাদ পরিহার করুন। ভগবান্ ভবদেব, সৎপথে থাকিলে, অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন। আমি সত্বর ইহার বিহিত বিধান করিব। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহা করা যায়, তাহাই অসৎ অনুষ্ঠান। অসৎ অনুষ্ঠানের পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নতুবা, তপোবলে সুসিদ্ধ না হয়, এমন কার্য্যই নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! পুত্র পিতাকে এইপ্রকার প্রবোধিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ আলয় ত্যাগপূর্ব্বক কোন নিবিড় গহনে প্রবেশ করিলেন্ এবং ভগবান্ ভূতপতি রুদ্রকে প্রসন্ন করিয়া, স্বীয় অকাল-মৃত্যু নিবারণ ও পিতার প্রীতি সম্পাদন করিবেন, এই আশয়ে বদ্ধপরিকর ও কৃতোদ্যম হইয়া, ঐ অরণ্যমধ্যবর্ত্তী সরোবরতীর আশ্রয় করিয়া, এক মনে এক ধ্যানে আশুতোষ-তোষসাধনী মৃত্যুনিবারিণী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,

শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, এইরূপ অবস্থায় ঐকান্তিক ভাবে দিন রাত্রি ভবতোষণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট ষোড়শ বর্ষ সমুপস্থিত। তিনি ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানেন না। সর্ব্বদাই আপন কার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু নিয়তি তাহা শুনিবে কেন? মৃত্যু অবসর বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর পাশ হস্তে সেই সরোবরতীরে সমাগত হইলেন। কিন্তু মুনিতনয় ধ্যানস্তিমিতলোচন; ভয় অভয়, বিপদ সম্পদ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

মৃত্যু তদবস্থ নন্দিকে আপনার হস্তস্থিত সেই কালপাশে বদ্ধ করিবার উপক্রম করিলে, শিবানুচর ভূতগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, সাবধান, শিবভক্তের শরীর স্পর্শ করিও না; এখনই দগ্ধ হইতে হইবে। তুমি কি জান না, নিয়তি ভক্তির দাসী। ফলতঃ, ভক্তের বিনাশ নাই। অতএব তুমি জানিয়া শুনিয়া, কিজন্য ইহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছ? স্বস্থানে প্রস্থান কর। নতুবা, অপমানিত হইতে হইবে। তাহারা এই বলিয়াই, তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, মৃত্যু সহাস্য আস্যে কহিলেন, যাহার যেমন মতিগতি, তাহার বাক্যও তদনুরূপ হইয়া থাকে। তোমরা যেমন মূর্খ, তোমাদের কথাও তদ্বৎ অসার, অগ্রাহ্য, অযৌক্তিক, অকালসহ ও অনাদরণীয়। মূর্খ যাবৎ কথা না কহে, তাবৎ তাহার শোভা হয়, একথা যথার্থ। অথবা, আমি কাহার কথায় প্রতিবাদ করিতেছি। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যোগ্যের সহিত ব্যবহার করিবে। ইহারা কোন অংশেই আমার যোগ্য নহে। অতএব আমি স্বকার্য্য সাধন করি। যাহারা স্বকার্য্য সাধন না করে তাহারাই মূর্খ। কেননা, কার্য্যই জীবন ও কার্য্যই মুক্তি। কার্য্য না করিলে, দেবতারা অপ্রসন্ন ও গ্রহগণ অসন্তুষ্ট এবং পদেপদেই স্বার্থহানি হইয়া থাকে। কার্য্য করিয়া কেহই অবসন্ন হয় না। কার্য্যই সংসার এবং অকার্য্যই প্রলয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মৃত্যু এইপ্রকার বচনরচনাপূর্ব্বক শিবানুচরদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া, নন্দিকে পাশে বদ্ধ করিলেন। কিন্তু নন্দি তখনও যেমন, এখনও তেমন, অভীষ্টদেবের ধ্যানবশতঃ নিশ্চল, নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্ ও নির্ম্মনস্ক। তাঁহার দেহে আর দেহ নাই, প্রাণে আর প্রাণ নাই, মনে আর মন নাই, সমস্তই তিনি অভীষ্টদেব পরমদেব মহাদেবে সমর্পণ করিয়া, কাষ্ঠকুড্য অপেক্ষাও নির্জ্জীবভাবাপন্ন হইয়াছেন। সুখ দুঃখ ও বন্ধমোক্ষ কোন বিষয়েই তাঁহার কোনরূপ বোধ নাই। সুতরাং, তিনি মৃত কি জীবিত, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মৃত্যু তদবস্থ নন্দিকে পাশবদ্ধ করিয়া, ধর্ম্মরাজপুরে লইয়া গিয়া, ধর্ম্মরাজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মৃত্যুপতি যম নন্দিকে দর্শন করিয়া, আপনার অনুচরদিগকে কহিলেন, ভগবানে যাহার লয় হইয়াছে, তাহার আর বিনাশ নাই। অতএব ইহাকে যথাস্থানে রাখিয়া আইস। ভগবান্ রুদ্রদেবে ন্যস্তচিত্ত হওয়াতে, ইহার জরামরণপরিহার ও তদীয় লোকলাভের অধিকার হইয়াছে। ইহাতে আর আমাদের অধিকার নাই। অতএব ইহাকে স্বস্থানে লইয়া যাও। এই ব্যক্তি স্বকীয় পৌরুষসহায়ে শিবভক্তিবলে অজর ও অমর হইয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ধর্ম্মরাজের কথা শুনিয়া, তদীয় অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সরোবরতীরে পূর্ব্ববৎ সন্নিবিষ্ট করিয়া, স্বামীসকাশে নিবেদন করিল। এদিকে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বকালদর্শী দেবদেব মহাদেব তদীয় অচলা ভক্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং উদার বাক্যে কহিলেন, তাত! ধর্ম্মরাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না। ভক্তির পরিণাম মুক্তি ও অমৃত্যু। সদ্গুণের ও সৎকার্য্যের পুরস্কার হওয়াও আবশ্যক। নতুবা, সংসারস্থিতিরক্ষা হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। যাহা হউক, তুমি চিরজীবী ও আমার প্রধান পার্ষদ হইবে। তুমি স্বীয় যত্নে ও পৌরুষবলে সিদ্ধ হইয়াছ।

অতএব দেবদেব রুদ্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মহাভাগ নন্দি বরলাভে পরম আনন্দিত হইয়া, স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক পিতৃ-গোচরে সমস্ত নিবেদন করিয়া, তাঁহাদের বিপুল পুলক সমুদ্‌ভাবন করিলেন। তখন তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়া, পিতৃপ্রাণ পুত্রকে পরম প্রীতিভরে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিয়া, আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অনতিসময়মধ্যেই এই ঘটনা সর্ব্বভুবনবিদিত হইল।

ফলতঃ, যত্ন ও উদ্যোগের অসাধ্য কিছুই নাই। বলি প্রভৃতি দানবগণ যত্ন ও উদ্যোগসহায়ে সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ পূর্ব্বক দেবগণকেও পরাজিত করেন। মহাভাগ সম্বর্ত্ত মরুত্তযজ্ঞে উদ্যোগবলেই ব্রহ্মার ন্যায়, অন্যতর সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন। এই মহাতপা বিশ্বামিত্র উদ্যোগবলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যে হতভাগ্য দুগ্ধের জন্য রোদন করিয়া, অবশেষে বহু আয়াসে পিষ্টমিশ্রিত সলিল লাভ করেন, সেই উপমন্যু তপোবলে দেবদেব শঙ্করের প্রসাদে ক্ষীরসাগর অধিকার করিয়াছিলেন। মহাতপা শ্বেত উদ্যোগ-বলেই সর্ব্বসংহর মৃত্যুকে জয় ও ব্রহ্মাদিকেও তৃণবৎ গ্রাস করেন। পতিপ্রাণা সাবিত্রী উদ্যোগবলেই স্বীয় স্বামীকে পরলোক হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রূপে, ত্রিভুবনে এমন ব্যক্তিই নাই, যিনি যত্ন করিয়া, অসিদ্ধ হইয়াছেন। যিনি মনে মনে সবিশেষ-পর্য্যালোচনাপুরঃসর শুভ সমুদ্যোগসহকারে যত্ন করেন, তিনি অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিয়া থাকেন।

রাম! সংসারে আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয় আর নাই। আত্মজ্ঞান সমস্ত সুখ দুঃখ ও ভ্রান্তিদৃষ্টি প্রভৃতির উন্মূলন করে। অতএব এই আত্মজ্ঞান লাভেই ঐকান্তিক যত্ন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অতিমাত্র যত্নশীল পুরুষগণ ইহারই লাভ জন্য চিন্তা করিবেন। অনর্থপরম্পরার সমুদ্ভাবিনী ভোগদৃষ্টি বিনষ্ট করিবার পূর্ব্বে তাহার দোষ অন্বেষণ করিবে। দোষদর্শন-ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই ঘৃণ্যতা ও হেয়তা প্রতীত হয় না এবং

তজ্জন্য তাহাতে বিরক্তিরও সঞ্চার হয় না। এই ভোগদৃষ্টির বিনাশই শঙ্কর ও ব্রহ্মানন্দ সুখপ্রদ, জানিবে। তুমি অভিমান ত্যাগ ও বিচার আশ্রয়পূর্ব্বক ভোগদৃষ্টি পরিহার ও সজ্জনগণের সেবা কর। সাধুসেবাই সংসারসাগর-পারপ্রাপ্তির একমাত্র তরণি। তদ্ব্যতীত, তপস্যা, তীর্থ বা শাস্ত্র, কোন উপায়েই ঐরূপ পারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যাঁহার লোভ নাই, মোহ নাই, ক্রোধ নাই, তিনিই সজ্জন। যিনি শাস্ত্রানুসারে স্বকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই সজ্জন।

পরমার্থরূপ সংবিদই সমস্ত সংসার। চঞ্চলরূপিণী চিৎ আত্মাতে স্বীয় অসামান্য বিস্ফুরণী শক্তি প্রদর্শন করেন। চিতের স্বাভাবিক উন্মেষ ও নিমেষই জগতের উদয় ও অস্ত। অহঙ্কারের অর্থ পরিজ্ঞাত না হইলে, চিতের পরমাত্মাস্বরূপতা আবিষ্কৃত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানাদি সহায়ে অহঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইলে, চিৎ স্বয়ং পরমাত্মা রূপে বিরাজমান হন। অন্তররূপ আকাশে চিৎরূপ কৌমুদী যাবৎ অহঙ্কাররূপ মেঘে আবৃত থাকে তাবৎ পরমার্থরূপ কুমুদ বিকসিত হয় না; একমাত্র তৃষ্ণারূপ মঞ্জরীরই বিকাশ হইয়া থাকে। সৌম্য! চৈতন্য সূর্য্যস্বরূপ, অহঙ্কাররূপ মেঘমণ্ডলে আবৃত হইলে, একমাত্র জড়তাই সমুদিত হয়; প্রকাশতার আবির্ভাব হয় না। এই অহঙ্কার অসত্যস্বরূপ। ইহা কেবল দুঃখের জন্যই কল্পিত হইয়া থাকে; কখনই সুখের জন্য নহে। অহঙ্কার হইতে অভিমান প্রাদুর্ভূত ও তৎপ্রভাবে মন দূষিত হয় এবং অহঙ্কার হইতে মহামোহের আবির্ভাব ও তৎপ্রভাবে অনন্ত সংসারবিস্তৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে এবং সাক্ষাৎ অনর্থস্বরূপ তম আবির্ভূত হইয়া, এই আমি, এই আমার, ইত্যাকার সাংসারিকী ভাব সমুদ্ভাবিত করে। বলিতে কি, সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখই অহঙ্কার হইতে প্রসূত এবং অহঙ্কার হইতেই বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। অতএব অহঙ্কার পরিহার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। না করিলে, পরমার্থহানিরূপ পরম

অনর্থ ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ইত্যাদি বিবিধ কারণে পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, নরক হইতে অহঙ্কারের জন্ম হইয়াছে।

অনঘ! আত্মারূপ ক্ষেত্র হইতে বিচার-বিশোধিত মনোরূপ হল দ্বারা অহঙ্কাররূপ অঙ্কুর উন্মূলিত করিলে, সংসারবিনাশন জ্ঞানরূপ মহামহীরুহ সহস্র শাখায় সুশোভিত ও সুদুশ্ছেদ্য হইয়া, পরম ফল প্রসব করে। এই অহঙ্কার জন্মরূপ দুর্ভেদ্য পাদপ-পরম্পরার অঙ্কুর। ইহা আমার, ইত্যাকার বিবিধ কল্পনা ইহার সুবিস্তীর্ণ শাখাসমূহ এবং নরক-শতময়ী তমঃপ্রসূতি অবিদ্যা ইহার মূল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ অসিসহায়ে ইহাকে সমূলে ছেদন করিবেন। ছেদন না করিলে, ইহা শত শাখা ও সহস্র প্রশাখায় অতি বিস্তীর্ণ ও বদ্ধমূল হইয়া, ক্রমে ক্রমে সমুদায় আত্মক্ষেত্র আবরিত ও অনুর্ব্বর করিয়া থাকে। সাবধান, তোমার আত্মক্ষেত্রে ইহা যেন বদ্ধমূল না হয়। সাবধান, ইহার শাখাপরম্পরা যেন বর্দ্ধিত হইয়া, তাহার বিষময়ী ছায়ায় পরমার্থ-রূপ-বিভাকর-তেজের মলিনতা সমুৎপাদন না করে। সাবধান, ইহার মূল যেন তোমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া, তোমার মুক্তিদ্বার রুদ্ধ না হয়। অনঘ! তুমি, আমি, ইত্যাদি ভাববর্জ্জিত হইলেও, আত্মা অহঙ্কারবশে রুদ্ধ হইয়া, সংসারচক্র বহন করেন। অহঙ্কার অন্ধকারের ন্যায়, জন্মরূপ গহন বনে আবির্ভূত হইলে, তৎক্ষণাৎ চিন্তারূপিণী পিশাচীগণ মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করে। অহংকাররূপ পিশাচ যাহাকে পরিগ্রহ করে, শাস্ত্র বা মন্ত্র কোন উপায়েই সেই নরাধমের কোন রূপেই নিষ্কৃতি হয় না।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ (অহঙ্কারনিবৃত্তির উপায়)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি সংসারভয়ে অতিমাত্র বিব্রত

ও ব্যস্তভাবাপন্ন হইয়াছি! এই অহংকারই সংসারভয়ের হেতু এবং তাহার নিবৃত্তিই পরম শান্তি ও অভয়ের সেতুস্বরূপ। অতএব যে উপায়ে অহংকারের বৃদ্ধি না হইয়া, নিবৃত্তি হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার ন্যায়, উপযুক্ত পাত্রের এইপ্রকার শুভ প্রশ্নই শোভা পায়। ইহাতে লোকসকলের বিলক্ষণ শিক্ষা হইতে পারে। অতএব আমি যথারীতি, যথাশাস্ত্র, যথাশ্রুত ও যথাজ্ঞান অহংকারনিবৃত্তির উপায় কীর্ত্তন করিব, অবধান কর।

নিশ্চয় জানিও, সৃষ্টিবিনাশের জন্যই অহংকারের সৃষ্টি। রাজা নহুষ অহংকার করিয়া, অজগর হইয়াছেন। রাজা নৃগ অহংকার করিয়া, কৃকলাস হইয়াছেন এবং রাজা যযাতি অহংকার করিয়া, স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং, অহংকার করিলেই, পড়িতে হয়, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত, জানিবে; কোন মতেই এই পতনের নিবৃত্তি নাই। অতএব সর্ব্বথা অহংকার ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবার চেষ্টা করিবে। আমি কিছুই নহি এবং কিছুই কিছু নহে; এইপ্রকার পরিকলনপূর্ব্বক পরমার্থপথে বিচরণ করাই অহংকারনিবৃত্তির প্রধান উপায়। পুনশ্চ, আত্মা সর্ব্বদা আত্মস্বরূপের পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া, চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থিতি করিলে, অহংকারের বৃদ্ধি হইতে পারে না; ক্রমশঃ ক্ষয়দশা সংঘটিত হয়। সমস্তই ইন্দ্রজাল, সমস্তই স্বপ্ন অথবা সমস্তই মায়া; অতএব ইহাতে আর স্নেহ ও অনুরাগাদির আবশ্যকতা ও প্রয়োজনই বা কি, এইপ্রকার বিচারসহকারে আত্মাতে আত্মা স্থাপন করিলে, অহংকারের আর জন্ম হয় না। আত্মা অহঙ্কার ও দৃশ্যশ্রী বিরহিত, শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপ, এইপ্রকার চিন্তা করত রাগাদিপরিহারপুরঃসর আত্মমাত্রনির্ভর হইলে, অহংকার আর বর্দ্ধিত হয় না। অন্তরে অহংকার ও বাহিরে জগৎ এইপ্রকার

হেয় দৃষ্টির ক্ষয় ও সমদর্শিতা উদয় হইলেই, অহঙ্কার আর বর্দ্ধিত হয় না। আমি দ্রষ্টা, জগৎ দৃশ্য, ইহা হেয়, উহা উপাদেয়, এইপ্রকার ভাবের ক্ষয় ও সর্ব্বত্র সমতার আবির্ভাব হইলে, অহংকার আর বর্দ্ধিত হয় না।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! অহঙ্কারের আকার কিপ্রকার? উহা শরীরী কি অশরীরী? উহা কি রূপে ত্যাগ করা যায়? ত্যাগ করিলেই বা কীদৃশ ফলপ্রাপ্তি হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অহঙ্কার তিনপ্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার শ্রেষ্ঠ ও একপ্রকার নিকৃষ্ট ও অবশ্য পরিত্যাজ্য। অনঘ! আমিই বিশ্ব, আমিই ব্রহ্ম বা অক্ষয় আত্মা; ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইত্যাকার পরমোৎকৃষ্ট কল্পনার নাম প্রথম অহংকার। যাহাতে জীবন্মুক্তগণের মোক্ষলাভ হয়, যাহা কিছুতেই লিপ্ত বা সম্পৃক্ত নহে, যাহা কেশের অগ্রভাগ অপেক্ষা শতাংশে সূক্ষ্ম, যাহা একমাত্র কল্যাণের হেতু, সেই অহঙ্কারের নাম দ্বিতীয় অহংকার। আর যাহা মিথ্যাকে সত্যরূপে কল্পনা করে, তাহাকে লৌকিক ও তৃতীয় অহংকার কহে। এই অহংকার অপেক্ষা শত্রু নাই, ইহা যেমন দুরাত্মা, তেমনি অতীব তুচ্ছভাবাপন্ন। অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহা পরিহার করিবে। অনঘ! এই অহঙ্কার প্রবল রিপুরূপে বিবিধ আধি সমুদ্ভাবন করে। ইহা একবার অভিহত করিলে, জীবের আর প্রকৃতিস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, এই দুরহংকার বিবিধ বিপদের আস্পদ। মন ইহাতে অতিমাত্র আচ্ছন্ন ও ঘোরায়িত হইয়া থাকে।

রাম! প্রথম দুইপ্রকার অহংকারকে বিশিষ্ট অহংকার বলে। নিতান্ত সৌভাগ্য না হইলে, আর উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহা প্রাপ্ত হইলে, সাক্ষাৎ মুক্তি ও হিরণ্যগর্ভের ভাবনা দ্বারা হিরণ্যগর্ভ স্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে এবং রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষ ও লৌকিক অহংকাররূপ পরমশত্রু নিরাকৃত ও বিনষ্ট এবং মন পরম নির্ম্মল ও নির্ব্বাণশান্তি সঞ্চারিত হয়, সন্দেহ নাই।

আমি দেহী নহি, অথবা আমি কিছুই নহি, এইপ্রকার অবধারণানন্তর বিবিধ দুঃখের আস্পদ তৃতীয় অহংকার ত্যাগ করিলে, সর্ব্বথা স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ হওয়া যায়। বলিতে কি, এই দুঃখজনক ও অবশ্য পরিত্যাজ্য অহংকারকে ত্যাগ করিয়া, যিনি যে ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার তাহাতেই পরম উৎকর্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত পূর্ব্ব পরমপ্রশস্ত অহংকারদ্বয় আশ্রয় করিয়া, সংসারপথে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পরমপদপ্রাপ্তিরূপ পরমসৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হয়, সন্দেহ নাই। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে নির্ম্মল বুদ্ধি সহায়ে লৌকিক অহংকার ত্যাগ করিবে। নিশ্চয় জানিবে, এই পরমপাপময় দুরহংকারই মুক্তিরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের মূর্ত্তিমান্ মহাবিঘ্ন। সুতরাং ইহার পরিহারই পরমপদপ্রাপ্তির পরম সাধন। ব্যক্তিমাত্রেরই এই সাধন সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। যদি সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইবার অভিলাষ থাকে, দুরহংকার ত্যাগ কর। বিচারসহকারে এই স্থূলস্বভাবসম্পন্ন লৌকিক অহংকার ত্যাগ করিলে, কোন মতেই অধোগামী হইতে হয় না। যিনি অহংকার ত্যাগ করেন, তিনি ভোগ রোগ ও শোকাদির বহির্ভূত হন এবং ভোগাদির বহির্ভূত হইলে, একমাত্র শ্রেয়ই সম্মুখীন হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই দুরহংকারকে অন্ধকারস্বরূপ বলিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মহাবিঘ্ন আর নাই। সুতরাং ইহার ক্ষয় হইলে, আর কি প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে ?

অয়ি মহাবাহো ! তুমি কখন অহংকারের দাস হইও না; অহংকারই যেন তোমাদের দাস হয়। তাহা হইলে, সমস্ত সংসার তোমার দাস ও মুক্তি তোমার দাসী হইবে এবং শান্তি ও নির্ব্বাণ ইহারাও তোমার সেবা করিবে, সন্দেহ নাই। এই বিশ্বামিত্র লৌকিক অহংকার ত্যাগ করিয়া, পারলৌকিক অহংকার আশ্রয় করাতেই, ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছেন। পরমপুরুষকার সহকৃত প্রযত্ন সহায়ে অহংকার

পরিহারে সমর্থ হইলেই, ভবসাগরপারপ্রাপ্তি একান্ত অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। সমস্তই আমার, আমিই সমস্ত এবং আমি কিছুই নহি, এইপ্রকার অবধারণপূর্ব্বক একমাত্র আত্মাশ্রয় দ্বারাই মহাত্মারা পরমপদপ্রাপ্তিযোগ ভোগ করেন।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! বলিতে বলিতে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির ন্যায়, দিবাকরের তেজ মন্দীভূত ও হত ভাগ্যের ন্যায়, শ্রী কান্দিগ্‌ভূত হইল; পূর্ব্বদিকের রাগ বিরহিণীর ন্যায় তিরোভূত ও পশ্চিম দিকের রাগ সনাথার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইল; তদ্দর্শনে সর্ব্বভূত যুগপৎ হর্ষবিষাদে অভিভূত হইল। অদ্ভুতবীর্য্য বশিষ্ঠ মহাশয় ভাস্করের অস্তদর্শনে নিরস্ত হইয়া, ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। সভাস্থ সভ্যসমস্তও তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর পরদিন প্রভাতে সকলে সমবেত হইলে, তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ সৎকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে দৈববাণীর ন্যায়, তাহা শুনিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ (বাসনামাহাত্ম্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘূদ্বহ! দামাদি অসুরত্রয় বিনষ্ট ও স্বীয় সৈন্যসমস্ত বিভ্রষ্ট হইলে, মহামায় শম্বর সৈন্যগণের পরাজয়নিবন্ধন উৎসাহহীন হইয়া, কতিপয়-বর্ষ যাপনানন্তর পুনরায় যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিল, আমি পূর্ব্বে মায়াবলে যে দামাদির সৃষ্টি করি, তাহারা মূর্খতাপ্রযুক্ত দুরহঙ্কারপরবশ হইয়া, বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব পুনরায় মায়াবলে অপর অসুরত্রয় সৃষ্টি করিব। তাহারা যাহাতে ঐরূপ দুরহঙ্কৃতির বশবর্ত্তী না হইয়া, অনায়াসেই অমরদিগকে পরাস্ত করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে অধ্যাত্মশাস্ত্র ও বিবেকযুক্ত করিব।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর সে মায়াবুদ্ধির সাহচর্য্যে অপর অসুর-ত্রয় সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে ভীম, ভাস ও দৃঢ় নামে অলঙ্কৃত করিল। তাহারা তিন জনেই তদীয় মায়াবলে বেদবিৎ, বীতরাগ, সর্ব্বজ্ঞ, নিষ্পাপ, আত্মজ্ঞ, সর্ব্বদক্ষ ও পরম-পবিত্র-স্বভাব হইয়া, সমস্ত সংসারকে তৃণবৎ দেখিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শম্বর অনুমতি করিলে, তাহারা মহামেঘমালার ন্যায়, বিবিধ হেতিরূপ বিচিত্র বিদ্যুদ্বলয়ে বিমণ্ডিত হইয়া, গভীরগর্জ্জনপুরঃসর ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়া, বারিধারার ন্যায়, শরধারায় সমস্ত আকাশ প্রচ্ছাদিত করত অমরগণের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিল। তাহারা বিবেকগুণে ভূষিত ছিল। এইজন্য বহুবর্ষ জয়সহকারে যুদ্ধ করিয়াও, তাহারা দুরহংকারের বশীভূত হইল না। যদিও কখন তাহাদের অন্তরে, আমি, আমার, এইপ্রকার বাসনার সঞ্চার হয়, কিন্তু, আমি কে, ইহাই বা কি, এইপ্রকার আত্মবিচারের আবির্ভাব হইয়া, সেই বাসনার সমূলে উন্মূলন করে এবং তৎপ্রভাবে তাহাদের দুরন্ত ও দুরত্যয় তেজ সন্ধুক্ষিত ও উৎসাহশক্তি যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সৌম্য! এইরূপে, আমি কে, ইহা কি, ইত্যাকার বিবেকের আবিষ্কার হওয়াতে, অমরগণ আর তাহাদিগকে বিভীষিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

সেই অসুরত্রয় অহঙ্কারহীন, জরামরণভয়হীন ও অতিমাত্র ধৈর্য্যশালী এবং যথাগত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই দেহ কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধস্বরূপ চিৎই আত্মাতে বিরাজ করেন, অহঙ্কার ও অন্যান্য পদার্থ সকল কিছুই নহে, মনে মনে এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া, তাহারা বর্ত্তমান শুভ ও অশুভ ব্যাপারসমূহে প্রবৃত্ত হইল এবং সমস্তবাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক অনাশক্ত চিত্তে অবিনাশী রূপে শত্রুগণের সংহারারম্ভ করিল, কোন বিষয়েই তাহাদের আসক্তি রহিল না। প্রভুর কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য, শুদ্ধ এইপ্রকার জ্ঞানেই তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভোজন করিলে, অন্ন যেমন নিঃশেষ হয়,

তদ্রূপ সর্ব্বত্র বীতরাগ সর্ব্বময়দর্শী বিদ্বেষহীন সেই ভীমাদি অসুরত্রয় কর্ত্তৃক ক্ষত, আহত, দগ্ধ ও শুষ্ক হইয়া, অমরসৈন্যের লয় দশা উপস্থিত হইল। তাহাদের পরাক্রমের সীমা নাই। তাহাদের আক্রমণে অমরবাহিনী হিমালয়পরিচ্যুত ভাগীরথীর ন্যায়, বিক্ষিপ্ত ও ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইতে লাগিল।

প্রবলপবনপরিচালিত পয়োদপটলী যেমন পর্ব্বত আশ্রয় করে, তদ্রূপ অমরসৈন্যগণ ভীমাদি অসুরগণের প্রবল পরাক্রমে পরাজিত ও পর্য্যদস্ত হইয়া, ক্ষীরসাগরগর্ভস্থ ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন এবং তাঁহার উদ্বোধন জন্য এই বলিয়া, স্তব করিতে লাগিলেন, ভগবন্ সত্যপুরুষ সচ্চিদানন্দ মহাদেব। যোগনিদ্রা পরিহার করুন। আমরা বিপদ্‌গ্রস্ত ও পরিত্রস্ত হইয়া, আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি বিপন্নের উদ্ধার ও অবসন্নের পরিত্রাণ করেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভগবান্ বিষ্ণু এই বাক্যে দেবগণের বর্ত্তমান বিপত্তিব নিরাকরণ কামনায় ক্ষীরোদগর্ভ হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলে, মহামায় শম্বর তাঁহার সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। সেই অকাল প্রলয়সদৃশ সুভীষণ সংগ্রামে কুলাচল সকল কম্পিত ও উড্ডীন, মহার্ণব সকল বিক্ষুব্ধ ও বেলাপ্রদেশ বিলংঘনে প্রবৃত্ত, অসুরসকল মহাভয়ে বিহ্বল ও উৎসাহহীন হইয়া, ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও বিনষ্ট, তাহাদের বাহন সকল আর্ত্তনাদপুরঃসর পরলোকে সমাগত, দৈত্যপতি শম্বর সৈন্যগণের সহিত বিনষ্ট ও বৈকুণ্ঠে সমাগত এবং ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই অসুরত্রয়ও বিষ্ণুহস্তে নিহত ও বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইল।

রাম! এইরূপে প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ হয়, সেই বাসনাবিহীন দানবত্রিতয় তেমনি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় আর সংসারগতির কিছুই অবগত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মন বাসনাজাল পরিহার করিলেই, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বাস-

নাই বন্ধন এবং বাসনাই নরক। অতএব তুমি ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই বিবেক আশ্রয় করিয়া, সমস্ত বাসনা ত্যাগ কর। তুমি যে বদ্ধ হইয়া আছ, বাসনাই তাহার কারণ, সন্দেহ নাই।

সৌম্য! সত্যদৃষ্টি দ্বারা বাসনার ক্ষয় হইলে, মন, তৈলহীন প্রদীপের ন্যায়, স্বয়ংই শান্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করে। পরমার্থই পূর্ণ ও সৎস্বরূপ; এইপ্রকার ভাবনা করিলে, দৃশ্যমান প্রপঞ্চের মিথ্যাস্বরূপতাপ্রতীতি হয়। এইজন্য ঐরূপ ভাবনাকেই পণ্ডিতেরা সম্যগ্দর্শন নামে অভিহিত করেন। আত্মাই এই জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। অতএব কে কোথায় কাহার ভাবনা করিবে? ভাবনা নামে বস্তুতঃ কোন কথাই নাই। এইপ্রকার বিচারকেই সম্যগ্দর্শন বলে। চিত্ত ও বাসনা, ইহাদের যাহাই অর্থ হউক, ইহারা নামমাত্র। সত্যদৃষ্টি দ্বারা ইহারা যাহাতে লীন হয়, তাহারই নাম পরম পদ। মন বাসনাবিশিষ্ট হইলেই, স্থিতি লাভ করে। আর, বাসনাবিমুক্ত হইলে, বিদেহমুক্ত হইয়া থাকে। এই যে ঘটপটাদি বিবিধ আকার কল্পিত হইতেছে, মনই ইহার মূল। ইহার উপশম হইলেই, সকলের উপশম হয়। সুতরাং, এই চিত্তই দামাদির ন্যায়, ভীমাদির আকারে পরিণত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় অবগত হইবে। রাম! তুমি পরমবুদ্ধিমান্ এবং অতিমাত্র প্রীতিমান্ শিষ্য। এইপ্রকার জ্ঞানেই তোমার নিকট যাহা বলিলাম, পূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ উপদেশ করেন। প্রার্থনা করি, ভীমাদির ন্যায়, তোমার স্থিতিলাভ হউক।

ষট্ত্রিংশ সর্গ (উপশম)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যাহাদের চিত্ত বিষয়প্রবৃত্তি প্রযুক্ত অবিদ্যার উল্লাসে উল্লসিত হইয়াছিল, সেই সাধুস্বভাব মহাশূরত্রয় অধুনা সর্ব্বোৎকর্ষ ভোগ করিতেছে। ইহার কারণ একমাত্র

মনোনিগ্রহ। সুতরাং, মনকে নিগৃহীত করিলেই, সকল উপদ্রবের হেতুভূত সংসারদুঃখের শান্তি ও পরম নির্বৃতি লাভ হয়। যাহা জ্ঞানের সার, ইদানীং তাহা বলিতেছি, অবধান ও অবধারণ কর।

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, ভোগবাসনাই বন্ধ ও ভোগেচ্ছা-নিবৃত্তিই মুক্তি। অন্যান্য শাস্ত্রসন্দর্ভ অভ্যাস করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা স্বাদু, তাহাই বিষ ও অগ্নিবৎ জ্ঞান ও দর্শন করিবে; বিষয়ভোগ অতিবিষম, বারংবার ইহা বিচার করিয়া, পরিহার করিবে। তাহা হইলেই, প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিবে। কণ্টকভূমি যেমন কণ্টক প্রসব করে, বাসনাবিশিষ্ট বুদ্ধি তেমনি বিবিধ দোষ সমুৎপাদন করে। যাহা বিবিধ বাসনাবশে বিগলিত ও রাগদ্বেষাদি রিপুগণের এক বারেই পরিজ্ঞাত নহে, তাদৃশ বুদ্ধিই পরম স্থিরভাব আশ্রয়পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে চরম শান্তি লাভ করে এবং উৎকৃষ্ট বীজবতী ভূমির ন্যায়, শান্তিরূপফলশালী সদ্গুণ-রূপ অঙ্কুর প্রসব করিয়া থাকে।

ইহা শুভ ও ইহা অশুভ, এইপ্রকার ফলানুসন্ধানপ্রবৃত্তি উদ্ভূত হইলে, মিথ্যাজ্ঞান বায়ুবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় তিরোহিত হইলে, সুজনতা পূর্ণচন্দ্ররেখার ন্যায় বর্দ্ধিত হইলে, সুবিমল নভস্থলে প্রভাকরকরের ন্যায় হৃদয়ে বিবেক সমুদিত হইলে, শুক্তিমধ্যে মুক্তার ন্যায় অন্তরে ধীরতা আবির্ভূত হইলে, আত্মসুখ লাভ করিয়া আন্তরিক অভিপ্রেত সুসমাহিত হইলে, গুরু প্রভৃতির সৎসঙ্গরূপ মহাপাদপ শান্তিরূপ সুশীতল ছায়ায় অলঙ্কৃত ও মোক্ষ-রূপ মহাফলে বিমণ্ডিত হইলে, সমাধিরূপ সরল বৃক্ষে আনন্দরূপ অমৃতায়মান রস সঞ্চারিত হইলে, মন সন্দেহহীন, দ্বন্দ্বহীন, কামনা-হীন ও উপদ্রববিহীন হইয়া থাকে এবং চপলতা তিরোহিত, শোক মোহ বিগলিত, ভয় ও পাপাদি অনর্থসমূহ নিরাকৃত, শাস্ত্রার্থসম্বন্ধীয় সন্দেহ সকল অপোহিত, সমুদায় কৌতুক নিঃশেষিত ও অশেষ কল্পনাজাল বিদলিত হইয়া যায়। এই রূপে মোহের ক্ষয় ও জ্ঞানের উদয় হইলে, ঈহা, আক্রোশ উপেক্ষা ও আধি প্রভৃতি

উপদ্রব সকলও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তখন অনাসক্তির উদয় বশতঃ শোকরূপ নীহারপটল তিরোহিত, ভববন্ধনগ্রন্থি শিথিলিত ও তৎসহকারে মুক্তি অধিকৃত হইয়া থাকে এবং সমস্ত কলুষ শেষ হওয়াতে, জীবন্মুক্তিরূপ পরমপুরুষার্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন মন কলুষজাল নিরাকৃত করিয়া, মেঘাবরণবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান হইয়া, আপনার স্থূলতার কারণস্বরূপ কল্পনাজাল পরিহারপূর্ব্বক ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে সেই ক্ষীণ দেহ অনায়াসেই তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া থাকে।

বৎস! মনের বিনাশই অভ্যুদয় ও মনের অভ্যুদয়ই বিনাশ। প্রাজ্ঞের মন ক্ষীণ ও অজ্ঞের মন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দৃশ্যমান এই বিশ্ব মন ভিন্ন কিছুই নহে। মনই লোকের মহাশত্রু ও মনই লোকের পরম বন্ধু। মন যখন সৎপথ ত্যাগ করিয়া, অসৎপথে ধাবমান হয়, তখনই শত্রু এবং যখন অসৎপথ ত্যাগ করিয়া, সৎপথের অনুসরণ করে, তখন পরম বন্ধু। এই রূপে যাহারা মনকে চিনিতে না পারে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। চিত্ত যে অবস্থায় বিবিধ বিকল্পনাবশে কলুষিত হইয়া, আত্মাকে বিস্মৃত হয়, তাহার নাম সংসার এবং তাহাকেই কল্পনাস্বভাবা বাসনা বলে। এই বাসনার অন্যতর নাম মন।

আত্মা জীবভাব নহেন, দেহ নহেন এবং শোণিতও নহেন। দেহীর এই দেহ জড়স্বভাব; কিন্তু দেহী স্বয়ং আকাশস্বরূপ। যেমন কদলীস্তম্ভ কর্ত্তন করিলে, তাহাতে পল্লব ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, তদ্রূপ দেহীর দেহ ছেদন করিলে, রক্তাদি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। এই কারণে দেহ জড়স্বরূপ, এবং এই কারণেই আত্মস্বরূপ দেহী দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

মনোরূপ জীবই নর, জানিবে। কোষকার কীট যেমন আত্মার বন্ধন জন্যই জাল রচনা করে, মনোরূপ জীবও তেমন নিজের বন্ধন নিমিত্ত আত্মাতে বিবিধ বিকল্প কল্পনা করে। এবং অঙ্কুর যেমন দেশকালানুসারে পল্লব রূপে পরিণত হয়, সেই

নরও তেমনি বর্ত্তমান্ দেহ ত্যাগ করিয়া, দেশকালান্তরে অন্যদেহ পরিগ্রহ করে। যে যেমন বাসনা করে, তাহার তদ্রূপ সিদ্ধি সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি শুভবাসনাসম্পন্ন, তাহার মনে মহত্ত্বের আবির্ভাব হয় এবং ক্ষুদ্রবাসনাবিশিষ্ট মনে ক্ষুদ্র ভাবই সমুত্থিত হইয়া থাকে। যে ইন্দ্র, সে স্বপ্নেও আপনাকে ইন্দ্র দেখে এবং যে ব্যক্তি পিশাচভ্রমের বশীভূত, সে রাত্রিতেও স্বপ্নকালীন পিশাচ সকল দর্শন করে। শুভাশুভ বাসনা সম্বন্ধেও এই রূপ। যাহা স্বভাবতঃ নির্ম্মল, তাহাতে যেমন্ কলুষতা স্থান প্রাপ্ত হয় না তদ্রূপ নির্ম্মল মনে কলুষ ভাবের সংক্রম হয় না। এই রূপ, কলুষতায় নির্ম্মলতার ন্যায়, কলুষিত চিত্তে নির্ম্মলতা অবস্থিতি করিতে পারে না। উত্তম ব্যক্তি ক্ষয়দশায় পতিত হইলেও, মনের নির্ম্মলতারূপ উত্তম গতি পরিত্যাগে কদাচ সমর্থ হয়েন না। সূর্য্য অস্তাচলশিখরে পতনসময়েও স্বীয় স্বভাব পরিহার করেন না। তৎকালীন তাঁহার অপূর্ব্ব রাগবৈচিত্রই এ বিষয়ের প্রমাণ।

আত্মার বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। ইহা কেবল ঐন্দ্রজালিক ভ্রম মাত্র। এই দৃশ্যজাত মৃগতৃষ্ণানদীর ন্যায় অসন্মাত্র। একমাত্র ব্রাহ্মী সত্তাই সকলের সত্তাপ্রতীতির কারণ। আমি অনন্ত নহি, আমি অতি নীচ, ইত্যাকার দুর্নিশ্চয় দ্বারাই দেহীর আবির্ভাব হয় এবং আমি অনন্ত ও ঈশ্বর, এইপ্রকার সুনিশ্চয় সহায়ে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। সেই অহংকারহীন স্বচ্ছ পরমাত্মাতে ঐহিক বন্ধন স্বরূপ অহংভাব নাই। ব্রহ্ম একত্ব, দ্বিত্ব, বন্ধ ও মোক্ষ বিবর্জ্জিত। সংসার তদীয় সত্তা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এইপ্রকার অনহংভাবনাই পরমার্থ। মন নির্ম্মল হইলেই, স্বচ্ছদর্পণে আত্মপ্রতিবিম্বের ন্যায়, তাহাতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রতীতি হইয়া থাকে। ফলতঃ, সমস্তই আমি, এইপ্রকার শুভ ভাবনা সহায়ে শুভাশুভজ্ঞান বিসর্জ্জন করিলেই, বন্ধ মোক্ষের অধিকার ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তুমিও ঐরূপে বন্ধমোক্ষ পরিহার কর। সৎশাস্ত্র ও বৈরাগ্যবুদ্ধি এই উভয়ের সহায়তায়

অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হইলে, উহাতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগদাদি অন্য মলিন পদার্থ প্রতিভাত হয় না। যাহাতে তোমার মন তদ্রূপ মার্জ্জিত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যে দৃষ্টি মনের সহিত মিলিত না হইয়া, এই দৃশ্য পদার্থের সহিত মিলিত হয়, তাহার নাম বাহ্যজ্ঞানদৃষ্টি। এই বাহ্যজ্ঞানদৃষ্টি অসতী ও ক্ষণবিনাশিনী জানিবে, মন কি বাহ্য, কি অভ্যন্তরীণ, সমস্ত দৃশ্যদর্শন ত্যাগ করিয়া, তন্নিষ্ঠ হইলে, পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অসতী বাহ্যদৃশ্যদৃষ্টিই মনের স্বরূপ, জানিবে। ইহা হইতেই বিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহারা এই দৃষ্টিকে পরমাত্মার স্বরূপে দর্শন করে, তাহাদের ভুক্তিমুক্তি উভয় ফলই প্রাপ্ত হয়। জলে তরঙ্গ যেমন কল্পনা মাত্র, তদ্রূপ এই দৃশ্যজালও কিছুই নহে। যাহা কিছুই নহে তাহার বিনাশে আবার শোক কি? তুমি স্নেহহীন বন্ধুর ন্যায় রাগদ্বেষবিহীন বুদ্ধি সহায়ে এই সমস্ত ভৌতিক ব্যাপার দর্শন কর। তাহা হইলে ইহাদের অসারতা জানিতে পারিবে। স্নেহহীন বন্ধু যেমন বন্ধুর সুখ দুঃখে লিপ্ত না হইয়া, বিশুদ্ধজ্ঞানবলে আত্মতত্ত্ব পরিকলন করেন, তুমিও তেমনি জাগতিক সুখ দুঃখে লিপ্ত না হইয়া, একমাত্র আত্মাকেই অবগত হও। আত্মাকে অবগত না হইলে, বন্ধন বিগলিত ও শান্তি সমাগত হয় না। যিনি দৃষ্টি ও দৃশ্যের মধ্যে বিরাজ করেন, তিনিই শিবস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, মন পরম শান্ত ভাব অবলম্বন করে এবং মনোরূপ বায়ু প্রশান্ত হইলে, দেহরূপ পাংশু তৎক্ষণে শান্তি প্রাপ্ত হয়। দেহ যদি না থাকে, তবে আর শোক দুঃখ কি?

বাসনারূপ বর্ষা তিরোহিত, মনোরূপ মেঘ আগত, হৃৎকম্পের হেতুভূত জড়তারূপ পঙ্ক নিঃশেষিত, হৃদয়রূপ ভয়াবহ কানন মধ্যস্থ তৃষ্ণারূপ কণ্টকী লতাসকল উপরত, মিথ্যাজ্ঞানরূপ অরণ্যমধ্যে ইন্দ্রিয় রূপ কদম্ববৃক্ষকদম্ব ক্ষয়দশায়

উপনীত ও প্রভাতে রজনীর ন্যায়, মোহজাল অন্তর্হিত হইলে, মন্ত্রবলে অপহৃত আশীবিষবিষের ন্যায় জড়তা বিদূরিত হয়। এবং অবিদ্যারূপ নীহারপটলী নিরাকৃত হওয়াতে, সংসাররূপ নগরীর পরম প্রসন্ন দশা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তখন আর পরমার্থ প্রাপ্তি সুদূরপরাহত হয় না, দেহরূপ পর্ব্বতে ভয়রূপ ক্ষুদ্র নদীসকল প্রাদুর্ভূত হয় না, অসৎপক্ষলক্ষিত সংকল্পরূপ শিখীসমূহ লক্ষিত হয় না এবং সম্বিদরূপ আকাশও আর কলুষিত হয় না। তখন অজ্ঞানরূপ মেঘমালা নিরাকৃত হওয়াতে, জীবরূপ প্রভাকর মহোদয়সমলঙ্কৃত ও নিরতি বিরাজিত হইয়া থাকে। তখন রজরূপ রজোরাশি বিগলিত, মোহরূপ মেঘজাল পরাহত, জ্ঞানরূপ সূর্য্য সমুদিত, সুবিমল চিত্তাকাশমঞ্জরী দিগ্‌বলয় সুশীতল করিয়া প্রতিভাত, সুবিবিক্ত বিবেকভূমি সর্ব্বসম্পত্তি প্রকাশিত ও পরমানন্দ বিতরিত করিয়া, অতিমাত্র সফলতাগুণে অলঙ্কৃত এবং ভোগবিভবপরিপূর্ণ ভুবনান্তর পরম আলোকে সমুদ্‌ভাসিত হয়। তখন হৃদয়রূপ কমলের রজোহীন ভাব দর্শন করিয়া, অহঙ্কার রূপ মধুকরগণ চিত্তরূপ সরোবর পরিহার পুরঃসর পলায়িত এবং সর্ব্বনায়ক সর্ব্বগ আত্মা আক্ষেপবিরহিত ও বাসনাবিবর্জ্জিত হইয়া, পরমশান্তদশায় সমাগত হন। ফলতঃ, বিচার দ্বারা মন বিগলিত ও বুদ্ধি স্থির পদে অধিষ্ঠিত হইলে, আত্মভাব প্রাপ্ত ও বিগতজ্বর হইয়া, দেহরূপ নগরে বিরাজ করিতে পারা যায়।

সপ্তত্রিংশ সর্গ (চিদাকাশবর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সেই আত্মরূপী আকাশরূপী জ্ঞানরূপী চিৎস্বরূপ পরমাত্মা বিশ্বাতীত হইলেও, কিরূপে বিশ্বের আধাররূপে তাহাকে ধারণ করেন, আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ।

অবধান কর। তুমি ও তোমার দেহ, এই দুয়ে যে ভাব, চিৎ ও জগৎ উভয়ে সেই প্রকার ভাব। তথাহি জলে তরঙ্গবৎ এই দৃশ্যমান বিশ্ব তাঁহাতেই আবির্ভূত ও তাঁহাতেই তিরোহিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার আবির্ভাব ও তিরোভাবই জগতের স্বভাব। প্রলয়ের পর প্রলয়, কল্পের পর কল্প ও যুগের পর যুগ অতীত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইহাই চিতের স্বভাব। অর্থাৎ চিতই জগৎ এই রূপে ও বারংবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বিচারবলে নিঃসংশয়ে ইহাই নিরূপিত করিয়াছেন। কালের পর কাল ও লোকের পর লোক, কতই অতীত হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি কোন ব্যক্তিই কোন কালে কোন দেশে এই যুক্তির খণ্ডন করিতে পারে নাই। তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় বুদ্ধিবিদ্যাবিজ্ঞানবিশিষ্ট। অতএব নিজেই ইহা বুঝিয়া লও ও মীমাংসা কর, স্পষ্টই জানিতে পারিবে, যে, চিতই জগৎ ও জগৎই চিৎ। উভয়ে কিছুই ভিন্ন ভাব নাই।

আকাশ অতি সূক্ষ্ম। এই জন্য, সর্ব্বগ হইলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না; তদ্রূপ, চিৎ সর্ব্বগত হইলেও, অত্যন্ত সূক্ষ্মস্বভাব বলিয়া, লক্ষিত হন না। অনঘ! তুমি যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দ অধিষ্ঠিত আছে, জান, তাহাই পরব্রহ্ম। তিনি এক। তিনি অনেক। তিনি অতীত, তিনি অনতীত। তিনি সর্ব্বগ। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় বাসনাবলেই তদীয় আত্মভূত মায়িক আত্মাতেই এই সমুদায় সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। তিনি বাসনাহীন, এইজন্য তাঁহার চেষ্টা বা অচেষ্টা কিছুই নাই। তিনিই কর্ত্তা ও কার্য্য, এইজন্য তিনি কিছুই করেন না। তিনিই আধার ও আধেয়। এইজন্য তিনি অভিমত কর্ম্মানুষ্ঠানে অপ্রবৃত্ত। তিনি নির্দ্বন্দ্ব ও সকল কার্য্যের কর্ত্তা। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। থাকিলে, পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ তাঁহার দেহাদির উপচয় দেখিতে পাওয়া যাইত। তোমার যেন কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকে। তাহা হইলে, তোমাকে

পুনঃ পুনঃ দেহযোগ ভোগ করিতে হইবে। অধুনা, তুমি শ্রুতি ও গুরূপদেশ সহায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, শান্ত ও সুস্থির হও। যাহা দ্বারা অবিনাশী সুখলাভ হয়, বহুযত্নে বহুদূরে ভ্রমণ করিলেও, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বুদ্ধিসহকারে এইপ্রকার বিচার করিয়া, বাহ্যবস্তুর অন্বেষণে বিনিবৃত্ত হও। বস্তুগত্যা তুমিই চিদাত্মা।

এই চিদাত্মার কোন প্রকার সংকল্প বা সংজ্ঞা নাই। ইহাকেই চেত্য নামে অভিহিত করে। জল যেরূপ সাগরাদিতে তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদি বিবিধ রূপে প্রকাশিত হয়, চিদাকাশেও তদ্রূপ ত্বদ্ভাব ও মদ্ভাব প্রভৃতি বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং তুমি আমি সকলেই অভিন্ন এবং তুমি আমি সকলেই চিৎস্বরূপ। তথাহি, রাশীকৃত জলই যেমন সাগর নামে কথিত হয়, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও তেমন চিৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই ভেদ কল্পনা করে।

চিতের উদয় নাই, অস্ত নাই, উত্থান নাই ও স্থিতি নাই। তিনি আগমন বা গমন কিছুই করেন না। তিনি জগতে আছেন এবং নাই। তিনি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধস্বরূপ এবং স্বয়ং আত্মাতেই অবস্থিতি করেন। তেজ দ্বারা তেজের ন্যায়, সেই চিৎ এই সৃষ্টি দ্বারা প্রস্ফুরিত হয়।

এই চিৎ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইলে, পরমপদরূপ স্বপদ হইতে ভ্রষ্ট ও অহমস্মি ইত্যাদি ভাবনাবিশিষ্ট হইলে, অজ্ঞপদ প্রাপ্ত হন এবং সংসৃতিভাবের অনুসরণপ্রযুক্ত বিবিধ রূপে আবির্ভূত হইয়া, ইহা আছে, ইহা নাই, ইহা গ্রাহ্য, ইহা অগ্রাহ্য এবং ইহা ইষ্ট ও ইহা অনিষ্ট, এইরূপে দেহাত্মভাব পরিগ্রহ করেন। এই চিতই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এবং ইহাই রূপ ও রসাদি পঞ্চ বিষয়। ইহাই বসন্ত ও গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতু। ইহাই সংবৎসর ও যুগাদি কালস্বরূপ। নিয়তি এই চিৎ সহায়েই প্রলয় পর্য্যন্ত পৃথিবী ধারণ করে। ভূতগণ ইহাঁরই প্রভাবে জন্মমরণপ্রবাহপরম্পরায়

পুনঃ পুনঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডকোটির অন্তর্গত মূঢ় প্রাণিগণ ইহারই প্রভাবে কালের বশবর্ত্তী হইয়া, উন্মত্তের ন্যায়, বারংবার যাতায়াত করিতেছে এবং কখন অবস্থান, কখন ধর্ম্মরূপ অর্থ উপার্জ্জন এবং কখন বা জন্মবিনাশ দ্বারা ধাবন করিতেছে। এই রূপে এই স্থিরতরাকার সংসারপরম্পরা সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব হইতেই বারবার আসিতেছে ও যাইতেছে এবং তাহাতেই বিলীন হইতেছে।

অষ্টত্রিংশ সর্গ (উপশমস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহাদের মন বিগলিত ও তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদের কর্ত্তৃত্বকে কর্ত্তৃত্ব বলে না, মূঢ়দিগের কর্ত্তৃত্বই কর্ত্তৃত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেননা, আন্তরিক মনোবৃত্তির নিশ্চয় প্রত্যয়কেই কর্ত্তৃত্ব বলে। মূঢ়দিগেরই সচরাচর মোহ ও অজ্ঞানবশতঃ ঐপ্রকার দৃঢ় প্রতীতি হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণের কখনও ঐপ্রকার সম্ভব নহে। এই কর্ত্তৃত্বই বাসনাবশে তদনুরূপ ফল সমুৎপাদন করে এবং পুরুষ সেই ফল ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য, পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, কর্ত্তৃত্বই ফলভোক্তৃত্বের কারণ। পুরুষ কার্য্য করুক আর নাই করুক এবং তাহার মন স্বর্গে বা নরকে যেখানেই থাকুক, অবশ্য স্বীয় বাসনার অনুরূপ ফল ভোগ করে। প্রাজ্ঞগণের বাসনা নাই, এইজন্য কর্ত্তৃত্ব নাই এবং এইজন্য কার্য্য করিলেও, তাহার ফলভাগী হন না। তাঁহাদের দেহ স্পন্দিত হয় মাত্র। তাঁহাদের মন কিছুতেই আসক্ত নহে। এইজন্য ফল প্রাপ্ত হইলেও, তাঁহারা ভোগ করেন না। যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহারা কার্য্য না করিলেও, করিয়া থাকে। কেননা, মনই কর্ত্তা, হস্তপদাদি কর্ত্তা নহে। মন যাহা করে, তাহাই করা হয় এবং যাহা না করে, তাহা করা হয় না। পণ্ডিতেরা বিচার সহায়ে বিনির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে, মন হইতেই সংসারের

আবির্ভাব হইয়াছে। বিষয় সকলের লয় হইলে, একমাত্র বাসনার সহিত সেই বাসনোপহিত জীব বিরাজ করেন। যাঁহারা আত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের বাসনা ঐ জীবে পরম উপশান্ত ও লীন হইয়া, তুরীয় পদে গমনপূর্ব্বক না সানন্দ, না নিরানন্দ, না চল, না অচল, না স্থির, না অস্থির ভাবে অবস্থিতি করে।

ফলতঃ, মনই বীজরূপে সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা, সকল ভাব, সকল লোক ও সকল গতি সমুৎপাদন করে। মন শান্ত হইলে, সমুদায় কর্ম্ম শান্ত, সমুদায় দুঃখ লয় প্রাপ্ত ও সমুদায় চেষ্টা বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ পুরুষ কখন মনঃকৃত কর্ম্মে আসক্ত, বিবশীকৃত বা অনুরক্ত হন না। মন যাহাই করুক, সমস্তই তাঁহার অকৃত বলিয়া অনুভূত হয়। সুখ দুঃখ বন্ধ মোক্ষ ইত্যাদি যাবতীয় হেয়োপাদেয় মনঃকল্পিত বলিয়া, তিনিএকান্ত মিথ্যা জ্ঞান করেন। এই রূপে তত্ত্বজ্ঞগণের পক্ষে মোক্ষ কিছুই নহে। অজ্ঞগণই কেবল তাহার অপেক্ষা রাখে। বলিতে কি, আমি বদ্ধ হইলাম, ইত্যাদি জ্ঞান কল্পনামাত্র। যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার বন্ধ-মোক্ষ কি? অতএব তুমি মোক্ষবুদ্ধি ও বন্ধমতি ত্যাগ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া, ধৈর্য্যসহায়ে ব্যবহার নিরত হও।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ। (সকলই এক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। সমস্তই তিনি এবং তিনিই সমস্ত। মত্ব, মমত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, আদ্যত্ব ও অন্তত্ব ইত্যাদি কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। তিনি সর্ব্ব-শক্তি। স্বীয় অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছাসহায়ে বিবিধ রূপে প্রকাশিত হন। সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব হইতেই মন, বাসনা ও কর্ম্ম এই তিনের মূলীভূত শক্তি আবির্ভূত, বর্দ্ধিত, প্রকাশিত, দৃষ্ট, ধৃত ও প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই রূপে তাহা হইতেই

সমস্ত জীব ও সমুদয় পদার্থ নিত্য উদ্ভূত ও তাহাতেই নিত্য সংহৃত হইতেছে। অতএব তুমি আমি ইত্যাদি বস্তুমাত্রেই অভিন্ন। মূঢ়েরাই কেবল ভেদ কল্পনা করে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার এই বাক্য অতি দুর্ব্বোধ ও কঠিন। এইজন্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, যে বস্তু যাহা হইতে জন্মে, সে তাহারই স্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রহ্মেরই স্বরূপ হইবে। তথাহি, দীপ হইতে দীপ, মানুষ হইতে মানুষ ও শস্য হইতে শস্যই সমুদ্ভূত হয়। সুতরাং, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন জগৎও নির্ব্বিকার হইবে। কিন্তু যখন তাহা হইতেছে না, তখন আপনার কথা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, জগৎ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান; আর কোন পদার্থই নাই। অগ্নিতে উত্তাপের ন্যায়, সাগরে জলের ন্যায়, আত্মাতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! ইহা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? দেখুন, সংসার অনন্ত দুখের আধার। কিন্তু ব্রহ্মে কোনপ্রকার দুঃখলেশই নাই।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! শ্রীরাম এইপ্রকার কহিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ নিরুত্তর ও চিন্তাপরায়ণ হইলেন। চিন্তাবশে তাঁহার মন পরম শান্ত, বিকসিত ও নিতান্ত নির্ম্মল হইয়া উঠিল। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকবশে জগতকে জড় ভাবিয়া, একবারেই ত্যাগ করিয়া, একমাত্র চিৎ রূপ রসপানে সমর্থ, এবং মোক্ষোপায়রূপ দুরারোহ পর্ব্বতের পর পার প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের আত্মা সর্ব্বদোষ বিরহিত ও সর্ব্বথা নির্ম্মল ভাবে পরিণত হয়। এই কারণে, বশিষ্ঠ মহাশয় যাবৎ উত্তর দানে বিরত রহিলেন, তাবৎ মহামতি রা[illegible] বিশ্রান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। যাহারা

পরমার্থে অর্দ্ধব্যুৎপন্ন ও তজ্জন্য সম্যগ্‌দৃষ্টিবিবর্জিত, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য শোভা পায় না। তাহারা স্বভাবতঃ গ্রাহ্য বিষয়েই আসক্ত। এই কারণে পরমার্থতত্ত্বে বঞ্চিত হইয়া থাকে। বিষয় ও পরমার্থ এই উভয়ে বহুল অন্তর। অর্দ্ধব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ বিষয়দৃষ্টির বশীভূত, বলিয়া, পরমার্থপরিজ্ঞানে সমর্থ হয় না। যাঁহারা পরমার্থদর্শনে ঐকান্তিকযত্নসম্পন্ন, এবং তজ্জন্য যাঁহারা এক বারেই ভোগবাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, সংসার-পথের বহির্ভূত হইয়াছেন, সমস্তই ব্রহ্ম, ইত্যাকার সিদ্ধান্ত তাঁহাদেরই পক্ষে শোভা পায়। গুরু গুণবান্ শিষ্যকে প্রথমে বিশেষরূপে শোধন করিয়া লইবেন। কেননা যাহারা অর্দ্ধমাত্রায় প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য যাহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে নাই, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে, সমস্তই ব্রহ্ম, এইপ্রকার উপদেশ করিলে, মহানরকে প্রেরণ করা হয়। যাহাদের ভোগবাসনা বিগলিত হইয়াছে, বুদ্ধিমালিন্য পরিহৃত হইয়াছে এবং সম্যগ্‌রূপ প্রবোধ সঞ্চারিত হইয়াছে, সেই আশাহীন অপেক্ষাহীন মহাত্মাদিগকেই, অবিদ্যা নাই, এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিবে। যিনি মোহবশতঃ শিষ্যকে সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই, তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে শিষ্যবঞ্চক বলে এবং তাঁহাকে প্রলয় পর্য্যন্ত মহানরক ভোগ করিতে হয়।

চত্বারিংশ সর্গ (শোধনবিধি)।

মহামতি ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! রামের ন্যায়, উপযুক্ত শিষ্য ও বশিষ্ঠের ন্যায়, উপযুক্ত সদ্‌গুরু কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। সুতরাং, মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায়, রাকাশশিসঙ্গমের ন্যায়, সত্যধর্ম্মসমাগমের ন্যায়, উভয়ের যোগ যার পর নাই মনোহর, জ্ঞান বিজ্ঞানশিক্ষাকর ও অতিমাত্র বিস্ময়াবহ হইয়াছিল। পৃথিবী যেরূপ পাপস্থান ও শোকস্থান, তাহাতে, ঐরূপ গুরুশিষ্যযোগরূপ

মূর্ত্তিমান্ মঙ্গল ঘটনা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, তাহা কি আর বলিতে হয়? অতএব, উভয়ের কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, পুনরায় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বোধবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কীর্ত্তন করুন। আমরা শুনিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। বিশেষতঃ, গুরু যেরূপে শিষ্যকে শোধন করিয়া লইবেন, তাহার বিধি যথাবিধি কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হউক।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমি যথাবুদ্ধি ও যথাজ্ঞান উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে, অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

ইহা স্থির নিশ্চয় যে, দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেরূপ প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়, মৃত্তিকাদি মলিন পদার্থে কখনও সেপ্রকার সম্ভব নহে। বিশেষতঃ, পরমার্থ বিষয়, আহার নিদ্রাদি পশুবৎ ব্যবহারের ন্যায়, সহজ নহে। এই কারণে বুদ্ধি জ্ঞান পরিপক্ক ও বিবেকের প্রাদুর্ভাব না হইলে, কোন অংশেই তাহা বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারা যায় না। এই জন্যই গুরু শিষ্যকে অগ্রে শোধন করিয়া লইবেন। যেমন পুস্তকাদি পাঠ করিবার পূর্ব্বে অকারাদি বর্ণমালা অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাস না করিলে, সহজ জ্ঞানে আপনা হইতেই কাহারও পাঠশক্তির আবির্ভাব হয় না, তদ্রূপ পরমার্থরূপ দুরূহবিষয়ে অধিকারী হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধি-বিবেকাদির মার্জ্জনা করিতে হয়। মার্জ্জনা না করিলে, কোন অংশেই অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার পিতাপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণই বা কোথা হইতে কিরূপে আসিয়াছিলেন, আমরা যেখান হইতে যে স্থানে আসিয়াছি, সেখান ও সে স্থানের স্বরূপাদি কি; আমরা এই যে দেখিতেছি, শুনিতেছি, বলিতেছি, চলিতেছি, ফলতঃ করিতেছি, ইহার কারণ কি এবং চিরকালই কি এই রূপ করিয়াছি ও করিব; আমার এই প্রতিবেশীগণও কোথা হইতে কিরূপে আসিয়াছে এবং পুনরায় কোথায় কিরূপে যাইবে

ও কোন্ স্থানে কিরূপেই বা থাকিবে; ইহারা ও আমি, আমরা সকলে এবং এই সকল দৃশ্যমান পদার্থ পূর্ব্বে কোথায় কিরূপে ছিল ও ছিলাম, পরে কোথায় কিরূপে থাকিবে ও থাকিব এবং বর্ত্তমানেই বা কিরূপে কোথায় আছে ও আছি, ইত্যাদি তত্ত্বসকল যে শাস্ত্রের বিষয়, সেই সকল শাস্ত্রের যথাযথ আলোচনা ও তদনুরূপ উপদেশসহকৃত কার্য্যানুষ্ঠান করাইয়া, শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে সংশোধন অর্থাৎ সংসারপথ হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া, পরমার্থ-রূপ প্রশস্ত পথের পথিক করিবে। ক্রীড়াশীল বালক আর বিষয়নিরত ব্যক্তি উভয়ই সমান। বালককে যেমন আদরসহ-কারে ক্রোড়গত করিয়া, ক্রমে ক্রমে ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, বিষয়নিষ্ঠ অপ্রবুদ্ধ অথবা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ শিষ্যকে তদ্রূপ যুক্তিযুক্ত মনোমত উপদেশ দ্বারা আয়ত্ত বা হস্তগত করিয়া, বিষয়ে বিরক্ত ও পরমার্থে অনুরক্ত করা কর্ত্তব্য। যত দিন বুদ্ধি মলিন, জড় ও স্তব্ধভাবে অধিষ্ঠান করে, ততদিন তাহাতে বিষয়সংক্রান্ত গ্রাম্য উপদেশ ভিন্ন পারমার্থিক উপদেশরেখা, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় স্থান প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য শিষ্যকে সম্যক্‌রূপে শোধন করা বিধি। বৎস! আমি যাহা বলিলাম, ইহার নাম বিশুদ্ধ শোধন-বিধি। এইপ্রকার শোধনবিধির অনুসারী হইলে আশু অভীষ্ট ফল লাভ হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

একচত্বারিংশ সর্গ (ব্রহ্মের জগৎস্বরূপ প্রতিপাদন)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। শ্রীরামবশিষ্ঠবিধি পুনরায় কীর্ত্তন করি।

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐপ্রকার চিন্তানন্তর মহাভাগ রামকে অনুরাগ সহকারে কহিলেন, অনঘ! বুঝিলাম, তোমার বিশিষ্টরূপ জ্ঞান-পিপাসার আবির্ভাব হইয়াছে। এইপ্রকার জ্ঞানপিপাসাই মুক্তির সোপান এবং আত্মোৎকর্ষের মূল ভিত্তি। যাহার জ্ঞানপিপাসা

নাই, সে, মানুষ হইলেও, পশু। কারণ, জ্ঞানপিপাসা না থাকাই পশুত্ব। সৌভাগ্যক্রমে তোমার জ্ঞানপিপাসার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে তুমি অতি সদ্বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। উপযুক্ত শিষ্য গুরুকে এইরূপই জিজ্ঞাসা করিবে।

বৎস! ব্রহ্মবিষয় অতি দুরূহ। অন্যের পক্ষে তাহা সহজ স্বয়ংই তুমি বুঝিতে পারিবে। আমার উপদেশে আবশ্যক নাই। যদি স্বয়ং বুঝিতে না পার, সিদ্ধান্তসময়ে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিব। এক্ষণে আমার বাক্যমাত্রেই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তি বলিয়া বুঝিয়া লও। ঐন্দ্রজালিক যেমন সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎস্বরূপে প্রতিপাদন করিয়া, জলের উপর অগ্নি ও অগ্নির উপর জল ইত্যাদি বহুবিধ আশ্চর্য্য রচনা করে, ব্রহ্মও তেমনি মায়াবলে আপনাকে বিবিধ পদার্থরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব যাহা কিছু আছে, ছিল ও থাকিবে, তৎসমস্তই অসৎ হইয়াও সৎ। সেই ব্রহ্ম বিচিত্রতার আধার। যখন যাহা মনে করেন, করিয়া থাকেন। তিনি অব্যক্ত হইলেও, জগৎরূপে ব্যক্ত। এইপ্রকারে তিনিই যখন সর্ব্বস্বরূপ, তখন সকল কালে ও সকল স্থানে যে একমাত্র তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সুখ দুঃখ ও হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি বিকার সমস্তের স্থান কোথায়? যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে ও তৎসহকারে যাঁহারা ধৈর্য্যগুণ অধিকার করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিমাত্রেই সমদর্শিতার বশীভূত হইয়া, সুখদুঃখাদি বিকার সমস্ত দূরে পরিহার করেন। তাঁহারা ব্রহ্ম ভিন্ন যেমন আর কাহাকেও দেখেন না, তেমনি আর কাহাকেও চাহেন না।

দীপে আলোক যেমন ও সূর্য্যে প্রভা যেমন, আত্মায় জগৎ তেমন প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। এই জগৎ ব্রহ্মে, আছে, কি, না আছে, এই রূপে অবস্থিতি করে। সুতরাং, ইহা মনের আভাস

মাত্র। আত্মা হইতেই সকলের উদয় বা আবির্ভাব হইয়াছে। ঐরূপ উদয়ের পূর্ব্বে প্রথমেই অবিদ্যার আবির্ভাব হওয়াতে, তত্ত্বজ্ঞান আর দৃঢ় হইতে পারে না। অবিদ্যার আবির্ভাব হইলে, সংসাররূপ মহাবৃক্ষ তাহার অনুসারী হইয়া, জন্ম গ্রহণ করে। এই বৃক্ষের শত সহস্র স্কন্ধ ও সহস্র সহস্র শাখা প্রসৃত হইয়া, যেন আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত করে। শুভাশুভ ইহার বিচিত্র ফল, আশা ইহার মঞ্জরী, দুঃখাতিদারুণ ভোগসমূহ ইহার পল্লব, জরা ইহার পুষ্প এবং তৃষ্ণা ইহার লতাবধূ। রাম! তুমি বিবেকরূপ অসি দ্বারা ঐ বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া, সচ্ছন্দে বিহার কর। নতুবা দুঃখের অবধি থাকিবে না। যাঁহারা এই বৃক্ষ ছেদন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মুক্তিরূপ নির্বৃতি উপস্থিত হইয়াছে। এই বৃক্ষের তল যেমন শীতল, তেমনি অতীব সন্তাপসংকুল। কেহ কেহ শীতে জড়ীভূত ও কেহ কেহ সন্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া, চিরকাল ক্লেশরাশি ভোগ করে। আবার কেহ বা শীত উষ্ণ এককালীন উভয়েই আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া দুরন্ত ও দুর্নিবার্য্য যাতনা-পরম্পরা ভোগ করিয়া, চরমে ভয়াবহ মৃত্যু সাক্ষাৎ করে। ফলতঃ, উহার তলস্থিত ব্যক্তিগণের কিছুতেই সুখ নাই।

চিত্ত সেই চিৎ স্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব। এই চিত্ত হইতেই জগৎ জাত, বর্দ্ধিত, স্থিত ও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। সুতরাং জগৎ, আকাশশরীরবিশিষ্ট সংকল্পনগরের ন্যায়, সর্ব্বথা মনোময় ও শূন্যমাত্র। যাহারা ইহাকে বিদ্যমান বোধ করে, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইহার অন্তর্গত ভূতগণের মধ্যে কেহ চেতন ও কেহ অচেতন এবং কেহ বা চেতনাচেতন দ্বিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট। চেতনজাতির মধ্যে কেহ কেহ মোহাচ্ছন্ন, কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, কেহ কেহ মধ্যাবস্থাবিশিষ্ট এবং কেহ কেহ মোক্ষলাভে যত্নবান্; কিন্তু প্রবল বৈরাগ্যের অভাববশতঃ বারংবার বিঘ্ন-পরম্পরায় আক্রান্ত হইয়া, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতেছে না।

বৎস! সংসার অতি বিষম স্থান। ইহাতে বদ্ধ হইলেই,

বিবিধ আধি ব্যাধি, মোহ ব্যামোহ, ভয় সংশয় ইত্যাদি অা
মণ করিয়া থাকে। ভূতমাত্রেই ঐরূপ অবস্থাপন্ন। তন্মে
যে মনুষ্যজাতি উপদেশগ্রহণে সমর্থ, তাহাদের নাম সাত্বি
ও রাজসী জাতি। তদিতর তামসী জাতি নামে অভিহি
পশুপক্ষ্যাদি এই তামসী জাতির অন্তর্গত। এইজন্য, উপদে
গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকেও পশু বলে।

সেই ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, নিরাময়, ভ্রমরহিত, সর্ব্বব্যা
চিদাভাস ও নিস্পন্দবপু। তাঁহাতে নাম রূপ কিছুই না
শাস্ত্রব্যবহার বা লোকব্যবহার নিমিত্তই তাঁহার নামরূপ কল্প
হয়। বস্তুগত্যা উহা কিছুই নহে। বিকারিতা ও অবয়
ইত্যাদি ক্রমপরম্পরা তাঁহাতে সম্ভব হয় না। তিনি ি
কিছুই নাই ও হইবেও না। শব্দ, অর্থ ও বাক্যাদি কল্পনামা
সেই ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এইজন্য তৎসমস্তই তি
যেমন মনুষ্য হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তাঁহা হইতে তি
প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং, তিনিই জন্য ও জনক।

যে বস্তু অপরিচ্ছিন্ন, তাহাতে নামরূপাদি ব্যবহারক্রম কথ
সম্ভবিত হয় না। একমাত্র সাকার বস্তুতেই তাদৃশ বিভিন্ন
বিরাজ করে। জন্যজনকক্রম কেবল উক্তিবৈচিত্র্য মা
পরমার্থরূপী ব্রহ্মে উহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে? সেই ব্র
এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন এবং অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। সুতর
কোথায় কি উৎপাদন করিবেন? যিনি সেই ব্রহ্মকে জানে
তাঁহার পক্ষে তিনি ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম, জ
ব্রহ্ম, চিৎ ব্রহ্ম, ধাতু ব্রহ্ম, ফলতঃ তাঁহার পক্ষে সমস্ত বিশ্ব ব্র
ও বিশ্বাতীত বস্তুমাত্রও ব্রহ্ম। এই রূপে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু
নাই।

রাম! তুমি প্রকৃষ্টরূপ-জ্ঞানসম্পন্ন। অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু
নাই, এইরূপে পরমার্থতা প্রাপ্ত হও। আমি সিদ্ধান্তসময়ে বি
যুক্তি সহায়ে তোমারে ব্রহ্মবিষয়ক-মীমাংসাসংস্কৃত প্রকৃষ্ট উপদে

করিব। তদ্দ্বারা তোমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, তুমি সেই অনন্ত বিসারিত নির্ম্মলপ্রভ পরমপদে স্থানলাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (অবিদ্যা)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার এই উপদেশ সমস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, শীতল, নির্ম্মল, বিচিত্র ও পরমমাধুর্য্যবিশিষ্ট। শরৎকালে বিলোল মেঘমালা যেমন দিবসকে কখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও কখন প্রকাশিত করে, আমিও তেমনি আপনার এই উপদেশ দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে মুগ্ধ ও প্রবুদ্ধ হইতেছি। যিনি অনন্ত, অপ্রমেয়, একমাত্র ও জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই অনাদি ব্রহ্মে কি রূপে কল্পনার উদয় হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রাজ্ঞ! আমার বাক্য সকল পূর্ব্বাপরবিরোধী বিরূপার্থ বা অসঙ্গত নহে। তোমার জ্ঞান ও প্রবোধ সঞ্চার হইলেই, আমার বাক্যের বলাবল বুঝিতে পারিবে। সে যাহা হউক, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই ও ছিল না, এক্ষণে তুমি ইহাই অবগত হও। শব্দার্থকল্পনা ভ্রমমাত্র। তুমি ঐ ভ্রমে পতিত হইও না। সত্যস্বরূপ শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলেই, তুমি বাচ্যবাচকশব্দার্থ ত্যাগ করিবে। ঐরূপ বাচ্যবাচকভেদক শব্দার্থ উপদেশেরজন্য এবং উপদেশ্যভেদক শব্দার্থ শাস্ত্রার্থ প্রতিপাদন জন্যই কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানীজনেই ইহা শোভা পায়, জ্ঞানী জনে নহে। আমি সিদ্ধান্তকালে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এবিষয় পুনরায় কীর্ত্তন করিব। তুমি স্থির জানিও, পরব্রহ্ম শব্দাতীত। তাঁহাতে অজ্ঞানরূপ অংশ নাই, বিঘ্ন নাই ও মোহাদি মলিনতারও সম্পর্ক নাই।

অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র ও বিষ দ্বারা বিষ যেমন বিনষ্ট হয়, আত্মা দ্বারা অবিদ্যা তেমন ক্ষয় পাইয়া থাকে। অবিদ্যার অন্তর নাম

মায়া। ইহা আত্মাকে বিনাশপূর্ব্বক হর্ষ নাশ ও বিষাদ সংঘটন করে। ইহার স্বরূপ লক্ষিত হয় না। কিন্তু একবার লক্ষিত হইলেই, বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অজ্ঞাতসারে বিবেকপ্রচ্ছাদন-পূর্ব্বক জগৎ বিস্তার করে। তজ্জন্য কাহা দ্বারা জগৎ বিস্তৃত হয়, তাহা কেহই জানিতে পারে না।

বৎস। সেই পরমপদই পুরুষোত্তম। সেই পরমপদে অবিদ্যা নাই, দৃঢ় রূপে ইহা ভাবনা করিলেই, তোমার জ্ঞেয় বস্তু লাভ হইবে। তখন তুমি প্রাজ্ঞ নামে পরিগণিত হইতে পারিবে। যাঁহার অন্তরে ব্রহ্মই সৎস্বরূপে দৃঢ়রূপে বিরাজমান, সেই মহা-পুরুষই মুক্তিলাভ করেন। যিনি এই বন্ধনরজ্জুস্বরূপ জগৎকে স্বপ্নতুল্য অসার ও অলীক দর্শন করেন এবং তজ্জন্য একমাত্র ব্রহ্মনিশ্চয়বশতঃ যাঁহার মন সেই ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুতেই আসক্ত নহে, তিনি সকল দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। এই মিথ্যাস্বরূপ ইন্দ্রিয় ও দেহাদিরূপ দ্বৈত ভাবনাতে অহম্বুদ্ধির সঞ্চার হইলে, অনন্তদুঃখজননী অবিদ্যারূপ তরঙ্গিণীতে মগ্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। জলে যেমন ধূলি সম্ভব নহে, পরমাত্মায় তেমন ঐ সকল দোষ কল্পনামাত্র।

শাস্ত্র পাঠ না করিলে, কখন সম্যগরূপ স্থিতি লাভ হয় না। শাস্ত্রার্থ হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, আত্মজ্ঞান না হইলে, অবিদ্যা নদীর প্রবল তরঙ্গে পরিচালিত হইয়া, আত্মানুভবশক্তি বিদূরিত হয়। যাহা অক্ষয় পদ, তাহাই অবিদ্যানদীর পার। শাস্ত্রার্থসমুৎপন্ন আত্মজ্ঞান সহায় না হইলে, তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শাস্ত্রপাঠে ইহাও জানা যায় যে, আত্মজ্ঞান না হইলে, অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া, মনকে কলুষিত ও ব্রহ্মপদ প্রচ্ছাদিত করে।

এই অবিদ্যা কোথা হইতে কি রূপে জন্মিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। কি রূপে বিনষ্ট হয়, তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর। অবিদ্যার ক্ষয় হইলেই, ইহা কোথা হইতে কি রূপে জন্মিল,

জানিতে পারিবে। বলিতে কি, অবিদ্যা নাই ও প্রকাশিত হয় না। জগতে এরূপ শূরবীর বা এরূপ প্রাজ্ঞ নাই, যিনি অবিদ্যার বশীভূত ন্য হইয়াছেন। এই অবিদ্যা মূর্ত্তিমান্ ব্যাধি এবং বারংবার জন্মদুঃখে নিপাতিত করে। অতএব সবিশেষ যত্নসহকারে ইহার বিনাশে প্রবৃত্ত হও। ফলতঃ, এই অবিদ্যা সকল বিপদের একমাত্র সহচরী, অজ্ঞানরূপ বৃক্ষের মঞ্জরী এবং অনর্থকে অর্থ রূপে প্রকাশ করিয়া, বিপুল দুঃখ সমুদ্ভাবিত করে। অতএব তুমি সত্বরে ইহারে এক বারেই ক্ষয় করিয়া ফেল। পুনশ্চ, এই অবিদ্যা ভয়, বিষাদ ও আধিব্যাধি প্রভৃতি অনর্থ সকলের একমাত্র আধার এবং হৃদয়ে মহামোহপটলের অঙ্কুর উদ্ভাবনপূর্ব্বক অনন্ত দুঃখ আপতিত করে। ইহাকে বিনাশ করিলেই, ভবরূপ অপার সাগরের পারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব তুমি বলপূর্ব্বক ও যত্নপূর্ব্বক ইহাকে বিনাশ কর।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (জীবগণের নিলয়স্থানোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! দীপ হইতে দীপের ন্যায়, চিদাত্মা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব উদ্ভূত ও দেশকালকল্পনাদি বিবিধ ভেদ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই চিতের শক্তিবিশেষকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে। এই দেহের নাম ক্ষেত্র। যিনি সেই ক্ষেত্রের বাহ্যাভ্যন্তর বিদিত, তাঁহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনাকল্পনা দ্বারা অহংকার প্রাপ্ত হন। অহংকারকে কলঙ্কীবুদ্ধি বলিয়া থাকে। ঐরূপ বুদ্ধির নাম মন। মন ঘন বিকল্পসহায়ে ইন্দ্রিয়রূপ পরিগ্রহ করে। ইন্দ্রিয় এই হস্তপদবিশিষ্ট দেহ রূপে পরিণত হয়।

চিত্ত বিকল্পবশে তৃষ্ণাশোকসংযুক্ত ও সংসারে বদ্ধ হইয়া, জরামরণাদি ভয়, দুঃখ ও ভাবনায় অভিভূত ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই চিত্ত কর্ম্মবৃক্ষের অঙ্কুর ও আশাপাশের

বিধাতা এবং বাসনাবশে একান্ত ক্ষুব্ধ ও উৎপত্তিস্থান বিস্মৃত হইয়া, বিবিধ অবাস্তব অনর্থের কল্পনা করে; শোকপদ প্রাপ্ত ও কোষকার কীটের ন্যায়, ইচ্ছাপূর্ব্বক বদ্ধ হইয়া, বাসনাবশে অনন্ত নরক ভোগ করে, ভোগরূপ দারুণ সংকটে পতিত হইয়া, চিন্তারূপ বহ্নিশিখায় অসহ্য দাহযন্ত্রণা অনুভব করে এবং রোষরূপ অজগর কর্ত্তৃক চর্ব্বিত, কামাদিকল্লোলে প্রবাহিত, বিবিধ শোকে উপহত, বিষয়রূপ বিষানলে প্রজ্বলিত, ইন্দ্রিয়রূপ রিপুগণে প্রতাড়িত, বিবিধ দশায় নিপতিত, অশেষ সঙ্কটে অভিভূত ও অপার দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। অয়ি অমরসংকাশ মহাবাহু রাম! তুমি এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ দুঃখে কর্ষিত স্বীয় মনোরূপ মাতঙ্গকে বিষয়রূপ কর্দ্দম হইতে আশু উদ্ধার কর। যে ব্যক্তি ঈদৃশ দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত ও জরামরণাদি দ্বারা অভিভূত মনকে যত্নপূর্ব্বক উদ্ধার না করে, সে নররূপী রাক্ষস। তাহার হৃদয় অতি কঠিন।

এই রূপে ব্রহ্ম হইতে কোটি কোটি জীব জন্মিয়াছে, কোটি কোটি জন্মিতেছে এবং কোটি কোটি জীব জন্মিবে। স্বীয় বাসনাবশে বিবিধ দশান্তর বা ভাবান্তর পরিগ্রহপুরঃসর জলে স্থলে নানাদেশে কত জীব জন্মিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহাদের মধ্যে কাহারও এই প্রথম জন্ম, কাহারও জন্মের সংখ্যা নাই, কেহ এখনও জন্মে নাই, কেহ জন্মিয়াছে, কেহ জন্মিতেছে, কেহ সহস্রবার জন্মিয়াছে, কেহ একবারমাত্র জন্মিয়াছে এবং কেহ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ বিবিধ দুঃখ সহ্য করিয়া নরকে, কেহ অল্প সুখভোগ করিয়া মনুষ্যলোকে, কেহ বহুভোগী হইয়া, দেবলোকে, এবং কেহ অত্যন্ত সুখভোগ করিয়া, সূর্য্যলোকে বাস করিতেছে। কেহ কিন্নর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ কেহ মহোরগ, কেহ বিদ্যাধর, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহেশ্বর, কেহ প্রভাকর, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্র, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র, কেহ শ্বপচ, কেহ রাজা, কেহ চণ্ডাল, কেহ যক্ষ, কেহ

রাক্ষস, কেহ পুক্কশ, কেহ কুষ্মাণ্ড, কেহ বেতাল, কেহ পিশাচ, কেহ কিরাত, কেহ তৃণ, কেহ ওষধি, কেহ কদম্ব, কেহ গুল্ম, কেহ ফল, কেহ মূল, কেহ লতা, কেহ উৎপল, কেহ শাল, কেহ তাল, কেহ তমাল, কেহ হিন্তাল, কেহ জম্বীর, কেহ মন্ত্রী, কেহ সামন্ত, কেহ মৌনী, কেহ মুনি, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ ভুজঙ্গ, কেহ পতঙ্গ, কেহ কৃমি, কেহ কীট, কেহ পিপীলিকা, কেহ মৃগেন্দ্র, কেহ মহিষ, কেহ মৃগ, কেহ ছাগ, কেহ চমর, কেহ ভ্রমর, কেহ সারস, কেহ চক্রবাক, কেহ কাক, কেহ মাতঙ্গ, কেহ করভ, কেহ কোকিল, কেহ কমল, কেহ কুমুদ, কেহ কহ্লার, কেহ পুত্তিকা, কেহ বৃষ, কেহ বরাহ কেহ গর্দ্দভ, কেহ মশক এবং কেহ বা দংশ হইয়া, জন্মিতেছে, জন্মিয়াছে ও জন্মিবে। কেহ বিবিধ বিপদে পতিত ও কেহ বা বিপুল সম্পদে নিষেবিত হইতেছে। কেহ স্বর্গে, কেহ নরকে, কেহ নক্ষত্রমণ্ডলে, কেহ তরুকোটরে, কেহ সূর্য্যকিরণে, কেহ গগনে ও কেহ বা চন্দ্রাংশুতে অবস্থান করিতেছে। কেহ তৃণগুল্মাদির রসাস্বাদ করিয়া জীবনধারণে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। কেহ অশেষকল্যাণভাজন ও জীবন্মুক্ত হইয়া [illegible] করিতেছে। কাহারও আত্মা পরিণত ও চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ হইয়াছে। কেহ বিলাসবতী কামিনী, কেহ [illegible] স্রোতস্বিনী, কেহ দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কেহ পরমসুন্দর পুরুষ ও কেহ বা ক্লীব হইয়া জন্মিতেছে। কেহ প্রবুদ্ধ, কেহ জড়বুদ্ধি ও কেহ বা সমাধিশীল হইয়া, জীবনযাপন করিতেছে। কেহ দুর্ভগ ও কেহ সুভগ এবং কেহ বা মধ্যাবস্থায় উপনীত হইয়া, সংসারপথে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। কাহারও আশা আছে, কেহ হতাশ্বাস হইয়াছে এবং কেহ বা আশার দাস বা বাধ্য নহে।

রাম! একমাত্র বাসনাবশতাই জীবদিগকে অবশ ও বিবশ করিয়া, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া থাকে। জীব এই বাসনাজালে বদ্ধ হইয়া কখনও সংসারে ভ্রমণ কখনও নরকে নিমজ্জন ও কখন স্বর্গে গমন করে এবং পক্ষী যেমন এক বৃক্ষ

হইতে অন্য বৃক্ষে গমন করিয়া থাকে তদ্রূপ বাসনাভাবধারণপূর্ব্বক আশাপাশশরে বদ্ধ হইয়া, নিরন্তর মৃত্যুগ্রস্ত ও দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। এই জগৎ ইন্দ্রজালস্বরূপ; অপারমায়াশালিনী অবিদ্যা বশে বিস্তৃত হইয়া, অনন্তবিস্তৃত কল্পনাসমূহ আবির্ভূত করিতেছে। যাহারা মূঢ়, তাহারাই আনন্দময় আত্মাকে অবগত না হইয়া, জলে আবর্ত্তের ন্যায় সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হয়। যাঁহারা আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা মিথ্যা পরিহার ও সত্যজ্ঞান আশ্রয় করিয়া, কালসহকারে পরমপদে আরোহণ ও পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা অতিক্রম করেন। যাহাদের বুদ্ধি নাই, তাহারা সহস্র জন্মের পর বিবেকলাভ করিয়াও, পুনরায় সংসাররূপ সংকটে পতিত হয়। কেহ কেহ তুচ্ছবুদ্ধির বশবর্ত্তিতাবশতঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চযোনি হইতে নীচযোনি ভোগ ও পরে নরকে গমন করে। এই রূপে নদীতে লহরীলীলার ন্যায় সেই পরব্রহ্মে সংসাররচনার হেতুভূত মোহরূপিণী মহামায়া বারংবার আবির্ভূত, বিতত ও তিরোহিত হইতেছে। সাবধান তোমাকে যেন উহা আক্রমণ না করে। তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ সবিশেষ যত্নপরায়ণ হও।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (সংসারতরণ প্রতিপাদন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! সংসার দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায়, নিতান্ত ভ্রমমূলক এবং ইহার অন্তর্গত এই দৃশ্যমান শরীরিমাত্রেও একান্ত অসৎ। বুদ্ধিবলে অন্তরে বিষয়ভাবনা ত্যাগ করিলেই, এই স্বপ্নের প্রকৃতস্বরূপদর্শন ও তৎসহকারে ইহার অসারতা প্রতিপাদন হইয়া থাকে। যাঁহাদের বুদ্ধি প্রশান্ত, অজ্ঞাননিদ্রা পরিহৃত, চিত্ত প্রবুদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত অন্তরে বিষয়ভাবনা বিগলিত হইয়াছে, সেই সকল মহাত্মা এই দীর্ঘ স্বপ্ন দর্শন করেন না। তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পান, যে, জীবের দেহ, বীজে অঙ্কুরের

ন্যায়, অঙ্কুরে পল্লবের ন্যায়, পল্লবে পুষ্পের ন্যায় এবং পুষ্পে ফলের ন্যায়, মনেরই অন্তরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং, উহা কিছুই নহে। মনের বহু বাসনাই এই দেহের জননী। সুতরাং ইহা মনেরই প্রতিভাস। এই দেহ চিত্তরূপ পক্ষীর নীড়, তৃষ্ণারূপ পিশাচীর আলয়, জীবরূপ সিংহের গুহা, অভিমানরূপ মাতঙ্গের বন্ধনস্তম্ভ, মানসরূপ পদ্মের সরোবর এবং কামরূপ অশ্বের মন্দুরা। কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ ইহাতে আদর করেন ও শ্রদ্ধাবান্ হন? অতএব তুমি স্বীয় মনকে নিগৃহীত করিয়া, এই অসার কলেবর পরিহারপুরঃসর সংসারপাররূপ তমঃপারে গমন কর। তাহা হইলে, আর তোমাকে কোনকালেই শোক করিতে হইবে না। কেননা, ঐ সংসার পারই অক্ষয় পরমপদ। ইহা আমি তোমাকে পূর্ব্বে অনেকবার উপদেশ করিয়াছি।

ফলতঃ, তুমি নিতরাং বুদ্ধিমান্, তোমাকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। তথাপি, আমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত একদেশ মাত্র প্রদর্শন ও উপদেশ করিলাম। ইহাতেই তুমি স্বীয় জ্ঞানবলে সমুদায় বুঝিয়া লও। বুদ্ধির প্রধান লক্ষণই এই, উহা আপনা আপনি বুঝিয়া লয়। যাহাদের বুদ্ধি সেরূপ নহে, তাহারাই পশু। ইহাই পশুর প্রকৃত লক্ষণ। পশুবুদ্ধি ব্যক্তিরাই সংসারের স্বপ্নস্বরূপতাদর্শন ও তজ্জন্য তাহার তরণ বা পারগমন করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ তাহার ভয়াবহ প্রবল আবর্ত্তে পতিত ও অবশ হইয়া, ঘোরতর যন্ত্রণা সকল ভোগ করে।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (যথাভূতার্থযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অয়ি মতিমন্। বস্তুগত্যা কিছুই জাত বা মৃত হয় না। যেহেতু, যাহা কিছু নহে, তাহার আবার জন্ম মৃত্যু কি? একমাত্র অনুভব বা কল্পনাই জন্ম মৃত্যু সংঘটিত করে। নৌকারোহী যেমন তীরবর্ত্তী বৃক্ষাদিকেও বিচলিত দর্শন করে,

অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি তেমন অসৎ জগৎকে সৎস্বরূপে দেখিয়া থাকে। মনের দৃঢ়তাবশতঃই কেবল এই পর্ব্বত, এই বৃক্ষ, ইত্যাকার বিভ্রম সমুদিত হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মই সকলের স্বরূপ। এমন বস্তুই নাই, যাহা সেই ব্রহ্ম হইতে পৃথক। স্বপ্ন ও জগৎ উভয়ই এক। যেহেতু উভয়ই অলীক কল্পনামাত্র। যাঁহারা পরম জ্ঞানবান্, তাঁহারা একান্ত অসৎ ভাবিয়া, মৃগতৃষ্ণার অনুসরণ করেন না। তদিতর অর্থাৎ মূঢ়-বুদ্ধি মানবগণই আপাতরম্য মনোরথময়ী ভোগশ্রীর পরিচর্য্যা করে। এই ভোগশ্রী তাহাদেরই কল্পনা বা সংকল্প হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক, উহার মূল নাই, আদি নাই, স্থিতি নাই। তাহারা আত্মদুঃখের জন্যই ঐরূপ পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য অশেষ ক্লেশও ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ ভোগশ্রীর পরিচর্য্যায় দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। পণ্ডিতেরা ঐরূপ পরিচর্য্যাকেই প্রকৃত দুঃখ বা যথার্থ অসুখ বলিয়াছেন।

এই জগৎ মনোবিকার মাত্র। বালকগণই ইহাকে সত্য ভাবিয়া, বঞ্চিত হয়। সুতরাং, তোমার ন্যায় প্রাজ্ঞগণের ঐরূপ বঞ্চিত হওয়া কোনমতেই বিধেয় হয় না। যেখানে মন, সেইখানেই জগৎ এবং যেখানে মনের অভাব, সেখানে জগতেরও অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং, ইহার বিনাশে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত মিথ্যাবস্তুজাতের ন্যায়, কাহার কি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাতে শোক দুঃখেরই বা স্থান কোথায়? যাহা সৎ, তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না। জগৎ সর্ব্বথা অসৎ, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে বিনাশশীল এবং তজ্জন্য ইহাতে এমন উপাদেয়ও কিছুই নাই; যাহা প্রাজ্ঞগণের অভিলষণীয়, ব্রহ্মই একমাত্র উপাদেয়। যেহেতু, তিনি সর্ব্বময়, সত্যময় ও আত্মময়। এইজন্য পরমপ্রীতিময় ও ইচ্ছা-ময়। মূর্খেরাই সংসারে বিনাশজন্য শোকদুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞেরা কখনও তদ্রূপ হন না। কেননা, তাঁহারা জ্ঞান-দৃষ্টিতে বিষয়মাত্রেরই ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও অস্থায়িত্ব দেখিয়া থাকেন।

যাহা পূর্ব্বেও ছিল না ও পরেও থাকিবে না, সুতরাং, তাহা বর্ত্তমানেও নাই, এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া, যে ব্যক্তি জগৎকে তাদৃশ পদার্থ রূপে ভাবনা করে, তাহারই প্রকৃত জ্ঞানযোগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ঐরূপ জ্ঞানযোগই প্রাজ্ঞের লক্ষণ। তোমার যেন ঐরূপ জ্ঞানযোগ হয়।

তাত! বালকেরাই সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ ভাবিয়া, মোহে অভিভূত হয়, প্রাজ্ঞেরা কখনও মুগ্ধ হন না। সেই জন্য সহস্র মূর্খের মধ্যে একমাত্র প্রাজ্ঞের প্রাধান্য বা বিশেষিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন অলীক কল্পনা করিয়া, সন্তোষ অনুভব করে, প্রাজ্ঞেরা কখন সেপ্রকার অনর্থ সন্তোষের অভিলাষী হন না। কেননা, বালকের ঐরূপ সন্তোষ কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে। কেবল অন্তরক্লেশই সমুৎপাদন করে। অতএব রাম! তুমি বালকের ন্যায় না হইয়া, সর্ব্বথা প্রাজ্ঞেরই সদৃশ হও। তাহা হইলে, চিরকাল অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগে সমর্থ হইবে। আত্মার বিনাশ নাই। তিনি নিত্যপূর্ণ সুখস্বরূপ। সুস্থির চিত্তে তাঁহাকেই দর্শন কর। সংসার যেমন বিনাশশীল, আমার দেহও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে, ভাবিয়া, বিনাশজনিত শোক দুঃখ পরিহার কর। অথবা, এই জগৎ আমার ন্যায় অবিনশ্বর। যেহেতু, অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে ইহা আসিয়াছে। এইপ্রকার ভাবনা করিয়া, নাশভয় ত্যাগ কর।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ। (শোক করিও না।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সংসারে যখন কিছুই কিছু নহে; সকলই কিয়দ্দিনের জন্য এবং সকলই কল্পনামাত্র বা অনুমানমাত্র, তখন স্ত্রীপুত্রাদির বিনাশে শোক করিবার প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রজালের ক্ষণবিনশ্বরতা দর্শন করিয়া, আবার শোক কি? নিশ্চয় জানিও, এই স্ত্রী, এই পুত্র, আকাশকুসুমের ন্যায়, অলীক।

সুতরাং, ইহাতে সুখ দুঃখের অবসর কোথায়? যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী বর্দ্ধিত হইলে, জলার্থীর তাহাতে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই, তদ্রূপ স্ত্রী পুত্রাদির বৃদ্ধিতেও দুঃখেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কদাচ সুখ সন্তোষের সঞ্চার হয় না। তথাহি, মহামোহের বৃদ্ধিতে কোন্ ব্যক্তির সুখ হইয়া থাকে? যাহার সমৃদ্ধিতে মূর্খেরা আনন্দিত বা সুখিত হয়, প্রাজ্ঞগণ কখনও সেই অসার ভোগসম্পদে অনুরক্ত হন না। সাধুগণ পরাৎপর ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করেন না। তাঁহারা এই স্ত্রীপুত্রাদিতে সর্ব্বথা বিরক্ত। সুতরাং, ইহাতে আর হর্ষ কি, সুখ কি? অতএব তুমি নষ্টকে নষ্ট জানিয়া, তাহাতে উপেক্ষা কর।

যিনি অনুপস্থিত ভোগের ইচ্ছা না করিয়া, উপস্থিত ভোগমাত্র ভোগ করেন, তিনিই পণ্ডিত। এই সংসার ভ্রান্তিমাত্র এবং কেবল দুঃখ ও মোহমাত্র সমুৎপাদন করে। যাহাতে অজ্ঞান আক্রমণ করিতে না পারে, এরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া, ইহাতে বিচরণ করিবে। যাঁহারা জ্ঞানশালী, তাঁহারা এই বিফল সংসারাড়ম্বরকে দর্শন করেন না। যাহা প্রপঞ্চ রহিত, তাহাই তাঁহাদের দৃষ্টির বিষয় হইয়া থাকে। যাহারা এই ক্ষণবিধ্বংসী সংসারে মুগ্ধ হয়, তাহাদের ন্যায় অতিকুবুদ্ধি দ্বিতীয় নাই। কিছুই কিছু নহে, সকলই মিথ্যা, এইপ্রকার জ্ঞানে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া, একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অভিমুখীন হইলে, অবাস্তবী অবিদ্যা আক্রমণ করিতে পারে না। আমিই এই জগৎ, এইপ্রকার জ্ঞান করিয়া, যিনি সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাঁহাকে কখনও সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না।

তুমি অতি বুদ্ধিমান্। সংসারে যে সমস্ত সৎ অসৎ পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে শুদ্ধ সন্মাত্র বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, দৃশ্য পদার্থসমূহের বাহ্যাভ্যন্তর গ্রহন বা ত্যাগ, কিছুই করিও না। তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও, আকাশের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত অবস্থান করিবে। যাঁহার ভোগে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই, তিনি

প্রাজ্ঞ এবং তিনি কখনও ভোগে লিপ্ত হন না। তোমার ইন্দ্রিয়-বর্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হউক বা না হউক, তুমি কার্য্যে অনিচ্ছাপ্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মবান্ হও। আমার ইহা, এইপ্রকার বিষয়ানুসন্ধানে তোমার মন কার্য্য করুক আর নাই করুক, তুমি স্বয়ং তাহাতে নিরত হইও না। বৎস! তোমার হৃদয় ইন্দ্রিয়বিষয়রসপানে নিবৃত্ত হইলেই, তুমি জ্ঞাতজ্ঞেয় ও সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবে। ইন্দ্রিয়সুখ আস্বাদনপূর্ব্বক একবার অরুচি হইলে, তাহাতে আর ইচ্ছা হইবে না। তখন তুমি নিঃসন্দেহই মুক্ত হইবে। তুমি আর বিলম্ব না করিয়া, বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবলে স্বীয় চিত্তকে বাসনাজাল হইতে মুক্ত কর।

এই সংসার মহাসাগরস্বরূপ। বাসনারূপ বিপুল সলিলরা[illegible] উহাকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান এই সাগরপ[illegible] তরণী। এই তরণী আরোহণ করিতে পারিলেই, [illegible] সম্ভাবনা ; নতুবা একবারেই মগ্ন হইতে হইবে। [illegible] ও বৈরাগ্য সহায়ে বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরম[illegible] আত্মতত্ত্বের বিচার পুরঃসর পরম পদরূপ [illegible] কর। যাহাদের মন জ্ঞানবলে প্রবর্দ্ধিত[illegible] হইয়াছে, তাদৃশ প্রাজ্ঞ ও তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ[illegible] বিচরণ করেন, তুমি তদনুরূপে বিহার কর। [illegible] শঠ ও মূঢ়, তাহারা মোহবশে একান্ত মুগ্ধ হ[illegible] করে। তুমি যেন তদ্রূপে বিচরণ করিও [illegible]তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ মহাবুদ্ধি ব্য[illegible]মান, যশ বা লক্ষ্মী, কিছুতেই আসক্ত[illegible]হইলেও, তজ্জন্য প্রাজ্ঞগণের ক্ষোভ উপস্থি[illegible]সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ নন্দনকাননেরও কামনা [illegible] সর্ব্বথা বাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বস্থ বা প্রকৃ[illegible] অধিষ্ঠান করিয়া, বিজ্ঞানসারথির সমভিব্যাহারে [illegible]প্রাপ্ত ব্যবহারের অনুষ্ঠানক্রমে বিচরণ করেন। রাম! ইহলোকে তোমারও

বিপুল বিবেকসঞ্চার হইয়াছে, প্রজ্ঞাবলে বিশিষ্টরূপ শান্তিলাভ হইয়াছে, এবং সুবিশদ জ্ঞানদৃষ্টির সহায়তায় তোমার অশেষ কলুষ নিঃশেষিত ও মৎসর বিরহিত হইয়াছে। অধুনা তুমি তত্ত্ব-দর্শিদিগের ন্যায়, যাবতীয়ভাব সংগ্রহপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ কর, পরম সিদ্ধি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। সৌম্য! যাহারা কৌতুক দর্শনবাসনাবিসর্জ্জন ও অভিলষিত বিষয় সমুদায় ত্যাগ করে, তাহারা পরম সুস্থ, শীতল ও সুখিত হয়। তুমিও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া, তদনুরূপ হও।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! বিমলমতি বশিষ্ঠদেবের এইপ্রকার বিমল উপদেশে বিমলপ্রকৃতি রামের অন্তঃকরণ আরও বিমল হইয়া উঠিল এবং ভূতিসংমিষ্ট দর্পণের ন্যায়, বিমল প্রতিভা [illegible]র করিল। পূর্ণচন্দ্র যেমন শীতল ও মনোহর, শ্রীরামও [illegible]তি বশিষ্ঠের জ্ঞানামৃতময় মধুর উপদেশে পরম শীতল, [illegible]জিত হইলেন।

[illegible]র্গ (জগদ্বাসনানির্ণয়যোগোপদেশ)।

[illegible] ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ, সমুদায় [illegible]পারদর্শী এবং সমস্ত তত্ত্ব বিদিত আছেন আ[illegible] সূর্য্যের ন্যায়, উদয় ও প্রতিভাসম্পন্ন, নির্ম্মল ও [illegible]ন্দর্ভে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বলোকসুখাবহ এবং হৃদয়[illegible]কসিত করে। উহা সাক্ষাৎ অমৃতের ন্যায়, শ্র[illegible]র পান করিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না। অ[illegible] কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ [illegible]পর সৃষ্টি হইতেছে ও যাইতেছে তদ্বিধায় শত শ[illegible]ক লক্ষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব হই[illegible]য়াছে এবং হইবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও মুনিগণ, ইহাঁরাই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা কখন পদ্মে

কখন জলে, কখন অণ্ডে ও কখন বা আকাশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই রূপে ব্রহ্মাদি যে যে সৃষ্টি করেন তাহাদের মধ্যে কোন সৃষ্টি মনুষ্যগণে, কোন সৃষ্টি তরুগণে ও কোন সৃষ্টি ভূধরমাত্রে পরিবৃত; কোন সৃষ্টির ভূমি প্রস্তরময়ী, কোন সৃষ্টির মৃন্ময়ী, কোন সৃষ্টির হেমময়ী ও কোন সৃষ্টির ভূমি তাম্রময়ী এবং কোন সৃষ্টি আলোকে ও কোন সৃষ্টি অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

যাহার আদি নাই ও মধ্য নাই, সেই একমাত্র চিৎ রূপ মহাসাগরই এই জগৎ রূপ তরঙ্গাকারে অধুনা প্রস্ফুরিত হইতেছেন, পূর্ব্বেও হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। এই সুরাসুর মানবাদি অসংখ্যাত ভুতগ্রাম বারংবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছে। যেরূপ বৎসরে সহস্র সহস্র ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্বে সহস্র সহস্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড লীন হইতেছে। এই রূপে প্রতিনিয়তই উৎপত্তি বিনাশ, সুখ দুঃখ, জ্ঞান অ... মোক্ষ, স্নেহ অস্নেহ সমস্তই বারংবার আবির্ভূ... হইতেছে। সুতরাং, এই দেহরূপ ব্রহ্মদীপের ... একই কথা। কোন বস্তুর আধিক্যের অভা... আধিক্যের গ্রহণই উৎপত্তি শব্দে কথিত হয় ... ও বিনাশ বস্তুর ভাববিকারমাত্র। এই রূপে ...র ও কলি, কত বার হইয়াছে ও কত বার হইবে, ত...হে। ফলতঃ, যাহা যায়, তাহাই আইসে এবং যা...াহাই যায়। ইহা জানিয়া, তুমি শোকত্যাগ ও... ব্রহ্মপদ লাভের বিশেষরূপ চেষ্টা কর। কি..., কি দিবা, কি রাত্রি, কি কার্য্যদশা, সকলে...তেছে। ইহা জানিয়া, তুমি শোক ত্যাগ কর...দে অধিরূঢ় হও। তাহা হইলে, শান্তি লাভ করিবে...কোনরূপ সন্দেহ বা অন্যথা নাই।

যাহার জ্ঞানদৃষ্টি আছে, তিনি সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করেন, সংসারভাবের কিছুই দেখেন না। যাহার জ্ঞানদৃষ্টি নাই, সেই

ব্যক্তিই কেবল সংসারমায়া দর্শন ও তজ্জন্য অন্ধকারদশা ভোগ করে এবং তজ্জন্য তাহার ইহ জীবনেই নরকের পর নরক ভোগ হইয়া থাকে। অতএব তুমি অজ্ঞানদৃষ্টিপরিহারপূর্ব্বক জ্ঞানদৃষ্টি আশ্রয় কর এবং তৎসহকারে নিশ্চয় অবধারণ কর, ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই অসৎ। অতএব তোমার ভয় মোহের কারণ কি?

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (দাশূরোপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যাহারা কামনার পরতন্ত্র, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যবশে যাহাদের আশয় ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া, পরিগ্রহ করে, সেই আত্মবঞ্চক পরবঞ্চক শঠগণই জগতের প্রকৃতস্বরূপপরিদর্শনে সমর্থ হয় না। যাঁহারা [illegible]ত ও বুদ্ধির পারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণ যাঁহাদিগকে [illegible]ভূত বা আয়ত্ত করিতে পারে না এবং যাঁহাদের [illegible]হিত, তাঁহারা এই জাগতী মায়াকে করস্থ আম- [illegible]করূপে দর্শন ও সাক্ষাৎ অনিষ্ট ভাবিয়া, এক [illegible]রেন। বিচারবলে বুদ্ধি বিশোধিত হইলেই, [illegible] সমর্থ হওয়া যায়। নতুবা, বিষয়ের কীট হই[illegible]লেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনীষিগণ বলি[illegible]ত্রাদি বিষয় সমস্তই সাক্ষাৎ মায়া। যে মায়া মানুষকে [illegible] জন্য বদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং, মায়ায় আসক্ত হই[illegible]তাহার স্বরূপদর্শনে সামর্থ্য জন্মিবে? এইজন্য সর্ব্ব[illegible]াগ করা কর্ত্তব্য। যাহারা না করে, তাহাদের [illegible]কোন কালেই অভাব হয় না। তাহাদিগকে। চি[illegible]কের কীট হইয়া থাকিতে হয়। যাহারা মায়া ত্যাগ করে, অগ্নিদগ্ধ বীজের ন্যায়, আর তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

এই দেহ আধিব্যাধির মন্দির ও পরিতাপসহস্রে পরিব্যাপ্ত এবং

জলবুদ্বুদের ন্যায়, ক্ষণবিনশ্বর। এই কারণে প্রাজ্ঞগণ ইহার আদর করেন না। অজ্ঞেরাই ইহার হিত কামনা করিয়া, ব্যাকুল হইয়া থাকে। তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় বুদ্ধিমান্; ইহা জানিয়া, প্রাজ্ঞের ন্যায়, এই ক্ষণবিনাশী অসার শরীরের মমতা পরিহার কর এবং ইহা একমাত্র দুঃখেরই আগার, ভাবিয়া, ইহার হিতকামনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র সুখময় আত্মারই পরায়ণ হও। তাহা হইলে, নির্ব্বাণশান্তিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অবধান কর। মাগধ নামে বহুজনসম্পন্ন অতি বিস্তৃত মনোহর মহাজনপদ আছে। ঐ জনপদের কোন স্থান কদম্বকাননে, কোন স্থান তালীতরুকদম্বে এবং কোন স্থান অন্যান্য পাদপপুঞ্জে পরিবৃত ও পরিব্যাপ্ত। বিবিধজাতী[illegible]চিত্র বিহঙ্গমগণের সুমধুর কলরব সর্ব্বদাই তথায় সমুত্থি[illegible]। উহার সীমান্তঃপ্রদেশ নিবিড় নীলিমালঙ্কৃত [illegible] এবং স্থানে স্থানে পরম দিব্য উপবনসকল বি[illegible]। উহার কোন স্থানে কমল, কুমুদ ও কহ্লা[illegible]সমূ-হের অসীম সুষমায় সমলঙ্কৃত ও মৃদুমন্দ-প্রব[illegible]ত মনোহর স্রোতস্বিনী বিচিত্রযৌবনশালিনী র[illegible]বিচিত্র বিলাসে ধাবমান হইতেছে। দর্শনমাত্র নয়[illegible]রিতৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। সৌম্য! এই জনপদ এই[illegible]রূপ বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ। তজ্জন্য [illegible]শোভা সমৃদ্ধির সীমা নাই।

সৌম্য! ঐ নগবীর স্থা[illegible]হর কুসুমশালিনী ও সকল লোকের আনন্দবর্দ্ধিনী [illegible]মিনী তরঙ্গিণী আছে, তাহার তীরভূমি কর্ণিকারকুসুমসমূহে সমাকীর্ণ, কদলীদলে পরিপূর্ণ, নীলবর্ণ গুল্মরাজিতে বিরাজিত ও নানাজাতীয় দিব্য কুসুমে অলঙ্কৃত। মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে সঞ্চালিত তত্তৎপুষ্প-

পরাগের সংসর্গে অরুণবর্ণ ধূলিপটল রেণু-ভার-মন্থর সমীরভরে ইতস্ততঃ পরিচালিত এবং হংস, সারস ও কারণ্ডব প্রভৃতি জলবিহঙ্গমবর্গ সহর্ষে ক্রীড়ানিরত হওয়াতে, ঐ তীরভূমির শোভার সীমা নাই। অনঘ! এই পুণ্যভূমি তীরভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, বিহগকুলসংকুল এক দিব্যপর্ব্বত শোভমান হইতেছে।

বৎস রামভদ্র! দাশূর নামে কোন মহাতপা মহর্ষি এই পরমরমণীয় বিচিত্র নগরে বাস করিতেন। তিনি পরমপবিত্রস্বভাব ও অতিশয় ধার্ম্মিক এবং যার পর নাই বুদ্ধিমান্ ও বীতরাগ। তিনি কদম্বতরুপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া, মহাতপোযোগচর্চ্চায় প্রবৃত্ত ছিলেন।

এই মহাতপা মহাযোগী দাশূরের পিতার নাম শরলোমা। শরলোমা দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায়, পরমপ্রশান্তস্বভাব, বীতরাগ, বি[illegible]ত্ত ও অতিশয় ধার্ম্মিক। কচ যেমন দেবগুরু বৃহস্পতির, দা[illegible]মন এই শরলোমার একমাত্র প্রিয় পুত্র। এইজন্য তি[illegible]ত একত্রে অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেন। বৎ[illegible] প্রিয়পুত্র দাশূরের সহিত এইরূপ বিপিনবাসে বর্ত্ত[illegible] হইলে, মহাভাগ শরলোমা, পক্ষী যেমন কুল[illegible] তদ্রূপ কলেবর পরিহার করিয়া, সুরলোকে সমাগ[illegible] পরমস্নেহময় পিতার পরলোক হওয়াতে, দাশূর [illegible] অতিমাত্র বিধুর ও ব্যাকুল হইয়া, পিতৃবিরহ-পরিতাড়িত[illegible] ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। [illegible] শোকে সন্তপ্ত, অতিমাত্র গ্লানিযুক্ত ও একান্ত অধীর [illegible] তদবস্থায় তিনি শিশিরসঙ্গমে সরোজের ন্যায়, দিন[illegible] শুষ্ক হইতে লাগিলেন।

ঐ বনের অধিষ্ঠা[illegible] দয়ার্দ্রহৃদয়া কোন দেবতা অতি দীনাত্মা বালক দাশূরের তাদৃশী হৃদয়বিদারিণী বিলাপ-পরম্পরা শ্রবণপূর্ব্বক অতিমাত্র দুঃখিত ও অদৃশ্য হইয়া, সবিশেষ-আশ্বাসসহকৃত-মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

অয়ি ঋষিকুমার! তুমি পরমজ্ঞানী। তথাপি, অজ্ঞের ন্যায়, কিজন্য রোদন করিতেছ? সংসার স্বভাবতঃ অস্থায়ী, ইহা কি তুমি বিদিত নহ? অয়ি সাধু! সংসারস্থিতি এই রূপই চঞ্চল। এই দৃশ্যমান পদার্থজাত উৎপন্ন হইয়া, কিয়দ্দিন অবস্থিতি করে, পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। তোমার পিতৃদেবের পূর্ব্বে কত লোকের জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কি তুমি জ্ঞানবলে জানিতেছ না? এই স্থূল দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কিছুই স্থায়ী নহে, সকলকেই অবশ্য বিনষ্ট হইতে হইবে; এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তুমি পিতার জন্য অনর্থক শোক করিও না। সূর্য্য উদিত হইলেই, যেমন অস্ত প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বস্তু উৎপন্ন হইলেই, বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোন কালে কোন দেশে কোন্ ব্যক্তিতেই কোন রূপে বা কোন অংশেই এই নিয়মেব ব্যভিচার হয় না। অতএব বস্তুর বিনাশে বি[illegible]হইবার প্রয়োজন কি?

বনদেবতা অদৃশ্যদেহে এইপ্রকার অমৃতা[illegible]বাক্য প্রয়োগ করিলে, লোহিতলোচন সাশ্রুবদন দা[illegible]আশ্বস্ত ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, পি[illegible] বিধি যথাবিধি সমাহিত করিয়া, সবিশেষ ম[illegible]কারে পরমপদপ্রাপ্তিসাধন তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে[illegible]দবস্থায় ব্রাহ্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, চরমে সংক[illegible]ত্রিয় ব্রাহ্ম-স্বরূপ লাভ করিলেন্। তদ্দ্বারা পবিত্র[illegible]লও, জ্ঞেয়বস্তুর পরিজ্ঞান না হওয়াতে, তাঁহার মন শ[illegible] সমর্থ হইল না। পৃথিবীর কোন স্থানই অশুদ্ধ ন[illegible]ভেদজ্ঞান ও তজ্জন্য শুদ্ধাশুদ্ধকল্পনার বশবর্ত্তী হওয়া[illegible] সমস্তই অশুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর স[illegible]কল্পবলে স্থির করিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগই শুদ্ধ এবং তথায় অবস্থিতি করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

এইপ্রকার স্থির করিয়া, যাহাতে পক্ষীর ন্যায় অনায়াসেই

বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র প্রভৃতিতে অবস্থিতি করিতে পারা যায়, তজ্জন্য কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভগবান্ হুতাশনকেই অভীষ্টসাধন দেবতা ভাবিয়া, তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তিনি পরমপ্রবল পাবক প্রজ্বলিত করিয়া, স্বীয় মনোরথ সাধন সমুদ্দেশে আপনার স্কন্ধমাংস ছেদনপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিতে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনঘ! দেবগণ অগ্নিমুখে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণের কণ্ঠমাংস এই অগ্নিমুখে ভক্ষণ করিয়া, পাছে সমুদায় দেবতার কণ্ঠ ভস্মসাৎ হয়, এই ভয়ে ভগবান্ হব্যবাহন তৎক্ষণাৎ মহাতপা দাশূরের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, মৃদুমধুর ধীর বাক্যে কহিলেন, অয়ি ঋষিকুমার! তুমি তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত হও এবং স্বীয় অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি।

মুনি[illegible]ন দাশূর ভগবান্ সপ্তার্চ্চির আবির্ভাবে ও অনুগ্রহ বাক্যে [illegible] আশ্বস্ত ও কৃতার্থ বোধ করিয়া, স্তুতিবাদপুরঃসর পাদ্য[illegible]া তাঁহার পূজাবিধি সমাধানানন্তর সবিনয় বচনে [illegible]গিলেন, ভগবন্! এই পৃথিবীর কোন স্থানই আমার [illegible]বোধ হইতেছে না। একমাত্র তরুশেখরই পবিত্র বলিয়া [illegible] হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বর দেন[illegible] অনায়াসে তরুশেখরে অবস্থান করিতে পারি।

সকল [illegible]মুখস্বরূপ ভগবান্ হব্যবাহন, তাহাই হইবে, বলিয়া, তৎক্ষ[illegible]মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায়, অন্তর্হিত হইলেন। অভীষ্ট বরলাভে [illegible]হলাদ সঞ্চরিত হওয়াতে, ব্রাহ্মণকুমারের বদনমণ্ডল, [illegible] ন্যায়, বিকসিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং ঈষৎ হাস্য[illegible] দশনরাজি বিকসিত হওয়াতে, তাহার প্রফুল্ল কমলতুল্য অতুল[illegible] শোভার আবির্ভাব হইল। এই রূপে তদীয় বিকসিত-দশনদ্যুতি-বিরাজিত-পরম-পূর্ণভাব বিলসিত বদনমণ্ডলে যুগপৎ যেমন শশী ও সরোজের উদয় হইল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ (কদম্ববৃক্ষবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাভাগ দাশূর অভিমত বর লাভ করিয়া, তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, আপনার বাসোপযোগী বৃক্ষের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই অরণ্যের মধ্যদেশে এক সুবিশাল কদম্বতরু অবলোকন করিলেন। ঐ বৃক্ষ আকাশ ভেদ করিয়া, মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। দিবাকরের তুরঙ্গমবর্গ মধ্যাহ্নসময়ে তাহার স্কন্ধদেশ সেবা করে। উহার বিটপরূপ সুদীর্ঘ বাহু অনাবৃত দিক্‌কুক্ষি সমাচ্ছাদিত করিয়া, প্রসারিত রহিয়াছে। উহা বিকসিত কুসুমরূপ নয়নপংক্তি সহায়ে দিঙ্মণ্ডল দর্শন ও পল্লবরূপ প্রসারিত করে, উহা ধারণ এবং পবনপরিচালিত ভ্রমরনিকররূপ শ্যামল কুন্তলজালে সমলঙ্কৃত হইয়া, অতিমাত্র শোভা বিস্তার করিতেছে। [illegible]লোল লতাসকল কুসুমগুচ্ছে বিভূষিতা হইয়া, অলঙ্কৃতা[illegible]ায়, তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ক[illegible]াছে। অনঘ! ঐ বৃক্ষ, চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্, [illegible] উত্থিত হইয়া, সুবিস্তৃত শাখাপরম্পরায় সিদ্ধগণের গমন[illegible]াদিত করিয়া, আকাশমণ্ডলে অপর ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের [illegible]মান হইতেছে। তাহার সুবিস্তৃত শাখাপরম্পরার উপ[illegible]চকোরগণ ও স্কন্ধদেশে ময়ূরগণ সুদীর্ঘশ্রেণীবন্ধন[illegible] অবস্থিতি করিতেছে। দেখিলে, বোধ হয়, যেন মেঘ[illegible]ন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে। শ্বেতবর্ণ চমরমৃগকদম্ব [illegible]টরে অবস্থানপূর্ব্বক কখন বহির্গমন, কখন [illegible]স্ফুরণ ও কখন বা কোটরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অদৃশ্যভা[illegible]রিতেছে। কোকিলকুলের কাকালী, কপিঞ্জলকুলের কলধ্বনি ও জীবঞ্জীবকুলের কোলাহল, এই সকলে ঐ বৃক্ষ নিরন্তর প্রতিনাদিত।

পরম শান্তস্বভাব কলহংসগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক কুলায়মধ্যে কেলি করিতেছে। তাহাতে, স্বর্গকোটর বিভ্রান্ত সিদ্ধবর্গ

পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের ন্যায়, উহার শোভা হইয়াছে। বালপল্লব-লাঞ্ছিত মঞ্জরীসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ, প্রবালহস্ত অপ্সরোগণে পরিবৃত স্বর্গের ন্যায়, উহা বিরাজ করিতেছে। শ্যামলবর্ণ মঞ্জরী ও পল্লবপরম্পরায় পরিশোভিত এবং মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে সুবেল্লিত পুষ্পপরাগে পরিপূর্ণ লতাসকল বেষ্টন করাতে, ইন্দ্রধনু-রঞ্জিত শ্যামল মেঘমণ্ডলের ন্যায়, উহার শোভার আবিষ্কার হইয়াছে। উহার সহস্র শাখা সহস্র বাহুর ন্যায় এবং চন্দ্রসূর্য্য উহার কনককুণ্ডলের ন্যায়। তদবস্থায় ঐ বৃক্ষ, বিরাটরূপী বিষ্ণুর ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। উহার তলদেশে নাগেন্দ্রগণ, উপরিভাগে বিস্তৃত ব্যোমমণ্ডল এবং মধ্যস্থলে বিবিধজাতীয় ভূতগণ ও লতাসকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাতে, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডোদরাকাশের ন্যায়, উহার শোভা হইয়াছে। তারকানিকরে সমু[illegible] ব্যোমমণ্ডলের যেমন শোভা হয়, পুষ্পপরাগপরিশোভিত ক[illegible]সান্নিধ্যবশতঃ উহারও তেমনি শোভা সমুদ্ভূত হইয়া[illegible] স্কন্ধদেশ চঞ্চলবিহগসংকুল কুলায়কুলে পরিবৃত। তাহা[illegible]তাপূর্ণ-জনপদবেষ্টিত ভূবিভাগের ন্যায়, উহা প্রতি[illegible]তেছে। মঞ্জরীসকল পতাকার ন্যায়, পুষ্পসকল রত্নের[illegible]জমান হওয়াতে, ঐ কদম্বতরু, বনদেবতাগণের অন্তঃপুরের [illegible]য়, শোভা ধারণ করিয়াছে। চকোর, ভ্রমর ও কোকিলাদি[illegible]তে শব্দ করিতেছে। অবিরত পতমান নদীসমূহে প[illegible] পর্ব্বতের যেমন শোভা হয়, নিরন্তর নিপতিত পুষ্পপরাগের স[illegible] উহারও তদ্রূপ শোভা হইয়াছে। উহার স্কন্ধদেশ মৃদুমন্দ মা[illegible]োলে সঞ্চালিত কুসুম ও পত্রসমূহে আচ্ছাদিত। তাহাতে, ঐ [illegible]দপ, পবনপরিচালিত পয়োদপটলে পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতের ন্যায়, প্রতিভাত হইতেছে। উহার সন্নিহিত বল্লীসমূহ সমীরহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া, যেন অভিনয় করি-যেন স্তবকরূপ চঞ্চল অঙ্গুলি সহায়ে উহাদি-কুসুমরূপ কুণ্ডলের সুনির্ম্মল

প্রভায় সমুদ্ভাসিত ও বিবিধ লতা পুষ্প ফল সমৃদ্ধির সান্নিধ্যযোগে সমুল্লসিত হইয়া, উহা যেন প্রান্তস্থিত বট, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, আম্র ও পলাশ এই পাঁচটি পুণ্যবৃক্ষকে উপহসিত করিতেছে। উহার সহস্র সহস্র স্তবক মধ্যে ভৃঙ্গগণ বিহার করিতেছে। বোধ হয়, ঐ বৃক্ষ যেন অসংখ্য নেত্র বিস্তারিত করিয়া, সহস্রনেত্র ইন্দ্রের পরাজয়ে কৃতোদ্যম হইয়াছে। উহার সহস্র সহস্র গুচ্ছ। তৎসমুদায়ে সহস্র সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। বোধ হয়, অনন্তদেব যেন সহস্র মনি ধারণ ও সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া, শোভা পাইতেছেন। ভগবান্ মহাদেব একমাত্র ভক্তগণেরই শঙ্কর। কিন্তু এই তরুবর ছায়া ও ফল প্রদান পুরঃসর সমস্ত ভুতবর্গেরই শঙ্কর। উহার শাখাসকল বিকচ মুকুল-সঙ্কুল-দলরাজি বিরাজিত কুসুমসমূহে সুশোভিত লতাজালে বিভুষিত হইয়া, মণ্ডপবৎ শোভা পাইতেছে এবং বিহঙ্গমগণের অনবরত গতায়াতে নগরবাসীবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তাহাতে, ঐ বৃক্ষ ব্যোম-পরীর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।

পঞ্চাশ সর্গ (দিগ্বর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দাশূরের বুদ্ধি প[illegible] নাই। ফলপল্লব পরিবৃত কদম্ববৃক্ষ সন্দর্শনে তাঁহার [illegible] আহ্লাদ সমাগত হইল। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু যেমন একার্ণব[illegible] বট-বিটপীতে আরোহণ করেন, তদ্রূপ তিনি আকাশের [illegible]দৃশ সেই কদম্ব-বৃক্ষের অন্তর গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ শাখায় আরোহণপূর্ব্বক তাহার প্রান্তস্থিত পল্লবে তপশ্চরণার্থ অকুতোভয়ে আসীন হইলেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত বিলোল লোচনে [illegible] দৃষ্টি বিসারণ করিয়া, অবলোকন করিলেন, দিক্ সকল ললনার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভুধরশেখরসমূহ তাহাদের স্তনকলিকা, সুনির্ম্মল নীলিমালঙ্কৃত ব্যোমমণ্ডল তাহাদের কেশপাশ, বিলোল শ্যামল জলধর সকল

তাহাদের অলকা, তরঙ্গিণীসমূহ তাহাদের হার, বিবিধজাতীয় কুসুম তাহাদের ভূষণ, মকরন্দসুগন্ধি গন্ধবহ তাহাদের নিশ্বাস, কোকিলকুলের কলধ্বনি তাহাদের সুমধুর স্বর-লহরী ও ভ্রমর-নিকর তাহাদের ভুবনান্তর-প্রতি-বিরাবী মনোহর নূপুর, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাদের কনকময় কুণ্ডল, ভূধরসকল তাহাদের স্তনমণ্ডল মেঘসকল তাহদের স্তনাবরণ বস্ত্র, মহার্ণব তাহাদের দর্পন এবং সূর্য্যাংশু তাহাদের কুঙ্কুম ও চন্দ্রাংশু তাহাদের সিতচন্দন। তাহারা ঈদৃশ বেশে ভুবনরূপ অন্তঃপুরমণ্ডল অলঙ্কৃত করিয়া, শোভমান হইতেছে। বারিদমণ্ডল তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র। উহা সমীরভরে কখন প্রসৃত ও কখন বা স্খলিত হইতেছে।

একপঞ্চাশ সর্গ। (দাশূরের পুত্রপ্রাপ্তি।)

বাশি[illegible] কহিলেন, দাশূর, শূরের ন্যায়, অপরাঙ্মুখ হইয়া, ঐরূপে [illegible] তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, তদবধি কদম্ব দাশূর নামে বিখ্যা[illegible]। সৌম্য! তিনি কদম্বশাখা আশ্রয় ও ক্ষণ-মাত্র দি[illegible]ক্ষণপূর্ব্বক আত্মাকে অবিলম্বেই প্রত্যাহৃত ও দৃঢ়রূপে [illegible]সন বন্ধ করিয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার [illegible]র্থজ্ঞান ছিল না। তন্নিবন্ধন ফলকামনারশংবদ হইয়া, যজ্ঞাদি[illegible] অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সংকল্পমাত্র সহায়ে দশবর্ষ-যাবৎ গো[illegible]মেধ, হয়মেধ ও নরমেধাদিক্রমে ক্রমে ক্রমে সমুদায় যজ্ঞই স[illegible]ন ও তৎসহকারে দেবগণের সন্তোষ বিধান করিলেন। এই[illegible] দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান সহায়ে মন নির্ম্মল ও প্রশস্ত হইলে, বিম[illegible] দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায়, সহসা তদীয় অন্তরে আত্মপ্রসাদসমুদ্ভূত তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইল। তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে অন্তঃকরণ বায়ুবিক্ষোভবিরহিত মহার্ণবের ন্যায়,

বিনির্ম্মুক্ত হইলে, আকাশের যে প্রকার অভিনব শোভা সমুদ্ভূত হয়, তাঁহারও সেইরূপ অপূর্ব্ব সুষমা সঞ্চার হইল। তখন তিনি একাগ্র হইয়া, কদম্বপল্লবে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক উৎসাহসহকারে আত্ম-সাক্ষাৎকারসংসাধন তপস্যা করিতে লাগিলেন।

তদবস্থায় একদা তিনি অবলোকন করিলেন, তাঁহার সম্মুখে ললনা-ললামভূতা এক ললনা, কুসুমভারে অবনতা লতার ন্যায়, দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল পরমসুকুমার, রূপ-লাবণ্য সর্ব্বলোক মনোহর, লোচনযুগল বিস্তৃত মদভরে বিঘূর্ণিত, ও বিলোল কুসুমবসনে অলঙ্কৃত। তিনি সেই অনবদ্যাঙ্গী ও লজ্জা-নম্রমুখী ললনাকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, মৃদু বাক্যে বলিতে লাগিলেন, অয়ি পদ্মপলাশলোচনে! তোমার কান্তি দেখিলে, কামেরও কামসঞ্চার হইয়া থাকে। তুমি কে? কিজন্য এই কুসুমসমূহের সখী রূপে বিনম্র বদনে লতাদলে অবস্থান করিতেছ?

দাশূর এইরূপ কহিলে, সেই মৃগশাবলোচনা গৌরবর্ণা পীনোন্নত-পয়োধর-ভারমন্থর-গমনা ললনা মধু[illegible]মধ[illegible]-বিশিষ্ট স্নিগ্ধাক্ষর মনোহর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, [illegible] আপনার ন্যায়, মহাত্মাদের সেবা করিলেই, যাবতীয় দুল[illegible]মত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার আ[illegible]ীকারের আবশ্যক হয় না। সেইজন্য আমি আপনার অ[illegible] সমাগত হইয়াছি। অদ্য নিশ্চয়ই আমার অভীষ্টসংঘটন হইবে, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মন্! আমি লতাজালবিজড়িত ভবদীয় কদম্বপাদপে পরিশোভিত এই অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নাথ! চৈত্রমাসীয় শুক্লা ত্রয়োদশীতে নন্দনবনে বনদেবীগণের যে মহতী সভা হয়, আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম, আমার বয়স্যা-গণের মধ্যে সকলেই পুত্রবতী। আমারই কেবল পুত্র নাই। তজ্জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিতা হইয়াছি। নাথ! আপনি মহাকল্প-পাদপের ন্যায়, সর্ব্বার্থসিদ্ধি সমুদ্ভাবন করেন। তবে আমি আপনার সহবাসে অবস্থিতি করিয়াও, কিজন্য অনাথার

ন্যায়, পুত্রফলে বঞ্চিত ও তন্নিবন্ধন শোকাতুর হইব? অতএব অনুকম্পাপূর্ব্বক আমারে পুত্রফল প্রদান করুন। নতুবা, আপনার সম্মুখেই অনলে প্রবেশ করিয়া, পুত্রদুঃখদাহের শান্তি করিব।

রাম! মহর্ষি দাশূর এই বাক্যে কারুণ্যবশংবদ হইয়া, সস্মিত বদনে তাঁহারে একটী পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই কুসুম দ্বারা ভগবান্ অনিললোচনের পূজা কর। একমাস পূজা করিলেই পুষ্পবতী লতা যেমন সুন্দর ফল প্রসব করে, তদ্রূপ তুমিও পুত্ররত্ন প্রসব করিবে। কিন্তু ঐ পুত্র, অন্যান্য বনদেবের ন্যায়, ভোগ-বিলাসী না হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানী হইবে।

অনঘ! মহর্ষি দাশূর এইপ্রকার কহিলে, বনদেবী তাহাতে সম্মতা হইয়া, স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। তখন দাশূর আত্মনিষ্ঠ হইয়া, ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া, ঋতুর পর ঋতু ও বৎসরের পর বৎসর ইত্যাদিক্রমে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দীর্ঘকালাবসানে একদা সেই তন্বঙ্গী বনদেবী দ্বাদশ-বর্ষদেশী[illegible] পুত্রের সমভিব্যাহারে সহসা তথায় সমাগতা হইয়া, মৃদুমধুর [illegible] দাশূরকে কহিলেন, নাথ! আপনার ও আমার এই সেই [illegible]। আমি ইহাকে সমস্ত বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি[illegible] করিয়াছি। আপনি এক্ষণে সকল লোকের সুখাবহ [illegible]জ্ঞান প্রদান করুন। নাথ! লোকে যে বারংবার সংসাররূপ দুরন্ত চক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞান না থাকাই তাহার একমাত্র হেতু। অতএব আপনি কৃপাকটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানপ্রদানপূর্ব্বক ইহার সেই সংসারভ্রমযন্ত্রণা সুদূরে নিক্ষেপ করুন। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে, আপনার কুলজাত পুত্রকে মূর্খ করিয়া রাখে?

দাশূর কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহাকে এই স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান কর।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর বনদেবী তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে সেই পুত্র পিতা দাশূরের শিষ্য ও সংযত হইয়া, সূর্য্যাগ্রে

অরুণের ন্যায়, তদীয় পুরোভাগে উপবেশন করিয়া, শুশ্রূষা ও ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ স্বীকার পূরঃসর কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি দাশূর তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়া, স্বয়ং উদ্বেগশূন্য হইয়া যাহাতে পুত্রের হৃদয়ে পরমাত্মা দৃঢ়রূপে অনুভববিষয় হন, এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সহায়ে শত শত আখ্যান, উপাখ্যান, ঐতিহাসিক বিবরণ ও জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশ বিতরণপূরঃসর তদীয় প্রবোধ সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এইপ্রকার উচিতার্থসম্পন্ন, বোধোপযোগী, আনন্দবর্দ্ধন উপদেশ দ্বারা পুত্রের প্রবোধ সঞ্চরিত হইল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (রাজবিভববর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দাশূর পুত্রকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম [illegible] তোমার বোধবৃদ্ধির জন্য বলিতেছি, অবধান কর।

দাশূর কহিলেন, পুত্র! তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় বুদ্ধিমান্ তোমাকে উপদেশ করা বাহুল্য। তথাপি, পুত্রের [illegible]র পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। পুত্র সাতিশয় গুণবান [illegible] বুদ্ধিমান্ হইলেও, পিতা তাহাকে যথাসাধ্য উপদেশ করিবেন, ইহাই বিধি। আমি এইপ্রকার বিশ্বজনীন বিধির অনুযায়ী হইয়া, বলিতেছি, অবধান কর।

এই ভুবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবীর্য্যসম্পন্ন খোপ নামে এক রা[illegible] আছেন, তিনি স্বকীয় লোকোত্তর বীর্য্যে ত্রিলোক আক্রমণ [illegible]ত পারেন। ত্রিলোকের নায়কগণ মহামূল্য মনির ন্যায় তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করেন। তিনি পরমসাহসী, অদ্বিতীয় [illegible]সভাববিশারদ ও বিবিধ আশ্চর্য্যের অভিনেতা। তাঁহাকে কেহই বশ করিতে পারে না। তিনি সুখদুঃখময় যে সহস্র স[illegible] কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, আধিক্য বশতঃ সাগর[illegible]

ন্যায়, তাহাদের সংখ্যা করা দুর্ঘট। ত্রিভুবনে এরূপ বীর্য্যবান্ কেহই নাই, যে ব্যক্তি সেই অতুলবীর্য্য মহীপতিকে শস্ত্রে, অস্ত্রে অথবা অন্য রূপে আক্রমণ করিতে পারে। তিনি অনায়াসেই বহুবিস্তৃত, সংরম্ভময়, ভাস্বর সৃষ্টি বিধান করেন। হরি হরাদি কোন দেবতাই তাঁহার কিছুই করিতে পারেন না। তাঁহার উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ দেহে সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার ঐ শরীরত্রয় শব্দ, বায়ু ও বিহগের ন্যায়, আকাশেই অবস্থিতি করিতেছে। তিনি অনন্তবিস্তৃত আকাশ-মণ্ডলে একটী সুরম্য নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ নগর চতুর্দ্দশ মহামার্গে ও ভাগত্রয়ে বিচ্ছিন্ন, বন ও উপবনে সমাকীর্ণ, বিলোল মুক্তালতা ও অত্যুচ্চ ক্রীড়াপর্ব্বতসমূহে সুসমাসম্পন্ন, প্রফুল্ল পদ্মরাগ ও সপ্ত বাপীতে অলঙ্কৃত, শীতল ও উষ্ণ অক্ষয় দীপদ্বয়ে উদ্ভাসিত এবং ঊর্দ্ধগ ও অধোগ এই দ্বিবিধ বণিকপথে সুশোভিত। তিনি ঐ সুনির্ম্মিত নগরের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও মধ্যস্থলে সঞ্চরণক্ষম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালগৃহ [illegible]ল সংস্থাপিত করিয়াছেন। তৎসমস্ত বিলম্বে বা শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। শ্যামবর্ণ তৃণ, নব দ্বার, [illegible]ত বায়ুপ্রবাহ বিবিধ [illegible]ন, পঞ্চ দীপ, স্তম্ভত্রিতয়, শুকবর্ণ [illegible], মৃত্তিকা, স্নিগ্ধম[illegible] ও বহির্গমনপন্থা এই সকলে ঐ সকল গৃহ ভূষিত, প্রকাশিত, পরিবৃত ও বিনির্ম্মিত। উহাদের রক্ষাজন্য তিনি মায়াবশে অনেক যক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। [illegible]। সেই রাজা উল্লিখিত যক্ষগণের সহিত প্রোক্তপূর্ব্ব গৃহসমূহে [illegible]কাল বিহার করিয়াই প্রস্থান করেন।

পুত্র! তাঁহার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। [illegible]ন ইচ্ছা করিয়া, ভবিষ্যৎ নবনির্ম্মিত পুরীতে বাস ক[illegible] বাসনার ভূতাবিষ্টের ন্যায়, সহসা বর্ত্তমান পুরী ত্যাগ ও সবে[illegible] বহির্গমন-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনির্ম্মিত নগরের ন্যায়, সেই নবনি[illegible] পুরীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার চিত্তের স্থিরতা নাই। [illegible]নি যখন বিনাশ বাসনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বীয় নগরের সহিত [illegible] হন।

পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রাদুর্ভূত ও ব্যবহারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হইয়া, কখন ইচ্ছা করিয়া, শত্রু, ব্যাধি ও দারিদ্র্যাদিতে অভিভূত, কখন, আমি দুঃখে পতিত হইয়াছি, কিন্তু আমার জ্ঞান নাই; অতএব কি করিব, ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, শোকগ্রস্ত, কখন বা পূর্ব্বানুভূত সুখ স্মরণ পূর্ব্বক হর্ষভরে বর্ষাকালীন নদীবেগের ন্যায় উচ্ছ্বাসিত, কখন বায়ুবেগবিক্ষোভিত পরমভাস্বর সাগরের ন্যায়, বল্গিত কখন বিজৃম্ভিত ও কখন বা প্রস্ফুরিত হইয়া থাকেন। আবার কখন এক বারেই প্রকাশবিরহিত হয়েন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (সংসারনগরবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! পুত্র পিতার এই বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! সেই খোথনামক রাজা কে? তিনি কি রূপে ভবিষ্যৎপুরে প্রবেশ করেন? যাহা হয় নাই হইবে, তাহাতে প্রবেশ কি রূপে সম্ভব হইয়া থাকে? আমি [illegible]কার অর্থবিরোধে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি যথাযথ মীমাংসা দ্বারা আমার মনোমোহ নিরাকৃত করুন।

পিতা কহিলেন, পুত্র! আমি এই আখ্যায়িকা[illegible] তোমার নিকট সংসারচক্রের উপদেশ করিলাম। খোথ শব্দে সংকল্পময় মন। কেননা, এই মন খ অর্থাৎ পরম আকাশ হইতে উথ অর্থাৎ উত্থিত বা আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মরূপ আকাশেই লীন হইয়া থাকে। মনের অন্যতর নাম সংকল্প পুরুষ। এই বহুবিস্তৃত জগৎ সেই মনের উৎপত্তিতেই উৎপন্ন ও তাঁহার বিনাশেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, বৃক্ষের শাখার ন্যায় তাহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সেই পরমাকাশরূপী ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে আবির্ভূত হইয়া, স্বকীয় চিন্তাকাশে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ নগর নির্ম্মাণ করেন। আলোকময় চতুর্দ্দশ ভুবন ঐ নগরের চতুর্দ্দশ মহামার্গ, নন্দনাদি উপবন উহার বন ও উপবন, মেরুমন্দরাদি উহার

ক্রীড়াপর্ব্বত, চন্দ্র ও সূর্য্য উহার শীত ও উষ্ণ ভেদে দুইটী প্রদীপ, বিলোলতরঙ্গিণী সকল উহার বিলোল মুক্তাবলী, ইক্ষু ক্ষীরাদি সপ্ত সমুদ্র উহার সপ্ত সরোবর, বাড়বানল ঐ সরোবরের প্রফুল্ল পদ্ম, পুণ্য ও পাপ উহার ধনসমৃদ্ধি, দেব ও মানবগণ উহার বণিক্ এবং তাহাদের পুণ্যফল ক্রয়বিক্রয় জন্য অধোগতিরূপ পৃথিবী ও ঊর্দ্ধগতিরূপ স্বর্গ, এই পন্থাদ্বয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সেই সংকল্পস্বরূপ মহীপতি আপনার ক্রীড়াগৃহস্বরূপ দেবমানবাদি বিবিধ দেহ রচনাপূর্ব্বক দেবনামক দেহকে স্বর্গরূপ ঊর্দ্ধপ্রদেশে, মানবনামক দেহকে পৃথিবীরূপ মধ্য প্রদেশে ও নাগনামক দেহকে পাতালরূপ অধঃপ্রদেশে স্থাপন করিয়াছেন। তত্তৎ দেহরূপ ক্রীড়াভবন সকল প্রাণরূপ বায়ু প্রবাহে সঞ্চালিত, মাংসরূপ মৃত্তিকায় লিপ্ত, অস্থিরূপ বংশাস্থিতে পরিবৃত ও ত্বক্‌রূপ লেপ দ্বারা পরিলিপ্ত। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বিলম্বে ও কতকগুলি অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কেশরূপ তৃণাচ্ছন্ন মস্তক উহাদের আচ্ছা[illegible]র্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি উহাদের নবদ্বার, প্রাণরূপ বায়ু উহাদের কর্ণ ও নাসাদিরূপ বাতায়নযোগে অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, ভুজাদি [illegible]কল উহাদের বহির্গমনপন্থা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উহাদের পঞ্চ দী[illegible] এবং অহঙ্কারাদিরূপ মহাযক্ষসমূহ উহাদের রক্ষক। ঐ সকল যক্ষ সংকল্প ও মায়াসহায়ে বিনির্ম্মিত এবং জ্ঞানরূপ আলোকদর্শনমাত্র ভয়ে অভিভুত হইয়া থাকে। মহারাজ খোথ সেই সমস্ত যক্ষের সহিত সর্ব্বদা বিহার করেন এবং কখন বা তাহাদের সমতিব্যাহারে সাগরে তরঙ্গের ন্যায়, লয় প্রাপ্ত হন।

বৎস! যাহা সংকল্পমাত্র, তাহাকেই ভবিষ্যৎ বস্তু বলে। সেই রাজা যখন ঐরূপ সাংকল্পিক বস্তু লাভ করেন, তখনই নবনির্ম্মিত ভবিষ্যৎপুরে প্রবিষ্ট হন। তিনি দেহরূপ ক্রীড়াগৃহে বিবিধ ক্রীড়াবশে পরিশ্রান্ত হইয়া, বিশ্রামবাসনায় সুষুপ্ত হইলেই, সর্ব্বসংকল্পবিবর্জ্জিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হন। একমাত্র সংকল্প হইতেই তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে। এইজন্য তিনি অনন্ত দুঃখ ভোগ

করেন; তখন পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ প্রকৃত সুখ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কাষ্ঠমধ্যে বৃষণ রুদ্ধ হইলে, কপিগণ যেমন ইচ্ছা করিয়া, লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহা উৎপাটন ও তজ্জন্য দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, এই রাজা খোথও তেমন স্বেচ্ছাক্রমে দুঃখময় ব্যাপারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হইয়া, নিরতি ক্লেশ ভোগ করেন। গর্দ্দভ যেমন অকস্মাৎ নিপতিত মকরন্দবিন্দুবিন্দু ঊর্দ্ধমুখে পান করিয়া, নিরন্তর ঊর্দ্ধমুখেই অবস্থিতি করে, বিষয়নিরত সেই রাজা তদ্রূপ সংকল্পজনিত অণুমাত্র বিষয়ানন্দ ভোগ করিয়া, অনবরত তাহারই সন্ধান করিয়া থাকেন। তিনি স্বীয় সংকল্পবলে কখন বিরত, কখন রত ও কখন বা বিকৃত হন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ তাঁহার দেহ। তিনি জগৎস্থিতিবিধানজন্য এই ত্রিবিধ দেহে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে তাঁহার তামসিক দেহ বিবিধ প্রাকৃত চেষ্টার অনুসরণ পূর্ব্বক কৃমিকীটে পরিণত, সাত্ত্বিক দেহ ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রযুক্ত মোক্ষের আসন্নবর্ত্তী সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত এবং রাজসিক দেহ লৌকিক [illegible]হারের বশবর্ত্তিতাবশতঃ স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে সংসারে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ দেহের পরিহার হই[illegible] পরমাত্ম-পদপ্রাপ্তি হয়।

অতএব বৎস! তোমার যদি পরমপদলাভের প্রত্যাশা থাকে, তাহা হইলে, বিকল্পকল্পনা ত্যাগ করিয়া, বাহ্য ও অভ্যন্তর দৃষ্টির সহিত সংকল্প সকল ক্ষয় কর। এই সংকল্পরূপ মন বিনষ্ট হইলেই, ব্রহ্মদর্শনরূপ পরম অভীষ্ট প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প ভাব আশ্রয় করিলেই, মনের বিনাশ হয়। সহস্র বৎসর দারুণ তপস্যা করিলেও, সুবিশাল শিলাখণ্ডে শরীর চূর্ণ করিলেও, প্রজ্বলিত পাবকে বা বাড়বানল মধ্যে প্রবেশ করিলেও, প্রচণ্ড-বেগাবিঘূর্ণিত সুশাণিত খড়্গের আঘাতে স্বদেহ শত খণ্ড করিলেও, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর উপদেশ করিলেও, দেবরাজ ইন্দ্র অনুগ্রহ করিলেও, পাতালে বা স্বর্গে গমন করিলেও, অথবা এই স্থানে বা অপরত্র

অবস্থান করিলেও, একমাত্রসংকল্পপরিহারব্যতিরেকে কোন রূপেই তোমার শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

অতএব তুমি পুরুষকার অবলম্বন করিয়া, নির্ব্বিঘ্ন, নির্ব্বিকার ও নিরাময় হইয়া, অনায়াসে সংকল্পক্ষয়ে যত্ন কর। একমাত্র সংকল্পতন্তুই এই সমস্ত জগদ্ভাব বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উহা ছিন্ন হইলে, সকলই ছিন্ন হয়। যাঁহাদের উহা ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই মুক্তিরূপ মহাপদার্থ দর্শন ও অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের আর জন্ম নাই ও সংসাররূপ মহাকারায় বন্দী হইয়া, অহরহ দুর্ব্বিষহ অন্তর্দ্দাহ সহ্য করিতে হয় না। অতএব তুমি সংকল্প ত্যাগ কর। এই সংকল্প মহারোগ। ইহা মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা করে। অতএব তুমি সকল বিষয়েই সংকল্প ত্যাগ কর এবং যথাগত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মের সংকল্প নাই। কিন্তু তিনি মায়াবশে সংকল্পের বশীভূত হইলে, বিবিধ যোনি ভোগ করেন এবং অনাত্মসদৃশ অনর্থভূত জন্মমরণাদি সংসারদুঃখসকল বৃথা অনুভব করিয়া [illegible]বসন্ন হয়েন। অতএব অনাত্মসদৃশ তাদৃশ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিবার জন্য মরিয়া আর প্রয়োজন কি? ব্রহ্মপদই একমাত্র আশ্রয় [illegible]ইজন্য প্রাজ্ঞগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ইহাই অবলম্বন করেন; কখন কোন রূপে দুঃখময় সংসার আশ্রয় করেন না। তুমি এই সকল বিচার করিয়া, বিকল্পজাল পরিহার ও পরমার্থ পরিগ্রহপুরঃসর সম্যক্‌রূপে সুস্থচিত্ত হইয়া, সেই অদ্বিতীয় পরম পদের সাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, সংসারদুঃখের পরিহার হইবে এবং পরমানন্দরূপ পরম সুখ লাভ করিতে পারিবে।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (সংকল্পের চিকিৎসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দাশূর এইপ্রকার উপদেশ করিলে, পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! সংকল্প কাহাকে বলে? উহার স্বরূপ কি? কি রূপেই বা উহার বিনাশ হয়?

পিতা কহিলেন, পুত্র! যাহা অনন্ত দুঃখের নিমিত্ত অবিদ্যাবশে সমুৎপন্ন ও স্বয়ংই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং যাহা কখনই সুখের নিমিত্ত নহে, তাহারই নাম সংকল্প। সাগর যেমন সলিল ভিন্ন কিছুই নহে, এই জগৎ তদ্রূপ সংকল্পমাত্র। অতএব সংকল্পই দুঃখ এবং তাহার ত্যাগই সুখ। বৎস! এই সংকল্প স্বয়ংই তোমার হৃদয়ে সমুদিত হইয়া থাকে।

এই সংসার যেমন কিছুই নহে, ইহার সুখদুঃখময় ভাব সমস্তও তদ্রূপ সর্ব্বথা মিথ্যা। অতএব আমি এই যে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেছি, এ সমস্তই মিথ্যা। এইপ্রকার বিচার করিয়া, তত্তৎ সুখদুঃখাদিতে উপেক্ষা না করিলেই, নানা প্রকারে পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হয়। তোমারও এই রূপ ঘটিয়াছে। তজ্জন্য তুমি পরিতপ্ত হইতেছ। যত দিন না তোমার সংকল্প ত্যাগ হইবে, তত দিন তোমার পরিহার বা নিস্তার নাই। অতএব তুমি অনর্থক সংকল্পের অনুসরণপূর্ব্বক, সাক্ষাৎ অনর্থস্বরূপ সংসারের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, একমাত্র ভাব্য বস্তু ব্রহ্মেরই ভাবনা কর। সংসারভাবনা আর নরকভাবনা উভয়ই সমান। যাহারা সংসারভাবনা ত্যাগ করিয়া, পরমার্থপরিচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি সংসারের ভাবনা না করিয়া, পরম ঐশ্বর্য্য অধিকার কর।

বৎস! যাহারা সংকল্পবিনাশে যত্ন করে, তাহাদের সকল ভয় ও সংশয় বিনষ্ট হয়। যাহাদের সকল ভয় ও সকল সংশয় নাই, তাহাদের কি নাই? কেননা, তাহারা নিত্য সুখী ও নিত্য অভ্যুদিত। বিষয়ভাবনার অভাব হইলেই, সংকল্প সকলের বিনাশ হইয়া থাকে। শিরীষকুসুম দলন করিতেও বরং কিছু কষ্ট হয়, কিন্তু সংকল্পদলনে কোন ক্লেশই স্বীকার করিতে হয় না। ভাবনামাত্র ত্যাগ করিলেই, সংকল্পের ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিষয়ভাবনাপরিহারপূর্ব্বক শিরীষকুসুমবৎ সংকল্প দলন কর। তাহা হইলে, সংসারে সুখী হইতে

পারিবে। ঈশ্বর বিষয়ের দাস নহেন। সুতরাং, বিষয়চিন্তা করিলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহারা বিষয়ের যত চিন্তা করে, তাহারা ততই ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতি ও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া, অবসন্ন হয়। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ বা অন্যবিধ বিচারণা নাই।

পুত্র! তোমার সংকল্প ক্ষয় ও তৎসহকারে আত্মাতে স্থিতি প্রাপ্তি হইলে, তোমার সকল অসাধ্যই সুসাধ্য হইবে। তখন তুমি যাহা মনে করিবে, তাহাই করিতে পারিবে। যাহার সংকল্পের ক্ষয় হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ কি, শোক কি? কি মন, কি জীব, কি চিত্ত, কি বুদ্ধি, কি বাসনা, সমস্তই সকল্প নামে উদাহৃত হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে ইহাদের সংকল্পরূপ অর্থ ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থ নাই। এবং সংকল্প ভিন্ন সংসারে অন্য পদার্থও কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। অতএব তুমি হৃদয় হইতে সংকল্প দূর করিয়া দাও। তাহা হইলে আর শোক করিতে হইবে না।

এই [illegible]মান আকাশের ন্যায়, এই দৃশ্যমান জগতও শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে; তবে কেন তুমি ইহাতে আসক্ত হইতেছ? এই জগৎ কোন মতেই সিদ্ধ বা নিত্য পদার্থ নহে। যেহেতু, যাহা কিছুই নহে, সেই সংকল্প হইতেই ইহার জন্ম হইয়াছে। দৃশ্য বস্তুর ভাবনা ক্ষয় কর দেখিতে পাইবে, কিছুই কিছু নহে। তুমি যদি হেলাদৃষ্টিতে অবলোকন কর, তাহা হইলে, স্পষ্টই দেখিতে পাইবে, জগৎ কিছুই নহে। ইত্যাকারবিচারপুরঃসর একমাত্র আত্মার ভাবনা করিলে স্ত্রী পুত্রাদি কোন বিষয়েই আস্থা বা মমতার সঞ্চার হয় না। এই রূপে অবস্থার ক্ষয় হইলে, সুখ দুঃখাদি কিছুই উৎপন্ন হয় না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, যে, সুখ দুঃখাদি ভাবাভাবমাত্রেই মিথ্যা বা ভ্রমমাত্র। সুতরাং জগতও ভ্রমমাত্র।

বৎস! তড়িদগ্নি যেমন ক্ষণবিধ্বংসী, এই সংকল্পও তদ্রূপ

নামমাত্র, কিছুই নহে। সুতরাং, ইহার আশু উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিহিত বিধানে চিকিৎসা করিলে, অচিকিৎসিত ব্যাধির ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া, ভাবী সুখের পথ রুদ্ধ ও দুঃখের দ্বার বিস্তৃত করে। ইহার চিকিৎসা করাও সহজ। কেননা, যাহা কিছুই নহে, তাহা কখনও কোনরূপ বস্তু হইতে পারে না। বাস্তবিক, আকাশে এক ভিন্ন দুইটী সূর্য্য নাই। কিন্তু তুমি যদি মনে কর, দুইটী আছে, তাহা হইলে দুইটীই লক্ষ্য করিবে। আবার, যদি একমাত্র মনে কর, তাহা হইলে, একমাত্র সূর্য্যই দেখিতে পাইবে। অতএব সংকল্প কিছুই নহে। সুতরাং ইহার চিকিৎসা করাও অতীব সহজ। ফলতঃ, যাহা সৎ বা সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চিকিৎসা করাই দুঃসাধ্য। অঙ্গারে মলিনতা যেমন সত্য, আত্মাতে সংসার তদ্রূপ সত্য হইলে, পুরুষার্থরূপ সলিল দ্বারা কখনও ইহা প্রক্ষালিত করা সাধ্য হইত না। কিন্তু ইহা, তণ্ডুলে তুষকঞ্চুকের ন্যায়, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, পুরুষকার সহায়ে নিঃসন্দেহই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুত্র! অজ্ঞগণই সংসারকে সত্য ভাবিয়া, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অশেষ ক্লেশ অনুভব করে, কিন্তু প্রাজ্ঞেরা তাম্রে কালিমার ন্যায়, ইহাকে অসত্য ভাবিয়া, এক বারেই ত্যাগ ও তজ্জনিত নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করেন। যত্ন করিলে, ইহা অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব তুমি ইহার বিনাশে যত্নসহকৃত পুরুষকার বিনিযোজিত কর। একমাত্র অসৎ সংকল্পই এই সংসারের উদ্ভব ক্ষেত্র। এতাবতা, অল্পমাত্র যত্ন করিলেই, ইহার লয় হইবে, সন্দেহ কি? ছায়া প্রভৃতির ন্যায়, কোন্ অসৎ বস্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হয়? দীপালোকে অন্ধকারের ন্যায়, একমাত্র আত্মবিচারসহায়েই ইহার লয় হইয়া থাকে। তুমি যেমন এই সংসারের কিছুই নহ, এই সংসারের কিছুই তেমন তোমার নহে। অথবা, কেহই কাহারও কিছুই নহে। অতএব অবিলম্বে এই অনর্থভ্রান্তি পরিহার করিয়া, সুখী ও সচ্ছন্দ হও। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি,

তোমার হৃদয় হইতে সমুদায় ভ্রম দূরে পলায়ন করুক এবং তুমি বিজ্ঞানের উদয়ে আত্মতত্ত্বরূপ পরম পদে বিহার কর।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (দাশূর বশিষ্ঠসমাগম।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি রঘুকুলরূপ নির্ম্মল আকাশের পূর্ণশশাঙ্কস্বরূপ। তোমার সহিত সম্ভাষণ করিলেও পরমপ্রীতি-সঞ্চার হয়। অতএব মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

আমি তৎকালে নভোমণ্ডলে গমন করিতেছিলাম। পিতা পুত্রের এইরূপ সুমধুর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, পক্ষী যেমন আকাশ হইতে বৃক্ষশেখরে পতিত হয়, তদ্রূপ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই ফলকুসুমসমলঙ্কৃত কদম্ববৃক্ষের অগ্রভাগে পতিত হইলাম। দেখিলাম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে মহাশূর মহাতপা দাশূর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, তেজঃপুঞ্জ কলেবরে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ-বিনির্গত তেজোময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ধরাতল কাঞ্চনময় এবং সূর্য্যসম প্রভাপরম্পরায় বৃক্ষাগ্র প্রজ্বলিত হইয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র মহর্ষি দাশূর অতিমাত্র সম্ভ্রমসহকারে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন ও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিয়া, আমায় যথাবিধি পূজা করিলেন।

অনন্তর আমি সেই কদম্বাশ্রমের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া অবলোকন করিলাম, ঐ বৃক্ষের কোটর লতামণ্ডলে মণ্ডিত। মহাভাগ দাশূরের প্রসাদে মৃগগণ নির্ভয়ে তাহাতে বাস করিতেছে। চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণ মেঘমালা সঞ্চরণ করাতে, শরৎকালীন আকাশের ন্যায়, উহার শোভা হইয়াছে। হিমকণারূপ মুক্তাস্তবক, কুসুমরূপ অলঙ্কার, পুষ্পপরাগরূপ চন্দন, কিসলয়রূপ শুক্লবস্ত্র ও পুষ্পমালা এই সকল ধারণ করিয়া, ঐ বৃক্ষ যেন লতারূপ ললনার পাণিগ্রহণে সমুদ্যত হইয়াছে। উহার চতুর্দ্দিকে মঞ্জরীমণ্ডিত লতামণ্ডপমণ্ডলী শোভা পাইতেছে। তাহাতে ঐ বৃক্ষ পতাকা-

পরিব্যাপ্ত উটজরাজিবেষ্টিত মহোৎসবময় পুরীর প্রতিভা ধারণ করিয়াছে। তত্রত্য মঞ্জরীসকল সাক্ষাৎ বনদেবীর ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। অরুণবর্ণ প্রবাল সকল উহাদের বাহু, ঈষদ্বিকসিত কুসুমসকল উহাদের মৃদুহাস্য, বনবাতবিলোলিত পুষ্পগুচ্ছ উহাদের মাল্যদাম, স্তবকসকল উহাদের স্তন, পুষ্পের পরাগসকল উহাদের কুঙ্কুম, কোকিলকুলের কলধ্বনি উহাদের আলাপ এবং অলিকুল উহাদের চঞ্চল লোচন। মদমত্ত ভ্রমরমিথুন পরস্পর প্রণয়সমুচিত ধ্বনিসহকারে কখন পুষ্পগর্ভরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ ও কখন বা বহির্গমন করিয়া নিরতিশয় আহ্লাদভরে উহার চতুর্দ্দিকে কেলি করিতেছে। বনস্থলীর পুত্রস্বরূপ কপিকুল দাশূরের তপোবলে একান্ত শান্ত ও বিনীত হইয়া, অন্তরশাখা সকল আশ্রয়পূর্ব্বক বিহার করিতেছে। এবং পত্রপুটমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, কখন মৃগাদির আক্রোশশ্রবণমানসে উর্দ্ধকর্ণ ও কখন বা লুক্কায়িত হইতেছে। পক্ষিগণ নির্ভয়ে স্ব স্ব কুলায়ে বাস করিতেছে। উহার ফলসকল উত্তম রূপে পক্ক হইয়া, ধরাতলে পতিত হইতেছে। উপান্তবর্ত্তী মৃগাদি ভূতগণ তাহার ভক্ষণমানসে সমাগত হইয়া, মণ্ডলাকারে অবস্থিতি করিতেছে। পল্লবপুটমধ্যগত পুষ্পসমূহের মনোহর সৌরভে সমুদায় বনস্থলী আমোদিত হইতেছে। উহার চতুর্দ্দিকই পুষ্প, পরাগ ও ফলাদিতে পরিব্যাপ্ত। মৃগগণ উহার গলিত পত্রে শয়ন করিয়া, বিশ্রাম করিতেছে। এবং পক্ষিগণ নির্ভয়ে উহার প্রত্যেক কচ্ছে অন্তর্হিত রহিয়াছে।

আমি এবংবিধ অশেষবিধ গুণবিশিষ্ট কদম্বতরু পরিদর্শনান্তর মহাভাগ দাশূরের সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বগুণাকর শিষ্যকে বিজ্ঞানালোকরমণীয় জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলাম। আমার উপদেশে তাহার প্রবোধসঞ্চার হইল। এই রূপে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানরমণীয় প্রবোধজনক কথোপকথনে মুহূর্ত্তের ন্যায়, সেই তমস্বিনী রজনী প্রভাত হইলে, আমি

অমরনদীতে অবগাহনাদি অভিমত ব্যাপারপরম্পরা সমাধানানন্তর পুনরায় আকাশপথে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করিয়া, স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলাম।

রাম! তুমি মহর্ষি দাশূরের দৃষ্টান্তে প্রকৃত বস্তু পরিগ্রহ ও অবস্তুসকল পরিহারপূর্ব্বক আত্মাকে উদারভাবে অলঙ্কৃত কর। এবং অনর্থক কল্পনাজাল ছিন্ন ও আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া, অবিলম্বে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত ও ত্রিভুবনের পরিপূজিত হও।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ (বিচারযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! এই দৃশ্যজাল কিছুই নহে, এ প্রকার বিচার করিয়া, ইহাতে কদাচ আসক্ত হইও না। যা কিছুই নহে, বিচারবান্ ব্যক্তিগণের তাহাতে আবার আ কি? অতএব তুমি ইহাতে দৃঢ়ভাবনা দ্বারা আত্মাকে করিও না।

জগৎ ও আত্মা উভয়ের বহুল অন্তর বা বহুল পার্থক্য। জ জড় ও আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। জড়স্বরূপে চৈতন্যস্বরূপের আ কখন সম্ভব নহে। আত্মা কর্ত্তা হইলেও, অকর্ত্তা এবং আলোক ধার দীপের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে উদাসীন। তুমি এইপ্রকা বিচার করিয়া, স্বীয় মনকে সম্যক্‌রূপে শোধনপূর্ব্বক তৎসহা পদার্থভাবনা পরিহার কর। এবং অন্তরবিহারিণী ভাবনাজন আস্থাকেও দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, সুখসচ্ছন্দে বিহার কর প্রদীপ যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও, সান্নিধ্যমাত্রে আলোক বিতর করে, অথবা রত্ন যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও, সান্নিধ্যমাত্রে অন্ধকার নিরাকরণ করে, কিংবা সূর্য্য যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও সান্নিধ্যমাত্রেই জাগতিক ব্যবহারপরম্পরা প্রবর্ত্তিত করে, তদ্রূ ইচ্ছা না থাকিলেও, সেই পরমদেবের সত্তাসান্নিধ্যমাত্রে জগতের স্বয়ং আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই রূপে আত্মাই কর্ত্তা

ও অকর্ত্তা এবং ভোক্তা ও অভোক্তা। তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। অথবা, অকর্ত্তৃত্বকেই শ্রেয় ভাবিয়া, আমি কর্ত্তা নহি, এইপ্রকার দৃঢ়ভাবনার অনুসরণপূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া, উপস্থিত কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান কর। যাহার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিশ্চয় মনে করে, আমি কিছুই করি না, সে বিষয়সকল ভোগ করুক আর নাই করুক, তাহার বিরাগ জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। আমি কর্ত্তা নহি, নিত্য এইপ্রকার ভাবনা করিলে, চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে, সমদর্শিতারূপ পরম অমৃতযোগভোগ হইয়া থাকে। অতএব তুমি অকর্ত্তা হইয়া, তাদৃশ অমৃত পান কর।

যেখানে কর্ত্তৃত্ব, সেই খানেই অভিমান, যেখানে অভিমান সেই খানেই পতন ও নরক। এবিষয়ে অন্যবিধ বিচার করিও না। আমি করিতেছি, আমি না করিলে, কিছুই হয় না, ইত্যাদি কর্ত্তৃত্বকল্পনা করিয়াই, লোকে পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায় অবসন্ন ও বিপন্ন হইয়া থাকে। হায়, কি কষ্ট! মানুষ অন্ধ, মানুষ ইহা জানিয়াও জানে না, দেখিয়াও দেখে না ও শুনিয়াও শুনে না। ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতা ও অহংমন্যতা আর কি আছে? এই আমার পুত্র অনশনে রহিয়াছে; এই আমার কন্যা এখনও খাইতে না পাইয়া, মলিনমুখী ও শুষ্কবদনা হইয়াছে; এই আমার পিতা মাতা সেবাবিরহে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন; আমি না হইলে, ইহাদের কি হইবে! ইত্যাকার অন্ধ উদ্ধত ও মলিন কল্পনা করিয়া, আপনা আপনি কর্ত্তৃত্বাভিমানে মত্ত ও হতজ্ঞান হইয়া, হতভাগ্য গৃহী জন্মের মত বা জীবনের মত বিনা কারাবদ্ধ ও নিরতিশয় নিযন্ত্রিত হইয়া থাকে। সংসারের ইহাই মোহ, ইহাই ইন্দ্রজাল, ইহাই মায়া এবং ইহাই গ্রহাবেশ বা ভূতাবেশ।

অতএব তুমি কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ কর, আমি কিছুই

নহি ভাবিয়া, একমাত্র আত্মপথের অনুসরণ কর এবং অশেষ সুখের মূল ও হেতু বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ কর।

সংসার যখন কিছুই নহে, তখন আমি কর্ত্তা, এইপ্রকার চিন্তা করিলেই বা কি হইবে? তুমি নিজে যখন কিছুই নহ, তখন তোমার কর্ত্তৃত্ব আবার সিদ্ধ কি? তুমি কর্ত্তৃত্ব কর আর না কর, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধিও কিছুই নাই। তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার কর্ত্তৃত্ব আছে কি না, বুঝিতে পারিবে। যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই রক্ষা করেন। লোকে উপলক্ষমাত্র। তুমি এই মুহূর্ত্তে দরিদ্র হইতে পার, অথবা এই মুহূর্ত্তেই ক্ষমতাহীন হইতে পার। তখন তোমার কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকিবে? সত্য বটে, তুমি পরিবার-দিগকে ভরণ পোষণ করিতেছ। সত্য বটে, তুমি অনেক লোকের আহারদাতা। কিন্তু তাহাতে তোমার কর্ত্তৃত্ব কি? কেননা, তুমি এই মুহূর্ত্তে উপায়হীন হইলে, আর কে তাহাদের ভরণপোষণ করিবে? তখন তোমার কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকিবে? তখন তুমি নিজেই হয় ত খাইতে পাইবে না। সংসারে শত শত ব্যক্তির এইরূপ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ইহা স্থির নিশ্চয়, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া, ধনী বা দরিদ্র হয় না। তবে তাহাতে তাহার আর কর্ত্তৃত্ব কি?

ইত্যাকার বিচার করিয়া, তুমি কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহার কর এবং ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা ভাবিয়া, তাঁহাকেই আশ্রয় ও উপাসনা কর। সংসার অতি বিষম স্থান। এখানে কেহ কাহারই নহে। এমন কি, নিজেও নিজেরও নহে। মন, যখন ইচ্ছা, যেখানে সেখানে ধাবমান হয়। বর্ষাকালীন বহুবেগা তরঙ্গিণীর ন্যায়, তৎকালীন তাহার উদ্দাম বা বহুদ্ধত গতি নিবারণ করা কাহারও সাধ্য নহে। তুমি শতশঃ চেষ্টা কর, মনকে ফিরাইতে পারিবে না। তুমি বলিয়া নহ, মানুষমাত্রেরই এই দশা। নিতান্ত

ঋষিতপস্বী না হইলে, মনকে আয়ত্ত করা সহজ নহে। তবে আর কাহার উপর কাহার কর্তৃত্ব আছে।

এই সকল ভাবিয়া দেখিলে, একমাত্র সেই পরমাত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। তিনি যাহা করিয়াছেন, কোন কালেই তাহার লয় নাই। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্বই প্রকৃত কর্তৃত্ব। দেখ, তিনি যে আলোক ও অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা চিরকালই হইতেছে। তিনি যে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিধান করিয়াছেন, তাহাও চিরকাল সমভাবে হইতেছে। তিনি যে জন্ম মৃত্যুর নিয়ম করিয়াছেন, তাহাও চিরকাল সমভাবে হইতেছে। কিন্তু মানুষ আজি যাহা করে, কল্য তাহা থাকে না। অথবা, সে অনেক দূরের কথা। সে এই মুহূর্ত্তে যাহা করে, পর মুহূর্ত্তে তাহা থাকে না, সর্ব্বথা বিপরীতভাব পরিগ্রহ করে। অতএব মানুষের কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তৃত্বই নহে। উহা বালকের ক্রীড়া ও কল্পনা মাত্র, তাহার সন্দেহ নাই। বালক এই যাহা করে, পরক্ষণে তাহার লয় করিয়া থাকে। মনুষ্যেরও তদ্রূপ। তবে তাহার আর কর্ত্তৃত্ব কি? তুমি ইহাই ভাবিয়া, অকর্ত্তা হইতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে, সুখী, স্বচ্ছন্দ, নিরুদ্বেগ, নিরাময়, হতদৌর্ভাগ্য ও হতবিতশোক হইবে, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অথবা, যদি প্রকৃত রূপে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও, প্রকৃত মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। কেননা, আমি এই সকলের কর্ত্তা, তদ্ব্যতীত অন্য কর্ত্তা নাই, এইপ্রকার নিশ্চয়বান্ ব্যক্তির রাগদ্বেষাদির সম্ভাবনা কোথায়? যাহার রাগদ্বেষাদি নাই, তাহার আবার অমঙ্গল কি? পুনশ্চ আমি জগতের কিছুই নহি এবং তজ্জন্য কিছুরই কর্ত্তা নহি, এইপ্রকার ভাবনা করিলেও হর্ষামর্ষেরই বা সম্ভাবনা কোথায়। কেননা, ইত্যাকার বিচার করিলে, একমাত্র সমতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সত্য হইতেই সমতার আবির্ভাব হয়। যাহার চিত্তে সমতার আবির্ভাব হইয়াছে, সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে কখন জন্মমরণক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া, একমাত্র আত্মাতেই অবস্থান কর। এই আমি, উহা আমি নহি, আমি ইহার কর্ত্তা, আমি উহার কর্ত্তা নহি, মূঢ়েরাই দুঃখভোগের জন্ত এইপ্রকার ভাবময়ী দৃষ্টির অনুযায়ী হয়। আমি দেহী, এইপ্রকার অবধারণ পূর্ব্বক লোকমাত্রেই যে আত্মদেহে মমতা ও আসক্তি প্রদর্শন করে, ঐরূপ আসক্তিই সাক্ষাৎ কালসূত্রনামক নরকে অবস্থান, মহাবীচিনামক নরকের বন্ধনী এবং অসিপত্রবননামক নরকের সংস্থান জানিবে। অতএব সর্ব্বনাশ ঘটিলেও, সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে তাদৃশী মমতা ও আসক্তি একবারেই পরিহার করা ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এবিষয়ে আর অধিক বক্তব্য নাই। যাঁহারা আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা উল্লিখিতরূপ আসক্তি হইতে দূরে অবস্থিতি করেন। এই আসক্তির নাম দেহস্থিতি। এই দেহস্থিতি কুক্কুরমাংসের ভারবাহিনী চণ্ডালিনীর স্থায়, মাংসমাত্রের ভারবাহিনী এবং অতিমাত্র অনর্থজননী ও সর্ব্বথা সংশয়কারিণী। অতএব ইহাকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বহির্ভূত করিলে, নির্মেঘ জ্যোৎস্নার স্থায়, দৃষ্টির নির্ম্মলতা উপস্থিত হয়, এবং দৃষ্টি নির্ম্মল হইলে, সংসারপাররূপ তমঃপার অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, আমি কর্ত্তা নহি এবং এই দেহাদিও আমার নহে, এইপ্রকার অবধারণ করিয়া, তুমি আত্মাতে অবস্থান কর। অথবা, আমি কর্ত্তা, আমারই এই দেহাদি এবং সমস্তই আমি, এইপ্রকার দৃঢ় ভাবনা করিয়া, পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও। কিম্বা, আমি কে, আমি কিছুই নহি, এই প্রকার অবধারণ পূর্ব্বক পদবিৎ সাধুগণের অধিকৃত পরম পদে অধিরোহণ কর।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (বাসনা ত্যাগ কর)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার কথাসকল যেরূপ সত্য,

সেইরূপ সুন্দর। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন তিরোহিত হয়, আপনার উপদেশে আমার অন্তরতম তেমনি নিরাকৃত হইল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, ব্রহ্ম ভোক্তা হইলেও, অভোক্তা এবং কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা। ভগবন্! আপনার শীতল নির্ম্মল সদুপদেশে সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর ব্রহ্ম আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু আমার আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা নিরাকৃত করিতে হইবে। সূর্য্যে অন্ধকার যেমন সম্ভব নহে, কল্পনাহীন স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মে তেমন, ইহা আমি উহা আমি নহি, ইত্যাদি কল্পনাও সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং কি রূপে তাঁহাতে এই কল্পনার আবির্ভাব হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সিদ্ধান্তসময় সমুপস্থিত হইলে, তুমি ইহার প্রকৃত-তত্ত্ব-পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে। মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত ভিন্ন এইপ্রকার প্রশ্নের প্রকৃত অর্থাবগতির সম্ভাবনা নাই। যুবা যেমন প্রণয়গীত-শ্রবণের যোগ্যপাত্র, তদ্রূপ আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই এ বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণের উপযুক্ত। রাগদ্বেষময় বাক্য যেরূপ বালকের অনুপযোগী, এবিষয়ের উদারোদয় শ্রেয়োজনক উত্তর তেমন অর্দ্ধ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। অথবা, তুমি স্বয়ং আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতেপারিলেই, আপনা হইতে ইহার প্রকৃত উত্তর প্রাপ্ত হইবে। কাহাকেও তখন উপদেশ করিতে হইবে না। যাবৎ আত্মাকে জানিতে পারা না যায়, তাবৎ পরাধীনতা বা অন্যদীয় সাহায্য-সাপেক্ষতা। কিন্তু আত্মাকে অবগত হইলে, তৎক্ষণাৎ লোকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া থাকে।

সৌম্য। বাসনা দ্বারা যে বন্ধন, তাহাই বন্ধন এবং বাসনার যে মুক্তি, তাহাই মুক্তি, এইরূপ বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তুমি বাসনা ত্যাগ কর। অনর্থক ইচ্ছা করিয়া, বদ্ধ হইও না এবং স্বীয় বুদ্ধির অবমাননা করিও না। কিন্তু এক বারে বাসনা ত্যাগ করিয়া, মোক্ষের অভিলাষী হইও না। বিষয়ের যে বাসনা

তাহার নাম তামসী বাসনা এবং মৈত্র ও দয়াদিরূপ যে বাসনা, তাহার নাম সাত্ত্বিকী বা বিশুদ্ধ বাসনা। প্রথমে তামসী বাসনা ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ বাসনার অনুসারী হও। অনন্তর মনো-বুদ্ধিসমন্বিত উল্লিখিত বিশুদ্ধ বাসনা ত্যাগ করিয়া, মনকেবিনষ্ট কর। মন বিনষ্ট হইলেই, পরমপদ অবশিষ্ট ও অনায়াসেই অধিকৃত হয়। তুমিও মনকে বিনষ্ট করিয়া, এই পরমপদে অধি-বিষ্ট হও।

বৎস! এই রূপে তুমি কল্পনা, কাল, বাসনাবৰ্জ্জিত বিষয়, ইন্দ্রিয় ও সমুদায় সংসার ত্যাগ করিয়া, ব্যোমস্বরূপ ও চিন্ময় হইয়া, সংসারের পূজনীয় হও।

যিনি সমস্ত কল্পনা বা ভাবাভাবময়ী বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অব্যগ্র হৃদয়ে অবস্থিতি করেন তিনিই যুক্ত ও তিনিই পরম ঈশ্বর। যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত আস্থাকে দূরে পরিহার করেন, তিনি সমাধি বা তদনুরূপ মুক্তিসাধন অন্যান্য কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, অবশ্যই মুক্তিলাভ করিয়াছেন, জানিবে। যাঁহার বাসনা বিগলিত হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম করিলেও যেমন, না করিলেও তেমন, ফল প্রাপ্ত হন না। তাঁহার সমাধি ও জপাদিও তদ্রূপ নিষ্ফল হইয়া থাকে। মনীষিগণ বহুকাল বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, যে, বাসনা ত্যাগ করিয়া, মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে, পরমপদপ্রাপ্তিরূপ চরম অভীষ্ট লাভ হয় না। দশ দিক্ বা চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়া, যে, সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটীই সৎ বা বিদ্যমান নাই। লোকে যজ্ঞাদি যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তৎসমস্তই শরীররক্ষা নিমিত্ত। তাহাতেও পরমার্থ প্রতিপত্তির কোনরূপ সম্ভাবনা অথবা আত্মার কিছুমাত্র উপকার নাই। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, বা ব্রহ্মলোকে এরূপ জ্ঞানশালী প্রায়ই লক্ষিত হয় না, যাঁহার মন হইতে হেয়োপাদেয় প্রভৃতি অসদুত্থিত নিশ্চয়পরম্পরা বিদূরিত হইয়াছে। লোকে ত্রিভুবনের একাধি-

পত্য প্রাপ্ত হইলেও, আত্মজ্ঞানব্যতিরেকে কোন মতেই বিশ্রান্তি বা শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়রূপ প্রবল শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে যাঁহাদের জয়লাভ হইয়াছে, সেই সকল মহামতি ব্যক্তিবর্গই প্রকৃত পূজার পাত্র।

যিনি তত্ত্বযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তিনিই মহাত্মা এবং তিনি গোষ্পদের ন্যায়, সই সংসার অনায়াসেই অতিক্রম করেন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান বশতঃ তত্ত্বযুক্তিকে এক বারেই পরিহার করিয়া, বিচরণ করে, তাহারা মহাবর্ত্তসঙ্কুল অপার ভীষণ মহাসাগরের ন্যায়, এই সংসারে মগ্ন হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্ত বিস্তৃত বা প্রশস্ত হইয়াছে, তাহারা এই অপার বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডকে সামান্য কদম্বগোলকের ন্যায়, নিতান্ত সামান্য জ্ঞান করেন এবং ধনদারাদি ভোগ্য বস্তু সকলেও একান্ত হেয় বোধে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তুমি স্বভাবতঃ সুনির্ম্মল সুন্দর মনীষা সম্পন্ন। এইসকল বিচার করিয়া, একমাত্র আত্মাতেই অবস্থান ও তত্ত্বজ্ঞান সহায় কর। এবং যাহারা ঈদৃশ অতি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য যুদ্ধাদি ঘোরতর ক্রূরব্যাপারপরম্পরার সাহায্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী বিনাশ করে, তাহাদিগকে মূঢ় ভাবিয়া, পরিহার ও শত সহস্র বার ধিক্কার প্রদান কর। হায়, তাহাদের সেই কার্য্যেও ধিক্! স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা পাতালে কোন স্থানে তত্ত্বজ্ঞানীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য কোনরূপ কার্য্যই দৃষ্ট হয় না।

আকাশে মেঘ যেমন প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ হৃদয়ে জগদ্ভাব আবির্ভূত হইলে, তত্ত্ববিদ্‌গণ কোন মতেই উহার অনুমোদন করেন না। এবং রাজহংস যেমন শৈবালে বীতরাগ হয়, তত্ত্বজ্ঞেরাও তদ্রূপ এই বিষয়সুখকে অতীব হেয়, অতীব ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব বিলোল বোধে এক বারেই পরিহার করেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নির্ম্মল শান্তিসুখেরও কোন কালেই অভাব হয় না। অতএব তুমি সর্ব্বথা তত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ হও।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (কচগাথা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো! সুরাচার্য্য বৃহস্পতির পুত্র কচ এবিষয়ে যে পবিত্র গাথা কীর্ত্তন করেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বৃহস্পতিনন্দন কচ সুমেরু পর্ব্বতের অন্তর্গত কোন গহন অরণ্যে কোন সময়ে ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করিয়া, আত্মাতে বিশ্রান্তি লাভ করিলে, তাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ ও ভ্রম সমুদায় বিগলিত, এবং জ্ঞানামৃত পান করিয়া, তাঁহার পরম তৃপ্তি সঞ্চরিত ও নিরতি বিকাস সমুদ্ভূত হইল। তখন তিনি একমাত্র আত্মাকেই সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া, বিস্মিত, হর্ষিত ও প্রীতচিত্ত হইয়া, গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, অহো! একমাত্র আত্মাই প্রলয়কালীন মহাসাগরের ন্যায়, সমুদায় বিশ্ব ব্যাপ্ত ও পূর্ণ করিয়া আছেন। অতএব কি করি, কোথা যাই, কি গ্রহণ ও কিই বা ত্যাগ করি? আত্মা সমস্তই পূর্ণ করিয়া আছেন। অতএব সুখও আত্মা, দুঃখও আত্মা, আশাও আত্মা আকাশও আত্মা, এই রূপে সমস্তই আত্মা। সুতরাং, আমার সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? আমার সকল ক্লেশের অবসান হইয়াছে। বাহিরে আত্মা, অন্তরে আত্মা, নিম্নে আত্মা, ঊর্দ্ধে আত্মা, সকল দিকেই আত্মা, এখানে আত্মা, ওখানে আত্মা, সকল স্থানেই আত্মা, সকলই আত্মা, আত্মাই সমস্ত, আমিও আত্মা ও আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছি, এমন স্থানই নাই, যেখানে আত্মা নাই এবং এমন বস্তুই নাই, যাহা আত্মা নহে। চেতন, অচেতন, বস্তুমাত্রই আত্মাস্বরূপ। অতএব আমিই সমস্ত। আমার কিছুই অভাবনাই। আমিই মহাসাগরবৎ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত ও পূর্ণ করিয়া, সুখে বিরাজ করিতেছি।

গুরুপুত্র কচ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর মেঘের ন্যায় গভীর স্বরে সূক্ষ্মকোমল ওঁ কারধ্বনি করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার

তুরীয়পদ প্রাপ্তি হইল। আর তাঁহার বাহ্য বা অভ্যন্তর কিছুই রহিল না। তখন তদীয় হৃদয়ে যাবতীয় কল্পনাকলঙ্ক বিগলিত, প্রাণবায়ুবৃত্তি অন্তর্হিত ও ভ্রম সমুদায় অপগত হইলে, তিনি শরৎকালীন নির্ম্মেঘ আকাশের ন্যায়, নিরতি বিরাজমান হইলেন।

একোনষষ্টি সর্গ (বিষয়ই বিষ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! যাঁহারা অন্ন, পান ও স্ত্রীসম্ভোগাদি কোন বিষয়ই সুখের নহে, জানিয়াছেন, তাঁহারা আর এই হেয় জগতে কি প্রার্থনা করিবেন? তাঁহারা পরমপদে আরোহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনার বিষয় কিছুই নাই। অনঘ! স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়পরম্পরা যেরূপ অসার ও আপাততরম্য, সেইরূপ পরিনামবিরস। অতএব যাহারা ইহাতে তৃপ্তি বা সন্তোষ বোধ করে, তাহারা নররূপী গর্দ্দভ। সেই সকল মনুষ্য-গর্দ্দভের মুখ হইতে, ইহা মনোহর, এই স্ত্রীদেহ, এইরূপ কথা সকলই কেবল বহির্গত হয়। যাহারা সেই সকল বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারা অসাধু ও পশু। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানবান্, তাঁহারা কদাচ ঈদৃশ অসার বিষয়ভোগে সুখানুভব করেন না। বিবেক বা বিজ্ঞানের উদয় হইলেই, বিষয়ভ্রম তৎক্ষণে তিরোহিত হয়। সুতরাং উহা মোহময় ও সর্ব্বথা অসত্য। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই সত্য ভাবিয়া, সুখের জন্য উহাকে আশ্রয় করিয়া, বঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাজ্ঞেরা ইহাকে অসৎ ও অস্থির ভাবিয়া, কোন মতেই সন্তোষ অনুভব করেন না।

অনঘ! বিষয় দারুণ বিষস্বরূপ। ভোগ না করিলেও, ইহা বিষের ন্যায়, বিষম মূর্চ্ছা সমুৎপাদন করে। অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই এই বিষম বিষয়ব্যবহার বিসর্জ্জন করিয়া, একমাত্র আত্মগতির অনুসারী হও। আয়দনী ভাবনার বশীভূত

হইলে, বিষয় আর ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। অনাত্মময় ভাবনা দ্বারা চিত্ত স্থিতি প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ জগজ্জাল আবির্ভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই অনাত্মময় ভাবনাবশেই মনঃকল্পিত মহাশরীর পরিগ্রহ করেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন কি রূপে ব্রহ্মা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া এই জগতের প্রকাশ করে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পদ্মযোনি শয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়া, ওঁ ব্রহ্ম, এইপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করেন, এইজন্য তাঁহার নাম ব্রহ্মা। তিনি তেজঃসঙ্কল্প দ্বারা মহাতেজের সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে দিবাকর প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার শরীর হইতে যে অগ্নিশিখা বিনিঃসৃত হয়, তাহার প্রভায় সমস্ত আকাশ আলোকিত এবং তাহার লম্বমান প্রজ্জ্বলিত জটাভারে ভুবনবিবর সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অনন্তর ব্রহ্মা ঐ তেজ বিভাগ করিয়া, মরীচিপ্রমুখ প্রজাপতিবর্গের সৃষ্টি করিলে, তাঁহারা তদীয় সংকল্প সহায়ে যাহা মনে করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। এই রূপে তাহাদের সংকল্প হইতে বিবিধ ভূতগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে প্রজাবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতিগণের সৃষ্টি হইলে, ব্রহ্মা বেদসংকল্প দ্বারা বেদের ও পরে অন্যান্য শাস্ত্রমর্য্যাদার সৃষ্টি করেন।

মনোময়-বৃহদ্বপু ব্রহ্মা এই রূপে সংকল্পসহায়ে সত্বরজস্তমোময় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা সংকল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। এতদ্বিধায় দেবগণও সংকল্প হইতে সমুৎপন্ন।

অনঘ! ব্রহ্মা এই সৃষ্টিকে মায়াময়, সংকল্পময় জ্ঞান করিলেই, সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করিয়া, আত্মা দ্বারা সেই আত্মাকেই দর্শন করেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মপদে মনোবৃত্তি সন্নিহিত ও অহঙ্কার বিগলিত হইলে তিনি ব্রহ্মপদে মনোবৃত্তি সন্নিহিত ও অহংকার বিগলিত হইলে, ক্ষোভরহিত হইয়া, অতিবিস্তৃত প্রশান্ত মহা-

সাগরের ন্যায়, অপারপর্য্যন্ত বিশুদ্ধস্বরূপ শান্ত আত্মাতে পরম সুখে অধিষ্ঠান করেন। ইহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি।

পরমাকাশে ব্রহ্মের সংকল্পরূপ চিদাত্মার সৃষ্টিকে সত্ত্বপ্রধান প্রথম বিধ্যনীক কহে। তদনন্তর প্রজাপতিগণ যে সৃষ্টি করেন, তাহার নাম মধ্যম বা রাজসসাত্ত্বিক সুরানীক। আর তমোগুণ-প্রধান সৃষ্টির নাম অধম সৃষ্টি বা তামসসাত্ত্বিক নরানীক। সাত্ত্বিক বিধ্যনীক স্বয়ংই জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ করে, এইজন্য উহা প্রথমপদ-বাচ্য। রাজস-সুরানীক সুধন্বাদির উপদেশে জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, এই জন্য উহা মধ্যমপদবাচ্য। আর তামস নরানীক তপস্যা ও যজ্ঞাদির সাহায্যে জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ করে এবং ভোগলম্পটের সংসর্গপ্রযুক্ত ভোগলম্পট হইয়া, সংসারে বদ্ধ ও পরে সঙ্গত্যাগ করিয়া, সাধুসঙ্গ আশ্রয় পূর্ব্বক মুক্ত হয়, এইজন্য উহা অধমপদ-বাচ্য। এইরূপেই রাজসী ও সাত্ত্বিকী জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ষষ্টিতম সর্গ (বিচারপুরুষাশ্রয়যোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহামতে! ব্রহ্মা সমাধি হইতে উত্থান পূর্ব্বক সৃষ্টি করিতে কল্পনা করিলে, ভূতগণ ব্রহ্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভবপঞ্জরে প্রবেশ করে এবং মন মায়াময় ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত চিদাকাশে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তখন জীবগণ নিরন্তর পর-ব্রহ্ম হইতে বিনিঃসৃত হয়। তন্মধ্যে কতক জীব সংসারে লিপ্ত ও কতক বিশ্রাম লাভাশয়ে পুনরায় সেই পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে।

জীবগণ প্রথমে অনাদি-মধ্যান্ত পরমপদ হইতে সমুৎপন্ন হয়। পরে ধূম যেমন মেঘমণ্ডলে, তদ্বৎ ভূতাকাশে প্রবেশপূর্ব্বক, ক্ষীর যেমন জলে, সেইরূপ ব্রহ্মাকাশ-মারুতে মিলিত হয়। অনন্তর আকাশ বায়ুবশে তেজ, জল বা পৃথিবীতে সমাগত হইয়া, রূপ রস

ও গন্ধাদি তন্মাত্রগণের সহিত সমবেত, প্রাণাত্মা রূপে পরিণত ও বিবশীকৃত হইয়া থাকে। অনন্তর প্রাণবায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করে। তদবস্থায় ভূতগণ ভক্ষণ করিলে, তাহাদের রেতোরূপে পরিণত হইয়া, শরীরধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। তৎকালে তাহাদের দেহে জ্ঞান অনভিব্যক্ত হইয়া, অবস্থিতি করে। এই রূপে রাক্ষসাদি তমঃপ্রধান নরানীক সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বৎস! কতকগুলি জীব উল্লিখিত বিধানে ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশ ও পুষ্পাদি দেহ ধারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুত হইয়া, ধূমের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে সমাগত ও তথা হইতে চন্দ্রমণ্ডলে পতিত ও তদীয় অংশুতে মিলিত হইয়া, কল্পবৃক্ষের ফলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তদবস্থায় দেবগণ ভক্ষণ করিলে, তাঁহাদের রেতোরূপে পরিণত ও দেবজন্মগ্রহণপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া, বিচরণ করে। এই রূপে সুরানীক রাজস-সাত্ত্বিক জাতির সৃষ্টি হয়। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়বিহীন ও প্রলয় পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার ভোগবিরত হইয়া, জীবনযাপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এইরূপ দেবজন্ম, তত্ত্বজ্ঞান ও জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সাত্ত্বিক জাতির অন্তর্নিবিষ্ট জীবগণের মধ্যে কাহারই প্রায় পুনর্জ্জন্ম হয় না। রাজস-সাত্ত্বিক জীবগণ অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনাপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিলে, সাত্ত্বিক পদ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। জীবন্মুক্ত হইয়া, পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকেন। রাক্ষসাদি জীবগণ স্থাবরের ন্যায়, এক কালেই জ্ঞানহীন তৎপ্রযুক্ত তাহারা আত্মজ্ঞানবিচারে বঞ্চিত।

একষষ্টি সর্গ (মরণসংস্থিতিবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! পরমবুদ্ধিমান্ রাসজ সাত্ত্বিক জীবগণ আকাশের ন্যায়, নিরতিশয় নির্ম্মল। তাঁহাদের কোন কালেই

খেদ বা গ্লানি নাই। তাঁহারা প্রভাতকালীন পদ্মের ন্যায়, পরম-প্রফুল্ল ও শারদ-পার্ব্বণ শশাঙ্কের ন্যায়, সাতিশয় সৌম্যভাবে অলঙ্কৃত; তজ্জন্য লোকমাত্রেরই প্রীতিকর ও মনোহর। বৃক্ষের সহিত পুষ্পাদির যেরূপ কোন কালেই বিচ্ছেদ নাই, তদ্রূপ তাঁহারা সদাচারের সহিত সর্ব্বকাল অবস্থিতি করেন॥ শৈত্য যেমন চন্দ্রের সহিত চিরকালই মিলিত, তদ্রূপ সাক্ষাৎ শান্তিস্বরূপা; শশাঙ্কবৎ সৌন্দর্য্যশালিনী, সুধা-সংপূর্ণা, মোক্ষভাগিনী তত্ত্ববুদ্ধি বিপদেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না; সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায়, তাঁহাদের অনুগামিনী হইয়া থাকে। ঐ সকল সাধু ও দুর্ল্ভ মহাপুরুষ সকল গুণের সাগর, সৌম্যপ্রকৃতি ও সর্ব্বত্র সমভাব বিশিষ্ট। তাঁহারা কোনকালেই বৈদিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। অতএব তুমি অবিলম্বেই সম্পদরূপ সেই মহার্ণবের পদ লাভ কর, বিষয়ভোগরূপ আপৎসাগরে মগ্ন হইও না। ঐ রাজস সাত্ত্বিক পদে কোনরূপ আপদ নাই। তুমি ঐ পদে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বখেদবিবর্জ্জিত হইয়া, পরম সুখে বিহার কর; বারংবার সংশাস্ত্রের বিচার দ্বারা অসম্যক্‌দৃষ্টি পরিহার, ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনী অনিত্য ক্রিয়া বিসর্জ্জন ও অজ্ঞানসন্ততিরূপ শুভাশুভ পদার্থভাবনা ত্যাগ করিয়া, অনন্ত, নিত্য ও সম্যক্ রূপে সার্থকভাববিশিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ যত্ন কর এবং সাধুগণের সহবাসে অবস্থিতি করিয়া অবিশ্রান্ত পরম যত্ন সহকারে, বারংবার- আমি কে, এই সংসারই বা কি, এইপ্রকার বিচার কর। কর্ম্মরূপ বিষম আপদে পতিত হইও না। অহংকার, দেহ ও সংসার প্রভৃতির বিচার সহকারে অসৎ বস্তু সকল ত্যাগ করিয়া, একমাত্র সেই পূর্ণ সত্যের ভাবনা কর এবং অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া, সেই নিত্য চিন্মাত্রকে দর্শন কর। এই চিৎ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগ, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বময় ও শিবস্বরূপ। এবং তিনি যেরূপ ভুবনভূষিত শরীরে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ও ভাস্বর ব্যোমমণ্ডলে বিরাজ করেন, তদ্রূপ পাতালবিবরে ও কীটগণের উদরেও অধিষ্ঠিত হয়েন। আকাশ ও ঘটাকাশ উভয়ই যেমন এক

চিৎ ও দেহও তদ্রূপ অভিন্ন। এইরূপে সেই স্বরূপ অবিনাশী চিৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন। তথাপি, মূঢ়েরাই কেবল এই ব্যক্তি জন্মিল ও অমুক ব্যক্তি মরিল, এইপ্রকার বিবেচনা করে। জন্ম আছে, বিনাশ নাই, এরূপ বস্তু যখন কিছুই নাই, তখন সমস্তই চিতের সদসৎ অভ্যাসমাত্র, সন্দেহ কি? এই দৃশ্য-জাত পূর্ব্বেও ছিল না ও মোক্ষান্তেও থাকিবে না, এইজন্য সম্পূর্ণ অসৎ। লোকে কেবল মোহবশেই সৎ জ্ঞান করিয়া, বদ্ধ ও নিযন্ত্রিত হয়।

প্রথমে সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ধীরগণের সমক্ষে শিষ্যা-পরাধসহিষ্ণু, বিষয়বাসনাবিবর্জ্জিত পরম সচ্চরিত্র গুরুর সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। কেননা, ঐ রূপে বৈরাগ্য-সমাযুক্ত পণ্ডিতের সহিত বিচার করিলে, মহাযোগসহায়ে পরম-পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি বেদ বেদাঙ্গপারগ, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সৎ গুরুর সহবাস ও বৈরাগ্যের অভ্যাস দ্বারা সমক্ রূপে শোধিত হন, তিনিই আত্মবিজ্ঞান লাভ করেন।

বৎস! তোমার সমস্ত বিভ্রম বিরহিত ও ধৈর্য্যশক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমি যেমন সদ্গুণের সাগর, সেইরূপ তোমার আচার ব্যবহারও উদারতাময়। তজ্জন্য তুমি আত্মাতে সুখে বিহার করিতেছ। সংসারভাবনার অবসান ও সংবিৎপ্রাপ্তি নিবন্ধন শারদীয় নির্ম্মেঘ আকাশের ন্যায়, তোমার স্বভাবও নির্ম্মল হইয়াছে, এবং তোমার মনও চিন্তাহীন, কল্পনাহীন, বিভাগহীন ও বন্ধনহীন হইয়াছে। লোকে রাগদ্বেষবিহীন হইয়া, তোমার অনুসরণ করিবে। যাহারা তোমার ন্যায় এইপ্রকার নির্ম্মলচরিত হইবে, তাহারা আত্মজ্ঞানরূপ অর্ণবপোত সহায়ে অনায়াসেই সংসারসাগর উত্তরণ করিবে; এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তোমার ন্যায়, সজ্জন ও সমদর্শী ব্যক্তিই আমার এই জ্ঞানদৃষ্টিসমন্বিত তত্ত্বজ্ঞানময় সদুপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত। তুমি এই উপদেশানুসারে সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন ও রাগদ্বেশ-

বিহীন নির্ম্মল বুদ্ধি সহায় করিয়া, যাবৎ দেহ, তাবৎ লোকাচারের অনুবর্ত্তী হও। এবং যথেচ্ছাচারিণী পরবঞ্চক মূঢ়গণের পদবী পরিহার ও গুণিগণের ন্যায় সদাচারবর্ত্মের অনুসরণ করিয়া, পরম শান্তি লাভ কর। এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন্মুক্তগণের স্বভাব সঞ্চয় করিয়া, ভাবিজন্মপরম্পরা অতিক্রম পূর্ব্বক জীবন্মুক্তপদে অধিষ্ঠিত হও। সাত্ত্বিক স্বভাবের অনুসারী হইলে, সাত্ত্বিক উদার জন্ম লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভেদে যে যেরূপ জাতির ভজনা করে, পরলোকে সে সেই রূপেই জন্মিয়া থাকে।

প্রাজ্ঞ! পৌরুষ সহায়ে অভিষ্টফলপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিতাপক্ষে কোনরূপ সন্দেহ নাই। অতএব নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হইলেও, মোক্ষলাভের নিমিত্ত পৌরুষ প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হতাশ্বাস হইয়া, হস্ত-পদশূন্যের ন্যায়, বসিয়া থাকা মূঢ়ের কার্য্য, সন্দেহ কি? প্রবল পরাক্রান্ত সসৈন্য নরপতি অথবা গহন-বন-সংকুল ভয়াবহভূধর সমস্তই নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পৌরুষবলে অবশ্যই পরাস্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবিষয়ভোগে নিরত হইলে, পঙ্কপতিত গাভীর ন্যায়, মগ্ন ও অবসন্ন হয়। ধৈর্য্যসহকৃত পুরুষকার সহায় না হইলে, তাহার উদ্ধার করা দুর্ঘট। যাহারা ঐ রূপে বুদ্ধির উদ্ধার করিতে পারে, তাহারাই বিবেকবলে শুদ্ধ সাত্ত্বিক জাতিতেই সমুৎপন্ন ও জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে রাজসী বা অন্যবিধ জাতির কোনরূপ বিশেষ নাই।

রাম! ব্রহ্ম রূপ পরম পদে অধিষ্ঠানই উৎকৃষ্ট বিভব ও উৎকৃষ্ট পৌরুষ। গুণবান্ ব্যক্তিবর্গ তাদৃশ পৌরুষ সহায়েই শুদ্ধ সাত্ত্বিক জাতিতে অধিবিষ্ট হইয়া, মোক্ষলাভের অভিলাষ করেন। সংসারে যদি কিছু অভিলাষ বা বাসনা থাকে, ঐরূপ বাসনাই প্রকৃত বাসনা। স্বর্গে, মর্ত্তে বা পাতালে এমন কি আছে, যাহা গুণশালিগণ পৌরুষবলে অধিকার করিতে না পারেন?

ফলতঃ, ধৈর্য্য, বীর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যবেগ সহকৃত যুক্তিযুক্ত

পৌরুষ আশ্রয় করিলে, পরমকল্যাণময় আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব তুমি শুদ্ধসত্ত্ব বুদ্ধি সহায়ে সবিশেষ বিচার করিয়া, পৌরুষ আশ্রয় ও আত্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সকল শোকের বহির্ভূত হও। এবং লোকেও তোমার দৃষ্টান্তানুসারে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, বীতশোক ও মুক্ত হউক। বৎস! সংসারসঙ্গরূপ বিমোহচিন্তা তোমাতে যেন কোন কালেই স্থান প্রাপ্ত না হয়। তুমি বিবেকমহিমা আশ্রয় করিয়া, সাত্ত্বিকপদে অধিষ্ঠিত ও জীবন্মুক্ত হও।

ইতি শ্রীরোহিণীনন্দনসরকারসঙ্কলিত যোগবাশিষ্ঠরামায়ণা-
নুবাদের বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি ও স্থিতিনামক
প্রকরণচতুষ্টয়বিশিষ্ট পূর্ব্বখণ্ড সমাপ্ত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

উপশম প্রকরণ।

প্রথম সর্গ (আহ্নিক বর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলে, সৌম্য! অধুনা উপশমপ্রকরণ শ্রবণ কর। ইহা নির্ব্বাণজ্ঞান প্রদান করে।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মহাভাগ বশিষ্ঠ এইপ্রকার বিচিত্রার্থবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পার্থিবগণ সকলেই বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিহীন হইয়া, শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিচিত্র বাক্য আকর্ণ করিয়া, চামরধারিণী বিলাসিনী রমণীরাও স্পন্দহীন, মদহীন ও মোহহীন এবং তাহাদের কঙ্কণকিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কারধ্বনিও তিরোহিত হইল। বিজ্ঞানকোবিদ নরপতিগণ নাসাগ্রে তর্জ্জনিস্থাপনপুরঃসর বিচার করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নিরাকৃত হইলে, আকাশ যেমন নির্ম্মল হয়, রামচন্দ্র তদ্বৎ বিকসিত হইলেন। এবং বর্ষাকালে মেঘধ্বনি শ্রবণ করিলে, ময়ূর যেমন আনন্দিত হয়, বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া, মহারাজ দশরথের তদ্রূপ আনন্দ সঞ্চরিত হইল। অমাত্যগণ স্ব স্ব চঞ্চল চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া বশিষ্ঠের বাক্যরূপ পীযূষপানে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ফলতঃ, ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় প্রভাতকালীন পদ্মের ন্যায় বিকসিত ও প্রোল্লাসিত হইল এবং সকলেরই মানসিক দুঃখ তিরোহিত ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চিত্তের পূর্ণভাব সংঘটিত হইল। ঐ সময়ে মধ্যাহ্নকালীন শংখধ্বনি, সাগরনির্ঘোষসদৃশ প্রবল বেগে সমুত্থিত হইলে, মহাভাগ বশিষ্ঠের বাক্য তন্মধ্যে লীন হইয়া গেল।

বশিষ্ঠ মহাশয় সেই মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কিয়ৎক্ষ বিশ্রাম করিয়া, উহা বিনিবৃত্ত হইলে, রামকে কহিলেন, অনঘ অদ্য দিবসীয় বক্তব্য বর্ণন করিলাম, প্রভাতে বিষয়ান্তর কীর্ত্ত করিব। অধুনা তুমি স্নানদানাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও দ্বিজাতিমাত্রেরই মধ্যাহ্নকালীন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া তিনি মহারাজ দশরথের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অদ্রিতট হইতে সমুত্থিত শশিসহিত সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইলেন। তাঁহাদিগকে উত্থান করিতে দেখিয়া, সভাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের চঞ্চল-মস্তকস্থিত মণিসমূহের প্রান্তভাগ হইতে বিনিঃসৃত প্রভাপটলে আকাশমণ্ডল পাটল বর্ণে অনুরঞ্জিত হইলে, সহসা যেন কার্য্যসংহারিণী অকালিকী সন্ধ্যার আবির্ভাব হইল। অনন্তর নরপতিগণ মহারাজ দশরথকে যথাবিহিত প্রণাম করিয়া, সভা হইতে বহির্গত হইলে, সুমন্ত্রপ্রমুখ মন্ত্রিগণ প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট সর্ব্বলোকবরিষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠকে ও পরে মহারাজ দশরথকে প্রণাম করিয়া, স্নানার্থ গমন করিলেন। বামদেব ও বিশ্বামিত্রাদি মুনিগণ অনুজ্ঞাপ্রতীক্ষায় মহর্ষি বশিষ্ঠের সম্মুখে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সমবেত মুনিদিগকে যথাবিহিত বন্দনা করিয়া, সভা ত্যাগ ও স্বকার্য্যসাধনে গমন করিলেন, বানপ্রস্থগণ অরণ্যে, ব্যোমচারিগণ আকাশে ও নাগরিকগণ নগরে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ দশরথ গমন করিলে, বশিষ্ঠদেবও স্বীয় আশ্রমে সমাগত হইয়া, পঞ্চযজ্ঞাদি বাসরক্রিয়া সমাহিত করিলেন। সভাত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থানসময়ে মুনিগণ, দ্বিজগণ, পথিকগণ ও রামাদি রাজপুত্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, কিয়দ্দূর গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল, পিতামহ ব্রহ্মা যেন দেবগণে পরিবৃত হইয়া, গমন করিতেছেন। বৎস! সকলে প্রস্থান করিলে

সেই সুবিপুল সভা এককালেই নিঃশব্দ ও স্তব্ধভাবাপন্ন হইয়া, প্রলয়কালীন লোকসম্পর্কপরিশূন্য ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। নরপতিগণের পরিত্যক্ত মনোহর মাল্যদাম ভূপতিত হইয়া, গগনবিচ্যুত তারাবলীর ন্যায়, সেই সভাপ্রাঙ্গনে বিরাজমান হইলে, তদীয় বহুদূরবিসারী মনোহারী গন্ধে অন্ধ হইয়া, মিলিন্দবৃন্দ সুমধুর গুঞ্জনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী তদ্দর্শনে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় সর্গ (শ্রীরামের তত্ত্বচিন্তা)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! রাজগণ, রাজপুত্রগণ মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য সমাগত ব্যক্তিগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান পূর্ব্বক দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ সমাধান করিলেন। ঐরূপ স্নান, দান ও উপাসনাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান প্রসঙ্গে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইলে, ক্রমে দিবাকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, তখন তাঁহারা দিনান্তোচিত কার্য্য সমাধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সন্ধ্যা সমাগত হইলে, সম্যগ্ বিধানে সন্ধ্যাবন্দনা, অঘমর্ষণজপ, পবিত্র স্তব পাঠ ও মনোরম গাথা সকল গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কামিনীজনের শোকহারিণী বিরামদায়িনী যামিনীর সমাগমে পূর্ব্বদিক শ্যামবর্ণ হইলে, রঘুনন্দনগণ সুশীতল চন্দ্রকিরণে সুবিস্তৃত কুসুমরাশিতে সমুপবেশনপূর্ব্বক সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাভাগ রাম ব্যতিরেকে আর সকলেই মুহূর্ত্তের ন্যায়, সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রামের নয়নে আর নিদ্রা নাই। তিনি ভগবান্ বশিষ্ঠের প্রযোজিত তত্তৎ মনোহর মধুর উদার রচনাবলী একতান চিন্তা করিয়া, সেই রজনীযাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৎস। সূর্য্যের কিরণ কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেরূপ অনুবিদ্ধ হয়, মৃত্তিকাদি অস্বচ্ছ পদার্থে সেরূপ প্রতিফলিত হয় না। রামের

হৃদয় কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ। এইজন্য বশিষ্ঠের বিচিত্র বাক্য সমস্ত সুনির্ম্মল সরোবরে পৌর্ণমাসিশশিকলার ন্যায়, নিতরাং বদ্ধ বা অনুবিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি সমস্ত রজনী একাগ্র হৃদয়ে তাহাই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, বশিষ্ঠ মহাশয় যে সংসারভ্রম নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা কি? কোথা হইতে কি রূপে তাহার উদ্ভব হয়? এই বিবিধজাতীয় ভূতগ্রাম কি জন্য বারংবার যাতায়াত করিতেছে? এই মায়াজাল কিজন্য এই রূপে উত্থিত ও বিনিবৃত্ত হইতেছে? এই মায়ার নিবৃত্তি হইলে, কিজন্য ভোক্তৃ-ভোগাদির নিবৃত্তি ও তৎসহায়ে পুরুষার্থেরও ধ্বংস হয়?

তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন, বশিষ্ঠ মহাশয় মনের ক্ষয়, ইন্দ্রিয়ের জয় ও আত্মবিজ্ঞানসঞ্চয় ইত্যাদি বিষয়ে যেযে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহার তুলনা নাই। বাস্তবিক, মনই সকলের মূল, ইন্দ্রিয়গণই ভ্রংশের হেতু এবং আত্মজ্ঞানই মুক্তির সাধন। মনের ক্ষয় না হইলে, সংসারের ক্ষয় হয় না। সংসারের ক্ষয় না হইলে, পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি হয় না। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সংসার ও নরকে বিশেষ নাই। যদি বিশেষ থাকিত, তাহা হইলে, মনীষিগণ কখনই ইহা ভোগ করিতে উপদেশ করিতেন না! স্ত্রীপুত্রাদি এই সংসার নরকের কীট। ইহারা যখন প্রবল হইয়া, শত দিকে শত সংখ্যায় দংশন করে, তখন হতভাগ্য গৃহী অস্থির হইয়া, মত্ত হইয়া, ব্যাকুল হইয়া, বিব্রত হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হয়! কিন্তু কুত্রাপি তাহার জ্বালানিবৃত্তি হয় না। সে যাবজ্জীবন এইপ্রকার সান্নিপাতিক বিকারজ্বালা সহ্য করিয়া, অতি কষ্টে কোন রূপে পাপদেহ পতন করে এবং চরমে পুনরায় এই রূপ বা অন্যরূপ যোনিযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে তাহার কোন কালেই দুঃখের বিরাম হয় না। হায়, ইহারই নামকি প্রকৃত মনুষ্যত্ব? হায়, ইহারই নাম কি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানবত্তা?

মানুষ! হতভাগ্য মানুষ! তুমি কিজন্য জন্মিয়াছ? এইরূপ

নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য, না, ঈশ্বরের পথে অভিমুখীন হইয়া, চিরকাল নির্ব্বাণশান্তি ভোগ করিবাব জন্য? ঐ দেখ তোমার পাপে সমস্ত সংসার দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে! ঐ দেখ, তোমার অত্যাচারে তোমার পরিবারে রোগ শোকের দ্বার দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে! ঐ দেখ, তোমার অনাচারে হাহাকারের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে! তুমি কি এই সকল চিন্তা করিয়া থাক? হায় সৃষ্টির আদিতে কি এইরূপ রোগ শোক ছিল? কখনই না। মানুষ, দুর্ম্মতি মানুষ আপনার দোষে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে রোগ শোক আনয়ন করিয়াছে এবং আপনিই আপনার সুখের পথে কণ্টক হইয়াছে! না জানি, কত দিনে তাহার এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিতার ধ্বংস হইবে! না জানি, কত দিনে তাহার বিজ্ঞানের উদয় হইয়া, মুক্তির দ্বার ও নির্ব্বাণের দ্বার প্রশস্ত হইবে! হায়, সংসারে পাপ মানুষ যেরূপ অত্যাচারী ও অবিচাবী, তাহাতে, তাহার পক্ষে মুক্তিলাভ, স্বপ্ন রাজ্যের ন্যায়, একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

বাল্মীকি কহিলেন, ভরদ্বাজ! মহাভাগ রাম পুনরায় চিন্তা করিলেন, আত্মাই জীব, মন, চিত্ত ও মায়াদি বিবিধ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, এই মিথ্যাস্বরূপ সংসারকে সত্যরূপে বিস্তৃত করিতেছে। বাস্তবিক, কিছুই কিছু নহে। মন তস্কর ন্যায়, জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার আর কোন দিকে কোন রূপে পরিহারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। উহাই তাহার দুঃখের একমাত্র হেতু এবং সুখের একমাত্র অন্তরায়। সুতরাং, মনের ক্ষয় হইলেই, সকল দুঃখের ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব কি উপায়ে মনের চিকিৎসা হইতে পারে?

বাস্তবিক, সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না। একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। মনই কেবল এই সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চ আবিষ্কার করিয়াছে। তদবধি দুঃখের ও সুখের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ যদি ইহা একবার চিন্তা করে, তাহা হইলে, তাহার সকল দুঃখের পরিহার হয়।

মনীষিগণ কহিয়াছেন, সাংসারিক সুখ দুঃখ নামমাত্র। কেননা, উহা মনেরই কল্পনামাত্র। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এক ব্যক্তির লক্ষ টাকা আছে। সেও যেমন রোগ শোক ভোগ করে, যাহার কিছুই নাই, সেও তেমন রোগ শোক ভোগ করে। আবার একজন দরিদ্র যেমন অভাব বশতঃ মনে মনে দারুণ অসুখ বোধ করে, একজন কোটিপতিও তেমন দুরাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত তদ্রূপ বা ততোধিক ক্লেশ অনুভব করে।

তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন, কল্পনারূপ দারুণ রোগের প্রায়শ্চিত্ত কি? চিকিৎসা কি? অথবা প্রতিক্রিয়া কি? কোথা হইতে এই কল্পনার জন্ম হইল? কি উপায়েই বা বেগ হ্রাস হইতে পারে? এই কল্পনাই সর্ব্বনাশের মূল। মানুষ যখন একাকী নির্জ্জনে বসিয়া থাকে, তখন এই কল্পনা রাক্ষসীর ন্যায়, পিশাচীর ন্যায়, তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও পীড়ন করে। সে কোন মতেই ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না। এই কল্পনা কখন তাহাকে আকাশে উত্থিত ও কখন পাতালে প্রোথিত করে, কখন স্বর্গের ঐশ্বর্য্য তাহার হস্তে তৎক্ষণাৎ আনিয়া দেয় এবং কখন বা তাহাকে সমস্ত পৃথিবীর একাধিপত্য প্রদান করে। এই কল্পনাবশে সে কখন ধনী, কখন দরিদ্র, কখন গৃহী ও কখন উদাসীন হয়। এই রূপে কল্পনা তাহার সুখশান্তি হরণ করিয়াছে। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ ও উপদেশ করেন, কল্পনা উত্তালতরঙ্গলীলার ন্যায়, মানুষের হৃদয়ে একবার আঘাত করিলে, সেই আঘাতজন্য যে দারুণ কম্পন বা চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, তাহার বেগ নিবারণ করা সহজ নহে। ঐ কম্পনই শান্তিরূপ লতার সাক্ষাৎ বজ্র। অন্ধকার রজনীতে যখন সকল সংসার নিস্তব্ধ হয়, তখন এই কল্পনার প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইয়া থকে। মানুষ নিদ্রাবশে স্বপ্নযোগেও এই কল্পনার গুরুতর আঘাত সহ্য করিয়া, পদে পদেই নিদ্রাহানি জন্য দারুণ অশান্তি অনুভব করে। অতএব এই কল্পনারোগের ঔষধ কি? বশিষ্ঠ মহাশয় উপদেশ করিলেন, যেখানে মন, সেই

ানেই কল্পনা! কল্পনা ও মন একই পদার্থ। মনের ক্ষয় হইলে, ল্পনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব কি রূপে মনের ক্ষয় ইবে।

তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন, বুদ্ধিই সকল অনর্থের মূল। তএব হংস যেরূপ নীর ক্ষীর পৃথক্ করে, আমি কিরূপে তদ্রূপ বুদ্ধিকে পৃথক্ করিব। বুদ্ধি যদি না থাকিত, তাহা হইলে, ভোগরূপ মেঘমণ্ডলী হৃদয়রূপ আকাশকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইত না। হায়, কি রূপে আমার বুদ্ধি পরমার্থপথের অভি-মুখীন ও সংসারমার্গের বহির্মুখ হইবে! যত দিন না ভোগসুখে বিরত হইবে, ততদিন নিস্তারপ্রাপ্তির কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। হায়, আমরা ভোগত্যাগে অসমর্থ বলিয়াই, পদে পদে বিষম বিপদে পতিত হইয়া থাকি এবং কোনরূপ বিপদ্ প্রতিকারেই সমর্থ নহি!

মনই আত্মতত্ব, এবং মনই বাহ্যবিষয় সমুদায়ের কারণ। মনোরূপ আত্মতত্বই অবশ্যপ্রাপ্তব্য। যাহারা মনকে না জানে, তাহারা কিছুই জানে না। যাঁহারা মনকে জানেন, তাঁহাদের কিছুই অবিদিত নাই। মনকে না জানিলে, সংসারকে জানিতে পারা যায় না। সংসারকে না জানিলে, পুনঃ পুনঃ বিপদ্বাগুরায় পতিত হইতে হয়। যাহারা সংসারকে জানিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত বিদ্বান্ এবং তাহারাই মোক্ষের অধিকারী। শিশুগণের অজ্ঞানকল্পিত যক্ষের ন্যায়, নিতান্ত মিথ্যাস্বরূপ এই মন পর্ব্বত অপেক্ষাও দুরাসাদ্য বা অনধিগম্য এবং অতিমাত্র দুরুদ্ধর। সংসারসম্ভ্রম তিরোহিত হওয়াতে, আমার বুদ্ধি অধুনা পরম শান্তি লাভ করিয়াছে না জানি, আমার মন কত দিনে সংরম্ভহীন, কৌতুকহীন,পাপহীন ও সকল কলুষ বিহীন হইয়া, আত্মসাক্ষাৎকার-সমুদিত ঐরূপ পরম শান্তি লাভকরিবে, বলিতে পারি না। হায়, সেই দিন কি সুখের ও আনন্দের দিন, যে দিন আমার মনোমর্কট চঞ্চলতা পরিহার ও পরমপদে বিহার পুরঃসর শান্তিরূপ নির্ব্বাণ-

সুখ ভোগ করিবে। সাংসারিক উৎসাহ ও কৌতুক অপেক্ষা মূর্ত্তিমান মহাবিঘ্ন আর কি আছে? যেখানে উৎসাহ ও কৌতুকের আবির্ভাব, সেই খানেই শোকদুঃখের অনন্ত প্রভাব ও অনন্ত বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন, সংসারবিষয়ে উৎসাহ ও কৌতুক পরিহার করা একান্ত বিধেয়। পরিহার না করিলে, আশু পতন অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে সন্দেহ কি?

হায়, যে পরমপদ পৌর্ণমাসী শশী অপেক্ষাও পরম শীতল ও সুখময়, না জানি, কত দিনে সেই পরমপদে আমি বিশ্রাম করিব। না জানি, কত দিনে মদীয়মন স্বীয়স্বরূপ পরিহার করিয়া, জলে তরঙ্গের ন্যায়, আত্মাতে লীন ও পরম শান্তি প্রাপ্ত হইবে। হায়, যাহাদের মন চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া, শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা কি সুখী ও স্বচ্ছন্দ! তাহাদিগকে আর আশার দাস হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয় না; অনুরাগের বশ হইয়া, অন্তরে অন্তরে ও মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাণান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ কি? হায়, কত দিনে ঐ প্রকার নির্ব্বাণদশার সঞ্চার হইবে।

এই সংসার, সাগরের ন্যায়, অনন্ত বিস্তৃত ও অপার বিশাল। তৃষ্ণারূপ উত্তাল তরঙ্গ আশাবায়ুবশে সমুত্থিত হইয়া, ইহাকে ভয়ঙ্করগণেরও ভয়ঙ্কর করিয়াছে। ইহাতে পতিত হইলে, বিবেকরূপ ভেলক ব্যতিরেকে কোনরূপেই উদ্ধারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। না জানি, কত দিনে আমি এই অপার পারাবার উত্তরণপূর্ব্বক বিগতবিষাদ ও হতজ্বর হইব! আমার পুরোভাগ যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। না জানি, কত দিনে উহা তিরোহিত হইবে। হায়, আমি সংসাররূপ গভীর সাগরে কিজন্য নিপতিত হইলাম! ইহার কিছুই আমার ভাল লাগে না। কত দিনে ইহা হইতে উদ্ধার পাইব!

উপশম অপেক্ষা প্রশস্ত পদবী আর নাই। মুমুক্ষুগণ উহ

আশ্রয় করেন। উহাতে অসুখের ও অশান্তির লেশ মাত্র নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শী ও বিচক্ষণ না হইলে, ঐ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি কতদিনে উহা প্রাপ্ত হইব! উহা প্রাপ্ত হইলে, আমার সর্ব্ব শোক বিগলিত ও সর্ব্ব দুঃখ বিদলিত হইবে। তখন আমি আর পাপসংসারের অপেক্ষা রাখিব না। যাহারা সংসারের অপেক্ষা রাখে না, তাহারাই সুখী, তাহারাই সুস্থ এবং তাহারাই মুক্ত। সংসারের অপেক্ষী হইলে, পদে পদেই বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা বঞ্চিত, তাহারা আবার মানুষ কি? তাহাদের আবার পদার্থ কি? তাহারা তৃণ অপেক্ষাও লঘু ও কীট অপেক্ষাও ঘৃণ্য।

না জানি, কতদিনে আমার সংসারজ্বর বিনষ্ট হইবে! না জানি কতদিনে আমি জ্বরাবসানে বিগতসন্তাপ ও শান্তি প্রাপ্ত হইব। যাহারা সংসারজ্বরে জীর্ণ, তাহাদের পুরুষত্ব নাই। যাহাদের পুরুষত্ব নাই, তাহাদের উদ্ধার নাই। যাহাদের উদ্ধার নাই, তাহারা কীটাণুকীটপদবাচ্য সন্দেহ কি? না জানি, কতদিনে আমার উদ্ধার হইবে!

হে বুদ্ধে! শান্ত হও ও স্বপথে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রসাদে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, বিগতব্যথ ও নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায়, স্থিরভাব প্রাপ্ত ও সকল সন্তাপ হইতে বিনিষ্কাশিত হই।

হে অজ্ঞান! তুমি আমারে পরিহার কর। আমি নিস্তার-পদবী প্রাপ্ত হই। তুমি অন্ধকারের ন্যায়, আমারে আর আচ্ছন্ন করিওনা। আমি জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। ধন জন, বিষয় বিভব, কিছুতেই আমি সুখী ও স্বচ্ছন্দ নহি। আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি, এ সকল তোমারই মায়া।

হায়, আমার ইন্দ্রিয়গণ আমার দুশ্চেষ্টা দ্বারা দগ্ধদেহ হইয়াছে এবং দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায়, অহরহ দহ্যমান হইতেছে। পক্ষিগণ যেমন সাগর সন্তরণ করে, না জানি, আমি কত দিনে অনায়াসে দুঃখরাশি উত্তরণ করিব।

আমার এই দেহ রোদনের নিমিত্তীভূত ও মিথ্যাভ্রমের

আধার। ইহাতে মাংস, মূত্র, শ্লেষ্মা, পূয, বিষ্ঠা ইত্যাদি অসার ও অতীব ঘৃণ্য পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সুতরাং ইহা ভারমাত্র। আর আমি ইহা বহন করিতে পারি না। এবং বহন করিতে ইচ্ছাও করি না। অতএব কতদিনে ইহা শরৎ-কালীন মেঘের ন্যায়, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ইহার বিনাশই জীবন এবং ইহার জীবনই মৃত্যু। আমি এই পাপ দেহভার বহন করিয়া, একান্ত অবসন্ন হইয়াছি। কোন্‌দিন বিপন্ন হইব, বলিতে পারি না! হে দেহ! কবে তুমি আমায় ত্যাগ করিবে? কবে আমি তোমার অভাবে সুখী হইব হায়, সেদিন কি আমার সুখের ও সৌভাগ্যের দিন, যে দিন এই পাপ দেহভার আমায় পরিহার করিবে।

হে মন! যাঁহারা বৈরাগ্যযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারপার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যাহার উল্লেখ করেন, সেই সুনির্ম্মল জ্ঞানদৃষ্টি কতদিনে তোমাতে স্থান প্রাপ্ত হইবে? যাহাদের জ্ঞানদৃষ্টি নাই, তাহাদের কিছুই নাই। তাহারা দৃষ্টি থাকিতেও অন্ধ, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা উপদেশ করেন, জ্ঞানদৃষ্টিই প্রকৃত দৃষ্টি; বাহ্যদৃষ্টি দৃষ্টির ছায়ামাত্র। উহাতে বাস্তবিক সত্তা নাই, পদার্থ নাই, বস্তু নাই। মন! আমি যেন তোমার দোষে দুঃখরূপ অজগরগ্রাসে পতিত হইয়া, হা মাতঃ! হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া, চিন্তানলে দগ্ধ না হই। তুমি প্রসন্ন হও, আমারে পরিত্যাগ কর।

অয়ি বুদ্ধি! তুমি আমার ভগিনী। আমি তোমার ভ্রাতা। অতএব আমার কথায় কর্ণপাত কর। আমি মোক্ষলাভে অভিলাষী হইয়াছি। তুমি আমাকে বিচারমার্গে প্রেরণ কর। আমি তোমার চরণে পতিত হইয়া, পরম প্রীতিভরে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি স্থির হও। তাহা হইলে, সংসারবিনাশরূপ পরম মঙ্গল লাভ হইবে। লোকে বুদ্ধির দোষেই বিবিধ ক্লেশে পতিত ও অবসন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধি! তুমি চঞ্চলতা

পরিহার কর এবং বশিষ্ঠ মহাশয় বিবিধ দৃষ্টান্ত সহকারে যথাক্রমে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রভৃতি বিজ্ঞানগর্ভ সমভাবজনক যে সকল প্রকরণ কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমস্ত যথাযথ স্মরণ কর। বুদ্ধি! তুমি যদি প্রসন্ন না থাক, তাহা হইলে, সবিশেষ দক্ষতাসহকারে শত শত বার বিচার করিয়া সম্যক রূপে নিষ্পাদিত বিষয়ও তৎক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধি বা মতিই সকল কার্য্যের মূল। গুরু সবিশেষ বিচার সহকারে অতীব বিশদ রূপে উপদেশ করিলেন। শিষ্যের মতি সে বিষয়ে প্রসন্ন বা বিনিহিত নহে। এইজন্য তাহা তাহার আয়ত্ত হইল না। ফলতঃ, কোন কার্য্য করিবার সময় বুদ্ধি সে দিকে না থাকিলে, কোন মতেই তাহা সম্পন্ন হয় না। পণ্ডিতেরা এইজন্যই বিরক্ত চিত্তকে বিষস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিরক্ত চিত্তের কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না।

তৃতীয় সর্গ (সভাসংস্থান)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! যে বিষয়ে উপদিষ্ট হওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপে আয়ত্ত করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সকল ব্যক্তিই উপদেষ্টা হইতে পারে না। বিশেষতঃ, সদ্বিষয়ের উপদেষ্টা নিতান্ত বিরল। এইজন্য সদুপদেশের মূল্য নাই। এইজন্যই সদুপদেশের বহু মান বা বহু বোধতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এবং এইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সবিশেষ আগ্রহ সহকারে সদুপদেশ আয়ত্ত করিয়া থাকেন। মহাভাগ রাম অপেক্ষা প্রকৃত বুদ্ধিমান্ কেহ নাই। এইজন্য তিনি সমস্ত রজনী বশিষ্ঠ মহাশয়ের প্রয়োজিত মধুরোদার বচনাবলী উল্লিখিতরূপে চিন্তা করিয়া, জাগরণে যাপন করিলেন। রজনীর অবসানে দিঙ্‌মণ্ডল ঈষৎ কপিলবর্ণ ও গগনমণ্ডল বিরল তারক লক্ষিত হইতে লাগিল। এবং পূর্ব্বদিকের মুখরাগ ক্রমে বর্দ্ধিত

হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রঘুবংশরূপ সুবিস্তৃত সরোজকাননের সুনির্ম্মল প্রভাকর মহাপ্রভাব রাম প্রভাকরের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া, যথাবিধি প্রাতর্ব্বিধি সমাপনান্তে ভগবান্ বশিষ্ঠের আশ্রমে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, মহাভাগ মহর্ষি একান্তে আসীন ও ঐকান্তিক ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া, সমাহিত হৃদয়ে আত্মার চিন্তা করিতেছেন। ভাবনার একাগ্রতাবশতঃ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহারই নাম পরমানন্দসুধাপান। এইরূপ সুধাপানই অমরপদপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু ও নির্ব্বাণ শান্তির চরমসাধনস্বরূপ রাম তদবস্থ ঋষিকে পরম ভক্তিভরে অবনত কন্ধরে যথাবিধি প্রণাম করিলেন। সাধুর প্রতি ভক্তিই সাধুতার লক্ষণ। যতক্ষণ না অন্ধকার বিনষ্ট ও মুখমণ্ডল সুস্পষ্ট লক্ষিত হইল, ততক্ষণ রাম ভ্রাতৃবর্গের সহিত সেই আশ্রমপ্রাঙ্গনে বসিয়া রহিলেন। ঐ সময়ে দেবগণ যেমন ব্রহ্মলোকে আগমন করেন, তদ্বৎ রাজা ও রাজপুত্রগণ এবং ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দে বশিষ্ঠ সদনে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সমাগমে রাজভবনের ন্যায়, বশিষ্ঠভবনের শোভা হইল। অনন্তর মহাভাগ বশিষ্ঠ মুহূর্ত্তমধ্যে সমাধি হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, প্রিয়বচনাদি শিষ্টাচার সহকারে প্রণামপরায়ণ জনগণের যথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন। পরে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে রথারোহণে দশরথভবনে গমন করিলেন। বোধ হইল, পিতামহ ব্রহ্মা যেন ইন্দ্রভবনে সমাগত হইলেন। তদীয় পবিত্র পদার্পণে সেই রাজভবনের স্বর্গাধিক শোভা সমুদ্ভূত হইল। মহারাজ দশরথ ঐকান্তিক প্রযতহৃদয়ে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রমসহকারে তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, পদত্রয়গমনপুরঃসর তাঁহার ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ঋষিগণের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অনন্তর দশরথাদি নরপতিগণ, বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, সুমন্ত্রাদি

মন্ত্রিগণ, সৌম্যাদি পণ্ডিতগণ, ব্যালবাদি ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই সেই সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। সমস্ত সভা তাঁহাদের প্রবেশকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর সকলে স্ব স্ব আসনে আসীন হইয়া, একতানচিত্তে বশিষ্ঠের প্রতি উন্মুখদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সেই কোলাহল বিনিবৃত্ত হইল। বন্দিগণ সকলেই মৌনাবলম্বন করিল। সভাসদ্‌গণ পরস্পর কুশলজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইাছিলেন; সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহাতে বিনিবৃত্ত হইলেন। পুরস্ত্রীগণ বাতায়নমধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিল। চামরধারিণী রমণীরা মৌনভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, পাছে কঙ্কণের ঝনাৎকার হয়; এই ভয়ে ধীরে ধীরে চামরব্যজনে প্রবৃত্ত হইল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী যথাস্থানে উপবেশন করিয়া, দৈববাণীর ন্যায়, বশিষ্ঠের বদনবিগলিত বচনসুধা পান করিবার জন্য বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিরহিত ও স্পন্দন বিবর্জ্জিত হইয়া, একাগ্র হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কোন দিকে কোন রূপ শব্দ নাই, স্পন্দ নাই, আকার নাই, ইঙ্গিত নাই, দৃষ্টি নাই ও মন নাই। বশিষ্ঠের বাক্যসকল যেমন বিস্ময়াবহ, বিশুদ্ধ, নীতি ও যুক্তিগর্ভ, ধর্ম্ম ও অর্থসম্পন্ন, এবং মোক্ষ ও পুরুষার্থের প্রতিপাদক, তেমনি মনোহর, প্রীতিকর, উদার ও মধুরতাময়। এইজন্য শুনিবার জন্য সকলেই আগ্রহসহকারে একাগ্রহৃদয়ে মৌনভাবে বসিয়া রহিল।

চতুর্থ সর্গ (শ্রীরামের প্রশ্ন)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ সকলে এইরূপে সমাসীন হইলে, মহারাজ দশরথ জলদনিনাদে মুনিনায়ক বশিষ্ঠকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বিশ্রব্ধপদবিশিষ্ট সুন্দর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনার বদনবিগলিত অমৃতরসবিনিস্যন্দী মনোহর বচনপরম্পরা কাহার না অন্তরতাপ নিরাকৃত করে? সংসারে যে ত্রিতাপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এমন ব্যক্তি নাই, যাহার শরীরে

তাহার আবেশ বা অনুপ্রবেশ নাই। ব্যক্তিভেদে তারতম্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কোন ব্যক্তিই এই ত্রিতাপের বহির্ভূত নহে। পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে, এই ত্রিতাপের হস্ত অতিক্রম করা অনায়াসসাধ্য নহে। অনেক বুদ্ধি, অনেক বিবেচনা ও অনেক ধৈর্য্যবল সহায় না হইলে, ত্রিতাপপরিহার সম্ভব নহে। এই ত্রিতাপের বেগ অতি দুর্ব্বিষহ। অনেককে ইহার প্রভাবে অকালেই অবসন্ন ও বিপন্ন হইতে দেখা যায়। যাঁহারা সদুপদেশ-প্রদানপূর্ব্বক বা সৎশিক্ষাবিধানপূর্ব্বক এই ত্রিতাপহরণের চেষ্টা করেন, আমি তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। ভগবন্! আপনার কথা সকল ত্রিতাপহারক। উহা শুনিবার জন্য স্বতই কৌতুহল উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব পুনরায় শ্রুতিসুখাবহ অমৃতবর্ষী সুনির্ম্মল বাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, আমাদিগকে আশ্বাসিত করুন। দেখুন, সংসারে কি আছে, কিছুই নাই। কেবল রোগ আছে, শোক আছে, আর নামমাত্র সুখ আছে। আমরা সেই রোগশোকে সর্ব্বদাই জীর্ণ ও অবসন্ন। আমাদের আর বস্তু নাই, পদার্থ নাই, অথবা জীবন নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব আপনি সুনির্ম্মল শশাঙ্ককিরণ অপেক্ষাও সাতিশয় নির্ম্মল-শীতল মধুরবাক্যসমূহে আমাদের হৃদ্গত ও শরীরগত দোষরাশি বিনষ্ট করিয়া, সকল মোহ দূর ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুখ সংবিধান করুন। বলিতে কি, আপনার সদুপদেশে আমাদের সংসারনিগড়স্বরূপ বিষয়তৃষ্ণার ক্ষয় হইয়াছে, অকল্মষ আত্মাকে দর্শন করিয়া দৃষ্টির সার্থকতা হইয়াছে, এবং হৃদয়ে অনুপম আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় মহাজনগণের পূজা করিয়া যে দিন অতিবাহিত হয়, সেই দিনই আলোকিত, অবশিষ্ট দিন সূর্য্যালোকে উদ্ভাবিত হইলেও, অন্ধকারময়। বৎস রাজীবলোচন রামভদ্র! তুমি পুনরায় মহর্ষিকে প্রকৃত বিষয় জিজ্ঞাসা কর।

মহারাজ দশরথ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাতপা

বশিষ্ঠ পরমহর্ষাবিষ্ট ও অভিমুখীন হইয়া, রামকে কহিলেন, অয়ি মহামতি কুলৈকপূর্ণচন্দ্র! আমি পূর্ব্বাপরবিচারপুরঃসর যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা ত তোমার মনে আছে? হে সাধুবাদৈকভাজন সাধু! তোমার ত স্মরণ আছে, আমি বলিয়াছি, ব্রহ্ম কেবল মায়াবলে জগৎস্বরূপে অবস্থিতি করেন। তিনি সর্ব্ব, অসর্ব্ব, সৎ ও অসৎস্বরূপ। সৌম্য! মানুষ, চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি লক্ষণাদিবিচারসহায়ে এবিষয় বিশেষরূপে তোমার নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছি। তোমার ত ইহা মনে আছে?

ব্রহ্মাত্মজ মহাভাগ বশিষ্ঠ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বিনিবৃত্ত হইলে, মহামনা রাম তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সমস্ত রজনী জাগরণপূর্ব্বক আপনার বাক্যার্থ চিন্তা করিয়াছি। আপনার অনুশাসন সর্ব্বপ্রকার আনন্দ বিধান করে, পরমকল্যাণ সম্পাদন করে এবং বিশিষ্টরূপ আত্মশুদ্ধি সাধন করে। অতএব কোন্ ব্যক্তি উহা শিরোধার্য্য না করিবে? আমি যত্নপূর্ব্বক উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি এবং সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি। আপনার কথা সমস্ত, দেব অদেব সকলেরই আনন্দজনক এবং উত্তরকালে মোক্ষফলবিধায়ক। আপনি সর্ব্বপাপবিনাশন পুণ্যরূপ জলরাশির একমাত্র মহাহ্রদ। পুনরায় উপদেশরূপ পবিত্র প্রবাহে আমারে পবিত্র ও শীতল করুন!

পঞ্চম সর্গ (প্রশম)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সবিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক উপশমপ্রকরণ শ্রবণ কর। এই প্রকরণ যেরূপ সুন্দর ও হিতজনক, সেইরূপ উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তসমূহে অলঙ্কৃত। বৎস! যাহারা রজ ও তমোগুণে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই এই সুদীর্ঘ সংসারমায়ার বশীভূত বা বিষয়ীভূত। কিন্তু যাঁহারা তোমার ন্যায়, একমাত্র সত্ত্বাংশে অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মায়াকে তুচ্ছ বোধে

দূরে পরিহার ও তজ্জন্য পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। পুনশ্চ, যাঁহারা রাজসসাত্ত্বিক ও শুদ্ধসাত্ত্বিক, তাদৃশ প্রাজ্ঞ পুরুষগণই জগতের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ঐরূপ পর্য্যা-লোচনায় সুখ ও সন্তোষের সীমা নাই। উহাই একমাত্র মুক্তির হেতু এবং আত্মলাভের সেতু। সৎ শাস্ত্রের আলোচনা, সৎ ব্যক্তির সহবাস ও সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান, এই ত্রিবিধ উপায়ে কায়িকাদি সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং বুদ্ধি, দীপের ন্যায় উজ্জ্বলতর ও নির্ম্মল হয়; এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বৎস! যাবৎ আত্মবিচার দ্বারা জ্ঞেয় আত্মাকে অবগত হওয়া না যায়, তাবৎ আত্মলাভের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। আত্মলাভই প্রকৃত লাভ। যাহাদের আত্মলাভ না হয়, তাহারাই বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত। সংসারে আসিয়া কি, করিলাম, আমার পরিণাম কি হইবে, আমার অতীতই বা কি হইবে, ইত্যাদি বিচারপূর্ব্বক যাহারা এই সংসৃতিমার্গে বিচরণ করে, তাহারাই আত্মলাভের অধিকারী।

অয়ি রঘুনন্দন! তুমি প্রজ্ঞাবান্, নীতিমান্ ও ধীরগণের শ্রেষ্ঠ। অতএব সত্যাসত্যবিচারপূর্ব্বক একমাত্র সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। সত্য ব্যতীত উপায় নাই, আশ্রয় নাই ও সাধন নাই। যাহা আদি বা অন্ত কোন অবস্থাতেই নাই, তাহাই মিথ্যা এবং যাহা আদি ও অন্ত সকল অবস্থাতেই বিরাজমান্, তাহাই সত্য; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই সত্য নহে। যাহা আদ্যন্তে নাই তাদৃশ অসৎ বিষয়ে আসক্ত হইলে, অন্তঃকরণে অজ্ঞানেরই প্রভাববৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐরূপ অজ্ঞান চিত্তে বিবেক জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? যাহাদের বিবেক নাই, তাহারাই পশু। পশুর সহিত তাহাদের কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সংসারে মনই যে জরামরণ ভোগ করে, ইহা আমি বিশেষ বিদিত আছি। অধুনা, যে উপায়ে সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, তাহা উপদেশ করিয়া, আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস ! জ্ঞানের উদয় হইলে, যেপ্রকার আত্ম-শুদ্ধি সঞ্চারিত হয়, সৎ শাস্ত্র, সজ্জনসঙ্গ ও বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়সহায়ে অন্তঃকরণে তদ্বৎ শুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিমান দূর ও তৎসহকারে বৈরাগ্যের উদয় হইলেই, বিজ্ঞানগুরু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গুরু যে উপদেশ প্রদানই করেন, তদ্দারা সগুণ ঈশ্বরের ধ্যান ও অর্চ্চনাদি করিবে, পরম পদ লাভ ও বিশুদ্ধ বিচারসহকারে আত্মদর্শন সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই পরমপদ ও আত্মদর্শন লোকমাত্রেরই পরমপ্রার্থনীয় ও অবশ্যসাধনীয়। বুদ্ধিরূপ ভেলা দ্বারা বিচাররূপ তট প্রাপ্ত না হইলে, সংসাররূপ মহাসাগরে তৃণের ন্যায় ভাসিতে হয়। বুদ্ধি বিচার-সহায়ে প্রকৃত বস্তু পরিজ্ঞাত হইলে, সমস্ত সুখ দুঃখের বিনাশ না হইলে, মানুষের আর ভদ্রস্থতা নাই।

হেমকার যেমন বিচারসহকারে স্বর্ণ ও ভস্ম উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়া থাকে, তদ্রূপ বিচারবলে অক্ষয় আত্মাকে জানিতে পারিলে, মোহ আর আক্রমণ করিতে পারে না। মোহে আচ্ছন্ন হওয়াই পশুর লক্ষণ। মানুষ যদি মোহে আচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে, পশুর সহিত তাহার পার্থক্য কি ? মোহে আচ্ছন্ন হইলে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোন জ্ঞানই থাকে না। পশুগণের কালাকাল জ্ঞান নাই। মোহই তাহার কারণ। ফলতঃ, মোহই আত্মার আবরণ। চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, প্রকাশ বা জ্যোতিঃপদার্থ আর নাই। কিন্তু মেঘের আবরণমাত্র তাহাদের প্রতিভা দূর হইয়া থাকে। মোহও এইরূপ আত্মাকে আবরিত করিলে, তাহার মলিনিমা উপস্থিত ও তজ্জন্য শান্তির পথ অলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি মোহ ত্যাগ কর এবং জ্ঞানের পথে বিচরণ কর।

জ্ঞান না হইলে, সংসারে পদমাত্রও চলিবার সম্ভাবনা নাই। দেখ, মানুষের জ্ঞান না থাকাতেই, তাহার সুখের পথ রুদ্ধ ও দুঃখের দ্বার বিবৃত হইয়াছে। সে পরমুহূর্ত্তে কি হইবে, তাহা জানিতে পারে না। অথবা কোন্ কার্য্য করিলে, কি হইবে

তাহাও বলিতে পারে না। যদিও বহুদর্শিতা বা ভূয়োজ্ঞানবলে কথঞ্চিৎ বুঝিতে বা বলিতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে সেই জ্ঞানও আবার পর্য্যাপ্ত হয় না। প্রাকৃতিক ঘটনাবলে অনেক সময় অনেক কার্য্যের বহুকাল প্রচলিত ফলেরও বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। তৎকালে বহুদর্শন জন্য সংকীর্ণ বা অসিদ্ধ জ্ঞান কোনমতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। পুনশ্চ, আলোচনা না থাকিলে, তাদৃশ ভূয়োজ্ঞানও বিফল বা বিপরীত হইয়া থাকে। এইজন্য জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানের সমান সংসারে মোক্ষ-সাধন কিছুই নাই। জ্ঞানের একরূপ বহুরূপ সাধনশক্তি সন্দর্শন করিয়া, অনেকে জ্ঞানকেই সাক্ষাৎ মোক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাস্তবিক, জ্ঞানই মুক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি সার ও অসার এই উভয়ের পার্থক্য বা স্বরূপ বুঝিতে না পারে, তাহাকেই পদে পদে মোহের বশীভূত হইতে হয়। জ্ঞাতসার ব্যক্তিগণ কখনই মোহে আচ্ছন্ন হন না। অয়ি মানব-গণ! আত্মজ্ঞানই সুখ এবং আত্মাকে না জানাই দুঃখ। তোমরা আত্মাকে জান না বলিয়াই, এইপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছ। ফলতঃ, আত্মপরিজ্ঞানই অনন্ত সুখ ও অতিমাত্র উপশমের কারণ। এই দেহ পঞ্চভূতের সমবায়ে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহা কখনই আত্মা নহে। অতএব তোমরা এই দেহ সহায়ে আত্মাকে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত করিয়া, অচিরে নির্ব্বাণশান্তি লাভ কর। ইহা নিশ্চয় অবধারণ কবিয়া, মনকে শান্তির পথে ও ঈশ্বরের পথে অভিমুখীন কর যে, আত্মার সহিত দেহের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। দেহ আত্মার আবরণমাত্র। জলে ও তৈলে যেমন মিশ্রণ বা সমবায় নাই, এই দেহ ও তদ্বৎ আত্মার নির্লিপ্ত আবরণমাত্র ইহা থাকুক বা যাউক, আত্মার তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পদ্ম জলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের পরস্পর কোনরূপ সম্পর্ক নাই। আত্মা ও দেহেরও এইপ্রকার ভাব।

জল ও জলবিন্দু, ইহারা উপাধিভেদে দুই যেমন পরস্পর পৃথক্, ব্রহ্ম ও জীব তদ্রূপ পরস্পর পৃথক্। মন কূপ-মণ্ডুকের ন্যায়, আত্মবিচার বিস্মৃত হইয়া, একান্ত মূঢ়ের ন্যায়, ভোগমার্গে অবস্থিতি করিলে, কিছুতেই এই সংসারতিমির নিরাকৃত হয় না। বৎস! আত্মবিচার দ্বারা প্রবোধ সঞ্চরিত হয়। প্রবোধ সঞ্চরিত হইলে, জ্ঞানরূপ দিব্য আলোকের প্রস্ফুরিত হইলেই, সংসার তিমির, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, তৎক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তখন শান্তির পথ, নির্ব্বাণের পথ সহজেই আবিষ্কৃত বা লক্ষিত হয়, এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় বা কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তুমি ঐকান্তিকযত্নসহকারে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হও।

সংসারই অনন্ত দুঃখের আধার। ইহা হইতে দূরে থাকাই বিধি। আত্মবিচার দ্বারা প্রবোধ সঞ্চার না হইলে, সংসারের দুঃখহেতুতা বুঝিতে পারা যায় না। অট্টালিকায় বাস করিলেই সুখ, স্ত্রীপুত্রাদির পরিপালন করিলেই সুখ, উত্তমরূপ ভোগবিলাস করিলেই সুখ, দশজনের উপর প্রভুত্ব করিলেই সুখ, আমরা কেবল এই সকলকেই সুখ বলিয়া জানি, মানি ও গ্রহণ করিয়া থাকি। এবং তাহাতে নিরতিশয় তৃপ্তিযোগও ভোগকরিব। কিন্তু এসকল বাস্তবিক সুখ নহে; দুঃখেরই নামান্তর বা প্রকারান্তর। আত্মবিচার না করিলে, এবিষয় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। শূকর যে বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, তাহার কারণ কি? তাহাতে তাহার সুখবোধ হয়, ইহাই একমাত্র কারণ! কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, বিষ্ঠা অপেক্ষা ঘৃণ্য ও জঘন্য পদার্থ আর নাই। শূকরের ইহা বোধ হয় না। বোধ হইলে, কখনও উপাদেয়বোধে তাহা ভক্ষণ করিত না। মানুষের পক্ষেও এই রূপ। সে বুঝিতে পারে না বলিয়াই, দুঃখকে সুখ বোধ করে। এবং এইজন্য কোনকালেই সুখী হইতে পারে না।

ভাবিয়া দেখ, একজন ধনীও যেমন, একজন দরিদ্রও তেমন, সুখের জন্য ব্যস্ত এবং দুঃখের জন্য বিব্রত! তুমি রাজপুত্র!

তোমার গৃহে অন্নবস্ত্রের অভাব নাই। তোমার অসংখ্য দাস-দাসী ও অসংখ্য যানবাহন। কিন্তু ঋষিগণের কিছুই নাই। তথাপি তাঁহাদের তোমা অপেক্ষা সুখের অভাব নাই। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে, দাসদাসী বা যানবাহন কদাচ সুখ বা সুখের কারণ নহে; বাহ্য আড়ম্বরমাত্র। বাস্তবিক সঘৃত পালান্ন না হইলে, শুদ্ধ শাল্যোদনে উদরপূর্ত্তি বা তৃপ্তি হয় না, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে, শাল্যোদন ভক্ষণ-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের নামপর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত।

এরূপও দেখাগিয়াছে, যে, যিনি অট্টালিকায় বাস না করিলে, কোনমতেই থাকিতে পারিতেন না, তিনি হয় ত পূর্ব্বে কুটীরশায়ী দরিদ্র ছিলেন অথবা ঘটনাবশে কুটীরে বাস করিয়া, শেষজীবন পরমসুখে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার কোন-রূপ অসুখপ্রতীতি হয় নাই। প্রত্যুত, অট্টালিকাবাস অপেক্ষাও সেই কুটীরবাসে পরম প্রীতিযোগ লাভ হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, অট্টালিকা যেমন সুখের হেতু নহে, কুটীরও তেমন দুঃখের কারণ নহে। ফলতঃ, সংসারের কিছুই সুখ বা সুখের নহে, সকলই দুঃখ বা দুঃখের। এই কারণে পণ্ডিতগণ ইহার নাম অনন্তদুঃখ রাখিয়াছেন।

বৎস! কর্দ্দম যেমন কখনও স্বর্ণরূপে পরিণত হয় না, এই দেহ তেমন কদাচ আত্মা রূপে পরিণত হয় না। দেহ জড়, আত্মা চৈতন্য। আত্মাতে সুখদুঃখের অনুভবও অসত্য বা কল্পনামাত্র। আত্মা সর্ব্বাতীত। সুতরাং, সুখদুঃখ কি রূপে তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হইবে? অজ্ঞানীরাই আত্মাতে সুখদুঃখের আরোপ বা অনুভব করে, জ্ঞানীরা কদাচ ঐরূপ চিন্তা করেন না। অথবা আত্মাকে দেহের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞান করাই অজ্ঞান বা মূর্খতার লক্ষণ। বলিতে-কি, সংসারে সুখও নাই, দুঃখও নাই। কেনমা, সমস্তই অনন্ত আত্মময়। ইহা জানিয়া তুমি জগতে

সুখদুঃখবোধ পরিহার কর এবং সমস্তই আত্মময় অবলোকন করিয়া, প্রকৃত সুখ অধিকার কর।

অনঘ! আত্মাই বিতত রূপে বিরাজমান হইতেছেন সুতরাং, যাহা কিছু, সমস্তই আত্মময়। এই আত্মাই ব্রহ্ম। কিছুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অতএব আমি অন্য, ইহা অন্য, আমাতে তোমাতে একত্ব বা অভিন্নতা নাই, এইরূপ কল্পনা ভ্রমমাত্র। তুমি ইহা এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। সমদৃষ্টি ব্যতিরেকে সংসারে সুখলাভের অন্যবিধ সহজ পন্থা নাই। থাকিলেও, সে পথে বিচরণ করিয়া, সকল সময়ে সকল ব্যক্তির পক্ষে সুখলাভ করা সহজ বা সম্ভবপর নহে। অগ্নিতে হিমকণা যেমন অসম্ভব, পরমাত্মাতে তদ্রূপ দ্বিতীয় কল্পনা নাই। সেই আত্মাই আত্মা দ্বারা আত্মাতে বিজৃম্ভিত হয়েন। তাহাতেই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি এবং প্রত্যক্ষরূপে অনুমিতি হইয়া থাকে।

সৌম্য! জগতে জন্ম, জন্ম বা শোক মোহ কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহাই আছে। অতএব তুমি শোক ত্যাগ করিয়া, অবস্থিতি কর। কোন বস্তুর উপার্জ্জনে যত্ন করিও না এবং উপার্জ্জিত হইলে, তাহার রক্ষাও করিও না। সর্ব্বদা দ্বন্দ্বহীন, আত্মবান্ ও শোকরহিত হইবে। তাহা হইলেই, বিজ্বর বা বিগতসন্তাপ হইবে। বৎস! যাহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, স্বস্থ, স্থিরবুদ্ধি, শোকহীন, মৌনী ও স্বচ্ছপ্রকৃতি, তাহারাই বিজ্বর বা নির্ব্বাণশান্তি প্রাপ্ত হয়। তুমিও ঐরূপ হও। তুমি মনকে স্বাধীন, বুদ্ধিকে শান্ত, সংকল্প সকলকে সংহার ও আশয়কে জয় করিয়া, বিজ্বর বা বিগতসন্তাপ হও। যাহারা রাগহীন, কল্মষহীন, আয়াসহীন ও সর্ব্বথা নির্ম্মলপ্রকৃতি, এবং গ্রহণ বা পরিত্যাগ কিছুই করেন না, তাঁহারাই বিজ্বর হন। তুমিও ঐরূপে রাগাদি ত্যাগ করিয়া, বিজ্বর হও। যাহা বিশ্বের অতীত ও যাহা প্রাপ্ত হওয়া ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তুমি সেই পরমপদে অধিষ্ঠান

ও নির্ব্বাত সাগরের ন্যায়, অক্ষুব্ধ অবস্থানপূর্ব্বক বিগতজ্বর হও। রাম! আত্মর। সাহায্যে সমস্ত বিকল্প ত্যাগ ও মায়াজাল পরিহার করিলেই, আত্মতৃপ্তিলাভ ও সন্তাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুমিও ঐরূপ উপায়ে বিজ্বর হও। তুমি আত্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ। অতএব সর্ব্বত্র সমদর্শী ও মেরুর ন্যায় সর্ব্বদা অবিচলিত হইয়া, বিজ্বর হও। তুমি ঔদাস্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাদ্বারা আত্মাতে অবস্থিতি করিলেই, বিমল আনন্দ ভোগ করিবে।

পার্থিব অসার সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্যই মানুষের জন্ম হয় নাই, ইহা যেন চিরকাল তোমার মনে থাকে। ঐরূপ মনে না থাকিলে, কিছুতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, ইহা যদি লোকে জানিত, তাহা হইলে, অসার স্ত্রীপুত্রের জন্য কাহারই বা চেষ্টা হইত? তাহা হইলে, কেই বা সকল অনর্থের মূল অনর্থের জন্য লালায়িত হইয়া দেশে দেশে বিবিধ বেশে ভ্রমণ করিত? ইহা জানিয়া তুমি বিজ্বর হইবার চেষ্টা কর। আত্মগ্লানির পরিহারই প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত শান্তি। পণ্ডিতেরা উহাকেই বিজ্বর অবস্থা বলিয়া থাকেন।

তত্ত্ব কখনও অসত্যের অনুসরণ করে না। সত্যের অনুধাবন পূর্ব্বক মিথ্যা পরিহার করাই তত্ত্বের স্বভাব বা লক্ষণ। তুমি সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, কল্পনাহীন ও নিরাময় হইয়াছ। অতএব শোক ত্যাগ করিয়া, বিজ্বর হও। তোমার গুণে যাবতীয় রাজা ও প্রজা সম্যগ্‌রূপে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সমদর্শী হইয়া এই একাতপত্র পিতৃরাজ্য পালন কর। ইহাতে অনুরক্ত বা বিরক্ত হইও না।

ষষ্ঠ সর্গ (তত্ত্বোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি সান্নিধ্যমাত্রে কেবল কার্য্য কর, কিছুতেই আমার কর্তৃত্ব নাই; যে ব্যক্তি এইপ্রকার কর্তৃত্বাভি-

মান পরিহার পুরঃসর কার্য্য করে, আমার মতে সেই ব্যক্তিই মুক্ত। যাহারা কামনা পরতন্ত্র হইয়া, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা স্বর্গনরকক্রম ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা বিহিত কর্ম্মের পরিহার ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা নরকের পর নরক, দুঃখের পর দুঃখ ও ভয়ের পর ভয় প্রাপ্ত হয়। যাহারা বাসনাবিসর্জ্জনে অসমর্থ, তাহারা স্বকীয় কর্ম্মানুসারে স্থাবর হইতে তির্য্যক্ ও তির্য্যক্ হইতে স্থাবরযোনি ভোগ করিয়া থাকে। যাহাদের মন বিচারপরায়ণ এবং তজ্জন্য আত্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই সংসাররূপ সুদৃঢ় নিগড় ভেদ করিয়া, চরমে পরমপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকে।

যাঁহারা কতিপয় জন্মভোগের পর মুক্ত হয়েন, তাঁহারা জন্মান্তে পর্ব্বকালীন শশাঙ্কের ন্যায়, বর্দ্ধিত ও বর্ষাকালীন কুটজকুসুমের ন্যায়, সৌভাগ্যগুণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন। এবং মুক্তা যেমন বেণুতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সুনির্ম্মল ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাদের শরীরে আবিষ্ট হয়। অঙ্গনারা যেরূপ অবিরত অন্তঃপুরে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সৌম্যতা, হৃদ্যতা, আর্য্যতা, প্রাজ্ঞতা, করুণতা ও মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণপরম্পরা তাঁহাদের হৃদয়েই অধিষ্ঠান করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া, তাহার ফল প্রাপ্ত হইলেও সন্তুষ্ট হয় না এবং কল্য না হইলেও অসন্তোষ প্রকাশ করে না, ফল ও অফল উভয়কেই সমান জ্ঞান করে, দিবসে যেমন অন্ধকারের, তদ্রূপ তাহাতে সমস্ত সদ্‌গুণের শুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সদনুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। সংসারে যদি কিছু অভীষ্ট থাকে, তবে তাহা একমাত্র সদাচার। যেখানে সদাচার, সেই খানেই উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সম্পত্তির অধিষ্ঠান। এইজন্য সদাচার অপেক্ষা পরম অভীষ্ট কি আছে? ঐরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি-জাতমাত্রেই সমুদায় গুণশ্রী অধিকার করেন। গুণশ্রী অধিকৃত

হইলেই, মুক্তি অধিকৃত হয়, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বীয় বুদ্ধি সহায়ে আত্মাকে বিবেকের সহিত সংযোজিত করিতে পারিলে, অনায়াসেই মুক্তিমার্গ অধিকৃত হইয়া থাকে। বিবেকবল সহায় না হইলে, সংসারতরঙ্গের গুরুতর আঘাত সহ্য করা কাহারই পক্ষে সহজ নহে। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বক্ষঃস্থলে দুর্ভেদ্য বজ্রেরও আঘাত সহ্য করিতে পারে, সংসারতরঙ্গের নিদারুণ প্রতিঘাত সহ্য করা তাহার পক্ষেও সুসাধ্য নহে। একমাত্র বিবেকবলই এবিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া। বিবেক প্রভাবে আত্মা সম্যক্‌রূপ বলীয়ান ও মুক্তি লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বতোভাবে বিবেক আশ্রয় করিবে। বিবেকের উদয়মাত্র মনের যেন দ্বিগুণ তেজ বর্দ্ধিত ও সমুদায় গুণ তাহাতে অধিষ্ঠিত হয় এবং আত্মা অনাময় ও আনন্দময় হইয়া থাকে। ফলতঃ একমাত্র পরমানন্দসম্ভোগই বিবেকের ধর্ম্ম। বিবেকবলে মন শান্ত হয়, আত্মা স্থির হয়, এবং প্রাণের অভ্যন্তর শীতল হইয়া থাকে। পুনশ্চ, বিবেকবলে ত্রিতাপের যন্ত্রণাও নিরাকৃত হয়। এই রূপে বিবেকের শতগুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যাঁহাকে পাইলে, আর কিছুই পাইবার অপেক্ষা থাকে না, সেই আত্মরূপী পরমপুরুষার্থরূপী নিরাময় ব্রহ্ম একমাত্র বিবেকেরই আয়ত্ত। বিবেক অতিমাত্র-মলিন হৃদয়কেও দর্পণের ন্যায়, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করে। তখন তাহাতে পরব্রহ্মরূপ পরম বস্তু অনায়াসে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম সর্গ (আত্মও আত্মজ্ঞান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সংসারে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সকলেরই ক্ষয় হইবে, ও হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার ধ্বংস

নাই। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, আত্মা লইয়াই সংসার। আত্মাকে না জানিলে, কিছুতেই কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মাই এই দেহরাজ্যের রাজা; তুমি বিশেষরূপে ইহাকে অবগত হও। তাহা হইলে, কিছুই তোমার অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। য ব্যক্তি আত্মাকে জানে না, সে কোন কালেই মুক্ত হইতে াারে না। ইহার যুক্তি ও কারণ সুস্পষ্ট।

পশুজাতির আত্মজ্ঞান নাই, এই জন্য বলবীর্য্য ও বিক্রম াত্বেও তাহারা চিরকালই মনুষ্যের অধীন হইয়া আছে। শারীরিক বল বলই নহে; আত্মবলই বল। আত্মবলে স্বর্গপর্য্যন্তও নায়াসে জয় করা যাইতে পারে।

আমি এই আমি নহি, তুমিও এই তুমি নহ, এই সমস্ত াস্তও বন্ধন হে, সংসারের কিছুই থাকিবে না, এই স্ত্রী এই পুত্র ামার নহে, আমিও তাহাদের নহি, এমন কি আমি আমার নিজে-রও নহি, যদি নিজের হইতাম; তাহা হইলে, যখন যাহা মনে করিতাম, তখন তাহাই করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, রোগ শোক আমায় আর আক্রমণ বা অভিভূত করিতে পারিত না, ইত্যাদিই আত্মতত্ত্ববিচারণার ফল।

যিনি সর্ব্বদা অত্মতত্ত্বের আলোচনা করেন, অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি শতগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। তিনি সামান্য বিপদে অভিভূত বা সামান্য সম্পদে মত্ত হয়েন না। তাঁহার নিকট লোষ্ট্রকাঞ্চন, হর্ষবিষাদ এবং সুখদুঃখ একইরূপে প্রতীয়-মান হয়। তিনি কিছুতেই অবশ অবসন্ন ও বিচলিত হন না। শত শত গ্রামের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও, যেমন তাঁহার কোনপ্রকার বিকারসঞ্চার হয় না, শত দিকে শত রূপে অনিষ্টা-পত্তি হইলেও, তেমন তিনি অবিকৃত অবস্থিতি করেন। ইহার নাম আত্মবল।

ইন্দ্র অপেক্ষা প্রভু ও পরাক্রমী দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সামান্য-ফলমূলাশী অরণ্যবাসী একজন ঋষিও বজ্রসহিত তদীয় হস্ত

স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, ইন্দ্রের আত্মবল নাই। ইহাই আত্মবলের পরীক্ষা ও লক্ষণ।

অষ্টম সর্গ (সিদ্ধগীতা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! বিদেহনগরে জনক নামে রাজা ছিলেন। তিনি যেমন বলবীর্য্যপ্রতাপশালী, তদ্বৎ বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞান-বিশিষ্ট। তাঁহার আপদের যেমন লেশ ছিল না, সম্পদের তেমন শেষ ছিল না। তিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর অভিভাবক, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ, মিত্ররূপ পদ্মের প্রভাকর, বন্ধুরূপ পুষ্পের মধুমাস, শত্রুরূপ তিমিরের দিবাকর, সৌজন্যরূপ রত্নের সাগর ও দ্বিজাতিরূপ কুমুদষণ্ডের পূর্ণচন্দ্র। তিনি দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায়, পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

একদা মধুমাস সমাগত হইলে, তিনি অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আপনার রমণীয় উপবন বিহারে গমন করিলেন। ঐ উপবন উন্মত্ত কোকিলকুলের কলরবে প্রতিধ্বনিত, বিবিধ কুসুমগন্ধে আমোদিত এবং মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে সুবেল্লিত। তত্রত্য কুঞ্জগৃহ মনোহর মকরন্দে সুরভীকৃত গন্ধবহের সংসর্গে সাতিশয় সুখ-সেব্য। রাজর্ষি জনক দ্বিতীয় নন্দনের ন্যায়, উল্লিখিত উদ্যানস্থ কুঞ্জমধ্যে দ্বিতীয় বাসবের ন্যায়, বিচরণ করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন, সিদ্ধগণ তত্রত্য তমালগহনে অদৃশ্য হইয়া, আত্মবিষয় কথোপকথন করিতেছেন। অয়ি কমললোচন! আমি সেই গিরি কন্দরবিহারী বিজনচারী সিদ্ধগণের, মনোহারিণী গীতগাথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। উহা শ্রবণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পরমাত্মভাবনা সমুৎপন্ন হয়।

সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ কহিলেন, যিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, যিনি নিশ্চয় আনন্দস্বরূপ, যাঁহা হইতে স্বভাবতঃ বিবিধ জ্ঞান সমুদিত হয়, আমরা সমাধিসহকারে বাহ্য বিষয় হইতে অন্তঃকর-

ণকে প্রত্যাহৃত করিয়া, সেই আত্মার উপাসনা করি।

কেহ কহিলেন, যিনি দর্শনের সাক্ষীস্বরূপ, তিনিই আত্মা। আমরা বাসনা বিসর্জ্জন এবং দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই ত্রিবিধ বস্তু পরিবর্জ্জন করিয়া, তাঁহারই অর্চ্চনা করি।

কেহ কহিলেন, যিনি দৃশ্য অদৃশ্য বা অস্তি নাস্তি সমস্ত বস্তুর প্রকাশক, সেই আত্মার উপাসনা করি।

কেহ কহিলেন, এই দৃশ্যমান বস্তুজাত যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, যাঁহা দ্বারা যাঁহার নিমিত্ত যাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, যাঁহাতে অধিষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত বস্তুই যাঁহার ও যিনি সমস্ত বস্তুস্বরূপ, আমরা সেই সত্যস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি।

কেহ কহিলেন, যিনি অকারাদি হকারান্ত সমস্ত শব্দের প্রকৃতি, যিনি অশেষ আকারে বিরাজমান, যিনি সমস্ত বস্তুর প্রকাশক এবং যিনি নিরন্তর উচ্চারিত হইয়া থাকেন, সেই অহংস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি।

কেহ কহিলেন যাহারা আপনার হৃদয়গুহাস্থ ঈশানকে ত্যাগ করিয়া, অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা সুবর্ণ ফেলিয়া, ধূলিমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

কেহ কহিলেন, বাসনারূপ বিষলতার কুঠারস্বরূপ, সমস্ত আশা ত্যাগ করিলেই, সেই ঈশানকে লাভ করা যাইতে পারে।

কেহ কহিলেন, কিছুই কিছু নহে। সকলই বিনষ্ট হইবে; সুতরাং উহাতে আর আসক্তি কি ও আগ্রহ কি? ইহা অবগত হইয়াও, যে ব্যক্তি দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত বারংবার বাসনার বশীভূত হয় সেই মনুষ্যগর্দ্দভ।

কেহ কহিলেন, ইন্দ্র যেমন কুলিশপ্রহারে পর্ব্বত বিপাটিত করেন তদ্রূপ বিবেকরূপ দণ্ড প্রহার পুরঃসর বারংবার সমুদ্ভূত ইন্দ্রিয় সকলের সংহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা ইন্দ্রিয় সকল অতিমাত্র প্রমাথী। অনায়াসেই স্বপথ ও মোক্ষপথ ভ্রষ্ট করিয়া, লোকদিগকে বিনষ্ট করে। ইন্দ্রিয়দোষে স্বয়ং ইন্দ্রকেও

পতিত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা অশ্বের সহিত ইহাদের তুলনা করিয়াছেন। অশ্ব যেমন শিক্ষিত বা সংযত না হইলে, বিপথে গমন ও আরোহীকে পাতিত করে, অসংযত ইন্দ্রিয়গ্রামও তেমনি উৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া, লোকদিগকে নিপাতিত করে। যাহাদের বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, তাহাদিগকেও ইন্দ্রিয়দোষে পতিত হইতে হয়। কত ব্যক্তির এই রূপে পতন হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শত শত শূরবীর ও মুনি ঋষিরও এই দোষে পতন হইয়াছে, দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।

পুনশ্চ, অন্তকরণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান ও অধিপতি। ইহাকে বশ না করিয়া, শুদ্ধ চক্ষু কর্ণাদি আয়ত্ত করিলে, নিস্তারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব অন্তঃকরণকে সর্ব্বতোভাবে প্রশান্ত ও স্বপথে পরিচালিত করিবে। না করিলে অসুখ ও অশান্তির সীমা নাই। যেখানে মনোবৃত্তি অসংযত, সেইখানেই অসুখের প্রবাহ শতমুখে বর্দ্ধিত। অতএব মনোবৃত্তি সংযত করিয়া, পরম পবিত্র উপশমসুখ আহরণ করিবে। উপশম সুখ প্রাপ্ত হইলে, শান্তিজন্য মনের যে সুখ হয়, তাহার তুলনা নাই। ঐ সুখই প্রকৃত সুখ। স্বর্গের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও ঐ সুখের বিনিময় করা যাইতে পারে না। বৎস! চিত্ত প্রশান্ত হইলে, অনতিকাল মধ্যেই পারমার্থিক উৎকৃষ্ট স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবম সর্গ (জনকের বিলাপ ও তত্ত্বচিন্তা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম! সিদ্ধগণের আত্মবিষয়ক এবংবিধ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, সুতুমুল রণকোলাহল আকর্ণন পূর্ব্বক ভীরুগণের অন্তঃকরণে যেমন বিষাদ সঞ্চরিত হয়, রাজর্ষি জনকও তদ্বৎ বিষণ্ণ হইলেন। আর তাঁহার তিলমাত্রও তথায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না। বর্ষাকালীন নদী যেমন একোদগ্র হইয়া, সাগরাভিমুখে ধাবমান হয়, তিনিও তদ্রূপ গৃহগমনে একান্ত

সমুৎসুক হইলেন। তাদৃশ নন্দনসম উপবনে ইন্দ্রের ন্যায়, বিহার করিয়াও আর তাঁহার অন্তঃকরণে অণুমাত্র আনন্দের উদয় হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ উপবন ত্যাগ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং পরিবারদিগকে স্ব স্ব আলয়ে স্থাপন করিয়া, ভগবান্ ভাস্কর যেপ্রকার অস্তাচলশেখর আশ্রয় করেন, একাকী তদ্রূপ আপন প্রাসাদে অধিরোহণ করিলেন। অবসর পাইয়া, প্রবল বিষাদানল তৎক্ষণে প্রজ্বলিত হইয়া, তাঁহারে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি তাহার দুর্নিবার বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! রাজর্ষি জনক যেরূপ স্বভাবতঃ তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাতে, তাঁহার বিলাপ সমস্তও অবশ্যই নীতিগর্ভ, সন্দেহ নাই। এইজন্য উহা শ্রবণ করিতে সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রাজা জনক এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়, আমার চৈতন্য নাই। সেইজন্য আমি অতীবকষ্টজনক, অতীবকঠোর ও অতীবক্ষণভঙ্গুর এই লোকদশায় পাষাণের ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছি! হায়, আমার ন্যায়, এই লোকসকলও নিতান্ত হতভাগ্য ও হতচৈতন্য। সেইজন্য ইহারাও, কূপমধ্যে অন্ধ ভেকের ন্যায়, এই সংসাররূপ অন্ধকূপে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এই অন্ধকূপের সারত্ব কি? গৌরব কি? বহুমান কি? ইহা যেরূপ সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত ও সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ বা নিরুদ্ধ সেই রূপ সংকটশতে সমাকীর্ণ, ও সাতিশয় ভীষণ গহন ঘোরাতি-ঘোর ভাববিশিষ্ট।

আমার এই জীবন অনন্তকালের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। ইহাতে আবার আশা কি ও আশ্বাশ কি? কিন্তু আমি এমনই অন্ধ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন, যে, ঈদৃশ ক্ষুদ্র জীবনেও আশা ও আশ্বাসবন্ধন স্থাপন

করিতেছি; আমার ন্যায় অবোধ, অজ্ঞান ও অসারমতি আর কে আছে? যাহা কিছুই নহে, সুতরাং যাহাতে কিছুমাত্র অভীষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ অসার বিষয়ে আমার ন্যায়, অসার ও অপদার্থ পুরুষ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি অনর্থক আশ্বাসবদ্ধ হইতে পারে? ভগবন্ সত্যপুরুষ! আমারে রক্ষা করুন। আমি আপনার অনুগ্রহে আত্মগতি লাভ করি।

আমার এই রাজ্যও অতি সামান্য। বিশেষতঃ, যত দিন বাঁচিব, ততদিনই ইহা ভোগ করিব! মৃত্যুর পর আর ইহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। হয় ত, ইতিমধ্যেই বা মরণের পূর্ব্বেই ইহা ধ্বংস ও ক্ষয় হইতে পারে। অতএব আমি কি জন্য ঈদৃশ অস্থায়ী, অসার ও অনর্থময় রাজপদে সন্তুষ্ট রহিয়াছি! অথবা, আমি মূঢ় ও হতচৈতন্য। সেইজন্য, ভাবী দুঃখপ্রতীকারের চিন্তা না করিয়া, বর্ত্তমানের অসার সুখে মত্ত রহিয়াছি! এই সুখ কি বাস্তবিক সুখ? কখনই না। ইহা দুঃখের নামমাত্র।

হায়, কোন্ ঐন্দ্রজালিক প্রপঞ্চহীন ইন্দ্রজাল দ্বারা আমারে একান্ত মুগ্ধ করিতেছে। যাহা উদার, অকৃত্রিম, সত্য ও রমণীয়, সংসারে এরূপ বস্তু কি আছে? কিছুই না। তবে আমি ইহাতে কি জন্য আসক্ত রহিয়াছি ও বদ্ধ হইয়াছি? আমার মতি কি ভ্রষ্ট ও বুদ্ধি কি বিনষ্ট হইয়াছে? তাহা না হইলে, আমি ইহাতে আসক্ত হইব কেন? বুঝিলাম, সংসারের কিছুই সত্য নহে! অতঃপর এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানে সমস্ত বাহ্যভাবনা ত্যাগ করিয়া, করিয়া, একমাত্র সত্যস্বরূপে আসক্ত হইব।

এই জীবভাব, জলবিন্দুর ন্যায়, একান্ত ক্ষণভঙ্গুর। এবং দুঃখের জন্যই কেবল সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। তবে আর সুখলাভের ইচ্ছা কি, যত্ন কি ও আগ্রহ কি? প্রতি দিন, প্রতি ক্ষণ, প্রতি মাস ও প্রতি বৎসর বারংবার কেবল দুঃখভোগেই অতিবাহিত হয়। আমার এই ইন্দ্রবৎ ঐশ্বর্য্য, যমবৎ প্রতাপ, এবং সূর্য্যবৎ তেজঃপ্রভা, ইত্যাদি সমস্তই ক্ষণ-

কালের নিমিত্ত; সুতরাং নষ্ট হইয়া আছে; ইহা আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা করি না। হায়, সংসারে এমন পদ কি আছে, কিছুই নাই, যাহাতে সজ্জনগণ অনায়াসে অধিষ্ঠান করিতে পারেন। সংসারের কিছুতেই বিশ্বাস নাই। কেননা, কিছুই স্থায়ী বা স্থির নহে। মূঢ়েরাই ইহাতে বিশ্বাস করিয়া আশ্বাসবদ্ধ হয়।

হা হতদগ্ধ পাপচিত্ত! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মাদিগের মস্তকের উপরি অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগকেও অধঃপতিত হইতে হয়। অতএব তোমার এই সামান্য মহত্ত্বে আমার বিশ্বাস কি? দেবগণের তুলনায় তুমি কীটাণুকীট পদবাচ্য হইতেও পার না। সুতরাং, তোমার অধঃপতন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা কি আর বলিতে হয়। যাহারা আমার ন্যায় মূঢ় ও হতজ্ঞান তাহারাই তোমাতে বিশ্বাস করে। বাস্তবিক, তুমি বানরের ন্যায় চঞ্চলতাই লোক সকলের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছ। তুমি চঞ্চল হইয়া, কখন কি কল্পনা কর; স্থিরতা নাই। মানুষ তোমারই চঞ্চলতার জন্য অধীর হইয়া, ব্যাকুল হইয়া, বিধুর হইয়া ও সর্ব্বতোভাবে বিব্রত হইয়া, ইতস্ততঃ অনর্থক বিচরণ করে এবং অমৃতবোধে বিষসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া, অজগর ধারণপূর্ব্বক অকালে বা সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও সঙ্কুচিত হয় না। অতএব মন! তুমি আমায় পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। আমি তোমার প্রসাদে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, সুখী ও সচ্ছন্দ হই।

হায়, কি বিড়ম্বনা! বন্ধন না থাকিলেও আমি বদ্ধ হইয়া আছি এবং পতন না হইলেও পতিত হইতেছি। হায়, আমি স্বীয় স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমার কলঙ্কের ও লাঞ্ছনার বিষয় কি আছে! হায়, আমাতে আর আমি নাই। যদি আমাতে আমি থাকিতাম, তাহা হইলে, আমার, আমার করিয়া, এরূপ প্রকৃতিভ্রষ্ট ও সর্ব্বথা নষ্ট হইতাম না। যাহারা স্বীয় স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদের আর পদার্থ কি? তাহাদের

উদ্ধারের পথও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মানুষমাত্রেরই আমার ন্যায়, এইপ্রকার দারুণ দুর্দ্দশার আবিষ্কার হইয়াছে। সেইজন্য সংসারে আর ভদ্রস্থতা নাই।

হায়, নিবিড় নীলিমাপূর্ণ নীরদখণ্ড যেমন দিবাকরের অগ্রগামী হয়, সেইরূপ আমি পরমবুদ্ধিমান্ হইলেও, দারুণ মহামোহ সহসা আমার সম্মুখীন হইয়াছে! ইহার কারণ কি? আমি আর কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা কখনও প্রকৃত নহে। আমি কেবল স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণাদি অসার বিষয়ই বুঝিয়া থাকি, যাহাতে ইহকালও নাই, পরকালও নাই এবং স্বার্থও নাই, পরার্থও নাই। যাহারা কেবল স্ত্রীপুত্রাদি বুঝে, তাহারা কিছুই বুঝে না। তাহারাই মহামোহে আচ্ছন্ন। আমারও তাদৃশী শোচনীয় দশার শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে? হায়, আমার পরিণাম কি হইবে! আমি সংসারে আসিলাম, কেবল স্ত্রীপুত্রাদি নরকবিষয় বুঝিলাম; আর কিছুই বুঝিলাম না; কিছুই ভাবিলাম না; কিছুই জানিলাম না; কিছুই শুনিলাম না; ও চিনিলাম না! আমার কি হইবে? সকলই অন্ধকার দেখিতেছি! বোধ হয়, এই ঘোর নিবিড় অন্ধকারেই মরিতে হইবে! তাহা হইলে, আমার কি হইবে! আমি কি এইপ্রকার ভয়ঙ্কর শোচনীয় মৃত্যু লাভ জন্যই পাপ সংসারে আসিলাম! সর্ব্বথা আমাকে ধিক্!

হায়; আমার এই সুবিপুল ভোগবিলাস, এই অসংখ্য দাস দাসী, এই অগণিত বন্ধুবান্ধব, ইহারা বাস্তবিকই কি আমার? না, আমিই বাস্তবিক কি ইহাদের? কখনই না। সকলই স্বপ্নমাত্র, কল্পনামাত্র অথবা ছায়ামাত্র। তবে আমি বালকের ন্যায়, অনর্থক আমার আমার করিয়া, একান্ত মোহিত হইতেছি কেন? আমি যাহাদিগকে আমার বলিতেছি, ইহারা এই মুহূর্ত্তেই হয় ত আমাকে ত্যাগ করিতে পারে অথবা আমিও এখনই ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি। এই রূপে পরিত্যাগ হইলে, আমার

সহিত আর ঐ সকলের সম্পর্ক কি? তবে আমি কেন মোহিত হইতেছি? ধিক্ আমাকে! ধিক্ এই সকলকে।

হায়! সংসারে আস্থা ও আগ্রহ করিলে, অসুখ ও উদ্বেগ এই উভয়কে স্বয়ং আহ্বান করা হয়। পণ্ডিতেরা ঐরূপ সংসারাস্থাকে জরামরণের প্রিয়সখী ও দুঃখবিষাদের প্রসূতি বলিয়া, উপদেশ ও পরিহার করিতে বারংবার আদেশ করিয়াছেন। ইহা জানিয়াও আমি কিজন্য তাদৃশী মৃত্যুসম ভয়ঙ্করী আস্থাকে আশ্রয় করিয়া, পদে পদে বদ্ধ ও দুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছি?

সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই বুদ্বুদশ্রীর ন্যায়, মিথ্যাসমুদিত। সুতরাং, আমি যাহা দেখিতেছি তৎসমস্ত আমারই আগ্রহমাত্র। অতএব আমি আর বৃথা আগ্রহ করিব না। যাহা দেখিতেছি, আর তাহা দেখিব না। মন হইতে এক বারেই দৃশ্যজাল মার্জ্জনা করিয়া ফেলিব। দৃশ্য মার্জ্জন না হইলে, পরমার্থদর্শন নিষ্পন্ন হয় না। পরমার্থ দর্শন না হইলে, পুরুষার্থপ্রাপ্তি হয় না। পুরুষার্থপ্রাপ্তি না হইলে, সংসারনিবৃত্তি হয় না। সংসারনিবৃত্তি না হইলে, অশেষ যন্ত্রণার নিরাস হয় না।

পৃথিবীর কত সম্পত্তি কোথায় গিয়াছে। কত বন্ধু বান্ধবও কোথায় গিয়াছে! কত আত্মীয় স্বজনও কোথায় গিয়াছে! স্মরণ করিলেও, সে সকল আর কাহার মনে হয় না। মনে হইলেই বা ফল কি? সকলেরই এইরূপ হইবে; তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। হায়, আমরা কি অন্ধ! কি মূঢ়! ঈদৃশ অসার ও অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যে বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া রহিয়াছি! মনে হইতেছে, আমাদের এইবর্ত্তমান ধন জন কিছুরই লয় হইবে না। সকলই চিরদিন এই ভাবে থাকিবে ও এই রূপে যাইবে। কিন্তু এসকল স্বপ্নকথা বা উপকথাবৎ একান্ত অলীক ও অসৎ। বালকেরাই ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রতিপদে সকল বস্তুরই কোন না কোনরূপে ক্ষয় হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কি আশ্চর্য্য! তথাপি আমরা আশা ও আসক্তির

দাস হইয়া, বারংবার মোহিত হইয়া থাকি! অতএব আমাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ বা পাশবপ্রকৃতি আর কে আছে? বলিতে কি, স্বয়ং ইন্দ্রেরও পতন ও ব্রহ্মারও ধ্বংস হইয়া থাকে। অতএব আমার এই অসার ঐশ্বর্য্যে আশ্বাস কি ও বিশ্বাস কি? বুদ্বুদ যেমন জলে লীন হয়, তদ্রূপ লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রের লয় হইয়াছে। অতএব ধীমান্ সাধুগণ কিরূপে এই ভঙ্গুর জীবনে আশা, আশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে পারেন? কোটি কোটি ব্রহ্মা, কোটি কোটি সৃষ্টি ও কোটি কোটি প্রাণী ধূলির ন্যায় দিবানিশি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। তবে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অসার ও অস্থায়ী জীবনে শ্রদ্ধা কি ও আস্থা কি? আমি কি ভাবিয়া ও কি আশয়ে এই ভঙ্গুর জীবন বহন করিতেছি? বহন করিয়া ফল কি? যাহারা ঈদৃশ অসার জীবনভার বহন করে, ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তাহাদের প্রভেদ কি? তাহারা জীবনে যেমন, মরণেও তেমন, দুঃখভার বহন করিয়া থাকে। কোন কালেই তাহাদের উদ্ধার নাই।

এই সংসার রাত্রিস্বরূপ। এই দেহ তাহার বিবিধক্লেশময় ও ভ্রমময় দুঃস্বপ্ন স্বরূপ। আমি কি রূপে ইহাতে বিশ্বাস বদ্ধ করিয়া আছি? সর্ব্বথা আমাকে ধিক্! যাহাতে বিশ্বাস কিছুই নাই, তাহাতে বিশ্বাস করা আর কুবলয়মালা বলিয়া অসিলতা গলদেশে অর্পণ করা একই কথা! হায়; আমি কি অন্ধ! হায়, সংসারের লোক সকলও কি অন্ধ! আমরা সকলেই অবিশ্বস্ত অসার দেহে মিত্রবৎ ও আত্মবৎ বিশ্বাস বদ্ধ করিয়াছি। আমাদের পরিণাম কি হইবে? অবশ্যই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। অয়ি হতভাগ্য লোকসকল! তোমরা ভ্রমনিদ্রা পরিহার করিয়া, আলস্য শয্যা ত্যাগ করিয়া, সত্বর জাগরিত হও। নতুবা, তোমাদের নিস্তার নাই।

হায়, দিন ও রাত্রিসকল অজস্র যাতায়াত করিতেছে। এইরূপে কত দিন ও কত রাত্রি অতীত ও আগত হইয়াছে,

বলা যায় না। কিন্তু যাহার বিনাশ নাই, এরূপ একটী দিন বা একটী রাত্রিও কখনও দেখিতে পাইলাম না। যাহা যায়, তাহা ফিরিয়া আইসে না। সমস্তই আমাদের আয়ু লইয়া গমন করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়াও আমার চৈতন্য হয় না! হায় আমাকে ধিক্

হায়, আমি এই দুঃখ হইতে অতিমাত্র দুঃখ ও এই ক্লেশ হইতে অতিমাত্র ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; তথাপি আমার বিরতি বা নিবৃত্তি নাই! অতএব আমার এই অধম ও অসার চিত্তকে ধিক্! হায়, আমি কোথায় যাইব, কি করিব! হায়, আমি বিষয় বিষয় করিয়া, পরিণাম হারাইলাম; তথাপি বিষয়ে আমার বিনিবৃত্তি নাই! হায়, আমি অর্থ অর্থ করিয়া, পরমার্থ হারাইলাম; তথাপি আমার অর্থে বিনিবৃত্তি নাই! হায়! আমি কত বিষয় ও কত অর্থ ভোগ করিলাম; তথাপি আমার বিরতি নাই! মৃত্যু আমার নিকট হইয়াছে, কাল আমার আসন্ন হইয়াছে; তথাপি আমার বিরতি নাই হায়, আমার কি হইবে! হায়, আমি কি করিব! হায়, মানুষ! তুমিও আমার ন্যায়, পরিণাম ও পরমার্থ হারাইয়াছ। অতএব এই বেলা বিনিবৃত্তি হও।

আমার যে সকল রমণীয় বস্তু ছিল, যাহাতে আমি অতিমাত্র আশক্ত ছিলাম, তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আর যে প্রকার উত্তম বস্তু কিছুই নাই। তবে আমি কি আশয়ে ও কি ভাবিয়া সংসারে, পাপসংসারে বদ্ধ ও নিবদ্ধ রহিয়াছি! আমার কি হইবে! ধিক্! আমার আসক্তিতে ধিক্।

কি প্রথমাবস্থা, কি মধ্যাবস্থা, কি যৌবনাবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা, সর্ব্বত্রই মনোরম বিষয়মাত্রেই অপবিত্র। কেননা, তাহাদের কিছুই স্থায়ী নহে! মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ জড়। এইজন্য বাল্যকালে অজ্ঞানবশে হতপ্রায় ও যৌবনে মোহবশে বিনষ্টচিত্ত হইয়া, জীবন যাপন করে। অনন্তর শেষ বয়সে অশেষ চিন্তায় নিপীড়িত হইয়া, চরমে কলেবর বিসর্জ্জন করে! এই রূপে তাহার কিছুই

ভাল নহে। অতএব সে কবে আর কি করিবে? হায় অনন্তদশাদূষিত এই সংসার অনবরত ক্ষয় বিনাশ বা জন্ম মৃত্যু ভোগ করিয়া, একান্ত বিরস হইয়া উঠিয়াছে! ইহাতে সুখের বিষয় কিছুই নাই। না জানি কি বুঝিয়া ও কি ভাবিয়া, হতভাগ্য পাপ মানুষ ঈদৃশ অসারসার সংসারকে সারময় দেখিয়া থাকে! অথবা, মানুষের সকলই বিপরীত। হিতকে অহিত ও অহিতকে হিত দর্শন করাই মানুষের স্বভাব। এই স্বভাব দোষেই তাহার অশেষ ক্লেশ ও বিষম বিপত্তি ভোগ হইয়া থাকে এবং কোন কালে প্রকৃত সুখদর্শন সম্পন্ন হয় না।

রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও কখনও কল্পান্ত-কালাধিক স্বর্গভোগে সমর্থ হওয়া যায় না অতএব আমি কোন্ এক বস্তুর আশ্রয় করিব? সংসারে এমন বস্তুই বা কি আছে, যাহা আশ্রয় করিলে, পরম বিশ্রান্তি লাভ হইতে পারে। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে, আর কাহাকেও এরূপ শতবৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় বিচারণ করিতে হইতনা। হায়, কি কষ্ট! আমারা কিছুই ভাবি না ও কিছুই বুঝি না তাহাতেই আমাদের এই প্রকার দুর্দ্দশার শেষ দশা।

যাহাদের উন্মেষ ও নিমেষে সংসারের উদয় ও লয় হইয়া থাকে, তাদৃশ মহাপুরুষগণই ধন্য! আমার ন্যায়, মূঢ়গণের আর গণনা কি? আমরা কীটাণুকীটমধ্যেও গণ্য নহি। আমরা পশুর ন্যায়, কেবল আহার বিহার করিবার জন্যই জন্মিয়াছি। তদ্ব্যতীত আমাদের জীবনে আর কি স্বার্থ আছে? ভাবিয়া দেখিলে, ঈদৃশ অনর্থক জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। যে জীবনে জীবনের প্রকৃত কার্য্য করা না হয়, সে জীবন, মৃত্যুর সমান, সন্দেহ কি? পণ্ডিতেরা বাস্তবিকই ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে মৃত বলিয়া, শত শত ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন এবং সংসারের বহির্ভূত বলিয়াও, সহস্র ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন।

হায়, এই পদার্থশ্রীর কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। ইহা যেমন

আপাত-রমণীয়, তদ্রূপ সাতিশয় ভঙ্গুরভাবাপন্ন। ইহা শত শত যুক্তি, প্রমাণ ও উপপত্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্ণীত হইয়াছে। তবে আর ইহাতে বাসনা কি ও অভিলাষ কি? রম্য হইতেও রম্যতর ও সুস্থির হইতেও সুস্থিরতর বিদ্যমান আছে। তবে কেন ঈদৃশ অরম্য ও অস্থির পদার্থে লোকসকল আদর ও অনুরাগ প্রদর্শন করে? তবে কেন বিষয়ের ব্যামোহকরী, সর্ব্বনাশকরী ও অবসাদকরী শক্তিতে লোকমাত্রেই মোহিত হইয়া আছে? হায়; কাহারও কি চৈতন্য নাই। কেহই কি বুঝিতে পারে না, যে, অবশ্যই একদিন এই পদার্থশ্রী কুজ্ঝটিকার ন্যায়, কোথায় অদৃশ্য হইবে। কেননা, প্রতিক্ষণে প্রতিপদেই এইপ্রকার অদৃশ্যভাব সংঘটিত হইয়া থাকে।

সম্পদই বিপদ ও বিপদই সম্পদ। মূঢ়েরাই কেবল সংসারে হেয়োপাদেয় কল্পনা করে। বাস্তবিক, যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার হেয়োপাদেয়ত্ব কি? পণ্ডিতেরা হেয় ও উপাদেয় সমভাবে দর্শন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টি একমাত্র পরম বস্তুতেই অভিমুখীন বা একোদগ্র। সংসারের কিছুতেই তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করেন না। যাহা অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হেয় উপাদেয় যাহাই হউক, তাহাতে আবার আস্থা কি? পতঙ্গের পক্ষে প্রজ্বলিত পাবশশিখা যেমন, আমাদের পক্ষে এই সমস্ত অগ্নিশিখাও তেমন, ভয়ঙ্কর ও প্রাণান্তিক। অতএব আমি ঈদৃশ অত্যুত্তপ্ত সুখদৃষ্টির কাহাতে অনুরক্ত হইব? ইহা সান্নিধ্যমাত্রেই মন প্রাণ দগ্ধ করে। অতএব নিরন্তর দুঃখভোগও শ্রেয়ঃকল্প; তথাপি রৌরবাগ্নির প্রবলশিখাসদৃশ অতীবভীষণ ও অতীবপ্রদাহজনক সুখ দুঃখাদির ঘোরতর আবর্ত্তপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত সংসারবৃত্তিতে সুখভোগের প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতেরা সংসারকেই দুঃখের সীমান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং, সংসারে সুখলাভের সম্ভাবনা কি? যাহারা সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাহারা মরীচিকা আশ্রয় করিয়া; পিপাসানিবারণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

ফলতঃ, এই সংসার স্বভাবতঃ দুঃখস্বরূপ। ইহাতে যাহা আছে তৎসমস্তই মহাদুঃখস্বরূপ। মূর্খের নিকট ঐ সকল মহাদুঃখ মধুররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পতঙ্গ যেরূপ আলোকদর্শনে মোহিত হইয়া, প্রজ্বলিত পাবকে পতিত ও তৎক্ষণাৎ উপরত হয়; মূঢ়েরাই তদ্রূপ ঐ সকল দুঃখকে সুখ বোধে আলিঙ্গন করিয়া, আপনা আপনি বিনষ্ট হয়, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি বিষয়ে বদ্ধ হইয়া, যে পিপুল বিষাদে ব্যথিত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেও, মন প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তথাপি আমার নিবৃত্তি নাই।

এই সংসার বৃক্ষস্বরূপ। দেহাদি ইহার শাখাঙ্কুর, দুঃখাদি ইহার ফল পল্লব এবং মন ইহার মূল, সুতরাং, ইহা কল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে। মনকে বিনাশ না করিলে, এই বৃক্ষের ধ্বংস নাই। বৃক্ষের ধ্বংস না হইলেও, উদ্ধার নাই। হায়, এই মনোমর্কট আকারমাত্রে রমণীয়। ইহাতে বিশ্বাস কি? অতএব আমি ইহার ব্যবহারে আর বিরাম করিব না। একবারেই ইহাকে ত্যাগ করিব। যাহারা মনকে ত্যাগ করে, তাহারাই সুখী, স্বচ্ছন্দ ও স্বস্থ, সন্দেহ নাই। মুক্তি তাহাদেরই অধিকৃত, এবিষয়েও সংশয় নাই।

এই সংসারবৃত্তি শত শত আশাপাশে রুদ্ধ ও শত শত উৎপাতে পরিব্যাপ্ত। আমি কিজন্য ইহাতে বদ্ধ হইয়া আছি? কৈ, এতদিন বদ্ধ হইয়া ত, কিছুই সুখলাভ করিতে পারিলাম না? প্রত্যুত, স্বার্থ, পরমার্থ ও পুরুষার্থ, ফলতঃ, সকল অর্থই ভ্রষ্ট করিলাম। কষ্টেরও একশেষ হইয়াছে। বিনষ্টেরও আর অবশিষ্ট নাই। অতএব অদ্যই ইহাতে বিনিবৃত্ত ও বিরত হইব। বিরত না হইলে, আর উদ্ধার নাই। যাহারা বিরত হইয়াছে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

হায়, আমি বিনষ্ট হইলাম। হত হইলাম এই বলিয়া আর বারংবার রোদন করা যাইতে পারে না। অতএব আর যাহাতে

এই রূপে রোদন করিতে না হয়, অদ্য তাহাই করিব। মনকে বিনাশ করিয়া, আমি প্রবুদ্ধ হইব। কেননা, এই মন আমার পরমার্থসাধন ব্যাহত করিয়াছে। ইহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না। এই মন আমায় বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রভাবে আমি আত্মপথ বা তত্ত্বমার্গ বিস্মৃত হইয়াছি। যাহারা আত্মপথ বিস্মৃত, তাহারাই হত, তাহারাই বিনষ্ট। আর আমি এরূপ হতদশায় থাকিতে পারিব না। মনকে অদ্যই বিনাশ করিয়া, জীবিত হইব ও মুক্ত হইব। এই মনই আমার পরম শত্রু। শত্রু বিনাশ না করিলে, কোন মতেই স্বস্তি বা শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। আত্মা অপেক্ষা প্রিয় নাই ও বন্ধু নাই। মন সেই আত্মার প্রতি বিরক্ত। সুতরাং, মন অপেক্ষা আমার পরম শত্রু বা পরম বিপক্ষ আর কে আছে? বিশেষতঃ, যাহা সাক্ষাৎ অনন্ত দুঃখস্বরূপ এবং যাহাতে দুঃখ ভিন্ন সুখের লেশ-মাত্রও নাই, মন আমাকে সেই পাপ সংসারেই আসক্ত করিয়া থাকে। অতএব মন অপেক্ষা পরমশত্রুপদবাচ্য আর কে হইতে পারে? যেখানে মন, সেইখানেই ক্ষয়, সেইখানেই বিনাশ সন্দেহ নাই।

এই সাধু সিদ্ধগণের সাধু বাক্যে আমার পরম প্রবোধ সঞ্চার হইয়াছে। অতএব আর আমি বিফল বিষয়ামোদে মত্ত থাকিয়া, পরমার্থপথ পরিহৃত করিব না। সমস্ত ত্যাগ করিয়া, পরমানন্দ সাধন করিব এবং আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিয়া, একবারেই বিশ্রান্ত হইব।

অয়ি বিবেক! অদ্য আমি তোমার অনুগ্রহে অহঙ্কারাত্মক মনকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি। তোমাকে নমস্কার। তুমি চিরকাল আমার প্রতি এইপ্রকার প্রসন্ন থাক, তাহা হইলে, আমি অনায়াসেই সংসারসাগর উত্তরণ করিব। আমার আর ভয় কি? আমি যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন আমার অভয়পদপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে।

দশম সর্গ। (নিশ্চয় বর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজর্ষি জনক এইপ্রকার বিতর্কে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে অন্যতর প্রতিহারী তথায় প্রবেশপূর্ব্বক নিবেদন করিল, দেব! আপনার সুবিশাল ভুজস্তম্ভে সমগ্র মেদিনী-মণ্ডল পরম সুখে বিশ্রাম করিতেছে। অধুনা, গাত্রোত্থান করিয়া, আহ্নিককৃত্য সমাধান করুন।

মহারাজ! স্ত্রী সকল স্নানভূমিতে কর্পূর ও কুঙ্কুমে অলঙ্কৃত সলিলপূর্ণ ঘট সকল স্থাপন করিয়া, ভবদীয় প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ফলতঃ, স্নানীয় সজ্জা সকল সম্যক্ বিধানে প্রস্তুত ও দেবমন্দির সকল সুচারু রূপে সজ্জিত হইয়াছে। দ্বিজগণ স্নান করিয়া, অঘমর্ষণ জপ করত পবিত্র হস্তে স্নানভূমিতে দক্ষিণাপরিগ্রহ জন্য আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চামরধারিণী রমণীরা স্বকার্য্যসাধনে সমুদ্যত রহিয়াছে। অতএব সত্বর গাত্রোত্থান অনুমতি হউক। আপনার ন্যায় মহাত্মারা কদাচ স্বকার্য্যে অবহেলা করেন না।

বৎস রামভদ্র! প্রতিহার এইপ্রকার নিবেদন করিলেও রাজর্ষি জনক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, পূর্ব্ববৎ বিচিত্র সংসার স্থিতি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন এই সংসার কি? ইহাতে, আমি, এই পদার্থ কি? আমার এই রাজ্য কি? ইহাতে সুখ কি? ক্ষণভঙ্গুর এই রাজ্যেই বা আমার প্রয়োজন কি? সমস্তই ইন্দ্রজাল স্বরূপ ও মায়া স্বরূপ। অতএব এই মুহূর্ত্তেই ইহা ত্যাগ করিয়া, স্থিরভাব ধারণ করিব। মন যে যে দশায় স্বীয় সম্ভ্রম সন্দর্শন করে, তাহাতেই তাহার দুঃখভোগ হইয়া থাকে! এই ভোগভূমিতে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইয়াও, মনের তৃপ্তি সমুদ্ভূত হয় না। অতএব সর্ব্বথা ইহা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর তিনি সহসা ঐরূপ চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, ক্ষণকাল শান্ত চিত্তে ও মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন; প্রতিহার

গৌরব ও ভয়প্রযুক্ত আর কোন্ কথাই বলিল না। বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইয়া, প্রভুর মুখাপেক্ষায় পুত্তলিকার ন্যায়, অবিচলিত দণ্ডায়মান রহিল। অনঘ! স্বভাবতঃ তত্ত্বযোগবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানী জনকের মন একবারেই বীতস্পৃহ ও বীতরাগ হইয়াছিল। সংসারের কিছুতেই আর তাঁহার কিছুমাত্র মতি বা প্রবৃত্তি ছিল না। এইজন্য তিনি বাহ্য ব্যাপার পরিহার ও বাহ্য জ্ঞান বিসর্জ্জন করিয়া, পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, যত্নপূর্ব্বক যাহার সাধন করা যাইতে পারে, সংসারে সেরূপ বস্তু কি আছে? অথবা যাহাতে আস্থা করিতে পারি এবং যাহার বিনাশ নাই, এরূপ বস্তু কি আছে? অথবা মৃত্যু যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, সংসারে সেরূপ বস্তুই বা কি আছে? আমার ক্রিয়া বা অক্রিয়ার প্রয়োজন কি? আমি প্রাপ্ত বস্তুর পরিহার ও অপ্রাপ্তের অভিলাষ করিব না। অতঃপর আমি সংসারের সমস্ত ত্যাগ করিয়া, স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া, আত্মাতেই অবস্থিতি করিব। আমার কৃত বা অকৃত কিছুই নাই। আমার যাহা আছে, তাহা থাক, আমি তাহা ত্যাগ করিব না; আমার আর কিছুতেই স্পৃহা নাই। আমার যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট। তাহা বিনষ্ট হইলেও, তজ্জন্য আর চেষ্টা করিব না। কেননা, সমস্তই অসৎ। কর্ম্ম করিয়া, তাহার ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে কামনা না থাকিলে, সেই কর্ম্ম কর্ম্মমধ্যেই গণ্য হয় না। পুরুষের নিশ্চয়ই অর্থাৎ কর্ম্মকামনাই কর্ম্মফল ভোগ করে। অতএব আমি কর্ম্মফলপ্রত্যাশাপরিহারপুরঃসর বুদ্ধিকে স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া, অন্তরস্থ অধীরতা বিসর্জ্জন করিব। আমি যখন জানিয়াছি, সংসারে উপাদেয় কিছুই নাই, তখন আর ইহাতে আসক্তি কি ও আগ্রহ কি?

একাদশ সর্গ। (মনের শাসন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘূদ্বহ! রাজর্ষি জনক এই প্রকার চিন্তানন্তর অনাসক্ত হইয়া, তৎকালসমুচিত কার্য্যপরম্পরাসমাধান জন্য সমুত্থিত হইলেন। বোধ হইল, ভগবান্ ভাস্কর যেন স্বীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য উত্থান করিলেন। অনন্তর তিনি বাহ্য চেতনা ও বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, জীবিতসত্ত্বেও মৃতের ন্যায়, ইষ্টানিষ্ট-পবিহারপুরঃসর যথাপ্রাপ্ত কার্য্যসকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ সম্পন্ন হইলে, রজনীর সমাগমে তিনি একাকী পূর্ব্ববৎ ধ্যানপরায়ণ হইলেন। ঐপ্রকার ধ্যানবশে মনকে জয় ও বিষয়ভ্রম পরাহত করিয়া, তিনি সেই যামিনী যাপনানন্তর পুনরায় প্রভাতে মনকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! রাজা জনক যে রূপে মনকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া, বিষয়-বিসবিদূষিত মদীয় চিত্তকে স্বস্থ ও সুখিত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শ্রবণ কর। রাজর্ষি জনক মনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি সুন্দর! এই সংসার যেপ্রকার অসার ও অস্থায়ী, তাহাতে ইহা কখনও আত্মার সুখের নিমিত্ত হইতে পারে না। যাহা সুখের জন্য নহে, তাহাতে আবার প্রবৃত্তি কি? অতএব তুমি শান্তি অবলম্বন কর। শান্তি আশ্রয় করিলে, সারভূত নিরুপম সুখলাভ করা যায়। চিত্ত! তুমি যখন যাহা মনে কর, তখনই তাহা হইয়া থাকে। তোমার ক্ষমতার সীমা নাই। আমি তোমারই দোষে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকি। অতএব তুমি শান্ত হও।

মন! একমাত্র ভোগেচ্ছাই অনন্ত রূপের আবির্ভাবস্থান এবং একমাত্র চিন্তাবিলাসই অনন্ত সংসারবিস্তৃতির হেতুভূত। অতএব তুমি মুহূর্ত্তেই বিবিধ শোকের ও বিবিধ উদ্বেগের উদ্ভবক্ষেত্র ভোগ ও চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হও। এই পিতা, এই মাতা, এই

স্ত্রী, এই পুত্র, এই দাস, এই দাসী, এই যান, এই বাহন, ফলতঃ, সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই তোমারই কল্পনা। তুমি ক্ষণমধ্যেই আকাশপাতাল ব্যাপ্ত করিয়া, বায়ুর ন্যায়, অপ্রতিহত গতিতে বিচরণ করিয়া থাক। তোমার এইপ্রকার চঞ্চলতাই অশান্তি ও উদ্বেগের হেতু।

অয়ি চিত্ত! নির্ম্মল শান্তিসুখের সহিত সংসারসৃষ্টির তুলনা কর; যদি কিছু সার পাও, সংসারে আসক্ত হইও। যদি না পাও, তাহা হইলে, তৎক্ষণে পরিত্যাগ করিও। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সংসারে কিঞ্চিন্মাত্রও সার নাই। তুমি তুলনা কর আর নাই কর, ইহা সিদ্ধবাক্য, সংসারে কিঞ্চিদপি সার নাই। সার থাকিলে, মনীষীগণ কখনই ইহা পরিহার করিতে উপদেশ ও আদেশ করিতেন না। অতএব এই দৃশ্যদর্শনলালসা ঐকান্তিক অসার ভাবিয়া, একবারেই ইহাতে নিবৃত্ত হও। কোনরূপেই আর ইহাতে আস্থা করিও না। ইহাতে আস্থা করাই দুঃখ এবং না করাই সুখ। অয়ি সাধো! এই দৃশ্যজাত উদিত বা অস্তমিত, সৎ বা অসৎ, যাহাই হউক, ইহার গুণাগুণে তোমার যেন কোন প্রকার বিকারসঞ্চার না হয়। তুমি নিশ্চয় জানিও, এই দৃশ্য জগৎ কিছুই নহে। যাহা কিছুই নহে, তাহার সহিত আবার সম্বন্ধ কি? এই কারণে তোমারও সহিত ইহাদের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। তুমি যেরূপ অসৎ বা সত্তাশূন্য, এই দৃশ্য জগৎও তদ্রূপ নাই। যাহা নাই, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি রূপে হইতে পারে। পুনশ্চ, তুমি সৎ ও এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ অসৎ, যদি এইপ্রকার হয়, তাহা হইলেও, জীবিত ও মৃতের ন্যায়, তোমাদের পরস্পর সম্বন্ধ কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব তুমি বিষাদরূপ বিষম ব্যাধি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মৌনরূপ আত্মস্থিতি অবলম্বন ও তৎসহকারে প্রকৃত শান্তিসুখ ভোগ কর। এই দৃশ্য জগতের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা প্রাপ্ত হইলে, তুমি পূর্ণ বা একবারেই আপ্তকাম ও সকল অভীষ্টের পার প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব

ভুমি বৈরাগ্যযোগসহায়ে ধীরতা অধিকার করিয়া, শান্ত ও সুস্থির হও। তাহা হইলে আর তোমার মৃত্যুরূপ মহাযন্ত্রণায় পতিত হইতে হইবে না। পণ্ডিতেরা সংসারকেই ঐরূপ মৃত্যু বলিয়াছেন।

—

দ্বাদশ সর্গ (প্রজ্ঞামাহাত্ম্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘুদ্বহ! এইপ্রকার চিন্তাবশে সমুদায় মোহ তিরোহিত ও বুদ্ধির পরম প্রশান্তদশা প্রাদুর্ভূত হইলে, রাজর্ষি জনক অনাসক্ত হইয়া, কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যাহা করেন, করিতে হয়, বলিয়াই করেন। নতুবা, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা নাই। যদি অনুষ্ঠিত কার্য্যের কোন ফল থাকে, হউক, তাহাতে কোনরূপ বৃদ্ধি নাই; ফল না থাকে, না হউক, তাহাতেও কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাঁহার সকল কার্য্যেই এই প্রকার মহনীয় উদাসীনভাব ও পরম উদার গতি। কোনরূপ আনন্দনী বৃত্তিতেই তাঁহার চিত্ত আর প্রসক্ত হয় না এবং এই দৃশ্যজাল গ্রহণ বা বিসর্জ্জন কিছুই করে না। তৎপ্রযুক্ত সুষুপ্তের ন্যায়, সমুদায় শঙ্কা বিগলিত ও বিবেকবলে অহংভাবাদি দোষ সমস্ত বিদলিত হওয়াতে, তিনি পরম সনাতন অনাদি স্বভাব লাভ করিলেন। অনবরত বিবেকের অনুশীলন করাতে, তাঁহার জ্ঞানও বিশিষ্টরূপে নির্ম্মল ও অনন্ত প্রভায় প্রতিভাত হইয়া উঠিল। এই রূপে দোষ সমস্ত নিরাকৃত হওয়াতে, তদীয় হৃদয়ে মেঘোপরোধ-বিনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায়, একান্ত উদ্দীপিত চিৎ সমুদিত হইল। তৎপ্রভাবে তিনি অবলোকন করিলেন, সমস্ত দৃশ্যজাত একমাত্র চিৎ শক্তিতে অবস্থিতি করিতেছে। এইপ্রকার দর্শন করিয়া, তাঁহার আত্মা অনন্ত রূপে পরিণত ও সর্ব্বভূতাত্ম জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইল। আর তিনি কিছুতেই হৃষ্ট বা দুঃখিত হন না। আর তিনি কিছুতেই সুখ বা শোক বোধ করেন না। তিনি

জ্ঞানবলে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেনা সংসারের সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সকলই নামমাত্র। মূঢ়েরাই তাহাতে অভিভূত ও মত্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার জ্ঞানযোগ সহায়ে তিনি প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠানে অনবরত নিরত, সর্ব্বত্র সমভাব-বিশিষ্ট, সর্ব্বকালদর্শী ও লোক-পারাবারজ্ঞ হইয়া, স্বীয় রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। হর্ষ-বিসাদাদি কোনরূপেই আর তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে পারে না, মানসিক গুণদোষাদিও আর তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে না এবং রাজ্যসংক্রান্ত অর্থ বা অনর্থও আর তাঁহাকে সন্তুষ্ট বা বিষণ্ণ করিতে পারে না! তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানবলে গুণদোষ ও প্রকৃতি-বিকার সমস্তই আয়ত্ত করিয়া, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন শান্তির সমাগমে নির্ব্বাত সাগরের ন্যায়, অতিমাত্র অবিক্ষুব্ধ দশা ভোগ করিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার বিকারদোষের অপগমনপ্রযুক্ত তিনি সুষুপ্তের ন্যায়, অবস্থিতি করিলে, আর কোনরূপ ভাবনাই তাঁহার হৃদয়ে পদ-গ্রহণ বা প্রভাববিস্তারে সমর্থ হইল না। তাঁহার আর অশন বসনের ভাবনা নাই; শয়ন উপবেশনেরও চিন্তা নাই; কি হইবে, কি করিব, ইত্যাকার কল্পনারও অণুমাত্র অবসর নাই; স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার পোষণ জন্যও কোনরূপ ভাবনাবশে ব্যস্তভাব নাই। তিনি সমস্ত অতিক্রম ও পরাজয় করিয়া, পরম শান্ত ও সুস্থ ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ বা অতীত বা বর্ত্তমান কোন বিষয়ের জন্যই আর চিন্তা করেন না। সতত প্রফুল্ল চিত্তে যখন যাহা উপস্থিত হয়, তাহারই সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়েন। আশা বা আগ্রহ করিয়া, বিবাদ বা বিগ্রহ করিয়া, কোন বিষয়েরই অনু-ষ্ঠান করেন না।

অনঘ! রাজা জনক একমাত্র বিচারসহায়েই উল্লিখিত রূপে প্রাপ্য বিষয় প্রাপ্ত হইলেন, কোনরূপ ইচ্ছা দ্বারা নহে। ফলতঃ, বিচারই প্রাপ্যলাভের একমাত্র সাধন। বিচার দ্বারা বুদ্ধি ও মনের প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি ও তৎসহকারে সকল বিষয়ের

সুনামতাসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব কোন বিষয় বিচারের সীমান্তপ্রাপ্ত না হইলে, বারম্বার চিত্ত দ্বারা তাহার বিচার করিবে। বিচার না করিয়া, কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। একমাত্র বিচার দ্বারাই হৃদয় নির্ম্মল হইয়া থাকে। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে যেমন তাহার মলিনিমা বিদূরিত ও পরম বিকাস বিস্ফূরিত হয়, বিচারের উদয়ে তেমন হৃদয়ের সকল কালিমা দূর ও পরম প্রকাশসম্পত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞানকেই বিচারশব্দে নির্দ্দেশ করেন। এই প্রজ্ঞান চৈতন্যস্বরূপ! চৈতন্যের উদয় বা সংসর্গে কাহার না হৃদয়-বিকসিত ও ভাস্বর হইবে? যাঁহাদের হৃদয় বিচারবলে বিশিষ্ট-রূপে নির্ম্মল হইয়াছে, তাদৃশ সাধুগণের সহবাসে অবস্থিতি করিলে, যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, শাস্ত্রালোচনা বা পুণ্যানুষ্ঠান কিছুতেই তাদৃশ পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। বিচারই পরমপথ, যে পথে ব্যক্তিমাত্রেরই বিচরণ করা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে বিচরণ করিলে, পরম পুরুষার্থ রূপ পরম অভীষ্টদর্শন সম্পন্ন হয়। বিচার দ্বারা যে সৎসঙ্গসংঘটনী সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোনরূপ পুণ্যানুষ্ঠানযোগেও তাহা সংঘটিত হয় না।

পূর্ব্বাপরবিচারকারিণী পরমসূক্ষ্মাগ্রশালিনী প্রজ্ঞারূপ দীপশিখা সম্মুখে প্রজ্বলিত থাকিলে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার কোন কালেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অয়ি মতিমন্! দুঃখ রূপ বিশাল কল্লোলপরম্পরা যাহাতে নিরন্তর উল্লসিত হইতেছে, সেই বিপদরূপ অপার অকূপারে প্রজ্ঞাই একমাত্র তরণী। এই তরণী সহায় না হইলে; কিছুতেই উহাতে পারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অসার তৃণ সকল যেরূপ মৃদু মন্দ সমীরণভরেই প্রবাহিত হয়, প্রজ্ঞাহীন মূঢ়েরা তদ্রূপ অল্প বিপদেই অবসন্ন হইয়া থাকে। তাহারা কোন কালেই স্বাধীন ও স্বচ্ছচিত্তনহে। তাহারা কূপ-মণ্ডূকের ন্যায়, পৃথিবীর সকল বিষয়েই অন্ধ। ফলতঃ, প্রজ্ঞাই চক্ষু, প্রজ্ঞাই হস্তপদ এবং প্রজ্ঞাই কার্য্যশক্তি। সহায়হীন ও

শাস্ত্রহীন হইলেও, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ স্বকীয় জ্ঞানবলে ভবসাগর পার হয়েন এবং অন্যদীয়-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও, সকল কার্য্যের সীমা লাভ করেন। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা ঐ ক্ষুদ্র পিপীলিকা অপেক্ষাও অসহায়। প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া, তাহার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। কোন কালেই তাহার ভাগ্যে কার্য্যসিদ্ধি ঘটিয়া উঠে না। সে হস্তপদ থাকিতেও, অবশ ও পঙ্গুভাবাপন্ন, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ ও শক্তি থাকিতেও সর্ব্বথা অশক্ত। কাষ্ঠের বিড়াল যেমন ইন্দুর ধরিতে পারে না অথবা পুত্তলিকা যেমন কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, প্রজ্ঞাহীন পুরুষ তদ্বৎ নিজ্জীব ও নিঃশক্তি হইয়া থাকে।

সৎ শাস্ত্রের আলোচনা ও সৎ ব্যক্তির সহবাস, এই উভয়বিধ উপায়ে প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত হইয়া, সৎ ফল প্রসব করে। অতএব লোকে সামান্য অর্থাদি উপার্জ্জন জন্য যেরূপ যত্ন করে, প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রথমেই তাদৃশ যত্নবান্ হওয়া তাহাদের অবশ্য বিধেয়। প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। এমন কি, অতি সামান্য বিষয়ও প্রজ্ঞাসাপেক্ষ। মূঢ়েরা যাহা করে, তাহা অভ্যাস ও দৃষ্টান্তবলেই করিয়া থাকে। অথবা, তাহারা জীব-সাধারণ সামান্য আহার বিহার প্রভৃতি অতীব হেয় ও অতীব অসার ব্যাপার ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়ই সাধন করিতে পারে না। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ভুবনত্রয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রজ্ঞারূপ ভাণ্ডারে তৎসমস্তই প্রচুর পরিমাণে সন্নি-হিত আছে। ইচ্ছা করিলে, যে সে ব্যক্তি তাহা অধিকার করিতে পারে, এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ যেরূপ অনায়াসেই ভবসাগর পার হন, কি দানশীল, কি তপস্বী, কি তীর্থসেবী কেহই তদ্রূপ করিতে সমর্থ নহেন। এই জগতে যিনি যে দৈবী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমস্ত অবশ্যই প্রজ্ঞা হইতে সুসিদ্ধ হইয়াছে। প্রজ্ঞা সহায় হইলে, শৃগালও সিংহকে জয় করিতে পারে এবং পঙ্গুও পর্ব্বত

লঙ্ঘন করিতে পারে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিক কি, প্রজ্ঞা অগ্নিকেও জল করে, আবার জলকেও অগ্নি করিতে পারে। এরূপও দেখা যায় যে, অতি সামান্য ব্যক্তিও প্রজ্ঞাবলে রাজত্ব, অধিক কি, স্বর্গাপবর্গও লাভ করিয়া থাকে। এই প্রজ্ঞা চিন্তামণির ন্যায়, বিবেকিগণের হৃৎকোষে সর্ব্বদা বিরাজ করে এবং চিন্তিত হইলে, কল্পলতার ন্যায়, কাম ফল প্রদান করে। প্রজ্ঞা যদি বিবেক ও বৈরাগ্য রূপ সৎপথে সম্যগ্‌বিধানে নিয়োজিত হয়; তাহা হইলে, নৌবিদ্যানিপুণ ধীবরের ন্যায়, অনায়াসেই সংসারসাগরের পারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই রূপ, রাগদ্বেষাদি অসৎ পথে পরিচালিত হইলে, বিপরীত ফল লাভ হয়; অর্থাৎ প্রজ্ঞা তখন অপ্রজ্ঞার ন্যায়, মানুষকে বিবিধ বিপদে নিপাতিত ও অবশেষে সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিয়া থাকে। কত ব্যক্তি বুঝিবার দোষে বা চালনার দোষে এই রূপে বিপন্ন ও অবসন্ন হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে!

বলিতে কি, বজ্র দ্বারা পর্ব্বত যেমন বিদারিত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা বিপদ তদ্রূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অথবা, বায়ু দ্বারা মেঘ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা আপদ তেমনি বিদূরিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ সামান্য লক্ষ লক্ষ পুরুষ অপেক্ষাও বিশেষিত। ধূলিরাশি অপেক্ষা যেরূপ স্বর্ণরাশি শ্রেষ্ঠ অথবা খদ্যোত অপেক্ষা যেরূপ চন্দ্র প্রধান, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ তদ্বৎ সামান্য পুরুষ অপেক্ষা বিশিষ্টভাববিশিষ্ট। প্রদীপ দ্বারা যেমন অন্ধকার গৃহস্থিত যাবতীয় পদার্থদর্শন বিনিষ্পন্ন হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তদ্রূপ সমস্ত গুণদোষ দৃশ্য হইয়া থাকে। আপদ বা সম্পদ কোন মতেই তাহাদের দর্শনে সমর্থ হয় না। বায়ু যেমন সূর্য্যের অবরোধক মেঘকে অপসারিত করে, প্রজ্ঞা তদ্রূপ আত্মজ্ঞান-বিরোধিনী জড়তার অপাকরণ করিয়া থাকে। কৃষীবল যেমন ধান্যাদি ফললাভ প্রত্যাশায় ভূমিকর্ষণ করে, যাঁহার উত্তম

পদ লাভের অভিলাষ আছে, তিনি তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞার লালন করিবেন। ঐরূপ উত্তমপদপ্রাপ্তিই পরম উদ্দেশ্য বা ফল। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ সর্ব্বদাই সর্ব্বলোকোত্তর পদলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রজ্ঞা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অংশ।

ত্রয়োদশ সর্গ (মনোনিবারণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রাজর্ষি জনক যেমন আপনা আপনি বিচার করিয়া, অনায়াসে ও বিনা ব্যাঘাতে বিদিতবেদ্য ব্যক্তিগণের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আত্মসহায়ে বিচারপরায়ণ হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে উল্লিখিত পদ লাভ কর! রাজস-সাত্ত্বিক প্রাজ্ঞ পুরুষগণ রাজর্ষি জনকের ন্যায়, স্বয়ংই প্রাপ্য পদে অধিষ্ঠিত হন। আমি তোমায় বার বার বলিয়াছি, প্রজ্ঞা অপেক্ষা সাধন নাই। আত্মা যাবৎ আত্মসহায়ে মালিন্য-পরিহারপূর্ব্বক প্রসন্ন না হন, তাবৎ ইন্দ্রিয়রূপ শত্রু সকল কোন মতেই পরাজিত হয় না। লোকের শত্রু দ্বিবিধ, বাহ্যশত্রু ও আন্তরশত্রু। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়দিগকে আন্তরশত্রু বলে। যাহারা আন্তরশত্রু জয় না করিয়া, বাহ্যশত্রুপরাজয়ের চেষ্টা করে, তাহারা চিরকালই শত্রুহস্তে নির্যাতিত হইয়া থাকে। এইজন্য আন্তরশত্রুর পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোনরূপ বিপদই নাই। তিনি সর্ব্বদাই সুস্থ সুখিত ও শান্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

অনঘ! আত্মা সর্ব্বগ ও সর্ব্বস্বরূপ। তাঁহার বিকাসে মোহ-বীজের অন্তর্দৃঢ়তা; আপদ সকলের বৃষ্টির ন্যায় তৎক্ষণে সর্ব্বত্র প্রসারিতা ও আমি আমার ইত্যাদি কুদৃষ্টি ও দুঃখদৃষ্টি সকল আর কোন মতেই স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না। তখন নিত্য সুখ ও নিত্য সন্তোষ ও নিত্য শান্তির উদয় হইয়া, অন্তরাত্মা পরম নির্বৃতি অনুভব করে। ইহারই নাম মুক্তাবস্থা। রাজর্ষি জনক আত্ম-

সাক্ষাৎকার সহকারে সর্ব্বদাই এইরূপ অবস্থাযোগ ভোগ করিতেন। তাঁহার সুখ, স্বস্তি ও শান্তি প্রভৃতির কোন কালেই অভাব ছিল না তুমিও জনকের ন্যায়, জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মাত্মসহায়ে আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, পরমপুরুষার্থরূপ অসীম সমৃদ্ধিযোগ ভোগ কর। তুমি জনকের ন্যায়, নিরন্তর আত্মবিচার করিলে, আত্মা স্বয়ংই প্রসন্ন ও তৎসহকারে তোমার জড়তার অবসন্ন দশার সঞ্চার হইবে, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, আত্মবিচারপরায়ণ হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই জনকের ন্যায় পরমপদ-প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ভবভীত মানবগণ যদি স্বয়ং বিশিষ্টরূপ যত্ন না করে, তাহা হইলে, দৈব বা কর্ম্মসমূহ, ধন বা বান্ধববর্গ কোনরূপ উপায়েই তাহাদের ভবভয়নিবারণের সম্ভাবনা নাই। এই আমি তোমার নিকট রাজর্ষি জনকের জ্ঞানবিজ্ঞানবিধায়িনী সুখদায়িনী আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলাম। সদ্‌বুদ্ধিবিশিষ্ট মহারাজ জনক যেমন আত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দর্শন করিতে পারিলে, দেহীর অন্তরাত্মা, প্রভাতকালীন পদ্মবৎ পরম বিকস্বরতা প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে সামান্য অসামান্য বলিয়া কোন-রূপ বিশেষ নাই। ফলতঃ, তোমার আত্মা যেমন, আমার আত্মাও তেমন। অথবা, তোমার যে আত্মা, আমারও সেই আত্মা। তবে কেন কোনরূপ তারতম্য বা বিশেষ সংঘটিত হইবে? যাহারা না জানে, তাহারাই ব্যক্তিভেদে আত্মাকে বিভিন্ন ভাবিয়া থাকে এবং আপন অপেক্ষা অন্যের আত্মোৎকর্ষ দর্শন করিলে, তদ্বিষয়ে দৈবের বা অদৃষ্টের সহকারিতা নির্দ্দেশ করে। যাহা হউক, বৎস! তুমি জনকের ন্যায়, সিদ্ধিলাভ কর এবং অন্যান্য ব্যক্তি সকলও তদনুরূপ সিদ্ধিসাধনে সমর্থ হউক।

অনঘ! সূর্য্যের উদয়ে হিমরাশি যেরূপ বিগলিত হয়, তদ্রূপ বিচার দ্বারা সংসার বিকল্পনার ক্ষয় হইয়া থাকে। সংসার বিকল্পনার ক্ষয় না হইলে, কোন মতেই নির্ব্বাণরূপ কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। পুনশ্চ, অহংভাবরূপ অন্ধকার-রজনীর

তিরোধান না হইলে, সেই সর্ব্বগত আত্মদর্শনরূপ আলোক কোন মতেই প্রাদুর্ভূত হয় না। আত্মার দর্শন না হইলে, জীবনের সকলই বিফল হইয়া থাকে। তখন অন্ধভেকের ন্যায় বা ঐ ভূপতিত পাষাণখণ্ডের ন্যায়, মানুষ এক বারেই অতীবহেয় ও অতীবজঘন্য দশায় পতিত হয়। এই অহংভাবই সাক্ষাৎ সঙ্কোচ বা মূর্ত্তিমতী অবসন্নতা। সুতরাং, ইহার ক্ষয় হইলে, অনন্তভুবন-ব্যাপী বিস্তার সংঘটিত হয়।

অনঘ! তুমি পরম বুদ্ধিমান্। সৎপথে বিচরণ করাই বুদ্ধির লক্ষণ। অতএব রাজর্ষি জনক যেমন অহঙ্কারবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ বিচারসহায়ে উহা ত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরিচয় প্রদান কর। লোক সকল তোমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুক। অহঙ্কার বর্ষাকাল সমুদ্ভূত নিবিড় জলদজালের ন্যায়, চিৎস্বরূপ আকাশকে আবৃত করিলে, পরমাত্মরূপ-ভাস্কর-দর্শন কোন মতেই সম্ভব নহে। অতএব তুমি বিচাররূপ-বায়ুবল সহায় হইয়া, সেই অহঙ্কাররূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, পরমাত্মরূপ-ভাস্কর-দর্শনে পরমসুখী ও সৌভাগ্য-শালী হও।

পুনশ্চ, অহংভাবই অন্ধকার। অন্ধকারে কখনও বস্তুদর্শন সম্পন্ন হয় না। এই জন্য অহংভাব পরমাত্ম-দর্শনের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। এই অহংভাবের উপশম হইলেই, প্রকাশ অবশ্য তৎক্ষণে সমুদ্ভূত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাদের অহংভাবের উপশম হয় নাই, তাহাদের হৃদয় ঐ অন্ধকূপের ন্যায়, একান্ত অপ্রকাশিত ও অতিমাত্র নিবিড়তার পরম ঘোর ভাব বিশিষ্ট।

আমি নাই বা কিছুই নহি এবং অন্যেও আমার ন্যায় নাই বা কিছুই নহে, এইপ্রকার ভাবনার ক্ষয় হইলে, মন আপনা হইতেই তৈলহীন প্রদীপের ন্যায়, নির্ব্বাণদশা প্রাপ্ত ও বিষয়ে বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। তখন আর তাহার কোনপ্রকার দুরাগ্রহের লেশ-

মাত্র থাকে না। পবন্-সঞ্চার বিরহিত হইলে, সাগর যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে, মনও তদ্রূপ অহংকারের ক্ষয়দশায় শান্ত স্বরূপে বিরাজমান হয়। সাগরের শান্তভাব সঞ্চরিত হইলে, নাবিকাদি যেমন নির্ভয়ে তাহা পার হইয়া থাকে, মন অহংভাবনার তিরোভাব প্রযুক্ত বিক্ষোভবিরহিত হইলে, তদ্রূপ ভবসাগর অনায়াসে উত্তরণ করা যায়। কেননা, পণ্ডিতেরা মনের-বিক্ষোভকেই ভবসাগরের শান্তিহারিণী প্রবল পবনলেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মন যে, বিষয়কে উপাদেয় ভাবিয়া তাহাতে প্রগাঢ় আসক্তি ও আত্মাকে হেয় ভাবিয়া তাহাতে ঐকান্তিক বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহাই বন্ধ; তদ্ব্যতীত লোকের অন্যবিধ বন্ধ কিছুই নাই। রাম! এই বন্ধই মুক্তির সাক্ষাৎ অন্তরায়। মানুষ যে সংসারে বারংবার যাতায়াত করে, ইহাই তাহার কারণ। ফলতঃ, বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইলে, আত্মার মোক্ষলাভশক্তি এক কালেই বিদূরিত হইয়া থাকে। তখন পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায়, তদীয় অবসাদদশার শেষদশা উপস্থিত হয়। হায়, কি কষ্ট! হায়, কি মূঢ়তা! মানুষ, হতভাগ্য মানুষ ইহা বুঝে না, বুঝিলেও কোন মতেই বিষয়পরিহারে সম্মত হয় না। বিষয়ের যে আপাত-মোহকরী সর্ব্বলোক-প্রলোভনজননী শক্তি আছে, তাহা সহসা বা সহজে ভেদ করা সাধ্য নহে। যাহা হউক, বৎস তুমি ঐরূপ হেয়োপাদেয়দশাপরিহারপুরঃসর একমাত্র আত্মাকেই আশ্রয় ও তৎসহকারে নির্ব্বাণ শান্তি লাভ কর। আত্মা ভিন্ন অন্য গতি নাই ও স্থিতি নাই। ঐ দেখ, তোমার অন্তরে আত্মা, বাহিরে আত্মা, পার্শ্বে আত্মা, বিপার্শ্বে আত্মা, ঊর্দ্ধে আত্মা, অধোদিকে আত্মা, ফলতঃ এই রূপে তোমার সকল দিকে, সকল স্থলে বা সকল বিভাগেই আত্মা। আত্মা ভিন্ন তোমার কিছুই নাই। অতএব আত্মাকে ত্যাগ করিয়া, তুমি আর কি আশ্রয় করিতে পার? যাহারা অন্ধ, তাহারাই আত্মাকে, সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে, সর্ব্বগও

আত্মাকে দেখিতে পায় না। এইজন্য তাহাদের কোন কালেই বিরাম নাই। এই জন্য তাহারা চিরকালই অস্বস্থ ও অস্থির।

বলিতে কি, ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, এইপ্রকার ব্যবস্থার অনুসারী হইলে, কোন মতেই সংসারত্যাগ বা পরমাত্মদর্শনরূপ পরম অভীষ্টলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। যাবৎ মন হইতে হেয়োপাদেয়ভাবনা বিদূরিত না হয়, তাবৎ জলদজালজড়িত গগনমণ্ডলে চন্দ্রিকার ন্যায়, সমতার প্রতিভা প্রাদুর্ভূত হয় না। সমতার সঞ্চার না হইলে, সংসাররূপ দারুণ দুখের পরিহার সম্ভাবনা কোথায়? সমস্ত বস্তুই অবস্তু, এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা মনের চঞ্চলতা দূর হইলেই, সমতার সঞ্চার হইয়া থাকে। লাভালাভবিলাসিনী ইচ্ছা অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকিলে, বৈরাগ্যভাসিনী নির্ম্মল সমতা কোন মতেই সমুদ্ভূত হইতে পারে না। ঐরূপ ইচ্ছাই মুক্তিরূপ সুকুমার শিরীষলতার সুতীক্ষ্ণ অসিলেখা।

অনাদি, অনন্ত ও নিরাময় ব্রহ্মতত্ত্ব বিদ্যমান থাকিতে, যোগ-বিয়োগ, একত্ব ও অনেকত্বের অবসর কোথায়? হেয়োপাদেয়-ভাবনার পরিহার হইলে, নিত্যতা, নির্ভয়তা, নিরাশতা, নিরীহতা ও সৌম্যতা ইত্যাদির অণুমাত্র বাসনা থাকে না। নিম্নাভিমুখ জল যেমন সেতু দ্বারা নিবারিত হয়, বিষয়াভিমুখ মনকে তেমন বলপূর্ব্বক বিনিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। মন বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত না হইলে, কোন মতেই ভদ্রলাভের সম্ভাবনা নাই। বিষয়রূপ বিষানলে পতিতহইলে, পতঙ্গের ন্যায়, তৎক্ষণে দগ্ধ হইতে হয়। কত গ্রাম, কত নগর, কত রাজ্য, কত জনপদ, কত দেশ, কত মহাদেশ, কত রাজা, কত প্রজা এই রূপে দগ্ধ হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এইজন্য পণ্ডিতেরা বিষয়কে দূরে পরিহার করিতে ভূয়োভূয়ঃ আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষয় শান্তি-চন্দ্রিকার কৃষ্ণপক্ষ, নির্বৃতি-লতার তীক্ষ্ণধার কুঠার এবং সুখরূপ পুষ্পকাননের দাবদাহ। যাঁহারা বিষয়ের এইপ্রকার

ভয়ঙ্কর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই সংসারসাগরের পার-গমনে সমর্থ, সন্দেহ নাই। বিষয়রূপ বিষধর একবার দংশন করিলে, তাহার জ্বালানিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই। মনীষিগণ বলিয়াছেন, বিষয়ই মৃত্যু; তদ্ভিন্ন মৃত্যু নামে আর কোন পদার্থ নাই। সুতরাং মনকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য; এ বিষয়ে আর অন্য বিচারণা নাই।

রাম! কুঠার দ্বারা পাদপ যেমন ছেদন করা যায়, তদ্রূপ মনের সহায়েই মনকে ছেদন করিতে হয়। যাহারা এই রূপে মনোদ্বারা মনকে ছেদন করে, তাহারাই পরম পাবন পদ লাভ করিয়া, নির্ব্বাণ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। তুমিও মন দ্বারা স্বকীয় মনকে ছিন্ন করিয়া, উল্লিখিত বিধানে সুখী ও সুস্থ হও। সুখ ও স্বস্তি লাভের ইহাই একমাত্র উপায়।

কি শয়ন, কি উপবেশন, কি আহার, কি বিহার, ইত্যাদি কিছুই কিছু নহে। দেখ, তোমার পূর্ব্বে কত লোক শয়ন ও উপবেশন করিয়াছে এবং আহার ও বিহার করিয়াছে; এমন কি, কত লোকের উদরপূরণ ও বিহার সমাধান জন্য কত শত গ্রাম ও রাজ্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ বর্ত্তমানে যাহারা আহারাদি করিতেছে, তাহাদেরও ঐ রূপে ধ্বংস হইবে। ভবিষ্যতেও যাহারা আহারাদি করিবে, তাহাদেরও কাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। পুনশ্চ, এই আহার কর, পরক্ষণেই ক্ষুধার উদ্রেক ও পুনরায় আহার করিতে হইবে। আহার যদি সৎ বা নিত্য বস্তু হইত, তাহা হইলে, একবার আহার করিলে, পুনরায় আহারের প্রয়োজন হইত না। আরও দেখ, আহারাদির সংযোগ বা সমাবেশ জন্য কত রূপে কত কষ্ট, কত দিকে কত লাঞ্ছনা ও কত প্রকারে কত গ্লানি সহ্য করিতে হয়, তাহা বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। হয় ত, তোমার আহারসমাবেশ জন্য অপরের আহারবন্ধও হইয়া থাকে। তুমি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া,

[illegible] ১৯ সংখ্যা ।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ।

ষড়-দর্শন মীমাংসা ও শঙ্করভাষ্যমতে বর্ত্তমান

রুচির অনুসারে

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত ।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও

শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

বরাহনগর ।

"হিন্দুসৎকর্ম্মমালা যন্ত্রে"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০৪ সাল ।

প্রতি [illegible] আনা । [illegible]

আহারাদিতে আস্থা ত্যাগ কর। তাহা হইলে, নিরতিশয় সুখী হইতে পারিবে। দেখ, মৃত্যু যখন আক্রমণ করিবে, তখন তোমাকে অবশ্যই চিতাভূমির ভস্মরাশি মধ্যে অনাথের ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইতে হইবে। সেই ভয়ঙ্কর দিনের স্মরণ কর; তোমার এই রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদস্থ এই বিচিত্র পল্যঙ্ক, পল্যঙ্কস্থ এই বিচিত্র শয্যা কোথায় থাকিবে! যে শয্যা না হইলে, তুমি শয়ন করিয়া, সুখী হইতে পার না। হায়, লোকের কি অন্ধতা! কি নির্বুদ্ধিতা! কি অসারতা! শত শত প্রাসাদবাসী, অট্টালিকাবাসী, হর্ম্ম্যবাসী ও বিচিত্র শয্যাশায়ী প্রতিদিন চক্ষুর সমক্ষে অনাথের ন্যায়, অসহায়ের ন্যায়, অনাবৃত চিতাক্ষেত্রে ধূলি ও ভস্মরাশি মধ্যে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, তাহারা যেন এ সকল দেখিতে পায় না ও বুঝিতে পারে না! এইজন্য প্রাসাদ-বাসের ও অট্টালিকানিবাসের ভূরিশঃ চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, তাহাদিগকে যেন ঐ রূপে বিলুণ্ঠিত হইতে হইবে না। বৎস! ভাবিয়া দেখ, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতজনকে ঐ রূপে ভস্মমধ্যে, অঙ্গারমধ্যে, ধূলিমধ্যে, অস্থিস্তূপমধ্যে অসহায় ও অনাথের ন্যায়, বিলুণ্ঠিত হইতে হয় নাই? বোধ হয়, এক জনও নহে। তবে কেন লোকে এত করিয়া, শয়নের জন্য প্রাণ মন নিয়োগ করে? ইহা অপেক্ষা অন্ধতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে! বৎস! তুমি ইহাই ভাবিয়া, শয়নাদিতে আস্থা ত্যাগ কর। অনর্থক শয়নের জন্য অনর্থক কষ্ট করিয়া, জীবনকে আরও অনর্থক করিও না।

অনঘ! সর্ব্বতোভাবে শান্তি আশ্রয় করিয়া, উপস্থিত বিষয়ের সংগ্রহ ও অনুপস্থিতের আশা ও চিন্তা ত্যাগ কর। কেননা, বিষয় বা বস্তুমাত্রেই অসৎ। অসতের জন্য আগ্রহ-পরায়ণ হইয়া, সদ্বস্তু সাধনে বিমুখ হইলে, কাচমূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করা হয়। যিনি অন্যচিন্তাপরিহারপুরঃসর একমাত্র

পরমার্থচিন্তার অনুসরণ করেন এবং তজ্জন্য যাঁহার মন অসীম দিব্যশক্তিতে আবিষ্ট হইয়া থাকে, হর্ষ, অমর্ষ ও বিষাদ সমুত্থিত দোষ সমস্ত কোন মতেই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। যিনি যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক রাগদ্বেষ পরিহার, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমদৃষ্টি সাধন ও সংসারবাসনা বিসর্জ্জন করেন, তিনিই মুক্ত। তিনি দান, ভোজন ও হননাদি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, তজ্জন্য সুখ দুঃখাদিতে তাঁহার সমান জ্ঞান হইয়া থাকে। যিনি ইষ্টানিষ্ট ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্যবোধে একমাত্র উপস্থিত বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কোন কালে কোন রূপে অভিভূত হয়েন না।

তুমি পরম বুদ্ধিমান্ ও স্বভাবতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানবিশিষ্ট। তোমাকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। তথাপি, লোকশিক্ষার্থ বলিতেছি, মন ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিয়া, সমস্ত বস্তুকে তৎস্বরূপে জ্ঞান করিলেই, সমতার সঞ্চার হইয়া থাকে। মার্জ্জার যেমন স্বয়ং মাংস আহরণ করিতে না পারিলে, মাংসলাভপ্রত্যাশায় সিংহের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, মন তদ্রূপ স্বভাবতঃ অক্ষম বলিয়া আত্মসিদ্ধির জন্য চিত্তত্ত্বের অনুধাবন করে। ফলতঃ, মনের বাস্তবিক কোন্ ক্ষমতা নাই। একমাত্র চিদ্‌বীর্য্যসহায়েই উপস্থিত বিষয় সকল ভোগ করে। চিত্তরহিত চিৎই সনাতন ব্রহ্ম। কল্পনা কখনও সৎ নহে। এই কল্পনার পরিহার না হইলে, স্বরূপজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।

সৎ শাস্ত্রের আলোচনা, বৈরাগ্যের চর্চ্চা ও ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি উপায়ে আত্ম-কলনাকে প্রবোধিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য। বিজ্ঞান ও শমদমাদি সাধন দ্বারা সম্যক্‌রূপে সংশোধিত বা প্রবোধিত হইলে, প্রাণিমাত্রেরই কলনা ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইতে পারে। কলনা স্বভাবতঃ জড়স্বরূপ। ইহার নিজের কোনপ্রকার শক্তি নাই। আতপ দ্বারা পদ্মিনী যেমন বিকসিত হয়, কলনাও তদ্রূপ একমাত্র বিজ্ঞান দ্বারা বিস্ফুরিত হইয়া

থাকে। শিলাময়ী কন্যা অথবা দারুময়ী পুত্তলি যেমন প্রেরিত হইলেও, চেতনাভাবে নৃত্য করিতে পারে না, জড়স্বভাবা এই কল্পনাও তদ্রূপ বিজ্ঞানরূপ আলোক ব্যতিরেকে কিছুতেই প্রবোধিত হয় না; একমাত্র অনন্ত সংসারপথেই ধাবমান হইয়া থাকে। সংসারপথে ধাবমান হইলে, স্বয়ং বিধাতাও আর মানুষের উদ্ধার করিতে পারেন না। সংসার অপেক্ষা আশু পতনের স্থান আর নাই।

ফলতঃ, মন বিবিধ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে। ঐ সকল ইন্দ্রজালের কোনটীই আপাতরমণীয় ভিন্ন পরিণামসহ নহে। যাহার পরিণাম নাই, তাহা অপেক্ষা অসার আর নাই। বিবিধ অবাস্তব কল্পনাই মনের ইন্দ্রজাল। মানুষ কল্পনাবশে কখন আকাশে উত্থানপূর্ব্বক ইন্দ্রের গৃহেও প্রবেশ করিয়া, চৌর্য্যবৃত্তি করে; ইত্যাদি বিবিধ শূন্য কল্পনাই ঐরূপ ইন্দ্রজাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

আমি, তুমি, ইহা, ইত্যাদি কল্পনা মনেরই ধর্ম্ম। মন বিনষ্ট হইলে, ঐরূপ কল্পনারও লয় হইয়া থাকে। কল্পনার লয় না হইলে, সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় না। আমি পূর্ব্বে তোমায় অনেকবার উপদেশ করিয়াছি, কল্পনা মন হইতে প্রসূত হইয়া, মরীচিমালার ন্যায়, আকাশপাতাল ব্যাপ্ত করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। ব্যক্তিমাত্রেরই কোন না কোন রূপ কল্পনা আছে। কল্পনাশূন্য মানব নাই। যিনি কল্পনাশূন্য, তিনিই মুক্ত। যাহার মন নাই, তাহার কল্পনা নাই, ইহা নিশ্চয় জানিও। পুনশ্চ, ইহাও নিশ্চয় জানিও, কল্পনা না থাকিলে, নির্ব্বাণসুখলাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধী, চিত্ত, জীব ইত্যাদি নাম মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই নহে। মানুষ কল্পনাবশে এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছে। সুতরাং, কিছুই কিছু নহে। একমাত্র আত্মাই সত্য ও সর্ব্বব্যাপী এবং সেই সৎরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। আত্মাই কালক্রম

এবং আত্মাই স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল। আত্মা ভিন্ন বস্তু নাই। আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সর্ব্বাতীত, চিদ্রূপ ও সৎস্বরূপ। আলোকের উদয়মাত্র যেমন অন্ধকারের ক্ষয় হয়, সংবিদের উদয়মাত্র তদ্রূপ মন বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপ, সংকল্পের উদয়ে সংবিদের অনুদয় ও আত্মবিস্মৃতি সংঘটিত হইলে, চিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়। পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, সংকল্পই চিত্ত, চিত্তই বন্ধ এবং অসংকল্প বা চিত্তের অভাবই মোক্ষ। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, তুমি মনোনিবারণে কৃতযত্ন হও। তাহা হইলে, নিত্য সুখভোগে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। এই সংসার বিষবৃক্ষস্বরূপ। মনই তাহার একমাত্র বীজ। সেই মনের উল্লিখিত রূপে জন্ম হইয়া থাকে। প্রাণশক্তির লয় হইলে, মনের লয় হয়। কেননা, মনই প্রাণ। দেখ, জীবিত অবস্থায় ব্যক্তিমাত্রেই স্বকীয় অন্তর্ব্বর্ত্তী স্পন্দন ও বেদন সহায়ে অতিদূরবর্ত্তী দেশকেও হৃদয়মধ্যে অনুভব করে। এই রূপে কল্পনাশক্তি ও অনুভবশক্তি এই উভয়ের সংযোগবশতঃ প্রাণই মন। প্রাণায়াম ও পরমার্থনিরোধ দ্বারা প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়।

পণ্ডিতেরা মনকে মিথ্যা সমুৎপন্ন ও মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মনই অবিদ্যা ও মায়া নামে উদাহৃত হইয়া থাকে এবং এই মনই বিষয় সকল প্রদান করে। মন যদি সংকল্পকল্পনাপরিহারপূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে দৃশ্যমাত্রেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৃশ্যক্ষয় হইলে; নির্ব্বাণসুখলাভের আর বিলম্ব বা ব্যতিক্রম কোথায়?

তুমি পরম বুদ্ধিমান্। এই সকল বিচার করিয়া, মনোমধ্যে কোনরূপ বিষয়সংকল্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। দেখ, মনের কোন সংকল্প নাই। তুমি যদি সংকল্প না কর, তাহা হইলে,

বিচারপ্রভাবে তোমার হৃদয় রূপ মরুভূমিতে অজ্ঞানবলে সমুত্থিত কল্পনারূপ মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী এক কালেই লয়প্রাপ্ত হউক। এই তরঙ্গিণীর লয় না হইলে, কোনমতেই মুক্তিরূপ পরম ভদ্রপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যদি মুক্তিলাভ না হয়, তাহা হইলে, পশুর সহিত বিশেষ কি ?

অনঘ! মন জড়স্বরূপ ও নিঃস্বরূপ বলিয়া, সর্ব্বদাই মৃত। মন এই রূপে মৃত হইয়াও, অন্যকে যে বিনাশ করে, ইহাই বিচিত্র মৌর্খ্যচন্দ্রিকা। মনের আকার নাই, আধার নাই, দেহ নাই ও আত্মা নাই। কিন্তু সেই মনই সকলকে ভক্ষণ করিতেছে; ইহা অপেক্ষাও বিচিত্র মৌর্খ্য-বাগুরা আর কি আছে বা হইতে পারে? এই রূপে নিরাকার, নিরাধার ও সর্ব্বথা অবস্তু মন যাহাকে বিনাশ করে, তাহার মস্তক সুকোমল নীলোৎপলদলের আঘাতেও অনায়াসেই বিদলিত হইতে পারে! অথবা, জড়স্বরূপ ও অন্ধস্বরূপ মূক মন যাহাকে বিনাশ করে, সেই মূঢ় সুশীতল চন্দ্রকিরণেও দগ্ধ হইয়া থাকে! হায়, যাহার হস্ত নাই, পদ নাই, আকার নাই, সেই অসার মন কি রূপে হস্তপদবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করে, ইহা ভাবিয়াও নির্দ্ধারণ করা যায় না! অথবা, মূর্খের স্বভাবই এই! তৃণ যেমন লঘু বলিয়া, বায়ুভরে অনায়াসে অল্পেই পরিচালিত হয়, তরণী যেমন জল অপেক্ষা গৌরবহীন বলিয়া তাহাতে ভাসমান হয়, মূর্খ তেমনি মন অপেক্ষা অসার ও অপদার্থ বলিয়া, তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণের কখনও ঐপ্রকার হীনদশার সঞ্চার হয় না। তুমি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, মনোনিবারণে সবিশেষ যত্নবান্ হও। বৎস! মনের কোনরূপ ক্ষমতা নাই ও শক্তি নাই। উহা যার পর নাই কোমল ও মৃদু ভাবাপন্ন। যে ব্যক্তি ঈদৃশ হতশক্তি মনকে বিনাশ করিতে না পারে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া বিধেয় নহে। কেননা, তাহার প্রজ্ঞা বাহ্যজাত বিষয়েই নিবদ্ধ। এই জন্য উহা বীণা বেণুর সুমধুর ঝঙ্কার শ্রবণেও ভীত বা ব্যথিত হয়,

অথবা সুষুপ্ত বন্ধুর বদনদ্যুতিসন্দর্শনেও ভীত হইয়া পলায়ন করে। উহাতে কোন মতেই বিবেক আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। যে প্রজ্ঞার বিবেকসংযোগ নাই, তাহার নাম মূঢ় জ্ঞান বা জড়সংবিদ্। ঐরূপ মূঢ় জ্ঞানই পতনের হেতু, সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ সর্গ। (স্বচিত্তনিরূপণ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যে সকল লোক সংসাররূপ সাগরের ভয়ঙ্কর কল্লোলে বারংবার প্রবাহিত হইতেছে এবং যাহারা বৈরাগ্য লাভের প্রত্যাশায় পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, মূকের ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছে, আমি সেই সকল হৃদয়শূন্য ব্যক্তিদিগকে এই শাস্ত্রে এই আত্মজ্ঞানময়ী উদার বিচারোক্তি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপদেশ দিতেছি না। যে ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত দেখিতে পায় না, কোন্ দুর্ম্মতি তাহাকে বিচিত্র মঞ্জরীপুঞ্জমণ্ডিত রমণীয় উপবন প্রদর্শন করিয়া থাকে? যাহার দেহে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ও তজ্জন্য যাহার ঘ্রাণ ঘর্ঘরভাবাপন্ন হইয়াছে, কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি তাদৃশ পুরুষকে বিবিধ আমোদপরীক্ষার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে? অথবা, মদিরা পানে যাহার লোচনযুগল ঘূর্ণায়মান ও ইন্দ্রিয় সকল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাদৃশ উন্মত্ত পুরুষকে কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি ধর্ম্মবিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য আশ্রয় করিয়া থাকে? অথবা কোন্ নির্ব্বুদ্ধি শ্মশানপতিত মৃত দেহকে শত শত বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে? বৎস! মন সর্পের ন্যায়, আশা উহার নিবাসগর্ত্ত। উহার চক্ষু বা বাক্‌শক্তি কিছুই নাই। যে ব্যক্তি ঈদৃশ অক্ষম মনকে জয় করিতে না পারে এবং তজ্জন্য চিরকাল যেন অন্ধকারে বাস করিয়া থাকে, সে কি রূপে তত্ত্বো-পদেশের পাত্র হইতে পারে? বৎস! মনোরূপ সর্পকে জয় করিতে না পারিলে, ভোগরূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, তজ্জনিত মূর্চ্ছারোগে তৎক্ষণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে

য়। এই মৃত্যু কোন মতেই নিবারিত হইবার নহে।

অনঘ! জীব ও অসৎস্বরূপ চিত্ত সমস্ত সংসার জ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিয়াছে। তুমি তাহাদের স্বরূপ ও শক্তি সম্যক্ রূপে অবগত হও। তাহা হইলে, তোমাকে কখনও জ্ঞানশূন্য হইতে হইবে না। মৎস্য যে আমিষ লোভে বড়িশ বিদ্ধ হয়, না জানিয়াই বিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ, বিষকে বিষ বলিয়া জানিলে, পশুও তাহার গ্রহণে কোনমতেই অভিমুখ হয় না। যাহাদের দৃষ্টি মন কর্ত্তৃক নিঃশেষে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদের দুঃখের সীমা নাই। তাহাদের ঐপ্রকার দুঃখপরম্পরা দর্শন করিয়া, আমার অতিমাত্র করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ দেখ, শত শত ব্যক্তি মনের দোষে নানাপ্রকার দুর্নিবার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি! তাহাদের দৃষ্টি এরূপ দগ্ধ হইয়াছে যে, তাহারা চক্ষু থাকিতেও কিছুই দেখিতে পায় না। হায়, তাহারা মুগ্ধ হইয়া, অনবরত শত দুঃখ ভোগ করিয়াথাকে। তাহাদের বিবিধ সন্তাপের সীমা নাই। তাহারা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগের জন্যই ভূতলে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা বুদ্বুদের ন্যায়, কেবল বিনাশের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া থাকে। জড়ের সহিত তাহাদের কোনরূপ তারতম্যভাব নাই।

অনঘ! পশুহিংসকেরা প্রতিদিন প্রতিস্থানে শত শত জীব সংহার করিতেছে; বায়ু প্রতিক্ষণে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দংশ মশকাদির প্রাণ হরণ করিতেছে; পুলিন্দেরা লক্ষ লক্ষ অরণ্যচর মৃগের বিনাশ করিতেছে; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিরা অন্যান্য স্থানে এক-মাত্র আহারের অনুরোধে কত শত জীবের নিধনসাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এই রূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই অসংখ্য জীব নানা রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব বিনাশে আর দুঃখ কি ও পরিতাপ কি? দেখ, মক্ষিকারা ক্ষুধিত হইয়া, অণু কণা বং অতিক্ষুদ্র যূকডিম্ব সকল ভক্ষণ করে; কোষকার কীট সকল আবার ক্ষুধিত হইয়া, সেই সকল মক্ষিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে, দংশগণ আবার সেই সকল কীটকে, ভেকগণ আবার দংশদিগকে,

সর্প সকল আবার ভেক সকলকে, পক্ষিরা আবার সর্পদিগকে, বভ্রুগণ আবার পক্ষিসকলকে, মার্জ্জারেরা বভ্রুদিগকে, কুক্কুরগণ মার্জ্জার সকলকে, ঋক্ষেরা কুক্কুরদিগকে, ব্যাঘ্রগণ ঋক্ষদিগকে, সিংহেরা ব্যাঘ্রদিগকে এবং শরভগণ আবার সিংহ সকলকে ভক্ষণ করিয়া, জীবন ধারণ করে। পুনশ্চ, শরভগণ গর্জ্জনপরায়ণ মেঘমালার পরাভবজন্য উৎপতন পূর্ব্বক শিলাতলে পতিত ও উপরত হইয়া থাকে। সেই মেঘ আবার বায়ুবলে বিদ্রাবিত, সেই বায়ু আবার পর্ব্বতসমূহে ব্যাহত, পর্ব্বতসকল আবার বজ্রের আঘাতে বিপাটিত, বজ্র আবার ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিয়মিত, ইন্দ্র আবার বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত, সেই বিষ্ণু আবার এই দৃশ্যমান সুখদুঃখ-দশাময়ী জরামরণধর্ম্মশালিনী জন্তুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই রূপে ভূতগণ অনবরত জন্মিতেছে ও মরিতেছে। সংসারে এরূপ কেহ নাই যে জন্মিয়া মরে নাই বা মরিয়া জন্মে নাই। অতএব জন্মমরণে আবার দুঃখ কি ও খেদ কি? তুমি জন্মিয়াছ, আবার মরিবে, মরিবে আবার জন্মিবে; আমারও এই দশা এবং সকলেরও এইদশা। কাহারও ইহাতে পরিহার নাই। এই রূপে জন্ম মৃত্যু উভয়ই সমান। অর্থাৎ যে জন্ম, সেই মৃত্যু, যে মৃত্যু, সেই জন্ম। ইহাই ভাবিয়া তুমি মনকে স্থির ও শান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কর। অন্যথা, সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। আরও দেখ, মৎস্য মকরাদিরা জলমধ্যে, বৃশ্চিকাদিরা ভূগর্ভে, বিহগাদিরা অন্তরীক্ষে, সিংহাদিরা অরণ্যে, কৃমিযূকাদিরা প্রাণিশরীরে, ঘুণ ও ভেকাদিরা কাষ্ঠশিলাদি মধ্যে এবং অন্যান্য কীটাদিরা বিষ্ঠাদিতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, আবার তত্তৎ স্থানেই বিলম্বে বা সত্বরে, কালে বা অকালে প্রাণ পরিহার করে। প্রাণিগণ এই রূপে কেবল রোদনের জন্যই জন্মগ্রহণ ও লয় গমন করিয়া থাকে। যে সকল মূঢ় প্রাণিসাধারণ এইরূপ জন্ম মৃত্যু ভোগ করিবার জন্যই পৃথিবীতে পদগ্রহণ করে এবং অনবরত কেবল বৃথা আহার বিহারাদি জীবসামান্য ক্ষুদ্র ধর্ম্মেই প্রবৃত্ত

হয়, সেই সকল কুবুদ্ধির জন্য দয়াবান্ হওয়া আর আত্মাকে অনর্থক ক্লেশিত করা উভয়ই সমান। যেরূপ স্থাণুদিগকে কোন রূপ অর্থসঙ্গত কথা বলা বৃথা, তদ্রূপ ঐ সকল তির্য্যক্‌সধর্ম্মা দুর্ব্বুদ্ধিদিগকে উপদেশ দেওয়া পণ্ডশ্রমমাত্র। পশুর সহিত তাহাদের কোনপ্রকার প্রভেদ নাই। পশুরা যেমন রজ্জুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহারাও তদ্রূপ মন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মনই তাহাদের প্রভু। সেই সকল মনোরূপ বেতালগ্রস্ত, আত্মবিনাশসমুদ্যত মূঢ়চিত্তদিগের আপদের সীমা ও অবধি নাই। তাহাদের সেই আপদ্‌পরম্পরা সন্দর্শন করিলে, পাতালও স্বয়ং দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া রোদন করে। তাহাদের ঐ দুঃখপরম্পরা এরূপ সর্ব্বব্যাপিনী যে, কোন মতেই তাহার অপনয়ন করা সাধ্য নহে।

বৎস! যাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য ও যাহা জানিলে আর কিছুই জানিতে হয় না, তুমি তাহা অবগত হইয়াছ। অধুনা, চিত্তসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দুঃখসকল বিচার কর। মন নিতান্ত অসৎ বা একবারেই নাই; অতএব উহার কল্পনা করিও না। উহার কল্পনা করিলে, ঐ মন তোমাকে বেতালের ন্যায়, আক্রমণ ও অভিভূত করিবে। তখন তোমার নিস্তারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিদূরিত হইবে। তুমি তখন তত্ত্ববিস্মরণপূর্ব্বক মূঢ়ের ন্যায়, অবস্থিতি করিলে, মনোরূপ সর্প তোমারে অবিদ্যারূপ সুতীক্ষ্ণ দশনপংক্তির দ্বারা দংশন করিয়া, জর্জ্জরিত করিবে। হে পরন্তপ! অধুনা, তুমি ভ্রমের হেতু বিদিত হইয়াছ। ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিও, একমাত্র সংকল্প দ্বারা মন বর্দ্ধিত হয়। অতএব তুমি সত্বর সেই সংকল্প ত্যাগ কর। দৃশ্যকে আশ্রয় করিলে, মনোরূপ বেতাল তৎক্ষণাৎ তোমায় আক্রমণ ও বন্ধন করিবে। পণ্ডিতেরা কহেন, দৃশ্যকে আশ্রয় করিলেই, সচিত্ত ও তজ্জন্য বদ্ধ হইতে হয় এবং পরিত্যাগ করিলে, অচিত্ত ও মোক্ষরূপ চরম অভীষ্টলাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব তুমি দৃশ্যমার্জ্জনা করিয়া মুক্ত হও।

মুক্তিলাভের ইহাই সুগম পন্থা। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য পন্থা সকল সহজ বা সুগম নহে। মনীষিগণ, নির্দ্দেশ করেন, চিত্তের আশ্রয়ই বন্ধ ও পরিবর্জ্জনই মোক্ষ। ইহা অবগত হইয়া, তুমি দৃশ্যজাল ত্যাগ ও অচিরাৎ মুক্তিফল লাভ কর। অথবা তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর।

বৎস! অমুক্ত ও সচিত্ত পুরুষের দুঃখপরম্পরা অবলোকন কর; তাহার অহোরাত্র বিরাম নাই। সে কখন স্ত্রীর জন্য, কখন পুত্রের জন্য, কখন নিজের জন্য, কখন পরের জন্য, কখন আত্মীয়ের জন্য এবং কখনও বা কাহারও জন্য নহে, মিছামিছি ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া, অতিমাত্র বিপন্নের ন্যায়, ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করে। এইরূপ ভ্রমন করিতে করিতেই অসহায় কাক ও কুক্কুরের ন্যায়, তাহার জীবন বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর অন্ধ মণ্ডুকের ন্যায়, ঘোর গভীর অন্ধকারগহ্বরে নিপতিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম অন্ধকূপ নরকাবস্থা। উদরপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই এইপ্রকার অবস্থাযোগ ভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া মনকে পরিত্যাগ ও অচিরাৎ মুক্তিলাভ কর। মুক্তিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; তদিতরই পশুত্ব। কিছুই নাই, যাহা দেখিতেছি, সমস্তই কল্পনামাত্র, এইপ্রকার অবধারণা করিয়া, তুমি অচলের ন্যায়, স্থাণুর ন্যায়, একমাত্র অনন্তস্বরূপ হৃদয়েশ্বর আত্মাতেই অবস্থান কর। ঐরূপ অবস্থানই প্রকৃত অবস্থান। বৃথা বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিও না। কেননা, বিষয়ে অবস্থান সাক্ষাৎ নরক। তুমি ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছ, ধন বা বিষয় সমৃদ্ধি না থাকিলে, সংসারীর কষ্টের একশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিলে, রাজাই বা কে, আর প্রজাই বা কে? ধনীই বা কে, আর দরিদ্রই বা কে? সকলেরই সমান সুখ প্রতিপত্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। হতভাগ্য অন্ধ মানুষ ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। মত্তের ন্যায়, কেবল সংসারেরই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে।

সেইজন্য, তাহার দুঃখশোকেরও একশেষ সংঘটিত হইয়া থাকে।

তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া, আত্ম, জগৎ, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের অন্তরালে স্বীয় আত্মাকে অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহারই ভাবনা করত অবস্থিতি কর। স্বাদ্যস্বাদক ত্যাগ করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী স্বাদনকে ধ্যান ও তৎপ্রভাবে আত্মময় হইয়া, অবস্থিতি কর। ভাবনাপরিহারপুরঃসর ভাবাভাব দশা হইতে দূরে থাকিয়া, সেই একমাত্র আত্মাকে ভাবনা ও তৎসহায়ে সুস্থ হইয়া, সেই আত্মাতেই অবস্থিতি কর। জ্ঞান ও মুক্তি দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে যে, চিত্ততাই শৃঙ্খল। আত্মা সিংহ স্বরূপ, ঐ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকেন। তুমি তাঁহাকে মুক্ত কর। আত্মাকে মুক্ত রাখিলেই, মুক্তদশা ভোগ হইয়া থাকে। কেননা, আত্মাই সর্ব্বস্ব, এই দেহ কিছুই নহে; সামান্য আবরণমাত্র। আত্মা যদি ত্যাগ করে, তাহা হইলে, এই দেহ এই মুহূর্ত্তেই স্খলিত ও তৎক্ষণে পতিত হইবে, তাহাতে অন্যান্য বিষয় সকলেরও সমকালিক পতন অনিবার্য্য। তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া, আত্মারূপ সিংহকে চিত্ততারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত কর। বৎস! আত্মাই সর্ব্বস্ব বা সমুদয়, এইপ্রকার সম্বিদ্ সমুদিত হইলে চিত্ত, চেত্য বা চেতনা কিছুই কিছু বলিয়া আর প্রতীতি হয় না। একমাত্র ভ্রমবশেই চিত্তাবতারণ সমুত্থিত এবং একমাত্র সম্যক্ জ্ঞানরূপ মহামন্ত্র দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুমি ইহা অবগত হইয়া, উল্লিখিত মহামন্ত্র সাধন কর। ঐ মন্ত্রসাধনের উপায়ও বিস্তর। তন্মধ্যে দৃশ্যত্যাগ বা কল্পনা পরিবর্জ্জনই অন্যতর প্রধান সাধন।

আমার রাগ নাই, বাহ্যসুখসাধনের উপার্জ্জন নাই, আমি সর্ব্বথা নিরুপদ্রব ও নিরাধি হইয়াছি, এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া, তুমি নিরুদ্বেগ হইয়া, আত্মাতে অবস্থান কর; তাহা হইলে, তোমার চিত্তবিক্ষোভ বিদূরিত ও পরমপদপ্রাপ্তিসংঘটন সম্পন্ন হইবে। অনঘ! ঐরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, আর তোমার

কোন রূপ ভয়ই উপস্থিত হইবে না। তখন তুমি সর্ব্বথা সুস্থ, সুখিত ও স্ব স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইবে।

পঞ্চদশ সর্গ (তৃষ্ণাবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তোমার ন্যায়, সৎপাত্রে উপদেশ বিতরণ পরম সৌভাগ্যযোগ, সন্দেহ কি? আমি জ্ঞান লাভে যত না তৃপ্ত হইয়াছি, তোমাকে উপদেশ দিয়া আমার ততোধিক তৃপ্তি সঞ্চার হইতেছে। বাস্তবিক, যাহার যে বিষয়ের অভাব, তাহাকে তাহা দেওয়া অপেক্ষা সংসারে আমোদের ও সুখের বিষয় যেমন নাই, তেমনি তাহাতে অসীম পুণ্যেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই জন্যই দয়া, দান ও দাতার সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই আহার করে। যে ব্যক্তি অন্যকে আহার করায়, সেই ভাগ্যবান্! তাহাতে সন্দেহ কি? পণ্ডিতেরা এইজন্য শুদ্ধ নিজের উদর পূর্ত্তিকে পশ্বাচার বলিয়াছেন। এইরূপ, যে ব্যক্তি আপনার উপার্জ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান অন্যকে বিতরণ না করিয়া, স্বয়ংই উপভোগ করে, তাহাকেও একপ্রকার পশু বলা যাইতে পারে। অতএব বৎস! অবধান কর। আমি পুনরায় স্বীয় জ্ঞানরূপ মোক্ষ কথাসকল উপদেশ করিতেছি।

একমাত্র চিত্তই সংসারের বীজকণিকা ও জীববন্ধনের বাগুরা এবং সকল কলুষের আধার। আত্মা ইহার অনুসরণ করিলেই, নিজ রূপ ত্যাগ করিয়া, মন রূপে আবির্ভূত ও কুকল্পনা বিস্তারে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময়েই মহামোহের জননী ও সকল ভয়ের প্রসবকারিণী তৃষ্ণারূপ বিষলতা প্রাদুর্ভূতা হইয়া, তাঁহাকে নিরন্তর মূর্চ্ছাফল প্রদান করে। এই তৃষ্ণা, কৃষ্ণা নিশার ন্যায়, ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিকার রোগের ন্যায়, অবসাদদশায় জড়িত এবং আত্মার সাক্ষাৎ বন্ধন। উহা প্রাদুর্ভূত হইয়াই, মহামোহরূপ দুর্ভেদ্য পাশ বিস্তার করে। এই পাশের অনন্ত-

বিস্তৃতি বিষ-বহ্নিশিখার ন্যায়, ইহার দাহযন্ত্রণা এপ্রকার ভয়াবহ যে, হরাদি দেবগণও তাহা সহ্য করিতে পারেন কি না সন্দেহ! অতএব সামান্য মনুষ্যের সামান্য প্রাণ তৃণবৎ তৎক্ষণে দগ্ধ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কত বীর, কত শূর এই অনলে দগ্ধ হইয়াছে! কত গৃহ, কত জনতা ইহার প্রবল শিখায় পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

এই তৃষ্ণা, কৃষ্ণ সর্পিণীর ন্যায়। ইহাঁর গর্ভে যিনি প্রবেশ না করিয়াছেন, তাঁহারই প্রাণ স্বস্থ ও সুখিত। যেখানে ঐ তৃষ্ণারূপ কৃষ্ণনিশার সঞ্চার নাই, সেইখানই পুণ্যরূপ পূর্ণচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আলোকিত এবং সেইখানই শান্তিরূপ সুকোমল কৌমদীলীলায় পরিলালিত ও পরম শীতলভাবে পরিণত। সাক্ষাৎ অমঙ্গলরূপিণী এই তৃষ্ণা স্বয়ং বিষ্ণুকেও বামন করিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, তৃষ্ণার আশ্রয় লইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই বামনদশার সঞ্চার হইয়া থাকে।

এই তৃষ্ণাবশেই সূর্য্য সমুদিত, বায়ু প্রবাহিত, মেঘ বর্ষিত, নদী ধাবিত, পর্ব্বত অবিচলিত ও পৃথিবী ত্রিলোকধারণব্রতে নিরত হইয়া থাকে। তৃষ্ণা রজ্জুরূপে যাহাকে বন্ধন করে, তাহার আর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই সংকল্প বিসর্জ্জন করিয়া, তৃষ্ণাকে দূরে পরিহার কর। নতুবা, বদ্ধ হইয়া, চিরকাল অসীম নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, মন সংকল্পবিরহিত হইলেই, তৎক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং মন বিনষ্ট হইলে, তৃষ্ণাও তৎসঙ্গে লয়দশা ভোগ করে। অতএব তুমি সত্বর সংকল্প ত্যাগ কর। তোমার মন বিনষ্ট ও তৎসহায়ে তৃষ্ণারূপ দুর্ভেদ্য বন্ধন ছিন্ন হইয়া, অচিরাৎ মুক্তিলাভ হউক। তুমি যাবৎ দুঃখসহস্রপ্রসবিনী বন্ধনমাত্রের এক-জননী অনাত্মভাবনা ত্যাগ করিতে না পারিবে, তাবৎ কোনমতেই তত্ত্বজ্ঞ মধ্যে গণ্য হইতে সমর্থ হইবে না। ভব্য! তুমি অনহম্ভাবনারূপ

সুতীক্ষ্ণ অসিলতার সাহায্যে পরম পাপপ্রসবিনী অহম্ভাবনাকে ছেদন করিয়া, অনন্ত সুখস্বরূপ অনাময় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হও।

ষোড়শ সর্গ (তৃষ্ণাচিকিৎসা)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথাসুধা পান করিয়া, কোনমতেই তৃপ্তির শেষলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব পুনরায় উহা বিতরণ করিয়া, আমার তাপিত প্রাণ শীতল করুন। দুর্নিবার সংসারতাপে আমার অন্তরাত্মার লয়দশার সঞ্চার হইয়াছে।

ব্রহ্মন্! আপনি আমায় অহঙ্কার ত্যাগ করিতে উপদেশ করিতেছেন, আপনার এই বাক্য স্বভাবতঃ গম্ভীর। আমি ইহার মর্ম্মার্থ ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, আমি যদি অহংকার ত্যাগ করি, তাহা হইলে, আমাকে তৎসঙ্গে এই দেহও ত্যাগ করিতে হয়। কেননা, স্তম্ভ যেমন গৃহভিত্তি ধারণ করে, তদ্রূপ অহংকার দেহকে ধারণ করিয়া আছে। অতএব মূলদেশ ছিন্ন হইলে, পাদপ যেমন পতিত হয়, অহঙ্কারের ক্ষয় হইলে, দেহেরও তদ্রূপ অবশ্যই পতন হইবে। সুতরাং, আমি কিরূপে অহঙ্কার ত্যাগ করিব এবং ত্যাগ করিলেই বা কিরূপে জীবিত ধারণে সমর্থ হইব? আপনি প্রকৃতরূপে এবিষয়ের মর্ম্মার্থ নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বাসনাত্যাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা, ধ্যেয়, ও জ্ঞেয়। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যাবতীয় বস্তু আমার এবং আমিই ইহাদের জীবন। ইহারা না থাকিলে, আমি কোনরূপ ব্যাপারসাধনে সমর্থ হই না এবং আমি না থাকিলে, ইহারাও থাকিতে পারে না। পুনশ্চ, আমি যেমন এই সকল পদার্থের নহি, ইহারাও তদ্রূপ আমার নহে। মনের সহিত এই প্রকার বিচার ও অন্তরে এইপ্রকার অবধারণ করিয়া,

একবারেই বাসনা ত্যাগ করার নাম ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ। এইরূপ, ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বত্র। অতএব আর কোন্ বস্তুর কামনা করিব? এইপ্রকার দৃঢ়বুদ্ধিসহায়ে মমতা বিসর্জ্জন করিয়া, বাসনার ক্ষয়সহকারে দেহ ত্যাগ করাকে জ্ঞেয়বাসনা ত্যাগ বলে। যিনি অবলীলাক্রমে ঐরূপ অহংকারময়ী বাসনা ত্যাগ করিয়া, জীবন যাপন করিতে পারেন, সেই ধ্যেয়ত্যাগী পুরুষকেই প্রকৃত জীবন্মুক্ত বলা যায়। যিনি অজ্ঞান ও বাসনা, এই উভয়কেই সমকালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি আশ্রয় করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞেয়ত্যাগী। তাঁহারও জীবন্মুক্তি দশা সংঘটিত হয়। জনকাদি মহাত্মারা এইরূপে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

যাঁহারা জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ ও তন্নিবন্ধন শান্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিদেহমুক্ত হইয়া, পরাপর ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন। অথবা, উভয়বিধ বাসনা ত্যাগ দ্বারাই শান্তিলাভ ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে এবং সমস্ত সন্তাপের পরিহার ও চরমে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়, এবিষয়ে কোনরূপ দ্বৈধাপত্তি নাই।

অনবরত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াও, যাঁহার হর্ষ বা বিষাদ উপস্থিত না হয়, তাঁহাকেই যথার্থ মুক্ত বলে। যিনি ইচ্ছা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, ইষ্টানিষ্টে সুষুপ্তবৎ ব্যবহার করেন, অর্থাৎ কোনরূপ ইষ্ট ঘটিলেও যেমন, কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিলেও তেমন বিকৃত হন না, তাঁহাকেই প্রকৃত মুক্ত বলে। এই অসার অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর দেহে যাঁহার অহংমমতা প্রভৃতি হেয়োপাদেয় পরিহৃত হইয়াছে, তাঁহাকেই প্রকৃত মুক্ত বলে। হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, রোষ, কাম ও কার্পণ্য প্রভৃতি দোষ সমস্ত যাঁহার অন্তঃকরণ আক্রমণ করিতে পারে না, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যাঁহার ভাববৃত্তি সকল প্রশমিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও সুষুপ্তবৎ ব্যবহার করেন এবং পূর্ণচন্দ্রবৎ সর্ব্বদাই প্রসন্নভাবে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যিনি আশা, ইচ্ছা, অভিলাষ,

কামনা, তৃষ্ণা, বাঞ্ছা, স্পৃহা এই সকল কামবৃত্তির কোনরূপ অনুরোধ রক্ষা করেন না, তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

সপ্তদশ সর্গ। (তৃষ্ণাবিচ্ছেদোপদেশ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! বিদেহমুক্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অতএব অধুনা জীবন্মুক্তগণের বিষয় শ্রবণ কর। যিনি বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ত্তব্যমাত্রের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। যাহারা বাহ্যতৃষ্ণাবিবর্জ্জিত হইয়া, ব্যবহারবর্ত্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই সংসার-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকে। ঐরূপ ব্যক্তিদিগকেই বদ্ধ বলে। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ব্যসন হইতে উন্মুক্ত হইয়া, একমাত্র আত্মনির্ভরতায় সংসারপথে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলে। বিষয়প্রাপ্তির পূর্ব্বে বা বিষয় ভোগ করিবার সময়ে অথবা বিষয় বিনষ্ট হইবার পরেও, যাঁহারা অনুরাগ বা দুঃখ কিছুরই বশীভূত হন না, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত।

এই সমস্ত বিষয় আমার হউক, এইপ্রকার ভাবনার নাম তৃষ্ণা। ঐ তৃষ্ণাই শৃঙ্খল, জানিবে। যে পরমোদার মহামনা পুরুষ সর্ব্বতোভাবে এই তৃষ্ণা ত্যাগ করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন। অতএব তুমি, বন্ধ ও মোক্ষের আশা এবং সুখদুঃখ ত্যাগ করিয়া, অক্ষুব্ধ মহাসাগরবৎ অবস্থিতি কর। তুমি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গের অগ্রগণ্য। অতএব আত্মাকে অজর ও অমর ভাবিয়া জরামরণ শঙ্কা করত মনকে কখন কলুষিত করিও না। এই সমস্ত দৃশ্য পরমার্থ নহে এবং তুমিও পরমার্থ নহ। তোমরা সকলেই তুচ্ছ। তুচ্ছ বস্তুর আর কামনা কি? ইহা ভাবিয়া তুমি তৃষ্ণা ত্যাগ কর।

যাঁহারা বিচারপরায়ণ, তাঁহাদের হৃদয়ে নিশ্চয় চতুষ্টয় বিততরূপে সমুদিত হয়। প্রথমতঃ, আমার আপাদমস্তক পিতামাতা

কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বদা অসৎ বস্তু সকলের অবলোকন জন্য এইপ্রকার নিশ্চয় সমুদিত হয়। ইহাই বন্ধনের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, আমি সর্ব্বভাবাতীত ও কেশাগ্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এইপ্রকার নিশ্চয় মোক্ষের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হয়। তৃতীয়তঃ, আমি জগতীস্থ যাবতীয় পদার্থের আত্মা, আমার ক্ষয় নাই; এইপ্রকার নিশ্চয়ও মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ, আমি আকাশসদৃশ শূন্যজগৎ; এইরূপ নিশ্চয়ও মোক্ষের জন্য সমুত্থিত হইয়া থাকে। অয়ি মহামতে! আমি সর্ব্বাত্মা, এইপ্রকার নিশ্চয় সমুদিত হইলে, আমার বুদ্ধি আর জন্মমরণাদি বিষাদে আক্রান্ত হয় না। আত্মার মহিমা অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, এই প্রকার নিশ্চয় জন্মিলে, আর বদ্ধ হইতে হয় না।

অষ্টাদশ সর্গ। (জীবন্মুক্তিস্বরূপবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! যাঁহাদের মন সমাহিত ও অসৎদৃষ্টি তিরোহিত হইয়াছে, অধুনা সেই সকল মহাত্মার বিবরণ করি, শ্রবণ কর। জীবন্মুক্ত মুনিগণ সংসারে জন্মমৃত্যু ও নরকাদিতে উপহাস করিয়া বিচরণ করেন এবং শত্রুমিত্রসমদর্শী ও ধ্যেয়বাসনাবিবর্জ্জিত হইয়া, নির্ম্মল সুখশান্তি সম্ভোগ করিয়া থাকেন। কোনরূপ উদ্বেগ আর তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহারা কোনরূপ বিপ্রিয়কার্য্যেও প্রবৃত্ত হন না। বিবেকবলে আত্মাকে দর্শন করিয়া, প্রবোধরূপ উপবনে বিহার করেন। যিনি সর্ব্বাতীত পদ আশ্রয় করিয়া, পূর্ণচন্দ্রবৎ পরমশীতল ও নিরুদ্বেগ হন, তাঁহাকে আর কখন অবসন্ন হইতে হয় না। তিনি দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষা ও অভিনন্দনাদি বিসর্জ্জন করিয়া, সর্ব্বদা মিতভাষী ও আবশ্যক কার্য্যে আলস্যবিহীন হইয়া সর্ব্বতোভাবে পূর্ণদশা ভোগ করেন; পুনশ্চ, যিনি জিজ্ঞাসিত

হইলে, প্রকৃত উত্তর দেন এবং জিজ্ঞাসিত না হইলে, স্থাণুর ন্যায় থাকেন এবং ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়েই বদ্ধ হন না, তিনি কখন সংসারে অবসন্ন হন না। যিনি সকলের অভিমত বাক্য প্রয়োগ, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উৎকৃষ্ট সমাধান ও সকলের অভিপ্রায় বেদনে সমর্থ, তিনি কখন সংসারে অবসন্ন হন না বৎস! ইহা যুক্ত, ইহা অযুক্ত, এইপ্রকার বিবেচনা করিতে পারিলে, করতলস্থ বিল্বফলতুল্য লোকদৃষ্টান্ত বিশিষ্টরূপে বিদিত হওয়া যায়। ঐরূপ বিবেচনাশীল ব্যক্তিগণ পরমপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সুশীতল বুদ্ধিসহায়ে হাস্য করিয়া এই ভঙ্গুর জগৎস্থিতি দর্শন করেন।

এই আমি তোমার নিকট পরাপরদর্শী জিতচিত্ত মহাত্মাদের স্বভাব ও স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। ভোগকর্দ্দম নিরত অজিতচিত্ত মূর্খদিগের অভিমতবিষয় বর্ণনে আমাদের ক্ষমতা নাই। নরকাগ্নির শিক্ষাস্বরূপ স্ত্রীসকল ও বিবিধ অনর্থের মূল ধনসম্পত্তিই ঐরূপ মূর্খাদির অভিমত। তাহাদের কার্য্যসকলও মদমাৎসর্য্যাদি বিবিধ দোষময়, ফলকামনাবিশিষ্ট ও তজ্জন্য সুখদুঃখে পূর্ণ, উহা বর্ণন করিতেও, আমাদের ক্ষমতা নাই।

অধুনা, তুমি জীবন্মুক্ত ও স্বস্থ হইয়া, পূর্ণদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক বিহার কর। মন হইতে আশা ও বাসনা দূরে পরিহার করিয়া বীতরাগ হইয়া, সংসারে বিহার কর। সর্ব্বাচারনিরত হইলেও, অন্তরে সর্ব্বাচারপরিহারপুরঃসর সংসারে বিহার কর। যাবতীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা ও অতুচ্ছ পরমপদ আশ্রয় করিয়া সংসারে বিহার কর। অন্তরে আশাশূন্য হইয়া, বাহ্য আশা আশ্রয় করিয়া এবং অন্তরে শীতল ও বাহ্যে সন্তপ্ত হইয়া, সংসারে বিহার কর। বাহ্যে আড়ম্বর আশ্রয় ও অন্তরে উহা ত্যাগ করিয়া, বাহ্যে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া, সংসারে বিহার কর। সংসারিক বিষমাত্রের সারাসার তোমার বিদিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহা ইচ্ছা তাহাই দর্শন করিয়া, সংসারে বিহার কর। অহঙ্কার

ত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থচিত্ত, পরমশোভমান ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া সংসারে বিহার কর। আশাপাশশত হইতে বিমুক্ত, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনিরত ও বর্ণাশ্রমসমুচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, সংসারে বিহার কর। এই সংসার পরিবর্ত্তিনী ইন্দ্রজালশ্রী সর্ব্বথা মিথ্যা জানিয়া, সংসারে বিহার কর। এখনই যাইতে হইবে ভাবিয়া, সর্ব্বত্র বীতচিন্ত হইয়া, সংসারে বিহার কর। মৃত্যু যখন নিশ্চয় ও অবশ্যম্ভাবী, তখন উহা হইয়াছে ভাবিয়া, জীবনে আস্থা ত্যাগ করিয়া, সংসারে বিহার কর। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই বিস্তৃত সংসারভ্রান্তির হেতু। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, তৎক্ষণে উহার লয় হইয়া থাকে। তুমি স্বকীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে তত্ত্বরূপ অবগত ও অহংকারবিবর্জ্জিত হইয়া, অধুনা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া, সংসারে বিহার কর। বৎস! তুকি বন্ধু, বান্ধব, বাসনা সমস্তই ত্যাগ কর। অসৎ বিষয়ের আলোচনার আবশ্যকতা কি? তোমার পরমতত্ত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। বাসনাত্যাগই এই তত্ত্বরূপ পরমার্থপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন।

ভোগ, বা জগদ্‌ভাব বা শুভাশুভ কর্ম্ম, আত্মা কিছুতেই সম্বন্ধ নহেন। অতএব ঐ সকলের জন্য অনর্থক অনুশোচনার আবশ্যক কি? আমিই আত্মতত্ত্বসার, এইপ্রকার বুদ্ধি আশ্রয় কর। তাহা হইলে, একবারেই অভয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ উপায় থাকিতে কিজন্য ভয় করিতেছ? তুমি স্বভাবতই বন্ধুশূন্য, কাহারই সহিত তোমার কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। অতএব তুমি কাহার জন্য শোক করিতেছ? তুমি দুঃখ বা শোক কিছুতেই আচ্ছন্ন না হইয়া, শান্তি আশ্রয় কর। অগ্নির শিখামধ্যে অন্ধকার যেরন, নিত্যশুদ্ধ তোমাতেও তেমন দুঃখবিষাদের অবসর কোথায়? ইনি আপনার, বা ইনি পর; লঘুচেতারাই এইরূপ গণনা করে; কিন্তু উদারচেতাদের বুদ্ধি সর্ব্বথা আবরণ-শূন্য। এমন বস্তুই নাই, আমিযাহাতে নাই, অথবা যাহা নহি, এইপ্রকার অবধারণ করিয়াই, ধীরগণের বুদ্ধি আবরণশূন্য হইয়া

থাকে। বৎস! বহুশত জন্মের সহায়তায় ভ্রম বদ্ধমূল হওয়াতেই, জগতে বন্ধু ও অবন্ধু এইপ্রকার দৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুগত্যা কেহ কাহার বন্ধু নহে। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর।

ঊনবিংশ সর্গ (পাবনবোধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ইনি বন্ধু নহেন, এই কথাপ্রসঙ্গে মুনিপুত্রসংবাদ নামক পুণ্যজনক আশ্চর্য্য ইতিহাস আমার মনে পড়িয়া গেল, উহা বলিতেছি, শুন।

জম্বুদ্বীপের কোন স্থানে গিরিব্রজমধ্যে বলব্রজে পরিবৃত এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। উহার নাম মহেন্দ্র। মহর্ষিগণ তত্রত্য কল্পপাদপরম্পরার ছায়ায় বিশ্রাম করেন। উহার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। নীলবর্ণ মেঘমালা ঐ শৃঙ্গে কেশের ন্যায় বিলম্বিত এবং ভগবতী আকাশগঙ্গা ঋষিগণের স্নানপানসমাধান জন্য তত্রত্য রত্নসানুতে প্রবাহিত হইতেছেন। তদীয় তীরদেশে বিকসিত পাদপপূর্ণ এক প্রদেশ আছে। উহা সুমেরুতটের ন্যায়, কনকপ্রভ। পরমাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট উদারবুদ্ধি দীর্ঘতপা নামে কোন ঋষি সাক্ষাৎ তপস্যার ন্যায়, তথায় বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র; পুণ্য ও পাবন। মহর্ষি ঐ দুই পুত্র ও ভার্য্যার সহিত বহুকাল তথায় বাস করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার গুণজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্যের জ্ঞানপ্রাপ্তি হইল এবং কনিষ্ঠ পাবন মূর্খতার অবসানে প্রভাতকালীন পদ্মবৎ অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইলেন। তন্নিবন্ধন, পরমবস্তুর অপ্রাপ্তিবশতঃ তিনি দোলায়মানচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর শতবর্ষ পূর্ণ হইলে, মহর্ষি দীর্ঘতপা জরাক্রান্ত হইয়া, সেই গিরিগুহা মধ্যে দেহভারপরিহারপুরঃসর পুষ্পের গন্ধ যেমন আকাশে সমাগত হয়, তদ্রূপ পরমপদে অধিরোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় ভার্য্যা, নাথহীন পঙ্কজিনীর

ন্যায়, বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভ্রমরী যেমন পদ্মিনীকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ তিনি স্বামীর উপদিষ্ট যোগসহায়ে জরারোগাদি গ্লানিহীন এবং স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

পুণ্য, শোকাদির পরতন্ত্র না হইয়া, মৃত জনকজননীর ঔর্দ্ধদেহিক সমাহিত করিলেন। কনিষ্ঠ পাবন জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া শোকব্যাকুলহৃদয়ে বিলাপ করিয়া অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উদারমতি পুণ্য ঔর্দ্ধদেহিকসমাধানান্তে কাননে সমাগত হইলেন এবং কনিষ্ঠকে তদবস্থ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি কিজন্য শোক করিতেছ? শোক অজ্ঞানের হেতু। তোমার পরম প্রাজ্ঞ পিতৃদেব তোমার মাতৃদেবীর সহিত মোক্ষনাম্নী পরম পদবীতে অধিষ্ঠিত ও স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহার জন্য বৃথা শোক করিতেছ কেন? ঐ পদ স্থিতি, লয় ও উৎপত্তির আধার। একমাত্র মোহই এই আমার মাতা, এই আমার পিতা, এইপ্রকার ভাবনার সমুদ্ভাবন করে। এই কারণে তাঁহারা তোমার পিতা মাতা নহেন, তুমিও তাঁহাদের পুত্র নহ; তাঁহাদের পুত্রের সংখ্যা নাই। বৎস! তোমারও সহস্র সহস্র পিতা মাতা হইয়া গিয়াছেন। তোমার ন্যায়, ঐ সকল পিতা মাতার আরও অসংখ্য পুত্র জন্মিয়াছিল। নদী তরঙ্গের ন্যায়, লোকের বহুপুত্র গত হয়। প্রত্যেক ঋতুতে বৃক্ষ সকলের ন্যায়, প্রত্যেক জন্মে লোকের বহুপুত্র ও বহুমিত্র অতীত হইয়া থাকে। তাত! যদি বর্ত্তমান পিতামাতাদির জন্য শোক করা সমুচিত হয়, তাহা হইলে, ঐ রূপে গত সহস্র সহস্র পিতামাতাদির জন্য কেননা শোক করিব? বৎস! এই জগৎ ভ্রমবিলাস মাত্র; অতএব পিতা মাতাদিও নামমাত্র। মহাভাগ! এই ছত্রচামরচঞ্চলা লক্ষ্মীও স্বপ্নমাত্র। ইহা তিন বা পাঁচ দিন মাত্র স্থায়িনী। পারমার্থিক দৃষ্টিসহায়ে সত্য বিচার করিয়া, এই ভ্রম পরিহার কর। ইনি জাত বা ইনি মৃত, এই প্রকার কুদৃষ্টি কেবল কল্পনা হইতেই প্রাদু-

ভূ‍‍ত হয়। আত্মা অজ্ঞানরূপ আতপে আচ্ছন্ন হইলেই, মরুভূমির ন্যায়, বাসনারূপ বিলোল মরীচিকা সমুদ্ভূত করিয়া, বিবিধ দুঃখ বিস্তার করিয়া থাকেন।

বিংশ সর্গ। (পাবনের বিজ্ঞানপ্রাপ্তি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, পুণ্য পাবনকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তাত! পিতা কে, মাতা কে, মিত্রকে আর বান্ধবই বা কে? সমস্তই সংজ্ঞামাত্র, বস্তুগত্যা কিছুই নহে। ঐরূপ স্নেহ, মমতা ও রাগদ্বেষাদিও নামমাত্রে কল্পিত। অর্থাৎ মিত্র বলিয়া ভাব, মিত্র হইবে, আবার, শত্রু বলিয়া ভাব, শত্রু হইবে। সমস্তই মনের কল্পনা। যাহাকে যে নাম দেওয়া যায়, সে তাহাই হইয়া থাকে। এই রূপে এই সংসারস্থিতি বিষও অমৃতের ন্যায়। আত্মা যখন সকলের অতীত, তখন আবার আত্মীয় বা পর ভাবনা কি? আত্মার পক্ষে বন্ধুও যেমন, শত্রুও তেমন। এই রক্তমাংসময় অস্থিসমষ্টি দেহে আমি কে এইরূপ বিচারপরায়ণ হও। পরমার্থতঃ দৃষ্টি করিলে, আমি তুমি জ্ঞান ভ্রমমাত্র। অতএব তোমার মাতা কে, পিতা কে, আর পরই বা কে? আকাশের যেমন আত্মীয় বা পর কেহই নাই, আকাশরূপী অনন্তস্বরূপ আত্মারও তদ্রূপ আত্মপর নাই।

ভ্রাতঃ! পূর্ব্বজন্মে তোমার যে বান্ধব বা বিভব ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন? পূর্ব্বজন্মে তোমার যে বহুবিধ পুষ্প ও মৃগাদি ছিল, তুমি তাহাদেরও জন্য শোক করিতেছ না কেন? পূর্ব্বে তোমার পঙ্কজমণ্ডিত তটিনীতটে যে সকল হংস বিচরণ করিত, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ না কেন? অথবা পূর্ব্বে তোমার বিচিত্র বনরাজিতে যে সকল বৃক্ষবন্ধু ছিল, তাহাদের জন্যও শোক কর না কেন? অথবা পূর্ব্বে তোমার পদ্মষণ্ডমণ্ডিত সরোবর সলিলে যে সকল মৎস্যবন্ধু

বিচরণ করিত, তাহাদের জন্যও শোক কর না কেন?

পূর্ব্বজন্মে তুমি দশার্ণদেশে বানর, তুষারে রাজপুত্র, পুণ্ড্রে বন্যবায়স, হৈহয়ে মাতঙ্গ, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, শাল্বে কুক্কুর, সরলদ্রুমে পক্ষী, বিন্ধ্য পর্ব্বতে বিপুল পাদপ ও মন্দরে কুক্কুট, উহার গুহায় ব্রাহ্মণ, কোশল রাজ্যে তিত্তিরি ও বঙ্গদেশে অশ্ব হইয়া জন্মিয়াছিলে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ হইয়াছ। তাত! যে তুমি বিন্ধ্যগিরিস্থ তালমূলের অভ্যন্তরে কীট, উড়ুম্বরে মশক ও বনে বক হইয়াছিলে, সেই তুমি এমন আমার অনুজ হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি স্বকীয় দেশসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুগ্রামে শুষ্ক গোময়কুণ্ডে সার্দ্ধ সং বৎসর বৃশ্চিক হইয়াছিলে, সেই তুমি এখন আমার অনুজ। পূর্ব্বে তুমি, পদ্মবনে ভ্রমর যেমন, পুলিন্দগণের স্তনপীঠে তেমন শয়ন করিয়া থাকিতে; সেই তুমি এখন আমার অনুজ। তুমি অন্যান্য বহুশত যোনিতেও এইরূপে বহুশত সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ।

বৎস! আমারও এইরূপে বহু সহস্র জন্ম সংঘটিত হইয়াছে। আমি যেমন বিশুদ্ধবুদ্ধি সাহায্যে তোমার তত্তৎ জন্মপরম্পরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অদ্য তেমন সমুদিত জ্ঞানদৃষ্টির সাহচর্য্যে আমারও অতীত জন্ম সহস্র স্মৃতিপথে পদগ্রহণ করিল। আমি ত্রিগর্ত্তে শুক, নদীতটে বক, অরণ্যানীতে ক্ষুদ্রপক্ষী, বিন্ধ্যপর্ব্বতে পুলিন্দ, বঙ্গে বৃক্ষ ও মহেন্দ্রে উষ্ট্র হইয়া জন্মিয়াছিলাম। অধুনা এই অরণ্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি হিমালয়ে চাতক, পৌণ্ড্রমণ্ডলে রাজা ও সহ্যকুঞ্জে ব্যাঘ্র ছিলাম। অধুনা তোমার অগ্রজ হইয়াছি। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি দশবর্ষ গৃধ্র, পঞ্চমাস গ্রাহ ও শত বৎসর সিংহ ছিল, সেই ব্যক্তিই এখন তোমার অগ্রজ। তাত! আমি শ্রীশৈলে চাতক ও অন্ধগ্রামে আচার্য্যপুত্র রূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অধুনা তোমার জ্যেষ্ঠরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। এক্ষণে আমার জন্মান্তরীণ বিবিধাচারচেষ্টিত তত্তৎ সংসার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে।

এই রূপে আমাদের শত শত পিতামাতা, শত শত ভ্রাতা

বান্ধব ও শত শত সুহৃন্মিত্র অতীত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের কাহার জন্য শোক করিব? সংসারের গতিই এই, জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম হইয়া থাকে। অতএব শোক করিয়া লাভ কি? এই সংসার সুবিস্তৃত বনপাদপ; অনন্ত পিতামাতা ইহার অনন্ত পত্র রূপে অহোরহ স্খলিত হইতেছেন। ইহাতে সুখ দুঃখের প্রমাণ কি? অতএব আইস, সংসারের সুখদুঃখ ত্যাগ করিয়া, স্বস্থ ও স্বচ্ছ হইয়া, জীবন যাপন করি। তাত! গতিবিদ্ পুরুষগণ অহংভাবসংবলিত প্রপঞ্চভাবনা ত্যাগ করিয়া, যে গতি লাভ করেন, তুমিও সেই গতি প্রাপ্ত হও এবং ভবভাবনাবিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অব্যগ্র হৃদয়ে সেই জরামরণবিরহিত আত্মাকে স্মরণ কর; কোন মতেই মোহে আচ্ছন্ন হইও না।

তাত! তোমার জন্ম নাই, দুঃখ নাই; পিতা নাই, মাতাও নাই। তুমি আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহ। অজ্ঞেরাই এই সংসারযাত্রায় রসভাবময়ী বুদ্ধি নিয়োগ করে। যথাপ্রাপ্তার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞেরা পরমাত্মার সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিতি করেন। এই লোকস্থিতিতে তাঁহাদের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ববিনিয়োগ নাই।

একবিংশ সর্গ (তৃষ্ণাচিকিৎসাযোগোৎপত্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! পুণ্য এই রূপে প্রবোধ প্রদান করিলে, প্রভাতে ভূমণ্ডলের ন্যায়, পাবনের প্রকাশ প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর উভয়ে পরমসিদ্ধিসাধনপুরঃসর যদৃচ্ছাক্রমে বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে নির্ব্বাণপদে অধিরূঢ় হইয়া, স্নেহহীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় শম লাভ করিলেন।

হায়! লোকে এই রূপে পূর্ব্বতন দেহের ধন, মান বা বন্ধু কিছুই গ্রহণ বা বিসর্জ্জন করে না। অতএব সর্ব্বতোভাবেই অনন্ত তৃষ্ণা ত্যাগ করা বিধেয়। একমাত্র চিন্তা দ্বারাই তৃষ্ণা বর্দ্ধিত ও চিন্তা না করিলেই, বিনষ্ট হইয়া থাকে। সৌম্য!

তুমি বাসনাত্যাগরূপ রথে আরোহণ করিয়া, সকরুণ নয়নে লোকদিগকে দর্শন করত, উত্থান কর, আর দীনভাবে বসিয়া থাকিও না। অনঘ! পরমবিশুদ্ধ ও নিরাময় ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত মূঢ়েরও মোহ তিরোহিত হয়। বিবেককেই একমাত্র বন্ধু ও পরমার্থবুদ্ধিকেই অদ্বিতীয় সখী রূপে পরিগ্রহ করিয়া, সংসারপথে প্রবৃত্ত হইলে, কোন বিপদই মুগ্ধ করিতে পারে না। সৎ শাস্ত্র, সৎ গুণ ও সৎ প্রযত্ন সহায়ে যেরূপ ইষ্টাপত্তি হয়, ত্রিভুবনের আধিপত্যলাভেও তদ্রূপ সম্ভব নহে। যাহারা বারংবার জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক এই সংসারগর্ত্তে ভ্রমণ করে, তাহাদের আন্তরিক সন্তাপের কোন কালেই বিরাম নাই। মন পূর্ণ হইলে, সমস্ত সংসার সুধাপূর্ণ বোধ হয়। বৈরাগ্য দ্বারা মন পূর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ণচিত্তে আশা আর স্থান লাভ সমর্থ হয় না। আশা দূর হইলে, শরৎকালীন সারসীর ন্যায়, মনের নির্ম্মলতা উপস্থিত হয়। যাহার চিত্তরূপ মহাবৃক্ষে মনোরূপ মর্কট উল্লসিত না হয়, তাহার হৃদয়কানন পরম শোভমান হইয়া থাকে। যাঁহাদের স্পৃহা ও আশা নাই, এই ত্রিভুবন তাঁহাদের নিকট পদ্মবীজকোশের ন্যায়, যোজনসমূহ গোষ্পদের ন্যায়, ও মহাকল্প ও নিমেষার্দ্ধের ন্যায়, নিতান্ত অল্প প্রতীত হয়। স্পৃহাহীন মন চন্দ্র ও হিমালয় অপেক্ষাও শীতল এবং পূর্ণেন্দু অপেক্ষাও দীপ্তিমান্, ক্ষীরসাগর অপেক্ষাও কান্তিমান্ এবং লক্ষ্মীবদন অপেক্ষাও বিকাশবান্। এই স্পৃহা যেরূপ মনকে দূষিত করে, সুনিবিড় মেঘমালাও তদ্রূপ চন্দ্রকে দূষিত করিতে পারে না। চিত্ত সুবিস্তৃত বৃক্ষ, আশা তাহার জগদ্ব্যাপিনী মহাশাখা। এই শাখা ছিন্ন না হইলে, মনের কখনও স্বরূপলাভ হয় না। অখণ্ডিত ধৈর্য্যবল সহায়ে মনের ক্ষয় হইলেই, অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বাবিংশ সর্গ (বিরোচনকথারম্ভ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অয়ি রঘুবংশপূর্ণচন্দ্র! অসুররাজ বলি যেরূপ আত্মসমুদিত বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ জ্ঞানলাভ কর।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্মের বিশেষজ্ঞ। আপনার প্রসাদে আমার প্রাপ্তব্যপ্রাপ্তি, অমল পদে অধিষ্ঠিতি, মন হইতে তৃষ্ণারূপ অন্ধকারের অপসৃতি এবং পূর্ণচন্দ্রবৎ পরম-পূর্ণতাসংস্থিতি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সন্দেহ দূর হয় নাই। অতএব আমার বোধবৃদ্ধির জন্য বলির বিজ্ঞানপ্রাপ্তিঘটনা কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অবধানকর; উহা শুনিলে, নিত্যতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ভুবনকোশের কোন দিকে ভূমির অধোভাগে সুবিখ্যাত পাতাললোক। ঐ লোক, চন্দ্রকিরণদিগ্ধাঙ্গী দানব কন্যাগণে পরিপূর্ণ। উহার কোন স্থানে শেষাদি সহস্র সহস্র সর্প বিলোলজিহ্বাসহায়ে উদ্দামস্বরে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিতেছেন; কোন স্থানে মেরুসম বৃহদাকার দানবনন্দনগণ বলপূর্ব্বক যজ্ঞীয় হবি ভক্ষণ করত পর্ব্বতশৃঙ্গে বিহার করিতেছে; কোন স্থানে দিগ্‌বারণগণ দন্তপ্রহারে পার্ব্বত্যপাদপসকল সমুৎপাটন কটকটাশব্দে সকল প্রাণির ত্রাস সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছে; কোন স্থানে সুরাসুরগণ সর্ব্বদা যাঁহার পাদাম্বুজরজ মস্তকে ধারণ করেন, সেই ভগবান্ কপিল অধিষ্ঠান দ্বারা পবিত্রতা বিতরণ করিতেছেন এবং কোন স্থানে অসুরকামিনীরা অ[illegible] উপচারে অনাদিনিধন হাটকেশের উপাসনা করিতেছে। বিরোচনের পুত্র প্রবলপরাক্রান্ত বলি স্বকীয় ভুজস্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত উল্লি[illegible] পাতাললোকে বাস করেন। স্বয়ং দেবরাজও যাঁহার পাদ[illegible] বাঞ্ছা করেন, সেই ভগবান্ হরি এই বলির রক্ষাকর্ত্তা। [illegible] কুপিত হইলে, তাঁহার কল্পাগ্নিকল্প অত্যুগ্র প্রতাপে সপ্তসাগ[illegible]

শুষ্ক হইয়া উঠে। তাঁহারই যজ্ঞীয় ধূমাভ্রপটলের বারিবর্ষণে সপ্ত-সমুদ্র পূর্ণ হইয়াছে। তিনি লীলাবশতঃ ইন্দ্রাদি অমরদিগকে পরাজিত করিয়া, দশকোটি বৎসর রাজত্ব করেন।

এই রূপে বহুযুগ ত্রিভুবনরাজ্য ভোগ করিয়া, একদা তাঁহার বিরতি উপস্থিত হ'ল। তখন তিনি নির্ব্বেদগ্রস্ত হৃদয়ে বাতায়নকক্ষে উপবেশন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি অপ্রতিহত শক্তি সহায়ে কত যুগ ত্রিভুবনসম্রাজ্য ভোগ করিলাম; কিন্তু আমার কি হইল! ভোগসকল আপাতমধুর; কিন্তু পরিণামে ক্ষয়শীল! ইহাতে আবার সুখ কি? পুনঃ পুনঃ দিন, পুনঃ পুনঃ রাত্রি ও পুনঃ পুনঃ শয়ন উপবেশন ইত্যাদি ব্যাপারপরম্পরা মহাত্মাদের লজ্জা ভিন্ন কখন তুষ্টির নিমিত্ত হইতে পারে না। পুনরায় স্ত্রীসঙ্গ, পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগ বা পুনরায় শিশুবৎ ক্রীড়া ইত্যাদিও মহাত্মাদের একমাত্র লজ্জারই হেতু। প্রতিদিন ভুক্ত বিরস বিষয়সকল পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া প্রাজ্ঞেরা লজ্জা ভিন্ন কখনও কি সুখ অনুভব করিতে পারেন? আমার ত স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, পুনরায় দিন, পুনরায় রাত্রি ও পুনরায় কার্য্যচেষ্টা প্রাজ্ঞগণের সাক্ষাৎ বিড়ম্বনা। যে দিন যায় সেই দিনই পুনরায় পর দিন আসিয়া থাকে। কেননা, সেই সূর্য্য সেই রূপে সেই গগনে সেই স্থানেই উদিত হয়েন। ইহাতে আর নূতনত্ব কি ও বিচিত্রতা কি? যাহাতে নূতনত্ব ও তন্নিবন্ধন রসবত্তা নাই, প্রাজ্ঞগণ কি রূপে তাহাতে আসক্ত হইতে পারেন? ফলতঃ, উল্লিখিত ব্যাপারমাত্রেই মত্তচেষ্টার ন্যায়, বাল্যলীলার ন্যায়, নিতান্ত উপহাসাস্পদ। পুনঃ পুনঃ কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াই বা লাভ কি? যাহা করিলে, পুনরায় কর্ম্ম করিতে হয় না, এরূপ কার্য্যই বা কি আছে? কর্ম্মমাত্র উপহাসাস্পদ ও কিয়ৎকাল মহাড়ম্বর প্রদর্শন করে। তাহার অনুষ্ঠানেই বা ফল কি? বালক্রীড়ার ন্যায়, একান্ত অবাস্তব উল্লিখিত ব্যাপারপরম্পরা দুঃখপরম্পরার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বৎস! মহারাজ বলি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পার্থিব বিষয়সুখমাত্রেই ক্ষণিক ও তুচ্ছ। অতএব এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহা অবিনাশী সুখ সমুদ্ভাবন করে? অনন্তর চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার মনে হইল, পূর্ব্বে আমি মদীয় আত্মতত্ত্ববিৎ পিতৃদেব বিরোচনকে জিজ্ঞসা করিয়াছিলাম, তাত! যাহা সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখের অতীত, প্রাজ্ঞেরা যাহাকে সংসারসীমার অন্তস্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, এরূপ বস্তু কি? কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইলে, মনোমোহনিবৃত্তি পরম বিশ্রান্তিপ্রাপ্তি ও এই শরীরেই নির্ব্বাণ তৃপ্তি অনুভূত হয় এবং কোন্ বস্তু সর্ব্বপ্রকার বাসনার অতীত ও পুনরুৎপত্তিবিরহিত এবং কোন্ বস্তু দর্শন করিলে, আর কিছুই দর্শন করিতে হয় না? দেখুন, পার্থিব ভোগ মাত্রেই অসুখের হেতু। বালকেরাই ইহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব যাহা প্রাপ্ত হইলে, আমার চরম আনন্দ ও নির্ব্বাণশান্তি লাভ হইতে পারে, আপনি তাহাই আমাকে বলুন।

এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে, পিতৃদেব নিশাকর করসংযোগে দ্বিগুণিত সৌন্দর্য্যবান্ কল্পতরুতলে আসীন হইয়া, আমার অজ্ঞান ভ্রমনিরাকরণবাসনায় যে জরামরণনিবারণ পরমরসায়ন বচনসমূহ বিন্যস্ত করেন, অধুনা তাহা আমার স্মরণপথে সমুদিত হইল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ। (বিরোচনবাক্য)

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাভাগ! বিরোচন দানবরাজ বলিকে কহিয়াছিলেন, পুত্র! বিপুল-কোটর-বিশিষ্ট অতিবিস্তৃত এক প্রদেশ আছে। বহুসহস্র ত্রৈলোক্য ঐ স্থানে যাতায়াত করে। সেখানে নদ, নদী, শাখা, পর্ব্বত, বন, পৃথিবী, বায়ু, তীর্থ, চন্দ্র, সূর্য্য, দেব দানব, ভূত, বেতাল, যক্ষ, রাক্ষস, স্থাবর, জঙ্গম, জল, আকাশ, অধঃ, ঊর্দ্ধ, দিক্, আতপ, স্বর্গ, আমি ও হরিহরাদি কিছুই নাই; একমাত্র রাজা আছেন। তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বগ ও

সকলের কর্ত্তা। তাঁহার একমাত্র মন্ত্রী। ঐ মন্ত্রী সংকল্প হইতে জন্মিয়াছেন। অঘটনঘটনে ও ঘটনার অঘটনে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা। ঐ মন্ত্রী কিছুই জানেন না ও খাইতেও পারেন না; কিন্তু রাজার জন্য সকলই করিয়া থাকেন। ফলতঃ, তিনি রাজার সর্ব্বেসর্ব্বা। রাজা কেবল বসিয়া থাকেন।

বলি কহিলেন, তাত! সেই আধিব্যাধিমুক্ত দেশ কোথা ও কি রূপে পাওয়া যায়? কোন্ ব্যক্তি উহা পাইয়াছেন? সেই রাজা কে? আমরা অনায়াসেই বিশ্ববিনাশে সমর্থ হইলেও, যাহাকে জয় করিতে অক্ষম, রাজার সেই মন্ত্রীই বা কে? সমস্ত উপদেশ করিয়া, আমার সন্দেহ দূর করুন।

বিরোচন কহিলেন, বৎস! সমস্ত দেবাসুর একত্র হইলেও, সেই মহাবল মন্ত্রীকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি ইন্দ্র, যম, কুবের বা অন্য কোন দেব বা অসুরও নহেন। তবে তুমি কি রূপে তাঁহাকে জয় করিবে? অসি, মুষল বা বিষাক্ত অন্যান্য হেতি, সমস্তই তাঁহাতে ব্যর্থ হয়। তিনি শস্ত্রাদির গম্য ও সৈন্যাদিরও গ্রাহ্য নহেন। সমস্ত দেবাসুর তাঁহারই বশীভূত। বিষ্ণু তাঁহারই প্রসাদে হিরণ্যাক্ষাদি অসুরদিগকে সংহার করিয়াছেন। নারায়ণাদি দেবগণ লোকের বিবেকবিধাতা হইলেও, তাঁহারই প্রভাবে ভৃগুশাপে গর্ভগর্ত্তে নিহিত হন। মদন তাঁহারই প্রসাদে পঞ্চমাত্র শরে গর্ব্বভরে সংসার জয় করিয়া, একচ্ছত্রীর ন্যায়, বিহার করিতেছে। শত শত দেবাসুরসংগ্রাম তাঁহারই ক্রীড়া এবং গুণহীন দুর্ম্মতি ক্রোধ তাঁহারই প্রসাদে দেবাসুরদিগকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। বিবেকোদয়ে সেই রাজার যদি আপনার এই মন্ত্রীকে জয় করিতে ইচ্ছা হয়, তবেই তিনি জ্ঞানমাত্র দ্বারা জিত হন। এই মন্ত্রীর উদয়ে ত্রৈলোক্যের প্রকাশ এবং অস্তগমনে তাহার বিলয়দশা আবির্ভূত হয়। তুমি মোহহীন বুদ্ধি দ্বারা সেই মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিলেই, ধীরপদে পরিগণিত হইবে। তাহাকে জয় করিলে, সংসার সকলকেই

জয় করিতে পারা যায় ; কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারবিজয়ী, সে সেই মন্ত্রীকে জয় করিতে পারে না। অতএব মৃত্যুঞ্জয়রূপ সিদ্ধি ও নিত্য সুখ লাভের ইচ্ছা হইলে, কষ্টচেষ্টাতেও তাঁহাকে জয় করিতে কৃতযত্ন হও। সেই মন্ত্রী সুরাসুরসমেত যাবতীয় সংসার অনায়াসে বশ করিয়া রাখিয়াছেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ (চিত্তচিকিৎসার উপায়)।

বলি কহিলেন, সেই মন্ত্রী কে এবং কি উপায়ে পরাজিত হয়েন ?

বিরোচন কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। একমাত্র যুক্তি দ্বারাই তাঁহাকে তৎক্ষণে বশ করা যাইতে পারে। যুক্তি ব্যতিরেকে তিনি তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের ন্যায়, দগ্ধ করেন। যাঁহারা যুক্তিবলে ইহাঁকে অল্পমাত্র বিষয়দান ও বিষয়দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাঁকে তাহাতে বঞ্চিত করেন, তাঁহাদেরই সেই রাজদর্শন লাভ ও তৎপদ প্রাপ্তি হয়। এই রূপে সেই রাজাকে দেখিতে পাইলে, মন্ত্রী বশীভূত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্পাদন ও না দেখিতে পাইলে, দুঃখ সংঘটন করে। অভ্যাসই ঐ মন্ত্রীজয়ের একমাত্র উপায় এবং সাক্ষাৎ রাজদর্শন। পৌরুষপ্রযত্নসহায়ে শনৈঃ শনৈঃ এই দুই বিষয় সমাধান করিতে পারিলে, তোমার সেই শুভদেশপ্রাপ্তি হইবে।

অধুনা, ঐ দেশের স্বরূপ শ্রবণ কর। ঐ দেশের নাম সর্ব্বদুঃখবিনাশী মোক্ষ। যিনি সর্ব্বপদাতীত, সেই আত্মাই ঐ দেশের রাজা। তাঁহার মন্ত্রীর নাম মন। তিনি অতিশয় দুর্জ্জয়। তাঁহাকে জয় করিলেই, সমস্ত জয় করা যায়। একমাত্র যুক্তিই ক্ষণমধ্যে তাহাকে জয় করিয়া থাকে।

বলি কহিলেন, তাত! কিরূপ যুক্তি দ্বারা মন পরাজিত হয়, সবিশেষ উপদেশ করুন।

বিরোচন কহিলেন, বিষয়ে অনাস্থাই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি। এইরূপ যুক্তিই মত্তমাতঙ্গবৎ মনকে ঝটিতি বশীকৃত করে। অভ্যাসব্যতীত অনাস্থাপ্রবর্ত্তিত পুরুষার্থব্যতীত শুভফল লাভ হয় না। অবশ্যম্ভাবী নিয়তিকেই দৈব বলে। পৌরুষই এই নিয়তির উৎপাদক। তুমি এই পৌরুষসহায়ে বিষয়ে অনাস্থা সঞ্চয় কর। ভববিনাশিনী ভোগবিরতি উপস্থিত না হইলে, জয়বিধায়িনী চরম নির্বৃতির সম্ভাবনা নাই।

বলি কহিলেন, বিরতিলাভের উপায় কি?

বিরোচন কহিলেন, আত্মদৃষ্টি এই ভোগবিরতিরূপ শুভফল সমুদ্ভাবন করে। অতএব তুমি স্বকীয় সুন্দর প্রজ্ঞা সহায়ে সবিশেষবিচারপূর্ব্বক আত্মাকে দর্শন করিয়া, বিষয়ে বিরতি অবলম্বন কর। অজ্ঞানজড় চিত্তকে চারিভাগ করিয়া, দুই ভাগ ত্যাগাদিতে, এক ভাগ শাস্ত্রাদিতে ও অবশিষ্ট ভাগ গুরুসেবাদিতে পূর্ণ করিবে। পরে চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানাপন্ন হইলে, এক ভাগ ভোগ দ্বারা, দুই ভাগ গুরুসেবায় ও অপর ভাগ শাস্ত্রার্থচিন্তা করিয়া পূর্ণ করিবে। অনন্তর চিত্ত ব্যুৎপন্ন হইলে, দুই ভাগ শাস্ত্র ও বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা এবং অপর দুই ভাগ ধ্যান ও গুরুশুশ্রূষায় পূর্ণ করিবে। এইরূপে মন নির্ম্মল হইলে, যুক্তিযুক্ত উক্তি দ্বারা বালকের ন্যায়, তাহার লালন করিবে। তাহাতে প্রজ্ঞা বিচারপরায়ণ ও ভোগতৃষ্ণাবিবর্জ্জিত হইয়া শান্তি ও আত্মদৃষ্টি লাভ করিবে। আত্মদৃষ্টি যেরূপ সুখ সমুদ্ভাবন করে, যজ্ঞ, দান ও তীর্থাদিতেও সেরূপ সম্ভব নহে। ভোগ শ্রেয়োরূপ দ্বারের সুদৃঢ় অর্গল। উহা ভগ্ন করিতে পারিলে, বিচাররূপ ধন লাভ হয়। এই বিচারই আলোকপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় সাধন। তুমি এই বিচার সহায়ে পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, পরম বিশ্রান্তি লাভ করিয়া, সকলের নমস্য হইবে। অতএব তুমি দেশাচারক্রমে ধন অর্জ্জন করিয়া, তদ্দ্বারা সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ দ্বারা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মদৃষ্টি লাভ কর।

পঞ্চবিংশ সর্গ। (বলির চিন্তাসিদ্ধান্তযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! বলি পিতৃবাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, অহো! বিচারপরায়ণ পিতৃদেবের উপদেশে আমার পরমপ্রবোধসঞ্চার ও ভোগবিরতি উপস্থিত হইয়াছে! তৎপ্রভাবে আমার অমৃতশীতল পরমনির্ম্মল শান্তি-সুখেরও সঞ্চার হইয়াছে। অহো! এই শান্তিভুবন কি রমণীয়! উহাতে সুখদুঃখাদি সকলেরই লয় হইয়া থাকে। এই শান্তি-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, আমারও পরম উপশম ও নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে। যাহা প্রচণ্ড মনোবেগের ও নিয়ত মহাক্ষোভের হেতু, সেই ধনোপার্জ্জন কি ভয়াবহ ও দুঃখময়! আমি সমস্ত বিষয়ের আদর্শস্বরূপ মহাবিভব দর্শন ও সমস্ত ভোগের শ্রেষ্ঠ রাজভোগ-সকল ভোগ করিয়াছি, তথাপি, নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারি নাই! অধুনা আমি আত্মদৃষ্টির উপায় জানিবার জন্য কুল-গুরু শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিব, আমি কে, আত্মা কে ও এই সমস্তই বা কি? মহাত্মাদের উপদেশ অক্ষয় অর্থফল সমুদ্ভাবন করে।

ষড়্‌বিংশ সর্গ। (বলির উপদেশযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবল বলী এইপ্রকার চিন্তা করিয়া শুক্রাচার্য্যের ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। আচার্য্য ইহা জানি[illegible] পা[illegible] করিলেয়া, তৎক্ষণাৎ বায়ুবৎ বাতায়নযোগে তদীয় গৃহে প্রবে[illegible] প্রবোধিত তাঁহার দেহপ্রভায় সূর্য্যসমাগমে কমলবৎ বলির অন্তরা[illegible] দেবের পাদব[illegible] উঠিল। তখন তিনি রত্নার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক গুর[illegible] রত্নময় আসন [illegible] মন্দারকুসুমে অর্চ্চনা করিয়া, বসিবার জ[illegible] অধ্যাসীন হইয়া, শ্র[illegible] করিলেন। ভগবান্ শুক্র সেই আস[illegible] [illegible]স্ত দূর করিলে, বলি তাঁহাকে কহিলে[illegible]

ব্রহ্মন্! সূর্য্যপ্রভা যেমন সকলকে কার্য্যে নিয়োগ করে, আপনার এই দেহপ্রভাও তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। ভোগসকল মহামোহের নিদান। আমি উহাতে একান্ত বিরক্ত হইয়াছি। যাহা মহামোহের নিবারক, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব বলুন, আমি কে, আপনি কে, এই সমস্ত লোক ও ভোগপরম্পরাই বা কি?

শুক্র কহিলেন, আমার অবসর নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন। চিৎও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং সমস্তই চিৎ ও চিন্ময়। তুমি চিৎ, আমি চিৎ, সমস্তই চিৎ। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিয়া, বিবেক আশ্রয় কর; সর্ব্বথা সিদ্ধকাম হইবে। যদি তোমার ঐ-প্রকার নিশ্চয়জ্ঞান না হয়, সহস্র সহস্র উপদেশও তোমাতে ভস্মাহুতবৎ বিফল হইবে। চেত্যবিমুক্ত চিৎই পরমাত্মা। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আত্মাকে দর্শন করিলে, তোমার অনন্ত পদ লাভ হইবে। যেখানে সপ্তর্ষিগণ বাস করেন, দেবগণের অনুরোধে আমাকে তথায় কিছুকাল থাকিতে হইবে; আমি চলিলাম। মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শরীরধারণপর্য্যন্ত যথাপ্রাপ্ত কার্য্যসকলের অনুষ্ঠানে কদাচ পরাঙ্মুখ হন না। মহাভাগ শুক্র এই বলিয়া গ্রহমণ্ডলমণ্ডিত নভোমণ্ডলে দ্রুতগতি অবগাহন করিলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ (বলির বিশ্রান্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন; ভার্গব প্রস্থান করিলে, বলি ভাবিলেন, গুরুদেবের কথা যুক্তিসংগত। বাস্তবিক সমস্তই চিৎ। চিৎ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। চিতেরই কল্পনাবলে সমস্ত উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব আমার এই কাষ্ঠলোষ্ট্রসম দেহে প্রয়োজন কি? আমিই এই জগতে অদ্বিতীয় চৈতন্যময় আত্মা। আমিই সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, বিকল্পকল্পনাতীত চিদাত্মা এবং আমিই নিত্যোদিত, নিত্যানন্দ, নিরাভাস, দ্রষ্টা পরমেশ্বর। আমাতে দৃশ্য দর্শনের

সম্পর্ক নাই। আমি নির্ম্মলস্বরূপ। হে প্রত্যগাত্মরূপিন্ চেতনস্বরূপ চিৎ! তোমাকে নমস্কার এবং আমি সকল বস্তুর প্রকাশক চিৎস্বরূপ; আমাকেও নমস্কার। আমি সৎ, মহৎ আকাশের ন্যায় অনন্ত ও অণু হইতেও ক্ষুদ্র পরমেশ্বর।

এইরূপ চিন্তাবশে তুরীয় ভাবনা করিতে করিতে, তিনি যাবতীয় কল্পনা ত্যাগপূর্ব্বক সমাহিত হইলে, ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই তিনের পরিহারপ্রযুক্ত নির্ব্বাত দীপের ন্যায়, পরম শান্ত ও পরম পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং নির্ম্মল সত্তারূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ (বলির সমাধি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বলি এই রূপে নিঃসঙ্গ ও নিশ্চেষ্ট হইলে, তাঁহার অনুচরেরা তৎক্ষণে তথায় আগমন করিল। অনন্তর ডিম্ভাদি মন্ত্রিগণ, কুসুমাদি সামন্তগণ, সুরাদি রাজগণ, হয়গ্রীবাদি সৈন্যগণ, চক্রজাদি বান্ধবগণ, লড্ডুকাদি সুহৃদ্গণ, বল্লুকাদি পরিচারকগণ, ইন্দ্রাদি সুরগণ, নাগাদি দেবযোনিগণ, রম্ভাদি বরস্ত্রীগণ, উপায়নহস্ত কুবের, যম, সিদ্ধগণ এবং সাগর পর্ব্বত ও নদীবাসী প্রাণিগণ সেই স্ফটিকময় কর্পূরগৌর সুন্দর গৃহে সমাগত হইল। দানবেন্দ্রেরা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে কিরীট অবনত করিয়া,সমাদরসহকারে সেই চিত্রন্যস্ত পুত্তলিবৎ নিশ্চেষ্ট বলিকে প্রণাম ও তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, বিষাদসাগরে অবগাহন করিল এবং উদাসীনেরা বিস্ময়ে, তত্ত্ববিদেরা আনন্দে ও অনভিজ্ঞেরা ভয়ে অভিভূত ও জড়প্রায় হইল। অনন্তর মন্ত্রিরা তৎক্ষণে কর্ত্তব্যবিচারপুরঃসর কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের ধ্যানপরায়ণ হইল। ধ্যানমাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় পদার্পণ করিলেন এবং অসুরেরা পূজা করিলে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামানন্তর তদবস্থ বলিকে ক্ষণকাল সপ্রেম নয়নে দর্শন করিয়া, ঈষৎ হাস্যসহকারে অমৃতায়মান বাক্যে

কহিলেন, সভ্যগণ! এই মহাপ্রভাব বলি অত্যন্ত আত্মবিচার-সহায়ে সিদ্ধ ও পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এই ভাবেই এখানে থাকিয়া, অনাময় পদ দর্শন ও আত্মাতে অবস্থিতি করুন। ইহাঁর চিত্ত প্রশান্ত, ভ্রম বিগলিত, বিশ্রান্তি উপাগত ও মুক্তি অধিগত হইয়াছে এবং রাত্রির অবসানে সূর্য্যালোকের ন্যায়, সমস্ত সংভ্রমের ক্ষয়বশতঃ ইহাঁতে পরমালোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে যথাকালে স্বয়ংই ইহাঁর প্রবোধ সঞ্চারিত হইবে। অতএব তোমরা সকলে স্বামিকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও। ইনি সহস্রবর্ষপর্য্যবসানে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইবেন।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে, দৈত্যেরা পূর্ব্ববৎ প্রভুকার্য্য াধনে প্রবৃত্ত হইল এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব স্থানে প্রতিস্থান কবিল।

ঊনত্রিংশ সর্গ। (বলির বিজ্ঞানপ্রাপ্তি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে, দেবন্দুভির শব্দে বলির চৈতন্য হইল। তখন তিনি এইরূপ চিন্তা রিতে লাগিলেন, অহো! পরমার্থপদ কি শীতল! আমি ইহার ণমাত্র আশ্রয়েই পরম শান্তি লাভ করিয়াছি। অতএব ইহারই াশ্রয়ে আমি নির্ব্বাণশান্তি লাভ করিব। এই বাহ্য ঐশ্বর্য্যে ামার প্রয়োজন কি? ইহা ত ভোগ করিয়াছি। সমাধিজনিত ানন্দে আমার অন্তরাত্মা যেমন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়াছে, রূপ কিছুতেই আর সম্ভব নহে।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি পুনরায় বিশ্রান্তিলাভে কৃতচিত্ত ইলে, দৈত্যেরা আসিয়া তাঁহারে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে তনি পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার মন পরম সত্তা াভ করিয়াছে এবং মূখতাও দূর হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা ংসারে এমন কি উপাদেয় আছে, যাহাতে মন আকৃষ্ট হইতে

পারে? আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি, বন্ধমোক্ষাদি কিছুই নাই। আমার সমুদায় সন্তাপ বিগলিত হইয়াছে। অধুনা আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, অবস্থান করিব এবং যথাপ্রাপ্তমাত্রের অনুষ্ঠান করিব। আর আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি নাই এবং ঐশ্বর্য্যেও অভিলাষ নাই। আমি মৃত জীবিত, সৎ বা অসৎ, ইহার কিছুই নহি। আমি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিষ্ঠিত আছি। অতএব আমিই ঈশ্বর; আমাকে নমস্কার। আমার আর রাজ্যাদিতে প্রয়োজন কি? লক্ষ্মী আমায় ত্যাগ করেন, করুন। কিছুই আমার নহে; আমিও কিছুরই নহি। আমার আর কর্ত্তব্য কি আছে? অথবা, আমি যখন সর্ব্বত্র সমভাব আশ্রয় করিয়াছি, তখন আমার কার্য্যকরণ ও অকরণ উভয়ই সমান।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি অনাসক্তচিত্তে রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরুবর্গকে পূজা দ্বারা, সুহৃদ্দিগকে সম্মাননা দ্বারা, সামন্ত ও সজ্জনসমূহকে সমাদর দ্বারা, ভৃত্য ও অর্থীদিগকে অর্থ দ্বারা এবং ললনাদিগকে বিচিত্র বিভব দ্বারা তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালসহকারে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে সমুৎসুক হইয়া, শুক্রাদির সহায়তায় ঐ মহামখ সম্পাদিত করিলেন। তাঁহার ভোগবাসনা নাই দেখিয়া, ভগবান্ হরি তাঁহার মনস্কামনাসাধনমানসে সেই যজ্ঞে আগমন ও তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া, পাতালতলে প্রেরণ করিলেন। তিনি অদ্যাপি জীবন্মুক্ত, স্বস্থ ও নিত্য সমাহিত হইয়া, পাতালে বিরাজ করিতে ছেন। আপদ তাঁহার সম্পদ বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে। তি একমাত্র সমতারই পক্ষপাতী। তাঁহার প্রজ্ঞা সুখদুঃখ কো অবস্থাতেই উদিত বা অস্তমিত হয় না। অনঘ! তিনি যে দ কোটি বৎসর জগত্রয়ের আধিপত্য বা ইন্দ্রত্ব ভোগ করে তাহাতেও যেমন তাঁহার পরিতোষ জন্মে নাই, স্বপদভ্রষ্ট পাতালগহ্বরে নিহিত হইলেও, তেমন তাঁহার অসন্তোষে উদয় হয় নাই। আমি নিত্য, এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া তি

হর্ষবিষাদ পরিহার করিয়াছিলেন। তুমিও পৌরুষসহায়ে বলির ন্যায় পরমপদে আরোহণপূর্ব্বক বিবেকসহায়ে আমি নিত্য এই-প্রকার নিশ্চয় করিয়া, স্বস্থ ও সর্ব্বত্র সমভাববিশিষ্ট হও এবং বলি দশকোটি বৎসর যে বিষয় ভোগ করিয়া কিছুমাত্র রসপ্রাপ্ত হন নাই, তুমি সেই এই বিষয়কে বিষবৎ দূরে পরিহার করিয়া, নিরাময় পদে অধিরোহণ কর। মন যখন যাহাতে বালকের ন্যায়, আসক্ত হইবে, তখনই তাহাকে তাহা হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক একমাত্র তত্ত্বপথে নিয়োগ করিও। তাহা হইলে, অভ্যাসবশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। যাহারা শরীরকেই সত্য ভাবে এবং যাহাদের আশয় মিথ্যাদৃষ্টিবলে বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি যেন সঙ্কল্পের ক্রীতদাস সেই সকল মূঢ়ের সমান হইও না। আত্মনির্ণয় বিষয়ে বিবেক বৈরাগ্যাদির অভাব যেমন শোকাবহ, মূর্খগণের বাক্যে বিশ্বাস করা তাহা অপেক্ষাও দুঃখজনক। অতএব তুমি বিবেকের বশবর্ত্তী হও। যাবৎ আত্ম দৃষ্টির জন্য পৌরুষ আশ্রয় না করিবে, তাবৎ তোমার অত্যন্ত বিচার প্রাদুর্ভূত হইবে না। এই রূপ, আত্মদর্শনে অসমর্থ হইলে, বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আত্মা কখন প্রতিভাত হন না। বৎস! তুমি এক্ষণে যাহা গ্রহণ, ভোগ বা পরিহার করিতেছ, সমস্তই ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মবৎ অবস্থিতি কর।

ত্রিংশ সর্গ (হিরণ্যকশিপুবধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামভদ্র! প্রহ্লাদ স্বয়ং যে রূপে আত্মজ্ঞান-সঞ্চয় পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন, শ্রবণ কর।

পাতালকুহরে হিরণ্যকশিপু নামে এক অসুররাজ অবস্থিতি করিত। সে স্বীয় পরাক্রমে সুরাসুর বিদ্রাবণ ও ত্রৈলোক্য হরণ পূর্ব্বক, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একেশ্বর হইয়া, কিয়ৎ কাল যাপন করিলে, তাহার কতিপয় পুত্রসন্তান সমুৎপন্ন হইল। মণিগণের মধ্যে

কৌস্তুভের ন্যায়, প্রহ্লাদ ঐ পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এবংবিধ পুত্ররত্নের সান্নিধ্যবশতঃ দৈত্যপতি, সর্ব্বসৌন্দর্য্যসমলঙ্কৃত বসন্তের ন্যায়, পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং ত্রিগণ্ডগলিত মাতঙ্গের ন্যায়, একান্ত উদ্ধত হইয়া, পুত্রগণের সহায়তায় দেবগণের পৌনঃপুনিক উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। দেবগণ তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া, তাঁহার বিনাশবাসনায় ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মারাও বারংবার দুষ্ক্রিয়া মার্জ্জনা করেন না। এইজন্য ভগবান্ মাধব তাহার পুনঃ পুনঃ অত্যাচারে জাতক্রোধ হইয়া, তাহার বিনাশ জন্য তৎক্ষণাৎ অতীবভয়াবহ নারসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন। তদ্দর্শনে জগন্মণ্ডল প্রলয়কবলিতবৎ ঘর্ঘরধ্বনি করিতে লাগিল। স্থিরসৌদামিনীবৎ তদীয় দশনপ্রভায় দিক্ সকল জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সেই ব্রহ্মাণ্ডবৎ ভয়াবহ উদর হইতে প্রবল পবন প্রাদুর্ভূত হইয়া, পর্ব্বতপ্রচয় প্রচলিত করিল। তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রলয়পাবকপ্রতিম প্রজ্বলিত কোপানল সমুত্থিত হইয়া, ত্রিলোক দগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার লোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রস্ফুরিত ও সমস্ত শরীর হইতে পট্টিশাদি অস্ত্র সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল, জগন্মণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দানবগণ সেই নৃসিংহমূর্ত্তির নয়নসমুত্থিত রোষদহনে দহ্যমান হইয়া, মশকবৎ দশদিকে পলায়মান হইল। ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়া, তাহাদের অধিপতি হিরণ্যকশিপুর প্রাণ হরণ ও দেবগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের কর্তৃক বিশিষ্টরূপে পূজিত হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অসুরনায়কেরা হিরণ্যকশিপুর বিরহে স্থাণুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। প্রহ্লাদ পিতৃশোকে কাতর ও শিশিরকালীন পদ্মবৎ ম্লান হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপান্তে পিতৃদেবের কালোচিত ঔর্দ্ধদেহিকবিধি বিধান করিয়া, স্বয়ং ধৈর্য্যাবলম্বনসহকারে শোকসন্তপ্ত বান্ধবগণের সান্ত্বনা করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ (প্রহ্লাদের নারায়ণস্বারূপ্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর প্রহ্লাদ দুঃখভরে একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, অসুররূপ অঙ্কুর তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া, উদিত হইলেই; হরিরূপ শাখামৃগ তৎক্ষণে উহা ভক্ষণ করে। হায়, আমাদের ঐশ্বর্য্যরূপ আলোক প্রবর্ত্তিত হইলেই, অরিকুলরূপ তিমিরস্তোম তাহাকে তিরস্কৃত করিয়া থাকে! হায়, কি কষ্ট! মৃগ যেমন সিংহের সম্পত্তি হরণ করে, তদ্রূপ পিতৃদেবের পাদ-সেবক দেবগণ আমাদের ঐশ্বর্য্য হরণ করিলে, অসুরদিগকেও সন্তপ্তচিত্তে অবস্থিতি করিতে হইল। হায়! অসুরগণের মরকতমণ্ডিত গৃহ সকলও ভস্ম ও তৃণাঙ্কুরে সমাচ্ছন্ন হইল। হা বিধে! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! হায়! যাঁহারা মন্দারমাল্যধারিণী সুররমণীদিগকে বলপূর্ব্বক বন্দিনী করিয়াছিল, এখন তাঁহাদেরই রমণীগণ অমরদিগের বন্দী হইয়াছে! হা পিতঃ! যে ইন্দ্র পূর্ব্বে তোমাকে স্বহস্তে যে চামরে বীজন করিয়াছিল, এখন সেই ইন্দ্র স্বয়ং সেই চামরে উপবীজিত হইতেছে! একমাত্র হরিই সুরগণের রক্ষাকর্ত্তা। হায়! হরির কি পরাক্রম! তিনি ত্রিলোক-বিজয়ী পর্ব্বতপ্রায় অসুর দিগকে তৃণপ্রায় অনায়াসেই জয় ও বিনাশ করিলেন; অতএব হরিকে জয় করা দুর্ঘট। হায়! রণচণ্ড অসুরেরা পরমযত্নে দিব্যাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়াও, হরির বজ্রসার দেহ ভেদ করিতে পারিল না। অতএব হরিকে যুদ্ধে বশ করা কাহার সাধ্য! আমি কি উপায়ে সেই হরিকে বশ করিব? তাঁহাকে বশ করিলেই, আমার সকল কামনা সিদ্ধ হইবে। তাঁহার বশীকরণের এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কায়মনোবাক্যে তদীয় শরণ গ্রহণ করাই তাঁহার বশীকরণ। অতএব আমি এই মুহূর্ত্ত হইতে নারায়ণস্বরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।

নমো নারায়ণায়, এই মন্ত্র সকল অভীষ্ট সাধন করে। ইহা

ধারণ করিলে, নারায়ণ অবশ্যই আমার হৃদয়ে বিরাজমান হইবেন। কদাচ অন্যথা করিতে পারিবেন না। সংসারের সমস্তই বিষ্ণুময়। অতএব আমার আত্মাও বিষ্ণুময়। বিষ্ণুময় না হইয়া, বিষ্ণুর পূজা করিলে, সে পূজায় ফল নাই। অতএব অমি বিষ্ণুরূপে অবস্থিতি করি। যিনি বিষ্ণু, তিনিই প্রহ্লাদ। সুতরাং বিষ্ণু ও আমাতে পার্থক্য নাই। আমি বিষ্ণু, সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া, অবস্থান করিতেছি। এই লক্ষ্মী আমার পার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন। এই শঙ্খচক্রগদাদি আমার হস্তে শোভা পাইতেছে। এই আমি লক্ষ্মীর সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া আছি। এই দুরাত্মাগণ আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। এই ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব করিতেছেন। আমি সর্ব্বদ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়াছি। ত্রিভুবন আমার মূর্ত্তি। আমাকে নমস্কার।

দ্বাত্রিংশ সর্গ। (বিবুধবাক্য।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! প্রহ্লাদ এই রূপে আপনাকে নারায়ণরূপে কল্পনা করিয়া, পুনরায় চিন্তা করিলেন' আমার এই বৈষ্ণবী তনু স্থূলসূক্ষ্ম দ্বিবিধস্বরূপ হউক। কিন্তু এই বিষ্ণু প্রাণপ্রবাহ দ্বারা বাহ্যে অপর বিষ্ণুরূপে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শক্তি চতুষ্টয় ধারণ ও গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক ভুজচতুষ্টয়বিভূষিত দিব্যদেহে বিরাজ করুন। তাহা হইলে, আমি মনোময়ী সপর্য্যা দ্বারা সপরিকরে ইঁহার পূজা করিতে সমর্থ হইব। পশ্চাৎ বাহ্য পূজা করিব। অনন্তর প্রহ্লাদ পূজার দ্রব্য সকল কল্পনাপূর্ব্বক মাধবের মনোময়ী পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবগৃহে রত্নময় বিচিত্র অর্ঘ্যপাত্র, বিবিধ বিলেপন, ধূপ, দীপ, রত্নালঙ্কার, মন্দারমাল্য, কনকপদ্ম, উৎপল, কল্পলতা, রত্নস্তবক, দিব্য বৃক্ষপল্লব, বিবিধ কুসুম, সহকারপল্লব, কিংশুক, বিল্বদল, তুলসী, গুগ্গুল, দূর্ব্বা, কুঙ্কুম, নৈবেদ্য, ছত্র, তাম্বূল, চামর, দর্পণ, নীরাজন, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ

প্রণাম, ইত্যাদি উপচারকল্পনাপূর্ব্বক লক্ষ্মীপতি বাসুদেবের বারংবার অর্চ্চনা করিয়া, আত্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে, বিবিধ বাহ্য উপচারে ভক্তিসহকারে প্রতিদিন মাধবের পূজা করিতে লাগিলেন। তদবধি দৈত্যপুরবাসী দৈত্যমাত্রেই বৈষ্ণব হইয়া উঠিল।

কালসহকারে দেবলোকে এই বৃত্তান্ত উপস্থিত হইল। দেবগণ শ্রবণ করিলেন, অসুরেরা বিষ্ণুদ্বেষবিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুর চিরবিদ্বেষী অসুরেরাও বৈষ্ণব হইল, ইহা অতিমাত্র বিস্ময়ের বিষয়। অনন্তর দেবগণ ক্ষীরোদগর্ভে অনন্তশয্যাশায়ী ভগবানের সমীপস্থ হইয়া, এই বিস্ময়াবহ বৃত্তান্ত বিনিবেদনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তোমার চিরবিদ্বেষী দৈত্যগণও ত্বন্ময় হইল! ইহা আমাদের মায়া বোধ হইতেছে। কেননা, দৈত্যগণ যেরূপ দুর্ব্বৃত্ত, তাহাতে মহাজন্মলভ্য হরিভক্তিতে তাহাদের অধিকার কোথায়? ইতর ব্যক্তিরা গুণবান্ হইলে, সুখ ও উদ্বেগ উভয়ই সমুৎপাদন করে। কাচের মধ্যে মহামূল্য মণি যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ অনুপযুক্ত স্থলে বস্তু সকলের শোভা হয় না। যে যেমন গুণবান্, তাহার তদ্রূপ গুণযুক্ত বস্তুতেই সংস্থিতিসংঘটন হইয়া থাকে। পশু হইলেই, পশুর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন না। পরস্পর বিসদৃশ বস্তু সকল, বজ্রসূচীর ন্যায় কেবল পীড়ারই হেতু হইয়া থাকে। যাহা যাহার উপযুক্ত, তাহা তাহাতেই শোভা পায়। পদ্ম জলেই জন্মে, কদাচ স্থলে নহে। ফলতঃ, হীনকর্ম্মা, হীন জাতি ও হীনবৃত্তি দানবগণের সহিত শাশ্বতী বৈষ্ণবী ভক্তির বহুল অন্তর। হে দেবেশ! দৈত্যগণ বৈষ্ণব হইয়াছে, এই কথা আমাদের কোনমতেই সুখদায়িনী নহে।

———

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ। (নারায়ণসমাগম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবগণ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাস করিলে, ভগবান্ তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বিষণ্ণ হইও না; প্রহ্লাদ বাস্তবিকই হরিভক্ত হইয়াছে। তাহার জন্ম পাশ্চাত্য, এইজন্য মোক্ষের উপযুক্ত। দগ্ধ বীজের যেমন অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ প্রহ্লাদের আর জন্ম হইবে না। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, গুণবান্ নির্গুণ হইলেই, অনর্থ সমুদ্ভাবন করে, কিন্তু নির্গুণের গুণবত্তা সিদ্ধপদ কর্ম্মক্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন কর। প্রহ্লাদের এই গুণ তোমাদের অসুখ উদ্ভাবন করিবে না। এই বলিয়া তিনি ক্ষীরোদলহরী-মালামধ্যে অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ তাঁহার পূজা করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। প্রহ্লাদের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি সমুদ্ভূত হইল। যেহেতু, যে বিষয় মহাত্মাদের উদ্বেগ সমুৎপাদন না করে, মন তাহাতে বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া থাকে।

এ দিকে প্রহ্লাদ প্রতিদিন ঐ রূপে ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, কালসহকারে বিবেকানন্দ ও বৈরাগ্যবিভবাদি গুণ সমস্ত তাঁহাতে অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মন এক বারেই ভোগানন্দ ত্যাগ করিল। পদ্ম যেমন স্থলে স্থিতি প্রাপ্ত হয় না, তাঁহার মন তদ্রূপ বস্তুভোগে আর বিশ্রাম করিল না। তিনি শাস্ত্রার্থ কথা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের জন্য আর জনসমাজে গমন করেন না। ভগবান্ অন্তর্যামী নারায়ণ ক্ষীরোদে থাকিয়াই, সর্ব্বব্যাপিনী বুদ্ধি সহায়ে প্রহ্লাদের ঈদৃশী চিত্তস্থিতি জানিতে পারিয়া, তদীয় পূজাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

প্রহ্লাদ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, দ্বিগুণ উপচারে পূজা করত, সহর্ষে প্রীতভরে বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন, ভগবান্! তুমি ত্রিভুবনের পালন ও সকলের কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়া

থাক। এই ত্রিভুবন গৃহস্বরূপ; তুমি তাহার কোষ। তুমিই পরম বস্তু ও পরম গতি। তুমি স্বপ্রকাশ ও অশরণের শরণ। তুমি অজ্ঞাত, অচ্যুত ও ঈশ্বর। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি হৃৎপদ্মের জলাশয়। ব্রহ্মা সতত বেদগানপূর্ব্বক তোমারই মহিমা গান করেন। হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে কুবলয়-দলসন্নিভ! আমি তোমার একান্ত আশ্রিত। তোমার শ্বেতবর্ণ নখপংক্তি তারকাস্তবকবৎ বিকসিত, বদন চন্দ্রবৎ প্রদীপ্ত এবং কৌস্তুভের সমুজ্জ্বল কান্তি তোমার হৃদয়ে মন্দাকিনীবৎ বিরাজিত আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি নববিকসিত পদ্মরেণুবৎ গৌরবর্ণে অলঙ্কৃত, কমলা তোমার অঙ্কে বিরাজিত, তোমার বদন সায়ংকালীন সূর্য্যবৎ অরুণায়িত এবং তোমার কান্তি কনকবৎ বিকসিত; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি দানবরূপ পদ্মের তুষার, দেবরূপ পদ্মের সমুদিত দিবাকর, ব্রহ্মারূপ পদ্মের মহাজলাশয় ও হৃদয়রূপ পদ্মের হৃদয়। তুমি মোহরূপ অন্ধকারে প্রদীপ্ত প্রদীপ। তুমি জড় হইলেও, অজড় চিদাত্মতত্ত্বস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনের আর্ত্তি নাশ করিয়া থাক। আমি তোমার শরণা-পন্ন হইলাম।

প্রহ্লাদ এইরূপে বহুবিধ বাক্যে স্তব ও অর্চ্চনা করিলে, ভগবান্ পরমপরিতুষ্ট হইয়া, জলদগাম্ভীর নিস্বনে তাঁহাকে আশ্বা-স্বিত করিয়া, কহিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ (প্রহ্লাদের আত্মযোগ)।

ভগবান্ কহিলেন, দৈত্যবংশাবতংস! তুমি জন্মদুঃখবিনাশন অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বসংকল্পফল প্রদান ও লোকের অন্তরে বিরাজ করেন। অতএব যেরূপ বর দিলে ভাল হয়, তাহাই দিন। ভগবান্ হাস্য করিয়া কহিলেন, যাবৎ তোমার মন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ না করে,

তাবৎ সংসারসংক্রমশান্তিরূপ পরমফল লাভ জন্য ব্রাহ্মবিচার তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হউক।

এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে, প্রহ্লাদ তাঁহার পশ্চাতে মণিরত্নসমেত পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ পদ্মাসনবন্ধনপূর্ব্বক ভগবানের স্তব পাঠ করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ আমাকে আত্মবিচার জন্য আদেশ করিয়াছেন, অতএব আমি আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হই। আমি এই পৃথিবীতে চলিতেছি, বলিতেছি, বসিয়া আছি এবং প্রযত্নপূর্ব্বক বস্তুসকলের সংগ্রহ করিতেছি, আমি কে অথবা আমি কোন্ বস্তু? এই জগৎ আমি নহি। কেননা, উহা জড়স্বরূপ। আমি কখনও জড় হইতে পারি না। এই দেহও আমি নহি। কেননা, ইহাও জড়স্বরূপ; ইহা কেবল কতিপয় বায়ুর ক্ষণকালিক প্রস্ফুরণ মাত্র। আমি শব্দও নহি। কারণ, শব্দ শূন্য হইতে সমুদ্ভূত, এই জন্য জড়স্বরূপ। আমি স্পর্শও নহি। কেননা, ইহা ক্ষণ বিনশ্বর চর্ম্মমাত্রের গ্রাহ্য। সুতরাং জড়স্বরূপ। অচেতন রসও আমি নহি। কেননা, এই রস ক্ষণবিনশ্বর জড়স্বরূপ জিহ্বার আয়ত্ত ও তদ্ভাববিশিষ্ট বস্তু সকলে প্রতিষ্ঠিত। আমি দৃশ্য বা দর্শনও নহি। কেননা, ইহারাও জড়স্বভাব। আমি গন্ধও নহি। যেহেতু, এই গন্ধ অন্ধ জড় ক্ষয়স্বভাব নাসিকায় সমুদ্ভুত; তজ্জন্য জড়স্বভাব। অতএব যাহা কল্পনার অতীত, শান্ত, মমতাবর্জ্জিত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ভ্রমবিরহিত, সেই শুদ্ধ চেতনই আমি। আমিই সকল বস্তুর প্রকাশক, সন্ময় ও চিন্মাত্র। সমস্ত বস্তুই চিদাভাস। আমিও চিদাভাস। এই চেতনের অন্তঃপ্রবেশ বশতই বস্তু সকল এই রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই চেতনাই সকলের প্রকাশক। দর্পণ যেমন প্রতিবিম্বের আধার, চেতনাও তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রির, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ও ভূতসমূহের আধার। এই অবিকল্প চিদ্রূপই সূর্য্যে উষ্ণতা, চন্দ্রে শৈত্য, পর্ব্বতে ঘনত্ব ও সলিলে তরলতা প্রদান করিয়াছে। এই চেতনা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও

শিবাদিরও আদি কারণ। ইহার কারণ কিছুই নাই। আমি সর্ব্বকল্পনার অতীত স্বয়ং প্রকাশক অদ্বিতীয় আত্মা। আমাকে নমস্কার। এই চেতনা কাহারই দৃশ্য নহে ; যাঁহাদের মন বিগলিত হইয়াছে, তাঁহারাই ইহা প্রাপ্ত হন। আত্মবিদ্‌গণ ইহাকে নির্ম্মল আকাশের ন্যায়, অবলোকন করেন। আমিই এই আদ্যন্তহীন সর্ব্বব্যাপিনী চেতনা। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বময় আমারই দেহ। আমি ঈশ্বরস্বরূপ। আমিই সুন্দরভাস্বর সূর্য্যদেহে আলোকদান ও বায়ুরূপে সকলের জীবনাধান করিতেছি। সর্ব্বসৌভাগ্যের আধার সেই গদাধর আমার এই দেহে বিরাজ করিতেছেন এবং সমস্ত জগতও ইহাতে প্রস্ফুরিত হইতেছে। আমি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়স্বরূপ এবং আমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ ও যুবা। আমি ইন্দ্ররূপে ত্রিভুবন পালন করিতেছি এবং তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌রূপে সমুত্থিত হইয়াছি। সমস্তই আমার এবং আমাতেই উৎপন্ন হইয়া, আমাতেই লয় পাইয়া থাকে।

আমি ভিন্ন এই সংসার কিছুই নহে। আমাতে প্রতিফলিত হইলেই, ইহার সত্তাস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। যেমন রসময়ী আদ্যা শক্তি সমস্ত তৃণ গুল্মাদিতে প্রসৃত হইয়া, তাহাদের স্নেহস্ফূর্ত্তির কারণ হয়, তদ্রূপ আমি আছি বলিয়াই, সমস্ত বস্তু রহিয়াছে। আমি না থাকিলে, কিছুই থাকে না। ঘৃত যেমন দুগ্ধে, রস যেমন জলে ও চিৎ যেমন সকল বস্তুতে, আমি তেমন সকলের অন্তরে বিরাজ করিতেছি। আমিই বিরাট, সম্রাট ও কর্ত্তা। আমি ছেদ্য নহি, ভেদ্য নহি এবং দাহ্য নহি। আমার জরা নাই, জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই। বিল্বফলে হস্তীর ন্যায়, এই অতিক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আমার বিপুল দেহ সমাবিষ্ট হইতে পারে না। সাংখ্য বৈষ্ণবাদি ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব ও শৈবপাশুপতাদি অসংখ্য তত্ত্ব অতিক্রম করিয়াও, আমার এই বিপুল দেহ সীমা প্রাপ্ত হয় না। আমি নিরবলম্ব ও অসীমাকৃত ; সুতরাং অয়ং শব্দের বাচ্য নহি।

আমি অথবা এই, ইত্যাদি শব্দ কল্পনা ভ্রমমাত্র। কেহ বা মরে, কেহ বা বাঁচে, দেহই বা কি? কিছুই কিছুই নহে। আমি প্রত্যেক্ চৈতন্যরূপে সকল ভাবের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছি, আমাকে নমস্কার। আমার জয় হউক। আমি অজাত ও সংসারভ্রমবর্জ্জিত। আমার মৃত্যু নাই, আমি সর্ব্বদাই জীবিত।

হায়, আমার নির্ব্বুদ্ধি পিতা যানাদি অবিদ্যাময় অতুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা কি প্রাপ্ত হইলেন? তিনি অতি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার অনুরূপ পরম পুরুষার্থেরই বা কি লাভ করিলেন? বলিতে কি, আত্মাই আনন্দস্বরূপ। আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে, যেপ্রকার আনন্দের সঞ্চার হয়, শত শত সাম্রাজ্যলাভেও সেরূপ সম্ভব হয় না। যাঁহার এই তুচ্ছ বিষয়ভোগের কিছুই নাই, তাঁহারই অন্তঃকরণ আত্মানন্দরূপ অমৃতপানে পূর্ণ হইয়া, সমস্ত সুখ ভোগ করে। মূঢ়বুদ্ধিরা এই অমৃতপান ত্যাগ করিয়া, বিষয়রূপ বিষপানে ধাবমান হয়, পণ্ডিতেরা কদাচ ইহা ত্যাগ করেন না। এই আনন্দই সাক্ষাৎ শান্তি ও পরম নির্বৃতি। যাহার জ্ঞান আছে, সে কখন ইহা ত্যাগ করিয়া, রাজ্যাদি ভোগরূপ দুঃখ-পরম্পরা অর্জ্জন করিতে সমুৎসুক হয় না। কতিপয় গ্রামের অথবা সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য করিয়াও বা কি হইবে? আমার পিতা ত্রিভুবনের অধিপতি ছিলেন। তাহাতে তাঁহার কি হই-য়াছে? ভগবানের রোষে পড়িয়া ভয়াবহ শোচনীয় মৃত্যু লাভ হইয়াছে। হায়! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কি মূর্খ! তাঁহারা পশুর ন্যায় এই আত্মদৃষ্টিপরিহারপূর্ব্বক কেবল অসার রাজ্যভোগসংকটে ক্লেশপরম্পরা অনুভব করিয়াছে! হায়, ত্রৈলোক্যে এমন কি আছে, যাহা এই আত্মদৃষ্টি অপেক্ষা প্রার্থনীয় হইতে পারে।

বলিতে কি, আলোকদায়িনী তৈজসী শক্তি, অমৃতদায়িনী ঐন্দবী শক্তি, মহত্ত্বদায়িনী ব্রাহ্মী শক্তি, ত্রৈলোক্যদায়িনী শাক্রী শক্তি, পরমপূর্ণতাদায়িনী শৈব শক্তি, বিজয়সমৃদ্ধিদায়িনী বৈষ্ণবী শক্তি, শীঘ্রগতি মানসী শক্তি, অতিপ্রবল বায়বী শক্তি,

দাহকারিণী আগ্নেয়ী শক্তি, নির্বৃতিদায়িনী পায়সী শক্তি, সিদ্ধিজননী মৌনী শক্তি; বিদ্যারূপিণী বার্হস্পতি শক্তি, ব্যোমগামিনী বৈমানিকী শক্তি, স্থৈর্য্যরূপিণী পার্ব্বতী শক্তি, গাম্ভীর্য্যরূপিণী সামুদ্রী শক্তি, ঘননিনাদিনী বার্ষিকী শক্তি, কলঙ্কবিরহিণী নাভসী শক্তি, শৈত্যশালিনী তৌষারী শক্তি, ইত্যাদি দেশকালক্রিয়াময়ী শক্তিমাত্রেই সেই পরমনির্ম্মল চিদ্‌ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই রূপে এই বৃহদ্দৃশ্য জগৎ শ্রী চিদ্‌ব্রহ্ম হইতেই কল্পিত হইয়াছে। চিতের বাসনাবিহীন ভাবই পরমভাব। বিচার দ্বারা মন হইতে দৃশ্যকল্পনাত্যাগ হইলেই, ঐ পরম ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। তখন সমস্ত ভাবের পরিহার ও সমস্ত অভাবের নিরাস হইয়া, একমাত্র পূর্ণতাসংযোগ সংঘটিত হয়। এই চিৎ বাক্যমনের অগোচর। পরম উপশমে লীন হইলেই, ইহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। আমার মূঢ়বুদ্ধি পিতামহগণ ভোগদুঃখের অভিলাষী ও হতচিত্ত হইয়া, ভাবাভাবরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলেন। হায়, কি কষ্ট! ইচ্ছাদ্বেষ ও সুখদুঃখাদি মোহবশে জীবগণ কীটের সমান হইয়াছে। যাঁহার অন্তরাকাশে সত্যবোধরূপ পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া, ইষ্টানিষ্টকল্পনারূপ অন্ধকার তিরোহিত করিয়াছে, তিনিই যথার্থ জীবিত।

ভগবন্! লোকালোকমণে! আমি বহু কালে বহু কষ্টে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমাকে নমস্কার। হে চিদাত্মন্! তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। অতএব শিবস্বরূপ পরাত্মা তোমাকে ও অনন্তস্বরূপ আমাকে, আমাদের উভয়কেই নমস্কার। যিনি সকল কল্পনারূপ মেঘজাল তিরোহিত করিয়া, পূর্ণচন্দ্র রূপে আনন্দময় বিচিত্র দেহে আত্মায় সমুদিত হন, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ। (ব্রহ্মাত্ম দ্বারা আত্মচিন্তা।)

প্রহ্লাদ কহিলেন, যিনি ওঁকারস্বরূপ ও বিকারহীন, সেই আত্মাই এই যাবতীয় দৃশ্য যিনি মেদ ও অস্থি প্রভৃতির অতীত ও অন্তরস্থ দীপস্বরূপ, সেই চেতনই সূর্য্যাদির প্রকাশ করিয়াছেন। সেই চিৎ কার্য্য করিয়াও কার্য্য করেন না; গমন করিয়াও গমন করেন না। তিনি পূর্ব্ব, পর ও মধ্য সকল অবস্থাতেই একরূপ এবং ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সমভাবাপন্ন। তিনি অনিত্য নিত্য, স্পন্দ অস্পন্দ, চল অচল সর্ব্বস্বরূপ এবং আকাশ অপেক্ষাও নির্লিপ্ত। তিনিই মনকে চালনা করেন এবং নিষ্কর্ম্মা হইলেও, কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রসাদ লাভ হইলে, জরামরণসম্ভ্রম দূর হয়। এইজন্য সর্ব্বদা যত্নসহকারে ইহাঁর অন্বেষণ, স্তব ও ধ্যান করিবে। তিনি সর্ব্বদাই এই দেহকুহরে বিরাজ করেন। এইজন্য পরমাত্মীয় বন্ধুর ন্যায় নিতান্ত সুলভ ও সুজ্ঞেয়। প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সামান্য রূপেও আহ্বান করিলে, তিনি সম্মুখীন হন। একমাত্র অবিচারবলেই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না। তখন ইনি হৃদয়স্থ হইলেও, অতিদূরস্থের ন্যায়, অনায়ত্ত হন। এই ঈশ্বরের বিচার করিলেই, পরমানন্দরূপ চরম অভীষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মরণাদির বিচ্ছেদহারিণী শুভ-দৃষ্টি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া, থাকে। তখন কামক্রোধাদি শত্রু-বর্গ নিঃশেষ বিনষ্ট ও আশাপাশ সমস্ত একবারেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। অধিক কি, ইনি দৃষ্ট হইলে, সমুদায় দৃষ্ট, শ্রুত হইলে সমু-দায় শ্রুত ও স্থিত হইলেই সমস্ত স্থিত হইয়া থাকে। ইনি সুপ্তের জাগরণ করেন, অবিবেকীর বিবেক বিধান করেন, আর্ত্তের শান্তি সম্পাদন করেন ও সকলের পরিত্রাণ সাধন করেন। ইনি চৈতন্যরূপে সকল পদার্থের বাহ্যাভ্যন্তরে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ইনি সর্ব্বব্যাপী ও সকল গুণানন্দস্বরূপ। ইহার সত্তা সর্ব্বগামিনী। ইনি পুষ্পে সৌগন্ধের ন্যায়, আমার

অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। অথবা, আমিই এই মহাদেব দেব পরমবোধস্বরূপ ঈশ্বর। আমি এই সমুদায়কে কল্পনা করিলেও, কিছুতেই লিপ্ত বা আসক্ত নহি। আমার সুখ দুঃখাদি হউক, আর নাই হউক, কিছুতেই আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই আকাশরূপী আত্মা কিছুতেই ব্যাহত হন না এবং মন কিছুতেই ব্যাহত হয় না। সুতরাং দেহ শতধা বিচ্ছিন্ন হইলেও, দেহী আত্মার পরিবেদনা কি? ঘট ভগ্ন হইলে, ঘটাকাশের ক্ষতি কি? এই জড়স্বরূপ মন পিশাচের ন্যায়, মিথ্যা উদিত হইয়াছে। হায়, কি মূর্খতা! লোকে ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। আত্মাই যখন সমস্ত, তখন আমার ভোগাভোগে বাঞ্ছা কি? যাহা হয় হউক, যায় যাউক, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধিই বা কি? আমি এত দিন অজ্ঞানবশে অন্ধ ছিলাম। এখন স্বয়ং সমুদিত বৈষ্ণব বিবেকের প্রসাদে আমার অবিবেক বিনষ্ট ও ব্রহ্মবোধ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং তৎপ্রভাবে আমার দেহরূপ তরুকোটর হইতে অহংকার রূপ পিশাচও দূরীভূত হইয়াছে। এখন সমস্ত জ্ঞাতব্য আমার জ্ঞাত, সমস্ত দ্রষ্টব্য দৃষ্ট ও সমস্ত প্রাপ্তব্য আমার অধিগত হইয়াছে এবং আমি এখন ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছি। যেখানে বিষয় রূপ সর্পের গর্জ্জন নাই মোহরূপ নীহার পটলের সম্পর্ক নাই, অনর্থরূপ পিশাচের সমাগম নাই, আশারূপ মরীচিকার ন্যায় কোনপ্রকার সঞ্চার নাই এবং যেখানে রজোরূপ ধূলিরাশির প্রসার নাই, আমি এখন পরমদৃষ্টিসহায়ে সেই সর্ব্বোন্নত পারমার্থিকী ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বহুকালের পর স্তব, প্রণাম, বিজ্ঞাপন ও প্রার্থনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়পদাতীত ভগবান্ ব্রহ্মাত্মাকে দর্শন করিয়াছি।

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে বহুকালের পর আমার বিবেকশ্রী প্রবোধিত, অন্তরাত্মা বিকসিত ও তন্নিবন্ধন অহংকারপিশাচ পলায়িত হইয়াছে। সূর্য্যালোকে চোরের ন্যায়, বিবেকের উদয়ে অহংকারপিশাচ পলায়ন করাতে, আমি পরম উপশম ও

নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বিশেষরূপে জানিয়াছি, আধি-ব্যাধি, স্বর্গনরক, বন্ধমোক্ষ, মোহব্যামোহ, ইত্যাদি একমাত্র অহংকার হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমার হৃদয়াকাশ অহংকাররূপ মেঘ ও তৃষ্ণারূপ বারিধারা বিরহিত হইয়া, পরম-নির্ম্মল স্বচ্ছকান্তি ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি আনন্দরসে পরিপূর্ণ পরমাত্মস্বরূপ হইয়াছি; আমাকে নমস্কার। আমার অহংকার বিগলিত, আশা নির্ব্বাপিত ও বাসনা বিদলিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন আমি আনন্দস্বরূপ, শিবস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি; আমাকে নমস্কার। আমার হৃদয়রূপ সরোবরে আনন্দরূপ পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রত্যগাত্মস্বরূপ পরমব্রহ্মস্বরূপ আমাকে নমস্কার।॰ আমি এখন পরমশান্তি ও সর্ব্বত্র সমতা লাভ করি-য়াছি। সকল প্রাণীর মানসহংস পরমাত্মা আমাকে নমস্কার। আমি শান্ত, সর্ব্বগামী, কল্পনাহীন, ও অমৃতাত্মা হইয়াছি। অদৃশ্য-চিৎ সূর্য্য আমাকে নমস্কার। স্বভাবের আধার অবিচলিত চৈতন্যকে নমস্কার। আমি মন দ্বারা মন, অহংকার দ্বারা অহং-কার ও ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে নষ্ট করিয়া, পরম জয় লাভ করিয়াছি এবং অভাব দ্বারা সর্ব্বভাব ও অতৃষ্ণা দ্বারা সর্ব্বতৃষ্ণা ছেদন করিয়া, কর্ত্তৃত্বাভিমানপরিহারপুরঃসর একমাত্র চৈতন্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছি। অতএব সত্যস্বরূপ অদৃশ্যাত্মা আমাকে নমস্কার। আমি ভগবান্ আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছি। তিনি আমার অনুভূতিতে বিরাজ করিতেছেন। তৎপ্রভাবে আমার মন পরম পদ লাভ করিয়া, মনন, ঐষণ, ভ্রম, রাগরঞ্জন ও অহং-কারাদি বিরহিত হইয়া, পরম সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অদ্বয় ও অক্ষর চিৎ আমার অন্তরে অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি বিষয়রূপ বিষম আপদে উদ্ধার পাইয়াছি। আমাকে নমস্কার।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (আত্মস্তব)।

বশিষ্ঠ কহিলেন মহামতি প্রহ্লাদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বপদাতীত পরমাত্মন্! আমি বহুকাল পরে বিবেকদৃষ্টি সহায়ে তোমারে প্রাপ্ত হইলাম। তুমি আমার স্মৃতিপথে এখন সুখে বিরাজ করিতেছ। তোমাকে নমস্কার! আমি অদ্য তোমাকে সম্যক্ রূপে দর্শন ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক সমাধিযোগে তোমার আনন্দস্বরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি। ভগবন্! তোমার ন্যায় সংসারে পরম প্রিয় বন্ধু আর কে আছেন? মিত্র! যাবৎ তোমাকে জানা না যায়, তাবৎ তুমি গমন, বিনাশ, প্রদান ইত্যাদি কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাক। কিন্তু আমি তোমায় জানিয়াছি; আর তুমি কোথায় যাইবে এবং কি বা করিবে? তুমি সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ। তোমার আবার গমনের স্থান কোথায়? তুমি কৃত-কৃত্য, কর্ত্তা ও ভোক্তা এবং নিত্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে চক্রাব্জপাণি! হে চন্দ্রার্দ্ধধারিন্! হে পদ্মযোনে! তুমি দেবগণের ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার। হে মিত্র! তোমাতে আমাতে জলতরঙ্গবৎ নামমাত্রে বা শব্দমাত্রে ভেদ। তুমি অনন্ত রূপে অনন্ত আকাশে অনন্ত বিচিত্র বিলাসে নিয়তির সহিত বিহার করিয়া থাক। তুমিই দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, সর্ব্বগ ও সর্ব্বভাবময়, তোমাকে নমস্কার।

দেব! মৃণ্ময়, পাষাণময় ও কাষ্ঠময় এই জগতে তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। হায়! কি মূর্খতা! যিনি দর্শনরূপে সর্ব্বদা চক্ষুতে অবস্থিতি করিতেছেন, লোকে কিজন্য তাঁহাকে দেখিতে পায় না? যিনি স্পর্শরূপে সমস্ত ত্বক্ ব্যাপিয়া আছেন, লোকে কিনিমিত্ত তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না? যিনি আত্মারূপে নিয়ত অন্তর্হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, তিনি কি নিমিত্ত দূরস্থ হইয়া থাকেন? যিনি বেদ বেদান্ত সিদ্ধান্ত পুরাণ সর্ব্বত্র

সর্ব্বদা গীত ও বিজ্ঞাত, লোকে কি রূপে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে? আমার কি সৌভাগ্য! অদ্য আমি আমার আত্মা পরমাত্মাকে অবগত হইলাম! ভগবন্ বিশ্বম্ভর! তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করাতে, আমার ভোগাসক্তি একবারেই দূর হইয়াছে! আর আমার বিষয়ে বাসনা নাই, রাজ্যে ঐশ্বর্য্যে কামনা নাই, পরিজন পরিকরে কিছুমাত্র স্পৃহা বা অনুরাগ নাই। লোকনাথ! তুমি যেমন আত্মদৃষ্টি দ্বারা মন্ময় হইয়াছ, আমিও তেমন বিমল দৃষ্টি দ্বারা ত্বন্ময় হইয়াছি। তোমাতে ও আমাতে আর প্রভেদ নাই! অতএব তুমি আমি, এই শব্দদ্বয়সম্পন্ন নিরাকার মহাত্মাকে নমস্কার। তুমি ও আমি এই শব্দদ্বয়বিশিষ্ট আত্মাই সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বাতীত। অতএব তোমাকে ও আমাকে নমস্কার।

আত্মন্! তুমি পুষ্পে সৌগন্ধের ন্যায়, তিলে তৈলের ন্যায়, সর্ব্বত্র বিরাজমান হইতেছ। তুমিই যাইতেছ, দিতেছ, মারিতেছ, গ্রাসিতেছ ও প্রকাশিতেছ। তোমার মায়া অতি বিচিত্র। তুমি পরমাণুস্বরূপ হইলেও, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চিরকালই তোমার অন্তরে বিরাজ করিয়া থাকে।

দেব! অদ্য তুমি আমার এই দেহ-নগরে সুবিচারদক্ষ রাজা; আমার মনোরূপ রথ তোমার অধিষ্ঠান, সুখ দুঃখাদি কোনরূপ বিকারই তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তুমি মনোরূপ মাতঙ্গ ও ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগের সহিত ভোগরূপ প্রবল রিপুকে পরাজয় করিয়া, নিয়ত বিজয়িবেশে বিরাজ করিতেছ। এই দেহ পুষ্পস্বরূপ, তুমি ইহাতে সৌরভ। অথবা এই দেহ চন্দ্রস্বরূপ, তুমি ইহাতে অমৃত। অথবা এই দেহ বিটপস্বরূপ; তুমি ইহাতে রস। অথবা এই দেহ হিমস্বরূপ, তুমি ইহাতে শৈত্য। তুমিই সকল অর্থের প্রকাশক ও সকল রসের আধার। তুমিই তেজঃ ও তেজের প্রকাশক। তুমিই বায়ুর স্পন্দ ও বহ্নির প্রকাশ। তুমিই আত্মাকে আত্মা দ্বারা আত্মলীলার্থ তুমি, আমি

ও অমুক ইত্যাদি বিবিধ শব্দে অভিহিত করিয়া থাক। তুমি আছ বলিয়াই, সকল আছে, না থাকিলে, কিছুই থাকে না। আদর্শে প্রতিবিম্বিত দেহাদি যেমন কোন কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সত্তা ব্যতিরেকে এই জগৎ একান্ত অবশ ও অনায়ত্ত হইয়া, থাকে। এই দেহও তোমা ব্যতিরেকে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায়, নিতান্ত শোচনীয় দশা ভোগ করে। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, সুখদুঃখাদি সমস্তই তোমাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ। এইজন্য ক্ষণভঙ্গুর এই সুখ দুঃখাদি তোমাতে কোন মতেই স্থান পাইতে পারে না; আলোক দর্শনে অন্ধকারের ন্যায়, তোমার দর্শনমাত্র ইহাদের তিরোধান সংঘটিত হয়। এই রূপে এই অসত্যস্বরূপ ক্ষণভঙ্গুর সুখদুঃখ কোন কার্য্যকরই নহে। যেখানে অবিবেক ও অবিচার, সেইখানেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব ও প্রসার। অদ্য তোমার প্রসাদে আমি ইহাদের অতিক্রম করিয়াছি। অতএব তোমাকে ও আমাকে নমস্কার।

দেব! তোমার মূর্ত্তি নাই, তথাপি তুমি অনন্ত বস্তুর আস্পদ। তুমি স্থূল সূক্ষ্ম উভয়স্বরূপ। এইজন্য তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তুমি প্রমাণের অতীত হইলেও, প্রামাণ্য, অজ্ঞাত হইলেও জ্ঞাত, অস্থিত হইলেও স্থিত ও অভাব হইলেও ভাব; তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার স্বরূপ। অতএব আমি জয়ী ও সর্ব্বক্ষম। আমাকে নমস্কার। আমাতে জন্ম মৃত্যু ও বিপদ সম্পদাদি কোনরূপ ভাবাভাবের কোনপ্রকার সম্পর্ক নাই! আমি অধুনা নির্ব্বাণপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমাকে নমস্কার।

সপ্তত্রিংশ সর্গ (অসুরগণের ব্যাকুলতা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘুকুলপূর্ণচন্দ্র! প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তাবশে পরমানন্দস্বরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলে, তাঁহার দেহ, চিত্রিতের ন্যায়, স্পন্দহীন হইল। তদবস্থায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলেও, তাঁহার প্রবোধসঞ্চার হইল না। অনুচরেরা বহুযত্নে চেষ্টা করিয়াও, তাঁহারে প্রবোধিত করিতে পারিল না। তিনি ব্রহ্মাত্মা, একদৃক্ ও বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়াছিলেন।

তদীয় পিতার পরলোক ও তিনি স্বয়ং এইরূপ সমাধিস্থ হইলে, দানবনগরী অরাজকতাজন্য অত্যাচারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলবানেরা দুর্ব্বলের পীড়নে প্রবৃত্ত হইল। অস্বামিক অসুরেরা অতিমাত্র উৎপীড়িত হইয়া, বহুযত্ন করিয়াও, প্রহ্লাদের সমাধিভঙ্গ করিতে পারিল না। তখন ভগ্নোৎসাহ ও উদ্বিগ্ন হইয়া, স্ব স্ব অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিতে লাগিল। দস্যুরা পরমানন্দে সেই অরাজক পুরে অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, অনায়াসে রত্নাদি হরণে প্রবৃত্ত হইল। লোকমর্য্যাদা বিনষ্ট হইল। অবলারা নানাপ্রকারে নিপীড়িত হইতে লাগিল। আর্ত্তনাদ ও রোদনাদির তুমুলশব্দে পাতালকুহর পরিপূর্ণ হইল। অন্ত্যজগণের অত্যাচারে সেই দানবনগরী ভূতশূন্য, লক্ষ্মীশূন্য ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইল। বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ কলিযুগের আবির্ভাব হইয়াছে।

অষ্টত্রিংশ সর্গ। (পরমেশ্বর বিতর্ক।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘুদ্বহ! ঐ সময়ে অনন্তশায়ী ভগবান্ যোগনিদ্রা হইতে উত্থানপূর্ব্বক দেবগণের মঙ্গলচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে স্বর্গের, পরে পৃথিবীর, অনন্তর পাতালের ব্যবহার দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রহ্লাদ সমাধিস্থ ও ইন্দ্রের

সম্পদ প্রৌঢ়দশায় সমাগত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি চিন্তা করিলেন, প্রহ্লাদ পরমপদে বিশ্রাম করিলে, ত্রিলোক দৈত্যহীন ও তজ্জন্য মহাবিপন্ন হইবে। কেননা, দৈত্যাভাববশতঃ জিগীষা দূর হইলে. দেবগণ পরমসাত্ত্বিক ও উপশম প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষরূপ পরম পদে অধিষ্ঠান করিবেন। দেবগণ মুক্ত হইলে, ভূতলে অবাধে যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইবে। যজ্ঞাদির প্রাদুর্ভাববশতঃ ভূলোকও সমলাভ করিবে। ভূলোক উপশান্ত হইলে, সংসার বিনষ্ট ও তজ্জন্য ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলে, আমার দেহ শূন্যে সংমিলিত ও ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হইবে। এই রূপে যদি আমি সৃষ্টিলয় করি, তাহা হইলে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কি করিলাম? সুতরাং অকালে ব্রহ্মাণ্ডের লয় করা বিধেয় হয় না। দৈত্য-দিগকে জীবিত রাখা সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর। তাহারা জীবিত থাকিলে, দেবগণ, যজ্ঞাদিক্রিয়া ও সংসার সমস্তই থাকিবে। অন্যথা হইলে, অন্যথা হইবে। অতএব আমি দৈত্যপুরে গমন করিয়া, প্রহ্লাদকে যথাবৎ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করি। প্রহ্লাদের পাশ্চাত্য দেহ কল্প পর্য্যন্ত থাকিবে। অতএব আমি গভীরগর্জ্জনপূর্ব্বক তাহার সমাধি ভঙ্গ করি। প্রহ্লাদ সেই গর্জ্জনে প্রবুদ্ধ হইয়া, অবশ্যই রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাতে দেবাসুরদ্বন্দ্ব সমুপস্থিত হইলে, আমার উহা ক্রীড়াস্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডও স্থায়ী হইবে। অত-এব আমি পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক অসুরদিগকে উদ্বোধিত ও জগতের স্থায়িত্ব বিধান করি।

উনচত্বারিংশ সর্গ। (নারায়ণ বাক্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সর্ব্বাত্মা নারায়ণ এইপ্রকার চিন্তানন্তর সপরিবারে পাতালকুহরে প্রবেশ করিয়া, দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায়, প্রহ্লাদনগরে পদার্পণ করিলেন। দেখিলেন, প্রহ্লাদ স্বর্ণময় প্রাসাদগর্ভে, সুমেরুগুহাগত ব্রহ্মার ন্যায়, সমাধিস্থ রহিয়াছেন।

নারায়ণের তেজে দৈত্যগণ পরাহত হইয়া, সুদূরে গমন করিয়াছে। অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন প্রহ্লাদের গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহাভাগ ! প্রবুদ্ধ হও। এই বলিয়াই, দিগ্‌রন্ধ্র প্রতিধ্বনিত করিয়া, পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদিত করিলেন। তাঁহার সেই প্রলয় প্রাদুর্ভূত বারিদগর্জ্জনের ন্যায়, পাঞ্চজন্যের মহাশব্দে অসুরগণ ভয়ে ও মূর্চ্ছায় ভূপতিত ও বৈষ্ণবগণ বর্ষাকালীন কুটজ-কুসুমবৎ প্রফুল্ল হইলেন। তখন প্রহ্লাদেরও প্রবোধ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থিত হইয়াছিল। উহা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া, পরে একবারে সমস্ত দেহে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতোভাবে সঞ্চারিত হইল। তখন ইন্দ্রিয়সকল সঞ্চরিত হইলে, তাঁহার চিৎ তাঁহার লিঙ্গদেহদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। তখন তাঁহার মন কিয়ৎপরিমাণে অঙ্কুরিত হইলে, তাঁহার নয়নযুগল ক্রমে ক্রমে বিকসিত ও মনও স্থূলভাবে পরিণত হইল।

ভগবান্ তদবস্থ প্রহ্লাদকে কহিলেন, সাধো ! তুমি আপনার রাজ্যলক্ষ্মী ও আকৃতি স্মরণ কর ; অকাণ্ডে দেহপাত করিও না। উত্থান কর, উত্থান কর। নিয়তি আমাদের সম্যক্ পরিজ্ঞাত। এইজন্য বলিতেছি, তুমি প্রলয় পর্য্যন্ত এই শরীরে এই স্থলে অবস্থিতি কর। তুমি জীবন্মুক্ত ও গতোদ্বেগ হইয়াছ। এক্ষণে স্বীয় দেহকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত ব্যবহারে নিয়োজিত কর। কল্পান্তে তোমার এই দেহ বিশীর্ণ হইয়া, ঘটাকাশের ন্যায়, মহাকাশে মিলিত হইবে। তোমার এই দেহ বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং লোক-পরাবর দর্শন করিয়াছে। সাধো ! এখনও দ্বাদশ সূর্য্য সমুদিত, পর্ব্বত সকল বিদলিত ও বিশ্বসংসার প্রজ্বলিত হয় নাই। তবে তুমি কেন বৃথা কলেবর পরিহার করিতেছ ? এখনও বায়ু লোক-ত্রয়ের ভস্মরাশিতে ধূসরিত ও উন্মত্তভাবে প্রবাহিত হয় নাই ; এখনও পুষ্করাবর্ত্ত বিদ্যুন্মণ্ডলী জগদ্গর্ভে প্রস্ফুরিত হয় নাই ; এখনও পর্ব্বতসকল ভূকম্পবশে বিদারিত ও শব্দসহকারে দিঙ্মণ্ডলে নিপতিত এবং দিক্ সকলও প্রজ্বলিত ও বিশারিত হয় নাই,

এখনও এই বিশ্ব প্রলয়-প্রবৃদ্ধ পয়োদপটলীতে প্রচ্ছাদিত হইয়া দেবত্রয়মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই; এখনও পৃথিবীর পদ্মদলপ্রায় লোকালোক পর্ব্বত উৎখাত ও উৎপতিত এবং ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তিরূপ দিক্‌সকল জর্জ্জরিত বা উৎসারিত হয় নাই; এখনও দ্বাদশ আদিত্যের কিরণনিকর প্রস্ফুটিত মেরুর ন্যায়, ভয়ঙ্কর টঙ্কারসহকারে আকাশে ভ্রামিত ও কল্পকালীন মেঘবৎ গর্জ্জিত হয় নাই; অতএব তুমি কিজন্য বৃথা কলেবরপরিহারে উদ্যত হইয়াছ? এখনও আমি সমুদায় প্রাণিমণ্ডলে ও দিক্‌সকলে বিহার করিতেছি। অতএব তোমার শরীরপাত করা কোনমতেই বিধেয় হয় না। তাত! এই পর্ব্বত সকল; এই ভুতমণ্ডলী; এই তুমি; এই আমি; এই জগন্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল; সকলই রহিয়াছে। তবে তুমি কিজন্য বৃথা দেহ ত্যাগ করিবে?

যাহার মন অত্যন্ত অজ্ঞানযোগবশতঃ সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত ও দুঃখপরম্পরায় বিদলিত, তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা আমি কৃশ; দুঃখী বা মূঢ়; ইত্যাকার নানাপ্রকার ভাবনার সঞ্চার দ্বারা যাহার মতিচ্ছন্ন দশার আবিষ্কার হয়; তাহারই মৃত্যু শোভা পায়। অথবা চঞ্চল মনোবৃত্তিবশে আশাপাশে বদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ নীয়মান হওয়াতে যাহার সুখের লেশ নাই; তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা তৃষ্ণা বিবেক হরণপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে যাহার হৃদয় মর্দ্দিত করিয়াছে; তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা রাগাদির উচ্ছ্রায়বশতঃ যাহর চিত্তবৃত্তি সুখ দুঃখে সর্ব্বদাই জড়িত; তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা যাহার দেহে কামাদি অনর্থ-পরম্পরা প্রবল ঝটিকারূপে সর্ব্বদাই প্রবাহিত; তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা যাহার শরীরে আধিব্যাধি প্রবল অনলবৎ দাহপীড়া সমুদ্ভাবন করে; তাহারই মরণ শোভা পায়। অজাগর যেমন শুষ্কবৃক্ষকোটরে গর্জ্জন করে; তদ্রূপ যাহার শরীরে কামাদির নিত্য গর্জ্জন হইয়া থাকে, তাহারই মরণ শোভা পায়।

লোকে দেহের অবিদ্যমানকেই মৃত্যু বলে; কিন্তু তাহা

কোনমতেই সঙ্গত নহে। কেননা আত্মার দেহজ্ঞানহীনতাই ঐরূপ অবিদ্যমানতার হেতু। অথবা মনের আত্মতত্ত্ব দর্শন হইতে বিরত হওয়াকেই প্রকৃত মৃত্যু বলা যাইতে পারে। অতএব যাহার মন সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব দর্শনে সংক্রমিত; তাহারই জীবন শোভা পায়। এইরূপ যাহার অহঙ্কার নাই; যাহারপ্রিয়াপ্রিয় বোধ নাই এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী; তাহারই জীবন শোভা পায়। অথবা যাহার রাগ নাই ; দ্বেষ নাই; তজ্জন্য যাহার বুদ্ধি শীতল হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি উদাসীনভাবেই বিশ্বজগৎ দর্শন করে; তাহারই জীবন শোভা পায়। যে ব্যক্তি হেয়োপাদেয় জ্ঞানবিহীন হইয়া; পরমাত্মাতেই মন অর্পণ করে; তাহারই জীবন শোভা পায়। যে ব্যক্তি রজতাদি অবস্তু আসক্তি ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই বিমল কলনাতেই চিত্ত নিহিত করে; তাহারই জীবন শোভা পায়। অথবা যে ব্যক্তি সত্য দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্যমাত্র বোধে জাগতিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় তাহারই জীবন শোভা পায়। অথবা যে ব্যক্তি প্রিয়লাভে তুষ্ট ও অপ্রিয় সংযোগেও অসন্তুষ্ট না হয়; তাহারই জীবন শোভা পায় অন্য ব্যক্তির নহে।

চত্বারিংশ সর্গ (প্রহ্লাদবোধন)।

ভগবান্ কহিলেন, দৈত্যনাথ! দৃশ্যমান দেহের স্থিরতাকেই জীবন ও পরিহারকেই মৃত্যু বলে। তুমি এই উভয় হইতেই বিমুক্ত হইয়াছ। সুতরাং তোমার মৃত্যুই বা কি আর জীবনই বা কি? তুমি জীবিতও নহ, মৃতও নহ। আকাশ যেমন নির্লিপ্ত, তুমিও তদ্রূপ দেহস্থ হইলেও, অদেহ। কেননা তোমার দেহে দৃষ্টি নাই তুমি জ্ঞেয় বস্তুর পরিজ্ঞানবশতঃ প্রবুদ্ধ হইয়াছ। তোমার দ্বৈতজ্ঞান দূর ও তজ্জন্য উপশম লাভ হইয়াছে। অতএব তোমার দেহ কোথায়? এই দেহ কিছুই নহে, সর্ব্বথা অসৎ বা মিথ্যা-

স্বরূপ। যাহারা অপ্রবুদ্ধ তাহাদেরই পক্ষে এই দেহ সম্ভব হইয়া থাকে। তুমি একমাত্র চিৎপ্রকাশনিষ্ঠ ও স্ব স্ব রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছ অতএব তোমার দেহ কোথায়?

বসন্ত উদিত ও মলয়ানিল প্রবাহিত হউক; আত্মার পক্ষে কিছুই অভিনব নহে। কেননা সমস্তই সেই আত্মাতে অধিষ্ঠিত আছে। ভূত সকল স্থিত বা অস্থিত; ক্ষয়িত বা বৰ্দ্ধিত; যাহাই হউক সমস্তই আত্মাতে অবস্থিতি করে। সেই আত্মা এই দেহের ক্ষয়ে ক্ষীণ; বৃদ্ধিতে বৰ্দ্ধিত ও স্পন্দনে স্পন্দিত হন না। যেহেতু তিনি পরমেশ্বর। অহংকার ক্ষীণ ও চিত্তভ্রম গলিত হইলে ত্যাজ্য বা অত্যাজ্য ইত্যাদি কলনার আর সঞ্চার কোথায়? তাত! তত্ত্ববিদ্গণ কখন আমি করি ও আমি না করি; ইত্যাদি কল্পনার বশীভূত হন না। কেননা তাঁহাদের কর্তৃত্বাভিমান নাই। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা সকলের কর্ত্তা; কিন্তু কিছুই করেন না। যেখানে অকর্তৃত্ব; সেইখানেই অভোক্তৃত্ব এবং যেখানে অকর্তৃত্ব সেই-খানেই শান্তি বিরাজমান। পণ্ডিতেরা এই শান্তিকেই মুক্তি বলেন। প্রবুদ্ধ পুরুষগণ পরমার্থরূপে সকল বস্তুতেই অবস্থিতি করেন: অতএব তাঁহাদের ত্যাজ্য ও অত্যাজ্য কিছুই নাই। যেখানে ঐরূপ গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধের সম্পর্ক নাই; সেইখানেই শান্তি সমুদিত হয়। এই শান্তি স্থিতিপ্রাপ্ত হইলেই মুক্তিনামে পরি-গণিত হয়। পুরুষোত্তম ব্যক্তিগণ এই মুক্তিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সুষুপ্তের ন্যায় আত্মসন্নিধিমাত্রে বিচরণ করেন। যাঁহাদের বাসনা বিগলিত ও পরমবোধ সমুদিত হইয়াছে; তাঁহারা সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন করেন। যাঁহারা একমাত্র আত্মনিষ্ঠ বা আত্মগতচিত্ত; তাঁহারা সুখে অনু-রক্ত ও দুঃখে উদ্বেগযুক্ত হন না। কেননা তাঁহারা অনাসক্ত হইয়া সকলবিষয় গ্রহণ করেন।

মহাভাগ! তুমি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছ। অধুনা কল্প পর্য্যন্ত স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাক।

একচত্বারিংশ সর্গ (প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ভগবান্ নারায়ণ সুশীতল বাক্যে এইরূপ কহিলেন প্রহ্লাদ বিকসিতনয়নে সন্নিবিষ্টচিত্তে পরমহর্ষে বলিতে লাগিলেন, দেব! আমি অবিশ্রান্ত রাজ্যচিন্তাবশতঃ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে কয়ৎকাল বিশ্রান্তি লাভ করিতেছিলাম। আপনার প্রসাদে আমার স্বরূপস্থিতি লাভ হইয়াছে এবং আমি সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছি। অধুনা আমি নির্ম্মল পরমাকাশরূপ অনন্তদৃষ্টিতে অবস্থিতি করিতেছি! আত্মার শোক মোহ ভয় সমস্তই বিগলিত হইয়াছে। একমাত্র আত্মাই সত্য ও সর্ব্বদা বিদ্যমান। অতএব শোক মোহ ভয় অভয় ও ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা বা অবসর কোথায়? অধুনা আমি স্বয়মুদিত পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। যাহারা অপ্রবুদ্ধ তাহারাই হর্ষশোকবিকারবিধায়িনী বিবিধ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। দেহের অভাব হইলে, দুঃখের অভাব হয়। দেহই দুঃখ ভোগ করে। যাহারা মুর্খ, তাহারাই চিন্তারূপ বিষধরীর বিষম দংশনজ্বালা সহ্য করে। ইহা সুখ ইহা দুঃখ ইহা আছে ইহা নাই এইপ্রকার দ্বৈধীভাবনা মূঢ়দিগকেই অভিভূত করে, পণ্ডিতকে নহে।

প্রহ্লাদ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাস পুরঃসর অর্ঘ্যপাত্র প্রদান করিয়া ভগবানের পূজা করিলে তিনি পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, দানবরাজ! উত্থান করিয়া সিংহাসন আশ্রয় কর; আমি তোমায় অভিষিক্ত করি। আমার পাঞ্চজন্য রবে সমাগত এই সকল সিদ্ধ ও সাধ্যগণ তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া তিনি প্রহ্লাদকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া গঙ্গাদি সরিৎসমেত ক্ষীরোদাদির সলিলে অভিষিক্ত করিলেন। বিপ্রগণ ঋষিগণ ও লোকপালগণ তাঁহার সহকারী হইল এবং সুরাসুরগণ সকলে ভগবানের স্তব ও প্রহ্লাদের পূজা করিলেন। ভগবান্ প্রহ্লাদকে কহিলেন; তুমি

যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ও সুমেরু তাবৎ সমগ্রগুণ অধিকার পূর্ব্বক রাজত্ব করিবে। অধুনা ইষ্টানিষ্ট রাগ ভয় ও ক্রোধ পরিহার করিয়া সমদর্শিনী বুদ্ধিসহায়ে রাজ্য পালন কর। কি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে; কি রাজ্যে; কুত্রাপি তোমার কোনরূপ উদ্বেগ থাকিবে না। অধুনা তুমি দেশ কাল ও পাত্রানুসারে বধদণ্ডাদি বিধানপূর্ব্বক প্রজাপালন প্রসঙ্গে অবস্থিতি কর এবং আত্মনিষ্ঠ; মমতাবর্জ্জিত ও লাভালাভের সমদর্শী হইয়া অনাশক্তচিত্তে কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও। তুমি পরমার্থ ও ব্যবহার উভয়ত্রই নিপুণ; সুতরাং তোমাকে আর উপদেশ কি দিব? তুমি ভয় ক্রোধ ও অনুরাগ বিসর্জ্জন করিয়াছ; অতএব আর কাহারও হিংসা করিও না। আজি হইতে দেবাসুর সংগ্রাম নিবৃত্ত ও জগৎ সুস্থ হউক এবং দেবাসুর রমণীরা স্ব স্ব স্বামীতে বিশ্বাস স্থাপন করুক।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ। (প্রহ্লাদের ব্যবস্থা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদ তাঁহার পশ্চাতে রাশি রাশি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বৎস রাম! আমি এই তোমার নিকট প্রহ্লাদের বিজ্ঞানপ্রাপ্তি কীর্ত্তন করিলাম। এই বৃত্তান্ত অশেষ পাপ বিনাশ ও সকল সন্তাপ নিরাস করে। আত্মবুদ্ধিসহায়ে এই পবিত্র উপাখ্যান বিচার করিলে; অশেষ কলুষ নিরস্ত ও পরমপদ অধিগত হয়। পণ্ডিতেরা অজ্ঞানকেই পাপ বলেন। এই অজ্ঞান একমাত্র বিচারবলে উপশমিত হইয়া থাকে। এই বিচার পাপবৃক্ষের মূলচ্ছেদনের মহাস্ত্র। ইহা ত্যাগ করা কোন-মতেই উচিত নহে। যাহারা প্রহ্লাদের এই সিদ্ধি বিষয় বিচার করিবে, তাহারা নিঃসন্দেহই সপ্তজন্মকৃত পাপে পরিহার প্রাপ্ত হইবে।

রাম কহিলেন ; ব্রহ্মন্! প্রহ্লাদের মন সমাধিস্থ হইয়াছিল; পাঞ্চজন্য শব্দে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইল ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মুক্তি দ্বিবিধ, সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। যাহার মতি অসংসক্তিবশতঃ ত্যাগ ও গ্রহণাদি কোন বিষয়েই অনুরাগের লেশমাত্র নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত জানিবে। তাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীরাবসানে পুনরায় জন্ম হয় না। তাঁহার এইরূপ অদৃশ্য স্থিতিকে বিদেহমুক্তি বলে। জীবন্মুক্ত মাত্রেই সুষুপ্ততুল্য। তাঁহাদের হৃদয়ে বাসনা, ভ্রষ্টবীজের ন্যায়, পুনর্জ্জন্ম-বিরহিত ও আত্মজ্ঞান সমন্বিত হইয়া শুদ্ধ সত্তামাত্রে অবস্থিতি করে এবং সহস্র বর্ষান্তেও প্রবোধের কারণ হইয়া থাকে।

প্রহ্লাদ এই শুদ্ধসত্ত্ব বাসনাবলেই পাঞ্চজন্য শঙ্খরবে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। অথবা, ভগবান্ হরি সর্ব্বভূতের আত্মা ও কারণ। তিনি যখন যাহা মনে করেন তখনই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি যে মাত্র মনে করিলেন, প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হউন সেইমাত্র প্রহ্লাদের প্রবোধ সঞ্চারিত হইল। এইরূপ প্রথিত আছে যে বাসুদেবই সৃষ্টি স্থিতির কারণ। এইজন্য তাঁহাকে দর্শন করিলেই আত্মদর্শন হয়। রাম! তুমি অন্যান্য যাবতীয় দৃষ্টি পরিহার-পূর্ব্বক সেই আত্মদর্শনে যত্নবান্ হও আত্মদর্শন অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তুমি আত্মাকে দর্শন করিলেই নিত্যপদে অধি-ষ্ঠিত হইবে। এই সংসার অতি বিষম স্থান। উহা বর্ষাকালের ন্যায় বিচারকে সূর্য্যের ন্যায় আচ্ছন্ন ও বারিধারার ন্যায় দুঃখ-পরম্পরা বর্ষণ করিয়া মূর্খতারূপ বিষম ব্যাধি সমুদ্ভাবিত করে। অতএব তুমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বতপদে আরোহণ কর।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। (প্রহ্লাদের বিশ্রান্তি।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল যেরূপ পবিত্র ও সুখ জনক, তদ্রূপ শুনিতে সাতিশয় অভিলাষ হয়। অতএব

বলিতে আজ্ঞা হউক, যদি একমাত্র পৌরুষ প্রযত্ন দ্বারা সকল বিষয়ে সিদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ কিজন্য বাসুদেবের বর ব্যতীত স্বকীয় পৌরুষ সহায়ে প্রবুদ্ধ হন নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন সৌম্য! প্রহ্লাদ যাহা পাইয়াছিলেন; পৌরুষ-বলেই পাইয়াছিলেন অন্য উপায়ে নহে। তিল ও তৈল যেমন অভিন্ন, আত্মা ও নারায়ণে তদ্রূপ ভেদ নাই। যিনি আত্মা, তিনিই নারায়ণ, প্রহ্লাদ স্বয়ং পৌরুষবলে বিষ্ণুর বরলাভ করেন এবং পৌরুষবলেই স্বয়ং বিচার করিয়া মনকে অবগত হইয়াছিলেন। আত্মা কখন পৌরুষবলে ও কখন বা ভক্তিলভ্য বিষ্ণুদেহ সহায়ে প্রবুদ্ধ হন। চিরকাল আরাধনা করিলেও এই বিষ্ণু কখন বিচার-বিহীন ব্যক্তিকে জ্ঞান প্রদান করেন না। প্রযত্নসঞ্চিত বিচারই আত্মদর্শনে প্রধান সাধন; বরাদি গৌণমাত্র। অভ্যাস সহায়ে বলপুর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে বশীকৃত ও ধ্যান আশ্রয় করিয়া, মনকে বিচারনিষ্ঠ কর। যখন যাহা প্রাপ্তি হয়, তাহা যত্নবলেই লব্ধ হইয়া থাকে, অন্য কিছুতেই নহে। অতএব পৌরুষ সহায় হইলে, ইন্দ্রিয়দিগকেজয় ও সংসারসাগর উত্তরণপুর্ব্বক পরমপদরূপ পর-পারে গমন্ কর। যদি যত্ন না করিলেও জনার্দ্দনকে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে মৃগপক্ষিরা কিজন্য অত্মদর্শন করিতে পারে না? শিষ্যের যদি ভক্তিরূপ পৌরুষ না থাকে, গুরুও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন না। যদি পারিতেন, তাহা হইলে উষ্ট্র ও বলী-বর্দ্দাদিরও উদ্ধার হইত।

জ্ঞানদৃষ্টির দৃঢ়তা হইলে পরম পুরুষার্থরূপ যে ফলপ্রাপ্তি হয় অন্য কোন উপায়েই তাহা হইবার নহে। এইরূপ বৈরাগ্যবলে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ত্রৈলোক্যেও পাওয়া সম্ভব নহে। অতএব তুমি পৌরুষ-সহায় হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মার আরাধনা কর এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শনপুর্ব্বক আত্মাতেই অবস্থিতি কর। বলিতেছি, অভ্যাস ও যত্নই শুভস্থিতিলাভের প্রধান উপায়; অন্যান্য উপায় গৌণ জানিবে। অভ্যাসাদি দ্বারা

ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হইলে, বিষ্ণুপূজার আর প্রয়োজন হয় না আর ইন্দ্রিয়জয় না হইলেও শুদ্ধ পূজা দ্বারা কোন ফলই হয় না আত্মবিচার ও উপশমই হরিলাভের একমাত্র উপায়; আবার বিচার ও উপশম দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইলে, হরিলাভেরই বা প্রয়োজন কি? অতএব তুমি বিচার ও উপশম দ্বারা মনকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই সিদ্ধ হইবে। নচেৎ গর্দ্দভের ন্যায়, বৃথা জীবনভার বহন করিতে হইবে। যেমন হরিপ্রভৃতির অনুরাগপ্রার্থনা অবশ্য-কর্ত্তব্য, স্বকীয় চিত্তের প্রণয়প্রার্থনাও তদ্রূপ একন্ত সমুচিত।

যাহারা শাস্ত্র যত্ন ও বিচারাদি বিরহিত, তাদৃশ বিষও নিরত মূঢ়দিগকে চিৎরূপ সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য হরিভক্তির অবতারণা হইয়াছে। বিষ্ণু সকল অন্তরেই আছেন। মূঢ়েরাই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, বাহ্য বিষ্ণুর আরাধনা করে; তাহারা নরাধম। হৃদ্‌গুহাশায়ী চিত্তই বিষ্ণুর মুখ্য দেহ এবং ক্ষীরোদবাসী শঙ্খাদিধর মূর্ত্তিই গৌণ কলেবর। যে ব্যক্তি মুখ্য রূপ ত্যাগ করিয়া গৌণ রূপের আরাধনা করে, সে অনায়াসলব্ধ অমৃত ত্যাগ করিয়া বহ্বায়াসসম্পন্ন কৃষ্যাদি উপায়ে অন্নসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। আত্মজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মনঃসংযমন জন্য পূজাদিতে প্রয়োজন নাই। যাহাদের মন অজ্ঞতায় অন্ধীকৃত তাহাদেরই শঙ্খচক্রাদিধর বাহ্য বিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য। হরিপূজারূপ বৈরাগ্যজননী তপস্যা দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তির মন ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইলে বিবেক সঙ্কুরিত ও আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সমাধি প্রভৃতি অন্যান্য সহকারী দশা সকলের আর কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। এইরূপে আত্মা স্বয়ংই আত্মা দ্বারা হরিপূজাজনিত ফল প্রাপ্ত হন।

ফলতঃ একমাত্র মনঃসংযমই সর্ব্বসিদ্ধির মূল। সগরের পুত্রগণ পৃথিবী খনন ও দেবাসুরগণ অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন, একমাত্র মনোনিগ্রহই ইহার হেতু। মনের একাগ্রতা না থাকিলে, কোন বিষয়ই সম্পন্ন হয় না। এই মন মহাসাগরস্বরূপ। পুনঃ পুনঃ

জন্ম মৃত্যু ইহার প্রবল তরঙ্গ অতএব যে কোন উপায়ে এই সাগর শোষ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজা দ্বারা প্রসন্ন হইলেও, এই মনোব্যাধির উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন না। অতএব তুমি ইন্দ্রিয়গম্য বিষয় সকল পরিহার করিয়া, জন্মবিকারশূন্য অখণ্ডিত সম্বিদের চিন্তা কর। অনায়াসেই জন্ম-নদের পার প্রাপ্ত হইবে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (গাধিবিনাশন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! চিত্তজয় না হইলে, জন্মমায়াপ্রপঞ্চ কোনরূপেই ক্ষয় পায় না। এবিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মেরুর ন্যায় রত্নরাজিবিরাজিত কোশলনামক জনপদে গাধি নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মসদৃশ পরম শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ভোগবিলাস পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা তপঃ জপাদিতে সংসক্ত হইয়াছিলেন। একদা মনে সহসা কোন অভিমত ভাব আবির্ভূত হওয়াতে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তপশ্চরণার্থ অরণ্য আশ্রয় করিলেন। তথায় কোন প্রফুল্লকমলসমলঙ্কৃত বিমলজল জলাশয় তীরে সমাগত হইয়া বিষ্ণুদর্শন পর্য্যন্ত তপশ্চরণ-বাসনায় তাহার সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অষ্ট মাস পর্য্যবসিত হইলে ভগবান্ হরি পরম তুষ্ট ও সাক্ষাৎকারে সমাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, প্রিয়! তোমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব জল হইতে উঠিয়া অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।

গাধি কহিলেন, ভগবন্! তুমি জগত্রয়রূপ নলিনীর সরোবর এবং যাবতীয় ভূতের হৃদয়-পদ্মকুহরে ভ্রমর। তোমাকে নমস্কার। বিষ্ণো! তোমার বিরচিত সংসারনাম্নী পারমার্থিকী মায়া দর্শনে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

গাধি এই বর চাহিলে, ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন তুমি মায়া-দর্শন ও তাহার পরিহার করিতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে গাধি তাঁহার দর্শনজন্য প্রভাতকালীন পদ্মের ন্যায় পরমপ্রফুল্ল চিত্তে সরোবর হইতে সমুত্থানপূর্ব্বক সবিশেষ হর্ষ-সহকারে তপস্বাধ্যায় ও অতিথিপূজাদি শ্রৌত্রিয় কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রসঙ্গে কিয়দ্দিবস সেই অরণ্যে অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর তিনি কোন সময়ে বিষ্ণুর ঐ বাক্য চিন্তা করিতে করিতে সেই সরোবরে স্নান ও অঘমর্ষণার্থ সকুশ হস্তে তাহার জল পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাতে মগ্ন হইলেন এবং তদবস্থায় অঘমর্ষণার্থ যেমন প্রণব উচ্চারণ করিবেন, তৎক্ষণে তাঁহার মতি বিপর্য্যস্ত ও সমুদায় ধ্যানমন্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হইল। অনন্তর মোহের বশীভূত হইয়া স্বপ্নদর্শনবৎ অবলোকন করিলেন, তাঁহার দেহ যেন সহসা নিপতিত ও শবভাবে পরিণত হইল। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে মৃতপতিত দেখিয়া শোক করিতে লাগিলেন। প্রাণাপানপ্রবাহপরিবর্জ্জিত ও স্পন্দরহিত হইয়া, বাতাহত কদলীবৎ ভূপতিত হওয়াতে তাঁহার কলেবর গ্রীষ্মকালীন গ্রামের ন্যায় ধূলিধূসর হইল। তাঁহার বদনপদ্ম একান্ত ম্লান ও পাণ্ডুরবর্ণ এবং নয়নতারকা বিপর্য্যস্ত ও প্রভাতকালীন তারকাবলীর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বন্ধুগণ বাষ্পপরিপ্লুত লোচনে তাঁহার মৃতদেহ বেষ্টনপূর্ব্বক কুররের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্বজনগণ শোকাকুলচিত্তে তাৎকালিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া তারস্বরে রোদন করত তদীয় মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহিরে আনয়ন করিল। অনন্তর সকলে ঐ দেহ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া শ্মশানে লইয়া গেল। যেখানে মেঘের ন্যায় অসংখ্য গৃধ্রমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে; যেখানে শিবাগণের অশিববদনবিগলিত অগ্নিশিখায় অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে; যেখানে প্রলয়পাবকপ্রতিম চিতানল ঘোর গভীর গর্জ্জনে অসংখ্য দেহদহনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ঘোর বায়সধ্বনিতে প্রতিনাদিত মেদ মাংস ও অস্থি-

স্তূপে সমাচ্ছাদিত কঙ্কালবহুল তাদৃশ শ্মশানে লইয়া গিয়া, ঐ দেহ তাহারা আত্মীয় হইয়াও অনাত্মীয়ের ন্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রজ্বলিত চিতায় পরম যত্ন সহকারে নিক্ষেপ করিল। চিতানল প্রবল হইয়া সহস্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক চটচটাশব্দে উহা দহন করিতে লাগিল এবং অবিলম্বেই কটকটাশব্দে সমস্ত কঙ্কাল বিদলিত করিয়া ভস্মসাৎ করিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ। (গাধির চণ্ডালরাজ্য লাভ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ। গাধি পুনরায় অবলোকন করিলেন; দেহ ভস্মীভূত হইলে তিনি কোন চণ্ডালীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গর্ভবাসজন্য ক্লেশের এক শেষ উপস্থিত হইল। তদবস্থায় তিনি সঙ্কুচিত দেহে সেই গর্ভ মধ্যে বিষ্ঠারাশিতে শুইয়া রহিলেন। অনন্তর যথাকালে ভূমিষ্ঠ ও পিতার পরম প্রিয়পাত্র শিশু হইয়া যমুনা প্রবাহবৎ ইতস্ততঃ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে, তিনি কটঞ্জক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। অনন্তর ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার কলেবর নবনীরধরবৎ পীবর হইয়া উঠিল। তিনি কুক্কুরগণ সমভিব্যাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মৃগ বধ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার বিবাহ হইল। তখন তাঁহারা পতি পত্নী উভয়ে ভ্রমর ভ্রমরীর ন্যায় কখন পুষ্পকাননে কখন কুঞ্জে কখন গিরিনদীতটে ও কখন বা পদ্মকুঞ্জে শয়ন উপবেশন ও বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালসহকারে তাঁহার কুলের অঙ্কুর স্বরূপ খদিরকণ্টকের ন্যায় বিষমদন্তসম্পন্ন কতিপয় পুত্র জন্মিল। এইরূপে তিনি বহু কলত্রবান্ হইয়া ক্রমে জরাকবলে নিপতিত ও তন্নিবন্ধন শুষ্ক ভাবাপন্ন হইলেন। তখন তিনি জন্মভূমির অনতিদূরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। জরাবশতঃ

তিনি পত্রাদি বিহীন জীর্ণ তমালতরুর সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। তাঁহার পুত্রগণও ক্রমে জরাক্রান্ত হইল।

অনন্তর গাধি দেখিলেন, তাঁহার সেই বৃদ্ধাবস্থায় কলত্রাদি সকলেরই মৃত্যু হইল। তজ্জন্য তিনি শোকভরে অনবরত রোদন করিয়া অন্ধপ্রায় হইলেন। অনন্তর শোকাকুলহৃদয়ে কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া, হংস যেমন পদ্মহীন সরোবর ত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই নির্জ্জন অরণ্যানী ত্যাগ করিয়া, আস্থাশূন্য ও চিন্তাজীর্ণহৃদয়ে পবনপ্রক্ষিপ্ত জলধরের ন্যায় দেশে দেশে মত্তবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তদবস্থায় কারনামক নগরের সুপ্রশস্ত রাজপথে সমাগত হইয়া অবলোকন করিলেন, বৃহৎকায় এক রাজহস্তী রাজার বিয়োগে ব্যাকুল ও ক্ষিপ্ত হইয়া সাগরকল্লোলবৎ প্রচণ্ডবেগে তাঁহারই অভিমুখে আসিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হস্তী তাঁহারই প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া, সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকেই রাজা জ্ঞান করত আপনার গণ্ডস্থলে আরোহণ করাইয়া, রাজভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিল। অনন্তর হস্তী রাজভবনে উপস্থিত হইলে, জয়দুন্দুভির নিনাদসহিত মহারাজের জয় হউক, এইরূপ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বরাঙ্গনারা সাগ্রহে সেই নররাজকে বরণ ও বান্ধবেরা সাদরে তাঁহারে বন্দনা করিল। অনন্তর মন্ত্রিরা গদগদবাক্যে তাঁহারে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তখন বিলাসিনীরা চামর এবং পরিচারকেরা সমুচিত পরিচারণসহকারে তাঁহার সন্তোষ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল।

হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ মৃত হরিণ প্রাপ্ত হইলে, ক্ষুধার্ত্ত কাকের যেমন অসীম আনন্দ সঞ্চরিত হয়, সহসা সেই অপারবিভব সাম্রাজ্যলাভে ঐ চণ্ডালও তদ্বৎ নিরতি আনন্দে রাজভোগে প্রবৃত্ত হইল। তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। সে মন্ত্রিগণ দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। তথায় তাহার নাম গহল হইল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ। (গাধির রাজ্যভ্রংশ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অনন্তর কালসহকারে তাঁহার রাজকার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা জন্মিল। বন্দিগণের মাঙ্গলিক স্তবাদিতে তিনি চণ্ডাল-স্বভাব বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এবং মন্ত্রিগণে পরিপূজিত, বিলাসিনীগণে বেষ্টিত ও বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, পরমানন্দসহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে প্রজামাত্রেই শোকদুঃখবিবর্জ্জিত ও ভয়াশঙ্কাদি বিরহিত হইল।

এইরূপে দয়া, দাক্ষিণ্য ও শৌর্য্যাদি সহকারে রাজ্যশাসন করত অষ্ট বৎসর অতীত হইলে, একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া, বহিস্থ প্রাঙ্গনে গমন করিয়া দেখিলেন, কতিপয় পীবরকায় চণ্ডাল বীণাবাদনপূর্ব্বক সুস্বরে গান করিতেছে। তিনি তথায় যাইবামাত্র লোহিতলোচন অন্যতর স্থবির চণ্ডাল সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাকে কহিল, কি হে কটঞ্জক; বন্ধো! অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া, আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। তুমি কত দিন ঈদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ? এখানকার রাজা কি তোমার সুস্বরকণ্ঠে মোহিত হইয়া, তোমাকে এ প্রকার অনুগ্রহ করিয়াছেন? মিত্র! অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া, আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছি।

কীরপতি এই কথায় আপনার পূর্ব্বমিত্র সেই চণ্ডালকে স্বকীয় সৌভাগ্যপ্রাপ্তির বিবরণ আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। রাজপুরন্ধ্রীরা ও অন্যান্য প্রকৃতিবর্গ গবাক্ষরন্ধ্র যোগে তাঁহাদের এই কথোপকথন শ্রবণপূর্ব্বক স্পষ্টই অবগত হইলেন, তাঁহাদের রাজা চণ্ডাল এবং চণ্ডালের সহবাস করিয়াছেন, ভাবিয়া সকলেই অতিমাত্র ম্লান হইলেন। অনন্তর সকলেই ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিল, রাজা চণ্ডাল। কীরপতি, সকলেই

তাঁহাকে চণ্ডাল জানিয়াছে, শুনিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুরন্ধ্রীরা ম্লানচিত্তে বসিয়া আছে। তিনি নিকটস্থ হইলেও, মন্ত্রী প্রভৃতিরা মৃতদেহের ন্যায়, তাঁহাকে আর স্পর্শ করিলেন না। ভৃত্যেরা তাঁহাকে দেখিয়াই, দূরে পলায়ন করিল। রমণীরাও স্নেহবশতঃ দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া, ভগ্নোৎসাহ হইলেন। অনন্তর রক্ষিরা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিলে, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিহত হইল। তখন লোকে তাঁহাকে রাক্ষস ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। আর কেহই তাঁহাব দান গ্রহণ বা সহবাসে অবস্থিতি করে না। এইরূপে সকলের অস্পৃশ্য হওয়াতে, তিনি অতিমাত্র বিষণ্ণ ও ম্লান হইলেন।

অনন্তর নগরবাসীরা স্থির করিল, আমরা চণ্ডালসংসর্গে দূষিত হইয়াছি! চিতাপ্রবেশরূপ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধন করিব। এইরূপ স্থির করিয়া, সকলেই চিতা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলে, বালক, বালিকা ও ললনাগণের ক্রন্দনকোলাহলে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত ও তাহাদের বিলাপে সুমেরুও বিদলিতপ্রায় হইল। অসংখ্য চিতা প্রজ্বলিত হইলে, তাহাদের ধূমপটলে গগণমণ্ডল প্রচ্ছাদিত হইল। অনন্তর চিতাসকল চটচটাশব্দে যেন আহ্বান করিলে, শত শত ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে করিতে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তৎকালে রাশি রাশি ধূম, আকাশব্যাপী অগ্নিশিখা ও ভয়ঙ্কর চটচটাশব্দ একত্র মিলিত হইয়া, যেন প্রলয় উপস্থিত করিল।

এইরূপে নাগরিকেরা পুত্রকলত্র পরিহারপুরঃসর চিতানলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, কীরপতি চিন্তা করিলেন, হায়! আমারই জন্য অকালিক মহাপ্রলয় উপস্থিত ও সমস্ত রাজ্য মরুপ্রায় হইল। অতএব আমার এই কদর্থসংঘটক জীবনে প্রয়োজন নাই। আমার মৃত্যুই এখন মহামহোৎসব। লোকের নিন্দাভাজন হইয়া; জীবিত থাকা নিতান্ত ঘৃণাজনক। অতএব আমিও

চিতাপ্রবেশপূর্ব্বক এই সর্ব্বনাশজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি স্বহস্তনির্ম্মিত প্রজ্বলিত চিতামুখে পতঙ্গবৎ স্বদেহ আহুতি দিলেন। কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। এইরূপে চিতানলে দগ্ধ হইতে হইতে, জলমধ্যে অঘমর্ষণপ্রবৃত্ত গাধির সহসা চৈতন্য সঞ্চার হইল।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (গাধির প্রত্যক্ষদর্শন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! গাধি অঘমর্ষণপ্রসঙ্গে মুহূর্ত্তদ্বয় মধ্যে উল্লিখিত ভ্রম দর্শন করিয়া, প্রবুদ্ধ হইলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ বোধ সঞ্চরিত হইলে ভাবিতে লাগিলেন, অহো! আমি কি দেখিলাম! এই সৃষ্টি সর্ব্বথা মিথ্যা হইলেও, সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অথবা, দেহির চিত্ত স্বেচ্ছানুসারে বিবিধ ভ্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। এইপ্রকার ভাবনাবশে জল হইতে উঠিয়া তিনি আপনার আশ্রমে গেলেন। কিয়ৎকালাবসানে তাঁহার আশ্রমে এক অতিথি সমাগত হইল। গাধি পরমসমাদরসহকৃত সমুচিত আতিথ্যবিধানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর রজনীর সমাগমে উভয়ে কোমল পল্লবশয্যায় শয়ান হইলেন। গাধি কথাবসরে তাঁহারে জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথাই বা যাইবেন?

অতিথি কহিলেন, ব্রহ্মন্! পৃথিবীর উত্তরদিকে কীর নামে সুবিখ্যাত যে জনপদ আছে, আমি তথায় সসম্মানে একমাস বাস করিয়াছিলাম। একদা কোন ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিল, এক চণ্ডাল এই নগরে অষ্টবৎসর রাজত্ব করিতেছে। এই কথা ক্রমে সকলে শুনিতে পাইয়া চণ্ডালের সংসর্গজন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানে প্রবৃত্ত হইল। শত শত ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত দহনে দেহপাত করিলে, চণ্ডালরাজও অবশেষে স্বদেহ আহুতি দিলেন। আমি এই অশৌচশান্তিজন্য প্রয়াগগমনে মানস করিয়া, নগর ত্যাগ

করিয়াছি। তিন দিন চান্দ্রায়ণের পর অদ্য পারণ করিয়া, আপনার আশ্রমে আসিয়াছি। উপবাস ও পথক্লেশে এরূপ শ্রান্ত ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছি।

গাধি এই কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, বারংবার কেবল কীর নগরেরই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগলেন। তাহাতেই রাত্রিপ্রভাত হইয়া গেল। তখন উভয়ে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাহিত করিলেন। অনন্তর অতিথি চলিয়া গেলে, গাধি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, আমি ভ্রমবশে যে মায়া দেখিয়াছি এই অতিথিমুখে তাহা সত্যই শুনিলাম। যাহা হউক, এই অদ্ভুত মায়া কি, জানিতে হইবে।

এইপ্রকার সংকল্প করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া বহুদেশ অতিক্রম করত ভূতমণ্ডল নামক জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য কোন ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, সেই নরকমণ্ডলীর ন্যায় চণ্ডালপুরস্থ গৃহমণ্ডলীর মধ্যভাগে তাহার সেই ভ্রমদৃষ্ট গৃহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ গৃহ সাক্ষাৎ দৌর্ভাগ্যস্বরূপ এবং গোমেষাদির কঙ্কালসম্পর্কে ধবলীকৃত। তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়া ঐ চণ্ডালপুরীর পার্শ্বস্থ কোন ভদ্রপল্লীতে গমনপূর্ব্বক অন্যতর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনার কি এই চণ্ডালপুরবৃত্তান্ত মনে আছে? কেননা, সুজনমুখে শুনিয়াছি, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অতি প্রাচীন ঘটনাও স্বকরতলস্থের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। সাধো। ঐ চণ্ডালমণ্ডলে কটঞ্জক নামে যে বৃদ্ধ চণ্ডাল বাস করিত, তাহার কথা যদি আপনার জানা থাকে, ত বলুন। প্রজ্ঞ। পান্থের সন্দেহ দূর করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে।

গাধির এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে। এই স্থানে অরুণবর্ণ কটঞ্জক নামে চণ্ডাল বাস করিত। বৃদ্ধাবস্থায় স্বীয় সম্মুখে পুত্রকলাদি সকলে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ঐ চণ্ডাল শোকে গৃহত্যাগ ও কীরনগরে

গমনপূর্ব্বক দৈববশতঃ তথায় রাজা হইয়া, আট বৎসর অতিবাহিত করে। অনন্তর সকলে চণ্ডাল বলিয়া জানিলে, স্বীয় দেহ অনলে আহুতি দিয়াছিল। সে আপনার বন্ধু অথবা স্বাভাবিক স্নেহের পাত্র সেই জন্যই কি যত্ন করিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? অনন্তর গাধি তথায় একমাস বাস করিয়া, সমুদায় সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (গাধির মায়ামহত্ব কথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, গাধি বারংবার আপনার এই পূর্ব্বতন চণ্ডাল স্মৃতি স্মরণ ও তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, সবিস্ময়ে তথা হইতে কীরনগরে যাত্রা করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, পূর্ব্বানুভূত সমস্ত ব্যাপারই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ দর্শনপূর্ব্বক তত্রত্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এই স্থানে যে চণ্ডাল রাজা হইয়াছিল, তাহাকে কি আপনার মনে আছে? যদি মনে থাকে, সমস্ত কহিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

ঐ ব্যক্তি কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই বটে। দ্বাদশ বৎসর হইল, ঐরূপ ঘটিয়াছে।

এই কথায় আপনার অনুভূত ঘটনার যাথার্থ্য অবগত হইয়া, গাধির নয়নযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল। তিনি কিয়ৎকাল নগরীর বস্তুজাত দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বর্ত্তমান কীররাজা স্বকীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলে, গাধি তদ্দর্শনে সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, ঐ সেই ঐরাবত সদৃশ মদমত্ত রাজহস্তীগণ। ইহারা একদা আমাকে ইন্দ্রের ন্যায় বহন করিত। হায়, কি বিচিত্র মায়া, মায়াময় বিষ্ণুই আমাকে এই মায়া দেখাইলেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমি যাহাতে এই মায়াস্বরূপ অবগত হইতে পারি, গিরিদরীতে গমন করিয়া, তদনুরূপ যত্ন করিব।

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া, তিনি গিরিকন্দরে সমাগত ও সলিলমাত্র পান করিয়া, বিষ্ণুর প্রীতিসাধনে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সার্দ্ধ সংবৎসর পর্য্যবসানে ভগবান্ সন্তুষ্ট ও তদীয় সম্মুখে আবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বিপ্র! তুমি আমার মায়া দেখিয়াছ এবং তৎপ্রভাবে আমার চেষ্টাও তোমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে। অতএব আর কি আসয়ে তপস্যা করিতেছ?

গাধি ভগবানের দর্শনমাত্র অতিমাত্র সংভ্রম সহকারে তৎক্ষণে গাত্রোত্থান ও ভক্তিভাবে তদীয় চরণসরোজে কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, দেব! আমাকে যে তমোময়ী মায়া প্রদর্শন করিয়াছেন, অধুনা তাহা নিরাকৃত করিয়া, আমার হৃৎপদ্ম বিকসিত করুন। হে অমলপদবিধায়িন্! বাসনামলিন মন কিরূপে জাগ্রত অবস্থাতেও ভ্রম দর্শন করে? আর আমি অঘমর্ষণ সময়ে যে দীর্ঘভ্রম দর্শন করিয়াছি, তাহাই বা কিরূপে দেশকালাদির সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিণত হইল?

ভগবান্ কহিলেন, গাধি! তুমি যে মহাভ্রম দর্শন করিয়াছ, তাহা তোমার বাসনামলিন মনের স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যাহা দেখে, তাহা অঙ্কুরে পত্রের ন্যায়, তাহার মনেই স্থিতি করে, বাহিরে নহে। ঐরূপে সমস্ত বস্তুই চিত্তস্থ, বহিস্থ নহে। তোমার নিকট অতিথি আসিল, কথা কহিল, চলিয়া গেল, তুমিও ভূতমণ্ডলে গেলে, চণ্ডালালয় দেখিলে, কটঞ্জকের বিষয় জানিলে, কীরনগর দর্শন ও তত্রত্য রাজার কথা শ্রবণ করিলে, সমস্তই তোমার মনের সম্ভ্রমমাত্র। তুমি কেবল মোহপরম্পরাই দেখিয়াছ। অধুনা, প্রশান্ত বুদ্ধিসহায়ে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। স্বকার্য্যই শ্রেয়োলাভের একমাত্র সাধন। ভগবান এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ। (গাধির জ্ঞানপ্রাপ্তি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে, গাধি পুনরায় ভূত-মণ্ডলাদি স্থানসমস্ত পরিদর্শনানন্তর পুনরায় ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানও স্বল্পকাল মধ্যে প্রসন্ন ও আবির্ভূত হইয়া, জলদনিনাদে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আবার কি কামনা করিয়াছ, বল?

গাধি কহিলেন, ভগবন্! আমি যে ভ্রম দর্শন করি, পুনরায় ছয় মাস ভূতমণ্ডলাদি পরিদর্শনপূর্ব্বক অবিকল তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব ইহা কিরূপে মায়া হইতে পারে? মহাত্মাদের বাক্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বোধ। সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা মাদৃশ মূঢ়গণের মোহই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

ভগবান্ কহিলেন, একমাত্র স্বপ্ন যেমন সময়বিশেষে বহু লোকেও দর্শন করে, অথবা একমাত্র ক্রিয়াফল যেমন কখন কখন বহুলোকেও প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কাকতালীয়যোগে তোমার ন্যায়, তত্তৎ লোকের হৃদয়ে চণ্ডালসম্ভ্রম প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। সেইজন্যই তাহারা তোমার নিকট এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিল। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ, দেশ কাল ক্রিয়া সমস্তই মনের কল্পনা, তজ্জন্য সকলেই সমকালে তত্তৎ দেশকালাদি সম্ভ্রম দর্শন করে। সুতরাং তোমার ন্যায় কতিপয় ব্যক্তিও তুল্যকালে এই চণ্ডালসম্ভ্রমরূপ মানসকল্পনা দর্শন করিবে, আশ্চর্য্য কি? অধুনা তুমি স্বকার্য্যনিরত ও আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর কতিপয় মাস পর্য্যবসিত হইলে, গাধি পুনরায় ভগবানের আরাধনা আরম্ভ করিলেন এবং স্বভাবতঃ ভক্তবৎসল ভগবান্ সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! স্বকীয় শ্বপচস্থিতি ও বিচিত্র সংসারমায়া স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, আমাকে অতিমাত্র খিন্ন করিয়াছে। অতএব,

সত্বর মোহশান্তির উপায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাকে প্রকৃতিস্থ করুন।

ভগবান্ কহিলেন, তাত! এই সংসার মহামায়ামাত্র। এই মায়ার অসম্ভাব্য কিছুই নাই। তুমি জলমধ্যে অঘমর্ষণ-সময়ে যে ভ্রম দর্শন করিয়াছ, তাহাও এই মায়া। কীরবাসীরাও তোমার ন্যায় ইহা সত্যবৎ দর্শন করিয়াছে। প্রাজ্ঞ! পূর্ব্বে ভূতমণ্ডলে কটঞ্জক নামে যে চণ্ডাল বাস করিত, সে তোমার অনুভূতানুরূপ কীর নগরের রাজপদ লাভ ও হুতাশনে দেহ দাহ করে। তুমি জলে থাকিয়া, মনে কেবল তাহাই দর্শন ও অবশেষে স্বকীয় আচার ভাবিয়া, ভ্রমে পতিত হইয়াছ। চিত্ত কখনও অনুভূত বিষয়ও বিস্মৃত হয়, আবার কখন অননুভূত বিষয়ও অনুভব করিয়া, দৃঢ়রূপে বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে স্বপ্নের ন্যায়, জাগ্রৎ দশাতেও নানাপ্রকার ভ্রম দর্শন হয়। ব্রহ্মন্! যোগিরা যেমন অতীতের ন্যায়, ভবিষ্যঘটনা দর্শন করেন, তদ্রূপ বহুকালের অতীত কটঞ্জকচরিত তোমার চিত্তে বর্ত্তমানবৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতেও তোমার জ্ঞানের পরিপাক ও তজ্জন্য মনোভ্রমের শান্তি হয় নাই। অধুনা, অক্ষুন্ন হৃদয়ে দশবর্ষ তপস্যা কর, স্বয়ংই অনন্ত তত্ত্ব বিদিত ও পরমপদে অধিষ্ঠিত হইবে।

এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে, তদীয় উপদেশে বিবেক সঞ্চরিত ও তন্নিবন্ধন বৈরাগ্য সমুদিত হইয়া, গাধির অশেষ কষায় বিনাশ করিল। তখন তিনি ঋষ্যমূকে গমন করিয়া, দশবার্ষিক তপোনুষ্ঠানসহায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন এবং তৎপ্রভাবে শঙ্কাহীন, উদ্বেগবিহীন ও পরমপূর্ণচিত্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ। (শ্রীরামের আশয় বিনিযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দুর্জ্ঞানরূপিণী মহামোহময়ী মায়ার সীমা নাই। ইহা মুহূর্ত্তদ্বয় মধ্যে অনেকবর্ষভোগ্য অবস্থা-যোগও প্রদর্শন বা সংঘটন করে। যাহারা অসাবধান, এই মায়া তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এই মায়াচক্র অতিবেগে ধাবমান হইতেছে। কিরূপে ইহার রোধ করা যাইতে পারে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্তই এই মায়া চক্রের নাভি। পৌরুষপ্রযত্ন সহকৃত বুদ্ধিসহায়ে এই চক্র বিনিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যেরূপ বালকদিগের ক্রীড়াচক্রের কীলক রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিলে আর ঘুরিতে পারে না, তদ্রূপ নাভিস্বরূপ ঐ চিত্তকে নিগৃহীত করিলে, মায়াচক্রের গতিরোধ হয়। অতএব তুমি যত্নসহকারে চিত্তকে নিগৃহীত করিয়া, আত্মাকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ কর। চিত্ত নিগৃহীত না হইলে, মহাযত্নেও সংসাররোগের উপশম হয় না। অতএব তুমি তীর্থ, দান ও তপস্যাদি ত্যাগ করিয়া, অগ্রে চিত্তকে নিগৃহীত কর; পরম শ্রেয়লাভ করিবে। চিত্তই সংসারবিস্তৃতি। কুম্ভনাশে কুম্ভাকাশের ন্যায় চিত্ত বিনষ্ট হইলে, সংসারের লয় হইয়া থাকে। তুমি কল্পনাশূন্য হইয়া ভূতভবিষ্য ত্যাগ করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান কার্য্যমাত্রের অনুষ্ঠান কর। তোমার চিত্তের লয় হইবে। যেখানে কল্পনা, সেইখানেই চিত্ত এবং যাবৎ চিত্ত তাবৎ কল্পনা। আত্মা দ্বারাই পর মাত্ম দর্শন সম্পন্ন হয়। আত্মবিদ্-গণ বলিয়া থাকেন, এই আত্মাই আত্মবিবেকের একমাত্র সাধন।

অতএব তুমি মনকে বলপূর্ব্বক বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া, যত্নপূর্ব্বক সৎশাস্ত্র ও সৎসহবাসে প্রবর্ত্তিত কর এবং সকল অবস্থাতেই কল্পনাবিরহিত ও আমি আমার ইত্যাদি বাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া, আশাপাশে দূরে পরিহৃত ও ইষ্টানিষ্টদৃষ্টি বিদলিত করিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে চিন্মাত্রপরায়ণ হও

এবং সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতভাব বিসর্জ্জন ও আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া, অখণ্ডিতভাবে সংসারে অবস্থিতি কর। যাঁহারা একমাত্র তত্ত্ব ও সংবিদেরই আশ্রিত, তাঁহাদের নিকট বিষ ও অমৃতস্বরূপ পরিগ্রহ করে। সম্বিন্মাত্রপরায়ণ হইলেই, সংসারভ্রমের হেতুভূত মহামোহ সমূলে বিনষ্ট হয়। আশারূপ মহামরীচিকা যাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে না পারে, তাহারাই সংসাররূপ সাগরপারে গমন করিতে সক্ষম।

স্বভাবসন্দর্শনপূর্ব্বক অদ্বয় আনন্দময় পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, স্বাদু রসায়নও বিষবৎ বিষম ঘৃণ্য হইয়া থাকে। যিনি প্রত্যগাত্মস্বরূপ বিদিত হইয়াছেন, তিনি সকলেরই উপাস্য। তদিতর ব্যক্তিরা নামমাত্রে পুরুষ এবং সাক্ষাৎ গর্দ্দভতুল্য। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ নহে, সে গর্দ্দভ অপেক্ষাও অতীব হেয় ও কীট অপেক্ষাও অতীব জঘন্য। ফলতঃ, আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত চেতন; তদিতর অচেতন জড়স্বরূপ। সৌম্য! চিত্ত স্থূলভাবে পরিণত হইলেই, আত্মজ্ঞান দূরে পলায়ন করে। তখন মোহবেতাল মহানন্দে নৃত্য করে এবং চিত্তাকাশ হইতে সম্বিদ্রূপ সূর্য্যপ্রভা এককালেই তিরোহিত হইয়া থাকে। অতএব বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া, মনকে সর্ব্বতোভাবে কৃশ করাই শ্রেয়ঃকল্প। এই দেহ কখন আত্মা নহে এবং পুত্রকলত্রাদিও কখন আত্মীয় নহে। ইহাদের প্রতি আস্থাবান্ ও স্নেহমান্ হইলেই, চিত্ত স্থূলভাবে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন অহঙ্কার, প্রমাদ, পরমাত্মপরাঙ্মুখতা, দ্বৈতবিকার, সাংসারিক রমণীয়তায় আস্থা, হেয়োপাদেয় প্রযত্ন, ধনলোভ, স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রৈণবৃত্তি, আপাতরম্য মণি প্রভৃতিতে আসক্তি, দুরাশা, ও আগমাপায়স্বভাব ভোগাভোগ, এই সকলেও চিত্তের স্থূলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব বীর! তুমি তত্ত্ববিচারপরায়ণ হইয়া, নিঃশঙ্কে এই চিত্তরূপ বিষবৃক্ষকে ছেদন কর। চিন্তা ইহার মঞ্জরী, জরাদি ইহার ফলভার, কামভোগাদি ইহার বিকশিত পুষ্প, আশা ইহার প্রকাণ্ড কাণ্ড, বিকল্প ইহার পত্র। ইহা

অত্যাশ্চর্য্য অদ্রির ন্যায়, দেহরূপ ভয়াবহ গহ্বরে চিরকাল বদ্ধমূল হইয়াছে। বিবেক, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও পৌরুষপ্রযত্নসহায়ে এই চিত্তরূপ পিশাচ উৎসাদিত না হইলে, কোনমতেই আত্মসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সৌম্য! বাস্তবিকই তুমি পৌরুষ দ্বারা চিত্তকে বিনষ্ট করিলে, সর্ব্ববিজয়ী হইতে পারিবে। অতএব সংকল্পবিসর্জ্জনপূর্ব্বক চিত্তকে উৎসাদিত করিয়া পরম ফল প্রাপ্ত ও পাপমুক্ত হও। অস্ত্রযোগ দ্বারা ঘোর অস্ত্র যেমন নিরাকৃত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা মলিন চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া, অক্ষত শ্রী লাভ কর। চিত্ত অমল ও প্রশান্ত হইলেই, নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইয়া, সংসারপারপ্রাপ্তিরূপ পরম শুভসংযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে।

একপঞ্চাশ সর্গ (উদ্দালকের মনোরথ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি কখন ক্ষুরধারতীক্ষ্ণ চিত্তবৃত্তি আশ্রয় করিও না। সর্ব্বদা বিবেকরূপ সলিল সিঞ্চন করিয়া, হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধিরূপ মঞ্জরী বর্দ্ধিত কর। তুমি নীতিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ। মহর্ষি উদ্দালকের ন্যায়, পঞ্চভূত বিশীর্ণ করিয়া, ধীরবুদ্ধি সহায়ে একমাত্র তত্ত্ববিচারেই প্রবৃত্ত হও।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি উদ্দালক কিরূপে পঞ্চভূত-বিশারণপূর্ব্বক তত্ত্ববিচারপরায়ণ হইয়াছিলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাত্মা উদ্দালক যেরূপে পঞ্চভূতের বিচার করিয়া; অক্ষত পরমদৃষ্টি প্রাপ্ত হন, শ্রবণ কর। এই জগৎরূপ জীর্ণগৃহের পর্ব্বতপূর্ণ কোন কোণে কুসুমিতকর্পূরতরুসঙ্কুল বিবিধ-বল্লীবিলসিত মহার্হরত্নমণ্ডিত গন্ধমাদনসানুতে সুশীতল ছায়াসম্পন্ন ফলকুসুমসমাকীর্ণ এক বৃহৎ বৃক্ষ আছে। মৌনব্রতাবলম্বী মহামতি উদ্দালক যৌবনে পদার্পণ করিয়াই, তথায় বাস করেন। তিনি প্রথমে প্রবোধ ও পরমপদ প্রাপ্ত হন নাই। পরে বিচার-

পরায়ণ ও শুভাশয় হইয়া, ইন্দ্রিয়জয়, তপস্যা ও শাস্ত্রার্থ পরিকলন-পূর্ব্বক বিবেক লাভ করিয়াছিলেন।

বিবেক সমাগত হইলে, তিনি কোন সময়ে সংসারভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া, নির্জ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহা আশ্রয় করিলে, পুনরায় শোক ও বারংবার জন্মমরণযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, এমন উপাদেয় বস্তু কি আছে? হায়, আমি কত দিনে তাদৃশ মননরহিত পরমপাবন পদে বিশ্রাম করিব। হায়, কতদিনে আমার অন্তর ভোগসম্বিদশূন্য হইবে! হায়, কতদিনে আমার চিত্ত নির্লিপ্ত হইয়া বিনয়ভোগ করিবে! হায়, কতদিনে আমি বুদ্ধিরূপ তরণীসহায়ে মনোরথরূপ কল্লোলসঙ্কুল তৃষ্ণানদী পার হইব! হায়, কতদিনে সর্ব্বকামনার পরিহার হইয়া, আমার শান্তি সংঘটিত করিবে। হায়, কতদিনে এই আশাশতময়ী অনন্ত দৃশ্যশ্রী সুষুপ্তবৎ আকার অন্তরে লীন ও তন্নিবন্ধন আমার আত্মা নির্ম্মুক্ত হইবে! হায়, কতদিনে চিৎরূপ আলোকের উদয়ে সমস্ত কালকলা স্ফুটরূপে আমার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইবে! হায়, আমি কতদিনে হেয়োপাদেয়বিবর্জ্জিত স্বপ্রকাশপদে অবস্থানপূর্ব্বক নির্ম্মল সন্তোষ অনুভব করিব। হায়, কতদিনে হৃৎপদ্মের সঙ্কোচকারিণী, মূর্খতারূপ নীহারশালিনী পরমালোক-বিনাশিনী, সুদীর্ঘস্থায়িনী, তমস্বিনী দোষযামিনী আমার অন্তর পরিহার করিবে! হায়, কতদিনে আমি নির্ব্বিকল্প সমাধি বশে এই শিলার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নিশ্চল হইয়া, পরমশান্তি প্রাপ্ত হইব! হায়, কতদিনে শান্ত বোধ, সিংহের ন্যায়, আমার অহংকারকে মাতঙ্গের ন্যায় সংহার করিবে! হায়, কতদিনে আমি ব্রহ্মধ্যানৈকপরায়ণ হইয়া, মূকের ন্যায় শবস্থিতি করিলে, বনচর বিহঙ্গেরা নিঃশঙ্কে আমার মস্তকে কুলায় নির্ম্মাণ করিবে! হায়, কতদিনে আমি তৃষ্ণারূপ তরঙ্গসঙ্কুল জন্মজরাদিরূপ আবর্ত্তসমাকুল সংসাররূপ নদী সমুত্তীর্ণ হইয়া, শান্তিকেতনে গমন করিব!

এইরূপ চিন্তাবশে তিনি ধ্যানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভোগবাসনাপ্রযুক্ত চিত্ত চঞ্চল হওয়াতে, প্রীতিদায়িনী সমাধি-প্রতিষ্ঠা তাঁহারে আশ্রয় করিল না। তৎকালে তাঁহার মন দোলায়মান হইয়া, একবার উদ্বেগসহকারে বাহ্যবিষয় হইতে সত্ত্বস্থিতিতে গমন ও পুনরায় সত্ত্বসংস্থিতি হইতে বাহ্যে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। আবার কখন আন্তরতেজে প্রতিহত হইয়া, বিষয়োন্মুখ ও কখন বা বিষয়ের তাড়নায় উদ্বেজিত হইয়া, পরমাত্মজ্যোতির অন্তরালে শাশ্বতভাবে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি তরঙ্গপতিত বস্তুর ন্যায় সেই ধরাধর কন্দরে নিতান্ত পর্য্যাকুল হইয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন কোনমতেই সমাধিপ্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইল না। একদা তিনি পর্য্যাকুলহৃদয়ে উল্লিখিত সানুতে বিচরণ করিতে করিতে একটি পরম মনোহর অত্যুচ্চ কন্দর প্রাপ্ত হইলেন। ঐ কন্দর পদ্মকোটরবৎ সুকোমল উপশমপদবীবৎ আহ্লাদজনক ও মোক্ষবৎ দুর্লভ এবং সর্ব্বপ্রাণীর সঞ্চারবিরহিত দেবগন্ধর্ব্ব-গণেরও অদৃষ্ট, বিবিধ মণিবত্ন-প্রদীপে উদ্ভাসিত, সুস্নিগ্ধ ছায়া-সেবিত, বনদেবীগণের সুরক্ষিত অন্তঃপুরস্বরূপ, বায়ুর আন্দোলন-বিবর্জ্জিত এবং সুকোমল শাদ্বল ও বিবিধ কুসুমসংসর্গে ব্রহ্মারও বিশ্রামোপযুক্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ। (উদ্দালকের বিচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর মহাভাগ উদ্দালক পদ্মকোটরে অলির ন্যায় ঐ কন্দরে প্রবেশ করিয়া, ভগবানের নাভিপদ্মস্থ ব্রহ্মার ন্যায়, বিরাজমান হইলেন এবং সমাধিসাধনে সমুদ্যত হইয়া, পত্রবিস্তারপুরঃসর তাহার উপরিভাগে সুন্দর মৃগচর্ম্ম প্রসারিত করিয়া, আসন রচনা করিলেন। অনন্তর তিনি তাহাতে আসীন হইয়া, ভগবান্ কপিলের ন্যায়, দৃঢ়তর পদ্মাসন

বন্ধন ও মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, নির্ব্বিকল্প সমাধি-সাধনমানসে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন, রে মূঢ়মতি! তোমার এই দুঃখপরম্পরাপ্রসবিনী অসার সংসারে প্রয়োজন কি? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখন ক্লেশজনক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, অবসাদগ্রস্ত হন না। শমরূপ রসায়ন ত্যাগ করিয়া, ভোগসুখে আসক্ত হওয়া আর কল্পকানন ত্যাগপূর্ব্বক বিষবনে প্রবেশ করা উভয়ই সমান। পাতালে বা ব্রহ্মলোকে যেখানেই যাও, ভোগ-শান্তিরূপ অমৃতলাভ না হইলে, নির্ব্বাণরূপ বিশ্রান্তিলাভে সমর্থ হইবে না। এই ভাবাভাবময়ী বিচিত্র কল্পনা কেবল দুঃখই প্রসব করে; ইহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। অতএব রে মূঢ়! তুমি ইন্দ্রিয়াতীত বিদেহকৈবল্য লাভে যত্ন কর। হায়, যেখানে জীব-মুক্তিরূপ পরম শান্তি বিরাজমান, তুমি কিনিমিত্ত সেই শমভূমিতে বিচরণ করিতেছ না? রে মূঢ়! তুমি এই অজ্ঞানবিজৃম্ভিত ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র হইয়া, ব্যাধগীতিবিমোহিত মৃগের ন্যায় অনর্থক বিনষ্ট বা করিণীর প্রতি আসক্ত করির ন্যায় বৃথা বদ্ধ অথবা আমিষ লোলুপ মৎস্যের ন্যায় অনর্থক বিপন্ন হইও না। রে ভোগমূঢ় কোশকার কীট যেমন আপনার বন্ধনজন্য কোশ নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ তুমি আপনারই বন্ধনজন্য বাসনাজাল বিস্তার করিয়া থাক। অতএব তুমি কল্পনাকলা ত্যাগ করিয়া, শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া, জয়লাভে প্রবৃত্ত হও। অথবা আমি তোমার অনর্থক অনুশাসন করিতেছি। বিচারপরায়ণ হইলে, লোকের চিত্ত স্বয়ংই শান্তভাব অবলম্বন করে। হৃদয় অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইলেই, তাহাতে চিত্তবেতাল নৃত্য করে। অতএব আমি তোমারে অনু-শাসন না করিয়া, অজ্ঞান নিরাকরণে প্রবৃত্ত হই।

চিত্ত! আমি নিরহঙ্কার, তুমি অহঙ্কারের মূল। সুতরাং তোমার সহিত আমার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। রে মূঢ়! তুমি কেবল আত্মবিনাশ জন্যই আমি, আমার ইত্যাকার নানা-প্রকার কল্পনার বিস্তার করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার

অনুবর্ত্তী হইব না। পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান ও বিচার করিলেও, কোন স্থলেই অহং এই বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একমাত্র সম্বেদনই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সুতরাং আমিও সম্বেদন এবং তুমিও সম্বেদন ও সাক্ষীস্বরূপ। ইহা জানিয়া, তুমি সকলদুঃখনিবারণ বিবেক আশ্রয় করিয়া, বিনষ্ট হও।

চিত্ত! এই মাংসাস্থিময় দেহের অথবা প্রাণীগণের কোন্ স্থানে অহং আছে এবং সেই অহংই বা কি, বল দেখি? ইহা রক্ত, ইহা মাংস, ইহা প্রাণ, ইহা বোধ। ইহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু অহং? ফলতঃ তুমিও নাই, আমিও নাই, বাসনাও নাই এবং অহং নামেও কোন পদার্থ নাই। একমাত্র চিৎই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ হইতেছেন। হায়, আমি এতদিন অহম্ভাবরূপ ধূর্ত্তকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলাম। হায়, এত দিনে স্পষ্টই জানিলাম, অজ্ঞান তস্করের ন্যায় স্বার্থ হরণ করিয়া থাকে! অতএব আর আমি অজ্ঞানের সঙ্গী হইব না। আমি দুঃখের অতীত। দুঃখোচিত অহম্ভাব কিরূপে আমাতে স্থানপ্রাপ্ত হইবে? আমি চৈতন্যস্বরূপ। সুতরাং, এই জড়দেহ থাকুক বা যাউক, আমার তাহাতে কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি, আমার, ইত্যাদি সকলই মিথ্যা। ব্যর্থভাবিনী মিথ্যাস্বরূপিণী বাসনাই কেবল উল্লিখিত ভাবাভাব প্রকাশ করে। এই বাসনা একান্ত অসত্য ও নামমাত্র। বাসনা বিনষ্ট হইলে, কোনরূপ সুখ দুঃখ দৃষ্টি অনুভব বা কোনরূপ কার্য্যাদিরও অনুষ্ঠান করিতে হয় না। অয়ি মূঢ় ইন্দ্রিয়সকল! তোমরা অন্তরব্হিহারিণী বাসনাকে পরিহার করিয়া, কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; কখনই দুঃখাদি অনুভব করিবে না। তোমরা কেবল ইচ্ছা করিয়া বাসনাজড়িত হইয়া, দুঃখভোগ কর। তোমরা বালস্বভাব। এইজন্য স্বকৃত তন্তুবদ্ধ কোষকীটের ন্যায় স্বকল্পিত বাসনার অনুসরণক্রমে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বৃথা বিনষ্ট হইয়া থাক। ভূধরশেখরবিহারী পথিক যেমন

সমভূমি জ্ঞানে গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়, তোমরা তেমন বাসনাকে সুখের হেতু ভাবিয়া খিন্ন হইয়া থাক। তোমাদের এই বাসনা-বন্ধন কল্পনাকৃত। কল্পনার পরিহার হইলে; অনায়াসেই ছিন্ন হইতে পারে।

চিত্ত! তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ ক্ষেত্র। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত আপনার মিথ্যাস্বরূপতা দর্শন কর। তাহা হইলে, পরমবোধ প্রাপ্ত ও নির্ব্বাণলাভের সমর্থ হইবে। সকল বিষয়ে তোমার সবিশেষ দক্ষতা আছে। সেই দক্ষতাসহকারে তুমি বাসনারূপ বিসূচিকাকে পরিহার মন্ত্রসহায়ে নিরাকৃত করিয়া, সংসারের বহির্ভুত ও পূর্ণানন্দস্বরূপ আত্মারূপে বিরাজমান হও।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (উদ্দালকের বিলাস)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, উদ্দালক পুনরায় বলিতে লাগিলেন, চিৎ পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অপারবিস্তৃত ও তন্নিবন্ধন বাসনাদির অনাসাদিত। আমি সেই চিন্মাত্র স্বরূপ। আমার বাসনাদি কিছুই নাই। চিৎ সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী ও জন্মমরণের অতীত। অতএব কেই বা মরে আর কেই বা জন্মগ্রহণ করে? একমাত্র কুবিকল্প হইতেই জন্মমৃত্যু ভাবনা সমুত্থিত হয়। বিমলস্বরূপ আত্মাতে জন্মমৃত্যুর অবসর কোথায়? অহম্ভাবভাবিত মনই ভাবাভাব পরিগ্রহ করে। সুতরাং অহম্ভাবের অভাব হইলেই, ভাবাভাবেরও বিনাশ হইয়া থাকে। কোন্ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ঈদৃশ মিথ্যা ভ্রমমাত্র অহম্ভাবকে অন্তরে স্থান দিতে পারেন? একমাত্র বিচারবলে এই অহম্ভাব, মন, দেহ, জগদ্ভাবসমূহ ও চিত্তাদি বিনষ্ট হইয়া যায়।

যিনি অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণের অতীত, সেই পরমাত্মাই সমস্ত দিক্ কুক্ষিপূর্ণ করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিতেছেন;

সুতরাং ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কারের স্থান কোথায়? গুণে গুণ, সত্যে সত্য ও মিথ্যায় মিথ্যাই প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং সৎস্বরূপ আত্মাতে অসৎস্বরূপ অহঙ্কারাদির সমাবেশ কোথায়? এই জগৎ সর্ব্বথা অসৎ স্বপ্নসম্ভ্রমের ন্যায়, মন হইতে সমুত্থিত হয়। এই মন বাসনা ত্যাগ করিলে, প্রশান্ত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। মন বিনষ্ট হইলে, জগদাদিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরমশত্রু মনকে সমূলে বিনষ্ট করাই প্রশস্তকল্প। মনই দেহের শত্রু। কেননা, এই মন বিবিধ সংকল্প বিস্তারপূর্ব্বক দেহের পুষ্টি ও তৎসহকারে ইহাকে অনন্ত দুঃখে নিপাতিত করে। সুতরাং, মন অপেক্ষা দেহের পরমশত্রু আর কে আছে? কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র নহে। যাহা সুখের হেতু, তাহাই মিত্র এবং যাহা দুঃখের কারণ, তাহাই শত্রু। মন ক্ষীণ হইলে, বাসনা সকল ক্ষয় ও বাসনা ক্ষয় হইলে, পরম শান্তির উদয় হইয়া থাকে। অতএব মনকে ক্ষয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমি চৈতন্যস্বরূপ, কখন জড়স্বরূপ দেহ নহি। জীব যদি দেহ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যমানেও, মৃতদেহ কি নিমিত্ত বিচরণ করিতে পারে না? রাজার সান্নিধ্যে পামরগণের ন্যায়, আত্মার সান্নিধ্যে মন ও ইন্দ্রিয়াদি কখন থাকিতে পারে না। আমি অদ্য সেই আত্মপদ লাভ করিয়াছি। আমার নিকটে আর অহংকারাদি আসিতে পারিবে না। অধুনা আমি অদ্বিতীয় নির্ব্বাণ পদ ও সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিয়াছি এবং ক্রিয়াহীন ও ভাবনাবিহীন হইয়াছি। আত্মপদ লাভ করাতে, নির্ম্মলতা, কৃত্যতা, সত্যতা, মহত্তা, অমত্তা, সত্তা, উদারতা, পূর্ণতা জ্ঞানবত্তা, উপশমতা, সুন্দরতা, নির্ব্বিকল্পতা, কান্ততা, একজ্ঞতা, নির্ভয়তা, সর্ব্বৈকতা, স্বচ্ছতা, ও অদ্বৈততা এই ঊনবিংশতি নিত্যোদিতা কান্তা আমার অধিগতা হইয়াছে। অতএব আমি নির্ম্মোহ, নির্ম্মল ও নির্ব্বিকল্প হইয়া, পরমশান্তস্বরূপ আত্মাতে বিশ্রাম করি।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ। (উদ্দালকের বিশ্রান্তি)

বশিষ্ঠ কহিলেন, উদ্দালক এইরূপে দৃঢ়তর পদ্মাসনবন্ধনপুরঃসর ব্রহ্মনির্ণয় করিয়া, ওঁকারকেই সেই ব্রহ্ম বলিলেন এবং ওঁকার উচ্চারণ করিলেই, পরমপদ প্রাপ্তি হয় নির্ম্মলবুদ্ধি সহায়ে এইপ্রকার স্থির করিয়া অর্দ্ধ নিমীলিতলোচনে সম্যক্‌রূপে আহত ঘণ্টানিনাদসদৃশ ঘনগম্ভীর তারস্বরে ওঁকার উচ্চারণ করিলেন। তখন সেই ওঁ শব্দ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত ও মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া, ঊর্দ্ধে বিরাজিত চৈতন্যোন্মুখ সর্ব্বব্যাপী কূটস্থ ব্রহ্মাত্মাতে লীন হইল। এই ওঁ কার সার্দ্ধত্রিংশমাত্রাত্মক এবং অ উ ম, অক্ষর ত্রয়রূপ অবয়ববিশিষ্ট। প্রাণবায়ু ওঁকারের প্রথমাংশ অকারের উচ্চারণশব্দের তত্ত্বাবধারণ করিয়া, বিক্ষুব্ধ ও বহির্গমনোন্মুখ হইলে, উদ্দালকের মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমুদায় দেহ উল্লিখিত উচ্চারিত শব্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন যাহা দ্বারা প্রাণ বিনিষ্ক্রান্ত হয়, সেই রেচক (যোগ বিশেষ) তাঁহার দেহকে প্রাণশূন্য করিলে, ঐ প্রাণবায়ু নীড়হীন বিহঙ্গম যেমন আকাশে, তদ্বৎ দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাকাশে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রাণবায়ুর নিষ্ক্রামণ জন্য সংঘর্ষবশে হৃদয়স্থ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়া, দাবানল অরণ্যবৎ সমস্ত দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল। সৌম্য! উদ্দালকের হঠাৎ এই রূপ অবস্থা ঘটে নাই। কেননা, হঠাৎ এইরূপ রেচক যোগ করিলে, মরণ ও মূর্চ্ছাদি ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং হঠযোগ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। প্রণবের দ্বিতীয়াংশে উদ্দালকের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, অবধান কর।

প্রণবের দ্বিতীয়াংশ উকারের উচ্চারণ মাত্র। কুম্ভকনামে নিষ্পন্দ প্রাণ ক্রমে অধ ঊর্দ্ধ বা অন্তর বাহ্য কোনদিকেই স্তম্ভিত ও অসংক্ষোভিত না হইয়া সমভাবে স্থিতি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে হৃদয়ানল তৎক্ষণে সমস্ত দেহ দগ্ধ করিয়া, শান্তভাব

অবলম্বন করিলে, সেই ভস্মীভূত দেহ অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন ভস্মমধ্যে নিষ্পন্দপতিত অস্থিরাশিও প্রচণ্ড পবনবশে তৎক্ষণে ভস্মরাশির সহিত আকাশে শরন্মেঘের ন্যায়, লীন হইল। বৎস! প্রণবের দ্বিতীয়াংশেও হঠাৎ এইপ্রকার ঘটে নাই। কেননা, হঠযোগে দুঃখসংঘটনই সম্ভব। অধুনা তৃতীয়াংশে যে প্রকার ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর।

প্রণবের তৃতীয়াংশ মকার উচ্চারিত হইবামাত্র, পূরক নামক প্রাণক্রম প্রাদুর্ভূত ও তৎসহায়ে উদ্দালকের প্রাণবায়ু চিদমৃতের অভ্যন্তরে সমাগত হইয়া, বাহ্যাকাশে গমন করিল। অনন্তর ঐ প্রাণবায়ু হিমসম্পর্কে শীতল ও অমৃতময় পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলরূপে পরিণত হইয়া, অমৃতধারারূপে উল্লিখিত গগনগত ভস্ম মধ্যে পতিত হইল। তখন উদ্দালকের ভস্মীভূত দেহ চতুর্ভুজশোভিত বিষ্ণুদেহবৎ রমণীয়স্বরূপ পরিগ্রহ করিলে, প্রাণগণ অবসর পাইয়া, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ও পরস্পর আহত হইয়া, কুণ্ডলিনী পূর্ণ ও সেই দেহকেও প্রকৃতিস্থ করিল।

দেহ প্রকৃতিস্থ হইলে, উদ্দালক দৃঢ়তর পদ্মাসনযোগে স্থিরভাবে তাহাতে আসীন হইয়া, তৎক্ষণে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধন জন্য বক্ষ্যমাণ বিমল কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে প্রাণায়াম অভ্যস্ত ও তৎসহায়ে প্রাণবায়ুদিগকে উত্তমরূপে প্রশান্ত করিয়া, মনকে নির্ম্মল ও প্রণবজন্য ধ্যানপরায়ণ হইয়া, ধাবমান চিত্তকে বলপূর্ব্বক সত্বরে হৃদয়ে আহরণ ও রুদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার লোচনযুগল স্থিরতারক ও সন্ধ্যাকালীন সরোজবৎ অর্দ্ধ-মুদিত হইল। অনন্তর তিনি নিশ্বাস ও কণ্ঠানিল রুদ্ধ করিয়া, যত্নাতিশয় সহকারে প্রাণ ও অপানবায়ু জয়পূর্ব্বক তিল হইতে তৈলের ন্যায়, ইন্দ্রিয়দিগকে স্বস্ববিষয় হইতে পৃথক্ এবং ধৈর্য্যসহকারে প্রথমে বাহ্যদর্শন ও স্পর্শাদি ত্যাগ ও পরে অন্তরস্থ দর্শনাদিও পরিহার করিয়া, গুহ্যসংকোচপূর্ব্বক বায়ু রুদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার মন যুক্তিবলে বশীকৃত ও হৃদয়াকাশে

পরম প্রশান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিকল্পসকল বিদলিত করিয়া, নির্ব্বাত অর্ণববৎ সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

এইরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত ও আত্মভাস অধিগত হইলে, তিনি মন দ্বারা সমাগত সংকল্প সমুদায়কে বারংবার ছেদন করিয়া, ক্রমে সমস্ত সংকল্পই বিশীর্ণ করিলেন। তখন হৃদয়াকাশে বিবেকসূর্য্যের আবরক চঞ্চল অন্ধকার দৃষ্ট হইলে, তিনি সত্ত্ব-সমুদ্ভাসিত মন দ্বারা সেই অন্ধকার দূর করিয়া, তেজ দর্শন ও সেই অসৃক্‌সন্নিভ তেজও নিরাকৃত করিলেন। তখন তাঁহার মন মদিরামত্তের ন্যায় ঘূর্ণিত ও নিদ্রাপ্রাপ্ত হইলে, তিনি যত্নসহকারে সেই নিদ্রা নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর তাঁহার মন বিতত ব্যোম প্রাপ্ত ও যত্নাতিশয় সহকারে সেই ব্যোম লঙ্ঘন করিয়া, বিতত মোহে নিপতিত হইল। অনন্তর মোহ পরিহৃত হইলে, অনির্ব্বচনীয় অবস্থাবিশেষের সমাগমে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, বহু অনুসন্ধানে বিশ্বরূপিণী সম্বিদ লাভ করিল। তদবস্থায় চিৎসামান্যতা প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত মনন বিষয় ত্যাগ ও বিশ্বস্তর বোধ লাভ করিয়া, চিদাকাশরূপে পরিণত হইল। তদনন্তর তদীয় চিত্ত দৃশ্যদর্শনবর্জ্জিত ও অতীতদেহ হইয়া, যাহাকে আনন্দময় সাগর ও সত্তাসামান্য বলে, তাদৃশ ভূমিবিশেষ প্রাপ্ত হইল।

মহর্ষি উদ্দালক এই সত্তাসামান্যে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, ভূরি ভূরি সিদ্ধ ও অমরগণ আকাশ হইতে আগমন করিতেছেন। অনন্তর তাঁহারা সম্মুখে সমাগত হইলেও, মহর্ষি উদ্দালক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ না করিয়া, উল্লিখিত আনন্দমন্দিরে উত্তরদিকে ছয়মাস অবস্থিতি করিলেন। নির্ব্বিঘ্নে ছয়মাস অতীত হইলে, তিনি হরি হর ও ব্রহ্মাদির অধিষ্ঠিত আনন্দ স্বরূপ আনন্দময় জীবন্মুক্ত পদ লাভ করিয়া, না আনন্দ, না নিরানন্দ দশা ভোগ করিতে লাগিলেন। অনঘ! এই জীবন্মুক্তপদ পরম মঙ্গলময়। ইহা প্রাপ্ত হইলে, আমাদের চিত্ত এই বিষয়ভোগদৃষ্টিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে।

অনন্তর ষণ্মাসপর্য্যবসানে সিদ্ধগণ গমন করিলে, উদ্দালক দেখিলেন, অস্মদাদি মুনিগণ বিদ্যাধরপতিদিগের সহিত আগমন করিতেছেন। চন্দ্রবৎ সুকুমারকান্তিবিশিষ্ট পরম তেজস্বী, দর্ভপবিত্রহস্ত, সিদ্ধগণ উড্ডীন পতাকাশালিনী বিমানশ্রেণীতে অধিরূঢ় ও সুন্দরী রমণীগণ কর্ত্তৃক সুচারু চামরে বীজ্যমান হইয়া ঐ মুনিসমাজ অলঙ্কৃত করিতেছেন। অনন্তর ঋষিগণ সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হইয়া, প্রণামনিরত আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত ও এই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে সমাগত হউন। স্বর্গই সমস্ত অভীষ্ট ভোগের একমাত্র সীমা; স্বর্গই লোকের একমাত্র বাঞ্ছিত বিষয়। স্বর্গের জন্যই অনন্ত তপঃক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং স্বর্গই ধর্ম্মকামার্থের সাক্ষাৎ ফল। এই দেখুন, এই সকল হারচামরধারিণী বিদ্যাধর রমণীরা আপনার উপাসনার্থ সমুদ্যত রহিয়াছে।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলেন, উদ্দালক অতিথিজ্ঞানে তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ বিগতসম্ভ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্যে অনাদর করিয়া কহিলেন, সিদ্ধগণ! স্বর্গে আমার প্রয়োজন নাই। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর। এই বলিয়া তিনি আনন্দমন্দিরে নিস্পন্দ অবস্থিতি করিলে, সিদ্ধগণ কিয়ৎকাল তাঁহার উপাসনান্তে তাঁহাকে ভোগবিরত দেখিয়া, অগত্যা স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। এদিকে উদ্দালক কখন অরণ্যে ও কখন পবিত্র তাপসাশ্রমে, যথাসুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া, কখন মাসান্তে, কখন বর্ষান্তে ও কখন বা বহুবর্ষান্তে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তদবধি তিনি ব্যবহারপরায়ন হইলেও, সমাধির অভ্যাসবশে সম্পদপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মন শান্ত, পুনর্জ্জন্ম বিনিবৃত্ত, সন্দেহ নিরস্ত ও চিত্ত বিমলভাবে সমলঙ্কৃত হইল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (উদ্দালকের নির্ব্বাণ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি অজ্ঞানদাহের সাক্ষাৎ শীতল ক্রিয়া, সংশয়রূপ তৃণের বহ্নি ও আত্মজ্ঞান-দিবসের সূর্য্য। সত্তাসামান্য কাহাকে বলে, নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অত্যন্ত ভাবনার অভাববশে চিত্তক্ষয় হইলে, চিত্তের যে সামান্য স্বরূপসংঘটন হয়, তাহার নাম সত্তাসামান্য। অথবা, চিত্ত যে অবস্থায় বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ দর্শন স্পর্শনাদি ত্যাগ করে, তাহাকে সত্তাসামান্য কহে। অথবা, চিত্ত সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়া, যে চিৎস্বারূপ্য গ্রহণ করে, তাহার নাম সত্তাসামান্য। আমাদের ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষগণ এই সত্তাসামান্যে অবস্থিতি করেন। এই ভয়বিনাশিনী পদবী প্রাপ্ত হইলে, যাবৎ ইচ্ছা, তাবৎ, জগতে বাস করিতে পারা যায়।

উদ্দালক এই অবস্থায় কিছু দিন অবস্থিতি করিলে, কাল-সহকারে তাঁহার মনে হইল, আমি কলেবরপরিহারপুরঃসর বিদেহ মুক্তিতে অবস্থান করিব। এইপ্রকার স্থির করিয়া, তিনি সেই ধরাধরশেখরে পল্লবের আসন বিরচনে ও তাহাতে পদ্মাসনবন্ধন-পূর্ব্বক নিমীলিতলোচনে আসীন ও নবদ্বাররোধসহকারে বিষস্পর্শ বিহীন হইয়া, আত্মস্বরূপ চিন্মাত্রচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাণ-বায়ু রুদ্ধ ও তালুমূলে জিহ্বামূল সংযোজিত করিয়া, সমভাবে উল্লসিত মুখে অধিষ্ঠিত হইয়া, দন্ত দ্বারা দন্ত স্পর্শ করত মন ও বুদ্ধিকে না বাহিরে, না অন্তরে, না শূন্যে, না উর্দ্ধে, না অধো-ভাগে সংস্থাপিত করিলেন। এইরূপে প্রাণবায়ুর অবরোধপ্রযুক্ত তদীয় দেহ শব ও স্বচ্ছভাবাপন্ন হইলেও, সম্বিদ্রূপ রসসংসর্গে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তখন চিৎসামান্যতার অভ্যাসবশে তাঁহার অন্তরে পরমানন্দ সঞ্চরিত হইল এবং সেই আনন্দের আস্বাদনক্রমে উপশমের আবির্ভাব হওয়াতে, তিনি পরম বিশ্রান্তি প্রাপ্ত করিলেন। তৎকালে আনন্দবশে তাঁহার মুখকান্তি এরূপ

বিকসিত হইয়া উঠিল যে, কুত্রাপি তাহার তুলনা হয় না এবং চিরকালের জন্য ভবভ্রম পরিহৃত হওয়াতে, তিনি অমলপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পুত্তলিবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস পর্য্যবসানে তদীয় আত্মাতে জন্মদশাদিরও লয় সংঘটিত হইল। তখন সকল বিকল্পের পরিহারপ্রযুক্ত তাঁহার মূর্ত্তি উপাধি-নির্মুক্ত ও বাহ্যসুখ বিগলিত হইয়া গেল। তিনি তদবস্থায় আদি-সুখ লাভ করত আদিস্বরূপপদে অধিরূঢ় হইলেন। ঐ পদ আনন্দস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সুখস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, বাক্য মন প্রভৃতির অগোচর, জ্ঞানিগণের সেব্য, পরমপূর্ণ, অসীমব্যোমব্যাপী এবং ত্রিভুবনতারণ। তদবস্থায় তিনি সেই পর্ব্বতশেখরে ছয়মাস প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে উপবেশনপূর্ব্বক যাপন করিলে, তাঁহার দেহ শুষ্কভাবাপন্ন হইল। ঐ সময়ে ভক্তগণের অভিমত-ফলসিদ্ধি-বিধায়িনী মাতৃকারা পার্ব্বতীর সহিত তথায় অবতীর্ণ হইলে, তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিনী ব্রহ্মাদিরও পূজনীয়া, দেবদেবী চামুণ্ডা উদ্দালকের সেই শুষ্ক কঙ্কাল গ্রহণ ও আপনার কিরীটকোটিতে স্থাপন করিয়া, শিরোভূষণেরও ভূষণ করিলেন।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ। (ধ্যানাচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অয়ি পদ্মপলাশলোচন! তুমি আত্মা দ্বারা আত্মবিচার করিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস ও সমাধি সহায়ে উদ্দালকের ন্যায়, পরমপদে বিশ্রান্ত হও। যাবৎ সর্ব্বদৃশ্যপরি-মার্জ্জনপূর্ব্বক পরমপদে বিশ্রাম না ঘটে, তাবৎ শাস্ত্রার্থ বিচার, গুরূপদেশ গ্রহণ ও স্বচিত্ত শোধনপূর্ব্বক বিচারপরায়ণ হইবে। বিচার দ্বারা মন নির্ম্মল, প্রবোধসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণভাবাপন্ন হইলে, নিত্যপদ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! যে ব্যক্তি সমাধিসাধন পূর্ব্বক প্রবোধ লাভ করিয়াও, ব্যবহারনিরত, আর, যে ব্যক্তি

একমাত্র সমাধিতেই ব্যাপৃত, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে;

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস। যে অবস্থায় সমুদায় মায়াগুণকে অসৎস্বরূপে দর্শন করিয়া, অন্তর পরম শীতল হয়, তাহার নাম সমাধি। উক্ত দুই ব্যক্তিই মায়াগুণের ঐ প্রকার অনাত্মতা দর্শন করিয়া, অন্তরে শীতলতা অনুভব করেন্। সুতরাং, তাঁহারা উভয়ই পরস্পর সমান। তুমি বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট। ঐরূপ অন্তঃশীতলতাই অনন্ত তপঃফল, জানিবে। সমাধিসময়ে মন যদি চঞ্চল থাকে, তাহা হইলে, তাদৃশ সমাধি উন্মত্তের নৃত্যতুল্য। এইরূপ, মত্তব্যক্তির মন যদি বাসনাবিরহিত হয়, তাহা হইলে, তাহার সেই মত্ত নৃত্যও ব্রহ্মসমাধির সমান। প্রবুদ্ধ বনবাসী ও প্রবুদ্ধ গৃহী, উভয়েই তুল্যকক্ষ। কারণ, উভয়েরই সংশয় ছিন্ন ও পরমপদ প্রাপ্তি হইয়াছে। দূরগামী মন যেমন নিকটের বাক্য শুনিতে পায় না, তদ্রূপ বাসনার ক্ষয় হইলে, কর্ম্ম করিয়াও, কর্ম্ম করা হয় না। আবার, স্বপ্নে যেমন লোকে গতিশক্তিশূন্য হইলেও, গর্ত্তাদিতে পতিত হয়, তদ্রূপ বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম্ম না করিলেও, কর্ম্ম করিয়া থাকে। মনের কর্তৃত্বশূন্যতাই উৎকৃষ্ট সমাধি, পরম নিবৃত্তি ও সাক্ষাৎ অদ্বৈতভাব। চল ও অচলস্বরূপ প্রযুক্ত মনই সকল পদার্থের কারণ। এইজন্য, ধ্যান ও অধ্যানাদি দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া, মনকে অঙ্কুরশূন্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন বাসনাহীন হইলেই, পরম ধ্যান ও পরম পদ প্রাপ্তি হয়। অতএব বাসনা বিনাশ করা কর্ত্তব্য।

আত্মা যাহা দ্বারা সংসারে বিরাগ অবলম্বনপূর্ব্বক শোকহীন বাসনাহীন ও ব্যাধিহীন হইয়া থাকে, তাহার নাম সমাধি। অতএব তুমি সাংসারিক আস্থা ত্যাগ করিয়া, গৃহ বা পর্ব্বত, যেখানে ইচ্ছা অবস্থিতি কর। যাহাদের মন পরম সমাহিত ও অহঙ্কার বিগলিত হইয়াছে, তাদৃশ গৃহস্থদিগের গৃহই নির্জ্জন অরণ্য। কিন্তু যাহাদের মন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে অরণ্যও বহুজনাকীর্ণ মহানগরস্বরূপ। অনন্তদৃষ্টির আশ্রয়প্রযুক্ত

সকল পদার্থকেই শূন্যস্বরূপ অবলোকন করিয়া, অন্তরে পরম শীতলতা অনুভব করেন, তাঁহার নিকট এই সংসার কিছুই নহে। কিন্তু যাহাদের মন তৃষ্ণানলে দগ্ধ, তাহাদের নিকট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই দাবানলসন্তপ্ত প্রতীয়মান হয়।

অতএব তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য বন ও পর্ব্বতাদি সমস্ত দৃশ্য বস্তুকেই চিত্তের বাহ্যভাগ জানিবে। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, আত্মারাম ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়াদিসহায়ে বাহ্যব্যাপার সমস্ত সম্পাদন করিলেও, সমাধিস্থ ও সর্ব্বথা হর্ষশোকাদির অবিষয়ীভূত। যিনি হর্ষশোকাদির অনুধ্যান না করিয়া, প্রশান্তবুদ্ধিসহকারে অন্তরমধ্যে সর্ব্বগত আত্মাকে অবলোকন করেন, তিনি বাহ্যব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেও সমাহিত যিনি সমস্ত জগৎকে আত্মবৎ ও পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ দর্শন এবং হর্ষ ও বিষাদ সকল অবস্থাতেই কাষ্ঠবৎ অবস্থিতি করেন, তিনিই স্বরূপদর্শী; তিনিই মহাত্মা। তাঁহার পক্ষে পুণ্য পাপ ও অদ্য বা কল্পান্তে মৃত্যু একই কথা। তিনি কখন পঙ্কপতিত স্বর্ণের ন্যায়, মলিন হন না এবং তিনি যেমন ফল কামনায় কোন কর্ম্ম করেন না, কোন কর্ম্মও তেমন তাঁহার ফলপ্রদান করে না। কেননা, প্রস্তরগর্ভে যেমন মঞ্জরী উদ্ভূত হয় না, তাঁহাতেও তেমন বাসনার সঞ্চার হয় না। তিনি আত্মজ্ঞ, দ্বৈতজ্ঞানবর্জ্জিত, পাবনৈকস্বরূপ ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়া, আত্মারূপ আত্মাতেই অধিষ্ঠান করেন।

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ (ভেদনিরসন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি রঘুকুলরূপ অনন্তবিস্তৃত আকাশের একমাত্র পূর্ণচন্দ্র। তোমার সহিত কথা কহিলেও, অন্তরাত্মা শীতল ও সুখিত হয়। এইজন্য পুনরায় উপদেশ করিতেছি, অবধান কর।

পরমাত্মার স্বাভাবিক অবভাসনই চিত্ত, জগৎ ও অহন্তা।

মণি যেমন মণিতেই প্রতিফলিত হয় সেইরূপ এই অহন্তাদি সেই পরমাত্মাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। চিত্ত ও অহন্তাদি সমস্তই তাঁহার মায়িক আভাসমাত্র। সেই পরমাত্মই প্রকাশিত হইয়া থাকে। চিত্ত ও অহন্তাদি সমস্তই তাঁহার মায়িক আভাসমাত্র। সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিবর্জ্জিত। তিনিই একাকী অনন্ত আকারে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি কেবল তোমার বোধ বৃদ্ধির জন্যই, আমি, তুমি, ইত্যাদি বচোভঙ্গি দ্বারা অহংমমাদির অসদ্ভাব প্রতিপাদন করিয়াছি। বস্তুগত্যা অহংমমাদির নামমাত্র নাই। জীব প্রভৃতি সকলই আত্মস্বরূপ। নির্ম্মল জ্ঞানসহায়ে জ্ঞপ্তিস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। জীব ও জ্ঞপ্তি এবং জ্ঞপ্তি ও আত্মা এই উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব তুমি ব্রহ্মকেই নিত্য জানিবে। সেই ব্রহ্ম দ্বৈতরহিত, জন্মরহিত, আদিরহিত, মধ্যরহিত, অন্তরহিত এবং এক ও পরমভাস্বরস্বরূপ। তাঁহার উপলব্ধির নাই, আমি, তুমি, ইত্যাদি অনর্থক বচনপরম্পরা কল্পিত হইয়া থাকে।

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ (মাণ্ডব্যের উপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি এস্থলে কিরাতনাথ সুরঘুর অতি প্রাচীন ও পরমবিস্ময়জনক উৎকৃষ্ট ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

উত্তর দিকে হিমালয়ে কৈলাস নামক যে কর্পূরধবল শেখর আছে, ক্ষীরোদে বিষ্ণুর ন্যায়, স্বয়ং মহাদেব তথায় বিরাজ করেন। হেমজটা নামক কতিপয় কিরাত তাহার মূলদেশে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা এই কৈলাসেরই গণ্ড শৈলস্থ কানন হইতে কাষ্ঠাদি আহরণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সুরঘ তাহাদের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ অধিপতি ছিলেন।

নি কুবের অপেক্ষাও ধনশালী ও সূর্য্য অপেক্ষাও প্রতাপবিশিষ্ট ং বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, শুক্রের ন্যায় কবি ও বায়ুর ন্যায় ভূত বিক্রমসম্পন্ন এবং সুরবৈরী অসুরদিগকে পরাভূত করিয়া লেন।

রাম! এইরূপ নিগ্রহানুগ্রহে রাজ্যপালন করত কিয়ৎকাল গীত হইলে, একদা কোন দুষ্ট ব্যক্তিকে নিগৃহীত করিয়া, হার মন অতিমাত্র ক্ষুন্ন হইয়া উঠিল। তদবস্থায় তিনি চিন্তা রিতে লাগিলেন, আমি কে, কি জন্য ইহার পীড়ন করিতেছি? মামার ন্যায়, জীবমাত্রেই পীড়া অনুভব করে। অতএব ইহাকে আর পীড়ন না করিয়া, অর্থ দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিব। লোককে সন্তুষ্ট করাই পরম ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অথবা, দুষ্টের দমন না করিলে, প্রজালোকের অতিমাত্র ক্লেশ উপস্থিত হয়। হায়, কি কষ্ট! দুষ্টের দমন করিলেও কষ্ট, আবার না করিলেও কষ্ট!

তিনি এইরূপে দোলায়মান চিত্ত ও তজ্জন্য অতিমাত্র অস্থির-ভাবাপন্ন হইয়া, কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষি মাণ্ডব্য একদা যদৃচ্ছাক্রমে তদীয় ভবনে পদার্পণ করিলেন। সুরঘু যথাবিধি পূজাবিধি সমাধা করিয়া, সসম্ভ্রমে কহিলেন, ভবাদৃশ মহাত্মারা সন্দেহরূপ বিষবৃক্ষের সুশাণিত কুঠারস্বরূপ! আপনার পদার্পণে পরম আপ্যায়িত হইলাম এবং ভবদীয় কৃপাকটাক্ষ-পাতের পথবর্ত্তী হওয়াতে, অদ্য আপনাকে ধন্য ব্যক্তিগণের মধ্যেও নিরতি ধন্য বোধ করিলাম। ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সকল সংশয়ের ছেদনকর্ত্তা। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সন্দেহ নিরাকরণ করুন। আর্জ্জিবৎ প্রাজ্ঞপুরুষগণ সন্দেহকেই পরম পীড়া বলিয়া থাকেন। আমি সেই পীড়ায় অভিভূত হইয়াছি। মহাত্মাগণের সংসর্গে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় লোকের সকল পীড়াই দূর হয়। আমার এই পীড়া নিগ্রহানুগ্রহ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। শান্তিবিধানে অনুমতি হউক।

মাণ্ডব্য কহিলেন, রাজন্! প্রযত্নাতিশয়সহকৃত পুরুষকার, স্ব স্ব রূপে অবস্থান ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সকল সাধনসহায়ে মনোমোহ দূর হয়। অতএব স্থিরচিত্তে স্বকীয় ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তৎসহকারে তুমি কে, আমি কে, এই জগৎ কি ও কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং জন্ম ও মৃত্যুই বা কি, ইত্যাকার বিচার কর, আশু শান্তি ও মহত্ত্ব লাভ করিবে। এইপ্রকার বিচার দ্বারা স্ব স্ব রূপ বিদিত হইলে, তোমার মন আর হর্ষবিষাদাদির বশীভূত হইবে না। প্রত্যুত, বিভব ও শান্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন সমতার আবির্ভাবে সমস্ত কল্পনাকলঙ্ক নিরাকৃত ও স্বদেহভার পরিহৃত হইবে এবং সমুদায় সংসারভ্রমও দূরে পলায়ন করিবে। মন মোহে আচ্ছন্ন হইলেই, গোষ্পদে মশকের স্থায়, ক্ষুদ্রবৃত্তিতে মগ্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ বিচার দ্বারা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত না হইলে, সাংসারিক ভাবাভাব চিত্তক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয় এবং কল্পনাস্বরূপ বিদিত না হইলে, আত্মলাভও সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। বলিতে কি, সামান্য সাধকও ত্যাগশীল না এইলে, সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পরমাত্মরূপ পরম বস্তুর সাধন করিতে হইলে, কিরূপ ত্যাগশীল হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা তুমিই বিবেচনা কর। অতএব আত্মলাভের নিমিত্ত সাধকের সর্ব্বত্যাগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সমুদায় বস্তুর ত্যাগ হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মা। অথবা, সকল কল্পনার মূল মন স্ব স্বরূপ পরিহারপূর্ব্বক যে সন্মাত্র অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহাই পরমাত্মা।

উনষষ্টিতম সর্গ (বিশ্রান্তিস্বরূপ কীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহর্ষি এই প্রকার উপদেশ বিধানপূর্ব্বক স্বকীয় মণ্ডপে প্রস্থান করিলে, সুরঘু নির্জ্জনে বসিয়া একাকী ভাবিতে লাগিলেন, আমি কে, এই জগৎ কি এবং এই কিরাত-

২॥০ আড়াই টাকায় নয় খণ্ডে সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় পূর্ণ

হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা। প্রতিখণ্ড ।/০ পাঁচ আনা।

ষষ্ঠ সংস্করণ প্রথমভাগে,—প্রাতঃস্মরণীয় হইতে স্নান, তর্পণ, ত্রিবেদী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, সাঙ্গ নিত্য এবং কাম্য পূজা ও জন্মতিথি, ঘটোৎসর্গাদি সব্যবস্থা লেখা হইয়াছে। চতুর্থসংস্করণ দ্বিতীয়ভাগে,—সানুবাদ-স্তবসমূহ শিবাদি দেবতার শতনাম, দীপান্বিতা শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, এবং স্বস্ত্যয়নাদির বিস্তৃত প্রণালী ব্যবস্থাসহ লেখা আছে। চতুর্থসংস্করণ তৃতীয়ভাগে,—প্রায় যাবতীয় ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুবাদ সহ সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী শ্রাদ্ধকাণ্ড, মুমূর্ষুকৃত্য, অকালের ব্যবস্থা এবং ব্রতপ্রতিষ্ঠা বৃষোৎসর্গ ও উপনয়নাদির ফর্দ্দাদি আছে। চতুর্থ সং, চতুর্থভাগে,—সানুবাদ মহিম্নস্তব, ...নিস্তব, আদিত্য-হৃদয়, শবদাহ, পর্ণনরদাহ, অশৌচব্যবস্থা, দশপিণ্ডাদি ...স্তব তৃতীয়সংস্করণ পঞ্চমভাগে,—বিবাহ লক্ষণাদি প্রস্তাব, সপিণ্ডাদি পাত্রাপাত্র বিবেচনা, সানুবাদ সাম ও যজুর্ব্বেদীয় সম্প্রদান প্রকরণ, স্ত্রীগমন, ...সে, দোল, সূতিকাষষ্ঠীপূজা, দানবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, কবচশোধন, গায়ত্রী-কবচ ও সুধাকবচাদি আছে। তৃতীয়সংস্করণ ষষ্ঠভাগে,—যাবতীয় প্রায়শ্চিত্তবিধি। ...সেবা, তান্ত্রিকী নানা ব্যবস্থা সহ কালিপূজাদি। এই ভাগ হইতে তুলট কাগজে বাঁধাইপুঁথির আকারে ছাপা হইয়াছে। দ্বিতীয় সং, সপ্তমভাগে,—ব্যবস্থা পুরশ্চরণ, কুমারীপূজা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজাদি। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা। হিঃঅষ্টম ভাগে,—কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা, আপদুদ্ধার ও অপরাজিতা স্তব, এবং গুপবিষ্ণুটীকা ব্যবস্থাদি সহ কুশণ্ডিকাহোমাদি বিস্তারিত আছে। ৯মে, ঐ টীকা ও বিস্তৃতব্যবস্থাদি সহ গর্ভাধানাদি সংস্কার, বিদ্যারম্ভ, কর্ণবেধ, বটুকভৈরব স্তব, নবগ্রহকবচ ও রামকবচাদি।

সুলভ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

শ্রীমদগোপাল চক্রবর্ত্তীকৃত বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত "তত্ত্ব প্রকাশিকা" নাম্নী টীকা এবংমৎকৃত মূলানুযায়ী সরল অনুবাদ ও বিস্তৃতরূপ চণ্ডীপাঠ নিয়ম সটীকদেবীসূক্ত প্রভৃতি সম্বলিত তুলট কাগজে তিন শত চৌষট্টি পৃষ্ঠায় সমাধা হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আট আনা। ঐ চণ্ডীই কেবল টীকারহিত ।০ চারি আনা।

হিন্দু-ব্রতমালা।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা ও সানুবাদ ব্রতকথাদি এবং পূজাদি সম্বলিত। মূল্য পাঁচ আনা। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে অন্যান্য ব্রত এবং বৃষোৎসর্গ, বাস্তুযাগ, পুষ্করণীপ্রতিষ্ঠাদি অবশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ড ও ব্যবস্থাদি লেখা হইতেছে। ইহাই হিন্দু সৎকর্ম্মমালার দশম একাদশ ও দ্বাদশ ভাগের স্থানীয়। মূল্য পাঁচ আনা হিঃ।

হিন্দু-নিত্যকর্ম্ম। ইহাতে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদিগের জন্য তর্পণ, তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, তান্ত্রিকী পূজা ও স্তবাদি পৃথক রূপে লেখা হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা।

নূতন প্রকাশিত সটীক বিরাট পর্ব্ব তুলট পুথি ৷৷৵০ দশ আনা।

শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য।

নিয়মাবলী।

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম (এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিশগণের বা অন্য কাহারও কোন স্বত্বাধিকার নাই) রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশই পরিবর্ত্তন করি নাই পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্ত্বেও, লোকে ইহারই প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতিজটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ বাঙ্গালা অথবা কঠিন তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুলভ হইবে, বলিয়া, ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অংশ অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া, ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না, তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতে ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এই বশিষ্ঠেরও সাধারণে ঈদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল ॥১০ আনা লাগিবে, প্রথম গ্রাহক হইতে হইলে ৩৲ টাকা পাঠাইতে হইবে অবশিষ্ট দুইবারে দিলেই হইবে। আপাততঃ ২০ খণ্ড পুস্তক পাইবেন, পরে মাসে মাসে পাইবেন। প্রত্যেক খণ্ডে ৬ ফর্ম্মা থাকিবে। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে, সমগ্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪।২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহার নিকট প্রত্যেক খণ্ড ॥০ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, রিপ্লাই কার্ড না পাইলে উত্তর দিই না। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য সহ পত্র লিখিবেন। অগ্রে টাকা না পাইলে পুস্তক পাঠান হয় না মূল্য স্বরূপ যাঁহারা ডাক টিকিট পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রত্যেক টাকায় /০ আনা হিঃ বেশী পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পত্র পাঠাইবেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, অতি সত্বরে পরিসমাপ্ত করিব যদি না পারি তবে গ্রাহকগণের মূল্য ফেরত দিয়া পুস্তক ফেরত লইব।

ম্যানেজার,
শ্রীশ্রীতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

ঠিকানা.
১৩ নং কারফর্ম্মার্স লেন।
কলিকাতা। পাথুরিয়া ঘাটা।

স্বরূপই বা কি? ইহা কি আমার? না। কেননা, আমি ও আমার, ইত্যাদি বাক্যজাত অনর্থক কল্পনা মাত্র। সুতরাং, আমি রাজা নহি; ইহারা আমার প্রজা নহে এবং এই কিরাতমণ্ডলও আমার রাজ্য নহে। এইরূপে সংসারে কেহই কাহারও নহে। সুতরাং আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে। আমি একটী দেহমাত্র? অথবা, আমি দেহ নহি। যেহেতু, দেহ জড়স্বভাব, কিন্তু আমি চৈতন্যবিশিষ্ট। অতএব আমি কিরূপে দেহ হইতে পারি? আমি চেতনও নহি। কেননা, চেতনও এই দেহে মোহাদি দ্বারা আচ্ছন্ন ও তন্নিবন্ধন জড়ভাবাপন্ন অবস্থিত করিতেছে। এইরূপে আমি মন, বুদ্ধি, দেহ ও শরীরাদির কিছুই নহি। এই সকলের অবসানে যাহা অবশিষ্ট থাকে, আমি সেই চিৎ। কি আশ্চর্য্য! আমি যে অনন্তস্বরূপ আত্মা, তাহা এতদিন জানিতে পারি নাই। একমাত্র তন্তু যেমন মুক্তারাশির অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, সেই একমাত্র আত্মা তদ্রূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্, সর্ব্বগত, সুখস্বরূপ অন্তরাত্মা। এই জগতের যাহা কিছু, সমুদায়ই কল্পনামাত্র ও তজ্জন্য অনিত্য। আহা, আমি এতদিনে প্রকৃত দর্শনে সমর্থ হইলাম! অধুনা, আমি নিরঞ্জন ও নিষ্ক্ষোভ হইয়া পরমপদে বিশ্রাম করিতেছি।

ষষ্টিতম সর্গ (নির্ব্বাণস্বরূপনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! মহাভাগ বিশ্বামিত্র যেরূপ তপোবলে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন, সুরঘু তদ্রূপ বিবেকবলে ভয়ামর্ষ-বিবর্জ্জিত পরমপদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং উদারগম্ভীরতার আবির্ভাবপ্রযুক্ত প্রশান্তসাগরসাদৃশ্য লাভ করিলেন। তাঁহার হর্ষবিষাদ দূরীভূত এবং মৎসর ও অহঙ্কার পরিত্যক্ত হইল। তদবধি তিনি না সুখী, না দুঃখী, না অর্থী, না অনর্থী, এইপ্রকার

অবস্থাপন্ন হইলেন এবং সর্ব্বথা বিগতজ্বর ও পরম মহনীয়ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া, পরমাত্মার বিশ্রান্তি লাভ করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ সুরঘু ও পরিঘের নিশ্চয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি সুরঘুর ন্যায়, শোকহীন আনন্দপদ লাভ কর এবং বিচার ও বিবেকসহায়ে একসমাধান হইয়া, সর্ব্বলোকের ভূষণস্বরূপে বিরাজমান হও।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! একসমাধান কাহাকে বলে এবং কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে পারস্য রাজ্যে পরিঘ নামে সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। সুরঘুর সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ ছিল। কোন সময়ে তথায় অনাবৃষ্টিজন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, প্রজাসকল ক্ষুধানলে দগ্ধজঠর হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। দয়ার্দ্রহৃদয় পরিঘ অশেষযত্ন করিয়াও, তাহার নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন ও রাজ্যত্যাগ করিয়া, অরণ্যে গমন করিলেন এবং প্রজাগণের অবিজ্ঞাত কোন এক গহন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া, শুষ্ক জীর্ণ পত্রসকল ভক্ষণপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐরূপ পর্ণ অর্থাৎ পত্র ভক্ষণ করাতে, তাঁহার নাম পর্ণাদ হইল।

অনন্তর সহস্র বৎসর তপশ্চরণের পর আত্মা প্রসন্ন ও পরমজ্ঞান আবির্ভূত হইলে, তিনি সিদ্ধগণের ন্যায়, যথেচ্ছ বিচরণ প্রসঙ্গে একদা আপনার পূর্ব্বসুহৃৎ সুরঘুর সদনে সমাগত হইলেন। সুরঘু পরম আহ্লাদে ও সম্ভ্রমসহকারে তাঁহার সমুচিত সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক একাসনে আসীন হইয়া, পরস্পর সমাগমজনিত আনন্দপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরঘু কহিলেন, অদ্য আমার পুণ্যতরু অভিত

ফল প্রসব করিল। অদ্য আমি ভবাদৃশ মিত্রসমাগমে পরম সৌভাগ্যযোগ প্রাপ্ত হইলাম।

পরিঘ কহিলেন, অকৃত্রিম প্রণয়পবিত্র মিত্রের সহিত বিরহযোগ সংঘটিত হইলে, দুঃখতরু শত শত শাখা বিস্তার করিয়া, অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং পুনরায় তাহার সমাগমে সমূলে উন্মূলিত হয়। অদ্য তোমার সন্দর্শনে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। ভগবান্ মাণ্ডব্যের প্রসাদে তোমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে; ইহাও অতি আহ্লাদের বিষয়। অধুনা তুমি পরমপদে বিশ্রান্ত হইয়া, নিরতিগভীর নিরতিপ্রসন্ন সমদৃষ্টি সহকারে কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার প্রজারা আধিহীন ও সুখসম্পন্ন হইয়াছে? আহা, বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! ভবাদৃশ অকপট মিত্রের সহিত যে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। সংসারে এমন ব্যক্তি কে আছে, যাহাকে মিলন ও বিচ্ছেদজনিত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

সুরঘু কহিলেন, অদ্য আপনার সমাগমে আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সম্পন্ন হইল। সুতরাং তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য কি আছে? আপনার পুনর্দ্দর্শন নিতান্ত অসম্ভব; একমাত্র ভগবৎ প্রসাদেই তাহা প্রাপ্ত হইলাম। বলিতে কি, আপনার এই পবিত্র সমাগম লাভ করিয়া অদ্য আমার সকল দুঃখ দূরীভূত ও পরম নির্ম্মল শান্তিরস সঞ্চরিত হইল। প্রজাগণও ঈদৃশ সমাগমপুণ্যযোগে পরম সুখী হইয়াছে।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ (সমাধি নির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পরস্পর এইপ্রকার কথাবার্ত্তার পর বিশ্রাম লাভ করিলে, পরিঘ সুরঘুর জ্ঞানপরীক্ষাজন্য কহিলেন, সখে! সমাহিত না হইলে, সংসারে কোন কার্য্য করিয়াই, সুখলব্ধি

হয় না। তুমি ত তাদৃশ নির্ব্বাণসুখনিলয় কল্যাণপ্রতিপাদক সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া, থাক ?

সুরঘু কহিলেন, সখে! সমাধি কাহাকে বলে? যাহারা নিত্যপ্রবুদ্ধ ও একমাত্র আত্মনিষ্ঠ, তাদৃশ মহাত্মাগণ কার্য্যপরায়ণ হইলেও, সমাযুক্ত, ইহাই আমার অভিপ্রায়। কেননা, আত্মনিষ্ঠাই সমাধি। পদ্মাসন বন্ধন ও ব্রহ্মাঞ্জলি বিধান করিলেই, তাহাকে সমাধি বলে না। যেহেতু, মন বিশ্রান্ত না হইলে, সমাধি সম্পূর্ণ হয় না। বেদেও বলিয়াছেন, আশারূপ তৃণের দহনস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানই সমাধি; মৌনাবস্থান সমাধি নহে। পণ্ডিতেরা নিত্যতৃপ্ত পরমাত্মবুদ্ধিকেই সমাধি বলিয়াছেন। যাহাতে ক্ষোভ নাই, অহঙ্কার নাই ও কোনরূপ অস্থিরতা নাই, এরূপ অবস্থাকেই সমাধি বলে। অথবা, চিন্তা নাই ও হেয়োপাদেয়জ্ঞান নাই, এরূপ মনোগতিই সমাধি শব্দের বাচ্য। আপনার প্রসাদে আমি পরমাত্মজীবিত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ব্রহ্মস্বরূপ সুতরাং সমাহিত। নিত্যোদিত ব্যক্তির নিকট সমাধি ও অসমাধিরূপ ভেদ পরম্পরার অবসর কোথায় ?

ত্রিষষ্টিতম সর্গ (সুরঘু ও পরিঘের কার্য্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সুরঘু এই বলিয়া, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, পরিঘ সবিশেষ আহ্লাদসহকারে উদার গম্ভীর বাক্যে কহিলেন, তোমার বিশিষ্টরূপ জ্ঞানযোগ এবং তন্নিবন্ধন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, পরম শীতল অবস্থার সঞ্চার হইয়াছে। তুমি প্রবোধবলে সারাসার বিদিত ও যাহা জানিবার তাহা অবগত হইয়াছ এবং তজ্জন্য পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিয়াছ। তুমিই ধন্য! আমি তোমার এইপ্রকার সৌভাগ্যদশা দর্শন করিয়া, পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। অধুনা তুমি শান্তিধামে অবস্থানপূর্ব্বক পরমানন্দসন্দোহ ভোগ কর।

সুরঘু কহিলেন, আমাদের আবার হেয়োপাদেয় কিছুই নাই। কেননা, সংসারে নগণ্য বস্তুও গণ্য আর গণ্য বস্তুও কালবশে নগণ্য হইয়া থাকে। রাজার রাজ্য গেলে, সামান্য গ্রামও তাঁহার অসামান্য বোধ হয় এবং দরিদ্র রাজা হইলে, বৃহৎ জনপদকেও অতি ক্ষুদ্র মনে করে। সুতরাং সংসারে সামান্য অসামান্য বস্তুমাত্রেই কল্পনামাত্র। কিছুই কিছু নহে। বলিতে কি, মৃত্তিকার স্তূপস্বরূপ, এই অনিত্য ভুবনে আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। যেহেতু, সমুদায়ই আমার। দেখুন, আমিই আত্মারূপে এই সকল দৃশ্য প্রদর্শন ও দর্শন করিতেছি। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেই, পরমপদে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ (উপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সুরঘু এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মহাভাগ পরিঘ তাঁহার সহিত আলিঙ্গন ও অভিনন্দন বিনিময় করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম! আত্মনিষ্ঠ পুরুষমাত্রেই সর্ব্বত্রে সমাহিত। তাঁহারা ব্যাপারপরম্পরার পরতন্ত্র হইলেও, সলিলস্থ পদ্মবৎ নির্লিপ্ত। অবিদ্যাকল্পিত রাগদ্বেষাদি অথবা এই বিবিধ দৃশ্য দর্শন তাঁহাদের কলঙ্ক সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। নিতান্ত মূঢ়গণই আত্মচিন্তায় অবহেলা করিয়া, অবিদ্যাপঙ্কে কলুষিত ও জন্মজঙ্গলে পতিত হইয়া, ক্লেশপরম্পরা ভোগ করে। অতএব তুমি এই সংসাররূপ ভয়ঙ্কর পারাপারের পারপ্রাপ্তি জন্য যত্নসহকারে যুক্তিরূপ তরি আশ্রয় কর এবং তৎপ্রভাবে অহংকার পরিহার পুরঃসর আত্মপদে অবস্থিতি কর। অহংকার দূর হইলেই, পরমাত্মা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে আবির্ভূত ও সমুদায় আত্মতত্ত্বও জ্ঞানবিষয়ে সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (ভাস ও বিলাসের উপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন দ্বারা মনকে ছেদন করিলে, জগদ্ভাব বিলীন হয়। ছেদন না করিলে, অহংকার বর্দ্ধিত হইয়া মহার্ণববৎ ভয়ঙ্কর ভাব পরিগ্রহ করে। আমি এস্থলে ভাস ও বিলাসের সৌহার্দ্দসম্বলিত কথোপকথনকথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

সহ্যপর্ব্বতের উত্তর তটে সিদ্ধগণের যে আশ্রম আছে তথায় শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায়, দুই জন তাপস বাস করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরে অতিমাত্র প্রণয়। কালক্রমে তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, দুই পুত্র সমুৎপন্ন হইল। তাঁহাদের নাম ভাস ও বিলাস। উভয়ের এরূপ সৌহার্দ্দ জন্মিল, যে, পরস্পর ভিন্নদেহ হইলেও মনে কোনরূপ প্রভেদ রহিল না। তদবস্থায় তাঁহারা বাল্য হইতে যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক মুনির ন্যায়, সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কালসহকারে পিতৃদ্বয়ের স্বর্গলাভ হইলে, সেই মিত্রদ্বয় শোকে অধীর হইয়া, ব্যাকুলবদনে নিরুৎসাহচিত্তে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি সমাহিত করিলেন এবং এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়, লোকমর্য্যাদা কি দুর্লঙ্ঘনীয়!

অনন্তর শোকানল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, হৃদয় দগ্ধ করিলে, তাঁহারা উভয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন ও আশ্রম ত্যাগ করিয়া, যথেচ্ছ গমন করিলেন। হায়, শোকের কি ভয়াবহ ক্ষমতা! যাঁহারা একক্ষণও পৃথক্ থাকিতে পারিতেন না, সেই অকৃত্রিম মিত্রদ্বয়ও অদ্য শোকে অধীর হইয়া, অনায়াসেই পরস্পরকে বিসর্জ্জন করিয়া, মত্তের ন্যায়, কোন্ দিকে প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (অনিত্য-বিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলে, এইরূপে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিলেন, বহু কাল পরে একদা উভয়ের সহসা সাক্ষাৎ হইল! তখন বিলাস অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, গদ্‌গদবচনে কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার কুশল? তুমি আমার হৃদয়বৃক্ষে আশ্বাসফল। তোমার বুদ্ধি উদ্বেগশূন হইয়াছে এবং তুমি প্রকৃতি ও প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ?

ভাস কহিলেন, সাধো! তুমিও ত ভাল আছ? অথবা, এই সঙ্কটময় সংসারে যখন বাস করিতেছি, তখন আমাদের ভাল কোথায়? যাবৎ জ্ঞেয় বস্তু লাভ চিত্তের আত্যন্তিক ক্ষয়, সংসার সাগরের পারপ্রাপ্তি, আশাশতবিনাশ, বিমল জ্ঞানযোগসহায়ে প্রবোধপদ্মের বিকাশ ও তৎসহকারে মমতার উন্মূলন না হইবে, তাবৎ আমাদের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। আত্মজ্ঞান এই দারুণ সংসারবিসূচিকার একমাত্র পরম ঔষধ। শত্রু, মিত্র ও সুখ দুঃখাদি, মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, আমার বুদ্ধিরূপ কমল বিদলিত করিতেছে। আপনার ও পরের দুঃখপরম্পরা দর্শন করিয়াও, আমার মন মগ্নপ্রায় হইয়াছে। ঐ দেখ লোক সকল সংসাররূপ পর্ব্বতের সুখদুঃখরূপ গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া, অতি ক্লেশে বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ (অন্তঃসঙ্গ বিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর আত্মবিচার দ্বারা কালসহকারে তাঁহাদের বিমল জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। আত্মজ্ঞানই সংসার-সাগর পারের একমাত্র তরণি। বিষয়াসক্ত চিত্তে সামান্য দুঃখও মহাসাগরবৎ অতি দুস্তর প্রতীত হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা অনন্ত দুঃখরাশিকেও গোষ্পদ জ্ঞান

করেন। জল না পাইলে, দারু যেমন শাখাবিস্তারে সমর্থ হয় না, মন তেমনি সঙ্গশূন্য হইলে, সুখদুঃখাদি বিস্তারে বিনিবৃত্ত হয়। সঙ্গহীন চিত্তে শতশঃ কার্য্য করিলেও মুক্ত; কিন্তু সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া, সহস্র সহস্র তপস্যা করিলেও, বন্ধনমোচন হয় না। এই জন্য সকল দুঃখের আধার আসক্তি ত্যাগ করাই প্রশস্ত কল্প। আসক্তি ত্যাগ করিলে, নির্ম্মল ও প্রশান্তস্বরূপ লাভ করিয়া, পরমাত্মার সহিত একতাযোগ ভোগ হইয়া থাকে।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ (বিচার যোগোপদেশ)।

শ্রীরাম কহিলেন, সঙ্গ শব্দের অর্থ কি? কিরূপ সঙ্গে বন্ধন ও কিরূপ সঙ্গে মুক্তিলাভ হয় এবং কিরূপ উপায়েই বা সঙ্গত্যাগ হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, আত্মাকে ত্যাগ করিয়া, অনাত্মস্বরূপ দেহে যে বিশ্বাস, তাহারই নাম বন্ধহেতু সঙ্গ। অথবা, অনন্ত আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, সামান্য সুখে যে অভিলাষ, তাহারই নাম বন্ধহেতু সঙ্গ। জগৎকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া, বিষয়াসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আত্মতত্ত্বে আসক্ত হওয়াই মোক্ষহেতু সঙ্গ। যাহা দ্বারা নরকাদি সংঘটিত হয়, তাদৃশ বাসনার নাম সঙ্গ। আর মন দ্বারা একবারেই কর্ম্মফলাদির পরিহারকে অসঙ্গ বলে। অসঙ্গই জীবন্মুক্তির সাধন এবং সঙ্গত্যাগের একমাত্র উপায়।

সঙ্গ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একপ্রকার সঙ্গ দ্বারা জীব পুনঃ পুনঃ জন্মশতপাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে এবং অন্য প্রকার সঙ্গ-সহায়ে তাহার পুনরাবৃত্তির একবারেই অপবৃত্তি সংঘটিত হয়। শেষোক্ত সঙ্গ রসায়নস্বরূপ। ইহা হইতেই বিদ্যা, সেই বিদ্যা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পরমজ্যোতি ও পরমজ্যোতি হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ (অন্তঃসঙ্গ বিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মূঢ়েরা অন্তঃসঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্মজরাদির বশীভূত ও নরকানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে মনকে অন্তঃসঙ্গ হইতে বিযোজিত কর। কি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, কুত্রাপি অন্তঃসঙ্গে বদ্ধ হইও না। মনকে সর্ব্বথা নীরস ও নিঃসঙ্গ করিয়া অনাসক্ত হইয়া, কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান কর। জীব নিঃসঙ্গ হইলে, অজীব হইয়া থাকে। অতএব তুমি সঙ্গহীন হইয়া, আত্মাতে অবসান কর। সঙ্গহীন না হইলে দুর্ভর দেহভার বহন করিয়া, পদেপদেই অবসন্ন হইতে হয়।

সপ্ততিতম সর্গ (নির্ব্বিকল্পোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সঙ্গসুখের অভ্যাস করিলে, যে কল্পনাবর্জ্জিত অবস্থা উপস্থিত হয়, জাগ্রৎকালেও তাহাকে সুষুপ্তি বলা যাইতে পারে। তদবস্থায় কার্য্য করিলেও, কর্ত্তৃত্ব জন্মে না। অভ্যাসবলে এই অবস্থার স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলে, তাহাকে তুর্য্যাবস্থা বলা যায়। মন এই তুর্য্যাবস্থায় নিত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যানন্দস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার নাম তুর্য্যাতীত পদ। যোগিগণ এই পদ প্রাপ্তিমাত্র মুক্ত হন। আর তাঁহাদিগকে জন্মপাশ বা মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইতে হয় না।

একসপ্ততিতম সর্গ (জীবনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অয়ি সুলোচন! জীবন্মুক্তেরা তুর্য্যপদকেই অদ্বিতীয় জ্ঞান করেন। তুমি কিয়ৎকাল সুষুপ্তিদশায় বিশ্রাম করিয়া, এই তুর্য্যপদ আশ্রয় কর। উহা প্রাপ্ত হইলে, তোমার অহংকার পরিহার হইবে। এই অহংকার কিছুই নহে। তুমি

জ্ঞেয়বস্তু বিদিত হইয়াছ। বিচার করিয়া দেখ, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই। কেননা, দেহ কিছুই নহে। চিত্তই মন, জীব, অহঙ্কার ও দেহ প্রভৃতি নামগ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করে।

শ্রীরাম কহিলেন, চিত্তের কিজন্য এতগুলি নাম হইয়াছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তশক্তি ঈশ্বরের অজ্ঞানশক্তি সমন্বিত অংশ প্রাণশক্তির আশ্রয়। এইজন্য তাহাকে জীব বলে। সেই জীব অহংজ্ঞান দ্বারা অহংকার, সংকল্পনিশ্চয় দ্বারা বুদ্ধি, উপচয় দ্বারা দেহ ও বিমর্ষ দ্বারা মন ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্য প্রভৃতি উপনিষদ পরম্পরা জীবের এইপ্রকার বহুবিধ রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ। এইপ্রকার বলিতে বলিতে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলশেখর আশ্রয় করিলেন। তখন সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পরদিন প্রভাতে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সভায় সমাগত হইলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (মোক্ষস্বরূপবিনির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহারা এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর বিনষ্ট হইলে, হায়, "আমি বিনষ্ট হইলাম" বলিয়া বিলাপ করে, সেই মূঢ়মতিদিগকে ধিক! অজ্ঞব্যক্তিই সংসারী ও প্রাজ্ঞ মুক্ত হইয়া থাকেন। একমাত্র অনুভূতিই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়। আত্মা স্থূল বা সূক্ষ্ম নহেন; প্রত্যক্ষ বা অদৃশ্য নহেন। চেতন বা জড় নহেন, সৎ বা অসৎও নহেন। একমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারাই তাঁহার অনুভব হয়। এই অনুভবই মুক্তির হেতু।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (আত্মবিচার)।

বিচার দ্বারা দ্বৈতদৃষ্টির ক্ষালন হইলে, সেই অদৃশ্য আত্মার দর্শন লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন, সেই আত্মপ্রাপ্তির অন্যতর উপায় এই, সমুদয়ই আমি; আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইপ্রকার বিচার দ্বারা ভেদজ্ঞান দূর হইলে, আমি কিছুই নহি, ইত্যাকার প্রবোধসঞ্চার হইয়া, অহংকার বিনাশ করে। অহংকার বিনষ্ট হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তিনিই স্বপ্রকাশ সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম। তাঁহার উপমা নাই; বাক্য বা মনের দ্বারাও তাঁহার নির্ণয় হয় না। তিনি অনাদি, এই কারণে তাঁহার জন্ম নাই। তিনি জন্মরহিত, এই কারণে তাঁহার মৃত্যু নাই। যেহেতু, মৃত্যু নাই; সেই হেতু তিনি অনন্ত। তিনি সর্ব্বগ, সেইজন্য সকলেতেই আছেন। তিনি সর্ব্বময়, সেইজন্য কিছুরই অবচ্ছিন্ন নহেন। তিনি অনবচ্ছিন্ন, এই জন্য অবদ্ধ এবং অবদ্ধ বলিয়া মুক্তও নহেন। কেননা, যাহার বন্ধন নাই, তাহার আবার মুক্তি কি? লোকে অজ্ঞানপ্রযুক্তই আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। বলিতে কি, বাসনাই বন্ধ এবং বাসনাক্ষয়ই মোক্ষ। অতএব তুমি কল্পনা ত্যাগ করিয়া, মোক্ষপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হও।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (বৈরাগ্যোপদেশ)।

আমার মোক্ষ হউক, এইপ্রকার বাসনা করিলেই, মুক্তিলাভ হয় না। বাসনার ক্ষয় হইয়া, মন নির্ম্মল হইলেই, শান্তপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনের ক্ষয় হইলে, অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া থাকে এবং অবিদ্যার ক্ষয় হইলে, ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব ও তৎসহকারে প্রবোধ সঞ্চরিত হয়। এই প্রবোধই পরমপদ ও পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। ইহা প্রাপ্ত হইলে, আর কিছুরই

অপেক্ষা করিতে হয় না। অতএব তুমি বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, আত্মার বিশ্রামকরত রাজ্যশাসন কর। তাহা হইলে, পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। কি স্বর্গ, কি চন্দ্র, কি প্রিয়তমা স্ত্রী, কি বসন্তকাল, কিছুতেই এইপ্রকার আনন্দ সম্ভব নহে। এই আনন্দ প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবী গোষ্পদের ন্যায়, মেরু স্থাণুর ন্যায় ও দিক্ সকল ক্ষুদ্র সম্পূটিকার ন্যায়, প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মানন্দের কোনকালেই ক্ষয় নাই। ব্রহ্মানন্দের উদয় হইলে, রণে, বনে, শক্র ও অগ্নিমধ্যেও সুখদুঃখ বিহীন হইয়া, পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারা যায়।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। মুক্তামুক্তবিচার।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজর্ষি জনক, মহাভাগ দিলীপ ও মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণ যুদ্ধাদিসহকারে রাজকার্য্য করিয়াও, জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অনাসক্তিই ইহার কারণ। দানবরাজ নমুচি এই অনাশক্তিসহায়েই দেবগণের সহিত সতত বিরোধ করিয়াও মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মায়াবী শঙ্কর অনাসক্ত ছিলেন। এইজন্য মুক্ত হইয়াছেন। প্রহ্লাদ ও বলি রাজকার্য্য করিয়াও, অনাসক্ত প্রযুক্ত মুক্তিলাভ করিয়াছেন। দানবরাজ কুশল অনাসক্ত ছিলেন এইজন্য, বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয়াও, মুক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মা মুক্ত হইলেও, সৃজন, বিষ্ণু মুক্ত হইলেও, পালন ও মহাদেব মুক্ত হইলেও পার্ব্বতীর সহিত বিহার করেন। ফলতঃ অনাসক্তিই মুক্তির সোপান।

প্রাজ্ঞ! তির্য্যক্‌যোনি মধ্যেও শত শত বুদ্ধিমানের অভাব নাই; আবার, দেবযোনি মধ্যেও শত শত নির্ব্বুদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই এইপ্রকার বিচিত্র নিয়তি বিরাজমান। হৃদয়গুহাশায়ী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পুরুষ ও বিধাতা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়,

উত্তম মধ্যেও অধম এবং সিকতা মধ্যে মুক্তার ন্যায়, অধম মধ্যে উত্তম বস্তুর সদ্ভাব অসম্ভব নহে। পাপও বিভীষিকা সহকারে পাপাত্মাকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। আবার, ধর্ম্মও মিথ্যা অবনতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ধার্ম্মিককে হতাশ্বাস করিয়া, পাপে প্রেরণ করিয়া থাকে। নিত্য নির্ম্মল পরব্রহ্মেও জগৎসত্তা আরোপিত হয়। এই সকল বিচার করিয়া, তুমি একমাত্র সত্য আশ্রয় কর। বিধি-কৃত বিচিত্র নিয়তির কিছুই অসাধ্য নাই।

মুক্তি দ্বিবিধ, সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। অনাসক্তি দ্বারা মনে যে শান্তির সঞ্চয় হয়, তাহার নাম মুক্তি। এই মুক্তি দেহ বিদ্যমানে হইলে সন্দেহ বা জীবন্মুক্তি এবং অবিদ্যমানে হইলে বিদেহমুক্তি বলিয়া উল্লিখিত হয়। তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া, পরম সুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ। (সংসারের সামান্য।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, যুক্তি ও বিচারাদির সহায়ে বিবেক লাভ করাই প্রকৃত পুরুষত্ব। তুমি সেই পুরুষকার সংগ্রহ কর; কাপুরুষের ন্যায়, অনর্থক কাল অতিবাহিত করিও না। এই সংসার মহাসাগরের ন্যায়, অতীব ভীষণ ও দুস্তর। অশেষ দুঃখ ইহার তরঙ্গ লহরী। ঐ তরঙ্গে ভাসমান হওয়া উচিত নহে। তোমার ন্যায়, মহাত্মারা সবিশেষ পরিদর্শন করিয়া, সহসা সংসারসাগরে অবগাহন করেন না। যিনি শিষ্টরূপ পরীক্ষা ও প্রমাণ সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ এবং তিনিই সেই কার্য্যের সমুচিত ফল লাভ করেন। ঐশ্বর্য্যের প্রকৃতস্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া, ভোগে প্রবৃত্ত হইলে, পরিণামে অবশ্যই সুখ লাভ হয়। ইহার বিপরীত হইলে, ক্লেশমাত্র প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা উত্তরোত্তর তেজ, বল ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন এবং সর্ব্বদাই শান্তির ক্রোড়ে বিহার করিয়া

থাকেন। মশক যেমন প্রবল পবনবশে কোথায় পরিচালিত হয়, হিংসাদ্বেষাদি তদ্রূপ তাহাদের বিবেকবলে বিদূরিত হইয়া থাকে এবং কোনপ্রকার ক্লেশই তাহাদের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তুমি তত্ত্বদৃষ্টিসহায়ে উক্তরূপ সুবিমল শান্তি লাভ কর।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ। জীবন্মুক্তি কথন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! জীবন্মুক্তি কাহাকে বলে, পুনরায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি বহুবার এবিষয় বলিয়াছি। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ? অবধান কর। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা অনাসক্ত হইয়া, কার্য্য করেন। তদ্বিষয়ে ভবিষ্যতের কোনরূপ প্রত্যাশা ও অতীতেরও কোনরূপ চিন্তা করেন না। বর্ত্তমানমাত্রের অপেক্ষা তজ্জন্য তাহার করেন। কার্য্য সিদ্ধহউক বা নাহউক, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টিনাই সিদ্ধিতে আনন্দ ও অসিদ্ধিতে বিষাদ অনুভব করেন না। সুখ বা দুঃখ কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। সেইজন্য উভয়েই তাঁহাদের সমান প্রতীত হইয়া থাকে। তাঁহারা কোনরূপ কৌতূহল বা বিস্ময়ের বশবর্ত্তী নহেন। এমন কি, অগ্নি জল এবং জল অগ্নি হইলেও, তাঁহাদের বিস্ময় সমুদ্ভূত হয় না। তাঁহাদের মন সর্ব্বথা নির্ম্মল ও রাগ দ্বেষাদির বহির্ভূত। তাঁহাদের স্বভাব কোমল, প্রকৃতি অচপল, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রশস্ত, চিত্ত প্রসন্ন ও মূর্ত্তি মধুরভাবাপন্ন এবং আকার প্রকারে কোনপ্রকার দৈন্য বা অস্থিরতার সম্পর্ক নাই। তাঁহারা ভক্তের ভক্ত, বালকের বালক, বৃদ্ধের বৃদ্ধ ও বীরের বীর স্বরূপে বিরাজ করেন। এই সংসার স্বভাবতঃ ভঙ্গুরভাবাপন্ন। ইহাতে সুখ দুঃখের অবসর কোথায়? ইহা স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, একবারেই ভ্রান্তিমূলক। ইহাতে আবার আগ্রহ কি? এইজন্য মহাত্মারা ইহার কোন অংশেই আসক্ত হয়েন না।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ (যোগবর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, মন যেরূপে শান্তি লাভ করে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নিরাকৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দ্বিবিধ উপায়ে মনের শান্তি সম্পন্ন হয়; প্রথম জ্ঞান, দ্বিতীয় যোগ। তন্মধ্যে তত্ত্বদর্শনকে জ্ঞান ও প্রাণাদি-বৃত্তিরোধকে যোগ বলে।

শ্রীরাম কহিলেন, যোগসাধনের উপায় কি।

বশিষ্ঠ কহিলেন; যে বায়ু দেহান্তর্ব্বর্ত্তী সহস্র নাড়ীতে সঞ্চরিত হয়, তাহার নাম প্রাণ। এই প্রাণ ক্রিয়াভেদে অপানাদি পঞ্চ ভাগে বিভক্ত এবং ইহা স্পন্দিত হইলে, অন্তরে যে কল্পনোন্মুখী সম্বিৎ সমুদ্ভূত হয়, তাহার নাম চিত্ত। ভবিষ্যদর্শী প্রাজ্ঞ পুরুষগণ চিত্তের এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং প্রাণস্পন্দ রোধ করিলেই, চিত্তের শান্তি হয় এবং চিত্ত শান্ত হইলে, জগতের লয় হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, প্রাণ অনবরত দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তাহাকে রুদ্ধ করা কিরূপে সম্ভব?

বশিষ্ঠ কহিলেন, শাস্ত্র, সৎসঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ যোগ দ্বারা সংসারে অনিচ্ছা জন্মিলে, মন একমাত্র ব্রহ্মধ্যানে ব্যাপৃত হয়। ঐরূপ ধ্যানযোগের গাঢ়তর অভ্যাস হইলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। পূরক, কুম্ভক ও রেচকযোগ সহায়ে প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে, যে ঘনতর ধ্যানযোগ উপপন্ন হয়, তৎপ্রভাবেও প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। ওঙ্কারোচ্চারণ সমুত্থিত শব্দের তত্ত্বাবধারণ দ্বারা সম্বিদ্ সুষুপ্ত হইলেও, প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। রেচক অভ্যাস করিলে, আকাশে বিস্তারপূর্ব্বক অবস্থিতিপ্রযুক্ত প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। পূরক অভ্যাস করিলে, সঞ্চাররোধবশতঃ প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। কুম্ভক অভ্যাস করিলে স্তম্ভিতভাবে অবস্থানপ্রযুক্ত

প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। জিহ্বা দ্বারা ক্ষুদ্রজিহ্বাকে আক্রমণ করিলে, ঊর্দ্ধগতিপ্রযুক্ত প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। নির্ব্বিকল্প সমাধিসময়ে হৃদয়াকাশে সম্বিদের অন্তর্দ্ধানবশতঃ প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। নাসাগ্রের বহির্দ্দেশস্থ দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণে বিমলআকাশ প্রাণবায়ুর সঞ্চার স্থান। নেত্ররোধপূর্ব্বক সেই আকাশকে ও মনোনিরোধপূর্ব্বক সম্বিদকে নিরুদ্ধ করিলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। অভ্যাসসহায়ে প্রাণকে তালু হইতে দ্বাদশ অঙ্গুল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিয়া, সম্বিদ রোধ করিলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। ভ্রূমধ্যে অক্ষিতারকা বদ্ধ করিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রোধ, জিহ্বা ও প্রাণবায়ুকে তালুবিবর পথে কপাল-কুহরে আনয়নপূর্ব্বক দ্বাদশাঙ্গুল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে সংস্থাপন করিলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। ভগবৎ প্রসাদে বা গুরুদেবের কৃপায় সহসা কাকতালীয় যোগে আত্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত ও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং তৎসংস্কারে বিকল্প তিরোহিত হইলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। সংসার কিছুই নহে, শূন্য ও কল্পনাকর এইপ্রকার নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বাসনা বিসর্জ্জন করিলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। হৃদয়ই সর্ব্বপ্রধান ও সকল বস্তুর দর্পণস্বরূপ। উহা বাসনা-শূন্য হইলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। এতদব্যতীত নানাদেশীয় লোকের কল্পিত অন্যান্য নানাবিধ উপায়েও প্রাণ স্পন্দরহিত হইয়া থাকে। মধ্যমজ্ঞানীর প্রথমে উল্লিখিত যোগ সকল অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। অভ্যাস না করিয়া, হঠাৎ যোগে প্রবৃত্ত হইলে, মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। বৈরাগ্য সহকৃত অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়ই সম্পন্ন হইলেই, প্রাণরোধে বিশিষ্ট ফল প্রাপ্তি হয়।

ঊনাশীতিতম সর্গ। সম্যক্ জ্ঞানস্বরূপকীর্ত্তন।

শ্রীরাম কহিলেন, যোগযুক্ত চিত্তের শান্তি নির্দ্দেশ করিলেন। অধুনা, সম্যক্ জ্ঞান কাহাকে বলে, কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, একমাত্র প্রকাশাত্মা পরমাত্মাই আছেন, এই প্রকার অবধারণার নাম সম্যক্ জ্ঞান। এই দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই আত্মা; আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই; এইপ্রকার নিশ্চয়ের নাম সম্যক্ জ্ঞান। এইপ্রকার সম্যক্ জ্ঞানই মোক্ষের হেতু এবং তদ্বিপরীতই পুনরাবৃত্তির কারণ। রজ্জুকে সর্পবোধ না করিয়া, প্রকৃত রজ্জু জ্ঞান করাই সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ। সম্যক্ জ্ঞানের অভাবকেই অবিদ্যা বলে। এই অবিদ্যা বন্ধের হেতু ও মুক্তির অন্তরায়। বৎস! সমস্ত জগতই আত্মা; এই প্রকার অবধারণা দ্বারা যে সমদর্শিতার সঞ্চার হয়, তাহাই সম্যক্ জ্ঞান জানিবে। সৌম্য! যিনি আদি-মধ্য-অবসান সর্ব্বত্রই বিরাজমান, যাঁহার বিনাশ নাই এবং যিনি সকলের আত্মা, তুমি তন্ময় হও। সংসারের যাহা কিছু, তৎসমস্তই আত্মা; সুতরাং সুখদুঃখের অবসর কোথায়? ফলতঃ, সমুদায়ই আত্মময়; এইপ্রকার সম্যক্ দর্শন দ্বারা তুমি স্থিরতর ও বিজ্বরপদে অবস্থান কর।

অশীতিতম সর্গ। দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধ।

সৌম্য! চিত্তই যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। অতএব চিত্তকেই এই বলিয়া প্রবোধ দানপূর্ব্বক নির্ম্মল করিবে, রে মূঢ়! তোমার এই জগদ্ভ্রম সর্ব্বৈব মিথ্যা। তোমার সীমা আমার সবিশেষ বিদিত হইয়াছে। তুমি বিনষ্ট হও। কিজন্য আমার অন্তরে প্রস্ফুরিত হইতেছ? যে তোমাকে আত্মীয় বোধ করে, তুমি তাহারই নিকটে যাও। তোমার ঈদৃশী অনর্থ চেষ্টায় আমি বিরক্ত হইয়াছি। তোমার জীবন নাই; অধুনা আবার বিচার-বলে আরও নির্জ্জীব হইয়াছ। তুমি থাক বা যাও, আমার কেহই নহ। তুমি জড়, শঠ ও সর্ব্বথা ভ্রান্ত। মূঢ়েরাই তোমার আয়ত্ত হয়। তুমি বহুকাল আমার শূন্যদেহে অবস্থিতি করিয়াছ। অধুনা, আমার এই দেহ সাধুগণের সেবাবলে পূর্ণভাবে অলঙ্কৃত

হইয়াছে। অতএব তুমি দূর হও। কি আশ্চর্য্য! এই ধূর্ত্ত মন সকলকেই একান্ত অভিভূত করিয়াছে! রে মূঢ়! তোর পরাক্রম কোথায়? আমাকে পরাভূত করিলে; তুমি যথার্থই পরাক্রম-বিশিষ্ট। অধুনা, বিচারবলে আমার প্রবোধ সমুদিত হইয়াছে। তৎপ্রভাবে আমি তোমায় মৃতবৎ দেখিয়া থাকি। অথবা, তোমার ক্ষমতা কি? তুমি সাক্ষী মাত্র। আমার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, অহঙ্কার নাই, মোহ নাই, শোক নাই, আশাদিরও সম্পর্ক নাই। আমি আত্মস্বরূপ; আমি নিত্য ও সর্ব্বময়। আমি চিৎস্বরূপ ও অনবচ্ছিন্ন আদি বিধাতা। আমি নির্ব্বিকার, নিরংশ ও সর্ব্বকালস্বরূপ। আমাকে নমস্কার।

রাম! তুমি এইরূপে মনকে প্রবোধিত ও নির্ম্মল কর। মন নির্ম্মল হইলে, জীবন্মুক্তি লাভ হইবে।

একাশীতিতম সর্গ। চিত্তসত্তাপ্রতিপাদন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! চিত্ত কিছুই নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং, এই চিত্তজাত পদার্থ ভাবনাও কিছুই নহে। একমাত্র অনাদি অনন্ত নির্ম্মল ব্রহ্মই সত্য ও সর্ব্বকাল বিরাজমান। চিত্তের ক্ষয় হইলে, অহংকারাদির ক্ষয় হইয়া থাকে। অহংকারের ক্ষয় হইলে, নিদ্রাবস্থাতেও প্রবোধ প্রলুপ্ত হয় না।

প্রাজ্ঞ পুরুষ, অন্তরে এইপ্রকার বিচার করেন, যে, আমিই নিত্য পূর্ণ অনাদি পরমাত্মা। আমার মন থাক্ আর নাই থাক্, উহার বিচারে প্রয়োজন কি, আমি মূর্খতা প্রযুক্ত অহংকারের বশীভূত ছিলাম। তাহারা এইপ্রকার বিচার করিয়া, সংকল্পপরিহার-পূর্ব্বক মৌনীভাবে অবস্থান করেন। তুমিও এইরূপ বিচার করিয়া অহংকার ত্যাগ ও চিত্তকে প্রবোধিত কর। চিত্ত প্রবোধিত হইলে, কার্য্য কর আর নাই কর, জীবন্মুক্তি লাভ করিবে।

তোমার ন্যায় সজ্জন ও মহাবুদ্ধি মহাত্মারা অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, যথাসুখে কার্য্যানুষ্ঠান ও বিহার করেন।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ইন্দ্রিয়ানুশাসন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহর্ষি বীতহব্য যেরূপে মোক্ষলাভ করেন, শ্রবণ কর। বিন্ধ্যগিরির কন্দরকাননে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, তদীয় মন একদা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তিনি স্পষ্টই প্রতীতি করিলেন, যে, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি কেবল আধিব্যাধিময় সংসারভ্রম সমুৎপাদন করে। এইজন্য তিনি নির্বিকল্পসমাধি মানসে আপনার কদলীপত্ররচিত কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পরম পবিত্র মৃগচর্ম্মের আসনে বদ্ধপদ্মাসনে আসীন হইয়া, মনকে নিগৃহীত করিয়া, বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সমুদায় কল্পনা ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন, মন কি চঞ্চল। বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিলেও, তরঙ্গপতিত পত্রবৎ কোনমতেই স্থির হয় না। রে চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ! আমি সমাধিযোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ সময়েও কি তোমাদের নিবৃত্তি নাই। স্থির হও, তোমাদের এই চঞ্চলতা কোনমতেই সুখের কারণ নহে। অন্ধের অমার্গ প্রবৃত্তির ন্যায় সর্ব্বদা ক্লেশ ও বিপত্তিজনক। তোমরা কি নিমিত্ত বৃথা-চঞ্চল ও ব্যাকুল হইতেছ? তোমরা জড়। চিদাত্মা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছ। কোন মতেই তাঁহারে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

রে চিত্ত! তুমি নামমাত্র চিত্ত; নিরাময় সম্বিদই চিত্ত। তুমি জড়, অতএব কি নিমিত্ত আপনাকে কর্ত্তা ভাবিয়া, অভিমানপূর্ব্বক উপহাসাস্পদ হইতেছ? আত্মা তোমায় প্রেরণ না করিলে, তুমি কার্য্য করিতে পার না। অতএব তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান কোথায়? রে মূঢ়! আত্মার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা, তুমি আত্মা হইতে সর্ব্বথা পৃথক্। এক বস্তু অপর বস্তুর

সহিত মিলিত হইলে যদি উভয়েই এক হইয়া যায়, তাহা হইলে, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ বলে। যেমন, ক্ষীরে ক্ষীর ও জলে জল মিলিত হইলে, উভয়েই একতা প্রাপ্ত হয়; এইজন্য ক্ষীরের সহিত ক্ষীরের সম্বন্ধ আছে। অগ্নি ও জলের সম্বন্ধ নাই। এই জন্য মিলন হইলে, পরস্পরের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রে মূঢ়! তোমা হইতেই যাবতীয় দুঃখদৃশ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। একমাত্র বিতত আত্মাই সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ব্যাপ্ত রহিয়াছেন! আকাশকুসুমের ন্যায়. কল্পনার অবসর কোথায়? অতএব তুমি কল্পনা ত্যাগ করিয়া, আত্মপথে প্রবৃত্ত হও।

ত্র্যশীতিতম সর্গ চিত্তসত্তাবিচার।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি বীতহব্য এই বলিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, রে ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা আছ বলিয়া, বারংবার জন্মমরণজনিত বহুবিধ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা স্বীয় সত্তা ত্যাগ কর। তোমারা থাকিলে, কামক্রোধাদি রিপুগণও প্রবল হইয়া, হৃদয়কাননে বেতালের ন্যায়, নৃত্য করে। কিন্তু তোমারা সত্তাহীন হইলে, প্রশান্তসাগরের ন্যায় হৃদয়ের বিক্ষোভ দূর ও সমতার সঞ্চার হয়

রে চিত্ত! তুমিই ইন্দ্রিয়গণ সত্তা ত্যাগ করিবে। তুমি কখন আত্মলাভসুখ পরিহার করিও না। যাহারা উহাত্যাগ করে, তাহারাই প্রকৃত মূঢ়। অতএব তুমি আপনাকে নির্জীব ভাবিয়া, সংকল্প ত্যাগ করিয়া, সুখী হও। সত্য বলিতেছি, তোমার জীবন নাই এবংঅস্তিত্বও নাই। একমাত্র আত্মতত্ত্বই নিত্য বিদ্যমান। অতএব তুমিও আত্মা, আমিও আত্মা, অধুনা, আমি সেই আত্মায় বিশ্রাম করি, তুমি সত্তা ত্যাগ কর।

চতুরশীতিতম সর্গ। মনোজগৎবর্ণন।

মহামতি বীতহব্য বাসনাত্যাগসহকারে এইপ্রকার অবধারণা-ন্তর মনকে বলপূর্ব্বক সমাধিতে নিয়োজিত করিলেন। তৎ-প্রভাবে তাঁহার প্রাণানিল ক্রমে ক্রমে স্পন্দহীন হইল। অক্ষি-তারা ভ্রূমধ্যে প্রবেশ করিল। নয়নযুগল অর্দ্ধবিকসিত পদ্মবৎ হইল এবং তাঁহার মস্তক, গ্রীবা ও দেহ সমভাবে রহিল। তদবস্থায় তিনি শৈলোৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায়, স্পন্দহীন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় হস্তিগণের ভয়ঙ্কর বৃংহিত, কেশরীগণের অতিভীষণ গর্জ্জিত, অশনিপাতের অত্যুৎকট বিস্ফূর্জ্জিত এবং পর্ব্বতের বিপুল আস্ফোটিত শব্দেও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তদবস্থায় বর্ষাশতত্রয় অতিবাহিত হইলে, তাঁহার কলেবর কোন সময়ে বর্ষার প্রবল প্রাদুর্ভাবে জলধারাপ্রেরিত পঙ্কের সহিত ক্রমে পর্ব্বত হইতে স্খলিত ও ভূমিতে পতিত হইল এবং পঙ্কমধ্যে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়া গেল। তথাপি তাঁহার বিনাশ হইল না।

তদবস্থায় পুনরায় তিনশত বৎসর অতীত হইলে, তদীয় অন্তরে প্রবোধ সঞ্চরিত ও ভূমিমধ্যস্থ কলেবরে সম্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হইল কিন্তু কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রোথিত হওয়াতে, প্রাণ আর স্পন্দিত হইল না এবং তন্নিবন্ধন বাহ্যদৃষ্টিও রহিত হইয়া গেল। কিন্তু অন্তরে মনোরূপিণী কল্পনার উদয় হওয়াতে, তিনি সেই কল্পনাবলে কৈলাসে কদম্বতলে জীবন্মুক্ত মুনি হইয়া শতবর্ষ ও স্বর্গে আধি-বিহীন বিদ্যাধর হইয়া, অপর শতবর্ষ অতিবাহন এবং পঞ্চযুগ ইন্দ্রত্ব ভোগ করিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, বীতহব্য যে, ঐরূপে ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগ করিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের ক্ষণিক প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং উহাতে আবার বৎসর প্রভৃতির গণনা সম্ভব কোথায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সর্ব্বময় চিৎশক্তির অসম্ভাব্য কিছুই নাই। উহাতে দিক্কালাদি নিয়তি তন্ময় হইয়া, অবস্থিতি করে।

বীতহব্যও চিৎশক্তির ঐ প্রকার স্বভাব দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপ্রভাবে তিনি এককল্প কালত্রয়দর্শী শিবগণ হইয়া, যাপন করিলেন। অনন্তর গাণপত্য সাধনানন্তর কৈলাসবনকুঞ্জে কিছু দিন হংসরূপে অতিবাহন করিয়া, নিষাদদেশে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও পরে সৌরাষ্ট্রমণ্ডলে রাজা হইলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ। সমাধিযোগ।

শ্রীরাম কহিলেন, বীতহব্য আপনার পঙ্কমগ্ন দেহ কিরূপে উদ্ধার ও কিরূপেই বা বিদেহ মুক্তি লাভ করিলেন, কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বীতহব্যের আত্মা অনন্তভাবে অলঙ্কৃত ও মন নির্ম্মল হইয়াছিল। কোন সময়ে চিদাত্মার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার প্রাক্তন জন্ম প্রকাশে বাসনা হইল। তখন তিনি আপনার দেহকে পঙ্কপ্রোথিত দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই দেহ পঙ্কমগ্ন হওয়াতে, প্রাণবায়ুর সঞ্চার রোধ হইয়াছে, তজ্জন্য ইহার কার্য্যশক্তি তিরোহিত হইয়াছে। এই কারণে আমি জীবন্মুক্ত হইব। আমার আর লোকলীলায় প্রয়োজন কি? অথবা, দেহ ত্যাগ করিয়াই বা কি করিব? অতএব যাবৎ এই দেহ পরমাণুত্ব না হয় তাবৎ আমি ইহার আশ্রয়ে বিহার করিব। অতএব আমি সূর্য্যশরীরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে, তাঁহার পরিচারক ভগবন্ পিঙ্গল এই দেহকে উদ্ধার করিবেন। এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি পিঙ্গলের দেহযোগে সূর্য্যের হৃদয়ে আবিষ্ট হইলেন। ভগবন্ ভাস্কর তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সম্মুখস্থ প্রধান পরিচারক পিঙ্গলকে কহিলেন, তুমি ঐ পঙ্কপ্রোথিত দেহ উদ্ধার কর। তখন বীতহব্যের সেই কলেবর সূর্য্যদেবকে মনে মনে প্রণাম ও পূজা করিয়া, তদীয় সমুচিত সম্মানসহকৃত আদেশানুসারে পিঙ্গল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইল। পিঙ্গল

নভোমণ্ডল ত্যাগ করিয়া, বিন্ধ্যাচলে বীতহব্যের নিকট গমন ও নখর দ্বারা মৃত্তিকা আকর্ষণ করিয়া, সারস যেমন সলিল হইতে মৃণাল উত্তোলন করে, তদ্রূপ বীতহব্যের কলেবর ধরাতল হইতে উদ্ধার করিলেন। উদ্ধৃতমাত্র সেই দেহ পিঙ্গল দেহ হইতে বিনির্গত ও স্থূলদেহে অনুপবিষ্ট হইল। তখন বীতহব্য সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জকলেবরে সূর্য্যলোক হইতে পৃথিবীতে অবতরণ ও যথাবিধি স্নান করিয়া, সূর্য্যের অর্চ্চনানন্তর সকল সঙ্গবিমুক্ত হইয়া, মৈত্র, শান্তি, সমদর্শিতা, কৃপা, শোভা ও প্রজ্ঞার সহিত পূর্ব্ববৎ বিন্ধ্যাচলে বিহার করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ। ইন্দ্রিয় নিরাকরণ বিধিযোগনির্দ্দেশ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর কোন সময়ে সেই দৃষ্টলোক পরাবর মহর্ষি বীতহব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে পরিহার ও পরে নবদ্বার রোধ করিয়া, স্থাণুর ন্যায়, স্থির হইয়া, সমাধি সাধন করিব এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, চিন্মাত্রের ন্যায়, তুল্যপদের অনুসরণক্রমে সম্বিদ্‌মাত্রে অধিষ্ঠান করিব। এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি পদ্মাসন বন্ধনপূর্ব্বক উত্তারনয়নে ছয় দিন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করিয়া, প্রবুদ্ধ হইলেন। এইরূপে সিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত হইয়া, বহুবর্ষ তাঁহার অতিবাহিত হইল। হেয়োপাদেয় সঙ্গ পরিহারপ্রযুক্ত তাঁহার মন পূর্ণচন্দ্রবৎ নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক; সমস্ত কল্পনাজাল বিগলিত এবং ইচ্ছানিচ্ছাও নিরাকৃত হইল। তখন তিনি সংসারপাশচ্ছেদনবাসনাপরবশ হইয়া, কন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং জন্মকর্ম্মের সীমান্তস্বরূপ বিদেহমুক্তি প্রাপ্তিকামনায় পদ্মাসনে আসীন হইয়া, কহিতে লাগিহেন, মন! অধুনা সমতার উদয়ে কিরূপ আনন্দ সুখ ভোগ করিতেছ, দেখ! অতএব এইরূপ বীতরাগ হইয়া, প্রশান্তভাব অবলম্বন কর। হে রাগ! হে দ্বেষ! তোমরাও সত্তা

পরিহার কর। হে ভোগ! তুমি আমাকে কোটি কোটি জন্ম বালকের ন্যায়, লালন করিয়াছ। তাত! অধুনা আমাকে ত্যাগ কর। তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মানন্দ সুখ! তোমার অনুগ্রহে পবিত্র নির্ব্বাণপদবী আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছে। তোমাকে নমস্কার। হে তৃষ্ণা! অনুমতি কর, নির্ব্বাণপদ আশ্রয় করি। হে দুঃখ! আমি তোমারই প্রেরণা ও উপদেশে সুখ সাধনজন্য পরমপদের অনুসন্ধান করিয়াছি। অতএব গুরু তোমাকে নমস্কার। হে মিত্র সংসার! হে বন্ধুদেহ! তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি প্রয়োজনের বিষম গতিবশতঃ তোমাদিগকে অদ্য পরিত্যাগ করিতেছি। হে চিত্ত! তুমি আমার পরম সখা। যেহেতু তুমি আমার উপকারার্থ আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াও, আত্মজ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমায় ত্যাগ করিতেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। হে দেবসুকৃত! তোমাকে নমস্কার। অদ্য ভবদীয় প্রসাদে আমার নরকমুক্তি ও স্বর্গসঙ্গতি সম্পন্ন হইল। হে ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমরা আমার বহুদিনের সঙ্গী। আমি অধুনা স্বকীয় ভবনে গমন করিতেছি, তোমাদের কল্যাণ হউক। হে শ্রুতি! তুমি আকাশে গমন কর। হে দৃষ্টি! তুমি সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ কর। হে ঘ্রাণ! তুমি মৃত্তিকায় লীন হও। হে স্পর্শ! তুমি বায়ুমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হও। হে রসনা! তুমি চন্দ্রমণ্ডলে রসায়ন মধ্যে প্রবেশ কর। তোমরা সকলেই আমার মিত্র। এক্ষণে অনুমতি কর, আমি স্বপদে অধিষ্ঠান করি। হে দৃশ্য! আমি তোমার সহবাসে মোহবশে বহুকাল বাহ্যভোগ পরম্পরায় বিহার করিতেছি। তোমাকে নমস্কার। হে পাণিসকল! তোমরা আমার পূর্ব্বজন্মের অকৃত্রিম মিত্র ও বয়স্য। আমি বহুকাল ক্রীড়াপ্রসঙ্গে তোমাদের সহিত যাপন করিয়াছি। এক্ষণে বিদায় হই; অপরাধ গ্রহণ করিও না, তোমাদের মঙ্গল। হউক। তোমরাও যথাপ্রদেশে প্রস্থান কর। সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। বস্তুমাত্রেরই

সংযোগ বিয়োগ সংঘটিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য দুঃখ করিও না।

সপ্তাশীতিতম সর্গ। নির্ব্বাণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! মহাভাগ বীতহব্য এই বলিয়া, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত কল্পনা ত্যাগ ও সপ্তম যোগভূমি আশ্রয় করিয়া, মাত্রা ও পদভেদসহকৃত বিশুদ্ধ ওঁকার ক্রমোর্দ্ধ স্বরের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির ন্যায়, পরব্রহ্মে অলীক জগতের ভ্রম ও তন্নিবন্ধন মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়াও জ্ঞান রহিল না। তৎসহকারে তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম কল্পনারও পরিহার হইল। অনন্তর কালত্রয়াতীত সর্ব্বস্বরূপ ওঁকারের পর্য্যবসান হইলে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিহারপ্রযুক্ত তিনি নির্ব্বাত মহাসাগরবৎ সর্ব্বতোভাবে অবিক্ষুব্ধ ও পূর্ণচন্দ্রবৎ পূর্ণশ্রীতে অলঙ্কৃত হইলেন। তাঁহার হৃদয়াকাশে তেজ বা তম কিছুই রহিল না। অনন্তর তিনি নিমেষার্দ্ধ মধ্যেই মনকে তৃণবৎ ছেদন করিয়া, সর্ব্বথা নিস্পন্দ হইয়া, সুষুপ্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সেই সুষুপ্তপদ দৃঢ়বদ্ধ হইলে তূর্য্যপদ লাভ করিয়া, পরমপদে অধিষ্ঠান, সৎস্বরূপে বিরাজমান হইলেন। যিনি বাক্যমনের অগোচর, বেদে যাঁহাকে ইহা নহে ইহা নহে বলিয়া, সৎস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি সকলের অন্তর্যামী, শূন্যবাদীরা যাঁহাকে শূন্য, ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞান, সাংখ্যবাদীরা পুরুষ যোগবাদীরা ঈশ্বর, কালবাদীরা কাল, আত্মবাদীরা আত্মা, নাস্তিকেরা নৈরাত্ম্য, মাধ্যমিকেরা মধ্য ও সমচিত্তেরা যাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া থাকেন, যিনি এক হইলেও, অনেক সৎ হইলেও অসৎ, লিপ্ত হইলেও নির্লিপ্ত ও সম হইলেও অসম যিনি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও অনুভবমাত্রের গ্রাহ্য। যিনি অজাত ও অমৃত, যিনি অনাদি ও

আদি, মহাভাগ বীতহব্য সেই সর্ব্বস্বরূপ ঈশ্বরস্বরূপে পরিণত হইলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ (জ্ঞানমাহাত্ম্য ও বিচারযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বীতহব্যের নির্ব্বাণপদবিশ্রান্তি কীর্ত্তন করিলাম। সংসারসমুদ্রের সীমান্ত প্রাপ্ত হওয়াতে, তাঁহার পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি ও আত্মায় আত্মার নির্বৃত হওয়াতে, তদীয় দেহ শিশিরকালীন সরোজের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল। তখন প্রাণবায়ু পরিহার করিলে, ভূতগণ ভূতগণে ও চিদ্ধাতু ধাতুতে লীন হইল। প্রাজ্ঞ! তুমিও বিচারবলে তত্ত্বদৃষ্টি সংগ্রহ করিয়া, ঐরূপ শান্তপদে বিশ্রাম কর। বলিতে কি, আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, অদ্য যাহা বলিতেছি ও ভবিষ্যতে যাহা বলিব, সমুদায়ই আমার দার্শনিক যুক্তি ও বিচারবলে পরীক্ষিত হইয়াছে। জীবন্মুক্তমাত্রেরই এইরূপ অভিপ্রায়। অতএব তুমি জ্ঞান উপার্জ্জন কর। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভের, অজ্ঞানক্ষয়ের, দুঃখশান্তির, সুখপ্রতিপত্তির ও পরমসিদ্ধিলাভের অন্যবিধ উপায় নাই। সুতরাং, জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট ভাবাপন্ন। মহাভাগ বীতহব্য এই জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা আশাপাশ ছেদন করিয়া, শান্তিভবনে সমাগত হইলেন। অতএব জ্ঞানই পরম সাধন ও পরম ধন।

অনঘ! মহাভাগ বীতহব্য ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর মৃত্তিকামধ্যে নিহিত ও নির্ব্বিকল্প সমাধিসহায়ে বীতশোক হইয়া, যেরূপ শান্তিসুখ সম্ভোগ করেন; তুমিও সেইরূপ শান্তিলাভ কর। পুনশ্চ, তিনি বহুকালবিবেকবলে যেরূপ যথাসুখে বিহার করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ বিবেকবলে জীবন্মুক্ত হইয়া, স্বকীয় রাজ্যে যথাসুখে বিহার কর।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবন্মুক্ত পুরুষগণের স্থূলদেহ কি নিমিত্ত নভোগমনে সমর্থ হয় না?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! দ্রব্য, কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কালশক্তি আয়ত্ত থাকিলে, অমুক্ত ব্যক্তিও আকাশাদিতে গমনাদি করিতে পারে। সুতরাং, ঐরূপ নভোগমনাদি অবিদ্যারই কার্য্য। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা আত্ম লাভেই পরম পরিতৃপ্ত; এইজন্য ঐ সকল অবিদ্যার কার্য্যে অভিলাষী বা অনুরক্ত নহেন। অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ, যে কোন ব্যক্তি অভ্যাস করিলেই, দ্রব্যাদি সহায়ে আকাশগমনাদি করিতে পারগ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, জ্ঞানের উদয় হইলে, ঐ সকল মায়িক ব্যাপারে স্বভাবতঃ বিতৃষ্ণা জন্মে। এইজন্য তাঁহারা উহা একবারেই ত্যাগ করেন! সাধিলেই, সিদ্ধ হয়, এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ, অজ্ঞ প্রভেদ নাই। বলিতে কি, সংসারে আত্মা অপেক্ষা অভীষ্ট বিষয় আর কি আছে? সেই আত্মাকে যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, নভোগমনাদি মায়িক ব্যাপারপরম্পরার অনর্থক সাধনাতে প্রয়োজন কি? উহা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। এইজন্য আত্মপরায়ণ বীতহব্য উহার সাধনা করেন নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! বীতহব্যের দেহ সমাধিবশে নিস্পন্দ হইলে, ক্রব্যাদগণ তাহা ভক্ষণ করে নাই এবং মৃত্তিকায় নিহিত হইলেও, তাহার ক্লেদ উপস্থিত হয় নাই, ইহার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহাতে আমি তুমি জ্ঞান ও নানাপ্রকার বাসনা আছে, সেই দেহই উক্তরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করে। কিন্তু যাহাতে বাসনাদির সম্পর্ক নাই; তাদৃশ দেহের কোনরূপ ক্লেদ বা ছেদ নাই। পুনশ্চ, মন যাহা ভাবে, তাহারই স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। দেখ, সংসারে শত্রু মিত্র বলিয়া কোন বিশেষ পদার্থ নাই। একমাত্র মনই ঐ সকলের সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ মন যাহাকে শত্রু দেখে, তাহাকেই শত্রু ভাবে; যাহাকে মিত্র দেখে, তাহাকেই মিত্র ভাবে এবং যাহাকে উদাসীন দেখে, তাহাকেই উদাসীন ভাবে। বীতহব্যের রাগদ্বেষ ছিল না। এইজন্য হিংস্র জন্তুগণও তদীয় যোগিদেহে পতিত হইয়া, তাঁহার ন্যায়

রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন তাঁহাকে আর ভক্ষণ করিতে পারে নাই।

পুনশ্চ, প্রাণবায়ুর স্পন্দনেই দেহ স্পন্দিত হয়। এই কারণে প্রাণবায়ুর রোধ হইলে, দেহ উপরত হইয়া থাকে। যোগ দ্বারা এই প্রাণবায়ুর ধারণা করিলে, উহা আর দেহ ত্যাগ করিয়া, যাইতে পারে না। তজ্জন্য দেহের যৌবন জরাদিরও আর কোনপ্রকার বিকার উপস্থিত হয় না। মহাত্মা বীতহব্যও প্রাণ-ধারণা করিয়া, বিকারহীন স্থায়ী দেহ লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের রাগ নাই, দ্বেষ নাই; যাঁহাদের সংসারগ্রন্থি ছিন্ন ও জ্ঞেয় বস্তু পরিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদেরই ইচ্ছামত দেহস্থিতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৎস! মনুষ্যের মন সমাধিতে মগ্ন হইলেই, মৈত্র্যাদি গুণপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, অস্তমিত চিত্তে মৈত্র্যাদিগুণসংযোগ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্তের বিনাশ দুইপ্রকার, স্বরূপ ও অরূপ। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তিতে চিত্তনাশ স্বরূপ ও বিদেহমুক্তি দ্বারা চিত্তনাশ অরূপ নামে উল্লিখিত হয়। মন বর্ত্তমান থাকিতে, কোনমতেই দুঃখের ধ্বংস হয় না। এইজন্য জীবন্মুক্তেরা তাহার সত্তাক্ষয় দ্বারা বিনাশ বিধান করেন। ভদ্র! বাসনাযুক্ত মনই জন্মমৃত্যুর কারণ এবং অভিমানবিশিষ্ট চিত্তই দুঃখভাগী জীবশব্দের বাচ্য।

শ্রীরাম কহিলেন, কিরূপে মন বিনষ্ট হয় এবং মনের নাশ ও সত্তাক্ষয়ই বা কাহাকে বলে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সুখ দুঃখের শান্তিপ্রযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি যাহাতে বিচলিত করিতে পারে না; যিনি বিপৎ, সম্পদ, অহংকার, মদ ও মহোৎসবাদিতে বিকৃত হন না; তাঁহারই চিত্ত মৃত বা বিনষ্ট। আমি আমার, এইপ্রকার অভিমানাদির খর্ব্বীভাবকে চিত্তনাশ বলে। জীবন্মুক্তেরা এইরূপে চিত্তকে বিনষ্ট করেন।

ভদ্র! মূঢ়তাই মনের সত্তা। ঐ মূঢ়তার অপগম হইলেই, চিত্তসত্তার ধ্বংস হয়। বিচার দ্বারা মূঢ়তার ক্ষয় হইলে, মন নির্ম্মল, মৈত্রাদি গুণের অবির্ভাব, ব্রহ্মবাসনার সঞ্চার ও পুনর্জ্জন্মের পরিহার হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তদিগের এইপ্রকার সংঘটিত হয়। মনের বিনাশ হইলে, সংসারসাগর পার ও অদ্বয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং সমুদায় দুঃখের শান্তিও চৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধ হয়।

উননবতিতম সর্গ। সংসৃতিযোগোপদেশ।

শ্রীরাম কহিলেন, এই সংসার কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বাসনা বলিতচিত্তই সংসারবৃক্ষের বীজ, এই চিত্তবীজের আবার দুইটী বীজ, প্রাণস্পন্দ ও দৃঢ় ভাবনা। প্রাণবায়ু নাড়ীচক্রে সঞ্চরিত হইলেই, সম্বেদময় চিত্তের উদয় হয়। এই জন্য, চিত্তের রোধ করিতে হইলে, প্রাণবায়ুর রোধ প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। যোগিগণও প্রাণায়ামাদি বিবিধ উপায়ে চিত্তের রোধ করেন। প্রাণবায়ু বদ্ধ হইলে, নির্ব্বাণ শান্তির সঞ্চার সম্বিদের স্বাস্থ্য সম্পাদন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমপদ প্রকাশিত হয়।

এই জগৎই সত্য, এই প্রকার দৃঢ় ভাবনা সহকারে পূর্ব্বাপর বিচার পরিহার পুরঃসর জাগতিক পদার্থ সকলকে পরিগ্রহ করার নাম বাসনা। জীব সেই ধ্যানপাশে বদ্ধ হইলে, সুরাপায়ীর ন্যায় প্রমত্ত ও বিবিধ ভ্রমে পতিত হয়। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ভ্রমঘটনাকেই অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞানকেই চিত্ত বলেন। পদার্থের দৃঢ় ভাবনা বলেই জীবের অন্তরে এই চিত্তের উদয় হয়। পুনশ্চ, বাসনা বিগলিত হইলে, জগদ্ভাব তিরোহিত হয় এবং জগদ্ভাব তিরোহিত হইলে, চিত্তের বিনাশ সঙ্ঘটিত হয় এবং

চিত্তের বিনাশ সঙ্ঘটিত হইলে, ব্যোম স্বরূপ মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে।

চিত্তের উল্লিখিত বীজদ্বয়ের মধ্যে একতরের বিনাশ হইলে, অন্যতরেরও বিনাশ হয়। বৎস! যিনি জাগতিক মায়িক জ্ঞান ত্যাগ করিতে সমর্থ, তাঁহার পরমার্থপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিতপক্ষে আর কোন প্রকার সংশয় নাই। যাঁহারা অনাস্থা দ্বারা চিত্ত-কল্পিত বস্তুকে অবস্তু বোধে পরিহার করেন, তাঁহারা কখন জড়তাদোষে পতিত হন না। অজ্ঞানী মাত্রেই জড়। কেননা, তাহাদের বস্তুজ্ঞান নাই। বৎস! জড়তা দূর হইলে, পরম শান্তি সমুদিত হয় এবং নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ সঞ্চরিত হইয়া থাকে।

মানুষমাত্রেরই প্রাণের অভ্যন্তরে সন্তাপ সন্নিহিত আছে। একমাত্র অজ্ঞানজাত ইহার কারণ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে জ্ঞানোন্নত, তাহার সেই পরিমাণে সন্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিচারবলে প্রকৃত বস্তু দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বথা জ্ঞানোন্নত হইয়া, সংসারসাগরের পার গমন কর। এই জ্ঞান ভিন্ন সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবার উপায় নাই।

ব্রহ্মই সকলের বীজ। তাঁহার বীজ কেহই নাই। ব্রহ্মই সকলের সার। তাঁহার সার কেহই নাই। ব্রহ্মই সকলের আদি। তাঁহার আদি কিছুই নাই। তুমি যত্নসহকারে সেই নির্বীজ নিরাকার ব্রহ্ম লাভে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনি যে সমস্ত বীজ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার মধ্যে কোন্ বীজের ক্ষয় হইলে, সত্বর ব্রহ্ম সাধন হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যদিপৌরুষপ্রযত্ন সহকারে বাসনা-জাল বিগলিত করিতে পার, তাহা হইলে, আর বীজ ক্ষয়ের আবশ্যকতা হয় না। উহাতেই ব্রহ্মপদ সিদ্ধি হইয়া থাকে। নতুবা, উত্তরোত্তর বীজক্ষয় দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একবারে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি না হইলে, সত্তা সামান্যে অবস্থান অথবা ধ্যানযোগ সহায়ে সম্বিদ্‌তত্ত্বে অধিষ্ঠান করিলেও, ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি

হইয়া থাকে। বরং অনায়াসেই সুমেরু উৎপাটন করা যাইতে পারে; কিন্তু বাসনা ত্যাগ করা কখন অনায়াসসাধ্য নহে। অতএব বাসনাবিসর্জ্জন পূর্ব্বক সত্তাসামান্যে অবস্থিতি করিয়া, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্ঘট। মনের লয় না হইলে, বাসনার ক্ষয় হয় না। আবার, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, মনের লয় সম্ভব নহে। পুনশ্চ, মনের লয় না হইলেও, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। বাসনাক্ষয়, মনোলয় ও তত্ত্বজ্ঞানসঞ্চয় ইহারা পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে, একের উদয়ে সকলের উদয় ও একের অপচয়ে সকলেরই অপচয় হইয়া থাকে। একমাত্র ভোগবাসনার পরিহার হইলে, এই তিনই সিদ্ধ হয়। প্রাণায়াম, গুরূপদেশ, বাসনাত্যাগ, ও প্রাণরোধ এই চারিটী মনোলয়ের উৎকৃষ্ট উপায়।

বৎস। তুমি তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয়েই প্রবৃত্ত হও; অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে। যাহার জ্ঞান আছে, সেই সুখী, সেই জীবিত, সেই বলবান্ ও সেই সকল কার্য্যে সুদক্ষ।

নবতিতম সর্গ। সমদর্শন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিচার দ্বারা মন কিয়দংশেও নিগৃহীত হইলে, জন্ম সার্থক। বিচারের স্বল্পমাত্রও উদয় হইলে, বৈরাগ্য যুক্তি সহায়ে তাহার বহুলতা সমাহিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিচারহীন মনই মৃত। বিচার দ্বারা মোহতিমির নিরাকৃত ও জ্ঞানালোক প্রকাশিত এবং তৎ সহকারে জ্ঞেয়প্রতিপত্তি সমুদ্ভাবিত হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা সকল দুঃখের পরিহার, ব্রহ্মবিদ্যাব আবিষ্কার, আত্মজ্ঞানের সঞ্চার ও অপার পার সংসার পারপ্রাপ্তি হয়। যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি দুগ্ধাদি সুমিষ্ট দ্রব্যজাতকে কটু, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রদিগকে শান্তপ্রকৃতি, সুবর্ণাদি কাষ্ঠলোষ্ট্র, বিপদকে সম্পদ ও

অপবিত্রকে পবিত্র বোধ করেন এবং বিষকেও অনায়াসেও জী. করিয়া থাকেন। শত্রু মিত্রে তাঁহার সমভাব। অনাত্মদর্শী মূঢ়েরাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবসন্ন হইয়া থাকে। মহাত্মারা কখনও সেরূপ অবসন্ন বা বিপন্ন হন না। বৎস। তুমি সাম্রাজ্য ব সুররাজ্য অথবা সরীসৃপত্ব, যাহাই প্রাপ্ত হও, কিছুতেই হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইও না। সর্ব্বদা সমাধিসহায়ে আত্মাকে দর্শন করিয়া, পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পুনর্জ্জন্মবন্ধন ছেদন কর।

ইতি উপশমপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

———

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

নির্ব্বাণ প্রকরণ।

প্রথম সর্গ। দিবাব্যবহার বর্ণন।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! অতঃপর নির্ব্বাণপ্রকরণ শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে, নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভাগ বশিষ্ঠ শ্রীরামকে ঐরূপ বলিতেছেন; তিনি একমনে তাহা শুনিতেছেন; সমবেত নৃপতিগণ তদীয় অর্থগম্ভীর বাক্যের চিন্তাপ্রসঙ্গে চিত্রার্পিতের ন্যায়, বসিয়া আছেন, এবং সভ্যেরা পরমসমাদরে তাহার বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ভাস্কর তাঁহার উপদেশে যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত ও তৎপ্রভাবে বিগত-সন্তাপ হইয়া, অস্তাচলচূড়া আশ্রয় করিলেন। মন্দারসুরভি গন্ধবহ যেন তৎসমস্ত শ্রবণ করিবার জন্যই তথায় সমাগত হইল। ভ্রমরসকল তত্রত্য কুসুমগুচ্ছে গুন গুন ধ্বনি ত্যাগ করিয়া, নিলীন হইতে লাগিল। বোধ হইল, জ্ঞেয় বস্তু বিদিত হওয়াতে, তাহারা যেন ধ্যানমার্গ আশ্রয় করিতেছে। তৎকালে দশরথ-ভবনে ভেরী, পটহ ও শঙ্খ প্রভৃতির সুগম্ভীর শব্দ সমুত্থিত হইয়া, সমুদায় দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল। সেই সুভীষণ শব্দে পক্ষিগণ ও বালকগণ একান্ত ভীত হইয়া, নীড়মধ্যে ও ক্রোড়মধ্যে সঙ্কোচিত হইতে লাগিল।

বশিষ্ঠদেব মধুর স্বরে শ্রীরামকে কহিলেন, আমি যে বিচার বিধান করিলাম, তদ্দ্বারা তুমি মনকে সংযত কর।

যাহাতে অত্যই তোমার বাসনার ও মনের ক্ষয় এবং প্রাণরোধ জ্ঞান অভ্যস্ত হইতে পারে, এরূপ যত্নসহকারে তুমি বারংবার আমার কথা সকলের বিচার করিবে। সম্যক্‌রূপে আমার বাক্যের অর্থগ্রহ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানসঞ্চিত বিমল বুদ্ধি সহকারে বিহার করিতে না পারিলে, পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায়, তোমাকে নিঃসন্দেহই অবসন্ন হইতে হইবে। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া, যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উদয়শালী হও। হে সমবেত সভ্যগণ! হে রাম লক্ষ্মণ ও নরপতিবর্গ! হে মহারাজ দশরথ! আপনারা সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া, সন্ধ্যাকৃত্য সমাধান করুন। প্রাতে পুনরায় সকলে মিলিত হইয়া, আত্মবিচার করিব। এই বলিয়া, তিনি সভাস্থরাজি[illegible]কে নমস্কার করিয়া, বিশ্বামিত্রের সহিত স্বকীয় আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে, রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভক্তিভরে তাঁহার পাদবন্দনা পুরঃসর অর্চ্চনা করিয়া, স্ব স্ব ভবনে প্রবেশ এবং নরপতিগণও শ্রীরামের সহিত বশিষ্ঠদেবের সমুচিত সভাজনাদি করিয়া, স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। গমনসময়ে ভগবান্ বশিষ্ঠের মহার্থ বাক্যসকল বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে দিবাবসানকৃত্য সমাধান করিয়া, মুদ্রিত নয়নে নিদ্রিত হইয়া, রজনী যাপন করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ। বিশ্রান্তিদৃঢ়ীকরণ।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস! অনন্তর বিবেকের উদয় হইলে, বাসনা যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যের উদয়ে সেই তমস্বিনী যামিনী তেমনি ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। প্রভাতকালীন গন্ধবহ বিবিধ কুসুমগন্ধ হরণ করিয়া, মৃদুমন্দ সঞ্চরণে প্রবাহিত হইয়া, সমস্ত সংসারে শান্তি বিতরণ করিতে লাগিল। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে

গমন করিলেন এবং তিনি অভিনন্দন করিলে, সকলে তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যেই বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ব্রাহ্মণ, ঋষি ও নরপতিগণে এবং হস্ত্যশ্বরথসমূহে পরিপূর্ণ হইল। বশিষ্ঠদেব তৎসমস্তে পরিবৃত হইয়া, দশরথভবনে সমাগত হইলেন। দশরথ নরপতিগণের সহিত তাঁহার সমুচিত পূজা করিলেন। অনন্তর সকলে পূর্ব্ববৎ সভয়ে সমাসীন হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক একমনে বশিষ্ঠদেবের মহার্থ বাক্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় যেমন মহাদেবের, প্রহ্লাদ যেমন শুক্রের ও সুপর্ণ যেমন শার্ঙ্গীর, শ্রীরাম তেমনি মহাভাগ বশিষ্ঠের মহার্থ জ্ঞানগর্ভ মহাবাক্য শুনিবার জন্য তদীয় বদনপদ্মে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব তাঁহার মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! তোমার ত সুখে রজনীযাপন হইয়াছে? তুমি ত আমার কথা সকলের সম্যক্‌রূপ অর্থগ্রহ করিয়াছ? মৃত্তিকায় যেমন সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্ব হয় না, উপদেশ তেমন অশুদ্ধহৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। ঊষরভূমিতে বীজরোপণ যেমন পশুশ্রমমাত্র, অনাবিষ্ট চিত্তে উপদেশবিতরণ, তদ্রূপ বৃথা পরিশ্রমে পরিণত হইয়া থাকে। ভগবান্ করুন, তোমার যেন সেরূপ না ঘটে। ইহা যার পর নাই সৌভাগ্যের বিষয়, যে, আমি তোমার ন্যায়, উপযুক্ত শিষ্য ও উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়াছি। বৎস! আমি পরমার্থপ্রতীতি জন্য যে সকল অর্থ-গৌরবগুম্ফিত উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তোমার কি তাহা স্মরণে আছে? সম্প্রতি শাশ্বতসিদ্ধিসাধন অন্যতর উপদেশ প্রদান করিতেছি, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান এই দ্বিবিধ উপায়ে সংসার-সাগর পার হওয়া যায়। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক এই দুইটী সংগ্রহ কর। প্রবোধসঞ্চারসহকারে অজ্ঞান বা অসদ্‌বুদ্ধি বিনষ্ট ও সমুদয় বাসনা বিগলিত হইলে, সর্ব্বথা শোকহীন পদ

লাভ হইয়া থাকে। এক ব্রহ্মই দুই হইয়া, এই জগৎ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। অতএব সংসারে সকলই সমান; বিভিন্নভাব নাম মাত্র। ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এইপ্রকার অবধারণানন্তর তুমি অহংকার পরিহার করিয়া, মুক্তদেহ হইয়া, আত্মাকে সাক্ষাৎ কর। বৃথা সংসারে বদ্ধদৃষ্টি ও বদ্ধচিত্ত হইও না। স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে বা অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, তৎসমস্তই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই বা হইতে পারে না। হেয়, উপাদেয়, শত্রু মিত্র, কটু মিষ্ট, বিষ অমৃত, সমুদায়ই ব্রহ্ম। রজ্জু সর্পবৎ বিবিধ অজ্ঞান কল্পনা, ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া সংসারভাবনা, জাগতিক নশ্বর পদার্থের আস্থা, চিত্তাদির কল্পনা, অনাত্মদেহে আত্মভাব, দৃশ্যবস্তুতে আত্মতা এবং আমি আমার, এইপ্রকার অভিমান ইত্যাদি দোষসমস্ত দূর না হইলে, চিত্তভ্রম বিগলিত হয় না। পরন্ত, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরিত ও জগদ্ভাব শিথিলিত হইয়া, পূর্ণতার আবির্ভাব না হইলে, চিত্তভ্রম দূর হয় না। অথবা, আশারূপ বিষগন্ধ হৃদয়কানন পরিহার না করিলেও, বিচাররূপ চকোর পক্ষী তাহাতে কোনমতেই প্রবেশ করে না। যিনি ভোগ্যবিষয়ে অনাস্থা স্থাপনপূর্ব্বক নির্ব্বাণশান্তি লাভ করিয়াছেন, সমস্ত আশাপাশ ছিন্ন হওয়াতে, যাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বথা নির্ম্মল ও নির্ম্মুক্ত হইয়াছে; যিনি তৃষ্ণা ও মোহাদি পরিহারপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সম্বিদ্ সঞ্চয় করিয়াছেন, চিত্তের অনন্তভাব বিদিত হওয়াতে, অন্তরাত্মার প্রকৃতস্বরূপ যাঁহার পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং যাঁহার অন্তরে জগদ্ভাব এককালে বিলীন হইয়াছে, তাঁহারই চিত্তভ্রম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাজ্ঞ! অসম্যগ্দৃষ্টিই ভ্রম সমুৎপাদন করে। উহার ক্ষয় হইয়া, পরমার্থদৃষ্টি সমুদিত হইলেই, চিত্ত অগ্নিতে ঘৃতবৎ বিগলিত ও অদৃশ্য হয়। পরাবরদর্শী জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের চিত্ত ঐরূপ অদৃশ্য হইয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ সর্ব্বদাই

সমভাবে অধিষ্ঠান ও পরমজ্যোতিঃ সন্দর্শন করেন। তাঁহারা অন্তর্মুখ হইয়া, চিৎ রূপ অনলে জগৎ রূপ তৃণ আহুতি দিয়া, একবারেই ভ্রমশূন্য হইয়াছেন। দগ্ধ বীজে অঙ্কুরের ন্যায়, তাঁহাদের অন্তরে আর মোহ প্রাদুর্ভূত হয় না। একবার জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া, সংশোধিত হইলে, চিত্ত পুনরায় ভ্রমজালে আচ্ছন্ন বা মোহে কলুষিত হইতে পারে না। জগতের যাহা কিছু, সমস্তই পরম প্রকৃতস্বরূপ চিদাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শব্দার্থসঙ্কেত প্রভৃতি সমুদায়ই নামমাত্র। বলিতে কি, তুমিও কিছুই নহ। অতএব জন্মমরণাদির শঙ্কা করিয়া, কিজন্য রোদন করিতেছ? একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ও অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং, আমি তুমি ইত্যাদি কল্পনার অবসর কোথায়; অতএব তুমি সেই পূর্ণ চিৎস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া, সর্ব্বথা শান্ত ও স্বস্থ হও এবং জগৎকে অপরিছিন্ন পূর্ণস্বভাব ভাবিয়া, শোক ত্যাগ কর। যদি তুমি আত্মাকে চিন্ময় বলিয়া অবগত হইয়া থাক, তাহা হইলে, ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছ, চিৎস্বরূপ হইয়াছ, অবিদ্যমানস্বরূপ হইয়াছ এবং সদসৎস্বরূপ হইয়াছ। তোমাকে নমস্কার।

তৃতীয় সর্গ। ব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! একমাত্র আত্মাই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অজ্ঞানপ্রযুক্ত লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। রজনীর ক্ষয় হইলে, অন্ধকারের যেমন ক্ষয় হয়, ভোগবাসনার উপশম হইলে; অজ্ঞানের তেমন উপশম হইয়া থাকে। অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপ মন্ত্র সহায় হইলে; এই তৃষ্ণারূপ বিষ-বিসূচিকার বিনাশ ও তৎসহকারে চিত্তের ক্ষয় হইয়া, আকাশে চন্দ্রের ন্যায়, বিমল জ্ঞানের সঞ্চার হয়। এবিষয়ে কোনপ্রকার সংশয় নাই। মূর্খতারূপ নিবিড় কাদম্বিনী নিরাকৃত না হইলে,

হৃদয়রূপ আকাশপদবী কখন নির্ম্মল ও বিবেকরূপ চন্দ্রের কখন প্রকাশ হয় না। সৌম্য! এইপ্রকার বেদান্তসম্মত শাস্ত্রার্থে উপেক্ষা করিয়া, অন্যথা ভাবনা করিলে, রাগাদির উদ্ভবক্ষেত্র দুর্বুদ্ধির উদয় হইয়া, পরিণামে কৃমিকীটত্ব সমুদ্ভাবিত করে।

বৎস! আমার বোধ হয়, আমার উপদেশে তোমার প্রবোধ সমুদিত হইয়াছে। তৎপ্রভাবে তুমি পরমাকাশে পদপ্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার ন্যায়; নির্ম্মলবুদ্ধির এইপ্রকার শুভপরিণামই শোভা পায়। বলিতে কি, শুষ্কহৃদয়ে উপদেশরূপ বীজ বপন করিলে, তাহাতে কোন্ ফলোদয় সম্ভব নহে। প্রার্থনা করি, আর যেন তোমাকে মায়িক সুখদুঃখ আক্রমণ করিয়া, অবসন্ন ও বিপন্ন করিতে না পারে।

চতুর্থ সর্গ। বিশ্রান্তিবর্ণন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার মহার্থবাক্যপরম্পরার পর্য্যালোচনা করিয়া, আমার চিত্ত বিগলিত ও বাসনাজাল বিদলিত হইয়াছে। এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার আর আমার সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। বৃষ্টিপাতে নিদাঘসন্তপ্ত বসুধা যেমন শীতল হয়, আপনার বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়া, আমার সন্তপ্ত চিত্তের সেইপ্রকার নির্ব্বাণশান্তি সঞ্চরিত ও পরমাত্মাতে নির্বৃতিলাভ সংঘটিত হইয়াছে। আমি নির্ব্বাত সরোবরের ন্যায়, পরম প্রসন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। অখিল দিঙ্মণ্ডল প্রশান্ত হওয়াতে, বস্তুমাত্রেরই প্রকৃত অবস্থা আমার দৃশ্যমান হইতেছে। আমার সকলসন্দেহ দূর হইয়াছে; আশামরীচিকার উপশম হইয়াছে; জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইয়াছে; চিন্তাকুজ্ঝটিকা নিরাকৃত হইয়াছে; আত্মপ্রসাদ ও পরমানন্দ প্রাপ্তিযোগ সংঘটিত হইয়াছে; সাক্ষাৎ অমৃতও তৃণীকৃত হইয়াছে; বিশিষ্টরূপে স্বস্তি ও প্রকৃতি লাভ হইয়াছে; পূর্ণানন্দের উদয় হইয়াছে এবং আমি

লোকমাত্রেরই অভিরাম ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি। আমাকে নমস্কার। আপনাকেও নমস্কার। কেননা, আপনার প্রসাদে আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে; সমস্ত কল্পনা ম্লান হইয়াছে; সমস্ত ভাবাভাব অন্তর্হিত হইয়াছে এবং মন নির্ম্মল, হৃদয়াকাশ পরম শীতল ও অতিমাত্র নির্বৃতি সঙ্কিত হইয়াছে। আর আমাকে অসুখী ও অসার বলিয়া বোধ হয় না। বলিতে কি, অজ্ঞানের অপগমে আমার সমুদায় কলঙ্ক ও সমুদায় সংশয় চন্দ্রোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, দূরীকৃত হইয়াছে এবং তৎপ্রভাবে সর্ব্বত্র সমদর্শিতার আবির্ভাব ও সমুদায় কল্পনার পরিহার হইয়াছে। পূর্ব্বে যে তৃষ্ণাপাশে বদ্ধ ছিলাম, অধুনা, তাহা ছিন্ন হইয়া, মন অতিমাত্র প্রফুল্ল হইয়াছে। বিলক্ষণ বোধ হইতেছে আমি পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর আমার কোনপ্রকার হীনতা নাই। আর আমি সংসারের দাস নহি; শোক মোহে বশীভূত নহি। এখন আমার সমুদায়ই ইন্দ্রজাল ও অলীক বোধ হইয়াছে। আপনার অমৃতময় উপদেশ আকর্ণন করিয়াই, আমি এইরূপ পরমার্থপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য, আমার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইয়াছে। আমি যদিও এই পাপ পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছি; কিন্তু বোধ হইতেছে, যেন ব্রহ্মলোকে রহিয়াছি! আমি আর এখন অপার ভবার্ণবে মগ্ন নহি। এখন আত্মা দ্বারা আত্মাতে আমার সর্ব্বোৎকর্ষলাভ হইয়াছে। অতএব আমাকে নমস্কার। আপনার অনুগ্রহে আমার জীবন্মুক্তদশার আবিষ্কার হইয়াছে।

পঞ্চম সর্গ। মোহমাহাত্ম্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সর্ব্বলোকহিতকামনাবশংবদ হইয়া, পুনরায় তোমার বোধবৃদ্ধিজন্য পরমার্থ কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। অল্পপ্রবুদ্ধ পুরুষের ন্যায়, কদাচিৎ কিঞ্চিন্মাত্রও

দুঃখিত হইও না। দেখ, সংসারে যখন নিত্যপূর্ণ ও নিত্যানন্দ-রূপী পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, তখন ইহাতে শোক দুঃখের অবসর কোথায়? লোকে মোহবশে বিবশ ও অবশভা-বাপন্ন হইয়াই, দুঃখশোকে অভিভূত হয়। আত্মজ্ঞানবিহীন হইলেই, দেহাত্মভাবনা ও ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া, বিষম শত্রুর ন্যায়, আক্রমণ ও অভিভাব সাধন করে এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে, সত্যস্থিতি সুহৃদের ন্যায় রক্ষা করিয়া থাকে। ব্যবহার-যোগ্য ভোগ্য বস্তুমাত্রেই দোষাক্রান্ত, এইপ্রকার জ্ঞানে যিনি তাহার প্রশংসাবাদ একবারেই বিনিবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বথা পরিহার করেন; তাঁহাকে কখন ক্লেশ পাইতে হয় না। আমি বারবার বলিয়াছি, পিতমাতা বা পুত্রকলত্র প্রভৃতি প্রীতির পরমপাত্র পদার্থ সকল কখনই সুখের নহে। মোহের চক্ষুতেই ঐরূপ সুখের বলিয়া বোধ হয়। নিকটে থাকিলে, বস্তুর একভাব দেখা যায়, এবং দূরে থাকিলে, আর একভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ, মোহের চক্ষু যেপ্রকার দর্শন করে, বিজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার অন্যথাদর্শন সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, মোহ অন্ধ-কার ও বিজ্ঞান আলোকস্বরূপ। অন্ধকারে যেমন বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপ পরিদৃশ্য হয় না; মোহবশে অভিভূত হইলে, তদ্রূপ বিষয়ের দোষদর্শন হয় না। বিজ্ঞানই তৎসমস্ত দোষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরলোকপদবী পরিষ্করণ করে।

আলোক অন্ধকারের ন্যায়, আত্মা ও দেহ পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্। কেননা, আত্মা সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বথা নির্লিপ্ত এবং অস্তোদয়পরিশূন্য। কিন্তু দেহ জড়, অজ্ঞ, অতি জঘন্য ও নশ্বর ভাবাপন্ন। পুনশ্চ, আত্মা অসঙ্গ-সূক্ষ্মস্বরূপ এবং দেহ স্থূল। অতএব পরস্পরের সঙ্গতি কোন রূপেই সম্ভব নহে। জল কখন অগ্নি হয় না, ছায়া কখন আতপ নহে এবং জ্ঞান কখনও অজ্ঞান হইতে পারে না; সেইরূপ আত্মা কখন দেহ নহে। দিন ও রাত্রি এই উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপ? জল ও পদ্মপত্রের

সংযোগ কোথায়? আকাশ ও নীলপীতাদি বর্ণেরই বা পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সেইরূপ, পরমপবিত্রস্বরূপ আত্মা কখন জরামরণসুখদুঃখাদি বিবিধ ভাবাভাবে সর্ব্বদাই উপদ্রুত দেহের সহিত সম্বন্ধ নহে। অজ্ঞানপ্রযুক্তই ঐরূপ কল্পিত হয়। জলে তরঙ্গের ন্যায়, একমাত্র ব্রহ্মেই আত্মার ঐকান্তিক স্থিতি।

আধারাদির স্পন্দন হইলে, সূর্য্যাদি যেমন স্পন্দিত না হইয়া, তাহার প্রতিবিম্বাদিরই স্পন্দন হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহের কোনরূপ বিকারেই আত্মার বিকারযোগভোগ হয় না। বৎস! যাঁহারা সম্যগ্দৃষ্টিসহায়ে বস্তুসকলের প্রকৃতস্বরূপ পরিদর্শন করেন, তাঁহারা আত্মার সহিত দেহের সম্পূর্ণ বিভিন্নভাব সুস্পষ্ট প্রতীত করিয়া থাকেন। প্রদীপের প্রকাশে যেমন আলোক প্রতিষ্ঠিত ও অন্ধকার বিদূরিত হয়, আত্মজ্ঞানের উদয়ে তেমন আত্মদর্শন সম্পন্ন ও দেহদর্শন বিপন্ন হইয়া থাকে। অসম্যগ্দর্শী জড়দেহে একমাত্র মোহেরই প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়! মূঢ়েরা আত্মার প্রকৃতমর্ম্ম পর্য্যালোচনা না করিয়া, বায়ুপ্রবাহে তৃণের ন্যায়, সংসারপ্রবাহে পরিচালিত হইয়া থাকে। কোনকালেই স্থিতিলাভে সমর্থ নহে। এইজন্য সুখভোগও কোন কালেই তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ঐরূপ ক্ষণবিধ্বংসী জড় দেহ স্বপ্নদৃশ বিনশ্বর বিষয়সুখ প্রাপ্ত হইলেই, পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। অথবা, যাহার যেপ্রকার প্রকৃতি, সে সেইপ্রকারেই অনুরক্ত হইয়া থাকে। শূকরের প্রকৃতি অতি জঘন্য; সেইজন্য সে বিষ্ঠাভক্ষণরূপ অতীব জঘন্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। বৎস! তুমি কখন আত্মজ্ঞানভ্রষ্ট ও তন্নিবন্ধন প্রকৃত সুখে বঞ্চিত হইয়া, অসার বিষয়রসপানে মত্ত হইও না। ঐরূপ মত্ত না হওয়াই প্রকৃত পুরুষত্ব। পুরুষত্ববিহীন লোকের কোন কালেই উদ্ধার নাই এবং ভদ্রস্থতারও কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। সকল দেহেই অবিনাশী সম্বিদ বিরাজমান আছে। একমাত্র অজ্ঞান বা

মোহবাহুল্য বশতই তাহার কৃপণতা বা অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, ঐরূপ মূঢ়দেহ হইতে যে ফল লাভ হয়, তাহা অরণ্যতরুর ফলের ন্যায়; তাহাতে যে বিশ্রাম, তাহা অতিমাত্র উত্তপ্ত প্রস্তরফলকে বিশ্রামের ন্যায়; তাহাতে যে সঙ্গম, তাহা স্থাণুসঙ্গমের ন্যায় এবং তাহাতে যে দান, তাহা ভস্মাহুতির ন্যায়, সর্ব্বথা অনিষ্ফল। এই রূপে মূঢ়দেহের কিছুই কিছু নহে। মূঢ়ের প্রসাদেই এই সংসার পরিচালিত হইতেছে। মূঢ়ের কখন সুখদুঃখের স্থিরতা নাই। সে অসার দেহ ও স্ত্রী প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া, কোন কালেই সুখলাভে ও দুঃখের উপশমসাধনে সমর্থ হয় না। পদ্মপত্রের জল যেমন চঞ্চল, তাহার সুখস্থিরও তদ্রূপ ক্ষণস্থায়িতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অনাত্মদেহাদিতে আত্মভাবনাপূর্ব্বক দুরাগ্রহ প্রকাশ করাই মূঢ়ের কার্য্য! সুতরাং অসদ্বোধময়ী মায়ার আতিশয্যপ্রযুক্ত মূঢ়ের সুখসম্ভাবনা এক কালেই তিরোহিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, এই মায়াবশে বুদ্ধির বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হওয়াতে, তাহারা অবস্তুকে বস্তু ও বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান করিয়া, পদেপদেই বিপন্ন ও অবসন্ন হয়। তাহাদের এই বিপদ ও অবসাদ কস্মিন কালেও পরিহার প্রদান করে না। তাহারা অমৃতেও বিষদর্শন ও ক্ষীর হইতেও ক্ষারচয়ন করে এবং আলোকেও অন্ধকার বোধ করিয়া, পদেপদেই বঞ্চিত ও পরিতপ্ত হইয়া থাকে। অথবা, এইপ্রকার বঞ্চনা ও পরিতাপ মূঢ়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম!

মনোরূপ মাতঙ্গের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলাস্বরূপ আশারূপ ভুজঙ্গিনী মূঢ়দিগের শরীররূপ শাল্মলীকোটরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক রাগদ্বেষাদিরূপ সর্পসকল প্রসব করে। অঙ্গনারূপ বিষলতা মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করিয়া, বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাদের হৃদয় দগ্ধমরুর ন্যায়। উহাতে দ্বেষরূপ দাবানল সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত। সরোবরে কমলের ন্যায়, উহাদের হৃদয়ে মাৎসর্য্যের উদয়সহকারে একমাত্র চিন্তারই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তাহারা মরণরূপ বাড়বানলে

জন্ম জন্ম দগ্ধ হয়। দুঃখরূপ কশাঘাতে পুনঃ পুনঃ আহত হয় এবং জরা, যৌবন ও বাল্যরূপ উপদ্রবে বারংবার উপদ্রুত হয়, শান্তি তাহাদের ত্রিসীমায় গমন করে না। এই জগৎ জীর্ণ ঘটীযন্ত্র; সংসৃতি ইহার রজ্জু। মূঢ়েরা ঐ রজ্জুতে দৃঢ়তর দ্ধ হইয়া, পুনঃ পুনঃ মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ মজ্জন ও উন্মজ্জনে যন্ত্রণার সীমা নাই।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই সংসারকে যেমন গোষ্পদের ন্যায়, সামান্য জ্ঞান করেন; মূঢ়েরা তদ্রূপ অগাধ মহাসাগরবৎ দর্শন করিয়া, অবসন্ন হইয়া থাকে। পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী যেমন অন্যত্র গমন করিতে অক্ষম, মূঢ়েরা তদ্রূপ সংসারসাগরের পারগমনে ক্ষমবান্ নহে। ভাবাভাব যাহার পরিবর্ত্তন ও এই দৃশ্যজাত যাহার নাভি, বিষয়রূপ পঙ্কমধ্যে নিপতিত সেই জন্মচক্রনেমির উদ্ধার সাধন করা মূঢ়দিগের কোনমতেই সাধ্যায়ত্ত নহে। রাগরূপ মৃগয়াব্যসননিরত মূঢ়রূপ ব্যাধগণ এই সংসাররূপ বহু-দরপ্রসারী কান্তার মধ্যে আপনার দেহকেই ইন্দ্রিয়রূপ শ্যেন-পক্ষীর আমিষপিণ্ডরূপে বিস্তৃত করিয়া থাকে।

অজ্ঞানই এই বহুবিচিত্র জগৎপরম্পরা সৃষ্টি করিয়াছে এবং অজ্ঞানই অনল্প-সংকল্প-সংকৃত কল্পনা জাল বিস্তার করিয়া, ইহাকে শতপাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কোন দিকে কোন রূপেই পরিহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ভূতরূপ বিহঙ্গম সকল সেই সুবিস্তৃত জালে জড়িত হইয়া, বার পর নাই ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে। জন্মপরম্পরা ঐ সংকল্পরূপ পাদপের পত্রপংক্তি, কর্ম্মজাল উহার চকোরসন্ততি, পুণ্য ও পাপ উহার ফল এবং বিভবশ্রী উহার মঞ্জরী। এই সংসাররূপ বনখণ্ডে ঐরূপ কোটি কোটি পাদপ কামিনীরূপ ওষধিলতায় জড়িত হইয়া, অজ্ঞানরূপ চন্দ্রিকাসম্পর্কে পরম শোভমান হয়। এই অজ্ঞানচন্দ্রিকা আশারূপ পীযুষ বর্ষণ করিয়া, হৃদয়রূপ চকোরের তৃপ্তি বিধান করে। ফলতঃ, এই আপাতমধুর বিনশ্বর জগতের

দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই অজ্ঞানবৃক্ষের ফল। অতএব তুমি বিবিধ অনর্থের হেতুভূত অজ্ঞান পাদপকে যত্ন সহকারে উন্মূলিত করিয়া, সুখ ও শান্তি লাভ কর।

ষষ্ঠ সর্গ। অজ্ঞানমাহাত্ম্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অজ্ঞান হইতে মনরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়া, কামরূপ মহাসাগর বিক্ষুব্ধ ও রমণীরূপ তরঙ্গমালা সমুত্তারিত করে। যে রমণীদেহে পূয়, শোণিত, ক্লেদ, মাংস, মূত্র ও পুরীষাদি ভিন্ন অন্য কিছু সার বস্তু নাই; সেই নারীদেহ এই অজ্ঞানবশেই কল্পলতা বা স্বর্ণপ্রতিমা বলিয়া কল্পিত ও তাহার আলিঙ্গন জন্য মন অতিমাত্র লালায়িত হইয়া থাকে। যাহা মাংসগ্রন্থি ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেই স্তনযুগল এই অজ্ঞান-বশেই কখন দাড়িম্বের সহিত, পদ্মকোরকের সহিত ও কখন বা অমৃতকলস বলিয়া, উপমিত ও পরম সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যাহা সিংহব্যাঘ্রাদির কবলের ন্যায়, অতীব ভয়ঙ্কর, ললনার সেই লোচনযুগল এই অজ্ঞানবশেই কমলের সমান কল্পনা করিয়া, মন অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ অনুভব করে। বলিতে কি, এই অজ্ঞানবশেই রমণীর বদনকে চন্দ্রবৎ ভাবনা করিয়া, নিতান্ত মত্তের ন্যায়, তাহাতে অমৃত আছে, এইরূপ জ্ঞানে দুরাচার অধম পুরুষেরা তাহার সম্ভোগজন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিহারেও প্রবৃত্ত হয়। সৌম্য! যে মুখ স্বভাবতঃ শ্লেষ্মার আগার, লালার অক্ষয় ভাণ্ড ও দুর্গন্ধের নিত্য আধার, সেই মুখে অমৃতের বাস, ইহা অজ্ঞান ভিন্ন ও মত্ততা ভিন্ন আর কিসের কল্পনা এইরূপ, অজ্ঞানই লোকের চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিয়া, রমণীর হৃদয়কে রাজা মদনের সিংহাসনবেদীরূপে প্রতিপাদন ও আনন্দ সমুৎপাদন করে। কিন্তু রাজা মদনই বা কোথায় আর তাহার বেদীই বা কোথায়? সমুদায়ই অজ্ঞানের অলীক

কল্পনামাত্র। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, কোকিল স্বভাবতঃ ধ্বনি করে এবং ভ্রমরেরা পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া থাকে। তদ্দর্শনে অসার ও পামর লোকে যে মত্ত ও উন্মত্ত হইয়া, ক্লেশ পরম্পরায় অভিভূত হয়, অজ্ঞানই তাহার কারণ। রমণীর অধরে বাস্তবিক সুধা নাই, বদনেও বাস্তবিক সুধা নাই, দৃষ্টিতেও সুধা নাই, বাক্যেও বাস্তবিক সুধা নাই। ফলতঃ, অমৃতের কথা দূরে থাক, তাহার কিছুতেই কিছু নাই। আমি বারংবার বলিয়াছি, কেবল তাহার দেহে তোমার আমার ন্যায়, মেদ, মজ্জা, মাংস ও ক্লেদ প্রভৃতি অসার দ্রব্যসম্ভারই আছে। একমাত্র অজ্ঞানই তাহার সর্ব্বত্র ঐরূপ সুধাকল্পনা করিয়াছে। যাহারা বলিয়া থাকে, স্ত্রীলোক স্বর্গের সামগ্রী, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং সাক্ষাৎ অমৃতের রাশি, তাহারা সকলেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে গাঢ়তর আচ্ছন্ন। জ্ঞানের চক্ষুতে অবলোকন কর, স্ত্রীজাতির কিছুই ভাল দেখিতে পাইবে না; যাহাকে অমৃত বলিয়া অনুভব করিতেছ, তাহাই দারুণ হলাহল দেখিয়া, প্রাণভয়ে শঙ্কিত হইতে হইবে।

অহো, কি দুর্ব্বুদ্ধিতা! যে লক্ষ্মী, বেশ্যার ন্যায়, ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া, যাহাকে তাহাকে আশ্রয় করে, যাহাতে মাধুর্য্যের লেশমাত্র নাই এবং যাহা বিবাদ বিসম্বাদের আস্পদ, লোকসকল সেই দুরাচারিণী লক্ষ্মীরই প্রাপ্তিজন্য স্বতঃ পরতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। এই অজ্ঞান, কুজ্ঝটিকার ন্যায়, লোকের দৃষ্টিমার্গ রোধ করিয়া, তাহাকে সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখে নিপতিত করিয়া, মায়াজীবির পুত্তলিকার ন্যায়, তাহাকে আপনার ক্রীড়ার সাধন ও তাহার শান্তি হরণ করে। সমুদায় জীবলোক যে মহা বিপন্নের ন্যায়, সর্ব্বদাই ব্যস্তভাবাপন্ন, অজ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ। অনঘ! এই মোহমিহিকা, বর্ষাকালীন যমুনার ন্যায়, নিরতিশয় শ্যামল হইয়া, হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিলে, লোকে তৎপ্রভাবে অন্ধ

হইয়া, বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এই আপাতসুখপ্রদ; পরিণামপরিতাপক বিষয়বাগই জন্মরূপ রসলতার রসস্বরূপ।

ঐ দেখ, পবন যেমন রেণুরাশি হরণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হয় স্বকর্ম্ম তদ্রূপ বিবেকদৃষ্টি হরণ করিয়া, লোকদিগকে অধঃপতিত করিয়া, সংসারপথে বিচরণ করিতেছে। অজ্ঞানই ইহার কারণ। লোকে যে বুদ্ধিদোষে ও কর্ম্মদোষে বিবিধ আধি ব্যাধিতে জর্জ্জরিত ও অবসাদিত হইয়া, অতি কষ্টে দুর্ভর জীবনভার গর্দ্দভের ন্যায় বহন করে; সুখের বা শান্তির লেশমাত্রও প্রাপ্ত হয় না। অজ্ঞানই তাহার কারণ। এই অজ্ঞান তাহাকে দৃষ্টিসত্তেও অন্ধ করে, শ্রুতি সত্ত্বেও বধির করে, হস্তপদ সত্ত্বেও অবসন্ন করে এবং প্রাণ সত্ত্বেও নিৰ্জীব করে। যেখানে কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই, অজ্ঞান সেখানেও নানাপ্রকার ভয়ের কল্পনা করে। ভূত, প্রেত ও বেতাল প্রভৃতি অজ্ঞান হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে এই কারণে মূঢ়গণ যে কোনকালেই সুখ লাভেও সমর্থ হয় না, তাহা সকলেই জানে।

বৎস। তুমি বিবেক রূপ অসি সংগ্রহ করিয়া; এই অজ্ঞানপাশ ছেদন কর। তাহা হইলে, মুক্তিমার্গ তোমার আয়ত্ত ও অধিগত হইবে। যেখানে অজ্ঞান, সেইখানেই বন্ধন। অজ্ঞান আত্মীয়দিগকেও শত্রু করে। পণ্ডিতেরা বিষের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। বিষপানে যেমন লোকে চেতনা শূন্য হয়, অজ্ঞানের আবির্ভাবেও তেমন চেতনা লুপ্ত হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান আত্মারূপ কল্পবৃক্ষের দাবানল ও কঠোর কুঠারস্বরূপ। ইহার আবির্ভাব হইলে, কলেবর মরুর ন্যায় ও অন্তঃকরণ ঊষর ভূমির ন্যায়, নিতান্ত শোচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তখন আর তাহাতে বস্তু থাকে না, সত্ত্ব থাকে না।

সপ্তম সর্গ অজ্ঞানমাহাত্ম্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! আমি পুনরায় অজ্ঞানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। জীবগণ যে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া, দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করে, মোহই তাহার কারণ। বিবেকরূপ চন্দ্রের উদয় না হইলে, তমস্বিনী মোহ যামিনীর প্রভাত হয় না, উহাতে চিন্তারূপ পিশাচী নানাপ্রকারে উপদ্রব করিয়া, বিচরণ করে। ঐ দেখ, দরিদ্রতা, সুদৃঢ় শাল্মলীর ন্যায়, দুঃখশোকরূপ গ্রন্থিপরম্পরা সমাচ্ছন্ন, ক্লেশরূপ কণ্টকসহস্রে সমাকীর্ণ ও সংকটরূপ শতশাখায় বেষ্টিত হইয়া, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। মোহই ইহার ঐরূপ বৃদ্ধির হেতু। ঐ দেখ, লোভরূপ উলূক চিত্তরূপ চৈত্যবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, মায়ারূপ কৃষ্ণ রজনীতে অজ্ঞানসহায়ে বিচরণ করিতেছে। এইরূপ অজ্ঞানঘটিত শত শত ভয়াবহ ঘটনা সংসারে অসুলভ বা বিরলপ্রচারিণী নহে। ঐ দেখ আশারূপ তন্তুতে বদ্ধদেহ জীবরূপ জীর্ণপক্ষিণী বাসনারূপ শলাকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ইন্দ্রিয়রূপ পিঞ্জরে রুদ্ধ রহিয়াছে। জরারূপ সুজীর্ণ মার্জ্জারী কপোলতল আশ্রয় করিয়া, লোকের যৌবনরূপ আতুর প্রাণ সংহার করিতেছে। এই সংসাররূপ সুবিস্তৃত সরোবরে শরীররূপ পদ্ম আশ্রয় করিয়া, প্রাণরূপ মধুকরগণ চিৎরূপ রসপান পুরঃসর অনবরত বিচাররূপ তরুকে আন্দোলিত করিয়া, সঞ্চরণ করিতেছে। সুররূপ সারসপক্ষী সকল স্বর্গরূপ সরোবরে অমৃতরূপ জল পান করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই অজ্ঞানবিজৃম্ভিত।

অজ্ঞানবশতই বিবিধ কাব্যক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। বাসনা এই ক্রিয়ার তন্তু স্বরূপ। কৃতান্তরূপ শঠ বৃদ্ধ গৃধ্র সৃষ্টিরূপ শফরীকে যে ভক্ষণ করে, তাহাও অজ্ঞানের কার্য্য। জগতের এই বৈচিত্র্য, ফেণপুঞ্জের ন্যায়, ক্ষণভঙ্গুর। কাল, কুম্ভকারের ন্যায়, ঐশ্বর্য্যরূপ শরাবসমূহ সৃষ্টি করিয়া, বিচরণ করিতেছে। যুগরূপ

অনল এই জগজ্জালকে দগ্ধ করিয়া থাকে। এই জাগতীস্থিতি সীমা নাই। ইহা শত শত সুখ দুঃখ দশার সহিত নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাবৎ অজ্ঞানের ক্ষয় না হয়, তাবৎ কোনমতেই বাসনার ক্ষয় হয় না, ভূতগণ ধূলির ন্যায়, নিয়তিরূপ বাত্যার সহিত কালরূপ ব্যালের গলান্তরে যে প্রবেশ করে, তাহাও অজ্ঞানবশতঃ। পদার্থ সকল স্ব স্ব ক্ষণভঙ্গুর ফলের সহিত এই অজ্ঞানবশতই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং অজ্ঞানবশেই বিবিধ বাসনা হইতে প্রাদুর্ভূত ও বিচলিত হইয়া, সংসারক্ষেত্রে বিরাজমান হয়। কৃতান্ত যে ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায়, ভূতরূপ মুক্তাজালমণ্ডিত জগৎরূপ হস্তীকে বিনাশ করে, তাহাও অজ্ঞানবশতঃ।

বিধাতা, চিত্রকারের ন্যায়, ইন্দ্রিয়রূপ রঞ্জন দ্বারা চিৎরূপ ভিত্তিতে সংসাররূপ যে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাও অজ্ঞানবশতঃ। স্থাবরেরা জড়ের ন্যায়, এই চিত্রপটে বিরাজমান হইতেছে। অন্তরে ইহাদের বিবিধ কাল কল্পনা প্রস্ফুরিত হইতেছে। এই সকল কল্পনাই উৎপত্তির হেতু ও বিবিধ পরিবর্ত্তের কারণ। জঙ্গমগণ বিবিধ ভাবাভাব, ভয়, রাগ, দ্বেষ, জরা, শ্রী ও রোগশোকে জর্জ্জরিত হইয়া, চিত্তপটে অবস্থান করিতেছে এবং যাবজ্জীবন স্ব স্ব দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ বিবিধ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, নিয়তি কর্ত্তৃক নিযন্ত্রিত হইতেছে। কাল, সর্পের ন্যায়, ক্ষণমধ্যেই কীটের ন্যায় ঐ সকলকে ধ্বংস করিয়া থাকে। স্থাবরেরা মনুষ্য, পক্ষী ও সর্পাদি কর্ত্তৃক নিপীড়িত এবং শীতবাতাদিতে নিযন্ত্রিত হইয়াও, যথাকালে ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতেছে। প্রাণিগণ ত্রৈলোক্যরূপ পদ্মকোটরে ভ্রমরের ন্যায়, ঘুনঘুন ধ্বনি করিতেছে। কাল, কালীর সহিত প্রাণীদিগকে আবির্ভূত ও তিরোভূত করিয়া, বিহার করিতেছে। ত্রিলোকীরূপ বৃদ্ধা রমণী তিমিররূপ সুনীল কবরী, চন্দ্রসূর্য্যরূপ বিলোল লোচন, তারকারূপ দশনপংক্তি, সমুদ্ররূপ মুক্তামালা, এবং আকাশ

রূপ অম্বর ধারণ, বিস্তারণ ও প্রকটন করিয়া, বারংবার জাত ও উপরত হইতেছে। এ সমস্তই অজ্ঞানের ঘটনা। প্রতি কল্পেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। পুনশ্চ, প্রাণিরূপ কাকপক্ষী সকল কাল-রূপ তালবৃক্ষ হইতে যে পুনঃ পুনঃ উৎপতিত হয়, ইহাও অজ্ঞানের কার্য্য। বৎস! যাঁহাদের উন্মেষে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও নিমেষে প্রলয় হইতে থাকে, সেই বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবনায়কগণ কে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার নির্ণয় নাই। যাঁহার নিমেষে ঐ সকল দেবতার আবির্ভাব, সেই একমাত্র দেবাদিদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার শক্তি বিচিত্র! এইরূপে অজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে। জন্ম, জরা, যৌবন মৃত্যু বাল্য, বার্দ্ধক্য, সম্পদ, বিপদ্ তাপ উপতাপ ইত্যাদি সমস্তই অজ্ঞান তিমিরের বিভূতিমাত্র।

অষ্টম সর্গ (অবিদ্যা)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! অবিদ্যার স্বরূপ কি এবং কি রূপেই বা ইহার প্রচার হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড অবিদ্যার শরীর পর্ব্বত সকল ইহার পর্ব্ব, ত্রিলোক ইহার ত্বক্ এবং জ্ঞান, অজ্ঞান, ভাবাভাব, সুখদুঃখ ইহার বৃন্ত, মূল ও ফল। তন্মধ্যে সুখ হইতে যে অবিদ্যার উদ্ভব হয়, তাহা সুখসমুদ্‌ভাবন করে; দুঃখ হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহা দুঃখ প্রসব করে; অজ্ঞান হইতে যে অবিদ্যার উদ্ভব, তাহা অজ্ঞান উৎপাদন করে এবং জ্ঞান হইতে যে অবিদ্যার জন্ম, তাহা জ্ঞান প্রসব করিয়া থাকে। দিবস ই অবিদ্যালতার পুষ্প, বাসনা ইহার সৌরভ এবং রাত্রি ইহার মরী। ভূত সকল অবিরত ইহা হইতেই জাত ও উপরত হই-

তেছে। কর্ম্মরূপ বায়ু সর্ব্বদাই ইহাকে অন্দোলিত করিতেছে। বিবিধ দুর্ব্বাসনা ইহার পরাগ। বিচারবলে ঐ পরাগরাশি বিস্খলিত হইয়া থাকে। বিচারবিরহিত হইলেই, বিষয়রূপ পাদপের আলিঙ্গনে ইহার অতিমাত্র বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। তখন মিত্রাদিরূপ প্রবাল ও পুত্রপৌত্রাদিরূপ অঙ্কুরপরম্পরা সমুদ্গত হইয়া থাকে। জন্ম ঐ লতার পর্ব্ব। দুঃখশোকাদি সর্পের ন্যায়, উহাতে বিনাশরূপ গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। বিষয় উহার রস। একমাত্র বিচাররূপ ঘুণদ্বারাই উহার বিনাশ হয়। চন্দ্রসূর্য্যাদি নবগ্রহ উহার কুসুমস্তোম। আলোক উহার রজঃ। মন উহার পরিচালক মাতঙ্গ। সংকল্পসকল ইহাতে কোকিলের ন্যায়, বিরাজ করে। ইন্দ্রিয়সকল সর্পের ন্যায়, উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তৃষ্ণা উহার ত্বক্। দ্যুলোক ও ভূলোক উহার বেদি। সপ্তসমুদ্র উহার আলবাল। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডেই উহার মূলবিস্তৃত। রমণীসকল উহার পুষ্পগুচ্ছ, জনগণ উহার ভ্রমর; কুকর্ম্মসকল অজাগরের ন্যায়, উহাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। জীবগণের বিবিধ জীবনোপায় উহার ফল। বিবিধ বিষয়বাসনা ইহার সদ্‌গন্ধ, নানাপ্রকার মদ উহার কুসুম। বিবেকী ও অবিবেকীভেদে ইহা নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ফলকুসুম প্রসব করে। ইহা কোথাও জাত, কোথাও জায়মান, কোথাও মৃত, কোথাও ম্রিয়মাণ, কোথাও খণ্ডিত ও কোথাও অখণ্ডিত হইয়া, নানা স্থানে নানারূপে বিলসিত হইতেছে। ইহা কতবার জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে। ইহা সত্যমিথ্যা উভয় স্বরূপেই বিরাজ করে। ইহা নিত্য জন্মিতেছে, নিত্য মরিতেছে এবং নিত্য তরুণদশা ভোগ করিতেছে। ইহা ভাস্কর বিষলতার ন্যায় লোকদিগকে মূর্চ্ছিত ও জাগরিত করে। প্রাজ্ঞগণই কেবল পরিহার প্রাপ্ত হন। ইহা অজ্ঞের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া, এই তুমি এই আমি, ইত্যাকার নানাপ্রকার ভ্রমজাল বিস্তার করে। ইহা স্থূলভেদে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কৃমি, কী

ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বেশে বিরাজমান হয়। ফলতঃ কি তৃণ কি পর্ব্বত, কি রুদ্রাদি দেবগণ, দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই অবিদ্যা জানিবে। অবিদ্যার ক্ষয় হইলেই, আত্মলাভ ও মোক্ষলাভ সংঘটিত হয়।

নবম সর্গ। (অবিদ্যা নিরাকরণ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! বেদে যাঁহাদিগকে বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, সকলের ঈশ্বর, সর্ব্ববিদ্যার নায়ক ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ইত্যাদি বাক্যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, আপনি সেই হরিহরাদিকে অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, ইহাতে আমার ভ্রম যেন স্বকীয় আকারে সমুত্থিত হইল। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রম নিরাকৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! যিনি নির্ব্বিকার ও শান্তস্বরূপ; যিনি মায়াময় ও সর্ব্বস্বরূপ, যিনি স্বপ্রকাশ ও সর্ব্ববিকল্পবিরহিত, সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন আর কেহই নাই বা হয় নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ভিন্ন কিছুই ছিল না। সেই ব্রহ্ম হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও মধ্য এই ত্রিবিধস্বরূপে বিরাজমান কল্পনারূপিণী কলা প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ কলার নাম মন। উহা অবস্থাভেদে তিনপ্রকার; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ইহাকেই প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতিই অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যাই জন্তুগণের উদ্ভবক্ষেত্র এবং ইহার পারেই পরমপদ।

বৎস! অবিদ্যায় উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের নামগুণ। যথা, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ। এই রূপগুণভেদে অবিদ্যা ত্রয় অংশে বিভক্ত। দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই অবিদ্যার গুণভেদ মাত্র। অবিদ্যার সাত্ত্বিক অংশে হরিহরাদি দেবগণ, রজোংশে মুনি ও ঋষিগণ এবং তমোংশে বিদ্যাধর ও নাগগণ সমুদ্ভূত হইয়াছে।

তন্মধ্যে হরি, হর ও ব্রহ্মা অবিদ্যাচরণ বিনির্ম্মুক্ত এবং স্বাভাবিক বিদ্যাবলে স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে ইঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব। অবিদ্যার প্রকৃত ভাবস্বরূপ সাত্ত্বিক অংশ অবগত হইলে পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়।

এইরূপে অবিদ্যার সাত্ত্বিক ভাগই বিদ্যারূপে পরিণত হয়। বীজও কালক্রমে ফল ফলও বীজ হইয়া থাকে। বিদ্যা ও অবিদ্যার কোনরূপ প্রভেদ নাই। জল ও বুদ্বুদ যেমন একই পদার্থ, অবিদ্যা ও বিদ্যাও তদ্রূপ ভাবাপন্ন। বিদ্যা ও অবিদ্যার ত্যাগ হইলে, যে চিন্মাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে, তুমি তাহাতে অবস্থিতি কর। বিদ্যা ও অবিদ্যা সমুদায়ই কল্পনামাত্র এবং মিথ্যা। একমাত্র সদসদ্ভাবসম্পন্ন চিন্মাত্র পদই সত্য। সেই চিন্মাত্রকে না জানার নাম অবিদ্যা। চিন্মাত্র বিদিত হইলেই, অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অবিদ্যার ক্ষয় হইলে, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় কল্পনাই বিদলিত ও অব্যক্ত পূর্ণস্বরূপ অবশিষ্ট হন। অবিদ্যার লয় হইলে, সৎ অসৎ সমুদায়ই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ক্ষুদ্র বীজে বৃক্ষ যেমন, সূর্য্যকান্তে অগ্নি যেমন, ক্ষীরে ঘৃত যেমন, অনলে স্ফুলিঙ্গ যেমন এবং সূর্য্যে আলোক যেমন, পরমানন্দপূর্ণ ব্রহ্মে চিৎ তেমন জগৎরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মই সকলের আশ্রয় ও চরমগতি সাগর যেমন তরঙ্গমালায় ও মণি যেমন প্রভাপটলের আধার, ব্রহ্ম তেমনি চিত্তসত্তার কোষ স্বরূপ। তিনি অবস্তু হইলেও বস্তুস্বরূপ এবং বাহ্যে ও অন্তরে সর্ব্বস্বরূপে বিরাজমান হইতেছেন। তিনি অকর্ত্তা হইলেও জগৎস্থিতির কর্ত্তা। যেমন জড়পিণ্ড লৌহ অয়স্কান্তের সান্নিধ্যমাত্রে এই অচিন্ময় জগৎ চিন্ময়রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। সেই ব্রহ্মই জগতের বীজ। তাহাতে কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। অথচ তিনি সকল বস্তুরই অধিশ্রয়।

দশম সর্গ। (অবিদ্যাচিকিৎসা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! স্থাবর জঙ্গম কিছুই কিছু নহে। সমুদায়ই মিথ্যা। অতএব তুমি কোন্ বস্তুর কামনা করিবে? স্ত্রীপুত্রাদি রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়। অতএব আমরা কিরূপে তাহাদের মমতা করিব? স্বরূপ বিস্মৃত হইলেই, আত্মার জগদ্ভ্রম হয়। তখন তাহার বন্ধনদশার আবির্ভাব হইয়া থাকে। স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলেই, তাঁহার এই দশার ক্ষয় হয়। তুমি কদাচ স্বরূপ বিস্মৃত হইও না। ঐরূপ স্বরূপ বিস্মৃতির নাম অবিদ্যা। চিত্ত ভ্রান্ত হইলে, আপনার গতি স্থিতি প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা অবলোকন করে এবং আপনিই আপনাকে কোষকার কীটের ন্যায়, বদ্ধ করিয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, অজ্ঞান কিরূপে গাঢ় হইয়া, স্থাবরাদি রূপে আবির্ভূত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিৎ অবিদ্যাশ্রয়ে স্বস্বরূপ পরিহার করিলেই, স্থাবরাদি দেহ অবলম্বন করেন, তদবস্থায় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মানস প্রসারণ বিরহিত হইলে, তাঁহার মূক, অন্ধ ও জড়স্বভাব আবির্ভূত হয়। বিবেকের লয় বশতঃ তাঁহার লিঙ্গদেহ যেন সুপ্ত হইয়া থাকে। তখন আশক্তি বশতঃ বিবিধ দুঃখভোগ এবং মুক্তিলাভও দুর্ঘট হয়।

শ্রীরাম কহিলেন, কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যাপারবিরহিত হইলে, বাসনার ক্ষয় ও মনের লয়প্রযুক্ত আশু মুক্তি লাভ। অতএব আপনি চিত্তের তাদৃশী দশাকে কি জন্য মুক্তির পরিপন্থিনী নির্দ্দেশ করিলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মতিমন্! সত্তাসামান্যের বোধই যদি মোক্ষস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধিসহকারে আত্মতত্ত্বের বিচার করা কর্ত্তব্য। আত্মস্বরূপ বিদিত হইলে, যে বাসনার ক্ষয় হয়, ঐরূপ বাসনা ত্যাগই উৎকৃষ্ট ত্যাগ এবং উহাই পরম মোক্ষস্বরূপ।

আর্য্যগণের সহিত যত্নসহকৃত বিচার ও অধ্যাত্মশাস্ত্র সকল যথাযথ পর্য্যালোচনা করিয়া, প্রকৃত বস্তুর ভাবনা করিলে, যে সত্তাসামান্যের আবির্ভাব হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরব্রহ্ম বলেন। বীজে অঙ্কুরবৎ অন্তর্নিহিত মলিন বাসনাই পুনর্জ্জন্মের হেতু এবং সুষুপ্তি বলিয়া অভিহিত হয়। মৃত্তিকাতে ঘটের ন্যায় স্থাবরাদির অন্তরে এই বাসনা সন্নিহিত থাকে। ঐরূপ বাসনার সন্নিধানকে সুষুপ্তি বলে। সুষুপ্তি কখন সিদ্ধির নিমিত্ত নহে। নির্জ্জীব বাসনার আধার তুর্য্যপদই সিদ্ধির হেতু। বাসনা বীজ দগ্ধ করিয়া, সত্তাসামান্য প্রাপ্ত হইলে, সদেহ বিদেহ ব্যক্তিমাত্রই পুনর্জ্জন্মবিরহিত হয়।

বাসনাবীজরূপিণী চিৎ শক্তিই জলের তরলতা, কঠিনের কাঠিন্য, মলিনের মালিন্য ও খড়্গের ধার এবং সেই আত্মশক্তিই ঘটপটাদির তত্ত্বৎভাবস্বরূপ। এই চিৎ অসৎ হইলেও সৎ ও অবস্তু হইলেও সর্ব্বব্যাপিনী। ইহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলেই, নির্ব্বাণসুখ লাভ ও তদভাবে অনন্তদুঃখ সংঘটিত হইয়া থাকে। অবিদ্যাই জগৎপ্রসব ও অশেষভ্রম সমুৎপাদন করে। চিত্তের অদর্শনই অবিদ্যা। অবিদ্যার স্বরূপ পরিজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেই, উহার লয় হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা অবিদ্যার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অজ্ঞান হইতেই অবিদ্যার জন্ম। সমস্ত দৃশ্য মার্জ্জন হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিদ্যা, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরম উপাদেয় এবং তাহাই মুক্তপদ। দৃশ্যমান বস্তু-মাত্রেই ব্রহ্ম, অবিদ্যার সদ্ভাব বা অস্তিত্ব কোথায়? সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনাই বিদ্যা এবং তদভাবই অবিদ্যা। সংসারের যাহা কিছু, তৎসমস্তই ব্রহ্ম। এইপ্রকার নিশ্চয়ের নাম বিদ্যা।

একাদশ সর্গ। জীবন্মুক্ত যোগ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অজ্ঞান অতি বলবান্। অভ্যাস ভিন্ন কোন বস্তুই আয়ত্ত হয় না। অতএব যাহা বলিলাম, তোমার বোধবৃদ্ধির জন্য বারংবার তাহাই বলিতেছি, অবধান কর। অজ্ঞান ও অবিদ্যা নামমাত্রে ভিন্ন। এই অজ্ঞান হইতেই সহস্র সহস্র জন্মান্তর আবর্ত্তিত হয়। আত্মার ক্ষয় না হইলে, পুনর্জ্জন্মের লোপ হয় না।

মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় না হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। অতএব তুমি মনকে আশু ছেদন কর এবং মহারাজ জনকের ন্যায়, জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া, বিহার কর। বৎস! মহারাজ জনকের অন্তরে যে নিশ্চয় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; বিষ্ণু যে নিশ্চয় প্রভাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াও, সুখদুঃখ পরিহার করেন এবং দেবাদিদেব রুদ্রও যে নিশ্চয়বলে সুখদুঃখের অতিক্রম করিয়াছেন, তোমার অন্তরে সেই নিশ্চয় সমুদিত হউক। ব্রহ্মা যে নিশ্চয়বলে নীরোগ ও বীত-শোক হইয়াছেন এবং বৃহস্পতি, শুক্র, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, পুলস্ত্য, নারদ, অঙ্গিরা, প্রচেতা, ভৃগু, ক্রতু, শুক, আমি, অন্যান্য ব্রহ্মর্ষি; দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের অন্তরে যে সুখদুঃখবিনাশী নিশ্চয় বিকশিত হইয়াছে, তোমার অন্তরে সেই নিশ্চয় দৃঢ়ীভূত হউক।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! সেই নিশ্চয় কি, সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শ্রবণ কর। সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই ব্রহ্ম। তদ্বিষয়ে তুমি আমি অন্যান্য ভূতগণ ব্রহ্ম; আমার শক্র, মিত্র ও বান্ধবপক্ষীয়গণও ব্রহ্ম এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল-ত্রয়ও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই এবং কিছুই কিছু নহে। সমুদ্র যেরূপ তরঙ্গ ও প্রবাহাদিরূপে স্বয়ং বর্দ্ধিত হয়, ব্রহ্ম তদ্রূপ বিবিধ পদার্থরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মই ব্রহ্মের গৃহীতা ও ভোক্তা। ব্রহ্মই ব্রহ্মে ব্রহ্মশক্তি দ্বারা প্রকাশিত

হন! অতএব ব্রহ্ম যদি শত্রুরূপে সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমার বিপক্ষতা করেন, তাহাতে আমার রাগবিরাগাদির প্রমাণ কোথায়? সমুদায় ব্যাপারই যখন ব্রহ্ম দ্বারা ক্রমে প্রকটিত হইতেছে এবং ব্রহ্মই যখন সর্ব্বস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন সুখ দুঃখেরই বা অবসর কোথায়? ঘট ব্রহ্ম, পট ব্রহ্ম এবং আমিও ব্রহ্ম। অতএব ভেদকল্পনা করিয়া, রাগবিরাগ প্রকাশের সম্ভাবনা কোথায়? দেহও যখন ব্রহ্মসঙ্গত, তখন আর মরণে দুঃখ কি? জল ও তরঙ্গে যেমন প্রভেদ নাই ব্রহ্ম এবং তত্ত্ব ও সত্ত্বমর্য্যাদাদিতেও তদ্রূপ কোনরূপ ভিন্নভাব নাই। তরঙ্গের বিনাশে যেমন জলের বিনাশ হয় না তদ্রূপ দেহরূপব্রহ্মের বিনাশহইলে, ব্রহ্মের কিছুই বিনষ্ট হয় না।

যাহার যে প্রকার প্রকৃতি, সে সকলকে তদ্রূপই অবলোকন করে। ইহা সজীব, ইহা নির্জীব, এইপ্রকার মোহ অজ্ঞানের পক্ষেই শোভা পায়, আত্মজ্ঞানীর কখনও সম্ভব নহে। অজ্ঞানীরা সংসারকে দুঃখময় দর্শন করে। কিন্তু জ্ঞানের নিকট ইহা পরমানন্দময় প্রতীত হয়। কেননা, তাঁহারা সুস্পষ্ট অনুভব ও প্রত্যক্ষও করেন যে, পরমানন্দময় ব্রহ্মই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। অতএব ইহার দুঃখপ্রসঙ্গে সম্ভাবনা কোথায়? অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এই উভয়ে যে প্রভেদ, প্রাজ্ঞ ও অনভিজ্ঞেও সেই প্রভেদ। অন্ধ যেমন সমুদায় অন্ধবৎ অপ্রতিভাত দর্শন করে, অজ্ঞানীও তদ্রূপ প্রতীত করিয়া থাকে। তাহার নিকট কোন বিষয়েরই স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। সে কূপমণ্ডুকের ন্যায় চিরকালই যেন অন্ধকারে বিচরণ করে।

এই জগৎ বিচিত্রভাবাপন্ন হইলেও, প্রাজ্ঞের নিকট একাত্মক প্রতীয়মান হয়। কিন্তু শিশুবুদ্ধি অজ্ঞেরা ইহার অনেকত্ব দর্শন ও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া, পদে পদে অবসন্ন ও শোক মোহে অভিপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানী যেমন নিত্য সন্তোষ

ভোগ করেন; অজ্ঞানীর অদৃষ্টে কখনও তদ্রূপ ঘটনা সম্ভব নহে। বৎস! সমুদায়ই যখন একমাত্রব্রহ্ম, তখন কেহই মৃত বা জীবিত নহে। স্ফটিকাংশু যেমন বিবিধ প্রতিবিম্বের সহিত প্রস্ফুরিত হয়, ব্রহ্ম তদ্রূপ জগৎ-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তরঙ্গের লয় হইলে, যেমন জলের হ্রাস হয় না; দেহাদির লয় হইলে, তেমন ব্রহ্মেরও কিছুই হানি হয় না। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন কিছুই নহে; দেহাদিও তদ্রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহে; বুদ্বুদ, লহরী, ফেণ, তরঙ্গ সমুদায়ই যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে; তদ্রূপ ঘটপটাদিময় এই বিবিধ বিশ্বরচনাও একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ। মূঢ়েরাই অনর্থক দ্বিত্ব কল্পনা করে। মন, বুদ্ধি, অহংকার, রূপ রসাদি পঞ্চতন্মাত্র, বাক্‌পাণি পাদাদি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং নাসিকা জিহ্বাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্তই ব্রহ্ম। সুখ দুঃখাদির নামমাত্রও নাই। উহা মূঢ়েরই কল্পনা। একমাত্র শব্দ যেমন পর্ব্বতাদিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, একমাত্র ব্রহ্মও তদ্রূপ বহুবিধ নামদ্বারা বহুরূপে আত্মাতে বিলসিত হইতেছেন।

ব্রহ্ম সকলের অজ্ঞাতেই জগদ্রূপে আবির্ভূত ও প্রকাশিত হন। তাঁহাকে সৎস্বরূপে ভাবনা না করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখ সুবর্ণকে মৃত্তিকা মনে করিলে, সুবর্ণের মৃত্তিকা স্বরূপই প্রতীত ও প্রকৃতস্বরূপের অপ্রকাশ হইয়া থাকে। আত্মাকে, অন্ধকার ভাবিলে, বিপরীত ফল লাভ হয়। এইজন্য ব্রহ্মবিৎ ধীরগণ ব্রহ্মকে স্বস্বরূপে ভাবনা করেন। মূঢ়েরা বিপরীত ভাবিয়া, বিপরীতগতি লাভ করে। জগদ্‌ভ্রম দূর না হইলে, কখনও ব্রহ্মস্বরূপ প্রকটিত হয় না। কেননা, তুমি যাবৎ স্বর্ণকে মৃত্তিকা ভাবিবে, তাবৎ স্বর্ণের প্রকৃতস্বরূপ কিরূপে অবগত হইবে? মহাত্মাগণ ইহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন, যে, ব্রহ্ম অকর্ম্ম, অকর্ত্তা, অকরণ, তাঁহাকে যাবৎ জানা না যায়, তাবৎ

অজ্ঞানস্বরূপেই দৃশ্যমান হইয়া থাকে। মুক্তিও সুদূরপরাহত হয়। বন্ধুকেও বন্ধু বলিয়া না জানিলে, তাঁহার বন্ধুত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না।

সৌম্য! এই জগৎ অত্যন্ত অযুক্ত ও বিরস, এইপ্রকার ভাবনার নাম ব্রহ্ম ভাবনা। এই ব্রহ্মভাবনার আবির্ভাব হইলেই, অচিরাৎ উল্লিখিত অযুক্ত বিরসভোগ্য পদার্থ পরিহারপুরঃসর আত্মার মুক্তিপথ আবিষ্কৃত হয়। দ্বৈতমাত্রেই মিথ্যা, এইপ্রকার ভাবনার সঞ্চয় হইলেও, আত্মার মালিন্য দূর হয়। আমি এই শয়নকার্য্যময়দেহ নহি, এই প্রকার ভাবনার আবির্ভাব হইলেও, আত্মার মুক্তিমার্গ প্রকাশিত হয়। আমি ব্রহ্ম, এইপ্রকার ভাবনার আবিষ্কার হইলেও, আত্মার মালিন্য দূর হয়। তুমি আমি ইত্যাদি ভেদজ্ঞানের পরিহার হইলে, সকল বস্তুরই ব্রহ্মস্বরূপতা পরিজ্ঞাত হয়; তখন দুঃখ, বাসনা, মোহ, কর্ম্ম ইত্যাদি কিছুই থাকে না। তখন সর্ব্বত্র সমদর্শী শোকহীন, স্বস্থ, সর্ব্বকলঙ্কবিরহিত ও নিরাময় ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে পারা যায়। তখন বাসনা বা পরিত্যাগ, কিছুই থাকে না। তখন আমিই স্বর্গ, আমিই পৃথিবী, আমিই দেহ, আমিই চিৎ, আমিই আকাশ ও আমিই সূর্য্য, এইপ্রকার অবস্থার উদয় হয়। তখন আমিই তৃণ, আমিই ব্রহ্ম, আমিই জগৎ ও আমিই ব্রহ্মস্বরূপ [illegible] হইয়া থাকি। তখন ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে সমুদায় ভূতশক্তি অবস্থিতি করে। তখন আমিই ব্রহ্মরসাত্মা হইয়া, অঙ্কুরাদির উৎপাদন করি এবং যাহাতে সকল বস্তুর লয়, স্থিতি, উৎপত্তি এবং সকলবস্তু হইতে যাহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়, আমিই সেই একাত্মা ব্রহ্মরূপে বিরাজ করি। তখন সুস্পষ্ট জানিতে পারি, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তি, সৎস্বরূপ, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, চিদাত্মা, পরম বস্তু, সত্য ঋত ও জ্ঞস্বরূপ। তাঁহাকে জানিলে, তাঁহারই স্বরূপ ও শোকদুঃখাদি বিমুখ হওয়া যায়।

আমিই মন বুদ্ধি কল্পনাদির অতীত অনাময় চিদ্‌ব্রহ্ম। আমিই শব্দাদি তাহাদের কারণ, আকাশাদিও তাহাদের কৃত জগৎ স্থিতির প্রকাশক। আমার ক্ষয় নাই। আমা হইতেই চিত্তের আবির্ভাব। যোগিগণ ধ্যানবলে অনুভব করিয়াও, যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, আমিই সেই ইন্দ্রিয়ের অতীত সর্ব্বান্তর-স্বরূপ প্রত্যক্ চৈতন্য। আমিই অনন্ত ভোক্তা ও অলেপক ব্রহ্ম। আমি সর্ব্বথা শান্তস্বরূপ, নির্ম্মল, সর্ব্বত্র বিরাজমান ও সর্ব্ববাসনা বহিষ্কৃত ব্রহ্ম। আমিই অচ্যুত ব্রহ্মানন্দ। আমিই সেই অনাময় চিদ্‌ব্রহ্ম। আমিই নির্ব্বিষয়, নির্ম্মল ও অবিচ্ছিন্ন [illegible]। মন অদৃষ্ট বিষয়সমূহে যে নিষ্কলঙ্ক প্রতীতি প্রাপ্ত হয়, আমিই সেই সর্ব্বব্যাপিণী চিৎশক্তি। যে উদ্‌গমনীশক্তি জল বায়ু ও মৃত্তিকাসংযোগে অঙ্কুর সমুৎপাদন করে, আমিই সেই সর্ব্বপরিব্যাপ্ত চিৎশক্তি। আমিই সুখদুঃখাদি কল্পনা করিয়া, বিহ্বল হই; আবার, কল্পনার পরিহার করিয়া, স্বপদে অবস্থান করি। অতএব আমিই সত্যস্বরূপ চিৎশক্তি। যে একমাত্র স্বাদুসত্তা নিম্ব ও খর্জ্জুরাদি ফলের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিতি করে, আমিই সেই চিৎশক্তি। যে সম্বিৎ লাভালাভ-জনিত হর্ষ,বিষাদ সমান জ্ঞান করে, আমিই সেই অনাময় চিৎ-শক্তি। আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত সকল অবস্থাতেই তুর্য্যরূপে বিরাজমান। অতএব আমি শান্তবিতত সুনির্ম্মল চিৎ। স্বাদুতা যেমন শত শত ইক্ষুর অন্তরে একভাবে প্রতিষ্ঠিত, আমিও, তদ্রূপ একভাবে সকল পুরুষের অন্তরে বিরাজ করি। অতএব আমি সর্ব্বসমান চিৎশক্তি। আমার প্রভা, সূর্য্য প্রভার ন্যায়, স্বচ্ছরূপিণী, সর্ব্বসঞ্চারিণী, আলোকজননীও স্বভাবসিদ্ধা। অতএব আমি সর্ব্বব্যাপিণী চিৎ। আমিই একমাত্র অনুভব গোচর অব্যয় চিৎ। যাহা ছিন্ন ভিন্ন হইলেও, সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিমতী, আমিই সেই অনাময় চিৎ। মৃণালে তন্তুর ন্যায়, যাহা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে সন্নিহিত ও সন্নিবদ্ধ, আমিই সেই পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম ও

সুদুর্লক্ষ্য সুবিতত চিৎ। ক্ষীরে ঘৃত আছে, ইহা যেমন একমাত্র অনুভব ও স্নেহ দ্বারা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ যাহা অনুভব মাত্রের গোচর ও একমাত্র পরমপ্রেম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমিই সেই অব্যয় চিৎ। যাহা সৎ ও অসৎরূপে প্রতি দেহেই বিরাজমান, আমিই সেই বিশ্বরূপিণী চিৎ। যাহা সকল পদার্থের বাহ্যাভ্যন্তর বিলাসিনী, আমিই সেই অলেপিকা চিৎ। যাহা সত্তাসামান্যস্বরূপ ও সমুদায় অনুভবের আদর্শ, আমিই সেই মহৎ চিত্তত্ব।

যিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন, যিনি সমুদায় তেজের প্রকাশ করেন এবং যিনি সমুদায় উপাদেয়ের চূড়ান্তসীমা, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি স্বরূপ, যিনি সকলদেহের অতীত ও যিনি নিরন্তর বিরাজমান, সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি ঘটপটাদিতে তত্তৎরূপে স্থিতিমান, জরায়ুজাদি সকল দেহে স্পন্দমান ও বিরাজমান এবং যিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তিমান্, সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি যুক্ত মুক্ত, যিনি হৃৎসরোজের গূঢ়তত্ত্ব, যিনি হস্তপদাদির সুদৃঢ় গ্রন্থি এবং যিনি লোকসকলের একমাত্র জীবনাধার, সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যাহা ক্ষীরসাগর বা চন্দ্রে সম্ভূত এবং গরুড় কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার নহে, সেই অমৃতস্বরূপ সত্যস্বরূপ চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি রূপরসাদির প্রকাশ্য হইলেও, রূপরসাদি বিহীন, সেই শান্তস্বরূপ চিদাভাসের উপাসনা করি। আহা, আমার কি সৌভাগ্য! কি আনন্দ! যিনি সকলের প্রকাশক ও সকল লোকের আধার, আমি সেই চিদাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি মহামহিম হইলেও সর্ব্বভূতি বহির্ভূত এবং যিনি কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা, আমি সেই চিদাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমিই অখিল বিশ্ব, আমিই সমস্ত দৃশ্যের আধার এবং আমি অহংকার বা তদিতর কোন বস্তুই নহি। আমি এইরূপে

প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তন্নিবন্ধন আমার সমুদায় শোকসন্তাপ বিগলিত হইয়াছে।

দ্বাদশ সর্গ। জীবন্মুক্তি নিরূপণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! জনকাদি মহাত্মা ব্যক্তিগণ ঐরূপ নিশ্চয়বলে সর্ব্বথা নিষ্কলুষ ও সত্যস্বরূপ শান্তপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বুদ্ধির চরম উন্নতি প্রসাধিত, রাগবিদূরিত ও সমদর্শিতা আবির্ভূত হওয়াতে, তাঁহাদেব জীবনে বা মরণে আর আদর বা ঘৃণা নাই। তাঁহারা যেরূপ বিনীত, সেইরূপ আত্মপদে অচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, কখন বনে, কখন নগরে, কখন দ্বীপসমূহে, কখন স্বর্গীয় দেবোদ্যানে কখন বিচিত্র দোলায়, কখন মেরুশৃঙ্গে, কখন তৎসদৃশ অন্যান্য স্থানে বিচরণ, কখন শক্ররাজ্য জয় করিয়া, বিচিত্র ব্যবহার সহকার বিহরণ, কখন শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত সদাচারাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুসরণ এবং কখন বা সহাস্যবদনা ললনাগণ সমভিব্যাহারে বিচিত্র ভোগ্যভূমি ও চ্যুতমন্দার সুশোভিত নন্দনকাননে বিহার করেন। কখন গৃহস্থের কর্ত্তব্য বিবিধ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত, কখন মৃতপতিত হস্তিগণে পরিপূরিত, শিবাগণের অশিব রবে নিনাদিত ও অসংখ্য ভেরীর সুভীষণ উত্তীর্ণ ডঙ্কারধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত সংগ্রামবীথী উত্তীর্ণ এবং কখন উদ্ধতচিত্তে ও কখন বা সহিষ্ণু হৃদয়ে বিবিধ বিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ফলতঃ, তাঁহাদের মন সকল কালে সকল স্থানে ও সকল অবস্থাতেই মুক্ত, অসংসক্ত, ভ্রম উপাধি ও রাগাদি বিরহিত এবং প্রারম শান্ত পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহারা মহাসরোবরে কুলশৈলের ন্যায়, মহাবিপদেও মগ্ন হন না। ইন্দু কিরণে জলরাশির ন্যায়, রমণীগণের সসংর্গেও উল্লাসিত

হয় না; গ্রীষ্মে বনস্থলীর ন্যায়, দুঃখাদিতেও সন্তপ্ত হন এবং হিমে ওষধির ন্যায়, ভোগ দ্বারাও হর্ষিত হন না। তাঁহা অনাসক্ত হইয়া, সকল বিষয় ভোগ করেন। এইজন্য ই অনিষ্টে তাঁহাদের অভিলাষ বা পরিহার নাই। শত্রুজয় ক আপনাদের উৎকর্ষ বা শত্রুকর্তৃক পরাজিত হইলে, অনুৎকর্ষ করেন না। তাঁহারা সুখে হৃষ্ট, দুঃখে ক্লিষ্ট, মোহে মগ্ন বা ম মগ্ন হন না। তাঁহারা শোকেও যেমন, সুখেও তেমন।

রাম! তুমি তাঁহাদের ন্যায়, পাপতাপসন্তাপহারিণী দৃষ্টির সহায়তায় প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, সুখে বিহার কর বিগতভ্রম ও বিগত ভেদ হইয়া, মেরু ও মহাসাগরের ন্যা, গম্ভীরউদারভাবে অবস্থিতি কর। এই দৃশ্যমান বস্তুজাত সমু চিন্মাত্র। ইহা কখন আছে, কখন নাই। অতএব তুমি পরিহার করিয়া, নিঃশঙ্ক ব্রহ্মস্বরূপ লাভ কর, পুনর্জ্জন্মনিরো নির্ম্মলবুদ্ধিসহায়ে অবস্থিতি কর। কিজন্য নিরতিশয় উদ্বেগ কারে রোদন করিতেছ? এবং কিজন্য মূঢ়ের ন্যায় শোক ক তেছ? এবং কি জন্যই বা আবর্ত্তপতিত তৃণের ন্যায়, উদ্ভ্রা হৃদয়ে পরিভ্রমণ করিতেছ?

শ্রীরাম অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! অ নার প্রসাদে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, আমার অন্তর্ম্মল বিগ ও পদ্মের ন্যায়, হৃদয় বিকসিত এবং শরৎকালে হিমানীর ন্য সমুদায় সংশয় ছিন্ন ও সমুদায় ভ্রম অবসন্ন হইয়াছে এবং আ মান, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য বিদলিত, শোকরাশি অপনী আত্মাও প্রসাদগুণে অলঙ্কৃত, বুদ্ধিস্থিরভাবসমন্বিত ও অনুত্তম সু সমাগত হইয়াছে। অধুনা আমি বিগতজ্বর হইয়া, ভবদীয় উ দেশানুসারে কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

ত্রয়োদশ সর্গ। (জ্ঞানযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অতঃপর কি শুনিতে অভিলাষ য়, বল।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! বাসনাবিগলিত ও তন্নিবন্ধন বিশুদ্ধ ান সঞ্চরিত হওয়াতে, নিশ্চয়ই আমার জীবন্মুক্তপদে বিশ্রান্তি ভ হইয়াছে। ব্রহ্মন্! প্রাণাস্পদ রুদ্ধ ও বাসনার ক্ষয় হইলে, রূপে জীবন্মুক্তপদে বিশ্রাম করা যায়, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সংসারোত্তরণের যুক্তি দুই প্রকার, াত্মজ্ঞান ও প্রাণরোধ। এই যুক্তির নাম যোগ। পূর্ব্বে এ বিষয়ে র্ণন করিয়াছি।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই দুইপ্রকার যুক্তির মধ্যে কান্‌টী সহজসাধ্য ও সুখজনক এবং কোন্‌টী অবগত হইলে ুনরায় ক্ষুব্ধ হইতে হয় না?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! আত্মজ্ঞান ও প্রাণরোধ এই উভয়ই যাগ শব্দে উল্লিখিত হয় বটে, কিন্তু প্রাণরোধই যোগ শব্দের াচ্য হইয়া উঠিয়াছে। যোগ এবং জ্ঞান উভয়ই সংসারসাগর ারপ্রাপ্তির তুল্যরূপ সাধন এবং তুল্যরূপ ফল সমুৎপাদক। যে ্যক্তির মন অতি কোমল ও কোনরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে অশক্ত, ঠাৎ প্রাণরোধ করা কোনমতেই তাঁহার সাধ্য হয় না। সেইরূপ, বচারবিষয়ে অনভিজ্ঞ কঠোরপ্রকৃতি লোকও সহসা নিশ্চয় ান লাভ করিতে পারে না। বিচারদক্ষ শুদ্ধচিত্ত পুরুষ স্বপ্নেও খন অজ্ঞানের বশীভূত হন না। সকল অবস্থাতেই তাঁহারা ল্যরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট। ধারণা, আগম ও দেশাদি সাধন করিতে য় বলিয়া, মন্দমতি পুরুষগণ কোনরূপ যোগানুষ্ঠানেই সমর্থ হে। স্থির ও শুদ্ধচিত্তই যোগসাধনের একমাত্র সাধন। স্থির লে সূর্য্যবিম্ব যেমন প্রতিফলিত হয়, স্থিরচিত্তে তদ্রূপ ধ্যানধার- াদির অবিচলিত স্থিতিসংস্থিত হইয়া থাকে। মন নিবিষ্ট না

হইলে, অতি সামান্য কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অন্যমনস্ক ও উন্মত্ত উভয়ই সমান।

পক্ষান্তরে, যোগাদি কোনরূপ শাস্ত্রীয়ব্যাপার সাধন করিতে হইলে, ইহা সাধ্য, ইহা দুঃসাধ্য, ইত্যাকার বিচার করাও ধীর সক্ষম অধিকারীর পক্ষে কোনমতেই বিহিত বা সঙ্গত নহে। অনঘ! যোগ এবং জ্ঞান উভয়ই শাস্ত্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজ্ঞানের বিষয় তোমাকে বলিয়াছি। অধুনা, প্রাণরোধ যোগ বর্ণন করিব। এই যোগ দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর সাম্যস্থ সমাহিত, খেচরত্ব প্রভৃতি অনন্তসিদ্ধি সঞ্চিত ও জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিগণের আত্ম-সাক্ষাৎকার অধিগত হইয়া থাকে। অয়ি রাজনন্দন! তুমি এই যোগযুক্তি সহায়ে সুখানিল রুদ্ধ করিয়া, চিত্ত দ্বারা বাক্যমনের অগোচর আনন্দ ঘনরূপ লাভ ও পরমপদে অধিষ্ঠান কর।

চতুর্দ্দশ সর্গ। (মেরুশিখরবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যোগিগণ যে স্থানে বিশ্রাম করেন, সেই অনন্তপদের যে স্থলে এই জগৎ সতত বিলসিত হইতেছে, তথায় মনু ও প্রজাপতি প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মযোনি ব্রহ্মা অশেষ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া, পিতামহপদে বিরাজমান হন। আমি সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষিলোকে বৈবস্বত মন্বন্তর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করি। একদা আমি স্বর্গে সমাগত ও তত্রত্য দেবসভায় সমুপবিষ্ট হইয়া, নারদাদি মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ দীর্ঘজীবী মহাত্মাদের কথা শুনিতেছি, এমন সময়ে মহামান্য মহামতি প্রমাণকুশল মিতভাষী মহর্ষি শাতাতপ প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে কহিলেন, মহর্ষিগণ! শ্রবণ করুন। সুমেরু পর্ব্বতের ঈশাণ কোণে পদ্মরাগমণিময় বৃহৎশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত চূত নামে সুন্দর সুবিস্তৃত কল্পপাদপের দক্ষিণস্কন্ধে যে কল্পলতা লিঙ্গিত, বিহঙ্গগণের আবাসভূত বৃহৎ

কোটর আছে, তন্মধ্যে ভুশুণ্ড নামে বীতরাগ বায়স বাস করে। তাহার ন্যায় দীর্ঘজীবী সুরলোকেও লক্ষিত হয় না এবং বোধ হয় হইবেও না। সে যেরূপ শ্রীমান্, মতিমান্, দীর্ঘজীবী, বীতরাগ, বিশ্রান্ত, শান্তস্বভাব ও কালত্রয়দর্শী তাহাতে তাহার ন্যায়, পক্ষী হইয়া, জন্মগ্রহণ করাও, বহুভাগ্য ও পুণ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে, সুরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তদীয় বাক্যের প্রামাণ্য পরিচয়জন্য ভুশুণ্ডের সহিত সাক্ষাৎকার মানসে বহির্গত এবং নভোমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক সেই মেরুশিখরে সমাগত হইলাম। দেখিলাম, সেই শিখরেন্দ্র পদ্মরাগ প্রভাসিত অত্যুচ্চ কলেবরে ঈশান কোণে আশ্রয় করিয়া, বিরাজমান হইতেছে এবং রত্নগৈরিকাদির অনল সবর্ণ প্রভাপটলে দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বলিত করিয়া, কল্পান্তকালীন আগ্নেয়গিরির প্রতিভা ধারণ করিয়াছে। উহা যেন সকল বর্ণের সমষ্টিরূপে তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য মেঘমালা সর্ব্বকালীন আরক্ত বর্ণে অলঙ্কৃত। দেখিলে, বোধ হয়, 'সুমেরু যোগবলে যেন ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, সুষুম্নামার্গ সমুৎক্রমণে সমুদ্ধত হইয়াছে'। তজ্জন্য তাঁহার জঠরস্থিত হুতাশন স্বস্থান ত্যাগ করিয়া, মস্তকে সমুত্থিত হইয়াছে। অথবা, স্বয়ং যজ্ঞাগ্নি যেন স্বর্গগমন বাসনায় সমুজ্জ্বল শিখাপরম্পরায় পরিবেষ্টিত হইয়া, মেরুপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ঐ শৃঙ্গের উন্নতির সীমা নাই। দেখিলে, বোধ হয়, গিরিবর যেন শৃঙ্গাগ্ররূপ অঙ্গুলিত্রয় সহযোগে আকাশ স্পর্শ করিয়া, নক্ষত্রসকল গণনা করিতেছে। তাহার কোন স্থল পয়োদপটলীর মৃদঙ্গসম সুমন্দ্র গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত, কোন স্থলে বিকসিত কুসুমগুচ্ছের সংসর্গে আহ্লাদে যেন হাস্যমান, কোন স্থান ভ্রমরগণের সুমধুর সঙ্গীতে উল্লাসিত। দেখিলে, বোধ হয়, শৃঙ্গবর যেন সুমেরুর সুশোভন মুকুটরূপে বিরাজমান হইতেছে। তাহার কোন স্থল অপ্সরোগণের বিলোল পদসঞ্চারসহকৃত ইতস্ততঃ পরিক্রমণে অলঙ্কৃত এবং

কোন স্থান শিলাতলে বিশ্রান্ত অমরদম্পতির সান্নিধ্যে সুশোভিত মদন ও মন্মথ উভয়ে যেন সাক্ষাৎকারে সেই শেখরে উদারভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। তত্রত্য গঙ্গানির্ঝরবিরাজিত মনোহর লতাগৃহে অমরেরা বিশ্রাম ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে। বিকসিত কনকপঙ্কজে তদীয় শিরোদেশ বিভূষিত ও সমুজ্জ্বল রত্নকিরণে তদীয় দেহ সর্ব্বদাই বিস্ফুরিত। তথায় প্রতিদিন নানাবর্ণের ও নানাজাতীয় কুসুমসমূহ বিকসিত হওয়াতে, বোধ হয়, অমরযুবতীরা যেন উহাকে প্রত্যহ নূতন নূতন রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া, স্ব স্ব ক্রীড়াশৈলরূপে আশ্রয় করেন।

পঞ্চদশ সর্গ। (ভুশুণ্ডদর্শন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর আমি মহর্ষি শাতাতপের কথিত সেই বৃহৎ চূততরু দর্শন করিলাম। শাখা সকল চতুর্দ্দিকে সমবিস্তৃত হওয়াতে, উহার আকার দেখিতে চক্রের ন্যায়। উড্ডীয়মান পুষ্পপরাগ, মেঘমালার ন্যায়, উহাকে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া আছে। উহা গগণের সীমান্ত আলোড়ন করিয়া, শৃঙ্গের উপরি দ্বিতীয় শৃঙ্গের ন্যায়, বিরাজ করিতেছে। তারানিকরের সান্নিধ্য বশতঃ উহার কুসুমসমূহ দ্বিগুণীকৃত হইয়াছে। দোলাবিহারী অপ্সরোগণের করপল্লবসম্পর্কে উহার পল্লব সকলও দ্বিগুণিত হইয়াছে। বিদ্যুন্মণ্ডলীর সংসর্গ বশতঃ উহার মঞ্জরী সকলেরও দ্বৈগুণ্য হইয়াছে। কিন্নরগণের সঙ্গীতসম্পর্কে উহার ভ্রমরধ্বনিও দ্বিগুণভাবাপন্ন হইয়াছে এবং চন্দ্রের আশ্লেষ বশতঃ অমৃতসংযোগে উহার ফল সকলও দ্বিগুণাকৃতি ও অতিমাত্র বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার স্কন্ধে দেবগণ, পত্রে কিন্নরগণ, নিকুঞ্জে মেঘ সকল, ও কক্ষমূলে সিদ্ধগণ বিচরণ করিতেছেন। উহার সুবিপুল বিস্তারে অনন্ত দিগ্‌বলয় যেন পরিপূরিত হইয়াছে। উহার

কোন স্থানেই ফল পল্লব, কুসুম ও রজঃপুঞ্জের অভাব নাই। এই কারণে উহা নিরতি বিচিত্রভাবাপন্ন। সর্ব্বত্র রত্ন, ফল, কুসুম, লতাবিলাস, মণি, গৃহ, অংশু ইত্যাদি কমনীয় দ্রব্যসমূহের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত উহা ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহর ও প্রীতিকর। উহার লতা, পল্লব, কক্ষ, কুঞ্জ সর্ব্বত্র বিহগগণ কুলায় বন্ধন করিয়া বাস করিতেছে। বিরিঞ্চিবাহন হংসশাবকগণ উহার কোন স্থানে ওঁকার ও চতুর্ব্বেদরহস্য আলোচনা কোন স্থানে গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন, কোন স্থানে অগ্নিবাহন শুকশাবক সকল শিখিশিখা সদৃশ শিখা বিস্তরণপূর্ব্বক উচ্চস্বরে স্বাহাসহকৃত মন্ত্রপাঠ ও দেবগণ অনন্যচিত্তে তাহাদিগকে দর্শন, কোন স্থানে স্কন্দোপদিষ্ট শৈববিদ্যাবিশারদ কুমারবাহন ময়ুরগণ নিঃশঙ্কে অবস্থান, কোন স্থানে বিরিঞ্চিবাহন বংশীয় হংসগণ, অগ্নিবাহনবংশীয় শুকগণ ও কুমারবাহনবংশীয় ময়ুরগণ এবং ক্রৌঞ্চ, কুক্কুট প্রভৃতি অন্যান্য পক্ষীগণ বহুসংখ্যায় বিহার করিতেছে। যাহারা কখন পৃথিবীতে অবতরণ করে না এবং আকাশেই জাত ও আকাশেই উপরত হয়, তাদৃশ পক্ষীগণের তথায় অভাব নাই।

তাত! আমি আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক প্রথমে তাহার প্রচুর পত্রবিশিষ্ট গগণস্পর্শী দক্ষিণ শাখায় দৃষ্টিপাত করিলাম। অনন্তর সেই শাখাস্থ স্বর্গবাসী জনগণের ভোগোপযুক্ত, নিভৃত কোটরে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক অবলোকন করিলাম, দ্রোণকাক সকল কুসুমগুচ্ছে ও মঞ্জরীজালে জড়িত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা সকলেই শান্তিসম্পন্ন ও তজ্জন্য অক্ষুব্ধ ও অক্ষুন্নভাবাপন্ন। শ্রীমান্ ভুশুণ্ড কাচমধ্যে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, তাহাদের মধ্যস্থল অলঙ্কৃত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন। তাঁহার কলেবর উন্নত, সর্ব্বাঙ্গ পরম সুন্দর ও যশ পরমপূর্ণভাবাপন্ন। তিনি যেরূপ মানী, সেইরূপ প্রাণরোধবশতঃ নিরবচ্ছিন্ন সুখী এবং দীর্ঘজীবী বলিয়া চিরজীবী নামেই বিখ্যাত। যুগের পর যুগ দর্শন করিতে তাঁহার অতিমাত্র ঔৎসুক্য। অগ্নি, ঈশান ও

লোকপালগণের বারংবার জন্ম পরিদর্শন করিয়া, তিনি সর্ব্বদাই বিষন্নহৃদয়ে অবস্থান করেন। দেব, দৈত্য ও নরপতিগণের অতীত বৃত্তান্ত তদীয় চিত্তপটে সতত চিত্রিত আছে। তাঁহার বাক্য .অতি মধুর, মন অতি নির্ম্মল ও গম্ভীর। তিনি যেরূপ সুচতুর, সেইরূপ সূক্ষ্ম বিষয় সকলও বুঝিতে ও বুঝাইতে বিলক্ষণ নিপুণ এবং সর্ব্বথা নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার এবং সকলের বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র, প্রভু, গুরু ও পুত্রস্বরূপ; কখনই সত্য ও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন না। তাঁহার মূর্ত্তি মধুর, প্রসন্ন ও পরম প্রিয়দর্শন। তিনি শান্তিরসের আধার, মহাত্মা, সকলেরই হৃদয় মনের প্রীতিকর, গম্ভীর ও নির্ম্মলস্বভাব এবং ব্যবহারবেত্তা। তাঁহার অন্তর অতীব শীতল ও আশয় অনাবৃত এবং তিনি সকলেরই আত্মীয় ও পরম প্রীতিময় কুটুম্ব। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, যেন অভীষ্টসাক্ষাৎকার হইল, স্পষ্টই এইরূপ প্রতীতি হয়।

ষোড়শ সর্গ। (বশিষ্ঠভুশুণ্ড সমাগম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অনন্তর আমি আকাশ হইতে নক্ষত্রের ন্যায়, ভুশুণ্ডের সম্মুখদেশে পতিত হইলে, ভূকম্পে সাগরের ন্যায়, মদীয় পতনবেগে সেই বায়সসভা কিঞ্চিৎ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভুশুণ্ড ত্রিকালদর্শী, এইজন্য আমার আগমন জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ধ্যান হইতে উত্থান করিলেন এবং সবিনয়ে দণ্ডায়মান হইয়া, মধুরস্বরে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, সত্বরে কুসুমাঞ্জলি প্রদান পুরঃসর আমার পূজাবিধি সমাধা করিলেন। অনন্তর ভৃত্যদিগকে আদেশ না করিয়া, স্বয়ং সমাদর সহকারে সেই কল্পতরুর কোমল কিসলয় সঙ্কলন পূর্ব্বক আমাকে বসিতে দিলেন। আমি তাহাতে উপবেশন করিলে, তত্রত্য বায়স সকল উন্মুখ নয়নে আমারে দেখিতে লাগিল।

অনন্তর ভুশুণ্ড সন্তোষ সহকারে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথা-

বিধি পূজাবিধি সমাধা করিয়া, বন্ধুর ন্যায় প্রিয়বাক্যে আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অদ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনাকে দর্শন্ করিলাম। অদ্য আমরা ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। অদ্য আপনার প্রসাদরূপ পীযূষসেকে আমাদের এই আশ্রয়তরু পরমপবিত্রভাবাপন্ন হইল। আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? বোধ হয়, আমি চিরকাল রাশি রাশি পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি; তৎপ্রভাবেই আপনার পবিত্রপদার্পণে অদ্য কৃতার্থ হইলাম। আপনি ত সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, পবিত্র হৃদয়ে এই মহামোহময় সংসারে বিচরণ করেন? অদ্য কিজন্য এখানে আগমন করিয়া, পথশ্রমে আত্মাকে কদর্থিত করিলেন, শুনিবার জন্য সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। ভবদীয় পাদপদ্ম দর্শনেই আপনার আগমনকারণ জানিতে পারিয়াছি। চিরজীবী বলিয়াই আপনারা আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এবং এই কারণেই পবিত্র পদার্পণে এই স্থান পবিত্র হইতেও পবিত্র করিলেন। ভবদীয় বাক্যরূপ পীযূষ পান করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগমনকারণ কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভুশুণ্ড এই প্রকার সম্ভাষণ করিলে, আমি উত্তর করিলাম, বায়সরাজ! বাস্তবিকই চিরজীবী বলিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি প্রকৃতদর্শী, আত্মজ্ঞানবান্ ও পরিণামশীল। এইজন্য ভববন্ধনে বদ্ধ হও নাই। অয়ি ভাগ্যশালিন্! তুমি কোন্ বংশে জন্মিয়াছ? কিরূপে জ্ঞেয়বিষয়ে কৃতজ্ঞান হইলে? তোমার পরমায়ু কত? অতীত ঘটনা সকল তোমার মনে আছে কি না? কিজন্যই বা তুমি এইস্থানে নিয়মিতরূপে বাস করিতেছ? সমুদায় বলিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মারা অনুদ্বেগ ও যত্ন সহকারে কথা সকল শ্রবণ করেন। অতএব আপনি অবধান করুন;

আমি বলিতেছি। আপনার ন্যায়, বিশ্বপূজ্য উদারবুদ্ধি মহানুভব ব্যক্তিগণ যাহা শ্রবণ করেন, তৎপ্রভাবে অশুভ সকল আশু বিনষ্ট হয়।

সপ্তদশ সর্গ। সৎস্বরূপকীর্ত্তন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ভুশুণ্ডের কলেবর বর্ষাকালীন জলদ্ সদৃশ শ্যামবর্ণ, আকার নাতিপ্রহৃষ্ট ও পরমশান্তভাববিশিষ্ট, বুদ্ধি সবল, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, বাক্য স্নিগ্ধ ও গম্ভীর, বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ে বিনিবৃত্ত ও তজ্জন্য অন্তর পরমানন্দে পূর্ণ, স্বভাব অতি বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবাপন্ন, কথা বীণাবেণুর ন্যায় অতীব মধুর ও সুশ্রাব্য, এবং মূর্ত্তি সাক্ষাৎ অভয়স্বরূপ। তিনি করস্থ বিল্বফলের ন্যায়, ত্রিজগৎ সাক্ষাৎ দর্শন ও সমুদায় ভোগ্য বস্তুকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, এবং জ্ঞান দৃষ্টি সহায়ে সংসারের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ ও পরাবর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। ধৈর্য্য, শৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য ইত্যাদি গুণসন্নিবেশ বশতঃ মন্দরাচলসমবেত ক্ষীরসাগরের ন্যায়, তাঁহার মহিমার সীমা নাই। তিনি যেরূপ অভিরামস্বরূপ, সেইরূপ সর্ব্বদাই জ্ঞানানন্দজনিত অতুল হর্ষ অনুভব করেন। তিনি আমারে মধুরাক্ষরে সম্বোধন করিয়া, বিনয় ও উৎসাহসহকারে অমৃতায়মান বাক্যে নিজ রচিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাদশ সর্গ। (মাতৃকাব্যবহারবর্ণন।)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণের ও পূজনীয়। ভগবতী ভাগীরথী তদীয় জটাজুট বেষ্টন পূর্ব্বক, চূতবৃক্ষে কনকলতার ন্যায়, বিরাজ করিতেছেন। অমৃতরসনিঃস্যন্দিনী চন্দ্রলেখা তাঁহার চূড়ামণি। ইন্দ্রনীলমণিসবর্ণ কালকূট

উল্লিখিত অমৃতনিস্রবে অমৃতময় হইয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার কলেবর পরমাণুময় মায়ারূপ বিভূতিতে চর্চ্চিত। ঐ মায়াভস্ম প্রলয়কালীন সাক্ষিপাবকসমুদ্ভূত চিৎসলিলে অভিষিক্ত। ব্রহ্মাদি অমরগণের সুমার্জ্জিত অস্থিমালা, রত্নমালার ন্যায় তাঁহার শরীরশোভা সংবর্দ্ধিত করিতেছে। সুধাকর-সুধায় প্রক্ষালিত বিচিত্র অম্বর তাঁহার অম্বর, নীল নীরোপংক্তি ঐ অম্বরের দশা। শিবারূপ অঙ্গনাগণ মনুষ্যাদির যে মহামাংস পরিপাক করে, তাহাই তাঁহার আহার। শ্মশানভূমি তাঁহার বহির্গৃহ। শোণিতাশনা মাতৃকাগণ নরকপাল ধারণা ও অন্ত্ররূপ মাল্য ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন। মনি-ভূষিত ভুজঙ্গম সকল তদীয় শরীরে বলয়াকারে বিহার করিয়া থাকে। তিনি অতীব ভয়ঙ্কর কার্য্যে সকলের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার কটাক্ষ মাত্রেই শৈলেন্দ্র সকল দগ্ধ ও জগজ্জাল বিগলিত হয়। তাঁহার লীলামাত্রেই অসুর সকল শঙ্কিত ও সঙ্কল্পমাত্রেই বিশ্বসংসার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত করস্পন্দনে অসুরপুর তৎক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। সমাধি সময়ে মেরু প্রভৃতি শৈল সমেত যাবতীয় পৃথিবী তদীয় অপর মূর্ত্তি রূপে পরিণত হয়। ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বথা রাগদ্বেষ ও মমতাহীন। সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্পানন, গজানন, উষ্ট্রানন, খরানন, গণদেবতাগণ তাঁহার ক্রীড়াসহচর এবং গণদেবগণের অনুরূপপ্রকৃতি মাতৃকাগণ তাঁহার পরিবার। এই মাতৃকারা ভূতগণ কর্ত্তৃক অবনত কলেবরে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করেন। চতুর্দ্দশভুবনবাসী, অশেষ প্রাণি-জাত ইহাদের নিয়মিত আহার। এবং তাহাদের বসা, মেদ ও রক্তরাশি ইহাদের পানীয়। ইহারা প্রাণিগণের মৃত দেহ মাল্যের ন্যায় শরীরে ধারণা করিয়া, দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করেন। সুগম্ভীর গহ্বর, গুহা, শশ্মান, আকাশ, লোকান্তর ও প্রাণিশরীর ইহাদের বাসগৃহ। ইহাদের মধ্যে আটজন প্রধান। তাঁহাদের নাম রক্তা, সিদ্ধা, অলম্বুষা, উৎপলা, অপরাজিতা, জয়ন্তী, জয়া ও

বিজয়া। অন্যান্য মাতৃকাদের মধ্যে কতকগুলি এই আটজনের অনুগত এবং অন্যান্যেরা আবার ঐ সকলের অনুগামিনী। গরুড় যেমন বিষ্ণুর, সেইরূপ চণ্ড নামে কাক, উল্লিখিত অলম্বুষানাম্নী অন্যতর মাতৃনায়িকার বাহন।

রাম! একদা এই অষ্ট মাতৃনায়িকা কোন কারণে একত্রে মিলিত ও আকাশে সমুত্থিত হইয়া, পারমার্থিক মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন্। তৎকালে সকলে বিশ্ববন্দিত রুদ্র ও মহাভৈরবের পূজা ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের বামপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক মদিরাপানে মত্ত হইয়া, নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং একজন কহিলেন, দেবাদিদেব মহাদেব আপনাদিগের অগ্রাহ্য করেন। অতএব যাহাতে তিনি আর ঐরূপ না করেন; আমরা অদ্য সেইরূপ প্রভাব প্রদর্শন করিব। এই বলিয়া তাঁহারা প্রভাবপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া, শক্তিরূপা পার্ব্বতীকে মায়াবলে রুদ্রের ক্রোড় হইতে আকর্ষণ ও স্ববশে আনায়ন করিলেন। রুদ্র তাহা জানিতে পারিলেন না। তাহাদের আকর্ষণে পার্ব্বতীর মুখকান্তি মলিন ও শরীর বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তদবস্থায় মাতৃকারা তাঁহারে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিয়া, পশুর ন্যায় প্রোক্ষণ করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য ভয়ে পার্ব্বতীর মন অতিমাত্র বিহ্বল ও কেশপাশ আলুলায়িত হইল। তথাপি মাতৃকারা তাহারে ভক্ষণ করিবার জন্য নানাপ্রকারে পরিহার সহকারে অভিশপ্ত করিতে লাগিলেন। তৎকালে নৃত্য গীতাদি দ্বারা তাঁহাদের সেই মহামহোৎসব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আনন্দের একশেষ হইল এবং সকলের সুগম্ভীর নির্ঘোষে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ লগ্ন হইয়া, স্বকীয় জঘন ও লম্বোদর বিকসিত করিয়া, সুদীর্ঘ অবয়ব সমস্ত নিক্ষেপ, কেহ সুভীষণ সিংহনাদ ও ভয়ঙ্কর করতালধ্বনিসহকারে লোমহর্ষণ হাস্য কেহ স্ব স্ব অসি সকল বিবৃত করিয়া নৃত্য, কেহ দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, কেহ মত্তবেশে উদ্বেল সাগরবৎ

সুগভীর নির্ঘোষে পর্ব্বত সকল নিনাদিত করিয়া গান, কেহ পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত রক্তাক্তকলেবরে বিকটবদনে অনবরত মদিরা পান, কেহ লীলাবশে ঘুরঘুরধ্বনি করিয়া আকাশরন্ধ্র বিদারণ, কেহ কেহ আনন্দে উল্লম্ফন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কেহ পতন ও লুণ্ঠন, কেহ চক্রমণ ও পরিক্রমণ, কেহ অনলে মদিরার আহুতি বিতরণ, কেহ উৎকট অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য ও গান, এবং কেহ কেহ অনবরত অস্থি ও মাংস চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল।

ঊনবিংশ সর্গ। (ভুশুণ্ডের আলয়প্রাপ্তি।)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবান্! মাতৃকারা এইরূপে উন্মত্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ভয়ঙ্কর মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের বাহন সকল ও তদ্বদ্বৃত্তি আশ্রয় করিয়া, মদিরা- পানে মত্ত হইয়া, কেহ নৃত্য, কেহ গান, কেহ শোণিতপান ও কেহ বা অনবরত সুধা সেবন করিতে লাগিল। ব্রহ্মাণীর বাহন হংসীসকল অলম্বুষাবাহন চণ্ডেরসহিত সুরাপানে মত্ত হইয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সাগরতটে সমাগত হইল এবং বলবতী রতিসুখসম্ভোগলালসার বশবর্ত্তিনী ও সমধিক উন্মাদিনী হইয়া, রমণাভিলাষে একে একে চণ্ডের সহবাসে নীধুবন লীলারসে দুর্নিবার বাসনার তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিল। চণ্ডও একৈকক্রমে উল্লিখিত সপ্ত কুলহংসীর সুখলালসা চরিতার্থ করিলেন এবং তদীয় সহবাসে তাহাদের সকলেরই রতিরোধ সম্পাদিত ও গর্ভ সমুদ্ভাবিত হইল।

অনন্তর উৎসবাবসানে মাতৃকারা শান্তভাব অবলম্বন করিলে তাঁহাদের বাহনসকলও বিনিবৃত্ত হইল। রাম! ভগবতী পার্ব্বতী মাতৃগণের মায়াবলে অন্নরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। উৎসবান্তে মাতৃকারা সেই অন্ন গ্রহণ করিয়া, পরমপ্রীতি ভরে মহাদেবকে ভোজন করিতে দিলেন। অন্তর্যামী মহাদেব তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে

মাতৃকারা সভয়ে স্ব স্ব অঙ্গ হইতে পার্ব্বতীকে উদ্ধার করিয়া, পুনর্ব্বার মহাদেবের সহিত বিবাহ দিলেন এবং সন্তুষ্টমনে স্ব স্ব বাহনারোহণে স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

এদিকে কিয়ৎকালাবসানে প্রসব সময় আসন্ন হইলে, হংসীরা ব্রাহ্মণীর নিকট তদ্‌বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি কহিলেন, তোমরা গর্ব্ভভারে নির্ভর নিপীড়িতা হইয়াছ। আমাকে কিরূপে বহন করিবে? অতএব স্বেচ্ছানুসারে গমন কর। তিনি এইরূপে দয়ার্দ্র হৃদয়ে গর্ভবতী হংসী-দিগকে বিদায় দিয়া, নির্জ্জনে নির্বিকল্প সমাধিপ্রসঙ্গে পরমসুখে অবস্থিতি করিলেন। হংসীরাও বিদায় গ্রহণান্তে বিষ্ণুর নাভিপদ্মকমলে কমলযোনির উদ্ভবস্থলে নিরতি আনন্দে বিচরণকরিতে লাগিল। কিয়াদ্দিনানন্তর গর্ভের পরিপাক দশাসমুপস্থিত হইলে, বেদনায় অস্থির হইয়া, তাহারা নাভিপদ্মের কিসলয়প্রদেশে একবিংশতি অণ্ড প্রসব করিল। অণ্ড মধ্যস্থ শাবকেরা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, পাদবিক্ষেপে অণ্ড সকল বিদীর্ণ করিয়া, বাহির হইল। ব্রহ্মন্! আমরা এই একবিংশতি ভ্রাতাঐরূপে অণ্ড ভেদ করিয়া, চণ্ডের পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি ভগবন্! আমরা জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কমলপল্লবেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের পক্ষ উদ্ভিন্ন এবং স্বয়ং আহারাদিও আকাশে উড্ডয়ন করিবার ক্ষমতা সমুৎপন্ন হইলে, আমরা প্রকৃত অবস্থায় উপস্থিত ও একবিংশতি ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া, গর্ভধারিণী হংসীগণের সহিত একান্তে ধ্যাননিমগ্না ব্রহ্মাণীর সকাশে সমাগত ও তদীয় আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। দীর্ঘকাল আরাধনার পর ধ্যানভঙ্গ হইলে, তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রসন্নদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। আমাদের আরাধনায় তাঁহার অতিমাত্র সন্তোষ সঞ্চরিত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি প্রসন্না হইয়া, আমাদিগকে পরমতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। তৎপ্রভাবেই আমরা মুক্ত ও সর্ব্বথা স্বস্থচিত্ত হইয়াছি।

ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাণীর কৃপায় নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইলে, নির্জ্জনে

সমাধি করিতে আমাদের অভিলাষ হইল। কিন্তু বালক বলিয়া সমাধির উপযুক্ত স্থান সন্ধান করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তখন আমরা পিতার নিকট বিন্ধ্যকচ্ছে গমন করিলাম। তিনি সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে, আমরা অগ্রে ভগবতী অলম্বুষার পাদবন্দনা করিয়া, তাঁহার সম্মুখে একত্রে দণ্ডায়মান হইলাম এবং তিনি প্রসন্ন-দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে, পরে পিতৃদেবের পূজা করিলাম। তখন পিতৃদেব সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদবচনে কহিলেন তোমাদের মঙ্গল ? তোমরা ত অশেষ-বাসনাপাশ-বিনির্ম্মিত এই সংসারজাল ছিন্ন করিতে পারিয়াছ ? যদি না পারিয়াথাক, আইস, সকলে এই ভৃত্যবৎসলা ভগবতী অলম্বুষার নিকট প্রার্থনা করি, অবশ্যই জ্ঞান লাভ করিব।

আমরা কহিলাম, তাত ! ভগবতী ব্রহ্মাণীর প্রসাদে আমাদের পরমজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে ; আর উপদেশে প্রয়োজন নাই অধুনা, এরূপ স্থান নির্দ্দেশ করুন, যেখানে থাকিলে, সমাধিসাধনে সমর্থ-হই পিতা কহিলেন, বৎসগণ ! সুমেরুনামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত গিরিকুলের শ্রেষ্ঠ, অতীব উন্নত, সমস্ত রত্নের আধার, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের স্তম্ভস্বরূপ এবং দেবগণের আশ্রয়। চন্দ্র সূর্য্য তাহার নয়ন। ইন্দ্রাদি অমরশ্রেষ্ঠগণ তাহার অঙ্গভূষণ। নক্ষত্র সকল তাহার মালতীমালা। নীল অম্বর তাহার বসন। দশদিক ঐ বসনের দশা। কুল পর্ব্বত সকল সামন্তের ন্যায় তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। গিরিরাজ তদবস্থায় জম্বূদ্বীপরূপ সিংহাসনে সমারোহণ করিয়া, সর্প ও হস্তী প্রভৃতির উপরি আধিপত্য করিতেছে দিগাঙ্গনারা মেঘরূপ বিচিত্র চামর দ্বারা তাহারে ব্যজন করিয়া থাকে। তাহার পাদদেশ ষোড়শসহস্র যোজন প্রোথিত এবং কলেবর অশীতিসহস্র যোজন সমুচ্ছ্রিত। নিম্নে পাতাল বাসী নাগ, মহোরগ ও অসুরগণএবং ঊর্দ্ধে সুর,সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাহার সেবা করেন। পরস্পর অজ্ঞাতনিলয় ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, অপ্সর, পিতৃগণ, বিদ্যাধর, গুহ্যক, নাগ, যক্ষ ও রক্ষ এই

চতুর্দ্দশবিধ ভূতগ্রাম তাহাকে উপজীবিকাস্বরূপ আশ্রয় করিয়া আছে।

ঐ পর্ব্বতের ঈশানদিগবিভাগে পদ্মরাগমণির ন্যায় উজ্জ্বল ও দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তিএক সুবিশাল শৃঙ্গ আছে। ঐ আকাশভেদী শৃঙ্গের পৃষ্ঠভাগে অশেষভূত-নিলয় এক প্রকাণ্ড পাদপ দশদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। ঐ বৃক্ষের দক্ষিণস্কন্ধে এক সুবিস্তৃত শাখা আছে। ঐ শাখারত্নস্তবক ও কনকপল্লবে সমলঙ্কৃত, চন্দ্ররেখার ন্যায় দীপ্তি-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বথা রন্ধ্র শূন্য। ভগবতী অলম্বুষা সমাধি আশ্রয় করিলে, আমি তথায় বিশ্রাম করিয়া থাকি। পূর্ব্বে তথায় চিন্তামণি শলাকাসহযোগে রত্নপুষ্পফলসম্পন্ন মনোহর নীড় নির্ম্মাণ করিয়া, দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। উহার মধ্যভাগ অতীব শীতল। তোমরা কুসুমোৎকরবিরাজিত উল্লিখিত মনোরম নীড়ে গমন করিয়া, অবস্থিতি কর। উহা দেবগণেরও দুর্গম ও সর্ব্বথা ভয়শূন্য। তথায় বিচারপুরঃসর ব্যবহারসহকারে অব-স্থিতি করিলে, তোমাদের ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই অধিকৃত হইবে।

এই বলিয়া পিতৃদেব আলিঙ্গন ও মুখচুম্বনপূর্ব্বক অলম্বুষার সংগৃহীত মাসখণ্ড ভক্ষণজন্য প্রদান করিলে, আমরা তাহা ভোজন করিয়া, প্রথমে দেবীর ও পরে পিতৃদেবের চরন বন্দন ও অভি-বাদনান্তে তথা হইতে আকাশে উত্থিত হইলাম এবং আকাশ অতিক্রম ও ব্যোমবিহারী দেবগণকে বন্দনা করিয়া সূর্য্যলোকে গমন ও তাহা উত্তরণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে সমাগত হইলাম। তথায় জননী ও ব্রহ্মাণীকে প্রণামপূর্ব্বক সমুদায় ঘটনা নিবেদন করিলে, তাঁহারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিদায় প্রদান করিলেন। তখন আমরা তাঁহাদিগকে প্রণাম ও ব্রহ্মলোক হইতে বিনির্গমন-পূর্ব্বক বায়ুস্কন্ধে আরোহণ করিয়া, লোকপালগণের সূর্য্যসমদ্যুতি পুরীসকল অতিক্রম ও অন্যান্য বিবিধ লোক লঙ্ঘন করত এই

কল্পবৃক্ষে সমাগত হইলাম এবং নীড়মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদায় বিঘ্নবিপত্তি সুদূরপরাহত ও মৌন অবলম্বন করিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মন্! আমাদের যাবতীয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন।

বিংশ সর্গ। (ভুশুণ্ডের স্বরূপবর্ণন।)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! অদ্য বহুকালের পর চিরসঞ্চিত পুণ্যরাশির পরিণামস্বরূপ ভবদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আমার এই কুলায়, কল্পবৃক্ষ ও শাখা এবং আমি স্বয়ংও পরম-পাবনস্বরূপ পরিগ্রহ করিলাম। অধুনা, এই পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে পবিত্র করুন। পরে যাহা কর্ত্তব্য থাকে, আদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভুশুণ্ড এইরূপে পুনঃ পুনঃ আমার পূজা করিলে, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলাম, বিহগরাজ! তুমি এককীই রহিয়াছ? তোমার সেই বিমলবুদ্ধি অগাধসত্ত্ব ভ্রাতৃগণ কোথায়?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া, যুগের পর কত শত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহারই মধ্যে ভ্রাতৃগণ সকলে ভুতগণসহায় দেহ ত্যাগ করিয়া, শিবস্বরূপ লাভ করিয়াছেন। কালের অসাধ্য কিছুই নাই। কাল অদৃশ্য হইয়া, সকলকেই গ্রাস করে; রাজা মহারাজ, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান্ মূর্খ কিছুই পরিহার করে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহা দ্বাদশ আদিত্যমণ্ডলকেও বহন ও সমুদায় বায়ুমণ্ডলকেও অতিক্রম করিয়া, অতিবেগে প্রবাহিত হয়, সেই প্রলয়পবনও কি তোমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না? যাহা উদয়াচল ও অস্তাচল সমবেত সমুদায় পর্ব্বতমণ্ডলী ভস্মসাৎ করিয়া, প্রচণ্ড রবে প্রজ্বলিত হয়, সেই দ্বাদশ আদিত্যমণ্ডলও কি

তোমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না? যাহার অতিমাত্র শৈত্যে জলও পাষাণ হয়, সেই প্রলয়শশাঙ্ককিরণনিকরও কি তোমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না? কল্পান্তকালীন জলদমণ্ডলীর যে শিলীভূত নীহার পরশুধারকেও ক্ষুণ্ণ করে, তাহাও কি তোমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না?

ভূশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! আমরা আত্মসন্তোষমাত্র আশ্রয় করিয়া আছি। এইজন্য শূন্যরূপ জগতে মুগ্ধ হই না। আমরা স্বভাবমাত্রেই সন্তুষ্ট ও পরপীড়নাদি চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবেই বিনিবৃত্ত। জীবন বা মৃত্যু কিছুতেই আমাদের লক্ষ্য বা বাসনা নাই। আমরা সর্ব্বচেষ্টাপরিহারপুরঃসর লোক সকলের পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ দর্শন করিয়া থাকি এবং প্রাণ ও অপানবায়ুর প্রবাহ সহায়ে অখণ্ডিতরূপে কল্পকাল সন্দর্শন করি। প্রবোধ সঞ্চরিত হওয়াতে আমাদের মন স্থিরপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই স্থৈর্য্যবলে আমরা কিছুতেই খিন্ন, বিষণ্ণ বা ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হই না। আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ জ্ঞানবলে শীতল, নির্ম্মল ও উপরত হইয়াছে। তৎপ্রভাবে, জগৎ কিছুই নহে, জানিতে পারিয়া, আমি এরূপ ধীরভাবাপন্ন হইয়াছি যে, কোনরূপ বিপদ বা সংকটেই বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হই না।

ভূয়োভূয়ঃ বিচার করিয়া জানিতে পারিয়াছি, এই জগতের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই এবং ইহা আপাতমধুর ও পরিণামপ্রতিপন্থী। এইজন্য ইহার কিছুই আমাদিগকে বাধিত করিতে পারে না এবং ইহার তিরোহিত বা আবির্ভাব কিছুতেই আমাদের ভয় হয় না। এই সংসার, নদীর ন্যায়, ভূতরূপ কল্লোলে বিচলিত হইয়া কালরূপ, মহাসাগরে ধাবমান হইতেছে। আমরা তীরে বসিয়া আছি। তথাপি, কোনরূপে আহত হই না। আমরা সর্ব্বথা নির্লিপ্ত। সেইজন্য ইহার বেগ বা প্রবাহ আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। আমরা অতিসাবধানে এই সংসাররূপ পিচ্ছিল পথে গমন করি। অতএব আমাদের ভয়ের বিষয়

কি ? পুনশ্চ, আপনাদের ভয় নাই, শোক নাই ও কোনরূপ আয়াস নাই। আপনারা যখন আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন, তখন আমাদের ভয় কি ? বলিতে কি, আপনাদের ঐরূপ অনুগ্রহেই আমাদের মন নির্ম্মল ও তজ্জন্য ভোগাদিতে একবারেই বিরত হইয়াছে। ভগবন্ ! আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের আত্মা ক্ষোভহীন ও বিকারহীন হইয়াছে। এই কারণে আর কিছুতেই বিচলিত হই না।

সে যাহা হউক, অদ্য আপনার সমাগমে যেন অমৃত লাভ করিয়া, আমার অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হইয়াছে। আপনি যে হতভাগ্য আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাঅপেক্ষা আমার আত্মাতে নিরতি কল্যাণআর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। সৎসঙ্গরূপ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলে, কোন বস্তুই দুর্লভ হয় না। অতএব অদ্য ভবদীয় সমাগমে আমার সর্ব্বসিদ্ধি সম্পন্ন হইল। এই আপাতরমণীয় সংসারের কিছুই ভাল নহে। সৎসঙ্গই একমাত্র ভদ্র মধ্যে পরিগণিত। আপনাদের উদার মধুর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিলে, অন্তঃকরণ প্রতিপদেই পুলকিত হয়। অদ্য আপনার সমাগমে আমার পরম পদপ্রাপ্তি ও সমস্ত পাপ বিদূরিত হইল। অদ্য আমার জন্ম সফল ব্রহ্মন্ ! ভবাদৃশ-সাধুসঙ্গ সকল সুখের নিদান ও সকল ভয়ের বিনাশন।

একবিংশসর্গ। (ধারণা-মাহাত্ম্য)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্ ! প্রলয়পবন দিগ্‌বিদিক্ বিক্ষোভিত করিয়া, প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইলেও, আমার এই কল্পবৃক্ষ কম্পিত হয় না। হিরণ্যাক্ষ সমগ্র ভুবন হরণ করিলেও, ইহা কম্পিত হয় নাই। আদিবরাহ পৃথিবীর উদ্ধরণ সময়ে এই সুমেরুকে আলোলায়িত করিলেও, ইহা কম্পিত হয় নাই। ভগবান্ নারায়ণ ভুজপীড়নে এই অমরপর্ব্বতকে আনমিত করিলেও,

ইহাকম্পিত হয় নাই। সুরাসু যুদ্ধে সমুদায় ভুবন বিক্ষোভিত হইলেও, ইহা কম্পিত হয় নাই। উৎপাতবায়ুর আক্রমণে কুলশৈল সকল উন্মূলিত, শিলা সকল বিগলিত ও মেরুদ্রুম সকল শিথিলিত হইলেও, ইহা কম্পিত হয় না। প্রলয়কালীন পয়োদপটল প্রচণ্ড বেগে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিলেও, ইহা কম্পিত হয় না। তারকাময় যুদ্ধে কালনেমির ভুজবীর্য্যে এই সুমেরু উন্মূলিতপ্রায় হইলে, তখনও ইহা স্থির ছিল। অমৃতহরণযুদ্ধে গরুড়ের প্রবল পক্ষপবনপ্রবাহে বিমানচারী সিদ্ধ সকল বিনিপাতিত হইলে, তখনও ইহা স্থির ছিল। গরুড়ের জন্মগ্রহণমাত্রে সমস্ত ভুবন প্রকম্পিত ও সাগরসলিলে নিমজ্জিত হইলে, রুদ্রদেব যখন শেষবিগ্রহপরিগ্রহপূর্ব্বক তাহার ধারণা করেন, তখনও ইহা স্থির ছিল। অথবা, ভগবান অনন্ত ফণাসহস্রসহযোগে সর্ব্বলোকসুদুঃসহ প্রলয়পবন উদ্গীরিত করিয়া, মহীধর সকল প্রজ্বলিত করিলে, তখনও ইহা স্থির ছিল। এবম্বিধ নিরাপদ স্থানে বাস করিলে, বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? যাহারা দুষ্ট স্থানে বাস করে, তাহারাই পদে পদে বিবিধ আপদ বিপদে পতিত হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মতিমন্! যুগসকলের বিপর্য্যয় ও তৎসহকারে প্রলয় উপস্থিত হইয়া, বিবিধ উৎপাত সকলে ভুবন কবলিত করিলে, তুমি কিরূপে অক্ষুণ্ণ অবস্থিতি কর?

ভুশুণ্ড কহিলেন, মহাভাগ! প্রলয় প্রাদুর্ভূত হইলে, আমি কৃতঘ্নের ন্যায় এই পরমমিত্র কুলায়ত্যাগ ও নভোমণ্ডল আশ্রয় করিয়া থাকি এবং অখিলকল্পনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া, অক্ষুব্ধহৃদয়ে শূন্যে অবস্থিতি করি। ঐ সময়ে সমস্ত পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া, প্রচণ্ড প্রলয়মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালা প্রখর-প্রসৃত হইলে, আমি, আমি বরুণ, অন্তরে এইপ্রকার ধারণা আশ্রয় করিয়া, ধীরচিত্তে অবস্থান করি। এইরূপ, প্রচণ্ড পবন প্রবল প্রবাহে প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল প্রপাতিত করিলে, আমি পার্ব্বতী, এইরূপ ধারণাসহায়ে সর্ব্বতোভাবে স্বপদে অবস্থিতি করি। সপ্ত মহা-

সাগর সমুচ্ছলিত হইয়া, সপ্ত ভুবন জলময় করিলে, আমি বায়ু এইপ্রকার ধারণাসহায়ে অবিচলিত হইয়া, অধিষ্ঠান করি। ভগবান্ রুদ্র সংহারবেশে সমুদায় সংসার আত্মাতে কবলিত করিলে, যে সত্যস্বরূপ পরমবস্তু অবশিষ্ট থাকেন, আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া, সুষুপ্তদশা ভোগ করি। অনন্তর পিতামহ পুনরায় সৃষ্টি করিলে, এই কল্পতরু কোটর আশ্রয় করিয়া থাকি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিহগরাজ! তুমি প্রলয় সময়ে যেরূপ ধারণা-সহায়ে নির্ব্বিকার অবস্থিতি কর, অন্যান্য যোগিরা কিজন্য সেরূপ না করিয়া, বিদেহমুক্ত হন?

ভূশুণ্ড কহিলেন, ঈশ্বরের নিয়তিই এইরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবনা করে, তাহার তদ্রূপ পরিণাম সংঘটিত হয়। অন্যান্য যোগিরা বিদেহমুক্তি ভাবনা করেন; এইজন্য বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন। ঈদৃশী নিয়তির কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যোগিবর! তুমি জীবন্মুক্ত, দীর্ঘায়ু, পরম-জ্ঞানী ও বিজ্ঞানকোবিদ এবং তুমি যোগবলে পরম যোগ্যতা লাভ ও প্রলয়াদি বিচিত্র ব্যাপার সকল দর্শন করিয়াছ। জগতের চিরন্তন পদার্থ সকলও নির্দ্দেশ করিতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। অতএব যে যে বিচিত্র বিষয় সকল তোমার মনে আছে কীর্ত্তন কর।

ভুশুণ্ড কহিলেন, আমার মনে পড়ে, আমি দেখিয়াছি, তখন এই পর্ব্বতের নিম্নস্থ পৃথিবীতে তৃণ, লতা, পর্ব্বত বা বীরুধ কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। একাদশ বর্ষ ইহা ভস্মরাশিতে প্রোথিত ছিল। যখন চন্দ্র বা সূর্য্যের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মেরুপ্রভার সহিত দিবালোকের প্রভেদ ছিল না; যখন এই মেদিনীমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ মেরুস্থ রত্নপ্রভায় আলোকিত ও অপরার্দ্ধ নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তৎকালীন জগতের অবস্থাও আমার স্মৃতিপথে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। দেবগণের সহিত অসুরগণের তুমুল যুদ্ধে কারণ জনক্ষয় সংঘটিত হইলে, লোক সকল স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ দশ-

দিকে যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাও আমার বিলক্ষণ মনে আছে। এই বসুমতী যুগচতুষ্টয় মহাবলোন্মত্ত অসুরগণের অন্তঃপুর হইয়াছিলেন, তাহাও আমি দেখিয়াছি, ভুলি নাই। ভগবন্! নিখিল জগন্মণ্ডল প্রলয়পয়োধি সলিলে মগ্ন হইলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারাই কেবল বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালীন অবস্থাও আমার মনে আছে। পৃথিবীতে যুগদ্বয় বৃক্ষভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ইহাও আমার মনে আছে। অনন্তর যুগচতুষ্টয় পৃথিবীর চতুর্থাংশের অধিক পর্ব্বত সকলে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তৎকালে মনুষ্যের আচার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। ইহাও আমার স্মৃতিপথ ত্যাগ করে নাই। পৃথিবী যে দশসহস্র বৎসর দৈত্যগণের অস্থি পর্ব্বতে আচ্ছন্ন ছিলেন, তাহাও আমার মনে আছে। আমার স্মরণ হয়, আমি দেখিয়াছি, সমস্ত সংসার নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। বিমানবিহারী অমরেরাও ঐ অন্ধকার দর্শনে ভয়ে পলায়মান হইতেন। আমি দক্ষিণদিক্‌কে অগস্ত্যশূন্য দেখিয়াছি; বিন্ধ্যগিরিকে মেরুর সহিত স্পর্দ্ধাক্রমে বর্দ্ধিত ও স্তম্ভিত দর্শন করিয়াছি এবং পৃথিবীকে এক-পর্ব্বতময়ী অবলোকন করিয়াছি। ভগবন্! এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ বিচিত্র ঘটনা আমার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইয়াছে। আমি সংক্ষেপে অন্যান্য ঘটনা সকল বলিতেছি, অবধান করুন।

আমি চারিশতযুগ ক্রমাগত শত শত মন্বন্তর অতীত হইতে অবলোকন করিয়াছি। পরমপুরুষ পিতামহকে সমাধিপ্রভাবে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়াছি; তৎকালে সুরাসুরাদি সমেত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে নিশ্চল হইয়াছিল। সে অবস্থাও আমার মনে আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড তখন অনন্ত আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, তাহাও আমি দেখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, আমি ব্রাহ্মণদিগকে সুরাপায়ী, শূদ্রগণকে বেদনিন্দুক ও সতী স্ত্রী সকলকে অনেকস্বামিকা অবলোকন করিয়াছি। এই জগৎ অরণ্যে আচ্ছন্ন ও সাগরসম্পর্কপরিশূন্য ছিল। ভৃগু প্রভৃতি পুরুষগণ

স্ত্রীসঙ্গব্যতিরেকেই সন্তান সমুৎপাদন করিতেন। এই সৃষ্টি মহী ও পর্ব্বতপরিশূন্য ছিল, সুর ও নর অসুরাদিরা শূন্যে অবস্থিতি করিত এবং চন্দ্র সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণের অভাব ও অপ্রকাশপ্রযুক্ত দিক্‌চক্র নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল; ইত্যাদি বিবিধ ঘটনাও আমি দেখিয়াছি এবং মনেও আছে।

ব্রহ্মন্! এতদ্‌ভিন্ন, সৃষ্টির প্রারম্ভকল্পনা, দ্বীপাদির বিভাগ ও সংস্থান, বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিধান, ঋক্ষচক্র ও ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ, সূর্য্য চন্দ্রাদির উৎপত্তি, ইন্দ্রোপেন্দ্রাদির ব্যবস্থান, হিরণ্যাক্ষের পৃথিবীহরণ, আদিবরাহের ধরণীসমুদ্ধরণ, নরপতিকল্পন, বেদপ্রণয়ন, মন্দরোৎপাটন, ক্ষীরোদমন্থন, গরুড়ের অবতরণ ও প্রিয়ব্রতের সাগরসমুদ্ভাবন ইত্যাদি যে সকল ঘটনা, স্বল্প কাল হইল, সংঘটিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ভবাদৃশ বালকগণের সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছে। অতএব তাহাদের বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। বলিতে কি, আমি কতবার গরুড়বাহনকে হংসবাহন, হংসবাহনকে বৃষবাহন ও বৃষবাহনকে গরুড়বাহনরূপী দর্শন করিয়াছি।

দ্বাবিংশ সর্গ　বিবিধ অতীত ঘটনবর্ণন।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভবৎ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, ভরদ্বাজ, মরীচি ও উদ্দালকাদি মহর্ষিগণ, অঙ্গিরা ও ভৃগু প্রভৃতি সিদ্ধর্ষিগণ, ভৃঙ্গীশ ও স্কন্দ প্রভৃতি রুদ্রপার্ষদগণ, গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গায়ত্রী প্রভৃতি শক্তিগণ, মেরু মন্দর ও দর্দ্দুরাদি ভূধরগণ, হয়গ্রীব প্রভৃতি দানবগণ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বলি, বল, প্রহ্লাদ ও ক্রাথ প্রভৃতি দৈত্যগণ, শিবি, ন্যঙ্কু, নাভাগ, নল, বৈণ্য, দিলীপ, সগর, উল, মান্ধাতা ও নহুষ প্রভৃতি নরপতিগণ, ব্যাস, বাল্মীকি, শুক ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতি মুনিগণ ইহাঁদের মধ্যে কেহ অল্পকাল, কেহ

নাতিদীর্ঘকাল ও কেহবা সম্প্রতি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন সুতরাং, ইহাঁদের বিষয় আর কি বলিব?

ব্রহ্মন্। আমার মনে হয়, আপনার এই অষ্টম জন্ম আপনি একবার ব্রহ্মার অংশে জন্মিয়াছেন। আপনি ইতিপূ দুইবার এইরূপে ব্রহ্মার অংশে, একবার আকাশে, একবার জলে একবার পাতালে, একবার পর্ব্বতে এবং একবার অগ্নি হই অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহা হউক, সকল কল্পেই পদার্থ সকলে সমানস্থ থাকে না। সময়বিশেষে এই নিয়মের ব্যভিচার হইয়া থাকে। তথাপি, আমি উপর্য্যুপরি সৃষ্টিত্রয় সমানাচা সন্দর্শন করিয়াছি। আমার মনে পড়ে, দেবগণের ঐরূপ সমান চার, সমানরূপ ও সমকালব্যাপী দশ সর্গ দেখিয়াছি। সেই সে সর্গে ভগবান্ বরাহরূপে জলনিমগ্না বসুমতীর উদ্ধার করে অবলোকন করিয়াছি। কিন্তু অপর পাঁচ সর্গে তিনি কূর্ম্মরূ হইয়া সলিলমধ্যে অন্তর্হিতা পৃথিবীরে সমুদ্ধৃতা করেন, ইহা আমার বিলক্ষণ মনে আছে।

আমার মনে পড়ে, আমি দ্বাদশবার ক্ষীরোদমন্থন দেখিয়াছি হিরণ্যাক্ষ আমারই সমক্ষে তিনবার দেবগণকেকরদীকৃত ও পৃথি বীকে পাতালতলে সংস্থাপিত করিয়াছিল। নারায়ণ মধ্যে মধ্যে জামদগ্ন্যরূপে আবির্ভাব হইয়া, ছয়বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রি করিয়াছেন। আমি শতবার কলিযুগ ও শতবার ভগবানের বুদ্ধ বতার দর্শন করিয়াছি। মহাদেব ত্রিশতবার ত্রিপুর দহন, দুইবা দক্ষযজ্ঞধ্বংস, দশবার ইন্দ্রকে পদচ্যুত ও গিরিগুহায় স্থাপনপূর্ব্ব দণ্ডিত এবং আটবার বাণাসুরের জন্য বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয় ছেন। ইহাও আমি দেখিয়াছি।

যাহাতে পাঠকগণের বুদ্ধিভেদে ক্রিয়া, অঙ্গ ও পাঠের বৈ ক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, সেই বেদ সমুদায় এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রণী বলিয়া যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ সকল সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, ি পরমার্থতঃ যাহারা একার্থপ্রতিপাদক, সেই পরমপবিত্র পুরাণস

সকল প্রতিকল্পেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রতিকল্পেই ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত মহাভারত রামায়ণাদির আবির্ভাব হয় এবং প্রতিকল্পেই পিতামহ ব্রহ্মা আপনাকে ও বিশ্বামিত্রকে উপদেশ দিবার জন্য মহারামায়ণনামক লক্ষশ্লোকসম্পন্ন পরমাদ্ভুত জ্ঞানশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

রামের ন্যায় ব্যবহার করিবে, রাবণের ন্যায় বিলাসী হইবে না, এইরূপ জ্ঞান যাহাতে হস্তে হস্তেই যেন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বাল্মীকিপ্রণীত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণও প্রতিযুগেই প্রবর্ত্তিত হয়। আমি দিব্য জ্ঞানবলে দেখিতেছি, আপনি শীঘ্রই উল্লিখিত রামায়ণ প্রচারিত করিবেন এবং দেখিবেন, উহা সত্বরই জগন্মণ্ডলে প্রস্ফুরিত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকি কোন সর্গে বাল্মীকি নামে ও কোন সর্গে অপর নামে ইহার প্রণয়ন করেন। আমার মনে পড়ে, মহাভারত নামে এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ মহর্ষি ব্যাস সাতবার প্রকটিত করেন। তিনি কখন ব্যাস ও কখন বা অপর নামে আবির্ভূত হইয়া, প্রতিযুগেই মহাভারত প্রণয়ন করিয়া থাকেন। জ্যোতিষ ও উপাখ্যানাদি গ্রন্থ সকলও প্রতিযুগেই এইরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাও আমি দেখিয়াছি।

ভগবন্! নারায়ণ দশবার রামরূপে জন্মিয়াছেন। আসন্নপ্রায় ত্রেতাযুগে পুনরায় ঐরূপেই অবতীর্ণ হইবেন। তিনি তিনবার নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ ও পঞ্চদশবার বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ধরার ভার হরণ করিয়াছেন এবং আগামী দ্বাপরযুগে পুনরায় বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইবেন। ব্রহ্মন্! বলিলেন, বুদ্বুদের ন্যায়, এই অনন্ত জগন্ময়ী ভ্রান্তি এইরূপেই বার বার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে এবং জলে তরঙ্গ যেমন, সম্বিদাত্মার অন্তরে তেমন উৎপন্ন হইয়া লীন হয়।

ব্রহ্মন্! এই দৃশ্যমান বিশ্বসৃষ্টি কোন কল্পে পূর্ব্ববৎ সমান আকারে, কোন কল্পে বিষমরূপে ও কোন কল্পে বা সমবিষম ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়। এইরূপ যুগে যুগে সৃষ্টিক্রম বিপর্য্যস্ত,

জগৎস্থিতি ব্যভিচরিত ও প্রসিদ্ধ লোক সকল বিগত হইলে আমি পুনরায় সর্গারম্ভে সমাগত হইয়া, নূতন নূতন ভৃত্য, বন্ধু মিত্র ও নূতন নূতন আশ্রয় অবলম্বন করি এবং দর্দ্দুরে, কখন বিন্ধ্যে, কখন হিমালয়ে, কখন মলয়ে ও কখন বা প্রাক্তনসন্নিবেশ সহিত এইরূপে এই শাখাস্থিত কুলায়ে বাস করিয়া থাকি। এই কল্পতরু অসংখ্যযুগে এইরূপে ও এই ভাবেই উৎপন্ন ও সন্নিবিষ্ট ছিল। তৎকালে দিক্‌সকলেরও বিপর্য্যয় হইয়াছিল। অর্থাৎ এখন যাহা উত্তরদিক্, তখন তাহা অন্যদিক্ ছিল। এইরূপে এই পর্ব্বতও অন্য পর্ব্বত ছিল; কিন্তু আমার কোনরূপ বিপর্য্যয় হয় নাই। আমি নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে যুগে যুগে একভাবে ও একরূপে থাকিয়াই ব্রহ্মনিশা যাপন ও ধ্যানাবসানে, এই আমি, এই আমার বৃক্ষ, ইত্যাদি অভিজ্ঞানসহায়েই সৃষ্টিপরম্পরা দর্শন করিয়া থাকি। ব্রহ্মন্! নির্ব্বিকল্প সমাধিবলেই এইরূপ প্রাক্তন-তত্ত্বাবগাহিনী অভিজ্ঞার উদয় হয়।

এই জগৎ কিছুই নহে, মনোভ্রমমাত্র এবং পরমাত্মার মায়িক-বিক্ষোভশক্তিস্বরূপ। আমি প্রতিযুগেই দেখিয়া থাকি, পুত্রও কখন পিতা, মিত্রও কখন শত্রু এবং পুরুষও কখন স্ত্রী হইয়া, জন্ম-গ্রহণ করে। সত্যও কলিযুগের ন্যায়, কলিও সত্যযুগের ন্যায় এবং ত্রেতা ও দ্বাপর ও সত্যও কলির ন্যায় আচার ব্যবহার ও সন্নিবেশাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেখুন, মহারাজ নল সত্যযুগে দ্যূতে প্রতারিত ও বিনাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সচরাচর কলিযুগেই বেদার্থের বিপ্লাবন ও সঙ্কেতবিহারের আবির্ভাবপ্রযুক্ত এই প্রকার পাপানুষ্ঠানের প্রবল প্রচার লক্ষিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মন্! আমি এইরূপে কল্পের আদিতে বিচিত্র দেশাদিতে সন্নিবিষ্ট ও বিচিত্রকার্য্যশীল ভূতগণে পরিবৃত, বিচিত্র বেশবিলাস ও বিন্যাসাদিতে বিরাজিত, বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড প্রক্রিয়া দর্শন করিয়াছি।

ত্রয়োবিংশ সর্গ (সমাধির প্রভাব ও মৃত্যুচিকিৎসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিহগরাজ! তুমি শরীর ধারণপূর্ব্বক এই জগতে বিচরণ বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তথাপি মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ইহার কারণ কি?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, জিজ্ঞাসাচ্ছলে আমারে মুখরিত করিতেছেন মাত্র। প্রভুরা ভৃত্যদিগকে এই রূপেই বাচালিত করেন। আপনার আদেশ আমার অবশ্য পালনীয়। পণ্ডিতেরা, বলেন, সাধুদিগের আজ্ঞা পালনই প্রকৃত উপাসনা। অবধান করুন।

চৌরেরা যেমন ধনহীন গৃহস্থকে বিনাশ করে না, তদ্রূপ বাসনাদি দোষহীন হইলে, মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আধি ব্যাধি সকল, ঘুণের ন্যায়, যাহার দেহকে বৃক্ষের ন্যায়, আশ্রয় করিয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে শাখা প্রশাখার ন্যায়, ভেদ না করে, তাহারাই মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আশা, ভুজঙ্গিনীর ন্যায়; যাহার অন্তর্গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া মস্তকের উপরি চিন্তারূপ ফণা বিস্তার করে না, তাহারই মৃত্যু হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। লোভরূপ করাল কালসর্প রাগ দ্বেষরূপ বিষভার পরিহার পুরঃসর যাহাকে দংশন না করে, তাহারই মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মদরূপ অজগর প্রজ্বলিত বিষানলে যাহার অন্তর্দ্দাহ না করে সেই ব্যক্তিই জিতমৃত্যু হইয়া থাকে। রোষরূপ বাড়বানল যাহার শরীর সাগরে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বিবেকবারি শোষণ ও তৎসহকারে অন্তসত্তা হরণ না করে, মৃত্যু তাহার হিংসা করিতে পারে না। প্রচণ্ড তৈলযন্ত্রে তিলরাশির ন্যায়, অনঙ্গের আক্রমণে নিপীড়িত না হইলে, মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না। যেখানে একমাত্র পরমপাবন বিশুদ্ধ পদে বিশ্রান্তি, সেখানে মৃত্যু কখন প্রভাব

বিস্তারে সমর্থ হয় না। মন যাহার শরীরে মর্কটের ন্যায়, চপল হইয়া, বিচরণ না করে, তাহারই মৃত্যুর হস্তে পরিহার প্রাপ্তি হয়।

মন সমাহিত হইলে, অশেষ ব্যাধির নিদান কামাদি দোষ সমস্ত আক্রমণ করিতে পারে না। যে শোক মোহাদি অনন্ত দুঃখসমূহ আধি ব্যাধি বিবিধ হইতে সমুদ্ভুত হইয়া, মনোমার্গে বিচরণপূর্ব্বক মহাভ্রম সমুদ্ভাবিত করে, সমাহিত চিত্তে কখন তাহাদের প্রভাব বিস্তার হইতে পারে না। বিকল্পের অন্তর্দ্ধান-প্রযুক্ত যাহার মন কখন উদিত বা অস্তমিত হয় না, সংস্মৃতি, বিস্মৃতি, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থান্তর তাহাকে কখন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না! কামক্রোধাদি বিকার হইতে প্রাদুর্ভূত চিন্তারূপ কুজ্ঝটিকা কখন সমাহিত ব্যক্তির হৃদয়াকাশকে প্রগাঢ় অন্ধকারে অন্ধীকৃত করিতে সমর্থ হয় না। বৎস! চিত্ত সমাহিত হইলে, দান, গ্রহণ, ত্যাগ বা প্রার্থনা কিছুতেই আর প্রবৃত্তি থাকে না। রাগ দ্বেষ, অবিনয়, হেয়োপার্জ্জিত ধনাদি ও কৃচ্ছ্রসাধ্য কৃষিগৃহাদিও আর তাহার পরিতাপ সমুদ্ভাবনে সমর্থ হয় না এবং ধর্ম্ম জ্ঞানাদি সমুদায় সদগুণ সুবিপুল বিভব ও ভাস্বর সুখ সৌভাগ্যের সহিত স্বয়ংই তাহার অনুসরণ করে। অতএব পরম শ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকিলে মনকে ভোগবাসনা দৃষ্টি হইতে বিরত ও ভ্রান্তিশূন্য করিয়া, পরিণামে পরম সুখের সাধনভূত, সত্যস্বরূপ, নিরুপায় পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ভেদদৃষ্টির বশীভূত হইলে, পুরুষার্থবিধুরতা সংঘটিত হয়। অতএব মনকে তাদৃশ ভেদদৃষ্টির অগম্য পরমসুখে নিয়োগ করিবে। যাহা আদিতে পরমসুখের সমুদ্ভাবন করে বলিয়া সাক্ষাৎ আহ্লাদস্বরূপ, যাহা মধ্যে ঐ সুখের পরিপাক বিধান করে বলিয়া মধুরস্বরূপ এবং যাহা অন্তে সমুদায় দুঃখ দূর করে বলিয়া পথ্যস্বরূপ, সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমপদে মনকে নিয়োজিত করিবে। যাহা আদি, মধ্য, অবসান, সকল অবস্থাতেই অনুগত, যাহা মনের একমাত্র হিতজনক, সেই সর্ব্বলোক সেবিত

অনন্তস্বরূপ পরমবস্তুতে চিত্তকে নিযোজিত করিবে। বুদ্ধি যাহার প্রভাবে আলোকিত ও বিকসিত হয়; আত্মা যাহার বলে অমৃতস্বরূপ লাভ করে এবং যাহা মূর্ত্তিমান্ মহাসৌভাগ্য, মনকে সেই পরমতত্ত্বে বিনিযোজিত করিবে।

চতুর্দ্দিংশ অধ্যায় (পরমপদ)।

ভূশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! সাধুদিগের মনোবৃত্তি একমাত্র যাহারই আশ্রিত, যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ বিরাজমান, পরমপদ ব্যতীত শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই। দেখুন, সুরাসুর ও কিন্নরাদিরা যাহার সেবা ও গন্ধর্ব্বগণ পরমানন্দে যাহাতে বিরাজ করে এবং অমর রমণীরা যাহার একমাত্র পক্ষপাতিনী, সেই স্বর্গেও কখন সুস্থির শুভলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহাতে বিচিত্র পুর ও নগরাদি প্রতিষ্ঠিত, বিবিধ পর্ব্বত ও পাদপরাজি বিরাজিত এবং বিবিধ সাগর সুশোভিত হইতেছে, সেই পৃথিবীতেও কখন অবিচলিত সুখপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা নাই। যাহাতে মণিধর মাণিক্যকর নিরন্তর শোভমান, পরমসুন্দরী অসুর রমণীরা বিরাজমান এবং অন্যান্য কমনীয় দ্রব্য সকল দেদীপ্যমান হইতেছে, সেই পাতালতলেও অনপায়িনী লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিতা নাই। কি দেবলোক কি ভূলোক, কি অসুরলোক, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি অবিনশ্বর শোভাবিভব লক্ষিত হয় না। আধিব্যাধি প্রভৃতির সান্নিধ্যবশতঃ যাহা একান্ত অস্থায়িণী এবং তজ্জন্য নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরায় সর্ব্বদাই প্রতিচ্ছন্ন, সেই বিনশ্বর ক্রিয়াসকলে অবিনশ্বর শুভলাভের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা মনকে একান্ত চঞ্চল ও হৃদয়কে ক্লিষ্ট ও নিশ্চেষ্ট করিয়া থাকে, বুদ্ধির বিকারস্বরূপ সেই চিন্তাদি মানসব্যাপার সকলও কিরূপে অবিনাশী মঙ্গলপ্রতিপত্তির নিদান হইতে পারে? যাহা মনকে মথিত হৃদয়কে তরলিত ও বুদ্ধিকে শিথিলিত করে, সেই বিলোলসঙ্কল্পবিকল্প সকলেও অখণ্ড

শুভ ফলের সম্ভাবনা নাই। যাহা অসিধারার ন্যায় বুদ্ধিকে ছেদন করে, সেই আগমাপায়শালিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলই বা কিরূপে অবিনশ্বর সুখপ্রতিপত্তির জননী হইতে পারে? আমি অখণ্ডমেদিনীর একাধিপত্য বার্হস্পত্য প্রভৃতি পরম জ্ঞানশালী দেবরূপত্ব অথবা পাতালতলের একরাজ অনন্তত্ব, ইহার কিছুই প্রার্থনা করি না; একমাত্র শিবস্বরূপ পরম পদই সর্ব্বতোভাবে আমার অভিলষণীয়! সাধুগণের চিত্ত ঐ পদেই স্থিতিপ্রাপ্ত হয়। বরং অতীবকঠিন চতুর্দ্দশ বিদ্যা ও বিবিধশাস্ত্র-বিচারে পাণ্ডিত্য না হউক, বরং বুদ্ধিসৌষ্ঠবাদিসহায়ে পরকীয় কার্য্যবিচারে দক্ষতা ও লোক সকলের অনুরাগসংগ্রহে ক্ষমতা না হউক; তথাপি সজ্জনচিত্তের একমাত্র আশ্রয় পরমপদই প্রার্থনীয়। এই পদ অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কিছুই কমণীয় বা অভিলষনীয় নাই। আমি বরং নরকে বাস করিতে পারি এবং স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিতে পারি; তথাপি পরমপদ পরিহারে সমর্থ নহি। আমার সর্ব্বদুঃখের আকরস্বরূপ মূঢ়তারূপ দারুণমৃত্যু হউক; তথাপি যেন পরমপদ ভ্রংশ না হয়।

পঞ্চবিংশ সর্গ (আত্মচিন্তা)।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! সংসারে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আত্মচিন্তা। এই আত্মচিন্তা সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, সকল সম্পদের বরিষ্ঠ; সর্ব্বথা নিরুপায় ও ভ্রমহীন; সর্ব্বপ্রকার কলঙ্ক-সম্পর্ক পরিশূন্য; পরম উন্নত, বর্দ্ধিত ও উচ্ছ্রিত। সহসা ইহা প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। প্রত্যক্ চৈতন্য ইহার বিচরণ স্থান। ইহা যেরূপ সর্ব্বদুঃখ ও সর্ব্বচিন্তা বিনাশ করে, চিরসঞ্চিত দুঃস্বপ্ন-রূপ সংসারভ্রম নিরাস করে এবং বিবিধ অনর্থ বিপত্তির হ্রাস করে, সেইরূপ জ্যোৎস্নায় অন্ধকারের ন্যায় স্বকীয় অনির্ব্বচনীয়-শক্তি সহায়ে সমস্ত সংকল্প নিরাকৃত করিয়া, অশেষ সুখ সমুদ

ভাবিত করিয়া থাকে। এই আত্মচিন্তাই পরমপদ। ইহাতে সুখ, শান্তি ও স্বস্তি প্রভৃতি সর্ব্বথাই বিরাজমান। মাদৃশ ক্ষুদ্র-প্রাণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিহগজাতির ইহা প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। ভবাদৃশ মহাভাগ মহাপুরুষগণই ইহা অনায়াসে অধিকার ও ফলভোগ অনুরূপ করেন। ইহা সংকল্পের অতীত। এই জন্য মাদৃশ অর্ব্বাচীন বায়সগণের কোন মতেই অধিকৃত হইবার নহে।

এই আত্মচিন্তার অনেকগুলি সখী বা সহচরী আছে। তাহারাও বিজ্ঞানরূপ আলোক প্রতিপত্তি দ্বারা অন্তঃকরণকে সর্ব্বতোভাবে বিকসিত ও পরম শীতলস্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে। এইজন্য অনেকাংশে ইহার সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহাদিগকে সখী বা সহচরী নাম প্রদান করা হইয়াছে। ভগবন্! ঐ সকল সখীর মধ্যে প্রাণচিন্তানামে সহচরী অন্যতর। এই প্রাণচিন্তা সর্ব্বদুঃখ ক্ষয় ও সর্ব্বসৌভাগ্য সমুদ্‌ভাবিত এবং চিরজীবিতা আকর্ষিত করে। আমি ইহারই প্রভাবে এইরূপ চিরজীবী হইয়াছি।

ষড়্‌বিংশ সর্গ (প্রাণবিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! প্রাণচিন্তা কাহাকে বলে, আমি তাহা অবগত আছি। তথাপি ভুশুণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিহগোত্তম! প্রাণচিন্তাশব্দের অর্থ কি?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও সকল সংশয়ের ছেদন করিতে সমর্থ। তথাপি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বুঝিলাম, ভবাদৃশ মহাত্মারা মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তিদিগকে এইরূপেই অনুগ্রহ বিতরণ ও শিক্ষাদান করেন। অতএব আমি যেরূপে চিরজীবী ও আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মন্! এই দেহ গৃহস্বরূপ। বাত, পিত্ত ও কফ ইহার স্থূণা

বা অবলম্বন কাষ্ঠ; চক্ষু ও কর্ণাদি ইহার নবদ্বার। শ্রবণ রন্ধ্র প্রভৃতি ইহার ছিদ্র, কেশ সকল ইহার তৃণ, অক্ষিকোটর ইহার গবাক্ষ, বদন ইহার প্রধান দ্বার, ভুজ ও পার্শ্ব ইহার উপমন্দির, স্নায়ু ইহার রজ্জু, রক্ত মাংস ও বসা ইহার জল, মৃত্তিকা ও গোময় এবং স্থূল অস্থি সকল ইহার কাষ্ঠ। অহংকাররূপ গৃহস্বামী পুর্য্যষ্টকরূপ স্ত্রী ও তন্মাত্ররূপ সর্ব্বজনগণের সহিত ইহা ভোগ করে। ইহার বদনরূপ বিস্তৃত দ্বার দশনরূপ ভ্রমর ও কেশরূপ মাল্যদামে অলঙ্কৃত। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারপালরূপে নবদ্বারে অবস্থিতি করিয়া, যাবতীয় বাহ্যবিষয় গৃহস্বামীর গোচর করিতেছে। এই দেহ সেই লিঙ্গদেহে ব্যাপ্ত ও আত্মালোকে উদ্ভাসিত। গৃহস্বামী ইহার অক্ষিতারারূপে ঊর্দ্ধতম দ্বারপ্রকোষ্ঠে আসীন আছেন।

ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুই নাড়ী ইহার পার্শ্বকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নাসাপুটের বায়ুসঞ্চরণ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে। যাহার নাল ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে মিলিত হইয়া আছে, তাদৃশ সুকোমলদলসমলঙ্কৃত পদ্মযুগ্মত্রয়বিশিষ্ট অস্থি মাংসময় যন্ত্রত্রয় ঐ পার্শ্বকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে। শরীরস্থ সমুদায় আকাশে সঞ্চরমাণ অপান বায়ুরূপ অমৃতসেকে ঐ পদ্ম বিকসিত হয়। উহার দলসকল প্রাণ ও অপান বায়ুতে পরিব্যাপ্ত এবং উল্লিখিত চন্দ্রনামক অপান বায়ু দ্বারা বিচলিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! এই অপান বায়ু উক্ত পদ্মপত্রে সম্বদ্ধ নাড়ীর ছিদ্রসমূহে প্রবেশ পূর্ব্বক বিচলিত হইয়া, তৎসমস্ত পত্রকে বিচলিত করিয়া স্বয়ং বর্দ্ধিত হয় এবং ঊর্দ্ধাধোভাগে প্রতিষ্ঠিত একাধিক এক শত দ্বিসপ্ততিসহস্র নাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করে। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই বায়ুকে প্রাণ, অপান প্রভৃতি বিবিধ নামে নির্দ্দেশ করেন।

চন্দ্রমণ্ডল হইতে কিরণমালা যেরূপ প্রসৃত হয়, তদ্রূপ উল্লিখিত চন্দ্রত্রয় হইতে প্রাণশক্তি সকল তত্তৎ প্রাণের সহিত ঊর্দ্ধাধোভাবে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরিত হইয়া, কখন গমন, কখন

গমনাগমন, কখন হরণ, কখন পূরণ, কখন বিহরণ, কখন পতন ও কখন বা উৎপদন করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা সেই হৃৎপদ্মগত বায়ুকেই প্রাণ নামে উল্লেখ করেন।

এই সকল প্রাণ শক্তির মধ্যে, কেহ দৃষ্টিরূপে, কেহ স্পর্শরূপে কেহ ঘ্রাণরূপে ও কেহ বাক্‌স্বরূপে, প্রস্ফুরিত হয় এবং কেহ বা ভুক্ত অন্নজীর্ণ করে। ঐন্দ্রজালিক যেরূপ যন্ত্রস্থ সূত্রাদি সহায়ে প্রতিমাদি যন্ত্রের নর্ত্তনাদি ব্যাপার সম্পাদন করেন, তদ্রূপ ভগবান্ উক্ত বায়ুরূপে শারীরিক সমুদায় ব্যাপার বিনির্ব্বাহিত করেন।

যে দুইটী প্রধান বায়ু হৃদয়যন্ত্রের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রবাহিত হয়, তাহাদের নাম প্রাণ ও অপান। আমি ঐ আকাশবিহারী শীতোষ্ণবপু বায়ুদ্বয়ের অনুগত ও তৎপ্রভাবে স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই সোমও অগ্নিরূপী বায়ুদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্যরূপে অবিশ্রান্ত হৃদয়-রূপ আকাশে সঞ্চরণ করিতেছে। ইহারাই পুরপাল মনের রথচক্র ও অহঙ্কাররূপ নরপতির প্রশস্ত তুরঙ্গম। আমি ইহাদেরই অনুগত। যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি সকল অবস্থাতেই ইহা রুদ্ধ থাকিবে। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানসহায়ে এই বায়ুর উল্লিখিতরূপ অশেষ গুণশালিনী গতি বিদিত হন, তিনি মৃত্যুপাশ ছেদন ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, সংসারে আর জন্মগ্রহণ করেন না।

সপ্তবিংশসর্গ (বায়ুস্বভাব কীর্ত্তন)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম বিহগরাজ! প্রাণবায়ুর গতি কিরূপ?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সমুদায় সবিশেষ বিদিত আছেন। তথাপি লীলাচ্ছলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব যথাজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন।

প্রাণবায় দেহের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে উপরিভাগে এবং অপান

বায়ু ও দেহের বাহে ও অভ্যন্তরে নিম্নদেশে অবস্থিতি করিতেছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সকল অবস্থাতেই ইহাদের সংযম করিবে। যেরূপে সেই পরম শ্রেয়োজনক সংযম করিতে হয়, শ্রবণ করুন।

হৃৎপদ্মের কোটর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণের ঊর্দ্ধ গতিতে পণ্ডিতেরা অন্তররেচক, মস্তক হইতে বাহে অধোভাগে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত গতিকে বাহ্যপূরক এবং নাসিকার অগ্রভাগ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রবাহিত বায়ুর অপানের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও মূর্দ্ধাদি হৃদয় পর্য্যন্ত বায়ুস্পর্শ এই উভয়কে অন্তঃপূরক বলেন। অপানবায়ুরসঞ্চার রোধ হইলে প্রাণবায়ু যাবৎ হৃদয়ে উত্থিত না হয়, সেই অবস্থার নাম কুম্ভক। যোগিগণ এই অবস্থাযোগ ভোগ করেন। নাসাগ্রের দ্বাদশাঙ্গুল বহির্ভাগ হইতে অপানের উদয়স্থান পর্য্যন্ত রেচক, কুম্ভক ও পূরক প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মন্! ধীমান্! ব্যক্তিগণ সর্ব্বকালস্থায়ী ও সম্যক্ যত্ন বিবর্জ্জিত, স্বভাবসিদ্ধ এই রেচকাদির যে প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। নাসিকার বহির্ভাগে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অভিমুখে প্রতিষ্ঠিত বায়ুকে স্বভাবতঃ পূরকাদি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এইরূপ পণ্ডিত ও যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাসাগ্রের অভিমুখে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সন্নিহিত বায়ুকে কুম্ভক, বাহোন্মুখ বায়ুর নাসাগ্র পর্য্যন্ত গতিকে আদি বাহ্যপূরক এবং নাসাগ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুলব্যাপিনি প্রসৃতিকে অপর বাহ্যপূরক বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রাণবায়ু বাহে প্রশান্ত হইয়াছে এবং আপন বায়ু উত্থিত হয় না, তাদৃশ পূর্ণ ও সাম্যাবস্থাকে কুম্ভক বলে। অপান বায়ু স্পন্দিত হইবার পূর্ব্বে প্রাণবায়ুর যে অন্তর্ম্মুখীন অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম বাহ্যরেচক। এই বাহ্যরেচকই মুক্তিবিধান করে। যাহা অপান বায়ুর সঞ্চালনে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া, নাসাগ্রের বহির্ভাগে-দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার নাম অপর পূরক। ভগবন্! প্রাণ ও অপানবায়ুর স্বভাব স্বরূপ বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ কুম্ভকাদি অবগত হইলে, আর জন্মগ্রহণ

রিতে হয় না। বায়ুর এই অষ্টবিধ গতি ও অবস্থা দিবারাত্র অনুসরণ করিলে, মুক্ত হওয়া যায়। এই আমি আপনার নিকট বায়ুর মুক্তিজনক স্বভাব বর্ণন করিলাম।

অষ্টাবিংশ সর্গ। সমাধি।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! উল্লিখিত কুম্ভকাদির অনুসরণ করিলে, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান বিনষ্ট ও প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চরিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, কুম্ভকাদি সহায়ে মনকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিতে সমর্থ হইলে, স্বল্পসময় মধ্যেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কুম্ভকাদি অভ্যাস করেন, বাহ্যবিষয় কখন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। যে বুদ্ধিমান্ পুরুষ এই প্রকার পরমার্থপথের পান্থ হন, তাঁহার সমুদায় প্রাপ্তব্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি শয়ন, ভোজন ও স্বপ্ন ইত্যাদি সকল অবস্থাতেই এইরূপ চিংদৃষ্টির অনুসরণ করেন, তাঁহাকে কখন বদ্ধ হইতে হয় না। প্রাণ ও অপান বায়ুর চিন্তা করিলে, জ্ঞান সঞ্চরিত ও তৎপ্রভাবে মন মোহজাল হইতে উন্মুক্ত হইয়া থাকে এবং স্ব স্ব রূপে প্রত্যক্ আত্মাতে অবস্থিতি করা যায়। বলিতে কি প্রাণবায়ুর গতি অবগত হইলে, পরম জ্ঞান প্রতিপত্তি ও শাশ্বত সুখসংঘটনসম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রাণবায়ু হৃৎপদ্মকোটর হইতে সমুদিত হইয়া বহির্ভাগে দ্বাদশাঙ্গুল প্রসৃত হইলে, অপানবায়ু উদীরিত হয় এবং প্রাণ-বায়ু বাহ্যাকাশে অগ্নিরাশির ন্যায় প্রবাহিত হইলে অপান বায়ু হৃদয়াকাশে উন্মুক্ত হইয়া জলের ন্যায়, নিম্নভাগে সঞ্চরণ করে। এই প্রাণ সূর্য্য অথবা অগ্নিরূপে দেহান্তর সন্তাপিত এবং অপান বায়ু চন্দ্ররূপে অমৃত সেক দ্বারা তাহা প্লাবিত করিয়া থাকে। এই অপান বায়ু যে ব্রহ্মপদে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণরূপ সূর্য্যকর্তৃক শশিকলার ন্যায়, কবলিত হয়, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে, আর

শোক মোহে পতিত হইতে হয় না। পুনশ্চ, প্রাণরূপ সূর্য্য যে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত বাহ্যাকাশে অবস্থিতি করিয়া, অপানরূপ চন্দ্রকর্ত্তৃক কবলিত হয়, সেই পদ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপে প্রাণ ও অপানরূপ সূর্য্য চন্দ্রের দৈনন্দিন উদয়াস্ত অবগত হইলে আত্মমনের আধার স্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। বহিস্থ অন্ধকার অন্ধকারই নহে, হৃদয়স্থ অন্ধকারই অন্ধকার। যাহা দ্বারা সেই অন্ধকার বিনষ্ট ও তৎপ্রভাবে মুক্তিলাভ হয়, যত্নসহকারে সেই প্রাণরূপ সূর্য্যকে দর্শন করিবে। ঐ রূপ দর্শনকারী পুরুষই প্রকৃত দর্শী। ভগবন্! বাহ্য কুম্ভক আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রশান্ত ও অপানকে সমুদীরিত করিতে সমর্থ হইলে, পুনরায় শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না। এইরূপ, অন্তঃকুম্ভক আশ্রয় করিয়া অপান বায়ুকে অস্তমিত ও প্রাণ বায়ুকে কিঞ্চিৎ উদয়োন্মুখ করিতে পারিলে, পুনরায় শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং অপানের উদয়স্থানে দ্বাদশ অঙ্গুলি হইতে ষোড়শ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রসারিত নিশ্বাস বায়ুর রেচনপূর্ব্বক পরম বিশুদ্ধ কুম্ভক আশ্রয় করিলে, পুনরায় শোক আক্রমণ করে না।

যোগীরা স্বভাবসিদ্ধ বাহ্য কুম্ভককে চিৎপদ ও অন্তস্থ কুম্ভককে পরমপদ বলিয়া থাকেন। তৎসমস্তই আত্মস্বরূপ পরমচিৎ। উহা প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় শোকে পতিত হইতে হয় না। পুষ্পে সৌরভের ন্যায়, প্রাণের অন্তরে উহার অবস্থিতি। আমি ঐ চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহা জলে তরঙ্গের ন্যায়, অপানে এবং অপান ও প্রাণ উভয়ের মধ্যস্থলে বিরাজমান, আমি সেই চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহা প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, দেহের দেহ, মনের মন, বুদ্ধির বুদ্ধি, অহঙ্কারের অহঙ্কার, আমি সেই চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহাতে সকলের স্থিতি লয় ও উৎপত্তি, আমি সেই সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বময় সর্ব্বকালবিরাজমান চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহা

আলোকের আলোক, পাবনের পাবন ও তেজেরও তেজ স্বরূপ, সেই চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহা সকল কারণের কারণ, সকল শক্তির শক্তি ও সকল কার্য্যের নিয়ন্তা, সেই চিত্তত্ত্বের উপাসনা করি। যাহা হইতে প্রাণ স্পন্দিত হয়, আনন্দ সঞ্চরিত হয় এবং অমৃত উদভাবিত হয়, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যাহা আপাত দৃষ্টিতে প্রাণাদি ষোড়শকলায় বেষ্টিত, বস্তুগত্যা তাহা সর্ব্বকলা বিবর্জ্জিত, এবং সুরগণও যাহার বন্দনা করেন, আমি সেই পরমপদের শরণাপন্ন হই।

ঊনত্রিংশ সর্গ—চিরজীবিতার হেতু।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! আমি প্রাণচিন্তারূপ সমাধি বলেই ঐরূপে স্বীয় বিমল আত্মাতে [illegible] সহায়ে মেরুর সমান অবিচলিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। কিছুতেই আমায় মুগ্ধ করিতে পারে না, এবং কোন অবস্থাতেই আমার এই আত্মসমাধির অবসান হয় না। আমি আত্মা দ্বারা আত্মাতে অবস্থিতি করি। এই চঞ্চল জগৎস্থিতিতে আমার কিছুমাত্র আস্থা নাই। যদিও বায়ু প্রবাহ কখন রুদ্ধ ও সূর্য্য কখন একবারেই অস্তমিত হয়; কিন্তু আমি কখন এই সমাধির পরিহার করিব না। প্রাণ ও অপানবায়ুর অনুসরণ ও আত্মদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, আমার এই শোকহীন পরমপদ প্রাপ্তি হইয়াছে। আমার ভূত বা ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই, বর্ত্তমান মাত্রই আমার আশ্রয় ও লক্ষণ এবং ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত কার্য্যেই আমার প্রবৃত্তি। আমি এই অবস্থায় স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত ভূতাত্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব দর্শন করিয়া থাকি।

একমাত্র ব্রহ্মচিন্তার অনুসরণপূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিতি করিয়াই, আমার এইপ্রকার নিরাময় চিরজীবিতার আবিষ্কার হইয়াছে প্রাণ ও অপান বায়ুর অনুসরন ও সন্তোষ অবলম্বন করিয়া, আমি

এইরূপ অনাময় ও চিরজীবী হইয়াছি। কোন বস্তুর লাভ হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোনরূপ চিন্তা নাই। সেই জন্যই আমি এই নিরাময় চিরজীবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমি কখন নিজের বা পরের স্তব বা নিন্দা করি না। সেই জন্য আমার এই প্রকার নিরাময় চিরজীবিতার আবিষ্কার হইয়াছে। আমি ইষ্ট বা অনিষ্টে সন্তুষ্ট বা বিরক্ত নহি; সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিতি করি। এই জন্যই নিরাময় ও চিরজীবী হইয়াছি। আমার জীবনে অভিনিবেশ বা সংসারে আবেশলেশ নাই সেই জন্য এই শুভসংঘটন সম্পন্ন হইয়াছি আমার মন স্বস্থ, সমাহিত, শুদ্ধ ও শান্তভাব বিশিষ্ট। এই জন্য আমি আধিব্যাধিশূন্য হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি। কাষ্ঠ, লৌহ, স্ত্রী, তৃণ, অগ্নি, আকাশ, সকলেই আমার সমান জ্ঞান ও সমান দৃষ্টি, সেই জন্য চিরকাল নিরাপদে বাঁচিয়া আছি। অদ্য আমার কি হইবে এবং আগামিই বা কি ঘটিবে, ইত্যাকার চিন্তাজ্বর কখন আমার কলেবরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য আমার বর্ত্তমান কল্যাণসমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছি। জরা মরণাদি দুঃখে আমার ভয় বা রাজ্যলাভসুখেও আমার হর্ষ নাই। এইজন্য আমার এইপ্রকার চিরজীবি-পদপ্রাপ্তি হইয়াছে

ত্রিংশ সর্গ। (পরমপদ লাভের উপায়।)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যেরূপে চিরজীবী হইয়াছি বলিলাম। ফলতঃ, যে ব্যক্তি আমার ন্যায়, আত্মপরভেদজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়, তাহারই এইরূপ চিরজীবন ও পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সমস্ত সংসার যখন পরমাত্মারই স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তখন, এ ব্যক্তি আপনার, এ ব্যক্তি পর, ইত্যাকার কল্পনা করা মূঢ়তা মাত্র, সন্দেহ কি? আমি কখনও ঐরূপ কল্পনা করি না। পরম পুরুষ পরমাত্মা সকল বস্তুতেই সর্ব্বদাই প্রকাশমান রহিয়াছেন, আমি কেবল ইহাই জানি। এই কারণে

চিরজীবী হইয়াছি। আদান প্রদান, বা শয়ন উপবেশন, কোন কার্য্যেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই, আমি এই প্রকার ভাবিয়া থাকি। এই জন্য চিরজীবী হইয়াছি। সংসার কিছুই নহে। এইজন্য আমার ইহাতে অণুমাত্র আস্থা নাই। সেই নিমিত্ত চিরজীবী হইয়াছি। সংসারে থাকিলে অর্থ অনর্থ উভয়ই ঘটে। এই কারণে উভয়ই আমার সমান বোধ হয়। তজ্জন্যই আমি এইরূপ চিরজীবী হইয়াছি। আমি অবিচলিত ঐশ্বর্য্যশক্তি সহায়ে সর্ব্বভূতে অকুটিল স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। সেই জন্য চিরজীবী হইয়াছি। আমি অহঙ্কারকে পঙ্কের ন্যায় পরিহার করিয়াছি; কর্ত্তৃত্বশূন্য ও আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি; ত্যাগ বা পরিগ্রহ কিছুতেই আমার শ্রদ্ধা বা বিরাগ নাই ;আমার জ্ঞানের যতই উদয় হয়, ততই মন বিলীন হইয়া থাকে; আমি সম্পদে মত্ত ও বিপদে অভিভূত হই না; শক্তি থাকিলেও পর পীড়ন বা আক্রমণকারীর প্রত্যাক্রমণ করি না, পরকৃত পরিহার ও পরিতাপাদিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ বা ক্লেশ হয় না; ধনী বা দরিদ্র কিছুই হইতে আমার অভিলাষ নাই; আত্মপর সকলেই আমার সমান জ্ঞান ও চিৎস্বরূপ প্রতীতি এবং আমি আশাকে মন হইতে একবারেই দূর করিয়াছি। এই জন্য নিরাপদে চিরকাল বাঁচিয়া আছি। বাহ্য দৃষ্টিতে এই অসৎ জগৎকে আমার শূন্যবৎ ও তত্ত্বদৃষ্টিতে আত্মবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জীর্ণ, ভিন্ন, ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ, উপস্থিত বস্তু সকল আমার অভিনব বোধ হয়। আমি লোকের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী এবং সকলের প্রিয় মিত্র। আমি বিপদে সম্পদে সকল অবস্থাতেই লোকের সহায়তা করি। ভ্রম ও স্বপ্নেও অথবা কল্পনাক্রমে কাহারও অনিষ্ট বা পরছিদ্রে পদার্পণ করি না। সম্পদের ক্ষয় বা বৃদ্ধি, কিছুতেই আমার অভিনিবেশ নাই। আমি স্বয়ং নহি, আমার নহি এবং অন্যেরও নহি, অন্যেও আমার নহে। এই প্রকার জ্ঞান আমার অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক। আমিই এই দেশ

কালক্রিয়াক্রম সমবেত সমস্ত জগৎ, সর্ব্বদাই এই প্রকার ভাব করিয়া থাকি এবং ঘটপটাদি অতি সামান্য বস্তু চিৎ ভিন্ন কিছু নহে, সতত এইরূপ চিন্তায় যাপন করি। এই সকল কারণে আমি চিরজীবী হইয়াছি। বলিতে কি, ক্ষুদ্র মহান্ যে কোন ব্যক্তি, আমার ন্যায় এই প্রকার সৎপথ ও সৎবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হইলে, অনায়াসেই আমার ন্যায়, চিরজীবী হইয়া থাকে। অথবা শুদ্ধ চিরজীবী হইয়া থাকে। অথবা শুদ্ধ চিরজীবী নহে, পরমপদ লাভ করে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন ঐরূপ সৎস্মৃতিই পরমপদ প্রাপ্তির অদ্বিতীয় ও অখণ্ড সাধন।

ভগবন্! এই আমি আত্মকথাপ্রসঙ্গে পরমপদপ্রাপ্তি কথা কীর্ত্তন করিলাম। এই জগৎ রূপ তরঙ্গ পুনঃ পুনঃঅন্তর্হিত ও ব্রহ্মরূপ মহার্ণবে বিলুণ্ঠিত এবং পরস্পর প্রতিঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আমি সমাধিসময়ে ইহাকে লীন ও উত্থান সময়ে প্রকটিত দর্শন করিয়া, অবস্থিতি করি। আমিই সেই ভশুণ্ড নামক ক্ষুদ্র বায়স।

একত্রিংশ সর্গ (বশিষ্ঠের বিদায়)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভুশুণ্ড এইরূপে অতি বিচিত্র ও অতীব জ্ঞানগর্ভ শ্রুতিভূষণ নিজ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, আমি কহিলাম, মতিমন্! তোমার এই জীবনবৃত্ত শ্রবণ করিলে, বুদ্ধি প্রসন্ন ও নির্ম্মল হয়। যাহারা ইহা শ্রবণ করে, তাহারাই ধন্য। অদ্য আমার মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইল! যেহেতু, অদ্য আমি তোমাকে দর্শন করিলাম! আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি। অনেকের সহিত আমার সন্দর্শন হইয়াছে। কিন্তু তোমার ন্যায়, তত্ত্বজ্ঞ ও ভব্যাত্মা মহান্ পুরুষ কুত্রাপি আমার নয়নবিষয়ে নিপতিত হয় নাই। সত্য বটে, দীর্ঘকাল যত্নসহকারে অন্বেষণ করিলে, কথঞ্চিৎ তত্ত্বদর্শী মহাজনগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে

পারে; কিন্তু তোমার ন্যায়, মহাপুরুষ কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বংশখণ্ডে যেমন মুক্তা থাকে না, কোন জগৎ খণ্ডেই তেমন তোমার ন্যায় মহাপুরুষ নাই। তোমার কল্যাণ হউক। অধুনা, মধ্যাহ্ন উপস্থিত। অতএব তুমি স্বকীয় কোটরে প্রবেশ কর। আমিও সপ্তর্ষিমণ্ডলে গমন করি।

এই বলিয়া, আমি পক্ষীর ন্যায়, আকাশে উড্ডয়নের উপক্রম করিলে, ভুশুণ্ড পাদ্য, অর্ঘ্য ও পুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবের ন্যায়, আমারআপাদ মস্তক পূজা করিলেন। অনন্তর আমি প্রস্থান করিলে, কিয়দ্দুর আমার অনুগামী হইলেন। সাধু কখন সাধু সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না। এই কারণে অতি কষ্টে তিনি নিবৃত্ত হইলে, আমি সপ্তর্ষিমণ্ডলে প্রবেশ ও তাঁহাদিগকে দর্শন করিলাম। দেবী অরুন্ধতী আমার পূজা করিলেন। তাত! সত্যযুগের প্রথম দুইশত বর্ষ অতীত হইলে, ভুশুণ্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সম্প্রতি ত্রেতাযুগের মধ্যমাংশ উপস্থিত অদ্য অষ্টম বর্ষ হইল, ভুশুণ্ডের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সেইরূপই রূপবান্ ও জরাহীন আছেন, দেখিলাম। সৌম্য! তুমি ভুশুণ্ডচরিত শ্রবণ করিলে। যাহা বিহিত হয়, বিচারপূর্ব্বক বিধান কর।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! ভুশুণ্ডের এই সৎকথা শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করিলে, জন্মাদিভয়বাহুল্য-সমাকুল মায়ানদী পার হওয়া যায়।

দ্বাত্রিংশ সর্গ (পরমার্থযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! যাহাদের বিশিষ্টরূপ জ্ঞান আছে, তাহারাই ভুশুণ্ডের ন্যায় মোহসঙ্কটে সমুত্তরণ করে। তুমি প্রাণসংরোধিনী সাধু দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,

অতএব তুমি জ্ঞানযোগ অভ্যাস কর। আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ ও অপান পরিদর্শন করিলে, সকলেরই পরমতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। তুমি তাহাই কর।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার উপদেশে আমার অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত, প্রবোধ ও পরমানন্দ সঞ্চরিত, যাহা জানিবার তাহা পরিজ্ঞাত এবং তৎপ্রভাবে স্বকীয় পদলাভ সংঘটিত হইয়াছে। ভুশুণ্ডের চরিত শ্রবণ করিলে, পরম বিস্ময় উপস্থিত ও প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। ব্রহ্মন্! আপনি ভুশুণ্ডের চরিতপ্রসঙ্গে যে মাংসাস্থিচর্ম্মময় শরীরের কথা কীর্ত্তন করিলেন, সেই দেহ কাহার রচিত, কিরূপে স্থিতিপ্রাপ্ত হয় এবং কেই বা তাহাতে অবস্থিতি করেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! এই দেহ গেহ কাহারও নির্ম্মিত নহে। ইহা আভাস বা প্রতিবিম্বমাত্র এবং দ্বিচন্দ্রের ন্যায় সৎ ও ও অসৎ দ্বিবিধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহা কিছুই নহে; এই কারণে অসৎ এবং পরমার্থের কল্পনাপ্রযুক্ত ইহা সৎস্বরূপ। পরমার্থতঃ বিচার করিলে, ইহা মৃগতৃষ্ণার ন্যায়, ভ্রমমাত্র! অতএব তুমি এই কল্পনাময় দেহ পরিহার কর। স্বপ্নে যেমন লোকে বিবিধ শরীর ধারণ করিয়া বিবিধ বেশে বিচরণ করে, জাগ্রৎ অবস্থাতেও তদ্রূপ কল্পনাবশে বিবিধ দেহ পরিগ্রহ হইয়া থাকে। তোমার স্বপ্ন-দেহের যেরূপ কোনপ্রকার সংস্থান বা প্রমাণ নাই; জাগ্রৎ-দেহও তদ্রূপ সংস্থিত নহে। বলিতে কি, এই দেহ মনেরই। আমার এই নাম, মনের কল্পনা ভিন্ন, নিয়তির কল্পনা নহে। এই ধন, এই জন, এই বিষয়, ইত্যাদি ভাবনা, চিত্তবীর্য্যের সংকল্প হইতেই সমুদ্ভূত হয়। পণ্ডিতেরা এই কারণেই সংসারকে সুবিস্তৃত স্বপ্ন ও সুবিস্তৃত কল্পনা বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, এই তুমি আমি কি পূর্ব্বে তুমি আমিই ছিলাম, কখনই নহে। মানুষ যতদিন অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ করে, তাবৎ এই মনের বিভ্রম বুঝিতে পারে না। জ্ঞানের উদয়ে পরমার্থ বোধ

প্রস্ফুরিত হইলে, আর এই দেহ বা এই ধনজনাদি সংসার-বিস্তার কিছুই লক্ষিত বা অনুভূত হয় না। বলিতে কি, এই দেহকে দেহ ভাব, দেহরূপে প্রতীত হইবে, অন্য ভাব, অন্যরূপই ধারণ করিবে।

আমি, আমার এই সংসার, দৃঢ়তাসহকারে এই প্রকার ভাবনা করিলে, আশু ঐ রূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেখ, অভ্যাসবশে স্ত্রীকে অত্যন্ত প্রণয়পাত্রী ও প্রীতিদাত্রী মনে হইয়া থাকে। বাস্তবিক, নারীশরীরে এমন কিছুই মনোহর নাই, যাহাতে তাহাকে ঐরূপ বল্লভা বলিয়া মনে হইতে পারে। তুমি যাহাকে কুৎসিত ভাব, আমি তাহাকে সুন্দরী ভাবি। তুমি যাহাকে প্রিয় ভাব, আমি তাহাকে অপ্রিয় বোধ করি। দেশ, কাল, পাত্রভেদে রুচিভেদ হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্তই মনেরই কল্পনা। সংসারভাবনার অভ্যাস বশতই সংসার দৃশ্যমান হইয়া থাকে। মরুভূমিতে যেরূপ মৃগতৃষ্ণা, সংকল্প বশেই তদ্রূপ সংসারঘটনা। ধীমান্ পুরুষগণ এই জন্য সংসারে আস্থাবান্ নহেন। মোহই ইহাতে অনুরাগ বন্ধন সংঘটিত ও বিবিধ ভয় আবিষ্কৃত করে। শুদ্ধচিত্তে এইরূপ ভয়জনক মোহের অধিকার নাই। সম্যক্ দৃষ্টিসহায়ে আত্মশুদ্ধি সম্পন্ন হইলে, যাহার যে স্বরূপ, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, সংসার যখন আত্ম ভিন্ন কিছুই নহে; তখন জন্ম মৃত্যু ও শোক হর্ষ ইত্যাদি কল্পনার অবসর কোথায়? সত্যমিথ্যানির্ণয়পূর্ব্বক মনকে প্রকৃততত্ত্বদৃষ্টির অনুসারি করিলে, নিত্য শান্তিলাভ হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, মনের প্রকৃতস্বরূপ পরিদর্শনে সমর্থ হইলে, স্তুতি নিন্দা ও হর্ষ বিষাদ পরিহারপূর্ব্বক পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্গ (তত্ত্ব-যোগ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি, আমি, বন্ধুবান্ধব, ফলতঃ সকলকেই অবশ্য মরিতে হইবে। ইহা জানিয়াও, কি নিমিত্ত বন্ধু বিয়োগ ও আত্মমরণে বৃথা শোক ও পরিতাপ করিয়া থাক? জন্মিলে, অবশ্যই কিছু না কিছু বিভব হস্তগত হয়। তবে আর তাহাতে হর্ষ কি ও আনন্দ কি? দেখ, সংসারে অর্থই অনর্থ ও সাক্ষাৎ বিপৎ। তবে আর তাহার ক্ষয়ে শোকই বা কি? সরোবরে বুদ্বুদের ন্যায়, এই জগতের নিত্য আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। তবে আর ইহাতে আগ্রহ কি ও পরিবেদনা কি? যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য এবং যাহা মিথ্যা, তাহা চিরকালই মিথ্যা। এই মিথ্যাজগতে এমন কি বস্তু আছে, যাহার ক্ষয়ে পরিতাপ হইতে পারে? আমার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে। কেন হইয়াছে? যেহেতু, তাঁহারা ক্ষয়শীল ও মিথ্যা। যে বস্তু ক্ষয়শীল, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার পিতৃমাতৃবিয়োগ জন্য শোক করা বৃথা আমিও তাঁহাদের ন্যায় ক্ষয়শীল মিথ্যা পদার্থ। অতএব আমিও অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব। আমি যখন মরিব, তখন আমার পিতামাতার জন্য আর কোন্ ব্যক্তি শোক করিবে? তথাহি, আমার যদি অগ্রে মৃত্যু হইত, তাহা হইলে, কেই বা আমার পিতামাতার জন্য শোক করিত? এই সকল চিন্তা করিয়া মিথ্যা জগতে আস্থাত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমি আমি বা অহংকারাত্মা নহি, আমি জন্মি না; কখন জন্মিবও না; অধুনাও সেই আমি আমি নহি। অতএব আর কে কাহার জন্য পরিতাপ করিবে? ইত্যাকার বিচার করিয়া শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, জ্ঞানাত্মা হও। শান্তিতে কখন উদয়, অস্ত বা পরিতাপ নাই। অতএব ব্রহ্মবিৎ ও শান্ত হইয়া, সংসারের অসার ভাগ ত্যাগ ও ব্রহ্মরূপ সার ভাগ গ্রহণ করিয়া, অনুত্তম পদে

প্রতিষ্ঠিত হও। এই মিথ্যা সংসারে স্ত্রী পুত্রাদি সকলই মিথ্যা। অতএব ইহাতে আস্থা কি? পরিতাপ ও পরিবেদনাই বা কি? যাহারা পরিতাপ ও আস্থা করে, তাহারাই মূঢ়। তুমি কখনও সেরূপ মূঢ় হইও না। জ্ঞানীরা মুক্তির অনুসারী ও বীতরাগ হইয়া, সমস্ত সংসারই ব্রহ্ম, এই প্রকার বিবেচনায় বিহার করেন। অতএব তুমি সংসারে আস্থা ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের পরিহার কর। মিছা কেন আমার আমার করিয়া, অন্ধকারে বিচরণ ও শোক করিতেছ?

ঐ দেখ, তোমার চতুর্দ্দিকে প্রাণিরা অহরহ মরিতেছে ও জন্মিতেছে। অতএব জন্ম মৃত্যু স্বাভাবিক বা নিয়তি ভাবিয়া, তজ্জন্য আর পরিতপ্ত হইও না। যাবৎ প্রয়োজন, যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের ব্যবহার কর! অধিক বা অল্প কিছুই আশা করিও না। কল্য বা অদ্য কি হইবে, তাহার চিন্তা করিও না। একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব, জানিয়া, তাঁহাতেই আত্মা সমর্পণ কর। আমি তুমি কিছুই নহি ভাবিয়া, পরিণামের পথ পরিষ্কার কর, এবং এখনই যাইতে হইবে, নিশ্চয় জানিয়া, সমুদায় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার আয়োজন কর। ঐ আমার পুত্র কাঁদিতেছে, ঐ আমার পিতামাতার আহার হয় নাই; ঐ আমার সংসার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইত্যাকার অনর্থক চিন্তা করিয়া, অসার জীবনকে আরও অসার করিও না।

তুমি কে, কাহার, এই সংসারের না আপনার, না অন্যের, অপর কাহার, এই প্রকার চিন্তার অনুসরণবশে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনার উৎকর্ষ বিধানে ও স্বর্গের দ্বারকপাটপাটনে যত্নবান হও এবং অন্যকেও ঐ প্রকার উপদেশ কর। ইহারই নাম সৎপথ ও প্রকৃত ধর্ম্ম।

সংসারে পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র ও বন্ধু বান্ধবাদি পরিবার সকলেরই আছে; পশুরও আছে, পক্ষীরও আছে, আবার তোমার আমার ন্যায় সকল মানুষেরই আছে। অতএব তাহাতে

আর গৌরব কি? অভিমান কি? মনের আগ্রহই বা কি? ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, শেষের উপায় সাধনে প্রবৃত্ত হও; মৃত্যু কেশে ধরিয়াছে, ভাবিয়া, সর্ব্বদা সাবধান হও; এবং আর সময় নাই, ভাবিয়া ত্বরাবান্ হও।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ। (জ্ঞানযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! দিবসের অবসানে বসুমতী যেমন শীতল হন, অজ্ঞানের অবসানে সংসারের অসারভাব উপলব্ধি হইলে, তদ্রূপ অন্তরে পরম শীতলতা অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব এই ঘট পটাদি বিষয় সকল একমাত্র প্রতিবিম্ব স্বরূপ, চিন্তা করিয়া, পরব্রহ্মে আত্মা সমর্পণ কর। আমি যখন নাই বা নহি, তখন আমার ভোগ সকলও নাই বা নহে, এইরূপ চিন্তা করিলে, কোনপ্রকারেই অনর্থ আর আক্রমণ করিতে পারে না! অথবা, আমি ব্রহ্ম, চিন্তা করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলে, পরম শান্তিপদ প্রাপ্তি হয়। বৎস! এই দ্বিবিধ চিন্তাই যেমন মনোহারিণী তেমন কল্যাণসরণী-প্রসবিনী! অতএব তুমি উল্লিখিত উভয়বিধ ভাবনা সহকারে রাগদ্বেষ ক্ষয় করিয়া, সুখ স্বচ্ছন্দে বিহার কর! রাগদ্বেষ ত্যাগ হইলে, ইহলোকে, ফলতঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যেখানে যাহা তাহা সমুদিত হয়, তৎসমস্তই অধিকৃত হইয়া থাকে। মূঢ়েরা রাগদ্বেষাদিতে হতবুদ্ধি হইয়া, যাহা চেষ্টা করে, তাহাই প্রাপ্তি হয়। রাগদ্বেষরূপ ঊর্ম্মি দ্বারা রুদ্ধ চিত্ত, মরুভূমি অপেক্ষাও দগ্ধ ও হতভাবাপন্ন। এই কারণে উহাতে গুণরূপ অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয় না। যাহার মনোরূপ গর্ত্তে রাগরূপ সর্প নাই, তিনি কল্পতরুর সমান যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও রাগদ্বেষে অভিহত হয়, তাহারা ও শৃগাল সকল, একই পদার্থ তাহাদিগকে ধিক্।

সচরাচর ধনাদি বিষয় হইতে রাগদ্বেষাদির উদ্ভব হইয়া

থাকে। কিন্তু ধন, জন, বন্ধু বান্ধব সকলেই বারংবার আসিতেছে ও যাইতেছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই কারণে তাহাতে রাগবান্ নহেন। অতি তুচ্ছ বিষয়ে অনুরাগ করিলে, মহদ্‌বিষয়রূপী ঈশ্বরকে পওয়া যায় না ভাবাভাবময়ী ঈশ্বরী মায়াতেই ভোগ-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই সংসার একমাত্র লম্পটতারই বিস্তার করে অতএব ধন জন আত্মা কিছুই সত্য নহে। সংসারের আদি অন্ত উভয়ই যেমন মিথ্যা, মধ্য অবস্থা তদ্রূপ মূর্ত্তিমান বিকার। প্রাজ্ঞ পুরুষ এই কারণেই ইহাতে অনুরাগী নহেন। আকাশে নগরাদিকল্পনা যেমন, এই সংসাররচনাও তেমন, সর্ব্বথা অলীক ও অমূলক এবং স্বপ্ন সংকল্প-পুরীর ন্যায় মিথ্যা ও ভ্রান্তি স্বরূপ। অতএব তুমি অজ্ঞাননিদ্রা ত্যাগ ও মোহশয্যা পরিহার করিয়া, সংসাররূপ স্বপ্ন-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন কর। এই ঘন অজ্ঞান-মায়ানিদ্রা ত্যাগ না করিলে, আর কোনরূপেই পরিহার নাই। অতএব তুমি মায়ানিদ্রা ত্যাগ ও নির্ব্বিকল্প চিৎস্বরূপ দর্শন করিয়া, দিবাকরদর্শনে সরোজের ন্যায়, প্রবোধিত হও। প্রবোধিত হও এবং অনাময় আত্মসূর্য্যের সাক্ষাৎকার দ্বারা আত্মাকে মুক্তির পথে ও প্রকৃত পথে লইয়া যাও, লইয়া যাও; আমি বারম্বার তোমাকে এই প্রকার উপদেশ করিতেছি। তুমি অলীক জগদ্‌ভ্রম ত্যাগ কর এবং তৎসহকারে ইহাও প্রতিপন্ন ও প্রতীক্ষা কর, যে, তোমার জন্ম নাই, দুঃখ নাই, দোষ নাই, ভ্রম নাই, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব পরম সমাহিত হইয়া, আত্মাতেই অবস্থিতি কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।—পরমার্থ যোগ।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠের মহার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাভাগ রামের মন নির্ম্মল, আত্মবিশ্রান্তি-লাভ ও পরম আনন্দ সঞ্চরিত হইল। তিনি মুহূর্ত্তার্দ্ধ বিশ্রাম করিলে, মহাশয় বশিষ্ঠ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, অনঘ! তুমি

সম্যক্ জ্ঞান লাভ ও আত্মলাভ করিয়াছ। অতএব আত্মমাত্র-সহায় হইয়া, আত্মাতেই অবস্থিতি কর; সংসারে আর অবস্থান করিও না। এই সংসার চক্রের ন্যায়, বিবিধ সংকল্পময় মন এই চক্রের নাভি। এই মনোনাভি প্রযত্নসহকারে রুদ্ধ হইলেও, অতিবেগে প্রবাহিত হয়। প্রজ্ঞা, যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, অভ্যাস, সৌজন্য ও দৃঢ়তর বৈরাগ্য ইত্যাদি পৌরুষ সহায়ে কথঞ্চিৎ মনোনাভির সংযম বা বেগরোধ করা যাইতে পারে। অতএব দৈব-নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া, প্রযত্নসহকৃত পুরুষকার দ্বারা মনকে রুদ্ধ কর।

অনঘ! তুমি বুদ্ধি অশ্রয় করিয়া, সুখ দুঃখের বিচার করিও না। দেখ, দুঃখচিন্তায় নিরত হইলে, আত্মা অপ্রসন্ন ও মুখ ম্লান হইয়া থাকে। বলিতে কি, সুখ দুঃখ কিছুই নহে। জ্ঞানবান্ পুরুষ কখনও তাহাদের চিন্তা করেন না। ঐরূপ চিন্তা করা বর্ত্তমান জড়দেহেরই কার্য্য। দেখ, চিত্রদেহ অপেক্ষা এই মাংসময় জড়দেহ অতীব নিকৃষ্ট। ইহাতে সুখদুঃখবোধ ও তজ্জন্য গ্লানি ও ম্লানি আছে। কিন্তু চিত্রদেহে তাহার কিছুই নাই! চিত্রদেহ সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও অক্লিন্ন এবং পালিত হইলে, পরম মনোহর শোভা ধারণ করে। কিন্তু এই জড়দেহ পালিত হইলেও, বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব ইহাতে আবার আস্থা কি? অনুরাগ কি? এই দেহ সংকল্পময়, সুতরাং যখন স্বয়ংই নাই, তখন কিরূপে আমাদের হইবে? অতএব ইহার জন্য অনর্থক ক্লেশ ভোগের প্রয়োজন কি? চিত্র-পুরুষের দেহ যেমন ক্ষত হইলে, তাহার কিছুই অনিষ্ট হয়না, তদ্রূপ এই জড়দেহের ক্ষয় হইলে, পুরুষের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ফলতঃ, যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার ক্ষতি কি? ক্ষয় কি?

বৎস! চিত্তের বিনাশ নাই, আত্মার ভ্রংশ নাই এবং ব্রহ্মের বিকার নাই। জীব মিথ্যা অজ্ঞানচক্রে সমারূঢ় হইয়া, স্বয়ং ভ্রান্ত ও পতিত হইতেছে এবং অন্যকেও তদ্বৎ দেখিতেছে। তুমি

জ্ঞানচক্রে আরোহণ করিও না। এই দেহ নিশ্চেষ্ট· জড় ও সঙ্ক-ময়, সুতরাং ইহা কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে। তুমি ইহাতে বস্থিতি করিও না। বাতবিহীন প্রদীপের ন্যায়, আত্মাতে অব-স্থিতি করিয়া, স্বচ্ছ ও সুখী হও এবং দিবাকর যেমনআকাশে অব-স্থিতি করিয়া, দিবসব্যাপার বিধান করেন, তদ্রূপ আত্মস্থ হইয়া, রাজ্যস্থিতি সমাধান কর। কদাচ দুর্ম্মতি অহঙ্কারের ভৃত্য হইও না। ইহার ভৃত্য হইলে, অনন্ত নরক লাভ হইয়া থাকে। ঐ দেখ, তোমার দেহরূপ শূন্য গৃহে অতীব দুর্ব্বৃত্ত চিত্তবেতাল উন্মত্ত হইয়া, ভ্রমণ করিতেছে। তুমি সমাধি সহায়ে তাঁহাকে উদ্বাসিত করিয়া, নির্ভয়ে বিহার কর।

ষট্ত্রিংশ সর্গ।—আত্মযোগবিচারণা।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! চিত্তরূপ পিশাচ আক্রমণ করিলে, পিশাচের যেরূপ বুদ্ধি, তদ্বৎ বুদ্ধির সঞ্চার হয়। ঐরূপ ব্যক্তি-কেই প্রকৃত নরপিশাচ বলিয়া থাকে। এই দগ্ধ দেহ অহঙ্কাররূপ দুরন্ত যক্ষের বিলাস-গৃহ। বিশ্বস্ত হইয়া, ইহাতে বিহার করিও না। বিশুদ্ধ বুদ্ধি সহায়ে অহঙ্কারের আনুগত্য ত্যাগ ও তাহার বিস্মরণপূর্ব্বক আত্মাকে আশ্রয় কর। অহঙ্কাররূপ পিশাচ যাহা-দিগকে গ্রাস করে, তাহারা মোহমদে অন্ধ ও বিষয়লাভে সমুৎসুক হইয়া থাকে এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধব কিছুই নাই। বুদ্ধি অহ-ঙ্কারে আচ্ছন্ন হইলে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতেই বিষম অনিষ্ট ও নরকলাভ হইয়া থাকে। যাহাদের ধৈর্য্য নাই, বিবেক নাই, তাদৃশ মূর্খগণই অহঙ্কারকে মহোৎসবরূপে আশ্রয় করিয়া, আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ মূর্খেরাই নরকাগ্নির মূর্ত্তিমান্ ইন্ধন। অহঙ্কাররূপ অজগর যাহার শরীররূপ তরুকোটরে অর্জ্জন করে, সে সেই তরুর সহিত অবিলম্বেই বিনষ্ট হয়। অতএব তুমি কল্পনা দ্বারাও ইহাকে দেখিও না। তুমি বিচার

সহকারে অবস্থিতি করিলে, অহঙ্কার তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।

বৎস! যাহারা অহঙ্কারের বশীভূত হয়, শত শত বর্ষেও গণনা করিয়া, তাহাদের আপৎ রাশির সংখ্যা করা যায় না। হায়, আমি হত হইলাম—দগ্ধ হইলাম! ইত্যাকার দুঃখপরম্পরা এক-মাত্র অহঙ্কারেরই শক্তি। চঞ্চল দেহ-যন্ত্রের সহায়তায় যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলও এই অহঙ্কারের শক্তি। পৃথিবী ও স্বর্গে যেমন, আত্মা ও অহঙ্কারে তেমন পার্থক্য। অতএব তুমি অহঙ্কার পরিহার করিয়া, আত্মাকে আশ্রয় কর। তোমার সমু-দায় মনোমোহ দূর হইবে। এই অহঙ্কাররূপ পিশাচ জন্মরূপ অমঙ্গলপরম্পরা সমুদ্ভাবন ও ধৈর্য্যরূপ সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লোক-দিগকে বিনাশ করে। অতএব ইহাকে দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, আত্মাতে অবস্থিতি কর। এই দেহরূপ শূন্য পুরীর কিছুই ভাল নহে; তাহাতে আবার অহঙ্কাররূপ প্রমত্ত পিশাচ ইহাকে কব-লিত করিয়াছে। অতএব ইহা, শূন্য অরণ্যানীর ন্যায়, কাহার না ভয় উৎপাদন করে? অহঙ্কার আক্রমণ করিলে, গুরু, বা শাস্ত্র অথবা বান্ধব, কেহই উদ্ধার করিতে পারে না। অতএব তুমি আত্মাতে অবস্থিতি কর।

ভূতরূপ মৃগগণ এই জগৎরূপ জীর্ণ অরণ্যে অহরহ বিচরণ করি তেছে। অহঙ্কাররূপ শার্দ্দূল তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ ইহাতে বিচরণ করিও না। মূঢ়েরাই ইহাতে বিচরণ করুক। তুমি সিংহবৃত্তি আশ্রয় করিয়া অজ্ঞানরূপ মাত-ঙ্গের সংহার কর। মূঢ়েরা এই দুরন্ত জঙ্গলে যেরূপে বিহার করে, তুমি সেরূপ করিয়া আশু বিনষ্ট হইও না। তুমি ভোগা-ভোগ ত্যাগ ও গুরুবাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিতি ও পরমার্থ পর্য্যালোচনা কর। বৎস! দেবদেব মহাদেব পূর্ব্বে আমাকে সংসারদুঃখের উপশম ও মহামোহের বিনাশ জন্য যে জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।—দেবার্চ্চনবিধি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! কৈলাশ নামে শশধর-কর-সম্ভার-ভাসুর, গৌরী-বিহার-বর-মন্দির এক ভূধর আছে। তথায় দেবদেব মহাদেব বিরাজ করেন। আমি কোন সময়ে তাঁহার যথাবিধি পূজা ও গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, তপোনুষ্ঠান বাসনায় সিদ্ধগণে বেষ্টিত হইয়া চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান, শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ, পুস্তক সকল সঙ্কলন, ও পুষ্পকরণ্ডক গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতে বাস ও তপশ্চরণ প্রসঙ্গে বহুকাল যাপন করিলাম। অনন্তর একদা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী রজনীর প্রথম ভাগে দিক্ সমুদয় ঘোর নিবিড় অন্ধকারে যেন লয় প্রাপ্ত হইলে, আমি সমাধি হইতে বিনিবৃত্ত ও বাহ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া, তথায় উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে চন্দ্রবিম্বগণোপম তেজোরাশি সহসা আমার নয়নগোচরে নিপতিত হইল, এবং দিক্ সমুদায় তৎসান্নিধ্য সহযোগে সেই নিবিড় তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া, তৎক্ষণে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে আমি বিস্ময়সাগরগর্ভে অবগাহন পূর্ব্বক অন্তর্বিকাশিনী বিচারদৃষ্টির সহায়তায় সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতপ্রস্থে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অবলোকন করিলাম, দেবদেব মহাদেব গৌরীর সহিত তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন; নন্দী তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি দূর হইতেই পুষ্পাঞ্জলিসহকৃত অর্ঘ্যদান পুরঃসর সমুচিত অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া, তাঁহার সর্বার্ত্তিহর দৃষ্টিবিষয়ে সমাগত হইলাম। অনন্তর তিনি তত্রত্য সানুতে আসীন হইলে, কৃতাঞ্জলিপুটে অভিমুখীন হইয়া, বিবিধ স্তোত্র ও নমস্কার সহকারে মন্দারপুষ্পাঞ্জলি বিকিরণ পূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলাম। পরে ঐরূপ বিধানে দেবীর অর্চ্চনা করিলে, ভগবান্ হর অমৃতায়মান বাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমার ত পরম পদে বিশ্রান্তি লাভ ও তৎপ্রভাবে নিরতি শান্তি সমাগত হইয়াছে? তুমি ত নির্বিঘ্নে তপশ্চরণ পূর্ব্বক কল্যাণ

পরম্পরা ভোগ করিতেছ? তোমার ত প্রাপ্য বিষয় লাভ ও সকল ভয় দূরীভূত হইয়াছে?

আমি সবিনয়ে উত্তর করিলাম, ভগবন্! যাহারা আপনার স্মরণজনিত আনন্দরসপানে সর্ব্বদাই মত্ত, তাহাদের আবার দুষ্প্রাপ্য কি? ভয় কি? বলিতে কি, যে স্থানের অধিবাসীগণ আপনাতেই একচিত্ত ও একান্তমতি, তাহাই দেশ, তাহাই জনপদ, তাহাই দিক্ ও তাহাই পর্ব্বত। আপনাকে দর্শন করিলে, প্রাক্তন পুণ্যবৃক্ষ ফলিত, বর্ত্তমান পুণ্যবৃক্ষ সিক্ত ও ভাবী পুণ্য-বৃক্ষের বীজ সঞ্চিত হইয়া থাকে। আপনার অনুসারী হইলে, জ্ঞানরূপ অমৃত লাভ, ধৈর্য্যরূপ চন্দ্রের বিকাশ ও মোক্ষরূপ পরম রত্ন প্রাপ্তি হয়। আমি আপনার আনুগত্যরূপ চিন্তামণির সহায়তায় সকল ভয়ের মস্তকে পদ প্রদান করিয়াছি। ফলতঃ, আপনার প্রসাদে আমার সকল অভীষ্টই সম্পন্ন হইয়াছে। কেবল একমাত্র সংশয় আছে। তাহা নিবেদিতেছি, নিরাকরণ পূর্ব্বক আমাকে নিরুদ্বিগ্ন করুন। ভগবন্! যাহা দ্বারা সর্ব্বপাপ ক্ষয় ও সর্ব্বকল্যাণ বর্দ্ধিত হয়, সেই দেবার্চ্চনবিধি কিরূপ, বলিতে আজ্ঞা হউক।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! যাহার একবারমাত্র অনুষ্ঠান দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়, সেই দেবার্চ্চনাবিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বিজ! দেব কে, তাহা কি তুমি জান? আমি বা ব্রহ্মা অথবা নারায়ণ, কিংবা ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য অথবা ব্রাহ্মণ, রাজা বা তুমি, কিংবা মন, বুদ্ধি, দেহ অথবা অন্যান্য বস্তু সকল; কেহই দেব নহে। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, সেই অকৃত্রিম আনন্দ-ঘন চিৎপ্রকাশই দেব নামে অভিহিত হন। কেন না, আমাদের ন্যায় আকার বিশিষ্ট ও কিয়ৎকালমাত্র স্থায়ী বিকারী পদার্থ কখন দেব হইতে পারে না। ঐরূপ আদ্যন্তরহিত চিৎপ্রকাশই দেব ও শিব, জানিবে। এবং তাঁহারই পূজা করিবে। তাঁহাতেই সকলের উৎপত্তি ও লয়। সুতরাং, তিনিই কেবল আছেন।

লোকে অজ্ঞান প্রযুক্ত শিবাদির পূজা করে। শিবাদির অর্চ্চনায় যে ফল লাভ হয়, পরে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু সেই আত্মরূপী দেবের পূজা করিলে, অক্ষয় ও অনন্ত ফল লাভ হয়। যদি মন্দার ত্যাগ করিয়া করঞ্জকাননে গমন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, আমাদের পূজা কর। পূজাজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে সর্ব্বত্র সমভাবরূপ পুষ্প দ্বারা সেই আত্মরূপী দেবের পূজা করা বিধি। অনঘ! সমদৃষ্টরূপ কুসুম দ্বারা তাঁহার যে অর্চ্চনা করা যায়, তাহাই প্রকৃত দেবার্চ্চনা, জানিবে। সাকারার্চ্চনা অর্চ্চনাই নহে। আত্মসংবিত্তিরূপ পূজা ত্যাগ করিয়া, কৃত্রিম পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, চিরজীবন ক্লেশ ভোগ হয়। যাহারা জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়াও, আত্মত্যাগে নিবৃত্ত ও সাকার দেব দেবীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সেই অর্চ্চনা বাল্যক্রীড়া মাত্র। আত্মাই শিবরূপ দেব, আত্মাই পরম কারণ এবং জ্ঞান দ্বারা সতত আত্মারই পূজা করা কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকে সেই ব্রহ্মস্বরূপ, জানিবে। তুমিই পূজনীয়।

অষ্টত্রিংশ সর্গ (সৃষ্টিযোগ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! এই জগৎ কোথা হইতে কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, কীর্ত্তন করুন?

মহাদেব কহিলেন, যিনি তুমি, আমি ও এই নিখিল জগৎ এবং যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, তিনিই দেব শব্দের বাচ্য। তোমার, আমার অথবা সমস্ত জগতের এই দৃশ্যমান সেই সেই চৈতন্যাকাশরূপী পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনিই পরমাকাশ, তিনিই চিদ্ব্যোম, তিনিই ব্রহ্মাকাশ, তিনিই মহাকাশ এবং তিনিই পরাকাশ। নিখিল বিশ্ব তাঁহারই সংকল্প মাত্র। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তেজের তেজ, অগ্নির অগ্নি, পৃথিবীর

পৃথিবী। তিনিই স্থিতি, তিনিই লয় ও তিনিই উৎপত্তি। আমরা কতিপয় বাক্যমাত্রে তাঁহার আর নির্ব্বাচন কি করিব? তুমি আপনিই বুঝিয়া লও। মন জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্তই তন্ময় দর্শন করে। তখন তাঁহাকে বিশ্বময়, বিশ্বরূপ ও সর্ব্বস্বরূপ জানিতে পারিয়া, পরমানন্দ সম্ভোগ করে। এই আনন্দের কোন কালেই ক্ষয় নাই। এই চন্দ্র, এই সূর্য্য, এই আমি, এই তুমি, এই আকাশ, এই পৃথিবী, সমুদায়ই তিনি। তিনি ভিন্ন কিছুই নাই ও হইতে পারে না। তিনি আমি তুমি সকলেরই অতীত; কিন্তু আমি তুমি সকলেই তাঁহাতে আছ ও আছি। অতএব, তিনি কে, বুঝিয়া লও। বুঝিতে পারিলেই, পরম শান্তি লাভ ও সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ। (চিদ্‌বিচার)।

মহাদেব কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমাত্মাই ব্রহ্ম, পরমাত্মাই পরম দেব এবং পরমাত্মাই এই অখিল বিশ্ব। তাঁহাকে পূজা করিলে, পরম শ্রেয়োলাভ ও সকল কামনা সম্পন্ন হয়। তিনিই সকলের আধার ও ব্যবস্থিতি স্থান। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি অদ্বিতীয়, অখণ্ডিত ও অকৃত্রিম। তাঁহার সাধনে কোনরূপ আয়াস বা ধনাদির প্রয়োজন নাই। ধনী দরিদ্র যে সে ব্যক্তি, মনে করিলেই, তাঁহার সাধনা করিতে পারে। তিনিই পরম সুখের বিধাতা অতএব তুমি তাঁহারই অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হও। যাহারা বালকের ন্যায়, চঞ্চলমতি ও ব্যুৎপত্তিবিবর্জ্জিত, তাহাদেরই জন্য কৃত্রিম দেবার্চ্চনা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা সাকার অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বর্ণ বোধে ধূলিমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া থাকে। বালকেরাই কামনাপর হইয়া, কল্পিত পুষ্পাদি দ্বারা আদর সহকারে অর্চ্চনা করিয়া সন্তোষ অনুভব করে। নিশ্চয় জানিও, ঐরূপ সংকল্পপূর্ব্বক মিথ্যা দেবার্চ্চনা করিলে প্রকৃত ফল লাভ হয় না, সমুদায়ই পণ্ড হইয়া থাকে।

ব্রহ্মন্! যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদিরও অনধিগম্য, যিনি সকল মনোবৃত্তির অতীত; যিনি অসীম দিক্কালাদির প্রকাশক; যিনি সর্ব্বসংকল্পের আধার হইলেও, বস্তুতঃ সংকল্পবিহীন; যিনি ত্রিভুবনের অধিষ্ঠান ও অদ্বিতীয় কারণ, যিনি সকল ভাবের অন্তরস্থ ও সকল কলার অতীত; যিনি সৎ অসৎ সর্ব্বত্রই বিরাজমান; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই দেব এবং তিনিই সকলের আরাধ্য।

পার্ব্বতীর ও আমার যে চিত্তত্ত্ব এবং অরুন্ধতীর ও সমুদয় জগতের যে চিত্তত্ত্ব, প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ তাহাকেই দেব-শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং লোকে যে হস্তপদাদিবিশিষ্ট অন্য ব্যক্তিকে দেবস্বরূপে কল্পনা করে, তাহাকে বিষ্ঠা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যিনি সকল সারের সার, সেই চিন্মাত্রই পূর্ণ দেব এবং তিনিই সর্ব্বাভীষ্ট সমাধান করেন। তিনি তোমার বা অন্য কাহারও দূরস্থ বা দুষ্প্রাপ্য নহেন। তিনি যেমন দেহের সর্ব্বত্র, তেমনি আকাশের সর্ব্বত্র, ফলতঃ, নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই ভোজন করেন, গমন করেন, পোষণ করেন, নিশ্বাস গ্রহণ করেন; এইরূপে তিনি এই বিচিত্রচরিত্রবিশিষ্ট দেহপুরে হৃদয়রূপ গুহাতে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন।

তিনি অমলস্বরূপ, নিরঞ্জন, চিন্মাত্ররূপী, সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি এই ভাস্বর জগতের কর্ত্তা ও অকর্ত্তা উভয় নামেই পরিচিত। বসন্ত যেরূপ অঙ্কুর সকলের উৎপাদক, সেই চিৎস্বরূপ আত্মা তদ্রূপ এই জগল্লক্ষ্মীর সমুদ্ঘাটক। তাঁহাতেই নিখিল জগৎ, জলে তরঙ্গের ন্যায় অবস্থিতিপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহারই কৃত সংসারচক্রে নিপতিত হইয়া, মন নিরন্তর মহাভ্রামি ভোগ করিতেছে। তিনিই চতুর্ভুজ রূপে অসুর সকল বিনাশ করেন। তিনিই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হয়েন। তিনিই বেদরূপ পদ্মিনীর মহাসরোবর। তিনিই শান্তিরূপ কৌমুদীর পূর্ণ শশধর। তাঁহাতেই বিবিধ দেহের আবির্ভাব ও

তিরোভাব হইয়া থাকে। সমস্ত সুরগণ যাঁহার পাদ বন্দনা করেন, তিনিই সেই ইন্দ্রলীলা ধারণ করিয়া থাকেন।

চত্বারিংশ সর্গ।—জীবশক্তি নিরূপণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! দেবদেব হর এবম্বিধ সুধাংশুস্বচ্ছ বাক্য প্রয়োগ করিলে, আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, চিৎই যদি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সর্ব্বথা ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিত, তাহা হইলে তদাত্মক এই দেহ কি জন্য নিদ্রা ও মরণমূর্চ্ছা সময়ে অন্ধ ও জ্ঞানহীন হয় এবং কি জন্যই বা জীবদ্দশায় চেতনাযোগ ভোগ করে?

মহাদেব কহিলেন, সৌম্য! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ; বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরুষ যেরূপ ক্রোধবশে ক্ষণ মধ্যেই ক্রূর রাক্ষসের ন্যায় হইয়া থাকে, দেহস্থ চিৎ তদ্রূপ বিকল্পবশে বিকৃতভাবাপন্ন হন। ঐরূপ বিকল্পকল্পিত চিৎ জগৎ ভাবনা দ্বারা জগৎরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তথাহি, তিনি পঞ্চীকরণ দ্বারা প্রথমতঃ দেশ কালরূপে পরিণত, তৎপরে জীবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ স্বরূপ পরিগ্রহণ করেন। অনন্তর সংসার আশ্রয় করিয়া, আমি চণ্ডাল, আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাকার ভাবনাবশে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। তদনন্তর অজ্ঞানজনিত ভোগবাসনা বশংবদ হইয়া, চিত্ত, মন, মোহ ও মায়া প্রভৃতি নাম ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন। তদবস্থায় তিনি কখন মোহের আতিশয্য বশতঃ তৃষ্ণারূপ নিগড়ে বদ্ধ হইয়া, মর্ম্মপীড়া অনুভব করেন; কখন কাম, ক্রোধ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া থাকেন কখন দারিদ্র্য ও সম্পন্ন দশা অনুভব করেন; কখন স্ত্রী পুত্রাদির শোকে বিকারগ্রস্ত হয়েন; কখন দুঃখরূপ দাবানলে দহ্যমান ও বিবিধ শোক দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন; কখন আপনাকে মোহাদিস্বভাবসম্পন্ন বোধ করিয়া, ভ্রান্তির বশীভূত হয়েন; কখন

অনাত্ম দেহে মমতাপর হইয়া, পরম দীন দশা ভোগ করেন; কখন মোহরূপ মহাপঙ্কে মগ্ন ও ভাবাভাববশে দোলায়মান হইয়া থাকেন; কখন অসার সংসারবিকারের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত বিবিধ পরিতাপ ভোগ করেন; কখন্ রাগদ্বেষে অভিহত ও যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন; কখন আবির্ভাববশে উদিত, তিরোভাববশে অস্তমিত ও কখন বা বেতাল ভয়ে বালিকার ন্যায় একান্ত শঙ্কিত হইয়া, অতিকষ্টে অবস্থিতি করেন।

অনঘ! এইরূপে তিনি বিষয়সুখের অনুসরণক্রমে সঙ্কট হইতে সঙ্কটে, দুঃখ হইতে দুঃখে, বিপদ হইতে বিপদে; নরক হইতে নরকে পরিতাপ হইতে পরিতাপে এবং অনুতাপ হইতে অনুতাপে, পতিত হইয়া, বিষম দশার শেস দশা ভোগ করেন। ক্রমে মনুষ্যযোনিতে অবতরণপূর্ব্বক বৈদগ্ধ্য হইতে বৈদগ্ধ্য দশাযোগ অনুভব করত, বয়সের পরিপাকে মৃত্যু উপস্থিত হইলে, ক্ষীণতোয়া শফরীর ন্যায়, ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হন! বাল্যে ভোগাদি বিবিধ বিষয়সংগ্রহ, যৌবনে অর্থচিন্তা এবং বার্দ্ধক্যে জরাদিজনিত দুঃখপ্রাচুর্য্য, এইরূপে তাঁহার মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হয়। অনন্তর মৃত্যু হইলে, কর্ম্মবশে স্বর্গে বা নরকে জন্ম গ্রহণ করেন; কিম্বা পাতালগর্ভে ভুজঙ্গী, দৈত্যপুরে অসুরী, পৃথিবীতে মানবী, রাক্ষসালয়ে রাক্ষসী, বনমধ্যে বানরী, গুহামধ্যে সিংহী, কুলপর্ব্বতে কিন্নরী, দেবগিরিতে বিদ্যাধরী, কাননকোটরে তরুলতা ও গুল্ম, সাগরমধ্যে নারায়ণ, নাভিপদ্মে ব্রহ্মা, কৈলাসে মহাদেব, ইত্যাদি বিবিধরূপে আবির্ভূত হয়েন।

একচত্বারিংশ সর্গ।—মন ও প্রাণ উভয়ই এক।

মহাদেব কহিলেন, মুনে! একমাত্র নির্বিকল্প, নির্বিকার, নির্ম্মনস্ক, নিরঞ্জন, নিত্যোদিত, নিত্য ও অদ্বিতীয় চিৎই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান্; তুমি আমি, শূন্য অশূন্য, সদেহ অদেহ বা

অন্য কিছুই নাই; তিনিই জল ও তাহার শীতলতা, তিনিই অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা, তিনিই পর্ব্বত ও তাহার কঠিনতা, এইরূপে তিনিই সমুদায় এবং সমুদায়ই তিনি। যিনি তাঁহাতেই সমুদায় দেখেন এবং সমুদায়ে তাঁহাকেই অবলোকন করেন, তিনিই প্রকৃতদর্শী মহাপুরুষ। এই চিৎই ঘটে, পটে, বটে, কুড্যে, বানরে, খরে, সাগরে, নগরে, বনে, উপবনে, সুরে, অসুরে, ফলতঃ, সর্ব্বত্র সাক্ষী রূপে বিরাজ করিতেছেন। যেমন উৎকৃষ্ট দর্পণ মার্জ্জিত হইলে, প্রতিবিম্বপ্রকাশ যোগ্য স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ জড়জীব ভাবাদি-দশা-সঙ্গত চিৎতত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়যোগে কেবলপদ লাভ করেন। এইরূপে অজ্ঞানের সমাগমে চিতের সংসারবিস্তার ও বিদ্যার সংযোগে পরমশান্ত স্বরূপে পরিণতি হইয়া থাকে। সম্বিতের ঈষৎ স্পন্দন হইলেই, চিতের অধঃপাত সংঘটিত হয়।

ব্রহ্মন্! চিতির রথ জীব, জীবের রথ অহংকার, অহংকারের রথ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ মন, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের রথ দেহ ও দেহের রথ স্পন্দন। উল্লিখিত রথ সকলের বারংবার সংসারভ্রমণই কর্ম্ম এবং জরামরণসম্পন্ন শরীররূপ পঞ্জরস্থ জীবরূপ পক্ষীর দোলায়মান চক্র। ঐশ্বরী মায়ারূপ ঐশ্বর্য্যে ঐ চক্র প্রবর্ত্তিত এবং আত্মাতে স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায়, সর্ব্বথা ভ্রান্তিমাত্র। মনের প্রাণ রথও এইরূপ কল্পনামাত্র। কেননা, মন যেখানে, প্রাণও সেইখানে, আলোকে রূপের ন্যায়, একত্র অবস্থিতি করে। আলোক না থাকিলে, যেমন রূপের স্ফূর্ত্তি হয় না, প্রাণের নিরোধে তদ্রূপ মন মুকুলিত হইয়া থাকে। বায়ু প্রবাহিত হইলে, যেমন ধূলি সমুত্থিত হয়, তদ্রূপ প্রাণের সঞ্চারে মনেরও বিকাশ হইয়া থাকে। অনঘ! যাহাতে উৎপত্তি, যাহাতে স্থিতি ও যাহাতে লয় এবং মন যাহাতে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে, তাহাই পরম বস্তু জানিবে।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (দেহপতনবিচার)।

মহাদেব কহিলেন, ব্রহ্মন! এই দেহ জড়স্বভাব। চিৎসঞ্চার দ্বারা ইহা প্রস্ফুরিত হয়। অয়স্কান্তসান্নিধ্যে যেমন অতি জড় বস্তুও পরিচালিত হয়, তদ্রূপ পরম বস্তুর সন্নিধান প্রযুক্ত জীবশক্তি প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। মোহের আবির্ভাব হইলেই, জীব স্ব স্বভাব বিস্মৃত ও জড়তা প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম্মের বশীভূত ও হতজ্ঞান হইয়া, মননশক্তি দ্বারা এই দেহযন্ত্রকে সঞ্চালিত করে। ব্রহ্মন্! মন ও প্রাণ ইহারা উভয়ে শরীররূপ শকট বহন করিবার নিমিত্ত পরমাত্মা কর্তৃক দৃঢ়কায় বলীবর্দ্ধ রূপে নিয়োজিত হইয়াছে। দীপ থাকিলে, গৃহে যেমন আলোক থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে জীব জীবিত দশা ভোগ করে এবং জলের তরঙ্গের ন্যায়, বিবিধ আধিব্যাধি তাহাতে সম্মিলিত হয়।

আমি চিৎ নহি, এইরূপ ভাবনাবশতঃ মেঘোপরুদ্ধ সূর্য্যের ন্যায়, জীবের বিবশ দশার সঞ্চার এবং আত্মভ্রংশ সংঘটিত হয়। বায়ু না বহিলে, আকাশে যেমন রজ দৃষ্ট হয় না, প্রাণ রুদ্ধ হইলে, তদ্রূপ জীব পূর্ণ ও সূক্ষ্ম স্বরূপ পরিগ্রহ করে।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। (পুর্য্যষ্টকবিচারযোগ।)

মহাদেব কহিলেন, অনঘ! পুর্য্যষ্টক শান্ত হইলে, দেহ বিকল ও নিশ্চল এবং দেহী মৃত নামে অভিহিত হয়। যাহাদের হৃদয়ে বাসনারূপ মল নাই, সেই সকল জীবই জীবন্মুক্ত ও চিরায়ু হইয়া অবিচলিতরূপে কালযাপন করে। পুর্য্যষ্টক আকাশবায়ুতে লীন হইলে, মন সেইরূপেই লয় প্রাপ্ত হয়। মন যাহা অভ্যাস করে, তাহাতেই বদ্ধ হইয়া, যথাক্রমে স্বর্গনরকাদি ভোগ করে। গৃহস্থ না থাকিলে, গৃহ যেমন শূন্য হয়, মনোমারুত না থাকিলে, দেহ তেমন শব হইয়া থাকে।

জীব অবিদ্যাবশে অজরামর ব্রহ্মকে বিস্মৃত ও তন্নিবন্ধন শক্তিবর্জ্জিত হইলে, কালবশে বিবশ ও জীর্ণ হইয়া থাকে। জীব শক্তি-শূন্য হইয়া, হৃৎপদ্মযন্ত্রের সঞ্চালন তিরোহিত হইলে, প্রাণবায়ুর নিরোধবশতঃ জীবের মৃত্যু উপস্থিত হয়। মরণাবসানে যেরূপে জন্ম হউক না কেন, কালবশে সেইরূপই জরামরণ প্রভাবে তাঁহার শরীর বিশীর্ণ হইয়া থাকে। বলিতে কি, দেহিমাত্রেরই দেহ বৃক্ষপত্রের ন্যায়, পুনঃ পুনঃ জাত ও বিগলিত হয়। অতএব মৃত্যুতে পরিতাপ বা পরিবেদনা কি? এই দেহ, এখানে একরূপ সেখানে একরূপ এইরূপে সম্বিৎ সাগর বুদ্বুদের ন্যায়, প্রস্ফুরিত হইতেছে। পণ্ডিতেরা এইজন্য ইহাতে আস্থা করেন না। অত-এব, অনঘ! তুমি কদাচ ইহাতে অনুরাগ বা বহুমান করিও না। ঐ দেখ, তোমার সমক্ষে কত দেহ গলিত ও সমাগত হইতেছে ও হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা বা সংখ্যা নাই। হায়, কি কষ্ট, তথাপি লোকে এই হতদগ্ধ অসার শরীরে মমতা ও আত্মতা স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহা অপেক্ষা তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও মোহকারিতা আর কি আছে বা হইতে পারে?

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। (দ্বৈতৈক্যপ্রতিপাদন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অনন্তর আমি সেই দেবদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! যিনি এক, অদ্বিতীয় ও অনন্তস্বরূপ এবং দিক্‌কালাদিপরিচ্ছেদপরিশূন্য, সেই চিত্তত্ত্ব কিরূপে জীব ও এই দ্বিবিধ স্বরূপে আবির্ভূত হন; এবং কিরূপেই বা অনন্ত-কোটিবন্ধন-সঙ্কুল ও তত্ত্ববোধবিহীন হইয়া, আত্যন্তিক দুঃখ-ভোগের নিমিত্ত অবতরণ করেন? এ বিষয়ে আমার দারুণ সংশয় জন্মিয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক।

ঈশ্বর কহিলেন, মহর্ষে! যিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সকল কার-ণের কারণ এবং যিনি বিবিধ মায়ার ঈশ্বর ও বিচিত্র ইন্দ্রজাল

সকলের ঘটয়িতা, সেই পরাবররূপী পরমেশ্বরে সকলই সম্ভব! যিনি আলোক দিয়াছেন, আবার অন্ধকার দিয়াছেন; যিনি জন্ম দিয়াছেন আবার মৃত্যু দিয়াছেন; তাঁহার পক্ষে জীব ও জগৎ রূপে দ্বিত্বঘটন কোন মতেই অসম্ভব নহে। তিনি এক ও অনেক; ফলতঃ, তিনি সকলই হইতে পারেন।

তিনি এক শরীরেই আলোক ও অন্ধকার; বিষ ও অমৃত। এইজন্য মনীষিগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন। বলিতে কি, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহারই নাম ভেদ মাত্র। জীব তাঁহার সজাতীয় ভাব ও জগৎ তাঁহার বিজাতীয় স্বভাব। তিনি, বহু হইব, মনে করিলেই, এই দৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তিস্থিতি বিহিত হয়। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহারই লয় হইয়া থাকে এবং যাহার লয় হয়, তাহাতেই শোক ও দুঃখ আছে। এইজন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ লয়শীল জগতে আস্থা করেন না। একমাত্র অখণ্ডসত্য-স্বরূপ সেই পরমাত্মাতে আত্মাকে নির্ভর স্থাপিত করিয়া, সকল শোকের ও সকল দুঃখের পারপ্রাপ্ত হন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (পরমার্থকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরপি বিশেষরূপে এই সর্ব্বাভীষ্টসাধন বিজ্ঞানযোগ উপদেশ করুন।

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মন্! সাবধানে শ্রবণ কর। এই সংসারে তুমি, আমি বা সে, কেহই কিছুই নহি বা নহে। দেখ, কত আমি, কত তুমি ও কত সে বিনষ্ট হইয়াছে ও হইয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। যুগের পর যুগ, কল্পের পর কল্প, প্রলয়ের পর প্রলয়, এইরূপে কালের পরিবর্ত্ত সহকারে তোমার আমার কতবার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব তোমার আমার বস্তুত্ব কোথায়? যে দ্রব্য গত

হয়, তাহার আর সেই ভাবে যাতায়াত হয় না। মানুষ হয় ত পশু হইয়া থাকে, পশু হয় ত পতঙ্গযোনি পরিগ্রহ করে। এইরূপে মানুষ মরিলেই, মানুষ হয় না। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মত ও উপদেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। আমি পাপ করিলাম, আমারও যে গতি, তুমি পুণ্য করিলে, তোমারও সেই গতি, যদি এইরূপ বিধি হয়, তাহা হইলে, পাপ পুণ্যে পার্থক্য কি? স্বর্গ নরকে প্রভেদ কি?

এই সকল চিন্তা করিয়া, সমুদয় ত্যাগ করিয়া, একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত চিত্তত্ত্বে অভিমুখীন ও একোদগ্র হইবে। সেই চিদাত্মা সকল ভূতের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, অবলোকন কর। আমরা একক্ষণও তদ্‌ভিন্ন বা তদ্‌ব্যতিরিক্ত নহি। এই প্রকার চিন্তানন্তর সর্ব্বসংকল্প পরিহার করিয়া, তাঁহাতেই নির্ভর হও। ইহা নিশ্চয় জানিও, সংকল্প হইতেই দুঃখের আবির্ভাব ও সুখের তিরোভাব হইয়া থাকে। সংকল্প সাক্ষাৎ সর্প; যাহার চেতনা হরণ করে, সে নন্দনবনে অবস্থিতি করিলেও, অসুখে যাপন করিয়া থাকে। অতএব তুমি বিবেকরূপ বায়ুর সাহায্যে সংকল্পরূপ জলদজাল বিদলিত করিয়া, শরৎকালীন আকাশের ন্যায়, নির্ম্মল হও। ঐ দেখ, সংকল্পরূপ অতিবেগশালিনী তরঙ্গিণী আত্মাকে বহন করিয়া, প্রবাহিত হইতেছে। তুমি নির্ম্মনস্কতারূপ মহাতন্ত্রবলে তাহার বেগরোধ ও আত্মার আশ্বাস সম্পাদন কর। যাবৎ আত্মা দ্বারা আত্মার মলিনতা প্রক্ষালিত না হয়, তাবৎ পরম প্রসন্নতার উদয় হইয়া পরমানন্দসন্দোহ লাভ সংঘটিত করে না।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ (স্বরূপযোগোপদেশ)।

মহাদেব কহিলেন, মুনে! তৃষ্ণা, করঞ্জলতিকার ন্যায়, যাহাতে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া, অধঃপাতিত করিতে না পারে

তজ্জন্য সবিশেষ সাবধান হও। দেখ, এই সংসার, স্বপ্নের ন্যায়, সমুত্থিত হইয়াছে; পুনরায় স্বপ্নের ন্যায়, বিলীন হইবে। এই-রূপে লয়োদয়ই ইহার স্বভাব। অতএব তৃষ্ণার আবার বন্ধন কি? তুমি বিবেকবলে ইহাকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া, সুখী ও স্বচ্ছন্দ হও। যাবৎ অজ্ঞান, তাবৎ শোকের কারণ সকল চতুর্দ্দিক হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব তুমি অজ্ঞানকে দূর করিয়া দাও এবং আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার ভাবনা করিয়া শিব-স্বরূপ শান্তপদে প্রতিষ্ঠিত হও।

মুনে! আমি তোমাকে যে দেবের কথা বলিলাম, ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার বাহ্য পূজা কোনমতে সম্ভব বা সঙ্গত নহে। যাঁহারা অসার স্ত্রীপুত্রাদিরূপ অতীব হেয় বিষয়ের অভিলাষী, তাহারাই বাহ্যপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ, একমাত্র পরমার্থ ও পরমপদ স্বরূপ পরব্রহ্মই তোমার যোগ্য দেব। তুমি কায়মনে আত্মসমর্পণরূপ পূজা দ্বারা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি সংগ্রহ কর।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। (ঈশ্বরোপদেশ।)

মহাদেব কহিলেন, মুনে! চিত্তের তিন পদ, প্রথম পদ, দ্বিতীয় পদ ও তৃতীয় পদ। ইয়মস্মি, এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা চিৎ স্বরূপ-ভ্রষ্ট হইয়া, সংসারে বদ্ধ হয়েন। এবং স্বীয় অখণ্ডাকার পরিহার করেন। অনন্তর আপনার ব্রহ্মশক্তিস্বরূপের প্রতীতি দ্বারা সংসার স্মৃতি বিরহিত হইলে; মন যখন ক্ষীণ ও তৎপ্রভাবে মোহজাল বিগলিত হয়, তখন তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। চিত্তের এই প্রথম পদ কীর্ত্তিত হইল।

মন ক্ষীণ হইলে, চিৎ অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হন। এবং পরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মাকাশ-ভাববিশিষ্ট ও দিক্কালাদি-পরি-চ্ছেদ-বিরহিত মহাসত্তাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তৎকালে

তিনি নিরাময় ও নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করেন। চিত্তের এই দ্বিতীয় পদ কীর্ত্তিত হইল।

এইরূপে স্ব স্বরূপ লাভ হইলে, অর্থাতীত-পদ-প্রাপ্তিপুরঃসর তিনি, ব্রহ্মাত্মা ইত্যাদি শব্দের অতীত, তুর্য্যাতীত প্রভৃতি নামে অভিহিত ও পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই আমি চিত্তের তৃতীয়-পদ-প্রাপ্তিক্রম বর্ণনা করিলাম। তুমি সেই সনাতন সত্য স্বরূপ দেবপদে অবস্থিতি কর। সমুদায় শোক তাপে পরিহার প্রাপ্ত হইবে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ। (ঈশ্বরোপদেশ।)

মহাদেব কহিলেন, মুনে! তুমি বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ আশ্রয় করিয়া, আশু পরমার্থস্বরূপ অবধারণ ও সকল অনর্থের মূলস্বরূপ অর্থ পরিহার কর এবং আশান্তির হেতুভূত সমুদায় কল্পনা বিদলিত করিয়া, ধীর ও আস্থাসহকারে আত্মদর্শী হও। আত্মলাভে সবিশেষ যত্ন না করিয়া, প্রাণধারণে প্রবৃত্ত হওয়ায় পুরুষার্থ কি?

তাত! তুমি দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর। কেননা, এই দেহ কিছুই নহে; অতীব অকিঞ্চিৎ ও ক্ষণবিনশ্বর আবরণ মাত্র। চিৎ চিত্তরূপে প্রাণময় দেহে অবস্থিতি করিয়া, ক্রিয়াশক্তিরূপে চালনা করেন। তাহাতেই মায়াজীবির দারুময়ী পুত্তলির ন্যায়, দেহ যন্ত্র পরিচালিত হইয়া, জীবিতবৎ প্রতিভাত হয়। এই চিৎ শিব-স্বরূপ পরম দেব। তিনিই হরি, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই হর, তিনিই ইন্দ্র এবং হিরণ্যগর্ভ। বলিতে কি, অনল, অনিল, জল, স্থল, চন্দ্র, সূর্য্য সমুদায়ি তিনি এবং তিনিই সকল চৈতন্যের আধার, সকল প্রকাশের কারণ ও সকল শক্তির অনন্ত ভাণ্ড।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ (ঈশ্বরই সর্ব্বময়)।

মহাদেব কহিলেন, তাত! সেই একমাত্র চিদাত্মা মহাদেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদির পিতা ও পিতামহ। পুনশ্চ, সেই মহাদেবই সকল সত্ত্বা নামে অভিহিত, সর্ব্বস্বরূপ, সকল সংবেদনের কারণ, সকলের বন্দনীয় ও পূজনীয়, ইন্দ্রিয়গণের প্রতিবস্তুরূপে প্রস্ফুরিত, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমুদিত, জ্ঞান ও সংবেদনময় এবং এইজন্য সকলের গোচর। অনঘ! তিনি ভিন্ন ইন্দ্রিয়গোচর আর কিছুই নাই। অতএব তাঁহারই পূজা কর এবং তাঁহাকেই কায়মনে মন্ত্রাদি দ্বারা আহ্বান কর। তাঁহাকে নিত্য আহ্বান করিলে, সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। তিনি যে যে বস্তু রূপে আবির্ভূত হন, তৎসমস্তই শিব স্বরূপ। মন যে মনন পূর্ব্বক রূপ প্রভৃতি দর্শনাদি করে, তিনিই তাহার হেতু। তিনি সকল দেবতার দেবতা। এইজন্য তিনি আদি পূজ্য, আদি নমস্য ও আদি স্তবনীয়। সংসারে যাহা কিছু জানিবার আছে, তাঁহাকে জানিলে, সে সকলই জানা যায়; এইজন্য তিনি বেদ্যগণের চরম সীমা। তিনি আত্মরূপে জগতের প্রত্যেক পরমাণু বেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, আর জরা শোকে আক্রান্ত হইতে হয় না এবং তাঁহার উপাসনায় কোনরূপ যত্ন বা আয়াস স্বীকারও করিতে হয় না। কেননা, তিনি প্রত্যেকেরই হৃদয়গুহায় পরম রক্ষাকর্ত্তা রূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং, মনে করিলে, যে সে ব্যক্তি যে সে অবস্থায়, যে সে স্থানে ও যে সে সময়ে তাঁহার উপাসনা করিতে পারে। মুনে! তুমিই সেই অজপদ স্বরূপ। অতএব বৃথা বাহ্য বিষয়ে বিমোহিত হইও না।

পঞ্চাশ সর্গ। (পরমার্থতত্ত্বকথন।)

মহাদেব কহিলেন, সেই একমাত্র চিদ্রূপই সকল সত্তার অন্তরে

অনুভূতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্রাদির ঈশ্বর অতএব তিনিই দেব, জানিবে। তিনি সকল বীজের বী সকল সংসারের সার ও সকল কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। তিনি বুদ্ধি বৃত্তি সকলের চেতয়িতা। তিনি চক্ষুরাদি আলোকের আলোক তিনি স্বীয় সত্ত্বাসহায়ে প্রস্ফুরিত হইলে, কোটি কোটি ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তিনি অদ্য হইলেও সর্ব্বদা প্রাতঃ অথবা, তিনি শরীর বা অশরীরী, অদ্য বা প্রাতঃ ইত্যা সকলই; অথবা তিনি কিছুই নহেন। যাহা সত্য নহে, তাহাতে তিনি নাই। তাঁহাতে যাহা নাই, তাহা কোন স্থানেই নাই ঐ কারণে তিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বাত্মা। অতএব তিনিই পরম দেব তাঁহাকেই মনে কর।

একপঞ্চাশ সর্গ। (নিয়তি।)

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই ঈশ্বরী চিৎশক্তি কুসুম সমুদায়ে ঘ্রাণরসায়ন সৌরভ রূপে, ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ রূপে, অগ্নিতে দাহিকা রূপে ও সূর্য্যে আলোক রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। অথবা, ইনিই অগ্নি ও ইনিই তাহার দাহিকা। এইরূপে ইনিই গুণ ও ইনিই গুণী। ইনিই ক্রমে উৎকর্ষপরম্পরার অনুক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশান ও মহেশ্বর স্বরূপ পরিগ্রহ করেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই শিব-স্বরূপ দেবের শক্তি কি, কোথা হইতে কিরূপে উদ্ভূত হইল?

মহাদেব কহিলেন, তিনি ও শক্তি উভয়ই এক। এই শক্তির নাম নিয়তি। নিয়তিকে কাল, কৃতি, ক্রিয়া ও ইচ্ছা নামে অভি-হিত করে। মহারুদ্র পর্য্যন্ত সেই নিয়তির এইরূপেই বাধ্য। এবং তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ইহার বশবর্ত্তী। এইজন্য ইহার নাম নিয়তি। জগৎজাল রূপ নাটক এই নিয়তিবশেই নৃত্য করি-তেছে। বিবিধ রসবিলাস ও পরিবর্ত্তন এই নৃত্যের অভিনয়।

ব্রহ্মাণ্ডগোলক ইহার মন্দির। এই মন্দির সকল ঋতুতেই কুসুম-সমূহে অলঙ্কৃত ও পুষ্করাবর্ত্তের ঘর্ঘর রবে প্রতিধ্বনিত। অসংখ্য পাতাল, ভূতল ও নভস্তল তাহার পদবিক্ষেপস্থান। উদিত ও অস্তমিত তারকারাজি উহার স্বেদবিন্দুসমূহ। চন্দ্র ও সূর্য্য উহার সমুজ্জ্বল কুণ্ডল। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উহার বিচিত্র বিতান। এই নিয়তিনাম্নী নটীর ঈদৃশ-নাট্য পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে আত্মাতে অবস্থিতি কর।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ। (বাহ্যপূজাকথন।

মহাদেব কহিলেন, মহর্ষে! সেই দেবই পরম দেব; সেই দেবই সাধুগণের পূজনীয়, সেই দেবই সর্ব্বদা বাহ্য ও অভ্যন্তরে বিরাজিত। অতএব তুমি বুদ্ধিসহকারে বাহ্য ও অভ্যন্তরক্রমে তাঁহারই পূজা করিবে। তদীয় পূজাক্রম শ্রবণ কর।

কি বাহ্য, কি অভ্যন্তর, সর্ব্বপ্রকার পূজাতেই দেহগেহ প্রশস্ত ও পবিত্র। অন্তর্হৃদয়ে ধ্যানই সেই দেবের প্রকৃত পূজা। তদ্-ভিন্ন, অন্যবিধ পূজা নাই। অতএব তুমি অন্তর্ধ্যান সহায়ে নিত্য সেই বিশ্বাধারের পূজা করিবে। তিনি লক্ষ সূর্য্যের ন্যায় প্রতি-ভাবিশিষ্ট, সকল আভাসের আভাস ও সর্ব্বদা অন্তরস্থ। অতএব তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। অনন্ত আকাশ কোষ সেই চিৎ স্বরূপের পদযুগল, অসীম দিকৃতট তাঁহার সুবিশাল ভুজমণ্ডল, সত্য প্রভৃতি নামপূর্ব্বক লোক সকল তাঁহার হস্তস্থিত পরম আয়ুধ; তাঁহার হৃৎকোষকোণে ব্রহ্মাণ্ড সকল বিরাজমান; বিচিত্র ভূত-সন্ততি তাঁহার রোমাবলী; বিবিধ চেষ্টার হেতুভূত ইচ্ছা প্রভৃতি সাধন সমস্ত তাঁহার নাড়ীচক্র। তিনি অনন্ত পদের একাধার ও সত্তামাত্রের একবিগ্রহ। জগজ্জালনিয়ন্তা কাল তাঁহার দ্বারপাল। তুমি সেই সহস্রশিরা, সহস্রলোচন, সহস্রশ্রবণ মহাদেবকে সতত চিন্তা করিবে। তিনি সর্ব্বতোভাবে স্পর্শময়, সর্ব্বতোভাবে

শ্রুতিময়, সর্ব্বতোভাবে রসনাময়, সর্ব্বতোভাবে মননময়, সর্ব্বতো ভাবে মনের অতীততত্ত্বময় ও সর্ব্বতোভাবে কল্যাণময়। তাঁহা হস্ত, পদ, শ্রবণ নেত্র, সর্ব্বত্রই বিস্তৃত ও সমাকীর্ণ।

তাঁহার পূজায় কোনরূপ ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি উপহার ব উপচার প্রদানের আবশ্যতা নাই বা বিধিও নহে। কেননা, তিনি নিত্য অক্লেশলভ্য; স্বীয় বুদ্ধি দ্বারাই পূজিত হয়েন। তিনি চিন্মাত্রস্বরূপ, এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার ধ্যান ও পূজা। অতএব দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, অশন, বিসর্জ্জন, শয়ন, শ্বসন ও প্রলপন, ফলতঃ সকলসময়েই একমাত্র সংবিন্ময় হইবে। ধ্যানরূপ উপহারই তাঁহার অভীপ্সিত। শুদ্ধ সংবিন্ময় ধ্যানই তাঁহার পাদ্য ও অর্ঘ্য। ধ্যান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই তাঁহাকে পাওয়া যায় না। মুনে! ত্রয়োদশ নিমেষ ধ্যান দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে, মূঢ় ব্যক্তিরও গোদানের সমান ফললাভ হয়। একশত নিমেষ এইরূপ পূজা করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের, ঘটিকার্দ্ধ পূজা করিলে, সহস্র হয়মেধের, একঘটিকা পূজা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের, এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূজা করিলে লক্ষ রাজসূয়ের ফল-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। এই রূপ, এক দিবস পূজা করিলে, পরম পদলাভ হইয়া থাকে। ইহাই পরম যোগ, ও পরম ক্রিয়া, এবং ইহাই একমাত্র পরম প্রশস্ত বাহ্য পূজা। যে ব্যক্তি অখিন্নহৃদয়ে ক্ষণকাল ঐরূপ পূজায় প্রবৃত্ত হয়, সে সুরাসুর সকলের বন্দিত ও আমার সমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (অন্তঃপূজাকথন)।

মহাদেব কহিলেন, ঋষে! অধুনা সকল পাবনের পাবন ও সকল জ্ঞানের সাধন অন্তঃপূজাবিধি শ্রবণ কর। শয়ন, অবস্থান, গমন ইত্যাদি সকল সময়ে তাঁহার ধ্যানময় পূজাই সর্ব্বাচারবিধি-বোধিত। তিনি সতত শরীরে বিরাজ করেন; এইরূপ চিন্তা

করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। তিনি সকল প্রত্যয়ের বোধয়িতা। মৃৎ, শিলা, ধাতু বা দারু নির্ম্মিত শিবলিঙ্গে তাঁহার পূজা করিবে না। শান্তস্বরূপ বোধলিঙ্গেই তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। যথাপ্রাপ্ত ভোগসকলে অনুরক্ত হইয়া, অক্ষুণ্ণ আত্মবোধ দ্বারা সেই শিবলিঙ্গের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ পূজায় মন মগ্ন হইলে, আপনাকে অদ্বয় আদিত্যরূপে ও মগ্ন না হইলে, চন্দ্রমণ্ডল রূপে ভাবনা করিবে।

ব্রহ্মন্! তিনি অব্যক্ত অন্তর্গুহাতে শয়ন করিয়া আছেন। তুমি তাঁহাকেই চিন্তা করিবে। তিনি প্রত্যঙ্গব্যাপী বোধস্বরূপ। তিনি মনের মননশক্তিতে, হৃদয় কণ্ঠ ও তালুর মধ্যদেশে, এবং ন্ধ্র ও নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরবিভাগে বিরাজমান। তিনি সকল দেহের হৃৎপদ্মের ভ্রমর। তিনি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্য। তিনি অনুভবময় প্রত্যক্ চেতনা স্বরূপ। তাঁহাকে এইরূপে ভাবনা করিবে। মনোরূপ দ্বারপাল তাঁহার নিকট ত্রিজগতের বৃত্তান্ত নিবেদন করে। শুদ্ধস্বরূপা চিন্তা তাঁহার দ্বারস্থা প্রতিহারিণী। মহীনাত্মা ব্যক্তি এইরূপে সেই পরম দেবকে আশ্রয় করিয়া, পরম পরিপূর্ণ অন্তরে অবস্থিতি করেন। তজ্জন্য কখন উদিত অস্তমিত, রুষ্ট বা তুষ্ট হন না। সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়াই, জীবন যাপন করেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (সাধারণ অর্চ্চনাক্রম)।

মহাদেব কহিলেন, সুব্রত! সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা সেই দেবের অর্চ্চনা করিবে। অতত্ত্বজ্ঞ বিলাসীরা অন্নপানাদি দ্বারা ও তত্ত্বজ্ঞেরা শুদ্ধ বোধ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। লোকে মৃত বা জীবিত, সুস্থ বা দুস্থ, দরিদ্র বা নৃপতি, ব্যাধিত বা রোগবর্জ্জিত, শয়িত বা জাগরিত, কলহকল্লোলে নিপতিত, ললনালালনা সমন্বিত অথবা রাগদ্বেষদশাযুক্ত, কিংবা

অন্যবিধ যাহাই হউক, তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। তিনি সুখেরও বন্ধু ও দুঃখেরও সহায়। তাঁহাকে না ভাবিলে, সুখও দুঃখ হয়, আবার, ভাবনা করিলে, দুঃখ ও সুখ হইয়া থাকে। যাহা চন্দ্রের ন্যায় শৈত্য ও মাধুর্য্যশালিনী এবং যাহা সাধুগণের হৃদয়-গামিনী, সেই মৈত্রী সহায়ে তাঁহার পূজা করিবে। ক্রোধাদির নিগ্রহসমর্থ শক্তি দ্বারা, অনিষিদ্ধ ভোগে অনুরাগ দ্বারা ও নিষিদ্ধ ভোগে বিরতি দ্বারা সেই আত্মার অর্চ্চনা করিবে। নষ্ট বস্তুর জন্য শোকপরিহার দ্বারা ও সর্ব্বতোভাবে সমদৃষ্টি দ্বারা নির্ব্বিকার চিত্তে সেই পরমাত্মার পূজা করিবে। অনিষ্টে ক্ষুন্ন ও অভীষ্ট সংযোগে মত্ত না হইয়া, তাঁহার আরাধনা করিবে। মায়াদৃষ্টি দ্বারা সমুদায় শুভাশুভ ও ব্রহ্মদৃষ্টি দ্বারা শুভ সকল পর্য্যবলোকন করিয়া, সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক নিত্য অর্চ্চনাব্রতে প্রবৃত্ত হইবে। আপাতরমণীয় ও আপাতদুঃসহ বিষয় সকলে সমদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, তদীয় অর্চ্চনা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এই ব্যক্তি আত্মীয়, এই ব্যক্তি পর, ইত্যাদি কল্পনাত্যাগ ও সমস্তই ব্রহ্ম নিশ্চয় করিয়া, সেই পরমদেবের পূজা করিবে। কোন বস্তুর ত্যাগ বা অভিলাষ না করিয়া, তাঁহার উপাসনা করিবে। স্বভাববশে বা দৈববশে উপলব্ধ ভোগ সমুদায়ে আসক্ত হইয়া, তাহার অতিরিক্ত প্রার্থনা না করিয়া, অর্চ্চনা করিবে। তুচ্ছ অপমানাদি বা অতুচ্ছ বন্দনাদিতে ভ্রূক্ষেপ করিয়া, উদ্বিগ্ন হইবে না। দেশবশে, কালবশে অথবা ক্রিয়াবশে সমাগত শুভ বা অশুভ ঘটনায় মনঃসন্নিধান না করিয়া, নির্ব্বিকার হৃদয়ে অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে।

ফলতঃ, সমতার বশবর্ত্তী হইয়া, মনকে একবারেই লীন করত, যে অবস্থান, তাহাই মুখ্য অর্চ্চনা। তুমি সেই আত্মময় শিবস্বরূপ দেবকে প্রশান্ত মনে দর্শন করিয়া, আনন্দরূপ অমৃতে পরিপূর্ণ ও জীবন্মুক্ত পদে অবস্থিত হও; এবং সদ্যঃ প্রসূত বালকের ন্যায়, বিকল্পবিস্তার ত্যাগ করিয়া, স্বপ্রকাশের আতিশয্য বশতঃ সূর্য্যের

ন্যায় প্রতিভা বিস্তার কর। ঐরূপ অবস্থাপন্ন হওয়াই পরম পূজা। যাহাতে সকল সুখদুঃখভ্রম নিরস্ত হইয়াছে, তুমি তাদৃশী নির্ম্মল বুদ্ধি সহায্যে আত্মাতে অবস্থিতি কর। তাহাই তোমার শ্রেষ্ঠ শিবপূজা।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ। (দেবতত্ত্ববিচার।)

মহাদেব কহিলেন, যথাকালে যথাশক্তি কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান হউক আর না হউক, তুমি নিত্য সেই আত্মরূপ দেবের অর্চ্চনা করিবে। কেননা সেই দেবার্চ্চনাই সকল কর্ম্ম। পারমার্থিক ভাবে তাঁহার পূজা করিলে, পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়। সেই আত্মাই বিশ্ব এবং বিশ্বই সেই আত্মা, ইত্যাকার জ্ঞানই প্রকৃত অর্চ্চনা। তিনি বিশ্বরূপ, শান্তস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ ও আভাসবিরহিত। তিনি কখন আমাদের ন্যায়, দেশ কালাদির পরিচ্ছিন্ন নহেন। অতএব তুমি অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি সহায়ে শান্ত, সম, স্বচ্ছমনা, নিরাময় ও বীতরাগ হও এবং সুখ বা দুঃখ যাহাই ঘটুক, তাহাতে মন না দিয়া, অখিন্ন হৃদয়ে আত্মা দ্বারা আত্মার অর্চ্চনাপূর্ব্বক নিত্য অবস্থিতি কর। তুমি এইরূপ শোধন দ্বারা জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ করিতে পারিলে, একবারেই জন্মদুঃখাদির অতীত হইবে।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ। (পরমার্থতত্ত্ববিচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অনন্তর আমি সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্ সেই দেব যদি নিরাকার, তবে কি জন্য শিব, পরমব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিগণিত হয়েন? পুনশ্চ, তিনি যদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও যুক্তিরও বহির্বিষয় হয়েন, তবে কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে? মহাদেব কহিলেন, শুদ্ধ সাত্ত্বিক বৃত্তি আশ্রয় সহকারে, আমি ব্রহ্ম, এই প্রকার ভাবনা করিয়া, অবিদ্যাকে দূরীকৃত করিলে, স্বপ্রকাশের আবির্ভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মোক্ষলাভকামনায় শমদমাদি সাধন সমস্ত শোধনপূর্ব্বক সাত্ত্বিক হয়েন, তিনি অবিদ্যার অংশ। সৎ শাস্ত্রের আলোচনা, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি বৃত্তিপরম্পরা ও যজ্ঞদানাদি ক্রিয়াযোগ দ্বারা কালসহকারে কাকতালীয়ের ন্যায়, ঐ অবিদ্যার ক্ষয় হইলে, তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। শিশু যেরূপ হস্তে অঙ্গার ঘর্ষণ করিলে, প্রক্ষালন দ্বারাও হস্ত নির্ম্মল হয় না, অঙ্গারাণুর ক্ষয় হইলে, হইয়া থাকে; তদ্রূপ শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলে, যদিও সহসা আত্মমালিন্যক্ষয় হয় না, কিন্তু কালসহকারে তমোংশের ক্ষয় হইলে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই সংসারে আছেন, এই প্রকার বিচার করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে পারাই অবিদ্যার ক্ষয় জানিবে। আত্মা দ্বারাই আত্মলাভ সংঘটিত হয়। শাস্ত্রালোচনা ও গুরুসেবা এই উভয়ের সংযোগে আত্মজ্ঞান প্রকটিত হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, কর্ম্ম ও বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির ক্ষয় হইলে, পরমাত্মা তৎ, সৎ, ইত্যাদি নামে স্বভাবতঃ অভিহিত হন। যাঁহারা পরমাত্মার অদূরে অবস্থিতি করেন, সেই সকল মুখ্য উপাসকের বোধসাধন মানসে ও তত্ত্বজ্ঞানের উপায় স্বরূপ শাস্ত্রার্থ বিরচন জন্য তৎ, সৎ, ব্রহ্ম

ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি সেই শিবনামক বস্তুকে ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়া সুখী হও। তিনিই জগত্তত্ত্ব ও স্বতত্ত্ব। তাত! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে দেবার্চ্চনা করিয়া, পরম-পদ প্রাপ্ত হন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ। (জগৎস্বরূপকথন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! এই জগৎ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল? দুঃখের নিমিত্তই ইহার কল্পনা হইয়াছে! সেই দুঃখক্ষয়ের যুক্তি কি?

মহাদেব কহিলেন, ব্রহ্মাদি শব্দার্থ সম্বিদ্ মাত্র জানিবে। এই সম্বিদ্ কল্পনোন্মুখী হইলে, চেতনা নামে অভিহিতা হন। তৎ-কালে অহঙ্কার আনুগত্য প্রযুক্ত দেশকালাদি কল্পিত হইয়া থাকে। সম্বিৎ এই সকলের সহিত প্রাণরূপে স্পন্দিত হইয়া, জীবনাম ধারণ করেন। অনন্তর স্মৃতিকল্পনার উদয়ে জীবস্বরূপ মনের উৎপত্তি তৎসহকারে বিবিধ সত্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সকল সত্তাসম্মিলিত রূপকেই পূর্য্যষ্টক ও আতি-বাহিক দেহ বলে। অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম এইরূপ অঙ্গ বিভাগাদি ক্রমেই প্রস্ফুরিত হন। কিন্তু তত্ত্বতঃ তিনি আদ্যন্ত-বিহীন, তাঁহাতে এ সকল কিছুই নাই, জানিবে। বস্তুগত্যা জগৎ কিছুই নহে। সুতরাং তাহার জন্য আবার দুঃখ কি? শোক কি?

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ। (পরমাত্মকথা।)

মহাদেব কহিলেন, তাত! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল কীর্ত্তন করিলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও, জ্ঞানরূপ চিৎ আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্ম ও সৎ শব্দে অভিহিত

হয়েন। এই বিশ্ব তোমার বা আমার বা অন্য কাহারও ন
এবং স্বয়ংও নহে ও কিছুই নহে; এবং সৎ, অসৎ, অন্তন
পূর্ব্বতনও নহে। একমাত্র সেই নিত্য সত্য পরাৎপর পরমাত্ম
অন্বেষণে ও অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হও। তাহাতেই সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য লা
হইবে।

যেখানে সংসার, সেইখানেই দুঃখ। কেননা, সেইখানে
আশয়প্রসার, বাসনার বিস্তার, কামনার অত্যাচার, ও ইচ্ছা
একচ্ছত্রিতার এক শেষ। তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া সংসা
পরিহারপুরঃসর একমাত্র সেই সত্য স্বরূপে সন্নিবিষ্ট ও বিশিষ্টরূ
অভীষ্ট লাভে হৃষ্ট হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দেবদেব মহাদেব এই বলিয়া দেব
পার্ব্বতীর সহিত অম্বরকোটরে অবতরণ করিলেন। তদবি
আমি বিশুদ্ধ বুদ্ধিসহকারে সবিশেষ বিচার করিয়া, জড় দেবা
র্চ্চন ত্যাগ ও অপরোক্ষ দেবার্চ্চন ব্রত অবলম্বন করিলাম।

ঊনষষ্টিতম সর্গ। (বিশ্রান্তিবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! আমি সেই দেবদেব মহাদেবে
নিকট জগত্তত্ত্বস্বরূপ যেরূপ জানিয়াছি, তুমিও সেইরূপে ই
অবগত হও! *

আমি সেইরূপে উপদিষ্ট হইয়া অবধি, আত্মাকেই ব্যগ্রতা
সহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। কদাচ কোন বিষয়ে আমার
ক্ষোভ বা কোনরূপ বিষাদ উপস্থিত হয় না। আমি যথাপ্রাপ্ত
ক্রিয়া স্বরূপ কুসুম দ্বারা দিবা রাত্র আত্মার অর্চ্চনা করতঃ সর্ব্বদা
অখিল হৃদয়ে এই সংসাররূপ বিজন গহনে পরম সুখে বিহার
করিয়া থাকি।

তাত! তোমার যদি ধন ও বন্ধুবিয়োগ জনিত মহাক্লেশ
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, তুমি আত্মদৃষ্টি দ্বারা বিচারপরায়ণ

হইবে। দেখ, ধন, জন ও বন্ধু বান্ধবাদির নিত্য ক্ষয়োদয় হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে সুখ দুঃখের অবসর কোথায়? এই ক্ষণবিনাশিনী, বিষয়প্রমাথিনী, বৈচিত্রশালিনী সংসারগতি সমভাবে যাতায়াত করিতেছে। ব্যসনী পুরুষই ইহাতে অভিভূত হয়। প্রণয় ও ধনও এইরূপেই প্রবর্ত্তিত ও এইরূপেই অস্তমিত হইয়া থাকে। তর্কযুক্তিপরিশূন্য মূঢ় লোকেই তাহাতে অবসন্ন ও আচ্ছন্ন হয়। তুমি চিন্মাত্রস্বরূপ। তোমার আবার হেয়োপাদেয় ও হর্ষবিষাদ কি? তুমি আজি হইতে চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া, সুষুপ্তিতে অবস্থানপূর্ব্বক তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হও। এবং যাহাতে কোনপ্রকার বৈষম্য নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক উদার বুদ্ধি সহকারে আত্মার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া, পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায়, অবস্থিতি কর।

ষষ্টিতম সর্গ। (রামবাক্য।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সমস্ত জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং অকৃত্রিম স্মৃতিলাভ সংঘটিত হইয়াছে। আমার আর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই। আমার অজ্ঞান নিবৃত্তি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। এবং তৎসহকারে আমি জানিতে পারিয়াছি, আত্মা নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাও আমার অন্তরে সম্যক্ সমুদিত হইয়াছে। আর আমার মনে কোনরূপ প্রশ্ন, সংশয় বা অভিলাষ নাই। এই কারণে উহা সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইয়াছে। আমার অন্তরে আর কোনপ্রকার আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার নাই। এই জন্য উহা নির্ব্বায়ুসঞ্চার প্রদীপের ন্যায়, প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা হেয়, ইহা উপাদেয় ইত্যাদি ভেদজ্ঞান জন্য দারুণ ভ্রমও আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার আর স্বর্গে অভিলাষ বা নরকে বিদ্বেষ নাই। আমি

ভ্রমশূন্য হইয়া আত্মাতে অবিচলিত রূপে অবস্থান করিতেছি।

যে মূঢ় এই জগৎকেই দর্শন করে, তদ্ভিন্ন ইহাতে অন্য তত্ত্ব দেখিতে পায় না, সে কুসন্দেহরূপ অনলে দহ্যমান ও বিষম সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধনাদি বিষয়ে কৃপণতা করাই মূঢ়তা। কৃপণ কখন তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা পরম বস্তু লাভ করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান বলে জড়রূপ ভবসাগর পার হওয়া যায়। আপনার প্রসাদে আমাদের তাহা হইয়াছে। আমরা সম্পদের অবধি ও আপদের চরমসীমা দর্শন করিয়াছি। সর্ব্বসার ভূমানন্দের সমুদয়ে আমাদের আত্মা যেমন অদীন, সেইরূপ পূর্ণ হইয়াছে। বাঞ্ছা ও বিকল্পনা সকল বিগলিত হওয়াতে, আমাদের মনও স্থিরসত্ত্ব হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই এই প্রকার হইয়া থাকে। ফলতঃ, আমার অনুত্তম পদলাভ হইয়াছে।

একষষ্টি সর্গ। (বিজ্ঞানযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ। আমি কর্ত্তা, এইপ্রকার অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক রাগাদি রহিত হইয়া, যাহা করা যায়, তাহা করা নহে। যথাকালে কোন বস্তু প্রাপ্ত হইলেই, তুষ্টি জন্মে; না পাইলে, অতুষ্টির হেতু হইয়া থাকে। এইরূপে তুষ্টি ও অতুষ্টিই বাঞ্ছার সীমা। অতএব বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া, সুখী হও। পরমপদলাভের অভিলাষ থাকিলে, কখন অহংভাবরূপ পঙ্কে মগ্ন হইও না। আত্মজ্ঞানরূপ অচল শেখরে বিশ্রাম করিলে, পুনরায় মাতৃগর্ভের অনুসরণক্রমে পাতালতলে পতিত হইতে হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অবিদ্যার ক্ষয় হইলে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিজ্ঞান নিবন্ধন লোকমাত্রেরই স্বভাব সমতা ও সত্যতাময় এবং তৎপ্রভাবে পরম পদে বিশ্রান্তি লাভ হইয়া থাকে।

তুমি আর আশায় বশীভূত হইও না। যে বস্তুদশা প্রাপ্ত

হইবে, তাহাতেই অবস্থিতি করিবে এবং জীবের সহিত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা মনোহীন হইবে। তুমি আত্মা দ্বারা সেই বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মাকে অবগত হও। এবং বাসনা ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে, আকাশের ন্যায়, কোন কালেই বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইবে না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনই এক, দেখিবে। চিত্তের উন্মেষ ও নিমেষই প্রলয় ও উদয়ের হেতু। অতএব বাসনাত্যাগ ও প্রাণরোধ দ্বারা আত্মাকে নিমেষবিরহিত কর। প্রাণের উন্মেষ ও নিমেষ দ্বারাই সংসারের প্রলয় ও উদয় হইয়া থাকে। অতএব প্রয়োগ ও অভ্যাস দ্বারা উন্মেষ দূরীকৃত কর। মূর্খতার উন্মেষ ও নিমেষই কর্ম্ম সকলের প্রলয় ও উদয়ের হেতু। অতএব গুরু ও শাস্ত্রার্থ সহায়ে বলপূর্ব্বক তাহাকে নিরাকৃত কর।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ। (চিত্তত্ত্ব-নিরূপণ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট সূর্য্যালোক যেমন বিচিত্র বর্ণবুদ্ধি বিধান করে, দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধই তদ্রূপ জগদ্‌গতির হেতু। চিত্র-পুরুষের হৃদয়ে যেমন ভাবনা নাই, সেইরূপ, দৃশ্য-দর্শনসম্বন্ধ দূর হইলে, জগৎ ও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, চিত্তস্পন্দই মায়ার উৎপত্তি ও তদভাবে তাহার বিনাশ সংঘটিত হয়। বাসনাংশত্যাগ, বাসনারোধ বা প্রাণনিরোধ দ্বারা চিত্তস্পন্দ স্থগিত হইয়া থাকে। চিত্তস্পন্দ স্থগিত হইলে, পরম-পদপ্রাপ্তি হয়।

পরমানন্দপূর্ণ সম্বিদ্রূপ ব্রাহ্ম দৃষ্টি দ্বারা মনের ক্ষয় হইলে, অকৃত্রিম ও অবিনাশী সুখের সমাগম সংসাধিত হইয়া থাকে। তুমি ইহা অবগত হইয়া, সর্ব্বদাই চিত্তত্ত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও।

বোধ দ্বারা যে সুখ সমুদিত হয়, তাহার উদয় বা অস্ত নাই। ফলতঃ, সংসারে আত্মাই সত্য ও আত্মাই সমস্ত। আত্মবোধ সম্পন্ন হইলে, চিত্তাদি সমুদায়ই লয় প্রাপ্ত হয়।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ। (বিল্বাখ্যান।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! আমি তোমার বোধবৃদ্ধির জন্য বিস্ময়োল্লাসজননী অপূর্ব বিল্বাখ্যানকথা কীর্ত্তন করিতেছি অবধান কর। একটী বৃহৎ বিল্বফল আছে। উহা অমৃত অপেক্ষাও মধুর, বালেন্দু অপেক্ষাও মনোরম, মন্দরাদ্রি অপেক্ষাও অচল ও দৃঢ়, সহস্রযোজনবিস্তীর্ণ, পরম নির্ম্মল ও প্রতিদিন বর্দ্ধমান এবং যুগপরিমাণেও জীর্ণ ও প্রলয়পবনবেগেও বিচলিত হয় না। উহাই, সর্ষপকণপংক্তির ন্যায়, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছে এবং উহাতেই ষড়িন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ বিরাজ করিতেছে। পরিপক্ক হইলেও, ইহা পতিত ও জরাদোষে আক্রান্ত হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি কেহই চিরজীবী নহেন, সুতরাং কেহই উহার মূল বা উৎপত্তি অবগত নহেন। উহা সমুদায় পুরুষার্থের সার, সমুদায় সুখের কোষ ও সমুদায় আলোকের আধার এবং পরমানন্দরূপ কর্ম্মফলের মজ্জাসার স্বরূপ; এইজন্য শ্রীফলস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ইহারই নাম আত্মচমৎকৃতি ও ইহারই নাম সম্বিদ্। এই সম্বিদ তরলরূপিণী শক্তি সহায়ে জগদাকারদৃষ্টি বিস্তৃত করেন। এই অনন্ত বিস্তৃত আকাশ, এই কালময়ী কলা ও নিয়তি, হেয়োপাদেয়বুদ্ধি ও রাগদ্বেষব্যবস্থিতি, এই স্পন্দরূপিণী ক্রিয়া, এই তত্তা, এই সত্তা, এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, এই রূপে যাহা কিছু, সমুদায়ই সেই সম্বিদ্‌শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা সম্মুখে, ইহা পশ্চাতে; ইহা ভূত, ইহা ভবিষ্যৎ এবং ইহাই বর্ত্তমান। যাহাতে স্বর্গনিবাসী বিষয়লম্পটগণ অধঃপতিত হইয়া থাকে, এই সেই মহা-

দ্রগ-পূর্ণ কোটরসমাকীর্ণ সুদীর্ঘ আকাশপদবী; দেবরূপ ষট্-পদপংক্তি পরমশোভমান শশাঙ্কের অমৃতরূপ মধুপানে মত্ত হইয়া, যাহাতে বিহার করে এবং নরক যাহার মূল, এই সেই জগৎরূপ বৃক্ষের উদ্দাম-সৌগন্ধশালিনী স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী পুষ্পমঞ্জরী; যাহা ব্রহ্মরূপ সাগরতটে প্রতিষ্ঠিত, এই সেই পারাবারবিরহিত আকাশসরোজিনী এবং যাহাতে কর্ম্ম সকল কুম্ভীরাদির ন্যায়, মাস ও ঋতু প্রভৃতি তরঙ্গের ন্যায় ও জন্ম মৃত্যু আবর্ত্তের ন্যায় নিবাস করিতেছে, এই সেই ভূতসৃষ্টিরূপ অপার তরঙ্গিণী ইত্যাদি সমুদায়ই সেই বিল্বফলের মজ্জারূপ চমৎকৃতি।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ। (সৎপুরুষস্বরূপবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! মুনিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষি-গণ সর্ব্বদা তুরীয় পদে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ভূমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরস পান করিয়া বিপুল আনন্দসন্দোহ অনুভব করেন।

যাঁহারা সংসারী হইয়াও, বাহ্য বিষয়ের স্বল্পমাত্র ভাবনা করেন যাঁহারা ধ্যাতৃধ্যেয়সম্বন্ধত্যাগরূপ সমাধিবশে নিত্য কাল যাপন করেন, যাঁহাদের প্রাণ ও মন স্পন্দিত হয় না, তাঁহারাই স্বপদে অবস্থিতি করেন। এই দৃশ্যজাল যাহাতে প্রস্ফুরিত ও স্থগিত হয়, তাহাই আত্মপদ। অর্থ প্রভৃতি বিকার বিরহিত ও সর্ব্বদা আত্মশুদ্ধ হইলে, ঐ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা সংসারী হইলেও, সংসারের না হইয়া, অনবরত ব্রহ্মসন্ধানে তৎপর হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত সৎপুরুষ। সৎপুরুষগণই আত্মপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

এই জগৎ আত্মা ভিন্ন কিছুই নহে, এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, আত্মজ্ঞানে সকলের সহিত ব্যবহার করেন, সেই সকল সৎপুরুষই পরমপদপ্রাপ্তিরূপ চিরশান্তি ভোগ করিয়া থাকেন। আমি মরিব, কখনই বাঁচিব না, একমাত্র

ব্রহ্মই জরামরণবিরহিত, যাঁহারা নিত্য এইপ্রকার ভাবনা করিয়া, অসার বিষয়রস পানে স্বতঃপরতঃ নিবৃত্ত হন, তাঁহারাই সৎপুরুষ। এবং তাঁহারাই নিত্য অভয় ও অমৃত ভোগ করেন। সৌম্য! তুমি সেই সকল পুরুষের মধ্যে প্রধান পদ অলঙ্কৃত করিয়া, চির বিশ্রান্তি ভোগ কর। সংসারের সকলই কলঙ্ককার। অতএব তাহাতে আসক্ত হইও না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ। (যুক্তি ও তত্ত্ববিচার)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘূদ্বহ! বুদ্ধি বিপর্য্যয়ই ভেদদৃষ্টির হেতু। অতএব তুমি নির্ম্মল বুদ্ধি সহকারে আত্মবিচার করিবে। স্বরূপের বিপর্য্যয় হইলে, যাহার পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থার আবির্ভাব হয় না, তাহাকেই বিকার বলে। দুগ্ধের বিকার দধি। দধি হইতে পুনরায় দুগ্ধ হয় না। ইহাই বিকারের প্রকৃত লক্ষণ। ব্রহ্মে এইপ্রকার বিকারের সম্পর্ক নাই। আদি, মধ্য, অবসান, সকল সময়েই তিনি একরূপ, অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম। যাঁহার সহিত কাহারও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে। তিনি এক, অরূপ ও অবিনাশী; এইজন্য ভাববিকারের অতীত ও অনধিগম্য।

সৃষ্টির আদিতে সেই আদ্যন্তরহিত একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। এক্ষণেও তিনি আছেন; ভবিষ্যতেও তিনি থাকিবেন। সংসার নামমাত্র, ভ্রমমাত্র ও কল্পনামাত্র। যাহাদের তত্ত্ববোধ নাই, তাহাদের প্রবোধ নিমিত্তই ইহা জীব, উহা অবিদ্যা, এইপ্রকার কল্পনার অবতারণা হইয়াছে। একমাত্র যুক্তির দ্বারাই প্রবোধ সমুদিত হইয়া থাকে। যুক্তি দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, অন্যবিধ শত শত চেষ্টা দ্বারাও তাহা সমাহিত হয় না। যুক্তিহীন, প্রবোধ হীন, দুর্ম্মতি ব্যক্তিকে, সমস্তই ব্রহ্ম, এইপ্রকার উপদেশ দেওয়া, আর, জড়ের নিকট স্বীয় দুঃখ নিবেদন করা, একই কথা। যুক্তি ভিন্ন মূর্খদিগকে প্রবোধিত করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে।

তুমি যুক্তি ও তত্ত্ব উভয়ই আশ্রয় কর এবং তৎপ্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হইয়া, স্বপদে অধিষ্ঠান কর।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ। (সংসৃতিবিচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি কিজন্য বিষণ্ণ হইতেছ? সংসার যখন সর্ব্বাংশেই ব্রহ্মস্বরূপ, তখন, ইহাতে বিষাদের অবসর কোথায়? সুখ ও দুঃখ কল্পনামাত্র।

আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম; এইরূপে আকাশ পাতাল সমুদায়ই ব্রহ্ম। ইহা বুঝিয়া, যাহা ইচ্ছা হয়, কর। আত্মাই সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী, অনুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, অবস্থিতি কর। তুমি যদি রাগাদি পরিহার ও অহঙ্কার বিসর্জ্জন করিয়া, সৎপথে প্রবৃত্ত হও, পরমপদে প্রতিষ্ঠিত ও নির্ব্বাণ শান্তি প্রাপ্ত হইবে। যেমন সমুদায় কুম্ভই মৃত্তিকা; সেইরূপ সমুদায়ই ব্রহ্ম। অজ্ঞান বশতঃ আত্মা ও প্রকৃতির ভেদ কল্পিত হয়। আত্মবিজ্ঞানরূপ অনল দ্বারা এই অজ্ঞানবীজ দগ্ধ হইলে, আত্মা, জগৎ ও প্রকৃতির পরস্পর অভেদ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, কোন কালেই দুঃখ নাই। সমুদায়ই পরমার্থসার। অতএব তুমি কিজন্য পরিতপ্ত হইতেছ? যত দিন বাঁচিবে, তাবৎ যত্নসহকারে আত্মনন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ। (জীবধর্ম্মবিচার।)

শ্রীরাম কহিলেন, অনঘ! মৃত ব্যক্তি চক্ষুবাদি সত্ত্বেও কি নিমিত্ত দর্শনাদি করিতে পারে না? জীবিতাবস্থায় লোকে কিরূপে দর্শনাদি করে? ইন্দ্রিয় সকল জড় হইলেও কিরূপে ঘটাদি বাহ্য বিষয় সকল অনুভব করিয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ইন্দ্রিয়াদি, চিত্তাদি ও ঘটাদি চিৎ হইতে পৃথক্ নহে। চিৎ মায়াসকল ব্রহ্মভাব দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাবশে জগৎ রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার অবয়ব হইতেই ইন্দ্রিয় ও ঘটাদির জন্ম হইয়া থাকে। তিনি কখন পশু ও কখন মনুষ্য হন এবং কখন বা বিশুদ্ধ জাতিতা বশতঃ প্রবোধ সমুদিত হইলে, তাহার ভববন্ধন মোচন ও আদ্যন্তবিহীন আত্মপদ লাভ হইয়া থাকে।

জীব চিত্তসমন্বিত হইলেই, চক্ষুরাদির সহিত তাঁহার বাহ্য বিষয়ক সম্বন্ধ থাকে। মুক্ত বা মৃত হইলে সে সম্বন্ধ দূর হয়। এইরূপ বাহ্য ঘটাদি বাহ্যে প্রতিভাত হইয়া, অন্তরে অহঙ্কার সমন্বিত জীবের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। বহিস্থ জীব প্রাণ ধারণ করে না, এইজন্য উহা অজীব।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ। (ইন্দ্রিয়ার্থপ্রাপ্তিবিচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘূদ্বহ! পরমাত্মা সর্ব্বদাই আছেন। মূঢ়েরাই তাঁহাকে নাই বলিয়া থাকে। সেই পরমাত্মাই ইন্দ্রিয় সকলের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। রূপ রসাদি সমুদায়ই তিনি। অতএব তুমি কায়মনে তাঁহার উদ্দেশ্যে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিবে। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, আর কোন বিষয়েরই আবশ্যকতা হয় না। তিনি প্রীতিময় পুত্র প্রদান করিয়াছেন। যাহাকে আলিঙ্গন করিলে শরীর পুলকিত ও শীতল হয়। অতএব সেই পুত্রের বিধাতা স্বয়ং সেই ভগবান্‌কে মন দ্বারা আলিঙ্গন

করিলে, কতদূর শীতলতা লাভ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা কর।

অনঘ! স্বয়ং ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ পূর্ব্বে মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে যে শুভগতি উপদেশ করেন এবং অর্জ্জুন যাহা আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত ও জীবন্মুক্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুনের ন্যায়, জীবন যাপন কর। শোকই বা কি? দুঃখই বা কি? বিষাদই বা কি? কাহারজন্য কে শোক করে? সংসারই বা কাহার? সংসারেরই বা কে? ইত্যাকার বিচার পুরঃসর আত্মলাভের চেষ্টা কর।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ। (কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! অর্জ্জুন কোন সময়ে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ভগবান্ বাসুদেবই বা কি উপদেশ করেন বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সংসারবরূপ সুবিস্তৃত জালে চতুর্দ্দশবিধ ভূতজাতি, পক্ষীবৎ, বদ্ধ হইয়া আছে। তম্মধ্যে শ্রুতিস্মৃতি প্রোক্ত চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগনই ইন্দ্র-যমাদি লোকপালপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনঘ! ভগবান যম ভূতবিনাশজনিত পাপাশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতি দ্বাপরযুগের অবসানে কখন সাত, কখন আট, কখন দশ, কখন বার, কখন পনর, কখন বা ষোল বৎসর তপস্যা করিয়া থাকেন। তিনি উদাসীনের ন্যায়, তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তৎকাল মধ্যে মৃত্যু আর কোন প্রানীকেই আক্রমন করে না। তন্নিবন্ধন প্রজাসংখ্যা বর্দ্ধিত ও পৃথিবী গুরুভারে নিপীড়িত হইয়া উঠে। তদ্দর্শনে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগন স্ব স্ব অংশে অবতরন পূর্ব্বক ভারতযুদ্ধাদি দ্বারা প্রজাসংহার করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন! এই রূপে শতসহস্র যুগ ভারতযুদ্ধ ও অনন্ত জগৎ অতীত হইয়াছে।

আগামী দ্বাপর যুগে আবার এই প্রকার ঘটিবে। যম তপস্যা করিবেন। তন্নিবন্ধন, প্রানিপীড়ন ও মৃত্যু তিরহিত হইলে পৃথিবী দুর্ভর ভারে অবসন্না হইয়া, নারায়নের শরনাপন্না হইবেন। তখন তিনি অংশক্রমে নর ও নারায়ণ এই দ্বিবিধ স্বরূপে অবতরণ করিবেন। এই নরনারায়ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুন নামে বিখ্যাত হইবেন। ঐ সময় ধর্ম্মের অংশে যুধিষ্টির নামে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ পাণ্ডু-পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদ্রমেখলা মেদিনীর রাজত্ব করিবেন। স্বকীয় জ্যেষ্ঠতাততনয় দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার অহি-নকুলবৎ ভীষন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। তাঁহারা পরস্পরের ভূমি হরণ নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন। ঐ যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত হইবে। নারায়ণ অর্জ্জুনশরীরে এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সংহার করিয়া, পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন। হর্ষ ও অমর্ষাদিবশে প্রাকৃত ভাব সংঘটন বশতঃ তিনি সেই অর্জ্জুনশরীর অবিদ্যায় আচ্ছন্ন প্রায় হইয়া জ্ঞাতিবধ ও প্রানিহত্যা আশঙ্কায় যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন। তদ্দর্শনে তিনি বক্ষ্যমান বিধানে আত্মবোধ সমাধান দ্বারা এই অর্জ্জুনদেহের প্রবোধ সঞ্চারিত করিবেন।

সপ্ততিতম সর্গ :—আত্মবোধ।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আত্মার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই। তন্নিবন্ধন, ইনি কখন হন নাই, হইবে না এবং হইতেছেনও না। ইনি শাশ্বত ও পুরাণ। এইজন্য দেহ হত বা হন্যমান হয় না। যাহারা ইঁহাকে হন্তা ও হত বলিয়া বোধ করে, তাহারা আত্মজ্ঞান বর্জ্জিত। এই আত্মা সর্ব্বদা একরূপ, অখণ্ড ও সূক্ষ্মস্বরূপ। অতএব ইনি কিরূপে হত হইবেন? অয়ি সংবিদাত্মন্! তুমি আত্মাকে এইরূপ অনন্ত, অব্যক্ত, আদ্যন্তমধ্যরহিত, অপরিচ্ছিন্ন, চৈতন্যস্বরূপ ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত জানিয়া নিরাময় ও জন্মহীন হও।

তুমি স্বয়ং সনাতন আত্মা; তোমার জরামরণাদিও নাই। অতএব তুমি কি জন্য, আমি হন্তা, এই প্রকার বৃথা অভিমান করিতেছ? বধাদি প্রবৃত্তি সময়ে, যাহার, আমি হন্তা, এই প্রকার অভিমানের উদয় হয় না, এবং উত্তরকালেও ঐরূপ বধাদি জন্য যিনি হর্ষবিষাদাদির বশীভূত হন না, তিনি এই চতুর্ব্বিধ ভূতজাতিকে হনন করিয়াও, হনন করেন না এবং তজ্জন্য পাতকগ্রস্তও হন না। অতএব তুমি কিজন্য আপনাকে হন্তা ও তৎপ্রযুক্ত পাপভাগী ভাবিয়া, বৃথা পরিতপ্ত হইতেছ? আত্মার যখন ছেদ নাই, ভেদ নাই, ক্লেদ নাই, দাহ বা ব্যামোহ নাই, তখন কে কাহারে বধ করে ও কেহই বা তজ্জন্য পাতকগ্রস্ত হইয়া থাকে? অতএব তুমি, আমার এই দেহ, আমার এই বন্ধু, ভাবিয়া, অনর্থক অভিমানবশে বিবশ হইও না। যাহারা দেহেন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করে, তাহারাই অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া, আমি কর্ত্তা, বোধ করিয়া, ক্লেশভাগী হয়।

একসপ্ততিতম সর্গ। (আত্মযোগ)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! মুমুক্ষুগণ আত্মশুদ্ধিকামনায় সর্ব্বসঙ্গপরিহারপূর্ব্বক মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সহায়ে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অহংরূপ বিষচূর্ণে যাহার শরীর দূষিত নহে, তিনি যেমন কার্য্য করিয়াও, কার্য্য করেন না, তেমন তাহার ফলভোগ করিয়াও করেন না। প্রাজ্ঞই হউন, আর বহুজ্ঞই হউন, মমতারূপ অমেধ্য দ্বারা দূষিত হইলে, তিনি দুঃশীল সদৃশ। নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, ক্ষমাশীল ও সুখ দুঃখে সমজ্ঞান পুরুষ আবশ্যক বা অনাবশ্যক যে কোন কার্য্য করিয়া, তাহাতে লিপ্ত হন না।

অর্জ্জুন! ক্ষত্রিয়ের সমুচিত এই সংগ্রামে বন্ধুবধরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিলেও, তুমি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যোগীর ন্যায়, ব্রহ্মজ্ঞানাদি-সুখভাগী হইবে। শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে তোমার পক্ষে এই যুদ্ধ কার্য্য সর্ব্বথা

প্রশস্ত। অতএব তুমি বন্ধুবধ ও গুরুহত্যা রূপ অতীব জঘন্য অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, প্রত্যবায়ভাগী হইবে না। ইহা ভাবিয়া তুমি শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত হও।

বিদ্বানের কথা কি, মূর্খেরাও স্বধর্ম্ম পালন করে। কেননা, স্বধর্ম্মপালন পরম শ্রেয়োজনক। যাঁহার অহঙ্কার বিগলিত হইয়াছে, তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না। ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া, কার্য্য করিলে তাহা ব্রহ্ম হইয়া থাকে। যেহেতু তিনি সকলের আত্মা, সেই হেতু তাঁহাতে সমর্পিত কর্ম্মমাত্রেই তৎস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব তুমি একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ব্বসংকল্প সমর্পণ ও সন্ন্যাস যোগ আশ্রয় করিয়া, মুক্তমতি, শান্তচিত্ত, মুনি ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হও।

দ্বিসপ্ততিতমসর্গ। (পরমাত্মযোগোপদেশ)।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! সঙ্গত্যাগ, সন্ন্যাস ও জ্ঞানযোগ, এই সকলের বিভাগ কিরূপ; কীর্ত্তন করুন।

ভগবান্ কহিলেন, সংকল্প সকলের ক্ষয় ও বাসনার লয় হইলে, যে প্রপঞ্চরহিত প্রত্যগাত্মরূপ অনুভূত হয়, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে মনের একনিষ্ঠতাই জ্ঞান; ব্রহ্মে বুদ্ধিনিয়োগই যোগ এবং ব্রহ্মে সর্ব্বস্বসমর্পণ ও আত্মসংযোগই সন্ন্যাস ও সঙ্গত্যাগ। সেই ব্রহ্মই পরম বস্তু। তিনি অন্তঃশূন্য, বহিঃশূন্য, সর্ব্বশূন্য; আকাশের ন্যায়, নির্ম্মল, সর্ব্বথা শান্তস্বরূপ। পণ্ডিতেরা বলেন, তিনি দৃশ্য দৃষ্টি কিছুই নহেন। এই জগৎ তাঁহারই অন্যতা বা প্রতিভা স্বরূপ। অতএব ইহাতে আগ্রহ যুক্তিযুক্ত নহে।

কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, ফলকামনাবিহীন হইয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করাই সন্ন্যাস এবং সঙ্কল্প সকলের ত্যাগই সঙ্গত্যাগ। এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিলে, ত্রিভুবন জয় করা যাইতে পারে। তুমি সঙ্গত্যাগী ও সন্ন্যাসী হইয়া, সর্ব্বথা অভ্যুদয় ও বিজয়সমৃদ্ধি লাভ কর। নিশ্চয় জানিও, আমিই আশা, আমিই কর্ম্ম, আমিই

কাল, আমিই দ্বৈত অদ্বৈত জগৎ; ফলতঃ, আমিই সমস্ত এবং আমাতেই সমস্ত। অতএব তুমি আমার ভক্ত ও আমাতেই একচিত্ত হও এবং সর্ব্বথা মৎপরায়ণ হইয়া, আমাকেই নমস্কার কর। কেননা, আদি, মধ্য, অবসান সকল অবস্থাতে আমিই একমাত্র পরম গতি ও পরম আশ্রয়। তুমি যোগ অবলম্বন কর। আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

যে ব্যক্তি অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধচিত্ত ও বীতমল হয়, সে সমস্ত সংসার ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া, কোন কালেই অবসন্ন হয় না। আমি সর্ব্বদাই তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া, ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বত্রই বর্দ্ধিত ও অভ্যুদিত করিয়া থাকি।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ। (ব্রহ্মযোগ)।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আপনার পর ও অপর নামে যে দুইটী রূপ আছে, তাহা কিরূপ এবং আমি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কোন্ সময়ে তাহা আশ্রয় করিব?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার সামান্য ও পরম এই দুই রূপ, জানিবে। তন্মধ্যে যাহা শঙ্খচক্রগদাধর ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট তাহা আমার সামান্য রূপ। আর যাহার আদি নাই, অন্ত নাই; যাহা অদ্বিতীয় ও অনাময় এবং যাহা ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত হয়, তাহাই আমার পরম রূপ। তুমি যাবৎ আত্মজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত অপ্রতিবুদ্ধ হইয়া থাকিবে, তাবৎ আমার চতুর্ভুজাকৃতি সামান্য রূপের পূজা কর। তৎসহকারে ক্রমশঃ প্রবোধ সঞ্চরিত হইলে, আমার সেই অনাদি অদ্বিতীয় পরম রূপ পরিজ্ঞাত হইবে। উহা অবগত হইলে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

তোমার যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমার আত্মাতে স্বকীয় আত্মাকে একরসীকৃত করিয়া, বুদ্ধি সহায়ে পরম-

পূর্ণ অখণ্ডস্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় কর এবং সত্যস্বরূপ একাত্মময় হও। আমার উপদেশে অবশ্যই তোমার প্রবোধসঞ্চয়, সঙ্কল্প সকলের পরিহার ও পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ হইয়াছে। অতএব তুমি সমদর্শী ও যোগযুক্তাত্মা হইয়া, আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন কর। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে একরূপ দর্শন করে, সমাধিস্থ হউক বা না হউক, তাহার পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি হইয়া থাকে।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। (আত্মনির্ণয়)।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আত্মা কিংস্বরূপ ও কথং লভ্য?

ভগবান্ কহিলেন, যাহা ত্রিলোকীস্থ শরীরের অন্তরে সূক্ষ্ম অনুভবরূপে বিরাজমান; যাহা বিষয় হইতে বিমুক্ত, এবং যাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী, তাহাই আত্মা। সমুদায় দুগ্ধ মধ্যে ঘৃতের ন্যায়, আত্মা সমুদায় দেহেই বিরাজ করেন। তেজ যেমন রত্নরাজির মধ্যে থাকিলেও, বাহ্যে প্রকাশিত হয়, আত্মা তদ্রূপ নির্লিপ্ত হইয়া, সকল দেহে অবস্থিতি করেন। কুম্ভ সকলের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে আকাশের ন্যায়, আমিই আত্মারূপে অনন্ত জগতের বাহ্য ও অভ্যন্তর পূর্ণ করিয়া আছি। সূত্র যেমন অদৃশ্য হইয়া, মুক্তামালার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমিও তেমনি অলক্ষিত হইয়া লক্ষ লক্ষ দেহে বাস করিতেছি। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত কোন পদার্থই আত্মশূন্য নহে। আত্মাই মায়াবশে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া, অহংতা ও জগত্তাদিরূপে বিহার করেন। এই রূপে আত্মাই জগতের রূপ ও আত্মাই জগতের প্রকাশক সত্তাস্বরূপ। অতএব কেই বা হনন করে এবং কেই বা হত হইয়া থাকে? তুমি ও তোমার এই সকল বন্ধুবান্ধব সকলেই আত্মস্বরূপ; সুতরাং সকলেই জন্মমৃত্যুবিকারবিহীন। অতএব তুমি কিরূপে ইহাদিগকে বধ করিবে ও ইহারাই বা কিরূপে বধ্য হইবে? এবং কেই বা হনন বা রক্ষা করিয়া, শুভ বা অশুভভাগী হইবে?

আদর্শ যেমন প্রতিবিম্বে, ব্রহ্ম তেমন সাক্ষীরূপে অবস্থিতি করেন। সুতরাং দর্পণ বিনষ্ট হইলেও, যেমন প্রতিবিম্ব বিনষ্ট হয় না, ব্রহ্ম বিনষ্ট হইলেও, তেমন বিনষ্ট হন না। আমিই সেই ব্রহ্ম। তুমি আমাকেই অহংরূপী অদ্বয় আত্মা বলিয়া, অবগত হইবে। বৃক্ষের দারুত্ব যেমন স্বভাবসিদ্ধ, সমুদায় পদার্থের আত্মতাও তদ্রূপ নিসর্গসিদ্ধ। তরঙ্গমাত্রেই যেমন জল, বস্তুমাত্রেই তদ্রূপ আত্মা। যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এইরূপে অপৃথক্ বা তৎস্বরূপে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃতদর্শী। তাঁহার দর্শনফল কখনও ব্যর্থ হয় না। ফলতঃ, সমুদায়ই ব্রহ্ম, সুতরাং, কোন বস্তুরই ভাববিকারের সম্ভাবনা নাই। এইপ্রকার বিচার করিয়া জীবন্মুক্ত সাধু সকল সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মদর্শী হইয়া, রণে বনে সর্ব্বত্রই আশ্বাস সহকারে বিচরণ করেন। যাঁহাদের মোহ ও তজ্জনিত কোনপ্রকার অবসাদ নাই, তাঁহারাই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হয়েন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। (ব্রহ্ম নিরাকরণ)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমি তোমার কল্যাণ ও প্রীতি, উভয়েরই নিমিত্ত পুনরায় যে পরম বাক্য প্রয়োগ করিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলেই শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ সমুদিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি আগমাপায়সম্পন্ন সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে ত্যাগ কর। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংস্পর্শজনিত যে সুখ দুঃখের আবির্ভাব হয়, তাহা আত্মার নহে। কেননা, আত্মা নিরবয়ব ও পরমপূর্ণস্বভাব। তাঁহার আবার সুখ দুঃখ কি? সুতরাং, সুখ দুঃখ নাম মাত্র। যে ধীর পুরুষ সুখ দুঃখকে নামমাত্র ও নামস্বরূপ বোধ করেন, তিনিই অমৃতরূপে কল্পিত হন। সতের কখন অভাব হয় না এবং অসতেরও কখন সদ্ভাব হয় না। অতএব সুখ দুঃখাদি একবারেই নাই; আত্মাই কেবল আছেন; এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, তুমি সুখী হও।

আত্মা শরীরের অন্তর্বর্ত্তী হইলেও, সুখে হৃষ্ট বা দুঃখে মুষ্ট হন না। জড়স্বভাব চিত্তেরই সুখ দুঃখে সংঘটিত হয়। দেহ এই চিত্তাদির নির্ম্মিত; এই কারণে মায়ামাত্র। সুতরাং, কিছুই নহে। একমাত্র অবোধই এই দেহের সংঘটন করিয়াছে। সম্যক্ বোধের উদয় হইলেই, মায়িক দেহ ও তৎসহকারে সুখ দুঃখাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সংসারে এমন কি আছে বা অনুভূত হয়, যাহা আত্মা হইতে পৃথক্। অতএব দুঃখাদির অবসর কোথায়? তুমি নিশ্চয় জানিও, এই জগৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। সুতরাং, ইহার জন্ম বা মৃত্যু নাই। এইরূপ বোধই পরম বোধ ও সত্য বোধ। তোমার তাদৃশ বোধের উদয় হইয়াছে। অতএব তুমি আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, স্বকার্য্যসাধনে সমুত্থিত হও এবং মান, মদ, ভয়, চেষ্টা, সুখ, ও দ্বৈত পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র সৎস্বরূপ হও। তুমি যদি এই অক্ষৌহিণী সংহার কর, তাহা হইলে ব্রহ্মকেই উত্তেজিত করিবে। অতএব অক্ষৌহিণী বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মকে ব্রহ্মময় কর। সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভ অলাভ সমস্তই ব্রহ্ম, জানিবে। তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম, এই সমস্ত সমবেত যোদ্ধৃবর্গও ব্রহ্ম। অতএব কিছুই কিছু নহে, নিশ্চয় করিয়া, লাভালাভে সমজ্ঞান করত, প্রকৃত কার্য্যের অনুসরণ কর এবং হোম বা দান, বা ভক্ষণ অথবা যাহা কর, তৎসমস্তই ব্রহ্ম, এই প্রকার অবধারণান্তর শান্তিসুখসমন্বিত হও।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ। (কর্ত্তব্যযোগ)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! নদী যেরূপ সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক তদ্ভাববিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ কামনা সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মমাত্রতা লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া, মনে মনে বিষয় সকল স্মরণ করে, তাহাকে শঠযোগী বা মিথ্যাচারী বলে। সে কখন কর্ম্মযোগে সমর্থ হয় না। তুমি

সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব পরিহার এবং অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা এই উভয়বিধ চিন্তা ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বথা আত্মশালী ও যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুসারী হইয়া, ইহলোকের ভূষণরূপে বিরাজ কর। যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বথা শান্ত, স্বস্থ ও স্থিরমতি এবং সকল বিষয়েই স্পৃহাশূন্য, তিনি ক্রিয়াপর হইলেও, নিষ্ক্রিয়। যিনি কামনা ও সঙ্কল্পত্যাগপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা পুরুষই পণ্ডিত বলিয়া, বুধমণ্ডলীতে পরিগণিত হয়েন। তুমি বিবিধবুদ্ধিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মবুদ্ধি হইয়া, অবস্থিতি কর। কোন বিষয়েই, আমি কর্ত্তা, এই প্রকার মনে করিও না। আসক্তিহীন, আশ্রয়হীন, ও স্পৃহাহীন ব্যক্তিগণ কার্য্য করিয়াও কিছুই করেন না। মূঢ় চিত্তই আসক্তি বশতঃ কর্ত্তৃত্বস্বরূপ পরিগ্রহ করে। মহাত্মারা পরমতত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় বশতঃ আসক্তি ত্যাগ করিয়া, কার্য্য করেন। এইজন্য তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের উদয় হয় না। ঐরূপ অকর্ত্তৃত্ব হইতে অভোক্তৃত্ব, অভোক্তৃত্ব হইতে সমদর্শিত্ব, সমদর্শিত্ব হইতে অনন্তত্ব এবং অনন্তত্ব হইতে ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমিও ঐরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হও।

মদেকচিত্ত পুরুষগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব তুমি সত্য-স্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে ভাবনা কর; সত্যময় ও ব্রহ্মময় হইবে। ব্রহ্মই চরম গতি। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানসহায় হইয়া, যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর। যে ব্যক্তি ব্রহ্মভাবে অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মমাত্রেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান এবং তিনিই কৃতকর্ম্মা মহাপুরুষ। তুমি কখন কর্ম্ম ফলের হেতু ও অকর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইও না। সর্ব্বথা যোগযুক্ত হইয়া, কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান ও সঙ্গহীন হইয়া, ধন জয় কর। এবং আসক্তি, মূঢ়তা ও কর্ম্মহীনতা পরিহার পূর্ব্বক যথাযথ ও সমভাবে অবস্থিত হও।

———

সপ্তসপ্ততিতমসর্গ। (ইন্দ্রিয়ার্থপ্রাপ্তিবিচার)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ভোগ পরিত্যাগ কর। উহার ভাবনা করিও না। এবং যথাপ্রাপ্ত বিষয়মাত্রের অনুসরণপূর্ব্বক সমভাবে অবস্থান কর। এই দেহ জন্মাদিবিক্রিয়াবিশিষ্ট। অতএব ইহার ভাবনা করিও না। যাঁহার জন্মাদি বিকার নাই, সেই সত্য-স্বরূপ আত্মাকেই ভাবনা কর।

অয়ি মহাবাহো! দেহ নষ্ট হইলে, কিছুই নষ্ট হয় না। আত্মার নাশই নাশ। কিন্তু সত্যস্বরূপ নিত্যস্বরূপ আত্মার বিনাশ কোথায়? আত্মা চিত্তহীন ও সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য। সুতরাং, কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না। আত্মা বিনষ্ট হন, এইরূপ বোধই প্রকৃত দুর্ব্বোধ এবং ঐরূপ দুর্ব্বোধই যথার্থ দুঃখসমুদ্ঘাটক। বিদিতাত্মা আত্মজ্ঞানী পুরুষোত্তমগণ আত্মাকে অবিনাশী দর্শন করেন। যেহেতু, তাঁহারা জানেন, আত্মা বিবিধক্রিয়াশীল দেহাদি নহেন।

ফলতঃ, আত্মা সকলের আদি ও সর্ব্বদা বর্ত্তমান। কেহ কখন ইঁহার বিনাশ দেখে নাই। যাহা হইতে এই সমুদায় বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা কখন বিনশ্বর নহে। বন্ধ্যানারীর অন্ধপুত্র যেমন মোহভ্রমমাত্র, সেইরূপ, সতের অবিদ্যমানতাও স্বপ্নকল্পনা; কখন প্রকৃত ঘটনা নহে। পণ্ডিতেরা এই কারণে বলিয়াছেন, একমাত্র অবিনাশী আত্মাই আছেন। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাহা-দিগকে রণস্থলে দেখিতেছ, ইহারা সকলেই সেই অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্যবস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহাদের বিনাশ কোথায়? তবে, তুমি কিজন্য বিষণ্ণ হইতেছ? তোমার এই বিষাদ বৃথা অভিমান মাত্র। তুমি কাহাকে মারিতে পার; আর, কেইবা তোমার হস্তে মরিবে? তুমি ইহা নিশ্চয় করিয়া, শোকত্যাগ ও উত্থান কর।

উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে সংসারের ত্রিবিধ গতি। তোমার ন্যায়, মহাপুরুষগণ উত্তম গতিরই প্রার্থনা ও লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা অধম গতির অভিলাষী, তাহারাই প্রাকৃত মনুষ্য। পশুর সহিত তাহাদের বিশেষ নাই। অথবা, সংসারে ঐরূপ ব্যক্তি একান্ত

দুর্ল্ভ ; ইহা জানিয়া তুমি গতিমান্ লোকদিগের শিরোমণি পদে আরোহণ কর। বৃথা বুদ্ধির পরতন্ত্র হইও না। যাহারা বৃথা বুদ্ধির পরতন্ত্র হয়, তাহারা কোনকালেই শোক দুঃখের ও পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ ভ্রমি পেষণ যন্ত্রণার আক্রমণ হইতে পরিহার প্রাপ্ত হয় না। এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ। (সাত্ত্বিকযোগ)।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আমি মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছি। অতএব পুনর্ব্বার উপদেশ করুন।

ভগবান্ কহিলেন, মতিমন্! সংসারে মোহ বা অবিদ্যা কিছুই নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন, তবে, পণ্ডিতেরা কিজন্য অবিদ্যাশব্দের নির্দ্দেশ করেন?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তোমার ন্যায়, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে বুঝাইবার জন্যই অবিদ্যা প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছেন। আদিতে এই অবিদ্যা ও মোহ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। একমাত্র জ্ঞান ছিলেন। এই জ্ঞানই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্টপদতাই অবিদ্যার লক্ষণ। পণ্ডিতেরা শাস্ত্র সকল রচনা ও মূঢ়দিগের বোধকল্পনা জন্যই এই প্রকারে অবিদ্যার নামকরণ করিয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে আবার অবিদ্যা কি? তিনি স্বয়ংই বিদ্যাময়। ইহারই নাম সাত্ত্বিক যোগ। তুমি সত্ত্বপথ অবলম্বন কর; শান্তি ও স্বাস্থ্যরূপ কৈবল্য লাভ করিবে। তখন আর আপনাকে মোহাচ্ছন্ন জ্ঞান হইবে না। চলিতে চলিতে পথ জানা যায়। যে ব্যক্তি চলে না, সে কখন পথ জানিতে পারে না। সেইরূপ, ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, জানিতে পারিবে, না জানিতে ইচ্ছা কর, জানিতে পারিবে না। ব্রহ্মজ্ঞান অতি সহজ। কেননা, যিনি আমি তুমি সকলই, তাঁহাকে জানিতে আবার আয়াস কি?

আপনাকে জানিলেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়! অতএব তুমি বৃথা মোহ ত্যাগ কর। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই অন্ধকার; না মুদ্রিত করিলেই আলোক দর্শন হইবে। ইহাতে আবার বিচিত্রতা ও অসাধ্যকল্পনা কি?

ঊনাশীতিতম সর্গ। (মৃত্যুযোগকথন)।

অর্জ্জুন কহিলেন, লোকে নিয়তিক্রমে কিরূপে কৃতান্তের নিকট অবস্থান ও কিরূপেই বা স্বর্গনরক ভোগ করে?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! বাসনাই পুনর্জ্জন্মের কারণ! বীজ ভর্জ্জিত হইলে, তাহাতে আর অঙ্কুর জন্মে না। সেইরূপ, বাসনার ক্ষয় হইলে, নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়। ইহা সিদ্ধ বাক্য। বাসনাবশেই জীবের দেহ। বাসনাত্যাগ না হইলে, তাহার পরমপদপ্রাপ্তি হয় না। জীব বাসনাবশেই, বায়ুর পুষ্প হইতে গন্ধগ্রহণবৎ, পূর্ব্বদেহ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এবং বাসনাবশেই যোনিপরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে। জীব বহির্গত হইলে, দেহ স্পন্দহীন হয়। তখন ছেদভেদাদি কিছুতেই তাহার কোনপ্রকার চেষ্টার সঞ্চার হয় না। এই জন্যই তাহাকে মৃত বলে। মৃত্যুর পর প্রাণমূর্ত্তি জীব দেহান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক তন্মাত্রাত্মা হইয়া, মন, বুদ্ধি ও অহংকারাদির সহিত অবস্থিতি করে। এইরূপ দেহাদি আকার পূর্ব্বতনবাসনামূলক। সৃষ্টির আদিতে যে যাহা বাসনা করে, সে তাহাই হইয়া থাকে। যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের ধ্বংস হয়, তদ্রূপ শ্রবণ মননাদি রূপ পুরুষকার হইতে প্রাদুর্ভূত অখণ্ড জ্ঞান দ্বারা ঐরূপ পুনর্জ্জন্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে। অতএব বিন্ধ্যগিরি বিচলিত হইলেও, ধীমান পুরুষ কদাচ পুরুষকার পরিহার করিবেন না। মূঢ় জীবই পৌরুষযত্নের অভাবজনিত বাসনাবশে স্বর্গ নরকাদি দশান্তর ভোগ করে।

অশীতিতম সর্গ। (বাসনাক্ষয়োপদেশ)।

অর্জ্জুন কহিলেন, দেবদেবেশ! কি রূপে এই সর্ব্বনাশকরী, আত্মনাশকরী ও প্রলয়ঙ্করী বাসনার ক্ষয় হয়?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! বাসনা না করিলেই, বাসনার ক্ষয় হয়। ইহা অপেক্ষা বাসনা ক্ষয়ের আর সহজ উপায় কি? আত্ম-জ্ঞানরূপ মহাবোধের উদয় হইলেই, বাসনা লয় প্রাপ্ত হয়। জীবিতা-বস্থায় বাসনাজাল পরিহার ও যথাযথ অবস্থিতি করিয়া, তত্ত্বদর্শনে সমর্থ হইলেই, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যাহার বাসনার ক্ষয় হয় নাই, সে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বথা বদ্ধ। সংকল্পের অভাব হইতে সমুত্থিত প্রবোধ বশতঃ আত্মার যে বাসনাহীন অব্যয়রূপ, তাহাই মোক্ষ।

একাশীতিতম সর্গ। (শান্তিযোগোপদেশ)।

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! অনর্থ-সংঘটন-সমর্থ বাসনাদি অপার্থ সকল ত্যাগ পূর্ব্বক নিঃস্বার্থ ও কৃতকৃতার্থ হইয়া, পরমার্থ পর্য্যা-লোচনা কর। শেষের উপায় না ভাবিলে, পুরুষের ক্লেশের সীমা থাকে না। যেখানে ভ্রান্তি, সেই খানে অশান্তি। অতএব অভ্রান্ত হইয়া, একান্ত নিশ্চিন্ত ও অত্যন্ত শান্তস্বরূপ পরম পদে বিশ্রান্ত হও। সংসারে সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণ, বিপন্ন, অবসন্ন বা ভগ্ন ও মগ্ন ভাবাপন্ন হইয়া বাস করা কোন মতেই যুক্তিসম্পন্ন নহে। শ্রেয়স্কর পথ আশ্রয় না করিলে, মনোরথসিদ্ধি দুষ্কর হইয়া থাকে। বাসনাদি দোষ সকল সাক্ষাৎ মহাপাতক ও মূর্ত্তিমান্ নরক স্বরূপ যেরূপ দুঃখজনক, সেই-রূপ শান্তিহারক। ইষ্টানিষ্টভেদবিশিষ্ট ব্যক্তি কখন হৃষ্ট বা সন্তুষ্ট হইয়া, অভীষ্ট ভোগে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত, ক্লিষ্ট ও বিমৃষ্ট হইয়া নিষ্পিষ্টের ন্যায়, ম্রিয়মাণ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে সত্য, পরমার্থ, তত্ত্ব ও পুরুষত্ব, সেই খানেই পুরুষার্থ, সর্ব্বাধিপত্য ও পরম

প্রভুত্ব, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দিগ্ধত্ব নাই। তুমি সত্যতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, দুর্ব্বৃত্তবৎ ও হতচিত্তবৎ বিষয়ে মত্ত হইয়া আছ। সেই জন্য মোহ, ব্যামোহ ও দুরাগ্রহ প্রভৃতি দুর্ব্বিষহ দোষসমূহ অহরহ ভয়াবহ যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক তোমাকে একান্ত অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। হায়! কি কষ্ট; যাহা অভীষ্ট, তাহা তোমার বিশিষ্টরূপ মনঃকষ্ট বিধান করে এবং যাহা অনিষ্ট, তাহাই তোমার ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ মধ্যে গণ্য হইয়াছে! তুমি মতিমান্, ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, গৃহ্যমাণ হইয়া থাক। অতএব বল দেখি, এই যে বলবীর্য্যশক্তিমান্ যোদ্ধৃবর্গ দৃশ্যমান হইতেছে, ইহারা কি ত্বৎকর্ত্তৃক হন্যমান হইবে? কখনই না। কেননা, আত্মা নিত্য বিদ্যমান ও স্থিতিমান্। এই জন্য কখন মথ্যমান, দহ্যমান, ছিদ্যমান, ভিদ্যমান বা কোনরূপে ম্রিয়মাণ হন না। অতএব তুমি কি জন্য ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইতেছ? দৈন্য ও মনোমালিন্য ত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কাশূন্য হইয়া, স্বকার্য্য সম্পন্ন কর।

আত্মপদই পরমপদ। যদি পদে পদে বিপদে পতিত হইয়া, স্বপদে বঞ্চিত হইতে অভিলাষ না হয়; যদি সম্পদ ও পরম পদ লাভ করিয়া, নিরাপদ শান্তিভোগে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও সর্ব্বথা সদ্বৃত্তসমন্বিত হইয়া, সেই নিত্য সত্য পরমাত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল সর্ব্বত্র একাধিপত্য ও পরম প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হইবে। যেখানে বিষয়, সেই খানেই সংশয়। দুরাশয় লোক নিয়তই ঐরূপ নিশ্চয় পরিহার পূর্ব্বক দুরত্যয় ক্ষয়দশায় পতিত হয়।

দ্বাশীতিতম সর্গ। (সত্যতত্ত্বোপদেশ)।

ভগবান্ কহিলে, অর্জ্জুন! বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলেই, তোমার বন্ধদুঃখপরিহার, জীবন্মুক্তিলাভ ও অন্তর পরম শীতল হইবে এবং তৎসহকারে শোক, তাপ, বিষাদ, অবসাদ তৎক্ষণে

বিগলিত হইবে। অতএব তুমি ইষ্টানিষ্টসংকল্প ও রাগ ত্যাগ করিয়া, দৈনন্দিন ব্যবহারক্রমে সমাগত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সকল ও যাগাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমস্ত অনুষ্ঠান কর। জ্ঞানী ব্যক্তিরা খন কোন বিষয়ে কোনরূপ মনন করেন না; ইষ্ট বা অনিষ্ট যাহা সমাগত হয়, অবিকৃত চিত্তে তাহাই ভোগ করেন।

জীবন্মুক্ত পুরুষগণের ইন্দ্রিয়গ্রাম মনের সহিত বিষয় হইতে বিরত হইয়া, হৃদয়স্থ পরমাত্মাতে নিশ্চল হইয়া, অবস্থিতি করে। কোনরূপ বাহ্য বিষয় আর তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না। এই জন্য, তাঁহাদের শোক, তাপ বা অবসাদ নাই।

এই জগৎ, ঐন্দ্রিয়জালিক চিত্রস্বরূপ। মনই এই চিত্রের কর্ত্তা। অতএব মনকে সমূলে উন্মূলিত কর।

ত্র্যশীতিতম সর্গ। (মনোরাজ্য)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! বিবিধকামনাশীল চঞ্চল চিত্ত, চিত্রকরের ন্যায়, এই ত্রিলোকরূপ চিত্তপুত্তলিকার রচনা করিয়াছে। হিমাচল ইহার দেহ, মেঘ সকল কেশপাশ, চন্দ্র সূর্য্য লোচনযুগল, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শাস্ত্র বস্ত্রযুগ্ম, সপ্ত পাতাল জানুজংঘাদি সপ্ত অঙ্গ, হরি হর ব্রহ্মা ও ইন্দ্র বাহুচতুষ্টয়, সত্বগুণসমন্বিত বিবেক ও বৈরাগ্য কুচদ্বয়, শেষাদিব্যালবেষ্টিত মহীতল আসন; গোরোচনাদি বর্ণ সকল পত্ররচনা, মহাভুবন উদর, বিদ্যুৎ দশনরাশি, চতুর্দশবিধ ভূতজাতি রোমাঞ্চন, এবং সাক্ষিচৈতন্য উহার নৃত্যশালার প্রদীপ স্বরূপ।

ফলতঃ, মন হয়কে নয় করে, এবং নয়কে হয় করিয়া থাকে। ইহা জানিয়া তুমি সংকল্প ত্যাগ কর। এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই সার ও সর্ব্বাশ্রয় ভাবিয়া, তৎস্বরূপ হও! সংকল্পত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের বিষয় আর কি আছে বা হইতে পারে? যাঁহাদের চিত্ত নাই, তাঁহাদেরই সকল আছে। তোমার যদি সম্পদ লাভে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, চিত্তশূন্য হও। যাহা কেবল পদ, তাহাই সম্পদ।

নতুবা, ধনজনবিভবাদির বিস্তার বা প্রাচুর্য্যকে সম্পদ বলে না; ঐরূপ সম্পদ সম্পদের ছায়ামাত্র বা নাম মাত্র। যাহা অপার দুঃ হেতু, তাহাই চিরদুঃখের সেতু। ইহা ভাবিয়া তুমি সঙ্কল্প ত্যা করিয়া, বংশের কেতুস্বরূপ হও।

চতুরশীতিতম সর্গ। (জাগতিক গতিবর্ণন)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! সংসারের পর সংসার আসিতেছে স্থতরাং ইহা শূন্য হইতেও শূন্যতম। তুমি কি কখন ব্রহ্মের জন্ম মৃত্যু শুনিয়াছ? ব্রহ্ম অবিনাশী; জগৎ তাঁহার আভাস মাত্র। এই জন্য ইহা আগমাপায়বিশিষ্ট। লোকে যেমন স্বপ্ন দেখে, ইহাও তদ্বৎ। ইহা অকালস্বপ্নের কল্পনা। স্বপ্নে যেমন ক্ষণমধ্যে লোকের উদয় ও প্রলয় হয়; ইহাও তদ্রূপ। আকাশ ও স্বপ্ন যেমন কিছুই নহে, মন ও মনের কল্পিত জগৎ সেইরূপ অসত্য। তত্ত্ব-দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, ইহার অসত্যতার স্পষ্ট প্রতীতি হয়।

এই রূপে এই জগৎ কিছুই নহে; তুমিও কিছুই নহ। সকলই কল্পনামাত্র। অতএব কে কাহার জন্য শোক করিবে? সকলই মরিয়া আছে, কেহই বাঁচিয়া নাই। অতএব কেই বা কাহাকে বধ করিবে? এই প্রকার বিচার করিয়া, তুমি স্বকার্য্যসাধনে সমুত্থিত হও। বৃথা অনুতপ্ত হইও না।

তুমি স্বয়ং অনুভবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব তোমার স্থখ দুঃখ কোথায়? তুমি স্থখেও হর্ষিত হইও না, দুঃখেও কর্ষিত হইও না; যাহা আছ, তাহাই থাক। স্বপদ অপেক্ষা সাক্ষাৎ শান্তি আর কি আছে বা হইতে পারে? আমি প্রকৃততত্ত্ব উপদেশ করিলাম।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ। (পুরুষার্থযোগোপদেশ)।

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রম করিয়া তুমি

রিণামে বঞ্চিত হইও না! এই জগৎ শূন্য স্বরূপ। ইহাতে তোমার হন্তা কি? বাসনা রজ্জুর ন্যায় এই জগৎকে বেষ্টন করিয়াছে। াদর্শে প্রতিবিম্ব যেমন; এই জগৎ ব্রহ্মে তেমন প্রতিষ্ঠিত। ইহার াধার নাই। এই জন্য ইহা ছেদভেদাদির অবিধেয়। আবার, খন সমস্তই ব্রহ্ম, তখন কেই বা কাহারে কি প্রকারে ছেদভেদাদি রিবে?

এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে, বাসনাজাল বিগলিত ও পরম-রুষার্থ-প্রাপ্তি-যোগ সংঘটিত হয়। যাহার দেহে বাসনাবীজ বিদ্য-ান, সে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সর্ব্বথা বদ্ধ। বাসনাবীজ নিঃশেষে ্ধ হইলে, আত্মার বন্ধন মুক্ত ও তৎসহকারে পুরুষার্থসাক্ষাৎকার ংঘটন হয়। অতএব তুমি বাসনা বিসর্জ্জন ও এই ভগবদ্গীতারূপ রমপাবন সদুপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক মোহত্যাগ ও বন্ধু বান্ধবাদি ুদায় পরিহার করিয়া, শান্তচিত্ত ও নির্বৃতিসম্পন্ন হও।

ষড়শীতিতম সর্গ। (অভয়যোগোপদেশ)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তোমার হৃদয়ে ি রাগাদি বৃত্তিসকলের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তোমার সনাজাল বিচ্ছিন্ন ও চিত্ত শান্তভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐরূপ সত্ত্বভাব-শিষ্ট পুরুষই প্রত্যেক্-চেতন-নামধেয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। জগতের হই সেই পদ বিদিত নহে। ঐ পদ সঙ্কল্পবর্জ্জিত ও আভাসস্বরূপ ং একান্ত দুষ্প্রাপ্য। যাহা সকলের অতীত, যাহা চিৎস্বভাব িয়া পরম বিশুদ্ধ এবং যাহা সঙ্গরহিত, এই কারণে অণুর ন্যায় ান্ ব্যক্তি তাহা দর্শন করিতে পারে? ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে, এই ্যমান বিশ্ব তৎক্ষণে লয়প্রাপ্ত হয়। বরাকী মূঢ়া বাসনা উহার কি রিতে পারে? বাসনার লয় হইলে, আত্মমল বিনিষ্কাশিত ও তৎ ভাবে মনের শুদ্ধি সমাগত হয়। তখন অবিদ্যার লয় হইয়া থাকে। ং আত্ম দ্বারা আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত না হয়, তাবৎ এই অবিদ্যা

বিবিধ আকারে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। তুমি আত্মাকে দ করিয়াছ। অতএব অভিমত কামনা পরিহার ও অহংস্থিতি বাস বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সংসার বন্ধন শিথিলিত করিয়া, নিবৃত্তিরূপ মন্ত্রযু সহায়ে সমুদায় অনর্থের ও সমুদায় ভয়ের বহির্ভূত হও। এ আমিই ভগবান্, এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া, সচ্ছন্দে বিরাজ কর

সপ্তাশীতিতম সর্গ। (আত্মস্বরূপকথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ভগবান্ নারায়ণ এই প্রকার কহিলে অর্জ্জুন সর্ব্বসন্দেহবিরহিত ও সর্ব্বশোকবিবর্জ্জিত হইয়া, বিষাদ পরিহারপুরঃসর, শরাসন গ্রহণ করিয়া, রণলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং গজ, বাজী ও সারথিদিগকে ক্ষতবিক্ষত, পৃথিবীকে রুধিরসলিলে প্লাবিত, শরনিকরে আকাশ আচ্ছাদিত ও সূর্য্যদর্শন বিরহিত করিলেন। অনঘ! তুমিও অর্জ্জুনের ন্যায়, অঘমর্ষিণী দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মাত্ম ও নিঃসঙ্গ হইয়া, অবস্থিতি কর। যিনি সকল বস্তুর আধার ও প্রকাশক, সমুদায় বস্তু যৎস্বরূপ, এবং যিনি সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বময়, তিনিই পরমাত্মা, জানিবে। সেই আত্মা দূরে ও নিকটে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করেন। অতএব তিনি তোমাতেও অবস্থিতি করিতেছেন। কখন তোমা হইতে দূরে নাই। তুমি তন্নিষ্ঠ ও তন্নির্ভর হইয়া সর্ব্বসংশয়বিমুক্ত ও সর্ব্বশোকবহিষ্কৃত হও। অনর্থক প্রীতিস্নেহমমতার বশীভূত হইও না, এবং সেই প্রীতিস্নেহমমতার নাট্যস্থলী অসার সংসারে বদ্ধ হইয়া, আত্মভ্রংশরূপ মহা দুঃখে পতিত হইও না।

আমি তোমায় বারম্বার বলিয়াছি, আত্ম-পদই পরম পদ। নিরাপদ হইবার অভিলাষ থাকিলে, সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বপ্রযত্নে উহাই আশ্রয় কর। বৃথা সংসার-মায়ায় বদ্ধ হইও না। যথা-প্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। কিছুতেই আসক্ত হইও না। আসক্তির পরিণাম অতি ভয়াবহ। তুমি অবিনাশী আত্মা, সুতরাং সুখদুঃখের বহিষ্কৃত।

ইহা যেন তোমার মনে থাকে। তাহা হইলেই বৃথা শোক দুঃখ তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

অষ্টাশীতিতম সর্গ। (আত্মপদবিনির্ণয়)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবান্! আপনার অনুগ্রহে আমার আশয় অতিমাত্র উজ্জ্বল ও মন মহামোহমিহিকামুক্ত হইয়াছে। পুনরায় পরমপাবন পরমাত্মকথা কীর্ত্তন করিয়া, আমারে অনুগৃহীত ও উপকৃত করুন। আমি আপনার একান্ত অনুগত।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহা প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা, মহিমার মহিমা, ও দৃষ্টির দৃষ্টি, তাহাই ব্রহ্ম। এবং ব্রহ্মই বিজ্ঞান, ব্রহ্মই শূন্য, ব্রহ্মই শ্রেয়, ব্রহ্মই শিব, ব্রহ্মই শান্তি, ব্রহ্মই জগতরূপ গেহের দীপ, ব্রহ্মই মরীচির তীক্ষ্ণতা, ব্রহ্মই পদার্থের পদার্থতা ব্রহ্মই উত্তম তত্ত্ব, এবং ব্রহ্মই মুক্তদিগের হৃদয়াকাশে বাস করেন। তত্ত্ববিচারপরায়ণ পুরুষগণ সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। তদিতর ব্যক্তিরা একমাত্র জগদ্ভাব অবলোকন করিয়া থাকে। অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে বিচারপরায়ণ হও। বিচারশীল ব্যক্তি কোন কালেই অবসন্ন হন না।

ঊননবতিতম সর্গ। (বিভূতিসোপোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! চিদ্‌ঘন পরম পদ এইরূপে বিরাজমান হইতেছেন। হরি হর ও ব্রহ্মাদি মহেশ্বরগণ তাঁহাতেই অবস্থানপূর্ব্বক স্ব স্ব বিভূতিসহায়ে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। লোকসকলও তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সেই অপার ও অসীম স্বরূপ, পরমাকাশরূপী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে, মৃত্যু বা বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না। তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ভাবনাও মুক্তি বিধান ও আত্মার প্রসাদ সাধন করে। ঐরূপ ভাবনা-

পরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই মুক্তচিত্ত এবং তৎপ্রযুক্ত সংসারে ব্যাপৃ হইলেও; কখন সন্তাপ ভোগ করেন না।

সেই ব্রহ্মই সত্তাসামান্যরূপ পরমতত্ত্বস্বরূপ। তিনিই সক দেহে অবস্থানপূর্ব্বক পান, ভোজন ও বাস করেন। তিনিই জাগ্র ও স্বপ্নসময়ে গ্রহণ এবং সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে হনন করিয়া থাকেন তিনি আদ্যন্ত-রহিত, এবং সর্ব্বগ। তিনি অবস্থিতি করিয়া, বোধ মাত্র. সহায়ে সমুদায় উপার্জ্জন করেন। তিনিই অখিল বস্তুতত্ত্ব তুমি তাঁহাকেই ভাবনা কর, তাঁহাকেই আশ্রয় কর, তাঁহাকেই ভজনা কর, এবং তাঁহাকেই স্মরণ কর।

নবতিতম সর্গ। (প্রত্যগাত্মাববোধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তিনি প্রতিদেহে চৈতন্যরূপে, সত্তারূপে ও প্রকাশরূপে বিরাজমান; এই জন্য তাঁহাকে প্রত্যকচৈতন্য নামে নির্দ্দেশ করে। তিনিই আকাশের আকাশতা, কায়ের কায়তা, ভূমির ভূমিতা ও জলের জলতা। তিনিই বায়ুতা হেতু বায়ুতে, তেজস্ত্ব হেতু তেজে, বুদ্ধিতা হেতু বুদ্ধিতে, মনস্ত্ব হেতু মনে, অহংকৃতিতা হেতু অহঙ্কারে, চিত্ততা হেতু চিত্তে, বৃক্ষতা হেতু বৃক্ষে, ঘটতা হেতু ঘটে, পটতা হেতু পটে, স্থাবরত্ব হেতু স্থাবরে, উপলত্ব হেতু উপলে, চেতনত্ব হেতু চেতনে, অমরত্ব হেতু অমরে, মনুষ্যত্ব হেতু মনুষ্যে, কালত্ব হেতু কালে, ক্রটিত্ব হেতু ক্রটিতে, ক্ষণত্ব হেতু ক্ষণে, নিমেষত্ব হেতু নিমেষে ও লবত্ব হেতু লবে বিরাজ করিতেছেন। তিনি মৃত্যুরূপে মৃত্যুতে, জরা রূপে জরায়, যৌবনরূপে যৌবনে বাল্যরূপে বাল্যে, উৎপত্তিরূপে উৎপত্তিতে ও বিনাশরূপে বিনাশে; ফলতঃ তিনি সকল রূপে সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন। কোন পদার্থই তাঁহা হইতে ভিন্ন বা বিরহিত নহে। অতএব তাঁহাকে পাইবার আর ভাবনা কি?

তাত! আমিই চিৎস্বরূপে জগজ্জাল কল্পনা করিয়া, বিবিধ

বিলাসে সতত বিরাজ করিতেছি । সমস্তই আমার বিভূতি । আমা ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই । এই প্রকার বিচারপুরঃসর শান্তমতি হইয়া স্বীয় মহিমায় অবস্থিতি কর ।

একনবতিতম সর্গ । (জগৎস্বপ্ন-কথন) ।

বশিষ্ঠ কহিলেন রঘূদ্বহ ! এই ত্রিলোকী মধ্যে এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহা ভ্রমাত্মক নহে ? শিলোদরে পর্ব্বত যেমন সম্ভব নহে, অথবা, আকাশে নগরস্থিতিও যেমন সম্ভব নহে, এই জগতের সত্তা ও তদ্রূপ অসম্ভব । অতএব তুমি কি আশয়ে ও কি বিশ্বাসে ইহার কোন্ বস্তুতে কি প্রকারে আসক্ত হইতে পার ? সৃষ্টির পর সৃষ্টি, যুগের পর যুগ ও কালের পর কাল গত হইতেছে । এই যাহাকে দেখিতেছি, পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না । অতএব কাহার প্রতি আর আশ্বাস বদ্ধ হইতে পারে ? নিমেষে নিমেষে, পলকে পলকে, ও ক্ষণে ক্ষণে বস্তু সকলের ক্ষয় হইতেছে । একদিন একক্ষণের জন্যও ইহার বিরাম নাই । হায়, কি কষ্ট, তথাপি মানুষের চেতনা নাই ! সে লোলুপ হইয়া, মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া, বিষয়ের পর বিষয় সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু সে সকল বিষয় কিয়দ্দিনের জন্য অথবা কিয়ৎক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইয়া থাকে ! অতএব তাহাতে আর আবশ্যকতা কি ?

তুমি যেমন কিয়দ্দিনের জন্য আসিয়াছ, আমিও তেমন কিয়দ্দিনের জন্য আসিয়াছি । ইহা বিচার করিয়া, আত্মাতে আত্মসমর্পণ কর ।

দ্বিনবতিতম সর্গ । (ভিক্ষুর উপাখ্যান) ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য ! এ বিষয়ে এক মনোরম আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । কোন স্থানে এক ভিক্ষুক ছিলেন । তিনি

শম, দম, বৈরাগ্য ও মননাদি সম্পন্ন এবং সমস্ত দিন তদনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে যাপন করিতেন। সমাধির অভ্যাসবশে তদীয় বিশুদ্ধ চিত্ত ক্ষণকাল পরম উদার ভাবে পরিণত হইত।

একদা তিনি সমাধির অবসানে আসনে আসীন হইয়া, এক মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সংসার অপার সাগরের ন্যায়, প্রবাহিত হইতেছে। আমি ইহাতে বুদ্‌বুদের ন্যায় কে? কোথা হইতেই বা আমার উৎপত্তি হইল? এই সকল বস্তুই বা কি? ইহারা কি আমার? আমিই বা কি ইহাদের? আমি পূর্ব্বে কি এই আমিই ছিলাম? এই সকল বস্তুও কি এইরূপ ছিল? আমি কি চিরকালই আমি বা এইরূপ থাকিব? এই সকল বস্তুও কি এইরূপ থাকিবে? ইহাদের সহিত আমার সম্পর্ক কি? যদি কিছু সম্পর্ক থাকে, তবে তাহা হইলে কয়দিনের জন্য? আমি না থাকিলে, কি এই সকল থাকিবে না? আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, ইহারাও কি সেখান হইতে আসিয়াছে? আমি পুনরায় যেখানে যাইব, ইহারাও কি সেইখানেই যাইবে? আমিই বা কোথায় যাইব? আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, সেস্থান কিরূপ? আমার কর্ত্তা কে? সেই কর্ত্তাই বা কিংস্বরূপ? আমি যে এই কালমহার্ণবে ফেনের ন্যায় ভাসিতেছি, ইহাই বা কি?

ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে দিব্যজ্ঞানবলে তাঁহার সমুদায় বিষয় ও সমুদায় ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হইল। তখন তিনি বর্ত্তমান দেহেই মুক্তি লাভ করিলেন। তাত! তুমিও ভিক্ষুর ন্যায় বিচারসম্পন্ন হও। আশু মুক্তিলাভ করিবে।

ত্রিনবতিতম সর্গ। (সংসারযোগোপদেশ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া, মন পরিতৃপ্ত হইল না। অতএব বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! একদা তিনি চিন্তাবশে মনে করিলেন, আমি লীলার্থ ইতর পুরুষত্ব ভাবনা করি। এই প্রকার চিন্তানন্তর

তিনি তৎক্ষণাৎ পামর পুরুষান্তর ভাব পরিগ্রহ করিলেন। পরে, আমি আমি জীবিট হইব, চিন্তা করিয়া, জীবটরূপে কোন পুরবীথীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় পানীয়পানে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, শয়ন করত স্বপ্নে আপনাকে ব্রাহ্মণরূপে, দর্শন করিলেন। অনন্তর একদা আপনাকে সামন্তরূপে, অনন্তর দিগবলয়পালনপ্রবৃত্ত নরপতিরূপে, অনন্তর সুররমণীরূপে, অনন্তর মৃগরূপে, অনন্ততর লতারূপে, অনন্তর বিহঙ্গরূপে, অনন্তর ফলপুষ্পশালিনীকুঞ্জগৃহবিলাসিনী বল্লীরূপে, অনন্তর আপনাকে ভ্রমররূপে, দর্শন করিলেন। তিনি সেই ভ্রমর অবস্থায় তরুণী রমণীতে বল্লভের ন্যায় প্রফুল্ল পদ্মিনীতে বিম্বাধরসদৃশ সুস্বাদু কুসুমমধু পান করিয়া, মুক্তালতাবৎ পরমবিলসিত পুষ্পসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া রসন জন্য পদ্মনালে সংলগ্ন হইলেন। মূঢ়েরা মনোহর বস্তু সকলের বিনাশ জন্য স্বভাবতঃ সাতিশয় চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। এই কারণে কোন হস্তী কর্ত্তৃক একদা ঐ নলিনী মর্দ্দিত হইলে, ভ্রমর তদীয় নালের সহিত সেই হস্তীর দশনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রীহির ন্যায়, চূর্ণ হইয়া গেল। তদবস্থায় সেই ভ্রমর আপনাকে হস্তী ভাবনা করিয়া তৎক্ষণে হস্তী রূপে দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই হস্তী কোন রাত্রিযুদ্ধে প্রাণপরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্বসংস্কারবশে পুনরায় ভ্রমররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ পদ্মিনী সকাশে সমাগত হইল। অবুদ্ধ ব্যক্তিরা কোন রূপেই বাসনার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। সেই ভ্রমর পুনরায় হস্তীর পদে দলিত ও পূর্ব্ববৎ নিষ্পিষ্ট হইয়া, পদ্মিনীর পার্শ্বস্থ কলহংসসংবিত্তি দ্বারা কলহংসস্বরূপ পরিগ্রহ করিল। অনন্তর ভাবনাবশে ব্রহ্মার বাহন হংস স্বরূপে সমুৎপন্ন হইয়া; সেই ব্রহ্মার উপদিষ্ট বিবেক, বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানাদির সহায়তায় প্রবোধ সঞ্চরিত ও লৌকিক দৃষ্টি বিগলিত হইলে, জীবন্মুক্তি লাভ করিলেন।

———

চতুর্নবতিতম সর্গ। (আত্মগীতা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর সেই ভিক্ষু কোন সময়ে ব্রহ্মার সহিত রুদ্রলোকে গমন করিয়াছিল। তথায় রুদ্রকে দর্শন করিয়া, আমি রুদ্র হইব, এই প্রকার নিশ্চয় তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইলে, তিনি কলেবরপরিহারপুরঃসর তৎক্ষণে রুদ্রময়বপু হইলেন। অনন্তর তিনি জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য বলে প্রকৃত রুদ্রসাদৃশ্য লাভ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! এই মায়া কি বিচিত্র! ইহার প্রভাবে সমুদায় বিশ্ব বিমোহিত হইয়া আছে। ইহা মিথ্যা হইলেও সত্য স্বরূপ। প্রথমে আমি চিৎস্বরূপ ছিলাম। পরে, বহু হইব, মনে করিয়া, সৃষ্ট জীবরূপে পরিণত হই। অনন্তর জন্মান্তরে ভিক্ষুরূপে অবতরণ করি। মনে যখন যে সংকল্প বদ্ধমূল হয়, তখন তাহাই হইয়া থাকে। আবার, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্তরে দ্বিজভক্তি বলবতী হওয়াতে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিলাম। পুনশ্চ, চিন্তা ও অভ্যাসবশে আমি সামন্ত হইলাম। অনন্তর ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে রাজা হইলাম। অনন্তর কামের প্রবলতা হেতু আমার সুরস্ত্রীজন্ম লাভ হইল। অহো! জন্তু সকল দুঃখ জন্যই জন্ম গ্রহণ করে! মৃগলোচনে লোলুপতা প্রযুক্ত চঞ্চল-রঞ্জিত-নয়নশালিনী মৃগী রূপে আমার জন্ম হইল। অনন্তর লতা ভাবনা করিয়া, তদবস্থায় আমি লতা হইলাম। অনন্তর ভ্রমর ভাবনা করিয়া, আমার ভ্রমরযোনি লাভ হইল। তদবস্থায় এই পাপ সংসারে কতই ভ্রমণ করিয়াছি! পুষ্পে পুষ্পে মধু অন্বেষণ করিয়া, কতই পরিশ্রম হইয়াছে! কণ্টকে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, কতই ক্লেশভোগ হইয়াছে! সে সকল মনে করিলেও, কলেবর কম্পিত ও হৃদয় বিদলিত হয়।

বুঝিলাম, যাহারা আত্মাকে চিন্তা না করে, তাহাদের এইরূপ হইয়া থাকে। সংসারে স্বার্থের অনুরোধ অতীব ভয়ানক। যেখানে স্বার্থ, সেই খানেই নানাপ্রকারে বন্ধন। জীব যে বহু জন্ম

ভোগ করে, স্বার্থচিন্তাই তাহার কারণ। আত্মাকে চিন্তা করিলে, আত্মময় হওয়া যায়। আত্মময় হইলে, আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

পঞ্চনবতিতম সর্গ। (বিবিধ চিন্তা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই রুদ্ররূপী ভিক্ষু পুনরায় চিন্তা করিলেন, লোকে যে এই সংসারসম্ভ্রমে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে, মনই তাহার এক মাত্র কারণ। আমি এই মনের দোষেই সংসাররূপ গহন অরণ্যে বিবিধ বেশে ভ্রমণ করিতেছি। এবং কখন পদ্মবনে হংস, কখন বিন্ধ-কচ্ছে মাতঙ্গ ও কখন বা গহন বিপিনে হরিণ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ যোনি ভ্রমণে আমার অনন্ত যুগ, অনন্ত বর্ষ ও অনন্ত ঋতু অতিবাহিত হইয়াছে। আমি প্রথমে পরমপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভিক্ষুযোনিতে অবতরণ করি! পরে প্রমাদবশতঃ আমার জঘন্য যোনিপরম্পরাভোগ হয়।

সাধুসঙ্গ না হইলে, জীবের অশুভ বাসনার অভ্যাস বিদূরিত হয় না। এই অসন্ময়ী জগদাকার ভাবনা কেবল কৌতুকের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং, ইহার দ্বারা কোনরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমি প্রবোধদৃষ্টির সহায়তায় আত্মার সহিত আত্মাকে একীভূত করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিতি করি। এক-মাত্র চিৎই সত্য, নিত্য, অবিকৃত ও সর্ব্বস্বরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এইপ্রকার চিন্তান্তে তিনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিয়া, স্বস্বরূপে অবস্থিতি করিলেন। ফলতঃ একমাত্র সম্বিদই বিচিত্র চেষ্টা সহায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাহাতেই এই আকাশ, এই পৃথিবী, এই সংসার, এই বহুবিধ জীব, ইত্যাদি বিধানে এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগতের আবিষ্কার ও বিস্তার হইয়াছে।

ষণ্ণবতিতম সর্গ। (চিত্তত্ত্ব নিরূপণ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! ইহার পর সেই জীবট ব্রাহ্মণ, সে হংস ও সেই ভিক্ষুশরীর প্রভৃতির কি হইয়াছিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রুদ্র তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা স্বস্ব স্থানে গমন ও তথায় কিয়ৎকাল যাপন পূর্ব্বক পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে, সেই জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলেই স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল সংসার ভোগ করিয়া, কাল সহকারে রুদ্রলোকে সমাগত ও উৎকৃষ্ট গণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলেন। কোন কোন সময় তাঁহাদিগকে তারকাকারে আকাশমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! তারকা সকল কি পুণ্যাত্মাগণের প্রতিকৃতি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! এই একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র এক একটী পুণ্যাত্মার স্বরূপ। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা সতত সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য লোকের দৃষ্টিপথে ইহাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, লোকে এই সকল দর্শনপূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমার অপর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলেই সঙ্কল্পরূপী। অতএব কিরূপে সত্যতা প্রাপ্ত হইল? দেখুন, সঙ্কল্প কখন সত্য নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তুমি বিশেষবিচারপূর্ব্বক সঙ্কল্পের সত্যতাজ্ঞান ত্যাগ কর। দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই মিথ্যা। কেবল বাসনাকারে চিত্তের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠীত আছে।

সপ্তনবতিতম সর্গ। (ব্রহ্মনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দেহী অপরিচ্ছিন্ন হইলেও মোক্ষপর্য্যন্ত পরিচ্ছিন্নের ন্যায়, আকুল হইয়া, অবস্থিতি করেন। আমি ভিক্ষুকের

উপাখ্যান দ্বারা জীবগণের এইপ্রকার গতি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ, পর্ব্বতাগ্র হইতে পরিভ্রষ্ট উপলখণ্ড যেমন অধঃপতিত হয়, জীব তদ্রূপ সেই পূর্ণ হইতে প্রস্পন্দিত হইয়া, মোহ হইতে মোহান্তরে গমন পূর্ব্বক অধঃপতিত হইয়া থাকে। এই রূপে পরমাত্মপরিভ্রষ্ট জীবই উল্লিখিতরূপ দৃঢ় স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরদর্শনপূর্ব্বক কোন কারণে এইরূপ জন্ম দর্শন করেন এবং মায়া দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হইয়া, যাতনা ভোগ করেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে এই ভিক্ষুকের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, ইহা কল্পনা কি প্রকৃত ঘটনা, অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুযোগ দ্বারা দর্শনপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! ঐরূপ কোন ভিক্ষু আছে, কি, না, অদ্য রাত্রিযোগে সমাধি দ্বারা তাহা দর্শন করিয়া, প্রাতঃকালে বলিব।

অষ্টনবতিতম সর্গ। (সংসারবৈচিত্রবর্ণন)।

বাল্মীকি কহিলেন, ভরদ্বাজ! সাধুরা স্বভাবতঃ দয়াশীল এবং বলপূর্ব্বক লোকদিগকে প্রবোধিত করেন। এইজন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ পরদিন প্রভাতে পূর্ব্ববৎ সভায় আসীন হইয়া, শ্রীরামের বাক্য প্রতীক্ষা না করিয়া, স্বয়ং প্রেরিত হইয়াই, বলিতে লাগিলেন, রঘুকুলরূপ আকাশের পূর্ণচন্দ্র রাম! আমি সমাধিবলে উত্তরদিকে গমন করিয়া, মনে মনে দর্শন করিয়াছি, বল্মীকনামক জনপদের উপরিভাগে জিননামক শ্রীমান্ জনস্থানে বিশ্বদৃশ্য নামে সমাধিনিরত কপিলকেশ কোন ভিক্ষু বাস করিতেছেন। তিনি কুটীরদ্বারে দৃঢ়রূপে অর্গল বদ্ধ করিয়া, সমাধি আশ্রয় করিয়াছেন। একবিংশতি দিবস এই ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে। ভৃত্য বা বন্ধুবর্গ কেহই ধ্যানভঙ্গভয়ে তথায় প্রবেশ করে না।

পূর্ব্বকল্পেও এইরূপ এক ভিক্ষুক ছিলেন, দেখিয়াছি। অনন্তরকল্পেও তাদৃশ ভিক্ষুক আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছে। ফলতঃ,

প্রতিকল্পেই এইরূপ ভূরি ভূরি সদৃশ পদার্থের আবির্ভাব ও তি
ভাব হইয়া থাকে। এই যে ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ সভাম
সমবেত হইয়াছেন, অনেক স্থলেই ইহাঁদের সদৃশ ব্যক্তি আছে
এই নারদের অনুরূপ আচার সম্পন্ন অনেক নারদ সংসারে বির
করিতেছেন। এইরূপ, ব্যাস ও শুক প্রভৃতির ন্যায়, অনেক ব্য
ও শুক থাকিতে পারেন। যেহেতু, এই মায়ার অসাধ্য কিছুই না
ইহা কোথাও একরূপে, কোথাও বহুরূপে এবং কোথাও মিশ্ররূ
প্রকটিত হইয়া থাকে। এইজন্য সদৃশ আচার ও সদৃশ জন্মা
সম্পন্ন বহুবিধ জীব দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, জলে তরঙ্গের ন্যায়, অত্য
সদৃশ, অর্দ্ধ-সদৃশ ও ঈষৎ-সদৃশ পদার্থ সকলের জন্ম কখন অসম্ভ
ঘটনা নহে।

নবনবতিতম সর্গ। (ভ্রান্তিবর্ণন)।

মহারাজ দশরথ মুনিনায়ক বশিষ্ঠের বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন,
আমার প্রেরিত লোকেরা সেই ভিক্ষুককে সমাধি হইতে উত্থাপিত
করিয়া, সত্বরে এখানে আনয়ন করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! ভিক্ষু জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার
প্রাণ দেহকে ত্যাগ করিয়াছে। তিনি আর সংসারের নহেন।

বাল্মীকি কহিলেন, তিনি একমাস কুটীরের অর্গল মুক্ত করিতে
নিষেধ করিয়াছিলেন। ভৃত্যেরা মাসের শেষদিবস বলপূর্ব্বক অর্গল
মুক্ত করিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল।
তখন তাঁহার অন্তকাল উপস্থিত। তাঁহারা তদীয় দেহ তৎক্ষণে
নিষ্কাশিত করিয়া, জলে নিক্ষেপ করিল, এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা
তাঁহার প্রতিকৃতি স্বরূপ এক শিলাপ্রতিমা সেই কুটীরমধ্যে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিল।

শততম সর্গ। (মৌনস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তুমি সমস্ত কল্পনা ত্যাগ ও সুষুপ্ত মৌন ।শ্রয় করিয়া, পরম পদে অবিচলিত অবস্থিতি কর।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সুষুপ্ত মৌনশব্দের অর্থ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মুনিগণের মতে মৌনী দ্বিবিধ; প্রথম কাষ্ঠতপস্বী । দ্বিতীয় জীবন্মুক্ত। যিনি আত্মতত্ত্বের পর্য্যালোচনপরিহারপূর্ব্বক ঢ় নিশ্চয় সহকারে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়গ্রাম য় করেন, তাঁহাকে কাষ্ঠতপস্বী কহে। আর, যিনি নিরতিশয় ানন্দরসের আস্বাদ প্রযুক্ত অন্তরে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন সংসারের কিছুতেই যিনি বদ্ধ বা লিপ্ত হেন, তাঁহার নাম জীবন্মুক্ত বা মুক্তমুনি। এই প্রকার শান্তভাবা- ন্ন মুনিদ্বয়ের যে অবস্থা, তাহাকে মৌন কহে। মৌনবিদ্ ্যক্তিগণের মতে মৌন চারিপ্রকার। যথা, বাঙ্মৌন, অক্ষমৌন, াষ্ঠমৌন ও সুষুপ্তমৌন। তন্মধ্যে, বাক্যরোধের নাম বাঙ্মৌন, লপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রোধের নাম অক্ষমৌন, ত্যাগের নাম কাষ্ঠমৌন এবং পরমাত্মভাবে অবস্থিতির নাম সুষুপ্ত মৌন। কেহ কেহ মনোমৌন ামে অন্যতর মৌন নির্দ্দেশ করেন। মনোমৌনশালী কাষ্ঠতাপস াত্মাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়, সাক্ষীমাত্র দর্শন করেন। উল্লিখিত ত্রিবিধ মৌনী প্রস্ফুরিত চিত্তে লীলাসহকারে পূর্ণাত্মাতে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, এবং সচ্চিদানন্দের বিলাসবোধপ্রযুক্ত তাঁহা- দের হেয় বা উপাদেয় জ্ঞান তিরোহিত হয়।

সুষুপ্ত মৌনের আবির্ভাব হইলে, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ নঞ্চার ভেদে প্রাণ সংযমিত হয় না, ইষ্টলাভে হর্ষ ও তদ্বিরোধে কোনরূপ গ্লানি বা বিমর্ষ জন্মে না, এবং এই নানাত্ববিস্তার তাঁহার উপরি প্রভুত্ব করিতে পারে না। যাহা দ্বারা এই নানাত্বভ্রমময় জগতকে বুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্বরূপে জানা যায়, তাহার নাম সৌষুপ্ত মৌন। এই বিশ্বজগৎ সেই বিশ্বস্বরূপ পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত;

এই প্রকার জ্ঞানই সৌষুপ্ত মৌন। সকলই শূন্যস্বরূপ, সুতরাং এই সমস্ত বস্তু নাই, এইরূপ শান্তিচিত্ততাই সৌষুপ্ত মৌন। সৎ বা অসৎ কিছুই নাই; সকলই নিরালম্ব স্বরূপ, জীবন্মুক্ত দশায় এইরূপে অবস্থান করাই উত্তম মৌন। আমি নাই, অন্যও কিছুই নাই, মন নাই, কল্পনাও নাই, এই প্রকার জ্ঞানই অতিমৌনিতা।

অয়ি সাধো! তোমার সমুদায় সঙ্কল্পমল নিরাকৃত হইয়াছে। অতএব তুমি তুর্য্যস্থ ও বিদেহ। অধুনা, ওঁ এই রীতিক্রমে ভববাসনাবিবৰ্জ্জিত হইয়া, তুর্য্যপদে অধিষ্ঠান কর।

একাধিকশততম সর্গ। (ঐশ্বর্য্যবর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! একমাত্র চিত্ত হইতে কিরূপে শতশত চিত্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সত্যসঙ্কল্প পুরুষ যাহা কল্পনা করেন, তাহাই অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তিনি কিজন্য কপালমালা ধারণ, শ্মশানে অবস্থান, দিগ্‌বস্ত্র পরিধান, শরীরে ভস্মলেপন ও স্ত্রীসঙ্গে বাস করেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! মহেশ্বর জীবন্মুক্ত ও সিদ্ধস্বরূপ। তাঁহার আবার মঙ্গলামঙ্গল কি? অজ্ঞ ব্যক্তিতেই ঐরূপ বিধি নিষেধ বা শাস্ত্রীয় মঙ্গলজনক ক্রিয়াদি কল্পিত হইয়া থাকে। অজ্ঞদিগের চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও লোভাদি দোষ দ্বারা খণ্ডিত। সেইজন্য, বলবান্ মৎস্য যেমন দুর্ব্বল মৎস্যকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাহারাও আপন অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পীড়নপূর্ব্বক নরকাদি দুঃখ ভোগ করে। জ্ঞানীরা কখন ইষ্টানিষ্টে মগ্ন হন না। তাঁহাদের নিকট স্বর্ণ ও ধূলি একই পদার্থ। তাঁহারা পুরুষকে যেমন, স্ত্রীকেও তেমন দেখিয়া থাকেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ। (মোক্ষনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! বাসনা-বাগুরায় দৃঢ়-বদ্ধ প্রাণ ও মন যাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহারই নাম পরমপদ। একমাত্র সাংখ্যযোগ দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, এবং যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, তাহাই পরমপদ, জানিবে। সাংখ্য যোগ দ্বারা চিত্ত লয় প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্মব্যাপারে আর প্রবৃত্তি হয় না। বালক যেমন বেতাল দর্শন করে, মনই তেমন দেহ দর্শন করে। এই মন আত্মাতে লীন হইলে, আর দেহ দর্শন করে না। এই মন হইতেই সংসারের জন্ম হইয়াছে। অতএব আমার, আমি, উপদেশ, উপদেশ্য, বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই কিছু নহে। দৃঢ়রূপে পরমতত্ত্বের আলোচনা, প্রাণের লয় ও মনের নিগ্রহ এই কয়টীকেই মোক্ষ বলে।

ত্র্যধিকশততম সর্গ। (প্রকৃততত্ত্বনিরূপণ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রাণের লয় যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে, জন্তুগণ মরিলেই, মুক্ত হইতে পারে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! মনের লয় না হইলে, উল্লিখিত ত্রিবিধ উপায়ে মোক্ষ লাভ হয় না। তুমি নিশ্চয় জানিও, মরিলেই প্রাণের বিনাশ হয় না। মৃত্যু মূর্চ্ছামাত্র। যাবৎ বাসনার ক্ষয় না হয়, তাবৎ মৃত্যুর পর দেহান্তরভোগ হইয়া থাকে। বাসনা ও মন উভয়ে এক পদার্থ, এবং মন ও প্রাণে নিত্য সম্বন্ধ। জ্ঞান দ্বারা বাসনার ক্ষয় হইলে, মন ও প্রাণ উভয়েরই বিনাশ হয়। জ্ঞানযোগের আবির্ভাব হইলে, পদার্থমাত্রেরই অসদ্ভাব সমুদিত হইয়া থাকে। এইরূপে, জ্ঞানবলে মনের বিনাশ হইলে, উহা আর দেহ দর্শন করে না। তখন পরমপদপ্রাপ্তিরূপ পরম অভীষ্টলাভসংঘটন হয়। এইজন্য পণ্ডিতেরা চিত্তের অভাবকেই পরমপদ নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ, জ্ঞানই আত্মতত্ত্বের হেতু।

চতুরধিকশততম সর্গ। (সংসারনিবৃত্তির উপায়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দেহের লয় হইলে, প্রাণ বাহ্যাকাশ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, আকাশেযাদৃশ কর্মোদ্ভাবিত স্বর, নর বা পশ্বাদি দেহ দর্শন করে, তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন ও প্রাণ পরস্পর আধার ও আধেয় স্বরূপ। ইহাদের একের অভাবে অপরের বিনাশ হয়, এবং ইহাদের উভয়ের বিনাশ হইলে, উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

দৃঢ় রূপে পরমতত্ত্বের আলোচনা করিলে, একবারেই মনের শান্তি হয়। তুমি বিচার দ্বারা সেই অনন্ত আত্মতত্ত্বে একীভূত হও। এই রূপে তন্ময় না হইলে, কোনরূপেই নিস্তার বা পরিহার নাই। আহার না করিলে, শরীরের যেমন ক্ষয় হয়, নির্ব্বিকল্প সমাধির পরিপাক দ্বারা প্রাণের ও মনের তেমনি লয় হইয়া থাকে। প্রাণ ও মনের লয় হইলে, পরম বস্তুই অবশিষ্ট হন। যুক্তিযুক্ত বুদ্ধি সহায়ে অবিদ্যার অসত্যতা নিশ্চয় করিয়া, একমাত্র জ্ঞানেরই অভ্যাস করিবে। জ্ঞানের অভ্যাস না করিলে, পরমপদপ্রাপ্তির উপায়ন্তর নাই। তুমি অনন্য চিত্তে একমাত্র জ্ঞানেরই অভ্যাস কর। যেখানে জ্ঞানের অভাব, সেই খানেই অন্ধকার। ঐ দেখ, পশুগণ জ্ঞানের অভাবে কিপ্রকার দুর্দ্দশাযোগ ভোগ করিতেছে?

পঞ্চাধিকশততম সর্গ। (তত্ত্ববিজ্ঞানযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। শরৎকালে মেঘ যেমন অপগত হয়, মনের শান্তিতে তদ্রূপ সংসারমৃগতৃষ্ণিকার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। মনই অবিদ্যা, জানিবে। অতএব বিচার দ্বারা মনকে ব্রহ্মাকারে পরিণত করিয়া, একবারেই লয় করিয়া ফেল। মন পরম পদে মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রান্ত হইলেই, ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়। সাংখ্যযোগ দ্বারা এইপ্রকার পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। চিত্ত

হইতে অবিদ্যার নিষ্কাশন হওয়াই সত্ত্ব শব্দে অভিহিত হয়। এই অবিদ্যাই দগ্ধ সংসারের বীজ। অবিদ্যা বিগলিত হইলে, সাত্ত্বিক ভাব সমাগত ও বাসনাজাল শিথিলিত হইয়া, পরমজ্যোতির সাক্ষাৎ-কারসহকৃত পরম শান্তি অধিগত হয়। এইরূপে বাসনাবীজ দগ্ধ হইলে, পুনরায় অতীবমলিন সংসারপদপ্রাপ্তি হয় না। অতএব তুমি অবিদ্যার ক্ষয়ে যত্নবান্ হও। নতুবা, কোন কালেই মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে না। দেখ, যে ব্যক্তি মুক্ত নহে, পশুর সহিত তাহার প্রভেদ নাই।

ষড়ধিকশততম সর্গ। (বেতালোপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এস্থলে প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে বেতালকৃত প্রশ্ন সমু-দায় সহসা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল; বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন বিপুলাকৃতি বেতাল কিরাতরাজ্যে বাস করিত। তত্রত্য ব্যক্তিগণ বহুবিধ বলি ও উপহার দ্বারা নিত্য তাহার তৃপ্তি বিধান করিত। তজ্জন্য সর্ব্বদাই তাহার সুখে অতিবাহিত হইত। সাধুগণ ন্যায়দর্শী। এইজন্য ঐ বেতাল, ক্ষুধায় কাতর হইলেও, অকারণে বা অকৃতাপরাধে কাহাকেও বধ করিত না। কালসহকারে বধ্য-জনের অপ্রাপ্তি হওয়াতে, সে ন্যায় ও যুক্তিসহকারে আহারসংগ্রহের জন্য নগরান্তরে গমন করিল। তৎকালে কোন নরপতি রাত্রিচর্য্যায় নির্গত হইয়াছিলেন। বেতাল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, গভীর স্বরে কহিল, আমি ভীমস্বভাব বেতাল। অদ্য আপনাকে পাইয়াছি। অতএব অদ্য আপনি আমার আহার ও বিনষ্ট হউন।

রাজা কহিলেন, নিশাচর! অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে আহার করিলে, তোমার মস্তক এখনই শতখণ্ড হইবেক।

বেতাল কহিল,আমি ন্যায়ানুসারে বলিতেছি, অন্যায়পূর্ব্বক আপনাকে আহার করিব না। আপনি রাজা, সকল অর্থীরই আশা

পূরণ করেন। অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর করিয়া, মদীয় প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

রাজা কহিলেন, আচ্ছা, যদি সাধ্য হয়, অবশ্য বলিব।

বেতাল কহিল, কোন্ সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাণু কৃশ হয়? মহাগগনরেণু কোন্ বায়ুতে প্রস্ফুরিত হয়? কে স্বপ্নের পর শতসহস্র স্বপ্নান্তর প্রাপ্ত হইলেও, আপনার ভাস্বর স্বভাব ত্যাগ করিয়াও, ত্যাগ করেন না? কোন্ অণু বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে? এই আকাশাদিসমেত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোন্ অণুর পরমাণুস্বরূপ? এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর করিতে না পারিলে, রাজন্! আমি তোমাকে ও তোমার প্রজামণ্ডলীকে গ্রাস করিব?

সপ্তাধিকশততম সর্গ। (ব্রহ্মমীমাংসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বেতাল এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে, রাজা স্বকীয় দশনাংশুতে আকাশ ও বস্ত্র ধবলীকৃত করিয়া, ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, নিশাচর! উত্তরোত্তর-দশগুণ-পরিমাণ জলাদি আবরণে বেষ্টিত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সহস্র ফল সম্পন্ন এক অত্যুচ্চ শাখা আছে। তাদৃশ সহস্র শাখাবিশিষ্ট এক দুর্লক্ষ মহাবৃক্ষ আছে। তাদৃশ-সহস্র মহাবৃক্ষে বিরাজিত এক মহাবন আছে। তাদৃশ-সহস্র মহাবনে অলঙ্কৃত এক মহাপর্ব্বত আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাগিরিসনাথ এক মহাকোটর আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাকোটর-সমন্বিত এক মহাহ্রদ ও মহানদী বিশিষ্ট এক মহাদ্বীপ আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাদ্বীপ-সংযুক্ত বিচিত্র-নামাদি-বিরচিত এক মহাপীঠ আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাপীঠ-সনাথ এক মহাভুবন আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাভুবন-সম্পন্ন এক মহা অণ্ড আছে। তাদৃশ-মহাণ্ড-করণ্ডক-বিশিষ্ট এক স্পন্দহীন সাগর আছে। তাদৃশ-লক্ষ-সাগর-সমন্বিত আত্মবিলাসী এক মহাসাগর আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাসাগর-বিরাজিত সর্ব্বব্যাপী এক মহাপুরুষ আছেন।

াদৃশ লক্ষ পুরুষ, মালার ন্যায়, যাঁহার বক্ষস্থলে বিরাজমান, তাদৃশ ক পরমপুরুষ আছেন। তাদৃশ সহস্র পরমপুরুষ যাঁহার মণ্ডলে াস্ফুরিত হইতেছেন, তাদৃশ এক মহাসূর্য্য আছেন। বিজ্ঞান সেই র্য্যের আত্মা, সমুদায় সৃষ্টিকল্পনা তাঁহার রশ্মি এবং এই দৃশ্যমান হ্মাণ্ড তাঁহার দীপ্তির ত্রসরেণু। তাঁহারই দীপ্তিতে সংসারের কাশ ও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

অষ্টাধিকশততম সর্গ। (আত্ম মীমাংসা)।

রাজা কহিলেন, নিশাচর! পরমাত্মা রূপ মহাবায়ুতে গগনরেণু প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। জগৎরূপ মহাস্বপ্ন পুনঃ পুনঃ স্বপ্নান্তর প্রাপ্ত হইলেও, বিকৃত হয় না। কদলীস্তম্ভ যেরূপ অন্তরে অন্তরে পত্ররূপে সমুদিত হয়, তদ্রূপ এই জগৎ ব্রহ্মের অন্তরে বারংবার বিবর্ত্তিত ও পরিণত হইয়া থাকে। পরমাত্মা সূক্ষ্ম ও অলভ্য। এইজন্য তিনি পরমাণু এবং তাঁহার অন্ত নাই। এইজন্য তিনি মেরু প্রভৃতির স্থূল। এই জগৎ তাঁহারই অণু স্বরূপ। তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য। এইজন্য তিনি পরমাণু। তিনি সর্ব্বব্যাপী, এইজন্য মহাগিরি। তাঁহার কোনরূপ নির্ণয় হয় না। এইজন্য তিনি নিরবয়ব। তুমি আমার এই উপদেশে আত্মাকে অনুভব করিয়া, দর্প ত্যাগ কর।

নবাধিকশততম সর্গ। (জ্ঞানযোগ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ভাবিতাত্মা বেতাল এইপ্রকার উত্তরাকা শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিরুত্তর হইল। অনন্তর শান্তিলাভ ও তাদৃশী বিষম ক্ষুধা বিস্মরণপূর্ব্বক সমাধিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিল।

অনঘ! তুমি এই বেতালের প্রশ্ন শ্রবণ করিলে। অধুনা, মনকে ৃশ্যজাল হইতে প্রত্যাহৃত ও পরমাত্মাতে সন্নিপাতিত করিয়া, র্ব্বচিন্তা পরিহার, সমুদয় বাসনা বিসর্জ্জন ও বুদ্ধির শান্তি বিধান

কর। রাজা ভগীরথ শান্তি, তৃপ্তি ও সমদর্শিতাদি গুণবিশিষ্ট এবং নিত্য সম ও সুখময় আত্মাতে অবস্থিতি করিতেন। এই কারণে তিনি সগরসন্তানগণের সঞ্জীবনমণিরূপিণী জহ্নুনন্দিনীর অবতারণারূপ দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। অথবা যথাপ্রাপ্তির অনুবর্ত্তী হইলে, দুঃসাধ্যও সুসাধ্য হইয়া থাকে।

দশাধিকশততম সর্গ। (ভগীরথের উপাখ্যান)।

. শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহারথ ভগীরথের চরিতকথা কীর্ত্তন করিয়া, মনোরথ পূর্ণ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগীরথ নামে অখণ্ড মেদিনীর তিলকোপম পরমধর্ম্মশীল এক রাজা ছিলেন। তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই অর্থির প্রার্থনা পূরণ করিতেন, সাধুগণের ব্যবহার জন্য, অনবরত ব্যয় করিতেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতেন, লোকের অজ্ঞানান্ধকার ও দারিদ্র দুঃখ দূর করিতেন, তত্ত্ববিদ্‌গণের আহ্লাদ সমুদ্ভাবন করিতেন, এবং শত্রু মধ্যে অগ্নিকণার ন্যায়, স্বকীয় প্রতাপ বিস্তার করিতেন। তাঁহার দেহকান্তি নির্ধূম অগ্নির ন্যায়, প্রতাপ প্রজ্বলিত বহ্নিরন্যায়, এবং বুদ্ধি বৃহস্পতির ন্যায়। তিনি অগস্ত্যের প্রতাপে শুষ্কভাবাপন্ন ও একান্ত দুষ্পূর সাগর সকলকে গঙ্গাসলিলে পরিপূরিত এবং পাতালগহ্বরে নিপতিত অধোগতিপ্রাপ্ত বান্ধবদিগকে জাহ্নবীরূপ সোপান দ্বারা ব্রহ্মলোকে আরোপিত করিয়াছিলেন। যৌবনকালেই তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য-যোগ-সংস্কৃত দিব্য বিচারযোগের উদয় হইয়াছিল। তৎপ্রভাবে তিনি সময়বিশেষে নির্জ্জনে আসীন হইয়া, এই প্রকারে এই অসামঞ্জস্য-বিচার-বিশিষ্ট জগদ্‌যাত্রা চিন্তা করিতেন, দিন ও রাত্রি সকল বারম্বার সেই ভাবেই আসিতেছে ও যাইতেছে; লোক সকল বারংবার সেই ভাবেই আদান প্রদান করিতেছে; কাহারই কোন রূপে পুরুষার্থপ্রতিপত্তি নাই এবং কর্ম্ম করিয়াও, কোন ব্যক্তিই কিছুমাত্র ফল লাভে সমর্থ নহে।

াহা প্রাপ্ত হইলে, সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ কার্য্যই ়কৃত; তদ্‌ব্যতীত কর্ম্ম সকল বিসূচিকাস্বরূপ। মূঢ়েরাই বারং-ার পর্য্যুষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র লজ্জা য় না। কোন্ বুদ্ধিমান্ বালকের ন্যায়, কার্য্য করেন?

এই প্রকার চিন্তানন্তর কোন সময়ে তাঁহার মন সংসারভয়ে াক্রান্ত ও অতিমাত্র চিন্তাযুক্ত হইলে, তিনি ত্রিতলনামক স্বকীয় রুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমরা রাগদ্বেষাদি সংসার-ত্তির অনুসরণ ও তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গ, নরক ও পৃথিবীরূপ গহন ারণ্যেবিচরণ করিয়া, অতিমাত্র খিন্ন ও অবসন্ন হইয়াছি। কি রিলে, জন্ম, জরা ও মৃত্যুর হেতুভূত দুঃখের উপশম হইতে পারে?

একাদশাধিকশততম সর্গ। (দুঃখনিবৃত্তির উপায়)।

ত্রিতল কহিলেন, বৎস! সবিস্তার বলি, অবধান কর। শ্রবণ মননাদি উপায়ে আত্মাকে সমাহিত করিয়া, প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইলে, সমুদায় দুঃখ বিদূরিত, সমুদায় সংশয় অপগত সমুদায় গ্রন্থি শিথিলিত ও সমুদায় কর্ম্ম উপশমিত হয়।

ভগীরথ কহিলেন, ভগবন্! আমি কিরূপে আত্মময় হইতে পারি?

ত্রিতল কহিলেন, বৎস! জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় স্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে, পূর্ণস্বভাবপ্রতিপত্তিসহায়ে ক্রমশঃ আত্মময় হওয়া যাইতে পারে। পণ্ডিতেরা জ্ঞানকেই আত্মা বা ব্রহ্ম বলি-য়াছেন। স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্টে সমান প্রতীতি, অনন্য হৃদয়ে আত্মচিন্তা, জনসঙ্গপরিহার, নির্জ্জন যোগ, অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যতা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থপরিদর্শন, ইত্যাদির নাম জ্ঞান। তদ্‌ব্যতীত, সমস্তই অজ্ঞান।

ভগীরথ কহিলেন, ব্রহ্মন্! অহংভাব এই কলেবরে চিরপ্ররূঢ় হইয়া আছে। কি উপায়ে তাহার পরিহার হইতে পারে?

ত্রিতল কহিলেন, রাজন্! পৌরুষপ্রযত্ন সহায়ে ভোগবাসনা ত্যাগ ও সংসারভাবনা পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকে বিদিত হইলে, অহংভাবের ধ্বংস হইয়া থাকে। তুমি ভোগচিন্তা ও লজ্জাদি ত্যাগপূর্ব্বক কোন রূপে কোন দিকে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, অবস্থিতি করিলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, অহম্ভাবের লয় করিয়া, পরমপদ লাভে সমর্থ হইবে। ফলতঃ, তুমি যদি রাজোপযুক্ত ছত্রচামরাদি ত্যাগ, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা পরিহার, অহঙ্কার ও দেহাভিমান বিসর্জ্জন, শক্রর নিকট ভিক্ষার্থভ্রমণ, সমুদায় ভয় ও সংশয় পরিবর্জ্জন, বিপক্ষকে রাজশ্রী বিতরণ এবং আমার আর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই, এই প্রকার বিচার সহকারে গুরু আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে ব্রহ্মময় বা আত্মময় হইয়া, সকল দুঃখের পারপ্রাপ্তি রূপ পরম শান্তি লাভ করিবে।

দ্বাদশাধিকশততমসর্গ। (ব্রহ্মভাববর্ণন)।

বশিষ্ঠ করিলেন, অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, মহারথ ভগীরথ সর্ব্বত্যাগসিদ্ধিমানসে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া, অবিচারিত চিত্তে ব্রাহ্মণবর্গ ও আত্মীয়দিগকে অশেষ ধন দান করিলেন। তদনন্তর সন্নিহিত শত্রুকে সমগ্র রাজশ্রী, তৃণের ন্যায় অর্পণ করিয়া, কৌপীনমাত্রসহায় হইয়া, স্বকীয় মণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যেখানে কেহ নাম দ্বারাও তাঁহাকে জানিতে না পারে এবং যেখানে লোকের মুখে স্বীয় নাম শুনা বা জানা না যায়, তাদৃশ গ্রামে ও অরণ্যে ধৈর্য্যসহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমুদায় চেষ্টার বিরাম ও পরম শান্তির সঞ্চার হওয়াতে, তিনি আত্মাতে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন।

অনন্তর কোন সময়ে পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আপনার নগরীতে সমাগত হইয়া, তত্রত্য পৌর ও মন্ত্রিগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, বিষণ্ণ চিত্তে সবিশেষ সপর্য্যা

াহকারে যথাবিধ পূজা করিলেন। অনন্তর শত্রুরা রাজ্যগ্রহণে প্রার্থনা রিলে, তিনি তাহাদের নিকট তৃণমাত্রও গ্রহণ না করিয়া, কিয়দ্দিনা-ন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং গুরুদেবসকাশে সমাগত ইয়া তাঁহার সহিত পর্ব্বতে, বনে, গ্রামে ও জনপদে বিচরণ করত য়েৎকাল যাপন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সমতা ও সমস্থিতি াপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য দেহধারণ কুতূহল স্বরূপ জ্ঞান করিয়া খদুঃখশূন্য হইয়া বিষয়ানন্দপরিবর্জ্জিত পরমানন্দসুখ ভোগ করিতে াগিলেন। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের তৃণের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। হেতু, তাঁহারা সম হইতেও সম ব্রহ্মে একরসীভূত ও তন্নিবন্ধন রমশান্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ। (ভগীরথের গঙ্গাবতারণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ভগীরথ তদবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মণ্ডলান্তরে সমাগত হইলেন। তৎকালে তত্রত্য নরপতির মৃত্যু হওয়াতে, পৌরগণ ও মন্ত্রীবর্গ অনুরূপগুণসম্পন্ন কোন রাজার অন্বেষণ করিতেছিল। অনন্তর তাহারা ভিক্ষাচারী ভগীরথকে দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বগুণলক্ষ্মীর আধার ও পালনসমর্থ বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজপদে বরণ করিল। তদনুসারে তিনি রাজ-হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, জগন্নাথ ভগীরথের জয় হউক, এই প্রকার জনরবে সমুদায় গিরীন্দ্রগুহা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকৃতিবর্গ তথায় সমাগত হইয়া, সবিনয়ে নিবেদন করিল, আপনি আমাদের রাজা। আপনি যে সীমান্তবাসী শত্রুকে সমুদয় রাজলক্ষ্মী অর্পণ করেন, তাহার পরলোক হইয়াছে। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া, প্রাক্তন রাজ্য গ্রহণ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বীতরাগ, বীতচিত্ত, বীতমৎসর, বীতবিস্ময়, তত্ত্বজ্ঞানী, মৌনী, প্রাপ্তকার্য্যকারণবিশিষ্ট, সমদর্শী ভগীরথ প্রকৃতি-গণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, সাগরমেখলা মেদিনীর আধিপত্যগ্রহণ-

পূর্ব্বক পাতালগর্ভে নিপতিত পিতামহগণের উদ্ধার করিলেন। তাঁহার অধিকারসময়ে গঙ্গা পৃথিবীতে ছিলেন না। সেই শান্তস্বভাব ভগীরথ তাঁহার আনয়ন জন্য সর্ব্বত্যাগী ও বিজনবিপিনবাসী হইয়া, ধীরসঙ্কল্প সহকারে সহস্র বর্ষ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জহ্নুর আরাধনা করিলেন। তাঁহাদের প্রসাদে বিমলতরঙ্গসঙ্গিনী, মূর্ত্তিমতী ধর্ম্মসন্ততি স্বরূপিণী ত্রিমার্গগামিনী জহ্নুনন্দিনী ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ। (শিখিধ্বজের উপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! তুমি ভগীরথের ন্যায় ব্রহ্মভাব আশ্রয়পূর্ব্বক শান্তচিত্ত হইয়া, যথা প্রাপ্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হও এবং শিখিধ্বজের ন্যায় মনকে হৃদয়গুহায় বদ্ধ ও এই বিভবজাত ত্যাগ করিয়া, শান্ত-স্বরূপ আত্মাতে অবস্থিতি কর।

রাম কহিলেন, শিখিধ্বজ কে, কিরূপে পরমপদ প্রাপ্ত হন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে অষ্টম মনুর অধিকারপ্রারম্ভে কুরুবংশে উজ্জয়িনীনগরে শিখিধ্বজ নামে রাজা ছিলেন। তিনি ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শম, দম ও ক্ষমাদি সকল গুণের আকার, যজ্ঞের আহর্ত্তা, সকল ধনুর্দ্ধরের জয়কর্ত্তা, সকল পৃথিবীর পাতা, সকল কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, সকল সম্পদের দাতা, সকল শ্রুতির উত্তম শ্রোতা, শূর, শুভানুষ্ঠায়ী, শাস্ত্রনিষ্ঠ, শান্তিগুণবিশিষ্ট, সৌন্দর্য্যশালী, সৎসংসর্গী, প্রিয়বাদী, প্রতাপসম্পন্ন, প্রীতির সাগর, বিনয়ী, মৌনব্রতী, ধর্ম্মবৎসল, অনভিমানী, অব্যসনী, বশী, পরম-বুদ্ধিমান ও উৎকৃষ্টতেজোবিশিষ্ট। বাল্যকালে পিতার পরলোক হইলে তিনি ষোড়শ বর্ষ দিগ্বিজয় করিয়া, সম্রাটপদসংগ্রহপূর্ব্বক নিঃশঙ্কে অবস্থিতি ও অশেষ যশঃসঞ্চয় সহকারে সমুদায় দিক শুক্লীকৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর কাল সহকারে তিনি যখন যৌবন-সীমায় পদার্পণ করেন, তখন, মধুমাসসমাগমে পল্লব সকল প্রোল্লসিত হইলে, প্রভাকরকরসম্পর্কে প্রসূন সকল প্রস্ফুরিত হইলে, অন্তঃপুরা-

রবিরাজিত বিটপান্তরে মঞ্জরীপুঞ্জ আন্দোলিত হইলে, শশাঙ্ক-শীকর-শীতল সুমধুর সমীরণ সঞ্চালিত হইলে, অলিদম্পতি আকুল ও মত্ত হইয়া, অরণ্যপ্রান্তরে উচ্চৈস্বরে আনন্দসঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার মন কান্তার প্রতি একান্ত সমুৎসুক হওয়াতে, তদতিরিক্ত কোন বিষয়েই সংসক্ত হইত না। তৎকালে অনুরাগের প্রথম অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইলে, তিনি কুসুমসমূহের সৌগন্ধরূপ মধুরাসবে মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া, একতান হৃদয়ে এইপ্রকার চিন্তা করিতেন, ভ্রমর যেমন ভ্রমরীকে বল্লীদোলামধ্যে আলিঙ্গন করে, আমি তেমনি কত দিনে উদ্যানবনদোলা ও লীলাকমলিনী মধ্যে কুঙ্কুমাঙ্কিত পর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়া, হেমাব্জকলসস্তনী পরমপ্রণয়শালিনী মুগ্ধা রমণীকে ধারণ করিব। কত দিনে চঞ্চলা বালা মৃণালহার ও কুন্দগুচ্ছের অভিলাষে বিবিধ বিলাসে আমার ভুজলতার অনুসরণ করিবে। তিনি এই প্রকার চিন্তানন্তর কখন কুসুমচয়নে উন্মত্ত ও কখনও বা উন্মনা হইয়া, উদ্যানে, কুসুমকাননে, এবং যেখানে বন ও উপবনের বর্ণনা ও শৃঙ্গাররসগর্ভ কথা সকলের আন্দোলন হইয়া থাকে, তত্তৎস্থানে বিহার করেন এবং অলকাহারবিরাজিত সুবর্ণকলসস্তনী সুকুমারী রমণীদিগকে সংকল্পস্বপ্নাবেশে হৃদয়দেশে ধারণ করিয়া, বিবিধ সাঙ্কল্পিক ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন।

মন্ত্রীগণ রাজাকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া, চূড়ালানাম্নী নবযৌবনশালিনী কোন রাজনন্দিনীকে সহধর্ম্মিণী পদে বরণ করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন নীলনীরজনয়না, পূর্ণেন্দুবদনা, চূড়ালা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, তদীয় সহবাসে সূর্য্যসন্নিহিতা পদ্মিনীর ন্যায় পরম প্রফুল্ল হইলেন। অনন্তর পতি পত্নি উভয়ে একপ্রাণ ও একচিত্ত হইয়া, হাব ভাবাদি শৃঙ্গারচেষ্টার সহায়তায় রাকাশশিবৎ শোভা বিস্তার করিয়া কালযাপন করিতে লগিলেন। তাঁহারা সকল কলার অভিজ্ঞ। এবং পরস্পর একচিত্ততাবশতঃ একদেহস্বরূপ হইয়াছিলেন। চূড়ালা যেমন সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা ও নৃত্যগীতাদিতে সুবিদিতা, রাজা ও তদ্রূপ সকল বিষয়ে সবিশেষ

পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের পরস্পরের যোগ পরম সুখের ও সৌভাগ্যের হইয়াছিল। তাঁহারা কায়মনে গুরু ব্রাহ্মণাদির অনুবর্ত্তন করিতেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ। (শান্তি ও নিবৃত্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এই রূপে উৎকৃষ্ট যৌবনলীলা সহায়ে প্রতিদিন প্রণয়সহকৃত নীধুবনকেলিরস অনুভব করিয়া, বহুবর্ষ অতীত হইলে, পক্কফলের ন্যায়, সেই রাজদম্পতীর তরুণাবস্থা বিগলিত হইল। অথবা, সংসারের গতিই এই। জরা অবিরত আয়ুকে গ্রাস করিতেছে। মৃত্যু পরিহার করা কাহারই সাধ্য নহে। দেহ জীর্ণ হইয়াই আছেন। সুখ সকল ধনুশ্চ্যুত শরের ন্যায়, সহসা পলায়ন করে। এবং আমিষে গৃধ্রের ন্যায় দুঃখ সকল হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, ব্যথিত করিয়া থাকে। এইরূপে সংসারের কোন বস্তুই স্থায়ী নহে, পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহারা চিত্তশান্তির নিমিত্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্র অবলম্বন করিলেন এবং একমাত্র জ্ঞানই সংসারব্যাধির ভেষজ ও পাপরূপ বিষম বিসূচিকারোগের মহৌষধ, নির্ণয় করিয়া, উভয়েই আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইলেন। অনন্তর গাঢ়তর অভ্যাসবশে প্রাণ আত্মগত হইলে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রবোধবিধানপূর্ব্বক পরমাত্মায় পরমপ্রীতি স্থাপন করিয়া, বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মুক্তিসাধনসমর্থ সর্ব্বলোকমনোহর অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, সংসারবৈরাগ্যে উপস্থিত হইলে, চূড়ালা সমুদয় কায়িক ব্যাপার পরিহার করিয়া, দিবানিশ বক্ষ্যমাণ বিধানে আত্ম-চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সংসাররূপ মোহ কাহার? কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল? কেইবা ইহার নিবারণ করিতে পারে? এই দেহ ও মন উভয়ই জড় ও মূঢ় এবং আমি কেহই বা কিছুই নহি, ইহাই নিশ্চয়।

বহুকাল এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, প্রবোধ সমুদিত হইলে, তিনি

আহ্লাদ সহকারে বলিতে লাগিলেন, হায়, কি সৌভাগ্য! যাহা জানিবার, তাহা জানিতে পারিলাম। সংসারে মহাসত্তা নামে পরিগণিত একমাত্র মহাচিৎই আছেন। তিনিই ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি নামে বিখ্যাত।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ। (আত্মজ্ঞানই পরমাশ্রী)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এইরূপে আত্মসুখের উপলব্ধি হওয়াতে, চূড়ালা সংসারসঙ্গপরিহারপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টা ও নির্দ্বন্দ্বা হইয়া, স্বকীয় স্বভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরমাত্মনরূপ পরম লাভের সহায়তায় তাঁহার অন্তর পরমপূর্ণ, সমুদায় সংশয় ছিন্ন, ও ভবরূপ মহার্ণবের পারপ্রাপ্তি বনিষ্পন্ন হইলে, তিনি নিরতিশয় আনন্দোদয় সহকারে পরমপদে বিশ্রান্ত হইলেন এবং জ্ঞেয় বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়াতে, দ্বেষবর্জ্জিত শান্তস্বরূপ অদৃষ্ট পদে বিশ্রাম ও তন্নিবন্ধন শরৎকালের ঘন মেঘমালার ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার আর কোনপ্রকার ব্যাকুলতা রহিল না। তিনি সমভাবে জাগ্রদাদি সকল অবস্থায় ও পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিলেন। এবং বিবেকের দৃঢ় অভ্যাস বশতঃ আত্মোদয় হওয়াতে, অভিনবোদ্গতা কুসুমলতার ন্যায়, সাতিশয় বিরাজিতা হইলেন।

শিখিধ্বজ তাঁহার তাদৃশী শোভাবিভব সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়বশ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তন্বি! তুমি সমাধিপ্রভাবে পুনরায় নবযৌবনশালিনী ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, পরমসুষমাময়ী হইয়াছ। ভামিনী! তুমি প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত ও যেন অমৃতসার পান পূর্ব্বক আনন্দে পরিপূর্ণা হইয়া, বিরাজ করিতেছ! আর তোমার সেই জড়ভাব নাই। পূর্ণতার আবির্ভাব প্রযুক্ত তোমার পরম সৌন্দর্য্য সমুপস্থিত হইয়াছে। তোমার অঙ্গ সকল পূর্ব্ববৎ বালকদলী সদৃশ কোমল ও মৃণালাঙ্কুরের ন্যায় মৃদুল হইয়াছে। তুমি কি অমৃতপান করিয়াছ, কিংবা সাম্রাজ্য

প্রাপ্ত হইয়াছ? অথবা তুমি কি রাজ্যচিন্তামণি কিংবা অন্য কোনরূপ দুর্লভ লাভ করিয়াছ?

চূড়ালা কহিলেন, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় সহকারে আমি মূঢ়জনপ্রসিদ্ধ দেহে আত্মজ্ঞান ত্যাগ ও কামরূপাদিবিহীন অকিঞ্চিৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। সেইজন্য, এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। অপরিচ্ছিন্ন পরম বস্তু আশ্রয় করাতে, আমার আর এই পরিচ্ছিন্ন বস্তু সকলে অণুমাত্র আগ্রহ নাই। এই জন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি ভোগে সন্তুষ্ট এবং হর্ষে বা কোপেও আবিষ্ট হই না। সেইজন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি রাজলীলায় রতি ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে রতি স্থাপন করিয়াছি। সেইজন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি এখন একমাত্র আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। সেইজন্যই এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি আর দেহাদি অসৎ দৃষ্টির অনুসারিণী নহি। সেইজন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। অর্থ বা অনর্থ, কিছুতেই আমার স্পৃহা বা প্রার্থনা নাই, যথাপ্রাপ্ত বিষয়েই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। সেইজন্যই শ্রীমতী হইয়াছি। রাগ ও বিদ্বেষাদি যাহার প্রভাবে খর্বীকৃত হয়, আমি সেই প্রজ্ঞা ও শান্তিদৃষ্টি সহায়ে সংসার-পথে বিচরণ করি। সেইজন্য শ্রীমতী হইয়াছি। দৃশ্যমান পদার্থ-মাত্রেই মিথ্যা, এইপ্রকার জ্ঞানের উদয়ান্তে আমার অন্তঃকরণ পরম নির্ম্মল হইয়াছে। সেইজন্য আমি এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ। (মোহস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শিখিধ্বজ চূড়ালার উল্লিখিত বাক্যের অর্থ প্রতীতি করিতে অক্ষম হইয়া, সহাস্যে আস্যে কহিলেন, অয়ি রাজনন্দিনি! তুমি বালকের ন্যায়, কি অসম্বন্ধ প্রলাপ প্রয়োগ করিতেছ? যে ব্যক্তি দৃশ্যমান সাকার বস্তু ত্যাগ করিয়া, অদৃশ্য নিরাকার ভজনা করে, সে, শূন্যপ্রায়, কিরূপে শোভমান হইবে? যে ব্যক্তি মিত্র ভৃত্যাদি ভোগ সমুদায় ত্যাগ করিয়া, একাকী শূন্যস্বরূপে

মণ করে, সে কিরূপে শোভমান হইবে? যে ব্যক্তি আসন, বসন ও য়নাদি ত্যাগ করিয়া, একাকী আত্মাতে অবস্থিতি করে, সে কিরূপে শোভমান হইবে? যে ব্যক্তি, আমি দেহি নহি, আমি কিছুই নহি, ত্যাদি প্রলাপ প্রয়োগ করে, সে কিরূপে শোভমান হইবে? আমি াহা দেখি, তাহা কিছুই নহে; যাহার এইপ্রকার জ্ঞান, সে কিরূপে শোভমান হইবে? অথবা তুমি বালা, চপলা ও মুগ্ধা। আইস, পর-স্পর বিবিধ বিলাস সহকারে বিহার করি। শিখিধ্বজ সহাস আস্যে এইরূপ কহিয়া, পুনরায় অট্টহাস্য সহকারে অঙ্গনাগৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, চূড়ালা, হায়, কি কষ্ট! রাজা আমার কথা বুঝিতে পারিলেন না, এইপ্রকার চিন্তানন্তর স্বকীয় ব্যাপারে বিনিবৃত্তা হইলেন। অনঘ! অনন্তর সেই রাজদম্পতি এবংবিধ আশয় প্রণোদিত হইয়া, পার্থিব লীলা সহকারে বহু বর্ষ অতিবাহিত করিলে, কোন সময়ে নিত্যতৃপ্তা নিরীহ চূড়ালার আকাশে গমনাগমন করিতে ইচ্ছা হইল। তখন তিনি স্বকীয় অভিলাষসিদ্ধির জন্য ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, নির্জ্জন অরণ্যে গমন ও আসনবন্ধনপূর্ব্বক প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগতিসাধনরূপ যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলেন।

অষ্টদশাধিকশততম সর্গ। (বস্তুনির্দ্দেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সাধ্য বস্তু ত্রিবিধ, হেয়, উপাদেয় ও উপেক্ষ্য। তন্মধ্যে, যাহা সদ্‌বুদ্ধির গম্য, তাহার নাম উপাদেয়, যাহা অসৎবুদ্ধির গম্য, তাহার নাম হেয়, এবং যাহা উপেক্ষাবুদ্ধির গম্য, তাহার নাম উপেক্ষ্য। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই হেয়ো-পাদেয়াদির বিষয়ীভূত বা বশীকৃত। বিদ্বান্ ও আত্মদর্শী পুরুষে যখন তৎসমস্ত সম্ভাবিত হয় না। পণ্ডিতেরা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর এইরূপ প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞানের লক্ষণ অন্ধকার ও জ্ঞানের লক্ষণ আলোক। ইহার প্রকৃত অর্থ এই, অন্ধকারে যেমন বস্তু দর্শন হয় না, অজ্ঞানের আবির্ভাবে তেমন প্রকাশত্ব পরিদর্শন

প্রায়; দেব ও মনুষ্যাদির বাসনা প্রবুদ্ধ বা বিকসিত, তির্য্যক্ প্রভৃতি বাসনা আবিলভাবাপন্ন এবং মোক্ষভাগীদের বাসনা একবারে অস্তিত্বশূন্য। দেব ও মনুষ্যাদিরা বাসনার বৈচিত্র্য বশতঃ আকা ও ভূমিগমনাদি বিবিধ ব্যবহারে সবিশেষ ক্ষমবান্। এবং স্বপ্ন-ভাবাদিযোগে মন, বুদ্ধি, অহংকার, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি বিবিধ উপায় ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে পশুগণের চারি পা, পুচ্ছ, ও শৃঙ্গ; পক্ষিগণের চঞ্চু প্রভৃতি, সর্পগণের কর্ণ ও আভোগ ইত্যাদি বাসনানুরূপ ব্যবহারযোগ্য অবয়ব সমস্ত সঙ্কেতিত হইয়াছে। ইহা জানিয়া তুমি একমাত্র বিবেকেরই বশবর্ত্তী হও। তাহা হইলে, শান্তিলাভ করিবে।

একবিংশাধিকশততম সর্গ। (রোগ ও তাহার উৎপত্তির হেতু)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! কুণ্ডলিনীর দেহে যে অনুত্তম জীবনী-শক্তি অবস্থিতি করেন, তিনিই অপানরূপে অধোভাগে, সমানরূপে নাভিমধ্যে ও উদানরূপে উপরিদেশে প্রবাহিত হয়েন। এবং তিনিই জীবন দ্বারা জীবরূপে, মনন দ্বারা মনরূপে, অহংভাব দ্বারা অহংকার-রূপে, বোধ দ্বারা বুদ্ধিরূপে ও সঙ্কল্প দ্বারা সঙ্কল্পরূপে বিরাজ করেন। তাঁহাকে যত্ন পুর্ব্বক রক্ষা করিতে না পারিলে, লোকের মৃত্যু হয় তিনি ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে গমনাগমন ত্যাগ করিয়া, স্থির হইয় থাকিলে, অন্তর্বায়ুর নিরোধ প্রযুক্ত জন্তুগণ পীড়াগ্রস্ত হয় না। ক পিত্তাদি প্রবল হইয়া, সামান্য নাড়ীব্যাপার রোধ করিলে, সামা পীড়া ও প্রধান নাড়ীব্যাপার রোধ করিলে, মহারোগের উৎপা হইয়া থাকে।

সংসারে আধি ব্যাধিই দুঃখের হেতু, উহার নিবৃত্তিই সুখ এব উহার সমূলে বিনাশই মোক্ষ। আধিব্যাধি কখন এক কালেই উ স্থিত হয়, কখন সমান অবস্থায় থাকে এবং কখন বা পর্য্যায়ক্র সংঘটিত হয়। যাহাতে দৈহিক দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহার না

াধি এবং যাহা বাসনা হইতে উৎপন্ন হইয়া, মানসিক ক্লেশ
মুৎপাদন করে, তাহার নাম আধি। অজ্ঞান প্রযুক্ত এই
াধির উৎপত্তি হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ইহার লয় হইয়া থাকে।
ত্ত্বজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে অক্ষম হইলে, রাগদ্বেষ
মুদ্ভুত হয়। আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, ইহা পাইলাম না,
ই প্রকার চিন্তাই আধি সমুৎপাদন করে। এইরূপ, মূর্খতা-
াতঃ চিত্তক্ষয় না হইলে, ইচ্ছামত কুভোজ্য ভোজন করিলে,
শ্মশানাদিতে গমনাগমন করিলে, নিশীথ ও প্রদোষাদি গর্হিত
সময়ে আহার করিলে, ব্যাঘ্র ও তস্করাদির ভয়ে নিরন্তর
ভাবনা করিলে, অন্ন রসের অপ্রবেশ বশতঃ নাড়ী দুর্ব্বল হইলে,
আঘাতাদি দ্বারা শরীর বিকল হইলে, অথবা দ্বিগুণ অন্নরস ও আহারা-
দির প্রবেশবশতঃ বাতপিত্তাদির প্রকোপ ঘটিয়া, নাড়ী বিধুর হইলে,
দেহে ব্যাধি সমুদ্ভুত ও আকারবৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকে।
অয়ি রঘুকুলোদ্বহ! এইরূপে প্রাণিমাত্রেরই আধিব্যাধির উদ্ভব হয়।
অধুনা, আধিব্যাধি যেরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে, শ্রবণ কর।

ব্যাধি দ্বিবিধ, সামান্য ও সার। তন্মধ্যে ব্যবহারিক পীড়ার নাম
সামান্য ব্যাধি, আর যাহার আজন্মভোগ করিতে হয়, তাহার নাম
সার। অভিমত অন্নপান ও স্ত্রী পুত্রাদি প্রাপ্ত হইলে, সামান্য
ব্যাধির শান্তি হয় এবং আত্মজ্ঞান সমুদিত হইলে, সারব্যাধি বিনষ্ট
হইয়া থাকে। যে সকল ব্যাধি আধি হইতে উদ্ভূত নহে, তৎ
সমস্ত শাস্ত্রোক্ত দ্রব্য, মন্ত্র ও ঔষধাক্রম অথবা বৃদ্ধপরম্পরার উপ-
দেশাদি দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাত! তুমি বৃদ্ধপরম্পরার উপ-
দেশাদি রূপ চিকিৎসা, দ্রব্য, মন্ত্র ও স্নান ইত্যাদি সমুদায়ই জান;
সুতরাং, তোমাকে আর কি উপদেশ করিব?

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আধি হইতে কিরূপে ব্যাধির জন্ম হয়
এবং মন্ত্র ও পুণ্যরূপ চিকিৎসাদি দ্বারাই বা কিরূপে উহার বিনাশাদি
হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন আধিবশে ক্ষুব্ধ হইলে, শরীরও ক্ষুব্ধ হয়।

শরপীড়িত হরিণ যেরূপ প্রকৃত পথ ত্যাগ করিয়া, অপথে গমন কা প্রাণবায়ু ক্ষুব্ধ হইলে তেমন বিষম ভাবে প্রবাহিত হয়। কফ পিত্তাদির অতিমাত্র প্রকোপপ্রযুক্ত প্রাণ ও নাড়ী উভয়েরই ঐপ্রকা বৈষম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। দেহ বিধুরভাবাপন্ন হইলে, নাড়ী সকল কখন অতিমাত্র বেগবতী ও কখন বা অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। কুজীর্ণ, অজীর্ণ ও অতিজীর্ণ অন্ন দোষের হেতু ও তদ্দারা প্রাণসঞ্চার দুষ্কর হইয়া থাকে। সমাননামক বায়ু ভুক্ত অন্ন রস-রূপে পরিণত করিয়া, সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত করে। যে অন্ন সঞ্চারণ-সময়ে নিরুদ্ধ হইয়া, অবস্থিতি করে, ধাতু বৈষম্য বশতঃ পরিণামে তাহা হইতে পীড়া সমুদ্ভুত হয়। এইরূপে আধি হইতে ব্যাধির উদ্ভব ও আধির বিনাশে ব্যাধির বিনাশ হইয়া থাকে। হরিতকী যেরূপ বিরেচকের কার্য্য করে, তদ্রূপ তত্তৎ দেবতারূপে তত্তৎ মন্ত্রের ভাবনা করিলে, তৎপ্রভাবে, নাড়ীমধ্যে ব্যাধির আকারে পরিণত অন্নরস উৎসারিত হয়। এইপ্রকার, সাধুসেবা রূপ বিশুদ্ধ পুণ্যক্রম সহায়ে মন, কষিত কাঞ্চনবৎ বিমল হইলে পরমানন্দের সঞ্চার বশতঃ কোন-রূপ আধির আক্রমণসংঘটন সম্ভূত হয় না। প্রাণবায়ু বিশুদ্ধভাবে প্রবাহিত হইলে, অন্ন সকল ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া, ব্যাধি বিনষ্ট করে।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ। (সিদ্ধি হেতু নিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অন্তরামোদের মঞ্জরী স্বরূপ কুণ্ডলিনীকে পূরক-যোগসহায়ে পূর্ণ করিয়া, অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলে, মেরুর ন্যায়, অবিচলিত হওয়া যায়, এবং শরীরও পরম পুষ্ট হইয়া থাকে। পূরক দ্বারা কলেবর পূর্ণ হইলে, প্রাণবায়ু দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘাকারে ও সর্পের ন্যায়, ত্বরিত সঞ্চারে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে নীত হয়। তদবস্থায় শরীরের ক্লেশ ও পূরকাদির অভ্যাস হইয়া থাকে। এবং তৎকালে নাড়ী দ্বারা আপাদ মস্তক বায়ুপূর্ণ হওয়াতেই শরীর আকাশগমনের উপযোগী লঘুভাব আশ্রয় করে! যোগিরা এই

কার যোগাভ্যাস সহায়ে উন্নত অবস্থায় উপনীত হন। মস্তক কপালের সন্ধিরূপ কপাটের বহির্ভাগে দ্বাদশাঙ্গুলে পরিমিত প্রদেশে ষোড়শান্তনামক যে স্থল আছে, দেবী কুণ্ডলিনী রেচক-সহায়ে ঊর্দ্ধে উন্নীতা হইয়া, সুষুম্নার অন্তর্গত প্রাণ বায়ুর প্রবাহ সেইস্থলে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিতি করিলেই, ব্যোমবিহারী সিদ্ধগণের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল অদিব্য। দ্বারা দিব্যভাবাপন্ন সিদ্ধগণের দর্শনলাভ কখনই সম্ভব নহে। এব ষোড়াশান্তে প্রাণধারণমাত্রেই কি রূপে সিদ্ধগণের দর্শনপ্রাপ্তি ব?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ; কিন্তু ান যোগ অভ্যাস করিলে, মন পবিত্র হয়। তখন বুদ্ধিরূপ দ্বারা ব্যোমগামী সিদ্ধদিগকে দেখিতে এবং তাহাদের সহিত হার কার্য্যও করিতে পারা যায়।

ত্রয়োবিংশাধিক শততম সর্গ। (দেহতত্ত্ব)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! প্রাণ ও অপান বায়ুর সংঘর্ষণে রাগ্নি সমুদ্ভূত হয়। জঠর মধ্যে নাভির ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে াদ্বয়ের ন্যায়, আমাশয় ও পক্কাশয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট মুখে মিলিত য়া আছে। তন্মধ্যে অধোভাগস্থ ভদ্রাকার মাংসপিণ্ডকে মূলাধার ।। কুণ্ডলিনী, পদ্মরাগবিনির্ম্মিত পেটকাকারে মুক্তাবলীর ন্যায়, হাতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণ ও অপানবায়ুকে উদ্গিরণ ও নিগীরণ রিয়া, রুদ্রাক্ষাদিমালার ন্যায় কম্পমানা হইয়া, দণ্ডাহত ভুজগীর য়, স্বীয় সমুন্নতির বারংবার পরিবর্ত্তন সহকারে ঊর্দ্ধমুখে অব্যক্ত করিতেছেন। এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধাধোগতি তঃ স্পন্দিতা হইতেছেন। তিনি হৃৎপদ্মের ষট্‌পদী স্বরূপ চক্ষুরাদির স্ব স্ব বিষয়রসাস্বাদের অদ্বিতীয় সাধন। তিনিই ান্তরিক বায়ু দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি শক্তি সমুদয়, হৃৎপদ্ম

ও নাড়ী সকলকে কম্পিত করিয়া থাকেন। অনঘ! প্রাণ বায়ু ভুক্ত অন্নাদিকে জীর্ণ করে। ঐ অন্ন প্রাণবায়ুর প্রতিঘাতে তর হইয়া, রসরূপে পরিণত হয়। সেই রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে ত্বক্‌, ত্বক্‌ হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে অস্থি এবং অস্থি হইতে শুক্র ইত্যাদি বিচিত্রাকারে পরিণত হইয়া থাকে।

এইরূপে প্রাণবায়ুবশে সমস্ত রস জীর্ণ হইলে পরস্পর সংঘর্ষে জঠরাগ্নি সমুদ্‌ভূত ও সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে উষ্ণ করিয়া থাকে। যোগিরা তারকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট এই অগ্নির উপাসনা করেন। চিৎস্বরূপ ঐ অগ্নির চিন্তা করিলে, লক্ষযোজন দূরস্থ বস্তু সকলও দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ম্মল ও সুশীতল আত্মাই সাক্ষাৎ সোম। সেই সোম হইতেই এই অগ্নির উৎপত্তি। এই কারণে এই দেহ অগ্নীসোমস্বরূপ।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্‌! সোম হইতে অগ্নির জন্ম হইয়াছে। সেই সোম কোথা হইতে সমুদিত, কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! বীজ ও অঙ্কুর যেমন পরস্পর উপাদান স্বরূপ, অগ্নি ও সোমও তদ্রূপভাবাপন্ন। এবং ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পরের উপঘাত বিধান করে। দিবা ও রাত্রি এই উভয়ের মধ্যে একতরের বিনাশ হইলে, যেমন অপরের উৎপত্তি হয়, ইহারাও তদ্রূপ। তেজের অভাব হইলেই শৈত্যের উদয় হয়। তদ্রূপ পরিণামই ইহার কারণ। জল বিনষ্ট হইলে, তেজের উদ্ভব হয়। অতএব জলই তেজের কারণ। যেরূপ অন্ধকার ও আলোক এই উভয়ের যোগে অহোরাত্রির সঞ্চার হয়, তদ্রূপ চৈতন্য ও জাড্য দ্বারা জগতের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই নির্ম্মল চিৎ-সূর্য্যের দর্শন হইলে, সংসারসম্ভূত অন্ধকারের বিনাশ হয়। যেখানে মুখের বহির্দেশে দ্বাদশাঙ্গুল প্রদেশে অপানরূপচন্দ্রের ষোড়শী কলার ক্ষয় হয়, তুমি বাহ্য কুম্ভক সহায়ে মনোনিগ্রহপুরঃসর সেই স্থলেই বদ্ধপদ ও স্থির হইয়া, অবস্থান কর। এবং অপানরূপ চন্দ্র যে হৃদয়া-

কাশে শুদ্ধচিৎস্বরূপ কলাতে বিরাজ করে, তুমি তাহাতেই বদ্ধপদ হও।

চতুর্ব্বিংশাধিক শততম সর্গ। (পরশরীরে প্রবেশযোগাদি কথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! যোগীরা যেরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট হন, অধুনা. তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হৃৎপদ্মকোষের উর্দ্ধে বিদ্যুদ্বৎ প্রস্ফুরিত জঠরানলশিখা মধ্যে পরমাত্মা বিরাজ করেন। এই সংবিৎরূপ অনল সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত করিয়া, বর্দ্ধিত হইতেছে। উহা দেহের বহির্ভূত হইয়া আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করে। অনন্তর পার্থিব ও আতিবাহিত উভয় দেহই ত্যাগ করিয়া, বিক্ষোভিত প্রাণ কর্ত্তৃক উপসংহৃত ও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তখন কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না নাড়ী ত্যাগ করিয়া উল্লিখিত আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করত স্বেচ্ছাবিহারপুরঃসর অন্তরে প্রস্ফুরিত হয়েন। এবং মৃণাল, শৈল তৃণ, স্বর্গ ও ভূতল ইত্যাদি যথোপযুক্ত স্থলে গমন করেন। এইরূপে তিনি মেরু হইতে তৃণ পর্য্যন্ত ইচ্ছামত আকার ধারণ করিয়া থাকেন।

সেই যে এক চিন্মাত্র আছেন, তিনি সংকল্পবশে কলুষিত হইলেই জীবভাব আশ্রয় করেন। এবং জ্ঞানদীপ সহায়ে সম্যক আলোক প্রাপ্ত হইলে, সংকল্পমোহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। সংকল্পের ক্ষয় হইলে, তৈলক্ষয়ে দীপের ন্যায় এই দেহাদির নির্ব্বাণদশা উপস্থিত হয়। নিদ্রার অবসানে যেমন স্বপ্নদর্শন সম্ভব নহে, তদ্রূপ সত্যসাক্ষাৎকার সংঘটিত হইলে, জীবের আর দেহ দর্শন হয় না। একমাত্র পরম তত্ত্বের ভাবনা করিলেই দেহহীন, শ্রীমান্ ও সুখী হওয়া যায়। আত্মাতে আত্মভাব আশ্রয় করিয়া আমিই নির্ম্মল ও নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ, এই প্রকার জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইলে, হৃদয়গুহাস্থ অন্ধকার দূর হয়। আত্মস্বরূপ বিদিত হইলে, যেরূপে যাহা ভাবনা করা যায়, আশু তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনঘ! রেচকযোগসহায়ে জীবকে কুণ্ডলিনী গৃহ হইতে বহির্গত

করিয়া পরশরীরে প্রবেশিত করিলে, এই দেহ কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ স্পন্দহীন ও পরিত্যক্ত হয়। যোগিগণ এই রূপে পরশরীরে প্রবেশ করিয়া অভিমত ভোগলাভানন্তর, স্বকীয় পূর্ব্ব দেহ বিদ্যমান থাকিলে, তাহাতে পুনরায় প্রবেশ করেন, কিম্বা ইচ্ছা হইলে, অন্যান্য দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক অভিমত সময় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ফলতঃ, জীব চিৎপ্রকাশরূপ ভোগৈশ্বর্য্য সহায়ে সকলদোষবির্নিমুক্ত ও স্বকীয় স্বরূপ সুবিদিত হইয়া, যাহা যাহা করেন, অচিরাৎ তাহাই প্রাপ্ত হন। ইহারই নাম নিরাবরণপদ বা নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতা।

পঞ্চবিংশাধিক শততম সর্গ। (আত্মাই আত্মলাভের উপায়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অধুনা প্রস্তুত বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক: শ্রবণ কর। সেই রাজগেহিনী চূড়ালা পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রাণধারণাদি দৃঢ়তর অভ্যাসযোগ সহায়ে অণিমাদি গুণৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া আকাশমার্গ দ্বারা সাগরগর্ভে অবগাহন করিলেন। মোহমালিন্য ও তাপত্রয়ের উপশম হওয়াতে, তাঁহার আশয় অতিমাত্র নির্ম্মল ও শীতল হইয়াছিল। তদবস্থায় তিনি কখন বসুধাপীঠে বিচরণ, কখন লক্ষ্মীর ন্যায় ক্ষণমধ্যে ভর্ত্তার হৃদয়ে ও চিত্তে আগমন, কখন সাক্ষাৎ সম্পত্তির ন্যায় স্বকীয় রাষ্ট্রে পরিক্রমণ, কখন মেঘমালার ন্যায় গিরিমালা মধ্যে ভ্রমণ, কখন কাষ্ঠে, তৃণে, উপলে, ভূমণ্ডলে, গগনতলে, অনলে, অনিলে ও জলে নির্ব্বিঘ্নে অবগাহন, কখন মেরুশিখরে, লোকপালপুর-সমূহে ও দিকসকলের মধ্যস্থিত সুপ্রসিদ্ধ ভুবনরন্ধ্রসকলে যথা সুখে বিচরণ, এবং কখন তির্য্যক, ভূত ও পিশাচাদির সহিত, কখন সুর, অসুর ও নাগগণের সহিত ও কখন বা বিদ্যাধর, অপ্সর ও সিদ্ধগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

তিনি যত্নসহকারে নানাপ্রকারে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া ভর্ত্তাকে বিশিষ্ট রূপে প্রতিবোধিত করিলেন। কিন্তু শিখিধ্বজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আপনার গৃহিণী সেই চূড়ালাকে জ্ঞানবিমুগ্ধা বলিয়া জানিতেন। বালক যেমন বিদ্যার, তিনিও

তেমন চূড়ালার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এবং চূড়ালাও তাঁহাকে সিদ্ধিশ্রী প্রদান করিতে সমর্থা হন নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! চূড়ালা অতিমাত্র সিদ্ধিশালিনী ও যোগবিজ্ঞানপারদর্শিনী ছিলেন। তথাপি, রাজাকে প্রবোধপ্রদানে সমর্থা হন নাই, ইহার হেতু কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! উপদেশ দ্বারা কেবল ব্যবস্থাক্রম বিদিত হওয়া যায়। শিষ্যের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই জ্ঞপ্তির একমাত্র সাধন। পরোক্ষ জ্ঞান বা স্বর্গভোগাদি পুণ্য দ্বারা জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মকে বিদিত হওয়া সাধ্য নহে। সর্পের পদ আছে, সর্প যেমন স্বয়ং ইহা অবগত তদ্রূপ আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারা যায়।

বিন্ধ্যকচ্ছে ধনধান্যসম্পন্ন অতিমাত্রকৃপণস্বভাব কোন কিরাট বাস করিতেন। একদা স্থানান্তরগমনসময়ে বিন্ধ্যগিরির তৃণবহুল জঙ্গলে তাঁহার একটি কপর্দ্দক পতিত হইলে, তিনি তত্রত্য তৃণ-তুষাদিপরিষ্করণ পূর্ব্বক ক্রমাগত তিন দিন যত্নসহকারে সেই কপর্দ্দ-কের অন্বেষণ করিলেন। তিন দিন পরে পূর্ণেন্দুবিম্বসদৃশ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরমসুখে গৃহে গমন পূর্ব্বক সেই চিন্তামণি দ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও সর্ব্বসুখসমাবৃত্তি হইবে, চিন্তা করিয়া শান্ত হৃদয়ে বাস করিতে লাগিলেন। বৎস রামভদ্র! কিরাট যেমন কপর্দ্দকের অন্বেষণপ্রসঙ্গে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, গুরুর উপদেশ দ্বারা তদ্রূপ পরোক্ষজ্ঞান চর্চা করিলে, সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত ব্রহ্মস্বরূপ আত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

ষড়বিংশাধিক শততম সর্গ। (বৈরাগ্য ও প্রব্রজ্যাস্বরূপ বর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যেখানে তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, সেইখানেই মোহের প্রাদুর্ভাব ও সুখের অসদ্ভাব। রাজা শিখিধ্বজেরও অবিকল ঐরূপ ঘটিল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মোহে আচ্ছন্ন ও দুঃখরূপ দহনে দহ্যমান হইলে, সেই অতুল রাজ্যবিভব তাঁহার সন্তোষসম্পাদনে সমর্থ হইল না। তিনি শান্তি লাভ মানসে কখন

নির্জ্জনে, কখন নিঝ্ঝরে ও কখন বা গিরিকুহরে অবস্থা , কখন দেব ও দ্বিজাতিদিগকে গো, ভূমি ও হিরণ্যাদি প্রদান, কখন কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান এবং কখন বা তীর্থ, বন ও আয়তনাদিতে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মতেই শোকের ও অসুখের হস্ত পরিহার করিতে পারিলেন না। তিনি একদা নির্জ্জনে অঙ্কসনারূঢ়া চূড়ালাকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! চিরকাল রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, আমার মন অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যে বাস্তবিক সুখ বা প্রীতি নাই। থাকিলে. আমার তাহা হইত। অধুনা আমি অরণ্যে গমন করিব। মোহ, ব্যামোহ, সুখ, দুঃখ, সংগ্রামে প্রাণিহত্যা ইত্যাদি, অরণ্যবাসী ঋষিদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। অতএব আমি নির্জ্জন বনবীথিতে গমন করিব। ঐ বনবীথি, তোমার ন্যায়, স্তবকরূপ স্তন, রক্তপল্লবরূপ পাণি, মঞ্জরীরূপ রত্নমালা, পরাগরূপ অঙ্গরাগ, কুসুমরূপ ভূষণ, ষট্পদশ্রেণীরূপ লোচন, এবং মৃগশিশুরূপ সন্ততি সহায়ে আমার প্রীতিসমুদ্ভাবন করিবে। মন নির্জ্জনে যেরূপ নিশ্চিন্ত হয়, ব্রহ্মার বা ইন্দ্রের ভবনেও সেরূপ হয় না। অতএব তুমি আমার এই সাধু ইচ্ছার ব্যাঘাত করিও না। তোমার ন্যায় কুলস্ত্রীরা স্বামীর ইচ্ছার ব্যাঘাতকারিণী হয় না। চূড়ালা কহিলেন, নাথ! যে সময়ের যাহা, তাহা সেই সময়ে করিলে, শোভা পায়, অপর সময়ে নহে। জরাজরঠ ব্যক্তিদিগেরই বনবাস উপযুক্ত, যুবাদিগের নহে। বিশেষতঃ যথাসময়ে প্রজাপালনরূপ পরমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, রাজাকে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব আপনি অরণ্যে গমন করিবেন না। শিখিধ্বজ কহিলেন, অয়ি উৎপলপত্রাক্ষি! আমি নিশ্চয়ই বনগমন করিব, তোমার এই বিঘ্ন আমার অভিমত নহে। অধুনা, তুমিই রাজ্য পালন কর। বনবাস পুরুষের পক্ষেও সহজ নহে। তুমি বালা, কিরূপে তাহাতে সক্ষম হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন রাজা শিখিধ্বজ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর

স্নান করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ঐ সময়ে দিবাকর স্বীয় বিপুল স্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, শিখিধ্বজের অনুগামিনী চূড়ালার ন্যায় প্রভা তাঁহার অনুগমন করিল। অনন্তর যামিনী সমাগত ও যৌবন প্রাপ্ত হইলে, রাজা শিখিধ্বজ সায়ংকৃত্যসমাধানানন্তর চূড়ালার সহিত মনোরম শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশে জনপদ সকল নিস্তব্ধ হইলে, কামলাংশুকধারিণী চূড়ালাও গাঢ়তর নিদ্রায় আচ্ছন্না হইলেন। রাজা শিখিধ্বজ এই শুভ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, সেই প্রসুপ্তা দয়িতাকে অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। এবং অনুগতবর্গকে দুষ্টনিগ্রহার্থ গমন করিব, এইপ্রকার কহিয়া, রাজলক্ষ্মীকে নমস্কার করিয়া, মণ্ডল হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর গভীর অরণ্যানীতে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই রজনী যাপন করিয়া, পর দিন এইরূপে গ্রাম ও অরণ্য আশ্রয় করিয়া, অতিবাহিত করিলেন।

এই প্রকারে দ্বাদশ রাত্রি পর্য্যবসিত হইলে, তিনি মন্দর ভূধরের তটবর্ত্তী নিবিড় দুর্গম অরণ্যে সমাগত হইলেন। তিনি তত্রত্য স্থান এক শাদ্বলশ্যামল, স্নিগ্ধ, সুশীতল, ফলকুসুমবহুল, সলিলসিক্ত, পবিত্র প্রদেশে পর্ণশালানির্ম্মাণপূর্ব্বক, সেই মঠিকামন্দিরে মসৃণ বেণুদণ্ড, ফলভোজনভাজন, পুষ্পভাণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষমালা, অর্ঘপাত্র, মৃগচর্ম্ম, কন্থা ও তপস্যার উপযোগী অন্যান্য বস্তু সকল স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিনি জপহোমপরায়ণ তপস্বী হইয়া, পূর্ব্বানুভূত নবনৃপতিবিলাস বিস্মরণপূর্ব্বক, সেই মঠিকানিলয়ে অখিন্ন হৃদয়ে দিবস যাপন করিলেন। বিবেকের উদয় হইলে, অতি দরিদ্রও সম্পদের প্রার্থী হয় না।

সপ্ত বিংশাধিক শততম সর্গ। (স্বভাব সর্ব্বোপরি বলবান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সেই নিশীথসময়ে শিখিধ্বজ সেইরূপে প্রস্থান করিলে, চূড়ালা সহসা জাগরিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, শয্যা শূন্য রহিয়াছে। তন্নিবন্ধন, ভাস্করশূন্য, পূর্ণচন্দ্রশূন্য আকাশের

ন্যায় তাহার সমুদায় শোভাবিভব তিরোহিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি দাবদহনদগ্ধা হরিণীর ন্যায় চঞ্চলা ও ব্যাকুলা হইয়া, ম্লানবদনে ও খিন্ন হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নীহারধূসরা দিনশ্রীর ন্যায়, আকুল আবিল অপ্রসন্ন ভাবে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় কি কষ্ট! প্রভু রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছেন। আমি আর এখানে থাকিয়া কি করিব! তাঁহারই অনুগামিনী হইব। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বামীই স্ত্রীর পরম গতি।

এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি উত্থান পূর্ব্বক বায়ুবন্ধ্রযোগে আকাশে গমন করিয়া, দেখিলেন, শিখিধ্বজ খড়্গহস্তে একান্তে বিচরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি স্বামীর অবশ্যম্ভাবিনী ভবিতব্যতা চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া, পুরোভাগে তাহা দর্শনপূর্ব্বক তদনুরূপ অনুষ্ঠান জন্য আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। এবং অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক, নরপতি কার্য্যবিশেষবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, এই প্রকার বাক্যে পৌরদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, স্বয়ং সর্ব্বত্র সমদর্শিনী হইয়া স্বামীর সেই রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে অরণ্যে ও গৃহে অবস্থিতি করিয়া, সেই রাজদম্পতির অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইলে, বহুকালপর্য্যবসানে শিখিধ্বজ জরাক্রান্ত হইলেন। তৎসহকারে তাঁহার রাগাদির পরিপাক দশা উপস্থিত হইলে, চূড়ালা তদ্দর্শনে, ইহাই আমার স্বামিসমীপগমনের উপযুক্ত সময়, বিবেচনা করিয়া, রজনীযোগে অন্তপুর হইতে বহির্গত ও আকাশে উত্থিত হইলেন। এবং নন্দনোদ্যাননিলয়া সিদ্ধাভিসারিকাদিগকে সন্দর্শন পূর্ব্বক বায়ু ভরে গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমার বিবেক সমুদিত হইয়াছে। তথাপি স্বামির জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। বুঝিলাম, শরীরিগণের স্বভাব আজীবন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এই কারণেই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি প্রকৃত জ্ঞানের পথবর্ত্তিনী হইয়াছি। তথাপি, এই মৃদু মন্দ গন্ধবহ, এই সুশীতল

চন্দ্রকিরণসমূহ এবং এই বনবীথিকা আমাকে উৎকণ্ঠিতা করিতেছে। অনন্তর চূড়ালা আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, অয়ি মুগ্ধে! যদি তোমার স্বামীশরীর আলিঙ্গনাদি করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ কর। কেন না, বলবতী জরা অধুনা তাঁহার দেহ গ্রাস করিয়াছে। উহাতে আর কিছুই মনোহারিতা বা প্রীতিকারিতা নাই। অধুনা তিনি তপস্বী হইয়াছেন; তাঁহার কলেবর ক্ষীণ ও বাসনাও বিলীন হইয়াছে। আর তাঁহার রাজ্যাদিভোগে কিছুমাত্র মন বা আসক্তি নাই। তিনি সর্ব্বথা নীরস শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায়, বিরাজ করিতেছেন। অতএব তোমার উৎকণ্ঠার বিষয় কি? আহা, কি সৌভাগ্য! বহুকালের পর আমি কৃতমনোরথ হইলাম। যেহেতু আমার স্বামী তত্ত্বজ্ঞানের উদয়বশতঃ আমার তুল্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমার সমুদয় আনন্দের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান আনন্দ। অতঃপর আমরা সমান মনোবৃত্তির সঙ্গমরূপ পরম সুখ আস্বাদন করিব।

অষ্টাবিংশাধিক শততম সর্গ। (যোগবলনির্ব্বাচন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! পতিব্রতা চূড়ালা এইপ্রকার চিন্তানন্তর মন্দরকন্দরে আগমন ও অলক্ষিত ভাবে অরণ্য মধ্যে অবগাহন করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার স্বামী নির্জ্জন প্রদেশে পর্ণশালানির্ম্মাণপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সে হার, কেয়ূর ও কুণ্ডলাদি নাই। তাঁহার দেহ কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ ও জীর্ণ পর্ণের সদৃশ ভাবাপন্ন। তিনি এখন বৃষ্টির জলে স্নান করেন, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করেন, ধরাসনে উপবেশন করেন, পূজার জন্য স্বহস্তে পুষ্পমালা গ্রন্থন করেন এবং জটাজুট ধারণ করেন। আর তাঁহার সে রাজবেশ নাই। ক্ষুধা হইলে, ফলমূল আহার করেন, কখন বা তাহা নাও করেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

অনবদ্যাঙ্গী চূড়ালা তদবস্থ স্বামীকে দর্শন করিয়া, বিষণ্ণ হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! কি মূর্খতা। মূর্খতার প্রভাবে

লোকের এইপ্রকার দুরবস্থারই আবিষ্কার হইয়া থাকে! অতএব আমার স্বামী যাহাতে অদ্যই বিদিতবেদ্য হইয়া, ভোগমোক্ষশ্রী লাভ করেন, অবশ্যই তাহা করিব। ইহাঁর মতি এখন কর্ম্মবশে পরিপক্ক হইয়াছে। অতত্রব ইহাঁর নির্মল হৃদয়ে স্বীয় তত্ত্ব প্রতিফলিত হইবে। আমি তাপসবেশ ধারণ করিয়া, ক্ষণমধ্যেই ইহাঁকে প্রবোধিত করিব।

এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি ধ্যানপরায়ণা হইয়া, ক্ষণমধ্যেই দিব্য ব্রাহ্মণকুমাররূপ ধারণ করিয়া, সহাস্য আস্যে সেই বিপিন মধ্যে স্বামীর পুরোভাগে সমাগতা হইলেন। যোগের অসাধ্য কিছুই নাই।

শিখিধ্বজ কুণ্ডলমণ্ডিত মনোজ্ঞ মুখমণ্ডলে অলঙ্কৃত, কান্তার উপশান্তিজনক কমনীয় কলেবরে বিরাজিত, গঙ্গাপ্রবাহের অন্তর্লীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চঞ্চল স্বভাবের বিষয়ীভূত, গলিত-হরিতাল-দ্যুতি-লাঞ্ছিত সুশোভন শ্বেত বসন ও সুন্দর যজ্ঞোপবীতে পবিত্র, প্রকোষ্ঠপরিব্যাপিনী ভূতল-বিলম্বিনী অক্ষমালায় পরিশোভিত, ইন্দ্রিয়বাজির অবশীকৃত, অতিবল ও অতিতেজে অলঙ্কৃত, লোকসুন্দর সেই দ্বিজকুমারকে দর্শন করিয়া, দেবকুমার বোধে পাদুকাত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর, হে দেবকুমার! আপনাকে নমস্কার, এই আসন গ্রহণ করুন, এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর পত্রনির্ম্মিত আসন প্রদান করিয়া, কুমুদখণ্ডপল্লবে হিমকণার ন্যায়, তদীয় করতলে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (নারদের উপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! অনন্তর সেই দেবপুত্র, রাজর্ষে! আপনাকে নমস্কার, এই প্রকার কহিয়া, আসন পরিগ্রহ করিলে, শিখিধ্বজ সবিনয়ে কহিলেন, মহাভাগ! আপনি কে? কোথা হইতে আসিলেন? আপনার দর্শনে অদ্য আমার দিন সার্থক ও জন্ম সার্থক হইল। অধুনা, এই পাদ্য ও এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

তাপসরূপিণী চূড়ালা বলিলেন, আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু কুত্রাপি এরূপ পূজা প্রাপ্ত হই নাই। অনঘ। আমার বোধ হইতেছে, আপনি এই অনুরূপ বিনয়বলে চিরঞ্জীবী হইবেন। আপনি ফলকামনাপরিহারপূর্ব্বক প্রশান্ত হৃদয়ে নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য কি তপঃসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বনবাস যতি ও ঋষিদিগেরই ব্রত। আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক ইহার আশ্রয় করা, অসিধারার ন্যায়, অত্যন্ত ক্লেশজনক।

শিখিধ্বজ কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবতা, সুতরাং সকলই অবগত, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার বোধ হয়, আপনার এই অঙ্গ সমুদায় সাক্ষাৎ চন্দের অংশে সংঘটিত, আপনার সর্ব্বশরীরও যেন অমৃতে অভিষিক্ত। আপনার পূজা জন্য সংগৃহীত এই সমুদায় বিচিত্র কুসুম ভবদীয় অঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়া, সর্ব্বথা কৃতার্থ হউক। এবং আমিও অভ্যাগতপূজা করিয়া, জীবন সার্থক করি। ভগবন্! আপনি কে? কাহার পুত্র? শুদ্ধ আমাকেই অনুগ্রহ করিবার জন্য আসিয়াছেন, না, অন্যবিধ উদ্দেশ্য আছে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! যেখানে সর্ব্বলোকপাবনী ভগবতী জহ্নুনন্দিনী মেরুলক্ষ্মীর বিকশিত হার লতার ন্যায়, পরম শোভা বিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে প্রবাহিতা হইতেছেন, সেই মেরুগুহায় উপবিষ্ট শুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদ একদা ধ্যানাবসানে, বলয় নিনাদ সংস্কৃত কেলিকোলাহল শ্রবণ করিলেন। উহা কি, জানিবার জন্য কুতূহলপ্রায় হইয়া, নদীর দিকে দৃষ্টিসঞ্চারপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, রম্ভা ও তিলোত্তমার ন্যায়, ললনারা জলক্রীড়া করিয়া, জল হইতে নির্গত হইতেছে। তাহারা সকলেই নগ্ন। তাহাদের উরুদেশ গলিত-কাঞ্চন-প্রবাহাতিশয়-সদৃশ এবং কন্দর্পমন্দিরের সাক্ষাৎ স্তম্ভ-স্বরূপ। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, মূর্ত্তিমান্ লাবণ্যরসপ্রবাহের ন্যায়, বিরাজ করিতেছে। তাহাদের নিতম্ব কামদেবের নন্দনোদ্যানবিহারের রথস্বরূপ। তাহারা সেই নিবিড় নিতম্ব রূপ সেতু দ্বারা গঙ্গাপ্রবাহকে যেন রুদ্ধ করিয়া, উৎপথে প্রেরণ করিতেছে।

তাহাদের কলেবর অতিশয় স্বচ্ছভাবাপন্না এইজন্য পরস্পর পরস্পরের আদর্শ স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে। সংবৎসর যাহার স্কন্ধ, পক্ষ যাহার পল্লব, ঋতু সকল যাহার লতাব্রততি, দিনশ্রী যাহার কলিকা, আলোক যাহার পরাগ, সপ্তসাগর যাহার আলবাল, সেই কালরূপ কল্পতরু হইতে ঐ সকল ললনার জন্ম হইয়াছে। ঈদৃশ সর্ব্বলোকাতিশয় সৌন্দর্য্যশালী ললনাদিগকে দর্শন করিয়া দেবর্ষি নারদের বিবেক বিগলিত, এবং তৎসহকারে পার্থিব ভোগানন্দের আবির্ভাববশতঃ রেতঃ স্খলিত হইল।

শিখিধ্বজ কহিলেন, যাঁহার রাগ নাই, স্পৃহা নাই, উপমা নাই, সেই বহুজ্ঞ ও জীবন্মুক্ত নারদের রেতঃস্খলন অতীব বিচিত্র ঘটনা।

ত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (সুখবিচার)।

চূড়ালা কহিলেন, মহারাজ! জগতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে। এই কারণে কি দেব, কি মনুষ্য, কি ইতর প্রাণী, সকলেরই দেহ স্বভাবতঃ অজ্ঞ ও তজ্জ্ঞভেদে দ্বিবিধ ভাবাপন্ন। তন্মধ্যে দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, কোন পদার্থ হইতে সুখ সমুৎপন্ন এবং নিশাযোগে অন্ধকারের ন্যায় কোন কোন পদার্থ হইতে দুঃখ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। সত্যস্বরূপ নির্ম্মল তত্ত্ব নিমেষমাত্র ও বিস্মৃত হইলে, বিবিধ দৃশ্যদর্শন সংঘটিত ও তৎসহকারে অসুখের পথ উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে এবং নিমেষমাত্র বিস্মৃত না হইয়া, সর্ব্বদা সেই সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, এই দৃশ্য-পিশাচ পলায়িতও সুখের শতদ্বার আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। আলোক ও অন্ধকার যেরূপ অহোরাত্রির স্বরূপ, সুখ দুঃখও তদ্রূপ শরীরের স্থিতি স্বরূপ। এইপ্রকার ক্রমযোগ দ্বারাই বন্ধ ও মোক্ষ ব্যবস্থিত হইয়াছে।

শিখিধ্বজ কহিলেন, প্রভো! আপনার বাক্য অতি উদার অতএব পুনরায় কীর্ত্তন করুন, দূরস্থ বস্তুর জন্য এবং সন্নিহিত লাভ ও নাশাদির নিমিত্ত কি রূপে সুখদুঃখ সংঘটিত হয়?

চূড়ালা কহিলেন, রাজন্! সন্নিহিত বিষয়ে শরীর, চক্ষু ও হস্ত

দ্বারা এবং দূরস্থ বিষয়ে শব্দ ও অনুমানাদি দ্বারা সুখদুঃখের অনুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। বালিকার ন্যায় আত্মতত্ত্বের অনভিজ্ঞা হৃদ্গতা বুদ্ধিক্ষুব্ধা হইলে, সংবিৎ ক্ষুব্ধা হইয়া কুণ্ডলীস্থিত জীবে আবির্ভূত হয়। মূলে জলসেক করিলে, সেই জল যেমন নাড়ী দ্বারা বৃক্ষাদির শরীরে অনুপ্রবেশ করে, তদ্রূপ বিষয়সংবন্ধ নাড়ী দ্বারা জীবে সমাবিষ্ট হইয়া, সুখ দুঃখ সমুৎপাদিত করে। এইরূপ নাড়ীমার্গ দ্বারা বিষয়সংস্পর্শ জীবে সংক্রমিত না হইলে, কোন মতেই দুঃখাদির অনুভব হয় না। ইহার নাম মুক্তাবস্থা। শুদ্ধ আত্মা দ্বারা আত্মাকে অবগত হইলে, সুখদুঃখাদির অনুভব করিতে হয় না। ইহারই নাম বিশ্রান্তি বাচয়ম শান্তি। সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই, এই আমি বৃথা রহিয়াছে, এইপ্রকার প্রবোধসহকারই নির্ব্বাণ ও শান্তি সংঘটিত করে।

শিখিধ্বজ কহিলেন, জীবের কিরূপে বীর্য্যচ্যুতি হয়?

চূড়ালা কহিলেন, মহাভাগ! পত্র বা ফলাদির বৃন্ত ছেদন করিলে, যেরূপ অন্তর্গত বায়ুর স্পন্দনবশতঃ তাহার অন্তরস্থ জলাংশ তৎক্ষণে বহির্গত হয়, তদ্রূপ জীব ক্ষুব্ধ হইলে, বায়ুস্পন্দন দ্বারা মেদান্তর্গত মজ্জাসার স্বরূপ স্বীয় সূক্ষ্ম অংশ পরিত্যাগ করেন। এই অংশ, সমুদায় অঙ্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া, নাড়ী দ্বারা অধোভাগে অর্থাৎ মূলাধারে সমাগত ও বহির্ভাগে নিপতিত হইয়া থাকে। ইহাই স্বভাবের নিয়ম।

শিখিধ্বজ কহিলেন, স্বভাব কাহাকে বলে?

চূড়ালা কহিলেন, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় ঘটপটাদি যেরূপ পদার্থস্বভাবে প্রস্ফুরিত হন, সেই সকল পদার্থ অদ্যাপি সেই স্বভাবেই আছে। পণ্ডিতেরা ইহাকেই স্বভাব বলেন। এই প্রকার স্বভাববশেই এই বিশ্বজগতে অণ্ডজাদি বিবিধ দেহ ভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে জ্ঞানদেহ সকল বাসনার ক্ষয়বশতঃ পুনর্জ্জন্মবিহীন এবং ইতর দেহ সকল ভোগে অত্যন্ত আস্থাবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।

একত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (কুম্ভজন্ম ও যোগমাহাত্ম্য বর্ণন)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, আপনার উদার ও মহার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া পীতামৃত ব্যক্তির ন্যায় আমার অন্তর পরম শীতল হইয়াছে। অধুনা সংক্ষেপে স্বীয় জন্মবৃত্ত কীর্ত্তন করুন।

চূড়ালা কহিলেন, অনন্তর দেবর্ষি নারদ বিশুদ্ধ বুদ্ধি রূপ রজ্জু দ্বারা মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গকে বিবেকরূপ আলানে বন্ধন করিয়া, পারদ ও রূপ্যাদি শম্ভুবীর্য্যের সদৃশ, চন্দ্রোপম সেই বীর্য্য পার্শ্ববর্ত্তি স্ফটিক কুম্ভে ন্যস্ত করিলেন। ঐ কুম্ভ অতি স্থূল, দৃঢ় ও উপলঘাতসহ এবং গম্ভীরকুক্ষিবিশিষ্ট। তিনি সঙ্কল্পসৃষ্ট ক্ষীর দ্বারা ঐরূপে সেই কুম্ভ পূর্ণ করিলে, সেই শুভ গর্ভ মাসমধ্যে বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর কালসহকারে উহা হইতে বসন্তকালীন-পুষ্পপরাগপ্রতিম, পূর্ণপ্রভাকর সপ্রভ, পদ্মপলাশলোচন, সর্ব্বাঙ্গসুসম্পন্ন এক অনুপম পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। এবং শুক্লপক্ষীয় শশির ন্যায়, কতিপয় বাসর মধ্যেই বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। দেবর্ষি নারদ যথাবিধানে তাহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার সম্পাদন পুরঃসর তাহাকে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত ও আপনার প্রতিবিম্ব স্বরূপ করিলেন।

অনন্তর নারদ সেই পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় জনক ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। পিতামহ পরম প্রীত হইয়া সেই জ্ঞানপারগ সর্ব্বজ্ঞ পৌত্রের নাম কুম্ভ রাখিলেন। আমি সেই কুম্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই জন্য নাম কুম্ভ। লীলাবিলাসপরায়ণ বেদচতুষ্টয় আমার সুহৃৎ, সরস্বতী আমার জননী, গায়ত্রী আমার মাতৃস্বসা, ব্রহ্মলোক আমার গৃহ। আমি নিত্য তথায় সুখে অবস্থিতি করি। আমি সর্ব্বথা আপ্তকাম। এই জন্য লীলাবশেই এই জগতে ভ্রমণ করি। নতুবা, আমার কোন উদ্দেশ্য বা অনুরোধ নাই। ভূলোকসঞ্চরণকালে আমার পদ মহীতল স্পর্শ করে না। আমার অঙ্গ সকলও কখন রজঃস্পৃষ্ট এবং শরীরও কখন গ্লানিবিশিষ্ট হয় না। অদ্য আমি আকাশগমনপ্রসঙ্গে আপনাকে দর্শন করিয়া এখানে আগমন করিলাম।

আর্য্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্যবহারদক্ষ সাধুগণ তাহার যথাযথ উত্তর করেন। এই জন্য আমি সমস্ত সবিশেষ কহিলাম।

দ্বাত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (জ্ঞানযোগমাহাত্ম্যবর্ণন)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, দেব! আমার বোধ হয়, আপনি আমার জন্মপরম্পরাসঞ্চিতপুণ্যপুঞ্জস্বরূপ, এই মন্দরভূধরে পদার্পণ করিয়াছেন। সাধুসমাগম রাগাদি অপনোদন করিয়া, দরিদ্রাদিরও ব্রহ্মানন্দ সুখ সমুদ্ভাবন করে; রাজ্যাদির সেরূপ ক্ষমতা কোথায়?

চূড়ালা কহিলেন, আমি সমস্তই বলিলাম। অধুনা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? কত দিন এই বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন?

শিখিধ্বজ কহিলেন, আপনি দেবপুত্র, সকলই জানেন। আমার নাম শিখিধ্বজ। আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়া বনান্তর আশ্রয় করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ সুখ, পুনঃ পুনঃ দুঃখ, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু আপনার ন্যায় ব্যক্তিকেও আক্রমণ করে। এই জন্যই আমি তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু নির্ধন যেমন নিধি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি দিগন্তভ্রমণ ও তপশ্চরণ করিয়াও, বিশ্রামলাভে সমর্থ হই নাই। অয়ি তত্ত্বজ্ঞ! আমি ফললাভে বঞ্চিত, সাধুসঙ্গবিবর্জ্জিত ও সহায়বিরহিত হইয়া এই অরণ্যপ্রান্তরে কীটনিষ্কুশিত তরুর ন্যায়, শুষ্ক হইতেছি। এবং দেব ও অতিথি পূজা ও উপবাসাদি পুণ্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াও, দুঃখ হইতে দুঃখরাশিতে পতিত হইতেছি। অমৃতও আমার বিষবৎ বোধ হইতেছে।

চূড়ালা কহিলেন, আমি পূর্ব্বে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্রিয়া ও জ্ঞানের মধ্যে কোনটি মুক্তিজনক, কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তি। অতএব তাহাই বিদিত হওয়া বিধেয়। দেখ, ক্রিয়া কেবল কালাতিবাহ ও বিনোদেরই নিমিত্ত, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই পরম আশ্রয় স্বরূপ। যেখানে বাসনা, সেইখানেই বিবিধ ক্রিয়া। জ্ঞানী জনের বাসনা নাই। এই জন্য কোনপ্রকার ক্রিয়ারও আবশ্যকতা নাই। কাস লতায় যেমন ফল

হয় না, সেইরূপ, বাসনাহীন ক্রিয়াও নিষ্ফল হইয়া থাকে। সকলই ব্রহ্ম, এই প্রকার ভাবনাবলে, মূর্খতার ক্ষয় হইলে বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। এবং বাসনার ক্ষয়মাত্রেই জীবের জরা মরণ বিদূরিত ও পুনর্জন্ম অপনীত এবং পুরুষার্থরূপ পরম পদ পরিগত হয়।

স্বয়ং পিতামহ বলিয়াছেন, জ্ঞানই পরম শ্রেয়ঃ। অতএব আপনি কিজন্য অজ্ঞানীর ন্যায়, তপস্যাকেই মোক্ষের কারণ বোধে আশ্রয় করিয়াছেন? কিজন্য এখানে আসন, এখানে কমণ্ডলু ইত্যাদি অনর্থপরম্পরার অনুসরণ করিতেছেন। এবং কি জন্যই বা বন্ধ ও মোক্ষের মীমাংসা না করিয়া বৃথা অবস্থিতি করিতেছেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, চূড়ালার এবংবিধ উপদেশে প্রবোধ সঞ্চারিত হইলে, শিখিধ্বজ অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, অহো! অদ্য আমি বহু কালের পর প্রতিবোধিত হইলাম। আমি মূর্খতাবশতই এতদিন সাধুসঙ্গবিবর্জ্জিত ও অবশভাবাপন্ন হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছিলাম। অয়ি বরানন! আপনি আমার গুরু, পিতা ও সুহৃৎ। আমি আপনার কৃপাভাজন ও শিষ্য। আপনার চরণে নমস্কার। যাহাকে জানিলে, শোক দূর ও পরমনির্বৃতি লাভ হয়, আপনি সেই ব্রহ্মকে বিদিত আছেন। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আশু আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন। জ্ঞান অনেকপ্রকার। তন্মধ্যে কোন্ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও আশু মুক্তিজনক? চূড়ালা কহিলেন, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন। যেহেতু, আস্থাহীন হইলে, বক্তা ও প্রশ্নকর্ত্তা উভয়েরই বাক্য নিষ্ফল হয়। বালক যেমন পিতার বাক্যকে প্রমাণান্তররহিত বলিয়া গ্রহণ করে, আপনি তদ্রূপ আমার কথা শ্রবণ করুন।

ত্রয়স্ত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (মূর্খতাই সাক্ষাৎ বঞ্চনা)।

চূড়ালা কহিলেন, কোন স্থানে এক পুরুষ আছেন। তিনি শ্রীমান্, সকল কলার জ্ঞানবান, অস্ত্রকুশল, ব্যবহারবিচক্ষণ, এবং সাগর যেমন জল ও বড়বানল ইত্যাদি পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুর স্থান,

তিনিও তদ্রূপ বৈরাগ্য, সর্ব্বত্যাগ, উদারতা প্রভৃতি গুণ ও সম্পদ ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তু সকলের আস্পদ। তিনি সমুদায় সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি, পরমাত্মপদ বিদিত নহেন। ।তনি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকৃত তপস্যা ও জপাদি সহায়ে চিন্তামণিসংগ্রহে প্রবৃত্ত ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। উদ্যোগী পুরুষের কিছুই অসাধ্য নাই। অকিঞ্চন ব্যক্তিও উদ্যোগ সহায়ে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। একদা তিনি আপনার পুরোভাগে হস্তমাত্রপ্রাপ্য চিন্তামণি দর্শন করিলেন। কিন্তু তাহা কি হঠাৎ, নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। তখন সংশয়িত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা মণি নহে। কেন না, মণি হইলে, আমার দৃষ্টিগোচর হইত না। আচ্ছা, আমি ইহা স্পর্শ করি। অথবা আমি হতভাগ্য; আমার স্পর্শমাত্র ইহা অন্তর্হিত হইবে। আমার এমন কি পুণ্যসমৃদ্ধি, যে, মণিলাভ করিব ? তাহারাই মহাভাগ্য ও তাহারাই মাহাত্মা, যাহারা স্বল্পসময়মধ্যে সমুদায় সমৃদ্ধি সংগ্রহে সমর্থ হয়।

তিনি বহুকাল এইরূপ মৌর্খ্যমোহ ও বিকল্প সংকল্পের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত মণিগ্রহণে যত্ন করিলেন না। অথবা, যে বস্তু যখন যাহার প্রলভ্য হইবার নহে, সে তখন তাহা প্রাপ্ত হয় না। এবং উপেক্ষা বা অবমাননা করিলেও কখন সিদ্ধি লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন হস্তস্থিত বস্তুও দূরগত হইয়া থাকে। ঐ পুরুষের তাহাই ঘটিল। মণি তথায় থাকিয়াও, যেন উড্ডীন হইল। তিনি পুনরায় সেই মণিসাধনে যত্নবান হইলেন। অধ্যবসায়শালী পুরুষের স্বকার্য্যে উত্যক্ত হওয়া বিধেয় নহে। এইরূপে তিনি মণিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া একখণ্ড কাচ অবলোকন ও মূর্খতাবশতঃ তাহাকেই চিন্তামণি বোধ করিলেন। মন মোহে আচ্ছন্ন হইলে, অষ্টকেও ষষ্ঠ ও জলকেও স্থল করিতে পারে। সেই মূঢ় কাচখণ্ডকেই চিন্তামণি বোধে গ্রহণ করিয়া, ইহা দ্বারা আমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, অতএব আমার এই সামান্য ধনে, সামান্য গৃহে ও সামান্য বন্ধুবান্ধবাদিতেই বা প্রয়োজন কি, এইপ্রকার কল্পনাপূর্ব্বক সর্ব্ব ধন পরিহার করিয়া

জনশূন্য অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মৌর্খবিভবই সকল দুঃখের আকর।

চতুস্ত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (মূর্খই বদ্ধ হইয়া থাকে)।

চূড়ালা কহিলেন, আমি আপনার বোধ বৃদ্ধির জন্য গজোপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বিন্ধ্যবনে অগস্ত্যের ন্যায় বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ও বিন্ধ্যের ন্যায় উন্নতস্বভাব এক হস্তী বাস করে। সে দন্ত দ্বারা সুমেরুকেও উন্মূলিত করিতে পারে। উপেন্দ্র যেমন বলিকে, হস্তিপক তেমনি তাহাকে লৌহময় জাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐরূপে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার হৃদয়ে অতিমাত্র বেদনা উপস্থিত হইল। তদবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হইলে, সে খিন্ন হৃদয়ে বন্ধনমোচনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং মুহূর্ত্তমাত্র যত্ন করিয়া, দন্ত দ্বারা সেই শৃঙ্খলজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হস্তিপক দূর হইতে অলক্ষিত ভাবে এই ঘটনা দর্শন করিয়া তালতরু হইতে সেই হস্তীর মস্তক লক্ষ্যে পতিত হইল। কিন্তু মস্তকে না পড়িয়া, ভূতলে তির্য্যক্ অবস্থায় পতিত হইল। পতিত শত্রুকে বিদলিত করায় পৌরুষ নাই, ভাবিয়া হস্তী তাহাকে বিদলিত না করিয়া, স-বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে হস্তিপকও সুস্থ দেহে ও সুস্থচিত্তে উত্থিত হইল। দুরাত্মাদিগের দেহ দুর্ভেদ্য। সেই জন্য, সেইরূপে পতিত হইলেও তাহার শরীরের কোন স্থান ভগ্ন হয় নাই। অসৎ ব্যক্তিদিগের বল কুকার্য্যেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই হস্তিপক উত্থিত হইয়া, পুনরায় হস্তীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এবং বনে বনে বিচরণপূর্ব্বক হস্তীকে কোন তরুতলে দেখিতে পাইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে বলয়াকার খাত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক লতাদিতে তাহা আচ্ছন্ন করিল। হস্তী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই খাতে পতিত ও পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায়, বদ্ধভাবাপন্ন হইল। সে যদি হস্তিপককে তৎকালে বিদলিত করিত, তাহা হইলে তাহাকে আর এইরূপে বদ্ধ হইতে হইত না। লোকে

এই গজের ন্যায় পুরুষার্থসহায়ে আগামী কালের সংশোধন না করিয়াই দুঃখ ভোগ করে। অথবা, মূর্খের চিরকালই দুঃখ। পাশাদিতে বন্ধন বন্ধন নহে, মূর্খতাই পরম বন্ধন। অতএব তুমি আত্মদর্শী হও।

পঞ্চত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (সর্ব্বত্যাগই সুখ)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, দেবপুত্র! আপনি যে মণিসাধন ও হস্তী-বন্ধন কীর্ত্তন করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য পুনরায় বিশেষরূপে বর্ণন করুন। চূড়ালা কহিলেন, আমি যে চিন্তামণিসাধকের কথা বলিলাম, আপনিই সেই ব্যক্তি। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ নহেন। অকৃত্রিম সর্ব্বত্যাগই চিন্তামণি, জানিবেন। তাহাই সকল দুঃখের শেষ ও সকল লাভের স্থান। আপনি তাহারই সাধন করিতেছেন। কিন্তু আপনার এই সাধনা অকৃত্রিম বা বিশুদ্ধ নহে। কেননা আপনি সঙ্কল্পের বশীভূত রহিয়াছেন। এই কারণে সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণির ভ্রমে আপনি তপোরূপ কাচমণি সংগ্রহ করিয়াছেন। আপনি পূর্ব্বে বাসনাহীন ও আসক্তিবিহীন হইয়া, সর্ব্বত্যাগের উপক্রম করিয়াছিলেন। অধুনা বাসনা সহকারে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা দূরীকৃত করিয়াছেন। কিরূপে সুখী ও সর্ব্বসিদ্ধ হইবেন?

বলিতে কি, যাহারা সাক্ষাৎ অতুল আনন্দস্বরূপ ও সকলেরই সুসাধ্য সর্ব্বত্যাগ ত্যাগ করিয়া, দুঃখসাধ্য তপস্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শঠ ও আত্মঘাতী, জানিবেন। আপনি দুঃখপরিপূর্ণ রাজ্য-বন্ধ ত্যাগ করিয়া, বনবাসরূপ দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। জ্ঞানের অভাবে যাহা ঘটে, আপনার তাহাই হইয়াছে। অতএব আপনি সাবধান হউন, রত্নভ্রমে ধূলি সংগ্রহ করিবেন না।

ষট্‌ত্রিংশাধিক শততমসর্গ। (বন্ধবিচার)।

চূড়ালা কহিলেন, রাজশার্দ্দূল! অধুনা হস্তীর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি। আপনিই সেই বিন্ধ্যাচলস্থ হস্তী। বিবেক ও বৈরাগ্য

আপনার দুইটী শুভ্র দন্ত। অজ্ঞান আপনার দুঃখদায়ক সেই হস্তিপক। আপনি বলশালী হইলেও, সেই অজ্ঞান কর্তৃক দুঃখ হইতে দুঃখে ও ভয় হইতে ভয়ে নীত হইয়াছেন। আশাপাশই সেই বজ্রসার লৌহজাল, যাহাতে আপনি বদ্ধ ছিলেন। এই আশা, লৌহ-রজ্জু অপেক্ষাও দৃঢ় ও কঠিন। লৌহ কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আশা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে! পুরুষ বিরক্ত হইয়া, ভোগবাসনা-পরিত্যাগে উদ্যত হইলে, অজ্ঞান কম্পিত হয় এবং ভোগ ত্যাগ করিলে, পলায়ন করে। আপনি যখন অরণ্যে প্রস্থান করেন, তখন আপনার অজ্ঞান শিথিলিত হইয়াছিল। তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা মনকে ছেদন করিলে, আর খাতনিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। তপঃপ্রপঞ্চই সেই বিষম খাত। আপনি মনের দোষেই বিষম খাতে পতিত হইয়াছেন। আপনিই সেই হস্তী।

সপ্তত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (সর্ব্বত্যাগস্বরূপকীর্ত্তন)।

চূড়ালা কহিলেন, আপনি স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ভাবিয়াই, যদিও নীতিজ্ঞানবিশিষ্টা ও তত্ত্ববিদ্বরিষ্ঠা চূড়ালার জ্ঞানোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কিজন্য সর্ব্বত্যাগনৈপুণ্য অভ্যাস করেন নাই?

শিখিধ্বজ কহিলেন, আমি রাজ্য, দেশ, গৃহ, স্ত্রী সমুদায় ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি, আমার সর্ব্বত্যাগসিদ্ধি হইল না, ইহার কারণ কি?

চূড়ালা কহিলেন, রাজ্যাদি কিছুই আপনার নহে। সুতরাং তাহাদের ত্যাগে সর্ব্বত্যাগসিদ্ধি সম্ভব কোথায়?

শিখিধ্বজ কহিলেন, রাজ্যাদি এখন আমার নহে, কিন্তু এই শৈল-বৃক্ষাদিসম্পন্ন অরণ্য অধুনা আমার। অতএব ইহা ত্যাগ করিলাম। ইহাতেও আমার সর্ব্বত্যাগসিদ্ধ হইল না? চূড়ালা কহিলেন, অরণ্যও আপনার নহে।

শিখিধ্বজ কহিলেন, আচ্ছা, ঐ সকল আমার নহে, কিন্তু এই আশ্রম আমার। ইহা ত্যাগ করিলাম। আমার সর্ব্বত্যাগসিদ্ধ হইল। চূড়ালা কহিলেন, আশ্রমও আপনার নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, স্বামী শিখিধ্বজ চূড়ালার এই বাক্যে অবিক্ষুব্ধ-চিত্তে তৎক্ষণে আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভাণ্ডাদি উপকরণ সমস্ত আশ্রমের বহিষ্কৃত ও শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। অনন্তর উল্লিখিত উপকরণ সমস্ত সেই অগ্নিতে এককালে আহুতি দিলেন।

অষ্টত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (প্রকৃতজ্ঞানযোগকথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শিখিধ্বজ এইরূপে আসনাদি সমুদায় দগ্ধ করিয়া, শরীরমাত্রাবশিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেবপুত্র! আমি আপনার প্রসাদে বহুকালের পর সুখে প্রতিবোধিত হইলাম। বিবিধ বন্ধনের হেতু সমুদয় যে পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মন সেই পরিমাণে নিবৃত্তি লাভ করে। আমার বন্ধনের হেতু সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমি সর্ব্বত্যাগী ও তৎপ্রভাবে সুখী, শান্ত ও জ্বরমুক্ত হইলাম। অধুনা আমি দিগম্বর, দিগগৃহবাসী এবং দিকের ন্যায় সমদর্শী হইয়াছি। আর আমার সর্ব্বত্যাগী হইবার অবশেষ কি আছে?

কুম্ভ কহিলেন, এখনও আপনার উত্তমাংশের পরিহার হয় নাই। অতএব আপনি সর্ব্বত্যাগী কিরূপে? শিখিধ্বজ কহিলেন, দেবপুত্র! আমার আর কি আছে? দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। অধুনা, এই দেহ গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শিখিধ্বজ এই প্রকার কহিয়া, পুরোবর্ত্তী গর্ত্তে দেহত্যাগ নিমিত্ত সবেগে গাত্রোত্থান করিলে, কুম্ভ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! এ কি! অকৃতাপরাধ দেহকে ত্যাগ করিতেছেন কেন? এই দেহ জড় ও মূকাত্মা, ইহার অপরাধসম্ভাবনা কোথায়? আপনিই ইহাতে অপরাধী। তরঙ্গ দ্বারা কাষ্ঠের ন্যায়, এই দেহ অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। ইহার পরিত্যাগের ফল কি? দেখুন, দেহ সুখদুঃখভোগের স্থানমাত্র, জনক নহে। অতএব ইহার অপরাধ কি? শরীর ত্যাগ করিলে কখন সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত, অধিকারী দেহ দুর্লভ হওয়াতে, জ্ঞানের দৌর্লভ্যবশতঃ লোমহর্ষণ

কাণ্ড সংঘটিত হয়। বলিতে কি, জলমজ্জনাদি দ্বারা দেহ নষ্ট করিলে, হত্যাজন্য বারংবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

শিখিধ্বজ কহিলেন, কি ত্যাগ করিলে, সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হয়?

কুম্ভ কহিলেন, যাহা চিৎপ্রাধান্য হেতু জীব ও ক্রিয়াপ্রাধান্য হেতু প্রাণাদি নামে অভিহিত, সেই চিত্তই সর্ব্বস্বরূপ, জানিবে। সচিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বদাই অসুখ এবং নিশ্চিত্তের সর্ব্বদাই পরম সুখ। দেহ এই চিত্তেরই পরিচালিত। চিত্তই জরামরণ ও শমদমাদি সকলপ্রকার ধর্ম্মের আশ্রয়। চিত্তই সর্ব্বনামে কথিত ও সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধির পথ। চিত্তত্যাগই সর্ব্বত্যাগ জানিবে। চিত্তেব উৎসাধনরূপ সর্ব্বত্যাগ দ্বারাই সকল লাভ সম্পন্ন হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক স্নেহহীন দীপের ন্যায় শান্তভাব আশ্রয় করেন, তাঁহারই আত্মা প্রকাশিত ও সস্নেহ দীপবৎ বিরাজিত হয়। সর্ব্বত্যাগই নির্ব্বাণ এবং সর্ব্বত্যাগই সকল সংবিদেয় আশ্রয়। সব্বত্যাগরূপ রস ঈষৎ পান করিলেও, জরামরণাদি সকল ভয় দূর হয়। সর্ব্বত্যাগ মহত্ত্বেরই কার্য্য। অতএব সর্ব্বত্যাগী হইবার অভিলাষ থাকিলে, বুদ্ধিকে স্থির করুন। সর্ব্বত্যাগই পরমানন্দ; অন্য সমুদাই দারুণ দুঃখ। সরোবরের জল যেমন নদী প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া, পুনরায় সরোবরেই সমাগত হয়, সর্ব্বত্যাগীর বিভবজাতও তদ্রূপ তদীয় প্রারব্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করে। শূন্য ভাগেও যেমন রত্নাদিস্থাপন সম্ভবপর, সর্ব্বত্যাগের অন্তরে তেমন আত্মার প্রসাদ সাধন জ্ঞান অবশ্যই বিরাজিত আছে। মহর্ষি শাক্য সর্ব্বত্যাগবলেই কলিকালেও মেরুর ন্যায় নিশ্চল ও নির্ভয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কিছুরই প্রার্থী নহে, তাহাকে সকলই দেওয়া হয়। অতএব আপনি সর্ব্বত্যাগ অবলম্বনপূর্ব্বক শান্ত, স্বস্থ ও সৌম্যভাবসম্পন্ন হউন। প্রথমে মন দ্বারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া, পরে মনকে ত্যাগ করুন। অনন্তর ত্যাগাভিমানরূপ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, জীবন্মুক্ত হউন।

উনচত্বারিংশাধিক শততম সর্গ। (চিত্তত্যাগের উপায়)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, দেবপুত্র! আমি বারংবার বলপূর্ব্বক নিরস্ত করিলেও, আমার মন ভূয়োভূয়োঃ সমাগত হয়। ইহার ত্যাগের উপায় কি, বর্ণন করুন।

কুম্ভ কহিলেন, রাজন্! বাসনাই চিত্তের স্বরূপ, জানিবেন। সংকল্পের ত্যাগ হইলেই, চিত্তের ত্যাগ ও বিনাশ হয়। সংকল্পত্যাগ ব্যক্তিমাত্রেরই সাধ্য। আপনি অহংবীজাত্মক চিত্তবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া সুখী হউন।

শিখিধ্বজ কহিলেন, চিত্তের মূল কি? শাখা কি? অঙ্কুর কি? স্কন্ধ কি? উন্মূলনের উপায়ই বা কি?

কুম্ভ কহিলেন, অহংভাব চিত্তের মূল, মায়া ইহার উৎপত্তিস্থান, আমিই চিদাভাস এই প্রকার অনুভবই ইহার অঙ্কুর। ঐ অঙ্কুরই বুদ্ধি নামে কথিত। এই দেহ উহার স্তম্ভ। জন্ম মরণাদি অনর্থ-সহস্রের যোনিস্বরূপ ইন্দ্রিয় সকল উহার বহুদূরবিস্তৃত শাখাসমূহ। শুভাশুভ ফল উহার উপশাখা বা প্রশাখা। আপনি ঐ সকল শাখা ছেদন করিয়া, অদ্বিতীয় আত্মাতে বিহার করুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন, কিরূপে শাখাদি ছেদন করা যাইতে পারে?

কুম্ভ কহিলেন, অনাসক্তি, মৌন, প্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বিরুদ্ধ বিচার পরিহার, এই সকল উপায়ে অন্তরস্থ চিত্তবৃক্ষের ছেদন করিতে পারা যায়। যিনি পৌরুষ সহায়ে চিত্তবৃক্ষের ছেদন করিতে পারেন, তিনিই সুখী।

শিখিধ্বজ কহিলেন, কোন্ অনল চিত্তরূপ বৃক্ষবীজ দহনে সমর্থ?

কুম্ভ কহিলেন, আমি কে, এই প্রকার আত্মবিচারই চিত্তদ্রুম দহন করিতে সক্ষম।

চত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ)।

কুম্ভ কহিলেন, অজ, অনন্ত, অব্যক্ত, অচ্যুত, ও আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম কিছুরই কারণ নহেন। ভ্রম প্রযুক্তই ইহাকে কার্য্য বলিয়া বোধ

হয়। এই ভ্রম আবহমান কাল বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানের অভ্যাসপরিপাক না হইলে, ইহার বিনাশ হয় না। ইহারই নাম মূল অজ্ঞান। ইহার ক্ষয় হইলে, পরমপদরূপ সর্ব্বসম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ, লোকে যে আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভাদির কল্পনা করে, এই ভ্রমই তাহার কারণ। বিচার দ্বারা ইহার লয় হইয়া থাকে। শিখিধ্বজ কহিলেন, আপনার এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমার প্রবোধলাভ হইল। অতএব আমি অধুনা দিক্-কালাদিসমন্বিত জগৎপদার্থের বিভাগদৃষ্টি-পরিহার পূর্ব্বক চির কালের পর শান্তস্বরূপ ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠিত হইলাম। আর আমি উদিত বা অস্তমিত নহি। আপনিও সেই ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করুন।

একচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (শিখিধ্বজের অববোধন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামভদ্র! ঐরূপে ব্রহ্মাকারবৃত্তির উদয় বশতঃ শিখি-ধ্বজ নির্ব্বাত দীপের ন্যায়, নিশ্চল, শান্তস্বভাব ও বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ও তন্নিবন্ধন অতিমাত্র বিরাজমান হইলেন! ঐরূপে জীবন্মুক্ত দশার আবির্ভাব হইলে, তিনি নির্ম্মুক্ত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন।

কুম্ভ কহিলেন, কল্লান্তে দৃশ্যমান এই বিশ্বজগতের আর কিছুই থাকিবে না। তখন না তেজ, না অন্ধকার, এই প্রকার অবস্থার আবিষ্কার হইবে। এবং যিনি তর্কের অতীত, বিজ্ঞানের অতীত ও সকল কল্পনার অতীত, যাঁহাতে কোনপ্রকার নিন্দার বা কলঙ্কের অবসর নাই, সেই জ্ঞপ্তিমাত্রস্বরূপ, পরমশান্তস্বভাব, পরমাকাশরূপ নির্ব্বাণ ব্রহ্মই কেবল বিরাজ করিবেন। তিনি এরূপ সূক্ষ্ম, যে, তাঁহার নিকট পরমাণুকেও মহামেরুর ন্যায়, বোধ হয়; এবং তিনি এরূপ স্থূল, যে, তাঁহার নিকট এই জগতকেও পরমাণুবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। সেই মায়াশবল ব্রহ্মের আত্মাতে যে প্রকাশোন্মুখতা, তাহাকেই বাসুদেব বলে। এই বাসুদেব হইতে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি এবং সেই হিরণ্যগর্ভই জগতরূপে বিরাজ করেন।

তিনি অদৃশ্য ও অলভ্য, এইজন্য তাঁহার কোনপ্রকার কার্য্য বা কারণ নাই। তিনি অনুভবমাত্রের গোচর ও প্রত্যক্ষাদির অতীত। এইজন্য তিনি নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ। আপনি তাঁহাকেই অবগত হউন। সকল শোকের পারপাপ্ত হইবেন।

বলিতে কি, এই জগৎ শূন্যস্বরূপ, এই প্রকার অবগত হইলে, শিবস্বরূপ হওয়া যায়। সম্যক জ্ঞানবলে বিষও অমৃত ও অসম্যক জ্ঞানবলে অমৃতও বিষস্বরূপ হয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণই উদ্ধৃত ও সম্পাদিত হইয়া থাকে। চিন্মাত্র চিন্মাত্র দ্বারা চিন্মাত্রকেই বিনির্ণীত করে এবং নানাত্মা নানাত্মারই অনুভব করিয়া থাকে।

দ্বিচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (শান্তির উপায়)।

কুম্ভ কহিলেন, চিত্ত এককালেই নাই। অব্যয় ব্রহ্মই চিত্তরূপে প্রভাত হইতেছেন। সুতরাং অহন্তাদি কল্পনামাত্র। আপনি এই কল্পনা ত্যাগ করুন। তাহা হইলে শান্তিলাভে সমর্থ হইবেন।

ত্রিচত্বারিংশাধিক শততম সর্গ। (অবরোধক যোগোপদেশ)।

কুম্ভ কহিলেন, জ্ঞানের প্রভাবই এই, ব্যক্তিমাত্রকেই আলোকে নীত করে, বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যই এই, লোকমাত্রকেই পরম নিবৃতি প্রদান করে, বিবেকের প্রভাবই এই, ব্যক্তিমাত্রকেই শান্ত ও সুখিত করে এবং বিচারের মাহাত্ম্যই এই, লোকমাত্রকেই পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রার্থনা করি, আপনি চিরদিনই এই প্রকার শান্তিসুখ ও নিবৃতি সম্ভোগ করুন।

বলিতে কি, সমক্ জ্ঞানের উদয় না হইলে, কখনই মোক্ষলাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান।

চতুশ্চত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (আত্মজ্ঞানোপদেশ)।

কুম্ভ কহিলেন মহারাজ। আপনি ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইবেন না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনার ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, উদয়

বা অন্ত নাই। আপনি আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হউন। যাহার আত্ম-চিন্তা নাই, তাহার তপঃ, দান, যাগ, যজ্ঞ, ফলতঃ কোনরূপ অনুষ্ঠানই ফলদায়ক বা অভীষ্টসাধন হয় না।

আপনি কিজন্য রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন? রাজর্ষি জনক কখন রাজ্যত্যাগী হন নাই। কিন্তু তাঁহার ন্যায়, জীবন্মুক্ত দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না।

শিখিধ্বজ কহিলেন, রাজর্ষি জনক কিরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন? বিষয়ীর জীবন্মুক্তি, আকাশকুসুমের ন্যায় একান্ত অসম্ভব বোধ হয়।

কুম্ভ কহিলেন, মহারাজ! মন যদি আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে, যে সে অবস্থায় যে সে ব্যক্তি জীবন্মুক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। একমাত্র আসক্তিই সকল বন্ধনের কারণ। যে ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া, বিষয় ভোগ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। রাজর্ষি জনক কিছুতেই লিপ্ত ছিলেন না। তিনি কর্ত্তব্যমাত্র বোধে রাজ্য সম্পাদন করিতেন এবং যাহা করিতেন, তাহা কখন আপনার জন্য করিতেন না। যাহারা এইরূপ ব্যবহার করে, তাহারাই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ইহা ভিন্ন জীবন্মুক্তির অন্যবিধ উপায় নাই।

---

১৪৫ সর্গ। (প্রবোধ ও তাহার উপায়যোগ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, কুম্ভের এইপ্রকার উপদেশে শিখিধ্বজ আত্মপদে পরিণত হইলেন। এবং পরমবিশ্রান্তিলাভপুরঃসর প্রীতিভরে বলিতে লাগিলেন, মহাভাগ। আমি কিজন্য পূর্ব্বে এই অনন্ত আদ্য পদ প্রাপ্ত হই নাই, তাহাও নির্দ্দেশ করুন।

কুম্ভ কহিলেন, রাজন্! ভোগবাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক মন উপশান্ত ও অহংভাবনার তিরোধান সহায়ে ব্রহ্মভাবনায় চিত্ত সমাহিত না হইলে, কোন মতেই আত্মপদলাভে সমর্থ হওয়া যায় না! জ্ঞানবলে মনকে ইন্দ্রিয়ভোগে নিবৃত্ত করিয়া, বিচারবলে আত্মাকে আত্মায় সংযোজিত করিতে না পারিলে, পরমপদে বিশ্রান্তিরূপ চরম নিবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। ফল যেমন কালবশে পক্ক হইলে, বৃক্ষ হইতে পতিত

হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবশে রাগাদি মন ও পাপ সকল বিগলিত হইলে, মন জাগরিত হইয়া, আত্মপদের অভিমুখীন হয়। রাগাদি মলভারের পরিহার না হইলে, অন্ধকারে দ্রব্যদর্শনের ন্যায়, পরমার্থরূপ প্রকৃত বস্তুলাভ একান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া উঠে। প্রবোধের সঞ্চার না হইলে, অজ্ঞানের ক্ষয় হয় না। অজ্ঞানের ক্ষয় না হইলে, অহং ভাবনার আবির্ভাব হয় না। অহং ভাবনার আবির্ভাব না হইলে বিজ্ঞানের উদয় হয় না। বিজ্ঞানের উদয় না হইলে, ব্রহ্মভাবনার আবিষ্কার হয় না। ব্রহ্মভাবনার আবিষ্কার না হইলে কোন মতেই মুক্তি লাভ হয় না।

সংসারে সৎসঙ্গলাভ সর্বতোভাবে বিধেয়। তৎসহায়ে শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অদ্য আপনার তাহা হইয়াছে। অদ্য এই দিবসের পূর্ব্ব ভাগে আপনার অজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। মধ্যাহ্নে উহার ক্ষয় প্রাপ্তি হইয়াছে। দেখুন সংসার অতি বিষম স্থান। এখানে পদে পদেই পদ স্খলিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, একমাত্র অজ্ঞান।

ষটচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (জ্ঞান ও জীবন্মুক্তি তত্ত্ব কথা)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, মহাভাগ! মূর্খেরাই চিত্তসম্পন্ন। প্রবোধ ও তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্ত নাই। তদনুসারে আপনারাও চিত্তবিহীন। আপনারাও আপনাদের ন্যায় অবিদ্যমানচিত্ত জীবন্মুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কিরূপে বিহার করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

কুম্ভ কহিলেন, মন যাবৎ হৃদয়ে অবস্থিতি করে, তাবৎ অজ্ঞানের অপগম হয় না। দ্বিত্ব ও একত্ব দৃষ্টিকেই চিত্ত ও অজ্ঞান বলে। এই উভয়েরই লয়দর্শনই জ্ঞান এবং তাহাই পরম পদ বলিয়া পরিগণিত। চিত্ত ত্যাগ না করিলে শুদ্ধি ও মুক্তি লাভ হয় না। ফলতঃ, অহংভাবনার শান্তি হইলেই, শোকহীন, আযাসহীন, নিরাময় পদলাভ সংঘটিত হয়। আপনি অধুনা অহংভাবনা ত্যাগ করিয়া মুনি, মৌনী, মহোদয় ও আত্মশালী হইয়া নির্ম্মলরূপে অবস্থিতি করুন।

পুনর্জ্জন্মের হেতু দৃঢ় বাসনাকেই চিত্ত বলে। তত্ত্বজ্ঞানিদিগের তাহা নাই। সেই জন্য তাঁহাদের শোক নাই, দুঃখ নাই, আয়াস নাই ও ব্যামোহ নাই। তাঁহারা সত্ত্বগুণ অবলম্বন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন পূর্ব্বক বিগতসঙ্গ হইয়া, বিহার করেন। মোহাচ্ছন্ন চিত্তকেই চিত্ত বলে, তদিতর চিত্ত সত্ব নামে অভিহিত হয়। এই কারণে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ চিত্তরূপ ও প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ সত্বস্থ বলিয়া পরিগণিত। চিত্তের পুনর্জ্জন্ম আছে, সত্বের পুনর্জ্জন্ম নাই। এই কারণে অপ্রবুদ্ধেরা বদ্ধ ও প্রবুদ্ধেরা মুক্তভাবাপন্ন এবং এই কারণে চিত্ত-ত্যাগই মহাত্যাগ বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিগণিত হইয়া থাকে।

সপ্তচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (স্বরূপতত্ত্বসংকীর্ত্তন)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, মহাভাগ! কি করিলে, সুখলাভ ও দুঃখ দূর হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

কুম্ভ কহিলেন, রাজন! তপস্যা ও দানাদিও কিয়ৎপরিমাণে ক্লেশজনক এবং স্বর্গাদির আনন্দও বিনশ্বরতা বশতঃ সন্দেহের আস্পদ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান কখন সেরূপ নহে। যাবৎ আত্মসিদ্ধি না হয়, ততদিনই ক্রিয়াকাণ্ড শুভ সমুৎপাদন করে। অতএব আপনি কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি ক্লেশবহুল অনর্থক তপস্যাদি পরিহার পুরঃসর আত্মসাধনে প্রবৃত্ত হউন। দেখুন, তপস্যার আরম্ভ ও অবসান উভয়ই ক্লেশবহুল। আরম্ভে উপবাসাদি করিলে যেমন দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অবসানে ফলক্ষয় জন্যও তেমন ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আমি তপস্যাকে ব্যর্থ বলিলাম। আপনি অধুনা সর্ববিকল্পবিহীন তত্ত্বজ্ঞানে বদ্ধপদ হইয়া, ততোধিক সুখ লাভ করুন। যদিও সমুদায় সেই ব্রহ্মের কলাস্বরূপ; কিন্তু তুচ্ছত্ব হেতু সমস্তই বন্ধের কারণ। অতএব আপনি সেই পূর্ণাতিপূর্ণ ব্রহ্মকেই আশ্রয় করুন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই বদ্ধ হইবেন না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সমস্তই সংকল্পরচিত ও আপাতভাস্বর জ্ঞান করিয়া, পরিত্যাগ করেন। আপনিও হেয় ভাবিয়া স্বর্গাদি যাবতীয় ফল ত্যাগ করুন।

আপনি যদি বিগতস্পৃহ ও সৎস্বরূপ ব্রহ্মে বদ্ধপদ হইয়া, অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে, আর আপনাকে কোন কালেই বিচলিত হইতে হইবে না। এবং সংসারও আর আক্রমণ করিতে পারিবে না। সংসারের যাবতীয় দুঃখ একমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত স্থির, শান্ত, স্পন্দহীন ও অচল তিনিই পরমানন্দরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী।

শাস্ত্র, সৎসঙ্গ, অভ্যাস ও যোগ এই সকল উপায়ারে কাল সহকারে চিত্তের লয় হইয়া থাকে। চিত্তের লয় হইলে, তুর্য্যাতীত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আপনি চিত্ত ত্যাগ করিয়া, শান্তস্বরূপ আত্মপদে বিরাজ করুন। আপনার সকল শোক ও সকল দুঃখ দূর হউক।

অষ্টচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (শিখিধ্বজের বিশ্রান্তি)।

কুম্ভ কহিলেন, আমি আপনার নিকট সমুদায় তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। আপনি শ্রবণ ও অবধারণ পূর্ব্বক তাহার যথাযথ ব্যবহার করুন। অধুনা, পর্ব্বকাল উপস্থিত। দেবর্ষি নারদ স্বর্গে সমাগত হইয়াছেন। আমাকে তথায় যাইতে হইবে। ভব্য ব্যক্তিরা কখন গুরুজনের উদ্বেগ উৎপাদন করেন না। আপনি স্বপদে অবস্থিতি করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, কুম্ভ এই প্রকার কহিয়া শিখিধ্বজের প্রত্যুত্তর অপেক্ষা না করিয়াই, তৎক্ষণে অন্তর্হিত হইলেন। শিখিধ্বজ স্বপ্নগত বস্তুর ন্যায় আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে এই বিচিত্র ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে, চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর ভাবিতে লাগিলেন, অহো, কি সৌভাগ্য! আমি দেবপুত্রের প্রসাদে প্রতিবোধিত হইলাম। আহা, কি আনন্দ! আমার মোহনিদ্রার ক্ষয় হইল!! ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য, এই প্রকার মিথ্যাভ্রমচক্ররূপ কুকর্দ্দমে কোথায় মগ্ন হইয়া, আমার আত্মা যে ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াছে, অদ্য তাহার অবসান হইল। আহা, এই আত্মসাক্ষাৎকাররূপ [illegible]

পদবী কি শীতল, শুদ্ধ ও শান্ত স্বরূপ! আহা কি সৌভাগ্য! আমি অধুনা একবারেই শান্তিলাভ করিয়াছি, পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, একমাত্র চরম সুখেই অবস্থিতি করিয়াছি; সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও আর আমার অভিলাষ হয় না!

এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি সমাধিবশে সমুৎকীর্ণের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন।

উনপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (কুম্ভের পুনরাগমন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এদিকে চূড়ালা স্বামীকে প্রবোধিত করিয়া, অন্তর্হিত হইয়া, আকাশে গমন ও কুম্ভবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর আকাশপথে স্বকীয় অন্তঃপুরে সমাগত ও পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তৃতীয় দিবসে কুম্ভবেশে পুনরায় শিখিধ্বজসকাশে সেই কাননপ্রদেশে পদার্পণ পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, শিখিধ্বজ নির্ব্বিকল্প সমাধিবশে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া শান্তি, স্বস্তি ও সমতা সহকারে বিশ্রাম করিতেছেন। তদ্দর্শনে স্বামীর সহিত সম কালে শরীরত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া, অভ্যাসযোগ দ্বারা তাঁহার প্রবোধসাধনমানসে পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক বনেচর সকলের ভয় সমুৎপাদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিখিধ্বজ সেই সিংহনাদেও বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে চূড়ালা স্বামীর হস্তধারণ পূর্ব্বক সবলে চালনা করিতে লাগিলেন। এবং শিখিধ্বজ তাহাতেও প্রবোধিত হইলেন না, দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই সাধু অধুনা স্বপদে পরিণত হইয়াছেন। ইঁহাকে প্রবোধিত করিয়া আর কি হইবে? আমিও এই স্ত্রীদেহ ত্যাগ করিয়া, পুনর্জ্জন্মনিরোধজন্য ইঁহার সহিত পরমপদে বিশ্রাম করিব; জীবনে সুখ কি? এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি দেহত্যাগে উদ্যত হইয়া, পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, এই রাজার দেহে দেহবীজ আছে কি না, অগ্রে বিশেষরূপে তাহার পরীক্ষা করি। যদি দেহবীজ থাকে, ইনি প্রবুদ্ধ হইতে পারেন; না থাকে, ইঁহার

সহিত মুক্ত হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্বামীর দেহ স্পর্শ পূর্ব্বক শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, ইহাঁর দেহবীজ বিদ্যমান আছে।

শ্রীরাম কহিলেন, শিখিধ্বজের কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় স্থিতি সমাগত হইয়াছিল। তাঁহার আবার দেহবীজ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রবোধের হেতুভূত দুর্লক্ষ্য দেহবীজ অর্থাৎ সত্ত্বশেষ হৃদয়ে বিদমান থাকিলে, দেহ গ্লানিযুক্ত, হৃষ্ট, উদিত বা অস্তগিত হয় না। চিত্তের স্পন্দই জগৎস্থিতির হেতু। দেহে নির্জ্জন্মের বীজ থাকিলে, পুনঃ পুনঃ দেহান্তরপ্রাপ্তি সংঘটিত ও হর্ষ কোপ মোহ প্রভৃতিও অনায়ত্ত ও প্রাদুর্ভূত হয়। চিত্তের লয় হইলে, দেহ সত্ত্ববর্জ্জিত ও ভাববিকারের অবিষয়ীভূত হইয়া থাকে। স্থির জলে তরঙ্গের ন্যায় সত্ত্বহীন দেহে জরা পলিতাদি দোষ দৃষ্ট হয় না। যাবৎ উপশম না ঘটে, তাবৎ দেহে সত্ত্ব বিদ্যমান থাকে, এবং দেহ সত্ত্বাংশবহির্ভূত হইলে, কদাচ গ্লানিযুক্ত হয় না। শিখিধ্বজের এইরূপ হইয়াছিল।

অনন্তর চূড়ালা চিন্তা করিলেন, আমি রাজ্য পালন করিতেছি; কিরূপে দীর্ঘকাল এখানে থাকিতে পারি? অতএব স্বামীশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক হৃদয়স্থ ব্রহ্মে সমাবিষ্ট হইয়া স্বভাবে অবস্থানপূর্ব্বক এখনই ইহাঁকে প্রবোধিত করি।

এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি কারণপঞ্জর দেহ ত্যাগ ও স্বামীদেহে প্রবেশ করিয়া, তদীয় হৃদয়স্থ আদ্যন্তবিবর্জ্জিত ব্রহ্মে সমাবিষ্ট হইলেন। এইরূপে সেই চিত্তস্বরূপ ব্রহ্মে আবিষ্ট হইয়া, তিনি স্বামীর শান্তভাবাপন্ন চেতনা ও বুদ্ধির পৃথগ্‌ভাবরূপ স্পন্দন সমাহিত করিলেন। অনন্তর পুনরায় স্বকীয় দেহে প্রবেশ করিয়া ভ্রমরীর ন্যায় মঞ্জুল গুঞ্জনে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সামগান শ্রবণে শিখিধ্বজের সত্ত্বশালিনী বুদ্ধি প্রবোধিত ও চক্ষু বিকশিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি পুরোভাগে সাক্ষাৎ সামবেদের ন্যায় কুম্ভকে দর্শন করিয়া, আহ্লাদে বলিতে লাগিলেন, অদ্য আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু, দেবকুমারকে দর্শন করিলাম। এই প্রকার কহিয়া

অহো ! নু সোঽহমভবং মুনিরিত্যুদিতাশয়ম্ ।
অহমাসং হৃদা স্ফীতাৎ স্নাতোঽবস্থিতবিস্ময়াৎ ॥ ১৩ ॥

ইমাং ভোগাস্থয়াঽবস্থাং প্রাপ্তোঽস্ম্যজ্ঞ ইবাধ্বগঃ ।
যাবন্ শ্রমার্ত্তিরম্বর্থী ব্যর্থয়া মৃগতৃষ্ণয়া ॥ ১৪ ॥

কষ্টং দৃশ্যোপলম্ভেন ভ্রান্তিমাত্রাত্মনা সতা ।
বালো বেতালকেনেব প্রাজ্ঞোঽপি চ্ছলিতো হহো ! ॥১৫॥

অহো ! নু চিত্রমেতেন মিথ্যাজ্ঞানেন বল্গতা ।
নীতঃ সর্ব্বার্থশূন্যেন পদবীং কামিমামহম্ ? ॥ ১৬ ॥

অথবা যঃ সোঽহমপি ভ্রান্তিমাত্রং ন সন্ময়ঃ ।
তথাঽপি চিত্রশততা যন্নামাসদ্বিড়ম্ব্যতে ॥ ১৭ ॥

নাহমস্মি ন চৈবেয়মিদং নায়মপি ভ্রমঃ ।
চিত্রং সর্ব্বমিদং মিথ্যা সর্ব্বঞ্চ সদিব স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

কিমিদানীং ময়া কার্য্যমিহ বন্ধভিদান্তরঃ ।
বিদ্যতে মেঽঙ্কুরশ্ছেদ্যং তৎ তাবৎ সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

ততো মে পূর্ব্বমুনিভাবোঽপি স্মৃতিমাগত ইত্যাহ—অহো ইতি। অবস্থিতাদ্
যাৎ হৃদা স্নাত ইবার্দ্রীকৃত আসম্ ॥ ১৩ ॥

তামবস্থামনুশোচতি—ইমামিত্যাদিনা। শ্রমপ্রযুক্তা আর্ত্তির্যস্য তথা
ঽধ্বগঃ পুরুষোঽম্বর্থী সন্ ব্যর্থয়া মৃগতৃষ্ণয়েব ভোগাস্থয়া অহমিমামবস্থাং
প্তোঽস্মি ॥ ১৪-১৬ ॥

অথবা যঃ সোঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞাবিষয়স্তত্তাঽহংতাদিঃ সোঽপি ভ্রান্তিমাত্রম্
চ কস্য চিত্রমিতি নো বাচ্যম্। তথাঽপি যৎসাক্ষিণা অসদ্রূপং বিড়ম্ব্যতে, তত্
শততা অস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

বন্ধং ভিনত্তীতি বন্ধভিৎ আন্তরো যো ব্রহ্মাকারবৃত্তিবিশেষঃ সোঽঙ্কুরে
তে, তদপি ছেত্তমেবেতি তত্তাবৎ সংত্যজামি ॥ ১৯ ॥

আস্তামেতদবিদ্যৈষা ব্যর্থরূপা কিমেতয়া ?।
ভ্রান্ত্যা ভ্রান্তিরসদ্রূপা ত্যক্তৈবৈষা ময়াঽধুনা ॥ ২০ ॥
উপদেষ্টা মুনিরয়মেষোঽত্র ভ্রান্তিমাত্রকম্।
ব্রহ্মৈবাহমিবাভাতি রূপমেতদ্দিবাঽভ্রবৎ ॥ ২১ ॥
তদেবং তাবদুদিত-জ্ঞানং বক্ষ্যে মহামুনিম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য স মুনিস্তত্র প্রোক্ত ইদং ময়া ॥ ২২ ॥
মুনিনায়ক ! গচ্ছামি তচ্ছরীরমিদং নিজম্।
দ্রষ্টুং যচ্চ প্রবৃত্তোঽস্মি শরীরং তদপীক্ষিতুম্ ॥ ২৩ ॥
ইত্যাকর্ণ্য স মামাহ হসন্মুনিবরস্তদা।
কুতস্তৌ ভবতো দেহৌ তৌ সুদূরতরং গতৌ ॥ ২৪ ॥
গচ্ছাত্মনৈব বা পশ্য বৃত্তান্তং বৃত্তকোবিদ !।
পশ্য তাবদ্‌যথাবৃত্তং দৃষ্টান্তং জ্ঞাস্যসি স্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তং দেহং বিদং ভূসত্ত্বয়াস্মিকম্।
ত্যক্ত্বা চিদাত্মা তৎপ্রাণাৎ পবনে যোজিতো ময়া ॥ ২৬ ॥

জগদ্ভ্রান্তিস্তু অবিদ্যাত্বাদ্ বিদ্যাবৃত্ত্যৈবোচ্ছিন্নৈবেতি ন সেদানীং ত্যাজ্যে-ত্যাহ— আস্তামিতি ॥ ২০ ॥

অয়মুপদেষ্টা মুনিরপি অহং শিষ্য ইব ব্রহ্মৈব তথা আভাতীতি ন তাত্ত্বিকব্যাস্তরমস্তীত্যর্থঃ। দিবা বা দৃষ্টাভ্রপুরুষবৎ ॥ ২১ ॥

উদিতং যস্মাৎ তং গুরুং মহামুনিম্ এবং বক্ষ্যমাণং স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞানং বক্ষ্যে ॥ ২২ ॥

তং আশ্রমস্থং নিজং মুনিশরীরং যচ্চেদং প্রাণিশরীরং দ্রষ্টুং প্রবৃত্তোঽস্মি তদপি ক্ষিতুং বহির্গচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তৌ দেহৌ কুতো ভবতঃ স্তঃ ? যতস্তৌ দাহেন ভস্মীভাবাৎ সুদূরতরং গতা-বিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

আত্মনা স্বয়মেব গত্বা তদ্বৃত্তান্তং পশ্য বা ॥ ২৫ ॥

ইতি, তেনোক্তে সতীতি শেষঃ, অহং তং প্রাক্তনং দেহং সঞ্চিন্ত্য তত্র

প্রাক্তনং দেহমালোক্য যাবদায়াম্যহং মুনে ! ।
ইহৈব তাবৎ স্থাতব্যমিত্যুক্ত্বাঽহং গতোঽনিলম্ ॥ ২৭ ॥
অথ বাতরথারূঢ়ো গগনং ভ্রান্তবানহম্ ।
পুষ্পামোদ ইবানন্তং গত্বা চ ত্বরয়া চিরম্ ॥ ২৮ ॥
ততশ্চিরমপি ভ্রান্ত্বা যদা গলবিলং চলন্ ।
অহং ন প্রাপ্তবাংস্তস্য কিঞ্চিদস্যাশয়স্থিতঃ ॥ ২৯ ॥
তদা খেদমুপায়াতঃ পরমং পুনরাগতঃ ।
ইদমেব জগজ্জালমহমালানমাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥
ইহেমং লব্ধবানগ্রে ততো মুনিমনুত্তমম্ ।
পৃষ্টবানহমেকাগ্রস্তত এবমিদং গৃহে ॥ ৩১ ॥
কিমেতদ্ভগবন্ ! ব্রূহি পূর্ব্বাপরবিদাং বর ! ।
ত্বং পশ্যসি যথাবৃত্তমুত্তমজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৩২ ॥
যস্য দেহং প্রবিষ্টোঽহং স চ মদ্বপুরেব চ ।
ক্ব তাবুভৌ গতৌ দেহৌ ন লব্ধৌ কেন হেতুনা ? ॥ ৩৩

গন্তুকামেন ময়া স্বসংবিদং স্বাপ্নভূসত্তয়া আস্মিকং পার্থিবশরীরমেবাহম কল্পিতং রূপং ত্যক্ত্বা প্রাণোপহিতচিদাত্মা স্বজীবস্তৎপ্রাণাৎ দ্বারভূতাৎ পবনঃ যোজিতঃ ॥ ২৬ ॥

মুনিং প্রতি কিমুক্ত্বা ত্বমনিলং প্রবিষ্টস্তদাহ—প্রাক্তনমিতি। প্রবিষ্টঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

ততোঽহং চিরমপি ভ্রান্ত্বা বহির্নির্গমনদ্বারং তস্য প্রাণিনো গলবি কিঞ্চিদন্যদপি দ্বারং ন প্রাপ্তবাংস্তদা বাতাশয়স্থিতোঽহং খেদমুপায়াত ই পরেণান্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ পরমমিদমেবাত্মন আলানং বন্ধনস্তম্ভভূতং স্বগৃহং পুনরাগতঃ সন্নি মনুত্তমং মুনিং স্বগুরুমগ্রে উপলব্ধবানিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইদং বক্ষ্যমাণম্ ॥ ৩১ ৩২ ॥

স চ প্রাণী ॥ ৩৩ ॥

ময়াঽতিচিরমাভোগি ভ্রান্তং সংসারমণ্ডলম্ ।
স্থাবরাদাত্মনঃ কস্মাৎ প্রাপ্তং গলবিলং ন তৎ ? ॥ ৩৪ ॥
গত্বেতি পৃষ্টঃ স মুনিঃ সমুবাচ মহাশয়ঃ ।
জানাসি তৎ স্বয়ং কস্মাদিতি তামরসেক্ষণ ! ॥ ৩৫ ॥
এতদালোকয়সি চেৎ স্বয়ং যোগৈকসংবিদা ।
তৎ পশ্যস্যেব নিঃশেষং যথা করতলাম্বুজম্ ॥ ৩৬ ॥
তথাঽপি যদি শুশ্রূষা তবাস্তি বচসা মম ।
তদিদং শৃণু বক্ষ্যামি যথাবৃত্তমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৭ ॥
তপস্তামরসোষ্ণাংশুঃ কল্যাণকমলাকরঃ ।
জ্ঞানাব্জস্য হরের্নাভির্নাস্তি তাবদয়ং ভবান্ ॥ ৩৮ ॥

আ আত্মন ইতি চ্ছেদঃ । আ স্থাবরাদাত্মন আভোগি বিশালং সংসারমণ্ডলং ভ্রান্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

কিমুবাচ ? তদাহ—জানাসীতি । তৎ পূর্ব্বস্বশরীরাদিবৃত্তং মদুক্তোপায়ং বিনা স্বয়ং স্ববুদ্ধ্যৈব কস্মাজ্জানাসি ? তামরসেক্ষণেতি সম্বোধনায়াক্ষিসৌন্দর্য্যমাত্রেণ তদ্দ্রষ্টুং শক্যমিতি সূচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

তর্হি তদ্দর্শনে ক উপায়ঃ ? তত্রাহ—এতদিতি । যোগৈকাগ্রয়া সংবিদা আলোকয়সি চেৎ তৎ তর্হি জ্ঞানচক্ষুষা এতৎ নিঃশেষং সমগ্রং পশ্যস্যেব ॥ ৩৬ ॥

যদি মদ্বচনেনৈব শ্রোতুমিচ্ছা ন দ্রষ্টুমিচ্ছা, তর্হি যথাবৃত্তং বক্ষ্যামি শৃণু ॥ ৩৭ ॥

তত্র স্বজীবতত্ত্বং প্রথমং বুধ্যস্ব, ততস্তে পূর্ব্বদেহবৃত্তান্তং কথয়িষ্যামীতি মনসা ব্যষ্টিজীবভাবমিথ্যাত্বং সমষ্টিভাবস্যৈব সত্যত্বং 'ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্' শ্রুতিদর্শিতন্যায়মাশ্রিত্যাহ—তপ ইতি । ভবান্ অয়ং ত্বয়াঽনুভূয়মানব্যষ্টিবিশেষরূপো নাস্তি, কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিতপস্তামরসানাং সুকৃতাব্জানাং ফলনন বিকাসনেনোষ্ণাংশুঃ সূর্য্যভূতঃ সর্ব্বকল্যাণানাং মানুষানন্দাদিপ্রাজাপত্যান্তানাং সুখানাং কমলাকর ইব সমষ্টিভূতো হরের্জ্ঞানস্বরূপস্য নাভ্যব্জস্য নাভিঃ কর্ণিকা তদধিরূঢসর্ব্বজীবসমষ্ট্যাত্মা হিরণ্যগর্ভ এবাসি ॥ ৩৮ ॥

স ত্বং কদাচিৎ তপসি স্থিতঃ স্বপ্নদিদৃক্ষয়া ।
কস্যচিদ্ধৃদয়ং জন্তোঃ প্রবিষ্টঃ পুষ্টসংবিদা ॥ ৩৯ ॥
যৎ ত্বং প্রবিষ্টো হৃদয়ং তত্রেদং ভুবনত্রয়ম্ ।
দৃষ্টবানসি বিস্তীর্ণং রোদসী বিপুলোদরম্ ॥ ৪০ ॥
ইতি ত্বয়ি চিরং ব্যগ্রে দেহস্তস্য তথাহপি চ ।
স সংসুপ্তাকৃতির্যত্র স্থিতস্তত্র মহাবনে ॥ ৪১ ॥
লগ্নোহগ্নির্ধূমধূম্রাভ্র-সাম্বরাম্বরড়ম্বরঃ ।
বলদ্বলচলালাত-চক্রসূর্য্যেন্দুমণ্ডলঃ ॥ ৪২ ॥
দগ্ধাভ্রভস্মসম্পূর্ণ-ধূমাভাসিতকম্বলৈঃ ।
আনীলাকাশদলপৈরিব সংচ্ছাদিতাম্বরঃ ॥ ৪৩ ॥
দরীগৃহবিনিষ্ক্রান্ত-সিংহনির্হ্রাদতর্জ্জিতৈঃ ।
স্ফুটৈশ্চটচটাস্ফোটৈর্জড়ীকৃতদিগন্তরঃ ৪৪ ॥
তালীতমালমালানাং গতানামগ্নিবৃক্ষতাম্ ।
পাতৈরুৎপাতবহ্ন্যভ্র-কবৎকরকরৈর্ঘনঃ ॥ ৪৫ ॥

তর্হি মম কথং ব্যষ্টিভাবস্তত্রৈতে ভ্রান্তিবিশেষাশ্চাগতাঃ ? তত্রাহ—স ত্বমি ব্যষ্টিভাবস্বপ্নদিদৃক্ষয়া তপসি মনোরাজ্যরূপে আলোচনে স্থিত আ তাপসোহভূঃ, তত্র পুষ্টয়া ব্যষ্টিভাবসংবিদা পরশরীরান্তঃস্বপ্নাদিকো দিদৃক্ষয়া কস্যচিৎ জন্তোর্হৃদয়ং প্রবিষ্টঃ ॥ ৩৯-৪০ ॥

ইত্যনয়া রীত্যা ত্বয়ি চিরং পরশরীরান্তর্গতস্বপ্নদর্শনব্যগ্রে সতি তব দেহ তত্র মহাবনে সুপ্তাকৃতিস্ত্বৎপ্রবিষ্টঃ স প্রাণী স্থিতস্তস্য দেহোহপি চ স যুষ্মদা যুষ্মদাশ্রমকুটীসহিতস্তেনাগ্নিনা দগ্ধ ইতি দশমশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র মহাবনে অগ্নির্লগ্নঃ। তমেবাগ্নিং বর্ণয়তি—ধূমধূম্রাভ্রৈস্ত্যা স্ফুরন্তির্বলাচ্চলদ্ভিরলাতচক্রৈঃ সম্পাদিতানি সূর্য্যমণ্ডলানীন্দুমণ্ডলানি চ যেন ॥

দগ্ধাভ্রেষু ভস্মসম্পূর্ণৈর্ধূমাভ্রলক্ষণৈরসিতকম্বলৈরানীলান্যাকাশদলানি আবরণেন পান্তি তথাবিধৈঃ সংছাদিতাম্বরঃ ॥ ৪৩ ॥

জড়ীকৃতদিগন্তরো বধিরীকৃতদিগন্তরালজনঃ ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বতোহগ্নিব্যাপ্ত্যাহগ্নিবৃক্ষতাং গতানাং তালীতমালমালানাং পাতৈ

দূরদেশগতৈর্দৃষ্ট-স্থিরসৌদামনীধিয়া।
দ্রবৎকনকনিষ্যন্দ-কুট্টিমং ব্যোম দর্শয়ন্ ॥ ৪৬ ॥
কণৈস্তারাগণং কান্তৈর্ব্যোম্নি দ্বিগুণতাং নয়ন্।
বক্ষঃস্থবালবনিতা-নয়নানন্দনন্দনঃ ॥ ৪৭ ॥
জ্বালাধমধমাশব্দ-প্রধ্মাতগগনোদরঃ।
দরীগৃহবিনিষ্ক্রান্ত-ভ্রান্তোন্মিদ্রবনেচরঃ ॥ ৪৮ ॥
অর্দ্ধদগ্ধদ্রবৎসিংহ-মৃগব্যাধবিহঙ্গমঃ।
ক্বথৎসরঃসরিৎস্রোতো-রন্ধিতোগ্রবনেচরঃ ॥ ৪৯ ॥
বলজ্জ্বালাজ্বলদ্বাল-চমরীচারুচঞ্চুরঃ।
দহ্যমানবনপ্রাণি-মেদোগন্ধাবৃতাম্বুদঃ ॥ ৫০ ॥
তেন কল্পাগ্নিকল্পেন বল্গতা বনবহ্নিনা।
স যুষ্মদাশ্রমো দগ্ধঃ সর্পেণেব প্রসর্পতা ॥ ৫১ ॥

ব্যাধ উবাচ।

তত্র তস্যাগ্নিদাহস্য হেতুঃ কঃ প্রাক্বতো মুনে!।
তদ্বনং তে বটুবরাঃ সর্ব্বং নষ্টং কথং সহ ? ॥ ৫২ ॥

স্ফুটতাম্বুৎপাতবহ্নিবদুৎপাতাভ্রবচ্চ কবতাং ধ্বনতাং করকরৈঃ কলকলৈর্ঘনো নিবিড়িতঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যোম দ্রবৎকনকনিষ্যন্দলিপ্তং কুট্টিমমিব কৃত্বা প্রদর্শয়ন্ ॥ ৪৬ ॥

কণৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈস্তারাগণং দ্বিগুণতাং নয়ংস্তৈরেব কণৈর্ব্যোম্নি বক্ষঃস্থায়া জ্বালালক্ষণায়া বালবনিতায়া নয়নানন্দৈঃ কটাক্ষৈঃ নন্দন আনন্দয়ন্ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

রন্ধিতাঃ পাচিতা উগ্রা বনেচরা ব্যাধব্যাঘ্রাদয়ো জলচরাশ্চ যেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

তেন বর্ণিতপ্রকারেণ বনবহ্নিনা স যুষ্মদাশ্রমঃ, যুষ্মদাশ্রমসহিতঃ স তে দেহস্তস্থ প্রাণিনো দেহশ্চ দগ্ধঃ ॥ ৫১ ॥

কো হেতুঃ প্রাক্বতঃ প্রসক্তঃ? তে বটুবরাস্বৎপ্রবিষ্টব্রহ্মচার্য্যাদিদেহাঃ। সহ যুগপৎ সর্ব্বং কথং নষ্টম্? ॥ ৫২ ॥

মুনিরুবাচ।

সঙ্কল্পকমনস্পন্দঃ সঙ্কল্পাদিক্ষয়োদয়ে।
যথা হেতুর্নিরাস্পন্দোঽচিরাদ্ধি ত্রিজগৎ তথা ॥ ৫৩ ॥
হৃদয়ে চ বনান্তে চ ক্ষোভাক্ষোভেষু কারণম্।
যথা স্পন্দোঽচিরাৎ স্পন্দস্তথা ত্রিজগতামিহ ॥ ৫৪ ॥
ধাতুঃ সঙ্কল্পনগরং জগৎ তৎস্পন্দনং ত্বিহ।
প্রজোদয়ক্ষয়ক্ষোভ বর্ষাবর্ষাদিকারণম্ ॥ ৫৫ ॥
ব্রহ্মাদিমানসোঽপ্যস্য সোঽপ্যন্যত্র চিদম্বরে।
ইত্যপর্য্যবসানেয়ং শান্তৈকা চিন্নভোগতিঃ ॥ ৫৬ ॥
চিতি নভসি চিন্নভঃশ্রীঃ কচতীতি নিরাময়া বিদুষাম্।
মূর্খাণাং তু যথৈষা যাদৃশ্বা তন্ময়ীহ ন সং ॥ ৫৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে শবোপাখ্যানে পরমোপদেশো নাম পঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫০ ॥

সঙ্কল্পাদিক্ষয়োদয়ে যথা সঙ্কল্পকপুরুষমনঃস্পন্দো হেতুস্তথা ত্রিজগৎসঙ্কল্পকস্য বিধাতুরচিরাৎ প্রবৃত্তো মনঃস্পন্দ এব ত্রিজগদিতি তৎক্ষয়োদয়েঽপি তথা তন্মনঃস্পন্দ এব হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

যথা হৃদয়ে ভয়াদিনা ক্ষোভাক্ষোভেষু অচিরাৎ স্পন্দো হেতুঃ, তথা ত্রিজগতাং বনান্তে চ ক্ষোভাক্ষোভেষু স এব হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

অস্য জগতো ব্রহ্মাদিমানসো মনঃসমষ্টিহেতুঃ, সোঽপ্যন্যত্রান্যমানসে চিদম্বরে কল্পিতঃ সোঽপ্যন্যত্র সোঽপ্যন্যত্রেত্যেবং মায়াশবলস্য চিন্নভসো গতিঃ কল্পনা-পরম্পরা অপর্য্যবসানা, অনবস্থিতৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

নিষ্কৃষ্টদর্শনে তু চিতি নভসি চিন্নভঃশ্রীরেব কচতীতি নিরাময়া বিদুষাং দৃষ্টিঃ। মূর্খাণাং স্বাপাতদর্শনরূপা এষা দৃষ্টির্যাদৃগ্ বা ভাসতে তন্ময্যেব ইহ পরমার্থে তু ন সৎ, অলীকৈব সেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে পঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

অগ্নিমুনিরুবাচ।

তত্র তে নগরং তানি গৃহাণি তরবশ্চ তে।
ক্ষিপ্রেণ শুষ্কতৃণবৎ সর্ব্বং ভস্মত্বমাগতম্ ॥ ১ ॥

তত্রৈবং ভস্মতাং প্রাপ্তে স্বপ্নে তে ভবতস্তব।
তনু তথাঽতিসন্তাপ-বিদারিতমহাশিলে ॥ ২ ॥

স শশাম শনৈর্বহ্নির্নিঃশেষীকৃতকাননঃ।
পরিপীতার্ণবোঽগস্ত্য ইবাস্তং সমুপাযযৌ ॥ ৩ ॥

তস্মিন্নস্তং গতে বহ্নৌ তদ্ভস্মোদ্ধং সুশীতলম্।
দুধাব কণশো বায়ুরশেষং পুষ্পরাশিবৎ ॥ ৪ ॥

ততো ন জ্ঞায়তে নাসীৎ ক্বাশ্রমঃ ক তনু তথা।
ক পেটকং বহূনাং তৎ স্বপ্নপূর্জাগ্রতো যথা ॥ ৫ ॥

অভাবমুপযাতে তে যদৈবং ভবতস্তনু।
সপতস্তে ভ্রমবতঃ সংবিদেব বিজৃম্ভতে ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ ক তদ্গলবিলং বিরাড়াত্মা স চ ক তে।
দগ্ধো দগ্ধস্য সৌজস্কঃ সৌজস্কস্তেষ দেহকঃ ॥ ৭ ॥

দগ্ধাশ্রমতনোর্বহ্নেঃ প্রশমো ভস্মনোঽনিলৈঃ।
বর্ণ্যতেঽয়ং নয়স্তম্মাৎ স্বপ্নে জাগরিতস্থিতিঃ ॥

ন কেবলমাশ্রমাদিকমেব, কিন্তু নগরাদি সর্ব্বং ভস্মত্বমাগতম্ ॥ ১ ॥

তথা অতিসন্তাপবিদারিতমহাশিলে তত্রাশ্রমে ভবতো বর্ত্তমানস্য তব সুপ্তে তে যে তনু শরীরে এবমুক্তপ্রকারেণ ভস্মতাং প্রাপ্তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

পরিপীতার্ণবোঽগস্ত্য ইব আদাবঙ্গারমাত্রশেষেণ শশাম ততোঽস্তমদর্শনং সমাযযৌ। আদৌ ইদ্ধং পশ্চাৎ সুশীতলম্। বায়ুর্দুধাব ব্যধূনয়ৎ ॥ ৩-৪ ॥

বহূনাং জনানাং পেটকং করণ্ডভূতং তন্নগরম্ ॥ ৫-৬ ॥

দেহদাহেঽপি তদোজঃপরিশেষমাশঙ্ক্যাহ—সৌজস্ক ইতি। ওজঃসহিতস্তেষ তস্য সুপ্তস্য সৌজস্ক এব দেহকো দগ্ধঃ ॥ ৭ ॥

লব্ধবানসি নো তস্মাদ্ধেতোর্দেহদ্বয়ং মুনে ।।
অনন্তে স্বপ্নসংসার-জাগ্রতীহাবতিষ্ঠসে ॥ ৮ ॥
তদেবং স্বপ্ন এবায়ং জাগ্রদ্ভাবমুপাগতঃ ।
সর্ব্বে বয়মিহ স্বপ্ন-পুরুষাস্তব সুব্রত ! ॥ ৯ ॥
অস্মাকং ত্বং স্বপ্ননরস্তব স্বপ্ননরা বয়ম্ ।
অয়মেব চিদাকাশঃ সর্ব্বদাঽহত্মাঽহত্মনি স্থিতঃ ॥ ১০ ॥
ততঃ প্রভৃতি সম্পন্নো ভবান্ স্বপ্ননরো ভবন্ ।
জাগ্রৎপ্রত্যয়বান্ জাগ্রন্নরো গার্হস্থ্যসুস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
এতৎ তে কথিতং সর্ব্বং যথাবৃত্তমশেষতঃ ।
অনুভূতং সুদৃশ্যঞ্চ ধ্যানেনৈতচ্চ পশ্যসি ॥ ১২ ॥
ইত্যাদিমধ্যরহিতোঽয়মনন্তরূপঃ
সংবিদ্ঘনঃ কচতি কাঞ্চনতাপবৎ খে ।
তৎফাললোলবপুরাত্মনি চিন্ময়াত্মা
সর্গাত্মভিবিকসিতৈরসিতৈঃ সিতৈশ্চ ॥ ১৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে শবোপাখ্যানে অভাবদর্শনং নামৈকপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫১ ॥

স্বপ্নসংসারাত্মকে জাগ্রত্যবতিষ্ঠসে ॥ ৮ ॥

তথাচ জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্ভেদো নাস্তীতি যৎ প্রাগুক্তং, তদিদং নিদর্শিতমিত্যাশয়েনাহ—তদেবমিতি । সর্ব্বদা অবস্থাত্রয়েঽপ্যাত্মনি অদ্বয়স্বস্বভাবে ॥ ৯-১০ ॥

প্রাক্ স্বপ্ননরোঽভবন্নপি ভবাংস্ততঃ প্রভৃতি জাগ্রন্নরঃ সম্পন্নো গার্হস্থ্যে সুসংস্থিতঃ । সন্দেহে ত্বমপি ধ্যানেন এতন্মদুক্তং সর্ব্বং পশ্যসি দ্রক্ষ্যসি, বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবৎ ॥ ১১-১২ ॥

খে কাঞ্চনময়স্তাপ আতপস্তদ্বৎ যঃ কচতি তৎফালঃ স্বকচনশক্ত্যুৎফালস্তেন লোলবপুঃ সংশ্চিন্ময়াত্মা আত্মনি তুচ্ছকর্ম্মফলভূতৈরসিতৈঃ সৎকর্ম্মফলভূতৈঃ সিতৈশ্চোন্মিশ্রকর্ম্মফলভূতৈর্মিশ্রৈশ্চ বিকসিতৈঃ সর্গাত্মভির্ভাবৈঃ সংবিদ্ঘন এব কচতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে একপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

মুনিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স মুনিস্তত্র তূষ্ণীং স্বশয়নে নিশি।
আসীদ্বিস্ময়তশ্চাহমথাঽহংসং প্রোহ্যমানবৎ ॥ ১ ॥
ততশ্চিরেণ কালেন ময়োক্তং তস্য সম্মুনে!।
এবং স্বপ্নো বিভোঃ সর্ব্বঃ সদ্রূপ ইতি মে মতিঃ ॥ ২ ॥

অন্যমুনিরুবাচ।

সৎ সম্ভবতি যত্রান্যৎ তত্রেদং সদিতি স্ম যঃ।
যুক্তো যত্র ত্বেতদেব সত্তাঽল্পং তত্র কা প্রমা? ॥ ৩ ॥
যথা স্বপ্নস্তথৈবায়মাদৌ সর্গোঽবভাসতে।
পৃথ্ব্যাদিরহিতোঽপ্যেষ পৃথ্ব্যাদিভিরবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ইত্থমন্যতনাৎ স্বপ্নাৎ সর্গস্বপ্নোঽমলাত্মকঃ।
শৃণু পুষ্করপত্রাক্ষ! মুনে! ব্যাধ! মহাগুরো! ॥ ৫ ॥

স্বপ্নার্থসত্যতাশঙ্কাং নিবার্য্যান্যমুনির্মুনেঃ।
ইহ ব্যাধগুরুত্বস্য হেতুক্তিমুপচক্রমে ॥

অথ অহং বাত্যয়া প্রোহ্যমানবদাসম্ ॥ ১ ॥

সদ্রূপো যথার্থঃ মে মতিরিত্যুক্ত্যা অসম্ভাবনয়া বিস্ময়ো দ্যোতিতঃ ॥ ২ ॥

যত্র যদি অন্যজ্জাগ্রদ্বস্তু সৎ সম্ভবতি সম্ভবেৎ, তত্র তর্হি ইদং স্বপ্নাদি সদিতি ...য়ো বিস্ময়ো যুক্তঃ স্যাৎ। যত্র তু এতজ্জাগ্রদ্দৃশ্যমেব সত্তয়া অল্পং সত্তাঽল্পং ...মথ্যাভূতং, তত্র স্বপ্নে সত্যতায়াঃ কা প্রমা? সুতরাং মিথ্যাত্বমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

ইত্থং পরিদৃশ্যমানাদন্যতনাদস্মদীয়স্বপ্নাদপি জাগ্রত্ত্বেন প্রসিদ্ধঃ সর্গস্বপ্নঃ অমল-চৈতন্যমাত্রাত্মকঃ; ইয়ত্যপি সত্তা তস্য তুচ্ছৈবেত্যর্থঃ। হে ব্যাধ! মহাগুরো! হে পুষ্করপত্রাক্ষ মুনে! অত্রোপপত্তিং শৃণু। ত্বদপেক্ষয়াঽপি মন্দমতের্ব্যাধস্য বোধনকালে ...য়া উপপাদনশ্রমো জ্ঞাস্যতে ইতি দ্যোতনায় তথাসম্বোধনম্। পুষ্করপত্রাক্ষেতি সম্বোধনতাৎপর্য্যং প্রাগুক্তমেব ॥ ৫ ॥

অস্য দৃষ্টপদার্থাভ্যাং স্বপ্নে স্বপ্নবতোঽভবৎ ।
সর্গস্বপ্নস্তু দৃষ্টার্থ এবাদৌ খে বিরাজতে ॥ ৬ ॥
এবং সৎস্বপ্ন ইত্যেব সন্দিগ্ধমিব বক্ষি কিম্ ।
স্ফুটমপ্যনুভূতৎ সৎ-স্বপ্নধ্যানোদ্যমঃ কথম্ ? ॥ ৭ ॥
ইদমিত্থং যদাভোগি স্ফুটং স্বপ্নজগন্মুনে ! ।
সদেবানুভবত্যেব তত্র সন্দিগ্ধতা কথম্ ? ॥ ৮ ॥
অথৈবংবাদিনস্তস্য বাক্যমাক্ষিপ্তবানহম্ ।
পৃষ্টবান্ ব্যাধগুরুতা কাঽসৌ মে কথ্যতামিতি ? ॥ ৯ ॥

অন্যমুনিরুবাচ ।

শ্রূয়তামিদমাখ্যানমপরং কথয়ামি তে ।
সংক্ষেপেণ মহাপ্রাজ্ঞ ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১০ ॥
অস্ম্যহং তাবদাদীর্ঘ-তপাস্তমতির্ধার্ম্মিকঃ ।
শ্রুত্বেদং মদ্বচঃ সত্যমিহৈব রতিমেষ্যসি ॥ ১১ ॥

বক্তুং প্রতিজ্ঞাতামুপপত্তিমাহ—অস্যেতি। অস্য জাগ্রতি দৃষ্টাভ্যাং পদ-তদর্থাভ্যাং বুদ্ধৌ স্বসংস্কারাধানাৎ স্বপ্নবতস্তব রাত্রৌ স্বপ্নে শব্দোঽর্থশ্চাভবদিতি সংস্কারাদিসামগ্রীসত্ত্বাৎ সত্যঃ সম্ভাব্যেতাপি। সৃষ্ট্যাদিকালে প্রসিদ্ধঃ সর্গস্বপ্নস্তু প্রাগ্ দৃষ্টঃ অর্থো যস্য তথাবিধ এব খে চিদাকাশে বিরাজতে। তত্র চ চিরপ্রলয়-কালেন ব্যবধানে পূর্ব্বানুভবসংস্কারাদেরুচ্ছিন্নত্বাদদ্যতনস্বপ্নাপেক্ষয়াঽপি তুচ্ছ এব সম্ভাব্যতে, ন সমসত্তাকোঽপীত্যুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এবং জাগ্রৎপ্রপঞ্চস্যাধিকমিথ্যাত্বে সতি স্বপ্নো বিভোঃ সর্ব্বঃ সদ্রূপ ইতি মে মতিরিতি মতিপদেন সন্দিগ্ধমিব সূচয়ন্ কিং বক্ষি ? স্ফুটমপ্যনুভূতং সদিদং স্বপ্নং মদুপদেশাদনুভূয় পুনঃ স্বপ্নধ্যানে তবোদ্যমঃ কথং জাতঃ ? ন হি স্বপ্নদর্শী কশ্চিৎ স্বপ্নোঽয়ং মিথ্যেতি তদানীং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ সদেব জগদনুভবতস্তে অসত্ত্বসন্দেহে বীজমপি নাস্তীত্যাহ—ইদমিতি ॥৮॥

আক্ষিপ্তবান্ প্রশ্নান্তরকরণেন নিরুদ্ধবান্ ॥ ৯-১০ ॥

অহং যাবদহং ব্যাধগুরুর্ভবিতা, তাবদিহৈবাস্মি। হে মুনিনায়ক ! ত্বমপি ইদং মদ্বচঃ শ্রুত্বা ইহৈব মদ্গৃহে রতিমেষ্যসি ॥ ১১ ॥

ইহস্থং মামিমং ত্বঞ্চ ন ত্যক্ষ্যসি সপর্য্যয়া।
অহং ভবদ্ভিঃ সহিতো নিবৎস্যামীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

সাধো! যাতেষু বর্ষেষু ততঃ কতিপয়েষ্বিহ।
সর্ব্ববন্ধুবিনাশস্তে দুর্ভিক্ষেণ ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

মত্তসীমান্তসামন্ত-বিগ্রহেণ তদৈব চ।
সর্ব্বো গৃহাৎ তনুপ্রাণির্গ্রামকোঽয়ং বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ১৪ ॥

ততো দুঃখমজানন্তৌ চিরমাশ্বসিতৌ মিথঃ।
শান্তৌ বিদিতবেদ্যত্বাৎ সমৌ সর্ব্বার্থনিস্পৃহৌ ॥ ১৫ ॥

ইহৈবৈকত্র কস্মিংশ্চিৎ তরুখণ্ডকজালকে।
সমাচারৌ নিবৎস্যাবঃ শূন্যে চন্দ্ররবী যথা ॥ ১৬ ॥

উৎপৎস্যতে ত্বরণ্যেঽস্মিন্ কালেন বনমুত্তমম্।
শালতাললতাজাল-বলিতাখিলভূতলম্ ॥ ১৭ ॥

তালীতমালদলতাণ্ডবমণ্ডিতাশং
ব্যাকোশপদ্মবনবন্দ্যবিকাসিবৃক্ষম্।
কূজচ্চকোরচয়চারুলতানিকুঞ্জ-
মুন্তাসিনন্দনমিবাগতমন্তরিক্ষাৎ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে শবোপাখ্যানে মুনিরাত্রিসঙ্কথাবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫২ ॥

ইহস্থং মাং চ ত্বং ন ত্যক্ষ্যসি। বৈরবলাদিনা মত্তানাং সীমান্তস্থানাং সামন্তানাং ক্ষুদ্রভূপানাং বিগ্রহেণ পরস্পরযুদ্ধপ্রসঙ্গেন তনবোঽল্পীভূতাঃ প্রাণিনো যত্র তথাবিধঃ অয়ং গ্রামকো গৃহাদ্ বিনংক্ষ্যতি পলায়িষ্যতি ॥ ১২-১৪ ॥

তদা আবাং কিং করিষ্যাবঃ? তদাহ—তত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৫-১৬ ॥

অস্মন্নিবাসাদরণ্যে উত্তমং বনং বৃক্ষনিকুরম্বমুৎপৎস্যতে। উত্তমত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—শালেত্যাদিসার্দ্ধেন। ব্যাকোশৈঃ পদ্মবনৈরধশ্চরণাশ্রয়ণাদ্ বন্দ্যা বন্দ্যমানা ইব পুষ্পৈর্বিকাসিনো বৃক্ষা যত্র। অন্তরিক্ষাৎ স্বর্গাদাগতং নন্দনমিব স্থানমুৎপৎস্যত ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

অন্যমুনিরুবাচ।

আবয়োশ্চরতোস্তস্মিন্ বনে চিরতরং তপঃ।
মৃগানুসরণশ্রান্তো মৃগব্যাধ উপৈষ্যতি ॥ ১ ॥
তং ত্বং স্বভাবপুণ্যাভিঃ কথাভির্বোধয়িষ্যসি।
তপস্তত্রৈব বিপিনে স বিরক্তশ্চরিষ্যতি ॥ ২ ॥
ততস্তপস্বিচর্য্যাণামাত্মজ্ঞানবুভুৎসয়া।
মধ্যে স স্বপ্নজিজ্ঞাসুঃ প্রক্ষ্যতি স্বপ্নসংকথাম্ ॥ ৩ ॥
কথয়িষ্যসি তস্মৈ ত্বমাত্মজ্ঞানমখণ্ডিতম্।
স্বপ্নাখ্যেন প্রসঙ্গেন সোঽতো যোগ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥
ইত্যনেন প্রকারেণ গুরুস্তস্য ভবিষ্যসি।
তেন তাত ! ময়োক্তোঽসি গিরা ব্যাধগুরো ইতি ॥ ৫ ॥
ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথাঽয়ং সংসৃতিভ্রমঃ।
যথাঽহং যাদৃশশ্চ ত্বমিহ যৎ তে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
ইতি তেনাহমুক্তঃ সন্ বিস্ময়াকুলয়া ধিয়া।
তেন সার্দ্ধং বিমৃশ্যৈতৎ পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৭ ॥

ইহ ব্যাধাগমাদ্যুক্ত্যা তদ্গুরুত্বসমর্থনম্।
কালে বিবেকাদ্বিজ্ঞানং সর্ব্বৈকাত্ম্যং চ বর্ণ্যতে ॥

তস্মিন্ বর্ণিতগুণে বনে ॥ ১-২ ॥

তপস্বিচর্য্যাণামভ্যাসাচ্ছান্তিদান্ত্যাদিসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং স ব্যাধ আত্মজ্ঞান-বুভুৎসয়া মধ্যে তদুপোদ্বাততয়া স্বপ্নজিজ্ঞাসুঃ সন্ স্বপ্নসংকথাং প্রক্ষ্যতি ॥ ৩ ॥

ততস্ত্বং স্বপ্নাখ্যেন প্রসঙ্গেন আত্মজ্ঞানং কথয়িষ্যসি ॥ ৪ ॥

তেন হেতুনা ॥ ৫ ॥

পৃষ্টস্যোত্তরং সমাপ্য প্রাক্তনমুপসংহরতি—ইতীতি ॥ ৬ ॥

এতৎ দৃশ্যজাতম্ ॥ ৭ ॥

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং স প্রভাতে মহামুনিঃ।
তথা সংপূজিতো যেন তত্রৈব রতিমাপ্তবান্ ॥ ৮ ॥
অনন্তরং গৃহে তস্মিংস্তস্মিন্ গ্রামগৃহে তথা।
স্থিতাবাবাং স্থিরমতী কৃতভাবৌ পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥
ততো বহতি কালোঽয়মৃতুসংবৎসরাত্মকঃ।
স্থিতোঽহমাগতান্ ভাবাংস্ত্যজন্ গৃহ্নন্ গিরির্যথা ॥ ১০ ॥
নাভিবাঞ্ছামি মরণং নাভিবাঞ্ছামি জীবিতম্।
যথাস্থিতোঽস্মি তিষ্ঠামি তথৈব বিগতজ্বরম্ ॥ ১১ ॥
ততো বিচারিতং তত্র তন্ময়া দৃশ্যমণ্ডলম্।
কিং কারণমিদং তু স্যাৎ কিময়ং বেত্তি চেতসা ? ॥ ১২ ॥
কোঽয়ং পদার্থসংঘাতঃ ? কিং নাম্নৈতস্য কারণম্ ?।
অস্ত্যস্মিন্ স্বপ্নসন্দর্শে চিদ্ব্যোম্নৈকস্বরূপিণি ॥ ॥ ১৩ ॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতো দিশঃ।
চিন্মাত্রনভ এবৈতে কচন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥
চিচ্চন্দ্রিকাচতুর্দ্দিক্কমবভাসং তনোতি যৎ।
তদিদং জগদাভাতি চিত্রমপ্রতিঘাত্মকে ॥ ১৫ ॥
নেমেঽদ্রয়ো ন চেয়ং ভূর্নেদং খং নায়মপ্যহম্।
চিন্মাত্রব্যোমকচনমিদমাভাতি কেবলম্ ॥ ১৬ ॥

রতিং প্রীতিম্ ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ বনস্থে গৃহে তথা তস্মিন্ প্রাক্তনে গ্রামগৃহে চ। কৃতভাবৌ বদ্ধ-প্রীতী ॥ ৯ ॥

ভাবান্ অনিষ্টেষ্টমিশ্রান্। গিরিপক্ষে দবাগ্নিবৃষ্ট্যাদীন্ ॥ ১০-১২ ॥

এতস্য কারণং নিমিত্তং কিমস্তি ? ॥ ১৩ ॥

আত্মনি চিদেকঘনস্বভাবে অবস্থিতং চিন্মাত্রনভ এব ॥ ১৪ ॥

খে চিদাকাশে অপ্রতিঘাত্ম স্থৌল্যাভাবাৎ প্রতিঘাতাযোগ্যস্বভাবম্ ॥ ১৫ ॥

নম্বদ্র্যাদয়ঃ সপ্রতিঘাঃ কথমপ্রতিঘাঃ স্যুঃ ? তত্রাহ—নেম ইতি ॥ ১৬ ॥

পদার্থজাতস্যাস্য স্যাৎ কিং নাম যত কারণম্ ?।
পিণ্ডগ্রহে হেতুনা তু বিনা কোঽপ্যর্থসম্ভবঃ ? ॥ ১৭ ॥
ভ্রান্তিমাত্রমিদং চেৎ স্যাদ্‌ভ্রান্তেঃ কিং নাম কারণম্ ?।
দ্রষ্টা মন্তা চ কো ভ্রান্তেঃ কারণং বা ক্ব কীদৃশম্ ? ॥ ১৮ ॥
যস্যাহমবসং সংবিন্মাত্রকং হৃদয়ৌজসি।
অসৌ ময়া সহ গতঃ কিলাশেষেণ ভস্মসাৎ ॥ ১৯ ॥
তস্মাদিদমনাদ্যন্তং চিদাভামাত্রমম্বরম্।
অকর্তৃকর্ম্মকরণং রূপং চিদ্‌ঘনমক্রমম্ ॥ ২০ ॥
ইদং চিদ্ব্যোমকচনং ঘটাবটপটাদিকম্।
স্ফুটং কুত ইবাকারি ঘটাবটপটাদ্‌যতঃ ॥ ২১ ॥
নাপি চিন্মাত্রকচনং চিন্মাত্রং ব্যোম কেবলম্।
তস্য কিং কচনং কীদৃক্ কথং কচতি কিং নভঃ ? ॥ ২২ ॥
অয়ং ফেনশ্চিদম্ভোধেঃ কিমস্য কচনং নবম্ ?।
কচৎস্বভাব এবায়মনন্তশ্চিদ্‌ঘনঃ স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥

যদা চিন্মাত্রকচনং তর্হি কারণমেব নাস্তি, পিণ্ডগ্রহ-তদ্ধেত্বোরপ্রসিদ্ধেরিত্যাহ—পদার্থেতি ॥ ১৭ ॥

তর্হি ভ্রান্তিরেবেয়মস্তু ? ইত্যাশঙ্ক্য তত্রাপি নিমিত্তদ্রষ্ট্রাদি দুর্ব্বচমিত্যাহ—ভ্রান্তীতি ॥ ১৮ ॥

সংবিন্মাত্রকমহং যস্য দেহে প্রবিষ্টঃ সন্ হৃদয়ৌজস্যবসমসৌ প্রাণী ময়া মদ্দেহেন সহ ভস্মসাদ্‌গতঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ তদ্দেহ-মদ্দেহাদীনামসত্ত্বাদিদং সর্ব্বং চিদাভামাত্রমম্বরমেব ॥ ২০ ॥

ঘটাবটপটাদ্‌যত আকারতো ভবিতুং স্ফুটং রূপং কুত ইব অকারি? কুতশ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

চিন্মাত্রকচনমিতি বুদ্ধিরপি রাহোঃ শির ইতিবদ্ বিকল্পমাত্রম্। ষষ্ঠীতৎপুরু প্রয়োজকয়োর্ভেদসম্বন্ধয়োরপ্রসিদ্ধেরিত্যাশয়েনাহ—নাপীতি ॥ ২২ ॥

ফেন ইব ফেনঃ ॥ ২৩ ॥

চিন্মাত্রৈকচনং শুদ্ধং ব্রহ্ম বৃংহিতচিদ্ঘনম্ ।
ইদং জগদিবাভাতি ক দৃশ্যং দ্রষ্টৃতা কুতঃ ? ॥ ২৪ ॥
আদ্যন্তবর্জ্জিতমমেয়মনাদিমধ্য-
মেকং বিভুং বিগতকারণকার্য্যসত্ত্বম্ ।
সত্তাময়ং ভুবনশৈলদিগন্তনানা-
ঽনানাত্মকং কিমপি চেতনমেব সর্ব্বম্ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে শবোপাখ্যানে সর্ব্বৈকাত্ম্য-প্রতিপাদনং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৩ ॥

সদৈব বৃংহিতচিদ্ঘনং ব্রহ্ম ॥ ২৪ ॥

কালত আদ্যন্তবর্জ্জিতং, দেশতোঽপ্যনাদিমধ্যং, বস্তুত একম্, অত এব বিগত-কারণং বিগতকার্য্যং বিগততদধীনসত্ত্বকং চ স্বতঃ সত্তাপ্রধানং স্বসত্তয়ৈব ভুবনাদি-সত্তানির্ব্বাহকত্বান্নানাঽনানাত্মকমিব কিমপি বাঙমনসাগোচরং যচ্চেতনং তদেব সর্ব্বং, ন তদ্ব্যতিরিক্তমণুমাত্রমপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

মুনিরুবাচ।

ইতি নির্ণীয় দৃশ্যেঽস্মিন্ স্থিতোঽস্মি বিগতজ্বরঃ।
বীতরাগো নিরাশঙ্কো নির্ব্বাণো নিরহঙ্কৃতিঃ ॥ ১ ॥
নিরাধারো নিরাধেয়ো নির্ম্মানো নিরুপাশ্রয়ঃ।
স্বভাবস্থঃ স্বয়ং শান্তঃ সর্গাত্মা সর্ব্বথোদিতঃ ॥ ২ ॥
যথাপ্রাপ্তস্য কর্ত্তাঽস্মি ন কর্ত্তাঽস্মি কদাচন।
স্বয়মেব হি যো ব্যোম কর্ত্তৃতা তস্য কীদৃশী ? ॥ ৩ ॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতো দিশঃ।
ইত্যেকাত্ম নভঃ সর্ব্বং ভূতজালৈকচিদ্বপুঃ ॥ ৪ ॥
শাম্যামি পরিনির্ব্বামি সুখমাসে চ কেবলম্।
ন বিধিপ্রতিষেধৌ মে ন মে বাহ্যং ন মেঽন্তরম্ ॥ ৫ ॥
ইতি মে তিষ্ঠত ইহ যথাসংস্থানসংস্থিতেঃ।
অদ্যায়ং ত্বমনুপ্রাপ্তঃ কাকতালীয়বৎ পুরঃ ॥ ৬ ॥
ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা স্বপ্নো যথা বয়ম্।
যথা জগদ্ যথা চ ত্বং যথা দৃশ্যমিদং তথা ॥ ৭ ॥

বিচারজা নিজা জীবন্মুক্তস্থিতিরিহোদিতা।
মুনিনাভ্যাসহীনস্য ব্যাধস্য ত্বনবস্থিতিঃ ॥

স্বকৃতবিচারফলং স্বজীবন্মুক্তিস্থিতিং মুনিঃ প্রপঞ্চয়তি—ইতীত্যাদিনা ॥ ১ ॥

নির্ম্মানো বিগতাভিমানঃ ॥ ২ ॥

যঃ স্বয়মেব ব্যোম নিষ্ক্রিয়ং তস্য ॥ ৩ ॥

একাত্মসৎ নভশ্চিদাকাশমেব ॥ ৪-৫ ॥

হে ব্যাধ ! অয়ং ত্বমদ্যানুপ্রাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

এবমনুপ্রাপ্তায় পৃচ্ছতে তে ইতি যথাবর্ণিতপ্রকারং সর্ব্বম্। তদেব প্রপঞ্চয়তি —যথা স্বপ্ন ইত্যাদিনা। সর্ব্বত্র তথা আখ্যাতমিতি সম্বধ্যতে ॥ ৭ ॥

ত্বঞ্চ যাদৃগ্ দৃশ্যমিদং যথা দৃশ্যমিদং পুরঃ।
যথা ভাবা যথা ব্রহ্ম যথেমা জনতাঃ পুরঃ ॥ ৮ ॥
এতদ্‌বুদ্ধা ভবাঞ্ছান্তো মিথ্যা লুব্ধকলুব্ধক !!
শান্তৈবেবমিয়ং সত্তা চিন্মাত্রব্যোমরূপিণী।
স্বয়মাভাতি নির্ব্বাণা নৈব বাঽঽভাতি কিঞ্চন ॥ ৯ ॥

লুব্ধক উবাচ।

এবঞ্চেৎ তদহং ত্বঞ্চ সর্ব্বে বা বিবুধাদয়ঃ।
সর্ব্ব এব মিথঃ স্বপ্ন-পুরুষাঃ সদসন্ময়াঃ ॥ ১০ ॥

মুনিরুবাচ।

এবমেতদিদং সর্ব্বমন্যোঽন্যং স্বপ্নবৎ স্থিতম্।
অন্যোঽন্যমাত্মনি তথা সদসচ্চানুভূয়তে ॥ ১১ ॥
দৃশ্যং যেন যথা বুদ্ধং তথা তেনানুভূয়তে।
নানৈকং বস্তুতোঽনেকং ন সন্নাসন্ন মধ্যগম্ ॥ ১২ ॥

ত্বং দ্রষ্টা চ যাদৃক্। ইদং দেহেন্দ্রিয়াত্মাধ্যাত্মিকমান্তরং দৃশ্যং যথা, ইদং পুরো দৃশ্যমাধিভৌতিকং চ দৃশ্যং যথা, তেষু চ রাগদ্বেষহানোপাদানাদিভাবা যথা ॥ ৮ ॥

হে লুব্ধকলুব্ধক! ইত্যাদরাদ্‌দ্বির্বচনম্। ভবান্ এতৎ সর্ব্বং মিথ্যা ইতি বুদ্ধা শান্তো ভবতু, যত ইয়মাত্মসত্তা শান্তৈব স্বয়ং নির্ব্বাণা আভাতি নাশান্তা। শান্তি-স্বরূপমেব দর্শয়তি—নৈবেতি। আত্যন্তিকদৃশ্যাভানমেব তচ্ছান্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্ফুটতরস্য নরদেবতির্য্যক্‌স্থাবরাদেঃ স্বপ্নপ্রায়ত্বমসম্ভবিতমিতি কাক্কা লুব্ধক আহ—এবং চেদিতি। সন্ত এবাসন্ময়াঃ, স্যুরিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

ইষ্টাপত্ত্যা মুনিরুত্তরমাহ—এবমেতদিতি। আত্মনি সৎ অন্যেষসচ্চ, এব সর্ব্বানুভবাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বোধানুসারিব্যবস্থত্বাদপি তৎ তথেত্যাহ—দৃশ্যমিতি। যতো নানৈকং বস্তু।

জাগ্রতি স্বপ্ননগরমিব বেদনমাত্রকম্ ।
অদৃষ্টপূর্ব্বদূরস্থ-দৃশ্যমানপুরোপমম্ ॥ ১৩ ॥
ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং বোধিতোহসি নিরন্তরম্ ।
স্বয়ং প্রাজ্ঞোহসি জানাসি যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৪ ॥
এবং প্রবোধিতস্যাপি তব ব্যাধ ! মতে মতিঃ ।
ক্ষণং প্রবোধবিশ্রান্তা ন বিশ্রান্তা পরে পদে ॥ ১৫ ॥
নাভ্যাসেন বিনা বোধ এষ যাতি মনোহৃদি ।
পরাং পরিণতিং প্রাজ্ঞ ! দারুণীবাম্বুধারণে ॥ ১৬ ॥
অভ্যাসাদ্বোধবিশ্রান্তৌ গুরুণাস্ত্রৈকসেবনাৎ ।
দ্বৈতাদ্বৈতদৃশোঃ শান্ত্যা নির্ব্বাণং চিত্তমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

যথৈকো ঘটো নানাকপালকপালিকাতদবয়বপরম্পরাপরমাণ্বন্তনানাবস্থা একত্বপ্রতীতেরেকবস্ত্বাত্মকশ্চ, তত্র নানাত্বদর্শিনামেকমসৎ, এ... দর্শিনাং নানাত্বমসৎ, উভয়দর্শিনামুভয়ং সদসচ্চ পাক্ষিকম্ । ... বিদাং তু বেদনমাত্রকমিতি নৈকমপীত্যনুভবসিদ্ধমিতি ভাবঃ । মধ... সদসৎ ॥ ১২-১৪ ॥

মতে স্বাভিমতে জগৎসত্যত্বভ্রমে এব মতির্বিশ্রান্তা, পরে পদে তু ন বিশ্রান্তে... পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

তৎ কুতঃ ? তত্রাহ—নেতি । এষ বোধোহভ্যাসেন পরাং পরিণতিং বি... মনোহৃদি মনোহন্তর্ন যাতি ন প্রবিশতি, যথা অম্বুধারণে কার্য্যে দারুণি পা... কমণ্ডল্বাদ্যাকারাং কর্ত্তনাদিনির্ম্মিতাং পরিণতিং বিনা তদন্তরম্বু ন প্রবিশতি ত... বদিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অভ্যাসেন বোধস্যান্তবিশ্রান্তৌ সিদ্ধায়াং তচ্চিত্তমেব নির্ব্বাণমিতি তদনুভ... ভিরুচ্যত ইত্যাহ—অভ্যাসাদিতি ॥ ১৭ ॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে শবোপাখ্যানে যথাভূতার্থবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৪ ॥

উক্তেঽর্থে ভগবদ্বচনসম্মতিং দর্শয়তি—নির্ম্মানেতি। অন্তর্নির্ম্মানমোহাঃ। বহির্জিতসঙ্গদোষাঃ। অন্তর্বহিশ্চাধ্যাত্মনিত্যাঃ। সর্ব্বতঃ পূর্ণানন্দাত্মলাভাদ্ বিনিবৃত্তকামাঃ। সুখদুঃখয়োঃ সম্যগ জ্ঞানং সংজ্ঞা যেভ্যস্তথাবিধৈঃ প্রিয়াদিদ্বন্দ্বৈ-র্বিমুক্তা অমূঢ়াস্তত্ত্ববিদস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং নির্ব্বাণাখ্যং গচ্ছন্তি, অনুভব-ন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

অগ্নিরুবাচ।

ইত্যাকর্ণ্যাথ স ব্যাধস্তদা তস্মিন্ বনান্তরে।
আসীচ্চিত্রকৃতাকার ইব বিস্ময়মন্থরঃ ॥ ১ ॥
ন বিশশ্রাম চেতোঽস্য স্বাভ্যাদেন বিনা পদে।
আসীদুদ্ভ্রান্ত ইব স প্রোহ্যমান ইবার্ণবে ॥ ২ ॥
আরূঢ় ইব বা চক্রে চক্রেণ তপসা হৃতঃ।
নক্রেণেব সমাক্রান্তঃ পরাক্রমবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩ ॥
কিমেতৎ স্যাদুতান্যৎ স্যান্নির্ব্বাণমিতি সংশয়াৎ।
নাধ্যগচ্ছদসৌ শান্তিং মূর্খো যৌবনবানিব ॥ ৪ ॥
অবিদ্যাকৃতমেবেদং দৃশ্যমিত্যেব চিন্তয়ন্।
অবিদ্যা জগদিত্যেষা নায়াতি নিপুণং হৃদি ॥ ৫ ॥
কিয়দন্তমিদং দৃশ্যং স্যাৎ পশ্যাম্যেতদাদিতঃ।
দূরতোর্দ্ধপ্রমাণেন তপোলব্ধশরীরকঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাধস্তু মূঢ়তপসা চিরক্লেশাব্ধিধের্ব্বরাৎ।
নভোগতিঃ কায়বুদ্ধির্মুক্তিশ্চ মুনিনোচ্যতে ॥

চিত্রকৃত আকারঃ প্রতিমেব বিস্ময়েন মন্থরো জড়ীকৃতঃ ॥ ১ ॥

ন বিশশ্রাম বিশ্রান্তিং ন লেভে ॥ ২ ॥

কেনচিৎ সিদ্ধেন তপসা স্বীয়তপোবলেন চক্রেণ চক্রবাতেন হৃত ইব ॥ ৩-৪ ॥

যত ইদং জগদবিদ্যৈবেত্যর্থো হৃদি নায়াতি, অত ইদং জগদবিদ্যাখ্যয়া ব্রহ্মশক্ত্যা কৃতমুৎপাদিতং সত্যমেবেতি চিন্তয়ন্ সন্ ॥ ৫ ॥

ইদং দৃশ্যং কিয়দন্তং কিয়দ্দূরাবধিকং স্যাদেতৎ তপোলব্ধশরীরকঃ সন্নাদিতঃ পৃথিবীমারভ্য দূরতয়া ঊর্দ্ধপ্রমাণেন দেহেন গত্বা পশ্যামি দ্রক্ষ্যামি ॥ ৬ ॥

ভাবাভাবাত্মনো নিত্যমস্যান্তে স্থীয়তে সুখম্।
তস্মাদাকাশমপ্যস্তি যত্র নো তত্র যাম্যহম্॥ ৭॥
ইতি নির্ণীয় হৃদয়ে মুর্খ এব বভূব সঃ।
গতং তাদৃশমপ্যুক্তং বিনাঽভ্যাসেন ভস্মনি॥ ৮॥
ততস্ততঃ প্রভৃত্যেব তেনৈব মুনিভিঃ সহ।
লুব্ধকত্বং পরিত্যজ্য তপশ্চরিতুমুদ্যতঃ॥ ৯॥
তস্মিন্ জগতি তৈর্ভাবৈস্তৈঃ সমং নিবসন্ সদা।
বহূন্যব্দসহস্রাণি চকার সুমহৎ তপঃ॥ ১০॥
তপঃ কুর্ব্বন্ কদাচিৎ স পুনঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিম্।
কদা স্যাদাত্মবিশ্রান্তির্মমেত্যাহ মুনিস্ততঃ॥ ১১॥

মুনিরুবাচ।

জ্ঞানং তদুপদিষ্টং তে জীর্ণদার্বল্লকাগ্নিবৎ।
সংস্থিতং হৃদয়ে কিন্তু দাহ্যমাক্রম্য নোচিতম্॥ ১২॥
নাভ্যাসেন বিনা জ্ঞানে শিবে বিশ্রান্তবানসি।
অভ্যাসেন তু কালেন ভৃশং বিশ্রান্তিমেষ্যসি॥ ১৩॥

ভাবাভাবাত্মনোঽস্য দৃশ্যস্যান্তে অসংসারপ্রদেশে নিত্যং সুখং স্থীয়তে স্থাস্যতে ময়া॥ ৭॥

তাদৃশমতিবিস্তীর্ণং সদৃষ্টান্তোপপত্তিকমপি মুন্যুক্তমভ্যাসেন বিনা ভস্মনি হুতমিব বৃথা গতমিত্যর্থঃ॥ ৮॥

তেনৈব নির্ণয়েন॥ ৯॥

তৈস্তপস্বিষু প্রসিদ্ধৈর্ভাবৈর্লক্ষণৈঃ॥ ১০॥

মম নিরুপপ্লবে আত্মনি বিশ্রান্তিঃ কদা স্যাৎ? ইতি পপ্রচ্ছ। ততো মুনিস্তং প্রত্যাহ॥ ১১॥

জীর্ণদার্ব্বল্লকাগ্নিবৎ সংস্থিতমিত্যুক্ত্যা জন্মান্তরে উদ্‌বোধমেষ্যতীতি সূচিতম্। সাম্প্রতম্ দগ্ধুমুচিতং দাহ্যং দগ্ধুং শক্যমপি দৃশ্যানর্থমাক্রম্য ন সংস্থিতম্॥ ১২॥

কালেন চিরেণ॥ ১৩॥

ভবিষ্যদিদমাত্মীয়মথাকর্ণয় নির্ণয়ম্।
মম বর্ণয়তঃ কর্ণ-ভূষণং ভূতলাদ্ভুতম্ ॥ ১৪ ॥
সংস্তুতানববুদ্ধাত্মা জ্ঞানসারতয়া তয়া।
দোলায়মানসংবিত্ত্বং ন মূর্খো ন চ পণ্ডিতঃ ॥ ১৫ ॥
অবিদ্যারূপমাভোগি কিংপ্রমাণমিদং জগৎ।
স্যাদিত্যাত্মবিকল্পেন তপস্ত্বং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৬ ॥
ইত্থং তপস্ত্বয়া ঘোরং কার্য্যং যুগশতং পৃথু।
পরমেষ্ঠী ততস্তুষ্টস্ত্বামুপৈষ্যতি সামরঃ ॥ ১৭ ॥
মার্গয়িষ্যসি তস্য ত্বং বরদস্য বরং বর !।
ইদমুদ্দামদৌরাত্ম্যান্নিজং সন্দেহসঞ্চয়ম্ ॥ ১৮ ॥
দেবায়ং দৃশ্যরূপেঽস্মিন্ দৃষ্টাবিদ্যাভ্রমে সতি।
ক্বচিদাদর্শবন্নাস্তি প্রতিবিম্বমলোজ্ঝিতঃ ॥ ১৯ ॥
চিদ্ব্যোমদর্পণস্যাস্য পরমাণ্বাকৃতেরপি।
অন্তস্থস্যৈব বা যত্র তত্রেদং প্রতিবিম্বতি ॥ ২০ ॥

ভূতলে কেনাপি মনসাঽপ্যসম্ভাবনাদত্যদ্ভুতম্ ॥ ১৪ ॥

সংস্তুতো জ্ঞাতুং প্রস্তুতঃ। তয়া বিদ্বৎপ্রসিদ্ধয়া জ্ঞানসারতয়া অনববুদ্ধশ্চায়ং যেন তথাবিধোঽত এব দোলায়মানসংবিত্ত্বম্, অসমর্থসমাসশ্ছান্দসঃ ॥ ১৫ ॥

আত্মবিকল্পেন স্বমনোরথকল্পনামাত্রেণ ॥ ১৬ ॥

ইত্থমনেনৈব সাম্প্রতং ক্রিয়মাণপ্রকারেণ। যুগশতং ব্যাধস্য জীবনাসম্ভবাৎ অর্থাৎ অনেকজন্মভিঃ ॥ ১৭ ॥

বরদস্য তস্য বিধেঃ সন্নিধৌ উদ্দামদৌরাত্ম্যাৎ নিজং মনোরথকল্পিতং বরং মার্গয়িষ্যসি প্রার্থয়িষ্যসীতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥

যৎ প্রার্থয়িষ্যসি, তচ্ছৃণু ইত্যাহ—দেবেতি। হে দেব ! বিধে ! অস্মিন্ দৃশ্যরূপে দৃষ্টে অবিদ্যাভ্রমে সতি আদর্শবৎ স্থিতে ব্রহ্মণি প্রতিবিম্বমলেনোজ্ঝিতঃ প্রদেশো নাস্তি যত্র গতস্য মে নির্ব্বিক্ষেপস্থিতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কুতো নাস্তি ? তত্রাহ—চিদ্ব্যোমদর্পণস্যেতি। যতঃ পরমাণ্বাকৃতেরপ্যন্তঃস্থিতস্যাস্য চিদ্ব্যোমদর্পণস্য যত্র তত্র ইদং জগদ্রূপং প্রতিবিম্বতি ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ কিয়দনন্তং স্যাদিদং দৃশ্যমনর্থকৃৎ।
তস্য পারে কিয়দ্বা স্যাদাকাশং দৃশ্যমেব তৎ ॥ ২১ ॥

এবমর্থমহং জ্ঞাতুমিমং সম্প্রার্থয়ে বরম্।
শৃণু দেবেশ্বরাবিঘ্নং তচ্চৈবাশু প্রযচ্ছ মে ॥ ২২ ॥

ইয়ং স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্মে নীরোগাঽস্তু তনুশ্চিরম্।
গারুড়েন চ বেগেন সংযুতা ব্যোমগামিনী ॥ ২৩ ॥

প্রতিনাড়ীকমেষা তু বৃদ্ধিং গচ্ছতু যোজনম্।
ক্রমেণ জগতো বাহ্যে ভবত্বাকাশরূপিণী ॥ ২৪ ॥

সাকাশস্যাস্য দৃশ্যস্য লভেয় পরমেশ্বর !।
অন্তমিত্থমনন্তস্য পরমোঽস্ত্বিতি মে বরঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি সাধো ! ত্বয়া প্রোক্তে দেবদেবো বরং প্রভুঃ।
এবমস্তু তবেত্যুক্ত্বা যাস্যত্যন্তর্দ্ধিমীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

গতে তস্মিন্ মহাদেবে দেবৈঃ সহ দিবস্পতৌ।
তপসা তে কৃশো দেহশ্চন্দ্রকান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

হে বিধে ! যস্মাৎ সাবিদ্যচিতেরিয়ং স্থিতিস্তস্মাদিদমবিদ্যাপ্রযুক্তং দৃশ্যং কিয়দ্দূর-মনর্থকৃদ্দৃশ্যং স্যাৎ ? তস্য দৃশ্যস্য পারে অনন্তং নিরবিদ্যং ব্রহ্ম কিয়দ্দূরং বা দাকাশবৎ সংসারশূন্যং ব্রহ্ম তন্ময়া দৃশ্যমবশ্যং গত্বা দ্রষ্টব্যমেব। আবশ্যকে ত্যঃ ॥ ২১ ॥

এবংরূপমর্থং জ্ঞাতুং প্রত্যক্ষমনুভবিতুমিমং বক্ষ্যমাণং বরং সম্প্রার্থয়ে ॥ ২২ ॥

ইয়ং মে তনুঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্নীরোগা গারুড়েন গরুড়বেগসদৃশেন বেগেন সংযুতা ব্যোমগামিনী চাস্তু ॥ ২৩ ॥

তু পুনঃ প্রতিনাড়ীকং প্রতিক্ষণং প্রত্যবয়বং চ যোজনং এষা মে তনুর্বৃদ্ধিং চ্ছতু। কালক্রমেণ জগতো লোকত্রয়াদ্বাহ্যে ভবতু বহির্গচ্ছতু। আকাশবদ্ শালরূপিণী ॥ ২৪ ॥

অহং সাকাশস্যাস্য দৃশ্যবর্গস্যান্তং লভেয় ॥ ২৫-২৬ ॥

মহতি দেবে বেধসি। ত্রিমূর্ত্তিনামভেদাদ্বা মহাদেবে। চন্দ্রস্য কান্তিরিব ান্তির্যস্য তথাবিধো ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

মামাপৃচ্ছন্নমস্কৃত্য তস্মিন্নেব ক্ষণে ততঃ।
প্লুতিমেষ্যতি স ব্যোম্নি চিত্তস্বার্থদিদৃক্ষয়া ॥ ২৮ ॥
দ্বিতীয় ইব শীতাংশুর্দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।
দ্বিতীয় ইব বৌর্বাগ্নিশ্চন্দ্রার্কস্পর্দ্ধয়োত্থিতঃ ॥ ২৯ ॥
ততো গরুড়বেগেন দৃশ্যস্য নভসস্তথা।
অন্তং প্রাপ্তুং বহন্ বেগাজ্জগতঃ সরিতামিব ॥ ৩০ ॥
জগতোঽন্তে ততোঽজস্রং ততো বর্দ্ধিষ্যতে বপুঃ।
কল্পান্তমত্তার্ণববন্নিষ্পারাম্বরপূরণম্ ॥ ৩১ ॥
দ্রক্ষ্যস্যথ মহাব্যোম্নি বর্দ্ধমানো বৃহদ্বপুঃ।
সর্গান্নিরর্গলাধার-নিরন্তগগনক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥
পরমার্থমহাকাশ-শূন্যতাবাতচক্রকান্।
স্বভাবদ্রবতোদ্দেশাচ্চিদর্ণবতরঙ্গকান্ ॥ ৩৩ ॥
সংবিদ্ঘনে যথা স্বপ্নে পুরাণ্যা ভান্তি খাত্মকাঃ।
তথা তদা তবৈষ্যন্তি সর্গবর্গা নিরর্গলাঃ ॥ ৩৪ ॥
বিস্ফুরন্তি মহাব্যোম্নি পর্ণৌঘাঃ ক্ষুভিতানিলৈঃ।
তথা সর্গাননন্তাংস্ত্বং দ্রক্ষ্যস্যক্ষীণনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

স ভবান্ ব্যোম্নি তস্মিন্ বরপ্রাপ্ত্যুত্তরক্ষণ এব ততো মদাশ্রমাৎ প্লুতি(ম্)
মুড্ডয়নমেষ্যতি ॥ ২৮- ২৯॥

বহন্ গচ্ছন্ সন্ সরিতামন্ত ইব জগতস্ত্রৈলোক্যস্যান্তে তে বপুর্বর্দ্ধিষ্যতে ই(তি)
পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

নিষ্পারস্যাপ্যম্বরস্য পূরণং নিরবকাশতাসম্পাদকম্ ॥ ৩১ ॥

নিরর্গলমপ্রতিবন্ধমেবাধারভূতং যদনন্তং গগনং তস্য ক্রমাদাক্রমণাৎ ॥ ৩২ ॥

সর্গানেব বিশিনষ্টি—পরমার্থেত্যাদিনা। পরমার্থমহাকাশস্য শূন্যতাপ্রযুক্তা(ন্)
বাতচক্রকান্ বাত্যা ইব স্থিতান্। স্বভাবঃ অজ্ঞাততাস্বভাবস্তল্লক্ষণদ্রবতা(য়া)
উদ্দেশাদুৎসেকাদাবির্ভূতাংশ্চিদর্ণবতরঙ্গকান্ ॥ ৩৩ ॥

এষ্যন্তি, দৃষ্টিপথমিতি শেষঃ ॥ ৩৪ ॥

যথা বিস্ফুরন্তি তথা, বিস্ফুরিতানিতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

সভাসত্যেক্ষণরুচাং যথা জালং সদপ্যসৎ।
জগদাত্ম তথাঽঽকাশ-সংবিদাং খে সদপ্যসৎ ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বোর্বীজনদৃষ্টানাং লগ্নানামিন্দুমণ্ডলে।
যাদৃগ্ জালং জগৎ তাদৃক্ স্থিতেঽনন্তত্বমাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥
পুনঃ সর্গঃ পুনর্ব্যোম পুনঃ সর্গঃ পুনর্নভঃ।
ইত্যেবং পশ্যতস্তেঽত্র দীর্ঘকালঃ প্রযাস্যতি ॥ ৩৮ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন প্রস্ফুরন্ সর্গপর্ণকে।
উদ্বেগমেষ্যসি ব্যোম্নি মহামহিমনি স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
উদ্বেগমেষ্যসি ততস্তপসোঽনুভবন্ ফলম্।
নির্দেক্ষ্যসি তদা দেহমনন্তাম্বরপূরকম্ ॥ ৪০ ॥
কিমিদং কুশরীরং মে ভারভূতমিব স্থিতম্।
মের্বাদিভূভৃতাং লক্ষমপি যস্মিংস্তৃণায়তে ॥ ৪১ ॥
দেহো মমাপ্রমাণোঽয়ং ব্যাপ্তং ব্যোম ময়াঽখিলম্।
পূরয়ামি খমদ্যাপি ভাবি নৈবোপগম্যতে ॥ ৪২ ॥

যথা সৌধস্থস্ত্রীজনানাং বিচিত্রবাতায়নজালেন বহিষ্ঠনৃত্যসভাসত্যেক্ষণং রোচতে, ...ং, যেষাং তথাবিধানাং বিচিত্রং বাতায়নজালং সদপ্যসৎপ্রায়ং, তথা ...কাশসংবিদাং তত্ত্ববিদাং জগদাত্মকং বৈচিত্র্যং তত্র সদপ্যসৎপ্রায়-বত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বৈরুর্ব্বীস্থৈর্জনৈরিন্দুমণ্ডলসংলগ্নতয়া দৃষ্টানাং ধূমনীহারধূল্যাদীনাং জালমিন্দু-লস্থজনদৃশা যাদৃগত্যন্তাসৎ, জগদপি আত্মনঃ অনন্তত্বং প্রাপ্য স্থিতে তত্ত্ববিদি ...ক্ অত্যন্তাসদেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

প্রস্ফুরন্ সঞ্চরন্। ব্যোম্নি অব্যক্তাকাশে ॥ ৩৯ ॥

নির্দেক্ষ্যসি দ্রক্ষ্যসি বক্ষ্যসি চ ॥ ৪০ ॥

তদেবাহ—কিমিদমিত্যাদিনা ॥ ৪২ ॥

অপ্রমাণঃ অপরিমিতঃ। যদ্ভাবি তন্নৈব উপগম্যতে জ্ঞায়তে ॥ ৪২ ॥

অবিদ্যা বত ঘোরেয়মনন্তা চ প্রমীয়তে।
মীয়তে ন চ কেনাপি ব্রহ্মজ্ঞানং সমং বিনা ॥ ৪৩ ॥
তমিমং সন্ত্যজাম্যেব দেহমাবিবৃতান্তরম্।
নানেন কিঞ্চিদাপ্নোমি সাধুসচ্ছাস্ত্রসঙ্গমম্ ॥ ৪৪ ॥
অনন্তাপারপর্য্যন্তং নিরালম্বাম্বরাস্পদম্।
কিং নামেদং শরীরং মে সুদুষ্প্রাপার্য্যসঙ্গমম্ ॥ ৪৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তং দেহং ধারণাং প্রাণরেচনীম্।
কৃত্বা ত্যক্ষ্যসি সম্ভুক্তাৎ ফলাচ্ছুষ্কং যথা খগঃ ॥ ৪৬ ॥
কৃত্বা দেহপরিত্যাগং জীবঃ প্রাণসমন্বিতঃ।
ব্যোম্নি স্থাস্যতি তে তস্মিন্ বাতাৎ সূক্ষ্মোঽপি বাতবৎ॥৪৭॥
ছিন্নপক্ষো মহামেরুরিব দেহঃ পতিষ্যতি।
তত্র ভূলোকশৈলাদি সর্ব্বং চূর্ণীকরিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
শুষ্কা ভগবতী দেহং তং তদা ভক্ষয়িষ্যতি।
সমাতৃমণ্ডলা তেন নির্দ্দোষা ভূর্ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
ইত্যাত্মোদন্তমখিলং শ্রুতবানসি সুব্রত !।
তপস্তালীবনে কৃত্বা যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৫০॥

ইয়ং দৃশ্যরূপা। প্রমীয়তে অনুভূয়তে। মীয়তে ইয়ত্তয়া পরিচ্ছিদ্যতে হিংস্যতে বা ॥ ৪৩ ॥

অনেনাতিপ্রবৃদ্ধদেহেন সাধুসচ্ছাস্ত্রসঙ্গমমন্যদ্বা মোক্ষসাধনং কিঞ্চিং ন আপ্নোমি ॥ ৪৪ ॥

সুদুষ্প্রাপঃ আর্য্যাণাং তত্ত্ববিদাং সঙ্গমো যেন ॥ ৪৫ ॥

প্রাণং রেচয়তি শরীরাদ্ বহির্নয়তি তচ্ছীলাং ধারণাং কৃত্বা। যথা খগঃ পক্ষী সংভুক্তাৎ ফলাৎ দাড়িমাদেঃ শুষ্কং নীরসং বীজত্বগাদিভাগং ত্যজতি তদ্বৎ ॥ ৪৬-৪৭ ॥

তত্র তস্মিন্ জগতি ॥ ৪৮ ॥

শুষ্কা নীরক্তা প্রাগ্বর্ণিতা সমাতৃমণ্ডলা ভগবতী কালী তদ্দেহং প্রাগ্বর্ণিত-প্রকারেণ গণৈঃ সহ ভক্ষয়িষ্যতি ॥ ৪৯-৫০ ॥

ব্যাধ উবাচ।

অহো ! নু ভগবন্ ! দুঃখং পরিভোক্তব্যমক্ষয়ম্।
ময়া ব্যর্থমনর্থায় যদর্থেন দুরর্থিতম্ ॥ ৫১ ॥
বিদ্যতে কিং বিভো ! কাচিদ্‌যুক্তিঃ সৈষা স্থিতির্ব্বর ! ।
অন্যথা ভবিতব্যোঽর্থো যদি নাস্তি তদুচ্যতাম্ ॥ ৫২ ॥

মুনিরুবাচ।

অবশ্যং ভবিতব্যোঽর্থো ন কদাচন কেনচিৎ।
বিধাতুমন্যথা শক্যস্তম্ন ক্ষরতি যত্নতঃ ॥ ৫৩ ॥
বামাবামশিরঃপাদ-বিপর্য্যয়বিধৌ যথা।
পুংসো ন বিদ্যতে শক্তিস্তথা ভাবান্যথাস্থিতৌ ॥ ৫৪ ॥
জ্যোতিঃশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানৈরিহ ভাব্যর্থবেদনম্।
ভবত্যন্যদপূর্ব্বং তু ন কিঞ্চন কদাচন ॥ ৫৫ ॥

ইদং ভাবিস্বদৃঢ়সঙ্কল্পফলং শ্রুত্বা ততো নির্ব্বিণ্ণো ব্যাধস্তৎপরিহারোপায়োঽস্তি ন বেতি পৃচ্ছতি—অহো ইত্যাদিনা। যৎ যস্মাদ্ধেতোঃ অর্থেন পুরুষার্থভ্রমেণ মেবার্থিতং সঙ্কল্পেন সমর্থিতম্ ॥ ৫১ ॥

হে বর ! শ্রেষ্ঠ ! ভগবন্ ! সৈষা ভাব্যর্থস্থিতিস্ত্বয়োক্তা। অয়ং ভবিতব্যোঽর্থো যুক্ত্যাঽন্যথা স্যাৎ তথাবিধা কাচিদ্ যুক্তির্বিদ্যতে যদি বা নাস্তি তৎ ত্বয়া ্যতাম্ ॥ ৫২ ॥

যতস্তৎ ইদানীন্তনযত্নতো ন ক্ষরতি ন নশ্যতি ॥ ৫৩ ॥

যথা পুংসঃ স্বদেহেঽপি বামাবামভাগয়োঃ শিরঃপাদয়োর্বা বিপর্য্যয়বিধৌ ্যাসকরণে শক্তির্ন বিদ্যতে, তথা ভাব্যর্থানামপি অন্যথাস্থিতৌ স্থাপনে ॥ ৫৪ ॥

তস্য পরিজ্ঞানমাত্রং তু শাস্ত্রীয়োপায়ৈর্ভবতি নান্যথাত্বমিত্যাহ—জ্যোতিঃ- স্ত্রেতি ॥ ৫৫ ॥

জয়ন্তি কর্ম্মাণি হি বেদনানি
যৈঃ প্রাকৃতৈরস্ততনান্যুপেত্য।
শরীরদাহৈরপি নির্ব্বিকার-
সংবিন্ময়ৈর্ব্রহ্মতয়ৈব সুপ্তম্ ॥ ৫৬॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে শবোপাখ্যানে ভাবিসম্পত্তিবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৫॥

তর্হি প্রাক্তনদৃঢ়সঙ্কল্পকর্ম্মণামানন্ত্যাদনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—জয়ন্তীতি। যৈঃ পুরুষধৌরেয়ৈঃ প্রাকৃতৈঃ সুকৃতৈরস্ততনানি শমদমাদিসাধনান্যুপেত্য সংবিন্ময়ৈর্ব্রহ্মসংবিৎপ্রাপকৈঃ শ্রবণাদ্যুপায়ৈস্তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্য ব্রহ্মতয়ৈব সুপ্তং ন জগদ্দর্শনেন জাগরিতং তে পুরুষশ্রেষ্ঠাঃ প্রাক্তনানি সর্ব্বকর্ম্মাণি দুঃসঙ্কল্পবেদনানি চাত্যন্তদৃঢ়তরাণ্যপি মূলোচ্ছেদেন জয়ন্তি, নান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৫॥

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

ব্যাধ উবাচ।

অনন্তরং হে ভগবন্! বিততাকাশবাসিনঃ।
কিং ভবিষ্যতি মে তত্র দেহেঽধঃপাতিনি ক্ষিতৌ ?॥ ১॥

মুনিরুবাচ।

শৃণুস্বাবহিতস্তস্মিন্ দেহে তব পরিক্ষতে।
কিং ভবিষ্যতি ভব্যাত্মংস্তস্মিন্ পরমকাম্বরে॥ ২॥
দেহে তস্মিন্ পরিভ্রষ্টে জীবস্তু প্রাণসংযুতঃ।
ভবিষ্যত্যম্বরে বাত-লবো ব্যাততরূপিণি॥ ৩॥
তস্মিন্ বাতলবে চেতো দৃশ্যং হৃৎস্থং স্থিতং পুরঃ।
স্ফারং দ্রক্ষ্যতি ভূপীঠং ভবান্ স্বপ্নে জগৎ যথা॥ ৪॥
মহত্ত্বাচ্চিত্তবৃত্তেস্তু জীবো দ্রক্ষ্যতি তে ততঃ।
রাজাঽহমস্মি ভূপীঠ ইতি সঙ্কল্পিতার্থভাক্॥ ৫॥
তত্রাস্য সহসৈবাশু প্রতিভোদেষ্যতি স্বয়ম্।
অহমস্মি নৃপঃ শ্রীমান্ সিন্ধুর্নাম্নাঽতিমানিতঃ॥ ৬॥

বায়ৌ স্থিতো ব্যাধজীবঃ সিন্ধুর্ভূত্বা বিদূরথম্।
হত্বা মন্ত্রিমুখাচ্ছ্রোতা স্বতত্ত্বমিহ বর্ণ্যতে॥

"কৃত্বা দেহপরিত্যাগং জীবঃ প্রাণসমন্বিতঃ। ব্যোম্নি স্থাস্যতি তে তস্মিন্ তাং সূক্ষ্মোঽপি বাতবৎ॥" ইতি যদুক্তং, তং শ্রুত্বা ব্যাধস্তদুত্তরং স্বভবিষ্যং ইতি—অনন্তরমিতি॥ ১॥

পরিক্ষতে নষ্টে সতি। পরমকাম্বরে অব্যাকৃতাকাশে॥ ২-৩॥

তস্মিন্নেব বাতলবে তে চেতো হৃৎসংস্থিতং স্বান্তস্থং বাসনাময়ং ভূপীঠং তদুপকৃতং স্ফারং জগৎ দ্রক্ষ্যতি॥ ৪॥

চিত্তবৃত্তেরেব জগদাকারেণ মহত্ত্বাৎ তে জীবস্তত্র রাজাঽহমস্মীতি দ্রক্ষ্যতি॥৫॥

অতিশয়েন সামন্তৈর্মানিতঃ পূজিতঃ॥ ৬॥

অষ্টবর্ষায় মে রাজ্যং গতে পিতরি কাননম্।
ভুবশ্চতুঃসমুদ্রায়াঃ পিত্রা দত্তমুপাগতম্ ॥ ৭ ॥
সীমান্তে ভূপতিঃ শক্রুবিদূরথ ইতি শ্রুতঃ।
বিদ্যতে যঃ প্রযত্নেন বিনা নাম ন জীয়তে ॥ ৮ ॥
ইদং মে কুর্ব্বতো রাজ্যং সংবৎসরশতং গতম্।
অহো! ভৃত্যকলত্রৌঘৈঃ সহ ভুক্তং ময়া সুখম্ ॥ ৯ ॥
কষ্টমেষ প্রবুদ্ধো মে সীমান্তবসুধাধিপঃ।
অনেন সহ সংগ্রামো দারুণঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ১০ ॥
ইতি চিন্তয়তস্তত্র বিদূরথমহীভুজা।
ভবিষ্যতি মহদ্‌যুদ্ধং চতুরঙ্গবলক্ষয়ি ॥ ১১ ॥
মহতা তেন যুদ্ধেন হনিষ্যসি বিদূরথম্।
করবাললতালুন-জঙ্ঘং ত্বং বিরথোঽপি সন্ ॥ ১২ ॥
চতুঃসাগরপর্য্যন্তে ভূতলে ভূপতিস্ততঃ।
ভবিষ্যসি ভয়াক্রান্ত-দিক্‌পালাদৃতশাসনঃ ॥ ১৩ ॥
স ত্বং সিন্ধুর্ভবন্ প্রাপ্ত-সকলাবনিমণ্ডলঃ।
পণ্ডিতৈর্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং করিষ্যসি কথা ইমাঃ ॥ ১৪ ॥

মন্ত্রী বদিষ্যতি।

অত্যাশ্চর্য্যমিদং দেব! যদেবং স বিদূরথঃ।
দেবেন বিজিতো যুদ্ধে নীতশ্চ যমসাদনম্ ॥ ১৫ ॥

চতুঃসমুদ্রান্তায়া ভুবো রাজ্যং মে পিত্রা দত্তমুপাগতম্ ॥ ৭ ॥
যঃ শক্রর্বিদ্যতে স প্রযত্নেন বিনা ন জীয়তে ॥ ৮-১০ ॥
বিদূরথমহীভুজা সহ যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥
ত্বং বিদূরথং হনিষ্যসি ॥ ১২ ॥
ভয়াক্রান্তৈর্দিক্‌পালৈরপ্যাদৃতং শাসনং যস্য ॥ ১৩ ॥
পণ্ডিতৈঃ শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্‌ভিঃ। ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ॥ ১৪ ॥
তত্র তত্ত্ববিৎ কশ্চিন্মন্ত্রী বদিষ্যতি—অত্যাশ্চর্য্যমিতি ॥ ১৫ ॥

ত্বং বক্ষ্যসি।

ভোঃ সাধো ! সধনস্যাস্য কল্পান্তার্ণবরংহসঃ।
বৈরী বিদূরথো রাজা কিমর্থং বদ দুঃসহঃ ? ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রী বদিষ্যতি।

লীলা নামাস্য ভার্য্যাঽস্তি তয়াঽতিতপসাঽর্জ্জিতা।
মাতা সরস্বতী দেবী জগদ্ধাত্রী নিরঞ্জনা ॥ ১৭ ॥
গৃহীতায়াঃ সুতাত্বেন সাঽস্যা ভুবনভাবিনী।
সংসাধয়তি কার্য্যাণি মোক্ষাদীন্যপি হেলয়া ॥ ১৮ ॥
বরেণ শব্দমাত্রেণ জগদপ্যজগৎ ক্ষণাৎ।
করোতি সা ভবন্নাশে তস্যাঃ কৈব কদর্থনা ? ॥ ১৯ ॥

সিন্ধুর্বদিষ্যতি।

ত্বয়া বৈ যুক্তং কথিতং যদ্যেবং তদ্বিদূরথঃ।
অশক্যো জেতুমাশ্চর্য্য এতস্য সমরে বধঃ ॥ ২০ ॥
তদেবং সম্প্রসাদেন ভগবত্যা সমন্বিতঃ।
কিমিত্যস্মিন্ রণে তস্মিন্ জয়ং রাজা ন লব্ধবান্ ? ॥ ২১ ॥

মন্ত্রী বদিষ্যতি।

তেন সম্প্রার্থিতা দেবী সর্ব্বকালমখেদিনা।
মোক্ষোঽস্তু মম সংসারাদিতি তামরসেক্ষণ ! ॥ ২২ ॥

সধনস্যাদেব সেনয়া স্ববাহুবলেন চ কল্পান্তার্ণবরংহসো মম বিদূরথো রাজা কিমর্থং কেন বলেন দুঃসহো জাতস্তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

মাতা অর্জ্জিতা মাতৃভাবেন স্বাধীনীকৃতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তদেবাহ—গৃহীতায়া ইতি। সা সরস্বতী সুতাত্বেন গৃহীতায়া অস্যা লীলায়া মোক্ষাদীন্যপি কার্য্যাণি সংসাধয়তি ॥ ১৮ ॥

তস্যা ভবতাং নাশে পরিভবে কদর্থনা ক্লেশরূপা অশক্তিঃ কৈব ? ॥ ১৯ ॥

যুক্তমুপপন্নং কথিতম্। যদ্যেবং তর্হি স বিদূরথো জেতুমশক্য এবাত এতস্য সমরে বধো যো জাতঃ স আশ্চর্য্যঃ অসম্ভাব্য ইত্যর্থঃ ॥ ২০-২২ ॥

তয়া তেন বিভো ! তস্য স এবাবন্ধ্যসংবিদা ।
সম্পাদিতস্তেন তদাশ্রিত আজ্ঞৌ পরাজয়ঃ ॥ ২৩ ॥

সিন্ধুর্বদিষ্যতি ।

যদ্যেবং তন্ময়া দেবী সদৈবৈষা প্রপূজ্যতে ।
মোক্ষং কিমিতি মে নৈষা দদাতি পরমেশ্বরী ? ॥ ২৪ ॥

মন্ত্রী বদিষ্যতি ।

এষা হি জ্ঞপ্তিরাস্তেঽন্তঃ সর্ব্বস্য হৃদয়ে সদা ।
সংবিদ্রূপা ভগবতী সৈব প্রোক্তা সরস্বতী ॥ ২৫ ॥
যেন যেন যথাঽঽত্মীয়া প্রার্থ্যতে স্বয়মেব সা ।
প্রযচ্ছতি তথৈবাশু তস্মাচ্চিদনুভূয়তে ॥ ২৬ ॥
ন প্রার্থিতৈষা ভবতা মোক্ষার্থমরিমর্দ্দন ! ।
প্রার্থিতৈব ত্বয়া সংবিদাত্মীয়া শত্রুশান্তয়ে ॥ ২৭ ॥

সিন্ধুর্বদিষ্যতি ।

ন প্রার্থিতা ময়া কস্মাদনেনৈষা সরস্বতী ? ।
সংবিচ্ছুদ্ধা ময়া কস্মাৎ প্রার্থিতা নেহ মুক্তয়ে ? ॥ ২৮ ॥
মদাশয়গতাঽপ্যেষা জ্ঞপ্তিং দত্ত্বা সরস্বতী ।
মন্মোক্ষায় কিমিত্যঙ্গ ! সদ্রূপাঽপি ন চেষ্টতে ? ॥ ২৯ ॥

অবন্ধ্যসংবিদা সত্যসঙ্কল্পয়া তয়া দেব্যা স মোক্ষ এব সম্পাদিতঃ, তেন স্বত এব পরাজয় আশ্রিতঃ। জ্ঞপ্তিঃ পরাখ্যা বৈখর্য্যন্তসর্বশব্দবীজভূতা ॥ ২৩-২৫ ॥

আত্মীয়া স্বাত্মহিতা। তস্মাৎ প্রদানাৎ তদীয়সত্যসঙ্কল্পচিদেব বরফলাত্মনা অনুভূয়তে ॥ ২৬-২৭ ॥

ময়েব অনেন বিদূরথেন রাজ্যার্থং কস্মাৎ ন সম্প্রার্থিতা ? ময়া বা অনেনেব মুক্তয়ে কস্মাৎ ন প্রার্থিতা ? ইতি ইবশব্দাধ্যাহারেণ যোজ্যম্ ॥ ২৮ ॥

তব স্বেচ্ছানুসারিপ্রবৃত্তৌ মাং প্রতি প্রশ্নোঽয়মযুক্ত ইত্যাশঙ্ক্য তত্তাৎপর্য্যং প্রকাশয়তি—মদাশয়েতি। আশয়শ্চিত্তং তদ্গতা মদাত্মভূতাঽপ্যেষা মম মোক্ষেচ্ছা-লক্ষণাং জ্ঞপ্তিং দত্ত্বা সাধনসম্পত্তিদ্বারেণ মন্মোক্ষায় কুতো ন চেষ্টতে ? ইত্যাশয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

মন্ত্রী বদিষ্যতি।

অশুভঃ প্রাক্তনোঽভ্যাসস্তবাস্তি রিপুঘাতিনঃ।
তেনৈষা মুক্তয়ে নত্বা ত্বয়া ন প্রার্থিতা বিভো! ॥ ৩০ ॥
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো জন্তুর্ভবতীত্যাজগৎস্থিতেঃ।
আবালমেব সংসিদ্ধং কর্ত্তুং শক্নোতি কোঽন্যথা? ॥ ৩১ ॥
যদেব যেনামলয়াঽমলাত্ম সংবেদ্যতেঽভ্যাসময়ং বিদাঽন্তঃ।
সর্ব্বোপমর্দ্দেন তদেব সোঽঙ্গ। সদস্ত্বসদ্বাঽস্তু ভবত্যবিঘ্নম্ ॥৩২॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে শবোপাখ্যানে সিন্ধুসম্বোধনং নাম ষট্পঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৬ ॥

নত্বা নমস্কৃত্য ॥ ৩০ ॥

ন স্বাতন্ত্র্যেণ দেবা অনুগৃহ্ণন্তি, কিন্তু ভক্তচিত্তানুসারেণৈবেত্যর্থে যচ্চিত্তস্তন্ময়ো ভবতি, 'গুহ্যমেতৎ সনাতনম্' ইতি শ্রুতিঃ প্রমাণমিত্যাশয়েনাহ—যচ্চিত্ত ইতি। ন চৈতল্লোকেঽপ্যপ্রসিদ্ধমিত্যাহ—আবালমিতি ॥ ৩১ ॥

যেন পুরুষেণ অমলয়া বিদা জ্ঞপ্ত্যা অন্তঃ স্বচিত্তে অমলাত্মরূপং দেবরাজ্যং মোক্ষোঽন্যদ্বা অভ্যাসময়ং দৃঢ়াভ্যাসপ্রচুরং যদেব কৃত্বা সংবেদ্যতে তৎ সৎ তদানীং বিদ্যমানমসত্তদ্বিলক্ষণং বাঽস্তু তদেব সর্ব্বেতরবাসনোপমর্দ্দেন স পুরুষঃ অবিঘ্নং স্বয়মেবাবশ্যং ভবতি, নান্যঃ কশ্চিৎ তৎফলভূতোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ষট্পঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ।

সিন্ধুর্বদিষ্যতি ।

আর্য্যানার্য্যবপুঃ কোঽহমভবং বিমতিঃ পুরা ।
যদ্বশান্মে কুসংস্কারঃ প্রাক্তনোঽস্তি ভবপ্রদঃ ? ॥ ১ ॥

মন্ত্রী বদিষ্যতি ।

রহস্যং শৃণু ভো রাজন্ ! সাবধানপরঃ ক্ষণম্ ।
চোদিতঃ সন্দধাসীদমস্য মান্দ্যবিনাশনম্ ॥ ২ ॥
কিমপাদ্যন্তরহিতমস্তীহ সদনাময়ম্ ।
স্থিতং ত্বমহমিত্যাদি-রূপেণ ব্রহ্মশব্দিতম্ ॥ ৩ ॥
তদ্‌ব্রহ্ম স্বয়মেবাহং চিচ্চেতামীতি সংবিদম্ ।
জীবতামিব গত্বাঽঽস্তে চিত্তীভূয়াত্যজদ্বপুঃ ॥ ৪ ॥
চিত্তং তু গগনাচ্ছাত্ম বপুর্বিদ্ধ্যাতিবাহিকম্ ।
তদেব বাঽস্তি নেহান্যদাধিভৌতিকতাদিকম্ ॥ ৫ ॥

বর্ণ্যতে সিন্ধুজীবস্য জাতিস্তামসতামসী ।
সিন্ধোশ্চ ত্যজ তো রাজ্যং বিবেকান্মুক্তিরস্ততঃ ॥

হে আর্য্যেতি মন্ত্রিসম্বোধনম্ ॥ ১ ॥

অবধানপরেণ চিত্তেন সহিতঃ সাবধানপরঃ । অস্য ময়া ত্বং চোদিতঃ প্রেরিতঃ সন্ মান্দ্যস্য অজ্ঞানস্য বিনাশনমিদং মদ্‌বচনং হৃদি দধাসি ধারয়িষ্যসি ॥ ২ ॥

পৃষ্টাং সিন্ধুজীবপ্রাক্তনস্থিতিং বক্তুং ব্রহ্মণ এবোপাধিসম্বন্ধাজ্জীবভাববিবক্ষয়া আদ্যাং ব্রহ্মস্বরূপস্থিতিং দর্শয়তি—কিমপীতি । তস্যৈব সার্ব্বাত্ম্যমাহ—স্থিতমিতি ॥ ৩ ॥

অহং চিৎ অতশ্চেতামীতি সঙ্কল্পসংবিদং প্রাপ্য সমষ্টিব্যষ্টিচিত্তীভূয় তদুপাধৌ জীবতামিব গত্বা আস্তে । বপুরুপাধিমত্যজৎ ॥ ৪ ॥

কিং তদ্বপুঃ ? যদত্যজজ্জীবতাং গতম্ ? তদেবাহ—চিত্তং ত্বিতি । স্থূলমিদং বপুস্তর্হি কিম্ ? তত্রাহ—তদেবেতি ॥ ৫ ॥

চিত্তমেতদনাকারমপি সাকারবৎ স্থিতম্ ।
সঙ্কল্পৈঃ পরলোকাদ্যৈঃ স্বপ্নাদ্যৈরেতদেব সৎ ॥ ৬ ॥
অনাকারমপি স্ফারং চিত্তং জগদিদং বিদুঃ ।
য এব পবনো নাম স এব স্পন্দনং যথা ॥ ৭ ॥
যথা গগনশূন্যত্বে জগচ্চিত্তে তথৈককম্ ।
অত্রাপ্রতিঘরূপেঽস্তি ন মনাগপি ভিন্নতা ॥ ৮ ॥
হৃদয়স্থং জগজ্জালং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদাস্থিতম্ ।
জগদ্বিদ্ধি নিরাকারং চিত্তমেব ন বাস্তবম্ ॥ ৯ ॥
সত্ত্বমেব বপুঃ পূর্ব্বমুদিতং ব্রহ্মণঃ পদাৎ ।
অয়মেব স সম্পন্নো যোঽস্য তামসতামসঃ ॥ ১০ ॥

সিদ্ধুর্বক্ষ্যতি ।

কিমুচ্যতে মহাভাগ ! বদ তামসতামসঃ ।
ক্রিয়ন্তে পূর্ব্বমেবৈতাঃ কেন সংজ্ঞাঃ পরে পদে ? ॥ ১১ ॥

তচ্চিত্তমেব পরলোকেহলোকাদ্যৈঃ স্বপ্নজাগ্রজ্জীবমরণভোগমোক্ষাদ্যৈঃ সঙ্কল্পৈ-কারমপি সাকারজগদ্বৎ স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

ইদং রহস্যং তত্ত্ববিদো বিদুর্নান্যে ইত্যাহ—অনাকারমিতি ॥ ৭ ॥

অপ্রতিঘরূপে জগদাকারকল্পনে নিরঙ্কুশসামর্থ্যে অত্র চিত্তে ॥ ৮ ॥

মিথ্যাত্বাৎ ন কিঞ্চিদ্ধৃদয়স্থং বাসনারূপমেব জগজ্জালং বহিরিব কিঞ্চিদিবা-ম্ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বং প্রাথমিকসর্গে সাত্ত্বিকদেবতাঘটিতরূপত্বাৎ সত্ত্বমেব হৈরণ্যগর্ভাখ্যং বপুর্ব্রহ্মণঃ পদাদুদিতম্ । অয়ং সমষ্টিরেব ব্যষ্টিভাবে তামসবিষয়াসঙ্গেনোৎ-প্রকরণোক্তরীত্যা রাজসসাত্ত্বিকাদিত্রয়োদশধাবিভাগক্রমেণ স তে জীবোঽস্য সতামসঃ সম্পন্নঃ ॥ ১০ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রী বদিষ্যতি ।

জন্তোঃ সাবয়বস্যেহ হস্তাদ্যবয়বা যথা ।
তথাঽনবয়বস্যৈবমাতিবাহিকতাঽঽত্মনঃ ॥ ১২ ॥
পশ্চাদাত্মনি সৈবাত্মা নানাসংজ্ঞাঃ করিষ্যতি ।
আধিভৌতিকতানাম্নি পৃথ্ব্যাদ্যা আতিবাহিকে ॥ ১৩ ॥
স্বপ্নাভেঽস্মিন্ জগদ্ভানে সঙ্কল্পেনাত্মরূপিণা ।
সংজ্ঞাত্মনাঽঽত্মরূপেণ স্বয়ং ব্যবহরিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
ত্বামাতিবাহিকাকারা যৎ তৎ স্ফুরিতবান্নবম্ ।
জাতির্মহাতমস্কোঽয়মিতি তত্রাভিধা কৃতা ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মণো নির্বিকারস্য বিকারিণ ইব প্রভো ! ।
জাতয়ো জীবতাঽঽপত্তৌ কলিতা বিবিধাভিধাঃ ॥ ১৬ ॥
প্রাথম্যেনৈব যদ্‌ব্রহ্ম জীবতামিব গচ্ছতি ।
তদৈব বুদ্ধ্যা ভোক্তা তজ্জাতিঃ সাত্ত্বিকসাত্ত্বিকী ॥ ১৭ ॥

অপরিচ্ছিন্নস্যৈবাত্মনো হিরণ্যগর্ভভাবেন পরিচ্ছিন্নত্বে মায়য়া কৃতে হিরণ্যগর্ভ এব সর্ব্বাঃ সংজ্ঞাঃ করোতীত্যাশয়েনোত্তরমাহ—জন্তোরিতি । এবং তথা ॥ ১২ ॥

আত্মনি স্বব্যষ্টিজীবেষু স সমষ্ট্যাত্মৈব সংজ্ঞাঃ করিষ্যতি । সৈবাত্মেতি 'সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্' ইতি সলোপঃ । তথা আতিবাহিকে সমষ্টিস্বদেহে পঞ্চীকরণেন আধিভৌতিকতানাম্নি কৃতে তদবয়বেষু পৃথ্ব্যাদ্যাঃ সংজ্ঞাঃ করিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

এবং নামরূপে কল্পয়িত্বা ব্যষ্টিভাবেন স্বয়মেব ব্যবহরিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

তত্র নবং ব্যষ্টিভাবকল্পনে ত্বামুদ্দিশ্য যৎ সৃষ্টিসঙ্কল্পেন যদ্‌ব্যষ্টিভাবেন হিরণ্যগর্ভো যৎ মহাতমস্কোঽয়মিতি স্ফুরিতবান্ । তৎ তস্মাদ্ধেতোস্তবাতিবাহিকাকারা জাতিস্তামসতামসী মহাতমস্কেত্যভিধা কৃতেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নেয়মেকৈবাভিধা, কিন্তু ব্রহ্মণো জীবভাবে তত্তদুপাধিগুণানুসারেণ রাজসসাত্ত্বিকাদয়স্ত্রয়োদশাভিধাঃ কৃতা ইত্যাহ—ব্রহ্মণ ইতি ॥ ১৬ ॥

তত্র মোক্ষশৈঘ্র্যাবিলম্বপ্রয়োজকচিত্তগুণদোষৈরেব জীবানাং জাতিভেদকল্পনেতি দর্শয়ংস্তাসু পঞ্চ জাতীর্বিভজ্য লক্ষয়তি—প্রাথম্যেনেত্যাদিনা । যদ্‌যদি কল্পাদৌ প্রাথম্যেনৈব জীবতামিব গচ্ছতি ব্রহ্মণি তদা তস্মিন্নেব জন্মনি ঔৎপত্তিকজ্ঞানৈশ্বর্য্য-

বর্ত্তমানে ভবে ভব্য-গুণৈর্যুক্তা তু মানদ ! ।
কেবলা সাত্ত্বিকী প্রোক্তা জাতির্জাতিবিদাং বরৈঃ ॥ ১৮ ॥
নবা ভবৈশ্চেদ্বহুভির্ভোগমোক্ষৈকভাগিনী ।
জাতিস্তৎ প্রোচ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ সন্তী রাজসরাজসী ॥ ১৯ ॥
বর্ত্তমানে ভবে ভব্য-গুণৈর্যুক্তা তু মানদ ! ।
কেবলা রাজসী প্রোক্তা জাতিঃ স্বল্পভবে ভবেৎ ॥ ২০ ॥
প্রথমাঽত্যন্তবহুভির্ভবৈশ্চেন্মোক্ষগামিনী ।
জাতিস্তৎ প্রোচ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ সদ্ভিস্তামসতামসী ॥ ২১ ॥
সামান্যেনৈব বহুভির্জন্মভির্মোক্ষভাগিনী ।
কেবলা তামসী প্রোক্তা জাতির্জাতিবিশারদৈঃ ॥ ২২ ॥
ক্রমেণানেন জাতীনাং বিবিধা ভেদকল্পনা ।
তাসাং তামসতামস্যাং জাতৌ জাতোঽসি মানদ ! ॥ ২৩ ॥

যুক্তয়া বুদ্ধ্যা বিষয়ভোক্তা তস্মিন্নেব জন্মনি মুচ্যত ইতি যাবৎ তজ্জাতিঃ সাত্ত্বিক-সাত্ত্বিকী, যথা সনকাদীনাম্ ॥ ১৭ ॥

কঞ্চিৎ কালং ভবে ভবহেতাবজ্ঞানে বর্ত্তমানে সতি তস্মিন্নেব জন্মনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিভির্ভব্যগুণৈর্যুক্তা চেদ্ভূত্বা মুচ্যতে তদা কেবলসাত্ত্বিকী প্রোক্তেত্যর্থঃ ॥১৮॥

যা জাতিঃ কল্পাদৌ নবা অভিনবতয়াঽভিব্যক্তাঽপি বহুভির্জ্জন্মভির্ভোগেষু ভুক্তেষু ক্রমেণ মোক্ষৈকভাগিনী চেদ্ ভবতি তদা রাজসরাজসীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্বল্পভবে দশপঞ্চজন্মোত্তরকালমপি তস্মিন্ কল্পে ভব্যৈর্বিবেকাদিগুণৈর্মুক্তা রহিতা বহুতরজন্মপরম্পরোত্তরং ভব্যগুণান্ লভতে চেৎ কেবলরাজসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

প্রথমা কল্পাদিমারভ্য অত্যন্তবহুভিঃ স্থাবরকীটকিরাতাদিভিরন্তে মোক্ষভাগিনী চেৎ তামসতামসীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সামান্যেনানুৎকৃষ্টেন রক্ষঃপিশাচশূদ্রাদিজন্মভির্বহুভির্মোক্ষভাগিনী চেৎ কেবল-তামসী ॥ ২২ ॥

তাসাং জাতীনাং মধ্যে ত্বং তামসতামস্যাং জাতৌ জাতোঽসি ॥ ২৩ ॥

বহূনি তব জন্মানি সমতীতানি তান্যহম্।
বিবিধানি বিচিত্রাণি বীর ! জানামি নো ভবান্ ॥ ২৪ ॥
বিশেষেণ ত্বনেনৈষ ব্যর্থং কালোঽতিবাহিতঃ।
মহাশবশরীরেণ ত্বয়াঽনন্তখগামিনা ॥ ২৫ ॥
এবং তামসতামস্যা জাত্যাঽসি জনিতো যদা।
তদা দুর্ল্লভমোক্ষস্ত্বং সংসারকুহরাদিতি ॥ ২৬ ॥

সিন্ধুর্বদিষ্যতি।

আর্য্যোদাহর কেনৈষা প্রাগ্ জাতির্জ্জীয়তেঽধমা।
যাবৎ তথৈব তিষ্ঠামি স্যাচ্চেৎ তদ্বদ পাবনম্ ? ॥ ২৭ ॥

মন্ত্রী বদিষ্যতি।

ন কিঞ্চন মহাবুদ্ধে ! তদস্তীহ জগত্ত্রয়ে।
যদনুদ্বেগিনা নাম পৌরুষেণ ন লভ্যতে ॥ ২৮ ॥
হ্যস্তনী দুষ্ক্রিয়াঽভ্যেতি শোভাং সংক্রিয়য়া যথা।
অদ্যৈব প্রাক্তনীং তস্মাদ্ যত্নাৎ সৎকার্য্যবান্ ভব ॥ ২৯ ॥
যোঽয়মর্থং প্রার্থয়তে তদর্থং যততে তথা।
সোঽবশ্যং তদবাপ্নোতি নচেচ্ছ্রান্তো নিবর্ত্ততে ॥ ৩০ ॥
না যথা যততে নিত্যং যদ্ভাবয়তি যন্ময়ঃ।
যাদৃগিচ্ছেচ্চ ভবিতুং তাদৃগ্ ভবতি নান্যথা ॥ ৩১ ॥

ভবান্ নো জানাতি ॥ ২৪-২৫ ॥

ইতিশব্দঃ প্রশ্নোত্তরসমাপ্তৌ ॥ ২৬ ॥

প্রাক্তনী অধমা তামসতামসী জীবজাতিঃ কেনোপায়েন জীয়তে অভিভূয়তে হে আর্য্য ! তমুপায়মুদাহর। তৎ তাদৃশং পাবনং শোধনং স্যাৎ চেদ্‌যাবদেব তথৈব তেনৈব ত্বদুক্তপ্রকারেণ তিষ্ঠামি স্থাস্যামি তদ্ বদ ॥ ২৭ ॥

পৌরুষেণ পুরুষপ্রযত্নেন ॥ ২৮ ॥

অদ্যৈব সংক্রিয়য়া হ্যস্তনী দুষ্ক্রিয়া যথা শোভাং শোভনতামভ্যেতি তথ তস্মাদেব যত্নাৎ প্রাক্তনীং জিত্বা সৎকার্য্যবান্ ভব ॥ ২৯-৩০ ॥

না পুরুষঃ ॥ ৩১ ॥

মুনিরুবাচ।

এবমুক্তঃ স তেনাথ সিন্ধুরুদ্ধুরয়া ধিয়া।
তদা তত্র তথা নাম রাষ্ট্রং ত্যক্ষ্যত্যশেষতঃ ॥ ৩২ ॥
গমিষ্যতি বনং দূরং প্রার্থিতোঽপি হি মন্ত্রিভিঃ।
নাশ্রয়িষ্যতি তদ্ভূয়ো রাজ্যমুচ্ছিন্নশাত্রবম্ ॥ ৩৩ ॥
তিষ্ঠতঃ সাধুমধ্যেঽস্য তদ্বিবেককথাবশাৎ।
পুষ্পাসঙ্গাদিবামোদো বিবেকঃ সমুদেষ্যতি ॥ ৩৪ ॥
ততঃ কথমিদং জন্ম কুতঃ সংসার আগতঃ ?।
ইত্থং বিচারসান্তত্যাৎ স যাস্যতি বিমুক্ততাম্ ॥ ৩৫ ॥
নিত্যং বিচারণপরোঽথ ভবন্ স সিন্ধুঃ
সৎসঙ্গমেন পদমাপ্স্যতি পাবনং সঃ।
তদ্ যত্র পত্রমিব বাতবিধূয়মানং
নো বস্তুতাং ব্রজতি কাচন নাম লক্ষ্মীঃ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে শবোপাখ্যানে সিন্ধুনির্ব্বাণং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৭ ॥

তেন মন্ত্রিণা এবমুক্তঃ সন্। উদ্ধুরয়া উৎসৃষ্টরাজ্যভারয়া ॥ ৩২ ॥

নাশ্রয়িষ্যতি ন স্বীকরিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

পুষ্পসঙ্গাত্তিলাদিষ্বামোদ ইব বিবেকঃ সমুদেষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

বিমুক্ততাং জীবন্মুক্ততাম্ ॥ ৩৫ ॥

স সিন্ধুঃ রাজা সৎসঙ্গমেন নিত্যং বিচারণপরঃ সন্ অথ পাবনং তৎ তাদৃশং মোক্ষাখ্যং পদমেষ্যতি, যত্র মোক্ষপদে কাচন হিরণ্যগর্ভৈশ্বর্য্যপর্য্যন্তাঽপি লক্ষ্মী-র্বাতবিধূয়মানং শুষ্কপত্রমিব বস্তুতামুপাদেয়তাং নো ব্রজতি, কিন্তু তুচ্ছৈব ভবতী-ত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

মুনিরুবাচ।

এতৎ তে কথিতং সর্ব্বং ভবিষ্যদ্ভূতবৎ তব।
যথেচ্ছসি তথেদানীং ব্যাধ! সাধু বিধীয়তাম্ ॥ ১ ॥

অগ্নিরুবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিস্ময়াকুলচেতনঃ।
ক্ষণং স্থিত্বা জগামাশু স্নাতুং ব্যাধস্তথা মুনিঃ ॥ ২ ॥
ইতি তৌ চরতুস্তত্র তপঃ শাস্ত্রবিচারণৈঃ।
অকারণসুহৃদ্ভূতাবুভৌ ব্যাধমহামুনী ॥ ৩ ॥
অথাল্পেনৈব কালেন মুনির্নির্ব্বাণমাযযৌ।
দেহং ত্যক্ত্বা পদে শান্তে পরে পরিণতিং গতঃ ॥ ৪ ॥
কালেন বহুনাঽন্যেন ততো যুগশতাত্মনা।
ব্যাধস্য কামনাং দাতুং পদ্মজন্মা সমাযযৌ ॥ ৫ ॥

শ্রুত্বা মুনিবচো ব্যাধস্তপঃ কৃত্বা বরাম্বিধেঃ।
খমাপ্লুতঃ শবীভূতঃ পপাতেত্যাদি বর্ণ্যতে ॥

ভূতবৎ অতীতকথাবৎ ॥ ১ ॥

ক্ষণং স্থিত্বা বিস্মৃশ্যেতি যাবৎ ॥ ২-৩ ॥

অল্পেনৈব কালেনেতি মুনেঃ সমাধৌ বহুতরস্যাপি কালস্যাল্পতাপ্রতীতেরিত্যাশয়ঃ। যদ্যপ্যত্র যথাশ্রুতগ্রন্থাৎ পূর্ব্বং মুনের্দেহত্যাগঃ, পশ্চাচ্চিরকালোত্তরং ব্যাধস্য কামনাং দাতুং পদ্মজাগমনং প্রতীয়তে, তথাঽপি পূর্ব্বং মুনের্ভবিষ্যৎকথনগ্রন্থে ব্যাধস্য বরলাভানন্তরং 'মামাপৃচ্ছ্যনমস্কৃত্য তস্মিন্নেব ক্ষণে ততঃ। প্লুতিমেষ্যসি স ব্যোম্নি চিত্তস্থার্থদিদৃক্ষয়া ॥' ইতি মুনিনোক্তত্বাদ্ ব্যাধস্যোর্দ্ধগমনকালে মুনের্জীবনং স্থিতমেবেতি পশ্চাদেব দেহত্যাগ ইতি বোধ্যম্। অপদেশস্য নির্দ্দিষ্টস্য আয়ুষোঽন্তে ॥ ৪-৫ ॥

ব্যাধঃ স্ববাসনাবেশং নিবারয়িতুমক্ষমঃ ।
জানন্নপি বরং পূর্ব্বং বর্ণিতং সমযাচত ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মৈবমস্ত্বিতি প্রোচ্য যযাবভিমতাং দিশম্ ।
ব্যাধস্তপঃফলং ভোক্তুং খগবদ্ব্যোম পুপ্লুবে ॥ ৭ ॥
বর্দ্ধমানেন দেহেন জগৎপারে মহানভঃ ।
বেগাদগণিতং কালং পূরয়ামাস শৈলবৎ ॥ ৮ ॥
মহাগরুড়বেগেন তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা ।
ব্যোম পূরয়তস্তস্য কালো বহুতরো যযৌ ॥ ৯ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন যদাঽবিদ্যাভ্রমস্য সঃ ।
অন্তং ন সমবাপ্নোতি তত্রোদ্বেগমুপাযযৌ ॥ ১০ ॥
উদ্বেগাদথ বদ্ধাঽসৌ প্রাণরেচনধারণাম্ ।
প্রাণাংস্তত্যাজ নভসি শবীভূতমধো বপুঃ ॥ ১১ ॥
চিত্তং প্রাণান্বিতং ব্যোম্নি যযৌ তত্রৈব সিন্ধুতাম্ ।
বিদূরথারিরূপান্তামখিলাবনিপালিনীম্ ॥ ১২ ॥
দেহো মেরুশতাকার মহাশব ইবাভবৎ ।
দ্বিতীয়োর্ব্বীনিভো ব্যোম্নঃ পপাতাশনিবজ্রবৎ ॥ ১৩ ॥
পিধানমিব কস্যোর্ব্বী-বীথী কস্মিংশ্চিদম্বরে ।
কেশোণ্ড্রকবদাভান্তে কস্মিংশ্চিজ্জাগতে ভ্রমে ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বং মুনিনা ব্যর্থত্বেন বর্ণিতং বরং জানন্নপি সমযাচত ॥ ৬-৭ ॥
জগৎপারে ত্রৈলোক্যাদূর্দ্ধম্ । মহানভঃ অব্যাকৃতাকাশম্ ॥ ৮-৯ ॥
উদ্বেগং তৎপ্রযুক্তনির্ব্বেদম্ ॥ ১০-১১ ॥
সিন্ধুতাং সিন্ধুদেশরাজতাম্ । বিদূরথস্য অরিঃ শত্রুস্তদ্রূপাম্ ॥ ১২ ॥
ত্যক্তদেহস্য ব্যোমমার্গে পপাত ॥ ১৩ ॥
কস্য ব্রহ্মণঃ কস্মিংশ্চিজ্জাগতে ভ্রমে কেশোণ্ড্রকবদাভাতে তত্র কস্মিংশ্চিদম্বরে উর্ব্বীবীথী বিশালং পিধানমিব স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥

আকারপূরিতাশেষ-বসুধাচলমণ্ডলঃ।
বিপশ্চিচ্ছ্রেষ্ঠ! কথিতমেতৎ তে তন্মহাশবম্ ॥ ১৫ ॥
যস্মিংস্তবং সংপতিতং জগত্যবনিমণ্ডলে।
তদিদং জগদাভাতমস্মাকং স্বপ্নপূর্যথা ॥ ১৬ ॥
তদেতচ্ছবমাস্বাদ্য শুষ্কা পূর্ণা মহোদরী।
সম্পন্না চণ্ডিকা দেবী রক্তা রক্তান্ত্রপূরিতা ॥ ১৭ ॥
মেদিনী মেদিনী জাতা শবস্যৈতস্য মেদসা।
পূরিতাঽপূর্ব্বরূপেণ হিমবদ্গিরিরূপিণা ॥ ১৮ ॥
তদৈবৈতন্মহামেদো মৃদ্ধাতুত্বমুপাগতম্।
কালেন বসুধা ভূয়ো ভূত্বা মৃন্ময়তাং গতা ॥ ১৯ ॥
ভূয়ঃ প্রজাতানি বনানি ভূমৌ
গ্রামাঃ কৃতাঃ পত্তনসংযুতাশ্চ।
পাতালতঃ সাধু সমুত্থিতাস্তে
শৈলাঃ প্রবৃত্তা ব্যবহারলক্ষ্মীঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-অবিদ্যাক্ষেপণে বিপশ্চিদুপাখ্যানে শবোপাখ্যানে শবনির্ণয়ো নামাষ্টপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৮ ॥

হে শ্রেষ্ঠ! হে বিপশ্চিৎ! এতন্মহাশবং সবৃত্তান্তং যথাবৎ ময়া কথিতম্ ॥ ১৫ ॥
অস্মাকং চিত্তে আভাতং প্রত্যক্ষং স্ফুরিতম্ ॥ ১৬ ॥
রক্তেন আন্ত্রৈশ্চ পূরিতা সতী রক্তা রক্তবর্ণা সম্পন্না ॥ ১৭ ॥
অপূর্ব্বরূপেণ আশ্চর্য্যভূতেন ॥ ১৮-১৯ ॥
পূর্ব্বং বনাদীনাং শবেন নাশনাদ্ ভূয়ো বনানি প্রজাতানি, গ্রামাশ্চ ভূয়ঃ কৃতাঃ। তে চূর্ণিতাঃ শৈলাশ্চ ভূয়ঃ পাতালতঃ সাধু যথাপূর্ব্বং সমুত্থিতাঃ, ততো জনানাং ব্যবহারলক্ষ্মীঃ প্রবৃত্তেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৮ ॥

একোনষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

অগ্নিরুবাচ।

বিপশ্চিচ্ছ্রেষ্ঠ! ভো সাধো! ত্বং গচ্ছাভিমতাং দিশম্।
স্থিরং ভূমণ্ডলং ভূয়ঃ প্রকৃতব্যবহারবৎ॥ ১॥
যজ্ঞং যষ্টুং প্রজোঘস্থ শক্রঃ শততমং দিবি।
তত্রাহূতোহস্মি মন্ত্রেণ গচ্ছামি গতিকোবিদ!॥ ২॥

ভাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবানগ্নিস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
গগনে নির্ম্মলে যাতি অনলো বৈদ্যুতো যথা॥ ৩॥
তথাহমপি চিত্তেন প্রাক্তনাংশ্চ স্বয়ং বহন্।
পুনঃ স্বকর্ম্ম নির্ণেতুং ভ্রমন্ ব্যোমনি সংস্থিতঃ॥ ৪॥
ভূয়োহপি দৃষ্টবানস্মি জগন্ত্যগণিতানি খে।
নানাচারবিচারাণি নানাসংস্থানবন্তি চ॥ ৫॥
ক্বচিচ্ছত্রময়াঙ্গানি একীভূতানি ভূপতে!।
ভান্তি চেতন্তি চোপন্তি হৃদয়াণি হরন্তি চ॥ ৬॥

ইহাগ্নেরিন্দ্রগমনমুপদিশ্য বিপশ্চিতে।
আশ্চর্য্যাণি বহূন্যন্তে ব্রহ্মতত্ত্বঞ্চ বর্ণ্যতে॥

শ্রেষ্ঠ! ভো বিপশ্চিৎ! ত্বং স্থিরং ভূম্বঃ প্রকৃতব্যবহারবদ্ভূমণ্ডলং প্রাপ্য অভিমতাং দিশং গচ্ছ॥ ১॥

শক্রো দিবি যজ্ঞং যষ্টুং প্রবৃত্তঃ, অহং তত্রাহূতোহস্মি গচ্ছামি॥ ২॥

মূর্ত্ত্যাকারেণান্তরধীয়ত। অগ্ন্যাকারেণ তু বৈদ্যুতাগ্নিবদ্গগনে যাতি॥ ৩॥

প্রাক্তনানবিদ্যান্তদর্শনবিষয়কসংস্কারান্ বহন্ সন্ স্বং দিগন্তোপসর্পণকর্ম্ম নির্ণেতুং নিষ্পাদয়িতুম্॥ ৪-৫॥

তান্যেব স্বদৃষ্টানি জগন্তি বর্ণয়তি—ক্বচিদিত্যাদিনা। একীভূতানি

কচিন্মৃন্ময়দেহানি সর্ব্বভূতানি রাঘব।।
ভান্তি চেতন্তি চোপন্তি পর্ব্বতপ্রতিমানি চ ॥ ৭ ॥
কচিদ্দারুময়াঙ্গানি ভান্তি ভূতানি কুত্রচিৎ।
কচিৎ পাষাণদেহানি সন্তি ভূতানি ভূরিশঃ ॥ ৮ ॥
কচিদাজীবমেকত্র স্থিতান্যুপলদেহবৎ।
বাঙ্মাত্রব্যবহারাণি ভূতান্যালোকিতানি খে ॥ ৯ ॥
ইত্যহং সুচিরং কালং পশ্যন্নশ্যন্মনস্তয়া।
অবিশ্রান্তমপশ্যংশ্চ তত্রোদ্বিগ্নোঽভবং দৃশাম্ ॥ ১০ ॥
তপঃ কর্ত্তুং সমুদ্যুক্তঃ কস্মিংশ্চিন্মোক্ষসিদ্ধয়ে।
প্রাহেন্দ্রো মম চৈবেদং মৃগযোন্যন্তরং হি খে ॥ ১১ ॥
প্রবৃত্তঃ স্বর্গসম্মোহে পূর্ব্বাভ্যাসবশীকৃতঃ।
মন্দারকাননে তত্র ভ্রমতো বৈ মমাম্বরে ॥ ১২ ॥

পরস্পরসংলগ্নানি। ভূপতে ইতি দশরথসম্বোধনম্। চোপন্তি মন্দং গচ্ছন্তি দ্রষ্টৄণাং হৃদয়ানি মনাংসি হরন্তি চ ॥ ৬-৭ ॥

কুত্রচিজ্জগতি ॥ ৮ ॥

আজীবং যাবজ্জীবম্। উপলদেহবৎ প্রতিমাবৎ। পরস্পরং সম্ভাষণাদিনা বাঙ্মাত্রব্যবহারাণি ন গমনাদানাদিব্যবহারবন্তি। খে স্বচিত্তাকাশে ॥ ৯ ॥

মনস্তয়া স্বপ্ন ইব মনোমাত্রদেহতয়া। তত্র অবিশ্রান্তায়াং দৃশাং দৃশ্যবর্গাণাং বিষয়ে উদ্বিগ্নঃ অভবম্ ॥ ১০ ॥

এবং সমুদ্বিগ্নোঽহং কস্মিংশ্চিদ্রহসি উপবিশ্য মোক্ষসিদ্ধয়ে তপ আত্মতত্ত্বালোচনং কর্ত্তুং সমুদ্যুক্তোঽভবম্। ততো মাম্ ইন্দ্রঃ প্রাহ। হে বিপশ্চিৎ! খে চিত্তাকাশে মম চ তব চ ইদং মৃগযোন্যন্তরমুপস্থিতমস্তি ততো নায়ং আত্মতত্ত্বালোচনকাল ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নন্বু মমাল্পপুণ্যস্য কদাচিৎ মৃগযোনিপ্রাপকং দুষ্কৃতাদি সম্ভাব্যেত, তব তু মহাপুণ্যস্য কুতস্তৎসম্ভাবনা? তত্রাহ—প্রবৃত্ত ইতি। অহমপি স্বর্গভোগযুক্তে সম্মোহে দুর্ব্বাসোঽপরাধে প্রবৃত্তঃ। ক তে তৎপ্রবৃত্তি? তত্রাহ—মন্দারেতি ॥ ১২ ॥

তেনেত্যুক্তে ময়া প্রোক্তং দেব ! খিন্নোঽস্মি সংসৃতেঃ।
মুচ্যেয়ং শীঘ্রমিত্যুক্তং শ্রুত্বোবাচ ততো মম ॥ ১৩ ॥
বিশুদ্ধাত্মা স্বরূপোঽহমিতি চৈব হুতাশনাৎ।
বরং গৃহাণেত্যুক্তে স ততোঽন্যং যাচিতো ময়া ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

তবেয়ং মৃগযোন্যন্তশ্চিরং সংসরতে চিতিঃ।
অবশ্যং ভবিতব্যোঽর্থ ইতি দৃষ্টো ময়া তব ॥ ১৫ ॥
মৃগো ভূত্বা মহাপুণ্যাং তাং সভাং সমবাপ্তবান্।
যস্যাং তদহতং জ্ঞানং মদুক্তং বোধমেষ্যতি ॥ ১৬ ॥
তদেবং তত্র হরিণো ভবার্ত্তস্ত্বং ভবাবনৌ।
আত্মোদন্তমিদং বন্ধ্যং সকলং সংস্মরিষ্যসি ॥ ১৭ ॥
স্বপ্নভ্রমমিবাশেষ-সঙ্কল্পরচিতোপমম্।
পরলোকানুভূতার্থ-কথায়াতার্থসন্নিভম্ ॥ ১৮ ॥
যদা তু মৃগতোমুক্তঃ পুরুষস্ত্বং ভবিষ্যসি।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধদেহান্তে তদা হৃৎস্থং স্ফুরিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

তেন ইন্দ্রেণ ইত্যুক্তে সতি ॥ ১৩ ॥

কিমুবাচ তদাহ—বিশুদ্ধেতি। শীঘ্রং মুক্তিস্তু অরূপঃ অবস্থাত্রয়রূপেণ মূর্ত্তামূর্ত্তরূপেণ রহিতো বিশুদ্ধ আত্মৈবাহমিতি তত্ত্বজ্ঞানাদেব ভবতি। তত্তু ময়া প্রাগ্ ব্যাধমুনিসম্বাদবর্ণনপ্রসঙ্গেন হুতাশনাৎ শ্রুতমেবেতি শেষঃ। ততঃ ধং অন্যং বরং গৃহাণেতীন্দ্রেণোক্তে সতি ময়া সঃ অন্যং মৃগত্বে স্বস্য কিমগ্রে ভবিষ্যতীত্যেতৎ পরিজ্ঞানরূপং বরং যাচিতঃ ॥ ১৪ ॥

সংসরতে সংসর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

তাং দাশরথীং সভাম্। মদুক্তং বিশুদ্ধাত্মা স্বরূপোঽহমিত্যেবং রূপম্ ॥ ১৬ ॥

হরিণঃ সংস্তদেবং ক্রমেণ সভাং প্রাপ্য বশিষ্ঠপ্রসাদাৎ সকলমাত্মোদন্তং বৃত্তান্তম্। ১৭ ॥

বন্ধ্যত্বমেব দৃষ্টান্তৈর্বিবৃণোতি—স্বপ্নেতি ॥ ১৮ ॥

কিং মৃগদেহেনৈব সংস্মরিষ্যামি নেত্যাহ—যদেতি ॥ ১৯ ॥

তেন তাং ত্বমবিদ্যাখ্যাং ভ্রান্তিং ত্যক্ত্বা চিরং স্থিতাম্।
ভবিষ্যসি বিনির্ব্বাণো গতস্পন্দ ইবানিলঃ ॥ ২০ ॥
ইত্যুক্তে তেন দেবেন তদৈব প্রতিভোদভূৎ।
মমায়ং হরিণোঽস্মীতি বনেঽস্মিন্নিতি নিশ্চিতা ॥ ২১ ॥
ততঃ প্রভৃতি সম্পন্নস্তত্রৈবান্তরকোণকে।
হরিণোঽহং গিরিবরে তৃণদূর্ব্বাঙ্কুরাশনঃ ॥ ২২ ॥
ততঃ সীমান্তসামন্তমাগতং মৃগয়ার্থিনম্।
দৃষ্ট্বাঽহমেকদা ভীতঃ পলায়নপরোঽভবম্ ॥ ২৩ ॥
ততস্তেন সমাক্রম্য গৃহং নীত্বা দিনত্রয়ম্।
সংস্থাপ্য তব লীলার্থমিহানীতো রঘূদ্বহ ! ॥ ২৪ ॥
এষ তে কথিতঃ সর্ব্ব আত্মোদন্তো ময়াঽনঘ !।
সংসারমায়াপ্রতিমো নানাঽঽশ্চর্য্যরসান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥
অবিদ্যৈবমনন্তেয়ং শাখাপ্রসরশালিনী।
আত্মজ্ঞানাদৃতে নৈব কেনচিন্নাম শাম্যতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

যদা বিপশ্চিদিত্যুক্ত্বা তত্র তূষ্ণীং স্থিতঃ ক্ষণাৎ।
সমবোচৎ তদা রামস্তমনিন্দ্যমতিস্ত্বিদম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

এবং পশ্যত্যসঙ্কল্পো যোঽন্যসঙ্কল্প আত্মনি।
মৃগশ্চেদ্দৃশ্যতাং যাতঃ কথং সর্গে বদ প্রভো ! ॥ ২৮ ॥

তেন আত্মতত্ত্বস্ফুরণেন। বিনির্ব্বাণো মুক্তঃ ॥ ২০ ॥

ইতি তেন দেবেনেন্দ্রেণোক্তে সতি সা পূর্ব্বা মানসী হরিণোঽস্মীতি প্রতি
নিশ্চিতা ব্যবহারার্থক্রিয়াসমর্থা উদভূৎ ॥ ২১ ॥

তত্রৈব মন্দারবনান্তরকোণকে ॥ ২২-২৪ ॥

সংসারপ্রসিদ্ধৈন্দ্রজালিকমায়াপ্রতিমঃ। ইদং বক্ষ্যমাণম্ ॥ ২৫-২৭ ॥

অন্যসঙ্কল্পরূপোঽয়ং মৃগশ্চেদস্মাকং দৃশ্যতাং যাতঃ। এবং সতি অসঙ্কল্পোঽ

বিপশ্চিদুবাচ।

মহাশবং যৎ পতিতং যস্মিন্ জগতি ভূতলে।
তাং ভুবং পূর্ব্বমিন্দ্রেণ যজ্ঞগর্ব্বেণ গচ্ছতা ॥ ২৯ ॥
পাদেনাভিহতো ব্যোম্নি দুর্বাসা ধ্যানসংস্থিতঃ।
গতাসুরিত্যবিজ্ঞানাৎ তেনাসৌ কুপিতোঽশপৎ ॥ ৩০ ॥
শক্র! শক্রাবনিতলং ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিমং শবম্।
অচিরেণ মহাঘোরং তব চূর্ণীকরিষ্যতি ॥ ৩১ ॥
মামিমং শববুদ্ধ্যা ত্বং যদতিক্রান্তবানতঃ।
শাপেন মম তাং পৃথ্বীং শীঘ্রমাসাদয়িষ্যসি ॥ ৩২ ॥
মৃগার্থং তেন মুনিনা তথা দেবেতি সদ্‌যথা।
তৎ তয়া কথয়াঽঽয়াতং তদৈব বিষয়ং দৃশাম্ ॥ ৩৩ ॥
বস্তুতস্তু ন চৈকং সন্ন দ্বিতীয়ং ন চাপ্যসৎ।
সা তথা প্রতিভোদেতি কিং সৎ কিমথবাঽপ্যসৎ ॥ ৩৪ ॥

…রুষোঽন্যসঙ্কল্পসর্গে স্থিতং বস্তুজাতং পশ্যতীতি ফলিতম্। ইদং তু কথমুপপদ্যতে …দেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মহামুনিদেবতাদিবরশাপাদিনা অন্যসঙ্কল্পকল্পিতোঽপ্যর্থোঽন্যেষামসঙ্কল্পানামপি …র্শনাদিব্যবহারযোগ্যো ভবতীত্যুত্তরং বক্তুং প্রাগুক্তশবপতনমেব নিমিত্তান্তরেণ …র্ণয়িতুং বিপশ্চিৎ প্রস্তৌতি—মহাশবমিত্যাদিনা। পূর্ব্বং শবপতনাৎ পূর্ব্বকালে তাং …বং প্রতি মন্দারবনে স্বকৃতযজ্ঞপ্রযুক্তযজমানতাগর্ব্বেণান্ধবদ্‌গচ্ছতা ইন্দ্রেণ মুনিরয়-…মত্যবিজ্ঞানাদ্‌গতাসুরয়মিত্যবজ্ঞয়া চ দুর্ব্বাসাঃ পাদেনাভিহতঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

শক্রশক্রেতি 'বাক্যাদেরামন্ত্রিতস্যাসূয়াসম্মতিকোপকুৎসনভর্ৎসনেষু' ইতি …কাপাদিষু দ্বির্বচনম্। তব গন্তুমিষ্টমবনিতলং চূর্ণীকরিষ্যতি ॥ ৩১-৩২ ॥

তেন মুনিনা দুর্ব্বাসসা বিপশ্চিতা সহ শক্রস্য মৃগভাবার্থমপি তথা দেবমৃগশ্চ …ং তুল্যকালং বিপশ্চিতেতি বাক্যেন যথা বিপশ্চিতো মনঃসঙ্কল্পিতমপি মৃগত্বং সৎ …ন্যদর্শনাদ্যর্থক্রিয়াসমর্থং ভবতি তথা স শপ্ত ইতি শেষঃ। তৎ তস্মাৎ তয়া …শাপকথয়ৈব মুনিবাক্যবলাৎ সাঙ্কল্পিকমপি বিপশ্চিতো মৃগত্বং ভবদাদিদৃশাং …দৈব বিষয়ং বিষয়ত্বমায়াতম্ ॥ ৩৩ ॥

এবং জগৎপ্রসিদ্ধদৃশা রামপ্রশ্নং সমাধায় তত্ত্বদৃশা সমাধত্তে—বস্তুতস্ত্বিতি।

অন্যচ্চ রাঘবেমাং তাং যুক্তিং ত্বমপরাং শৃণু।
এতস্মিন্নয়সন্দর্ভে সুস্ফুটপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৩৫ ॥
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ।
ব্রহ্ম তস্মিন্মহাভাগ! কিং ন সম্ভবতীহ হি? ॥ ৩৬ ॥
সঙ্কল্পজাতং নান্যোঽন্যং মিলতীত্যুপপদ্যতে।
সঙ্কল্পজাতমন্যোঽন্যং মিলতীত্যুপপদ্যতে ॥ ৩৭ ॥
সঙ্কল্পজাতমন্যোঽন্যং মিলতীত্যবগম্যতে।
সর্ব্বাত্মনি হি যত্রৈব ছায়া তত্রৈব চাতপঃ ॥ ৩৮ ॥
ন সম্ভবতি চেৎ তত্তৎ কথং সর্ব্বাত্মতামিয়াৎ।
কস্মাৎ সঙ্কল্পনগরং ন মিথঃ শ্লিষ্যতীতি সৎ? ॥ ৩৯ ॥
মিথশ্চ শ্লিষ্যতীত্যেবমপি সৎসর্ব্বরূপিণি।
ন তদস্তি ন যৎ সত্যং ন তদস্তি ন যন্মৃষা ॥ ৪০ ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বরূপিণি।
অহো! নু বিষমা মায়া মনোমোহবিধায়িনী ॥ ৪১ ॥

বস্তুতো বিচারে একং ব্যবহারিকং জগৎ সৎ ইত্যপি ন। দ্বিতীয়ং সাঙ্কল্পিকং অসদিত্যপি ন। দ্বয়োরপি তুল্যত্বাদিত্যাহ—সেতি ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিসর্ব্বাত্মকত্বাদপি ন কোঽপি বিরোধ ইত্যাহ—অন্যচ্চেত্যাদিনা নয়া যুক্তয়স্তাসাং সন্দর্ভে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

সঙ্কল্পজাতং পরস্পরং ন মিলতি মিলতীতি চ দ্বয়মপি সর্ব্বশক্ত্যাবুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

অবগম্যতে প্রত্যক্ষং যুগদর্শনাদৌ। উপপত্তিশ্চাত্রাস্তীত্যাহ—সর্ব্বাত্মনীতি ॥ ৩৮ ॥

যদি বিরুদ্ধমেকত্র ন সম্ভবতি তদা সর্ব্বাত্মত্বমেব ব্রহ্মণো ব্যাহন্যেতেত্যাহ—নেতি। ইদং চ সর্ব্বং প্রাগ্ বহুশো ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

মায়ায়া অঘটিতঘটনাসমর্থত্বেনাত্যাশ্চর্য্যরূপত্বাদপি সর্ব্বং ঘটত ইত্যাহ—অহো ইতি ॥ ৪১ ॥

বিধয়ঃ প্রতিষেধাশ্চ যদেকত্র স্থিতিং গতাঃ।
ঈদৃশী ব্রহ্মসত্তৈষা যদেবাত্মানমাত্মনা ॥ ৪২ ॥
তয়া অনাদিঃ সাদিশ্চেত্যবিদ্যেত্যনুভূয়তে।
ন জ্ঞপ্তিমাত্রকচনং যদি স্যাদ্ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
তন্মহাকল্পনষ্টানাং সৃষ্টিঃ স্যাৎ কথমঞ্জসা।
কথমগ্নেঃ কথং বায়োঃ সত্তা ভূমেঃ কথং ভবেৎ ? ॥ ৪৪ ॥
তস্মাৎ স্বভাবকচন-মাত্রান্নান্যদৃতে জগৎ।
শাস্ত্রাণ্যনুভবালোকা আমহাকল্পবাদিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
যেষাং প্রমাণং নো সর্ব্বং প্রশস্তৈস্তৈরলং সতাম্।
জ্ঞপ্তিদৃষ্ট্যাঽনয়া সর্ব্বং প্রমাণীভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥
নান্যয়া তনুতে নৈবমেব সারং বিদুর্বুধাঃ।
শুদ্ধা জ্ঞপ্তিঃ ব্রহ্মসত্তা ত্ববিদ্যাঽস্মাতি চেতনাৎ ॥ ৪৭ ॥
স্ফুরতীয়ং জগদ্রূপা বাতশ্রীঃ স্পন্দনাদিব।
ন কশ্চনেহ ম্রিয়তে জায়তে ন চ কশ্চন ॥ ৪৮ ॥
মৃতোঽহমিদমস্তীতি প্রতিভৈব চিদাত্মিকা।
মৃতিরত্যন্তনাশশ্চেৎ তৎ সা নিদ্রা সুখোপমা ॥ ৪৯ ॥
পুনর্দৃশ্যোপলম্ভশ্চেন্ননু জীবিতমেব তৎ।
তস্মান্নেহাস্তি মরণং তন্নৈবেহাস্তি জীবিতম্ ॥ ৫০ ॥

ন মায়য়া এব ব্রহ্মসত্তায়া অপ্যেবং মাহাত্ম্যমিত্যাহ—ঈদৃশীতি ॥ ৪২ ॥

তয়া ব্রহ্মসত্তয়া ॥ ৪৩-৪৪ ॥

স্বাভাবকচনমাত্রাদৃতে জগন্নান্যৎ। বেদান্তাদিশাস্ত্রাণি বিদ্বদনুভবা লোকসিদ্ধদৃষ্টান্তাশ্চ যেষাং মূর্খাণাং প্রমাণং ন তৈঃ সতাম্ অলং সম্ভাষণেনেত্যর্থঃ ॥৪৫॥

প্রশস্তৈর্বিরোধিলক্ষণয়া নিন্দ্যৈঃ, জ্ঞপ্তিদৃষ্ট্যা চিদ্‌বিলাসদৃষ্ট্যা ॥ ৪৬ ॥

অন্যয়া দৃষ্ট্যা তু ন প্রমাণীভবতি কিন্তু তনু ফল্গু ভবতি। তেন হেতুনা বুধা এবমেব জ্ঞানদৃষ্টিসিদ্ধমেব সারং বিদুঃ। কথং বিদু ? তদাহ—শুদ্ধেতি ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অত্যন্তং নাশো দৃশ্যাদর্শনং চেৎ সা নিদ্রা সুষুপ্তিস্তৎসুখোপমা ॥ ৪৯-৫০ ॥

কস্মিংশ্চিন্মাত্রকচনে দ্বয়ং বাহপ্যস্তি নৈব বা।
চেতিতং দ্বয়মপ্যস্তি নাস্তি দ্বয়মচেতিতম্ ॥ ৫১ ॥
চেতিতং চৈকমেবাস্তি স্বস্ত্যনন্তমতশ্চিতঃ।
চিন্মাত্রব্যতিরেকেণ কিং নাম বদ জীবনম্ ? ॥ ৫২ ॥
অদুঃখমক্ষয়ত্বাৎ তদতো দুঃখং ক্ব কস্যচিৎ ?।
বাচ্যং সবাচকং সর্ব্বং যত্র চিদ্ব্যোমমাত্রকম্ ॥ ৫৩ ॥
তদন্যৎ তদনন্যচ্চ কে তে তত্রৈকতাদ্বিতে ?।
আবর্ত্তাদি যথা তোয়ে শরীরাদি তথা পরে ॥ ৫৪ ॥
তৎসত্তাসন্নিবেশাত্ম কারণানন্যথাত্ম চ।
চিদ্ভানমাত্রমব্যগ্রং খমেবাপ্রতিঘং জগৎ ॥ ৫৫ ॥
আশ্চর্য্যং সুঘনং ব্যগ্রং দ্রব্যং সপ্রতিঘং স্থিতম্।
তথেতে ভূতিভূর্নাস্তি বর্ত্তমানানুভূতিভূঃ ॥ ৫৬ ॥
তত্র ভ্রান্ত্যা পিশাচোঽয়ং ভাতি খাত্মেতি বুধ্যতাম্।
যথৈতৎ খং তথৈতৎ খমেতৎ খমিতি খং স্থিতম্ ॥ ৫৭ ॥

কস্মিন্ একস্মিন্। একারলোপশ্ছান্দসঃ। নৈব বেত্যত্রোপপত্তিমাহ—চেতিতমিতি ॥ ৫১ ॥

অতশ্চিতো দ্বৈতসত্ত্বাসত্ত্বসাক্ষিণ্যাঃ স্বস্তি ক্ষেম সদৈবেত্যর্থঃ। অদুঃখং জীবনং হি সর্ব্বাভিলষিতং সুখং তচ্চ চিন্মাত্রমেবেতি তদেব পরপুরুষার্থ ইত্যাহ—চিন্মাত্রেতি। বাচ্যং রূপং বাচকনামসহিতং সর্ব্বং যত্র যস্যাং তত্ত্বদৃষ্টৌ ॥ ৫২-৫৩ ॥

ননু শরীরাদ্যেব দুঃখমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—আবর্ত্তাদীতি ॥ ৫৪ ॥

কারণানন্যত্বাৎ সর্ব্বকারণখাত্মকমেব। অপ্রতিঘমঘনম্ ॥ ৫৫ ॥

যৎ সুঘনং ব্যগ্রং দ্রব্যং সপ্রতিঘং চ স্থিতং তদেবাশ্চর্য্যম্। যথা ইতে অতীতে ভূতেঃ প্রতীতের্ভূর্বিষয়ো নাস্তি তথা বর্ত্তমানেঽপি অনুভূতৌ ভবতীত্যনুভূতিভূর্বিষয়ো নাস্তি ॥ ৫৬ ॥

তত্র বর্ত্তমানানুভূতৌ অয়ং খাত্মা শূন্যাত্মৈব দৃশ্যপিশাচো ভূত্বা ভাতীতি বুধ্যতাম্। যথা এতৎপরিদৃশ্যমানং খং তথা এতচ্চিদাকাশং খম্। যত এতচ্চিদাকাশমেব খমিতি প্রতীতং খং শূন্যং ভূত্বা স্থিতম্ ॥ ৫৭ ॥

তথেতো ভূরিতো ভূতমিতোঽন্যদিতি খং পরম্।
যৈব চিন্তা জগৎ সৈব নৈকতাঽত্র ন চ দ্বিতা ॥ ৫৮ ॥
ন চ প্রতিঘতা কাচিন্ন চাপ্রতিঘরূপতা।
সর্ব্বমপ্রতিঘং দৃশ্যং যথা ভূতার্থদর্শিনঃ ॥ ৫৯ ॥
তজ্ জ্ঞতাঽতজ্ জ্ঞতে চেহ ন সতী নাপ্যসৎস্থিতী।
সত্যে সদসতী চৈকং কাষ্ঠমৌনমতোঽখিলম্ ॥ ৬০ ॥
যদ্দৃশ্যং ব্রহ্মতানন্তং তদেব পরমং পদম্।
ইদং সর্ব্বং পরং ব্রহ্মমাত্রমিত্যেব সংস্থিতম্ ॥ ৬১ ॥
এবং নাম্নৈব চিদ্ধাতুঃ কচত্যেবং যদাত্মনি।
যস্যেদং কচনং ব্যোম্নো রূপমপ্রতিঘং জগৎ ॥ ৬২ ॥
সর্গাত্মা মৃতজীবানাং সর্ব্বত্রৈবাঙ্গুলেঽঙ্গুলে।
অসংখ্যাঃ সন্ত্যসংখ্যানামদৃশ্যাপ্রতিঘা মিথঃ ॥ ৬৩ ॥
অন্যোঽন্যং সিদ্ধলোকাস্তে স্বং যত্র প্রাপ্য সঙ্গতাঃ।
পরস্পরং ন পশ্যন্তি মিথঃ প্রোতা অপি স্থিতাঃ ॥ ৬৪ ॥
ভবত্যাকাশ এবৈষা দৃশ্যশ্রীর্গগনাত্মিকা।
অনন্যদৃষ্টা চিদ্রূপা স্বপ্নবৎ স্বাত্মদ্রষ্টৃকা ॥ ৬৫ ॥

তথা ইতঃ অধঃপ্রদেশে ভূঃ ইতঃ প্রদেশান্তরে বায্বাকাশাদিভূতং ইতঃ দিক্ষু দিক্ষু চান্যদিত্যনেকাকারঃ পরং খমেব ভাতি নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮-৫৯ ॥

পূর্ণদৃষ্টৌ জ্ঞতাজ্ঞতাভেদোঽপ্যপৈতীত্যাহ—তজ্ জ্ঞতেতি ॥ ৬০ ॥

এবং চ দৃশ্যং সর্ব্বং ব্রহ্মতয়ৈব সম্পন্নমিত্যাহ—যদিতি ॥ ৬১-৬২ ॥

সর্ব্বত্র সর্গাঃ সন্তীত্যাহ—সর্গাত্মা ইতি। ইদঞ্চ প্রাগ্ বশিষ্ঠেন বিস্তরেণোপ-পাদিতম্। উত্তরোত্তরং সূক্ষ্মতরাঃ সিদ্ধলোকাঃ স্বং স্বরূপং প্রাপ্য যত্র ব্রহ্মণি সঙ্গতাঃ। তচ্চ বৃহদারণ্যকে গার্গীপ্রশ্নে বর্ণিতম্—"যদিদং সর্ব্বমপ্স্বোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্ খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্ খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি" ইত্যাদিনা ॥ ৬৩-৬৪ ॥

বস্তুতস্তু আত্মাতিরিক্তদ্রষ্টৃকত্বমেবাপ্রসিদ্ধমিত্যাশয়েনাহ—ভবতীতি। যত ইদং দৃশ্যশ্রীরাত্মাকাশ এব ভবতি ততঃ অনন্যদৃষ্টা ॥ ৬৫ ॥

এষা হি সম্পরিজ্ঞাতা তিষ্ঠত্যপি যথাস্থিতম্।
ভামাত্ররূপনির্ব্বাণা নিশান্তাপ্রতিভাকৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥
শান্তাশেষবিশেষাত্ম যথাস্থিতমবস্থিতম্।
সদসদ্বা জগজ্জালং পরিজ্ঞানেন শাম্যতি ॥ ৬৭ ॥
যথাব্ধিজলবিন্দূনাং ক্ষণবিশ্লেষসঙ্গমম্।
চিদণূনাং তথা ব্রহ্ম বারিধৌ স্ফুরতাং মিথঃ ॥ ৬৮ ॥
স্বপ্নবদ্ভাতি সর্গশ্রীঃ সর্গাদৌ চিন্নভোময়ী।
অতঃ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম শান্তমিত্যুপপদ্যতে ॥ ৬৯ ॥
দৃষ্টান্যনন্তবিভবানি ময়া জগন্তি
ভুক্তানি কার্য্যপরিণামবিজৃম্ভিতানি।
ভ্রান্তা দিশো দশ বহূনি যুগানি যাবজ্-
জ্ঞানাদৃতে ক্ষয়মুপৈতি ন দৃশ্যদোষঃ ॥ ৭০ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে শবোপাখ্যানে বিপশ্চিৎ-সংসারভ্রমবর্ণনং নামৈকোনষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৯ ॥

চিদ্গগনাত্মকত্বাদেব পরিজ্ঞাতমাত্রা তদাকৃতিঃ সম্পন্নেত ইত্যাহ—এষা হীতি। নিশায়া অন্তে প্রভাতে অপ্রতিভায়া অন্ধকারস্যাকৃতিরিবাকৃতির্যস্যাঃ ॥ ৬৬ ॥

যথাস্থিতং চেচ্ছান্তাশেষবিশেষাত্মকমবস্থিতং তদাজ্ঞানবাধ্যং জগৎ সদসদ্বা অস্তু ন কাচিৎ ক্ষতিরিত্যাহ—শান্তেতি ॥ ৬৭ ॥

অবিতথং জগজ্জালং তন্নিবদ্ধজীবানাং ব্রহ্মণি কীদৃশী স্থিতিস্তামাহ—যথেতি। যাবদজ্ঞানমংশাংশিভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

সর্গাদৌ সর্গশ্রীঃ কথং ভাতি তদাহ—স্বপ্নবদিতি ॥ ৬৯ ॥

ময়া অনন্তবিভবানি জগন্তি দৃষ্টানি। কার্য্যাণাং স্বকর্ম্মণাং পরিণামবিজৃম্ভিতানি সুখদুঃখফলানি ভুক্তানি। বহূনি যুগানি দিশো ভ্রান্তাঃ। যাবৎ সাকল্যে জ্ঞানাদৃতে দৃশ্যদোষঃ ক্ষয়ং নোপৈতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণ-তাৎপর্য্য প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে একোনষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

বিপশ্চিতি বদত্যেবং তদ্বৃত্তান্তমবেক্ষিতুম্।
ইব লোকান্তরং ভানুঃ পাদৈর্দূরায়তৈর্যযৌ ॥ ১ ॥
উদভূৎ পূরয়ন্নাশা দিনপর্য্যন্তদুন্দুভিঃ।
তুষ্টাভিরিব নির্ম্মুক্তো দিগ্‌ভির্জয়জয়ারবঃ ॥ ২ ॥
বিপশ্চিতে দশরথো গৃহদারধনাদিকম্।
রাজ্যানুরূপং বিভবং প্রোক্তস্থৌ কল্পয়ন্ ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥
রাজরামবশিষ্ঠাদ্যা মিথঃ কৃত্বা বিসর্জ্জনম্।
যথাক্রমং পূজনঞ্চ প্রযযুঃ স্বাস্পদানি তে ॥ ৪ ॥
স্নাত্বা ভুক্ত্বা নিশাং নীত্বা প্রভাতে পুনরাযযুঃ।
তেনৈব সন্নিবেশেন সা সভা সংস্থিতাঽভবৎ ॥ ৫ ॥
ক্রমান্মুনিরুবাচাথ তাং যথাপ্রস্তুতাং কথাম্।
শশীবামৃতমাহ্লাদমুদ্গিরন্ মুখদীপ্তিভিঃ ॥ ৬ ॥

ইহ সায়ং সভোত্থানং পরেদ্যুঃ পুনরাগমঃ।
ভাসস্য জীবন্মুক্তত্বমবিদ্যা চোপবর্ণ্যতে ॥

শ্রুতং তস্য ভাসস্য পূর্ব্ববৃত্তান্তং প্রত্যক্ষমবেক্ষিতুমিব পাদৈঃ কিরণচরণৈঃ ॥ ১ ॥
আশা দিশঃ। দিনপর্য্যন্তঃ সায়ং-কালস্তৎসূচকো দুন্দুভিঃ। তুষ্টাভিরিতি
[illegible]ত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ২ ॥
কল্পয়ন্ সমর্থয়ন্ ॥ ৩ ॥
স্বাস্পদানি স্বস্বগৃহাণি ॥ ৪ ॥
তেন প্রাক্তনেনৈব সন্নিবেশেন ক্রমেণ ॥ ৫ ॥
শশী অমৃতমিব মুখদীপ্তিভিরাহ্লাদয়তীত্যাহ্লাদং বচনমুদ্গিরন্ ॥ ৬ ॥

রাজন্মেয়মবিদ্যেয়মসত্যেব সতী স্থিতা।
নেদৃশেনাপি যত্নেন নির্ণীতৈষা বিপশ্চিতা ॥ ৭ ॥
অবিদ্যৈবমবিজ্ঞাতা চিরানন্তাবভাসতে।
পরিজ্ঞাতা তু নাস্ত্যেব মৃগতৃষ্ণা নদী যথা ॥ ৮ ॥
মন্ত্রিণস্তে মহাবুদ্ধে! ভাসস্যাস্য বিপশ্চিতঃ।
ইতিবৃত্তং স্বমিত্যস্য স্বয়মেব হি দৃষ্টবান্ ॥ ৯ ॥
সদৃশোঽয়মিতস্ত্বাভিঃ কথাভির্জ্ঞাততৎপদঃ।
অবিদ্যায়াং প্রশান্তায়াং জীবন্মুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
অবিদ্যেতি ধৃতা সংবিদ্‌ব্রহ্মণাত্মনি সত্তয়া।
তদ্‌ভ্রমেণাসদপ্যস্যাঃ সদ্রূপমিব লক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥
যদা ব্রহ্মাত্মিকৈবেয়মবিদ্যা নেতরাত্মিকা।
তদাস্ত্যেষাঽপরিজ্ঞাতা পরিজ্ঞাতা ন বিদ্যতে ॥ ১২ ॥
অবিদ্যৈবমনন্তেয়ং নানাপ্রসবশালিনী।
জড়া হৃদ্যা রসময়ী মোহমাধবমঞ্জরী ॥ ১৩ ॥

এবং বিপশ্চিদ্রূপবর্ণনপ্রকারৈর্দৃশ্যভ্রান্তিরূপা অবিদ্যা ন নির্ণীতা অস্তবত্ত্বে ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অধিষ্ঠানব্রহ্মমাত্রতয়া অবিজ্ঞাতা সতী কালতশ্চিরাদ্দেশতো বস্তুতশ্চানন্তা ॥৮

তে মন্ত্রিণো দৃষ্টবন্ত ইতি বিপরিণামেনাপকৃষ্যতে ॥ ৯ ॥

ইতঃ পরমাভিঃ কথাভির্জ্ঞাততত্ত্বোঽয়মবিদ্যায়াং প্রশান্তায়াং সত্যাং যুষ্মাভি সদৃশো জীবন্মুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মণা যদি অস্মাদবিদ্যেতি সংবিদ্ধৃতা তৎ তস্মাদ্‌ভ্রমেণৈবাস্যা অসদপি রূপ সদ্রূপমিব লক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥

ইত্থং চাস্যা ব্রহ্মাতিরিক্তস্বরূপাভাবাদ্ যাবদপরিজ্ঞানং সত্তাপরিজ্ঞানমাত্রে নিবৃত্তিশ্চোপপদ্যত ইত্যাহ—যদেতি ॥ ১২ ॥

তামেবাবিদ্যাং বর্ণয়তি অবিদ্যেত্যাদিনা। সর্ব্বত্র বিশেষণান্যুভয়ত্র যোজ্যানি রসময়ী আসক্তিকরী। মোহলক্ষণে মাধবে বসন্তে প্রফুল্লা মঞ্জরী ॥ ১৩ ॥

অন্তশূন্যা গ্রন্থিমতী শ্লক্ষ্ণা স্বঙ্কুরকণ্টকা।
জড়া রসময়ী দীর্ঘা লতেব বনবৈণবী ॥ ১৪ ॥
ফলাশঙ্কা মুধৈবাতি-নিষ্ফলা চিত্তহারিণী।
অকালপুষ্পমালেব শ্রেয়সা নাভিনন্দিতা ॥ ১৫ ॥
ন কিঞ্চিদ্রূপিণী পীনা নানাভুবনপূরিণী।
ভূতাকুলা নিরালোকা সুদীর্ঘেব তমোময়ী ॥ ১৬ ॥
কেশোণ্ড্রুকভ্রান্তিরিব বিচিত্রগ্রন্থিবেষ্টনা।
মিথ্যৈব দৃশ্যমানা খে দৃশ্যমানা ন কিঞ্চন ॥ ১৭ ॥
বিচিত্রবর্ণা বিগুণা শূন্যে চ বিততাকৃতিঃ।
জড়স্পন্দোৎপাতময়ী শক্রচাপলতেব খে ॥ ১৮ ॥
জড়কল্লোলবহুলা কলুষোল্লাসফেনিলা।
চক্রাবর্ত্তা ক্ষয়ময়ী প্রাবৃষীব তরঙ্গিণী ॥ ১৯ ॥
অনারতবহজচ্ছূন্য-গন্মৃগনদীশতা।
রজোরাশিময়ী রুক্ষা শবভূরিব দুর্ভগা ॥ ২০ ॥
অন্তং প্রাপ্নোতি ন যথা চিরং স্বপ্নপুরে চরন্।
জাগ্রদাখ্যে স্বপ্নপুরে তথৈবাস্মিংশ্চিরং চরন্ ॥ ২১ ॥

আপাতদৃষ্ট্যা শ্লক্ষ্ণা অনুভবকালে তু স্বঙ্কুরাঃ সর্ব্বে কণ্টকা যস্যাঃ। বনবেণৌ
(জা)তা বনবৈণবী লতা শাখেব ॥ ১৪ ॥

মুধৈব ফলমস্তীত্যাশঙ্কা যস্যাম্। শ্রেয়সা প্রশস্ততরেণাভিজ্ঞজনেন নাভি-
নন্দিতা ঔৎপাত্তিকী অকালপুষ্পমালেব ॥ ১৫ ॥

ভূতৈঃ প্রাণিভিঃ পিশাচৈশ্চাকুলা। তমোময়ী রাত্রিরিব ॥ ১৬-১৭ ॥

বিগুণা গুণহীনা জ্যাহীনা চ। শক্রচাপলতাপক্ষে জড়স্পন্দো জলস্পন্দো
বৃষ্ট্যুৎপাতাঃ সূচকা বিকৃতাঃ সূর্য্যকিরণাস্তন্ময়ী ॥ ১৮-১৯ ॥

শবভূঃ শ্মশানভূমিরিব ॥ ২০ ॥

চরন্ ভ্রমন্ ॥ ২১ ॥

যানি সঙ্কল্পজালানি প্রতিষ্ঠামাগতান্যলম্।
ত্যক্তৈকদৃশ্যজালস্থ-দেহানাং দৃঢ়চেতসাম্ ॥ ২২ ॥
স্থিতানি তানি চিদ্ব্যোম কেশরত্নান্যসঙ্কটম্।
বিমানপুরভূম্যাদি-রূপেণেত্থং স্থিতাত্মনা ॥ ২৩ ॥
তান্যেব সিদ্ধসদ্মানি ব্যোম্নি ভান্তি পরস্পরম্।
অদৃষ্টান্যপ্যসংখ্যানি সূপলব্ধান্যসন্ত্যপি ॥ ২৪ ॥
সুবর্ণমণিমাণিক্য-মুক্তাবনিময়ানি চ।
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানাঢ্য-রসায়নসরাংসি চ ॥ ২৫ ॥
মধুমদ্যদধিক্ষীরঘৃতকুল্যাকুলানি চ।
রসায়নময়াকার-বনিতাবলিতানি চ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বর্ত্তু পুষ্পফলপল্লবপূরবন্তি
লীলাবিলোলললনাকুলিতালয়ানি।
সঙ্কল্পমাত্ররচনেন চ সর্ব্বকালং
সম্পন্নসর্ব্ববিভবোৎকরসঙ্কুলানি ॥ ২৭ ॥
সহস্রচন্দ্রবিম্বানি শতসূর্য্যাণি কানিচিৎ।
সুবর্ণামৃতবেষাম্বুময়ভূতানি কানিচিৎ ॥ ২৮ ॥

ত্যক্তা একত্র দৃশ্যজালে প্রপঞ্চে স্থিতা দেহা যৈস্তথাবিধানাং জীবানা মরণকালে এতজ্জগদাকারদৃঢ়চেতসাং দৃঢ়ীভূতানি যানি সঙ্কল্পজালানি তান্যেব তজ্জগদ্দেহাদ্যাকারেণ প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাগতানি ॥ ২২-২৩ ॥

অদৃষ্টান্যপি সন্তি। সূপলব্ধানি সম্যগ্ দৃষ্টান্যপি অসন্তি। সিদ্ধসদ্মানি সিদ্ধ লোকাঃ ॥ ২৪ ॥

তানি সিদ্ধসদ্মান্যেব বর্ণয়তি—সুবর্ণেত্যাদিনা ॥ ২৫ ॥

রসায়নং চন্দ্রস্তন্ময়াকারবনিতাভির্বলিতানি ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বর্ত্তুষু প্রসিদ্ধপুষ্পফলপল্লবনদীপ্রবাহাদিমন্তি। সঙ্কল্পেতি। 'স যদি পিতৃ লোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তে তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

সুবর্ণমিবামৃতমিব বেষা যেষাং তথাবিধান্যম্বুময়ানি চ ভূতানি যেষু ॥ ২৮ ॥

স্বেচ্ছাতমঃপ্রকাশানি নিত্যানন্দময়ানি চ।
কানিচিন্নীয়মানানি তনুতুললঘূনি চ ॥ ২৯ ॥
ক্ষণোৎপত্তিবিনাশানি কানিচিৎ কল্পনাবশাৎ।
অনন্তস্বপ্নপানানি নির্জরামরণানি চ ॥ ৩০ ॥
বিচিত্রসন্নিবেশানি বিচিত্রবিভবানি চ।
সর্ব্বর্ত্তুগুণরম্যাণি সর্ব্বকামময়ানি চ ॥ ৩১ ॥
তানি সঙ্কল্পজালানি কিল কল্যাণকারতঃ।
স্থিরাণাং মনসাং ভিত্তিঃ কথমেবং ভবেৎ তু সা ॥ ৩২ ॥
নান্যৎ কিঞ্চন নামেহ ব্রহ্মমাত্রময়াত্মনি।
সম্ভবত্যঙ্গ ! তেনৈতদুচ্যতামস্তু কিংময়ম্ ॥ ৩৩ ॥
সর্গাদাবেব সর্গাদি কিঞ্চনাপীদমস্তি নো।
কারণাভাবতস্তেন জগৎ কিংময়মস্ত্বিদম্ ॥ ৩৪ ॥
সঙ্কল্প্যন্তে নিরস্তানি কিল তানি যথা যথা।
চিতৌ তথা তথা ভান্তি কেবাত্র বদ চিত্রতা ॥ ৩৫ ॥

বায়ুনা যথাভিলষিতদেশং নীয়মানানি ॥ ২৯ ॥

উৎপত্তিবিনাশাবিচ্ছয়া দর্শনাদর্শনে ॥ ৩০-৩১ ॥

কল্যাণকারতঃ শাস্ত্রীয়সৎকর্ম্মোপাসনাতস্তৎফলাকারাণাং তত্তল্লোক-তদ্ভোগ্যাকারেণ স্থিরাণাং তন্মনসাং পরিণতিঃ। সা তু এবংবিধা স্থূলা ভিত্তিঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

মনঃপরিণামাস্তু মনোরথাদৌ চিন্মাত্রসত্তা কা এব দৃষ্টা ইতি ব্রহ্মমাত্রময়াত্মনি জগতি সতি এতন্মহুক্তং সর্ব্বং সোপপত্তিকং সম্ভবতি। হে 'অঙ্গ, প্রকারান্তরমস্তি চেদিদং জগৎ কিংময়ং তদুচ্যতাং বাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যদ্যপীদানীং ভূতময়ং ভৌতিকমিত্যুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যং তথাপি সর্গাদিকালে 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদিশ্রুতের্নান্যৎকারণং সম্ভাবয়িতুং শক্যমিত্যকারণং জগদব্রহ্মত্বে অত্যন্তাসদেবেত্যাহ—সর্গাদাবেবেতি ॥ ৩৪ ॥

যদ্যত্যন্তাসত্তি তর্হি কথং জগন্তি ভান্তি তত্রাহ—সঙ্কল্প্যন্ত ইতি। অত্যন্তাসতামপি শশশৃঙ্গখপুষ্পাদানাং সঙ্কল্পনে ভানদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

ইদানীমপি হে সাধো! ত্বমপ্যন্যেঽপি কেঽপি বা।
তীব্রসংবেগসঙ্কল্প-নগরাণ্যেবমেব খে ॥ ৩৬ ॥
কুর্ব্বন্ত্যেকরসাভ্যাসাদ্‌যদি নাম যদৃচ্ছয়া।
তৎ তানীদং বপুস্ত্যক্ত্বা প্রাপ্নুবন্ত্যচিরেণ খে ॥ ৩৭ ॥
যস্ত্বিদং কল্পিতঞ্চ দ্বে বস্তুনী অনুবর্ত্ততে।
স্বর্গাদিবিদবাপ্নোতি প্রাপ্নোত্যেবৈকমেকধীঃ ॥ ৩৮ ॥
সিদ্ধাঃ সদা বিভান্ত্যেবং যথান্তঃকল্পনাবশাৎ।
নরকাদীনি দুঃখানি তথৈবাভান্তি কল্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥
যদ্‌যৎ সংবেদ্যতে কিঞ্চিৎ তৎ তথাপ্যনুভূয়তে।
সতি বাঽসতি দেহেঽস্মিন্ দেহ এব মনোময়ঃ ॥ ৪০ ॥
জীবস্ত্যজতি যদ্ভাবে একাং দেহময়ীং ধিয়ম্।
তদ্ভাবৈকময়ীমন্যামাশু তত্রৈব পশ্যতি ॥ ৪১ ॥

তর্হ্যস্মৎসঙ্কল্পাদের্বন্ধ্যত্বং কুত ইতি চেৎ তীব্রসংবেগত্বাভাবাদেব। তীব্রসংবেগেন তু ত্বং বা অন্যেঽপি কেঽপি বা খেঽপি নগরাণি কুর্ব্বন্ত্যেব। তানি চৈকরসাভ্যাসাদৈন্দবন্যায়েন প্রাপ্নুবন্তি চেত্যাহ—ইদানীমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

ইদং পূর্ব্বসিদ্ধমুপাসনাদিনা স্বকল্পিতং চেতি দ্বে প্রপঞ্চে দৃঢ়সঙ্কল্পেনাবশ্যমস্ত্যেবেতি বুদ্ধ্যা যোঽনুবর্ত্ততে স পুরুষো যথা যজ্ঞাদিকারী স্বর্গান্তবশ্যমাপ্নোতি তথা ক্রমেণ দ্বে অপ্যবাপ্নোতি। যস্তনয়োরেকং সত্যমিতি দৃঢ়ধীঃ স একমেবাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধলোকেষূক্তো ন্যায়ো নরকাদিপাপফলকল্পনাস্বপি সমান ইত্যাহ—সিদ্ধা ইতি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। উপাসনাফলং যত্নেন তৎ সত্যতাদৃঢ়াভ্যাসে সত্যেব ভবতি। পুণ্যফলং ত্বাস্তিক্যানুষ্ঠানয়োঃ সতোর্বিনাপি তদভ্যাসং সত্যমিত্যেব দৃঢ়ং ভবতি। পাপফলং তু আস্তিক্যাভ্যাসয়োরভাবেঽপি পাপাচরণমাত্রেণ সত্যমিত্যেব দৃঢ়কল্পনং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

সংবেদনানুসারিত্বং তু সর্ব্বত্র সমানমিত্যাহ—যদ্ যদিতি। দেহ এব কার্ৎস্ন্য এবকারঃ। সর্ব্বোঽপি দেহ ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অতএব মনোনুসারেণৈবৈকং দেহং ত্যক্ত্বা অপরং দেহং জীবো গৃহ্লাতীত্যাহ—জীব ইতি। তত্রৈবাকাশে ॥ ৪১ ॥

শুভা সংবিচ্ছুভাঁল্লোকান্ সংপশ্যত্যশুভাঽশুভান্।
খাত্মিকা খাত্মকানেব চিরং বানুভবত্যপি ॥ ৪২ ॥

শুদ্ধা সিদ্ধপুরাণ্যেব পশ্যত্যনুভবত্যপি।
চিদশুদ্ধানি রূপাণি দুঃখানি নরকেষ্বতি ॥ ৪৩ ॥

ঘূর্ণৎপাষাণযমল-গিরিচক্রকপেষণম্।
তত্রান্ধকূপপতনং পুনরুদ্ধারবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৪ ॥

দারুণেনাতিশীতেন দেহং পাষাণতাং গতম্।
ভূতাঙ্গারময়ানন্ত-মরুমার্গাস্পদং বপুঃ ॥ ৪৫ ॥

পূতাঙ্গারময়াম্ভোদ-সরদঙ্গারবর্ষণম্।
তপ্তনারাচনিকর-পরুষাসারদারুণম্ ॥ ৪৬ ॥

বহৎপাষাণচক্রাসি-সরিদাকাশসঞ্চরম্।
বক্ষোমুক্তাম্বুদাকার-কুঠারাঘাতভেদনম্ ॥ ৪৭ ॥

শুভা কৃতপুণ্যা অশুভা কৃতপাপা জীবসংবিৎ ॥ ৪২ ॥

যা তু কর্ম্মোপাসনশুদ্ধা সা সূক্ষ্মতমানি সিদ্ধপুরাণ্যেব পরেষাং পশ্যতি স্বান্যনু-ভবত্যপি। অতি দুঃখানি পশ্যতি অনুভবত্যপি ॥ ৪৩ ॥

নারকে যানি পশ্যত্যনুভবতি চ তানি প্রপঞ্চয়তি—ঘূর্ণদিত্যাদিনা। ঘূর্ণৎ পাষাণে যে যমলগিরিচক্রকে গিরিদ্বয়চক্রকে গোধূমপেষণপাষাণযন্ত্রাকারে তাভ্যাং পেষণম্। তত্র নরকে ॥ ৪৪ ॥

ভূতৈঃ পিশাচৈরঙ্গারৈশ্চ প্রচুরঃ অনন্তো যো মরুর্নির্জলো মার্গস্তদাস্পদং তত্র স্থভূতং স্বং পরং বপুঃ ॥ ৪৫ ॥

পূতা নিরস্তভস্মানো যেঽঙ্গারাস্তন্ময়াম্ভোদেভ্যঃ সরতাং পততামঙ্গারাণাং বর্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥

বহন্ত্যঃ পাষাণাদিসরিতো যত্র তথাবিধে আকাশে সঞ্চরং সঞ্চারম্। বক্ষঃসু মুক্তানাং পাতিতানামম্বুদাকারকুঠারাণামাঘাতেন বক্ষোভেদনম্। বৃষ্ট্যা আমুক্তা-নিতি পাঠান্তরে বিগ্রহঃ ॥ ৪৭ ॥

তপ্তায়ঃপরুষাশ্লেষ-চ্ছমিচ্ছমিতি মজ্জনম্ ।
বৃহৎকটকটাশব্দ-শস্ত্রযন্ত্রনিপীড়নম্ ॥ ৪৮ ॥
চক্রবজ্রগদাপ্রাস-শূলাসিশরবর্ষণম্ ।
শাল্মলীগ্রহণং পাশং কুশক্তিশততোদনম্ ॥ ৪৯ ॥
তপ্তসৈকতসম্ভার-পাতপাতালমজ্জনম্ ।
দীপচ্ছন্নানলভয়ং বৃহদ্বায়সচর্ব্বণম্ ॥ ৫০ ॥
নির্নির্গমাকুশাঙ্গার-মহাঙ্গারপ্রবেশনম্ ।
শরশক্তিগদাপ্রাস-ভুশুণ্ডীচক্রবেধনম্ ॥ ৫১ ॥
ক্ষুৎক্ষোভপরুষপ্রেত-ব্রাতান্যোন্যাঙ্গচর্ব্বণম্ ।
তালোত্তালাতিপরুষ-শিলাতলনিপাতনম্ ॥ ৫২ ॥
রুধিরাহমেধ্যপঙ্কাঙ্কপূয়নদ্যাদিসঙ্কটম্ ।
শিলাশস্ত্রময়াশ্বেভ-পাদপাষাণপেষণম্ ॥ ৫৩ ॥
শ্বভ্রাভোলূকলিখিতং জনৌঘমুসলাহতিম্ ।
শিরঃকরখুরস্কন্ধ-খণ্ডোৎকগৃধ্রমণ্ডলম্ ॥ ৫৪ ॥
এতস্মাৎ কুকৃতাদেতৎ ফলমিত্যেব ভাবনাৎ ।
পশ্যত্যেবং দেশদৃঢ়াদবিসংবাদি বিস্তৃতঃ ॥ ৫৫ ॥

তপ্তায়ঃসূর্ম্মিশূলাদীনামাশ্লেষং সশব্দং মজ্জনঞ্চ ॥ ৪৮ ॥

শাল্মল্যাঃ সকণ্টকায়াঃ গ্রহণমাশ্লেষণম্ ॥ ৪৯ ॥

দীপবেষেণ প্রচ্ছন্নো য উল্কানলস্তস্মাদ্ভয়ম্ । বৃহদ্ভির্বায়সৈশ্চর্ব্বণং তোদনম্ ॥ ৫০-৫১ ॥

তালাদপ্যুত্তালাদুন্নতপ্রদেশাদতিপরুষশিলাতলেষু নিপাতনম্ ॥ ৫২-৫৩ ॥

শ্বভ্রাভেষু দেশেষূলূকৈর্লিখিতং দেহবিদারণম্ । শিরঃকরপাদাদীনাং খণ্ডনং খণ্ডস্তত্রোৎকমুৎকণ্ঠিতং গৃধ্রমণ্ডলং যত্র ॥ ৫৪ ॥

ভাবনাচ্ছাস্ত্রতো নির্ণয়াৎ প্রাগ্ বহুশ এবংবিধদেশেষনুভবেন দৃঢ়াৎ । স্বান্তৈর্ব্বা তত্তন্নরকাত্মনা বিস্তৃতঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

যন্নাম কিঞ্চন কদাচন চেতনং খে
ভাতং ন ভাতমথবা যদপূর্ব্বমেব।
তৎ কল্পনাদ্ভবতি তন্ময়মেব তদ্ধি
তস্মাচ্চিরঞ্চ চলতীতি যদৃচ্ছয়ৈব ॥ ৫৬ ॥

...র্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে শবোপাখ্যানে স্বর্গনরকোপলম্ভ-বর্ণনং নাম ষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬০ ॥

উক্তং সংগৃহ্যোপসংহরতি—যন্নামেতি। যন্নাম কিঞ্চন চেতনদেহাদি কদাচন চিদাকাশে ভাতম্। অথবা ভাবিনোঽপি স্বপ্নে দর্শনান্ন ভাতম্ বা অপূর্ব্ব-ব যৎ তদপি সঙ্কল্পভ্রান্তিরূপাৎ কল্পনাদ্ভাতি। তৎসর্গঃ তন্ময়ং মনোময়মেব। ...াদ্ভাবাচ্চ চিরমনুভূতাস্তদৃচ্ছয়ৈব চলতি ন প্রযত্নশতৈরপীতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

যন্মুনিব্যাধয়োরেতদ্বৃত্তং নানাদশাশতম্ ।
অন্যকারণকং কিং স্যাদেতৎ কিং বা স্বভাবজম্ ? ॥ ১ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ ।

ঈদৃশাঃ প্রতিভাবর্ত্তাঃ পরমাত্মমহাম্বুধৌ ।
অনারতং প্রবর্ত্তন্তে স্বতঃ স্বাত্মনি স্বাত্মকাঃ ॥ ২ ॥
যথা স্পন্দাত্মনো বায়োরজস্রং স্পন্দলেখিকাঃ ।
উদ্যন্ত্যেব সতশ্চিত্তাচ্চিদ্ব্যোম্নি প্রতিভাযুতাঃ ॥ ৩ ॥
যা যথা স্বাঙ্গভূতাস্মাদুদিতা প্রতিভা প্রভা ।
তাবৎ সেহ তথৈবাস্তে ন হতা যাবদন্যয়া ॥ ৪ ॥
নানাবয়ববানেক এবেহাবয়বী যথা ।
চিদ্ব্রহ্মৈকমিদং ব্যোম তথৈবং প্রতিভাত্মকম্ ॥ ৫ ॥

অনন্যকারণং চিত্রং চিন্মাত্রপ্রতিভাত্মকম্ ।
অবোধাজ্জগদাভাতি বোধে ব্রহ্মেতি বর্ণ্যতে ॥

মুনিব্যাধয়োরেতত্তাসবর্ণিতং সুখদুঃখাদিদশাশতং যদ্বৃত্তং তৎ কিং প্রত
দৃশ্যমানস্বপ্নাদিবদনন্যকারণকং কিংবা লবণগাধিপ্রভৃতীনাং চণ্ডালভাবাদিকমৈ
ন্দ্রজালিকভগবদম্বরাদিনিমিত্তাদিব নিমিত্তান্তরস্বভাবজমিতি রামপ্রশ্নার্থঃ ॥ ১ ॥

তত্র নিমিত্তান্তরমস্ত মা বা। অজ্ঞাতাত্মনি যাবন্মোক্ষমীদৃশা ভ্রমাঃ সর্বে
প্রবর্ত্তন্ত ইতি বশিষ্ঠ উত্তরমাহ—ঈদৃশা ইত্যাদিনা ॥ ২ ॥

যথা ব্যজনাদিনিমিত্তান্তরে সত্যসতি চ বায়াবন্নান্নতরাঃ স্পন্দলেখিকাঃ স্পা
লবাঃ সদৈবোদ্যন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। প্রতিভা অর্থাকারপ্রথা ॥ ৩ ॥

অন্যয়া আকারান্তরপ্রতিভয়া যাবন্ন হতা বিনাশিতা। যথা মৃদঃ পিণ্ডা
কারো ঘটাদ্যাকারান্তরপরিণতিবিনাশ্যস্তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

তেষু চানন্তেষু প্রতিভাসেষ্বধিষ্ঠানসন্মাত্রাত্মকং ব্রহ্ম শাখাদিষু বৃক্ষ ইবানুগত
নানেতি। তত্র কাশ্চিদ্ভূম্যন্তরিক্ষদিগাদ্যবস্থাশ্চিরকালাবস্থানা

ব্রহ্ম কাশ্চিৎ স্থিরাঃ কাশ্চিদস্থিরাঃ প্রতিভার্থবৎ।
দেহাবস্থা ইবাত্মস্থাঃ স্থিতমাত্মনি থাত্মনি ॥ ৬ ॥

স্বাত্মনি স্বপ্নপুরবদ্ভানং চিতি চমৎকৃতিঃ।
কিং সারং কিমসারং বা কিং সৎ কিং বাপ্যসম্ভবেৎ ॥ ৭ ॥

পরিজ্ঞাতমিদং যাবৎ সর্ব্বং চিদ্ব্যোমমাত্রকম্।
দৃশ্যং জগদ্ভবদ্বুদ্ধং ন সন্নাসৎ কিমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

চিদ্ব্যোমমাত্রকচনং সংসারে সর্ব্বতঃ শিবে।
আস্থানাস্থাদি কিং তজ্জ্ঞা যথাসংস্থানমাস্থিত ॥ ৯ ॥

সমুদ্যন্তি স্বতোঽম্ভোধের্বীচিবৎ প্রতিভাকৃতাঃ।
স্বাত্মিকাঃ স্বাত্মনো দেবাৎ কার্য্যকারণদৃকৃতয়া ॥ ১০ ॥

স্ফারং যৎ পরমং ব্যোম্নঃ স্বসঙ্কল্পস্বসর্গবৎ।
তৎ তেনৈব জগদ্বুদ্ধং কুতঃ পৃথ্ব্যাদয়োঽত্র কে ॥ ১১ ॥

ভাত্যেবময়মাভাসো নৈব ভাতি চ কিঞ্চন।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতং ব্রহ্ম তদবিদ্যাভিধং স্বতঃ ॥ ১২ ॥

ঘনতা চিদ্ঘনেনেহ চিদ্ব্যোম্নৈবাখিলং জগৎ।
ইত্যেব পরমো বোধ এতৎ প্রৌঢ়িস্তু মুক্ততা ॥ ১৩ ॥

াঃ। অন্যা অস্থিরাঃ অল্পকালস্থায়িন্যঃ। যথা দেহস্য পিণ্ডহস্তপাদাদ্যাকারাবস্থা মধ্যোন্মেষাদ্যবস্থাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

তাসু সারাসারত্বাদিগ্রহো বৃথৈব মূঢ়ানামিত্যাহ—স্বাত্মনীতি ॥ ৭ ॥

যাবদ্যদা ভবদ্ভিরজ্ঞৈর্বুদ্ধং তু ॥ ৮ ॥

যথাসংস্থানং যথাস্থিতং স্বরূপমালম্ব্য আস্থিত তিষ্ঠত। ছান্দসস্তিঙ্ব্যত্যয়ঃ ॥৯॥

স্বতঃ স্বাত্মনঃ সকাশাৎ কার্য্যকারণদৃকৃতয়া প্রতিভাকৃতাঃ প্রতিভাকারাঃ [illegible]যন্তি ॥ ১০ ॥

যৎ স্বসঙ্কল্পবৎ স্বসর্গবচ্চ স্ফারং প্রতিভানং তদেব তেন জগদিতি বুদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

তজ্জগৎ। স্বতঃ ন কারণান্তরতঃ ॥ ১২ ॥

ইহ চিদ্ঘনেনৈব ঘনতা নাম্নেন পৃথ্ব্যাদিরূপেণ। প্রৌঢ়িভূমিকাভ্যাসেন [illegible]ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

চিদ্ব্যোমশূন্যতারূপ-মাত্রমাভাস আততঃ।
ইদমপ্রতিঘং শান্তং জগদিত্যেব ভাসতে ॥ ১৪ ॥
ধ্যায়িনঃ ক্ষীণদেহস্য ধ্যানে দৃক্ত্বে ক্ষণং স্থিতে।
চিন্মাত্রব্যতিরেকেণ শক্তত্বং স্যাৎ কিমুচ্যতাম্ ॥ ১৫ ॥
চিদ্ধাতুব্যোমভাগো যো ভাতি যত্র যথা যথা।
তথা তথা স তত্রাস্তে যাবদিত্থং স্বভাবতঃ ॥ ১৬ ॥
অবিচারবতো দৃশ্য-ভ্রান্তির্গগনমপ্যপি।
জাতিতৈমিরিকদ্বীন্দুদোষবন্নোপশাম্যতি ॥ ১৭ ॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ তদ্ব্রহ্মৈব নিরাময়ম্।
চিদাকাশমনাদ্যন্তং তৎ কথং কিং প্রশাম্যতি ॥ ১৮ ॥
স্বমসন্ত্যজতো রূপং স্বচ্ছসংবেদনাত্মকম্।
স্বপ্নবৎ কচনং স্বস্য যন্নাম তদিদং জগৎ ॥ ১৯ ॥
শাস্ত্রার্থৈস্তীক্ষ্ণয়া বুদ্ধ্যা মিথো যন্ন বিকল্পনৈঃ।
কৃত্বা সুপ্তমিবাত্মানং কিঞ্চিদ্বুদ্ধেন বোধ্যতে ॥ ২০ ॥

শূন্যতায়া আকাশতায়া রূপং নৈল্যমিব স্থিতমজ্ঞানমালম্ব্যেতি শেষঃ। আভাসো ভ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

এতচ্চ ধ্যায়িনামনুভবসিদ্ধমিত্যাহ—ধ্যায়িন ইতি। নির্ব্বিকল্পসমাধিপ্রতিষ্ঠয়া ক্ষীণদেহস্য উচ্ছিন্নদেহভাবস্য। দৃক্ত্বে সাক্ষিচিন্মাত্ররূপত্বে। শক্তত্বং জগদ্দর্শন-সামর্থ্যং কিং স্যাৎ। তস্মাদজ্ঞানদৃশৈব তৎসামর্থ্যং পরিশেষাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

তথাচ ব্রহ্মৈবাজ্ঞচিত্তোপাধৌ জগদাত্মনা ভাত্যন্যত্র চিন্মাত্রস্বভাবেনেতি ব্যবস্থেত্যাহ—চিদ্ধাত্বিতি। বোধাবোধস্বভাবতঃ ॥ ১৬ ॥

জাতিতৈমিরিকস্য জন্মপ্রভৃতিতিমিররোগদুষ্টচক্ষুষঃ পুরুষস্য ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মভাবাপন্নং তু জগন্ন নশ্যতীত্যাহ—যদিদমিতি ॥ ১৮ ॥

তথা চাজ্ঞদশায়ামপি স্বপ্নচিদ্বিবর্ত্তমাত্রং জগদিত্যাহ—স্বমিতি। অবিকৃতস্যান্যথা প্রতিভাসো বিবর্ত্ত ইতি তল্লক্ষণযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯-২০ ॥

রূঢ়া যেয়মবিদ্যেতি সংবিদব্যভিচারিণী।
ভবতাং নন্বু নাস্ত্যেব সা সরিৎস্বিব পাংসুভূঃ ॥ ২১ ॥
যথা স্বপ্নেঽবনির্নাস্তি স্বানুভূতাপি কুত্রচিৎ।
তথেয়ং দৃশ্যতা নাস্তি স্বানুভূতাপ্যসন্ময়ী ২২ ॥
চিদ্ব্যোমমাত্রমেবার্থানলবদ্ভাসতে যথা।
স্বপ্নে তথৈব জাগ্রত্ত্বেঽনলং স্বস্যৈব লক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥
ইদং জাগ্রদয়ং স্বপ্ন ইতি নাস্ত্যেব ভিন্নতা।
সত্যে বস্তুনি নিঃশেষ-সময়োর্যানুভূতিতঃ ॥ ২৪ ॥
নৈতদেবমিতি স্বপ্ন-প্রবোধাৎ প্রত্যয়ো যথা।
মৃত্বাঽমুত্র প্রবুদ্ধস্য জাগ্রতি প্রত্যয়স্তথা ॥ ২৫ ॥
কালমল্পমনল্পঞ্চ স্বপ্নজাগ্রদিতীহ ধীঃ।
বর্ত্তমানানুভবন-সাম্যাত্তুল্যে তয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ২৬ ॥
বাহ্যে তদেবমিত্যাদি-গুণসাম্যাদশেষতঃ।
ন জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্জ্যায়ানেকোঽপি যময়োরিব ॥ ২৭ ॥

যা ভবতাং জগদাকারেণ রূঢ়া সাঽস্মাকং নাস্ত্যেব ॥ ২১ ॥

নন্বু অনুভবঃ কথমুপলভ্যতে তত্রাহ—যথেতি ॥ ২২ ॥

রূপাস্তর্থবৎ তৎপ্রকাশকানলবচ্চ যথা স্বপ্নে চিদ্ব্যোমৈব ভাসতে। স্বস্য
ৎং সাক্ষিণঃ অনলমপূর্ণং স্বপ্রকাশরূপমেব তথা লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যা ভিন্নতা ভাসতে অনুভূতিতঃ সময়োস্তয়োঃ সা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অমুত্র শরীরান্তরে প্রবুদ্ধস্য গর্ভস্থস্য জাতিস্মরস্য জাগ্রতি প্রসিদ্ধঃ প্রত্যয়োঽপি
। নৈতদেবমিতি বাধিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কথং তর্হি অসাম্যপ্রত্যয়ো জনানামিতি চেৎ কালাল্পত্বমহত্ত্বাভ্যাং নানুভবত
্যাহ—কালেতি ॥ ২৬ ॥

ন চ বাহ্যে জাগ্রদস্তঃ স্বপ্ন ইতি ভেদঃ। স্বপ্নোঽপি বাহ্যে। তৎস্বাপ্নমেব
গ্রহদেব সর্ব্বমিতি সর্ব্ববস্তুষূভয়ত্র গুণসাম্যানুভবেন নৈকতরজ্যায়স্ত্ব-
ত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

যদেব জাগ্রৎস্বপ্নোঽয়ং যঃ স্বপ্নো জাগ্রদেব তৎ।
নৈতদেবং কিলেত্যস্তি ধীঃ কালেনোভয়োরপি ॥ ২৮ ॥
আজীবিতান্তং স্বপ্নানাং শতান্যনিয়তং যথা।
অনির্ব্বাণমহাবোধে তথা জাগ্রচ্ছতান্যপি ॥ ২৯ ॥
উৎপন্নধ্বংসিনঃ স্বপ্নাঃ স্মর্য্যন্তে বহবো যথা।
তথৈব বুদ্ধৈঃ স্মর্য্যন্তে সিদ্ধৈর্জন্মশতান্যপি ॥ ৩০ ॥
এবং সমস্তসাধর্ম্ম্যে সমস্তানুভবাত্মনি।
কচতি স্বপ্নবজ্জাগ্রজ্জাগ্রদ্বৎস্বপ্নবেদনম্ ॥ ৩১ ॥
যথা দৃশ্যং জগচ্চেতি নিত্যমেকার্থতাং গতৌ।
উভৌ শব্দৌ তথৈবৈতজ্জাগ্রৎস্বপ্নাত্মকৌ স্মৃতৌ ॥ ৩২ ॥
এবং স্বপ্নপুরং স্ফারং যথা ব্যোমৈব চিন্ময়ম্।
তথৈবেদং জগদতঃ কাঽবিদ্যা দৃশ্যতে কুতঃ ॥ ৩৩ ॥
তদেবাকাশমাত্রাত্ম যদ্যবিদ্যেতি কথ্যতে।
তদ্‌যদাস্তে তদেবাহং বন্ধঃ স্বকলনাত্মকঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্মৈবং ক্রিয়তামেতদবন্ধস্যৈব বন্ধনম্।
কাঽন্যতা অমলব্যোম্নশ্চিন্ময়স্য নিরাকৃতেঃ ॥ ৩৫ ॥

ধীর্বাধধীঃ। অনির্ব্বাণস্য জীবস্য মহত্যবোধে স্বাপে ॥ ২৮-২৯ ॥

বুদ্ধৈঃ প্রবুদ্ধৈঃ সিদ্ধৈর্জাতিস্মরণানুকূলযোগসিদ্ধিমদ্ভিঃ ॥ ৩০-৩১ ॥

কথং তর্হি নামভেদস্তত্রাহ—যথেতি ॥ ৩২ ॥

স্বপ্নসাম্যপ্রতিপাদনস্য প্রয়োজনং দর্শয়তি—এবমিতি ॥ ৩৩ ॥

স হি স্বপ্নো ভূত্বেত্যাদিশ্রুতৌ স্বপ্নশব্দেনেবাবিদ্যাশব্দেনাপি তদ্ব্রহ্মৈব যদি কথ্যতে তর্হি ন শব্দে বয়ং বিবদামহে কিন্তু সর্ব্বভ্রমশান্তৌ যদেবাস্তে তদেবাহম্ প্রাকস্বকল্পনাত্মকঃ এব বন্ধ ইত্যেতাবদস্মদভিমতং তচ্চ সিদ্ধমেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

যদ্যেবং তদা নিত্যমুক্তস্যাত্মনো বন্ধনভ্রান্তিরেব ন কার্য্যেত্যাহ—তদিতি অমলস্য ব্যোম্নো নিরাকৃতেশ্চিন্ময়স্য চ কা অন্যতা কিং বৈলক্ষণ্যং যেন ব্যোম ন বধ্যতে চিদাত্মা তু বধ্যতে ইতি বাচোযুক্তিঃ প্রসরেৎ। দ্বয়োরপ্যমূর্ত্তত্বালেপকত্ব সূক্ষ্মতমত্বাদিনা অত্যন্তসাম্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

চিন্ময়াকাশকচনে কাস্মিন্ কিল নিরাকৃতেঃ।
দৃশ্যনামন্যবিদ্যাখ্যে বন্ধো মোক্ষোঽথবা কুতঃ ॥ ৩৬ ॥
নাবিদ্যা বিদ্যতে নাম বন্ধো বন্ধো ন কস্যচিৎ।
মোক্ষো ন কস্যচিন্মোক্ষশ্চাস্তি নাস্তীতি নাস্ত্যলম্ ॥ ৩৭ ॥
নাস্ত্যেব বিদ্যাঽবিদ্যা বা চিদেবেয়ং কচত্যজা।
খ এব খাকৃতিঃ স্বপ্ন ইব সর্গস্বদেহিনী ॥ ৩৮ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ যন্মধ্যে সংবিদো বপুঃ।
তজ্জাগ্রৎস্বপ্নদৃশ্যস্য রূপমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরে দৃশ্যে শান্তনিদ্রস্য যদ্বপুঃ
একস্য নিশি তদ্রূপং জাগ্রৎস্বপ্নদৃশামিহ ॥ ৪০ ॥
বিদ্ধি তদ্রূপমেবেদং ভেদবেদনমিত্যপি।
চিত্যন্তমাগতঃ কোঽন্যো নাম স্যাদ্ভেদভেদনে ॥ ৪১ ॥
চিদ্ব্যোমৈবাভেদবুদ্ধিশ্চিদ্ব্যোমৈব চ ভেদধীঃ।
দ্বৈতাদ্বৈতে চৈকমেব তথা শান্তমখণ্ডিতম্ ॥ ৪২ ॥

অস্মিন্ দৃশ্যনামন্যবিদ্যাখ্যে চিন্ময়াকাশকচনে সতি বন্ধো বা [illegible]ক্ষো বা কুতো হেতোঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

যদা অবিদ্যা নাম ন বিদ্যতে তদা বন্ধো বন্ধো ন। তথা মোক্ষোঽপি মোক্ষো [illegible]। যতো ব্রহ্মাতিরিক্তমস্তি নাস্তীতি ব্যবহারযোগ্যমেব দুর্লভমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বপ্ন ইব চিদেব সর্গাকারস্বদেহিনী ভূত্বা কচতি ॥ ৩৮ ॥

মধ্যে যন্নির্বিষয়ং সংবিদঃ স্বরূপং প্রসিদ্ধং তদেব জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসিদ্ধদৃশ্যস্য পার-[illegible]র্থিকং রূপমিত্যেব নিশ্চয়ঃ কার্য্যঃ ॥ ৩৯ ॥

বাহ্যে দৃশ্যে আভ্যন্তরে চ দৃশ্যে ইন্দ্রিয়মনস্তদ্বিকারাদৌ প্রকাশনায় সদা জাগ-[illegible]কস্য স্বয়ং জ্যোতিরাত্মনো যদ্বপুঃ স্বরূপম্। 'অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি' [illegible]তি শ্রুতেঃ। তদেব জাগ্রৎস্বপ্নদৃশাং তাত্ত্বিকং রূপমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অতএব জাগ্রৎস্বপ্নভেদবেদনমিত্যপি কল্পনং তদ্রূপং তদুভয়সাক্ষিরূপমেব বিদ্ধি, [illegible]চিদ্ভেদবেদনম্। যতঃ অবস্থাত্রয়ানুগতায়াঃ সাক্ষিচিতেরন্তমন্তঃ ক আগতো [illegible]বান্ যশ্চিতি ভেদং পশ্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তথা সতীতি শেষঃ ॥ ৪২ ॥

সদংশো বোধতদ্‌গ্রাহ্যময় এব যথা তথা।
দৃষ্টা য এব দৃশ্যং তদ্দ্বৈতবেদনমেককম্‌ ॥ ৪৩ ॥
তদ্‌ব্রহ্ম খং বিদুর্দ্বৈতমদ্বৈতাদ্বৈতমেব চ।
সর্গ এব পরং ব্রহ্ম দ্বৈতমদ্বৈতমেব সৎ ॥ ৪৪ ॥
নেতি নেতি বিনির্ণীয় সর্ব্বতোঽভিভবত্যপি।
পশ্চাৎ ত্যক্ত্বা চিদাকাশে শিলং কৃত্বাস্যতামিহ ॥ ৪৫ ॥
যথাক্রমং সুভগ! যথাস্থিতিস্থিতি
যথোদয়ং ব্রজ পিব ভুঙ্ক্ষ ভোজয়।
অভীপ্সিতং গতমননো নিরিঙ্গনঃ
সুচিন্ময়ে পরমপদোপলো ভবান্‌ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে নির্ব্বাণবর্ণনং
নামৈকষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬১ ॥

যথা ব্রহ্মণঃ সচ্চিদানন্দাংশেষু সদংশো বোধময়ো বোধগ্রাহ্যময়শ্চেত্যুভয়ত্রাভিন্ন-স্তথা দ্বৈতং তদ্বেদনং চৈককমিতি চিদংশোঽপ্যভিন্নঃ। যতো য এব দ্রষ্টা দৃশ্যং বিষয়ীকৃতাস্ত এব দৃশ্যমিত্যুচ্যন্তে। ন চ বিষয়বিষয়িভাবশ্চিত্তাদাত্ম্যাতিরিক্তঃ কেন চিন্নিরূপয়িতুং শক্যস্তৎতস্মাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

একস্য সদ্‌বস্তুন এব সর্ব্বদ্বৈতাত্মনা যদা প্রতিভাসস্তদা ব্রহ্মৈব দ্বৈতাদ্বৈতমদ্বৈতাভিন্নং চ। ন তদ্‌ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রসিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তর্হি কিং দ্বৈতাদ্বৈতসমুচ্চয়াত্মকমেব ব্রহ্ম বোদ্ধব্যং ন ইত্যাহ—নেতীতি। পূর্ব্বং সর্গ এব পরং ব্রহ্ম দ্বৈতমদ্বৈতমেব চেতি মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মরূপতাং বিনির্ণীয় পশ্চান্নেতি নেতি ইতি সর্ব্বদ্বৈতনিষেধেন সর্ব্বতঃ কৃৎস্নং দ্বৈতং ত্যক্ত্বা অভিতো ভবত্যাবির্ভূতেঽপি ইহ প্রত্যগাত্মনি চিদাকাশে উত্তরোত্তরভূমিকাভ্যাসেন নৈষ্কম্প্যঘনবদানন্দৈকরসঘনাং শিলাং কৃত্বা আস্যতাম্‌ ॥ ৪৫ ॥

হে সুভগ, এবং সুচিন্ময়ে ব্রহ্মণি পরমপদোপলভূতো ভবান্‌ যথাক্রমং স্ববর্ণাশ্রমোচিতক্রমমনতিক্রম্য যথাস্থিতং লোকস্থিতিং চানতিক্রম্য যথোদয়ং স্ববিভবানুসারেণাভীপ্সিতং দেশং বিষয়ং চ ব্রজ বিহর পিব ভুঙ্ক্ষ্ব দ্বিজসুহৃদ্‌বর্গান্‌ ভোজয় চ। অনীপ্সিতমিতি পাঠে নিরিচ্ছং যথা স্যাত্তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
একষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬১ ॥

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

চিদ্ব্যোমার্থতয়ার্থানাং যথাস্থিতমিদং জগৎ।
সরূপালোকমননমপি চিদ্ব্যোম কেবলম্‌ ॥ ১ ॥
স্বপ্নচিৎপুররূপত্বাদন্যদ্‌যস্মান্ন বিদ্যতে।
জগৎ তস্মান্নভঃ শান্তং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ২ ॥
চিদাভানমনানৈব নানেব পরিলক্ষ্যতে।
অনাত্মৈবাত্মনাত্মানং স্বপ্নাকাশপুরেম্বিব ॥ ৩ ॥
সর্গাদাবিব চিদ্ব্যোম স্বপ্নাকাশপুরং জগৎ।
আভাতমেবাসত্যঞ্চ নূনং সত্যমিব স্থিতম্‌ ॥ ৪ ॥

ইহ দ্বৈতস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মমাত্রত্ববর্ণনৈঃ।
হিতোক্তিভিরবিদ্যায়া নিরাস উপপাদ্যতে ॥

সর্বস্য দৃশ্যস্য চিদ্ব্যোমার্থমেব স্ফুরণাদপি তন্মাত্রতাপরিশেষ ইত্যাহ—চিদ্ব্যো-তি। অর্থানাং বিষয়ানাং বাহ্যরূপালোকনেন আন্তরমননে চ সহিতং বাহ্য-ভ্যন্তরং চ দৃশ্যজাতং গবাদ্যর্থতৃ'াদিগবাদ্যাত্মনে চিদ্ব্যোমোপভোগ্যং চিদ্ব্যোমৈব বলং পরিশিষ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

চিদ্ভোগ্যস্য চিন্মাত্রপরিশেষত্বং কেন দৃষ্টান্তেন সাধ্যতে তত্রাহ—স্বপ্নেতি। দ্ধেতোঃ স্বপ্নে পুরভোক্ত্যাশ্চিত্ত এব পুররূপত্বাদন্যন্ন বিদ্যতে তস্মাজ্জাগ্রজ্জগদপি ত ইব শান্তম্‌। উক্তানুমানে শ্রুতিসম্মতিং দর্শয়তি—নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি ॥২॥

যদি নানা নাস্তি তর্হি কিং তদ্বৎ নানেব পরিলক্ষ্যতে তত্রাহ—চিদাভান-তি। যৎ নানা তদনাত্মৈব নিঃস্বরূপমেব স্বসাক্ষিণা আত্মনাত্মানং স্বং দর্শয়তি। যা স্বপ্নপুরেষু আকাশপুরেষু গন্ধর্ব্বনগরেষু চ পদার্থস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তৎ সাম্যমেব স্ফুটয়তি—সর্গাদাবিতি। সর্গস্য আদৌ প্রলয়কাল ইবেদানী-পি জগৎস্বপ্নাকাশপুরবৎ আভাতমেবাসত্যং চেতি সাম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তজ্জ্ঞাজ্ঞাতো ন মূর্খাণামজ্ঞাজ্ঞাতো ন তদ্বিদাম্।
বিদ্যতে সর্গশব্দার্থঃ সত্যাসত্যময়াত্মকঃ ॥ ৫ ॥
তজ্জ্ঞাজ্ঞয়োস্তয়োরন্তঃ প্রতিপত্তৌ তু যৎ স্থিতম্।
ন বোদ্ধুং ন চ বক্তুং তে জানীতস্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৬ ॥
স্ববুদ্ধৌ সর্গশব্দার্থো মিথোঽন্তস্তৎ কিলানয়োঃ।
স্থৈর্য্যাস্থৈর্য্যে জাগ্রতো দ্বে অক্ষীবক্ষীবয়োরিব ॥ ৭ ॥
দ্রবস্থিতিমিতা যদ্বৎ সরিদ্বারিণি বীচয়ঃ।
চিতৌ স্থিতিমিতাস্তদ্বচ্চেতনাৎ সর্গবীচয়ঃ ॥ ৮ ॥
চিদ্রূপং যন্ন কিঞ্চিৎ তদিদং কিঞ্চিদবস্থিতম্।
ভাতি দৃশ্যমিবাদৃশ্যমপি স্বপ্নপুরেষ্বিব ॥ ৯ ॥

চন্দ্রপাদেশিকত্ববৎ তজ্জ্ঞানানুভববিসংবদাদপি জগৎ তথা ইত্যাহ—তজ্জ্ঞেতি। উভয়ত্র আজ্ঞাত ইতি চ্ছেদঃ। অথবা ন মূর্খাণাং তদ্বিদাং বা অনুভবমনুসৃত্য প্রপঞ্চো ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যঃ পরস্পরবিসংবাদাদুভাভ্যামপি অজ্ঞাতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ—তজ্জ্ঞানয়োরিতি। যতঃ কেবলান্তর্দৃষ্টয়স্তজ্জ্ঞাঃ কেবলবাহ্যদৃষ্টয়োঽজ্ঞাঃ। প্রপঞ্চরূপং তু অন্তঃপ্রতিপত্তৌ বুদ্ধিবৃত্তৌ অন্তরালে স্থিতমুভাবপি বোদ্ধুং তে তুভ্যং পরস্পরং বা বক্তুং চ ন জানীতো ন শক্নুতঃ ॥ ৬ ॥

উক্তমেবোপপাদয়তি—স্ববুদ্ধাবিতি। সর্গশব্দার্থস্তাবৎ স্বস্ববুদ্ধৌ স্থিত এব স্ফুরতি নান্য ইত্যবিবাদং তত্রাক্ষীবক্ষীবয়োরিব অভ্রান্তভ্রান্তয়োরনয়োর্মিথঃ পরস্পরং তত্তৎপ্রপঞ্চরূপমান্তরবুদ্ধিস্থত্বাৎ অন্তঃস্থম্। কিলেতি যৌক্তিকপ্রসিদ্ধৌ। তত্র বিদুষো বুদ্ধিঃ সদৈব স্থৈর্য্যে জাগর্ত্তীতি স স্থিরমাত্মতত্ত্বমেব পশ্যতি। অবিদ্বদ্বুদ্ধিরস্থৈর্য্যে জাগর্ত্তীতি সোঽস্থিরং বাহ্যমেব পশ্যতি। বুদ্ধিগতং তু প্রপঞ্চস্বরূপং নাত্যন্তমান্তরং নাত্যন্তং বাহ্যমিতি নোভয়োরপি তৎপরিজ্ঞানমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদি উভাভ্যামপি দ্রষ্টুমশক্যঃ প্রপঞ্চস্তর্হি কথং স্থিতিং প্রাপ্তস্তত্রাহ—দ্রবেতি। অজ্ঞাতচিৎস্বভাবমেবাবলম্ব্য জলদ্রবতয়া তরঙ্গা ইবাত্মসত্ত্বয়ৈবান্তরালে স্থিতিং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অতএব চিচ্চমৎকারমাত্রং জগদিত্যাহ—চিদ্রূপমিতি। অথবা মায়া

চিচ্ছায়েয়ং প্রকচতি জগদিত্যভিশব্দিতা ।
নন্বমূর্ত্তৈব মূর্ত্তেব দ্রব্যচ্ছায়েব বৈ ততা ॥ ১০ ॥
কায়মাত্রকমেবেদং ভ্রান্তিমাত্রমসন্ময়ম্ ।
পিশাচবিভ্রমালোক-প্রায়-মায়াসনং দৃঢ়ম্ ॥ ১১ ॥
মনোরাজ্যমিবাসত্যং লোলং লম্বাম্বুবিন্দুবৎ ।
দ্বাভ্যামিত্যনুভূতিভ্যাং যদসত্তত্র কাত্মতা ॥ ১২ ॥
বিদার্য্য দারুরববৎ তরঙ্গানিলশব্দবৎ ।
খে শব্দাঃ পবনস্ফোটা ভান্ত্যর্থা বাসনোদয়াঃ ॥ ১৩ ॥
সর্গাদিতঃ স্বপরিভা কচতি স্বপ্নশৈলবৎ ।
বস্তুতস্তু ন শব্দোঽস্তি নার্থোঽস্তি ন চ দৃশ্যতা ॥ ১৪ ॥
যদিদং চাস্তি চাভাতি তৎ সর্ব্বং পরমার্থসৎ ।
অন্যাদৃক্কারণাভাবাৎ সর্গাদাবেব নোদিতম্ ॥ ১৫ ॥

যশ্চিৎপ্রতিবিম্বঃ স এব জীবজগদাকারেণ স্ফুরতীত্যাহ—চিচ্ছায়েতি। দর্পণে ঘটপটাদিদ্রব্যচ্ছায়েব ॥ ৯-১০ ॥

তত্র দেহাত্মতাভ্রান্তিরেব সর্ব্বায়াসমূলমিত্যাহ—কায়েতি ॥ ১১ ॥

দেহ এব আত্মাস্তু ইতি ভ্রমং বারয়তি—দ্বাভ্যামিতি। প্রাগ্‌ বর্ণিতাভ্যাং দ্বাভ্যাং বিম্বদবিম্বদনুভূতিভ্যামপি বিমৃশ্যমানং যদসৎ তত্র কা আত্মতাপ্রসক্তি-রিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কথং তর্হি রামোঽহং বশিষ্ঠস্ত্বমিত্যাদিদেহাত্মব্যবহারশব্দার্থাস্তত্রাহ—বিদার্য্যেতি। যথা পৃথিব্যাং স্থূলবংশদারুবিদারণে তদন্তঃ স্থিতঃ শব্দো বহির্নিঃসরতীব প্রতিভাতি ন চ তদন্তঃ শব্দঃ স্থিতো নিঃসৃতো বা তথা জলে তরঙ্গেভ্যঃ অগ্নৌ জ্বালাদিভ্যঃ খে প্রতিধ্বনিশব্দাঃ পবনাচ্চ কণ্ঠতালব্যাদিপ্রদেশে বর্ণপদবাক্য-স্ফোটা নির্গতা ইব ভান্তি ন চ তে প্রাক্ তদন্তঃ সন্তি তদ্বদ্‌বাসনাময়া অপ্যর্থা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ জাগ্রৎস্বপ্নয়োরাত্মনো নির্গতা ইব ভান্তি ন চ তত্র সন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

স্বপরিভা স্বাত্মচিৎ ॥ ১৪ ॥

অন্যাদৃক্ সদ্ব্যতিরিক্তং রূপং তু সর্গাদাবেব কারণাভাবান্নোদিতং নোৎ-পন্নমেব ॥ ১৫ ॥

নিরস্তশব্দভেদার্থমনিরস্তাখিলার্থকম্ ।
শাম্যামি পরিনির্ব্বামি ব্যোমৈবাস্মীতি বুধ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥
ত্যজতামাত্মবিশ্রান্ত্যা শুদ্ধবোধৈকরূপয়া ।
জীবে জবং জবীভাবস্ত্বসমুত্থিত আত্মনা ॥ ১৭ ॥
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ।
আত্মাত্মনা ন চেত্ত্রাতস্তদুপায়োঽস্তি নেতরঃ ॥ ১৮ ॥
তর তারুণ্যমস্তীদং যাবৎ তে তাবদম্বুধেঃ ।
ননু সংসারনাম্নোঽস্মাৎ বুদ্ধ্যা নাবা বিশুদ্ধয়া ॥ ১৯ ॥
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥ ২০ ॥
শৈশবং বার্দ্ধকং জ্ঞেয়ং তির্য্যক্ত্বং মৃতিরেব চ ।
তারুণ্যমেব জীবস্য জীবিতং তদ্বিবেকি চেৎ ॥ ২১ ॥
সংসারমিমমাসাদ্য বিদ্যুৎসম্পাতচঞ্চলম্ ।
সচ্ছাস্ত্রসাধুসম্পর্কৈঃ কর্দ্দমাৎ সারমুদ্ধরেৎ ॥ ২২ ॥
অহো বত নরাঃ ক্রূরা গতিঃ কৈষাং ভবিষ্যতি ।
কুর্ব্বন্তি কর্দ্দমোম্মগ্নে নাত্মন্যপি নিজোদয়ম্ ॥ ২৩ ॥

অতঃ সদৈবৈকরূপং সদ্ব্যোমৈবাহমিতি পরমশান্তনির্বৃত্তিরূপং বুধ্যতামিত্যাহ-নিরস্তেতি ॥ ১৬ ॥

জীবে প্রসিদ্ধে জবং জবীভাবো মনোবিক্ষেপঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব স্ববিবেকেনৈবাত্মানমুদ্ধরেত্যাহ—আত্মৈবেতি ॥ ১৮ ॥

যাবত্তারুণ্যমস্তি তাবদেব বুদ্ধ্যা নাবা সংসারনাম্নোঽম্বুধেস্তর পরতীরং ব্রজ ॥১৯॥

বয়সো বিপর্য্যয়ে বৃদ্ধত্বে ॥ ২০ ॥

শৈশবং বার্দ্ধকং চ তির্য্যক্ত্ববজ্জ্ঞানাসাধকং জ্ঞেয়ম্ । বিবেকি চেদিতি অবিবেকিত্বে তু তত্তির্য্যক্ত্বাদপ্যধমমিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

কর্দ্দমাৎ মোহকর্দ্দমাৎ । সারমাত্মানম্ ॥ ২২ ॥

যে কর্দ্দমোম্মগ্নেঽপ্যাত্মনি শাস্ত্রোপায়ৈর্নিজোদয়মুদ্ধারোপায়ং ন কুর্ব্বন্তি তেষাং কা গতির্ভবিষ্যতীত্যনুশোচতি বসিষ্ঠঃ ॥ ২৩ ॥

যথা মৃণ্ময়বেতাল-সভা গ্রাম্যস্য ভঙ্গদা ।
যদা ভূতার্থবিজ্ঞানান্মৃণ্ময্যেব ন ভঙ্গদা ॥ ২৪ ॥
তথা ব্রহ্মময়ী দৃশ্য-লক্ষ্মীরজ্ঞস্য ভঙ্গদা ।
যথা ভূতার্থবিজ্ঞানে ব্রহ্মৈবাস্তে ন ভঙ্গদা ॥ ২৫ ॥
শাম্যত্যশান্তমেবেদং স্থিতমেব বিলীয়তে ।
দৃশ্যং তত্ত্বপরিজ্ঞানাদ্দৃশ্যমানং ন দৃশ্যতে ॥ ২৬ ॥
স্ফুটানুভবনস্যাপি স্বপ্নকালে নিজে যথা ।
পরিজ্ঞানাদসত্যত্বমেব সত্যপদং গতা ॥ ২৭ ॥
তথানুভূয়মানাপি সর্গসংবেদনাম্বরে ।
চিন্ময়ে তত্ত্ববিজ্ঞানাচ্ছূন্যতৈবাবশিষ্যতে ॥ ২৮ ॥
জাতিজ্বরজ্বলিতজীবিতজঙ্গলেষু
জীর্ণানি বাতহরিণাহরণক্রমেণ ।
মাদ্যন্মনঃপবনপাতযুতান্যমূনি
জিত্বেন্দ্রিয়াণি জয়মেহি জহীহি জন্ম ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে শবোপাখ্যানে অবিদ্যানিরসনো নাম দ্বিষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬২ ॥

গ্রাম্যস্য মৃণ্ময়ত্বানভিজ্ঞস্য সত্যবেতালা সভা ময়া দৃষ্টেতি ভ্রান্তিমত ইতি যাবৎ । ভঙ্গদা ভয়জ্বরাদিদুঃখদা । কুতো ন ভঙ্গদা তত্রাহ—শাম্যতীতি ॥ ২৪-২৬ ॥

নমু স্ফুটানুভবনত্বাৎ সত্যপদং গতস্য জগতঃ কথং জ্ঞানমাত্রাদসত্ত্বাপত্তিস্তত্রাহ—স্ফুটেতি । যথা স্বপ্নকালে স্ফুটানুভবনস্যাপি স্বাপ্নজগতঃ পরিজ্ঞানাৎ প্রবোধাৎ । তথা অনুভূয়মানা অতএব সত্যপদং গতাপি সর্গসংবেদনেতি পরেণান্বয়ঃ ॥২৭-২৮॥

তত্তু জ্ঞানং সমনস্কেন্দ্রিয়জয়ং বিনা ন লভ্যতে ইতি দর্শয়ন্নুপসংহরতি—জাতীতি । জাতিজ্বরৈর্জন্মজ্বরভূতৈঃ কামক্রোধাদিদবাগ্নিভির্জ্বলিতেষু দীপ্তেষু জীবিতজঙ্গলেষু বাতহরিণানাং বাতমৃগানাং যস্তৃণপর্ণাদ্যাহরণক্রমঃ কদাচিল্লভ্যতে বাচিন্নেত্যেবংরূপস্তেন জীর্ণানি শিথিলীভূতানি মাদ্যতো মনসঃ প্রাণপবনস্য চ পাতো বহিঃসঞ্চারস্তেন যুতান্যমূনীন্দ্রিয়াণি জিত্বা জ্ঞানেনাবিদ্যাজয়মেহি প্রাপুহি । তেন চ মুক্তঃ সন্ পুনর্জন্ম জহীহি ত্যজ নিবারয়েতি যাবৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বিষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

বিনেন্দ্রিয়জয়েনেদং নাজ্ঞত্বমুপশাম্যতি।
তদিন্দ্রিয়াণি জীয়ন্তে কথং কথয় মে মুনে!॥ ১॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ন চ প্রভূতভোগেষু ন পুংস্ত্বে ন চ জীবিতে।
ন চেন্দ্রিয়জয়োন্মুক্তৌ দীপস্তনুদৃশো যথা॥ ২॥
তদিন্দ্রিয়জয়ে যুক্তিমিমামবিকলাং শৃণু।
সিদ্ধিমেতি স্বযত্নেন সুখেন তনুরেতয়া॥ ৩॥
চিন্মাত্রং পুরুষং বিদ্ধি চেতনাজ্জীবনামকম্।
যচ্চেতসি স জীবোঽন্তস্তন্ময়ো ভবতি ক্ষণাৎ॥ ৪॥

ইহেন্দ্রিয়জয়োপায়শ্চিত্তরোধশ্চিদন্বয়ে।
অভ্যাসশ্চাস্য শাস্ত্রস্য কীর্ত্তিতা বোধহেতবঃ॥

জিত্বেন্দ্রিয়াণি জয়মেহি জহীহি জন্মেতি যদিন্দ্রিয়জয়স্যাবশ্যকত্বং বসিষ্ঠেনোক্তং তত্রোপায়ং রামঃ পৃচ্ছতি—বিনেতি॥ ১॥

স্থানে ত্বয়া প্রশ্নঃ কৃত ইত্যনুমোদমানো বসিষ্ঠঃ প্রশ্নং পূরয়তি—ন চেতি। যথা তনুদৃশো মন্দচক্ষুষঃ পুরুষস্য প্রজ্বলন্নপি দীপো ন সূক্ষ্মার্থদর্শনে উপযুজ্যতে তথা ন প্রভূতভোগেষ্বাসক্তস্য নাপি পুংস্ত্বে স্বোৎকর্ষসম্পাদনে আসক্তস্য নাপি জীবিতে জীবনোপায়ে ধনার্জ্জনাদাবাসক্তস্য শাস্ত্রাদিসাধনং ব্রহ্মদর্শনম্ উপযুজ্যতে। তথা ইন্দ্রিয়জয়োন্মুক্তাবপি তন্নোপযুজ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ২॥

তৎ তস্মাদিন্দ্রিয়জয়স্যাবশ্যকত্বাদেতয়া মদুক্তযুক্ত্যা তনুরল্পাপি সাধনসম্পৎ স্বযত্নেব সিদ্ধিং মোক্ষফলসিদ্ধিমেতি প্রাপ্নোতি॥ ৩॥

চেতনাচ্চিত্তোপনীতার্থপ্রকাশকত্বাৎ। চিত্তাধীনত্বাদিতি যাবৎ। যচ্চেতসি চিত্তবৃত্ত্যা ব্যাপ্য প্রথয়তি তন্ময়ো ভবতি তত্রাসজ্জতে। স্ত্রীময়ো জাল্ম ইতিবৎ॥ ৪॥

সংবিৎপ্রযত্নসংবোধ-নিশিতাঙ্কুশকর্ষণৈঃ।
মনোমত্তং গজং মত্তং জিত্বা জয়তি নান্যথা॥ ৫॥
চিত্তমিন্দ্রিয়সেনায়া নায়কং তজ্জয়াজ্জয়ঃ।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ॥ ৬॥
সংবিদং সংবিদাকাশে সংরোপ্য হৃদি তিষ্ঠতঃ।
স্বয়মেব মনঃ শাম্যেন্নীহার ইব শারদঃ॥ ৭॥
স্বসংবিদ্যত্নসংরোধাদ্ যথা চেতঃ প্রশাম্যতি।
ন তথাঙ্গ! তপস্তীর্থ-বিদ্যাযজ্ঞক্রিয়াগণৈঃ॥ ৮॥
যচ্চ সংবেদ্যতে কিঞ্চিৎ তৎ তৎ সংবিদি সংবিদা।
নূনং বিস্মার্য্যতে যত্নাৎ ভোগানামিতি তজ্জয়ঃ॥ ৯॥
স্বসংবেদনযত্নেন বিষয়ামিষতোঽনিশম্।
কিঞ্চিৎ সংরোধিতা সংবিৎ তৎ প্রাপ্তং বৈবুধং পদম্॥ ১০॥

এবং সতি চিত্তস্য প্রত্যাহারপ্রযত্নেনান্তরাকর্ষণেন বাহ্যাকারতাং নিরুধ্য ব্রহ্মাকারতাপ্রবোধনাভ্যাসে স্বতঃ পঙ্গূনীন্দ্রিয়াণ্যর্থাদেব জিতানি ভবন্তীতি যুক্তিমাহ—সংবিদিতি॥ ৫॥

তৎ কুতস্তত্রাহ—চিত্তমিতি। নায়কং স্বামিভাবেন প্রবর্ত্তকং নিরোধকং চ। পাদমাত্রাবরণেন সর্ব্বকণ্টকজয় ইব চিত্তমাত্রাবরণেন সর্ব্বেন্দ্রিয়জয় ইত্যা-শয়েনাহ—উপানদিতি॥ ৬॥

মনঃশান্তৌ তর্হি ক উপায়স্তমাহ—সংবিদমিতি। সংবিদঃ চিত্তাবচ্ছিন্ন সংবিদং জীবং সংবিদাকাশে ব্রহ্মণি সংরোপ্য একীকৃত্য॥ ৭॥

স্বসংবিদো জীবসংবিদো যত্নেন ব্রহ্মণি সংরোধাৎ উক্তরূপাৎ॥ ৮॥

সংবেদ্যতে বলাৎ স্মর্য্যতে তত্তদধিষ্ঠানব্রহ্মসংবিদি প্রবিলাপনসংবিদা নূনং নিশ্চয়েন বিস্মার্য্যতে তৎসংস্কারোচ্ছেদেন পুনঃ স্মরণাযোগ্যং ক্রিয়তে। তত্তেনো-পায়েন ভোগানাং ভোগহেতূনাং বিষয়াণাম্ ইতি এবং জয়ঃ॥ ৯॥

সংরোধিতা সংবিচ্চেত্তত্তেনোপায়েন বৈবুধং বিবুধানাং তত্ত্ববিদামনুভবসিদ্ধং স্বারাজ্যপদং প্রাপ্তম্॥ ১০॥

স্বধর্ম্মব্যবহারেণ যদায়াতি তদেব মে।
রোচতে নান্যদিত্যেব পদে বজ্রদৃঢ়ীভব ॥ ১১ ॥
সংবিৎপ্রবৃত্তিমর্থেষু বিরুদ্ধেষু বিবর্জ্জয়ন্।
অর্জ্জয়ঞ্চমসন্তোষৌ যঃ স্থিতঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥
সংবিদ্রসিকতাস্বন্তস্তথা নীরসতাসু চ।
যস্য নোদ্বেগমায়াতি মনস্তস্যোপশাম্যতি ॥ ১৩ ॥
সংবিৎপ্রযত্নসংরোধান্মনঃ স্বায়নমুজ্ঝতি।
চেতশ্চপলতোন্মুক্তং বিবেকমনুধাবতি ॥ ১৪ ॥
বিবেকবানুদারাত্মা বিজিতেন্দ্রিয় উচ্যতে।
বাসনাবীচিবেগেন ভবাব্ধৌ ন স মুহ্যতে ॥ ১৫ ॥
সাধুসম্পর্কসচ্ছাস্ত্র-সমালোকনতোঽনিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো যথা বস্তু জগৎ সত্যং প্রপশ্যতি ॥ ১৬ ॥
সত্যাবলোকনাচ্ছান্তিমেতি সংসারসম্ভ্রমঃ।
মরাবিব জলজ্ঞানং মিথ্যাপতনদুঃখদম্ ॥ ১৭ ॥
অচেত্যমেব চিন্মাত্রমিদং জগদিতি স্থিতম্।
ইত্যেব সত্যবোধস্য বন্ধমোক্ষদৃশৌ কুতঃ ॥ ১৮ ॥

এবং স্বধর্ম্মৈকনিষ্ঠতাদার্ঢ্যমপি বৈতৃষ্ণ্যসিদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয়জয়হেতুরিত্যাহ—স্বধর্ম্মেতি ॥ ১১ ॥

বিরুদ্ধেষু স্বধর্ম্মবিরুদ্ধেষর্থেষু দেহযাত্রাহেতুস্বন্নাদিষু সংবিৎ প্রবৃত্তিমিচ্ছাম্ ॥ ১২ ॥

যস্য মনঃ অন্তঃসংবিদ্রসিকতাসু বহির্নীরসতাসু চাভ্যস্যমানাসু নির্বেদমরতিং নায়াতি তস্য তদুপশাম্যতি ॥ ১৩ ॥

অয়নং বিষয়ানুধাবনদুর্ব্যসনম্। সৈবাস্য চপলতা তদুন্মুক্তং সৎ ॥ ১৪-১৫ ॥

এবং জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্ জগদ্‌যথাবস্তু সত্যং ব্রহ্মমাত্রং প্রপশ্যতি ॥ ১৬ ॥

মিথ্যাবস্তুষু পতনেন ধাবনেন দুঃখদম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

অনাকারং যথা বারি ক্ষীণং বহতি নো পুনঃ।
অকারণং তথা দৃশ্যং জ্ঞানচ্ছিন্নং ন রোহতি॥ ১৯॥
বেদনং ব্যোমমাত্রং ত্বমহমিত্যাদিরূপধৃক্।
বর্জ্জয়িত্বৈতদন্যৎ স্যাদহমিত্যাদিকং জগৎ॥ ২০॥
অবিদ্যামাত্রমেবেদমহমিত্যাদিকং জগৎ।
চিদ্ব্যোম্নৈব স্থিতং শান্তং শূন্যমাত্রশরীরকম্॥ ২১॥
ইদং চিদ্ব্যোম্নি চিচ্ছায়া জগদিত্যেব ভাসতে।
শূন্যশূন্যৈব চিচ্চাসৌ শূন্যা চেত্যেব নিশ্চয়ঃ॥ ২২॥
স্বপ্নদর্শনদৃষ্টান্তঃ কেন নামাত্র খণ্ড্যতে।
অসন্ময়োঽনুভূতশ্চ স্বানুভূতোঽপ্যসন্ময়ঃ॥ ২৩॥
সোঽঙ্গ! সংবিত্তিমাত্রাত্মা যদ্যদ্রাজ্যং মহীয়তে।
ন কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণং রূপং তদ্বজ্জগচ্চিতেঃ॥ ২৪॥
অকর্ত্তৃকর্ম্মকরণমহং চিদ্ঘনমাত্রকম্।
জগচ্চেদমনির্দেশ্যং স্বসংবেদনলক্ষণম্॥ ২৫॥

অনাকারং শোষণেনোচ্ছিন্নমূর্ত্তাকারম্॥ ১৯॥

যতো ব্যোমমাত্ররূপং বেদনমেব স্বাবিদ্যয়া ত্বমহমিত্যাদিরূপধৃগতঃ স্বাধ্যস্ত-মিত্যাদিকমেতজ্জগজ্জ্ঞানেন বর্জ্জয়িত্বা বিমৃজ্য অধ্যস্তাদন্যদধিষ্ঠানমাত্রং ং॥ ২০॥

শান্তং মিথ্যাত্বাৎ স্বত এব শান্তমিতি চিদ্ব্যোম্নৈব তাত্ত্বিকে রূপে স্থিতম্॥ ২১॥

অসৌ চিচ্চ জগচ্ছূন্যাশূন্যেনাপি শূন্যেত্যেব নিশ্চয়ঃ সিদ্ধান্তঃ॥ ২২॥

উভয়শূন্যতা ক প্রসিদ্ধেতি চেৎ স্বপ্নদর্শনে ইত্যাহ—স্বপ্নেতি। অসন্ময় ইতি তা অনুভূত ইতি শূন্যশূন্যতা চ। অনুভূতস্যাসন্ময়ত্বেঽপি স এব দৃষ্টান্ত াহ—স্বানুভূতোঽপীতি॥ ২৩॥

হে অঙ্গ! স্বস্বপ্নসংবিত্তিমাত্রমাত্মা স্বরূপং যস্য তথাবিধো যদ্যদ্ রাজ্যং বৈভবং া মহীয়তে তত্তচ্চিতেরেব রূপম্। যতস্তৎকর্ত্তৃকর্ম্মকরণাদিকারকনিরপেক্ষং ম্। তদ্বজ্জাগ্রজ্জগদপি বোধ্যমিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

যদ্যৎকর্ত্তৃকর্ম্মকরণাদিনিরপেক্ষং তত্তচ্চিদ্ঘনমাত্রকমহমেব। ইদং জগচ্চ

যথা স্বপ্নেষু মরণমনুভূতং ন বিদ্যতে।
মরৌ জলেচ্ছা বিদ্যেয়ং বিদ্যমানা ন বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥
চিদ্ব্যোম্না কাচকচ্যং স্বং সর্গাদৌ ব্যোম্নি চেতিতম্।
জগদিত্যেব নির্ম্মূলং কাকতালীয়বৎ স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥
নির্ম্মূলমেব ভাতীদমভাতমপি ভাতবৎ।
তস্মাদ্‌যদ্ভাস্বরমিদং তৎ তদেব পদং বিদুঃ ॥ ২৮ ॥
জীবাদিকচনং ত্বত্র যদ্ভাতীদং তদেব তৎ।
শূন্যতৈব ভবেদ্ব্যোম বার্য্যেবাবর্ত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ২৯ ॥
যথাবয়বিনো রূপমেকং সাবয়বং ভবেৎ।
একং জীবাদ্যবয়বং ব্রহ্মানবয়বং তথা ॥ ৩০ ॥
আভাসমাত্রং দৃশ্যাত্ম চিন্মাত্রং শান্তমব্যয়ম্।
স্থিতমাস্থা কিমেতস্মিন্ স্বভাবে স্বে বিচার্য্যতে ॥ ৩১ ॥
নাদ্যন্তমন্তঃকলনাঃ কাশ্চিৎ সন্তি পরে পদে।
তদ্রূপমেবাবিদ্যেয়ং নাবিদ্যা ত্বিহ বিদ্যতে ॥ ৩২ ॥

সর্গাদৌ কর্ত্রাদিমত্তয়া নির্দ্দেষ্টুমশক্যমিতি প্রাগুপপাদিতম্। অতো মদীয়-স্বপ্রকাশাত্মস্বরূপমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তথাচ স্বাপ্নস্বমরণমরুজলবৎ প্রতীতিতো বিদ্যমানাপি অবিদ্যাজ্ঞানবাধিতত্বান্ন বিদ্যত ইত্যাহ—যথেতি। জলেচ্ছাপদেন জলভ্রান্তির্লক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

ব্যোম্নি স্বাত্মনি চেতিতং সংকল্পিতম্ ॥ ২৭ ॥

ইদং জগদ্‌যস্মাচ্চিৎপ্রকাশান্নিমিত্তাদ্ভাস্বরমপরোক্ষং প্রথমানমাস্তে তদেব নিত্যাপরোক্ষং পরমং পদং বিদুরিত্যর্থঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

অবয়বাবয়বিভাবকল্পনদ্বারা বা জীবাদেব্রহ্মৈক্যং প্রতিপত্তব্যমিত্যাহ—যথেতি ॥ ৩০ ॥

স্ফটিকশিলান্তর্বনগিরিনদ্যাদ্যাভাসবদ্বা ব্রহ্মণি জগৎ বোধ্যমিত্যাহ—আভাস-মাত্রমিতি। তথাচ তৎস্বচ্ছতা স্বভাব এব জগদাত্মনা ভাসত ইত্যাশয়েনাহ—স্বভাবে ইতি। কিং বিচার্য্যত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ন আদিরন্তং চ নাপ্যন্তঃ মধ্যপ্রদেশানাং কলনাঃ কাশ্চিৎ সন্তি ॥ ৩২ ॥

জীবঃ স্বপ্নাদ্বিশঞ্জাগ্রজ্জাগ্রতঃ স্বপ্নমাবিশন্ ।
প্রবুদ্ধো বাস্ত্ববুদ্ধো বাপ্যেকরূপতয়া স্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥
স্থিতে সুষুপ্ততুর্য্যে দ্বে সদা স্বপ্নেঽথ জাগ্রতি ।
জাগ্রৎস্বপ্নাবেকমেব তুর্য্যং বেত্তি তু বুদ্ধধীঃ ॥ ৩৪ ॥
জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ সর্ব্বং তুর্য্যং প্রবোধিনঃ ।
নাবিদ্যা বিদ্যতে তস্য দ্বয়স্থোঽপ্যেব সোঽদ্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
দ্বৈতমদ্বৈতমিত্যেতদহং ত্বমিদমিত্যপি ।
নিরবিদ্যস্য কলনা কুতঃ কাপ্যম্বরং কুতঃ ॥ ৩৬ ॥
দ্বৈতাদ্বৈতসমুদ্ভেদৈর্বাক্যসন্দর্ভবিভ্রমৈঃ ।
ক্রীড়ন্ত্যবুদ্ধাঃ শিশবো বোধবৃদ্ধা হসন্তি তান্ ॥ ৩৭ ॥
দ্বৈতাদ্বৈতবিবাদেহা হৃদয়াকাশমঞ্জরী ।
বিনৈতয়েহ নোদেতি প্রবোধাকাশমার্জ্জনম্ ॥ ৩৮ ॥
সুহৃদ্ভূত্বা বিবাদেন দ্বৈতাদ্বৈতবিচারণা ।
কৃতা হৃদয়গেহেঽন্তরবিদ্যাভস্মমার্জ্জনী ॥ ৩৯ ॥

স্বপ্নজাগরাম্বয়ব্যতিরেকেণ পরিশোধনেন বা শুদ্ধং জীবজগত্তত্ত্বং জ্ঞেয়মিত্যাহ—জীব ইতি । প্রবোধাপ্রবোধয়োর্ভানৈকরূপতয়া ॥ ৩৩ ॥

সুষুপ্তমজ্ঞানাবৃত আত্মা তুর্য্যঃ শুদ্ধাত্মা চ ভ্রান্তিকৃতসর্পান্তঃ অজ্ঞানরজ্জু-কেবলরজ্জূ ইব স্বপ্নজাগ্রতোরন্তঃ স্থিতে ॥ ৩৪ ॥

প্রবোধিনস্তত্ত্ববোধবতঃ । এবকারো ভিন্নক্রমঃ । সদ্বয়স্থোঽপ্যদ্বয় এবেতি ॥৩৫॥

ইত্যপি কাপি কলনা নিরবিদ্যস্য কুতস্তয়া অম্বরং শূন্যং চ কুতঃ ॥ ৩৬ ॥

অবুদ্ধা অপ্রবুদ্ধাঃ শিশবো বালাঃ ক্রীড়ন্তি ॥ ৩৭ ॥

প্রবুদ্ধা অপি শাস্ত্রেষু কথং দ্বৈতবিবাদানিচ্ছন্তি তত্রাহ—দ্বৈতেতি । হৃদয়াকাশে অধ্যারোপিতা শিষ্যপ্রবোধফলা মঞ্জরী ॥ ৩৮ ॥

অতএব ময়াপি সুহৃদ্ভাবেনাভ্যুপগম্য দ্বৈতাদ্বৈতবিচারণা কৃতা কৃতকার্য্যা গেহমার্জ্জনাব নিরসিষ্যত ইত্যাহ—সুহৃদিতি ॥ ৩৯ ॥

তচ্চিত্তাস্তদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৪০ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
জায়তে বুদ্ধিযোগোঽসৌ যেন তে যান্তি তৎপদম্ ॥ ৪১ ॥
কিলোপকুরুতে যত্নাৎ তৃণমাত্রাবগোপনে।
কথং সিধ্যত্যযত্নেন ত্রৈলোক্যগণগোপনম্ ॥ ৪২ ॥
অধ্যাত্মব্যসনোন্মুক্তং ততঃ হৃৎস্থাধমাঽপ্রভু।
উপহাসাস্পদং যস্যা জগদপ্যুত্তমস্থিতেঃ ॥ ৪৩ ॥
কিং নামেদং কিল সুখং যদ্রাজ্যাদি মনোঽঙ্কুরম্।
তত্ত্বজ্ঞানৈকবিশ্রান্তৌ দেবরাজপদং তৃণম্ ॥ ৪৪ ॥
সুপ্তাঃ প্রবুদ্ধাঃ পশ্যন্তি দৃশ্যং দৃশ্যে রতা যথা।
তথা দৃশ্যেঽরতাঃ শান্তাঃ সন্তঃ পশ্যন্তি তৎপদম্ ॥ ৪৫ ॥

অবিদ্যাভস্মনি মার্জ্জিতে সতি অধিকারিণস্তচ্চিত্তা ব্রহ্মচিত্তা ব্রহ্মগতপ্রাণাঃ পরস্পরং বোধয়ন্তস্তুষ্যন্তি রমন্তি চ ॥ ৪০ ॥

এবং ভজতাং তেষাং সততং বিচারযুক্তানামসৌ মদুপদিষ্টো বুদ্ধিযোগঃ কালেন দৃঢ়ো জায়তে, যেনাসৌ তদাত্মা তৎপদং মোক্ষাখ্যং যাতি ॥ ৪১ ॥

সততযুক্তানামিতি প্রযত্নাতিশয়াপেক্ষোক্তেস্তাৎপর্য্যমুদ্ঘাটয়তি—কিলেতি। তৃণমাত্রস্যাপি জলবহ্নিপশ্বাদিভ্যোঽবগোপনে রক্ষণে যত্নাৎ সাধিত এবোপায় উপকুরুতে ন হেলয়া সাধিতঃ। ত্রৈলোক্যগণস্য ব্রহ্মীভাবাপাদনেন গোপনমাত্যন্তিকপরিরক্ষণরূপং তত্ত্বজ্ঞানমযত্নেন কথং সিধ্যতি ॥ ৪২ ॥

যস্যা নিরতিশয়ানন্দলক্ষণায়া উত্তমস্থিতের্মানুষানন্দমারভ্য হৈরণ্যগর্ভানন্দপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরং শতশতগুণোৎকৃষ্টসুখোপভোগায় চতুর্দ্দশভুবনভেদেষু ততং বিস্তৃতং হৃৎস্থস্য অধমস্য কামস্য জয়ে অপ্রভু অসমর্থম্। কামোপহতমিতি যাবৎ। জগদপি কার্ৎস্ন্যে অপিশব্দঃ। কৃৎস্নং জগজ্জীবজাতং তুচ্ছভোগাসক্তত্বাদ্ উপহাসাস্পদং সা তাদৃশী সর্ব্বোত্তমা স্থিতিঃ কথং ন যত্নমর্হতীত্যর্থঃ ॥৪৩॥

ভোগানাং তুচ্ছতামবযুত্যোদাহরণেন দর্শয়তি—কি নামেতি ॥ ৪৪ ॥

অজ্ঞাননিদ্রা সুপ্তা দৃশ্যে বিষয়ভোগে রতা জনা যথা দৃশ্যমত্যাসক্ত্যা পশ্যন্তি তথা শান্তাঃ সন্তস্তত্ত্ববিদো দৃশ্যে অরতাঃ প্রসুপ্তপ্রায়াস্তন্নিরতিশয়ানন্দং পদং

বিনা যত্নভরেণেদং ন কদাচন সিধ্যতি ।
মহতোঽভ্যাসবৃক্ষস্য ফলং বিদ্ধি পরং পদম্ ॥ ৪৬ ॥
ইদং বহূক্তমেতেন কিমেতেনেতি দুর্ম্মতিঃ ।
ন গ্রাহ্যৈতাবতাপ্যুক্তেনাদত্তে নেদমজ্ঞধীঃ ॥ ৪৭ ॥
ভূয়ো ভূয়ঃ পরাবৃত্ত্যা চিরমাস্বাদ্যতে যদি ।
শ্রূয়তে কথ্যতে চেদং তজ্‌জ্ঞৈর্নাজ্ঞেন ভূয়তে ॥ ৪৮ ॥
যস্ত্বেকবারমালোক্য দৃষ্টমিত্যেব সন্ত্যজেৎ ।
ইদং স নামশাস্ত্রেভ্যো ভস্মাপ্যাপ্নোতি নাধমঃ ॥ ৪৯ ॥
ইদমুত্তমমাখ্যানমধ্যেয়ং বেদবৎ সদা ।
ব্যাখ্যেয়ং পূজনীয়ঞ্চ পুরুষার্থফলপ্রদম্ ॥ ৫০ ॥

প্রবুদ্ধাঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। তথা চোক্তং ভগবতা—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ" ইতি ॥ ৪৫ ॥

ঈদৃশং নিত্যাপরোক্ষনিরতিশয়ানন্দরূপং মোক্ষপদং যত্নভরেণ বিনা কথং সিধ্যেদিত্যভ্যাসাবশ্যকতামাহ—বিনেতি ॥ ৪৬ ॥

অতএব ময়া ভবতামভ্যাসদার্ঢ্যং ভবত্বিতি পুনঃপুনর্ভঙ্গ্যন্তরেণ যুক্ত্যন্তরেণ কথাখ্যানাদিবিস্তরেণ চেদমেব বহুবারমুক্তম্। ভবদ্ভিশ্চ পুনঃ পুনস্তদেব ভগবতোচ্যতে বহূক্তেন পুনরুক্তসহস্রবিস্তারিতেনৈতেন গ্রন্থেন। এতেনাভ্যাসশ্রমেণ চ কিং প্রয়োজনমিত্যশ্রদ্ধালক্ষণা দুর্মতির্ন গ্রাহ্যা। সুজ্ঞস্যাতিকুশলবুদ্ধেঃ কস্যচিদেব নাভ্যাসাপেক্ষা। অজ্ঞধীস্তু এতাবতা বিস্তৃতেনাপ্যুক্তেনোপদেশবাক্যেন ইদমতিদুরূহমাত্মতত্ত্বং হৃদি নাদত্তে। অতস্তস্যাবৃত্ত্যাদিলক্ষণোঽভ্যাস আবশ্যক ইত্যর্থঃ। তথা চ ভগবতো বাদরায়ণস্য সূত্রম্—"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ইতি ॥ ৪৭ ॥

অতএবায়ং গ্রন্থো মন্দমধ্যমাধিকারিভির্যাবজ্‌জ্ঞানোদয়ং পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদ্যাবর্ত্তনেনাস্বাদনীয় ইত্যাহ—ভূয়োভূয় ইতি। ইদং মদুক্তং শাস্ত্রম্। অজ্ঞেনাপি এতদাবর্ত্তনোপায়েনাবশ্যং তজ্‌জ্ঞেন ভূয়তে নাত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ ॥৪৮॥

অনভ্যাসপরস্য তু নৈতৎ ফলাবাপ্তিরিতি তং নিন্দতি—যস্ত্বিতি। শাস্ত্রেভ্যঃ অনধ্যাত্মশাস্ত্রেভ্যঃ ॥ ৪৯-৫০ ॥

যদস্মাৎ প্রাপ্যতে শাস্ত্রাৎ তৎ তদ্বেদাদবাপ্যতে।
অস্মিন্ জ্ঞাতে ক্রিয়াজ্ঞানং দ্বয়ং যাতি পবিত্রতাম্ ॥ ৫১ ॥
বেদান্ততর্কসিদ্ধান্তস্ত্বস্মিন্ জ্ঞাতে চ বুধ্যতে।
ইদমুত্তমমাখ্যানং ব্যাখ্যাতং শাস্ত্রদৃষ্টিষু ॥ ৫২ ॥
কারুণ্যাদ্ভবতামেতদহং বচ্মি ন মায়য়া।
ভবন্তস্ত্ববগচ্ছন্তি মায়ামেতদ্বিচার্য্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥
অস্মাচ্ছাস্ত্রবরাদ্বোধা জায়ন্তে যে বিচারিতাৎ।
লবণৈর্ব্যঞ্জনানীব ভান্তি শাস্ত্রান্তরাণি তৈঃ ॥ ৫৪ ॥
অনার্য্যমিদমাখ্যানমিত্যনাদৃত্য দৃশ্যধীঃ।
মা ভবন্ত্বাত্মহন্তারো ভবন্তো ভবভাগিনঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রত্যক্ষবেদোপবৃংহণত্বাদস্য কাণ্ডদ্বয়ফলসর্ব্বস্বসাধনত্বাদতিপ্রশস্ততরত্বং দর্শয়তি—যদিতি। ক্রিয়া পূর্ব্বকাণ্ডার্থঃ। জ্ঞানমুত্তরকাণ্ডার্থঃ। দ্বয়মপি পবিত্রতামাত্যন্তিকাশুদ্ধিনিরাসফলতাম্ ॥ ৫১ ॥

চকারো ভিন্নক্রমঃ। বেদান্তেষু যে বাদরায়ণাদিভির্দর্শিতাস্তাৎপর্য্যনির্ণয়ানুকূলোপক্রমাদিলিঙ্গকতর্কাস্তৈর্ব্যবস্থাপিতঃ সিদ্ধান্তঃ স চাস্মিন্ জ্ঞাতে বুধ্যত ইতি বিশেষদ্যোতনার্থস্তুশব্দঃ। শাস্ত্রদৃষ্টিষু মধ্যে বিশিষ্টত্বেনাখ্যাতং ব্যাখ্যাতং শ্রেষ্ঠতয়া খ্যাতমিত্যর্থঃ॥ ৫২ ॥

মায়য়া কৈতবেন ন বচ্মি কিন্তু কারুণ্যাৎ। ভবন্তস্ত্বস্মাচ্ছাস্ত্রবরাদ্বিচারিতাদতদ্দৃশ্যজাতং মায়াং মিথ্যেত্যবগচ্ছন্ত্যত এতচ্ছাস্ত্রং বিচার্য্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥

অস্মাচ্ছাস্ত্রবরাদ্বিচারিতাদ্যে বোধা জায়ন্তে তৈ বোধৈঃ শাস্ত্রান্তরাণি লবণৈর্ব্যঞ্জনানীব রুচিরাণি ভান্তীতীদং সর্ব্বশাস্ত্রোপজীব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অনার্য্যং কাব্যত্বাদপূজ্যম্। দৃশ্যেষু ভোগেষ্বাসক্তা ধীর্যেষাম্। 'সুপাং সুলুক্' ইতি ছান্দসঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ সুব্ব্যত্যয়ো বা। আত্মনঃ পুনঃ পুনর্মৃত্যুপরম্পরাপ্রাপ্তিহেতুমোহগর্ত্তপাতিনঃ। ততশ্চ পুনঃ পুনর্ভবভাগিনো জন্মভাজো মা ভবন্তু ॥ ৫৫ ॥

তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ
ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি।
যথা ভবন্তো বিবিচারবন্ত-
স্তথানিশং মা ভবতাজ্ঞতাপ্ত্যৈ ॥ ৫৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে ইন্দ্রিয়জয়োপায়শাস্ত্রবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৩ ॥

নন্বস্মৎকুলে পূর্ব্বজৈস্তপঃকর্ম্মাদিনিষ্ঠৈবাশ্রিতা ন ব্রহ্মনিষ্ঠা। অস্মদীয়াঃ পূর্ব্বজাঃ কর্ম্মমীমাংসকা অস্মদীয়াঃ পূর্ব্বজাস্তার্কিকাঃ অস্মদীয়াঃ পূর্ব্বজাঃ সাংখ্যা অস্মদীয়াঃ পূর্ব্বজাঃ তান্ত্রিকা মন্ত্রসিদ্ধা যোগসিদ্ধা ঔষধরসায়নাদিসিদ্ধা বা অভুবন্নতো বয়মপি তদ্বংশ্যাস্তত্তদনুসৃতমেব মার্গমাশ্রয়িষ্যামো নাধ্যাত্মশাস্ত্রমিতি ব্রুবাণাজ্ঞনানুপহসন্মুমুক্ষূণাং তন্মার্গপ্রবৃত্তিং বারয়তি—তাতস্যেতি। কাপুরুষাঃ অভিমানেন সংনিহিতমপি জাহ্নবীজলমনাদৃত্য যথা ক্ষারং জলং পিবন্তি তথা ভবন্তোপ্যজ্ঞতাপ্ত্যৈ পুনঃ পুনর্জন্মপরম্পরায়ৈ মৌর্খ্যাপ্তৌ মৌর্খ্যস্যৈব লাভায় অনিশং বিরুদ্ধবিবিধবিচারবন্তো মা ভবতেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

জীবাণবো জগত্যন্তশ্চিদাদিত্যাংশুমণ্ডলে।
যত্র তেঽবয়বাস্তুল্যাস্তেনানবয়বাত্মতা ॥ ১ ॥
সর্ব্বং প্রাপ্য পরং বোধং বস্তু স্বং রূপমুজ্ঝতি।
পুনস্তদেকবাক্যত্বান্ন কিঞ্চিদ্বাপরং ভবেৎ ॥ ২ ॥
সর্ব্বাস্বেবাস্ববস্থাসু তত্ত্বজ্ঞবিষয়ন্তু তৎ।
পরমেবামলং ব্রহ্ম নান্যৎ কিঞ্চিৎ কদাচন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মভাবোক্তবাজ্জীবজগদ্ভাববিমার্জনৈঃ।
ইহ জীবজগদ্ব্রহ্মসামরস্যং প্রসাধ্যতে ॥

তত্রাদৌ জীবভাবং বিমাষ্টুমারভতে জীবাণব ইত্যাদিনা। সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণস্য চিদাদিত্যস্য মণ্ডলে অন্তঃস্ফুরতি যত্র জগতি তে প্রসিদ্ধা জীবাণবস্তেন চিদাদিত্যেন তুল্যা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ সমানপ্রকাশস্বভাবাস্তেন হেতুনা অনবয়বাত্মতা চিদাদিত্যস্য সিদ্ধা। হস্তপাদাদ্যবয়বানাং পরস্পরবিলক্ষণাকারাদিস্বভাবত্বদর্শনাদবয়বিনশ্চ তেভ্যো ভিন্নাকারসংস্থানাদিদর্শনাৎ তত্র ভেদোঽবয়বাবয়বিভাবশ্চ লোকে প্রসিদ্ধো ন চাত্যন্ততুল্যত্বে ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

নন্বেবং নক্ষত্রাণামপি নভসি সমানপ্রকাশস্বভাবদর্শনাৎ পরস্পরাভেদো নিরবয়বত্বং চ তেজসঃ কিং ন স্যাদ্ ভিন্নদেশত্বেন প্রকাশতারতম্যেন চ পরিহারস্তু জীবেষ্বপি তুল্য ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বমিতি। ন নক্ষত্রভেদবজ্জীবানাং ভেদঃ কিন্তু ঘটকরকাদ্যাকাশভেদবদৌপাধিকঃ। তচ্চ ভেদকমন্তঃকরণাদ্যুপাধিবস্তু সর্ব্বং পরমখণ্ডাকারমপরোক্ষমহং ব্রহ্মাস্মীতি বোধং প্রাপ্য স্বমুপাধিরূপং স্বকৃতং ভেদরূপং চোজ্ঝতি উৎসৃজতি। অপগতে চোপাধিভেদে প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অথবা পূর্ব্বং জীবানামবিদ্যয়া পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মতাং প্রদর্শ্য ব্রহ্মৈকবাক্যতাবিচ্ছেদাদ্ভেদ ইব বন্ধ ইবানর্থ ইবাভূৎ। ইদানীং বিদ্যয়া অবিদ্যাং নিরস্য বিরুদ্ধধর্ম্মনিরাসেন পুনর্ব্রহ্মৈকবাক্যতাসম্পাদনাদবয়বাবয়বিভাবাদিনা ভেদকমপরং কিং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি কিমবিদ্যান্তঃকরণদেহভেদাদ্যবস্থাসু পূর্ব্বং জীবা ভিন্না এব ইদানীং

যচ্চাতত্ত্বজ্ঞবিষয়ং তজ্জানাতি স এব তৎ।
বয়ন্তু বিদ্মো নাহং ত্বং নাতত্ত্বজ্ঞং ন বস্তু তৎ ॥ ৪ ॥
অয়ং সোঽহময়ঞ্চাজ্ঞঃ সত্যোঽয়মিতি বুদ্ধয়ঃ।
সম্ভবন্তি ন তত্ত্বজ্ঞে ক মেরৌ মৃগতৃষ্ণিকা ॥ ৫ ॥
যথৈকদ্রব্যনিষ্ঠে হি চিত্তেঽন্যদ্রব্যসংবিদঃ।
ন ভবন্তি পরে তদ্বন্নান্যাস্তিষ্ঠন্তি সংবিদঃ ॥ ৬ ॥
ইদং নাসীন্ন চোৎপন্নং ন চাস্তি ন ভবিষ্যতি।
জগদ্ব্রহ্মৈব সদ্রূপমিদমিত্থমবস্থিতম্ ॥ ৭ ॥
চিন্নভঃ কাচকচ্যঞ্চ স্বাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
জগদিত্যেব তৎ তত্র তজ্‌জ্ঞানেনৈব চেত্যতে ॥ ৮ ॥

য়া ব্রহ্মৈক্যং প্রাপিতা, নেত্যাহ—সর্ব্বাস্বেবেতি। তত্ত্বজ্ঞবিষয়ং তু যদ্ব্রহ্ম তৎ স্থ সর্ব্বাস্বেবাবস্থাসু ভেদাদিমলশূন্যমেকরসমেব। ন কদাচিদপি কিঞ্চিদ্দ্বৈতমলং াস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কথং তর্হি পূর্ব্বমহংত্বাদিমলদর্শনং তত্রাহ—যচ্চেতি। তন্মলিনং বস্তু চ ন য়ঃ ॥ ৪ ॥

কুতো বিদ্মঃ তত্রাহ—অয়মিতি। পিপাসিতশ্রান্তদৃশা হি মৃগতৃষ্ণাপ্রসিদ্ধিঃ। চ স্বর্গভূতে মেরৌ পিপাসাশ্রমাদয়ঃ কস্যচিৎ সন্তীতি তদপ্রসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥৫॥

যথা স্থাণুরেব শুক্তিরেবেত্যেকদ্রব্যনিষ্ঠে একরূপদ্রব্যতত্ত্বনিশ্চয়বতি পুরুষে গ্যান্তদ্বিরুদ্ধাঃ স্থাণুর্বা পুরুষো বেতি সংশয়সংবিদ ইদং রজতমিতি ভ্রান্তিসংবিদশ্চ ভবন্তি তদ্বৎ পরে তত্ত্বে নিশ্চিতে অন্যাভেদভ্রমসংবিদো ন তিষ্ঠন্তি ॥ ৬ ॥

ইত্থং জীবভাবং বিমৃজ্য তথৈব জগদ্ভাবমপি বিমাষ্টুমারভতে—ইদমিতি। ঃ মার্জ্জনে জগদ্ব্রহ্মৈব ভূত্বাবস্থিতম্ ॥ ৭ ॥

এবং মার্জ্জনে জগত্ত্বেন গৃহীতং চিন্নভঃ কাচকচ্যং স্বাত্মন্যেব শুদ্ধব্রহ্মভাবে-তিষ্ঠতে। তত্র তস্যাং দশায়াং জীবন্মুক্তেস্তদেব জগদিতি তজ্‌জ্ঞানেনৈব ত্যতে ন জড়ং কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

স্বপ্নেষু কল্পনপুরেষু যথান্যদস্তি
চিন্মাত্রমচ্ছগগনং ননু বর্জ্জয়িত্বা।
নো কিঞ্চনাপি ন চ রূপমরূপকেষু
রূপং তথা জগতি সম্প্রতি জাগ্রদাখ্যে ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বং কিলোদ্ভবতি কিঞ্চন নাম নেদং
তচ্চাবভাতি তদনাদি খমেব চিত্ত্বাৎ।
নো কারণং ন সহকারি কিলাস্তি যত্র
তস্মাৎ স্বয়ং ভবতি বস্থিতি কেয়মুক্তিঃ ॥ ১০ ॥

তস্মাৎ স্বয়ং ভবতি নেহ হি কশ্চিদাদৌ
ব্রহ্মাদয়োঽজ্ঞবিদিতা ন চ নাম সন্তি।
ব্যোমেদমাততময়ং স ইতঃ স্বয়ম্ভু-
রিত্যাদি চিদ্গগনমেব চিতা বিভাতি ॥ ১১ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-অবিদ্যাক্ষেপণে বিপশ্চিদুপাখ্যানে জগৎপরমাত্মনো রৈকাযোগোপদেশো নাম চতুঃষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৪ ॥

যথা স্বপ্নেষু মনোরাজ্যকল্পিতপুরেষু চ অমলং চিন্মাত্রমেকং বর্জ্জয়িত্বা অন্যন্নাস্তি তথা সম্প্রতি জাগ্রদাখ্যেঽপি জগতি চিন্মাত্রং বিনা ন কিঞ্চনাপ্যুপাধিস্বরূপমস্তি। এবমুপাধিমার্জ্জনেনারূপকেষু জীবেষু ন চ রূপান্তরমস্তীতি চিদৈকরস্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতের্যত্র সর্গাৎ পূর্ব্বং নো কারণং পরিণাম্যুপাদানং নাপি সহকারি নিমিত্তকালং চ কিলাস্তি তস্মাজ্জগদুদ্ভবতীতীয়মুক্তিঃ কা। অতঃ কিঞ্চনেদং নোদ্ভবতি যচ্চোদ্ভূতমিবাবভাতি তদনাদিব্রহ্ম খমেব চিৎস্বভাবাৎ স্বয়মেব তথাবভাতীতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অমুমেবার্থং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ পুনঃ স্পষ্টমাহ—তস্মাদিতি। অজ্ঞৈর্বিদিতা ব্রহ্মাদয়ো ব্যষ্টিসমষ্টিজীবতদুপাধয়ো নৈব সন্তি। কিন্তু স স্বয়ম্ভুরয়ং প্রপঞ্চশ্চ ইতো ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ব্যোম শূন্যমেবেদমাততং চিদ্গগনমেব স্বচিতা তথা বিভাতীতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুঃষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

জাগ্রৎস্বপ্নে স্বপ্ন এব জাগ্রত্ত্বমনুগচ্ছতি।
স্বপ্নজাগ্রতি জাগ্রত্তু স্বপ্নতামুপগচ্ছতি ॥ ১ ॥
স্বপ্নো জাগ্রৎ প্রবিশতি জাগ্রৎ স্বপ্নাৎ প্রবুধ্যতে।
জাগ্রৎ স্বপ্নং প্রবিশতি প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নজাগ্রতঃ ॥ ২ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নবতা স্বপ্নঃ স্বপ্ন ইত্যভিধীয়তে।
স্বপ্নজাগ্রদ্বতা জাগ্রজ্জাগ্রদিত্যভিধীয়তে ॥ ৩ ॥
তজ্জাগ্রজ্জাগ্রতীবেহ ন তু স্বপ্নঃ কদাচন।
স্বপ্নে স্বপ্নো জাগ্রদেব ন তু জাগ্রৎ কদাচন ॥ ৪ ॥

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ পরস্পরসমুদ্ভবাৎ।
চিন্মাত্রত্বং দৃঢ়ীকর্ত্তুং জাগ্রৎস্বপ্নৈক্যমীর্য্যতে ॥

জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ পরস্পরানুপ্রবেশেন প্রত্যেকং ত্রিবিধাঃ। জাগ্রজ্জাগ্রৎ জাগ্রৎস্বপ্নঃ জাগ্রৎসুষুপ্তিঃ, স্বপ্নজাগ্রৎ স্বপ্নস্বপ্নঃ স্বপ্নসুষুপ্তিঃ, সুষুপ্তিজাগ্রৎ সুষুপ্তিস্বপ্নঃ সুষুপ্তিসুষুপ্তিরিতি। এতে হি সুরেশ্বরবার্ত্তিকে প্রাগুৎপত্তিপ্রকরণে চোদাহরণভেদৈঃ উপপাদিতা ইহ সিদ্ধবত্নপাদীয়ন্তে। জাগ্রৎস্বপ্নে মনোরাজ্যে ইন্দ্রিয়ব্যাপারনিরপেক্ষত্বাৎ কেবলমনোমাত্রত্বাচ্চার্থানাং স্বপ্নসাম্যেন স্বপ্ন এব জাগ্রত্ত্বমুপগচ্ছতি। এবং স্বপ্নেঽপি এতাবৎকালমহং সুপ্তঃ ইদানীং জাগর্মীতিপ্রতীতিদর্শনাৎ প্রসিদ্ধে স্বপ্নজাগ্রতি তু স্বানুভবসিদ্ধা জাগ্রদেব স্বপ্নত্বমুপগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

পরস্পরানুপ্রবেশবদনয়োঃ পরস্পরনিমিত্ততা বাস্তীত্যাহ—স্বপ্ন ইতি। স্বপ্নরূপাদেব জাগ্রতঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ জাগ্রদ্রূপমেব স্বপ্নং প্রবিশত্যাস্থেতি পরস্পরনিমিত্ততাপি দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনয়োর্ব্যপদেশসাঙ্কর্য্যমপি দৃশ্যত ইত্যাহ—জাগ্রদিতি। স্বপ্নস্বপ্নো জাগ্রজ্জাগ্রদিত্যুভয়ত্র বীপ্সয়া দ্বির্বচনম্ ॥ ৩ ॥

তত্র স্বপ্নেঽপি জাগ্রৎ ইহ জাগ্রতীব অনুভবতো জাগ্রদেব ন তু স্বপ্নঃ। এবং জাগ্রৎস্বপ্নে মনোরাজ্যে জাগ্রৎস্বপ্ন এবানুভবতো নন্বু জাগ্রদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

লঘুকালাত্মকঃ স্বপ্নঃ সর্ব্বদৈব হি জাগ্রতি।
লঘুকালাত্মকং জাগ্রৎ স্বপ্নকালে সদৈব চ ॥ ৫ ॥
ন জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্ভেদঃ কশ্চনাস্তি কদাচন।
একস্যাবসরোঽন্যত্র দ্বয়োরপি ন সম্ময়ঃ ॥ ৬ ॥
মৃতিপ্রবোধসময়ে জাগ্রৎস্বপ্নঃ প্রশাম্যতি।
স্বপ্নানুভববোধে চ শূন্য এবাতিভাস্বরঃ ॥ ৭ ॥
জীবতঃ স্বপ্নসময়ে মৃতিবোধোদয়ং বিনা।
পরলোকাত্মকং জাগ্রৎ কিঞ্চনাপি ন দৃশ্যতে ॥ ৮ ॥
স্থিতে জীবিতবোধেঽস্মিঞ্ছূন্যে নানাময়াত্মনি।
পরলোকাত্মকঃ স্বপ্নঃ কশ্চনাপি ন দৃশ্যতে ॥ ৯ ॥

স্বপ্নস্যাল্পকালতা জাগ্রতো দীর্ঘকালতা চ পরস্পরানুপ্রবেশে বিপরীতেত্যাহ—লঘুকালাত্মক ইতি॥ ৫ ॥

এবং পরস্পরসাঙ্কর্য্যে যৎ সিদ্ধং তদাহ—নেতি। দ্বয়োরপ্যন্যত্র একস্যাবসরঃ পরস্পরানুপ্রবেশো যুক্ত্যা সম্ময়ো ন ॥ ৬ ॥

নন্বু স্বপ্নঃ প্রবোধে প্রশাম্যতি, স্বাপ্নার্থাশ্চ জাগরে শূন্যা এবাবতিষ্ঠন্তে, নৈবং জাগ্রৎ প্রশাম্যতি, নাপ্যর্থা অসন্তো দৃশ্যন্ত ইতি স্বপ্নবৈধর্ম্যাশঙ্কাং নিরস্যতি—মৃতীতি। অয়ং জাগ্রল্লক্ষণোঽপি স্বপ্নঃ মৃতিকালে যঃ পরলোকপ্রবোধ আত্যন্তিক-দ্বৈতস্মৃতিলক্ষণস্তত্ত্বপ্রবোধশ্চ তৎসময়ে প্রশাম্যত্যেব। প্রত্যহং স্বপ্নানুভবলক্ষণে স্বাপ্নার্থবোধকালে চকারাৎ সুষুপ্তিকালে চ শূন্য এবাবতিষ্ঠত ইতি সাধর্ম্ম্যমেব ন বৈধর্ম্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নন্বদ্যতনস্বাপ্নার্থাঃ শ্বস্তনস্বপ্নে অসন্ত এব, অদ্যতনজাগ্রদর্থাস্তু শ্বস্তনজাগ্রত্যনু-বর্ত্তন্ত ইতি বৈধর্ম্ম্যমিত্যাশঙ্কাং জন্মভেদেষ্বননুবৃত্তিপ্রদর্শনেন পরিহরতি—জীবত ইতি। মৃতিবোধোদয়ং বিনা মরণোত্তরপ্রবোধদৃশ্যানামভাবাৎ পরলোকাত্মকং জাগ্রৎ কিঞ্চনাপি ন দৃশ্যতে ॥ ৮ ॥

এবং স্থিতে অস্মিন্নদ্যতনস্বপ্নে জীবনাদিসর্ব্বস্বাপ্নপদার্থশূন্যে ভ্রান্ত্যৈব নানামায়াত্মনি জীবামীতি জীবিতবোধে সতি শ্বস্তনঃ পূর্ব্বেদ্যুস্তনশ্চ স্বপ্নঃ পরলোকাত্মকপ্রায় ইতি কশ্চনাপি তত্রত্যপদার্থোঽত্রানুবর্ত্তমানো ন দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

চিচ্চমৎকৃতিমাত্রাত্ম যথা স্বপ্নে জগত্ত্রয়ম্ ।
হৃদি সর্গাৎ প্রভৃত্যেব তথৈবাভাতি জাগ্রতি ॥ ১০ ॥
সন্ত্যেবাসত্যভূতানি স্ফারাপি পরমার্থতঃ ।
নাস্ত্যেবাকারবত্ত্বেয়ং স্বপ্নোর্ব্যামিব জাগ্রতি ॥ ১১ ॥
নানাত্মভাস্বরমপি স্বপ্নে শূন্যং যথা জগৎ ।
তথৈব জাগ্রত্যখিলং ব্যোমৈবেদং চিদাত্মকম্ ॥ ১২ ॥
চিদ্ব্যোম্নো হি স্বভাবোঽয়ং যদিদং জগদম্বরে ।
কচতীত্থমিহ স্ফারমালোক ইব তেজসঃ ॥ ১৩ ॥
চিতেশ্চমৎকৃতিরিয়ং জগন্নাম্নী চকাস্ত্যলম্ ।
সহজা গগনে কুড্যে পরমাণৌ স্থলে জলে ॥ ১৪ ॥
ভ্রান্তাবসত্যরূপায়াং স্থিতায়াং সত্যবস্তুবৎ ।
আকাশমাত্রদেহায়াং ক ইবৈনাং প্রতিগ্রহঃ ॥ ১৫ ॥
গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্য-রূপমাশূন্যমেব চ ।
সদস্ত্বেবাসদেবাস্তু জগদত্রাঙ্গ কিং গ্রহঃ ॥ ১৬ ॥

চিচ্চমৎকারমাত্রাত্মত্বং চ দ্বয়োরপি তুল্যমিত্যাহ—চিদিতি। হৃদি অন্তঃকরণে ॥ ১০ ॥

স্বপ্নৈক্যে জাগ্রতস্তত্রত্যোর্ব্যাদীনাং স্বাপ্নার্থবন্নিরাকারত্বমসত্যত্বং চ স্ফুটমিত্যাহ—সন্ত্যেবেতি ॥ ১১ ।

ততশ্চিন্মাত্রপরিশেষোঽপি সিদ্ধ ইত্যাহ—নানাত্মেতি ॥ ১২ ॥

তেজসঃ সূর্য্যাদেরালোকঃ প্রভেব ॥ ১৩ ॥

সহজা স্বাভাবিকী ॥ ১৪ ॥

এনাং জগদ্ভ্রান্তিং প্রতি গ্রহ আগ্রহঃ কঃ। অনুচিত এবেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

গ্রহীত্রাদিত্রিপুটীজগদ্রূপমাশূন্যমসদেব হ্যর্থে চঃ। অধিষ্ঠানসত্তয়া সদস্তু অথবা অসদেবাস্তু অত্রাস্মিন্ বিষয়ে গ্রহ একতরপক্ষব্যবস্থাপনদুরাগ্রহঃ কিং প্রয়োজন ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্থমস্ত্বিদমথান্যথাস্ত বা

মৈব ভূদ্ভবতু কোঽত্র সম্ভ্রমঃ।

কোঽত্র ফল্গুনি ফলে ফলগ্রহো

বুদ্ধমেব তদলং বিকল্পনৈঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে জাগ্রৎস্বপ্নৈক্যোপদেশো নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৫ ॥

অবোধাদেকতরপক্ষাভিমানসংভ্রমঃ স্যাৎ। ইদানীং ভবদ্ভিস্তত্ত্বতো বুদ্ধমেবেতি অত্রৈ তদন্তর্গতভোগলক্ষণে এতৎসত্যতাপ্রতিষ্ঠাপনেনেতরজলক্ষণে চ ফল্গুনি ফলে কঃ ফলত্বগ্রহঃ। অনুচিত এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৫ ॥

ষট্ষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সার্থকেনাত্মশব্দেন খ্যাতিশব্দেন চোজ্ঝিতাম্।
আত্মখ্যাতিমিমাং বিদ্ধি শিলাজঠরনির্ঘনাম্ ॥ ১ ॥
আদিসর্গাৎ প্রভৃত্যেব চিদ্ব্যোমৈবেত্থমাততম্।
কচত্যাত্মনি যৎ তস্য বুদ্ধা তেনৈব সর্গতা ॥ ২ ॥
ন বহন্তীহ সরিতো নেহোন্মজ্জনমজ্জনে।
ব্যোম ব্যোম্নেব চিদ্রূপং কচত্যেবমনিঙ্গিতম্ ॥ ৩ ॥

আত্মখ্যাতিবিশেষোঽত্র তথা খ্যাত্যন্তরঃ স্থিতিঃ।
ব্রহ্মনীলশিলাখ্যানং চোক্তং প্রশ্নোত্তরান্বিতম্ ॥

"চিতেশ্চমৎকৃতিরিয়ং জগন্নাম্নী চ কান্ত্যলম্" ইতি যদুক্তং তত্র অখ্যাত্যসৎ- খ্যাত্যন্যথাখ্যাত্যাত্মখ্যাত্যাখ্যাসু চতসৃষু বাদিভেদসংমতাসু খ্যাতিষু কয়া খ্যাত্যা ং বিদুষাং চকাস্তীতি রামস্য জিজ্ঞাসাং মুনির্লিঙ্গৈরুপলক্ষ্য তত্র বিদ্বদৃশা বাদিভেদ- কল্পিতানাং চতসৃণামপি শশশৃঙ্গপ্রায়তেতি নিরসিষ্যন্বিদ্বৎসম্মতাং পঞ্চমীমলৌকিকী- মাত্মখ্যাতিং ব্যুৎপাদয়িতুমারভতে—সার্থকেনেত্যাদিনা। সার্থকেন বাচ্যার্থ- সহিতেন। তথা চাখণ্ডার্থকপদদ্বয়লক্ষ্যামিত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণশিলাজঠরমিব নিরন্তরং ঘনাম্ ॥ ১ ॥

আত্মৈব খ্যাতিরিতি পদদ্বয়স্য সামান্যাধিকরণ্যেনান্বয়ে ক আত্মা সা কিং- বিষয়িণী খ্যাতিরিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ—আদিসর্গাদিতি। যদ্যস্মাত্তেনাত্মনা আত্মন্যেব সর্গতা বুদ্ধা স্বচৈতন্যবলেন খ্যাপিতা তত্তস্মাদয়মাত্মৈব সর্গতাবিষয়িণী খ্যাতিরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তত্রাত্মশব্দব্যাখ্যানপরে চিদ্ব্যোমশব্দে। ব্যোমশব্দস্য প্রপঞ্চশূন্যতৈবার্থঃ। অতঃ প্রপঞ্চস্তৎখ্যাতিশ্চাত্মৈবেত্যেবকারার্থ ইতি দর্শয়তি—ন বহন্তীত্যাদিনা। কচতি খ্যায়তে। অনিঙ্গিতং নিষ্ক্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥

কচনোক্ত্যা তু রহিতাং সমগ্রেণাস্তকল্পনাম্।
বিনোত্তরপদার্থেন ত্বাত্মখ্যাতিমিমাং বিদুঃ ॥ ৪ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং খ্যাতির্ণাত্র ন কিঞ্চন।
আখ্যাতো নাম ন খ্যাত্যা কদাচিৎ খ্যাপিতঃ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥
খ্যাতিরখ্যাতিরিত্যত্র বাচোযুক্তিরবাস্তবী।
কিং তত্র খ্যাপনং নাম স্যাদ্বাপ্যখ্যাপনঞ্চ কিম্ ॥ ৬ ॥
আখ্যাতিরন্যথাখ্যাতিরসৎখ্যাতিরিতীতরা।
দৃশ্যাশ্চিন্মাত্ররূপস্য ভাসশ্চিত্ত্বচমৎকৃতাঃ ॥ ৭ ॥

কচনোক্ত্যা কচনবাচকেন খ্যাতিশব্দেন। উত্তরপদং খ্যাতিশব্দস্তেন তদর্থেন চ বিনা স্বপ্রকাশমাত্মানমেব স্বাত্মকসর্গপ্রথ্যানাত্মকত্বাদাত্মখ্যাতিং বিদুর্বিদ্বাংস ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

এবং চিন্মাত্ররূপে সর্গে বাদ্যভিমতার্থানামখ্যাত্যাদিশব্দানামসঙ্গতিরিত্যাহ—আত্মৈবেতি। যদা ইদং জগৎসর্ব্বমাত্মৈব স চ স্বপ্রকাশাত্মৈব স কদাপি স্বাতিরিক্তয়া খ্যাত্যা ন খ্যাপিত ইতি অখ্যাত ইতি বাচোযুক্তিস্তত্র স্যাৎ। ন ত্বখ্যাতিরিতি ভাবার্থকক্তিন্নন্তপদং তত্র ঘটয়িতুং শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কুতো ন শক্যং তত্রাহ—খ্যাতিরিতি। খ্যাধাতোর্হি প্রথা অর্থঃ প্রত্যয়স্য ভাবঃ স চ সত্তা। তথাচ খ্যানাত্মিকা সত্তা খ্যাতিশব্দার্থঃ। তথাবিধশ্চায়মাত্মা-খ্যাতিরেবেতি ন নঞর্থেন সংবধ্যত ইত্যখ্যাতিরিতি পরাভিমতা বাচোযুক্তিস্তত্রা-বাস্তবীত্যর্থঃ॥ অস্তু তর্হি হেতুমণ্ণ্যন্তাদত্র ক্তিন্। তত্রাপি "ণেরনিটি" ইতি ণিলোপে খ্যাতিরিতি রূপসিদ্ধেস্তথা চ ন বিদ্যতে খ্যাতিঃ খ্যাপনং যত্র সা অখ্যাতিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা পরাভিমতোঽর্থস্তত্র সেৎস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তত্রেতি। জড়ে হি সর্গেঽভ্যুপগতে তত্রান্যকৃতং খ্যাপনমখ্যাপনং চোপযুজ্যতে। যদা তু স্বপ্রকাশ আত্মৈব সর্গস্তদা দীপে দীপান্তরেণেব তত্র খ্যাপনমখ্যাপনং চ ন কিঞ্চিদিতি সর্ব্বথা পরাভিমতং ন ঘটত ইত্যর্থঃ। এতেনাসৎখ্যাত্যন্যথাখ্যা অপি বাদ্যন্তরাভিমতে প্রত্যাখ্যাতে। নঞর্থবদসদন্যথাশব্দার্থয়োরপি খ্যাতি পদার্থেন সহ অন্বয়াযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

যদি তু স্বপ্নমনোরাজ্যাদিদৃশ্যান্তরতুল্যাঃ কল্পনামাত্ররূপা অখ্যাত্যাদয়শ্চি চ্চমৎকারা এবেত্যভ্যুপগচ্ছথ তর্হি তথাস্তু ন কাচিন্নঃ ক্ষতিরিত্যাহ-অখ্যাতিরিতি ॥ ৭ ॥

যথা যথা যদা যে যে চিন্মাত্রব্যোমভাস্বতঃ।
চিদংশবঃ কচন্ত্যচ্ছাস্তদা তে তে তথা তথা ॥ ৮ ॥
আত্মখ্যাতিরসংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
ইত্যেতাশ্চিচ্চমৎকৃত্যা আত্মখ্যাতের্বিভূতয়ঃ ॥ ৯ ॥
আত্মখ্যাতিপদস্যার্থ আত্মখ্যাতিপদোজ্ঝিতঃ।
অনাদ্যন্তো নিরুল্লেখঃ সোঽয়মেকঘনঃ স্থিতঃ ॥ ১০ ॥
তত্রেদং মহদাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণম্।
দূষণং দ্বৈতদৃষ্টীনাং দ্যোতনং বোধভাস্বতঃ ॥ ১১ ॥
অস্তি যোজনকোটীনাং সহস্রাণি প্রমাণতঃ।
আনীলকুড্যকঠিনা বিমলা বিপুলা শিলা ॥ ১২ ॥
ন সন্ধিবন্ধা নিবিড়া বজ্রসারা বিসারিণী।
অত্যন্তপুষ্টকঠিন-জঠরাকাশনির্ম্মলা ॥ ১৩ ॥
অসংখ্যকল্পনিচয়মবিনাশা ঘনাঙ্গিকা।
কান্তাঙ্গী নির্ম্মলত্বেন ব্যোমরূপৈব লক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

চিদংশবঃ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ কল্পিতচিত্তাগাঃ ॥ ৮ ॥

তথা সতি ভবদভিমতাস্তে মদীয়াত্মখ্যাতের্বিভূতয় এবেত্যাহ—আত্মখ্যাতিরিতি ॥ ৯ ॥

বর্ণিতামাত্মখ্যাতিমুপসংহরন্ শিলাজঠরনির্ঘনামিতি পদং শিলোপাখ্যানেন ব্যাখ্যাতুমুপক্রমতে—আত্মখ্যাতিপদস্যেতি ॥ ১০ ॥

তত্র একঘনঃ স্থিত ইতি পদসূচিতে শিলাজঠরনির্ঘনপদব্যাখ্যানে বিষয়ে ॥১১॥

আসমন্তান্নীলমাকাশমেব যদি কুড্যং স্যাত্তদিব কঠিনা বিমলা বিপুলা চ ॥ ১২ ॥

ন বিদ্যন্তে সন্ধিবন্ধা অবয়বসংশ্লেষঘটনা যস্যাম্। ন শব্দোঽয়ং ন তু নঞ্। বিসারিণী বিস্তারবতী ॥ ১৩ ॥

কল্পনিচয়মিতি "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে" ইতি দ্বিতীয়া ক্রোশং গিরিরিতিবৎ ॥ ১৪ ॥

জাতিস্তু জ্ঞায়তে তস্যা বিশিষ্টা নৈব কেনচিৎ।
কথং কুত্র কদা চেতি ন বিজ্ঞাতা সদৈব সা ॥ ১৫ ॥
অন্তস্তস্যাস্তু হৃদয়ে ভূতধাতুবিবর্জ্জিতে।
নিবিড়ানন্তকঠিনা বজ্রসারাঽবিনাশিনী ॥ ১৬ ॥
লেখাময়ানি বিদ্যন্তে স্বাঙ্গভূতানি ভূরিশঃ।
পদ্মজালানি শঙ্খাশ্চ গদাশ্চক্রাদয়স্তথা ॥ ১৭ ॥
খং বায়ুঃ সলিলং তেজো বসুধেত্যভিধা কৃতা।
নাসীৎ তত্র স্বলেখানাং জীব ইত্যেব বৈ তয়া ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

শিলাসৌ চেতনং তস্যাঃ কুত ইত্যুচ্যতাং মম।
অচেতনা শিলা নাম কথং নাম করোতি চ ? ॥ ১৯ ॥

সজাতীয়বস্ত্বন্তরাপ্রসিদ্ধেস্তস্যা বিশিষ্টা বিজাতীয়াদ্ব্যাবৃত্তা জাতিঃ কেনচিন্নৈব জ্ঞায়তে। এবং তস্যা দেশকালপ্রকারা অপ্যত্যন্তাপ্রসিদ্ধা ইত্যাহ—কথমিতি ॥ ১৫ ॥

ভূতধাতুভির্মহাভূতৈশ্চতুর্বিধভূতগ্রামৈশ্চ বিবর্জিতে তস্যা অন্তর্জঠরে লেখাময়ানি স্ফটিকশিলান্তর্লেখাপ্রায়াণি পদ্মজালাদীনি বিদ্যন্ত ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

আদিপদাৎ খড়্গাখট্বাঙ্গাদিপরিগ্রহঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র শিলাজঠরে খং বায়ুরিত্যাদি জগন্নাসীদেব কিন্তু তথা লক্ষ্যমাণানাং স্বলেখানামেব খং বায়ুরিত্যাদ্যভিধা তয়া শিলয়া কৃতা। স্বস্যাশ্চ তয়া জীব ইত্যেবাভিধা দেহলেখাসু কৃতেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নন্বসৌ শিলা শিলাত্বাদেব অচেতনা। নামেতি লোকপ্রসিদ্ধৌ। তস্যাশ্চেতনং সংজ্ঞানং কুতঃ। যদ্যচেতনৈব সা তর্হি সা স্বলেখানাং খং বায়ুরিত্যাদিনা কথং করোতি। নামকরণস্য চেতনকর্ত্তৃকত্বপ্রসিদ্ধেরিতি রামঃ শঙ্কতে-শিলেতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ন চেতনা ন চ জড়া সা শিলা বিপুলোজ্জ্বলা।
জাতিং জানাতি কস্তস্যাঃ কস্তত্রান্যশ্চ বিদ্যতে ॥ ২০ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

তস্যাঃ পশ্যতি তা লেখাঃ কঃ কথং জঠরস্থিতাঃ।
কথং বা কেন সা ভগ্না কদা নামেতি মে বদ ? ॥ ২১ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ন ভেত্তুং যুজ্যতে সোগ্রা ন চ ভেত্তা চ বিদ্যতে।
তথৈবাপারপর্য্যন্ত-দেহিন্যা সর্ব্বমাবৃতম্ ॥ ২২ ॥
লেখাময়ানি বিদ্যন্তে তত্রানন্তানি কোটরে।
বৃক্ষপর্ব্বতজালানি নগরাণি পুরাণি চ ॥ ২৩ ॥
তত্র লেখাময়াঃ সন্তি দেবদানবনামকাঃ।
সূক্ষ্মাঽসূক্ষ্মা নিরাকারাঃ সাকারা ইব পুত্রিকাঃ ॥ ২৪ ॥
আকাশনাম্নী তত্রাস্তি লেখা বৈপুল্যশালিনী।
উপলেখা চ সন্ত্যস্যা মধ্যে চন্দ্রার্কনামিকাঃ ॥ ২৫ ॥

জাতিস্তু জ্ঞায়তে তস্যা বিশিষ্টা নৈব কেনচিদিতি প্রাক্তনোক্ত্যেবায়ং প্রশ্নো দত্তোত্তর ইতি বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। অন্যশ্চ কো বিদ্যতে যস্তজ্জাতিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যদি তত্রান্যো ন বিদ্যতে তর্হি ত্বাঃ খং বায়ুরিত্যাদ্যাকারাস্ত্বদুক্তাস্তজ্জঠরস্থিতা লেখাঃ কঃ পশ্যতি। কেন বাসান্তর্বিচিত্ররেখাকারেণ ভগ্না টংকৈর্লিখিতা। অন্তষ্টঙ্কপ্রবেশাদ্যযোগাৎ কথং বা ভগ্না। কদা নাম ভগ্নেতি বদেতি রামপ্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ২১ ॥

পৃষ্টানামপহ্নবেনৈবোত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। উগ্রা অতিদৃঢ়া। আবৃতং ব্যাপ্তম্। "নৈনেন কিঞ্চনানাবৃত্তং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্" ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২২-২৩ ॥

সূক্ষ্মা অসূক্ষ্মাশ্চ পুত্রিকাঃ প্রতিমাঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

কেন দৃষ্টা বদ ব্রহ্মঁল্লেখাস্তাস্তত্র কিংবিধাঃ ?।
কথং বা বদ দৃশ্যন্তে নিপিণ্ডোপলকোশগাঃ ? ॥ ২৬ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ময়া রাঘব ! তা দৃষ্টাস্তাদৃশ্যস্তত্র লেখিকাঃ।
তবাপীচ্ছা যদি ভবেৎ তৎ তাস্ত্বমপি পশ্যসি ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

তাদৃশী বজ্রসারা সা শিলা ভঙ্‌ক্তুং ন যুজ্যতে।
তথাপি ভবতা দৃষ্টা লেখাস্তৎকোশগাঃ কথম্ ? ॥ ২৮ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

এতস্যা জঠরে রাম লেখাহং জঠরে স্থিতঃ।
তেন পশ্যামি তত্রস্থো লেখাজালং তদক্ষতম্ ॥ ২৯ ॥
কোঽসৌ শক্তোঽন্যথা ভঙ্‌ক্তুং তাং শিলামহমন্তরে।
তৎ সর্ব্বং দৃষ্টবাংস্তস্যা অহং তত্রান্তরস্থিতঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

কাসৌ শিলাথ কশ্চ ত্বং বদ মে কাসি সংস্থিতঃ ?।
কিমেতদ্বদসি ব্রূহি কিমেতদ্ দৃষ্টবানসি ? ॥ ৩১ ॥

নিতরাং পিণ্ডো নিপিণ্ডঃ অতিঘনো চ উপলকোশস্তদ্গতাঃ ॥ ২৬ ॥
পশ্যসি সমাধিনা দ্রক্ষ্যসি ॥ ২৭-২৮ ॥
অহং বশিষ্ঠদেহোঽপি এতস্যা জঠরে স্থিতো রেখৈব তেন হেতুনা ॥ ২৯ ॥
তস্যা অন্তরবস্থিতোঽহমন্তরে বিদ্যমানং তৎসর্ব্বং লেখাবৃন্দং দৃষ্টবান্ ॥ ৩০ ॥
ইদানীং তত্ত্বতস্তাং শিলাং বশিষ্ঠং চ রামো জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি—কাসাবিতি।
এতচ্ছিলাখ্যং কিং বদসি ॥ ৩১ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

পরমাত্মমহাসত্তা কথিতৈষা ময়া তব।
অনয়ৈব বচোভঙ্গ্যা ন ত্বেষা বিপুলা শিলা ॥ ৩২ ॥
পরমাত্মমহাসত্তা-শিলায়া জঠরে বয়ম্।
তচ্ছিলামাংসমেবেমে সৌষির্য্যপরিবর্জ্জিতে ॥ ৩৩ ॥
তচ্ছিলাঙ্গং নভো বিদ্ধি তচ্ছিলাঙ্গং সদাগতিঃ।
তচ্ছিলাঙ্গং ক্রিয়া শব্দা বাসনা কালকল্পনা ॥ ৩৪ ॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীদং তৎ তচ্ছিলাঙ্গমুদাহৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
পরমাত্মমহাসত্তা শিলা মাংসমিমে বয়ম্।
সর্ব্ব এব ততোঽনন্যেঽপ্যন্যে স্থিতি চ বিদ্মহে ॥ ৩৬ ॥
চিন্মাত্রৈকাত্মিকা যেয়ং কিলাতিমহতী শিলা।
এতস্যা ব্যতিরেকেণ ক্ব তদস্তি কিমুচ্যতাম্ ॥ ৩৭ ॥
শুদ্ধং বেদনমেবেদং ঘটাবটপটাদিকম্।
যথা স্বপ্নে তথা ভাতি জলমূর্ম্মিতয়া যথা ॥ ৩৮ ॥
ইদং ব্রহ্ম ঘনং সর্ব্বং চিন্মাত্রঘনমাততম্।
পরমার্থঘনং শান্তং সর্ব্বমেকঘনং বিদুঃ ॥ ৩৯ ॥

অনয়া শিলাখ্যানবচোভঙ্গ্যা ॥ ৩২ ॥

তচ্ছিলায়া মাংসমিব মাংসং স্বরূপভূতা এবেতি যাবৎ। ইমে বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বং জগৎ তচ্ছিলাঙ্গমেবেতি প্রপঞ্চয়তি—তচ্ছিলাঙ্গমিতি। সদাগতির্বায়ুঃ। পঞ্চভূতোপলক্ষণমেতৎ। এবং ক্রিয়াশব্দগ্রহণমপি বায্বাকাশাদিসর্ব্বভূতভৌতিক-ধর্ম্মোপলক্ষণম্। বাসনা মনোধর্ম্মোপলক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

উক্তমেব পুনঃ স্পষ্টমাহ—ভূমিরিতি ॥ ৩৫ ॥

অন্যে ইতি তু ভ্রান্ত্যা বিদ্মহে ॥ ৩৬ ॥

এতস্যা ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদস্তি চেত্তৎ ক্বাস্তি তচ্চ কিমস্তি তদুভয়মুচ্যতাম্ ॥ ৩৭ ॥

নমু ভূতলঘটাবটপটাদিকমেব তদ্ব্যতিরিক্তং প্রসিদ্ধং নেত্যাহ—শুদ্ধমিতি। নৈতৎ কিমপি তদ্ব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

একং মহাচিতি শিলোদরমেব সর্ব্বং
সৌষির্য্যবর্জ্জিতমপারমনাদিমধ্যম্।
তেনাত্মনৈব কলিতা কলনাত্মনেয়ং
সর্গো জগদ্ভুবনমিত্যপি দৃশ্যনাম্নী ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে শিলোপাখ্যানং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৬ ॥

সর্ব্বং জগদেকং ব্রহ্মশিলোদরমেব। তচ্চ সৌষির্য্যেণ ছিদ্রভাবেন বর্জ্জিতমপারমনন্তং তথা অনাদিমধ্যং চ। তেন তথাবিধেন ব্রহ্মাত্মনা আত্মনা স্বেনৈব সর্গো জগদ্ভুবনমিত্যপি পর্য্যায়নামভিঃ প্রসিদ্ধা দৃশ্যনাম্নী কলনা কলিতা স্বীকৃতেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৬ ॥

সপ্তষষ্ট্যধিকশতমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিঃ খ্যাতিরখ্যাতিরন্যথা।
শব্দার্থদৃষ্টয়স্তজ্‌জ্ঞং প্রত্যেতাঃ শশশৃঙ্গবৎ ॥ ১ ॥

কদাচনাপি নামাঙ্গ! সম্ভবন্তি ন কাশ্চন।
শান্তমব্যপদেশ্যাত্মা জ্ঞ আস্তেঽস্তঙ্গতেঙ্গনঃ ॥ ২ ॥

এতা উদ্যন্তি চিন্মাত্রাদাত্মখ্যাত্যাদিকা দৃশঃ।
তচ্চ শুদ্ধতরং ব্যোম তন্ময্যেব চ দৃশ্যতে ॥ ৩ ॥

অয়মাত্মা স্থিয়ং খ্যাতিরিত্যন্তঃকলনাভ্রমঃ।
ন সম্ভবত্যতশ্চৈনং শব্দং ত্যক্ত্বা ভবার্থভাক্ ॥ ৪ ॥

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নদদপি সর্ব্বং শান্তমতো জগৎ।
আকাশমৌনমেবাচ্ছমচ্ছিন্নং বা প্রবৃত্তিমৎ ॥ ৫ ॥

ইহ তজ্‌জ্ঞদৃশোদস্ত বাদিখ্যাতিচতুষ্টয়ম্।
অবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তমাত্মতত্ত্বং নিরূপ্যতে ॥

অন্যথাখ্যাতিরিতি ব্যবহিতপূর্ব্বপদেন সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

জগৎখ্যাতিসত্ত্বে হি সা কিমাত্মখ্যাতিরুতাসৎখ্যাতিরিত্যাদিবিকল্পানামবসরঃ স্যাৎ সৈব নাস্তি চেৎ কস্যাশ্চাতুর্ব্বিধ্যমিত্যাশয়েনাহ—কদাচনেতি। অস্তঙ্গতেঙ্গনঃ খ্যাত্যাদিকল্পনামূলচিত্তচেষ্টাশূন্যঃ ॥ ২ ॥

দৃশো ভ্রান্তিদৃষ্টয়ঃ। তচ্চ চিন্মাত্রং পরমার্থতঃ শুদ্ধতরং সর্ব্বকল্পনাশূন্যং ব্যোম। সর্ব্বাপি কল্পনা তন্ময্যেব দৃশ্যতে ময়া। "তদ্‌যদিদংময়োদোময়ঃ সর্ব্বময়ঃ" ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শব্দং ত্যক্ত্বেতি। অতএবাস্মাভিঃ সার্থকেনাত্মশব্দেন খ্যাতিশব্দেন চোজ্‌ঝিতামিত্যুক্তমিতি ভাবঃ। অর্থভাক্ পরমার্থভাক্ ॥ ৪ ॥

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নিতি চ্ছান্দসো লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। অতোঽস্মাদর্থদর্শনাদ্‌গচ্ছৎ তিষ্ঠৎ আদদক্ষয়দপি জগদপ্রবৃত্তিমৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিশূন্যং ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নানামহাশব্দমপি শিলামৌনমবস্থিতম্।
অনারতং গচ্ছদপি ব্যোমবচ্ছৈলবৎ স্থিতম্ ॥ ৬ ॥
নানাবিধারম্ভমপি মহাশূন্যমনঙ্কিতম্।
পঞ্চভূতাত্মকমপি খমিবালব্ধপঙ্ককম্ ॥ ৭ ॥
পদার্থসঙ্কুলমপি শূন্যং সংবিত্তিমাত্রকম্।
স্বপ্নে মহাপুরমিব দৃষ্টমপ্যচ্ছচিন্ময়ম্ ॥ ৮ ॥
সারম্ভমপ্যনারম্ভং সঙ্কল্পনগরং যথা।
আকাশমাত্রং ভ্রান্ত্যাত্ম স্বপ্নস্ত্রীসঙ্গমোপমম্ ॥ ৯ ॥
অনুভূতমপি ব্যর্থং প্রতিবিম্বাঙ্গনাসমম্।
নানানুভবনির্ম্মাণং বস্তুশূন্যং তু বস্তুতঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

জাগ্রৎস্বপ্নাত্মকমিদং মন্যে স্মৃত্যৈব দৃশ্যতে।
সদ্রূপবাহ্যার্থকৃতা স্মৃতিরেবেহ কারণম্ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যত্তচ্চিৎকাচকচ্যেন কাকতালীয়বদ্বপুঃ।
ব্যোমাত্মা ভাতি ভাবানাং সত্তামাত্রমভিত্তিমৎ ॥ ১২ ॥
তদেতদবিনাশায় সর্ব্বত্র পরমাত্মনি।
সর্ব্বদা বিদ্যতে শান্তে পয়সীব তরঙ্গকাঃ ॥ ১৩ ॥

ইদমেব বিশদয়তি—নানেত্যাদিনা ॥ ৬-৭-৮ ॥

আকাশমাত্রমতিশূন্যম্ ॥ ৯-১০ ॥

যদবিদ্যমানমেব জাগ্রৎস্বপ্নাত্মকং জগদ্বাসনামাত্রাদ্দৃশ্যতে, তর্হি স্মৃত্যৈব দৃশ্যতে ইতি মন্যে। ইহ জগৎপ্রতিভানে স্মৃতিরেব কারণং ন ভ্রান্তিঃ। যতঃ সা অধিষ্ঠানদোষসাদৃশ্যসংপ্রয়োগাদিনিমিত্তশূন্যা সদ্রূপবাহ্যা অবিদ্যমানা যে অর্থাস্তৎকৃতা তন্মাত্রগোচরেতি রামপ্রশ্নার্থঃ ॥ ১১ ॥

অবিদ্যানিদ্রাদিদোষবত্ত্বাৎ স্বপ্রকাশচিতি সংপ্রয়োগানুপযোগাচ্চ তদধিষ্ঠানা ভ্রান্তিরেবেয়ং ন স্মৃতিঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বানুভবেষ্বপি সাংপ্রতিকতুল্যতয়া স্মৃতিত্বাপত্ত্যা

নির্নিমিত্তং স্বরূপাত্ম তদেতৎ পরমাত্মনি।
সর্ব্বাত্মন্যপি নির্ব্বাণে ব্যোমাত্মনি নিরাত্মনি ॥ ১৪ ॥
যদা যদাবভাত্যন্তর্যেন তেন যথা তথা।
সর্ব্বদা ন কদাচিদ্বা যত্র তত্র ন কিঞ্চন ॥ ১৫ ॥
তস্যৈব ব্রহ্মভানস্য তেনৈব ব্রহ্মণাত্মনা।
স্বচ্ছস্যৈব স্বভাবস্য স্বস্বভাবমনুজ্ঝতা ॥ ১৬ ॥
ইদং জাগ্রদয়ং স্বপ্নঃ সুষুপ্তং তুর্য্যমিত্যপি।
কৃতং নাম স্বয়ং চিত্বাদ্‌ব্রহ্ম বাত্মেতি চাত্মনি ॥ ১৭ ॥
বস্তুতস্ত্বস্তি ন স্বপ্নো ন জাগ্রন্ন সুষুপ্ততা।
ন তুর্য্যং ন ততোঽতীতং সর্ব্বং শান্তং পরং নভঃ ॥ ১৮ ॥
অথবা সর্ব্বমেবেদং জাগ্রদ্রূপং সদৈব চ।
সর্ব্বদৈব চ বা স্বপ্নঃ সুষুপ্তং সর্ব্বদৈব চ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বদৈষ চ বা তুর্য্যং তদন্তঃ সর্ব্বদৈব বা।
তদিদং বা ন যদ্বিদ্মো বয়মাশান্তরূপিণঃ ॥ ২০ ॥

স্মৃলানুভবাপ্রসিদ্ধিপ্রসঙ্গাদিত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে—যত্তদিত্যাদিনা। তত্রা-ধিষ্ঠানসদ্ভাবং দর্শয়তি—যত্তদিতি। যত্তদ্ব্যোমাত্ম সত্তামাত্রং কাচকচ্যেনাভাতি তদেবেদং জগদিত্যর্থঃ ॥ ১২-১৪ ॥

আবিদ্যকে নিয়তদোষাস্তপেক্ষা নাস্তি। অনিয়তদোষাস্ত সংভবন্ত্যেবেত্যাশয়েন যেন তেনেত্যাদ্যুক্তিঃ ॥ ১৫ ॥

তর্হি কস্যেয়ং ভ্রান্তিঃ কেন জগদাদিনামানি কৃতানি তত্রাহ—তস্যৈবেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

ততঃ অতীতমতিরিক্তম্ ॥ ১৮ ॥

চিতঃ কদাপি স্বাপাভাবাৎ সর্ব্বদৈব জাগ্রদ্রূপম্। ভ্রান্তিমাত্রত্বাৎ সর্ব্বদৈব স্বপ্নো বা। অবিদ্যাবরণমাত্রত্বাৎ সর্ব্বদৈব সুষুপ্তম্ ॥ ১৯ ॥

স্বেনৈব সদৈব বাবস্থাত্রয়াতিক্রমণাৎ সদৈব তুর্য্যমিত্যেব বা বক্তুং

ইদং ফেনো ন কিঞ্চিদ্বা বুদ্‌বুদো বা ন কশ্চন।
শূন্যতাম্ভসি চিদ্ব্যোম মহার্ণবমহোদরে ॥ ২১ ॥
যথা সংবেদ্যতে যদ্‌যৎ তথা তদনুভূয়তে।
সত্ত্বাঽসত্ত্বাভবৎ স্বপ্নে ব্যোম্নীব সদসচ্চ তৎ ॥ ২২ ॥
সংবিৎকচনমেবেদং যথা ভানং বিভাসতে।
ব্যোম ব্যোমনি চিদ্রূপং চিদ্রূপে বিততাত্মনি ॥ ২৩ ॥
সংবিচ্চ চিন্নভোমজ্জা সৈবংরূপৈব সর্ব্বদা।
নাস্তমেতি ন চোদেতি তস্যাঃ স্বাঙ্গমিদং জগৎ ॥ ২৪ ॥
মহাপ্রলয়সর্গাদ্যা মহাপ্রলয়রাত্রয়ঃ।
তস্যা এবাবয়বতাং যাতাঃ কেশনখাদিবৎ ॥ ২৫ ॥
তস্যা ভানমভানং তদ্ভাস্বরং জিহ্মমেব বা।
নান্যৎস্বভাববৎস্পন্দ ইব বায়োর্মহাচিতেঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মাৎ কিং নাম জাগ্রৎ স্যাৎ কঃ স্বপ্নঃ কা সুষুপ্ততা।
কিং তুর্য্যং কা স্মৃতিঃ কেচ্ছা তুচ্ছা এতাঃ কুদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৭ ॥
অন্তঃসংবেদনং ভাতি স্বং বাহ্যার্থতয়া যতঃ।
ক দ্বৈতং ক চ বার্থশ্রীঃ স্মৃতিরেবমতঃ কুতঃ ॥ ২৮ ॥

শক্যমিত্যর্থঃ। ত্রয়াপ্রসিদ্ধেস্তস্য তুর্য্যস্যান্তঃ অসত্ত্বং বা নির্ব্বিকল্পে তদিদং বেত্যাদিবিকল্পং চ ন বিঘ্নঃ ॥ ২০-২১ ॥

কল্পনাবেদনদৃশা তু যেন যথা যদা সংবেদ্যতে তস্য তদা তথৈবোব সত্ত্বোষ্টব্যমিত্যাহ—যথেতি ॥ ২২-২৩ ॥

যতঃ সংবিদেব জগদতো নাস্তমেতি নোদেতি চ ॥ ২৪ ॥

মহাপ্রলয়সর্গাদ্যাঃ কালবিভাগাস্তত্র মহাপ্রলয়লক্ষণা রাত্রয়ঃ সর্গলক্ষণদিনানি চেত্যুপলক্ষণীয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ভাস্বরং চিদ্রূপং জিহ্মং মায়ারূপং বা ॥ ২৬ ॥

উপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥ ২৭ ॥

এবং সতি স্মৃতিশ্চ কুতঃ ॥ ২৮ ॥

তদিদং ভাতি নির্ভিত্তি তৎস্বভানং যদাত্মনা।
ভানোর্নভসি ভারূপমেব ভূতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৯ ॥
সদ্রূপো যদি বাহ্যোঽর্থো বিদ্যতে তৎ তদুত্থিতা।
স্মৃতিঃ কারণতামেতু নামাদ্য জগতঃ স্থিতেঃ ॥ ৩০ ॥
কিন্তু নাস্ত্যেষ বাহ্যোঽর্থো ভূতানামত্যসম্ভবাৎ।
পঞ্চানামাদিসর্গাদৌ কারণানামভাবতঃ ॥ ৩১ ॥
শশশৃঙ্গং যথা নাস্তি যথা নাস্তি খপাদপঃ।
যথা বন্ধ্যাসুতো নাস্তি যথা নাস্ত্যসিতঃ শশী ॥ ৩২ ॥
তথাজ্ঞপ্রতিভাতোঽর্থো জগদাদ্যহমাদিকঃ।
অপ্রেক্ষিতোঽস্তি নাস্ত্যেব প্রেক্ষিতঃ সন্ন কশ্চন ॥ ৩৩ ॥
যথাস্তীদং মহাকারং ন কিঞ্চিদ্রূপমেব বা।
তত্ত্বজ্ঞবিষয়ং রাম ! তথাস্তীদমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৪ ॥
সংবিদ্ঘননভোমজ্জা যথোদেতি যদা যদা।
নিত্যোদিতোপচারেণ কল্পিতাস্তময়োদয়া ॥ ৩৫ ॥
মুধা ব্যোম্নেব পৃথ্ব্যাদিতয়া বেত্তি তদা তদা।
স্বস্যৈব তস্য ভানস্য ধত্তে পৃথ্ব্যাদিকল্পনাম্ ॥ ৩৬ ॥

নির্ভিত্তি নির্ভেদং যদাত্মনা ভাতি তৎস্বভানং স্বাত্মকমেব ভানং ন স্বভিন্নম্। যথা ভানোর্নভসি নিরাশ্রয়ে ভারূপমেব ভানং ন ভাস্যসাপেক্ষং তদ্বদিত্যর্থঃ ॥২৯॥

তদুত্থিতা তদনুভবহেতুকা এতু নাম। আদ্যায়াঃ সর্গাদিকালিক্যা জগতঃ স্থিতেঃ ॥ ৩০-৩২ ॥

জগদাদৌ সর্গাদিকালে অজ্ঞান্ প্রতিভাতোঽহমাদিকোঽর্থস্তত্ত্বতোঽপ্রেক্ষিতশ্চেদস্তি প্রেক্ষিতস্তু নাস্তি ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞবিষয়ং ন কিঞ্চিদ্রূপং মূর্ত্তামূর্ত্তরূপরহিতং চিন্মাত্রৈকঘনং ত্বখণ্ডিতমস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

নিত্যোদিতাপি ব্যবহারে উপচারেণ কল্পিতাস্তময়োদয়া ॥ ৩৫ ॥

ব্যোম্নেবাজ্ঞো মুধা পৃথ্ব্যাদিতয়া যদা যদা বেত্তি তদা তদা পৃথ্ব্যাদিকল্পনাং ধত্তে ॥ ৩৬ ॥

স্বমেব ভানমাকাশমাত্রমেব মহাচিতিঃ।
পৃথ্ব্যাদিব্যপদেশেন পশ্চাদ্ব্যপদিশত্যজা ॥ ৩৭ ॥
আকাশ এব পৃথ্বীয়মিতি ধত্তে স্বসংবিদম্।
মনোরাজ্যপুরং বাল ইব চিন্মাত্রমব্যয়ম্ ॥ ৩৮ ॥
কিং ভানং কিমভানং স্যাৎ তস্যেতি ন বিকল্প্যতে।
স্পন্দাস্পন্দস্বভাবং তদ্বিদ্ধি বাতমিবাম্বরে ॥ ৩৯ ॥
যথা ভাতি চিদাকাশং তথেদমবভাসতে।
ব্যোম ব্যোম্নেব নীরূপং নেদং পৃথ্ব্যাদি সৎ কচিৎ ॥ ৪০ ॥
যথা ভাতি চিদাকাশ-রূপত্বাদ্ভাতমপ্যলম্।
ন সন্নাসদিতি কিঞ্চিৎ তন্ন কিঞ্চিচ্চ কিঞ্চন ॥ ৪১ ॥
ইদমিত্থমনিত্থঞ্চ সদ্বাঽসদ্বা যথাস্থিতম্।
লোকপর্য্যায়বৃত্তান্তং প্রাজ্ঞো জানাতি নেতরঃ ॥ ৪২ ॥
স এব হৃদয়াকাশে কচন্ত্যা দৃশ্যসংবিদা।
বাহ্যং ব্রহ্মাণ্ডমিত্থং চ সদ্বাঽসদ্বা যথাস্থিতম্ ॥ ৪৩ ॥

মহাচিতিঃ স্বভানমেব পৃথ্ব্যাদিব্যপদেশেন পৃথ্ব্যাদিনাম্না পশ্চাদ্ব্যপদিশতি ব্যবহরতি ॥ ৩৭ ॥

অব্যয়ং চিন্মাত্রমাকাশকল্পে স্বাত্মন্যেব পৃথ্বীয়মিতি স্বসংবিদং ধত্তে ॥ ৩৮ ॥

চিন্মাত্রমেব চেতস্য জগদাকারং ভানং কিং অভানং চ কিং স্যাদিতি তু তন্ন বিকল্প্যতে। ন বিকল্পনীয়ম্। যতস্তৎপ্রাণশক্ত্যা স্পন্দস্বভাবং চিচ্ছক্ত্যা অস্পন্দস্বভাবমিতি বিদ্ধি ॥ ৩৯ ॥

যথা যথা বাসনোদ্ভবেন ভাতি স্ফুরতি তথা তথা ইদং জগদিত্যবভাসতে ॥৪০॥

তদ্যথা ভাতি তথা তদ্ভাতু নাম। ভাতমপি তচ্চিদাকাশরূপত্বাদলং ন সৎ নাপ্যসদিতি। তৎপ্রপঞ্চরূপং কিঞ্চিদপি ন কিন্তু কিঞ্চনানির্ব্বচনীয়মেবেত্যর্থঃ ॥ ৪১-৪২ ॥

যতঃ স প্রাজ্ঞ এব সর্ব্বেষাং হৃদয়াকাশে আত্মতয়া আস্তে অতস্তদ্রূপয়ৈব কচন্ত্যা দৃশ্যসংবিদা ইদমান্তরং শরীরমিদং বাহ্যং ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাদিভেদকল্পনয়া নাম কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

কিমত্র বাহ্যং কিং বান্তঃ কিং দৃশ্যং কাস্য দৃশ্যতা।
শিবং শান্তমশান্তঞ্চ সর্ব্বমোমিতি শাম্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥

নো বাচ্যবাচকদৃশা রহিতো বিচারঃ
সম্পদ্যতে স চ বিকল্পময়েন সিদ্ধ্যৈ।
সিদ্ধিশ্চ সম্ভবতি তেন বিনা ন কাচি-
দ্দীপং বিনা নিশি যথা নয়নোপলম্ভঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্মাদপাস্য পরয়ামলয়া ধিয়ান্তঃ
সঙ্কল্পকল্পনমনল্পবিকল্পজালম্।
কৃত্বা মনঃ সকলশাস্ত্রমহার্থনিষ্ঠ-
মুড্ডীয় গচ্ছ পদমুত্তমমেকনিষ্ঠঃ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যভাবপ্রতিপাদনং নাম সপ্তষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ১৬৭ ॥

সর্ব্বম্ ওমিতি প্রণবমাত্রাঽভেদকল্পনয়া প্রবিলাপ্য শাম্যতাম্। মা মেতি পাঠে মা মা ইতি নিষেধবীপ্সয়া নিরস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

যাবদ্বিচারং স্বসদপি বাচ্যবাচকবিকল্পং যথালোকমভ্যুপগম্যৈব শ্রবণাদিবিধয়ঃ প্রবর্ত্তন্ত ইত্যাশয়েনাহ—নো ইতি। বাচ্যবাচকদৃশা রহিতঃ শাস্ত্রার্থবিচারো নো সংপদ্যতে। স চ বিচারো বিকল্পময়েন "বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্। প্রয়োজনং চ পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং বিদুঃ।" ইতি প্রসিদ্ধেন পঞ্চাঙ্গেন কৃতঃ সিদ্ধ্যৈ ভবতি। তেন বিচারেণ বিনা সিদ্ধির্ন সম্ভবত্যেব। যথা দীপং বিনা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষং নিশি ন ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্মাৎ সম্যগ্ বিচারামলয়া ধিয়া অন্তঃ সঙ্কল্পনলক্ষণমনল্পবিকল্পজালমপাস্য মনঃ সকলশাস্ত্রনিষ্কর্ষসিদ্ধমহার্থঃ সচ্চিদানন্দাদ্বয়াত্মা তন্নিষ্ঠং কৃত্বা তদেকনিষ্ঠঃ সন্নস্মাৎ সংসারাদুড্ডীয় উত্তমং মোক্ষাখ্যং পদং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৭ ॥

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অবুদ্ধিপূর্ব্বমেবাগো যথা শাখাবিচিত্রতাম্।
করোত্যেবমজশ্চিত্রাঃ সর্গাভাসঃ খ এব খম্॥ ১॥

অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গস্তাধ্যারোপোঽত্র বর্ণ্যতে।
চিন্মাত্রাত্মা চ স চিতোঽবিকারিত্বাদপোহ্যতে॥

মিথ্যাত্বসিদ্ধয়ে সর্গস্যাবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বং দৃষ্টান্তেঃ সমর্থয়তি—অবুদ্ধিপূর্ব্বমিত্যাদিনা। অগো বৃক্ষো যথা অবুদ্ধিপূর্ব্বম্ অহং শাখাবৈচিত্র্যং করোমীতি বুদ্ধিপূর্ব্বকতা বিনা। অজো জন্মাদিবিক্রিয়াশূন্যঃ পরমাত্মা খে আকাশকল্পে স্বাত্মনি খ শূন্যাত্মিকাশ্চিত্রা বিচিত্রাঃ সর্গাভাসঃ প্রপঞ্চাধ্যাসান্ করোতি। ননু "স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা" ইতি "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"। "স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত" "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমুপজায়তে" ইত্যাদি শ্রুতিষু বুদ্ধিপূর্ব্বক এব সর্গ উদেবাঘ্যতে তৎ কথমত্রাবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গ ইতি প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধমুচ্যত ইতি চেৎ শৃণু। ভবেদেতদেবং যদি শ্রুতেঃ স্বর্গাদিপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যং স্যাৎ। ননু তদস্তি। প্রয়োজনাভাবাৎ। ন হি সর্গাদিজ্ঞানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং শ্রুতম্। অদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানং হি প্রয়োজনবদুপক্রান্ত সর্ব্বশ্রুতিষু। তস্য ফলবতঃ সন্নিধৌ শ্রুতমফলং সর্গাদিকৈমর্থক্যাকাঙ্ক্ষায় তদঙ্গতাং প্রতিপদ্যতে। সা চাস্য শাণ্ডিল্যবিদ্যাঙ্গশমবিধিপরে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্র তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইতি বাক্যে যত ইদং সর্ব্বং জগৎ তস্মাৎ জায় ইতি তজ্জম্। তস্মিন্ লীয়ত ইতি তল্লম্। তেনানিতি প্রাণিতি জীবতীতি তদন উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়েষু তদধীনসত্তাকমতঃ সর্ব্বং খল্বিদং তদ্ ব্রহ্মৈবেতি ব্রহ্মাদ্বৈ ব্যুৎপাদনোপায়তয়া সর্গাদের্জ্ঞানাঙ্গভাবস্য শ্রুত্যৈব সিদ্ধবৎকীর্ত্তনাৎ প্রকারান্তরে তদঘটনাযোগাৎ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদিসূত্রভাষ্যাদিব্যুৎপাদিতযুক্তি সহস্রেভ্যঃ স্মৃতিপুরাণাদ্যুপবৃংহণসহস্রেভ্যশ্চাধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মা তত্ত্বব্যুৎপাদনে সর্গশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যে নিশ্চিতে রজ্জুসর্পশুক্তিরজতমরুমরীচিব স্বপ্নাদ্যধ্যারোপেষ্ববুদ্ধিপূর্ব্বকত্বমেব দৃষ্টং ন কচিদারোপে বুদ্ধিপূর্ব্বকতা লো

যথা করোত্যবুদ্ধ্যাদিরাবর্ত্তাদি পয়োনিধিঃ ।
তথা করোতি খে খাত্মা সর্ব্বেশঃ সর্ব্ববেদনাঃ ॥ ২ ॥
তাসাং স্বসংবিদামেব ততঃ স কুরুতে স্বয়ম্ ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কার ইত্যাদ্যা বিবিধাভিধাঃ ॥ ৩ ॥
অবুদ্ধিপূর্ব্বমারম্ভো দৃশ্যরূপঃ স্বতশ্চিতেঃ ।
সঙ্কল্প্যমানো বুদ্ধ্যাদিস্তরঙ্গাদির্যথাম্বুধেঃ ॥ ৪ ॥
চিন্মাত্রাৎ সংপ্রবর্ত্তন্তে মনোবুদ্ধ্যাদয়স্তথা ।
আবর্ত্তকণকল্লোল-বীচয়ো বারিধের্যথা ॥ ৫ ॥
ভিত্তিমাত্রং যথা চিত্তং জগদালোকমাত্রকম্ ।
চিতি চিদ্ব্যোমমাত্রাত্ম তথৈবাভাসমাত্রকম্ ॥ ৬ ॥

শ্রুতে ইতি ভগবতা বশিষ্ঠেনাত্রানারোপিভত্বশঙ্কা কস্যচিৎ সর্গে মাভূদিত্যবুদ্ধি-র্ব্বকতা প্রসাধ্যতে। শ্রুতিষু ঈক্ষণাদিপূর্ব্বকত্বকীর্ত্তনং তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বচিদেক-সত্ত্বাদিলাভেন সাংখ্যাদ্যভিমতো চেতনপ্রধানাদ্যুপাদানকত্বনিরাসে পর্য্যবস্যতি। ঈক্ষতের্নাশব্দম্” ইত্যাদিসূত্রৈস্তথৈব শ্রুতিতাৎপর্য্যবর্ণনাৎ। “তস্য ত্রয় াবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ” “যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ ংশ্বম্” ইত্যাদি শ্রুতিদৃষ্টান্তানুগুণ্যাৎ। ভগবদীক্ষণকামসংকল্পাদীনাং বুদ্ধিতত্ত্বোৎ-াত্তেঃ পূর্ব্বভাবিনাং মায়াবৃত্তিমাত্রত্বেন তৎপূর্ব্বকত্বেঽপি কামসংকল্পাদিধর্ম্মি-দ্ধিপূর্ব্বকত্বাভাবোপপত্তেঃ। অধ্যারোপস্য ত্বংপদার্থনিষ্ঠস্যৈব চাপবাদেন নিরাসস্য মুক্তিফলত্বোপপত্তেস্তৎপদার্থে জগদধ্যারোপপ্রতিপাদনে প্রয়োজনাভাবাৎ প্রপঞ্চস্য ানিষ্ঠাবিদ্যাকার্য্যত্বে স্ববিদ্যয়া নিরাসোপপত্তেঃ স্বস্মিংশ্চাবুদ্ধিপূর্ব্বকস্যৈবাবস্থাত্রয়া-ারোপস্যানুভবাচ্চেত্যাদ্যাশয়েনেহ মুনিনা অবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বসমর্থনমিতি বোধ্যম্ ॥১॥

অবুদ্ধ্যাদিঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ সন্। সর্ব্ববেদনাঃ জগৎপ্রতিভাসান্ ॥ ২ ॥

তাসাং জগদাকারাণাং স্বসংবিদাং স্বয়মেব মনোবুদ্ধিরিত্যাদ্যভিধানামানি র্গাদৌ যথাশ্রুতি কুরুতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

চিতের্বুদ্ধ্যাদিসিদ্ধিপর্য্যন্তমবুদ্ধিপূর্ব্বং স্বত এবারম্ভঃ। যস্তু বুদ্ধিসিদ্ধ্যনন্তরং ংকল্প্যমান আরম্ভঃ স বুদ্ধ্যাদির্বুদ্ধিপূর্ব্বঃ তরঙ্গাদিরিত্যুভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ ॥ ৪-৫ ॥

আলোক্যত ইত্যালোকস্তন্মাত্রকং চিত্রলিখিতং জগদ্যথা ভিত্তিমাত্রং তথা চিতি আভাস্যত ইত্যাভাসস্তন্মাত্রকমিদং জগচ্চিদ্ব্যোমমাত্রাত্মৈব ॥ ৬ ॥

অবুদ্ধিপূর্ব্বমারম্ভো নিয়ত্যা সন্নিবেশবান্ ।
যথা সম্পদ্যতে বৃত্তে তথা সর্গাত্মকশ্চিতি ॥ ৭ ॥
তরৌ গুলুচ্ছকাদীনাং যথান্যঃ কুরুতেঽভিধাঃ ।
তথা চিদ্‌বৃক্ষপুষ্পাদিপৃথ্ব্যাদি বিহিতাভিধম্ ॥ ৮ ॥
অনন্যৎপুষ্পপত্রাদি যথা নাম মহাতরোঃ ।
তথৈবানন্যদেবেদং চিদ্ব্যোম্নঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৯ ॥
তরাববয়বেষ্বন্যঃ করোতি বিবিধাভিধাঃ ।
চিদ্ব্যোমাত্মনি সর্ব্বেষু ভূত্বান্য ইব খাত্মসু ॥ ১০ ॥
চিত্তরোঃ পল্লবাঃ সর্গাশ্চিত্ত্বাদেব ন সন্ত্যলম্ ।
কার্য্যকারণবদ্ভাতি স এব স্বপ্নবৎ স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥
বক্ষি চেৎ কথমেতস্মাদ্ব্যর্থং তদনুভূয়তে ।
সর্গাদ্যমুত্র স্বপ্নাদিষেষু কোঽপহ্নবং ভজেৎ ॥ ১২ ॥

বৃত্তে প্রাগুক্তবৃক্ষপয়োনিধ্যাদিচরিত্রে যথা অবুদ্ধিপূর্ব্বপ্রবৃত্তোঽপি শাখা-বর্ত্তাদ্যারম্ভো নিয়ত্যা তুল্যসংনিবেশবান্ সংপদ্যতে, তথা চিতি সর্গাকারো-প্যারম্ভস্তুল্যসংনিবেশবান্ ভবিষ্যতীতি ন তদর্থমপি বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বাপেক্ষেত্যর্থঃ ॥৭॥

সমষ্টিবুদ্ধ্যাদ্যুত্তরকালিকং চিদ্‌বৃক্ষপুষ্পাদিপ্রায়পৃথ্ব্যাদি তু চিদন্যবুদ্ধিসমষ্ট্যা হিরণ্যগর্ভাদিনা বিহিতাভিধং কৃতনামধেয়ং বোধ্যম্ ॥ ৮ ॥

অনন্যৎ অভিন্নম্ ॥ ৯ ॥

অন্যো ব্যষ্টিজীব ইব ভূত্বা স্বপুত্রাদিষু কার্য্যান্তরেষু চ সর্ব্বেষু বিবিধা অভি নামানি করোতি ॥ ১০ ॥

এবং নামরূপাধ্যারোপং প্রপঞ্চ্যেদানীমপবাদমারভতে— চিত্তরোরিত্যাদিনা স চিত্তরুরেব ॥ ১১ ॥

যদি সর্গাদি নাস্ত্যেব তর্হি চিতা অমুত্র পরলোকে ব্যর্থং তদনুভূয়ত ইত্যাপত্তা তত্তু ন যুক্তম্ । বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মকফলস্বাযোগপ্রসঙ্গাদিতি হেতোরেতৎ কঃ স্যাদিতি ত্বং বক্ষি আক্ষিপসি চেৎ র্হি স্বপ্নাদিষেষু প্রসিদ্ধরজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদ্যঃ ভবেষু মধ্যে কো বৈয়র্থ্যাপহ্নবং ভজেৎ । তস্যাপি স্বাপ্নভোগপ্রদকর্ম্মফলত্ব বিশেষাৎ । যদি চ ভোগাভাসমাত্র বিভাবনেন তত্র কর্ম্মসাফল্যং ব্রূষে তর্হি প্রকৃতেঽপি সমমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

তরাবাকারবত্যেষা কল্পনারচিতা যথা।
চিতেরাকাশমাত্রায়াস্তথৈষা কল্পনা কৃতা ॥ ১৩ ॥
যথা গন্ধাদয়ঃ পুষ্পে গগনে শূন্যতাদয়ঃ।
যথা স্পন্দাদয়ো বায়ৌ তথা বুদ্ধ্যাদয়ঃ পরে ॥ ১৪ ॥
যথা গন্ধাদয়ঃ পুষ্পে গগনে শূন্যতাদয়ঃ।
যথা স্পন্দাদয়ো বায়ৌ তথেমাঃ স্বষ্টয়শ্চিতি ॥ ১৫ ॥
যথা খানিলপুষ্পাণাং শূন্যতান্‌স্পন্দগন্ধদৃক্।
শূন্যরূপানুভূতা চ তথা সর্গস্থিতিশ্চিতি ॥ ১৬ ॥
ন পৃথক্ শূন্যতা ব্যোম্নো ন পৃথগ্‌দ্রবতাম্ভসঃ।
ন পৃথক্ কুসুমাদ্গন্ধো নানিলাৎ স্পন্দনং পৃথক্ ॥ ১৭ ॥
অগ্নের্ন পৃথগুষ্ণত্বং পৃথক্ শৈত্যঞ্চ নো হিমাৎ।
চিদ্ব্যোম্নৈকাত্মনঃ স্বচ্ছান্ন জগৎ পৃথগীশ্বরাৎ ॥ ১৮ ॥
সর্গাদাবেব যদ্ব্যোম্নি স্বপ্নাদ্ধৃদি চ দৃশ্যতে।
অকারণং কচ্চিদ্ব্যোম্নঃ কথমন্যদ্ভবেৎ কিল ॥ ১৯ ॥
স্বপ্ন এবাত্র দৃষ্টান্তো নিত্যদৃষ্টো বিচার্য্যতাম্।
চিন্মাত্রব্যতিরেকেণ সারং কিং তত্র কথ্যতাম্ ॥ ২০ ॥
তদিদং বুদ্ধিসংস্কার-দৃশ্যমিত্যাদিকা স্মৃতিঃ।
ন সম্ভবতি যৎ তত্ত্বং কথয়েদং কথং ভবেৎ ॥ ২১ ॥

এতাবাংস্তু সাকারাধ্যাসেষু তর্ব্বাদিভ্যশ্চিতের্বিশেষো যৎ সাকারে সাকারাসাস্তে। চিতি তু নিরাকারে জগদধ্যাস ইত্যাশয়েনাহ—তরাবিতি ॥১৩-১৪॥

সৃষ্টয়ঃ পৃথ্ব্যাদয়োঽপি ॥ ১৫ ॥

খস্য শূন্যতাদৃগনিলস্য স্পন্দদৃক্ পুষ্পাণাং গন্ধদৃক্ চ যথা অনুভূতাঽপি ব্যতিরেকশূন্যরূপা তথা চিতি সর্গস্থিতিরপীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ—নেত্যাদিনা ॥ ১৭-১৮ ॥

কুতো ন পৃথক্ তত্রাহ—সর্গাদাবেবেতি। যতঃ অকারণং ততো ন পৃথগিত্যর্থঃ। অকারণং কূটস্থা চিৎ কথমন্যা ভবেৎ। বদস্বিত্যর্থঃ। কিলেতি প্রশ্নে ॥১৯-২০॥

নন্থ স্বপ্নঃ স্মৃতিরেব। ইতরস্মৃতিষু সংস্কারজাসু বিষয়শূন্যাসু তত্তা ভাসতে।

যৎ তত্র দৃষ্টং তদিহ স্মৃতিকালে ভবেদ্‌যদি।
নানুভূয়েত তৎ তত্র কৈবৈকস্য দ্বিধা স্থিতিঃ ॥ ২২ ॥
তস্মাদাবর্ত্তবত্ত্যেদং কাকতালীয়বজ্জগৎ।
চিতি যস্তাতি তত্রৈষা পশ্চাৎ স্বপ্নাদিকল্পনা ॥ ২৩ ॥
অবুদ্ধিপূর্ব্বং সম্পন্নে সর্গে বীচ্যাদয়ো যথা।
সন্নিবেশঃ স্থিতিঃ পশ্চাৎ স্বয়ং সম্পদ্যতে তথা ॥ ২৪ ॥
জাতমেব ন তজ্জাতং জাতং যং কারণং বিনা।
যতোঽজাতং তদেবাদ্যং তৎ সমং সংস্থিতং তথা ॥ ২৫ ॥
অবুদ্ধিপূর্ব্বং সঞ্জাতা রত্নাদীনাং যথার্চিষঃ।
সত্তৈব সন্নিবেশেন তথৈবাসাং জগদ্দৃশাম্ ॥ ২৬ ॥
যথা কথঞ্চিদেবেদমাদৌ সম্পদ্যতে জগৎ।
পশ্চাদ্‌গৃহ্লাতি নিয়তিমাবর্ত্তোঽম্বাবিবাত্মনি ॥ ২৭ ॥
চিদ্ব্যোম্নি স্বপ্নজালানি চিজ্জগন্ত্যপকারণম্।
প্রবর্ত্তন্তে নিবর্ত্তন্তে শূন্যশূন্যাত্মকান্যপি ॥ ২৮ ॥

ইহ তু নিদ্রাদোষবশাদিদন্তাগোচরত্বাংশেঽপি সংস্কারোদ্বোধাৎ তত্তাংশপ্রমোষাদিদন্তা ভাসত ইতি তদিদং বুদ্ধিজন্যসংস্কারদৃশ্যমুভয়ত্রাপ্যেকং বস্থিত্যাদিকা শঙ্কা তু ন সম্ভবতি। যস্মস্মাৎ তত্ত্বং তত্তা ইদন্ ইদন্তা কথং ভবেৎ। অপরোক্ষে হি ইদন্তা প্রসিদ্ধা স্মৃতৌ ত্বসন্নিকৃষ্টং বস্তু পরোক্ষমেব। অতঃ কথমিদং ঘটতে কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নমু স্বাপ্নস্মৃতিকালে তত্রারণ্যাদৌ দৃষ্টং ব্যাঘ্রাদি ইহ স্বপ্নপ্রদেশে নিদ্রয়া সংনিধাপ্যতে ইতি যদি ইদন্তা তত্র ভবেৎ তর্হি তত্রারণ্যে তদ্ব্যাঘ্রাদ্যন্তৈস্তদা নানুভূয়েত। নিদ্রয়া এক এব ব্যাঘ্রো দ্বিধা স্থাপ্যত ইতি চেৎ তত্রাহ—কৈবেতি ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ স্বাপ্নবোধস্যানুভবত্বানপহ্নবাদ্দৃষ্টান্তোঽন্যোবেতি শ্লোক্তং সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। পশ্চাজ্জাগ্রৎস্বপ্নানুভবসিদ্ধ্যনন্তরম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

যতঃ অজাতমিতি চ্ছেদঃ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মসত্তৈব জগদ্দৃশাং সংনিবেশেন বেষেণ স্ফুরতীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥

যথা কথঞ্চিদনির্ব্বচনীয়মায়াকারণবলাদেব। নিয়তিমর্থক্রিয়ানিয়তিলক্ষণাং সত্যতাম্ ॥ ২৭-২৮ ॥

যাবৎ সর্ব্বমথান্যোঽন্যং যাতি কারণতাং চিরম্ ।
তেষাং শূন্যাত্মকা এব পদার্থা ঈশ্বরাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥
জায়তে শূন্যমেবেদং শূন্যমেব চ বর্দ্ধতে ।
ননু শূন্যতয়াত্যন্তং শূন্যমেব বিনশ্যতি ॥ ৩০ ॥
শূন্যং কচত্যশূন্যাভং দৃষ্টান্তং স্বপ্নমত্র যঃ ।
অপহ্নুতেঽনুভূতং স পশুভর্ত্তৃকুকং কুধীঃ ॥ ৩১ ॥
অসদেবেদমাভাতি ভ্রান্তিমাত্রং স্বকৃত্রিমম্ ।
চিচ্চমৎকারমাত্রাত্ম জ্ঞে সন্মাত্রমকৃত্রিমম্ ॥ ৩২ ॥
অয়ং চিরস্থসঙ্কল্পঃ সর্গপ্রলয়বিভ্রমঃ ।
জ্ঞানং স্বভাবকচনমজ্ঞানং ভ্রান্তিজৃম্ভণম্ ॥ ৩৩ ॥
ঝটিত্যুদেতি ব্রহ্মাত্ম দৃশ্যং দৃষ্টমকারণম্ ।
খে সুষুপ্তাদিব স্বপ্নঃ পশ্চান্নিয়তিমৃচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

ঈশ্বরাদয় ইতি। ঈশ্বরত্বস্যাপি মায়াসাপেক্ষরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

শূন্যমবিদ্যমানম্ ॥ ৩০ ॥

অত্র অসতোঽপি কচনে দৃষ্টান্তভূতস্বপ্নং স্বানুভূতং যোঽপহ্নুতে অপলপতি স কুধীর্মেষপালঃ সন্ পশুভর্ত্তুর্মহামেষস্য সাক্ষাৎ স্বয়ং দৃষ্টং কুকং কোকনং কুকঃ। "কুক আদানে" ইত্যস্মাদ্যঞর্থে কঃ। বৃককর্ত্তৃকমাদানং তমপ্যপহ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

চিতো মায়াবিন্যাশ্চমৎকার এবাত্মা স্বরূপং যস্য তদেব জ্ঞে অকৃত্রিমং সন্মাত্রং ন জগদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অয়ং প্রপঞ্চধাতুশ্চিরস্থসংকল্পাত্মক এব সর্গপ্রলয়বিভ্রমো নান্যঃ। তস্য তাত্ত্বিকস্বভাবকচনং তত্ত্বজ্ঞানং ভ্রান্ত্যাকারেণ জৃম্ভণং ত্বজ্ঞানমিতি বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

মায়োপহিতব্রহ্মাত্ম ঝটিত্যেব দৃশ্যং ভূত্বা অকারণমেবোদেতীতি দৃষ্টম্। যথা দৃশ্যশূন্যে আত্মনি সুষুপ্তাদনন্তরং স্বপ্নো দৃষ্টঃ তদ্বৎ পশ্চাদর্থক্রিয়াব্যবস্থয়া কার্য্যকারণভাবাদিনিয়তিং ঋচ্ছতি গচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

কাকতালীয়বচ্চিত্ত্বাচ্চিতি দৃশ্যং প্রকাশতে।
স্বয়মেব স্বভাবস্থমাবর্ত্তাদি যথাম্বুধৌ ॥ ৩৫ ॥
ঈদৃশো নাম চিদ্ধাতুরয়মাকাশমাত্রকঃ।
যদিত্থং নাম কচতি জগদ্রূপেণ চিদ্বপুঃ ॥ ৩৬ ॥
তেন চিদ্রূপিণা পশ্চাৎ দৃশ্যেনাত্মনি কল্পিতাঃ।
সংজ্ঞাঃ স্মৃত্যাদিপৃথ্ব্যাদি বুদ্ধ্যাদিকলনাত্মিকাঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

এবং স্থিতে হে ভগবন্ বুদ্ধিসংস্কারতঃ স্মৃতিঃ।
ইতি কিং প্রাপ্যতে ব্রূহি সংবুদ্ধা যদি ন স্মৃতিঃ? ॥ ৩৮ ॥

অকস্মাদ্দৃশ্যস্ফুরণে নিমিত্তাপেক্ষা নাস্তীত্যাহ—কাকতালীয়বদিতি। স্বভাবস্থং চিৎস্বভাবমাত্রনিবন্ধনম্ ॥ ৩৫ ॥

স্বভাবমেব বিশদয়তি—ঈদৃশ ইতি ॥ ৩৬ ॥

প্রথমমবুদ্ধিপূর্ব্বদৃশ্যাকারপ্রতিভাসাদ্দৃশ্যভূতেন তেন চিদাত্মনা পশ্চাদাত্মনি অতীতমিতি ভাতে স্মৃত্যাদিকলনাত্মিকঃ বর্ত্তমানমিতি ভাতে চ পৃথ্ব্যাদিতদ্-বুদ্ধ্যাদিকলনাত্মিকাঃ সংজ্ঞাঃ কল্পিতাস্তথা চ সর্ব্বোঽপ্যয়ং তাৎকালিকপ্রতিভাসে অবিভক্তে বুদ্ধ্যাদিবিভাগঃ কল্পনামাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যদি তাৎকালিকপ্রতিভাসেম্বেব বিভাগসংজ্ঞাভেদকল্পনামাত্রং জগৎ তর্হি প্রতিভাসক্ষণমাত্রস্থায়ি জগদপ্রতিভাসকালে নাস্ত্যেবেতি ফলিতম্। তথাচ প্রতিভাসস্যোত্তরক্ষণে নাশে জগতোঽপি নাশাৎ ক্ষণভঙ্গবাদপ্রসঙ্গঃ। অস্তু নাম তথা মায়াময়ে জগতি স্থায়িত্বব্যবস্থাপনস্যাঽপি ব্রহ্মবিদঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি চেন্ন। লোকে স্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞাদেঃ পূর্ব্বানুভূতগোচরত্বনিয়মাধীনবেদশাস্ত্রাদি-প্রামাণ্যভঙ্গাপত্ত্যা ব্রহ্মবাদস্য মূলশৈথিল্যাপত্তেরিত্যাশয়েন রামঃ শঙ্কতে—এবং স্থিতে ইতি। এবং ত্বদুক্তরীত্যা তাৎকালিককল্পমাত্রত্বে জগতঃ স্থিতে পূর্ব্বোৎপন্নবুদ্ধেঃ প্রামাণিকাদনুভবাজ্জাতাৎ সংস্কারতঃ স্মৃতিঃ প্রত্যভিজ্ঞা চেতি সর্ব্বশিষ্টানুভবসিদ্ধো নিয়মঃ কিং প্রাপ্যতে কথং লভ্যতে। যদি স্মৃতিঃ প্রত্যভিজ্ঞা চ সংবুদ্ধা প্রাগনুভূতবিষয়িণী নাভ্যুপগম্যতে। অত্রোত্তরং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাম! ভিনদ্ম্যেনং প্রশ্নং সিংহ ইবেভকম্।
অভেদং স্থাপয়াম্যেকমালোকমিব ভাস্করঃ ॥ ৩৯ ॥
বিদ্যতে জগদাত্মেদং দৃশ্যং চিন্মাত্রকোটরে।
অনুৎকীর্ণা যথা বৃক্ষে বনস্থা শালভঞ্জিকা ॥ ৪০ ॥
উদ্ধরেদ্বৃক্ষতস্তক্ষা তদা চিচ্ছালভঞ্জিকাম্।
অদ্বিতীয়াচ্চিতিস্তম্ভাদুৎকীর্ণাঙ্কঃ করোতি তাম্ ॥ ৪১ ॥
স্তম্ভে জড়েন সা ব্যক্তিমনুৎকীর্ণেহ গচ্ছতি।
চিতি ত্বন্তর্গতা চিত্তাদেবাত্মন্যেব ভাত্যলম্ ॥ ৪২ ॥

তত্র ভগবান্ বসিষ্ঠ আক্ষেপং বহু মন্যমানঃ সমাধানং প্রতিজানীতে—শৃণ্বিতি। প্রশ্নমাক্ষেপং ভিনদ্মি যুক্ত্যা বিদারয়ামি। অভেদমদ্বৈতমাত্মতত্ত্বম্ ॥৩৯॥

ভবেদয়ং দোষো যদি প্রাগসদেব জগৎ ক্ষণিকপ্রতিভাসেন সহোৎপদ্যত ইতি বৌদ্ধরাদ্ধান্তাভ্যুপগমে। নন্থ তথা বয়মভ্যুপগচ্ছামঃ কিন্তু নিত্যব্রহ্মসত্তাত্মকমেব জগন্নিত্যচিদাত্মকেনৈব প্রতিভাসেন সদাভিব্যক্তিযোগ্যমপি অবিদ্যাবরণবিক্ষেপশক্তিবৈচিত্র্যচমৎকারেণ কদাচিদাবির্ভূতমিব তিরোভূতমিব ঘটপটাদ্যাকারবিশেষ ইব ছিন্নমিব ভিন্নমিব কারণৈরুৎপাদিতমিবাপরোক্ষমিবৈকমিব নানেব নানেব ভিন্নাভিন্নমিব ক্ষণিকমিব স্থায়ী বাতীতং বর্ত্তমানং ভবিষ্যদিবেত্যাদিনানাচমৎকারৈর্নিয়তৈশ্চানিয়তৈঃ সদৃশৈর্বিসদৃশৈশ্চাবভাসত ইতি। তত্র চ স্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞাদিকং সর্ব্বমুপপদ্যত এবেত্যাশয়েন। সমাধাতুমারভতে—বিদ্যতে ইত্যাদিনা। বনস্থেত্যানত্যন্দ্যোতনায় ॥ ৪০ ॥

উদ্ধরেত্তদাবরককাষ্ঠাবয়বনিরসনেন যথা প্রকটয়েত্তথা অদ্বিতীয়াৎ কর্ত্রাদিকারকশূন্যাচ্চিতিস্তম্ভাত্তাং জগচ্ছালভঞ্জিকাং সম্যগুৎকীর্ণাঙ্কস্তদন্যঃ করোতীত্যকারকত্বত্বাদ্দারুপ্রতিমাবৎ তদভিব্যক্তির্ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তর্হি সা কথং ব্যক্তিং গচ্ছতি তত্রাহ—চিতি ত্বিতি। তদধিষ্ঠানচিত্তাবরণনিবৃত্তৌ তাদৃশচিদ্বলাদেব চন্দ্রান্তর্গতো রাহুরিব আত্মনি চিদাত্মন্যেব অলং ভাতি ব্যক্তিং গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ভাসমানা ত্বনুৎকীর্ণ-দেহৈবাঽপি চ খাত্মিকা।
স্বরূপাদচ্যুতা চৈব চিন্মাত্রাদাত্মনি স্থিতা ॥ ৪৩ ॥
সর্গাদৌ সর্গকলনাঃ করোতি কলনাবতী।
সা চিৎস্বভাবতঃ স্বপ্নে খাত্মন্যন্যোদিতামিব ॥ ৪৪ ॥
আকাশ এব হৃদয়ে পরমাকাশরূপিণী।
সঙ্কল্পয়তি চিচ্ছাল-ভঙ্গিকাঃ স্বাত্মনাত্মনি ॥ ৪৫ ॥
ইয়ং ব্রহ্মকলা সেহ চিন্মাত্রকলনা ত্বিয়ম্।
ইয়ং চিতিরিয়ং জীবস্ত্বহঙ্কারস্ত্বসাবিতি ॥ ৪৬ ॥
ইয়ং বুদ্ধিরিয়ং চিত্তময়ং কাল ইদং নভঃ।
অয়ং সোঽহং ক্রিয়া চেয়মিদং তন্মাত্রপঞ্চকম্ ॥ ৪৭ ॥
ইন্দ্রিয়াণামিদং বৃন্দং পুর্য্যষ্টকমিদং স্মৃতম্।
ইহাতিবাহিকো দেহস্তথায়ঞ্চাধিভৌতিকঃ ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মাহং শঙ্করশ্চাহমুপেন্দ্রোঽহমহং রবিঃ।
ইদং বাহ্যমিদং চান্তরয়ং সর্গ ইদং জগৎ ॥ ৪৯ ॥

তর্হি সা প্রলয়সুষুপ্ত্যোরপি কিং ন ভাতীতি চেৎ সত্তাসামান্যাত্মনা ভাত্যেবেত্যাহ—ভাসমানা ত্বিতি। তু-শব্দঃ সর্গকালাদ্বিশেষদ্যোতনার্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্গাদাবপি সা চিৎ প্রথমং প্রাগুক্তনির্বিকল্পকলনাবতী সতী পশ্চাদ্বোক্তকা-দৃষ্টানুসারেণোদ্ভূতৈর্মনোবিকল্পৈর্বিচিত্রাঃ স্বর্গকলনাঃ করোতি। যথা স্বপ্নে অন্যোদিতাং কলনামিব হৃদয়ে সংকল্পয়তীতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

কথং কথং বিশেষবিভাগান্ সর্গাদৌ সংকল্পয়তি তৎ প্রপঞ্চয়তি—ইয়মিত্যাদিনা। ইয়ং ব্রহ্মকলা সত্তাসামান্যরূপা জগদ্বীজভূতা। ইহাস্যাং ব্রহ্মকলায়ামেব সেয়ং চিন্মাত্রকলনা সদা অনাবৃতস্বভাবা তৎপ্রতিবিম্বচিতিরিয়ম্। ইয়মেব প্রাণাদি-সংবলিতা জীবঃ অসাবভিমানবৃত্তিপ্রধানস্তু অহঙ্কারঃ ॥ ৪৬ ॥

অধ্যবসায়প্রধানা বুদ্ধিরিত্যাদ্যূহ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

ইহ এতৎসংঘাতে। অয়ং পঞ্চীকৃতভূতময়ঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

ইত্যাদিকলনাজালং চিদ্ব্যোমৈবাতিনির্ম্মলম্ ।
তস্মাৎ কৈতে পদার্থৌঘাঃ ক্ব স্মৃতিঃ ক্ব দ্বয়ৈকতে ॥ ৫০ ॥
অকারণকমেবেতি জগদাভোগিখণ্ডকঃ ।
সর্গাদৌ স্বপ্নবদ্ভাতি খে খাত্মৈব বিকারিবৎ ॥ ৫১ ॥
ব্যোম্ন্যেব কচতি ব্যোম চিন্ময়ে চিন্ময়ং হি যৎ ।
বুদ্ধং তদেব তেনৈব জগদ্বোধাৎ ক্ব তজ্জগৎ ॥ ৫২ ॥
ক্ব স্মৃতিঃ ক্ব চ বা স্বপ্নঃ ক্ব কালাঃ কলনাশ্চ কাঃ ।
চিদাভানমিদং ভাতি শান্তং শূন্যমিবাম্বরে ॥ ৫৩ ॥
যদন্তশ্চিদ্ঘনস্যাস্তি তদ্বহির্ভূততাং গতম্ ।
বস্তুতস্তু ন তদ্বাহ্যং নান্তঃ সন্মাত্রকাদৃতে ॥ ৫৪ ॥
নিরস্তাবয়বাচ্ছান্তাদনাখ্যাদ্ যৎ প্রবর্ত্ততে ।
অকারণং ভবেদ্ভূতং তদন্ধাঃ ! কথমন্যথা ॥ ৫৫ ॥
তস্মাদ্যাদৃক্ পরং ব্রহ্ম তাদৃগ্ দৃশ্যমিদং পরম্ ।
যদেব চিন্নভঃ স্বপ্নে তদেব স্বপ্নপত্তনম্ ॥ ৫৬ ॥
ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চনাপীদং দৃশ্যমস্তি মনাগপি ।
ক্ব রজঃ পূর্ণজলধৌ ক্ব দৃশ্যং পরমাম্বরে ॥ ৫৭ ॥

ইত্যাদি সর্ব্বং কলনাজালমতিনির্ম্মলং চিদ্ব্যোমৈব ন ততোঽন্যদণুমাত্রমপীত্যর্থঃ । স্মাদজ্ঞকল্পিতা জড়পদার্থৌঘা এতে ক্ব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি অনয়া রীত্যা ॥ ৫১-৫২ ॥

যদৈকমেব চিদ্ব্যোম তদা প্রপঞ্চিতবিভাগা ন সন্ত্যেবেতি ফলিতমিত্যাহ—ক্বতি ॥ ৫৩ ॥

অন্তর্যদস্তি অন্তর্গতা যা সত্তেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

হে অন্ধাঃ বাদিনঃ, অকারণং তদ্ভূতমুৎপন্নং কথং ভবেৎ । তৎকূটস্থং চ অন্যথা বিকারঃ কথম্ ॥ ৫[illegible] ॥

তস্মাৎ স্বভ্রান্তিগৃহীতং জগতো জাড্যাদিস্বভাবং পরিত্যজ্য শুদ্ধচিন্মাত্রস্বভাবো-[illegible]ক্রিয়তামিত্যাহ—তস্মাদিতি ॥ ৫৬ ॥

রজশ্চিজ্জলানাদ্রর্মণুমাত্রম্ ॥ ৫৭ ॥

তচ্চেদং ভাতি বা কিঞ্চিৎ তচ্চিন্মাত্রমচেত্যকম্ ।
অকচৎ স্বেব সংশান্তমাত্মনীত্থমবস্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥
পূর্ণাদ্বৈ ব্রহ্মণঃ পূর্ণমপ্যনুদ্ধৃতমুদ্ধৃতম্ ।
ইবেদং ভাতি ভারূপমাভানং পরমাত্মকম্ ॥ ৫৯ ॥
ইত্থং ময়ি প্রকথয়ত্যনুভূয়মান-
মপ্যুচ্চকৈর্বত জনস্য বিমূঢ়তান্তঃ ।
স্বপ্নে জগদ্বপুষি জাগ্রদিতি প্রতীতিং
নাদ্যাপি যৎ ত্যজতি নাম বিদন্নপি দ্রাক্ ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে শালভঞ্জিকোপদেশো
নামাষ্টষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৮ ॥

যতঃ অচেত্যকমতোঽকচৎ অপ্রকাশয়দেব স্বমাত্রপ্রকাশং সদ্ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥

উক্তেঽর্থে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্" ইতি শ্রুতিং স্মারয়তি—পূর্ণাদিতি। পরমাত্মৈব পরমাত্মকম্ ॥ ৫৯ ॥

এতাবদ্বিস্তৃতেনাপ্যহমাবর্ত্তিতে নাপ্যুপদেশেন কাংশ্চিন্মন্দাধিকারিজনান-প্রবুদ্ধান্ লিঙ্গৈরুপলক্ষ্য ভগবাংস্তাননুশোচন্নাহ—ইত্থমিতি। ময়ি স্বয়মনুভূয়মানম্ আত্মতত্ত্বম্ ইত্থং বিশদতরং পুনঃ পুনরত্যুচ্চকৈঃ প্রকথয়তি সত্যপি মন্দাধিকারি-জনস্যান্তর্গতা বিমূঢ়তা স্বপ্নপ্রায়ে জগদ্বপুষি ইদং জাগ্রৎসত্যমেবেতি প্রতীতিমদ্যাপি ন সংত্যজতি। বতেতি খেদে। বিদন্নপ্যধিকারী দ্রাক্ ঝটিতি তাং ন ত্যজতি। নামেতি মোহপ্রাবল্যপ্রসিদ্ধৌ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
অষ্টষষ্ট্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ন সুখায় সুখং যস্য দুঃখং দুঃখায় যস্য নো।
অন্তর্মুখমতের্নিত্যং স মুক্ত ইতি কথ্যতে ॥ ১ ॥
যস্য ন স্ফুরতি প্রজ্ঞা চিদ্ব্যোমন্যচলস্থিতেঃ।
প্রসৃতেষ্বিব ভোগেষু স মুক্ত ইতি কথ্যতে ॥ ২ ॥
চিন্মাত্রাত্মনি বিশ্রান্তং যস্য চিত্তমচঞ্চলম্।
তত্রৈব রতিমায়াতং স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৩ ॥
পরমাত্মনি বিশ্রান্তং যস্য ব্যাবৃত্ত্য নো মনঃ।
রমতেঽস্মিন্ পুনর্দ্দৃশ্যে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ন সুখায় সুখং যস্য দুঃখং দুঃখায় যস্য নো।
জড়মেব মুনে! মন্যে মানবং তমচেতনম্ ॥ ৫ ॥

ভূয়ো বিশ্রান্তচিত্তস্য জীবন্মুক্তস্য ভূরিশঃ।
লক্ষণান্যভিধীয়ন্তে সুপ্তিশ্চাত্মবতঃ সদা ॥

যস্তবোধো মন্দাধিকারিণাং ত্বয়া লিঙ্গৈরুপলক্ষিতস্তর্হ্যবোধাপগমঃ কৈর্লিঙ্গৈ-র্জ্ঞায়তে ইতি মুক্তলক্ষণজিজ্ঞাসূন্ রামাদীন্ প্রতি তানি ভগবান্ বসিষ্ঠ আহ—ন সুখায়েত্যাদিনা। সুখং সুখসাধনবিষয়জাতম্। অন্তর্মুখী প্রত্যগাত্মাসক্তা মতির্যস্য ॥ ১ ॥

ন স্ফুরতি ন সঞ্চলতি—প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ। যথা অজ্ঞানাং বুদ্ধিঃ প্রসৃতেষু ভোগেম্বাসক্তা ততো ন চলতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্লোকদ্বয়ার্থং স্ফুটমাহ—চিন্মাত্রাত্মনীতি ॥ ৩ ॥

তত্রৈবেত্যেবকারার্থং বিবৃণোতি—পরমাত্মনীতি ॥ ৪ ॥

আদ্যশ্লোকোক্তলক্ষণস্য জড়োন্মত্তমূর্চ্ছিতেষু রামঃ ব্যভিচারং শঙ্কতে—ন সুখায়েতি ॥ ৫ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

চিদ্ব্যোম্নৈকান্তনিষ্ঠত্বাৎ প্রযত্নেন বিনা সুখম্।
ন বেত্তি শুদ্ধবোধাত্মা যঃ স বিশ্রান্ত উচ্যতে ॥ ৬ ॥
সর্ব্ব এব পরিক্ষীণাঃ সন্দেহা যস্য বস্তুতঃ।
সর্ব্বার্থেষু বিবেকেন স বিশ্রান্তঃ পরে পদে ॥ ৭ ॥
যস্য কস্মিংশ্চিদপ্যর্থে ক্বচিদ্রসিকতাস্তি নো।
ব্যবহারবতোঽপ্যন্তঃ স বিশ্রান্ত উদাহৃতঃ ॥ ৮ ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
যথা প্রাপ্তং বিহরতঃ স বিশ্রান্ত ইতি স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥
অবিশ্রামে নিরালম্বে দীর্ঘে সংসারবর্ত্মনি।
চিত্ত্বাদাত্মনি বিশ্রান্তিঃ প্রাপ্তা যেন জয়ত্যসৌ ॥ ১০ ॥
ধাবিত্বা যে চিরং কালং প্রাপ্তবিশ্রান্তয়ঃ স্থিতাঃ।
তে সুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে ব্যবহারপরা অপি ॥ ১১ ॥
তে হি চেত্যচিদাভাস-নভস্যাভান্তি ভাময়াঃ।
ভাস্করা উদিতা নিত্যং নেহ তিষ্ঠন্তি তে ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অন্তর্মুখমতেরিতি। তত্র বিশেষণেনৈব ব্যভিচারস্য নিবারিতত্বান্ন কশ্চিদ্দোষ ইত্যাশয়েন বসিষ্ঠস্তত্তাৎপর্য্যং বিশদয়ন্নুত্তরমাহ—চিদ্ব্যোমেতি। ন সুখায়েত্যত্র বা প্রযত্নেন বিনেতি বিশেষণীয়মিত্যাশয়েনাহ—প্রযত্নেনেতি ॥ ৬ ॥

লক্ষণান্তরাণ্যাহ—সর্ব্ব এবেত্যাদিনা। সর্ব্বার্থেম্বিতি। সর্ব্বসন্দেহানাম-জ্ঞানমূলত্বান্তাজ্ঞানক্ষয়েণ সর্ব্বসন্দেহক্ষয়োপপত্তেরিতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইতি ॥ ৭ ॥

রসিকতা রাগবত্তা। চিত্ত্বাচ্চিন্মাত্রতত্ত্বদর্শনাৎ ॥ ৮-১০ ॥

ধাবিত্বা চিরং ভ্রমিত্বা ধাবনশ্রমনিবারণায় সুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে। তথাচ বিষয়েম্বধাবনমেব স্পষ্টং তল্লক্ষণমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

চেত্যচিদাভাসৌ দৃশ্যদ্রষ্টারৌ তদুভয়শূন্যে নভসি স্বচিত্তাকাশে ভাময়াঃ শুদ্ধচিদ্রূপা ভাস্বরা উদিতা ভান্তি। ইহ সংসারে ॥ ১২ ॥

সদেহা ব্যবহারস্থা অপি সুপ্তা ইবোত্তমাঃ।
প্রক্ষীণা ইব লক্ষ্যন্তে জড়াভা ন তু তে জড়াঃ ॥ ১৩ ॥
সুপ্তা ইবেহ শয্যাসু যে স্বপ্ননগরে স্থিতাঃ।
সুপ্তা ইতি ত উচ্যন্তে ন তু তে জড়তাং গতাঃ ॥ ১৪ ॥
দীর্ঘাধ্বপরিবিশ্রান্তো বিশ্রান্তো ন দদাতি যঃ।
বাক্যং স সুখমৌনস্থঃ প্রোচ্যতে ন জড়াকৃতিঃ ॥ ১৫ ॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানামবিদ্যাতমময়াত্মিকা।
পরো বোধঃ পরা শান্তিস্তত্রাসৌ সমমাস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
যস্মিন্ জাগ্রতি ভূতানি দৃশ্যেঽস্মিন্ দুঃখদায়িনি।
তত্রাসৌ সততং সুপ্তস্তং ন পশ্যত্যসৌ সুখী ॥ ১৭ ॥
যঃ কর্ম্মৌঘমনাদৃত্য স্বাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
স আত্মারাম ইত্যুক্তো ন জড়োঽসৌ রঘূদ্বহ! ॥ ১৮ ॥
দুঃখাদতিগতঃ সোঽস্মাৎ প্রাপ্তঃ পারং ভবাম্বুধেঃ।
তিষ্ঠত্যনুভবন্ ভব্যো বিশ্রান্তিসুখমাত্মনি ॥ ১৯ ॥

প্রক্ষীণা বিদেহা ইব লক্ষ্যন্তে। জড়াভা মুগ্ধসদৃশাঃ ॥ ১৩ ॥

সুপ্তা ইতি পদতাৎপর্য্যং বিবৃণোতি—সুপ্তা ইবেত্যাদিনা আসর্গসমাপ্তেঃ। জড়তাং নিদ্রাপরবশতাম্ ॥ ১৪ ॥

কেনাংশেন তর্হি সুপ্তসাম্যমিতি চেদ্বিশ্রান্তিমৌনাভ্যামিত্যাহ—দীর্ঘেতি। পরিভ্রমণাদ্বিশ্রান্তো নিবৃত্তঃ। বিশ্রান্তো গতশ্রমঃ সন্ যো ন দদাতি নোচ্চারয়তি বহির্ম্মুখেভ্যঃ ॥ ১৫ ॥

উলূকপ্রায়াণামবিদ্যান্ধকারে ব্যবহারবতাং সর্ব্বভূতানাং যা তদস্তমময়াত্মিকা নিশা স পরো বোধঃ। সমম্ একরসম্ ॥ ১৬ ॥

সুপ্ত ইত্যস্য বিবরণং তন্ন পশ্যতীতি। তথা চ ভগবতা গীতাসু যা নিশেতি শ্লোকে লক্ষণদ্বয়ং দর্শিতমিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসোঽপি তল্লক্ষণমিত্যাহ—য ইতি ॥ ১৮-১৯ ॥

দীর্ঘাধ্বনি পরিশ্রান্তো বিষয়ৈশ্চতুরৈশ্চিরম্ ।
ভোগভাবাতুরঃ ক্রূরৈঃ প্রোথিতঃ পথি ডামরৈঃ ॥ ২০ ॥
জরাতুষারাশনিভির্ভূয়ো ভূয়ো জড়ীকৃতঃ ।
জন্মজঙ্গলসারঙ্গো ব্যর্থব্যগ্রবিহারবান্ ॥ ২১ ॥
পরমাত্মা পরিক্রান্তো দুঃখকণ্টকসঙ্কটে ।
সুদুষ্প্রাপসুখচ্ছায়ে পান্থঃ সংসারবর্ত্মনি ॥ ২২ ॥
দুষ্কৃতৈঃ কৃতপাথেয়ো লুঠন্ ক্ষীণঃ পদে পদে ।
অর্থানর্থময়ৈর্মার্গৈঃ সঙ্কটৈর্বিবশীকৃতঃ ॥ ২৩ ॥
সংসারজলধেঃ পারং প্রাপ্য ভূতবিবর্জ্জিতম্ ।
অশয্যোঽতিপ্রমাবুদ্ধঃ স শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ২৪ ॥
অপসর্পং নিরস্তেহহমস্বপ্নমসুষুপ্তকম্ ।
প্রবুদ্ধমবহির্নিদ্রং হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ২৫ ॥

ধাবিত্বা যে চিরং কালমিতি শ্লোকার্থং প্রপঞ্চয়তি—দীর্ঘাধ্বনীত্যাদিনা। বঞ্চনচতুরৈর্বিষয়ৈশ্চিরং ডামরৈর্দেশোপপ্লবৈর্ভোগসামগ্রীলুণ্ঠৈনৈরিব প্রোথিতঃ প্রস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

জরালক্ষণহিমাশনিভির্জড়ীকৃতো ব্যবহারাক্ষমঃ কৃতঃ ॥ ২১ ॥

পরম্ আত্মনা স্বেনৈবাসহায়েন পরিক্রান্তশ্চলিতঃ ॥ ২২ ॥

দুষ্কৃতৈঃ পাপার্জ্জিতধনৈঃ। পদে পদে ক্ষীণঃ পতিতঃ সন্ লুঠন্ ॥ ২৩॥

এবং শ্রান্তোঽয়ং দৈবাৎ সাধনসম্পত্ত্যা সচ্ছাস্ত্রসদ্গুরুপ্রসাদাদতিপ্রময়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ প্রবুদ্ধঃ সন্ সংসারজলধেঃ পারং প্রাপ্য স আত্মবানশয্যঃ শয্যারহিতোঽপি সুখং শেতে ইতি সর্ব্বেষামন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

শয়নার্থিভিঃ সর্প্যন্তে উপসৃপ্যন্তে ইতি সর্পাণি গৃহাপবরকপ্রাসাদপর্য্যঙ্কাদীনি তদ্রহিতং যথা স্যাত্তথা নিরস্তেহং প্রাণাদিচেষ্টারহিতং যথা স্যাত্তথা প্রবুদ্ধমাত্মস্বরূপে জাগরূকতা যথা স্যাৎ তথা স্বরূপবহির্ভূতনিদ্রাখ্যবস্ত্বন্তররহিতং চ যথা স্যাৎ তথা শেতে। হা ইত্যাশ্চর্য্যে ॥ ২৫ ॥

জাত্যশ্ববদিহাজাতিরশ্নন্ গচ্ছন্ শ্বসন্ বদন্ ।
লোকমধ্যে মহারণ্যে হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ২৬ ॥
অপূর্ব্বৈব ঘনা নিদ্রা কাপি সা তত্ত্বদর্শিনাম্ ।
যা ন শাম্যতি কল্পাভ্র-রবৈর্নাঙ্গ ! বিকর্ত্তনৈঃ ॥ ২৭ ॥
অপূর্ব্বৈব ঘনা নিদ্রা কাপি সা তত্ত্বদর্শিনাম্ ।
প্রবুদ্ধানামপি হি যা নিমীলয়তি দৃগ্ দৃশৌ ॥ ২৮ ॥
অনিমীলিতনেত্রস্য যস্য বিশ্বং প্রলীয়তে ।
স ক্ষীবঃ পরমার্থেন হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ২৯ ॥
বিনিগীর্য্য জগৎ সর্ব্বং পরমাং পূর্ণতাং গতঃ ।
আতৃপ্তেরমৃতং পীত্বা হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩০ ॥
নিরানন্দমহানন্দী সুখমদ্বৈতমক্ষয়ম্ ।
নিরালোকমহালোকো হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩১ ॥
লোভান্ধকারোপরমো লোকলম্পটতাং গতঃ ।
অঘনত্বঘনাভোগো হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩২ ॥
অনন্তদুঃখমাশান্তমশান্তং জনতাস্থিতৌ ।
অবহির্মুখমাভোগি হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩৩ ॥

জাত্যশ্বো হ্যশ্নন্ গচ্ছংস্তিষ্ঠংশ্চ সদৈব নিদ্রাতি সমরে এব কেবলং জাগর্ত্তীতি লোকপ্রসিদ্ধের্জাত্যশ্ববদিত্যুক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

অপূর্ব্বা অলৌকিকী । তত্রোপপত্তির্যেতি ॥ ২৭ ॥

দৃগ্ দৃশো চিন্মাত্রদর্শনে প্রবুদ্ধানামপি যা প্রমীলয়তি বাহ্যেন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। অথবা ব্যবহারে প্রবুদ্ধানামপি যা দৃশাং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং দৃশিঃ রূপাদিদর্শনং তদ্বিষয়ে প্রমীলয়তি সংবৃণোতি ॥ ২৮ ॥

পরমার্থেন স ক্ষীবো ন তু মদেন ক্ষীবঃ ॥ ২৯ ॥

অমৃতমপরিচ্ছিন্নানন্দরসম্ ॥ ৩০ ॥

নিরালোকে আলোকান্তরাভাবে স্বাত্মনি মহানালোকঃ প্রকাশো যস্য ॥ ৩১ ॥

অঘনত্বে অমূর্ত্তানন্দরসে ঘন আভোগ আস্বাদো যস্য ॥ ৩২ ॥

দুঃখমা দুঃখানুভবস্তদ্বিষয়ে শান্তমুপরতম্ । জনতাস্থিতৌ বর্ণাশ্রমোচিত-

অণীয়সামণীয়াংসং স্থবিষ্ঠঞ্চ স্থবীয়সাম্ ।
কৃত্বাত্মানং নভঃশয্যং হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩৪ ॥
পরমাণৌ পরমাণৌ জগৎকোটিশতান্যপি ।
অণৌ স্থূলে দধদ্দেহে হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩৫ ॥
কুর্ব্বন্ সংহারসর্গৌঘানকুর্ব্বংশ্চ কথঞ্চন ।
পরমালোকশয্যায়াং হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩৬ ॥
সংসারনিচয়স্বপ্নং পরিজ্ঞায় সুষুপ্ততাম্ ।
নয়ন্ প্রকটদিগ্দীর্ঘাং হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বেষাং জগদর্থানাং সত্তাসামান্যতাং গতঃ ।
আকাশাদধিকো ব্যাপী হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩৮ ॥
অচ্ছাচ্ছমম্বরং কৃত্বা জগদপ্যম্বরীকৃতম্ ।
শান্তশব্দপরশ্বাসং হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৩৯

ব্যবহারে লোকসংগ্রহার্থমশাস্ত্রমনুপরতম্ । অবহির্মুখং বাহ্যার্থানাসক্তম্ । আন্তরসুখাভোগি । ক্রিয়াবিশেষণানি সর্ব্বাণি ॥ ৩৩ ॥

নভশ্চিদাকাশ এব শয্যা যস্য তথাবিধং কৃত্বা ॥ ৩৪ ॥

সৌক্ষ্ম্যাদণৌ বিভুতয়া স্থূলে চ চিদ্দেহে । প্রতিপরমাণু জগৎকোটিশতান্যনন্তানি জগন্তি দধদ্ধারয়ন্ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

পূর্ণপ্রকাশেন প্রকটা দিশ ইব দীর্ঘামপরিচ্ছিন্নামিতি যাবৎ ॥ ৩৭ ॥

সদ্রূপেণ সর্ব্বত্রানুগমাৎ সত্তাসামান্যতাম্ । আকাশাদিতি । "জ্যায়ানাকাশাৎ" ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

আদৌ প্রবিলাপনেনাম্বরীকৃতমাকাশতাং নীতং জগৎ অচ্ছাদব্যাকৃতাকাশাদপ্যচ্ছং চিদম্বরং কৃত্বা শান্তৌ শব্দশ্চ পরশ্বাসঃ প্রশ্বাসশ্চ যস্মিন্ কর্ম্মণি তথা । অম্বরীকৃতং প্রাবারীকৃতং জগদপ্যাচ্ছাদ্য শান্তঘুর্ঘুরাশব্দপ্রশ্বাসং শেতে ইত্যুত্তানার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ইদমস্মজ্জগৎ পশ্যন্ স্বয়মাকাশকোণকে ।
বিশদাকাশকোশাত্মা হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৪০ ॥
যথা প্রবাহসংপ্রাপ্ত-ব্যবহারমনোরম-
তৃণ্যাস্তরণবিশ্রান্তো হা শেতে সুখমাত্মবান্ ॥ ৪১ ॥
পরমেণ স্বযত্নেন পরিজ্ঞানাৎ স্বরূপিণা ।
স্বপ্নসন্দর্শনেনৈব জীবন্ খমিব খেন খে ॥ ৪২ ॥
জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ গগনসন্নিভান্ ।
জ্ঞেন যত্নেন সম্বুদ্ধঃ পরমাম্বরতাং গতঃ ॥ ৪৩ ॥
প্রবুদ্ধঃ সুপ্তঃ সুপ্তোঽপি প্রবুদ্ধো রমতেঽনিশম্ ।
সুষুপ্তোঽভূৎ ততো জাগ্রৎস্বপ্নার্থসুহৃদা সহ ॥ ৪৪ ॥

স্বয়ং প্রত্যগাত্মভূতো যশ্চিদাকাশস্তৎকোণকে স্বপ্নমিব ইদং জগৎ স্বপ্নাভাসমিব ন্ ॥ ৪০ ॥

ব্যবহারলক্ষণে মনোরমে তৃণানাং সমূহস্তৃণ্যা কটস্তদাস্তরণে বিশ্রান্ত ইত্যে- পর্য্যন্তং সমস্তম্ একং পদম্ ॥ ৪১ ॥

যথা জাগরূকস্য নিদ্রানুভূতস্বপ্নস্য পরমেণ প্রযত্নেনানুসন্ধানাৎ স্মৃতিযোগ্য- ।পতা তথা কথঞ্চিৎ পরমেণ প্রযত্নেন স্বপরপ্রযত্নেন চিত্তমীষদ্বহির্মুখীকৃত্য হৃব্যবহারপরিজ্ঞানাৎ আপাততঃ স্বরূপবতা দেহাদিনা জীবন্ । যথা নিরবকাশে তুমশক্যং খং খাত্মকেনৈব দ্বিতীয়মিব কল্পিতেন লব্ধাবকাশং খে আকাশস্বরূপে বতি সত্তাং লভতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

আকাশকল্পেন স্বরূপজ্ঞানেন 'অত্যন্তাসত্ত্বাদ্গগনসন্নিভান্ জীবজগল্লক্ষণান্ধর্ম্মান্ ম্ন জ্ঞেন প্রযত্নাপাদিতজ্ঞাতৃভাবেন স্বস্যৈব যঃ সংবুদ্ধঃ সম্যগ্ বুদ্ধবান্ । তিবুদ্ধি" ইতি কর্ত্তরি ক্তঃ ॥ ৪৩ ॥

এবং জীবন্মুক্তস্যাজ্ঞবিষয়ে স্বাপমুপবর্ণ্য পরমার্থে সদা প্রবুদ্ধতামাহ—প্রবুদ্ধসুপ্ত তি । প্রবুদ্ধঃ তত্ত্ববিৎ এবং রীত্যা সদা সুপ্তোঽপি লোকপ্রসিদ্ধয়োঃ প্রবোধ- াপয়োর্লোকবদেব প্রবুদ্ধঃ সুপ্তশ্চ সন্ জাগ্রৎস্বপ্নার্থভোগে সহায়ভূতেন বক্ষ্যমাণেন হৃদা সহ অনিশং রমতে । ততঃ সুষুপ্তস্য সংস্তেন সহৈব সুষুপ্তোঽভূদিত্যর্থঃ ॥৪৩॥

জন্মান্তরৈকসহবাসসমাশয়েন
চিত্তানুবৃত্তিমধুরেণ চিরন্তনেন।
মিত্রেণ সার্দ্ধমখিলানি দিনানি নীত্বা
বিশ্রান্তিমেষ্যতি পদে পরমে চিরং সঃ ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে বিশ্রান্ত-চিত্তবর্ণনং নামৈকোনসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৯ ॥

যাবৎ প্রারব্ধভোগং তেন সুহৃদা সহ ক্রীড়িত্বা তস্য তদন্তে বিদেহমুক্তিমাহ—জন্মান্তরেতি। স জীবন্মুক্তো জন্মান্তরেষু একতয়া চিরসহবাসপ্রযুক্তস্নেহাতিশয়াদিব সর্ব্বং স্ববৈষম্যং পরিত্যজ্য সমাশয়েন সমচিত্তেন অতএব চিত্তাভিঃ শমদমতিতিক্ষা-জ্ঞানবৈরাগ্যসন্তোষাদ্যনুবৃত্তিভির্মধুরেণ উত্তরত্র বক্ষ্যমাণেন চিরন্তনেন মিত্রেণ সার্দ্ধমখিলান্যায়ুঃশেষদিনানি বক্ষ্যমাণরমণেন নীত্বা পরমে নিরতিশয়ানন্দে বিদেহকৈবল্যপদে বিশ্রান্তিমেষ্যতি প্রাপ্স্যতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে একোনসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৬৯ ॥

সপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

ব্রহ্মন্! কোঽস্য সুহৃদ্ ব্রূহি যেনাসৌ রমতে সহ।
রমণং কিংস্বভাবং স্যাদুত রত্যাত্ম বাস্য তৎ? ॥ ১ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

প্রবাহে হিতং নাম স্বপ্রায়ে হিতনাম চ।
স্বকর্ম্ম নাম চাস্যাস্তে মিত্রমেকমকৃত্রিমম্ ॥ ২ ॥
পিতৃবদ্বিহিতাশ্বাসং দারা ইব নিযন্ত্রণম্।
সঙ্কটেষু দুরন্তেষু নিত্যমব্যভিচারি চ ॥ ৩ ॥
অশঙ্কিতোপচরণং সুসম্পাদিতনির্ব্বৃতি।
কোপেম্বকোপনতয়া বিতীর্ণাবর্জ্জনামৃতম্ ॥ ৪ ॥

সুহৃৎস্বকর্ম্মনামাত্র পুত্রস্ত্রীভৃত্যসংযুতঃ।
তদ্‌গুণাশ্চোপবর্ণ্যন্তে রমণং চ সুখোদয়ম্ ॥

অস্য জীবন্মুক্তস্য তেন সুহৃদা সহ যদ্রমণং তৎ কিংস্বভাবঃ স্বাত্মস্বরূপাবস্থিতিরেব বা স্যাদুত রতিঃ রম্যেষু ভোগস্থানেষু বিহারপ্রযুক্তা প্রীতিস্তদাত্মকমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রবাহে হিতং সহজং কর্ম্ম প্রায়েহিতং লোকসংগ্রহার্থং শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম স্বপ্রযত্নাভ্যস্তং সচ্ছাস্ত্রাভ্যাসবিচারসৎসঙ্গশমদমতিতিক্ষোপরমশৌচসন্তোষেশ্বরপ্রণিধানসংযমাদিস্বকর্ম্মেতি ত্রিবিধমনিন্দ্যমনিষিদ্ধং কর্ম্মৈকমেব ত্রিভির্নামভিরুপাধিভেদাদ্ব্যপদিশ্যতে। অতএবৈকং মিত্রমিত্যুক্তিঃ ॥ ২ ॥

তস্য সুহৃদো গুণানাহ—পিতৃবদিত্যাদিনা। অকার্য্যবিষয়ে লজ্জানিয়ন্ত্রণমব্যভিচারি চ ॥ ৩ ॥

বিতীর্ণমাবর্জনং সাম্না সমাধানং তল্লক্ষণমমৃতং যেন ॥ ৪ ॥

দুর্গদুর্গমদুর্ব্বার-দোষোদ্ধরণতৎপরম্ ।
সর্ব্ববিশ্বাসরত্নানাং কোশ আশৈশবোষিতম্ ॥ ৫ ॥
সহ পাংশুকৃতাক্রীড়মাবাল্যাদেব সঙ্গতম্ ।
বিনিবারিতদুশ্চেষ্টং পিতৃবদ্রক্ষণোন্মুখম্ ॥ ৬ ॥
বহ্নেরিবৌষ্ণ্যং সৌগন্ধ্যং কুসুমস্যেব সর্ব্বদা ।
অবিনাভাবি বিমলং রবেরিব চ বাসরম্ ॥ ৭ ॥
লালনৈকরতং নিত্যং পালনৈকপরায়ণম্ ।
সর্ব্বসঙ্কটসঙ্ঘট্ট-রক্ষণৈকসমুদ্যতম্ ॥ ৮ ॥
হেম্নোঽগ্নিরিব দেহস্য সর্ব্বাবস্থস্য শুদ্ধিদম্ ।
ইদং হেয়মুপাদেয়মিতি দর্শনতৎপরম্ ॥ ৯ ॥
আহ্লাদকমনিন্দ্যাভিঃ কথাভিরিব নাগরম্ ।
সচ্চেষ্টামাণিমাণিক্য-ভাণ্ডসম্ভারমন্দিরম্ ॥ ১০ ॥
সূর্য্যস্তম ইবাজস্রমপ্রদর্শয়দপ্রিয়ম্ ।
অনুরক্তা মহেলেব প্রিয়মেব প্রদর্শয়ৎ ॥ ১১ ॥
জনং প্রিয়ংবদং কুর্ব্বৎ প্রিয়মেব সমাচরৎ ।
পেশলং মধুরং স্নিগ্ধমক্ষুব্ধমুদিতাশয়ম্ ॥ ১২ ॥

এবং দুর্গেষু দুর্গমেষু মার্গেষু দুর্বারবৈরকলহাদিদোষেষু ন মজ্জনে প্রসক্তে উদ্ধরণতৎপরম্ । অনেকজন্মাভ্যাসানুবৃত্তত্বাদাশৈশবোষিতম্ ॥ ৫ ।

তদেবাভিপ্রেত্যাহ—সহেত্যাদিনা ॥ ৬-৮ ॥

সর্ব্বাবস্থস্য অশুচিস্পর্শভক্ষণাদিনা অশুদ্ধাবস্থস্যাপি । দর্শনে বিবিচ্যপ্রদর্শনে তৎপরম্ ॥ ৯ ॥

নাগরং নগরাভিজ্ঞনং চতুরমিবেতি যাবৎ । সচ্চেষ্টাঃ শুভা বাঙ্মনঃকায়-চেষ্টাস্তল্লক্ষণানাং মণিমাণিক্যানাং ভাণ্ডসম্ভারমন্দিরং কোশগৃহম্ ॥ ১০ ॥

অপ্রদর্শয়ৎ দূরতো নিরস্যদিত্যর্থঃ । মহেলা মহিলেব ॥ ১১ ॥

উদিতাশয়মপ্রমাদি ॥ ১২ ॥

লোকোপচারকং পূজ্যং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষণম্।
কামোপশান্তং সদ্রূপং পরমার্থৈককারণম্ ॥ ১৩ ॥
রণেঽজ্ঞানসমুদ্ভূতে পূর্ব্বং প্রহরণোদ্যতম্।
অপূর্ব্বনর্মনির্ম্মাণ-লীলাললনলালকম্ ॥ ১৪ ॥
পালকং শীলসারাণাং দারাণাঞ্চ কুলস্য চ।
আধিব্যাধিপরীতস্য চেতসোঽমৃতমৌষধম্ ॥ ১৫ ॥
বিশেষবিদ্যাবৈদগ্ধ্য-বাদবন্দ্যবিনোদনম্।
সমানকুলশীলত্বাদ্দ্বিধাভাব ইব স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
অনুরক্তান্ নৃপান্ সাধূন্ বদান্যান্ কারয়ৎ সদা।
যজ্ঞদানতপস্তীর্থ-ন্যায়ার্থপ্রেরণোন্মুখম্ ॥ ১৭ ॥
পুত্রদারদ্বিজাতিস্ত্রী-ভৃত্যবন্ধুজনৈঃ সহ।
শুভভোজনপানার্হমুত্তমশ্লাঘ্যসঙ্গতি ॥ ১৮ ॥
ভোগাদিবদ্ধতৃষ্ণত্বং দুঃখদং বিনিবারয়ৎ।
সুস্নিগ্ধসঙ্কথোদারং সমাশ্বাসোত্তমাস্পদম্ ॥ ১৯ ॥

লোকানাং সংগতসজ্জনানামুপচারকং শুশ্রূষকম্। কামেভ্য উপশান্তমতএব সতাং রূপমিব রূপং যস্য সদ্রূপম্ ॥ ১৩ ॥

অজ্ঞানেভ্যো জনেভ্যো দৈবাৎ সমুদ্ভূতে রণে সংপ্রহারে পূর্ব্বং প্রহরণে উদ্যতমতিশূরমিতি যাবৎ। অপূর্ব্বৈর্লোকোত্তরৈর্নর্মনির্মাণৈঃ ক্রীড়াহাস্যাদি-কৌতূহলনির্ম্মাণৈর্লীলয়া ললনৈশ্চ লালকং বিলাসয়িতৃ ॥ ১৪ ॥

অমৃতবদুজ্জীবনমৌষধমিব রাগহরং চ ॥ ১৫ ॥

বিশেষতো বিদ্যাবৈদগ্ধ্যেন পাণ্ডিত্যেন বাদৈশ্চ বন্দ্যানামুৎকৃষ্টানাং প্রভুগুরু-মান্যাদীনাং বিনোদনং কৌতুকাবহম্। কচিৎ, সমানকুলশীলত্বাদ্বিভাগেন দ্বিধাভাবে স্থিতমিব ॥ ১৬ ॥

নৃপাদীননুরক্তান্ কৃত্বা বদান্যান্ দানশৌণ্ডান্ কারয়ৎ। সদেতি দেহলীদীপক-ন্যায়েনোভয়ত্র সংবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

উত্তমৈঃ শ্লাঘ্যৈর্মহদ্ভিঃ সহ সঙ্গতির্যেন ॥ ১৮-১৯ ॥

ঈদৃশেনাত্মমিত্রেণ সকলত্রেণ সংযুতঃ।
স্বকর্ম্ম নাম্না রমতে স্বভাবেনৈব নেরিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

কলত্রমস্য মিত্রস্য তদীয়স্য মুনীশ্বর।
কিং তৎ কিং রূপমেব স্যাৎ সমাসেনৈব মে বদ ॥ ২১ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

স্নানদানতপোধ্যান-নামানোঽস্য মহামতে।
সন্তি পুত্রা মহাত্মানঃ স্বনুরক্তাখিলপ্রজাঃ ॥ ২২ ॥
চন্দ্রলেখেব লোকস্য দৃষ্ট্যৈবাহ্লাদদায়িনী।
অবিনাভাবিনী ভার্য্যা মুদিতাস্যানুরাগিণী ॥ ২৩ ॥
করুণাকারণাকীর্ণধনা হৃদয়হারিণী।
আনন্দজননী চাস্য বয়স্যাঽব্যভিচারিণী ॥ ২৪ ॥
সমতাস্য মতা নিত্যমাস্তে হৃদয়বল্লভা।
প্রতীহারী পুরঃ প্রহ্বা সম্মুখং সুখদায়িনী ॥ ২৫ ॥
ধৈর্য্যে ধর্ম্মে চ ধীঃ সাধো। নিত্যমাধীয়তে চ যা।
সাঽস্য ধীরস্য ধূর্য্যস্য পুরো ধন্যস্য ধাবতি ॥ ২৬ ॥

স্বভাবেন সহজবৃত্ত্যৈব ন তু কেনচিদীরিতঃ প্রেরিতঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

কলত্রং স্ত্রীপুত্রাদিপোষ্যবর্গঃ। তৎসহিতস্য তদীয়স্য মিত্রস্য তৎকলত্রং কিং তচ্চ কিংরূপং কীদৃশগুণবদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তত্রাদৌ পুত্রানাহ—স্নানেতি। গুণৈঃ স্বনুরক্তা অখিলাঃ প্রজা যেষাম্ ॥২২॥

তস্য ভার্য্যাং গুণৈঃ সহ বর্ণয়তি—চন্দ্রলেখেবেতি। মুদিতা নিত্যসন্তুষ্টা ॥২৩॥

করুণা দয়া তৎকারণাৎ আসমন্তাৎ কীর্ণং বিক্ষিপ্তং বিকীর্ণং ধনং যয়া ॥ ২৪ ॥

সমতানাম্নী হৃদয়বল্লভা প্রিয়া ভার্য্যা। প্রতীহারী দ্বারপালিকা ॥ ২৫ ॥

ধৈর্য্যে ধর্ম্মে চ বিষয়ে যা ধীঃ সা ॥ ২৬ ॥

অস্য সন্না সমং স্কন্ধে সর্ব্বদৈব মহৌজসঃ।
বিষয়ারিজয়ে রাজ্ঞো মৈত্রী মন্ত্রপ্রদায়িনী ॥ ২৭ ॥
কার্য্যাণামার্য্যমর্য্যাদাচার্য্যা চাতুর্য্যশালিনী।
সর্ব্বৈষামস্য মানস্য সত্যতা স্বার্থদায়িনী ॥ ২৮ ॥
ইত্যেবং পরিবারেণ মিত্রেণ সহ মন্ত্রিণা।
স্বকর্ম্মণা ব্যবহরন্ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২৯ ॥
স যথাস্থিতমেবাস্তে বিনির্ব্বাণমনা মুনিঃ।
চিত্রার্পিত ইবাজস্রং লোকে ব্যবহরন্নপি ॥ ৩০ ॥
বস্তুশূন্যেষু বাদেষু মূকঃ শৈলময়ো যথা।
নিষ্প্রয়োজনশব্দেষু পরং বাধির্য্যমাগতঃ ॥ ৩১ ॥
লোকাচারবিরুদ্ধেষু শবং সকলকর্ম্মসু।
আর্য্যাচারবিচারেষু বাসুকির্বা বৃহস্পতিঃ ॥ ৩২ ॥
প্রবৃত্তবাক্পুণ্যকথো জিহ্মানাং প্রতিভানবান্।
নিমেষেণৈব নির্ণেতা বক্তাশু বহুবস্তুনঃ ॥ ৩৩ ॥
সমদৃষ্টিরুদারাত্মা বদান্যঃ সংবিভাগবান্।
পেশলস্নিগ্ধমধুরঃ সুন্দরঃ পুণ্যকীর্ত্তনঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্য রাজ্ঞঃ সুহৃদো বিষয়ারিজয়ে বিষয়ে মন্ত্রপ্রদায়িনী মৈত্রীনামাপরা ভার্য্যা সমতয়া সমং সর্ব্বদৈব স্কন্ধে সন্না সক্তা ॥ ২৭ ॥

আর্য্যমর্য্যাদাকার্য্যাণাং বিষয়ে অস্য আচার্য্যা উপদেষ্ট্রী। অস্য সত্যতা স্বার্থদায়িনী ধনাধ্যক্ষা ॥ ২৮ ॥

এবংবিধঃ পরিবারঃ পোষ্যবর্গো যস্য তথাবিধেন মন্ত্রিণা সুহৃদা স্বকর্ম্মণা সর্ব্বত্র ব্যবহরন্ জীবন্মুক্তো লাভালাভয়োঃ ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২৯ ॥

চিত্রার্পিতো যোদ্ধেব যুদ্ধাদিনা ব্যবহরন্নপি যথাস্থিতমেবাস্তে ॥ ৩০ ॥

শৈলময়ঃ শিলাপ্রতিমারূপ ইব ॥ ৩১ ॥

শবং মৃতকল্পঃ ॥ ৩২ ॥

জিহ্মানাং স্বপরকৌটিল্যাদিদোষাণাং প্রতিভানবান্। বস্তুনো দুরূহস্যাপি সন্দেহপদস্য নির্ণীয় বক্তা ॥ ৩৩-৩৪ ॥

স্বভাব এবৈব ভবেৎ প্রবুদ্ধ-ধিয়াং প্রযত্নেন তু নেদৃশাস্তে।
ভবন্তি নেন্দ্বর্কহুতাশনাস্থাঃ ক্বচিৎ পরপ্রেরণয়া প্রকাশাঃ ॥৩৫॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে তত্ত্বজ্ঞব্যবহারবর্ণনং
নাম সপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭০ ॥

এব বর্ণিতো গুণগণঃ প্রবুদ্ধধিয়াং স্বভাব এব ভবেৎ। তে প্রযত্নেন ঈদৃশা ঈদৃগ্গুণা ন ভবন্তি ইন্দ্বর্কহুতাশনাস্থাঃ পরপ্রেরণয়া প্রকাশন্ত ইতি প্রকাশা ন ভবন্তি কিন্তু স্বভাবত এব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
সপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সংবিদাকাশকচনমিদং ভাতি জগত্তয়া।
বস্তুতো ন জগন্নাভা ন শূন্যং ন চ সংবিদঃ ॥ ১ ॥
যদিদং ভাতি চিদ্ব্যোম জগদাখ্যং ন তৎ ততঃ।
আকাশাদিব শূন্যত্বমন্যদন্যদপি স্থিতম্ ॥ ২ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ মধ্যে যৎ সংবিদো বপুঃ।
তদ্দৃশ্যমিতি ভাতীদং দৃশ্যমন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥
মহাপ্রলয়সম্পত্তাবাদিসর্গঃ পুনঃ কিল।
পরস্মাৎ কারণাভাবে কুতো দৃশ্যস্য সম্ভবঃ ॥ ৪ ॥
তদাণুমাত্রমপি হি দৃশ্যবীজং ন বিদ্যতে।
কিল যস্মাদিদং চক্রং পুনর্মূর্ত্তং প্রবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥

জীবন্মুক্তিপ্রতিষ্ঠার্থং সর্ব্বসন্দেহশান্তয়ে।
ভূয়স্তত্ত্বোপদেশেন ক্রিয়তে দৃশ্যমার্জ্জনম্ ॥

বস্তুতস্তু ন জগৎ নাপি জগৎ আভানমাভা নাপি শূন্যং নাপি বৃত্তিসংবিদঃ ॥১॥

অস্তুদষ্ট্যা অন্যৎ স্থিতমপি ততশ্চিদ্ব্যোম্নোঽন্যন্ন। যথা শূন্যত্বমাকাশাদন্যন্ন তদ্বৎ ॥ ২ ॥

তথাচ নির্বিষয়মেব চৈতন্যং যদেকবিষয়াদপরবিষয়প্রাপ্ত্যাবন্তরালে প্রসিদ্ধং তদেব দৃশ্যমিতি ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"। "যদা তমস্তন্ন দিবান রাত্রির্ন সন্ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ" ইত্যাদিশ্রুতিষু সন্মাত্রপরিশেষলক্ষণমহাপ্রলয়সংপত্তৌ প্রাক্সত্যাং তদুত্তরং পুনরাদিসর্গঃ কিল ভবতীতি শ্রুতম্। তত্র সদেবেত্যবধারণাদবিকারাৎ পরস্মাদন্যস্য কারণস্যাভাবে কুতোঽস্য দৃশ্যস্য সংভবঃ ॥ ৪ ॥

তত্র শ্রুতিবিরোধাৎ পরমাণ্বাদিকারণান্তরকল্পনায়া অনবকাশ ইত্যাহ তদেতি। প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তেত ॥ ৫ ॥

উৎপন্নমেব নৈবাতো মূর্ত্তং দৃশ্যমিদং জগৎ।
বন্ধ্যাপুত্র ইবাত্যন্তমতোহস্ত্যেব ন দৃশ্যধীঃ ॥ ৬ ॥
যচ্চেদং কিঞ্চিদাভাতি দৃশ্যমিত্যভিতঃ স্থিতম্।
তচ্চিন্মাত্রং খমেবাচ্ছং পরমেব পদং বিদুঃ ॥ ৭ ॥
যথা সুষুপ্তাৎ স্বপ্নত্বং গচ্ছদ্ যাত্যনবস্থিতিম্।
চিন্মাত্রমজহৎ স্বচ্ছং নিজং রূপমনাময়ম্ ॥ ৮ ॥
সর্গস্যাদৌ তথৈবেদমাত্মৈব স্বাত্মনাত্মনি।
ব্যোমাত্মৈব চিদাভাসং দৃশ্যমিত্যবভাসতে ॥ ৯ ॥
যথা পুরতয়া ভাতি মনঃ সঙ্কল্পমম্বরম্।
তথা দৃশ্যমিবাভাতি সর্গাদৌ চিন্নভঃ পরম্ ॥ ১০ ॥
যথাত্মন্যনিলঃ স্পন্দশ্চক্রাবর্ত্তবদীহতে।
সর্গাদৌ চিন্নভঃ স্থিত্বা দৃশ্যমিত্যেব তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥
অতো জ্ঞাতমনাভাতমেব দৃশ্যং জগত্ত্রয়ম্।
ব্রহ্মৈবেদং পরং ভাতি স্বাত্মনীত্থমবস্থিতম্ ॥ ১২ ॥
নাস্ত্যেব মূর্ত্তং পৃথ্ব্যাদি কিঞ্চনাপি কদাচন।
অস্তু মূর্ত্তমমূর্ত্তং বা ব্রহ্মৈবেদং বিরাজতে ॥ ১৩ ॥

কিং ততস্তত্রাহ—উৎপন্নমেবেতি। অনুৎপত্তিপ্রতিপাদনে এব সৃষ্টিশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষং দৃশ্যভানস্য কা গতিস্তত্রাহ—যচ্চেদমিতি। বিদুঃ শ্রুতিতাৎপর্য্যবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ৬-৭ ॥

চিন্মাত্রস্য দৃশ্যাকারেণ ভানং সুষুপ্তাৎ স্বপ্নগমনে প্রসিদ্ধমিত্যাহ—যথেতি। ॥৮॥

সুষুপ্তাৎ স্বপ্নগমনবৎ প্রলয়াৎ সর্গগমনমপি তথা বোধ্যমিত্যাহ—সর্গস্যেতি ॥ ৯-১০ ॥

যথা অনিলঃ স্পন্দঃ সন্নাত্মনি স্বস্মিন্নেব চক্রাবর্ত্তবৎ বাত্যাবদীহতে তথা চিন্নভোহপ্যজ্ঞাতমাত্মন্যেব দৃশ্যমিত্যেব তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥

অতএব জ্ঞাতং চেদ্দৃশ্যং জগত্ত্রয়মনাভাতমেব পরং ব্রহ্মৈব ভাতি ॥ ১২ ॥

অজ্ঞদৃশা জ্ঞদৃশা বা মূর্ত্তমমূর্ত্তং বা অস্তু ব্রহ্মৈব তথা বিরাজত ইতি তু নিষ্কর্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

প্রবোধকালে স্বপ্নাদ্রির্যথা ব্যোমৈব নির্বপুঃ।
তথেদং শান্তচিন্মাত্রং খং প্রবোধে জগত্ত্রয়ম্ ॥ ১৪ ॥
প্রবুদ্ধানাং পরং ব্রহ্ম নির্বিভাগমিদং জগৎ।
ধীমন্তোঽপি ন তদ্বিদ্মো যদিদং ত্বপ্রবোধনম্ ॥ ১৫ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ যন্মধ্যে সংবিদো বপুঃ।
স স্বভাবো হি ভূতানাং তৎপদং পরমাত্মকম্ ॥ ১৬ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ যন্মধ্যে সংবিদো বপুঃ।
এতৎ তৎপরমাকাশমত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥
যাদৃগেতং পদং তাদৃগিদং সদসদাত্মকম্।
যেনার্থপঞ্চকাদন্যৎ কিঞ্চনাপি ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥
রূপালোকমনস্কারা এতদেব পদং বিদুঃ।
এতে তে দ্রবতাবর্ত্তাঃ পদস্যাস্য মহাম্ভসঃ ॥ ১৯ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ যন্মধ্যে সংবিদো বপুঃ।
এতস্যাব্যতিরেকেণ জগত্তা নাস্তি কাচন ॥ ২০ ॥

প্রবোধো জাগরণং তৎকালে। প্রবোধে আত্মপ্রবোধে ॥ ১৪ ॥

ধীমন্তশ্চিন্তয়ন্তোঽপি অপ্রবোধনং কীদৃশমিতি ন বিদ্মঃ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বভূতানাং নির্ব্বিষয়চিন্মাত্রমেব স্বস্বভাব ইত্যাহ—দেশাদিতি ॥ ১৬ ॥

অত্রেতি। সর্ব্বাধিষ্ঠানমপি নির্বিষয়চিদেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অধিষ্ঠানানুরূপোঽয়মধ্যাস ইত্যাহ—যাদৃগিতি। কেনাংশেন সাদৃশ্যং তদাহ—যেনেতি। যেন হেতুনা অর্থপঞ্চকাৎ পঞ্চভূতেভ্যোঽন্যৎ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে। তথাচ স্বাতিরিক্তস্বকার্য্যশূন্যত্বমেবাস্য ব্রহ্মসাদৃশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বাহ্যেন্দ্রিয়জন্যবিষয়াভাসা রূপালোকা আভ্যন্তরমনোঽধীনাস্তু মনস্কারা এতে সর্ব্বেঽপ্যেতৎপদমেব ॥ ১৯ ॥

তথাচ নির্বিষয়চিন্মাত্রব্যতিরেকেণ জগত্তা নাস্তীতি প্রসিদ্ধমিত্যাহ—দেশাদিতি। জগত্তা জগদ্ভাবঃ ॥ ২০ ॥

রাগদ্বেষাদয়ো ভাবা ভাবাভাবদৃশস্তথা।
এতদ্রূপমমুঞ্চন্ত এতস্যাবয়বাঃ স্থিতাঃ ॥ ২১ ॥
ত্যক্ত্বা পূর্ব্বাপরে কোট্যৌ মধ্যে যৎ সংবিদো বপুঃ।
স স্বভাবঃ পরো জ্ঞেয়ো জগৎপয়সি সংজ্ঞিতঃ ॥ ২২ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ বিদ্ধি মধ্যমসংবিদঃ।
জগদিত্যপরং নাম স্বরূপাদচ্যুতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
আদিসর্গাৎ প্রভৃত্যেব দৃশ্যমুৎপন্নমেব নো।
যন্নাম তদিহাস্তীতি মায়াশম্বরডম্বরঃ ॥ ২৪ ॥
কষ্টং নাস্ত্যেব যদ্দৃশ্যং তদপ্যস্তীতি সংস্থিতম্।
যদপ্যস্তি পরং ব্রহ্ম কষ্টং নাস্তীতি তৎস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥
অব্রহ্মণ্যং ক্ব গচ্ছামি বিপরীতমতো জগৎ।
অসদ্দৃশ্যং সদিত্যুক্তং ব্রহ্মৈবং নাবগম্যতে ॥ ২৬ ॥

এতদ্রূপং সদ্রূপং ভানরূপং চ ॥ ২১ ॥

শাখাচন্দ্রদর্শনে পূর্ব্বা কোটিঃ শাখা অপরা কোটিশ্চন্দ্রস্তৌ ত্যক্ত্বা মধ্যে যৎ সংবিদো নির্বিষয়ং বপুঃ প্রসিদ্ধং স তস্যাঃ স্বভাবঃ স এব জগল্লক্ষণমরুমরীচিকা পয়স্যধিষ্ঠানসংজ্ঞিত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

এতদেবাভিপ্রেত্য মন্না পুনঃ পুনর্নির্বিষয়বিস্তৃতাপরোক্ষচৈতন্যস্য সকলজন সাধারণপ্রসিদ্ধিপ্রদর্শকো দেশাদ্দেশান্তরমিতি শ্লোক উদধৃত ইত্যাশয়েনাহ— দেশাদিতি। কুটস্থত্বাদেব স্বরূপাদপ্রচ্যুতাত্মনঃ। জাগ্রদ্দেশাৎ স্বপ্নদেশপ্রাপ্তৌ মধ্যে সুষুপ্তিদশায়াং যৎ সংবিদো বপুঃ পূর্ব্বসর্গদেশাৎ পুনঃ সর্গপ্রাপ্তৌ মধ্যে প্রলয়ে যৎ সংবিদো বপুঃ ইহলোকদেশাৎ পরলোকদেশপ্রাপ্তৌ মধ্যে মূর্চ্ছাবস্থায়াং যৎ সংবিদো বপুঃ তদেব তথৈব সর্ব্বদা আস্তে তস্যৈব জগৎ ইত্যপরং নাম্নাজ্ঞৈ কল্পিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তথা সতি যৎ ফলিতং তদাহ—আদিসর্গাদিতি। জগন্মায়ালক্ষণস্য শম্বর- স্যৈন্দ্রজালিকস্যাড়ম্বরমাত্রমিতি ফলিতমিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

তথা চ মূঢ়ানামভাগ্যবশাদেব মণির্নাস্তি কাচোঽস্তীতি ভ্রান্তিবদ্বৈপরীত্যভ্রমঃ সম্পন্নোঽয়মিত্যাহ—কষ্টমিতি। খেদে কষ্টশব্দো ॥ ২৫ ॥

অহং তু অব্রহ্মণ্যং ব্রহ্মভাবশূন্যমতো বিপরীতং জগৎ ক্ব গচ্ছামি ক্ব লভে।

ন চোৎপন্নং ন চাভাতি দৃশ্যং কিঞ্চন কুত্রচিৎ।
যদিদং ভাতি তদ্‌ব্রহ্ম ব্যোমৈব কচতি স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥
যথা মণিঃ প্রকচতি স্বভাসাঽব্যতিরিক্তয়া।
আত্মনোঽনন্যয়া সৃষ্ট্যা চিদ্ব্যোম কচিতং তথা ॥ ২৮ ॥
তস্মিন্নেব পদে শান্তে তপত্যেষ দিবাকরঃ।
তস্যৈবাবয়বশ্চৈব ন নামান্যোঽস্তি ভাস্করঃ ॥ ২৯ ॥
স্থিতোঽপি তত্র ন তপত্যর্কো ন চ নিশাকরঃ।
প্রকাশয়তি দেবোঽসাবর্কং নার্কস্তমীশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥
তস্য ভাসা বিভাতীদং তদহো দৃশ্যমণ্ডলম্।
সর্ব্বচন্দ্রার্কবহ্নীনাং পদার্থানাং স দীপকঃ ॥ ৩১ ॥
স সাকারো নিরাকার ইতি শব্দার্থকল্পনা।
খপুষ্পবদসদ্রূপা ন সম্ভবতি তদ্বিদাম্ ॥ ৩২ ॥
স্বাঙ্গভূতো যথৈকোঽণুর্ভাতি জীবার্কতেজসি।
ন ভান্তি ভান্তি বা তত্র তথা সূর্য্যাদয়োঽণবঃ ॥ ৩৩ ॥

মূঢ়ৈস্তু অসদ্দৃশ্যং সদিত্যুক্তং তৈরপি ব্রহ্মৈবৈবং নাম গম্যতে ন দৃশ্যম্। অসতো গন্তুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

অব্যতিরিক্তয়েত্যস্য দার্ষ্টান্তিকে বিবরণং স্বাত্মনোঽনন্যয়েতি ॥ ২৮ ॥

কথমিদং প্রত্যেয়মিতি চেদ্দিবাকরাদিজগতঃ মদ্রূপেণৈব সৎসামান্যৈকদেশপ্রায়তয়া অনুভূয়মানত্বাদিত্যাহ—তস্মিন্নেবেত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

যথা অর্কাদয়স্তদধীনপ্রকাশা ন তথা ব্রহ্ম অর্কাদ্যধীনপ্রকাশমিত্যাহ—স্থিতোঽপীতি। তপতি প্রকাশয়তি। তথা চ শ্রুতিঃ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি ॥ ৩০-৩১ ॥

বিষয়সত্ত্বাদেবাসদ্রূপা ॥ ৩২ ॥

জীবভূতস্য জগৎপশ্যতোঽস্যার্কস্য তেজসি জালান্তরে যথা একোঽণুর্ভাতি তথা অপরিচ্ছিন্নচিৎপ্রকাশে ব্রহ্মণি এতে অর্কাদয়ো ভান্তি ন ভান্তি বেত্যনাদরোক্তিঃ ॥ ৩৩ ॥

চিন্মাত্রাকাশরত্নস্য স্ফুটয়োঽর্কাদিসংযুতাঃ।
যা ভাসস্তাঃ কথং তস্মাদ্ব্যতিরিক্তাঃ স্যুরুচ্যতাম্ ॥ ৩৪ ॥
চিন্মাত্রেণাপি রহিতং শূন্যত্বেনাপি বর্জ্জিতম্।
পদং সর্ব্বাত্মরিক্তং তৎ সর্ব্বার্থৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৩৫ ॥
পৃথ্ব্যাদীন্যপি সন্ত্যেব তত্র সন্তি ন কানিচিৎ।
জীবন্তোঽপি ন বিদ্যন্তে জীবাস্তত্র চ কেচন ॥ ৩৬ ॥
অত্যজন্তো দ্বয়স্থৌল্যং তত্রৈতে পরমাণবঃ।
স্বরূপমত্যজদ্দ্বৈতমৈক্যং বাত্র ন কিঞ্চন ॥ ৩৭ ॥
কিঞ্চিদত্র ন কিঞ্চিদ্বৈ ন কিঞ্চিচ্চ ন কিঞ্চন।
কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিদিত্যেষা কলনাত্রাতিদূরগা ॥ ৩৮ ॥
একা নিরন্তরানন্তা নিত্যমত্যাততাত্মনা।
চিন্মাত্রব্যোমসত্তৈব জগন্নাম্নাত্মনি স্থিতা ॥ ৩৯ ॥
একঞ্চেত্যং ত্যক্তবত্যা অপ্রাপ্তায়াশ্চিতো পরম্।
যদ্রূপং জগতো রূপমস্য নানাত্মনোঽপি তৎ ॥ ৪০ ॥
নানেবেদমনানৈব চিদ্ব্যোমৈবেদমাততম্।
ভূতপঞ্চকরূপেণ স্বপ্নে চিতিরিব স্থিতম্ ॥ ৪১ ॥

ন হি রত্নাত্তদ্ভাসোঽতিরিক্তাঃ ॥ ৩৪ ॥

অচিদপ্রসিদ্ধৌ ব্যাবর্ত্ত্যাভাবাচ্চিন্মাত্রেণাপি রহিতম্ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অবয়বদ্বয়ঘটনপ্রযুক্তং স্থৌল্যমত্যজন্ত এব তত্র চিৎপ্রকাশে এতে সূর্য্যাদয়ঃ পরমা নিরবয়বা অণবঃ। স্বরূপং সত্তাম্ ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চিদিতি। ব্যবহারমাত্রস্য নিরাসে বিরোধাবিরোধয়োরপি তত্র নিরাসাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

দেশাদ্দেশান্তরমিতি শ্লোকস্য তাৎপর্য্যং তত্র সাধকত্বেন বর্ণয়তি—একমিতি ॥ ৪০ ॥

চিতির্জীবচৈতন্যমিব। তথাচ বাদরায়ণস্য ভগবতঃ সূত্রম্—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি ॥ ৪১ ॥

সুষুপ্তাদ্বিশতঃ স্বপ্নং সুষুপ্তস্যৈব চিদ্‌যথা।
যথা স্থিতৈব স্বপ্নত্বমেত্যেবং সর্গতামিমাম্ ॥ ৪২ ॥
যাদৃক্ সুষুপ্তং স্বপ্নস্তু তাদৃগেব তথৈব চ।
জাগ্রত্তুর্য্যং তথৈবেদমতো ব্যোমসমং জগৎ ॥ ৪৩ ॥
জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ তুর্য্যমেবাখিলং স্থিতম্।
তত্ত্ববিদ্‌গোত্রমূঢ়স্তু যদ্বৈ বেত্তি ন বেদ্মি তৎ ॥ ৪৪ ॥
জড়ানামজড়ানাং যঃ সর্ব্বার্থানামনারতম্।
দুর্লক্ষ্যপরিণামোঽন্তর্মনোবুদ্ধ্যাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥
সুশুদ্ধায়াশ্চিতো রূপং পদার্থাস্তন্ময়াশ্চ তে।
তে বসন্তি ন সদ্রূপাস্তদেব হি তথা স্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥
পরিণামাদিশব্দার্থ-দৃশামত ইহানঘ ।।
উপদেশার্থমুক্তীনাং গন্ধোঽপ্যেবং ন বিদ্যতে ॥ ৪৭ ॥
আদিসর্গাৎ প্রভৃত্যেব মহাসত্তাত্মনাত্মনি।
চিন্মাত্রপরমাকাশং স্থিতমেকং মহাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥

তথাচ সুষুপ্তাৎ স্বপ্ন ইব প্রলয়াৎ সর্গাত্মনা চিদেব ভাতীত্যাহ—সুষুপ্তাদিতি ॥ ৪২ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি—যাদৃগিতি ॥ ৪৩ ॥

তত্ত্ববিদাং গোত্রং ব্রহ্মবিদ্যাসংপ্রদায়স্তদ্বিষয়ে মূঢ়স্তু পামরো য দ্বেত্তি তদহং ন বেদ্মি ॥ ৪৪ ॥

জড়ানাং জগতামজড়ানাং জীবানাং চান্তঃস্থিতা যোঽন্তর্য্যামিতয়া দুর্লক্ষ্যমেব যথা স্যাত্তথা জগৎ পরিণাময়তীতি দুর্লক্ষপরিণাম ঈশ্বরঃ স এব শোধিতায়া জীবচিতেঃ পারমার্থিকং রূপম্। জগৎপদার্থাশ্চ তন্ময়া এবেতি তদেব জগদাকারেণ স্থিতমিতি নিষ্কর্ষ ইতি দ্বয়োরর্থঃ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

নন্বু যদি পৃথিব্যাদিপদার্থাশ্চিদ্রূপা এব ন চিদ্রূপাৎ পৃথক্ সন্তি তর্হ্যন্তর্য্যামিতয়া তৎপরিণাময়িতৃত্বং কথং তত্রাহ—পরিণামাদিতি। উপদেশার্থং পরিণামং লৌকিকমঙ্গীকৃত্য প্রবৃত্তানামুক্তীনাং ন পরমার্থতঃ পরিণামপরতেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

কুত্র তর্হি তাৎপর্য্যং তদাহ—আদিসর্গাদিতি। মহাত্মনস্তত্ত্ববিদঃ প্রপূর্ণৈকাত্মনি প্রথ্যা অনুভূতিরত্র প্রমাণমিত্যুত্তরান্বয়ি ॥ ৪৮ ॥

প্রপূর্ণৈকাত্মনি প্রখ্যা সা সর্ব্বব্যাপিনী চিতিঃ ।
স্থিতা তয়াত্মন্যেবান্তর্জগদিত্যভিধাঃ কৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥
পরিজ্ঞাতে যথা স্বপ্নে স্বাঙ্গীকারাৎ সুখং সুখম্ ।
অনঙ্গীকারতো দুঃখং স দুঃখং ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৫০ ॥
গচ্ছতস্তিষ্ঠতশ্চৈব জাগ্রতঃ স্বপতস্তথা ।
নিত্যমেকং সমাধানং স্থিতং শান্তস্য তদ্বিদঃ ॥ ৫১ ॥
ভেদেঽপ্যভেদনিষ্ঠস্য দুঃখেঽপি হি সুখস্থিতেঃ ।
সতোঽপ্যেবাসতো জ্ঞস্য কিমন্যদবশিষ্যতে ॥ ৫২ ॥
ন সন্ত্যজতি নাদত্তে কিঞ্চিদ্ব্যবহরন্নপি ।
হৃদয়েন বহিঃকার্য্যেঽকার্য্য এবাবতিষ্ঠতে ॥ ৫৩ ॥
যথা হিমস্য শীতত্বং বহ্নেরৌষ্ণ্যং তথেদৃশঃ ।
স্বভাবোঽস্য ভবেন্নিত্যং ন ত্বাহার্য্যো গুণোঽস্য সঃ ॥ ৫৪ ॥
যস্য ত্বেষ স্বভাবঃ স্যান্ন নাম ন স তত্ত্ববিৎ ।
এতদেবাজ্ঞতাচিহ্নং যদিচ্ছা প্রকৃতেতরা ॥ ৫৫ ॥

অভিধাঃ অজ্ঞান্ প্রতিকৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥

তথাচ প্রবোধে যাদৃশ আত্মা পরিশিষ্যতে তদঙ্গীকারাত্তজ্জগৎকৌতুকমনুভূতং তৎসর্ব্বং সুখং সুখমেব ভবতি অপ্রবোধে তদনঙ্গীকারে তু সদুঃখং যদ্যদনুভূয়তে জন্মমরণজরাময়াদি তৎ সর্ব্বং দুঃখমেব ভবতি স্বপ্নপ্রবোধাপ্রবোধবদিত্যাহ—পরিজ্ঞাতে ইতি ॥ ৫০ ॥

অতএব তদ্বিদো দুঃখবিক্ষেপাভাবান্নিত্যং সমাধানসুখমেবেত্যাহ—গচ্ছত ইতি ॥ ৫১ ॥

বহিঃ সংসারে সতোঽপ্যন্তর্মুক্তত্বাত্তত্রাসত এব । অন্যৎ কিং সাধ্যং পরিহরণীয়ং বা অবশিষ্যতে ॥ ৫২ ॥

বহিঃ কার্য্যে ব্যবহরন্নপি হৃদয়েন কিঞ্চিন্ন সন্ত্যজতি নাদত্তে চ কিন্ত্বকার্য্যে ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ৫৩ ॥

এবং স্থিতিশ্চাস্য স্বভাব এব ন তু যত্নেন আহার্য্যঃ সম্পাদ্যো গুণঃ ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতেতরা আত্মাতিরিক্তবিষয়িণী ॥ ৫৫ ॥

আশ্বস্তান্তঃকরণঃ ক্ষীণবিকল্পঃ স্বরূপসারময়ঃ ।
পরমশমামৃততৃপ্তস্তিষ্ঠতি বিদ্বান্নিরাবরণঃ ॥ ৫৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে দ্বৈতৈক্যনিরাময়যোগোপ-দেশো নামৈকসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭১ ॥

যো নিরাবরণো বিদ্বান্ স আশ্বস্তান্তঃকরণঃ সদা সমাহিতচিত্তঃ প্রক্ষীণ-শত্রুমিত্রাদিবিকল্পঃ স্বাত্মসুখসারপ্রচুরঃ পরমেণ শমামৃতেন সদৈব তৃপ্তস্তিষ্ঠতি ॥৫৬॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে একসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

এবং পৃথ্ব্যাদিরহিতঃ খমেবাদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
মনোমাত্রমহং মন্যে সঙ্কল্পবিটপী যথা ॥ ১ ॥
মন ইত্যভিধানেন পশ্চাদাস্থা প্রকল্পিতা।
বার্য্যাবর্ত্তবিবর্ত্তেন প্রোথায়াবর্ত্ততা যথা ॥ ২ ॥
সত্তামাত্রাত্মনস্তস্য কুতো বুদ্ধ্যাদয়ঃ কিল।
অবিদ্যমানে পৃথ্ব্যাদৌ খস্যানন্তস্য কিং রজঃ ॥ ৩ ॥
ন তস্য দেহচিত্তাদি নেন্দ্রিয়াণি ন বাসনাঃ।
সদপ্যেতৎ সদা তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ॥ ৪ ॥

মনোমাত্রং বিধাতাত্র তৎসঙ্কল্পো জগদ্ভ্রমঃ।
ন দেহোঽস্য স্মৃতির্বেতি স্মৃতিতত্ত্বং চ কীর্ত্যতে ॥

নন্থ বিধাতৃপৃষ্টং জগচ্ছ্রূয়তে "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। "দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ" ইতি। তৎ কথং চিন্মাত্রকচনং স্বপ্নবদিতি বর্ণিতমিত্যাশঙ্কাং বারয়িতুং তৎসংকল্পানাং তন্ময়জগতশ্চ চিন্মাত্রত্বমেবেতি বর্ণয়িতুমুপক্রমতে—এবমিতি। এবমনাদিজীবন্মুক্তত্বাদেব প্রজাপতির্বিরাড়পি পৃথ্ব্যাদিরহিতো নিরাবরণং খং চিদাকাশমেব। তৎ চ মনঃ সমষ্টিহিরণ্যগর্ভমাত্রমহং মন্যে। মনশ্চ সংকল্পবিটপীব চিৎকচনমাত্রং প্রসিদ্ধমিতি চিন্মাত্রত্বসিদ্ধিস্তস্যেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

কথং প্রসিদ্ধং তত্রাহ—মন ইতি। মননাকারকল্পনাৎ প্রাকৃতচ্চিন্মাত্রমেব পশ্চান্মননাকারকল্পনানন্তরং মন ইত্যভিধানেন তস্যাস্থা চিত্তাদাত্ম্যাধ্যাসঃ প্রকল্পিতা। যথা বারিণ্যেব আবর্ত্তবিবর্ত্তাকারেণ স্বয়ং প্রোথায় আবর্ত্ততা তেন কল্পিতা তদ্বৎ ॥ ২ ॥

অতএব তস্য বুদ্ধ্যাদয়োঽপি চিদ্ব্যতিরেকেণ ন সন্তীত্যাহ—সত্তেতি ॥ ৩ ॥

এবং দেহাদয়োঽপি ন সন্তীত্যাহ—ন তস্যেতি। ব্যবহারাভাসনির্ব্বাহার্থমাপাততঃ সদপি পরমার্থতো ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ॥ ৪ ॥

প্রাক্তনস্য প্রজেশস্য মুক্তত্বাৎ কথমেব চ।
ভূয়ঃ সম্ভবতি প্রাজ্ঞ! ন স্মৃতি র্নচ সম্ভবঃ ॥ ৫ ॥
ন ভবত্যেব মুক্তানাং স্মৃতির্দেহোদয়ঃ পুনঃ।
ন দেশকালাবর্ত্তত্বমাবর্ত্তানাং সতামিব ॥ ৬ ॥
যদি বাপি ভবেৎ কিঞ্চিৎ স্মৃত্যা দেহাদি তস্য তৎ।
তদপৃথ্ব্যাদিভিঃ শান্তং সঙ্কল্পনগরং তনু ॥ ৭ ॥
যথা সঙ্কল্পশৈলস্য দৃশ্যমানমপি স্ফুটম্।
পৃথ্ব্যাদিরহিতং রূপং তদ্বিরাড়্বপুষস্তথা ॥ ৮ ॥
স্মৃতিশ্চ সম্ভবত্যেব ন কদাচন কাচন।
এষা লৌকিকবুদ্ধ্যা যা সা সদ্বুদ্ধ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

কুতো ন বিদ্যত ইতি চেদাদিসর্গাদৌ কারণাভাবাৎ। ন চ প্রাক্তনঃ প্রজাপতিরেবোত্তরস্য কারণম্। তস্য প্রাক্তনদ্বিপরার্দ্ধাবসানে মুক্তত্বাদিত্যাহ—প্রাক্তনস্যেতি। কারণাভাবাদ্ভূয়ো দেহবুদ্ধ্যাদিগ্রহণে কারণাভাবাৎ। তস্মাদভিনবস্য প্রজাপতের্জগদ্রচনানুকূলা স্মৃতিস্তস্য সম্ভব উৎপত্তিশ্চ যতো সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সংসারে সতামাবর্ত্তানাং পরিবৃত্তিপরাণাং জীবানামিব মুক্তানাং বিদেহমুক্তানাং সংসারস্মৃতিঃ পুনর্দেহোদয়শ্চ ন ভবত্যেব। দেশান্তরে বা কালান্তরে বা পুনরাবর্ত্তত্বং যতো নাস্তি। "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

যদি বাপি তস্য প্রজাপতেঃ পূর্ব্বকল্পকৃতো বাসনাজন্যহিরণ্যগর্ভাহংভাবগোচরসংস্কারবলাত্তথৈব স্মৃত্যা তদ্দেহাদি কিঞ্চিৎ সম্ভবেৎ তৎ কেবলোপাসনাত্মকমনঃকল্পনাসংস্কারজত্বাৎ কেবলমানসমপৃথ্ব্যাদিভিরুৎপন্নং তনু অতিতুচ্ছং সংকল্পনগরপ্রায়ং মিথ্যাভূতমেব ভবেৎ তত্তু সত্যমিত্যস্মৎসিদ্ধান্তসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নন্বু পৃথ্ব্যাদিঘটিতত্বেন দৃশ্যমানস্য ব্রহ্মাণ্ডাত্মকস্যাস্য বিরাট্শরীরস্য কথং তদ্রহিততা তত্রাহ যথেতি ॥ ৮ ॥

নন্বু প্রাগুদাহৃতশ্রুতৌ "দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ" ইতি পৃথ্ব্যাদিঘটিতমেব তদ্রূপং শ্রুতং তচ্চ "ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ" ইতি পূর্ব্বতনস্মৃতিপূর্ব্বকমেব নির্মিতং গম্যতে তত্রাহ—স্মৃতিশ্চেতি। অস্য প্রজাপতেরাদিসর্গে পূর্ব্বানুভবাভাবাৎ স্মৃতির্ন সম্ভবত্যেব। যা চেয়ং শ্রুতিবলাদ্ গম্যতে এষা

রাম উবাচ।

কথং ন সম্ভবত্যেষাং স্মৃতিঃ স্মৃতিমতাং বর !।
স্মৃতেশ্চাসম্ভবে কস্মাদ্‌গুণো গুণগণাকর ! ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দৃশ্যে হি সম্ভবত্যেষা কার্য্যকারণতাত্মনি।
তদ্ভাবাভাবসম্পন্না ন তু সম্ভবতি স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
যত্র তত্র কথং কীদৃক্ কুতঃ স্যাৎ সম্ভবঃ স্মৃতেঃ ॥ ১২ ॥

লৌকিকানাং জগৎসত্যতাদর্শিনামজ্ঞানাং বুদ্ধ্যা অনাদিসিদ্ধিকর্ম্মমার্গপ্রবাহপ্রবর্ত্ত নার্থং শ্রুত্যা পরবুদ্ধ্যনুসারেণৈব বোধনাৎ। তস্য তত্ত্ববিদঃ প্রজাপতেঃ বুদ্ধ্যা তু স স্মৃতির্ন বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

নম্বস্য প্রজাপতেঃ পূর্ব্বকল্পে উপাসকতাদশায়াং পৃথ্ব্যাদ্যনুভবোঽস্ত্যেব তদভাবে পৃথ্ব্যাদিঘটিতবিরাট্‌শরীরোঽহমিতি কথমুপাসীত। ততশ্চাসৌ তদ্বলাদেতৎকল্পাদৌ পৃথ্ব্যাদিস্মৃতেস্তদ্ঘটিতবিরাট্‌শরীরমুপাসনবললব্ধবিরচনসামর্থ্যস্তৎ স্মৃত্যৈব নির্মাস্যতি অস্মৃত্যৈব নির্মাণে "ধাতা যথাপূর্ব্বকমকল্পয়ৎ" ইতি শ্রুতিবোধিতঃ পূর্ব্বকল্পীয়-ব্রহ্মাণ্ডগুণঃ সর্ব্বোঽস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে কথং সিধ্যেদিতি রামঃ শঙ্কতে—কথমিতি। হে গুণগণাকরেতি বশিষ্ঠসম্বোধনম্ ॥ ১০ ॥

ন বয়ং কল্পনাভ্রান্তিসংস্কারজামর্থশূন্যাং স্মৃতিং প্রত্যাচক্ষ্মহে কিন্তু সত্যার্থানুভব-জন্যসংস্কারজাম্। তস্যাং সত্যাং হি পূর্ব্বানুভবগোচরসত্যার্থজাতস্য স্বগোচরানুভব-সংস্কারস্মৃতিদ্বারা এতৎকল্পীয়ার্থান্ প্রত্যন্বয়ব্যতিরেককল্পনাৎ কার্য্যকারণভাবসিদ্ধৌ স্বকারকসত্তালব্ধসত্তাকস্যাস্য জগতঃ সত্যত্বে ব্রহ্মাদ্বৈতসিদ্ধান্তোপরোধঃ স্যাদিতি পূর্ব্বকল্পীয়ে পৃথ্ব্যাদিদৃশ্যে পরমার্থতঃ সতি তদ্ভাবাভাবৌ তদন্বয়ব্যতিরেকৌ তদ্বশাৎ সম্পন্না স্মৃতিদ্বারিকা এষা লৌকিকন্যায়প্রসিদ্ধা কার্য্যকারণতা সম্ভবতি সা দ্বারভূতা স্মৃতিরেব তু ন সংভবতি ॥ ১১ ॥

কুতো ন সম্ভবতি তত্রাহ—আব্রহ্মেতি। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "অথাত আদেশো নেতি নেতি" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজনাতি স ভূমা" "তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ সর্ব্বদৃশ্যপ্রতি-

ভূত্বা ভাবে হি দৃশ্যস্য স্মরণং স্মৃতিরুচ্যতে।
দৃশ্যমেব ন যত্রাস্তি তত্রৈতাঃ কলনাঃ কুতঃ॥ ১৩॥
অত্যন্তাভাব এবাস্য দৃশ্যস্য কিল সর্ব্বদা।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সত্যার্থাস্তৎ স্মৃতেঃ কলনাঃ কুতঃ॥ ১৪॥
স্মৃতির্ন সম্ভবত্যেব তস্মাদাদ্যা প্রজাপতেঃ।
আকারবত্ত্বমেবাস্য শুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কুতঃ॥ ১৫॥
স্মর্ত্তব্যং ভাববশতঃ স্মৃতির্নাস্ত্যেব লৌকিকী।
স্মৃত্যর্থস্ত্বন্যদীয়োঽস্তি সত্যাত্মা ত্বমিমং শৃণু॥ ১৬॥
ভূতস্যান্তঃপদার্থস্য স্মরণং স্মৃতিরুচ্যতে।
পদার্থস্তু ন চৈবাস্তি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ১৭॥

বেধাত্তথৈব বিদুষামনুভবাচ্চ। তথাচ "সহ সিদ্ধং চতুষ্টয়ম্" ইতি স্মৃতিদর্শিতদিশা সহজস্তত্ত্ববিদুষো বিরাজস্তত্ত্বজ্ঞানবাধিতঃ প্রাক্তনঃ প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সম্পন্নো ন তস্য যথার্থস্মৃতিমাধাতুং তদ্দ্বারা সত্যসর্গং প্রতি কারণীভবিতুম্ চ সমর্থ ইতি ভাবঃ॥ ১২॥

ভূত্বা পরমার্থত উৎপদ্য ভাবে বিদ্যমানত্বে সতি প্রমাণৈস্তদনুভূয় কালান্তরে স্মরণং হি স্মৃতিঃ শাস্ত্রজ্ঞৈরুচ্যতে। ন ত্বসতো ভ্রান্তিকল্পিতস্য তত্ত্ববোধবাধিতস্য চ স্মৃতিরস্তীত্যর্থঃ॥ ১৩-১৪॥

উক্তমেবাভিপ্রায়ং সূচয়ন্ সমাধানমুপসংহরতি—স্মৃতিরিতি॥ ১৫॥

পূর্ব্বজন্মন্যুপাসনাত্মিকা যা স্বস্য জগচ্ছরীরত্বভাবনা তদ্বশতস্ত উপাসনাফল-সিদ্ধয়ে জগচ্ছরীরোঽহমিতি তেনাবশ্যং স্মর্ত্তব্যম্। যা তু লোকে বিদিতা সা মে মাতা সা মে দুহিতেত্যাদিস্মৃতিরিবার্থপ্রমাজন্যা সা তস্য নাস্ত্যেব। অন্যদীয়ো লৌকিকঃ স্মৃত্যর্থস্তু মাতৃদুহিত্রাদির্গৃহেঽস্তি। উপাসনাবিষয়স্তু মনোরাজ্যকল্পো নাস্তীতি বৈষম্যমিত্যর্থঃ। কথং নাস্তি ইমমর্থং ত্বং শৃণু॥ ১৬॥

ভূতস্যাতীতস্যাপি পদার্থস্য সংস্কারবশাদন্তঃস্মরণং স্মৃতিরিতি লোকে উচ্যতে। প্রজাপতেস্তু কল্পাদৌ বর্ত্তমানোঽপি পদার্থো নাস্তি ন ভূতোঽপি নাপি কশ্চিদ্ভবিষ্যতি যৎ স্মৃতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং সুরেশ্বরবার্ত্তিকে "তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যোত্থসম্যগ্‌ধীজন্মমাত্রতঃ। অবিদ্যাসহকার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি" ইতি "তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" ইতি চ শ্রুতিঃ॥ ১৭॥

এবং হি খল্বিদং ব্রহ্ম পরমেবাচলং যতঃ।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং কুতঃ স্মৃত্যাদয়স্ততঃ॥ ১৮॥
সর্ব্বাত্মত্বাৎ পদার্থাত্ম চিদ্ব্যোমকচনং তু যৎ।
ব্যবহারেঽপ্যলং শান্তং স্মৃত্যা তচ্ছব্দিতং ময়া॥ ১৯॥
তদেতৎ স্মরণং নাম স্বভাবকচনং হি তৎ।
তেনাভ্যস্তোঽথ বাহ্যার্থঃ সাদৃশ্যাদবভাসতে॥ ২০॥
যদ্‌যৎ সংবেদ্যতে কিঞ্চিৎ তৎস্বভাবং স্বভাবয়ৎ।
তেনাবভাসতে যোঽর্থস্তস্য স্মৃত্যভিধা কৃতা॥ ২১॥
অবিদ্যমানং ভাতীব যথা দৃশ্যং তথা স্থিতিঃ।
ভাতৈবাবিদ্যমানৈব মৃগতৃষ্ণা যথোদ্যতা॥ ২২॥
সর্ব্বাত্মনি স্থিতাঃ সত্যে যাঃ কচন্তি সুসংবিদঃ।
তা এবাভ্যাস-রূঢ়ার্থাঃ সাদৃশ্যাৎ স্মৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ২৩।

অবলং কূটস্থম্॥ ১৮॥

যদি সর্ব্বাত্মত্বস্মৃত্যাত্মাপি ব্রহ্ম ভবতীতি সর্ব্বাত্মদৃশা উচ্যেত ব্রহ্মস্ত নামেত্যাহ—সর্ব্বাত্মত্বাদিতি। এতদেবাভিপ্রেত্য ময়াপি "যদি বাপি ভবেৎ কিঞ্চিৎ স্মৃত্যা দেহাদি তস্ত তৎ" ইত্যুক্তমিত্যাহ—ব্যবহারেঽপীতি॥ ১৯॥

অজ্ঞাতব্রহ্মস্বভাবস্য পরোক্ষতয়ৈব কচনং তেনোপাসনাত্মনা পুনঃপুনরভ্যস্তঃ সন্ ব্রহ্মাত্মৈবোপাসনাফলীভূতবাহ্যার্থ ইবোপাসনাকল্পিতাকারসাদৃশ্যাদবভাসতে॥ ২০॥

অজ্ঞানোপহিতং ব্রহ্ম জীবেন যদ্‌যৎ সংবেদ্যতে ভ্রান্ত্যা স্মৃতিপরম্পরয়া বা তৎস্বভাবমেবাবলম্ব্য স্বং স্বভাবং যৎ সৎ তেনাকারেণ কালান্তরেণ যস্তত্তালিঙ্গিত ইবার্থোঽবভাসতে তস্য স্মৃতিরিত্যভিধা স্বস্মিন্নেব তেন কৃতেত্যর্থঃ॥ ২১॥

যথা ভ্রান্তানুভবে অবিদ্যমানং দৃশ্যং ভাতীব তথা স্মৃতাবপি স্থিতির্বোধ্যা॥ ২২॥

ভ্রান্তাভ্যাসেন সত্যত এব রূঢ়ার্থা ভ্রান্ত্যনুভবেন সমানবিষয়ত্বলক্ষণাৎ সাদৃশ্যাৎ স্মৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ২৩॥

কাকতালীয়বদ্ভান্তি সর্ব্বাত্মনি স্বসংবিদঃ।
স্বাঙ্গভূতাঃ স্বতঃ স্বস্থাস্তা এব স্মৃতয়ঃ কৃতাঃ ॥ ২৪ ॥
যদ্‌যৎ কচতি সদ্রূপং স্বাঙ্গং সর্ব্বাত্মনঃ স্বতঃ।
তদভ্যস্তার্থসাদৃশ্যাৎ স্মৃতিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৫ ॥
হেতৌ লব্ধেঽপ্যলব্ধে বা পবনস্পন্দবদ্বিদঃ।
তা এবাভ্যাসরূঢ়ার্থাঃ সাদৃশ্যাৎ স্মৃতয়ঃ কৃতাঃ ॥ ২৬ ॥
কাকতালীয়বদ্ভান্তি যাস্তাঃ স্মৃত্যভিধাঃ বৃতাঃ।
যথা তবৈতেঽবয়বাঃ কচন্তি ন কচন্তি চ ॥ ২৭ ॥
স্থিতা এবাত্মনি তথা সর্ব্বাঃ সর্ব্বাত্মিকা বিদঃ।
মিথ্যাজ্ঞানময়া যদ্বদর্থা ঘটপটাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥
তদ্বৎ স্মৃতিপদার্থস্য কিং ভ্রমস্য বিচার্য্যতে।
দৃশ্যস্যাসম্ভবাজ্‌জ্ঞস্য স্মৃতির্নাস্ত্যেব তত্ত্বতঃ ॥ ২৯ ॥

কাকতালীয়বদাকস্মিকোদ্বোধকবশেন যাঃ সংবিদো ভান্তি। স্বাঙ্গভূতাশ্চিদবয়বভূতা ইব বিষয়তঃ পারোক্ষ্যাদস্বস্থা অপি স্বত অপরোক্ষাৎ স্বস্থা অবিকৃতাঃ ॥ ২৪ ॥

অনুভবে যদ্‌যৎ কচতি তেনাভ্যস্তার্থেন সমানাকারতয়া সাদৃশ্যাৎ ॥ ২৫ ॥

হেতৌ উদ্বোধকে লব্ধে অলব্ধেঽপি বা। যথা পবনস্পন্দো ব্যজনাদিহেতৌ লব্ধেঽপ্যলব্ধেঽপি ভবতি তদ্বৎ। তা অনুভববৃত্ত্যুপলক্ষিতা এব বিদঃ কালান্তরে স্মৃতয়ঃ কৃতাঃ ॥ ২৬ ॥

যদি সংবিদোঽবয়বভূতাস্তর্হি তদ্বৎ সদৈব কুতো ন কচন্তি তত্রাহ—কাকতালীয়বদিতি। উদ্বোধকসমবধানস্য কাদাচিৎকত্বেনেতি ভাবঃ। অবয়বা হস্তপাদাদয়ো যথা মনসস্তৎপ্রবণত্বে কচন্ত্যন্যপ্রবণত্বে ন কচন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

স্বপ্নেন্দ্রজালাদৌ যথা ঘটপটাদয়ো মিথ্যাজ্ঞানময়াস্তাদৃশভ্রমস্য স্মৃতিপদার্থস্য কিং মূলং বিচার্য্যত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অতত্রবাভ্রান্তস্য জ্ঞস্য প্রজাপতেঃ স্মৃতির্নাস্ত্যেব ॥ ২৯ ॥

স তথৈকঘনত্বাচ্চ চিদ্ব্যোমত্বাজ্জগৎস্থিতেঃ।
যথাস্থিতমিদং দৃশ্যমস্ত্যেবাজ্ঞস্য সংপ্রতি ॥ ৩০ ॥
ন মোক্ষোপায়কথনং ন চ জানামি তৎস্থিতিম্।
সন্দেহাদিব জিজ্ঞাসুস্তাবন্মোক্ষকথোচ্যতে ॥ ৩১ ॥
যাবদ্দৃশ্যং স্মৃতিশ্চৈব সংস্মৃতিশ্চাস্য শাম্যতি।
অবিদ্যায়াস্তু মৌর্খ্যস্য বিমোহস্যাত্যসম্ভবাৎ ॥ ৩২ ॥
অজ্ঞস্যো নিশ্চয়োঽস্মাকং ন কদাচন গোচরঃ।
যচ্চ যদ্বিষয়ে নাস্তি তন্নৈবানুভবত্যসৌ ॥ ৩৩ ॥
রজন্যনুভবো ভানোর্ভবত্যঙ্গ! কথং বদ।
ভাতং বস্তুস্বরূপাত্ম চিন্মাত্রে কিঞ্চিদেব যৎ ॥ ৩৪ ॥
তদভ্যস্তার্থসাদৃশ্যাৎ তৎসংস্কার ইতি স্মৃতম্।
আত্মস্বভাবভূতানামপি চিদ্ব্যোমরূপিণাম্ ॥ ৩৫ ॥

স তত্ত্ববিৎ তথৈব যথাপূর্ব্বং নির্ব্বিকার এবাস্তে। জগৎস্থিতেস্তদ্দৃশা চিদ্ব্যোমমাত্রত্বাদিত্যর্থঃ। অজ্ঞস্য তু তদ্বৈপরীত্যমিত্যাহ—যথাস্থিতমিতি ॥ ৩০ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ—নেতি। তস্য তত্ত্ববিদঃ স্থিতিম্, অতএব স দৈবাৎ সাধনচতুষ্টয়ং প্রাপ্য সন্দেহাদ্যাবজ্জিজ্ঞাসুরিব ভবতি তাবন্মোক্ষকথা তস্মৈ গুরুণোচ্যতে ॥ ৩১ ॥

যথা অজ্ঞাস্তত্ত্বজ্ঞস্থিতিং ন জানন্তি তথা বয়ং তত্ত্বজ্ঞা অপি অজ্ঞনিশ্চয়ং ন জানীম ইত্যাহ—অবিদ্যা ইতি ॥ ৩২-৩৩ ॥

ইদানীং স্মৃতিহেতুসংস্কারং প্রমাষ্টুং তৎস্বরূপমাহ—ভাতমিতি। অন্তঃকরণোপহিতচিন্মাত্রে বাহ্যবস্তুস্বরূপাত্ম যৎকিঞ্চিদেব ভাতং তচ্চেৎ পুনঃ পুনর্ব্যবহারেণাভ্যস্তং তাদৃশার্থসাদৃশ্যাদ্বাসিতং চিত্তং তৎসংস্কার ইতি স্মৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র পরিকল্প্যানাং সর্ব্বেষাং বাহ্যার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানেনাত্মস্বভাবভূতানাং বাধিতানুবৃত্ত্যা দগ্ধপটন্যায়েনাভাসেঽপি বস্তুতোঽনবস্থিতেস্তৎসাদৃশ্যস্য চিত্তে মার্জ্জনায় সংস্কারস্তত্ত্ববিদাং সম্ভবতীতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বেষাং পরিকল্প্যানামাভাসেঽপ্যনবস্থিতেঃ।
এবং ন সম্ভবত্যেব জগৎ কিঞ্চিৎ কদাচন ॥ ৩৬ ॥
দৃষ্টং মৃগতৃষেবাম্বু ন তু তৎ পরমার্থতঃ।
যদা ত্বয়ং তদা স্বপ্নে সর্গাদৌ চাবভাসতে ॥ ৩৭ ॥
চিদ্ব্যোমৈব পরং সর্গ-পর্য্যায়ং স্বাত্মনি স্থিতম্।
চিদ্ব্যোমৈবেত্থমাভাতং ন চ্যুতং সৎস্বরূপতঃ ॥ ৩৮ ॥
আত্মনাত্মনি রূপং বা সদ্রূপমিব সংস্থিতম্।
সর্গাদাবেব কচিতে মিথ্যা কচদপি স্থিতম্ ॥ ৩৯ ॥
অতঃ কুতঃ কচিন্নাম হেয়াদেয়াদিভাসনম্।
নেদমাকারবৎ কিঞ্চিন্নাপি স্মৃত্যাত্মকং কচিৎ ॥ ৪০ ॥
কারণাভাবতো ভাতি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
আকারবত্ত্বে যদ্দুঃখং ভবেৎ স্মৃত্যাং তদেব চ ॥ ৪১ ॥
দ্বয়মেতদসং তস্মাদ্বন্ধো নাম ন বিদ্যতে।
চিদ্ব্যোম্ন ভূত-ব্যোমাভে শূন্য এব যথাস্থিতম্ ॥ ৪২ ॥
স্থিতং স্বরূপমজহদ্ভুবনার্কাচলাদিকম্।
যথাস্থিতোঽগ্রদিকালং জগৎ স্বং রূপমত্যজৎ ॥ ৪৩ ॥

তথাপি যৎ ফলিতং তদাহ—এবমিতি ॥ ৩৬ ॥

তথাচ প্রতিজ্ঞাতং সিদ্ধমিত্যাহ—যদা ত্বিতি। অসমর্থঃ সিদ্ধ ইতি শেষঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

আত্মনা আত্মনি ইত্থমাভাতমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। অথবা মিথ্যা কচদিব স্থিতং জগদ্রূপং চাসদ্রূপং ব্রহ্ম ভূত্বা স্থিতম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

ন তু স্মৃত্যাত্মকতাপ্যস্ত কিমর্থং প্রত্যাখ্যায়তে তত্রাহ—আকারবত্ত্বে ইতি। স্মৃতেনাপি ভার্য্যাপুত্রাদিভরণেন দুঃখদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

যথাস্থিতং জীবন্মুক্তানাং যাবজ্জীবং ব্যবহারক্ষমং স্থিতম্ ইত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

স্বমেবাত্যজতো রূপং চিদ্ব্যোম্ন উদরে স্থিতম্ ।
স্বানুভূত্যেকমাত্রাত্ম প্রমাতৃস্বাপ্নপত্তনম্ ॥ ৪৪ ॥
অপৃথ্ব্যাদি কুতস্তত্র কিল পৃথ্ব্যাদয়ো বদ ।
তদ্ভাতি কেবলং শান্তং চিদাকাশং তথাত্মনি ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বাদৌ স্বপ্নকালে চ পৃথ্ব্যাদেঃ সম্ভবঃ কুতঃ ।
উদ্ভূয়েব জগদ্রূপাদ্‌ব্রহ্মসত্তাত্মনাত্মনি ॥ ৪৬ ॥
করোতি পৃথ্ব্যাদ্যভিধাঃ পশ্চাৎ সত্যার্থদা ইব ।
ন স্মৃত্যাত্ম ন সাকারং পৃথ্ব্যাদীনামসম্ভবাৎ ।
ন ভ্রান্তির্ন বিবর্ত্তাদি জগদ্‌ব্রহ্মাত্ম কেবলম্ ॥ ৪৭ ॥
ব্রহ্মেদমাকচতি চারু জগৎস্বরূপং
তচ্চৈকমেব কচনাকচনাত্মনিষ্ঠম্ ।
দৃশ্যাভমপ্যমলমেব নভঃ প্রশান্তং
নিত্যোদিতং প্রলয়সর্গময়োদয়াত্ম ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে জগতো ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদনং নাম দ্বিসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ১৭২ ॥

স্বপ্নপ্রপঞ্চদৃষ্টান্তোঽপ্যত্র সুসদৃশ ইত্যাহ—স্বমেবেতি ॥ ৪৪ ॥

সাম্যমেবোপপাদয়তি—অপৃথ্ব্যাদীতি ॥ ৪৫-৪৭ ॥

ইদং ব্রহ্মৈব চারু জগৎস্বরূপমাকচতি তচ্চ কচনাকচনয়োঃ সর্গপ্রলয়য়োরাত্মস্থ-বিকৃতস্বভাবনিষ্ঠং তদেকরূপমেব দৃশ্যাভং ভাতমপ্যমলং নভ এব নিত্যমনাদি-কালতঃ প্রলয়সর্গময়োদয়াত্মকম্ উদিতমজ্ঞানামিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

সর্ব্বানুভবরূপস্য তথা সর্ব্বাত্মনোঽপ্যয়ম্।
অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য দেহেঽপি কিমহংগ্রহঃ ॥ ১ ॥
চিতঃ পাষাণকাষ্ঠত্বং স্বপ্নাদিষু কথং ভবেৎ।
ইদং পাষাণকাষ্ঠাদি কথং নাস্ত্যস্তি বা কথম্ ॥ ২ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

শরীরিণো যথা হস্তে হস্ততায়াং যথাগ্রহঃ।
সর্ব্বাত্মনস্তথা দেহে দেহতায়াং তথাগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

যথা চিতোঽপি দেহাদি জড়ভাবক্রিয়াগ্রহঃ।
যথা সর্ব্বাত্মকত্বং চ তথেহ প্রতিপাদ্যতে ॥

যদি স্বপ্রকাশচিচ্চমৎকার এব জগৎ তর্হি চিতঃ সর্ব্বত্র তুল্যতয়া অহংভাবগ্রহো যুক্তঃ। গ্রহ আগ্রহোঽভিনিবেশঃ। দেহে এবাতিশয়েনাহংভাবাগ্রহোঽন্যত্র নেতি নিয়মঃ কুত ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ ॥ ১ ॥

এবং চিতঃ অচিদ্রূপপাষাণকাষ্ঠাদিভাবাগ্রহশ্চ কুতঃ। চিন্তাবস্য হাতুমশক্যত্বাৎ। অচিদ্রূপস্য স্বী.কর্ত্তুমশকায্যাচ্চেতি দ্বিতীয়ঃ। এবং চিত এব সার্ব্বাত্ম্যে ইদং পাষাণকাষ্ঠাদি নাস্তিত্বং কথমাপদ্যতে। চিতোঽপহ্নবাসংভবাৎ। এবং সর্ব্বাত্মকচিদ্বিরুদ্ধমচিদ্রূপং পাষাণকাষ্ঠাদ্যস্তি বা কথম্। যেন সার্ব্বাত্ম্যং স্যাদিতি দ্বৌ প্রশ্নৌ ॥ ২ ॥

সর্ব্বশরীরস্যাহংতয়া প্রথায়াং তুল্যায়াং হস্তে এব হস্তত্বং পাদে এব পাদত্বং নেতরত্রেতি জাতিকর্ম্মসংস্থানাদীনাং যথা ব্যবস্থাগ্রহঃ অনাদিতত্তদাকারসংস্কারব্যবস্থয়ৈব নান্যেন হেতুনা তথা দেহে দেহতায়ামহন্তাদৌ চাগ্রহো বোধ্য ইত্যাশয়েন দৃষ্টান্তপ্রপঞ্চনেনাদ্যৌ প্রশ্নৌ সমাধত্তে—শরীরিণ ইত্যাদিনা। দেহতাবৃক্ষতাদিশব্দাস্তত্তদহংতাপরাঃ। অত্র সর্ব্বত্র বিষয়াধ্যাসে বিষয়াধ্যাসো জ্ঞানধ্যাসে জ্ঞানাধ্যাসো দৃষ্টান্ত ইতি দ্বৌ দ্বৌ যথাতথাশব্দৌ প্রযুক্তাবিতি বোধ্যম্ ॥ ৩ ॥

চেতনাচেতনাত্মৈকং পুরুষস্য যথা বপুঃ।
নখকেশজলাকাশ-ধর্ম্মমাকারভাস্বরম্ ॥ ১০ ॥
চেতনাচেতনাত্মৈকং তথা সর্ব্বাত্মনো বপুঃ।
জঙ্গমং স্থাবরময়ং কিন্তু নিত্যমনাকৃতি ॥ ১১ ॥
যথাস্থিতং শাম্যতীদং সম্যগ্ জ্ঞানবতো জগৎ।
স্বপ্নে স্বপ্নপরিজ্ঞাতুর্যথা দৃষ্টার্থসংভ্রমঃ ॥ ১২ ॥
চিন্মাত্রাকাশমেবেদং ন দ্রষ্টাস্তি ন দৃশ্যতা।
ইতি মৌনমলং স্বপ্নদ্রষ্টুর্যৎ সা প্রবুদ্ধতা ॥ ১৩ ॥
কল্পকোটিসহস্রাণি সর্গা আয়ান্তি যান্তি চ।
ত এবান্যে চ চিদ্ব্যোম্নি জলাবর্ত্তা ইবার্ণবে ॥ ১৪ ॥
করোত্যব্ধৌ যথোর্ম্ম্যাদৌ নানা কচকচং বপুঃ।
চিৎ করোতি তথা সংজ্ঞাঃ সর্গাদ্যাশ্চেতনে নিজে ॥ ১৫ ॥
যথাস্থিতমিদং বিশ্বং ব্রহ্মৈবানাময়ং সদা।
তত্ত্বজ্ঞং প্রত্যতত্ত্বজ্ঞ-জনতানিশ্চয়াদৃতে ॥ ১৬ ॥
নাহং তরঙ্গঃ সলিলমহমিত্যেব যুক্তিতঃ।
বুদ্ধং যেন তরঙ্গেন কুতস্তস্য তরঙ্গতা ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ মায়াশবলস্যচেতনাচেতনোভয়াত্মৈকৈকবস্তুত্বাদপ্যুভয়ব্যবহারপ্রবর্ত্তকতা ন বিরুদ্ধেত্যাশয়েনাহ—চেতনেতি। ন চ বিরোধঃ ॥ ১০-১১ ॥

অতএব তত্ত্বতস্তজ্জ্ঞানাৎ সর্ব্বে বিরুদ্ধধর্ম্মাঃ শাম্যন্তীত্যাহ—যথাস্থিত-মিতি ॥ ১২ ॥

স্বপ্নদ্রষ্টুর্যা সা প্রাতঃ প্রসিদ্ধা প্রবুদ্ধতা সৈব ন দ্রষ্টাস্তি ন দৃশ্যতা কিন্তিদং সর্ব্বং চিন্মাত্রাকাশমেবেতি নিশ্চয়ে অলং সমর্থেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সহস্রকোটিশোঽপ্যাগতৈরীদৃশাধ্যাসৈর্নাধিষ্ঠানৈকরূপ্যক্ষতিরিত্যাহ—কল্পকো-টীতি ॥ ১৪ ॥

করোতি সলিলমিতি শেষঃ। নিজে চেতনে মায়াশবলচিতি ॥ ১৫-১৬ ॥

তরঙ্গেন। "প্রাতিপদিকান্তনুম্বিভক্তিষু চ" ইত্যত্রাপি "পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াম্" ইতি সূত্রাদগ ইত্যনুবৃত্তের্ন ণত্বম্। অচেতনস্যাপি চেতনত্বারোপাদিয়মুক্তিঃ ॥১৭॥

ব্রহ্মণোঽস্য তরঙ্গত্বমিবাভানং যতস্ততঃ।
তরঙ্গত্বাতরঙ্গত্বে ব্রাহ্ম্যৌ শক্তী স্থিতিং গতে ॥ ১৮ ॥
চিদ্ব্যোম্নোঽত্যজতো রূপং স্বপ্নবদ্ব্যস্তবেদনম্।
তদিদং হি মনো রাম ব্রহ্মেত্যুক্তঃ পিতামহঃ ॥ ১৯ ॥
এবমাদ্যঃ প্রজানাথো নিরাকারো নিরাময়ঃ।
চিন্মাত্ররূপসঙ্কল্প-পুরবৎ কারণোজ্ঝিতঃ ॥ ২০ ॥
যেনাঙ্গদত্বং নাস্তীতি বুদ্ধং হেমাঙ্গদেন বৈ।
অঙ্গদত্বং কুতস্তস্য তস্য শুদ্ধৈব হেমতা ॥ ২১ ॥
অজে সঙ্কল্পমাত্রাত্ম চিন্মাত্রব্যোমদেহিনি।
অহং ত্বং জগদিত্যাদি যদ্বিভাতং তদেব তৎ ॥ ২২ ॥
চিচ্চমৎকৃতয়ো ভান্তি যাশ্চিদ্ব্যোমনি শূন্যতাঃ।
এতাস্তাঃ সর্গসংহার-স্থিতিসংরম্ভসংবিদঃ ॥ ২৩ ॥
অচ্ছং চিন্মাত্রনভসঃ কচনং স্বয়মেব তৎ।
স্বপ্নাভং চিত্ততামাত্রং স এষ প্রপিতামহঃ ॥ ২৪ ॥
যথা তরঙ্গস্তেনৈব রূপেণান্যেন বাঽনিশম্।
স্ফুরত্যেবমনাদ্যন্তঃ সর্গপ্রলয়বিভ্রমঃ ॥ ২৫ ॥
চিদ্ব্যোম্নঃ কচনং কান্তং যদ্বিরাড়িতি শব্দিতম্।
ভবেৎ সঙ্কল্পপুরবৎ তস্য কুর্য্যান্মনোঽপি বৈ ॥ ২৬ ॥

তরঙ্গশব্দাস্তৎসদৃশজগৎপরাঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যস্তবেদনমন্যোন্যধর্ম্মবিনিময়েন ব্যত্যস্তচেতনভাবং মনঃ সমষ্ট্যুপহিতং যদ্রূপং তদিদং মনো ব্রহ্মেতি শব্দৈঃ পিতামহ উক্তঃ ॥ ১৯-২১ ॥

সমষ্টেশ্চিন্মাত্রত্বে তদ্ব্যষ্টীনামস্মদাদীনাং তদনুক্তমপি সিদ্ধমিত্যাহ—অজে ইতি ॥ ২২-২৩ ॥

প্রপিতামহো হিরণ্যগর্ভঃ ॥ ২৪-২৪ ॥

বিরাড়পি তাদৃগেবেত্যাহ—চিদ্ব্যোম্ন ইতি। তস্য বিরাজো মনোহিরণ্যগর্ভোঽপি যৎ কুর্য্যাদ্ভুবনভূতগ্রামাদি তদপি সংকল্পপুরবদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সর্গঃ স্বপ্নঃ স্বপ্ন এব জাগ্রদ্দেহঃ স এব চ।
ঘনং সুষুপ্তং তৈমির্য্যাদ্‌যথা সংবেদনং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
তস্য কল্পান্তরজনী শিরোরুহতয়োদিতা।
প্রকাশতমসী কালক্রিয়াখ্যাঃ সাঙ্গসন্ধয়ঃ ॥ ২৮ ॥
তস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
চন্দ্রার্কৌ দৃগ্দিশৌ শ্রোত্রে কল্পনেতি বিজৃম্ভিতা ॥ ২৯ ॥
এবং সম্যগ্ দৃশ্যমানো ব্যোমাত্মা বিততাকৃতিঃ।
অস্মৎসঙ্কল্পশৈলাভো বিরাড় স্বপ্নাকৃতিস্থিতঃ ॥ ৩০ ॥
যচ্চ চেতশ্চিদাকাশে স্বয়ং কচকচায়তে।
তদেতজ্জগদিত্যেবং তেনাত্মৈবানুভূয়তে ॥ ৩১ ॥
বিরাড়াত্মৈবমাকাশং ভাতি চিন্ময়মাততম্।
স্বভাবস্বপ্ননগরং নগনাগময়াত্মকম্ ॥ ৩২ ॥

তথা চ স বিরাড়েব সর্গঃ স এব স্বপ্নঃ স্বপ্ন এব জাগ্রদ্ব্যষ্টিসমষ্টিদেহঃ সম্পন্নঃ। ।ঘনং সুষুপ্তং নিদ্রাতিশয়লক্ষণতৈমির্যাৎ স্বপ্নসংবেদনং ভবেত্তথা প্রলয়ে অবিদ্যা-মিরাবৃত আত্মৈব জগৎসংবেদনং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

জগৎসর্ব্বং বিরাজোঽঙ্গতয়া বর্ণয়তি—তস্যেত্যাদিনা। তস্য বিরাড়্‌বেষস্য রমাত্মনঃ কল্পান্তা অবান্তরপ্রলয়াস্তদ্রূপা চতুর্মুখস্য রজনী শিরোরুহতয়া শতয়া উদিতা প্রাথমিকত্বাৎ ॥ প্রকাশতমসী দিনরাত্রী অঙ্গসংধয়ঃ ॥ ২৮ ॥

দিশৌ প্রাচীপ্রতীচ্যৌ শ্রোত্রে ইত্যনয়ারীত্যা মনঃকল্পনৈব বিরাডাকারেণ জৃম্ভিতা ॥ ২৯ ॥

তথা চাস্মৎস্বপ্নতুল্যতা তস্য সিদ্ধেতিনিষ্প্রপঞ্চতৈব পরমার্থং ইত্যাহ—বমিতি ॥ ৩০ ॥

যচ্চেতৎ চেতনাত্মকজীবভাবাপন্নং সৎ স্বয়ং কচকচায়তে অতিশয়েন দীপ্যতে। প্যর্থাংকচেঃ পচাস্থচি ডাচি দ্বিত্বেডাজন্তস্যাপি ভৃশাদিত্বকল্পনাৎ ক্যঙ্ ॥ ৩১ ॥

চিন্ময়মাততমাকাশমেব এবংরীত্যা বিরাডাত্মা ভাতি। এবংরীত্যা দর্শনে রাডাত্মচিন্ময়মাকাশমেব ভাতীতি বা ॥ ৩২ ॥

অনুভবিতৈবানুভবং সত্যং স্বাত্মানমপ্যসন্তমিব।
অনুভবতীয়ত্বেন স্বপ্ননটঃ স্বপ্নদেশমিব ॥ ৩৩ ॥
বেদান্তার্হতসাংখ্যসৌগতগুরুত্র্যক্ষাদিসূক্তা দৃশো
ব্রহ্মৈব স্ফুরিতং তথাত্মকলয়াস্তাদাত্ম নিত্যং যতঃ।
তেগাং চাত্মবিদোঽনুরূপমখিলং স্বর্গং ফলং তদ্ভব-
ত্যস্য ব্রহ্মণ ঈদৃগেব মহিমা সর্ব্বাত্ম যৎ তদ্বপুঃ ॥৩৪॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে ব্রহ্মগীতাসু পরমার্থোপদেশো
নাম ত্রিসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৩ ॥

অনুভবিতা চিদাত্মৈব স্বস্বরূপমনুভবৈকরসং সত্যং স্বাত্মানমপি মায়াবরণাদ-সন্তমিব কৃত্বা ইয়ত্ত্বেন পরিচ্ছিন্নপ্রপঞ্চভাবেনানুভবতি যথা স্বপ্নপ্রাপ্তো নটঃ স্বাত্মানমেব স্বাতিরিক্তনাট্যদ্রষ্টৃসমাজপূর্ণং স্বপ্নদেশং কল্পয়িত্বা তত্র স্বনাট্যং স্বয়মেবানুভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্মিন্নর্থে সর্ব্ববাদিসিদ্ধান্তাবিরোধঃ সর্ব্বাভিলষিতফলসিদ্ধিশ্চেত এবেত্যাহ—বেদান্তেতি। বেদান্তাঃ শুদ্ধব্রহ্মপরাঃ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরপরা উপাসনাপরাশ্চ। আর্হতা দিগম্বরাঃ। সাংখ্যাঃ কাপিলা যোগিনাশ্চ। সৌগতাঃ সৌত্রান্তিকবৈভাষিক-যোগাচারমাধ্যমিকাঃ। এতেষাং যে গুরবো ব্যাসার্হৎকপিলপতঞ্জলিবুদ্ধাঃ। ত্র্যক্ষঃ পশুপতির্ভৈরবো বা আগমশাস্ত্রভেদনির্মাতা। আদিপদাদ্বৈষ্ণব-হিরণ্যগর্ভাদ্যা আগমনির্মাতারো বিষ্ণ্বাদয়ো গৃহ্যন্তে। তৈঃ সুষ্ঠু উক্তা স্বস্বাগমেষু প্রতিপাদিতা যা যা দৃশস্তাঃ সর্ব্বা ভূত্বা অস্মদভিমতং ব্রহ্মৈব তত্তদ্বাসনালক্ষণতদা-ত্মকতয়া স্ফুরিতম্। তেষাং চ বাদিনামাত্মবিদঃ স্বস্বনিশ্চয়স্যানুরূপং স্বর্গং পারলৌকিকসুখরূপমখিলমৈহলৌকিকং চ সর্ব্বং ফলং তদ্ব্রহ্মৈব ভবতি যতস্ত-দাত্মরূপমেব তৈস্তৈস্তথা তথা ফলং স্যাদিত্যাশাস্যতে ইত্যর্থঃ। অস্য ব্রহ্মণ ঈদৃগেব মহিমা প্রসিদ্ধো যদ্যস্মাদ্‌ব্রহ্ম এবংবপুর্মায়াশবলস্বরূপং সর্ব্বাত্মকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে
উত্তরার্দ্ধে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশতমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সর্গাদৌ স্বপ্নসংবিত্ত্যা চিদেবাভাতি কেবলা।
জগদিত্যবভাসেব ব্রহ্মৈবাতো জগত্রয়ম্ ॥ ১ ॥
সর্গান্তরঙ্গা ব্রহ্মাব্ধেস্তেষু সংবেদনং দ্রবঃ।
সর্গান্তরস্থাম্ভাত্ম দ্বৈতৈক্যাদীতরৎ কুতঃ ॥ ২ ॥
যথা স্বপ্নসুষুপ্তাত্ম নিদ্রারূপকমেব খম্।
দৃশ্যাদৃশ্যাংশমেকাত্ম রূপং চিন্নভসস্তথা ॥ ৩ ॥
জাগ্রতি স্বপ্ননগরং যাদৃক্তাদৃগিদং জগৎ।
পরিজ্ঞাতং ভবেদত্র কথমাস্থা বিবেকিনঃ ॥ ৪ ॥
সর্গাদৌ সর্গসংবিত্তের্যথা ভূতার্থবেদনাৎ।
জাগ্রতি স্বাপ্ননগরং যাদৃশং তাদৃশং জগৎ ॥ ৫ ॥

স্বপ্নস্যেব প্রবোধেন কৃতে দৃশ্যস্য মার্জনে।
পরিশিষ্টশ্চিদাত্মৈকো বর্ণ্যতেঽত্র পরং পদম্ ॥

যতঃ সর্গাদৌ কেবলা চিদেব স্বপ্নবিৎসংবিত্ত্যা জগদিত্যবভাসেঽবভাতীতি প্রসাধিতমতো জগত্রয়ং ব্রহ্মৈবেতি প্রবোধে কৈবল্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অজ্ঞপ্রসিদ্ধো দুঃখাত্মকঃ সর্গো বোধেন প্রমার্জ্জিতঃ। যত্তু তদনন্তরমপি জীবন্মুক্তানাং ব্যবহারায় জগৎপ্রসিদ্ধং তদানন্দসচ্চিদেকরসত্বাৎ সর্গান্তরমেব তত্তত্র দ্বৈতৈক্যাদীতরৎ অসুখরূপং কুতো নিমিত্তাৎ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তেষাং তাদৃশসর্গে সৈকরস্যাবিঘাতে অজ্ঞদৃশা প্রসিদ্ধতরং দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা স্বপ্নে সুষুপ্তিস্বপ্নভেদাভাসেঽপি নিদ্রৈকরস্যং ন বিহন্যতে তদ্বদ্বিদেহমুক্তি-জীবন্মুক্তিভেদপ্রতিভাসেঽপি সুখৈকরস্যং ন বিহন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কুতো ন দুঃখমিতি চেদ্বাধিতে বিষয়ে বিদুষ আস্থাভাবাদিত্যাহ—জাগ্রতীতি ॥ ৪ ॥

যাদৃশং যথা বাধিতম্ ॥ ৫ ॥

জাগ্রতি স্বপ্ননগর-বাসনা বিবিধা যথা।
সত্যা অপি ন সত্যাস্তা জাগ্রত্যো বাসনাস্তথা ॥ ৬ ॥
অন্যথোপপ্রপঞ্চেহ কল্প্যতে যদি কারণম্।
তৎ কিং নেদীয়সী নাত্র ভ্রান্ততা কল্প্যতে তথা ॥ ৭ ॥
স্বানুভূয়ত এবেয়ং ভ্রান্তিঃ স্বপ্নজগৎস্বিব।
কারণং ত্বনুমাসাধ্যং কানুমানুভবাধিকা ॥ ৮ ॥
দৃষ্টমপ্যস্তি যন্নেশে ন চাত্মনি বিচারিতম্।
অন্যথানুপপত্ত্যাস্তর্ভ্রান্ত্যাত্ম স্বপ্নশৈলবৎ ॥ ৯ ॥

দগ্ধপটবদ্বাসনামাত্রেণ স্থিতিস্তু ন দুঃখসমর্থেত্যাশয়েনাহ—জাগ্রতীতি জাগ্রত্যো জাগ্রতো ভোগাভাসার্থমাবির্ভূতাঃ ॥ ৬ ॥

ননু জগতো ভ্রান্তিমাত্রত্বে তত্ত্ববোধেন তন্মূলাজ্ঞানোচ্ছেদাদ্বাধঃ স্যাৎ। প্রধান পরমাণ্বাদিকারণান্তরৈরন্যথোপপত্ত্যা ভ্রান্তিত্বাকল্পনে তু ন বাধপ্রসক্তিরিতি তত্রে দুঃখং স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যথেতি। উপপ্রপঞ্চ উপপদ্য। স্বাপ্নে জগ প্রসিদ্ধতরত্বাল্লাঘবাৎ 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্' 'তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয় স্বপ্নাঃ' 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ' ইত্যাদিশ্রুতি বোধিতত্বাচ্চ কল্পনান্তরেভ্যো নেদীয়সী শীঘ্রোপস্থিতিকত্বেন সংনিহিততর ভ্রান্তিমাত্রতৈব জগতঃ কিং ন কল্প্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

কিংচ বাচারম্ভণশ্রুতিদর্শিতন্যায়েন পর্য্যালোচনে মৃত্তন্ত্বাদিব্যতিরিক্তঘটপটাদ্য দর্শনাত্তদ্বিষয়ে স্বা স্বীয়া ইয়ং ভ্রান্তিরিতি প্রত্যক্ষমনুভূয়ত এব। প্রত্যক্ষানুভ বাপেক্ষয়া অধিকা বলবত্তরা অনুমা ক দৃষ্টা যদ্বলাৎ প্রধানপরমাণ্বাদয় সিধ্যেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিংচ জগৎস্বপ্নশৈলবদস্তর্ভ্রান্ত্যাত্মেত্যত্র দৃষ্টং প্রত্যক্ষং লিঙ্গমপ্যস্তি। যদস্মা কারণাদয়ং জন আত্মনি ইষ্টমেব স্রষ্টুমনিষ্টং সর্গং নিবারয়িতুং চ ন ঈশে নেষ্টে ছান্দসঃ পুরুষব্যত্যয়ঃ। অহং ন ঈশে ইত্যনুভবতীতি বা অধ্যাহার্য্যম্। ন তেন প্রাগ্বিচারিতং নিশ্চিতমেব দৃশ্যতে অকস্মাদেব যৎকিঞ্চিদর্থ দর্শনাৎ। সর্গস কারণান্তরাধীনত্বে হি তাদৃশকারণসম্পত্তিসাধ্যং জনা ইষ্টমেব সৃজেয়ুরনিষ্টং চ বারয়েয়ুরাকস্মিকং চ দৃশ্যং ন পশ্যেয়ুঃ। তল্লিঙ্গত্রয়ান্যথানুপপত্ত্যা স্বপ্নশৈলবদ্ ভ্রান্তিরিত্যেব সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

নির্ব্বিকল্পং পরং জাড্যং সবিকল্পস্তু সংসৃতিঃ ।
ধ্যানং তেন সমাধানং ন সম্ভবতি কিঞ্চন ॥ ১০ ॥
সচেত্যং সংসৃতির্ধ্যানমচেত্যং তূপলস্থিতি ।
মোক্ষো নোপলবদ্ধ্যানং ন বিকল্পাত্মকং ততঃ ॥ ১১ ॥
ন চ নামোপলাভেন নির্বিকল্পসমাধিনা ।
অন্যদাসাদ্যতে কিঞ্চিল্লভ্যতে কিং স্বনিদ্রয়া ॥ ১২ ॥
তস্মাৎ সম্যক্ পরিজ্ঞানাদ্‌ভ্রান্তিমাত্রং বিবেকিনঃ ।
সর্গাত্যন্তাসম্ভবতো যো জীবন্মুক্ততোদয়ঃ ॥ ১৩ ॥
নির্ব্বিকল্পং সমাধানং তদনন্তমিহোচ্যতে ।
যথা স্থিতমবিক্ষুব্ধমাসনং সর্ব্বভাসনম্ ॥ ১৪ ॥

অতএব ধ্যানমাত্রেণ নির্ব্বিকল্পসমাধিপর্য্যন্তেন জগদ্বাধং বিনৈব নিস্তারং মন্যমানা যোগিনোঽপি নিরস্তা ইত্যাহ—নির্ব্বিকল্পমিতি। যোগিনাং হ্যাত্মা অনানন্দচিদ্রূপঃ সাক্ষাদনুভূতোঽপ্যপুরুষার্থ ইতি তৎসাক্ষাৎকারকল্পনে প্রয়োজনাভাবান্নিত্যানুমেয়ে তস্মিন্ ভাট্টজ্ঞানকল্পে নিত্যপরোক্ষে জড়তৈব পরিশিষ্যতে। তত্র চিত্তস্য নির্ব্বিকল্পং সমাধানং সম্পন্নমপি পরং জাড্যমেব। সবিকল্পং তু সম্পন্নং সংসৃতিঃ সংসার এব। তেন হেতুনা তদ্ধ্যানং তেন সমাধানং চ সম্পন্নমপি কিঞ্চন। পুরুষার্থরূপং ন সংভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি—স চেত্যমিতি। পরাভিমতমনানন্দরূপং মোক্ষে পরিশিষ্যমাণং যং জ্ঞানং তন্মোক্ষঃ পুরুষার্থবিশেষো ন। এতেনাত্মনো জ্ঞানস্বভাবতামনভ্যুপগচ্ছতাং বৈশেষিকাদীনামভিমতোঽপি মোক্ষো নিতরাং নিরস্তঃ। বিকল্পাত্মকং সচেত্যং তু ততোঽপি মোক্ষো ন বন্ধবিশেষাদত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যোগসম্মতসমাধ্যভ্যাসেন ভবদভিমতমোক্ষ এব কিং ন লভ্যতে তত্রাহ—ন চ নামেতি। অন্যৎসাংখ্যাভিমতাদ্যদস্মদভিমতম্। যদি লভ্যেত তর্হি স্বনিদ্রয়াপি লভ্যেত। চিত্তচাঞ্চল্যানিবৃত্তেরজ্ঞানাবরণানিবৃত্তেশ্চোভয়ত্রাপি সাম্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

তস্মাৎ পরোক্তপক্ষেষ্বনির্মোক্ষদোষানির্মোক্ষাদ্‌ভ্রান্তিমাত্রং জগৎ। নিরতিশয়ানন্দসচ্চিদেকরস এবাত্মা। তত্ত্বজ্ঞানেন ভ্রান্তিহেত্বজ্ঞানাবরণক্ষয়েণ ভ্রান্তিক্ষয়ে

তদনন্তসুষুপ্তাখ্যং তৎ তুরীয়মিতি স্মৃতম্।
তন্নির্ব্বাণমিতি প্রোক্তং তন্মোক্ষ ইতি শব্দিতম্ ॥ ১৫ ॥
সম্যগ্বোধৈকঘনতা যাসৌ ধ্যানমিতি স্মৃতম্।
দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবাত্ম বোধমাহুঃ পরং পদম্ ॥ ১৬ ॥
তচ্চ নোপলবজ্জাড্যং ন সুষুপ্তোপমং ভবেৎ।
ন নির্ব্বিকল্পং ন চ বা সবিকল্পং ন বাপ্যসৎ ॥ ১৭ ॥
দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবাত্ম তদেবাস্তং হি বেদনম্।
তৎ সর্ব্বং তন্ন কিঞ্চিচ্চ তদ্বদেবাঙ্গ বেত্তি তৎ ॥ ১৮ ॥
সম্যক্ প্রবোধান্নির্ব্বাণং পরং তৎ সমুদাহৃতম্।
যথাস্থিতমিদং বিশ্বং তত্রালং প্রলয়ং গতম্ ॥ ১৯ ॥
ন তত্র নানা নানা ন ন চ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চন।
সমস্তসদসদ্ভাব সীমান্তঃ স উদাহৃতঃ ॥ ২০ ॥

পরিশিষ্যমাণঃ পরমপুরুষার্থ ইত্যস্মৎপক্ষ এব সর্বেষাং শরণমিত্যুপসংহরতি-তস্মাদিত্যাদিনা। যো জীবন্মুক্তোদয়ঃ স এব নির্বিকল্পসমাধানং তদেব বান নির্ব্বাণমিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১৩-১৫ ॥

আহুঃ 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা' ইত্যা শ্রুতয়স্তত্ত্ববিদশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তচ্চ গৌতমকণাদাভ্যুপগতমুক্তিরিবোপলবজ্জাড্যং ন। হৈরণ্যগর্ভোপগ প্রকৃতিপ্রলয়বৎসুষুপ্তোপমং ন। পাতঞ্জলোপগতমুক্তিবন্নির্বিকল্পতামাত্রং পাশুপতপাঞ্চরাত্রাদ্যভিমতমুক্তিবৎসবিকল্পং ন। বৌদ্ধাভিমতমুক্তিবদসন্নৈরা লক্ষণং শূন্যমপি ন ॥ ১৭ ॥

কিং তর্হি তদাহ—দৃশ্যেতি। তদেব সর্ব্বম্। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্ম মেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি' 'তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ' ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ। নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি' ইত্যাদিশ্রুতের্ন কিঞ্চিচ্চ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বত্বে নকিঞ্চিত্বে চোপপত্তিমাহ—যথাস্থিতমিতি ॥ ১৯ ॥

সীমান্ত ইতি। যথা পটঃ সন্নসন্নিতি চ কল্পনায়াঃ সীমা তন্তুঃ। সন্নসন্নিতি কল্পনায়াঃ সীমা কার্পাসম্। কার্পাসম্ সদসদিতি কল্পনা সীমান্তস্তদ্বীজম্। বীজম্ সদসদ্বেতি কল্পনায়াঃ সীমা মৃদাদি

অত্যন্তাসম্ভবং দৃশ্যং যদ্বৈ নির্ব্বাণমাসিতম্।
শুদ্ধবোধোদয়ং শান্তং তদ্বিদ্ধি পরমং পদম্ ॥ ২১ ॥
স চ সম্প্রাপ্যতে শুদ্ধো বোধো ধ্যানমনুত্তমম্।
শাস্ত্রাৎ পদপদার্থজ্ঞ বোধিনোৎপন্নবুদ্ধিনা ॥ ২২ ॥
মোক্ষোপায়াভিধং শাস্ত্রমিদং বাচয়তানিশম্।
বুদ্ধ্যুপায়েন শুদ্ধেন পুংসা নান্যেন কেনচিৎ ॥ ২৩ ॥
ন তীর্থেন ন দানেন ন স্নানেন ন বিদ্যয়া।
ন ধ্যানেন ন যোগেন ন তপোভির্ন চাধ্বরৈঃ ॥ ২৪ ॥
ভ্রান্তিমাত্রং কিলেদং সদসৎ সদিব লক্ষ্যতে।
ব্যোমৈব জগদাকারং স্বপ্নোহনিদ্রে চিদম্বরে ॥ ২৫ ॥
ন শাম্যতি তপস্তীর্থৈর্ভ্রান্তির্নাম কদাচন।
তপস্তীর্থাদিনা স্বর্গাঃ প্রাপ্যন্তে ন তু মুক্ততা ॥ ২৬ ॥
ভ্রান্তিঃ শাম্যতি শাস্ত্রার্থাৎ সম্যগ্ বুদ্ধ্যাবলোকিতাৎ।
আত্মজ্ঞানময়ান্মোক্ষোপায়াদেবেহ নান্যতঃ ॥ ২৭ ॥

অসতী বেতি কল্পনাম্নাঃ সীমা আপস্তাসাম্ তেজস্তস্য বায়ুস্তস্যাকাশং তস্যাব্যাকৃতং তস্য সদসদ্ভাবকল্পনাম্নাঃ সীমা কেবলশ্চিদাত্মৈবেতি স সীমান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যন্নির্ব্বাণং সর্ব্ববিক্ষেপরহিতং নিরতিশয়ানন্দাত্মনা আসিতমবস্থানং তদেব পরমং পদং পরমপুরুষার্থং বিদ্ধি ॥ ২১ ॥

তৎপ্রাপ্তৌ চায়ং মোক্ষোপায়াখ্যো গ্রন্থ উপায় ইত্যাহ—স চেতি ॥ ২২ ॥

বুদ্ধিরধ্যাত্মশাস্ত্রজন্যজ্ঞানং তল্লক্ষণেনোপায়েন। অন্যেনোপায়ান্তরেণ কেনচিদপি ন প্রাপ্যতে—'জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি—নেত্যাদিনা। বিদ্যয়া ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্তবিদ্যয়া ॥ ২৪ ॥

কুতো ন তত্রাহ—ভ্রান্তিমাত্রমিত্যাদিনা। যতো ভ্রান্তিমাত্রমতস্তপস্তীর্থৈর্ন শাম্যতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২৫-২৭ ॥

আলোককারিণাত্যর্থং শাস্ত্রার্থৈনৈব শাম্যতি।
অমলেনাখিলা ভ্রান্তিঃ প্রকাশেনৈব তামসী ॥ ২৮ ॥
সর্গসংহারসংস্থানাং ভাসো ভান্তি চিদম্বরে।
স্পন্দনানীব মরুতি দ্রবত্বানীব বারিণি ॥ ২৯ ॥
দ্রব্যস্য হৃদ্যেব চমৎকৃতির্নিজা
নভস্বতঃ স্পন্দ ইবানিশং যথা।
যথা স্থিতা সৃষ্টিরিয়ং তথাস্তিতা
লয়ং নভস্যন্তরনন্যরূপিণী ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে ব্রহ্মগীতাসু নির্ব্বাণোপদেশো নাম চতুঃসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৬ ॥

প্রকাশেন সূর্য্যোদয়েন। তামসী কৃষ্ণরাত্রিরিব ॥ ২৮ ॥

সংস্থা স্থিতিঃ। ভাসঃ প্রতিভাসাঃ ॥ ২৯ ॥

যথা বটবীজাদিদ্রব্যস্য হৃদি বটাকারধারণচমৎকৃতির্নভস্বতো বায়োঃ স্পন্দচমৎকৃতিরিব স্থিতা তথা মায়াশবলচিন্নভস্যন্তঃ ইয়ং যথা স্থিতা জগতঃ সৃষ্টিস্তস্যা অস্তিতা স্থিতিশ্চ অনন্যরূপিণী আস্তে লয়ং চ গমিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

স্বপ্নাভমাদ্যং চিদ্ব্যোম কারণং দেহসংবিদাম্।
দৃশ্যান্যতাসম্ভবতশ্চিদ্ব্যোম্নস্তৎ কুতো বপুঃ ॥ ১ ॥
সর্গাদৌ স্বপ্নসংবিত্তি-রূপং সর্ব্বং বিনানঘ!।
ন সর্গো ত পরো লোকো দৃশ্যমানোঽপি সিধ্যতি ॥ ২ ॥
অসদেবানুভূরিত্থমেবেদং ভাসতে জগৎ।
স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গ ইব শান্তং চিদ্ব্যোম কেবলম্ ॥ ৩ ॥
এবং নামাস্তি চিদ্ধাতুরনাদিনিধনোঽমলঃ।
শূন্যাত্মৈবাচ্ছরূপোঽপি জগদিত্যবভাতি যঃ ॥ ৪ ॥

যাবন্মৌর্খ্যং জগদিব চিদেবাভাত্যকারণম্।
শাস্ত্রেণ মৌর্খ্যেঽপহ্নতে সা মুক্তেতীহ বর্ণ্যতে ॥

ইয়ং সৃষ্টিস্তদস্তিতা চানন্তরূপিণীত্যুক্তেঃ চিতঃ সর্গঃ শরীরমেবেত্যাশঙ্কাং প্রসক্তাং নিরাকরোতি—স্বপ্নাভমিতি। আদ্যং হি চিদ্ব্যোম স্বাবিদ্যয়া স্বপ্নাভং ভূত্বা জীবভাবেন সংসরন্দেবোঽহং মনুষ্যোঽহমিত্যাদি তত্তদেহতাদাত্ম্যাধ্যাসানাং কামকর্ম্মবাসনাদিদ্বারা কারণং জীবোপাধিসিদ্ধেঃ পূর্ব্বং মহাপ্রলয়ে স্বপ্নাভত্বপ্রাপ্তৌ তু দৃশ্যান্যতাঽসম্ভবতো নিমিত্তাসিদ্ধেস্তৎসর্গরূপং দৃশ্যং তস্য চিদ্ব্যোম্নো বপুঃ শরীরং কুতো নিমিত্তান্তবেদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

স্বপ্নসম্বিত্তিরূপেণৈব জীবভাবসমকালা সর্গাদিসিদ্ধির্ন নিমিত্তান্তরাদিত্যাহ—সর্গাদাবিতি ॥ ২ ॥

নাপি চিদ্ব্যোম্নো বাস্তবো জীবভাবো জগদ্ভাবো বাস্তি যেন জগত্তস্য শরীরং ভবেদিত্যাহ—অসদেবেতি। অনুভবতীত্যনুভূরনুভবৈকরসশ্চিদাত্মা ইত্থমসদেব জগদ্ভূত্বা স্বাবিদ্যয়া ভাসতে ॥ ৩ ॥

তর্হি কিমনুভূতিরপ্যসতী নেত্যাহ—এবং নামেতি। যো জগদিত্যবভাতি স জগচ্ছূন্যাত্মৈবাচ্ছরূপশ্চিদ্ধাতুরস্তি ॥ ৪ ॥

মলস্ত্বেষোঽপরিজ্ঞাতঃ পরিজ্ঞাতঃ পরং ভবেৎ।
কুতঃ কিল পরে ব্যোমন্যনাদিনিধনে মলঃ ॥ ৫ ॥
যদেতদ্বেদনং শুদ্ধং তদেব স্বপ্নপত্তনম্।
জগৎ তদেব সর্গাদৌ পৃথ্ব্যাদেঃ সম্ভবঃ কুতঃ ॥ ৬ ॥
চিদ্ব্যোমাত্মাবভাসস্য নভসঃ সর্গরূপিণী।
কৃতা পৃথ্ব্যাদিকলনা মনোবুদ্ধ্যাদিতা তথা ॥ ৭ ॥
বার্য্যাবর্ত্ত ইবাভাতি পবনস্পন্দবচ্চ যৎ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং চিদ্ব্যোম্নি জগদ্ভানমভিত্তিমৎ ॥ ৮ ॥
পশ্চাৎ তস্যৈব তেনৈব স্বয়মৈশ্বর্য্যশংসিনা।
কৃতং বুদ্ধ্যাদিপৃথ্ব্যাদি-কল্পনং সদসন্ময়ম্ ॥ ৯ ॥
স্বয়মেব কচত্যচ্ছা চ্ছায়েয়ং স্বা মহাচিতিঃ।
সর্গাভিধানমস্যৈব নভ এবেহ নেতরৎ ॥ ১০ ॥
ন চ কিঞ্চন নামাঙ্গ! কচত্যচ্ছৈব সা স্মৃতা।
চিন্মাত্রৈকৈককলনং ততমেবাত্মনাত্মনি ॥ ১১ ॥

এষ পরমাত্মৈব যাবদপরিজ্ঞাতস্তাবন্মলঃ অবিদ্যৈব। তত্র সংসরন্ জীব ইব পৃথগিব ভবতি। পরিজ্ঞাতস্তু পরং নির্ম্মলং ব্রহ্মৈব ভবেৎ। 'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ। ব্রহ্মভাবে তস্য মলপ্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাহ—কুত ইতি। প্রবোধেন স্বপ্নস্যেব বাধাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

স্বপ্নসাম্যং তু কারণাসম্ভবাদ্বহুশঃ প্রসাধিতমেব পুনর্দৃঢ়ীকারায়ানুবদতি—যদিত্যাদিনা ॥ ৬-৮ ॥

পশ্চাজ্জগদ্ভানানন্তরং জীবভাবেন তদনুপ্রবিশ্য হিরণ্যগর্ভোঽহং ভুবনস্রষ্টেত্যৈশ্বর্য্যশংসিনা বুদ্ধ্যাদিপৃথ্ব্যাদিনামরূপব্যাকরণলক্ষণং কল্পনং কৃতম্। সদসন্ময়ং মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রচুরম্, সত্যানৃতমিথুনীকরণরূপং বা ॥ ৯ ॥

অচ্ছাদপ্যচ্ছা যেয়ং মহাচিতিঃ সা স্বয়মেব জগদ্রূপেণ কচতীতি জগচ্চিন্নভ এব নেতরৎ ॥ ১০ ॥

অনয়া পর্য্যালোচনয়া হে অঙ্গ, ন কিঞ্চন কচতি। চিন্মাত্রলক্ষণং যদেকমেবৈকং তৎকলনমেব বেথমাত্মনি ততম্ ॥ ১১ ॥

চিদাকাশশ্চিদাকাশে তদিদং স্বমলং বপুঃ ।
চিত্তং দৃশ্যমিবাভাতি যথা স্বপ্নে তথা স্থিতম্ ॥ ১২ ॥
অন্যথানুপপত্ত্যার্থ-কারণাভাবতঃ স্বতঃ ।
সর্গাদাবেব স্বাত্মৈব দৃশ্যং চিদ্ব্যোম পশ্যতি ॥ ১৩ ॥
স্বপ্নবৎ তচ্চ নির্দ্ধর্ম্ম মনাগপি ন ভিদ্যতে ।
তস্মাচ্চিদ্ব্যোম চিদ্ব্যোম শূন্যত্বং গগনাদিবৎ ॥ ১৪ ॥
যদেব তৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বরূপবিবর্জ্জিতম্ ।
তদেবৈকং তথা রূপমেবং সর্ব্বতয়া স্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
স্বপ্নেহনুভূয়তে চৈতৎ স্বপ্নো হ্যাত্মৈব ভাসতে ।
নানাবোধমনানৈব ব্রহ্মৈবামলমেব তৎ ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মৈবাত্মনি চিন্তাবাজ্জীবত্বমিব কল্পয়ৎ ।
রূপমত্যজদেবাচ্ছং মনস্তামিব গচ্ছতি ॥ ১৭ ॥
ইদং সর্ব্বং তনোতীব তচ্চ খাত্মকমেব খম্ ।
ভবতীব জগদ্রূপং বিকারীবাবিকার্য্যপি ॥ ১৮ ॥
মন এব স্বয়ং ব্রহ্মা স সর্গাদ্য হৃদি স্থিতঃ ।
করোত্যবিরতং সর্ব্বমজস্রং সংহরত্যপি ॥ ১৯ ॥

স্বম্ অলং পূর্ণং বপুঃ স্বরূপম্ । অজ্ঞাতং তদেব স্বমলং বপুরিতি বা । চিত্তমিব তদ্দৃশ্যমিব চ ॥ ১২ ॥

অন্যথানুপপত্ত্যা প্রকারান্তরেণ বাদিসহস্রৈরপি সর্গোপপাদনাসম্ভবাৎ পরিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

উপপাদিতং জগদপুষ্ট্বনিরাসমুপসংহৃত্য শিষ্টমবধারয়তি—তস্মাদিতি । চিদ্ব্যোমচিদ্ব্যোমেতি অবধারণার্থং বীপ্সা ॥ ১৪-১৫ ॥

উক্তমেব নিষ্কৃষ্য পুনরনূদ্য দৃষ্টান্তরমাহ—স্বপ্নে ইত্যাদিনা ॥ ১৬-১৭ ॥

তচ্চ মনঃ সমষ্টিরূপেণ ইদং সর্ব্বং তনোতীব ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ ॥ ১৯ ॥

পৃথ্ব্যাদিরহিতো যস্মিন্ মনোহৃদ্যঙ্গবর্জ্জিতে।
অন্যদ্বা ত্রিজগদ্ভাতি যথা স্বপ্নে নিরাকৃতি ॥ ২০ ॥
দেহরূপজগদ্রূপৈরহমেকমনাকৃতি।
মনস্তিষ্ঠাম্যনন্তাত্ম বোধাবোধং পরাভবম্ ॥ ২১ ॥
নেহ পৃথ্ব্যাদি নো দেহো ন চৈবান্যাস্তি দৃশ্যতা।
জগত্তয়া কেবলং খং মনঃ কচকচায়তে ॥ ২২ ॥
বিচার্য্য দৃষ্ট্যৈতদপি ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
কেবলং ভাতি চিন্মাত্রমাত্মনাত্মনি নির্ঘনম্ ॥ ২৩ ॥
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে তূষ্ণীং ভাবোহবশিষ্যতে।
ব্যবহার্য্যপি খাত্মৈব তদ্বৎ তিষ্ঠতি মূকবৎ ॥ ২৪ ॥
অনন্তাপারপর্য্যন্তা চিন্মাত্রপরমেষ্টকা।
তূষ্ণীং ভূত্বা ভবত্যেষ প্রবুদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥
অবুদ্ধিপূর্ব্বং দ্রবতো যথাবর্ত্তাদয়োহম্ভসি।
ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মণা তদ্বচ্চিত্তবুদ্ধ্যাদয়ো জড়াঃ ॥ ২৬ ॥

পৃথ্ব্যাদিরহিতঃ স মনোরূপো ব্রহ্মা অঙ্গবর্জ্জিতে স্বহৃদ্যেব যস্য জগতো হৃদি স্বয়ং স্থিতস্তস্মাদন্যদ্বা ত্রিজগদ্ভূত্বা স্বয়ং ভাতি ॥ ২০ ॥

স্বাবিদ্যয়া পূর্ণভাবপরাভবং প্রাপ্য তন্মন এবাহমাকারেণ দেহজগদ্রূপৈরনন্তাত্ম ভূত্বা বোধাবোধরূপং তিষ্ঠতীত্যাহ—দেহেতি ॥ ২১-২২ ॥

বর্ণিতদৃষ্টান্তরমুপসংহরন্ প্রকৃতে যোজয়তি—বিচার্য্যেতি। নিতরাং ঘনং নির্ঘনম্ ॥ ২৩ ॥

বাঙ্মনসাগোচরনিরতিশয়ানন্দলাভেন তূষ্ণীংভাবো নিশ্চলতা। স নিশ্চলতা ব্যবহারকালেঽপি নাপৈতীত্যাহ—ব্যবহার্য্যপীতি ॥ ২৪ ॥

চিন্মাত্রলক্ষণা পরমা ইষ্টৈবেষ্টকা পরমপ্রেমাস্পদীভূতনিরতিশয়ানন্দঘনতা স্বয়ং ভবতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাগ্নিপরিপাকেন দৃঢ়ীভাবাদ্‌ব্রহ্মভূত এবেষ্টকেতি বা ॥ ২৫ ॥

এবং মুক্তস্য পুনঃ কালান্তরে সর্গাদিনা বন্ধপ্রসক্তিং বারয়িতুং সর্গস্যাজ্ঞানপূর্ব্বকত্বং দর্শয়তি—অবুদ্ধিপূর্ব্বমিতি। অবুদ্ধির্বোধনাশ্যমজ্ঞানং

অবুদ্ধিপূর্ব্বং বাতেন ক্রিয়তে স্পন্দনং যথা।
অনন্যদেবং বুদ্ধ্যাদি ক্রিয়তে পরমাত্মনা ॥ ২৭ ॥
অনন্যদাত্মনো বায়োর্যথা স্পন্দনমব্যয়ম্।
অনন্যদাত্মনস্তদ্বচ্চিন্মাত্রং পরমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥
চিদ্ব্যোম ব্রহ্মচিন্মাত্রমাত্মা চিতি মহানিতি।
পরমাত্মেতি পর্য্যায়া জ্ঞেয়া জ্ঞানবতাং বর ! ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মোন্মেষনিমেষাত্ম স্পন্দাস্পন্দাত্ম বাতবৎ।
নিমেষো যাদৃগেবাস্য সমুন্মেষস্তথা জগৎ ॥ ৩০ ॥
দৃশ্যমস্য সমুন্মেষো দৃশ্যাভাবো নিমেষণম্।
একমেতন্নিরাকারং তদ্দ্বয়োরপ্যুপক্ষয়াৎ ॥ ৩১ ॥
নিমেষোন্মেষয়োরেকরূপমেব পরং মতম্।
অতোঽস্তি দৃশ্যং নাস্তীতি সদসচ্চ সদা চিতিঃ ॥ ৩২ ॥
নিমেষো নান্য উন্মেষান্মোন্মেষোঽপি নিমেষতঃ।
ব্রহ্মণঃ সর্গবপুষো নিমেষোন্মেষরূপিণঃ ॥ ৩৩ ॥

ৎপূর্ব্বম্। অবিদ্যাবৃতব্রহ্মচৈতন্যস্যৈব জলাদিভাবেনাবর্ত্তাদিবিকল্পভাক্ত্বাজ্জলাদে-
ষ্টান্ততা ॥ ২৬-২৭ ॥

চিন্মাত্রং সর্ব্বে চিদাভাসলক্ষণা জীবা আত্মনঃ প্রত্যগ্‌রূপাৎ পরমাত্মনো-
নন্যৎ ॥ ২৮ ॥

অতএব জীবানামপি ব্রহ্মপর্য্যায়াত্মতা মতেত্যাশয়েনাহ—চিদ্ব্যোমেতি ॥ ২৯ ॥

অবিদ্যাবৃতং হি ব্রহ্ম চক্ষুরিব উন্মেষনিমেষাত্ম বাতবৎস্পন্দাস্পন্দাত্ম বা। অস্য
াদৃগেব প্রলয়াত্মকো নিমেষস্তাদৃগেব সর্গাত্মক উন্মেষো জগদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যথা উন্মেষনিমেষয়োঃ সাধারণং চক্ষুর্গোলকমেকং তত্রৈবোন্মেষনিমেষয়োরূপ-
ক্ষয়াত্তথা ব্রহ্মাপীত্যাহ—একমেতদিতি ॥ ৩১ ॥

অতশ্চিতেঃ সকাশাদেব দৃশ্যস্যাস্তিনাস্তীতি স্ফুরণাদ্দৃশ্যং সদসচ্চ 'চিতিস্তু সদা
সত্তৈকরূপৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

উন্মেষনিমেষাবপি তদ্ধেতুপক্ষ্মসহিতচক্ষুঃস্থানীয়শবলব্রহ্মাত্মনা পরস্পরাভিন্না
বেবেত্যাহ—নিমেষ ইতি ॥ ৩৩ ॥

তদ্‌যথাস্থিতমেবেদং বিদ্ধি শান্তমশেষতঃ।
অজাতমজরং ব্যোম সৌম্যং সমসমং জগৎ ॥ ৩৪ ॥
চিদচিত্যাত্মকং ব্যোমরূপং কচকচায়তে।
চিন্নাম তদিদং ভাতি জগদিত্যেব তদ্বপুঃ ॥ ৩৫ ॥
ন নশ্যতি ন চোৎপন্নং দৃশ্যং নাপ্যনুভূয়তে।
স্বয়ং চমৎকরোত্যন্তঃ কেবলং কেবলৈব চিৎ ॥ ৩৬ ॥
মহাচিদ্ব্যোমমণিভা দৃশ্যনাম্নী নিজাকরাৎ।
অনন্যান্যেব ভাতাপি ভানুভাস ইবোষ্ণতা ॥ ৩৭ ॥
সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ।
সর্ব্বমেকং শিবং শান্তং নানেবাপি স্থিতং স্ফুরৎ ॥ ৩৮ ॥
যদ্‌যৎ সংবেদ্যতে যাদৃক্ সদ্বাঽসদ্বা যথা যদা।
তথানুভূয়তে তাদৃক্ তৎ সদস্ত্বসদস্তু বা ॥ ৩৯ ॥
অন্যথানুপপত্ত্যা চেৎ কারণং পরিকল্প্যতে।
তৎ স্বপ্নাভো জগদ্ভাবাদন্যথা নোপপদ্যতে ॥ ৪০ ॥

অনয়া দৃষ্ট্যা যৎ সিদ্ধং তদাহ—তদিতি। সমেন নিমেষোন্মেষসাধারণব্রহ্মরূপে সমমেকরসম্ ॥ ৩৪ ॥

যথা ব্যোম স্বাধ্যস্তনৈল্যরূপং কচকচায়তে তথা চিদপি অচিত্যাত্মকমি কচকচায়তে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

মহাচিদ্ব্যোমমণের্ভা প্রভা নিজাকরান্মণেঃ সকাশাদনন্যা ॥ ৩৭-৩৮ ॥

সৎ ভাবরূপং বা যদযচ্চিতা যথা সংবেদ্যতে প্রকাশ্যতে তথা চিদাভাসেনা ভূয়তে ॥ ৩৯ ॥

জগতো জড়ত্বান্যথানুপপত্ত্যা তদনুরূপং প্রধানপরমাণ্বাদিকারণং পরিকল্প্য চেত্তর্হি স্বপ্নে আভাতীতি স্বপ্নাভঃ প্রপঞ্চঃ প্রধানপরমাণ্বাদিভির্নির্ব্বোঢ় শক্যত্বাদাত্মন এব জগদ্ভাবং বিহায় নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ। তত্রাত্মন জগদ্ভাবাভ্যুপগমে তন্ন্যায়েন সর্গাদাবপি ব্রহ্মৈব জগদেষং করিষ্যতীতি প্রধানপরমাণ্বাদিকল্পনং বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

প্রমাতীতাৎ পরাদ্বিশ্বমনন্যত্নুদিতং যতঃ।
প্রমাতীতমিদং চৈব কিঞ্চিন্নাভ্যুদিতং ততঃ॥ ৪১॥
যস্য যদ্রসিকং চিত্তং তৎ তথা তস্য গচ্ছতি।
ব্রহ্মৈকরসিকং তেন মনস্তত্তাং সমশ্নুতে॥ ৪২॥
যচ্চিত্তো যদ্গতপ্রাণো জনো ভবতি সর্ব্বদা।
তৎ তেন বস্থিতি জ্ঞাতং জানাতি তদসৌ স্ফুটম্॥ ৪৩॥
ব্রহ্মৈকরসিকং যৎ স্যান্মনস্তত্তদ্ভবেৎ ক্ষণাৎ।
যস্য যদ্রসিকং চেতো বুদ্ধং তেন তদেব সৎ॥ ৪৪॥
বিশ্রান্তং যস্য বৈ চিত্তং জন্তোস্তৎ পরমার্থসৎ।
ব্যবহৃত্যৈ করোত্যন্যৎ সদাচারাদতদ্রসম্॥ ৪৫॥
দ্বিত্বৈকত্বাদিকলনা নেহ কাচন বিদ্যতে।
সত্তামাত্রঞ্চ দৃগিয়মিতশ্চেদলমীক্ষ্যতে॥ ৪৬॥
অদৃশ্যদৃশ্যসদসন্মূর্ত্তামূর্ত্তদৃশামিহ।
নৈবাস্তি ন চ নাস্ত্যেব কর্ত্তা ভোক্তাথবা ক্বচিৎ॥ ৪৭॥

এবং চ সতি জগতঃ প্রমাণাবিষয়ে ব্রহ্মণাধ্যাসাৎ স্বপ্নবদনির্ব্বচনীয়তালক্ষণা প্রমাণানির্দ্ধার্য্যরূপতাপি সেৎস্যতীত্যদ্বৈতাবিরোধাদপরমনুকূলমিত্যাহ—প্রমাতীতাদিতি॥ ৪১॥

অতএব ব্রহ্মরসিকানাং চিত্তং জগদ্ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি তদনুভবানুসারোঽপি জাত ইত্যাহ—যস্যেতি॥ ৪২-৪৪॥

যস্য জন্তোশ্চিত্তং দৃঢ়নিশ্চয়েন যত্র বিশ্রান্তং তস্য তদেব পরমার্থসৎ। অতএব ব্রহ্মবিন্নাস্তিকশ্চ স্বনিশ্চিতান্যত্যাগদানাদি করোতি তৎ কেবলং লোকসংগ্রহার্থব্যবহৃত্যৈ অতদ্রসমনিচ্ছমেব বলাদিব করোতীত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

ইত এতস্মান্মদুক্তোপায়তশ্চেজ্জগদবলোক্যতে তদা ইদং সর্ব্বং সত্তামাত্রম্। ইয়ং দৃগেব। দ্বিত্বৈকত্বকলনা ইহ কাচন ন বিদ্যতে॥ ৪৬॥

অদৃশ্যং ব্রহ্মৈব দৃশ্যং সদসন্মূর্ত্তমমূর্ত্তং চেতি দৃগ্ যেষাং তেষাম্ ইহ কর্ত্তা ভোক্তা বা জীবো নৈবাস্তি নাপি নাস্ত্যেব। তস্যৈব ব্রহ্মতয়া পরিশেষাদিত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

ইদমিত্থমনাদ্যন্তং জগৎপর্য্যায়মাত্মনি।
ব্রহ্মৈকঘনমাশান্তং স্থিতং স্থাণুরিবাধ্বনি ॥ ৪৮ ॥
যদেব ব্রহ্মবুদ্ধ্যাদি তদেবৈতন্নিরঞ্জনম্।
যদেব গগনং শান্তং শূন্যং বিদ্ধি তদেব তৎ ॥ ৪৯ ॥
কেশোণ্ড্রকাদয়ো ব্যোম্নি যথা সদসদাত্মকাঃ।
দ্বিতামিবাগতা ভান্তি পরে বুদ্ধ্যাদয়স্তথা ॥ ৫০ ॥
তথা বুদ্ধ্যাদি দেহাদি বেদনাদি পরাপরে।
অনেকান্যপ্যনন্যানি শূন্যত্বানি যথাম্বরে ॥ ৫১ ॥
সুষুপ্তাদ্বিশতঃ স্বপ্নমেকনিদ্রাত্মনো যথা।
সর্গস্থস্যাপি ন দ্বিত্বং নৈকত্বং ব্রহ্মণস্তথা ॥ ৫২ ॥
এবমেব কচত্যচ্ছা চ্ছায়েয়ং স্বা মহাচিতেঃ।
ন চ কিঞ্চন নামাঙ্গ! কচত্যচ্ছৈবমাস্থিতা ॥ ৫৩ ॥
চিদ্ব্যোম্নি হি চিদাকাশমেব স্বমমলং বপুঃ।
চেত্যং দৃশ্যমিবাভাতি স্বপ্নেষ্বিব যথাস্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥
অন্যথানুপপত্ত্যার্থ-কারণাভাবতঃ স্বতঃ।
চিদ্ব্যোমাত্মানমেবাদৌ দৃশ্যমিত্যেব পশ্যতি ॥ ৫৫ ॥

অজ্ঞানাং পান্থানাং চোরসন্দেহভ্রান্ত্যাদিযোগ্যে কান্তারাধ্বনি স্থাণুরি স্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥

বুদ্ধ্যাদি বুদ্ধিসমষ্টিহিরণ্যগর্ভাদি জগৎ ॥ ৪৮-৫০ ॥

পরাপরে সর্ব্বসামান্যাত্মকে ব্রহ্মণি শূন্যত্বানি ঘটপটাদ্যভাবাঃ সর্ব্বে ॥ ৫১ ॥

সর্গস্থস্য স্বাপ্নসর্গস্থস্যাপি স্বস্য ন দ্বিত্বং নাপ্যেকত্বং ব্যবর্ত্ত্যাপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ৫২ ॥

ছায়া কান্তিরবিদ্যা বা ॥ ৫৩-৫৪ ॥

অন্যথানুপপত্ত্যা বাদিসহস্রৈরপি সত্ত্বাতিরিক্তস্যোপপাদয়িতুমশক্যা অর্থ সত্যস্য কারণান্তরস্যাভাবতশ্চ চিদ্ব্যোম স্বতঃ আত্মানমেব সর্গাদৌ দৃশ্যমি পশ্যতীত্যেব পক্ষো নিরূঢ় ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

সর্গাদাবেব খাত্মৈব দৃশ্যং ভাতি নিরাকৃতি ।
সম্ভ্রমঃ স্বপ্নসঙ্কল্পমিথ্যাজ্ঞানেম্বিবাভিতঃ ॥ ৫৬ ॥

স্বপ্নবৎ তচ্চ নির্দ্ধর্ম্ম মনাগপি ন ভিদ্যতে ।
বিকার্য্যপি সধর্ম্মাপি চিদ্ব্যোম্নো বস্তুনো মলাৎ ॥ ৫৭ ॥

তৎ স্বপ্ননগরাকারং সধর্ম্মাপ্যসধর্ম্মকম্ ।
শিবাদনন্যমেবেত্থং স্থিতমেব নিরন্তরম্ ॥ ৫৮ ॥

দৃশ্যং স্বপ্নাদ্রিবৎ স্বচ্ছং মনাগপি ন ভিদ্যতে ।
তস্মাচ্চিদ্ব্যোম চিদ্ব্যোম্নঃ শূন্যত্বং গগনাদিব ॥ ৫৯ ॥

যদেব তৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বরূপবিবর্জ্জিতম্ ।
তদেবেদং তথাভূতমেব সর্গতয়া স্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

স্বপ্নেঽনুভূয়তে চৈতৎ স্বপ্নে হ্যাত্মৈব ভাসতে ।
পুরাদিত্বেন ন তু সৎ পুরাদিরচিতং তদা ॥ ৬১ ॥

স্বপ্নে চ প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ সংস্কারস্য স্মৃতেস্তথা ।
ন সত্তা তদিদং দৃষ্টমিত্যর্থস্যাত্যসম্ভবাৎ ॥ ৬২ ॥

নিরাকৃতি মূর্ত্তাকারতদ্বিশেষশূন্যম্ । তচ্চ ভানমভিতঃ সম্যগ্ ভ্রমঃ সম্ভ্রমঃ ॥ ৫৬ ॥

তচ্চ দৃশ্যং স্বপ্নবন্নির্দ্ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মশূন্যং চিদ্ব্যোমৈব । যতস্তত্র মনাগপি ধর্ম্মো ন [ভি]দ্যতে । বস্তুনঃ পরমার্থভূতস্য চিদ্ব্যোম্নো বিকারী সধর্ম্মাপ্যাকারোঽবিদ্যামলাৎ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রতীতিতঃ সধর্ম্মাপি তত্ত্বতোঽসধর্ম্মকম্ । শিবাদধিষ্ঠানসন্মাত্রাদনন্যমেব অজ্ঞদৃশা [ই]ত্থং জগদাকারেণ নিরন্তরমেব স্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥

ন ভিদ্যতে স্বাধিষ্ঠানাৎ তস্মাচ্চিদ্ব্যোমমাত্রত্বেন পরিশিষ্টস্য চিদ্ব্যোম্নো গগনাদপি [শূ]ন্যত্বমতিসূক্ষ্মত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯-৬০ ॥

নমু স্বপ্নকালে সৎ সত্যং পুরাদিজীবেন রচিতমস্তু । 'অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ [সৃ]জতে স হি কর্ত্তা' ইতি শ্রুতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বিতি । 'ন তত্র রথা রথযোগাঃ [প]ন্থানো ভবন্তি' 'মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ' ইত্যাদিশ্রুতিসূত্রৈঃ [স্ব]প্নে সৃষ্টিপ্রতিষেধান্মায়ামাত্রত্বপ্রতিপাদনাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

নমু স এবায়ং দেবদত্তস্তদিদং পূর্ব্বদৃষ্টমেব ময়া হৃমিত্যাগুবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞাদিনা

তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যক্ত্বা যদ্ভানং ব্রহ্মসংবিদঃ।
তস্য দৃষ্টার্থসাদৃশ্যান্মূঢ়ৈঃ স্মৃত্যাদিতোহিতা ॥ ৬৩ ॥

যথা যত্রৈব লহরী বারিণ্যেতি পুনঃ পুনঃ।
তত্রৈবৈতি তথা তদ্বদনন্যা খে পরে জগৎ ॥ ৬৪ ॥

বিধয়ঃ প্রতিষেধাশ্চ সর্ব্ব এব সদৈব চ।
বিভক্তাশ্চ বিমিশ্রাশ্চ পরে সন্তি ন সন্তি চ ॥ ৬৫ ॥

তস্মাৎ সদ্ব্রহ্ম সর্ব্বাত্ম কিমিবাত্র ন বিদ্যতে।
সৈব সত্তৈব সর্ব্বাত্ম চৈতদপ্যেতদাত্মকম্ ॥ ৬৬ ॥

ভ্রান্তস্য ভ্রমণং ভূমের্ন ভূভ্রান্তৈব বা গণৈঃ।
ন শাম্যতি জ্ঞাতুরপি তথাভ্যাসং বিনাত্র দৃক্ ॥ ৬৭ ॥

স্বপ্নেঽপি পদার্থাঃ সত্যাঃ সন্তু তত্রাহ—স্বপ্নে চেতি। তদিদমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য গৃহাদ্যর্থস্য হৃদয়কণ্ঠনাড়ীচ্ছিদ্রাদিদেশে অত্যন্তমসম্ভবেন প্রত্যভিজ্ঞায়া অসম্ভবাৎ। অর্থাসম্ভবে তদ্গোচরসংস্কারস্মৃত্যোরপ্যসম্ভবঃ স্পষ্ট এবেতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

তস্মাদসম্ভবাদেব প্রসিদ্ধস্মৃত্যাদিকং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মসংবিদ এব নিদ্রাদোষাত্তথাভানং তস্যৈব জাগ্রদ্দৃষ্টার্থসাদৃশ্যং কল্পয়িত্বা অনুভবব্যবহারাভাস ইব স্মৃত্যাদিসাদৃশ্যমপি কল্পয়িত্বা স্মৃত্যাদিতাপি মূঢ়ৈরূহিতেত্যভ্যুপেয়মিতি শেষঃ ॥ ৬৩ ॥

সাদৃশ্যাদপি সৈবেয়ং লহরী সৈবেয়ং দীপজ্বালেত্যাদিপ্রত্যভিজ্ঞাভ্রমা লোকে প্রসিদ্ধাঃ সন্তীত্যাহ—যথেতি। কল্পনাধিষ্ঠানে খে চিদাকাশবিষয়ে অনন্যা ন তু কল্পনাবিষয়েঽপি তথা স্বপ্নেঽপি। তদ্বৎ সর্গাদৌ জগদপি বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

কল্পনামাত্রত্বাদেব ব্রহ্মণি 'স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্' 'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানম্' ইত্যাদিজগদ্বিধয়ো 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদিজগৎপ্রতিষেধাশ্চাবিরোধেন সমাবেশং লভন্ত ইত্যাহ—বিধয় ইতি ॥ ৬৫ ॥

সৈব সত্তা ব্রহ্মসত্তৈব সর্ব্বাত্মেত্যেতৎ সর্ব্বমপ্যেতদাত্মকং সদাত্মকং সর্ব্বাত্মকং চ ॥ ৬৬ ॥

অতএব তত্র সর্ব্বেষাং বাদিনাং সর্ব্বকল্পনানামপ্যবিরোধেন সমাবেশশক্তেঃ কল্পনস্য মোক্ষশ্চোপপদ্যত ইত্যাশয়েনাহ—ভ্রান্তস্যেতি। ক্রীড়ার্থং ভ্রান্তস্য ভ্রমণরা

শাস্ত্রস্যাস্য তু যন্নাম বাদনং তদ্বিনাপরঃ।
অভ্যাসো দৃশ্যসংজ্ঞান্তৈ্য ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৬৮ ॥
ন জীবন্ন মৃতং চিত্তং রোধমায়াতি সংসৃতেঃ।
অবিনাভাবিদেহত্বাদ্বোধাৎ ত্বেতন্ন পশ্যতি ॥ ৬৯ ॥
সর্ব্বদৈবাবিনাভাবি চিত্তং দৃশ্যশরীরয়োঃ।
ইহ চামুত্র চৈতস্য বোধান্তে শাম্যতঃ স্বয়ম্ ॥ ৭০ ॥
চিত্তদৃশ্যশরীরাণি ত্রীণি শাম্যন্তি বোধতঃ।
পবনস্পন্দসৈন্যানি কারণাভাবতো যথা ॥ ৭১ ॥

লস্য বৃক্ষগিরিনদ্যাদিগণৈঃ সহ ভূমের্ভ্রমণমন্যেষাং তু ভূর্ন ভ্রান্তৈবেত্যু-
মপি সদাত্মকম্। ভ্রমত্বে বালস্য ভূর্ন ভ্রমতীতি জ্ঞাতুরপি স্থৈর্য্যাভ্যাসং
না উপাত্তা ভ্রমণদৃক্ ন শাম্যতি তদ্বজ্জগদ্ভ্রান্তিদৃগপীতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

দৃশ্যভ্রান্তিশান্ত্যপযুক্তঃ প্রকৃতে কস্য কো বাভ্যাসঃ কার্য্যস্তমাহ—শাস্ত্রস্যেতি।
স্য মোক্ষোপায়স্য শাস্ত্রস্য যত্তত্ত্বজ্ঞং গুরুং সেবাদিনা বশীকৃত্য বাদনং ব্যাখ্যাপনং
ংপূর্ব্বকশ্রবণাভ্যাসং বিনা অপরঃ অন্যঃ ॥ ৬৮ ॥

ননু কিমেতচ্ছাস্ত্রাভ্যাসেন যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধচিত্তনিরোধাদেব দৃশ্যাদর্শনলক্ষণেষ্ট-
দ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেতি। ভবেদেতদেবং যদি চিত্তনিরোধঃ সিধ্যেৎ তত্তু চিত্তং
সৃত্যবিনাভাবিস্বরূপত্বাজ্জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যাং জীবৎসুষুপ্তৌ বিলয়ান্মৃতং বা যত্নেনাপি
রুধ্যমানং রোধং নায়াতি কিংত্বেতচ্ছাস্ত্রাভ্যাসাধীনাদ্বোধাদেব বাধিতমেতৎ-
সৃতিং ন পশ্যতীত্যেতদভ্যাস এবোপায় ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

যথাচিত্তং সংসৃত্যবিনাভাবি এবং দৃশ্যরূপাসংসৃতিরপি চিত্তশরীরোভয়া-
নাভাবিনী। তে চ দৃশ্যশরীরে এতচ্ছাস্ত্রাভ্যাসাদসতি প্রতিবন্ধে ইহজন্মন্যেব
দ্বোধাচ্ছাম্যতঃ। সতি তু প্রতিবন্ধে অমুত্র জন্মান্তরে বা প্রতিবন্ধক্ষয়ে
াধোদয়াচ্ছাম্যতঃ। তথা চ ভগবতো বাদরায়ণস্য সূত্রম্ 'ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে
র্শনাৎ' ইতি ॥ ৭০ ॥

পবনস্পন্দো তৎপ্রযুক্তমেঘসৈন্যানি চ যথা তৎপ্রয়োজকশুকাস্তোদয়াদিকারণা-
রাচ্ছাম্যন্তি। তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

কারণং মৌর্খ্যমেবাস্ত তচ্চাস্মাদেব শাস্ত্রতঃ।
কিঞ্চিৎ সংস্কৃতবুদ্ধীনাং বাচিতাদেব শাম্যতি ॥ ৭২ ॥
অবুদ্ধমুত্তরগ্রন্থাৎ পূর্ব্বং পূর্ব্বং হি বুধ্যতে।
গ্রন্থং পদপদার্থজ্ঞঃ খেদবান্ন নিবর্ত্ততে ॥ ৭৩ ॥
উপায়মিদমেবাতো বিদ্ধি শাস্ত্রং ভ্রমক্ষয়ে।
অনন্তসাধারণতাং গতমিত্যনুভূয়তে ॥ ৭৪ ॥
তস্মাদস্মান্ মহাশাস্ত্রাদ্‌যথাশক্তি বিচারয়েৎ।
ভাগৌ দ্বৌ ভাগমেকং বা তেন দুঃখক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥
আরুষেয়মিদমিতি প্রমাদাচ্চেন্ন রোচতে।
তদন্যদাত্মবিজ্ঞান-শাস্ত্রং কিঞ্চিদ্বিচারয়েৎ ॥ ৭৬ ॥
অনর্থেনাবিচারেণ বয়ঃ কুর্য্যান্ন ভস্মসাৎ।
বোধেন জ্ঞানসারেণ দৃশ্যং কর্ত্তব্যমাত্মসাৎ ॥ ৭৭ ॥
আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি সর্ব্বরত্নৈর্ন লভ্যতে।
নীয়তে তদ্‌বৃথা যেন প্রমাদঃ সুমহানহো ॥ ৭৮ ॥

কিংতর্হ্যত্র চিত্তাদিত্রিকস্য কারণং তদাহ—কারণমিতি। মৌর্খ্যং ব্রহ্মাত্মভাবাবরিকা অবিদ্যা ॥ ৭২ ॥

নন্বু বাচনমাত্রেণ কথমস্যার্থঃ সর্ব্বো বুধ্যতে তত্রাহ—অবুদ্ধমিতি। ন নিবর্ত্ততে যদীতি শেষঃ। ভাগমেকমর্দ্ধগ্রন্থং বা ॥ ৭৩-৭৫ ॥

ঋষিণা কৃতমিদং শাস্ত্রং স্মৃতিরূপং স্মৃতেশ্চ শ্রুতির্মূলমিতি শ্রুতিমেব বিচারয়িষ্যাম ইতি বুদ্ধ্যা প্রমাদবশাদিদং শাস্ত্রং ন রোচতে তর্হি অন্যচ্ছ্রুতিরূপমুপনিষদ্ভাষ্যাদিরূপমাত্মজ্ঞানশাস্ত্রমেব বিচারয়েন্ন ত্বাত্মশাস্ত্রবিমুখো ভবেদিত্যাত্মতাৎপর্য্যং ন স্বগ্রন্থ এবাগ্রহ ইত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

জ্ঞানসারেণ শ্রবণাদ্যুপায়েন যথাকথঞ্চিত্তত্ত্ববোধেন সর্ব্বং দৃশ্যমাত্মনে দেয়মাত্মসাৎ কর্ত্তব্যম্। বাধরূপেনাত্মনা গ্রসনার্হং কর্ত্তব্যমিতি সারং। 'দেয়ে ত্রা চ' ইতি সাতিপ্রত্যয়ঃ। ব্রাহ্মণসাদিদমন্নং কর্ত্তব্যমিতিবৎ ॥ ৭৭ ॥

[illegible]—আয়ুষ ইতি। [illegible] সর্ব্বরত্নৈরপি প্রমাদবত্তেতি শেষঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুভূতমপি চ নো সদ্দৃশ্যমিদং দ্রষ্টৃসহিতমপি।
স্বপ্ননিজমরণবান্ধবরোদনমিব সদিব কচিতমপি ॥ ৭৯ ॥

ত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে অবিদ্যাক্ষেপণে পরমার্থ-গীতাস্বদ্বৈতযুক্তির্নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৫ ॥

ইদং দৃশ্যং প্রত্যক্ষমনুভূতমপি দ্রষ্ট্রা অন্তঃকরণোপহিতেন জীবেন সহিতমপি স্ব দৈবাদ্দৃষ্টে নিজমরণে পরিতো বান্ধবৈঃ কৃতং রোদনমিব সদিব কচিতমপি নো মিথ্যৈবেতি ব্রহ্মাদ্বৈতদিগ্বিজয়ডিণ্ডিম ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৫ ॥

ষট্ সপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

জগন্তি সন্ত্যসংখ্যানি ভবিষ্যন্তি গতানি চ।
তৎকথাভিঃ কথং ব্রহ্মন্ প্রবোধয়সি মামিমম্ ॥ ১ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

জগৎস্বপ্নেষু শব্দার্থ-সম্বন্ধোঽবগতস্ত্বয়া।
ন নাম ন চ লোকেন ব্যর্থং তৎকথনং ততঃ ॥ ২ ॥
যা কথাবগতাত্মভ্যাং শব্দার্থাভ্যাং নিগদ্যতে।
বুধ্যতে সেতরা নান্তঃ সৈবেহ ব্যবহারিণী ॥ ৩ ॥

স্বপ্নবত্তাস্তি সর্গাদৌ ব্রহ্মাণ্ডাশ্চিদণাবিতি।
অত্রার্থে ব্রহ্মণা প্রোক্তং ব্রহ্মাণ্ডাখ্যানমীর্য্যতে ॥

যদি দৃশ্যমসদিতি দৃশ্যবাধেন চিন্মাত্রপরিশেষ এব পুরুষার্থস্তর্হি সমূলস্য বর্ত্তমানস্যৈব দৃশ্যস্য জগতো বদ্ধতয়া তন্মার্জ্জনমেবোপযুজ্যতে ন ত্বতীতানাগতানাম প্রতীয়মানানামবর্ত্তমানজগতামপি। তেষামপ্রতীত্যৈব বদ্ধত্বাপ্রসক্তেস্তথা তদুপন্যাসঃ শাস্ত্রে ব্যর্থ এবেত্যাশয়েন রামঃ শঙ্কতে—জগন্তীতি ॥ ১ ॥

বর্ত্তমানদৃশ্যমাত্রমেবোপন্যাসার্হং নাতীতং ভবিষ্যদ্বা কিঞ্চিদপীতি ত্বদাক্ষেপে নিষ্কর্ষে ফলতি। তত্তু ন যুক্তম্। পদপদার্থসম্বন্ধস্য ব্যাপ্তিগ্রহস্য চ দৃষ্টান্তসিদ্ধ্যাদীনা চাতীতব্যবহারাধীনত্বেন তদুপন্যাসং বিনা বিচারাত্মকশাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যযোগাৎ। তস্মা তীতানাগতব্রহ্মাণ্ডা বর্ত্তমানব্রহ্মাণ্ডান্তরাণি চ শব্দার্থসম্বন্ধগ্রহাদাবনুপযোগান্নো ন্যসনীয়া ইত্যেতাবানাক্ষেপঃ কর্ত্তুং যুক্তশ্চেদস্ত নামেত্যনাস্থয়া অভ্যুপগচ্ছন্নি ভগবান্ বশিষ্ঠ উত্তরমাহ—জগৎস্বপ্নেষিত্যাদিনা। লোকেন এতচ্ছাস্ত্রার্থশ্রবণাি কৃতজনেন ॥ ২ ॥

অবগতাত্মভ্যাং নিশ্চিতবাচ্যবাচকভাবাভ্যাং ব্যবহারিণী ব্যবহারোপযুক্ত মাস্তেতি কেবললৌকিকবুদ্ধ্যনুসারেণ পর্য্যালোচনে ত্বয়া সম্যগাক্ষিপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩

যদা বিদিতবেদ্যঃ সংস্ত্রিকালামলদর্শনঃ ।
ভবিষ্যসি তদা তানি প্রত্যক্ষেণৈব ভোৎস্যসে ॥ ৪ ॥
স্বপ্নে চিন্মাত্রমেবাদ্যং স্বয়ং ভাতি জগত্তয়া ।
যথা তথৈব সর্গাদৌ নাত্রান্যদুপপদ্যতে ॥ ৫ ॥
অণাবণাবসংখ্যানি তেন সন্তি জগন্তি খে ।
তেষাং তান্ ব্যবহারৌঘান্ সংখ্যাতুং ক ইব ক্ষমঃ ॥ ৬ ॥
অত্রৈব মে পুরা প্রোক্তং মৎপিত্রা পদ্মজন্মনা ।
পদ্মরেণুমতাখ্যানং শৃণু তৎ কথয়ামি তে ॥ ৭ ॥
পুরা পৃষ্টো ময়া ব্রহ্মা জগজ্জালমিদং কিয়ৎ ।
ক্ব বা ভাতীতি বদ মে ব্রহ্মোবাচ ততঃ স মাম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

ব্রহ্মৈবেদং মুনে ! সর্ব্বং জগদিত্যবভাসতে ।
সতামনন্তং সত্বেন জগত্ত্বেনাসতামপি ॥ ৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞেষু প্রসিদ্ধং ত্রিকালামলদর্শনং যদি পর্য্যালোচয়িষ্যসি তদা সর্ব্বত্র স্বস্যৈব দ্রষ্টৃত্বাদতীতানাগতব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টানন্তব্রহ্মাণ্ডানাং বর্ত্তমানস্যাস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য চ বিশেষলেশস্যাপ্যভাবাম্নায়ং তবাক্ষেপ উত্থাতুমর্হতীত্যাশয়েনাহ—যদেতি। বর্ত্তমানায়া অপি তত্ত্বদৃষ্টেরপর্য্যালোচনে বৃথাত্বাপাদনাৎ পরিহাসেন ভবিষ্যসি ভোৎস্যসে ইতি চ ভবিষ্যত্ত্বারোপেণোক্তিঃ ॥ ৪ ॥

তত্ত্ববিদো বর্ত্তমানব্রহ্মাণ্ডান্তরেষু ভবিষ্যদ্ব্রহ্মাণ্ডেষু চ পুনরাবৃত্তিশঙ্কাবারণায় তেষামপি স্বপ্নপ্রপঞ্চসাম্যেন মূলাজ্ঞানবোধেন বাধপ্রতিপাদনায় তেঽপি শাস্ত্রে অবশ্যমুদাহরণীয়া এবেত্যাহ—স্বপ্নে ইতি। সর্গাদৌ অতীতানাগতাদিসর্ব্বসর্গাদৌ ইত্যেতাবানংশস্তত্রাপ্যুপযুজ্যতে নান্যত্তদ্বৈচিত্র্যং প্রকৃতোপযুক্তমত্রোপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তৎ কুত ইতি চেদসংখ্যত্বেন তদ্বৈচিত্র্যেয়ত্তায়াঃ শাস্ত্রে বর্ণয়িতুমশক্যত্বাদিত্যাশয়েনাহ—অণাবণাবিতি ॥ ৬ ॥

অত্র অণাবণাবসংখ্যানীত্যুক্তেঽর্থে পদ্মরেণুমতা পদ্মপরাগকীর্ণদেহেন মৎপিত্রা আখ্যানং মে প্রোক্তং তচ্ছৃণু ॥ ৭-৯ ॥

শুভং মমেদমাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড ইত্যুক্তং ব্রহ্মাণ্ডাখ্যানমেব চ ॥ ১০ ॥
অস্তি খে খাদনন্যাত্মা চিদ্ব্যোমপরমাণুকঃ ।
শূন্যরূপমিবাকাশে শুদ্ধঃ স্পন্দ ইবানিলে ॥ ১১ ॥
সোঽপশ্যদাত্মনা স্বপ্ন ইব জীবত্বমাত্মনি ।
শূন্যরূপমিবাকাশং পবনঃ স্পন্দনং যথা ॥ ১২ ॥
আকাশরূপমজহদেব জীবস্ততঃ স্বয়ম্ ।
অপশ্যদহমিত্যেব রূপমাকাশরূপকম্ ॥ ১৩ ॥
অহঙ্কারস্ত্বহংবুদ্ধিরিত্যেবাপশ্যদাত্মনি ।
একনিশ্চয়নির্ম্মাণ-ময়ী মায়ানুরূপিণী ॥ ১৪ ॥
বুদ্ধির্মনোঽহমিত্যেবং স্বপ্নেঽপশ্যদসন্ময়ম্ ।
নময়ন্ত্যাত্মনাত্মানমবিকল্পং বিকল্পনৈঃ ॥ ১৫ ॥
অপশ্যৎ তন্মনঃ স্বপ্নে দেহে পঞ্চেন্দ্রিয়ং ততঃ ।
অনাকারং ঘনাকারং স্বপ্নাদ্রিত্বমিবাজ্ঞধীঃ ॥ ১৬ ॥

তস্য আখ্যানস্য দ্বে নামনী আহ—ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড ইতি। অন্বর্থনাম্না উক্তং প্রসিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

তদেব বক্তুমারভতে—অস্তীত্যাদিনা। অনিলে শুদ্ধঃ স্পন্দ ইব স্বসত্তামাত্রেণ জগচ্চেষ্টাহেতুঃ ॥ ১১ ॥

স চিদ্ব্যোমপরমাণুকঃ স্বতত্ত্বাদর্শননিদ্রাবশাৎ স্বপ্ন ইবাত্মনো জীবত্বং সমষ্টি-জীবত্বমপশ্যৎ। যথা বস্তুভূতমেবাকাশং স্বমসদেব শূন্যত্বং পশ্যেত্তদ্বৎ। যথা বা পবনঃ স্বং স্পন্দনং পশ্যেত্তদ্বচ্চ ॥ ১২ ॥

তর্হি স কিং পরিণামী নেত্যাহ—আকাশরূপমিতি। আকাশরূপম-বিকারিতামসঙ্গতাং পূর্ণতাং সূক্ষ্মতাং চ। আকাশরূপমাকাশপ্রতিমমহমিত্যেব জীবঃ স্বং রূপমপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥

সঃ অহঙ্কাররূপস্ত্বহমাত্মনি বুদ্ধিরিত্যেব রূপমপশ্যৎ। সা চ বুদ্ধিরেকনিশ্চয়-নির্ম্মাণময়ী মায়ায়াশ্চানুরূপিণী অসদর্থক্রমদায়িত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বিকল্পনৈর্বিকল্পাভাসারোপণৈরাত্মনা আত্মানং নময়ন্তী জগদ্ভাবয়ন্তী ॥১৫-১৬॥

দদর্শ স মনোদেহো বপুস্ত্রিভুবনাত্মকম্ ।
খাত্মা খাত্মৈব নির্ভিত্তি ভিত্তিভাস্বরমাততম্ ॥ ১৭ ॥
অনেকভূতবলিতং নানাস্থাবরজঙ্গমম্ ।
কলনাকালকলিতং কল্পিতান্যোন্যসঙ্গমম্ ॥ ১৮ ॥
স্বপ্নে প্রত্যেকমেবাত্র পশ্যত্যাদর্শবিম্বিতম্ ।
ইব ত্রৈলোক্যনগরং নবরঙ্গমনোহরম্ ॥ ১৯ ॥
অথ প্রত্যেকমত্রাপি নবরঙ্গমনোহরম্ ।
ত্রিজগদ্বেত্তি হৃদয়ে স্বাদর্শ ইব বিম্বিতম্ ॥ ২০ ॥
পরমাণোঃ পরমাণোরিতি সন্তি তনূদরে ।
অতনূনি জগন্ত্যুচ্চৈর্ঘনানীব চ তান্যপি ॥ ২১ ॥
অবিদ্যেয়মনন্তেয়মবিদ্যাত্বেন চেতিতা ।
ব্রহ্মত্বেন পরিজ্ঞাতা ভবতি ব্রহ্ম নির্ম্মলম্ ॥ ২২ ॥
এবং দ্রষ্টাপি যঃ স্বপ্ন-জালং দৃষ্টে ন কিঞ্চন ।
কোঽত্র দ্রষ্টা কুতো দৃশ্যং ক্ব দ্বৈতং ক্ব চ কারণম্ ॥ ২৩ ॥

স চিদ্ব্যোমপরমাণুক ইত্থং মনোদেহসমষ্ট্যাত্মা সংস্ত্রিভুবনাত্মকং বিরাড্‌বপুর্দ্দদর্শ ॥ ১৭ ॥

বিরাড্‌বপুর্ব্বর্ণয়তি—অনেকেতি ॥ ১৮ ॥

ব্যষ্টিজীবভেদকল্পনেন প্রত্যেকং ত্রৈলোক্যদ্রষ্টৃতায়াং দৃষ্টান্তমাহ—স্বপ্নে ইতি। নবরঙ্গাঃ দ্রষ্টা দৃশ্যং দৃষ্টির্ভোক্তা ভোগ্যং ভোগঃ কর্ত্তা কার্য্যং ক্রিয়েতি তিস্রস্ত্রিপুট্য-স্তৈর্মনোহরম্ ॥ ১৯ ॥

তদ্দার্ষ্টান্তিকমাহ—অথেতি। প্রত্যেকং প্রতিজীবম্ ॥ ২০ ॥

এবং জীবভেদেন বিবিক্তস্য চিৎপরমাণোঃ সর্ব্বস্যাপি তনূনি অতিসূক্ষ্মেঽপ্যুদরে ইতি বর্ণিতরীত্যা কল্পিতানি অতনূনি মহান্তি জগন্তি সন্তি। তান্যপি উচ্চৈর্জীবঘনৈঃ পৃথ্ব্যাদিঘনৈশ্চ ঘনানীব ॥ ২১ ॥

ইয়ং চ সর্ব্বা স্বতত্ত্বাজ্ঞানলক্ষণা অবিদ্যৈব। সা জ্ঞানেন নিবারিতা চেদ্‌ব্রহ্ম নির্ম্মলম্ ॥ ২২॥

ব্রহ্মত্বেন দৃষ্টে সতি যো জগৎস্বপ্নজালং দ্রষ্টা সোঽপি ন কিঞ্চন ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বং নিঃশান্তমাভাতং খাত্মনির্ভিত্তি কেবলম্।
ব্রহ্মাত্মনি স্থিতং স্বচ্ছমাদ্যন্তপরিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষনিচয়াঃ পরমাত্মনীতি
নিত্যং স্থিতা নিপুণমন্যবদপ্যনন্যে।
বারিণ্যবারিতবিসারিতরঙ্গবেগা-
ল্লোলং স্থিতাম্বুপরমাণুচয়া যথৈতে ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে ব্রহ্মগীতাসু ব্রহ্মাণ্ডোপাখ্যানং নাম ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৬ ॥

নির্ভিত্তি নির্ভেদং ব্রহ্ম আত্মনি স্বস্বরূপে স্থিতম্ ॥ ২৪ ॥

তথাচ পরমাত্মনি যাবদজ্ঞাননিভ্রান্তি তাবৎ পরমাত্মনি ব্রহ্মাণ্ডলক্ষনিচয়া ইতি বর্ণিতপ্রকারেণ নিত্যমনন্যে অপি অন্যবৎ স্থিতাঃ। যথা বারিণি সমুদ্রে এতে অবারিতবিসারিতরঙ্গবেগান্নিমিত্তাল্লোলং স্থিতস্তাম্বুনঃ পরমাণুচয়া অসংখ্যাতাঃ স্থিতাস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

অকারণকমেবেদং জগদ্ব্রহ্ম পরাৎ পদাৎ।
যদি প্রবর্ত্ততে নাম স্বপ্নসঙ্কল্পনাদিবৎ ॥ ১ ॥
তদকারণতঃ সিদ্ধেঃ সম্ভবেঽন্যদকারণম্।
কথং ন জায়তে বস্তু ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন ॥ ২ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

যদ্‌যথা কল্পিতং যেন স সম্পশ্যতি তৎ তথা।
কল্পনৈবান্যথা ন স্যাৎ তাদৃক্‌কারণবিচ্যুতেঃ ॥ ৩ ॥

সকারণং কল্পনয়া বস্তুবৃত্ত্যা ত্বকারণম্।
জগৎস্বপ্নসমং মোহাদ্বোধাদ্ব্রহ্মেতি বর্ণ্যতে ॥

অকারণক এব স্বপ্নসমোঽয়ং সর্গ ইতি বহুশো যদ্বর্ণিতং তত্র রামঃ শস্যধান্যাদি-কার্য্যস্যাপি তর্হি কৃষিবৃষ্ট্যাদি কারণং বিনৈবোৎপত্তিঃ স্যাদিত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গং শঙ্কতে—অকারণমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১ ॥

তত্তর্হি অকারণত এব সর্ব্বাভিলষিতসিদ্ধেঃ সম্ভবে অন্যৎ শস্যধান্যাদিকমপি বস্তু কৃষীবলানামকারণকং কৃষিবৃষ্টিবীজবাপাদিকারণং বিনৈব কথং ন জায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ন বয়ং ব্যবহারব্যবস্থাপকং কাল্পনিকং কার্য্যকারণভাবং বীজাঙ্কুরাদের্ব্বারয়ামঃ কিন্তু জগৎসত্যত্বপ্রসঞ্জনেন তত্ত্বজ্ঞানবৈয়র্থ্যাপাদকং ব্রহ্মাতিরিক্তং প্রধানপরমাণ্বাদ্য-শ্রৌতং বাদিভিঃ কল্পিতং কারণং নিরাচক্ষ্মহে। জগতো ব্রহ্মবিবর্ত্তমাত্রত্বপ্রসিদ্ধ্যা তত্ত্বজ্ঞানেন বাধে কৈবল্যসিদ্ধির্যথা স্যাদিতীত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে—যদযথেতি। অনাদিব্যবহারে যেন যদ্যদ্যথা দৃঢ়াধ্যাসেন কল্পিতং স তত্তথা কার্য্যং কারণং বা সর্ব্বং পশ্যতি। অন্যথা ব্যবহারেঽপি ব্যবহারিকনিয়মাপলাপে ক্বাপি কল্পনা ন স্যাদিত্যনভ্যাসেনৈব সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যথেদং কল্পিতং দৃশ্যং মনসা যেন তৎ তথা।
বেত্ত্যসৌ যাদৃগন্যেন কল্পিতং বেত্ত্যসৌ তথা ॥ ৪ ॥
কল্পনাকল্পনাত্মৈকং তচ্চ ব্রহ্ম স্বভাবতঃ।
কল্পনাত্মেদৃশং জন্তুর্যথা কেশনখাদিমান্ ॥ ৫ ॥
অকারণপদার্থত্বং সকারণপদার্থতা।
ব্রহ্মণি দ্বয়মপ্যস্তি সর্ব্বশক্ত্যাত্ম তদ্‌যতঃ ॥ ৬ ॥
যতঃ স্যাদ্‌ব্রহ্মণস্ত্বন্যৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন।
তৎকারণবিকল্পেন সংযোগস্তস্য যুজ্যতে ॥ ৭ ॥
যত্র সর্ব্বমনাদ্যন্তং নানানানাত্ম ভাসতে।
ব্রহ্মৈব শান্তমেকাত্ম তত্র কিং কস্য কারণম্ ॥ ৮ ॥
নেহ প্রবর্ত্ততে কিঞ্চিন্ন চ নাম নিবর্ত্ততে।
স্থিতমেকমনাদ্যন্তং ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম খাত্মকম্ ॥ ৯ ॥
কিং কস্য কারণং কেন কিমর্থং ভবতু ক্ব বা।
কিং কস্য কারণং কেন কিমর্থং মাস্তু বা ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥

অতএব কল্পকবুদ্ধ্যনুসারেণ ব্যবস্থিতমেব বস্তু অনুভূয়ত ইত্যাহ—যথেদমিতি। তথাচ নিরালম্বনবাদনিষ্কর্ষে ভট্টবার্ত্তিকে উদাহৃতম্—'পরিব্রাট্ কামুকশুনামেকস্যাং প্রমদাতনৌ। কুণপঃ কামিনীভক্ষ্যমিতি তিস্রো বিকল্পনাঃ' ইতি ॥ ৪ ॥

তর্হি কিং নিরালম্বনৈব কল্পনা নেত্যাহ—কল্পনাকল্পনাত্মেতি। তত্রাচিদংশঃ কল্পনাত্মা চিদংশস্ত্বকল্পনাত্মা উভয়ঘটিতমিদং জগৎ। যথা জন্তুশ্চেতনঃ পুরুষঃ কেশনখাদ্যচেতনঘটিতঃ প্রতীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অতএব বস্তুতত্ত্বদৃশা অকারণপদার্থত্বং কল্পনাদৃশা সকারণপদার্থতেতি ব্রহ্মণি দ্বয়মপ্যবিরোধেনাস্তি ॥ ৬ ॥

যদ্যুভয়াত্মকং ব্রহ্ম তর্হি কথমকারণকত্বপক্ষ এব ত্বয়া প্রতিষ্ঠাপিতস্তত্রাহ—যত ইতি। তত্ত্বজ্ঞানস্যৈব সপ্রয়োজনত্বাত্তত্ত্বদৃষ্টিমাত্রপক্ষপাতেন স প্রতিষ্ঠাপিত ইতি ভাবঃ ॥ ৭-৯ ॥

বাস্তবমকারণকত্বং কল্পিতকার্য্যাদ্যুৎপত্তিতদ্ধ্বংসয়োর্যোরপ্যবিরোধীত্যাহ—কিং কস্যেতি ॥ ১০ ॥

নেহ শূন্যং ন বাঽশূন্যং ন সন্নাসন্ন মধ্যতা।
বিদ্যতে ন মহাশূন্যে ন নেতি ন ন নেতি চ ॥ ১১ ॥
ইদং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বা যন্নামাস্ত্যথ নাস্তি বা।
সর্ব্বং ব্রহ্মৈব তদ্বিদ্ধি যৎ তথৈবাতথৈব তৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

অতজ্ জ্ঞবিষয়ে ব্রহ্মন্! কার্য্যে কারণসম্ভবে।
কিমকারণতাস্য স্যাৎ কথং বেতি বদ প্রভো! ॥ ১৩ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অতজ্ জ্ঞো নাম নাস্ত্যেব তাবৎ তজ্ জ্ঞজনং প্রতি।
অসতো ব্যোমবৃক্ষস্য বিচারঃ কীদৃশস্ততঃ ॥ ১৪ ॥
একবোধময়াঃ শান্ত-বিজ্ঞানঘনরূপিণঃ।
তজ্ জ্ঞাস্তেষামসদ্রূপে কথমর্থে বিচারণা ॥ ১৫ ॥

শূন্যাশূন্যাদ্যন্যবিধমাত্রশূন্যত্বান্মহাশূন্যে। ননেতি ননেতি চেতি তত্রুল্লেখঃ ॥১১॥

সর্ব্বস্যাপি ব্রহ্মৈকরস্যাদেব শূন্যতা ন শূন্যৈকরস্যাদিত্যাহ—ইদমিতি। যস্মাদ্ধেতোস্তদ্ব্রহ্ম অধ্যারোপে সর্ব্বানুগতত্বাত্তথৈব অপবাদে সর্ব্বতো ব্যাবৃত্তত্বাদতথৈব চ ॥ ১২ ॥

নম্বতত্ত্বজ্ঞবিষয়ৌ যথা অধ্যারোপাপবাদৌ তত্ত্বজ্ঞৈস্তদ্বোধনায়াভ্যুপগম্যেতে তথা প্রধানপরমাণ্বাদিপ্রযুক্তকার্য্যকারণসম্ভবোঽপি কুতো নাভ্যুপগম্যত ইতি রামঃ শঙ্কতে—অতজ্ জ্ঞেতি। পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুলক্ষণে কার্য্যে তদবয়বপরম্পরা-সৌক্ষ্ম্যাবধীনাং পরমাণূনাং সত্ত্বাদিগুণানাং কারণানাং বা সম্ভবে কিং জন্যদ্রব্যমকারণবৎ স্যাৎ কথং বা অদ্বিতীয়ব্রহ্মপরিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভবেদেবং যদি ব্রহ্মাতিরিক্তঃ প্রধানপরমাণ্বাদিকল্পকোঽতজ্ জ্ঞঃ প্রসিধ্যেৎ। যথা তু 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাত্তৎসর্ব্বমভবৎ' ইতি শ্রুতিদর্শিতদিশা ব্রহ্মৈব স্বাজ্ঞানাদতজ্ জ্ঞং তদৈব তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তং শাস্ত্রং তদা অধ্যারোপাপবাদন্যায়েনৈব তত্ত্বজ্ঞানে উপযুজ্যতে ন প্রধানপরমাণ্বাদি-কল্পনেতি বৈষম্যমিত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে—অতজ্ জ্ঞ ইতি ॥ ১৪ ॥

কুতো নাস্তি তত্রাহ—একবোধময়া ইতি। 'তদ্যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ

অতজ্ জ্ঞত্বঞ্চ বোধেঽন্তরবভাতি তদঙ্গতা।
গতে স্বপ্নসুষুপ্তেঽন্তরিব নিদ্রাত্ম কেবলম্ ॥ ১৬ ॥
তথাপ্যভ্যুপগম্যাপি মূর্খ-নিশ্চয় উচ্যতে।
ময়েদমণু সর্ব্বাত্ম যস্মাদ্‌ব্রহ্ম নিরাময়ম্ ॥ ১৭ ॥
সন্ত্যকারণকা এব সন্তি কারণজাস্তথা।
ভাবাঃ সংবিদ্‌যথা যস্মাৎ কল্প্যতে লভ্যতে তথা ॥ ১৮ ॥

কৃৎস্নো রসঘন এবং বা অরে অয়মাত্মা বিজ্ঞানঘন এব প্রজ্ঞানঘন এব' ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

নন্থ ব্রহ্মাতিরিক্তঃ অতজ্‌জ্ঞো নাস্তীতি কথং সম্ভাব্যতে। তার্কিকৈঃ পামরৈশ্চ নাহং ব্রহ্ম নাহং ব্রহ্মজ্ঞশ্চেতি স্বাত্মন্যতজ্‌জ্ঞত্বাব্রহ্মত্বয়োঃ প্রত্যক্ষমনুভবাদিত্যাশঙ্ক্য তাদৃশানুভববলেনৈব তদাত্মনামপি ব্রহ্মত্বং সমর্থয়তি—অতজ্‌জ্ঞত্বমিতি। অজ্ঞানাদিসর্ব্বজগদারোপাধিষ্ঠানচিন্মাত্রত্বং হি ব্রহ্মত্বম্। তচ্চাহমজ্ঞ ইত্যনুভবিতরি তার্কিকাত্মনি দুর্ব্বারম্। যতঃ অজ্ঞত্বং প্রবোধরূপে আত্মন্যন্তরবভাতি। যদি চ বৈশেষিককল্পিতো জড়োঽয়মাত্মা স্যাৎ কথমাত্মন্যজ্ঞানমনুভবেৎ। অতঃ অজ্ঞানাধিষ্ঠানচিদ্রূপত্বমস্মাদেবানুভবাৎ সিদ্ধম্। জগচ্চ কেবলমজ্ঞানাত্মৈব যতস্তদঙ্গতাং গতম্। যথা স্বপ্নসুষুপ্তে নিদ্রাত্নির্নিদ্রাঙ্গতাং গতে কেবলং নিদ্রৈব ন নিদ্রাব্যতিরিক্তং তয়োঃ স্বরূপমস্তি তদ্বৎ। ন চ জ্ঞানস্বভাবে আত্মনি স্বভাববিরুদ্ধমজ্ঞানমারোপমন্তরেণ ভবিতুমর্হতীত্যজ্ঞানাদি-জগদারোপাধিষ্ঠানত্বস্যাস্মাদেবানুভবাৎসিদ্ধেরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নম্বজ্ঞানাদিজগদধিষ্ঠানত্বরূপং সর্ব্বাত্মত্বং ব্রহ্মলক্ষণং চেজ্‌জ্ঞানেন তদপায়ে তদব্রহ্মৈব স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথাপীতি। মূর্খপ্রতিবোধনার্থং মূর্খবুদ্ধিমনুসৃত্য শুদ্ধব্রহ্মব্যুৎপাদনার্থং ময়েদং ব্রহ্মণস্তটস্থলক্ষণমুচ্যতে। স্বরূপলক্ষণং তু তস্য শুদ্ধনিরাময়ানন্দৈকরসত্বং নাজ্ঞানুভবপথমবতরতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তথা চাজ্ঞবুদ্ধ্যনুসারেণ জগদস্তীব কৃত্বা ব্রহ্মকল্পাদৌ কারণমিতি স্বীকারেঽপি যক্ষানুরূপো বলিরিতি ন্যায়েন মিথ্যাভূতস্য প্রপঞ্চস্য তাদৃশী মায়ৈব কারণং ন তথাপি কাত্ববাদৈতক্ষতিরিত্যাশয়েনাহ—সন্তীতি। অকারণকাঃ শুক্তিরজতমরুনদীরজ্জুসর্পাদয়ঃ। তত্র সংবিদা কারণজত্বেন কল্পিতাঃ সকারণকা অন্যথাকল্পিতা অকারণকা ইতি মৃন্ময়গৌরীগণপত্যোর্মাতৃপুত্রভাবৎকল্পনানুসারেণৈব তত্ত্বাবধে ত্যাহ—সর্যথেতি ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বকারণসংশান্তৌ সর্ব্বানুভবশালিনাম্।
সর্গস্য কারণং নাস্তি তেন সর্গস্ত্বকারণঃ ॥ ১৯ ॥
হৃদয়ঙ্গমতাত্যক্তমীশ্বরাদি প্রকল্প্যতে।
যদত্র কিঞ্চিদ্দুঃস্বাদু ব্যর্থং বাগ্জালমেব তৎ ॥ ২০ ॥
অন্যথানুপপত্ত্যৈব স্বপ্নাভা কলনাদৃতে।
স্থূলাকারাত্মিকা কাচিন্নাস্তি দৃশ্যস্য দৃশ্যতা ॥ ২১ ॥
স্বপ্নপৃথ্ব্যাদ্যনুভবে কিমবুদ্ধস্য কারণম্।
চিৎস্বভাবাদৃতে ব্রূহি স্বপ্নার্থো নাম কীদৃশঃ ॥ ২২ ॥
স্বপ্নার্থো হ্যপরিজ্ঞাতো মহামোহভরপ্রদঃ।
পরিজ্ঞাতো ন মোহায় যথা সর্গাস্তথৈব চ ॥ ২৩ ॥
শুষ্কতর্কহঠাবেশাদ্যদ্বাপ্যনুভবোজ্ঝিতম্।
কল্প্যতে কারণং কিঞ্চিৎ সা মৌর্খ্যাভিনিবেশিতা ॥ ২৪ ॥

তত্ত্বদৃশা ত্বখণ্ডাদ্বয়চিন্মাত্রমেব সদা নাণুমাত্রমপি কদাচিদ্বিপর্য্যাস ইতি ন র্গকারণং কেনচিদপি নিরূপয়িতুং শক্যমিত্যাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষামনুভবশালিনাং ত্ত্ববিদাম্ ॥ ১৯ ॥

অত্র ঈদৃশে স্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরমরুমরীচিকাপ্রায়ে জগতি সত্যত্বসাধনাভিনিবেশেন বৈশেষিকাদিভিঃ ‘মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্’ ইত্যাদিশ্রুতি-প্রসিদ্ধমায়োপহিতব্রহ্মাতিরিক্ততটস্থেশ্বরপ্রধানপরমাণ্বাদি কিঞ্চিৎকারণং প্রকল্প্যতে ং প্রত্যক্ষশ্রুতিবিদ্বদনুভববিরোধাদ্বেদান্তশাস্ত্রপ্রসিদ্ধযুক্তিপরাহতত্বাচ্চ দুঃস্বাদু তিক্তং ষ্টুরীশ্বরস্য ভোক্তুর্জীবস্য বা পুরুষার্থাপর্য্যবসায়িত্বাদ্ব্যর্থমত এবাভিজ্ঞানাং হৃদয়ঙ্গমতয়া ত্যক্তমহৃদয়ঙ্গমমিতি বৃথা কণ্ঠশোষং বাগ্জালমেব দিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

প্রবোধবাধ্যত্বান্যথানুপপত্ত্যাপি জগৎস্বপ্নাভমেবেতি তদর্থং ন কারণকল্পনাব-শ্য ইত্যাহ—অন্যথানুপপত্ত্যেতি ॥ ২১ ॥

তদেব বিশদয়তি—স্বপ্নেতি। অবুদ্ধস্য অপ্রবুদ্ধস্য ॥ ২২-২৪ ॥

অগ্নেরৌষ্ণ্যমপাং শৈত্যং প্রাকাশ্যং সর্ব্বতেজসাম্।
স্বভাবো বাখিলার্থানাং কিমবুদ্ধস্য কারণম্ ॥ ২৫ ॥
কিং ধ্যাতৃশতলব্ধস্য ধ্যেয়স্যৈকস্য কারণম্।
কিঞ্চ গন্ধর্ব্বনগরে পুরে ভিত্তিষু কারণম্ ॥ ২৬ ॥
ধর্ম্মাদ্যমুত্রামূর্ত্তত্বান্মূর্ত্তে দেহে ন কারণম্।
দেহস্য কারণং কিং স্যাৎ তত্র সর্গাদিভোগিনঃ ॥ ২৭ ॥
ভিত্ত্যভিত্ত্যাদিরূপাণাং জ্ঞানস্য জ্ঞানবাদিনঃ।
কিং কারণমনস্তানামুৎপন্নধ্বংসিনাং মুহুঃ ॥ ২৮ ॥
স্বভাবস্য স্বভাবোঽসৌ কিল কারণমিত্যপি।
যদুচ্যতে স্বভাবস্য সা পর্য্যায়োক্তিকল্পনা ॥ ২৯ ॥

যস্তবশ্যং কারণমপেক্ষিতং তর্হ্যজ্ঞাতব্রহ্মস্বভাব এব তথাস্থিত্যাশয়েনাহ—অগ্নেরিতি। অবুদ্ধস্যাজ্ঞানোপহিতস্যাত্মনঃ স্বভাবো বা কারণমিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

মনোরথকল্পিতনগরবদ্ধ্যাতৃভেদেন ব্যবস্থিতাকারত্বাদপি ন সর্ব্বসাধারণমেকং কারণং সুবচমিত্যাশয়েনাহ—কিমিতি ॥ ২৬ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তু অমূর্ত্তত্বাদেব মূর্ত্তদেহাদ্যুপাদানকারণতা ন সম্ভবতীতি কর্ম্মমীমাংসককল্পমপি নিরাচষ্টে—ধর্ম্মাদীতি। অমুত্র পরলোকে ॥ ২৭ ॥

বিজ্ঞানবাদিমতেঽপ্যমূর্ত্তস্য ক্ষণিকস্য চ বিজ্ঞানস্য মূর্ত্তা ক্ষণিকোপাদানতা দুর্ব্বচেত্যাহ—ভিত্তীতি। ভিত্তয়ঃ স্থূলকুড্যাদয়ঃ অভিত্তয়স্তদ্বিলক্ষণাঃ পরমাণবঃ। উৎপন্নধ্বংসিনামিত্যুক্ত্যা কার্য্যানুকূলব্যাপারস্য কার্য্যসম্বন্ধস্য চ ক্ষণিকেষসম্ভবঃ সূচিতঃ ॥ ২৮ ॥

স্বভাববাদিনশ্চার্ব্বাকস্য মতং নিরস্যতি—স্বভাবস্যেতি। অঙ্কুরাদিস্বভাবস্য কালক্ষেত্রজলাদিসহিতবীজাদিস্বভাবোঽসৌ কারণমিতি চার্ব্বাকৈর্যদুচ্যতে সা উক্তিরপি বীজস্বভাবপদয়োরর্থভেদানিরূপণাদঙ্কুরস্বভাবস্যৈবাত্রত্যস্বভাবপদে বর্ত্ত্যর্থসম্বন্ধস্যাপি দৌর্ঘট্যপ্রসঙ্গাদর্থস্যৈ উভয়ত্রাপি পর্য্যায়তয়া সহপ্রয়োগানাপত্তেঃ সকলসাধারণস্বভাবত্বসামান্যাপ্রসিদ্ধেঃ প্রাতিস্বিকরূপাণামনন্তপ্রসঙ্গাচ্চৈককার্য্যাপ্রঘটনাচ্চ নিরর্থিকোক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

তস্মাদকারণা ভ্রান্তির্ভাবা ভান্তি চ কারণম্।
অজ্ঞে জ্ঞে ত্বখিলং কার্য্যং কারণান্তবতি স্থিতম্ ॥ ৩০ ॥
যদ্বৎ স্বপ্নপরিজ্ঞানাৎ স্বপ্নে দ্রব্যাপহারিভিঃ।
ন দুঃখাকরণং তদ্বজ্জীবিতং তত্ত্বদর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং চিদ্গগনং ত্বিদম্।
স্বরূপং স্বপ্নবদ্ভাতি নান্যদত্রোপপদ্যতে ॥ ৩২ ॥
অন্যা ন কাচিৎ কলনা দৃশ্যতে সোপপত্তিকা।
অস্মান্ন্যায়াদৃতে কস্মাদ্ ব্রহ্মৈবৈষানুভূতিভূঃ ॥ ৩৩ ॥
ঊর্ম্ম্যাবর্ত্তদ্রবত্বাদি শুদ্ধে জলঘনে যথা।
তথেদং সর্গপর্য্যায়ং ব্রহ্মণি ব্রহ্ম ভাসতে ॥ ৩৪ ॥
স্পন্দাবর্ত্তবিবর্ত্তাদি নির্ম্মলে পবনে যথা।
তথায়ং ব্রহ্মপবনে সর্গস্পন্দোঽবভাসতে ॥ ৩৫ ॥
যথানন্তত্বসৌষির্য্য-শূন্যত্বাদি মহাম্বরে।
স সন্নাসন্নবোধাত্ম তথা সর্গঃ পরাপরঃ ॥ ৩৬ ॥

অতঃ পরিশেষাৎ স্বাভিমতং সিদ্ধং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বে [ভা]বান্তৎকারণং চেত্যখিলমজ্ঞে অকারণা ভ্রান্তিরেব জ্ঞে তু সন্মাত্রাত্মনা স্থিতমেব [কা]র্য্যং কারণাত্তস্মাদেব চিচ্চমৎকাররূপেণাবির্ভবতি চ তিরোভবতি চ ন তদ্ব্যতি-[রে]কমণুমাত্রমপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

অতএব অস্যাজ্ঞকৃতৈরপরাধকোটিভিরপ্যস্য দুঃখং ন জায়ত ইত্যাহ—যদ্বদিতি। [স্ব]প্নে দ্রব্যাপহারিভিশ্চৌরৈঃ কৃতং তাড়নবন্ধনাদিকং প্রবুদ্ধস্য স্বপ্নমিথ্যাত্ব-[প]রিজ্ঞানাদ্যদ্বদ্দুঃখাকরণং পীড়াসম্পাদকং ন তদ্বত্তত্ত্বদর্শনোত্তরং জীবনমপি [দু]ঃখাকরণং নেত্যর্থঃ। 'সুখ দুঃখ তৎক্রিয়ায়াম্' ইতি ডাচ্ ॥ ৩১ ॥

অন্যদ্দুঃখং তন্নিমিত্তং চ ॥ ৩২ ॥

অস্মান্ন্যায়াদৃতে অন্যা কলনা অন্যাদৃশী বাদিনাং কল্পনা অত এষা জগৎকলনা ব্রহ্মানুভূতিরেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৩-৩৫ ॥

আসন্নো বোধাত্মা যেন তথাবিধং সৎ স প্রসিদ্ধঃ সন্ আকাশ এব তথেত্যর্থঃ। ন সন্ ইতি পাঠে স্পষ্টম্ ॥ ৩৬ ॥

এষু নিদ্রাদিকেম্বেতে সূপলব্ধা অপি স্ফুটম্।
ভাবা অসন্ময়া এবমেতেঽনন্যাত্মকা যতঃ ॥ ৩৭ ॥
সর্গপ্রলয়সংস্থানান্যেবমাত্মনি চিদ্ঘনে।
সৌম্যে স্বপ্নসুষুপ্তাভা শুদ্ধে নিদ্রাঘনে যথা ॥ ৩৮ ॥
স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরাণ্যাস্তে নিদ্রায়াং মানবো যথা।
সর্গাৎ সর্গান্তরণ্যাস্তে স্বসত্তায়ামজস্তথা ॥ ৩৯ ॥
পৃথ্ব্যাদিরহিতোঽপ্যেষ ব্রহ্মাকাশো নিরাময়ঃ।
অতদ্বাংস্তদ্বদাভাতি যথা স্বপ্নানুভূতিষু ॥ ৪০ ॥
স্থিতা যথাস্যাং পশ্যন্ত্যাং শব্দা ঘটপটাদয়ঃ।
জাতাঽজাতাঃ স্থিতাঃ সর্গাস্তথানন্তে মহাচিতি ॥ ৪১ ॥
পশ্যন্ত্যামেব পশ্যন্তী যথা ভাতি তথৈব চ।
যথা শব্দাস্তথা সর্গাশ্চিতৈব চিতিচিন্ময়াঃ ॥ ৪২ ॥
কিং শাস্ত্রকং তত্র কথাবিচারৈ-
নির্ব্বাসনং জীবিতমেব মোক্ষঃ।
সর্গে ত্বসত্যেবমকারণত্বাৎ
সত্যেব নাস্ত্যেব ন নাম কাচিৎ ॥ ৪৩ ॥

কুতঃ সন্নেব তত্রাহ—এম্বিতি। যতঃ সদনন্যাত্মকা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অজঃ জন্মাদিশূন্যঃ পরমাত্মা স্বয়মেব সর্গাৎ সর্গান্তরাত্মনা আস্তে ॥ ৩৯-৪০ ॥

পশ্যন্ত্যাং সাংপ্রতিকসর্ব্বদর্শনাত্মনি। জাতাঃ পূর্ব্বতনা অজাতা ভবিষ্যন্তঃ ॥ ৪১ ॥

যদা অনন্তে তদা শব্দান্তর্দর্শভূতসর্গাশ্চ ব্রহ্মণি সন্তীত্যুক্তিঃ পশ্যন্ত্যামেব পশ্যন্তী তিষ্ঠতীত্যভিন্নায়ামেব ভেদোপচারেণৌপচারিকে আধারাধেয়ভাবে পর্য্যবস্যতীত্যাহ—পশ্যন্ত্যামেবেতি ॥ ৪২ ॥

যদা শব্দাঃ সর্গাশ্চ চিন্ময়া এব তদা তত্র কৃতকার্য্যং শাস্ত্রমপি শাস্ত্রাভাবান্মোক্ষফলস্য পৃথগসত্বান্নিরসনীয়প্রপঞ্চবন্ধাভাবাচ্চ নিবর্ত্তত ইত্যাহ—কিমিতি। শাস্ত্রমেব শাস্ত্রকং তত্র কিম্। তত্রত্যকথাবিচারৈশ্চ কিম্। যতঃ শাস্ত্রফলং নির্ব্বাসনং

এষা চ সিদ্ধেহ হি বাসনেতি
সা বোধসত্তৈব নিরন্তরৈকা।
নানাত্বনানারহিতৈব ভাতি
স্বপ্নে চিদেবেহ পুরাদিরূপা॥ ৪৪॥

র্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গত-বিপশ্চিদুপাখ্যানে ব্রহ্মগীতাসু সত্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১৭৭॥

তমেব মোক্ষঃ সিদ্ধঃ। এবং বর্ণিতরীত্যা অকারণত্বাৎ সর্গে অসতি প্রপঞ্চরচনা প্রত্যক্ষং সত্যেব কাচিন্ন চ নাস্ত্যেবেতি নিঃশেষং তেত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

া চৈষা বাসনেতীহ প্রপঞ্চবীজতয়া ভাতি সা নানাত্বেন নানাত্বেন ত্বরহিতা বোধসত্তৈব ভাতি। যথা ইহ প্রত্যক্ষে স্বপ্নে চিদেব পুরাদিরূপা চ তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১৭৭॥

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

পদার্থা দ্বিবিধাঃ সন্তি মূর্ত্তামূর্ত্তা জগত্ত্রয়ে।
যত্র সপ্রতিঘাঃ কেচিৎ কেচিদপ্রতিঘা অপি ॥ ১ ॥
তানিহাপ্রতিঘানাহুর্নান্যোন্যং বেল্লয়ন্তি যে।
তাংশ্চ সপ্রতিঘানাহুরন্যোন্যং বেল্লয়ন্তি যে ॥ ২ ॥
ইহ সপ্রতিঘানান্তু দৃষ্টমন্যোন্যবেল্লনম্।
ন ত্বপ্রতিঘরূপাণাং কেষাঞ্চিদপি কিঞ্চন ॥ ৩ ॥
তত্র সংবেদনং নাম যদিদং চন্দ্রমণ্ডলে।
ইতঃ পতত্যপ্রতিঘং তৎ সর্ব্বেণানুভূয়তে ॥ ৪ ॥

ইহামূর্ত্তচিতা মূর্ত্তচালনে যুক্তিরুচ্যতে।
জগচ্চামূর্ত্তচিন্মাত্রমৈন্দবাখ্যানতঃ স্ফুটম্ ॥

'ধর্ম্মাত্মমূত্রামূর্ত্তত্বামূর্ত্তে দেহে ন কারণম্' ইত্যুক্তিং শ্রুত্বা অমূর্ত্তেন চিদাত্মনা মূর্ত্তস্য দেহাদেশ্চালনে উপপত্তিং জিজ্ঞাসমানো রামস্তদনুপপত্তিং দর্শয়িতুং ভূমিকাং রচয়তি—পদার্থা ইত্যাদিনা। মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মণা দর্শিতো বিভাগ ইহ নাভিপ্রেতঃ কিন্তু প্রতিঘাতযোগ্যতাতদযোগ্যতোপাধিভেদকৃত ইত্যাশয়েন বিশিনষ্টি—যত্রেতি ॥ ১ ॥

কুসুমকার্পাসনবনীতাদিমৃদুতরপদার্থানাং কঠিনশিলাদিবৎ প্রতিঘাযোগ্যত্বাদ-মূর্ত্তত্বমুক্তং মাভূদিতি বিশেষণতাৎপর্য্যং লক্ষণাভ্যামুদ্ঘাটয়তি—তানীতি। বেল্লয়ন্তি সংশ্লিষ্যন্তি ॥ ২ ॥

তদেব লোকপ্রসিদ্ধ্যা বিশদয়তি—ইহেতি ॥ ৩ ॥

অস্ত্বেবং প্রস্তুতে কিং তত্রাহ—তত্রেতি। তত্র সংবেদনং নামেদং যৎ প্রসিদ্ধং তদপ্রতিঘমেব। যদবশ্যাদ্ধেতোশ্চন্দ্রং পশ্যতঃ পুরুষস্য ইতঃ অস্মাৎ প্রদেশান্নয়নরশ্মা-নুসারিচিত্তেন সহ তদবচ্ছিন্নসংবেদনানি চন্দ্রমণ্ডলে অপ্রতিঘং নিঃসংশ্লেষমেব পতন্তি। অতোঽমূর্ত্তানীতি সর্ব্বেণাপি চন্দ্রদর্শিনা স্বয়মনুভূয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধপ্রবুদ্ধসঙ্কল্প-বিকল্পাদ্বৈতকল্পিতম্।
বদাম্যভ্যুপগম্যেদং ন তু বোধদশাস্থিতম্ ॥ ৫ ॥
কঃ প্রাণমারুতঃ ক্ষোভং জনয়ত্বাশয়স্থিতঃ।
প্রবেশনির্গমময়ং কথং বা বদ মে প্রভো! ॥ ৬ ॥
কথমপ্রতিঘং নাম বেদনং প্রতিঘাত্মকম্।
ইমং দেহং চালয়তি ভারং ভারহরো যথা ॥ ৭ ॥
যদি সপ্রতিঘং বস্তু বেল্লত্যপ্রতিঘাত্মকম্।
কথং সংবিত্তিমাত্রেণ পুংসঃ শৈলো ন বল্লতি ॥ ৮ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

বিকাশমথ সঙ্কোচমত্র নালী হৃদি স্থিতা।
যদা যাতি তদা প্রাণশ্ছেদৈরায়াতি যাতি চ ॥ ৯ ॥

নন্বয়মাক্ষেপস্তে প্রবুদ্ধদৃশা অপ্রবুদ্ধদৃশা বা। আদ্যে মূর্ত্তমেবাপ্রসিদ্ধম্। দ্বিতীয়ে অমূর্ত্তা চিদ্দেহাদি প্রবর্ত্তয়তীত্যপ্রসিদ্ধম্। দেহাদ্যহঙ্কারান্তানাং সংপিণ্ডিতানামেব লৌকিকৈরাত্মত্বানুভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্দ্ধেতি। অর্দ্ধপ্রবুদ্ধানাং তৃতীয়চতুর্থভূমিকান্তরালস্থানাং সঙ্কল্পবিকল্পদ্বৈতেন কল্পিতমিদং জগদভ্যুপগম্য বদাম্যাক্ষিপামি। বোধদৃশা স্থিতং পরিশিষ্টং চিন্মাত্রমভ্যুপগম্য তু নাক্ষিপামীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যদ্যপি মূর্ত্তঃ প্রাণমারুত এব প্রবেশনির্গমবৃত্তিভেদেন ক্ষুব্ধো দেহং প্রবর্ত্তয়তীতি সুবচং তথাপি তস্য প্রাণমারুতস্য ক্ষোভং কো জনয়তি? ॥ ৬ ॥

ননু জীবাত্মকশ্চিদাভাস এব তং জনয়িষ্যতি তত্রাহ—কথমিতি। দেহং প্রাণাদিদেহান্তম্ ॥ ৭ ॥

যদি অপ্রতিঘাত্মকমপি সম্বিত্তিমাত্রং প্রাণাদিদেহান্তং সপ্রতিঘং বেল্লতি বিষ্টভ্য চালয়তি তর্হি শৈলশ্চলত্বিতি পুংসঃ সঙ্কল্পসম্বিত্তিমাত্রেণ শৈলঃ কুতো ন চাল্যতে। বাহ্যশৈলাদের্দ্দেহাদেশ্চ কো বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যথা বাহ্যস্য বায়োরয়স্কারভস্ত্রায়াং প্রবেশনির্গমাভ্যাং তচ্চালকত্বং তথা প্রাণবায়োরপি কণ্ঠাদিনালীবিলাকাশসঙ্কোচবিকাশানুমিতপ্রবেশনির্গমাভ্যাং দেহাদিচালকত্বং প্রত্যক্ষমেব হৃদয়াদিপ্রবেশেষপ্যেবমেব বোধ্যমিত্যুত্তানোক্ত্যা গূঢ়াশয়েন বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে—বিকাশমিতি দ্বাভ্যাম্। ছেদৈশ্ছিদ্রৈঃ ॥ ৯ ॥

বাহ্যোপস্করভস্ত্রায়াং যথাকাশাস্পদাত্মকঃ।
বায়ুর্যাত্যপি চায়াতি তথাত্র স্পন্দনং হৃদি ॥ ১০ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

বহির্ভস্ত্রাময়স্কারঃ সঙ্কোচনবিকাশনৈঃ।
যোজয়ত্যান্তরং নাড়ীং কশ্চালয়তি চালকঃ ? ॥ ১১ ॥
শতং কথং ভবেদেকং কথমেকং শতং ভবেৎ।
কথং সচেতনা এতে কাষ্ঠলোষ্টোপলাদয়ঃ ? ॥ ১২ ॥
কস্মান্ন স্থাবরং বস্তু প্রস্পন্দ্যপি চমৎকৃতম্।
বস্তু জঙ্গমমেবেহ স্পন্দিমাত্রেব কিং বদ ? ॥ ১৩ ॥

আকাশশ্ছিদ্রং তদাস্পদঃ। তদাশ্রয়সর্ব্বদ্রব্যান্তঃসঞ্চারস্বভাবো বায়ুর্যথা বাহ্যায়াময়স্কারোপস্করভস্ত্রায়াং যাতি প্রবিশতি আয়াতি নির্গচ্ছতি ॥ ১০ ॥

সত্যং বায়ুশ্চালয়তি তথাপ্যয়স্কারাদিচেতনাধিষ্ঠিতভস্ত্রায়ামেব তথা চালয়তি নান্যত্রেতি চেতনমেবাচেতনস্য নিয়তব্যবহারচেষ্টানিমিত্তমবশ্যং বাচ্যম্। তত্র নাড়ীমান্তরং প্রবিশ্য কশ্চেতনশ্চালয়তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ননু 'শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ' ইতি শ্রুতৌ বিশ্বক্প্রসৃতাঃ শতং নাড্যঃ শ্রূয়ন্তে। তত্রৈকশতং নাড়ীনাং তাসাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখং নাড়ী-সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানঃ সঞ্চরতীতি চ। তত্র সর্ব্বনাড়ীষু ব্যানসঞ্চারস্য দেহাদিচলননিমিত্তত্বে সদৈব সর্ব্বাঙ্গচলনং স্যান্নৈকৈকহস্তপাদাদ্যঙ্গমনং নিয়তম্। যদ্যুচ্যেত একৈকাঙ্গোদ্গমনে উপস্থিতে নাড়ীনাং শতমপি তদঙ্গে একং ভবতি সর্ব্বাঙ্গচলনে উপস্থিতে ত্বেকমপি সর্ব্বাঙ্গব্যাপি নাড়ীশতং ভবতীতি তত্রাপ্যাহ—শতমিতি। কিঞ্চামূর্ত্তচৈতন্যস্য সংশ্লেষো দেহেঽপি নাস্তি। আধ্যাসিকসম্বন্ধস্তু কাষ্ঠলোষ্টাদিষ্বপি তুল্য ইতি তেঽপি সচেতনা বাচ্যাস্তচ্চ কথমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তথা স্থাবরং বৃক্ষলতাকাষ্ঠপাষাণাদিবস্তু চেতনং চেৎ প্রস্পন্দি কস্মান্ন দেহবদ্ভোগোপযোগেন চমৎকৃতমপি কস্মান্ন মাত্রা নিয়ন্ত্রা কুলালাদিনা অধিষ্ঠিতং চক্রাদীব নিয়তকালস্পন্দি কিম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অন্তঃসংবেদনং নাম চালয়ত্যান্ত্রবেষ্টনম্।
বহির্ভস্ত্রাময়স্কার ইব লোকেঽনুচেষ্টনম্॥ ১৪॥

শ্রীরাম উবাচ।

বায়্বন্ত্রাদিশরীরস্থং সর্ব্বং সপ্রতিঘং মুনে!।
কথমপ্রতিঘা সংবিচ্চালয়েদিতি মে বদ॥ ১৫॥
সংবিদপ্রতিঘাকারা যদি সপ্রতিঘাত্মকম্।
চালয়েদচলিষ্যৎ তদ্দূরমন্তো যদিচ্ছয়া॥ ১৬॥
সপ্রতিঘাপ্রতিঘয়োর্মিথো যদি পদার্থয়োঃ।
বেল্লনং স্যাৎ তদিচ্ছৈব কর্ত্তৃকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ ক্ব কিম্!॥ ১৭॥
সপ্রতিঘাপ্রতিঘয়োঃ শ্লেষো নাস্তি বহির্যথা।
তথৈবান্তরহং মন্যে শেষং কথয় মে মুনে!॥ ১৮॥

কার্য্যকারণস্বামিন্যা ভোক্তৃজীবসংবিদো যত্রানাদিপ্রবাহোপনীতকামকর্ম্ম-বাসনাপ্রযুক্তস্তাদাত্ম্যাধ্যাসস্তচ্চালনে আধ্যাসিকস্বতাদাত্ম্যশালিপ্রাণসংশ্লেষদ্বারা স্বাতন্ত্র্যমন্যত্র পারতন্ত্র্যমিতি ব্যবস্থেতি গূঢ়াভিসন্ধিনৈব বসিষ্ঠ উত্তরমাহ—অন্তরিতি। আন্ত্রবেষ্টনং নাড়ীসমূহম্। তদনুসারেণৈব লোকে সর্ব্বোঽপি বহিশ্চেষ্টনং করোতীতি শেষঃ॥ ১৪॥

উত্তানার্থেন গূঢ়াভিসংহিতেন চ স্বশঙ্কাবীজেন পরিহৃতমিতি গূঢ়াভিসন্ধিরেব রামঃ পুনঃ স্বশঙ্কামনুবদতি—বাম্বিতি॥ ১৫॥

বিপর্য্যয়ে দোষমাহ—সংবিদিতি। তত্তর্হি দূরং দূরস্থমপ্যন্তঃ যাতীতি যৎ তৃষিতঃ পান্থস্তদিচ্ছয়া অচলিষ্যৎ স্বয়মেবাগমিষ্যৎ॥ ১৬॥

তথাচ বাহ্যব্যবহারে সর্ব্বপ্রাণিনামিচ্ছয়ৈব সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধেঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঘটাদ্যুপ-করণবৈয়র্থ্যং চ স্যাদিত্যাহ—সপ্রতিঘেতি। তত্তর্হি ইচ্ছৈব বহির্ব্বচনাদানবিহরণোৎ-সর্গাদিকং করিষ্যতীতি শেষঃ॥ ১৭॥

বহিঃ শ্লেষাভাবেঽপ্যন্তঃ শ্লেষোঽস্ত তত্রাহ—সপ্রতিঘেতি। এবং ত্বৎসমাধান-যুক্তিষু নিরস্তাসু শেষং যুক্ত্যন্তরং কথয় নতু নিরস্তমেব পুনঃ পুনঃ কথয়েত্যর্থঃ॥১৮॥

অন্তঃস্বয়ং যোগিনা বা যথৈতদনুভূয়তে।
অমূর্ত্তস্যৈব মূর্ত্তেন বেল্লনং তদ্বদাশু মে ॥ ১৯ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বসন্দেহবৃক্ষাণাং মূলকাষমিদং বচঃ।
সর্ব্বৈকতানুভূত্যর্থং শৃণু শ্রবণভূষণম্ ॥ ২০ ॥
নেহ কিঞ্চিন্ন নামাস্তি যস্তু সপ্রতিঘং ক্বচিৎ।
সর্ব্বদা সর্ব্বমেবেদং শান্তমপ্রতিঘং ততম্ ॥ ২১ ॥
শুদ্ধং সংবিন্ময়ং সর্ব্বং শান্তমপ্রতিঘাত্মকম্।
পদার্থজাতং পৃথ্ব্যাদি স্বপ্নসঙ্কল্পয়োরিব ॥ ২২ ॥
আদাবন্তে চ নাস্তীদং কারণাভাবতোঽখিলম্।
ভ্রান্ত্যাত্মা বর্ত্তমানাপি ভাতি চিৎস্বপ্নগা যথা ॥ ২৩ ॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতঃ সরিতো দিশঃ।
মহতা কারণৌঘেন বোধমপ্রতিঘং বিদুঃ ॥ ২৪ ॥

অথবা যোগিনা স্বয়া স্বয়ং যথা এতৎ অমূর্ত্তস্যৈব মূর্ত্তেন বেল্লনং লোকে অত্যন্তাপ্রসিদ্ধমপি যোগবলেনান্যথা যেনোপায়েনানুভূয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

এবমাক্ষিপ্তো বশিষ্ঠঃ প্রাগুক্তগূঢ়াভিসন্ধ্যুত্তরমপি বাসমানাং বাহ্যাধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদভ্রান্তিমাত্রমূলত্বাদনবস্থাগ্রস্তং নিষ্কর্ষাসহং রামেণ জ্ঞাতমুদ্‌ঘাটিতমপি রাম খণ্ডয়িষ্যত্যেবেতি মন্যমানস্তদুপেক্ষ্যসিদ্ধান্তাবলম্বনেনৈবৈকোক্ত্যা সর্ব্বং সমাধত্তে—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং সন্দেহানাং তত্ত্বজ্ঞানমূলকত্বাৎ সর্ব্বৈকতানুভবলক্ষণতত্ত্বসাক্ষাৎ কারানুভূত্যর্থমিদং বক্ষ্যমাণং শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ভবেদয়ং ত্বদাক্ষেপনিবহঃ সর্ব্বোঽপি সপ্রতিঘযথার্থপ্রপঞ্চাভ্যুপগমে। যদ স্বপ্রতিঘা চিদেব বাহ্যাধ্যাত্মিকবস্তুভেদভ্রান্ত্যাত্মনা অবিদ্যাবশাদ্বিবর্ত্ততে তদ যথাদর্শনমেব প্রাণাদিদেহান্তসংঘাতে আন্তরচৈতন্যমাত্রাধীনশ্চলনাদ্যধ্যাসো বাহ্যে ঘটাদৌ তু করাবষ্টম্ভাদ্যধীন ইতি ব্যবস্থিত এবাভ্যুপগম্যতে ন সঙ্কীর্ণ ইতি সমুদিতাভিপ্রায়ঃ ॥ ২১-২৩ ॥

অতএব তত্ত্ববিদো মহতা বিবেকবৈরাগ্যত্যাগশ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিপ্রবন্ধ সাধ্যকারণৌঘেন মূর্ত্তাকারং সবাসনং নির্মৃজ্য দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরিত্যাদি সর্ব্বং জগদপ্রতিঘং বোধমাত্রমিতি বিদুরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অন্তঃকরণভূতাদি মৃৎকাষ্ঠদৃষদাদি বা ।
সর্ব্বং শূন্যমশূন্যঞ্চ চেতনং বিদ্ধি নেতরৎ ॥ ২৫ ॥
তত্রৈবমৈন্দবাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণম্ ।
ময়া চ পূর্ব্বমুক্তং তৎ কিঞ্চান্যদতিবর্ণ্যতে ॥ ২৬ ॥
তথাপি বর্ত্তমানোক্তপ্রশ্নবোধায় তচ্ছৃণু ।
যথেদং সর্ব্বমদ্র্যাদি চিদিত্যেব তু ভোৎস্যতে ॥ ২৭ ॥
কস্মিংশ্চিৎ প্রাক্তনেনৈব জগজ্জালেঽভবদ্দ্বিজঃ ।
তপোবেদক্রিয়াধারো ব্রহ্মন্নিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥
দশ তস্যাভবন্ পুত্রা জগতো দিক্তটা ইব ।
মহাশয়া মহাত্মানো মহতামাস্পদং সতাম্ ॥ ২৯ ॥
স তেষাং কালবশতঃ পিতান্তর্ধিমুপাযযৌ ।
দশানাং ভগবান্ রুদ্র একাদশ ইব ক্ষয়ে ॥ ৩০ ॥
তস্যানুগমনঞ্চক্রে ভার্য্যা বৈধব্যভীতিভিঃ ।
অনুরক্তা দিনস্যেব সন্ধ্যা তারাবিলোচনা ॥ ৩১ ॥
তয়োস্তে তনয়া দুঃখ-কলিতা বিপিনং গতাঃ ।
কৃতৌর্দ্ধদেহিকাস্ত্যক্ত্বা ব্যবহারং সমাধয়ে ॥ ৩২ ॥

চেতনমিতি ভাবে ল্যুট্ ॥ ২৫ ॥

চিন্মাত্রমেব সর্ব্বজগন্ন মূর্ত্তং কিঞ্চিদস্তীত্যর্থে প্রাগুক্তমৈন্দবাখ্যানং পুনঃ শ্রাবয়িতুং প্রতিজানীতে—তত্রেতি । পূর্ব্বং মনোমাত্রং জগদিত্যুৎপত্তিপ্রদর্শনায়োক্তমিহ—ত্বন্যচ্চিন্মাত্রমেব জগদিতি নির্ব্বাণনিষ্কর্ষার্থমভিবর্ণ্যত ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

প্রস্তুতপ্রশ্নাসমাধানপ্রয়োজনভেদাদপি পৌনরুক্ত্যমদোষায়েত্যাহ—তথাপীতি । অমূর্ত্তা চিদিত্যেব প্রশ্নসমাধানং ত্বয়া ভোৎস্যতে । কর্ম্মণি লৃট্ স্তে সভাবঃ ॥ ২৭ ॥

প্রাক্তনেনোৎপত্তিপ্রকরণবর্ণিতপ্রকারেণ বিশিষ্টে জগজ্জালে ॥ ২৮ ॥

জগতো ব্রহ্মাণ্ডোদরাকাশস্য দশ দিক্তটা ইব আস্পদং প্রতিষ্ঠা ॥ ২৯ ॥

ক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে ॥ ৩০-৩১ ॥

দুঃখেন বিয়োগদুঃখেন কলিতা ব্যাপ্তাঃ ॥ ৩২ ॥

ধারণানাং সমস্তানাং কা স্যাদুত্তমসিদ্ধিদা।
ধারণা যন্ময়াঃ সন্তঃ স্যামঃ সর্ব্বেশ্বরা বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
ইতি তে তত্র সঞ্চিন্ত্য বদ্ধপদ্মাসনা দশ।
ইদং সঞ্চিন্তয়ামাসুর্নির্ব্বিঘ্নে কন্দরোদরে ॥ ৩৪ ॥
পদ্মজাধিষ্ঠিতাশেষ-জগদ্ধারণয়া স্থিতাঃ।
ভবামঃ পদ্মজোপেতং জগদ্রূপমবিঘ্নতঃ। ৩৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সব্রহ্ম-জগদ্ধারণয়া চিরম্।
নিমীলিতদৃশস্তস্থুস্তে চিত্ররচিতা ইব ॥ ৩৬ ॥
অথৈতদ্ধারণাবদ্ধ-চিত্তাস্তে তাবদচ্যুতাঃ।
আসন্মাসান্ দশাষ্টৌ চ যাবৎ তে তত্র দেহকাঃ ॥ ৩৭ ॥
শুষ্কাঃ কঙ্কালতাং যাতাঃ ক্রব্যাদৈশ্চর্ব্বিতাঙ্গকাঃ।
নাশমভ্যাযযুস্তত্র চ্ছায়াভাগা ইবাতপৈঃ ॥ ৩৮ ॥
অহং ব্রহ্মা জগচ্চেদং সর্গোঽয়ং ভুবনান্বিতঃ।
ইতি সম্পশ্যতাং তেষাং দীর্ঘকালোঽভ্যবর্ত্তত ॥ ৩৯ ॥
তানি চিত্তান্যদেহানি দশৈকধ্যানতস্ততঃ।
সম্পন্নানি জগন্ত্যেব দশদেহানি বৈ পৃথক্ ॥ ৪০ ॥

ধারণানাং বিষয়বিশেষাকারিতমনঃস্থৈর্য্যলক্ষণানাং মধ্যে কা কিংবিষয়িণী উত্তমধারণা স্যাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বেশ্বরা হিরণ্যগর্ভভূতাঃ ॥ ৩৩ ॥

নির্ব্বিঘ্নে শ্বাপদাদ্যুপঘাতরহিতে ॥ ৩৪ ॥

পদ্মজেন চতুর্মুখেনাধিষ্ঠিতং যদশেষং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডং তদেবাহমিতি স্থিতা নিশ্চলাঃ সন্তঃ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অচ্যুতা মনসো বৃত্ত্যন্তরধারণেন প্রচ্যুতিমপ্রাপ্তাঃ ॥ ৩৭ ॥

কঙ্কালতাং শবতাম্ ॥ ৩৮ ॥

জগচ্চেদমহম্। সংপশ্যতাং ধ্যায়তাম্ ॥ ৩৯ ॥

দশ চিত্তানি দশ দেহানি দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপাণি জগন্ত্যেব ধ্যানপরিপাকেন সম্পন্নানি তৎক্রতুন্যায়েনেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি তেষাং চিদিচ্ছা সা সম্পন্না সকলং জগৎ।
অত্যন্তস্বচ্ছরূপৈব স্থিতা চাকারবর্জ্জিতা ॥ ৪১ ॥

সংবিন্ময়ত্বাজ্জগতাং তেষাং ভূম্যচলাদি তৎ।
সর্ব্বং চিদাত্মকং বিদ্ধি নোচেদন্যৎ কিমুচ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

কিল যত্ত্রিজগজ্জালং তেষাং কিমাত্ম তৎ তথা।
সংবিদাকাশশূন্যত্ব-মাত্রমেবেতরন্ন তৎ ॥ ৪৩ ॥

বিদ্যতে ন যথা কিঞ্চিৎ তরঙ্গঃ সলিলাদৃতে।
সংবিত্তত্ত্বাদৃতে তদ্বদ্বিদ্যতে চলনাদিকম্ ॥ ৪৪ ॥

ঐন্দবানি যথৈতানি চিন্ময়ানি জগন্তি খে।
তথা চিন্ময়মেতেষু কাষ্ঠলোষ্টোপলাদ্যপি ॥ ৪৫ ॥

যথৈবৈন্দবসঙ্কল্পাস্তে জগত্ত্বমুপাগতাঃ।
তথৈবাব্জজসঙ্কল্পো জগত্ত্বময়মাগতঃ ॥ ৪৬ ॥

তস্মাদিহেমে গিরয়ো বসুধা পাদপা ঘনাঃ।
মহাভূতানি সর্ব্বঞ্চ চিন্মাত্রময়মাততম্ ॥ ৪৭ ॥

চিদ্বৃক্ষাশ্চিন্মহী চিদ্দ্যৌশ্চিদাকাশং চিদদ্রয়ঃ।
নাচিৎ ক্বচিৎ সম্ভবতি তেষ্বৈন্দবজগৎস্বিব ॥ ৪৮ ॥

চিন্মাত্রখকুলালেন স্বদেহচলচক্রকে।
স্বশরীরমৃদা সর্গঃ কুতোঽয়ং ক্রিয়তেঽনিশম্ ॥ ৪৯ ॥

চিদেবেচ্ছা ভূত্বা জগৎসম্পন্না। কিঞ্চিৎস্বভাবহানেন নেত্যাহ—অত্যন্তেতি ॥৪১॥

তথাচ প্রতিজ্ঞাতং সিদ্ধমিত্যাহ—সংবিন্ময়ত্বাদিতি ॥ ৪২ ॥

নো চেত্তেষাং কিল দশবিধং ত্রিজগজ্জালং তৎ কিমাত্ম বা তত্ত্বয়া উচ্যতামিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ত্বয়া কিমুচ্যতে তদাহ—সংবিদিতি ॥ ৪৩ ॥

চলনাদিকং ন বিদ্যত ইত্যনুকৃষ্যান্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ঐন্দবজগৎসাম্যং প্রস্তুতেঽপি জগতি বোধমিত্যাহ—ঐন্দবানীতি ॥ ৪৫ ॥

তুল্যত্বমেব দর্শয়তি—যথেতি ॥ ৪৬-৪৮ ॥

কুত ইত্যসম্ভাবনোক্তির্মিথ্যাত্বদ্যোতনায় ॥ ৪৯ ॥

সঙ্কল্পনির্ম্মিতে সর্গে দৃষদশ্চেন্ন চেতনাঃ।
তদত্র লোষ্টশৈলাদি কিমেতদিতি কথ্যতাম্ ॥ ৫০ ॥
কলনস্মৃতিসংস্কারা দধত্যর্থঞ্চ নোদরে।
প্রাঙ্ মৃষ্টং কল্পনাদীনামন্যৈবার্থকলাবতাম্ ॥ ৫১ ॥
তদ্ধামসংবিদো নাম্নি মণিরাশৌ মণির্যথা।
সর্ব্বাত্মনি তথা চিত্তে কশ্চিদর্থ উদেত্যলম্ ॥ ৫২ ॥

এতেন 'কথং সচেতনা এতে কাষ্ঠলোষ্টোপলাদয়ঃ' ইতি প্রশ্নোঽপি সমা
ইত্যাশয়েনাহ—সঙ্কল্পেতি ॥ ৫০ ॥

কলনমনুভবঃ স্মৃতিস্তজ্জনকসংস্কারাশ্চকারাদিচ্ছাকৃতয় ইত্যেতে হি সংবিদ্বি
অর্থগোচরাঃ এতেষাং হ্যন্তরর্থাঃ প্রথন্তে। এতে চ স্বোদরে অভিব্যক্তচিন্মাত্রা
দধতি ন জড়মর্থমতোঽপ্যর্থাশ্চিদ্রূপা এবেত্যাহ—কলনেতি। তৎ কুতস্তত্রাহ
প্রাগিতি। যত ইদং প্রাগেবাস্মাভির্বিমৃষ্টং যৎকল্পনাদীনামর্থশূন্যানামন্যৈব স্থিতি
অর্থকলাবতাং তত্ত্বাবগাহনচমৎকারশালিনামন্যৈব চমৎকৃতিরিতি। অথবা।
লোষ্টাদিকলনস্মৃতিসংস্কারৈকরূপ্যেণ লোষ্টাদ্যচিদ্রূপমেব নিশ্চিতং কথং তৎ সচে
মিত্যুপবর্ণ্যতে তত্রাহ—কলনেতি। কলনাদয়ো লোষ্টশৈলাদিতত্ত্বং চিন্মাত্রমুদ
দধতি নাবগাহিতুং শক্নুবন্তি যতস্তদর্থকলাবতাং কল্পনাদীনামুত্থানাৎ প্রাগেবাস্ত
মৃষ্টং পরামৃষ্টম্। অজ্ঞাতবিষয়ে হি চক্ষুরাদিনা কলনং জ্ঞাতবিষয়ে হি স্মৃতিসংস্কা
জ্ঞানসমানবিষয়ৌ। অতস্তেভ্যঃ পূর্ব্বমজ্ঞাতবিষয়সিদ্ধিরবশ্যং বাচ্যেতি ভা
ন চাচিদ্রূপং তৃণকাষ্ঠশৈলাদ্যজ্ঞাতং বক্তুং শক্যম্। জড়েষ্বজ্ঞানাবরণপ্রয়োজ
ভাবাৎ। অতো জড়েভ্যোঽন্যৈব ব্রহ্মসত্তা তৃণাদীনাং তত্ত্বং সৈবান্যথাকলন
সংস্কারৈর্জড়ত্বেন ভ্রান্ত্যা বিমৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইতশ্চ কাষ্ঠলোষ্টাদয়শ্চেতনা ইত্যাহ—তদিতি। যতস্তৎপরমং চিদ্ধা
সর্ব্বাত্মনি সংবিদো ধাম্নি সমষ্টিব্যষ্টিচিত্তে মণিরাশৌ মণিরিব দেদীপ্যমান
স্থিত্বা কশ্চিত্তৃণকাষ্ঠশৈলাদ্যর্থ উদেতি। 'তদনু প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ'
শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

অকার্য্যকরণস্যার্থো ন ভিন্নো ব্রহ্মণঃ ক্বচিৎ।
স্বভাব ইতি তেনেদং সর্ব্বং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
যথা প্রবৃত্তং চিদ্বারি বহত্যাবর্ত্ততেঽবনৌ।
স্বযত্নেনাতিতীব্রেণ পরাত্মীয়াত্মনা বিনা ॥ ৫৪ ॥
পদ্মলীলা জগদিব প্রকচন্তি জগন্তি যৎ।
চিন্মাত্রাদ্ ব্রহ্মণঃ স্বস্মাদন্যানি ন মনাগপি ॥ ৫৫ ॥
অজাতমনিরুদ্ধঞ্চ সন্মাত্রং ব্রহ্ম খাত্মকম্।
শান্তং সদসতোর্মধ্যং চিন্মাত্রমিদং জগৎ ॥ ৫৬ ॥
যৎ সংবিন্ময়মদ্র্যাদি সঙ্কল্পজগতি স্থিতম্।
তদসংবিন্ময়মিতি বক্তাঽজ্ঞো জ্ঞৈর্বিহস্যতে ॥ ৫৭ ॥
জগন্ত্যাত্মেব সঙ্কল্প-ময়ান্যেতানি বেত্তি খে।
খাত্মকানি তথেদঞ্চ ব্রহ্ম সঙ্কল্পজং জগৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতশ্চ তৃণকাষ্ঠাদিশ্চেতনো যতোঽয়মকার্য্যকরণস্য তস্য সৃষ্টিঃ। যথা সূর্য্যস্য প্রভা তৎস্বভাব এব নাপ্রকাশরূপা তদ্বদিদং সর্ব্বং চেত নং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

যথা নিম্নাবনৌ প্রবৃত্তং বারি পরাত্মীয়াত্মনা কারণান্তরেণ বিনা স্বযত্নেন স্বত এব আবর্ত্তপ্রবাহতরঙ্গাদিবৈচিত্র্যেণাবর্ত্ততে তথা চিদপীত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

যথা পাদ্মে কল্পে ভগবন্নাভিপদ্মলীলা এব জগদিব কচন্তি তদ্বচ্চিন্মাত্রাদ্ব্রহ্মণঃ সকাশাজ্জগন্তি প্রকচন্তি যত্ততোঽপি মনাগপি ততো নান্যানি ॥ ৫৫ ॥

অনন্যত্বে যৎ ফলিতং তদাহ—অজাতমিতি। সদসতোর্ভাবাভাবয়োর্দ্বয়োরপি মার্জ্জনান্মধ্যম্ ॥ ৫৬ ॥

অতএব তৃণশৈলকাষ্ঠাদয়ঃ অচেতনা ইতি দ্রষ্টারো মূঢ়া বিদ্বদ্ভিরুপহস্যন্ত ইত্যাহ—যদিতি। বক্তা অজ্ঞ ইতি চ্ছেদঃ ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মা চতুর্মুখস্তৎসংকল্পত্বাদপি স্বমনোরাজ্যবচ্চিন্মাত্রত্বমনুমেয়মিত্যাহ—জগন্তীতি। আত্মা স্বয়মিব ॥ ৫৮ ॥

যাবদ্‌যাবদিয়ং দৃষ্টিঃ শীঘ্রং শীঘ্রং বিলোক্যতে।
তাবৎ তাবদিদং দুঃখং শীঘ্রং শীঘ্রং বিলীয়তে ॥ ৫৯ ॥
যাবদ্ যাবদ্দিয়ং দৃষ্টিঃ প্রেক্ষ্যতে ন চিরাচ্চিতা।
তাবৎ তাবদিদং দুঃখং ভবেৎ প্রতিঘনং ঘনম্ ॥ ৬০ ॥
দীর্ঘদুষ্কৃতমূঢ়ানামিমাং দৃষ্টিমপশ্যতাম্।
সংসৃতির্বজ্রসারেয়ং ন কদাচিৎ প্রশাম্যতি ॥ ৬১ ॥
নেহাকৃতির্ন চ ভবাভবজন্মনাশাঃ
সত্তা ন চৈব ন চ নাম তথাস্ত্যসত্তা।
শান্তং পরং কচতি কেবলমাত্মনীত্থং
ব্রহ্মাথবা কচনমপ্যলমত্র নাস্তি ॥ ৬২ ॥
আদ্যন্তবর্জ্জিতমলভ্যলতাগ্রমূল-
নির্ম্মাণমূলপরিবেশমশেষমচ্ছম্।
অন্তস্থনির্গগনসর্গকপুত্রকোঘং
নিত্যং স্থিতং ননু ঘনং গতজন্মনাশম্ ॥ ৬৩ ॥

কিমর্থমিয়মেব দৃষ্টির্ভঙ্গ্যন্তরৈঃ পুনঃ পুনঃ সমর্থ্যতে তত্রাহ—যাবদিতি। ই প্রপঞ্চদৃষ্টির্দৃঢ়ীকৃতয়া চিদ্দৃষ্ট্যা যাবদ্যাবদ্বিলোক্যতে তাবত্তাবদিদং দুঃখ বিলীয়তে ॥ ৫৯-৬১ ॥

অতো মহাফলত্বাদিয়মেব দৃষ্টির্দৃঢ়ীকার্য্যেত্যুপসংহরতি—নেহেতি। ই জগত্যাকৃত্যাদয়ো বিকল্পা ন সন্তি। সত্তাদ্বিতীয়ো ভাববিকারঃ। অসত্তা তদভাব আত্মনি পরমার্থচিৎস্বভাবে কচতি। অথবা ব্রহ্মাতিরিক্তং কচনমপ্যলমত্যন্ত নাস্তি। কচধাতুপ্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

কচনস্যাপ্যভাবে ব্রহ্ম কীদৃক্ স্থিতং তদাহ—আদ্যন্তেতি। তদ্ব্রহ্ম স্ফটিক স্তম্ভবদন্তস্থনির্গগনসর্গকপুত্রিকৌঘমপি অলভ্যা জগল্লতাস্তদগ্রাণি তন্মূলানি নির্ম্মাণানি তন্মূলানাং মূলে ভূমৌ পরিবেশাঃ প্রবেশাশ্চ যস্মিংস্তথাবিধমাদ্যন্ত বর্জ্জিতং কালতোঽপ্যজন্মনাশমশেষমচ্ছমতিস্বচ্ছং চিদানন্দৈকঘনং নিত্যং স্থিত কৈবল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

সন্মাত্রমন্তরহিতাখিলহস্তজাতং
পর্য্যন্তহীনগণনাঙ্গমমুক্তরূপম্।
আত্মাম্বরাত্মকমহন্ত্বিদমেব সর্ব্বং
সুস্তম্ভরূপমজমৌনমলং বিকল্পৈঃ ॥ ৭৪ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অবিদ্যোপাখ্যানান্তর্গতবিপশ্চিদুপাখ্যানে ব্রহ্মগীতাস্বৈন্দবোপাখ্যানং নামাষ্টসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৮ ॥

ইদমেবামুক্তরূপং যদা তদা অন্তরহিতমসংখ্যমখিলং বিশ্বতোব্যাপ্তং হস্তজাতং পর্য্যন্তেষ্বপি হীনগণনান্তসংখ্যানি চক্ষুঃশ্রোত্রশিরঃকণ্ঠোদরপাদাদ্যঙ্গানি চ যস্য তথাবিধমিদমেব সর্ব্বমাসীৎ। মুক্তরূপং ত্বাত্মাম্বরাত্মকং সুস্তম্ভরূপং সন্মাত্রং অজমৌনং বর্ণিতস্ফাটিকসুস্তম্ভরূপমিদমহমেব সম্পন্নমিতি পুনর্বিকল্পৈরলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৮ ॥

একোনাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

এবং চিন্মাত্রমেবৈকং শুদ্ধং সত্ত্বং জগত্ত্রয়ম্।
সম্ভবন্তীহ ভূতানি নাজ্ঞবুদ্ধানি কানিচিৎ॥ ১॥
তস্মাৎ কুতঃ শরীরাদি বস্তু সপ্রতিঘং কুতঃ।
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ তদপ্রতিঘমাততম্॥ ২॥
স্থিতং চিদ্ব্যোম চিদ্ব্যোম্নি শান্তে শান্তং সমং স্থিতম্।
স্থিতমাকাশমাকাশে জ্ঞপ্তির্জ্ঞপ্তৌ বিজৃম্ভতে॥ ৩॥
সর্ব্বং সংবিন্ময়ং শান্তং সংস্বপ্ন ইব জাগ্রতি।
স্থিতমপ্রতিঘাকারং ক্বাসৌ সপ্রতিঘা স্থিতিঃ॥ ৪॥
ক্ব দেহাবয়বাঃ ক্বান্ত্র-বেষ্টনী ক্বাস্থিপঞ্জরম্।
ব্যোমেবাপ্রতিঘং বিদ্ধি দেহং সপ্রতিঘোপমম্॥ ৫॥
সংবিৎ করৌ শিরঃ সংবিৎ সংবিদিন্দ্রিয়বৃন্দকম্।
শান্তমপ্রতিঘং সর্ব্বং ন সপ্রতিঘমস্তি হি॥ ৬॥

চিন্মাত্রমখিলং বিশ্বং স্থিতমপ্রতিঘং যতঃ।
ততঃ প্রাগুক্তশঙ্কায়াঃ কঃ প্রসঙ্গ ইতীর্য্যতে॥

অজ্ঞৈঃ সপ্রতিঘত্বেন মূর্ত্তত্বেন চ বুদ্ধানি ভূতানি নেহ সম্ভবন্তি॥ ১॥

অপ্রতিঘং ব্রহ্মৈবাততম্॥ ২॥

সমং সর্ব্ববৈষম্যনির্মুক্তম্॥ ৩॥

সপ্রতিঘা অসৌ ত্বদুক্তা স্থিতিঃ কাস্তি যত্র তে শঙ্কা প্রসরেদিত্যর্থঃ॥ ৪॥

দেহতদবয়বাদিকং তু স্বপ্নদেহবচ্চিন্মাত্রমেব প্রবুদ্ধদৃশেতি। তত্রাজ্ঞদৃশৈব শঙ্কা ন তত্ত্বদৃশেত্যাহ—ক্বেতি। সপ্রতিঘস্বপ্নদেহোপমমিতি কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যেয়ং সপ্রতিঘা প্রসিদ্ধেঃ॥ ৫-৬॥

ব্রহ্ম ব্যোম্নঃ স্বপ্নরূপ-স্বভাবত্বাজ্জগৎস্থিতেঃ।
ইদং সর্ব্বং সম্ভবতি সহেতুকমহেতুকম্ ॥ ৭ ॥
ন কারণং বিনা কার্য্যং ভবতীত্যুপপদ্যতে।
যদ্যথা যেন নির্ণীতং তৎ তথা তেন লক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥
কারণেন বিনা কার্য্যং সদ্বদিত্যুপপদ্যতে।
যথা ভাবিতমেবার্থং সংবিদাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৯ ॥
যথা সম্ভবতি স্বপ্নে সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বথা।
চিন্ময়ত্বাত্তথা জাগ্রত্যস্তি সর্ব্বাত্মরূপতা ॥ ১০ ॥
সর্ব্বাত্মনি ব্রহ্মপদে নানানানাত্মনি স্থিতা।
অস্ত্যকারণকার্য্যাণাং সত্তা কারণজাপি চ ॥ ১১ ॥
একঃ সহস্রং ভবতি যথা হেতে কিলৈন্দবাঃ।
প্রয়াতা ভূতলক্ষত্বং সঙ্কল্পজগতাং গণৈঃ ॥ ১২ ॥
সহস্রমেকং ভবতি সংবিদাঞ্চ তথা হি যৎ।
সাযুজ্যে চক্রপাণ্যাদেঃ সর্গৈরেকং ভবেদ্বপুঃ ॥ ১৩ ॥

প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধস্য মূর্ত্তস্য দেহাদেরপলাপঃ সাহসমিতি তু ন মন্তব্যমিত্যাহ—ব্রহ্মব্যোম্ন ইতি। সহেতুকং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধমপ্যহেতুকপ্রমাণকং সকারণকমপ্যকারণকং চ। 'তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি' 'অথাত আদেশো নেতি নেতি' ইত্যাদিশ্রুত্যৈব জগদপলাপাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মণো নির্ব্বিকারাদ্বয়ত্বাজ্জগতঃ কারণান্তরস্যাভাবাদনুৎপত্তিরেবেত্যপলাপ উপপদ্যতে তত্ত্বদৃশা। ভ্রান্তিদৃশা ত্বনাদিত্বাৎ কারণপরম্পরাসম্ভবাদ্ব্রহ্মাপ্রসিদ্ধেশ্চোৎপত্ত্যাদিসর্ব্বমুপপদ্যত ইতি স্বস্বনির্ণয়ানুসারেণোভয়োপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যৌক্তিকদৃশা তু কারণেন বিনোৎপন্নং সংবিদাত্মত্বেন লব্ধং চেদং জগন্মাত্যন্তমসন্নাপ্যত্যন্তং সৎ কিন্তু সদ্বদিত্যুপপদ্যতে ইত্যাহ—কারণেনেত্যাদিনা ॥ ৯-১০ ॥

মায়াবাদে তু সর্ব্বমবিরুদ্ধমিত্যাহ—সর্ব্বাত্মনীতি ॥ ১১-১২ ॥

চক্রপাণেরাদিপদাদ্ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রচন্দ্রসূর্য্যাদেঃ সাযুজ্যে বিপশ্চিদুপাখ্যাননিষ্কর্ষোক্ত-

এক এব ভবত্যব্ধিঃ স্রবন্তীনাং শতৈরপি।
এক এব ভবেৎ কাল-ঋতুসংবৎসরোৎকরৈঃ ॥ ১৪ ॥
সংবিদাকাশ এবায়ং দেহঃ স্বপ্ন ইবোদিতঃ।
স্বপ্নাদ্রিবন্নিরাকারঃ স্বানুভূতিস্ফুটোঽপি চ ॥ ১৫ ॥
সংবিত্তিরেবানুভবাৎ সৈবাননুভবাত্মিকা।
দ্রষ্টৃদৃশ্যদৃশা ভাতি চিদ্ব্যোমৈকমতো জগৎ ॥ ১৬ ॥
বেদনাবেদনাত্মৈকং নিদ্রাস্বপ্নসুষুপ্তবৎ।
বাতস্পন্দাবিবাভিন্নৌ চিদ্ব্যোমৈকমতো জগৎ ॥ ১৭ ॥
দ্রষ্টা দৃশ্যং দর্শনঞ্চ চিত্তানং পরমার্থথম্।
শূন্যস্বপ্ন ইবাভাতি চিদ্ব্যোমৈকমতো জগৎ ॥ ১৮ ॥
জগত্ত্বমসদেবেশে ভ্রান্ত্যা প্রথমসর্গতঃ।
স্বপ্নে ভয়মিবাশেষং পরিজ্ঞানং প্রশাম্যতি ॥ ১৯ ॥
একস্যাঃ সংবিদঃ স্বপ্নে যথা ভানমনেকধা।
নানাপদার্থরূপেণ সর্গাদৌ গগনে তথা ॥ ২০ ॥

দিশা উপাধিমেলনদ্বারৈক্যাপত্তৌ। 'ইন্দ্রস্যৈব সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতি' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

ভিন্নসত্ত্বয়োঃ সত্ত্বৈক্যপ্রাপ্তিস্তু লোকেঽপি প্রসিদ্ধেত্যাহ—এক এবেতি। ঋতুসংবৎসরোৎকরৈর্ভিন্নোঽপি ॥ ১৪ ॥

তথা এক এবাত্মা ভ্রান্ত্যা দেহাদিনানাত্বং প্রাপ্ত ইব ভাতীত্যাহ—সংবিদাকাশ ইতি ॥ ১৫ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যদৃশা ভ্রান্তবিভাগদৃশা ॥ ১৬ ॥

যথা একৈব নিদ্রা স্বপ্নে বেদনাত্মা সুষুপ্তৌ অবেদনাত্মেতি দ্বৈবিধ্যেঽপ্যেকা তদ্বৎ ॥ ১৭-১৮ ॥

যতো জগত্ত্বমসদেবাতঃ স্বপ্নে প্রসক্তং ব্যাঘ্রাদিভয়মিব পরিজ্ঞাতমাত্রং প্রশাম্যতি ॥ ১৯ ॥

গগনে ব্রহ্মণি ॥ ২০ ॥

বহুদীপে গৃহে চ্ছায়া বহ্ব্যো ভান্ত্যেকবদ্‌যথা।
সর্ব্বশক্তেস্তথৈবৈকা ভাতি শক্তিরনেকধা ॥ ২১ ॥
যৎ সীকরস্ফুরণমম্বুনিধৌ শিবাখ্যে
ব্যোম্নীব বৃক্ষনিকরস্ফুরণং স সর্গঃ।
ব্যোম্ন্যেষ বৃক্ষনিকরো ব্যতিরিক্তরূপো
ব্রহ্মাম্বুধৌ ন তু মনাগপি সর্গবিন্দুঃ ॥ ২২ ॥

ত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ব্রহ্মময়ত্বপ্রতিপাদনং নামৈকোনাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৯ ॥

অনেকদীপপ্রভাণামেকবদ্ভানমিব একস্যা অপি মায়াশক্তেরনেকধাভানং ভাবনীয়মিত্যাহ—বহুদীপে ইতি। ছায়াঃ কান্তয়ঃ ॥ ২১ ॥

ব্যোম্নি ভ্রান্ত্যা বৃক্ষনিকরস্ফুরণমিব শিবাখ্যে অম্বুধৌ যৎ সীকরস্ফুরণং স এবায়ং র্গঃ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। যদ্ব্যোম্নি বৃক্ষনিকরো ব্যোমধর্ম্মশূন্যতানুবিদ্ধত্বেনা-ফুরণাদত্যন্তব্যতিরিক্তরূপঃ। ব্রহ্মাম্বুধৌ স্ফুরন্ সর্গবিন্দুস্তু মনাগপি ব্যতিরিক্তরূপো নত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে একোনাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

ইমং মে সংশয়ং ছিন্ধি ভগবন্ ! ভাস্করং তমঃ।
ভুবনস্যেব ভাবানাং সম্যগ্রূপানুভূতয়ে ॥ ১ ॥
কদাচিদহমেকাগ্রো বিদ্যাগেহে বিপশ্চিতাম্।
সংসদি স্থিতবান্ যাবৎ তাপসঃ কশ্চিদাগতঃ ॥ ২ ॥
বিদ্বান্ দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ বিদেহজনমণ্ডলাৎ।
মহাতপাঃ কান্তিযুতো দুর্ব্বাসা ইব দুঃসহঃ ॥ ৩ ॥
স প্রবিশ্যাভিবাদ্যাশু সভামাভাস্বরদ্যুতিম্।
উপবিশ্যাসনে তিষ্ঠন্নস্মাভিরভিবাদিতঃ ॥ ৪ ॥
বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্ত-বাদান্ সংহৃত্য সত্তমম্।
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং তমহং পৃষ্টবানিদম্ ॥ ৫ ॥

ইহ রামোদিতে কুন্দদন্তাখ্যানে গিরৌ তরৌ।
প্রলম্বিনস্তাপসস্য বরলাভান্তমীর্য্যতে ॥

স্বয়ং প্রবুদ্ধো রামশ্চিরং তত্ত্বজিজ্ঞাসয়া স্বমাশ্রিতস্য কুন্দদন্তাখ্যদ্বিজ
প্রস্তুতোপদেশশ্রবণাত্তত্ত্বপ্রবোধোঽভূন্ন বেতি স্বসন্দেহং গুরুমুখেন তং পৃ
বিমাগ্রিকামো বশিষ্ঠং প্রত্যত্যাশ্চর্য্যভূতং তদাখ্যানং বক্তুং ভূমিকাং রচয়ংস্তং গু
প্রার্থয়তে—ইমমিতি। ইমমাখ্যানান্তে বক্ষ্যমাণম্। যথা ভাস্করং জ্যোতির্ভুবন
জগতঃ সর্ব্বভাবানাং সম্যগ্রূপানুভূতয়ে তমশ্ছিনত্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সংশয়বীজং দর্শয়িতুমাখ্যানমারভতে—কদাচিদিত্যাদিনা। যাবৎ স্থিতস্তাব
স্মিন্ কালে ইতি যাবৎ ॥ ২-৩ ॥

সভাং দ্বিজসভাম্ ॥ ৪ ॥

তত্র অহং স্বাধীয়মানান্বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্তবাদানুপসংহৃত্য তং তাপসমি
বক্ষ্যমাণং পৃষ্টবান্ ॥ ৫ ॥

দীর্ঘাধ্বনা পরিশ্রান্তঃ সযত্ন ইব লক্ষ্যসে।
বদাস্ত বদতাং শ্রেষ্ঠ! কুত আগমনং কৃতম্ ?॥ ৬॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমেতন্মহাভাগ! সুমহাযত্নবানহম্।
যদর্থমাগতোঽস্মীহ তস্যাকর্ণয় নির্ণয়ম্॥ ৭॥
বৈদেহো নাম দেশোঽস্তি সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতঃ।
স্বর্গস্যাম্বরসংস্থস্য প্রতিবিম্বমিবাবনৌ॥ ৮॥
তত্রাহং ব্রাহ্মণো জাতঃ প্রাপ্তবিদ্যশ্চ সংস্থিতঃ।
কুন্দাবদাতদন্তত্বাৎ কুন্দদন্ত ইতি শ্রুতঃ॥ ৯॥
অথাহং জাতবৈরাগ্যঃ প্রবিহর্ত্তুং প্রবৃত্তবান্।
দেবদ্বিজমুনীন্দ্রাণাং সম্ভ্রমাচ্ছমশান্তয়ে॥ ১০॥
শ্রীপর্ব্বতমখণ্ডেঽহং কদাচিৎ প্রাপ্তবানহম্।
তত্রাবসং চিরং কালং মৃদুদীর্ঘং তপশ্চরন্॥ ১১॥
তত্রাস্ত্যরণ্যং বিদিতং মুক্তং তৃণবনাদিভিঃ।
ত্যক্ততেজস্তমোঽভ্রাদিভূমাবিব নভস্তলম্॥ ১২॥
তত্রাস্তি মধ্যে বিটপী লঘুঃ পেলবপল্লবঃ।
স্থিত এষোঽম্বরে শূন্যে মন্দরশ্মিরিবাংশুমান্॥ ১৩॥

সযত্নঃ কঞ্চিদর্থং লব্ধুং বোদ্ধুং বা যত্নবানিব লক্ষ্যসে॥ ৬॥
নির্ণয়ং ত্বৎসন্দেহনিবারণং মদ্বাক্যমিত্যর্থঃ॥ ৭॥
অবনৌ স্ফটিকাবনৌ॥ ৮॥
তত্র বিদেহেষু॥ ৯॥
দেবদ্বিজমুনীন্দ্রাণাং স্থানানীতি শেষঃ॥ ১০॥
অখণ্ডেঽহমিতি পূর্ব্বান্বয়ি। অখণ্ডেঽহং তত্রাবসমিতি বা। মৃদু অনুগ্রং কালত্বাদ্দীর্ঘম্॥ ১১॥
শূন্যত্বাংশে নভস্তলদৃষ্টান্তঃ॥ ১২॥
বিটপী বহুশাখো বৃক্ষঃ॥ ১৩॥

লম্বতে তস্য শাখায়াং পুরুষঃ পাবনাকৃতিঃ।
ভানুর্ভানাবিব রশ্মি-গৃহীতো গ্রথিতাকৃতিঃ ॥ ১৪ ॥
মৌঞ্জদামনি বদ্ধোর্দ্ধ-পাদো নিত্যমবাক্‌শিরাঃ।
অষ্ঠীলত্বং দধদিব মহাষ্ঠীলস্য শাল্মলেঃ ॥ ১৫ ॥
দৃষ্টঃ প্রাপ্তেন তং দেশং স কদাচিন্ময়া পুমান্।
বিচারিতো নিকটতো বদ্ধঃস্থাঞ্জলিসম্পুটঃ ॥ ১৬ ॥
যাবজ্জীবত্যসৌ বিপ্রো নিঃশ্বসিত্যহতাকৃতিঃ।
শীতবাতাতপস্পর্শান্ সর্ব্বান্ বেত্তি চ কালজান্ ॥ ১৭ ॥
অনন্তরমসাবেকো নোপচর্য্য ময়া বহূন্।
দিবসাতপখেদেন বিশ্রম্ভে পাতিতঃ শনৈঃ ॥ ১৮ ॥
পৃষ্টশ্চ কোঽসি ভগবন্! কিমর্থং দারুণং তপঃ।
করোষীদং বিশালাক্ষ! লক্ষ্যালক্ষ্যাত্মজীবিতঃ ॥ ১৯ ॥
অথ তেনোক্তমর্থস্তে ক ইবানেন তাপস!।
অর্থেনাতিবিচিত্রা হি ভবন্তীচ্ছাঃ শরীরিণাম্ ॥ ২০ ॥

ভানুঃ সূর্য্যং ভানৌ স্বরশ্মাবিব রশ্মিগৃহীতো রজ্জুবদ্ধপাদঃ। পাদবন্ধনরজ্জ্বাধো ইতি যাবৎ ॥ ১৪ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ—মৌঞ্জেতি। অষ্ঠীলত্বং প্রলম্বপর্ব্বগ্রন্থিভাবং দধদিব ॥ ১৫ ॥

বিচারিতো মনসা বিমৃষ্টঃ ॥ ১৬ ॥

তং বিচারমেব স্ফুটমাহ—যাবদিতি। বিতর্কে যাবচ্ছব্দঃ। নূনং জীবা যতো নিঃশ্বসিতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

একোঽসৌ লম্বমানো না পুরুষো ময়া বহূন্ দিবসান্ দিবসাতপখেদসহনে নোপচর্য্য শনৈর্ব্বিশ্রম্ভে বিশ্বাসে পাতিতঃ ॥ ১৮ ॥

চিরেণোচ্ছ্বসনাল্লক্ষ্যালক্ষ্যাত্মজীবিতঃ ॥ ১৯ ॥

অনেন মৎকুলদেশতপঃপ্রয়োজনাদিপরিজ্ঞানেন তে কোঽর্থঃ কিং প্রয়োজনম্ ন হি নিষ্প্রয়োজনেঽর্থে জিজ্ঞাসা সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যুক্তবান্ প্রযত্নেন সোঽনুবন্ধেন বৈ ময়া।
যদা পৃষ্টস্তদা তেন মমোক্তমিদমুত্তরম্ ॥ ২১ ॥
মথুরায়ামহং জাতো বৃদ্ধিং যাতঃ পিতুর্গৃহে।
বাল্যযৌবনয়োর্মধ্যে স্থিতঃ পদপদার্থবিৎ ॥ ২২ ॥
সমগ্রসুখসম্ভার-কোশো ভবতি ভূমিপঃ।
ইত্যহং শ্রুতবাংস্তত্র ভোগার্থী নবযৌবনঃ ॥ ২৩ ॥
অথ সপ্তমহাদ্বীপ-বিস্তীর্ণায়া ভুবঃ পতিঃ।
স্যামিত্যহমুদারাত্মা পরিবিম্বিতবাংশ্চিরম্ ॥ ২৪ ॥
ইত্যর্থেন সমাগত্য দেশমিত্থমহং স্থিতঃ।
অত্র দ্বাদশবর্ষাণি সমতীতানি মানদ! ॥ ২৫ ॥
তদকারণমিত্র! ত্বং গচ্ছেষ্টং দেশমাশুগঃ।
অহং চাঽভিমতপ্রাপ্তেরিত্থমেব দৃঢ়স্থিতিঃ ॥ ২৬ ॥
ইতি তেনাহমুক্তঃ সংস্তমিচ্ছং প্রোক্তবাঞ্শৃণু।
আশ্চর্য্যশ্রবণে চেতঃ খেদমেতি ন ধীমতঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যুক্তবান্ স তাপসো ময়া যদা প্রযত্নেন প্রণয়ানুবন্ধেন চ পৃষ্টস্তদা তেন ময়েদং বক্ষ্যমাণমুক্তম্ ॥ ২১ ॥

পদানি শব্দশাস্ত্রং পদার্থা অর্থশাস্ত্রাণি চ বেত্তীতি পদপদার্থবিৎ ॥ ২২ ॥

ভূমিপো রাজা সমগ্রাণাং সুখসম্ভারাণাং ভোগসামগ্রীণাং কোশ ইবাশ্রয়ো ভবতীতি অহং তত্র শ্রুতবান্ ॥ ২৩ ॥

অথ তচ্ছ্রবণানন্তরমহং সপ্তমহাদ্বীপবিস্তীর্ণায়া ভুবঃ পতিস্তথা উদারাত্মা অর্থিনামভিলষিতপূরণসমর্থঃ স্যামিতি চিরং পরিবিম্বিতবান্। ইচ্ছাং কৃতবানিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি এবংরূপেণ অর্থেন প্রয়োজনেন ইমং শ্রীশৈলদেশমাগত্য স্থিতঃ ॥ ২৫ ॥

হে অকারণমিত্র, তত্তস্মাৎ পৃষ্টার্থস্ত ময়োক্তত্বাত্ত্বমিষ্টং দেশমাশুগঃ শীঘ্রগামী সন্ গচ্ছ। মন্দগমনে দূরস্থগ্রামনগরাদ্যপ্রাপ্ত্যা অরণ্যে নিশাপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। অভিমতপ্রাপ্তেরহং তু ইত্থমেব তপসি দৃঢ়স্থিতিঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

সাধো ! যাবৎ ত্বয়া প্রাপ্তো ন নামাভিমতো বরঃ।
ত্বদ্রক্ষাপরিচর্য্যার্থমিহ তাবদহং স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
ময়েত্যুক্তে স পাষাণ-মৌনবানভবচ্ছমী।
নিমীলিতেক্ষণঃ ক্ষীণরূপস্তকলনো বহিঃ ॥ ২৯ ॥
তথাহং পুরতস্তস্য কাষ্ঠমৌনবতোঽবসম্।
ষণ্মাসান্ বিগতোদ্বেগং বেগান্ কালকৃতান্ সহন্ ॥ ৩০ ॥
অর্কবিম্বাদ্বিনিষ্ক্রম্য তৎপ্রদেশান্তরে স্থিতম্।
একদা দৃষ্টবানস্মি পুরুষং ভানুভাস্বরম্ ॥ ৩১ ॥
স তেন পূজ্যতে যাবন্মনসা কর্ম্মণা ময়া।
উবাচ তাবদ্বচনমমৃতস্যন্দসুন্দরম্ ॥ ৩২ ॥
শাখাপ্রলম্বনপর ! হে ব্রহ্মন্ ! দীর্ঘতাপস !।
তপঃ সংহর সংহারী গৃহাণাভিমতং বরম্ ॥ ৩৩ ॥
সপ্তাব্ধিদ্বীপবলয়াং পালয়িষ্যসি মেদিনীম্।
সপ্তবর্ষসহস্রাণি দেহেনানেন ধর্ম্মতঃ ॥ ৩৪ ॥
এবং সমাহিতং দত্ত্বা স দ্বিতীয়ো দিবাকরঃ।
গন্তুমস্তমথার্কাব্ধিমবিশৎ প্রোদিতো যতঃ ॥ ৩৫ ॥

তাবৎকালমহমপি তব রক্ষার্থং পরিচর্য্যা সেবা তদর্থং চ স্থিতো ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ক্ষীণস্য মৃতস্য রূপমিব রূপং যস্য যতো বহিরকলনঃ ॥ ২৯ ॥

কালকৃতান্ শীতোষ্ণাদিবেগান্ সহন্ সন্ ॥ ৩০ ॥

তস্মিন্ প্রদেশান্তরে তস্য তাপসস্য পুরোদেশে আগত্য স্থিতং ভানুভাস্বরং পুরুষম্ ॥ ৩১ ॥

স পুরুষস্তেন তাপসেন ময়া সহ যাবৎ পূজ্যতে তাবদুবাচ ॥ ৩২ ॥

ত্বং তপঃ উপসংহর সম্যক্ হারি মনোহরমভিমতং বরং গৃহাণ ॥ ৩৩ ॥

অনেন দেহেন কৃতাত্তপোধর্ম্মতো ন ত্বনেন দেহেন পালয়িষ্যসীতি। উত্তরগ্রন্থবিরোধাৎ ॥ ৩৪ ॥

যতঃ স্বয়ং প্রোদিতো নির্গতস্তমেবার্করূপমব্ধিমস্তমদর্শনং গন্তুমবিশৎ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ যাতে ময়া প্রোক্তং তস্য শাখাতপস্বিনঃ।
শ্রুতদৃষ্টানুভূতাগ্র্য-বরদস্য বিবেকিনঃ ॥ ৩৬ ॥
সম্প্রাপ্তাভিমতং ব্রহ্মংস্তরুশাখাবলম্বনম্।
তপস্ত্যক্ত্বা যথাপ্রাপ্তং ব্যবহারং সমাচর ॥ ৩৭ ॥
এবমঙ্গীকৃতবতঃ পাদৌ তস্য ময়া ততঃ।
মুক্তৌ বিটপিনস্তস্মাদালানাৎ কালভাবিব ॥ ৩৮ ॥
স্নাতঃ পবিত্রহস্তোঽসৌ চক্রে জপ্ত্বাঘমর্ষণম্।
ফলেন পুণ্যলব্ধেন বিটপাদ্ব্রতপারণম্ ॥ ৩৯ ॥
তৎপুণ্যবশতঃ প্রাপ্তৈঃ স্বাদুভিস্তৈস্তরোঃ ফলৈঃ।
সমাশ্বস্তাবসংক্ষুব্ধাবাবাং তত্র দিনত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥
সপ্তদ্বীপসমুদ্রমুদ্রিতদিশং ভোক্তুং সমগ্রাং মহীং
বিপ্রঃ পাদপলম্বিতেন বপুষা তপ্ত্বোর্দ্ধপাদস্তপঃ।
সম্প্রাপ্যাভিমতং বরং দিনকৃতো বিশ্বস্য চাহ্নাং ত্রয়ং
সার্দ্ধং মৎসুহৃদা স্বমেব সদনং গন্তুং প্রবৃত্তোঽভবৎ ॥৪১॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ব্রহ্মগীতাসু তাপসোপাখ্যানং নামাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮০ ॥

শাস্ত্রে যঃ শ্রুতঃ স এব প্রত্যক্ষং দৃষ্টো বরদানব্যবহারেণানুভূতশ্চাগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠো বরদ আদিত্যপুরুষো যেন তস্য শাখাতপস্বিনঃ ॥ ৩৬ ॥

হে ব্রহ্মন্, তব তরুশাখাবলম্বনরূপং যত্তপস্তৎ সংপ্রতি সংপ্রাপ্তমভিমতং যস্মাত্তথাবিধং সম্পন্নমত ইদানীং ত্বং তপস্ত্যক্ত্বা যথাপ্রাপ্তং স্বগৃহগমনাদিব্যবহারং সমাচর। কালভৌ কলভসম্বন্ধিনৌ। আলানাত্তদ্বন্ধনস্তম্ভাদিব ॥ ৩৭-৩৮ ॥

পুণ্যেন তপঃসিদ্ধিবলেন তস্মাদেব বিটপাল্লব্ধেন ফলেন ময়া সহ ব্রতপারণং চক্রে। উক্তামেব কথাং সংক্ষেপোক্ত্যোপসংহরতি—সপ্তদ্বীপেতি। দিনকৃতঃ সূর্য্যপুরুষাৎ সকাশাদভিমতং বরং সংপ্রাপ্য তদনন্তরং তরুতলে অহ্নাং ত্রয়ং বিশ্বস্য বিশ্রম্য পাদপীড়ানিবৃত্ত্যনন্তরং ময়া সুহৃদা সার্দ্ধং স্বমেব মথুরাস্থং ভবনং গন্তুং প্রবৃত্তোঽভবৎ ॥ ৩৯-৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮০ ॥

একাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

কুন্দদন্ত উবাচ।

আবাসমন্তরে গন্তুং প্রবৃত্তৌ মুদিতাকৃতী।
মথুরানগরীং চন্দ্র-সূর্য্যাবিন্দ্রপুরীমিব ॥ ১ ॥
প্রাপ্য রোধাভিধং গ্রামং বিশ্রম্যাম্রবনাচলে।
উষিতৌ দ্বে দিনে তস্মিন্ সালীসে নগরে সুখম্ ॥ ২ ॥
অধ্বানন্দিতচিত্তাভ্যামাবাভ্যামতিবাহিতঃ।
দ্বিতীয়েঽহনি শীতাম্বু-স্নিগ্ধচ্ছায়াবনদ্রুমাঃ ॥ ৩ ॥
নদীতীরলতোন্মুক্ত-পুষ্পপ্রকরপাণ্ডুরাঃ।
তরত্তরঙ্গঝাঙ্কার-গায়নানন্দিতাধ্বগাঃ ॥ ৪ ॥
স্নিগ্ধদ্রুমঘনচ্ছায়-রণন্মৃগবিহঙ্গমাঃ।
স্থূলশাদ্বলশাখাগ্র-প্রোতাবশ্যায়মৌক্তিকাঃ ॥ ৫ ॥
জঙ্গলাদ্রিপুরগ্রাম-শ্বভ্রানূপস্থলাবনীঃ।
সমুল্লংঘ্য দিনে তস্মিন্ সরিৎস্রোতঃসরাংসি চ ॥ ৬ ॥
নীতবন্তৌ নিশামাবাং কদলীকাননে ঘনে।
তুষারশিশিরে শ্রান্তৌ কদলীদলতল্পকে ॥ ৭ ॥

গচ্ছতোর্মথুরাং মার্গভ্রংশাদ্গৌরীবনাগমঃ।
তত্র তাপসবৃদ্ধেন সংবাদশ্চাত্র বর্ণ্যতে ॥

যথা চন্দ্রসূর্য্যাবিন্দ্রপুরীং প্রাচ্যাং প্রসিদ্ধামাবাসং গন্তুং সায়ংকালে প্রবৃত্তৌ তদ্বদাবামপি আসায়ং চলিত্বা অন্তরে আবাসং গন্তুং প্রবৃত্তৌ ॥ ১ ॥

আবাসস্থানান্যেব ক্রমেণাহ—প্রাপ্যেত্যাদিনা। আম্রবনপ্রচুরে অচলে ॥২॥

দ্বিতীয়ে অহনি আবাং শীতাম্বূনি স্নিগ্ধচ্ছায়াবনদ্রুমাশ্চ যাসু তথাবিধাঃ শ্বভ্রানূপস্থলাবনীঃ সমুল্লংঘ্যেতি চতুর্থে সম্বন্ধঃ ॥ ৩ ॥

তা এবাবনীর্নির্বিশিনষ্টি—নদীতীরেত্যাদিনা। গায়নমিতি অশিত্যাত্বাকরণং ছান্দসম্ ॥ ৪-৫ ॥

কচিজ্জঙ্গলভূতাঃ কচিদদ্রিপ্রায়াঃ কচিৎ পুরগ্রামভূতাঃ কচিচ্ছ্বভ্রভূতাঃ কচিদনূপভূতস্থলাশ্চাবনীঃ ॥ ৬-৭ ॥

প্রাপ্তাবাবাং তৃতীয়েঽহ্নি ষণ্ডষণ্ডকমণ্ডিতম্ ।
জঙ্গলং জনবিচ্ছেদবিভক্তং খমিবা কৃতম্ ॥ ৮ ॥
তত্র স প্রকৃতং মার্গং পরিত্যজ্য বনান্তরম্ ।
প্রবিশন্ সমুবাচেদমকার্য্যকরণং বচঃ ॥ ৯ ॥
গচ্ছাবোঽত্রাশ্রমে গৌর্য্যা মুনিমণ্ডলমণ্ডিতে ।
ভ্রাতরো মে স্থিতাঃ সপ্ত বনেষ্বেবমিবার্থিনঃ ॥ ১০ ॥
ভ্রাতরোঽষ্টৌ বয়মিমে জাতানেকতয়া তয়া ।
একসংবিন্ময়া জাতা একসঙ্কল্পনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥
তেন তেঽপ্যত্র তপসে স্বনিশ্চয়সমাশ্রয়াঃ ।
স্থিতা আগত্য বিবিধৈস্তপোভিঃ ক্ষপিতৈনসঃ ॥ ১২ ॥
তৈঃ সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বমাগত্যাহমিহাবসম্ ।
যথাসানাশ্রমে গৌর্য্যাস্তেন দৃষ্টো ময়ৈষ সঃ ॥ ১৩ ॥
পুষ্পখণ্ডতরুচ্ছায়া-সুপ্তমুগ্ধমৃগার্ভকঃ ।
পর্ণোটজাগ্রবিশ্রান্ত-শুকোদ্গ্রাহিতশাস্ত্রদৃক্ ॥ ১৪ ॥

অজ্ঞষৈগুণ্ডষণ্ডকৈশ্চ মণ্ডিতম্ । তৃণকাষ্ঠাদিহারিজনকৃতৈর্ব্বিচ্ছেদৈর্ব্বিভক্তম্ । মধ্যবিচ্ছেদৈর্ব্বিভক্তং খমিব আসমন্তাৎ কৃতম্ ॥ ৮ ॥

ইদানীং দিদৃক্ষিতানাং ভ্রাতৃমুনিপ্রভৃতীনাং গৌর্য্যাশ্রমে অভাবাৎ 'ন ভ্রাতা ভ্রাতরং গচ্ছেদন্বেষণপরঃ কচিৎ' ইতি নিষিদ্ধত্বাচ্চ বৃথাকালবিলম্বেন প্রকৃতস্বগৃহগমনকার্য্যবিচ্ছেদিত্বাদকার্য্যকরণং বচঃ ॥ ৯-১০ ॥

এবমিবার্থিন ইত্যুক্তিং বিশদয়তি—ভ্রাতর ইত্যাদিনা । তয়া প্রাগ্বর্ণিতয়া জম্বুদ্বীপরাজ্যভোগেচ্ছয়া জাতা অনেকে মনোরথা যেষাং তত্তাবেন বয়মষ্টাবপি ভ্রাতরস্তপসে একসংবিন্ময়া একরূপদৃঢ়নিশ্চয়প্রধানা জাতাঃ ॥ ১১-১২ ॥

ইহ গৌর্য্যাশ্রমে । তেন হেতুনা যঃ প্রাগ্ দৃষ্টঃ স এবৈষ পুরো দৃশ্যতে ইতি প্রত্যভিজ্ঞাভিলাপঃ ॥ ১৩ ॥

তমেবাশ্রমং বর্ণয়তি—পুষ্পেতি । উটজাগ্রেষু বিশ্রান্তৈঃ শুকৈরপি উদ্গ্রাহিতা অভ্যস্তা নানাশাস্ত্রদৃশো যত্র ॥ ১৪ ॥

তদ্‌ব্রহ্মলোকসঙ্কাশমেহি মুন্যাশ্রমং প্রিয়ে।
গচ্ছাবোঽচ্ছতরং তত্র চেতঃ পুণ্যৈর্ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
বিদুষামপি ধীরাণামপি তত্ত্ববিদামপি।
ত্বরতে হি মনঃ পুংসামলংবুদ্ধিবিলোকনে ॥ ১৬ ॥
তেনেত্যুক্তে চ তাবাবাং প্রাপ্তৌ মুন্যাশ্রমকং তম্।
যাবৎ তত্রে মহারণ্যে পশ্যাবশ্চান্তরূপিণম্ ॥ ১৭ ॥
ন বৃক্ষং নোটজং কিঞ্চিন্ন গুল্মং ন চ মানবম্।
ন মুনিং নার্ভকং নান্যন্ন বেদিং ন চ বা দ্বিজম্ ॥ ১৮ ॥
কেবলং শূন্যমেবাতি তদরণ্যমনন্তকম্।
তাপোপতপ্তমভিতো ভূমৌ স্থিতমিবাম্বরম্ ॥ ১৯ ॥
হা কষ্টং কিমিদং জাতমিতি তস্মিন্ বদত্যথ।
আবাভ্যাং সুচিরং ভ্রান্ত্বা দৃষ্ট একত্র বৃক্ষকঃ ॥ ২০ ॥
স্নিগ্ধচ্ছবির্ঘনচ্ছায়ঃ শীতলোঽম্বুধরোপমঃ।
তলে তস্য সমাধানে সংস্থিতো বৃদ্ধতাপসঃ ॥ ২১ ॥
আবামগ্রে মুনেস্তস্য ছায়ায়াং শাদ্বলস্থলে।
উপবিষ্টৌ চিরং যাবন্নাসৌ ধ্যানান্নিবর্ত্ততে ॥ ২২ ॥
ততশ্চিরেণ কালেন ময়োদ্বেগেন চাপলাৎ।
উক্তং মুনে। প্রবুদ্ধ্যস্ব ধ্যানাদিত্যুচ্চকৈর্বচঃ ॥ ২৩ ॥
শব্দেনোচ্চৈর্মদীয়েন সম্প্রবুদ্ধোঽভবন্মুনিঃ।
সিংহোঽম্বুদরবেণেব জৃম্ভাং কৃত্বাভ্যুবাচ চ ॥ ২৪ ॥

তত্র আবয়োশ্চেতঃ সর্ব্বদোষক্ষয়াদচ্ছতরং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

অলংবুদ্ধয়স্তত্ত্বদর্শনেন পূর্ণমনসো যে মুনয়স্তেষাং বিলোকনে বিদুষামপি পুংসা মনস্ত্বরতে কিং পুনরাবয়োরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অন্তঃসংহারস্তস্য রূপেণৈব রূপিণমাশ্রমং শূন্যমিতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥

তদেবাহ—ন বৃক্ষমিত্যাদিনা ॥ ১৮-১৯ ॥

তস্মিন্মৎসহায়ে তাপসে। চাপলাচ্চপলস্বভাবাৎ ॥ ২০-২৪ ॥

কৌ ভবন্তাবিমৌ সাধূ ক্কাসৌ গৌর্য্যাশ্রমো গতঃ।
কেন বাহমিহানীতঃ কালোঽয়ং কশ্চ বর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

তেনেত্যুক্তে ময়াপ্যুক্তং ভগবন্! বিদ্ধি ঈদৃশম্।
ন কিঞ্চিদাবাং বুদ্ধোঽপি কস্মাজ্জানাসি ন স্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রুত্বা স ভগবান্ পুনর্ধ্যানময়োঽভবৎ।
দদর্শোদন্তমখিলমস্মাকং স্বাত্মনস্তথা ॥ ২৭ ॥

মুহূর্ত্তমাত্রেণোবাচ প্রবুধ্য ধ্যানতো মুনিঃ।
শ্রূয়তামিদমাশ্চর্য্যমার্য্যৌ হি কার্য্যবেদিনৌ ॥ ২৮ ॥

যদিমং পশ্যথঃ সাধূ কদম্বতরুপুত্রকম্।
মদাস্পদমরণ্যান্যা ধম্মিল্লমিব পুষ্পিতম্ ॥ ২৯ ॥

কেনাপি কারণেনাস্মিন্ সতী বাগীশ্বরী সতী।
অবসদ্দশবর্ষাণি সমস্তর্ত্তুনিষেবিতা ॥ ৩০ ॥

তদা তেনেহ বিস্তীর্ণমভবদ্বনকাননম্।
গৌরীবনমিতি খ্যাতং ভূষিতং কুসুমর্ত্তুভিঃ ॥ ৩১ ॥

ভৃঙ্গাঙ্গনাজনমনোহরহারিগীত-
লীলাবিলোককলকণ্ঠবিহঙ্গমঙ্গ ।।
পুষ্পাম্বুবাহশতচন্দ্রনভোবিতানং
রাজীবরেণুকণকীর্ণদিগন্তরালম্ ॥ ৩২ ॥

ইহ শূন্যারণ্যে ॥ ২৫ ॥

হে ভগবন্, ঈদৃশং ত্বৎপৃষ্টমাবাং ন কিঞ্চিজ্জানীব ইতি শেষঃ। অতস্ত্বমেব বিদ্ধি বুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞোঽপি ত্বং যোগবলাৎ কস্মাৎ স্বয়ং ন জানাসি ॥ ২৬-২৮ ॥

ইমং মদাস্পদং স্বাবাসভূতম্। অতএবানুকম্প্যত্বাৎ পুত্রকমিত্যুক্তিঃ ॥ ২৯ ॥

সতী গৌরী বাগীশ্বরী সতী সরস্বতী ভূত্বা অত্র অবসৎ। কুসুমপ্রধানৈঃ ঋর্ত্তুভির্ভূষিতমলংকৃতম্। তদা তস্মিন্ কালে। তেন কারণেন ॥ ৩০-৩১ ॥

কীদৃশমভবত্তদেব বর্ণয়তি—ভৃঙ্গাঙ্গনেত্যাদিনা। হে অঙ্গেত্যুভয়োঃ সম্বোধনম্। ভৃঙ্গাঙ্গনাজনানাং মনোহরগীতলীলাভির্বিলোলাঃ কলকণ্ঠবিহঙ্গাঃ কোকিলা যত্র। যথা পুষ্পবর্ষিভিরম্বুবাহপ্রায়ৈস্তরুভিঃ শতচন্দ্রং নভোবিতানং যত্র ॥ ৩২ ॥

মন্দারকুন্দমকরন্দসুগন্ধিতাশং
সংসূচ্ছ্বসংকুসুমরাশিশশাঙ্কনিষ্ঠম্ ।
সন্তানকস্তবকহাস-বিকাসকান্ত-
মামোদি-মারুতসমস্তলতাঙ্গনৌঘম্ ॥ ৩৩ ॥
পুষ্পাকরস্য নগরং নবগীতভৃঙ্গং
ভৃঙ্গাঙ্গনাকুসুমখণ্ডকমণ্ডপাঢ্যম্ ।
চন্দ্রাংশুজালপরিকোমলপুষ্পদোলা-
দোলায়মানসুরসিদ্ধবধূসমূহম্ ॥ ৩৪ ॥
হারীতহংসশুককোকিলকোককাক-
চক্রাহ্বভাসকলবিঙ্ককুলাকুলাঙ্গম্ ।
ভেরুণ্ডকুক্কটকপিঞ্জলহেমচূড়-
রাঢ়াময়ূরবককল্পিতকেলিরম্যম্ ॥ ৩৫ ॥
গন্ধর্ব্বযক্ষসুরসিদ্ধকিরীটঘৃষ্ট-
পাদাব্জকর্ণিককদম্বসরস্বতীকম্ ।
বাতায়নং কনককোমলচম্পকৌঘ-
তারাম্বরাম্বুধরপূরগৃহীতগন্ধম্ ॥ ৩৬ ॥

মন্দারাণাং কুন্দানাং চ মকরন্দৈঃ সুগন্ধিতা আশা দিশো যেন। সমন্তাৎ স্ব
উচ্ছ্বসৎসু বিকসৎসু কুসুমরাশিলক্ষণেষু শশাঙ্কবিম্বেষু নিষ্ঠা শোভা পর্যাপ্তির্যত্র ।৩
পুষ্পাকরস্য বসন্তস্য নগরমিব স্থিতম্। ভৃঙ্গাঙ্গনাযুক্তৈঃ কুসুমখণ্ডকমণ্ডপৈ
রাঢ্যম্। চন্দ্রাংশুজালবৎ পরিতঃ কোমলাসু পুষ্পদোলাসু দোলায়মান
সুরসিদ্ধবধূসমূহা যত্র ॥ ৩৪ ॥
হারীতাদিপক্ষিকুলৈরাকুলাঙ্গনানি যস্য। হেমচূড়াস্তিত্তিরয়ঃ রাঢ
পক্ষিভেদাঃ ॥ ৩৫ ॥
গন্ধর্ব্বযক্ষাদীনাং কিরীটৈর্ঘৃষ্টে পাদাব্জকর্ণিকে যস্যাস্তথাবিধা কদম্বসরস্ব
যস্মিন্। সুরভিবাতানাময়নমত এব কনকমিব কোমলেভ্যশ্চম্পকৌঘেভ্যস্তারা
ধরাত্যাং হীতো গন্ধো যস্য ॥ ৩৬ ॥

মন্দানিলস্খলিতপল্লববালবল্লী-
বিন্যাসগুপ্তদিবসাধিপরশ্মিশীতম্ ।
পীতং কদম্বকরবীরকনালিকের-
তালীতমালকুলপুষ্পপরাগপূরৈঃ ॥ ৩৭ ॥

কহ্লারকীর্ণকুমুদোৎপলপদ্মখণ্ড-
বল্গচ্চকোরবককোককদম্বহংসম্ ।
তালীসগুগ্গুলকচন্দনপারিভদ্র-
ভদ্রদ্রুমোদরবিহারিবিচিত্রশক্তি ॥ ৩৮ ॥

তস্মিন্ বনে চিরমুবাস হরার্দ্ধদেহা
কেনাপি কারণবশেন চিরায় গৌরী ।
ভূত্বা প্রসন্নশশিবিম্বমুখী কদম্ব-
বাগীশ্বরী শশিকলেব শিবস্য মূর্দ্ধ্নি ॥ ৩৯ ॥

...্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
গৌর্য্যাশ্রমবর্ণনং নামৈকাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮১ ॥

মন্দানিলাৎ স্খলিতপল্লবানাং বালবল্লীনাং বিন্যাসৈঃ প্রসারৈর্গুপ্তেষু কুঞ্জেষু ...ন্দ্বৈর্দিবসাধিপরশ্মিভিরন্তঃশীতম্ । তথা কদম্বাদীনাং কুলস্য পুষ্পপরাগপূরৈঃ ...তং পীতবর্ণম্ ॥ ৩৭ ॥

কহ্লারৈঃ পদ্মৈঃ কীর্ণানি মিশ্রাণি কুমুদোৎপলানি যেষু তথাবিধেষু পদ্মখণ্ডেষু ...াকরেষু বল্গন্তশ্চকোরাদিকদম্বসহিতা হংসা যত্র । তালীপ্রভৃতিদ্রুমোদরেষু ...হারিণী বিচিত্রা সর্ব্বাভিলষিতার্থপূরণশক্তির্যস্মিন্ ॥ ৩৮ ॥

সকলবনসম্পত্তিষু যৎ কারণং তদাহ—তস্মিন্নিতি । তস্মিন্ বনে হরার্দ্ধদেহা ...রী কেনাপি কারণবশেন কদম্ববাগীশ্বরী ভূত্বা চিরমুবাস । তদেব বনসম্পদাং ...রণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে
উত্তরার্দ্ধে একাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮১ ॥

দ্ব্যশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

বৃদ্ধতাপস উবাচ।

তস্মিন্নেব কদম্বেঽস্মিন্ বর্ষাণি স্বেচ্ছয়া দশ।
স্থিত্বা গৌরী জগামাথ হরবামার্দ্ধমন্দিরম্ ॥ ১ ॥
তৎস্পর্শামৃতসিক্তোঽয়ং কদম্বতরুপুত্রকঃ।
উৎসঙ্গ ইব চাসীনো ন যাত্যেব পুরাণতাম্ ॥ ২ ॥
ততো গৌর্য্যাং প্রয়াতায়াং তদ্বনং তাদৃশং মহৎ।
সামান্যবনতাং যাতং জনবৃন্দোপজীবিতম্ ॥ ৩ ॥
মালবো নাম দেশোঽস্তি তত্রাহং পৃথিবীপতিঃ।
কদাচিৎ ত্যক্তরাজ্যশ্রীর্মুনীনামাশ্রমান্ ভ্রমন্ ॥ ৪ ॥
ইমং দেশমনুপ্রাপ্ত ইহ চাশ্রমবাসিভিঃ।
পূজিতোঽস্য কদম্বস্য ধ্যাননিষ্ঠস্তলে স্থিতঃ ॥ ৫ ॥
কেনচিৎ ত্বথ কালেন ভ্রাতৃভিঃ সপ্তভিঃ সহ।
ভবানভ্যাগতঃ পূর্ব্বং তপোঽর্থমিমমাশ্রমম্ ॥ ৬ ॥
তপস্বিনোঽষ্টাবিহ তে তথা নাম তদাবসন্।
যথা তপস্বিনোঽন্যে তে তেষাং মান্যাস্তপস্বিনঃ ॥ ৭ ॥

কদম্বতাপসেনাত্র তদ্ভ্রাতৃণাং সমাগমঃ।
গৃহেষু বরশাপানাং হেতুসিদ্ধিশ্চ বর্ণ্যতে ॥

তস্মিন্ বর্ণিতগুণে অস্মিন্নেব মদাস্পদে কদম্বে ॥ ১ ॥

উৎসঙ্গে আসীনো বাল ইব পুরাণতাং জরাং ন যাত্যেব ॥ ২ ॥

জনবৃন্দৈস্তৃণ-কাষ্ঠ-ফল-পুষ্পাদ্যুপহারেণোপজীবিতং সদিতরবনসাধারণতাং যাতম্ ॥ ৩ ॥

ইদানীং মুনিঃ স্ববৃত্তান্তমাহ—মালব ইত্যাদিনা ॥ ৪-৬ ॥

অষ্টৌ তে তপস্বিনস্তদা তথা তেন প্রকারেণ তপস্বিনো ভূত্বা অবসন্। যথা অন্যে যে তপস্বিনঃ তেষামপি মান্যাঃ পূজ্যাস্তেঽভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

কালেনানন্তরমসাবেকঃ শ্রীপর্ব্বতং গতঃ।
স্বামিনং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ দ্বিতীয়স্তপসে গতঃ ॥ ৮ ॥
বারাণসীং তৃতীয়স্তু চতুর্থোঽগাদ্ধিমাচলম্।
ইহৈব তেঽপরে ধীরাশ্চত্বারোঽন্যে পরং তপন্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বেষামেব চৈতেষাং প্রত্যেকং ত্বেতদীপ্সিতম্।
যথা সমস্তদ্বীপায়া ভুবোঽস্যাঃ স্যাং মহীপতিঃ ॥ ১০ ॥
অথ সম্পাদিতং তেষাং সর্ব্বেষামেতদীপ্সিতম্।
তপস্তুষ্টাভিরিষ্টাভির্দেবতাভির্বরৈর্বরৈঃ ॥ ১১ ॥
তপস্তে ততো যাতা ভ্রাতরঃ সদনং নিজম্।
ভূমৌ ধর্ম্মযুগং ভুক্ত্বা বেধা ব্রহ্মপুরীমিব ॥ ১২ ॥
তৈর্ভবদ্ভ্রাতৃভির্ভব্য! বরদানবিধৌ তদা।
ইদং বরোদ্যতা যত্নাৎ প্রার্থিতাঃ স্বেষ্টদেবতাঃ ॥ ১৩ ॥
দেব্যস্মাকমিমে সর্ব্বে সপ্তদ্বীপেশ্বরস্থিতৌ।
সত্যাঃ প্রকৃতয়ঃ সন্তু সর্ব্ব আশ্রমবাসিনঃ ॥ ১৪ ॥
তমিষ্টদেবতাসার্থমুররীকৃত্য সাদরম্।
তেষামস্ত্বেবমিত্যুক্ত্বা জগামান্তর্দ্ধিমীশ্বরী ॥ ১৫ ॥

অনন্তরং কেনচিৎ কালেন তেষাং মধ্যে অসৌ ত্বমেকঃ শ্রীপর্ব্বতং গতঃ। এবং স্যাঽন্যেঽপি ॥ ৮-১০ ॥

বরৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্বরৈঃ ॥ ১১ ॥

তে তপতস্তপস্যেব তিষ্ঠতঃ। 'ষষ্ঠী চানাদরে' ইতি ভাবলক্ষণে ষষ্ঠী। ধর্মপ্রধানং কৃতযুগং ভূমৌ ভুক্ত্বা অনুভূয় তদন্তে বেধাশ্চতুর্মুখো ব্রহ্মপুরীং স্বলোকমিব ॥ ১২ ॥

হে ভব্য, ইদং বক্ষ্যমাণং বরং প্রার্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥

সপ্তদ্বীপেশ্বরেতি ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ। প্রকৃতয়ঃ প্রজাভূতাঃ সর্ব্বে জনাঃ সত্যাঃ পরিত্যক্তানৃতাঃ সন্তু। তথা সর্ব্বেঽপি সপ্তদ্বীপবাসিনঃ স্বস্বাশ্রমধর্ম্মেণ সন্তু। ইদং বর্ণধর্ম্মপ্রার্থনায়া অপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥

সা ইষ্টদেবতা তং তত্তৎপ্রার্থিতমর্থমুররীকৃত্য অঙ্গীকৃত্য ॥ ১৫ ॥

তে ততঃ সদনং যাতাস্তেষামাশ্রমবাসিনঃ।
সর্ব্ব এব গতাঃ পশ্চাদেক এবাস্মি নো গতঃ ॥ ১৬ ॥
অহং কেবলমেকান্তে ধ্যানৈকগতমানসঃ।
বাগীশ্বরীকদম্বস্য তলে তিষ্ঠামি শৈলবৎ ॥ ১৭ ॥
অথ কালে বহত্যস্মিন্ ঋতুসংবৎসরাত্মনি।
ইদং সর্ব্বং বনং ছিন্নং জনৈঃ পর্য্যন্তবাসিভিঃ ॥ ১৮ ॥
ইদং কদম্বমম্লানং জনতাঃ পূজয়ন্ত্যলম্।
বাগীশ্বরীগৃহমিতি মাং চৈবৈকসমাধিগম্ ॥ ১৯ ॥
অথৈনং দেশমায়াতৌ ভবন্তৌ দীর্ঘতাপসৌ।
এতৎ তৎ কথিতং সর্ব্বং ধ্যানদৃষ্টং ময়াখিলম্ ॥ ২০ ॥
তস্মাদুত্থায় হে সাধূ! গচ্ছতং গৃহমাগতৌ।
তত্র তে ভ্রাতরঃ সর্গে সঙ্গতা দারবন্ধুভিঃ ॥ ২১ ॥
অষ্টানাং ভবতাং ভব্যং সদনে স্বে ভবিষ্যতি।
মহাত্মনাং ব্রহ্মলোকে বসূনামিব সঙ্গমঃ ॥ ২২ ॥
ইত্যুক্তে তেন স ময়া পৃষ্টঃ পরমতাপসঃ।
সন্দেহাদিদমাশ্চর্য্যমার্য্যাস্তদ্বর্ণয়াম্যহম্ ॥ ২৩ ॥
একৈব সপ্তদ্বীপাস্তি ভগবন্! ভূরিয়ং কিল।
তুল্যকালং ভবন্ত্যষ্টৌ সপ্তদ্বীপেশ্বরাঃ কথম্? ॥ ২৪ ॥

এক এবাহং নো গতঃ ॥ ১৬ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ—অহমিতি ॥ ১৭ ১৮ ॥

মাং চৈব পূজয়ন্তি ॥ ১৯-২০ ॥

ইহাগতৌ যুবাং গৃহং গচ্ছতম্। তে ভ্রাতরঃ পূর্ব্বমেব দারবন্ধুভিঃ সঙ্গতাঃ ॥২১

ভবতামষ্টানামপি সঙ্গমো ভবিষ্যতি। বসূনামষ্টানাম্। ব্রহ্মলোকে দেবলোকে ॥ ২২ ॥

হে আর্য্যা ইতি রামসভাসংবোধনম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

কদম্বতাপস উবাচ।

অসমঞ্জসমেতাবদেব নো যাবদুচ্যতে।
ইদমন্যদসংবদ্ধ-তরং সংশ্রূয়তাং মম ॥ ২৫ ॥
এতেঽষ্টৌ ভ্রাতরস্তত্র তাপসা দেহসংক্ষয়ে।
সপ্তদ্বীপেশ্বরাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি গৃহোদরে ॥ ২৬ ॥
অষ্টৌ হ্যেতে মহীপীঠেষ্বেতেষ্বেতেষু সদ্মসু।
সপ্তদ্বীপেশ্বরা ভূপা ভবিষ্যন্তীহ মে শৃণু ॥ ২৭ ॥
অস্ত্যেতেষাং কিলাষ্টানাং ভার্য্যাষ্টকমনিন্দিতম্।
দিগন্তরাণাং নিয়তং তারাষ্টকমিবোজ্জ্বলম্ ॥ ২৮ ॥
তদ্ভার্য্যাষ্টকমেতেষু যাতেষু তপসে চিরম্।
বভূব দুঃখিতং স্ত্রীণাং যদ্বিয়োগো হি দুঃসহঃ ॥ ২৯ ॥
দুঃখিতাঃ প্রত্যয়ে তেষাং চক্রুস্তা দারুণং তপঃ।
শতচান্দ্রায়ণং তাসাং তুষ্টাভূৎ তেন পার্ব্বতী ॥ ৩০ ॥
অদৃশ্যোবাচ সা তাসাং বচোঽন্তঃপুরমন্দিরে।
দেবী সপর্য্যাবসরে প্রত্যেকং পৃথগীশ্বরী ॥ ৩১ ॥

দেব্যুবাচ।

ভর্ত্রর্থমথ চাত্মার্থং গৃহ্যতাং বালিকে! বরঃ।
চিরং ক্লিষ্টাসি তপসা নিদাঘেনেব মঞ্জরী ॥ ৩২ ॥

এতাবদেবাসমঞ্জসমসংবদ্ধমিতি নো, যাবদেত ইদমন্যদপ্যসংবদ্ধতরমত্যন্তমসমঞ্জসং যাচ্যতে উদাহ্রিয়তে তন্মম মত্তঃ শ্রূয়তামিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
শ্লোকদ্বয়মুত্তরবিবক্ষয়া পূর্ব্বোক্তানুবাদঃ ॥ ২৬-২৭ ॥
দিগন্তরাণাং প্রাচ্যাদীনাং তারাষ্টকমিবেত্যোৎপ্রেক্ষিকী উপমা ॥ ২৮ ॥
যদ্যস্মাদ্ধেতোঃ পতিবিয়োগঃ অহিরিব দুঃসহঃ ॥ ২৯ ॥
তেষাং পত্নীনাং প্রত্যয়ে পুনঃপুনঃ স্মরণে সতি তা দুঃখিতাঃ সত্যো দারুণং তপশ্চক্রুঃ। কিংনামকং তত্তপস্তদাহ—শতচান্দ্রায়ণমিতি ॥ ৩০-৩১ ॥
গ্রীষ্মেণ ॥ ৩২ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যা দত্তপুষ্পা চিরণ্টিকা।
স্ববাসনানুসারেণ কুর্ব্বাণেবেশ্বরীস্তবম্ ॥ ৩৩ ॥
আনন্দমন্থরোবাচ বচনং মৃদুভাষিণী।
আকাশসংস্থিতাং দেবীং ময়ূরীবাভ্রমালিকাম্ ॥ ৩৪ ॥

চিরণ্টিকোবাচ ।

দেবি! দেবাধিদেবেন যথা তে প্রেম শম্ভুনা।
ভর্ত্রা মম তথা প্রেম স ভর্ত্তাস্তু মমামরঃ ॥ ৩৫ ॥

দেব্যুবাচ ।

আসৃষ্টেৰ্নিয়তের্দার্ঢ্যাদমরত্বং ন লভ্যতে।
তপোদানৈরতোঽন্যং ত্বং বরং বরয় সুব্রতে! ॥ ৩৬ ॥

চিরণ্টিকোবাচ।

অলভ্যমেতন্মে দেবি! তন্মদ্ভর্ত্তুর্গৃহান্তরাৎ।
মৃতস্য মা বিনির্যাতু জীবো বাহ্যমপি ক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥
দেহপাতশ্চ মে ভর্ত্তুর্যদা স্যাদাত্মমন্দিরে।
তদেতদস্ত্বিতি বরো দীয়তামম্বিকে! মম ॥ ৩৮ ॥

দেব্যুবাচ।

এবমস্তু সুতে! ত্বঞ্চ পত্যৌ লোকান্তরাস্থিতে।
ভবিষ্যসি প্রিয়া ভার্য্যা দেহান্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

দত্তপুষ্পা গৌরী পাদয়োঃ সমর্পিতপুষ্পাঞ্জলিশ্চিরণ্টিকা সুবাসিনী ॥ ৩৩ ॥
আনন্দমন্থরা গদগদস্বরা। জ্যেষ্ঠায়া নামধেয়ং বা ॥ ৩৪ ॥
অমরো মৃত্যুরহিতোঽস্তু ॥ ৩৫ ॥
আসৃষ্টেরাদিসর্গমারভ্য প্রবৃত্তায়া নিয়তেরীশ্বরাজ্ঞায়াঃ দার্ঢ্যাল্লঙ্ঘয়িতুমশক্যত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥
ক্ষণাদপিশব্দাচ্চিরাদপি ॥ ৩৭-৩৮ ॥
মূর্খায়াস্তস্যাঃ সমীচীনবরযাচনাকুশলতাং বুদ্ধ্বা দেবী স্বয়মেব বরান্তরং দদাতি-ত্বং চেতি। লোকান্তরে সপ্তদ্বীপাধিপত্যে ॥ ৩৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ গৌর্য্যা গীর্গগনোদরে।
মেঘমালাধ্বনিরিব নিরবদ্যসমুদ্যতা ॥ ৪০ ॥
দেব্যাং গতায়াং ভর্ত্তারস্তাসাং কালেন কেনচিৎ।
তে ককুব্‌ভ্যঃ সমাজগ্মুঃ সর্ব্বে প্রাপ্তমহাবরাঃ ॥ ৪১ ॥
অন্যায়মপি সংযাতু ভার্য্যায়া নিকটং পতিঃ।
ভ্রাতৃ়াং বান্ধবানাঞ্চ ভবত্বন্যোন্যসঙ্গমঃ ॥ ৪২ ॥
ইদমন্যদথৈতেষামসমঞ্জসমাকুলম্।
শৃণু কিং বৃত্তমাশ্চর্য্যমার্য্যকার্য্যোপরোধকম্ ॥ ৪৩ ॥
তপ্যতাং তপ এতেষাং পিতরৌ তৌ বধূযুতৌ।
তীর্থমুন্যাশ্রমশ্রেণীং দ্রষ্টুং দুঃখান্বিতৌ গতৌ ॥ ৪৪ ॥
শরীরনৈরপেক্ষ্যেণ পুত্রাণাং হিতকাম্যয়া।
গন্তুং কলাপগ্রামং তং যত্নবন্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৪৫ ॥
তৌ প্রয়াসৌ মুনিগ্রাম-মার্গে দদৃশতুঃ সিতম্।
পুরুষং কপিলং হ্রস্বং ভস্মাঙ্গঞ্চোর্দ্ধমূর্দ্ধজম্ ॥ ৪৬ ॥
ধূলীলবমনাদৃত্য তং জরৎপান্থশঙ্কয়া।
যদা তৌ জগ্মতুস্তেন স উবাচান্বিতঃ ক্রুধা ॥ ৪৭ ॥
সবধূক মহামূর্খ! তীর্থার্থী দারসংযুতঃ।
মাং দুর্ব্বাসসমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছস্যবিহিতানতিঃ ॥ ৪৮ ॥

নিরবদ্যং নির্দ্দোষং জগদানন্দায় সমুদ্যতা। ককুব্‌ভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ ॥ ৪০-৪২ ॥
অসমঞ্জসান্তরমপ্যুদাহরতি—ইদমিতি। আর্য্যকার্য্যাণাং সৎকর্ম্মফলানামুপ-ধকম্। বধূভিঃ স্নুষাভির্যুতৌ সহিতৌ ॥ ৪৩-৪৪ ॥
শরীরপদেন তদ্ভোগ্যসুখং লক্ষ্যতে তন্নৈরপেক্ষ্যেণ। তং প্রসিদ্ধং [কলা]পগ্রামাখ্যং তীর্থম্। বর্ণতঃ কপিলং হ্রস্বং পুরুষং মার্গে দদৃশতুঃ ॥ ৪৫-৪৬ ॥
তাবষ্টানাং মাতাপিতরৌ জরৎপান্থঃ কশ্চিদসাবিতি শঙ্কয়া তং মুনিমনাদৃত্য [নম]স্কারপূজাস্তবনাস্বাদরমকৃত্বা প্রত্যুত গমনত্বরয়া তদুপরি ধূলীলবমুৎকিরন্তৌ সন্তৌ [য]দা জগ্মতুস্তদা তেনাপরাধেন ক্রুধান্বিতঃ স মুনিরুবাচ ॥ ৪৭ ॥
কিমুবাচ তদাহ—সবধূকেতি। অবিহিতানতিরকৃতনমস্কারঃ ॥ ৪৮ ॥

বধূনাং তে সুতানাঞ্চ গচ্ছতস্তপসার্জ্জিতাঃ।
বিপরীতা ভবিষ্যন্তি লব্ধা অপি মহাবরাঃ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্তবন্তং তং যাবৎ সদারোহথ বধূযুতঃ।
সম্মানং কুরুতে তাবন্মুনিরন্তর্দ্ধিমাযযৌ ॥ ৫০ ॥
অথ তৌ পিতরৌ তেষাং সবধূকৌ সুদুঃখিতৌ।
কৃশীভূতৌ দীনমুখৌ নিরাশৌ গৃহমাগতৌ ॥ ৫১ ॥
অতো বদাম্যহং তেষাং নৈকং নামাসমঞ্জসম্।
অসমঞ্জসলক্ষাণি গণ্ডে স্ফোটাঃ স্ফুটা ইব ॥ ৫২ ॥
চিদ্ব্যোমসঙ্কল্পমহাপুরেহস্মি-
ন্নিত্থং বিচিত্রাণ্যসমঞ্জসানি।
নিঃশূন্যরূপেহপি হি সম্ভবন্তি
দৃশ্যে যথা ব্যোমনি দৃশ্যজন্তাঃ ॥ ৫৩ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ব্রহ্মগীতাসু সপ্তদ্বীপেশ্বরবর্ণনং নাম দ্ব্যশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮২ ॥

তপসার্জ্জিতা বরা বিপরীতা দুঃখফলা ভবিষ্যন্তি ॥ ৪৯-৫০ ॥

নিরাশৌ সন্তৌ পরাবৃত্য স্বগৃহমেবাগতৌ ॥ ৫১ ॥

অতোহহং বদামি তেষাং নৈকমেবাসমঞ্জসং কিন্তু অসমঞ্জসলক্ষাণি গৃহমধ্যে সপ্তদ্বীপরাজ্যকল্পনে তদন্তর্গতগিরিপর্ব্বতাদ্যসমঞ্জসলক্ষাণাং কল্পনায়া নান্তরীয়কতয়া প্রসক্তেরিতি ভাবঃ। যথা গণ্ডে গণ্ডস্থলে স্ফোটাস্তে চ স্ফুটাঃ স্ফুটিতাশ্চেৎ নিষ্টোপর্য্যনিষ্টং তত্রাপ্যনিষ্টান্তরং তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

এবমন্যত্রাপ্যস্মিন্মায়াময়ে জগত্যসমঞ্জসলক্ষাণি সম্ভবন্তীত্যাহ—চিদ্ব্যোমেতি। অস্মিঞ্জগদ্রূপে চিদ্ব্যোমসঙ্কল্পরচিতে মহাপুরে ইত্থং বিচিত্রাণ্যসমঞ্জসানি কোটিশঃ সম্ভবন্তি। যথা ব্যোমনি উৎপাতবশাদদর্শনগন্ধর্ব্বনগরধূমকেতুকবন্ধোল্কাদিদৃশ্যজন্তবঃ সম্ভবন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্ব্যশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮২ ॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

কুন্দদন্ত উবাচ।

ততঃ পৃষ্টো ময়া তত্র স গৌর্য্যাশ্রমতাপসঃ।
তাপসংশুষ্কদর্ভাগ্র-জরাজর্জ্জরমূর্দ্ধজঃ ॥ ১ ॥
একৈব সপ্তদ্বীপাস্তি বসুধা যত্র তত্র তে।
সপ্তদ্বীপেশ্বরা অষ্টৌ ভবন্তি কথমুক্তয়াঃ ॥ ২ ॥
যস্য জীবস্য সদনান্নাস্তি নির্গমনং বহিঃ।
স করোতি কথং সপ্ত-দ্বীপেশত্বেন দিগ্‌জয়ম্ ॥ ৩ ॥
যৈর্বরা বরদৈর্দত্তাঃ শাপৈস্তে তদ্বিরুদ্ধতাম্।
কথং গচ্ছন্তি গচ্ছন্তি কথং ছায়া হি তাপতাম্ ॥ ৪ ॥
মিথোঽশক্যাং কথং ধর্ম্মৌ স্থিতিমেকত্র গচ্ছতঃ।
আধার এবাধেয়ত্বং করোতি কথমাত্মনি ॥ ৫ ॥

গৌর্য্যাশ্রমতাপস উবাচ।

সম্পশ্যসি কিমেতেষাং ভো সাধো! শৃণ্বনন্তরম্।
অষ্টমেঽস্মিন্ সুসংপ্রাপ্তে তং প্রদেশং সবান্ধবম্ ॥ ৬ ॥

বিরুদ্ধবরশাপানাং চতুরাননবাক্যতঃ।
মিথোঽজয়োঽন্তঃসারাণামিহ সম্যগ্‌ নিরূপ্যতে ॥

তাপেন গ্রীষ্মে সংশুষ্কং পরস্পরগ্রথিতং চ দর্ভাগ্রমিব জরাজর্জ্জরা মূর্দ্ধজা যস্য ॥১॥

কিং পৃষ্টস্তদাহ—একৈবেতি ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়ং পৃষ্টমাহ—যস্যেতি ॥ ৩ ॥

তৃতীয়ং পৃষ্টমাহ—যৈরিতি। শীতলচ্ছায়াস্তাপতাং গ্রীষ্মাতপতাং কথং গচ্ছন্তি ॥৪॥

একস্যৈব ফলস্য বরশাপোভয়ফলত্বমশক্যত্বাদ্দুষ্করমিত্যাহ—মিথ ইতি। বিরুদ্ধৌ বরশাপফলতাবচ্ছেদকৌ শুভত্বাশুভত্বধর্ম্মাবেকত্রৈব ধর্ম্মিণ্যশক্যাং স্থিতিং কথং গচ্ছতঃ। একধর্ম্ম্যাশ্রিতত্বাসম্ভবেঽপি তয়োর্দ্ধর্ম্ময়োঃ পরস্পরাশ্রিতত্বমস্ত তত্রাহ—আধার এবেতি ॥ ৫ ॥

সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাং কথাশেষবর্ণনমুখেনৈবোত্তরং কদম্বতাপস উবাচ—

ইতো ভবন্তৌ তং দেশমাসাদ্য সুখসংস্থিতৌ।
স্ববন্ধুসুখস‌ংস্থানৌ কঞ্চিৎ কালং ভবিষ্যতঃ॥ ৭॥
ততস্তেঽষ্টৌ'মরিষ্যন্তি ভ্রাতরঃ ক্রমশো গৃহে।
বন্ধবোঽথ করিষ্যন্তি তেষাং দেহাংস্তদগ্নিসাৎ॥ ৮॥
তেষাং তে সংবিদাকাশাঃ পৃথক্ পৃথগবস্থিতাঃ।
মুহূর্ত্তমাত্রং স্থাস্যন্তি সুসুপ্তস্থা জড়া ইব॥ ৯॥
এতস্মিন্নন্তরে তেষাং তানি কর্ম্মাণি ধর্ম্মতঃ।
একত্র সঙ্ঘটিষ্যন্তি বরশাপাত্মকানি খে॥ ১০।
কর্ম্মাণি তান্যধিষ্ঠাতৃ-দেবরূপাণি পেটকম্।
বরশাপশরীরাণি করিষ্যন্তি পৃথক্ পৃথক্॥ ১১॥
বরাস্তেঽত্র গমিষ্যন্তি সুভগাঃ পদ্মপাণয়ঃ।
ব্রহ্মদণ্ডায়ুধাশ্চন্দ্র-ধবলাঙ্গাশ্চতুর্ভুজাঃ॥ ১২॥
শাপাস্তত্র ভবিষ্যন্তি ত্রিনেত্রাঃ শূলপাণয়ঃ।
ভীষণাঃ কৃষ্ণমেঘাভা দ্বিভুজা ভ্রূকুটীমুখাঃ॥ ১৩॥

সম্পশ্যসীতি। হে সাধো, এতেষাং কিং বিরুদ্ধমসমঞ্জসং পশ্যতি। অনন্তরং যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণু। তেনৈব তে সমাধানং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। অদ্যতনবাসরাদষ্টমে অস্মিন্নেব বাসরে সম্প্রাপ্তে সতি ভবন্তৌ তং মথুরাপ্রদেশং স্ববান্ধবসহিতং প্রাপ্স্যত ইতি শেষঃ॥ ৬-৭॥

তদগ্নিসাত্তৈস্তৈরাহিতা যেঽগ্নয়স্তদধীনান্! অন্ত্যেষ্টিভিস্তত্তদগ্নিষু দাহেন সংস্করিষ্যন্তীতি যাবৎ। সংবিদাকাশা জীবাঃ॥ ৮-৯॥

কর্ম্মণাং বিরোধপরিহারং বক্তুমুপক্রমতে—এতস্মিন্নিতি। ধর্ম্মতঃ ফলাবশ্যম্ভাবস্বভাবতঃ। একত্র খে তত্তচ্চিত্তাবচ্ছিন্নাকাশে॥ ১০॥

তানি কর্ম্মাণি অধিষ্ঠাতারস্তত্তৎফলপ্রদা দেবাস্তদ্রূপাণি ভূত্বা পেটকং স্বস্বানুকূলসমূহঘটিতং সংপুটং পৃথক্ পৃথক্ করিষ্যন্তি। এবং সংপুটীভূতা বরাঃ শাপাশ্চ পৃথক্ পৃথক্ শরীরাণি করিষ্যন্তি॥ ১১॥

তেষাং বেষভেদমাহ—বরা ইতি। গমিষ্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি॥ ১২॥

দুর্ব্বাসসো রুদ্রাংশত্বেন তদীয়ত্বাদ্দুষ্কর্ম্মফলদানোন্মুখত্বেন ঘোররূপত্বাচ্চ ত্রিনেত্রাঃ শূলপাণয়ঃ॥ ১৩॥

বরা বদিষ্যন্তি।

সুদূরং গম্যতাং শাপাঃ কালোঽস্মাকমুপাগতঃ।
ঋতূনামিব তন্নাম কঃ সমর্থোঽতিবর্ত্তিতুম্ ॥ ১৪ ॥

শাপা বদিষ্যন্তি।

গম্যতাং হে বরা! দূরং কালোঽস্মাকমুপাগতঃ।
ঋতূনামিব তন্নাম কঃ সমর্থোঽতিবর্ত্তিতুম্ ॥ ১৫ ॥

বরা বদিষ্যন্তি।

কৃতা ভবন্তো মুনিনা বয়ং দিনকৃতা কৃতাঃ।
মুনীনাঞ্চাধিকো দেবো ভগবন্তং পুরা যতঃ ॥ ১৬ ॥
প্রবদৎসু বরেষ্বেবং শাপাঃ ক্রুদ্ধধিয়ো বরান্।
বিবস্বতা কৃতা যূয়ং বয়ং রুদ্রাংশতঃ কৃতাঃ ॥ ১৭ ॥
দেবানামধিকো রুদ্রো রুদ্রাংশপ্রভবো মুনিঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রোন্নতা তেষাং চক্রুঃ শৃঙ্গাণ্যগা ইব ॥ ১৮ ॥
শাপেষূন্নতশৃঙ্গেষু বরা ইদমরাতিষু।
বিহসন্তঃ প্রবক্ষ্যন্তি প্রমেয়ীকৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ১৯ ॥
হে শাপাঃ! পাপতাং ত্যক্ত্বা কার্য্যস্যান্তো বিচার্য্যতাম্।
যৎ কার্য্যং কলহস্যান্তে তদেবাদৌ বিচার্য্যতাম্ ॥ ২০ ॥
পিতামহপুরীং গত্বা কলহান্তে বিনির্ণয়ঃ।
কর্ত্তব্যোঽস্মাভিরেতৎ কিমাদৌ নেহ বিধীয়তে ॥ ২১ ॥

ঋতূনাং বসন্তাদীনামিব ॥ ১৪-১৫ ॥

তত্র বরা মূলাধিক্যাৎ স্বাধিক্যং দর্শয়ন্তি—ভবন্ত ইতি। যতো ভগবন্তং সূর্য্যং মুনিভ্যঃ পুরা ধাতা অসৃজদিতি শেষঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

ইত্যুক্ত্বা প্রোন্নতা প্রোন্নতানি। সুপাংসুলুগিতি চ্ছান্দসোঽড়াদেশস্তাতা-পিত্তানামিতিবৎ। শৃঙ্গাণি ত্রিশূলাগ্রাণি ॥ ১৮ ॥

অন্তঃপ্রমাণপূর্ব্বকসম্যগ্বিচারেণ প্রমেয়ীকৃতস্তাধ্যবসিতস্বার্থস্ত নিশ্চয়ম্ ॥ ১৯ ॥

শাপৈর্বরোক্তমাকর্ণ্য বাঢ়মিত্যুররীকৃতম্ ।
কো ন গৃহ্লাতি মূঢ়োঽপি বাক্যং যুক্তিসমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥
ততঃ শাপা বরৈঃ সার্দ্ধং যাস্যন্তি ব্রহ্মণঃ পুরম্ ।
মহানুভাবা হি গতিঃ সদা সন্দেহনাশনে ॥ ২৩ ॥
প্রণামপূর্ব্বং তৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তং পরস্পরম্ ।
ব্রহ্মণে কথয়িষ্যন্তি শ্রুত্বা তেষাং স বক্ষ্যতি ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বরশাপাধিপা ভো ভো ! যতঃ সারা জয়ন্তি তে ।
কেঽন্তঃসারা ইতি মিথো নূনমন্বিষ্যতাং স্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥
ইতি শ্রুত্বা প্রবিষ্টাস্তে সারতাং সমবেক্ষিতুম্ ।
বরাণাং হৃদয়ং শাপাঃ শাপানাং হৃদয়ং বরাঃ ॥ ২৬ ॥
তে পরস্পরমন্বিষ্য স্বয়ং হৃদয়সারতাম্ ।
জ্ঞাত্বা চ সমবায়েন প্রবক্ষ্যন্তি পিতামহম্ ॥ ২৭ ॥

শাপা বক্ষ্যন্তি ।

জিতাঃ প্রজানাথ ! বয়ং নান্তঃসারা বয়ং যতঃ ।
অন্তঃসারা বরা এব বজ্রস্তম্ভা ইবাচলাঃ ॥ ২৮ ॥
বয়ং কিলেমে ভগবন্ ! বরাঃ শাপাশ্চ সর্ব্বদা ।
ননু সংবিন্ময়া এব দেহোঽন্যোঽস্মাকমস্তি নো ॥ ২৯ ॥

পাপতামনুচিতকারিতাম্ । তদেবাদৌ কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ ॥ ২০-২২ ॥

গতিঃ শরণম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

শাস্ত্রানুসারদৃঢ়াভ্যাসোভয়কৃতং যদাকারসংবিদ্দার্ঢ্যং তে অন্তঃসারাস্তে জয়ন্তি। অন্বিষ্যতাং পর্য্যালোচ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥

উদরং প্রবিষ্টা ইতি কল্পনোক্তিঃ । পরস্পরাস্তঃ পর্য্যালোচিতবন্ত ইতি যাবৎ ॥ ২৬ ॥

সমবায়েন পরস্পরৈকমত্যলক্ষণেন মিলনেন ॥ ২৭-২৮ ॥

তত্র সংবিদো দৃঢ়াভ্যাসেন যদাকারদার্ঢ্যং তেষাং প্রাবল্যমিতি বক্তুং মূলসংবিদং দর্শয়ন্তি—বয়ং কিলেতি । দেহঃ স্বরূপম্ ॥ ২৯ ॥

বরদস্য হি যা সংবিদ্বরো দত্ত ইতি স্থিতা।
সৈবার্থিনি ময়া লব্ধো বরোঽয়মিতি তিষ্ঠতি ॥ ৩০ ॥
বিজ্ঞপ্তিমাত্রকচনং দেহং সৈব ফলং ততঃ।
পশ্যত্যনুভবত্যত্তি দেশকালশতভ্রমৈঃ ॥ ৩১ ॥
বরদাত্মা গৃহীতত্বাচ্চিৎকালান্তরসংভৃতা।
যদা তদান্তঃসারাসৌ দুর্জ্জয়া ন তু শাপজা ॥ ৩২ ॥
বরপ্রদানং বরদৈর্বরদানাং বরার্থিভিঃ।
যদা সুচিরমভ্যস্তং বরাণাং সারতা তদা ॥ ৩৩ ॥
যদেব সুচিরং সংবিদভ্যস্যতি তদেব সা।
সারমেবাশু ভবতি ভবত্যাশু চ তন্ময়ী ॥ ৩৪ ॥
শুদ্ধানামতিশুদ্ধৈব সংবিজ্জয়তি সংবিদাম্।
অশুদ্ধানাং ত্বশুদ্ধৈব কালাৎ সাম্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩৫ ॥
ক্ষণাংশেনাঽপি যো জ্যেষ্ঠো ন্যায়স্তেনাবপূর্য্যতে।
নার্থে ন্যায়ান্তরং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমুৎসহতে মদম্ ॥ ৩৬ ॥

তদেবোপপাদয়ন্তি—বরদস্যেত্যাদিনা ॥ ৩০ ॥

বরস্য হি ফলং সুখভোগায়তনং দেহং তচ্চ বিজ্ঞপ্তিমাত্রস্য কলনাত্মকং কচনম্। ততঃ সৈব বিজ্ঞপ্তির্দেহাকারা ভূত্বা দেশকালাদিকল্পনাশতভ্রমৈস্তত্তদ্ভোগ্যার্থান্ পশ্যতি অনুভবতি তত্রাদনীয়মত্তি ॥ ৩১ ॥

তত্র শাস্ত্রীয়তপঃকাতি.কদৃঢ়সঙ্কল্পবশীকৃতাদ্বরদাৎ সংবিদাত্মনো গৃহীতত্বাদ্বরকল্পনা চিৎকালান্তরে ফলাবস্থায়াং সম্যক্ ভৃতা পুষ্টা যদা তদা সৈবান্তঃসারা ॥ ৩২-৩৩ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ—যদেবেতি ॥ ৩৪ ॥

তত্রাপি শাস্ত্রীয়ত্বেন শুদ্ধত্বে প্রাবল্যাধিক্যমিত্যাহঃ—শুদ্ধানামিতি। সংবিদামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। অতঃ কালেঽপি সাম্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩৫ ॥

জ্যেষ্ঠত্বাদপি বরসংবিদঃ প্রাবল্যমস্তীত্যাহঃ—ক্ষণাংশেনাপীতি। জ্যেষ্ঠস্যা-সংজাতবিরোধিত্বেন সম্যঙ্নিরূঢ়ত্বাদিতি ভাবঃ। অপ্রমাণজস্য হি জ্যেষ্ঠত্বং বাধ্যত্বে তন্ত্রম্। যথা রজতভ্রমস্য প্রমাণদৃষ্টীকৃতে স্বর্থে অনপেক্ষিতস্য জ্ঞানস্য জ্যেষ্ঠত্বং বাধ্যত্বে তন্ত্রমিতি প্রসিদ্ধম্। ন্যায়ান্তরং ন কিঞ্চিন্মদং শাপপ্রাবল্যং কর্ত্তুমুৎসহতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

সমেনোভয়কোটিস্থং মিশ্রং বস্তু ভবেৎ সমম্।
বরশাপবিলাসেন ক্ষীরমিশ্রং যথা পয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
সমাভ্যাং বরশাপাভ্যামথবা চিদ্দ্বিরূপতাম্।
স্বয়মেবানুভবতি স্বপ্নেষ্বিব পুরাত্মিকা ॥ ৩৮ ॥
শিক্ষিতং ত্বত্ত এবেতি যৎ তদেব তব প্রভো ।।
পুনঃ প্রতীপং পঠিতং শীঘ্রং যামো নমোঽস্তু তে ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা স স্বয়ং শাপঃ ক্বাঽপি শাপগণো যযৌ ।
প্রশান্তে তিমিরে দৃষ্টে ব্যোম্নি কেশোণ্ড্রকং যথা ॥ ৪০ ॥
অথান্যো বরপূগোঽত্র গৃহনির্গমরোধকঃ ।
স্থানিস্থানমিবাদেশঃ সমানার্থোঽভ্যপূরয়ৎ ॥ ৪১ ॥

অত এব যত্র বিরুদ্ধকর্ম্মণোর্বরশাপয়োর্ব্বা প্রমাণাভ্যাসাদিসাম্যং তত্রোভ[য়]
মিশ্রমেব ফলং ভবতীত্যাহ—সমেনেতি। শুভাশুভোভয়কোটিস্থম্। য[থা]
মনুষ্যদেহঃ ॥ ৩৭ ॥

যত্রৈককালে ভিন্নদেশভোগ্যৌ সমৌ বরশাপৌ তত্র বিপশ্চিদুপাখ্যানোক্ত
ন্যায়েনোপাধের্বিভাগেনৈকৈব জীবচিদ্যুগপদ্দেহভেদেন দ্বিরূপতামাপদ্যত ইত্যাহ-
সমাভ্যামিতি। যথা স্বপ্নেষু পুরাত্মিকা চিৎ পুরবাসিজনদেহভেদেন বিভাগমিব
পদ্যতে তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥

ধাতুঃ পুরতঃ স্বেষাং তত্ত্বোদ্গারধার্ষ্ট্যমনুচিতমনুচিন্ত্যাহুঃ—শিক্ষিতমিতি
যত্ত্বত্ত এব শিক্ষিতং তত্তবৈব পুরঃ পুনঃ পঠিতং ধার্ষ্ট্যা বহুত্বাৎ প্রতীপং প্রতিকূ[ল]
মিতি নো ধার্ষ্ট্যাপরাধং ক্ষমস্ব। অতস্তে নমোঽস্তু বয়ং শীঘ্রং স্বস্থানং যামঃ ॥৩৯॥

স্বয়মেব স্বং বৃথা প্রয়াসকারিণং স্বমৌর্খ্যখ্যাপকং লজ্জয়া শপতীতি স্ব[য়ং]
শাপস্তথাবিধঃ সন্ ক্বাঽপি যযৌ। যথা দৃষ্টেস্তিমিররোগে প্রশান্তে সতি ব্যো[ম্নি]
ভ্রান্তিকৃতং কেশোণ্ড্রকং ক্বাঽপি যাতি তদ্বৎ ॥ ৪০ ॥

এবং দুর্ব্বাসঃশাপেষু গতেষু অথ অন্যঃ সপ্তদ্বীপাধিপত্যবিরুদ্ধত্বেষাং গৃহান্নির্গম-
রোধকঃ অন্যত্ত্বার্য্যাভ্যো দত্তো গৌরীবরপূগোবৈয়াকরণপ্রক্রিয়ায়ামাদেশ
স্থানিস্থানমিব সূর্য্যবরৈঃ সহ বিবাদার্থং শাপস্থানমভ্যপূরয়ৎ। যতঃ সোঽপি সমান
অর্থস্তুল্যকালং বিরুদ্ধং ফলং যস্য তথাবিধঃ ॥ ৪১ ॥

শাপস্থানকা বদিষ্যন্তি।

সপ্তদ্বীপেশজীবানাং নির্যাণং শবসদ্মনঃ।
দেবেশ! বিদ্মো ন বয়মন্ধকূপাদিবাম্ভসাম্ ॥ ৪২ ॥
সপ্তদ্বীপেশ্বরানেতানিমে দ্বীপেষু সদ্মসু।
কারয়ন্তি বরা বর্য্যা বীরা দিগ্বিজয়ং রণে ॥ ৪৩ ॥
তদেবমনিবার্য্যেঽস্মিন্ বিরোধে বিবুধেশ্বর!।
যদনুষ্ঠেয়মস্মাভিস্তদাদিশ শিবায় নঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সপ্তদ্বীপেশ্বরবরা গৃহরোধবরাশ্চ হে!।
কামঃ সম্পন্ন এবেহ ভবতাং ভবতামপি ॥ ৪৫ ॥
ব্রজতৈতদপেক্ষত্বং যাবন্নেষ্টাবপি ক্ষণাৎ।
চিরং চিরায় সদনে সপ্তদ্বীপেশ্বরাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
সমনন্তরমেবৈতে দেহপাতাৎ স্বসদ্মসু।
সপ্তদ্বীপেশ্বরাঃ সর্ব্বে সম্পন্নাঃ পরমং বরাঃ ॥ ৪৭ ॥

াপস্থানে নিবিষ্টাঃ শাপস্থানকাঃ পত্নীবরা ব্রহ্মাণং প্রতি বদিষ্যন্তি। কিং তদাহ—
পেশেতি। হে দেবেশ, ভাবিসপ্তদ্বীপেশত্বেনাভিমতানামেতেষাং জীবানাং
ানো বহির্নির্যাণং বয়ং ন বিদ্মঃ। অস্মাভিস্তন্নিরোধাদিত্যর্থঃ। অন্ধকূপা-
কূপাৎ ॥ ৪২-৪৩ ॥
ঃ শিবায় সকলস্বায় যদাদেশ্যং তদাদিশ। আজ্ঞাপয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
ভবতাং সর্ব্বেষাং কামঃ সম্পন্ন এব ॥ ৪৫ ॥
কথং সম্পন্নস্তত্রাহ—ব্রজতেতি। যূয়মেতৎপরস্পরাপেক্ষত্বং ব্রজত। যাবৎ যতো
াং চিরং নেষ্টৌ পরস্পরেচ্ছাবিরহেঽপি তেঽষ্টৌ ভ্রাতরো মরণোত্তরক্ষণাদেব
। স্বসদন এব সপ্তদ্বীপেশ্বরা ভূত্বা স্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
তদেব স্পষ্টমাহ—সমনন্তরমিতি ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বে বরা বদিষ্যন্তি।

কুতো ভূমণ্ডলান্যষ্টৌ সপ্তদ্বীপানি ভূতয়ঃ।
একমেবেহ ভূপীঠং শ্রুতং দৃষ্টঞ্চ নেতরৎ ॥ ৪৮ ॥
কথং চৈতানি তিষ্ঠন্তি কস্মিংশ্চিদ্‌গৃহকোষকে।
পদ্মাক্ষকোষকে সূক্ষ্মে কথং মান্তি মতঙ্গজাঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

যুক্তং যুষ্মাভিরস্মাভিঃ সর্ব্বং ব্যোমাত্মকং জগৎ।
স্থিতং চিৎপরমাণ্বন্তরন্তঃস্বপ্নোঽনুভূয়তে ॥ ৫০ ॥
মাতি যৎ পরমস্যাণোরন্তস্থস্বগৃহোদরে।
স্ফুরিতং তৎ কিমাশ্চর্য্যং কঃ স্ময়ঃ প্রকৃতেঃ ক্রমে ॥ ৫১ ॥
মৃতেরনন্তরং ভাতি যথাস্থিতমিদং জগৎ ॥
শূন্যাত্মৈব ঘনাকারং তস্মিন্নেব ক্ষণে চিতঃ ॥ ৫২ ॥
অণাবপি জগন্মাতি যত্র তত্র গৃহোদরে।
সপ্তদ্বীপা বসুমতী কচন্তীতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৫৩ ॥
যদ্ভাতীদঞ্চ চিত্তত্ত্বং জগত্ত্বং ন জগৎ কচিৎ।
চিন্মাত্রমেব তদ্ভাতি শূন্যত্বেন যথাঽম্বরম্ ॥ ৫৪ ॥

ভূতয়স্তত্তদৈশ্বর্য্যাণি চ কুতঃ। শ্রুতং শ্রুতিষু প্রসিদ্ধম্। দৃষ্টং লোকেঽপি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৪৮ ৪৯ ॥

স্বপ্নবদেবাবিরুদ্ধমেতদিত্যুত্তরমাহ—যুক্তমিতি। যতো যুষ্মাভিরস্মাভি ব্যষ্টিসমষ্টিভির্যুক্তং সর্ব্বং জগদ্ব্যোমাত্মকং সচ্চিৎপরমাণ্বন্তঃস্থিতমন্তঃস্বপ্ন এবানুভূয়তে অতস্তৎ পরমাণোরপ্যন্তস্থে স্বগৃহোদরে ভাতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥

তৎ কিমাশ্চর্য্যমপূর্ব্বম্। কঃ স্ময়ো বিস্ময়ঃ ॥ ৫১ ॥

স্বপ্নসাম্যমেব দর্শয়ন্ যুক্তং স্ফুটয়তি—মৃতেরিত্যাদিনা ॥ ৫২-৫৩ ॥

যদিদং জগত্ত্বং ভাতি তৎ স্বং চিদেব। যতশ্চিন্মাত্রমেব তদ্ভাতি অতো কচিজ্জগন্ন ভ্রমন্তি যদ্গৃহে ন মাস্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি তে ব্রহ্মণা প্রোক্তা বরদেন বরাস্ততঃ।
তানাধিভৌতিকভ্রান্তি-ময়ান্ সন্ত্যজ্য দেহকান্ ॥ ৫৫ ॥
প্রণম্যাজং সমং জগ্মুরাতিবাহিকদেহিনঃ।
সপ্তদ্বীপে চ দেবানাং গৃহকোষান্ কচজ্জনাৎ ॥ ৫৬ ॥
যাবৎ তে তত্র সম্পন্নাঃ সপ্তদ্বীপাধিনায়কাঃ।
অষ্টাবপীষ্টাপুষ্টানাং দিনাষ্টকমহীভুজাম্ ॥ ৫৭ ॥
তে পরস্পরমজ্ঞাতা অজ্ঞাশ্চান্যোঽন্যবন্ধবঃ।
অন্যোন্যভূমণ্ডলগা অন্যোঽন্যাভিমতে স্থিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
তেষাং কশ্চিদ্গৃহস্যান্তরেব তারুণ্যসুন্দরঃ।
উজ্জয়িন্যাং মহাপুর্য্যাং রাজধান্যাং সুখে স্থিতঃ ॥ ৫৯ ॥
শাকদ্বীপাস্পদঃ কশ্চিন্নাগলোকজিগীষয়া।
বিচরত্যব্ধিজঠরে সর্ব্বদিগ্বিজয়োদ্যতঃ ॥ ৬০ ॥
কুশদ্বীপরাজধান্যাং নিরাধিঃ সকলপ্রজাঃ।
কৃতদিগ্বিজয়ঃ কশ্চিৎ সুপ্তঃ কান্তাবলম্বিতঃ ॥ ৬১ ॥

তান্ প্রাক্কল্পিতানাধিভৌতিকভ্রান্তিময়ান্ দেহকাংস্তত্ত্ববিচারেণ সংত্যজ্য আতিবাহিকদেহিনঃ সন্তঃ অজং প্রণম্য অবিরোধাৎসমং সাকং তত্তন্মনঃকল্পিতে সপ্তদ্বীপে তত্তদ্দেবানাং গৃহকোষাঞ্জগ্মুরিতি পদ্যেনান্বয়ঃ ॥ ৫৫-৫৬ ॥

যাবদিতি সাকল্যে। তেঽষ্টৌ ভ্রাতরস্তত্র গৃহে ইষ্টৈর্যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মভির্বন্ধুজনৈশ্চ আপুষ্টানাং জগদষ্টকভেদেন ব্রহ্মদিনাষ্টকে আদিমহীভুজাং স্বায়ংভুবমনূনাং কুলে ইতি শেষঃ। সপ্তদ্বীপাধিনায়কাঃ সম্পন্না ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রত্যেকং ভ্রাতৃসহিতত্বকল্পনাদন্যোঽন্যবন্ধবঃ। রাজ্যভেদেন সর্ব্বেষামাধিপত্যাংশে তুল্যাঃ। অত এবান্যোঽন্যাভিমতে স্থিতা ন তু বিরুদ্ধচেষ্টাঃ ॥ ৫৮ ॥

তেষাং প্রত্যেকং চরিত্রভেদকল্পনামাহ—তেষামিত্যাদিনা ॥ ৫৯-৬১ ॥

চতুরশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।

কুন্দদন্ত উবাচ ।

ইত্যুক্তবানসৌ পৃষ্টঃ কদম্বতলতাপসঃ ।
সপ্তদ্বীপা ভুবোহষ্টৌ তাঃ কথং ভাতা গৃহেম্বিতি ॥ ১ ॥

কদম্বতাপস উবাচ ।

চিদ্ধাতুরীদৃগেবায়ং যদেষ ব্যোমরূপ্যপি ।
সর্ব্বগো যত্র যত্রাস্তে তত্র তত্রাত্মনি স্বয়ম্ ॥ ২ ॥
আত্মানমিত্থং ত্রৈলোক্য-রূপেণান্যেন বা নিজম্ ।
পরিপশ্যতি রূপং স্বমত্যজন্নেব খাত্মকম্ ॥ ৩ ॥

কুন্দদন্ত উবাচ ।

একস্মিন্ বিমলে শান্তে শিবে পরমকারণে ।
কথং স্বভাবসংসিদ্ধা নানাতা বাস্তব স্থিতা ? ॥ ৪ ॥

কদম্বতাপস উবাচ ।

সর্ব্বং শান্তং চিদাকাশং নানাস্তীহ ন কিঞ্চন ।
দৃশ্যমানমপি স্ফারমাবর্ত্তাত্মা যথাম্ভসি ॥ ৫ ॥

গৃহস্থান্তর্জগস্ত্যষ্টৌ সম্ভবস্ত্যপি কোটিশঃ ।
যতোহপ্রবুদ্ধচিন্মাত্রং তথা ভাতীতি বর্ণ্যতে ॥

গৃহেষু অল্পাবকাশে তাঃ প্রত্যেকং পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিস্তীর্ণা ভুবঃ কথং ভাতা ইতি ময়া পৃষ্টোহসৌ কদম্বতলতাপস ইতি বক্ষ্যমাণমুত্তরমুক্তবান্ ॥ ১ ॥

ব্যোমরূপী প্রপঞ্চশূন্যোহপি আত্মানং ত্রৈলোক্যরূপেণ অন্যেন সুষুপ্ততুর্য্যরূপেণ বা স্বং রূপমত্যজদেব পরিপশ্যতীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ২-৩ ॥

একত্র নানাতা বিরুদ্ধেতি শঙ্কার্থঃ ॥ ৪ ॥

ন বাস্তবীয়ং নানাতা কিন্তু ভ্রান্তিকৃতা । সা চৈকস্মিন্নপি চন্দ্রে দ্বিত্ববৎ বিরুদ্ধেত্যাশয়েনোত্তরমাহ—সর্ব্বমিতি ॥ ৫ ॥

অসৎস্বেষু পদার্থেষু পদার্থা ইতি ভান্তি যৎ।
চিৎখং স্বপ্নসুষুপ্তাত্ম তৎ তস্যাচ্ছং নিজং বপুঃ ॥ ৬ ॥
সম্পন্দোঽপি হি নিঃস্পন্দঃ পর্ব্বতোঽপি ন পর্ব্বতঃ।
যথা স্বপ্নেষু চিদ্ভাবঃ স্বভাবোঽর্থগতস্তথা ॥ ৭ ॥
ন স্বভাবা ন চৈবার্থাঃ সন্তি সর্ব্বাত্মকোচিতে।
সর্গাদৌ কচিতং রূপং যদ্‌যথা তৎ তথাস্থিতম্ ॥ ৮ ॥
ন চ নাম পরং রূপং কচনাকচনাত্মকম্।
দ্রব্যাত্মা চিচ্চ চিদ্ব্যোম স্থিতমিত্থং হি কেবলম্ ॥ ৯ ॥
একৈব চিদ্‌যথা স্বপ্নে সেনায়াং জনলক্ষতাম্।
গতেবাচ্ছৈব কচতি তথৈবাস্যাঃ পদার্থতা ॥ ১০ ॥
যৎ স্বতঃ স্বাত্মনি স্বচ্ছে চিৎখং কচকচায়তে।
তৎ তেনৈব তদাকারং জগদিত্যনুভূয়তে ॥ ১১ ॥
অসত্যপি যথা বহ্ন্যাবুষ্ণসংবিদ্ধি ভাসতে।
সংবিন্মাত্রাত্মকে ব্যোম্নি তথার্থঃ স্বস্বভাসকঃ ॥ ১২ ॥
অসত্যপি যথা স্তম্ভে স্বপ্নে খে স্তম্ভতা বিদঃ।
তথেদমস্যা নানাত্বমনন্যদপি চান্যবৎ ॥ ১৩ ॥
আদিসর্গে পদার্থত্বং তৎস্বভাবাচ্ছমেব চ।
চিদ্ব্যোম্না যদ্‌যথা বুদ্ধং তৎ তথাদ্যাপি বিন্দতে ॥ ১৪ ॥

স্বপ্নসুষুপ্তবদ্বিস্মৃতযথার্থস্বভাবাত্মনিজমজ্ঞাতং বপুঃ স্বরূপমেব ॥ ৬ ॥

অতো ন বিরোধ ইতি দর্শয়তি—সম্পন্দ ইতি। স্বভাবঃ সন্মাত্রাত্মা কল্পিতার্থতোঽপি তথৈব বোধ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বাত্মকস্য উচিতে বাস্তবে রূপে ন সর্গাদিস্বভাবা নাপি তৎকৃতা অর্থাঃ ॥৮॥

ন চ দ্রব্যাত্মনাপ্যচিচ্চ ॥ ৯-১১ ॥

স্বপ্নে অসত্যপি বহ্নৌ স্বপ্নচিদেব যথা উষ্ণত্বং ভাসতে ॥ ১২-১৩ ॥

কথং তর্হ্যর্থক্রিয়ানিয়তিস্তত্রাহ—আদিসর্গে ইতি ॥ ১৪ ॥

পুষ্পে পত্রে ফলে স্তম্ভে তরুরেব যথা ততঃ।
সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্ম পরমেব তথাঽপরম্ ॥ ১৫ ॥
পরমার্থাম্বরাম্ভোধাবাপঃ সর্গপরম্পরা।
পরমার্থমহাকাশে শূন্যতা সর্গসংবিদঃ ॥ ১৬ ॥
পরমার্থশ্চ সর্গশ্চ পর্য্যায়ৌ তরুবৃক্ষবৎ।
বোধাদেতদবোধাং তু দ্বৈতং দুঃখায় কেবলম্ ॥ ১৭ ॥
পরমার্থো জগচ্চেদমেকমিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অধ্যাত্মশাস্ত্রবোধেন ভবেৎ সৈষা হি মুক্ততা ॥ ১৮ ॥
সঙ্কল্পস্য বপুর্ব্রহ্ম সঙ্কল্পকচিদাকৃতেঃ।
তদেব জগতো রূপং তস্মাদ্‌ব্রহ্মাত্মকং জগৎ ॥ ১৯ ॥
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ন নিবর্ত্তন্ত এব বা।
বিধয়ঃ প্রতিষেধাশ্চ ভাবাভাবদৃশস্তথা ॥ ২০ ॥
অমৌনমৌনং জীবাত্ম যৎ পাষাণবদাসনম্।
যৎ সদেবাসদাভাসং তদ্‌ব্রহ্মাভিধমুচ্যতে ॥ ২১ ॥
সর্ব্বস্মিন্নেকঘনে ব্রহ্মণ্যেব নিরাময়ে।
কা প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিঃ কা ভাবাভাবাদিবস্তুনঃ ॥ ২২ ॥
একস্যামেব নিদ্রায়াং সুষুপ্তস্বপ্নবিভ্রমাঃ।
যদা ভ্রান্ত্যবিচিত্রায়াং চিত্রা ইব নিরন্তরাঃ ॥ ২৩ ॥
এতস্যাঞ্চিৎখসত্তায়াং তথা মূলকসর্গকাঃ।
বহবো ভ্রান্ত্যচিত্রায়াং চিত্রা ইব নিরন্তরাঃ ॥ ২৪ ॥

তথা অপরং জগৎ। সর্গসংবিদঃ সর্গপ্রতিভাসাঃ ॥ ১৫-১৮ ॥
কথমেকং তত্রাহ—সঙ্কল্পস্যেতি ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বশব্দানাং তন্মাত্রনিষ্ঠত্বান্ন নিবর্ত্তন্ত এব বা ॥ ২০ ॥
সদেবাসদাভাসম্। 'তদেজতি তন্নৈজতি' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥
প্রবৃত্তিঃ সর্গঃ। নিবৃত্তিঃ প্রলয়ঃ ॥ ২২-২৩ ॥
মূলকা বীজভূতাঃ প্রলয়াঃ সর্গকাশ্চ ॥ ২৪ ॥

দ্রব্যে দ্রব্যান্তরশ্লিষ্টং যৎ কার্য্যান্তরমাক্ষিপেৎ।
তদ্বদন্তস্তথাভূত চিৎসারং স্ফুরণং মিথঃ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বে পদার্থাশ্চিৎসার-মাত্রমপ্রতিঘাঃ সদা।
যথা ভান্তি তথা ভান্তি চিন্মাত্রৈকাত্মভাবশাৎ ॥ ২৬ ॥
চিন্মাত্রৈকাত্মসারত্বাদ্ যথাসংবেদনং স্থিতাঃ।
নিস্পন্দা নির্ম্মনস্কারাঃ স্ফুরন্তি দ্রব্যশক্তয়ঃ ॥ ২৭ ॥
অবিদ্যমানমেবেদং দৃশ্যতেঽথানুভূয়তে।
জগৎস্বপ্ন ইবাশেষং সরুদ্রোপেন্দ্রপদ্মজম্ ॥ ২৮ ॥
বিচিত্রাঃ খলু দৃশ্যন্তে চিজ্জলে স্পন্দরীতয়ঃ।
হর্ষামর্ষবিষাদোত্থ-জঙ্গমস্থাবরাত্মনি ॥ ২৯ ॥
স্বভাববাতাধূতস্য জগজ্জালচমৎকৃতেঃ।
হা চিন্মরীচিপাংশ্বভ্র-নীহারস্য বিসারিতা ॥ ৩০ ॥

কথং ভাতি তদাহ—দ্রব্যে ইতি। যদ্বথা দধ্যাদিদ্রব্যে শর্করাদিদ্রব্যান্তরং শ্লিষ্টং মিলিতং সৎ প্রত্যেককার্য্যাপেক্ষয়া কার্য্যান্তরং রুচিপুষ্টিপিত্তোপশমাদি-কার্য্যান্তরমাক্ষিপেত্তথা ভূতানাং প্রাণিনামন্তঃকরণে অভিব্যক্তং প্রমাতৃচিৎসারং বাহ্যে চক্ষুরাদিদ্বারা নির্গত্য ঘটাদ্যাকারবৃত্তিশ্লেষাচ্ছ্লিষ্টং ঘটপটাদি-তত্তদ্বিষয়ান্তরা-ধিষ্ঠানচিদাবরণভঙ্গেন মিথস্ত্রিপুটীস্ফুরণমাক্ষিপেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অতএব ঘটাদ্যর্থা অপি স্বাধিষ্ঠানচিদধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকত্বাত্তৎসারমাত্রমিত্যাহ—সর্ব্বে ইতি। যথা সর্গাদৌ ভান্তি তথা ইদানীমপি ভান্তি ॥ ২৬ ॥

স্থিতিরপি তেষাং যথাসংবেদনমেব। নিস্পন্দচিদধিষ্ঠানকত্বাদেব সর্ব্বা দ্রব্যশক্তয়োপি স্বাশ্রয়ান্ন চলন্তি ন হ্রসন্তি চেত্যাহ—নিস্পন্দা ইতি। মনস্কারো মানসো দ্বৈতাকারগ্রহস্তদ্রহিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্থং চ জগৎপ্রাতিভাসিকমেব প্রতিভাসমাত্রাধীনসর্ব্বস্বত্বাদিত্যাশয়েনাহ—অবিদ্যমানমেবেতি ॥ ২৮ ॥

খলু যতঃ স্বপ্নবদেব হর্ষামর্ষবিষাদোত্থা বিচিত্রাঃ স্পন্দরীতয়ো দৃশ্যন্তে ॥ ২৯ ॥

স্বভাবঃ অজ্ঞাতস্বরূপনিষ্ঠা বিক্ষেপশক্তিস্তন্মাত্রেণ বায়ুনা আধূতস্য। জগজ্জালাকারা চমৎকৃতির্যস্য তস্যাবিধস্য। চিন্নক্ষণসত্ত্বগুণাত্মনা প্রকাশেন মরীচেঃ, রজোগুণাত্মনা পাংসুপটলস্য। তমোগুণাত্মনা আবরণজাড্যপ্রাধান্যেন

যথা কেশোণ্ডুকং ব্যোম্নি ভাতি ব্যামলচক্ষুষঃ।
তথৈবেয়ং জগদ্ভ্রান্তির্ভাত্যনাত্মবিদোঽম্বরে ॥ ৩১ ॥
যাবৎ সঙ্কল্পিতং তাবদ্ যথা সঙ্কল্পিতং তথা।
যথা সঙ্কল্পনগরং কচতীদং জগৎ তথা ॥ ৩২ ॥
সঙ্কল্পনগরে যাবৎ সঙ্কল্পসকলা স্থিতিঃ।
ভবত্যেবাপ্যসদ্রূপা সতীবানুভবে স্থিতা ॥ ৩৩ ॥
প্রবহত্যেব নিয়তির্নিয়তার্থপ্রদায়িনী।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব তিষ্ঠত্যেব যথাক্রমম্ ॥ ৩৪ ॥
জায়তে জঙ্গমং জীবাৎ স্থাবরং স্থাবরাদপি।
নিয়ত্যাধো বহত্যম্বু গচ্ছত্যূর্দ্ধমথানলঃ ॥ ৩৫ ॥
বহন্তি দেহযন্ত্রাণি জ্যোতীংষি প্রতপন্তি চ।
বায়বো নিত্যগতয়ঃ স্থিতাঃ শৈলাদয়ঃ স্থিরাঃ ॥ ৩৬ ॥
জ্যোতির্ম্ময়ং বিবৃত্তন্তু ধারাসারাম্বরীকৃতম্।
যুগসংবৎসরাদ্যাত্ম কালচক্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥

অভ্রনীহারস্বরূপনভসি বিসারিতা বিস্তারশালিতা। হা ইতি খে[illegible]
কীদৃশজননমরণাদ্যনর্থসহস্রকোট্যাত্মনা সম্পন্নেত্যর্থঃ। পাংসুরেব পাংশুঃ। 'তাল[illegible]
অপি দন্ত্যাশ্চ শষশূকরপাংশবঃ' ইতি কোশপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

অনাত্মবিদঃ অজ্ঞানাবৃতচিদ্দৃষ্টেঃ। অম্বরে স্বাত্মাকাশে ॥ ৩১ ॥

তস্যাশ্চ কালপ্রকারব্যবস্থা সঙ্কল্পানুসারেণৈবেত্যাহ—যাবদিতি। যথা[illegible]
যেন প্রকারেণ ॥ ৩২ ॥

দৃষ্টান্তে তাং প্রকটয়তি—সঙ্কল্পনগরে ইতি। অসদ্রূপাপি সতীব স্থিতা ॥ ৩[illegible]

সৈব ধাতুঃ সঙ্কল্পরূপা নিয়তিরস্যাপি প্রবহত্যগ্রেঽপি প্রবহত্যেব ত[illegible]
স্থাবরাদিপ্রাণিজাতং যথাক্রমং নিয়তমেব তিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥

তেষাং জন্মকর্ম্মস্বভাবাদিব্যবস্থাঽপি তয়ৈবেত্যাহ—জায়তে ই[illegible]
জীবাৎ স্ফুটজীবনাজ্জঙ্গমাৎ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

জ্যোতির্ম্ময়ং কালচক্রং দক্ষিণায়নাত্মনা নিবৃত্তং বর্ষর্ত্তৌ ধারাসারব্যাপ্ত[illegible]
[illegible]। অত্রৈব নিয়ত্যা ॥ ৩৭ ॥

ভূতলৈকান্তরাব্ধ্যদ্রি-সন্নিবেশঃ স্থিতায়তে।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গ-দ্রব্যশক্তিশ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৩৮ ॥

কুন্দদন্ত উবাচ।

প্রাগ্ দৃষ্টং স্মৃতিমায়াতি তৎ স্বসঙ্কল্পনান্যতঃ।
ভাতি প্রথমসর্গে তু কস্য প্রাগ্ দৃষ্টভাসনম্ ॥ ৩৯ ॥

তাপস উবাচ।

অপূর্ব্বং দৃশ্যতে সর্ব্বং স্বপ্নে স্বমরণং যথা।
প্রাগ্ দৃষ্টং দৃষ্টমিত্যেব তত্রৈবাভ্যাসতঃ স্মৃতিঃ ॥ ৪০ ॥

চিত্বাচ্চিদ্ব্যোম্নি কচতি জগৎসঙ্কল্পপত্তনম্।
ন সন্নাসদিদং তস্মাদ্ভাতাভাতং যতঃ স্বতঃ ॥ ৪১ ॥

চিৎপ্রসাদেন সঙ্কল্প-স্বপ্নাদ্যন্যানুভূয়তে।
শুদ্ধং চিদ্ব্যোম সঙ্কল্প-পুরং মা স্মর্য্যতাং কথম্ ॥ ৪২ ॥

ভূতলে চ দ্বীপভেদৈরেকান্তরাণামব্ধীনামদ্রীণাং চ সন্নিবেশঃ স্থিতবদাচরতি স্থিতায়তে ॥ ৩৮ ॥

নম্বস্মদাদিসর্ব্বজনব্যবহারো ধাতৃসঙ্কল্পরূপনিয়ত্যা ব্যবস্থিতোঽস্তু। ধাতুঃ সঙ্কল্পব্যবস্থৈব তু পূর্ব্বানুভবজন্তসংস্কারাতিরিক্তহেত্বসম্ভবাদাদিসর্গে চ পূর্ব্বানুভবাপ্রসিদ্ধেঃ কথং সিধ্যতীতি কুন্দদন্তঃ শঙ্কতে—প্রাগ্ দৃষ্টমিতি। তত্তত্তদনুসারিস্বসঙ্কল্পনানি ভবন্তি। অত এভ্যঃ স্বসঙ্কল্পনেভ্যো নিয়তঃ সর্গো ভাতি। ইদং তু দ্বিতীয়াদিকল্পসর্গে উ'।পদ্যতে। প্রথমসর্গে তু কস্য প্রাক্সর্গভাসনং প্রসিদ্ধম্। যং পৃচ্ছেৎ স্বয়ং বা স্মরেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ন স্মরণাধীনো ধাতুঃ সঙ্কল্পঃ কিন্তু দিব্যজ্ঞানেনাতীতানাগতসর্ব্ববস্তুদর্শনাধীনঃ। 'স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজত' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্মিংশ্চ ক্ষণে সর্ব্বমতীতানাগতং জগদপূর্ব্বমেব দৃশ্যতে দৃষ্টানুসারিণী চ চিদ্বিবর্ত্তরূপা সাঙ্কল্পিকী সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে। তত্রৈবেদং ময়া প্রাগ্ দৃষ্টমিত্যপ্যধ্যস্যতে কচিদিতি তাপসঃ সমাধত্তে—অপূর্ব্বমিত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥

যতঃ কদাচিদ্ভাতং কদাচিদভাতম্ ॥ ৪১ ॥

দর্শনাসামর্থ্যে হি স্মৃতিঃ কল্প্যেত। স্বপ্নে কল্পনামাত্রেণ দর্শনসমর্থায়াশ্চিতঃ স্মৃতিকল্পনাদর্শনাদিত্যাহ—চিৎপ্রসাদেনেতি ॥ ৪২ ॥

হর্ষামর্ষবিনির্মুক্তৈর্দ্দুঃখেন চ সুখেন চ।
প্রকৃতেনৈব মার্গেণ জ্ঞৈশ্চক্রৈরিব গম্যতে ॥ ৪৩ ॥
নিদ্রাব্যপগমে স্বপ্ননগরে যাদৃশং স্মৃতৌ।
চিদ্ব্যোমাত্মপরং বিদ্ধি তাদৃশং ত্রিজগদ্ভ্রমম্ ॥ ৪৪ ॥
সংবিদাভাসমাত্রং যজ্জগদিত্যভিশব্দিতম্।
তৎ সংবিদ্ব্যোম সংশান্তং কেবলং বিদ্ধি নেতরৎ ॥ ৪৫ ॥
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ।
সর্ব্বং সর্ব্বতয়া সর্ব্বং তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা স্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥
যথেয়ং সংস্থিতির্ব্রাহ্মী ভবতো যদ্ভবিষ্যতি।
যথা ভানঞ্চ দৃশ্যস্য তদেতৎ কথিতং ময়া ॥ ৪৭ ॥
উত্তিষ্ঠতং ব্রজতমাস্পদমহ্নি পদ্মং
ভৃঙ্গাবিবাভিমতমাশু বিধীয়তাং স্বম্।
তিষ্ঠামি দুঃখমলমস্তসমাধিসংস্থং
ভূয়ঃ সমাধিমহমঙ্গ! চিরং বিশামি ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে কুন্দদন্তোপদেশো নাম চতুরশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৪ ॥

অত এব গুণদোষাস্পস্বরূপাদ্ধর্ষামর্ষরহিতৈস্তত্ত্বজ্ঞৈঃ কুলালচক্রবৎপ্রারব্ধবেগেনৈব ভ্রম্যত ইত্যাহ—হর্ষেতি ॥ ৪৩ ॥

বাধিতস্মৃতিশ্চ ন স্মৃতিঃ কিংত্বধিষ্ঠানমাত্রপরিশেষদর্শনমিত্যাহ—নিদ্রেতি ॥ ৪৪ ॥

তৎ সংশান্তং ব্যোমৈব তাদৃশং ত্বং বিদ্ধি ॥ ৪৫ ॥

যতশ্চিদেব সংশান্তা সর্ব্বমিত্যাহ—যস্মিন্নিতি ॥ ৪৬ ॥

তদেতৎসর্ব্বং ময়া ভবতঃ কথিতমিত্যুপসংহারঃ ॥ ৪৭ ॥

অঙ্গ হে দ্বিজৌ, যুবাং উত্তিষ্ঠতং অহ্নি প্রাতঃ পদ্মং ভৃঙ্গাবিব আস্পদং গৃহং ব্রজতম্। তত্রাভিমতং সৎকর্ম্ম বিধীয়তাম্। অহমিদানীমস্তসমাধিসংস্থমলমত্যন্তং দুঃখং যথা স্যাত্তথা তিষ্ঠামি। অতস্তৎপরিহারায় ভূয়ঃ অলং সমাধিং বিশামীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুরশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

কুন্দদন্ত উবাচ।

জরন্মুনিরপীত্যুক্ত্বা ধ্যানমীলিতলোচনঃ।
আসীদস্পন্দিতপ্রাণ-মনাশ্চিত্র ইবার্পিতঃ ॥ ১ ॥
আবাভ্যাং প্রণয়োদারৈঃ প্রার্থিতোঽপি পুনঃ পুনঃ।
বাক্যৈঃ সংসারমবিদন্ন বচো দত্তবান্ পুনঃ ॥ ২ ॥
আবাং প্রদেশতস্তস্মাচ্চলিত্বা মন্দমুৎসুকৌ।
দিনৈঃ কতিপয়ৈঃ প্রাপ্তৌ গৃহং মুদিতবান্ধবম্ ॥ ৩ ॥
অথ তত্রোৎসবং কৃত্বা কথাঃ প্রোচ্য চিরন্তনীঃ।
স্থিতাস্তাবদ্বয়ং যাবৎ সপ্তাঽপি ভ্রাতরোঽথ তে ॥ ৪ ॥
ক্রমেণ বিলয়ং প্রাপ্তাঃ প্রলয়েষ্বর্ণবা ইব।
মুক্তোঽসৌ মে সখৈবৈক একার্ণব ইবাষ্টকঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ কালেন সোঽপ্যস্তং দিনান্তেঽর্ক ইবাগতঃ।
অহং দুঃখপরীতাত্মা পরং বৈধুর্য্যমাগতঃ ॥ ৬ ॥

তয়োর্গৃহাগমস্তত্র ভ্রাতৃণাং ক্রমশঃ ক্ষয়ঃ।
কুন্দদন্তস্য রামাপ্ত্যা মোহাচ্ছিত্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥

অস্পন্দিতে প্রাণমনসী যস্য ॥ ১ ॥

প্রণয়োদারৈর্ব্বাক্যৈরাবাভ্যাং প্রার্থিতোঽপি বচো ন দত্তবান্। যতো বাহ্যবৃত্ত্যুপরমাৎ সংসারমবিদন্ননমুসন্ধধান ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মুনিবিয়োগাদুৎসুকৌ ॥ ৩ ॥

তত্র গৃহে কুলদেবতারাধনসুবাসিনীব্রাহ্মণভোজনাদ্যুৎসবং কৃত্বা ॥ ৪ ॥

প্রলয়েষু প্রলয়ারম্ভে দ্বাদশাদিত্যতাপাৎ সপ্তার্ণবা ইব ॥ ৫ ॥

স মৎসখঃ অষ্টমোঽপি। বৈধুর্য্যং সখিজনবিয়োগম্ ॥ ৬ ॥

তেতোঽহং দুঃখিতো ভূয়ঃ কদম্বতরুতাপসম্।
গতো দুঃখোপঘাতায় তজ্‌জ্ঞানং প্রষ্টুমাদৃতঃ ॥ ৭ ॥
তত্র মাসত্রয়েণাসৌ সমাধিবিরতোঽভবৎ।
প্রণতেন ময়া পৃষ্টঃ সন্নিদং প্রোক্তবানথ ॥ ৮ ॥

কদম্বতাপস উবাচ।

অহঃ সমাধিবিরতঃ স্থাতুং শক্নোমি ন ক্ষণম্।
সমাধিমেব প্রবিশাম্যহমাশু কৃতত্বরঃ ॥ ৯ ॥
পরমার্থোপদেশস্তেনাভ্যাসেন বিনানঘ।।
লগত্যত্র পরাং যুক্তিমিমাং শৃণু ততঃ কুরু ॥ ১০ ॥
অযোধ্যানাম পুরস্তি তত্রাস্তি বসুধাধিপঃ।
নাম্না দশরথস্তস্য পুত্রো রাম ইতি শ্রুতঃ ॥ ১১ ॥
সকাশং তত্র গচ্ছ ত্বং তস্মৈ কুলগুরুঃ কিল।
বশিষ্ঠাখ্যো মুনিশ্রেষ্ঠঃ কথয়িষ্যতি সংসদি ॥ ১২ ॥
মোক্ষোপায়কথাং দিব্যাং তাং শ্রুত্বা সুচিরং দ্বিজ।।
বিশ্রান্তিমেষ্যসি পরে পদেঽহমিব পাবনে ॥ ১৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা সসমাধান-রসায়নমহার্ণবম্।
বিবেশাহমিমং দেশং ত্বৎসকাশমুপাগতঃ ॥ ১৪ ॥
এষোঽহমেতদ্‌বৃত্তং মে সর্ব্বং কথিতবানহম্।
যথাবৃত্তং যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতমখণ্ডিতম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

মকুন্দদন্ত ইত্যাদি কথাকথনকোবিদঃ।
স্থিতস্ততঃ প্রভৃত্যেব মৎসমীপগতঃ সদা ॥ ১৬ ॥

তৎপ্রোক্তেনোক্তমাত্মজ্ঞানম্ ॥ ৭-৯ ॥

ইদানীং ময়া কৃতোঽপি তে ন লগতি। পরামস্যাং যুক্তিং জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ম্। মোক্ষোপায়কথাং কথয়িষ্যতি ॥ ১০-১৩ ॥

ত্বৎসকাশমিতি রামং প্রত্যুক্তিঃ। অখণ্ডিতমবিকলম্ ॥ ১৪-১৬ ॥

স এষ কুন্দদন্তাখ্যো দ্বিজঃ পার্শ্বে সমাস্থিতঃ।
শ্রুতবান্ সংহিতামেতাং মোক্ষোপায়াভিধামিহ ॥ ১৭ ॥
স এষ কুন্দদন্তাখ্যো মম পার্শ্বগতো দ্বিজঃ।
অস্য নিঃসংশয়ো জাতো ন বেতি পরিপৃচ্ছ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তে রাঘবেণাথ প্রোবাচ বদতাংবরঃ।
স বশিষ্ঠো মুনিশ্রেষ্ঠঃ কুন্দদন্তং বিলোকয়ন্ ॥ ১৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কুন্দদন্ত দ্বিজবর ! কথ্যতাং কিং ত্বয়ানঘ ! ।
বুদ্ধং শ্রুতবতা জ্ঞেয়ং মদুক্তং মোক্ষদং পরম্ ॥ ২০ ॥

কুন্দদন্ত উবাচ।

সর্ব্বসংশয়বিচ্ছেদি চেত এব জয়ায় মে।
সর্ব্বসংশয়বিচ্ছেদো জ্ঞাতং জ্ঞেয়মখণ্ডিতম্ ॥ ২১ ॥
জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমমলং দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমক্ষতম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তব্যমখিলং বিশ্রান্তোঽস্মি পরে পদে ॥ ২২ ॥
বুদ্ধেয়ং ত্বদিদং সর্ব্বং পরমার্থঘনং ঘনম্।
অনন্যেনাত্মনো ব্যোম্নি জগদ্রূপেণ জৃম্ভিতম্ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বাত্মকতয়া সর্ব্বরূপিণঃ সর্ব্বগাত্মনঃ।
সর্ব্বং সর্ব্বেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সম্ভবত্যলম্ ॥ ২৪ ॥

ইহ অস্যাং সভায়াম্ ॥ ১৭ ॥

এবং প্রশ্নোপোদ্ঘাতমুপবর্ণ্য প্রষ্টব্যাংশমাহ—স ইতি ॥ ১৮-২০ ॥

সর্ব্বসন্দেহবিচ্ছেদো জাত ইতি শেষঃ। যতোঽবশ্যজ্ঞেয়মখণ্ডিতং প্রত্যগ্ভেদ-
গণখণ্ডিতশূন্যং ব্রহ্মতত্ত্বং জ্ঞাতম্ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানমাত্রেণ মোহনিবৃত্ত্যা জ্ঞাতব্যান্তরস্য দ্রষ্টব্যান্তরস্য লব্ধব্যান্তরস্য
পরিশেষাৎ কৃতকৃত্যতামাহ—জ্ঞাতমিতি। ত্বৎ ত্বত্ত ইয়মাত্মচিন্ময়া বুদ্ধা। কথং
তদাহ—ইদং সর্ব্বমিত্যাদি ॥ ২২-২৪ ॥

সম্ভবন্তি জগন্ত্যন্তঃ সিদ্ধার্থকণকোটরে।
ন সম্ভবন্তি চ যথা জ্ঞাতমেতদশেষতঃ ॥ ২৫ ॥
গৃহেঽন্তঃ সম্ভবত্যেব সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
গেহঞ্চ শূন্যমেবাস্তে সত্যমেতদসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥
যদ্যদ্যদাবস্তু যথোদিতাত্ম ভাতী হ ভূতৈরনুভূয়তে চ।
তৎ তৎ তদা সর্ব্বঘনস্তথাস্তে ব্রহ্মৈবমাদ্যন্তবিমুক্তমস্তি ॥২৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
কুন্দদন্তপ্রবোধো নাম পঞ্চাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৫ ॥

সিদ্ধার্থঃ শ্বেতসর্ষপস্তদীয়কণকোটরেঽপি অধিষ্ঠানচিতঃ সর্ব্বকল্পনাশক্তিসংভৃতায়াঃ সত্ত্বাত্তদন্তর্মায়াদৃশা জগন্তি সম্ভবন্তি। পরমার্থদৃশা তু ক্বাপি ন সম্ভবন্তি চ ॥ ২৫-২৬ ॥

অত্র সমাপ্তং ব্রহ্মতত্ত্বং নিষ্কৃষ্যোপসংহরতি—যদ্যদিতি। সর্ব্বঘন আত্মৈব সর্ব্বজনসার্ব্বকালিকবোধবিষয়সর্ব্বভাবেনাস্তে নাণুমাত্রমপি ততোঽন্যৎকেনচিৎ কদাচিদপ্যনুভূয়ত ইতি নিষ্কর্ষ ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
পঞ্চাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৫ ॥

ষড়শীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

কুন্দদন্তে বদত্যেবং বশিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ।
উবাচেদমনিন্দ্যাত্মা পরমার্থোচিতং বচঃ॥ ১॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

বত বিজ্ঞানবিশ্রান্তিরস্য জাতা মহাত্মনঃ।
করামলকবদ্বিশ্বং ব্রহ্মেতি পরিপশ্যতি॥ ২॥
কিলেদং ভ্রান্তিমাত্রাত্ম বিশ্বং ব্রহ্মেতি ভাত্যজম্।
ভ্রান্তির্ব্রহ্মৈব চ ব্রহ্ম শান্তমেকমনাময়ম্॥ ৩॥
যদ্‌যথা যেন যত্রাস্তি যাদৃগ্‌ যাবদ্‌ যদা যতঃ।
তৎ তথা তেন তত্রাস্তি তাদৃক্‌ তাবৎ তদা ততঃ॥ ৪॥
শিবং শান্তমজং মৌনমমৌনমজরং ততম্।
সুশূন্যাশূন্যমভবমনাদিনিধনং ধ্রুবম্॥ ৫॥

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সিদ্ধান্তো যুক্তিভিঃ ক্রিয়তেঽচলঃ।
বরশাপার্থসিদ্ধিশ্চ ধাতুঃ সঙ্কল্পতশ্চিতঃ॥

কুন্দদন্তবর্ণিতং মায়াশবলব্রহ্মতত্ত্বং প্রথমতো দৃঢ়ীকৃত্য নির্ম্মায়ং শুদ্ধং তদ্বর্ণয়িতুং শ্রীবশিষ্ঠঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—কুন্দদন্তে ইতি॥ ১॥

বতেত্যনুকম্পায়াম্। জ্ঞাতেতি পাঠে জ্ঞাতেন সাক্ষাৎকারজ্ঞানফলেন বিজ্ঞানস্য শাস্ত্রশ্রবণজন্যজ্ঞানস্য বিশ্রান্তিঃ পূর্ণতা। করামলকবদিতি তস্যৈব স্ফুটমভিনয়ঃ॥২॥

ভ্রান্তিরন্যথাগ্রহস্তন্মাত্রাত্মকং বিশ্বং ব্রহ্মেত্যস্য ভাতি যতো ভ্রান্তিরপি ব্রহ্মৈবেত্যস্য ভাতি॥ ৩॥

শবলব্রহ্মনিষ্কর্ষদৃশানেন যদ্বর্ণিতং তদপি সম্যগেবেত্যাহ—যদিতি॥ ৪॥

তচ্চ শুদ্ধাবিরুদ্ধম্। মায়ায়া বিকারং বিনৈব বৈচিত্র্যপ্রকটনাদিত্যাশয়েনাহ—শিবমিতি॥ ৫॥

যস্যা যস্যাস্ত্ববস্থায়াঃ ক্রিয়তে সংবিদা ভরঃ।
সা সা সহস্রশাখত্বমেতি সেকৈর্যথা লতা ॥ ৬ ॥
পরো ব্রহ্মাণ্ডমেবাণুশ্চিদ্ব্যোম্নোহন্তঃস্থিতো যতঃ।
পরমাণুরেব ব্রহ্মাণ্ডমন্তঃস্থিতজগদ্ যতঃ ॥ ৭ ॥
তস্মাচ্চিদাকাশমনাদিমধ্যমখণ্ডিতং সৌম্যমিদং সমস্তম্।
নির্ব্বাণমস্তঙ্গতজাতিবন্ধো যথাস্থিতং তিষ্ঠ নিরাময়াত্মা ॥ ৮ ॥
স্বয়ং দৃশ্যং স্বয়ং দ্রষ্টৃ স্বয়ং চিত্ত্বং স্বয়ং জড়ম্।
স্বয়ং কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিচ্চ ব্রহ্মাত্মন্যেব সংস্থিতম্ ॥ ৯ ॥
যথা যত্র জগত্যেতৎ স্বয়ং ব্রহ্ম খমাত্মনি।
স্বরূপমজহচ্ছান্তং যত্র সম্পদ্যতে তথা ॥ ১০ ॥
ব্রহ্ম দৃশ্যমিতি দ্বৈতং ন কদাচিদ্ যথা স্থিতম্।
একত্বমেতয়োর্বিদ্ধি শূন্যত্বাকাশয়োরিব ॥ ১১ ॥
দৃশ্যমেব পরং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মৈব দৃশ্যতা।
এতন্ন শান্তং নাশান্তং নানাকারং ন চাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥

সংবিদা মায়াশবলচিতা। ভরঃ সঙ্কল্পাতিশয়ঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমেব পরোঽণুঃ পরমাণুঃ। এবং পরমাণুরেব ব্রহ্মাণ্ডং যতোঽন্তঃস্থিতজগৎ ॥ ৭ ॥

জগদ্‌ব্রহ্মৈব চেদ্যৎ ফলিতং তদাহ—তস্মাদিতি। অস্তং গতো জাতি শরীরাদিবৈচিত্র্যং তদ্রূপো বন্ধো যস্য তথাবিধঃ সন্ যথাস্থিতং ব্রহ্মৈব ভূত্বা তিষ্ঠ ॥ ৮ ॥

ব্যবহারে তু ব্রহ্ম স্বয়মেব দৃশ্যাদিবেষেণ সংস্থিতম্। পরমার্থস্তু তৎ আত্মন্যদ্বিতীয়স্বপ্রকাশানন্দৈকরসাত্মন্যেব সংস্থিতম্ ॥ ৯ ॥

যত্র যদ্বাসনয়া যথা সংপদ্যতে তত্র তথা স্থিতমিত্যনুকর্ষঃ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মমায়য়া দৃশ্যং জগৎ সম্পন্নমিত্যেতাবতা দ্বৈতং ন কদাচিন্মন্তব্যং যতো যথাস্থিতমবিকৃতমেবাস্তে ॥ ১১-১২ ॥

যাদৃক্ প্রবোধে স্বপ্নাদিস্তাদৃগ্ দেহো নিরাকৃতিঃ।
সংবিন্মাত্রাত্মাপ্রতিঘঃ স্বানুভূতোঽপ্যসন্ময়ঃ॥ ১৩॥
সংবিন্ময়ো যথা জন্তুর্নিদ্রাত্মাস্তে জড়োঽভবৎ।
জড়ীভূতা তথৈষাস্তে সংবিৎ স্থাবরনামিকা॥ ১৪॥
স্থাবরত্বাজ্জড়াচ্চিত্ত্বং জঙ্গমাত্ম প্রয়াতি চিৎ।
জীবঃ সুষুপ্তাত্মা স্বপ্নং জাগ্রচ্চৈব জগচ্ছতৈঃ॥ ১৫॥
আমোক্ষমেষা জীবস্য ভুব্যম্ভস্যনিলেঽনলে।
খে খাত্মভির্জগল্লক্ষৈঃ স্বপ্নাভৈর্ভাসতে স্থিতিঃ॥ ১৬॥
চিচ্চিনোতি তথা জাড্যং নরো নিদ্রাস্থিতির্যথা।
চিনোতি জড়তাং চিত্ত্বং ন নাম জড়তাবশাৎ॥ ১৭॥
চিতাবেদনবেত্তারং স্থাবরং ক্রিয়তে বপুঃ।
চিতাবেদনবেত্তারং জঙ্গমং ক্রিয়তে বপুঃ॥ ১৮॥
যথা পুংসো নখাঃ পাদাবেকমেব শরীরকম্।
তথৈকমেবাপ্রতিঘং চিতঃ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ১৯॥
আদিসর্গে স্বপ্ন ইব যৎ প্রথামাগতং স্থিতম্।
চিতো রূপং জগদিতি তৎ তথৈবাস্ত উচ্যতে॥ ২০॥

প্রতীয়মানা দেহাদ্যাকৃতিঃ কথমপলপ্যতে তত্রাহ—যাদৃগিতি॥ ১৩॥
সংবিদোঽপি জড়স্থাবরভাবে দৃষ্টান্তমাহ—সংবিন্ময় ইতি॥ ১৪॥
তস্যাঃ স্থাবরভাবোত্তরং জঙ্গমভাবে চিদভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—স্থাবরত্বাদিতি। যথা সুষুপ্তাত্মা জীবঃ স্বপ্নং জাগ্রচ্চৈব জগচ্ছতকল্পনৈর্গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ১৫॥
কিয়ংকালং স্থাবরজঙ্গমাদিভাবস্থিতিস্তত্রাহ— আমোক্ষমিতি॥ ১৬॥
চিনোতি অধ্যস্যতি। তথাপ্যস্যাশ্চিত্ত্বমব্যাহতমিত্যাহ—চিনোতীতি। অধ্যস্তজড়তাবশাজ্জড়তাং ন চিনোতি বস্তুতো জড়তাং ন নাম ভজতে॥ ১৭॥
জাড্যবেদনবেত্তারং জীবং প্রতি স্থাবরং বপুঃ ক্রিয়তে তথা জঙ্গমমপি॥ ১৮॥
তথা কৃতেঽপি ন চিদ্ভেদঃ কিন্তু মহাচিতঃ স্বাধ্যস্তং সর্ব্বমচেতনং চেতনং নখপাদাদিবদবয়বভূতমেবেত্যাহ—যথেতি॥ ১৯॥
আদিসর্গে হিরণ্যগর্ভস্য প্রাথমিকসর্গহেতৌ সঙ্কল্পে যথা যদ্রূপং প্রথামাগতং

তচ্চৈবাপ্রতিঘং শান্তং যথাস্থিতমবস্থিতম্ ।
ন প্রথামাগতং কিঞ্চিন্নাসীদপ্রথিতং স্থিতম্ ॥ ২১ ॥
অয়মাদিরয়ং চান্তঃ সর্গস্যেত্যবভাসতে ।
চিতঃ সুঘননিদ্রায়াঃ সুষুপ্তস্বপ্নকোষ্ঠতঃ ॥ ২২ ॥
স্থিত একো হ্যনাদ্যন্তঃ পরমার্থঘনো যতঃ ।
প্রলয়স্থিতিসর্গাণাং ন নামাপ্যস্তি মাং প্রতি ॥ ২৩ ॥
প্রলয়স্থিতিসর্গাদিদৃশ্যমানং ন বিদ্যতে ।
এতন্ন চাত্মনশ্চান্যচ্চিত্রে চিত্রবধূর্যথা ॥ ২৪ ॥
কর্ত্তব্যচিত্রসেনাস্মাদ্ যথা চিত্রান্ন ভিদ্যতে ।
নানানানৈব প্রতিঘা চিত্তত্বে সর্গতা তথা ॥ ২৫ ॥
বিভাগহীনয়াপ্যেষ ভাগশ্চিদ্ঘননিদ্রয়া ।
সুষুপ্তান্মুচ্যতে মোক্ষ ইতি স্বপ্নস্তু চিত্তকম্ ॥ ২৬ ॥

তত্তথৈবাধুনাপি স্থিতম্। এবং চিরাজ্জড়রূপেণ স্থিতমপি চিন্ময়ত্বাদপ্রতিঘং শান্তমিত্যাদি তদপবাদেন সর্গস্যান্ত উচ্যতে ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

যতো নাসীদতঃ অপ্রথিতং কদাপীত্যেব স্থিতম্ ॥ ২১ ॥

এবং সর্গমাত্রস্য ত্রৈকালিকাসত্ত্বে আদ্যন্তকল্পনাপি মিথ্যৈবেত্যাহ—অয়মিতি। যথা স্বাপ্নপ্রপঞ্চস্য সুষুপ্ততাদিপ্রবোধান্ততাপি নিদ্রা কোষ্ঠান্তরেব কল্প্যতে ন প্রবোধকোষ্ঠান্তস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ—স্থিত ইতি। মাং প্রবুদ্ধং প্রতি নামাপি নাস্তি দূরে রূপমিত্যর্থঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

যথা চিত্রকৃতা কর্ত্তব্যা চিত্রসেনা অস্মাত্তদ্বুদ্ধিস্থাচ্চিত্রান্ন ভিদ্যতে তথা প্রতিঘমূর্ত্তা সর্গতাপি স্রষ্টুশ্চিত্তত্বে নানাপ্যনানৈব ॥ ২৫ ॥

বিভাগহীনয়াপি চিদ্ঘননিদ্রয়া অবিদ্যয়া সুষুপ্তাদেবাবরণাখ্যাত্তবস্বরূপভূতোঽপি মোক্ষ ইতি প্রসিদ্ধো ভাগো মুচ্যতে চোর্যতে অপলপ্যতে। তু প্রত্যুত চিত্তকভূত্বা এব জাগ্রত্তাপঃ স্বপ্নশ্চ প্রদর্শ্যতে ইতি শেষঃ। 'সুষুপ্তাৎ সোচ্যতে মোক্ষঃ' ইতি পাঠে তু সোচ্যতে শ্রবণমননাদ্যভ্যাসসহিতে পুরুষে মোক্ষ ইতি বিভাগ প্রদর্শ্যতে। অন্তস্থিতস্তু চিত্তকং ভূত্বা দ্বিবিধঃ স্বপ্নঃ প্রদর্শ্যত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৬

প্রলয়োঽয়মিয়ং সৃষ্টিরয়ং স্বপ্নো ঘনস্ত্বয়ম্।
ভাসোঽপ্রতিঘরূপস্য চিৎসহস্ররুচেরিতি ॥ ২৭ ॥
চিন্নিদ্রায়াঃ স্বপ্নময়ো ভাগশ্চিত্তমুদাহৃতম্।
তদেবমুচ্যতে ভূতং জীবো দেবাসুরাদিদৃক্ ॥ ২৮ ॥
এষ এব পরিজ্ঞাতঃ সুষুপ্তির্ভবতি স্বয়ম্।
যদা তদা মোক্ষ ইতি প্রোচ্যতে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

চিত্তং দেবাসুরাদ্যাত্ম চিন্নিদ্রা স্বাত্মদর্শনম্।
কিয়ৎপ্রমাণং ভগবন্! কথমস্যোদরে জগৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

বিদ্ধি চিত্তং নরং দেবমসুরং স্থাবরং স্ত্রিয়ম্।
নাগং নগং পিশাচাদি খগকীটাদি রাক্ষসম্ ॥ ৩১ ॥
প্রমাণং তস্য চানন্তং বিদ্ধি তদ্ যত্র রেণুতাম্।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগদ্ যাতি সহস্রশঃ ॥ ৩২ ॥

ঘনো জাগরঃ প্রজ্ঞানঘনতারূপসুষুপ্তিকস্য চিৎসহস্ররুচেরাত্মসূর্য্যস্য ইতি এবং ।পাভাসঃ প্রকাশভেদাঃ ॥ ২৭ ॥

তত্র য উদ্ভূতবাসনাত্মা স্বপ্নভাগঃ স এব উপাধ্যংশপ্রাধান্যেন চিত্তং চিদংশ-প্রাধান্যেন জীবঃ স এব দেবাসুরমনুষ্যাদ্যধিকারিশরীরদৃক্ সংস্তত্ত্বজ্ঞানেন নিদ্রাং বধূয় মুচ্যতে ॥ ২৮ ॥

তদেবাহ—এষ এবেতি। চতুর্থপঞ্চমভূমিকয়োঃ পরিজ্ঞাতঃ ষষ্ঠভূমিকায়াং সুষুপ্তির্ভবতি। সপ্তমভূমিকায়াং মোক্ষ ইতি প্রোচ্যতে ॥ ২৯ ॥

চিত্তং দেবাসুরাদিভেদেন কিয়ৎপ্রমাণং কিয়ৎসংস্থানং চ ভবতি। চিন্নিদ্রা অস্যোদরে জগচ্চ কিয়ৎপ্রমাণং কিয়ৎকালং ভবতীতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩০ ॥

তত্রাদ্যস্যোত্তরমাহ—বিদ্ধীত্যাদিনা ॥ ৩১ ॥

রেণুতাং পরমাণুতামবধীকৃত্য ॥ ৩২ ॥

যদেতদাদিত্যপথাদূর্দ্ধং সংযাতি বেদনম্ ।
এতচ্চিত্তং ভুতমেতদপর্য্যন্তামলাকৃতি ॥ ৩৩ ॥
এতদুগ্রং চিতো রূপমস্যান্তর্ভুবনর্দ্ধয়ঃ ।
যদায়ান্তি তদা সর্গশ্চিত্তাদাগত উচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
চিত্তমেব বিদুর্জীবং তদাগ্যন্তবিবর্জ্জিতম্ ।
খং ঘটেম্বিব দেহেষু চাস্তে নাস্তে তদিচ্ছয়া ॥ ৩৫ ॥
নিম্নোন্নতান্ ভুবো ভাগান্ গৃহ্লাতি চ জহাতি চ ।
সরিৎপ্রবাহোঽঙ্গ ! যথা শরীরাণি তথা মনঃ ॥ ৩৬ ॥
অস্য ত্বাত্মপরিজ্ঞানাদেষ দেহাদিসন্ত্রমঃ ।
শাম্যত্যাশ্ববোধেন মরুবাঃ প্রত্যয়ো যথা ॥ ৩৭ ॥
জগত্যন্তরণুর্যত্র তৎপ্রমাণং হি চেতসঃ ।
সদেব চ পুমাংস্তস্মাৎ পুংসামন্তঃস্থিতং জগৎ ॥ ৩৮ ॥
যাবৎ কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং তচ্চিত্তং স্বপ্নভূম্বিব ।
তদেব চ পুমাংস্তস্মাৎ কো ভেদো জগদাত্মনোঃ ॥ ৩৯ ॥

বৈপুল্যোৎকর্ষমপ্যনুভবমারোহয়তি—যদেতদিতি। ঊর্দ্ধং চক্ষুঃপ্রেরণে যদেতদাদিত্যপথাদূর্দ্ধদেশে ধ্রুবান্ধকারাদিপ্রদেশেঽপি চাক্ষুষং বেদনং সংযাতি তদেতাবৎপ্রমাণং ভূতং চিত্তমপর্য্যন্তমমলাকৃতি চ সর্ব্বানুভবসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

দুঃসহসংসারদুঃখবহুলত্বাদুগ্রম্। অস্যৈব সমষ্ট্যাত্মনোন্তর্ভুবনর্দ্ধয়ো যদা ব্রহ্মাণ্ডাদিকল্পনয়া আয়ান্তি তদা সর্গঃ স চাস্মাভিশ্চিত্তাগত ইত্যুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

আদ্যন্তবিবর্জ্জিতং বিভু। অত এব সর্ব্বদেহেষু আস্তে ব্যষ্টিরূপেণ দেহাহংক্রমণান্নাস্তে চ ধাতুরিচ্ছয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ।

তত্র শরীরগ্রহণত্যাগয়োদৃষ্টান্তমাহ—নিম্নেতি। হেঽঙ্গ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

এবং সর্ব্বজগদ্গর্ভিতস্য মনসঃ পরমাণুরূপতৈবেত্যাহ—জগতীতি। যত্র জালসূর্য্যমরীচ্যাদৌ সর্ব্বতঃ সূক্ষ্মোঽণুর্যৎপ্রমাণঃ প্রসিদ্ধস্তচ্চেতসঃ প্রমাণং পরিমাণম্। তদেব চ পুমান্ জীবঃ 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে' ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

এবং চ জীবজগদ্ভেদোঽপ্যপমৃষ্ট ইত্যাহ—যাবদিতি ॥ ৩৯ ॥

চিদেবায়ং পদার্থৌঘো নাস্ত্যন্যস্মিন্ পদার্থতা।
ব্যতিরিক্তা স্বপ্ন ইব হেম্নীব কটকাদিতা ॥ ৪০ ॥
যথৈকদেশে সর্ব্বত্র স্ফুরন্ত্যাপোঽম্বুধৌ পৃথক্।
ব্রহ্মণ্যনন্যা নিত্যস্থাশ্চিতো দৃশ্যাত্মিকাস্তথা ॥ ৪১ ॥
যথা দ্রবত্বমন্তোধাবাপো জঠরকোষগাঃ।
স্ফুরন্ত্যেবং বিদ্যাঽনন্যাঃ পদার্থৌঘাস্তথাপরে ॥ ৪২ ॥
যথাস্থিতং জগচ্ছাল-ভঞ্জিকাকাশরূপধৃক্।
চিৎস্তম্ভোঽয়মপস্পন্দঃ স্থিত আদ্যন্তবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৩ ॥
যথাস্থিতমিদং বিশ্বং সংবিদ্ব্যোম্নি ব্যবস্থিতম্।
স্বরূপমত্যজচ্ছান্তং স্বপ্নভূমাবিবাখিলম্ ॥ ৪৪ ॥
সমতা সত্যতা সত্তা চৈকতা নির্ব্বিকারিতা।
আধারাধেয়তান্যোঽন্যং চৈতয়োর্বিশ্বসংবিদোঃ ॥ ৪৫ ॥
স্বপ্নসঙ্কল্পসংসার-বরশাপদশামিহ।
সরোঽব্ধিসরিদম্বূনামিবান্যত্বং ন বাথবা ॥ ৪৬ ॥

জীবজগদভেদে চিন্মাত্রতাপি জগতঃ সিদ্ধেত্যাহ—চিদেবেতি। অন্যস্মিংশ্চিদ্ভিন্নে-ঽভ্যুপগম্যমানে সত্তাস্ফুরণয়োরলাভাদলীকতাপত্ত্যা ব্যতিরিক্তা পদার্থতৈব নাস্তি ন সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যথা অম্বুধিলক্ষণে একদেশে একীভূয় স্থিতা এবাপঃ পৃথক্ স্ফুরন্তি তদ্বদ্ব্রহ্মণ্যপি দৃশ্যাত্মিকাস্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অনন্যত্বে তদ্দ্রবত্বদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি ॥ ৪২ ॥

এবং চ যথাস্থিতজগল্লক্ষণঃ শালভঞ্জিকানাং যদাকাশরূপমাত্যন্তিকশূন্যতা তদ্রূপধৃক্ চিৎস্তম্ভ এব নিস্পন্দোঽচলঃ স্থিতঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

কথং শান্তং কথং চ স্বরূপমত্যজত্তদাহ—সমতেতি। পঞ্চভিঃ প্রকারৈর্ভেদা-ভাবনাচ্ছান্তমাধারাধেয়ভাবেন স্তম্ভশালভঞ্জিকাবদ্ব্যবহারে ঈষদ্ভেদপ্রতিভাসাৎ স্বরূপমত্যজদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্র প্রাতিভাসিকো ভেদো বস্তুতস্তু তদভাব ইত্যাহ—স্বপ্নেতি। বরশাপাভ্যাং নহুষয়োর্দ্দৈবসর্পভাবপ্রতিভাসদৃশামিব ব্যবহারসমর্থমন্যত্বং পরমার্থতস্তু না ॥ ৪৬ ॥

রাম উবাচ।

বরশাপার্থসংবিত্তৌ কার্য্যকারণতা কথম্।
উপাদানং বিনা কার্য্যং নাস্ত্যেব কিল কথ্যতাম্॥ ৪৭॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্ববদাতচিদাকাশ-কচনং জগদুচ্যতে।
স্ফুরণে পয়সামব্ধাবাবর্ত্তচলনং যথা॥ ৪৮॥
ধ্বনন্তোঽব্ধিজলানীব ভান্তি ভাবাশ্চিদাত্মকাঃ।
সংকল্পাদীনি নামানি তেষামাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪৯॥
কালেনাভ্যাসযোগেন বিচারেণ সমেন চ।
জাতের্বা সাত্ত্বিকত্বেন সাত্ত্বিকেনামলাত্মনা॥ ৫০॥
সম্যগ্‌জ্ঞানবতো জ্ঞস্য যথা ভূতার্থদর্শিনঃ।
বুদ্ধির্ভবতি চিন্মাত্র-রূপা দ্বৈতৈক্যবর্জ্জিতা॥ ৫১॥
নিরাবরণবিজ্ঞানময়ি চিদ্‌ব্রহ্মরূপিণী।
সংবিৎপ্রকাশমাত্রৈক দেহাদেহবিবর্জ্জিতা॥ ৫২॥

নন্দিনো মনুষ্যশরীরে দেবশরীরোপাদানং চন্দ্রামৃতভাগো নাস্তি এব চন্দ্রামৃতপরিণামে নহুষস্য দেবশরীরে সর্পশরীরোপাদানং তদণ্ডাদি নাস্তি উপাদানং বিনা লোকে কার্য্যং চ কাপি নাস্তি তত্রোভয়ত্র কথং দেবসর্পশরীর সিদ্ধিরিতি রামপ্রশ্নার্থঃ॥ ৪৭॥

নিরাবরণবিজ্ঞানস্য ভগবতো রুদ্রস্যাগস্ত্যাদীনাং চ সত্যসঙ্কল্পাবচ্ছিন্না চিদে সুরসর্পশরীরাত্মনা তত্র বিবর্ত্তেত ইতি বিবর্ত্তবাদেনাস্যাক্ষেপস্য প্রসর ইত্যুত্তর বশিষ্ঠো বক্তুং ভূমিকাং রচয়তি—স্ববদাতেত্যাদিনা। স্ববদাতস্তত্ত্বজ্ঞানবিমৃষ্ঠ স্বাদত্তিনির্ম্মলো যশ্চিদাকাশস্তস্য সত্যসঙ্কল্পানুসারি কচনং তদিত্যসক্বন্ময়োচ্যতে॥৪৮

বিধাতুঃ স্বাত্মচিতি জগদ্ভাবাশ্চিদাত্মকা এবাকস্মাদ্ভান্তি তেষাং ভাবানা 'সোঽকাময়ত' 'তদৈক্ষত' 'সমকৃপ্‌তাং দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যাদিশ্রুতয়ো মনীষিণ ঋষয়শ্চ সঙ্কল্পাদীনি নামান্যাহুঃ॥ ৪৯॥

তত্র নিবারণবিজ্ঞানানাং যস্তাবার্থস্ফুরণং স এব সত্যসঙ্কল্প ইতি দর্শয়িতু

সোঽয়ং পশ্যত্যশেষেণ যাবৎ সঙ্কল্প-মাত্রকম্ ।
স্বমাত্মকচনং শাস্তমনন্যং পরমার্থতঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্যা ইদং হি সঙ্কল্প-মাত্রমেবাখিলং জগৎ ।
যথা সঙ্কল্পনগরং যথা স্বপ্নমহাপুরম্ ॥ ৫৪ ॥

আত্মা স্বসঙ্কল্পবরঃ স্ববদাতো যথা যথা ।
যদ্‌যথা সঙ্কল্পয়তি তথা ভবতি তস্য তৎ ॥ ৫৫ ॥

সঙ্কল্পনগরে বালঃ শিলাপ্রোড্ডয়নং যথা ।
সত্যং বেত্ত্যনুভূয়াশু স্ববিধেয়নিয়ন্ত্রণম্ ॥ ৫৬ ॥

স্বসঙ্কল্পাত্মভূতেঽস্মিন্ পরমাত্মা জগত্রয়ে ।
বরশাপাদিকং সত্যং বেত্ত্যনন্যং তথাত্মনঃ ॥ ৫৭ ॥

স্বসঙ্কল্পপুরে তৈলং যথা সিধ্যতি সৈকতাৎ ।
কল্পনাৎ সর্গসঙ্কল্পৈর্বরাদীহ তথাত্মনঃ ॥ ৫৮ ॥

অনিরাবরণাজ্ঞপ্তের্যতঃ শাস্তা ন ভেদধীঃ ।
ততঃ সঙ্কল্পনাদ্বৈতাদ্বরাদ্ যস্য ন সিধ্যতি ॥ ৫৯ ॥

তাদৃশবিজ্ঞানকারণান্যাহ—কালেনেত্যাদিনা। কালেন কর্কট্যাদেঃ। সমেন শত্রুমিত্রাদিষু সমদর্শনেন। দেবানাং তু জাতেঃ সাত্ত্বিকত্বেন ॥ ৫০-৫২ ॥

সোঽয়ং নিরাবরণবিজ্ঞানঃ পুরুষো যাবৎ সঙ্কল্পমাত্রং পশ্যতি তৎ সর্ব্বং পরমার্থতঃ অনন্যৎ পশ্যতীতি তৎসঙ্কল্পস্য সত্যতায়ামুপপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্য আ ইদমিতিচ্ছেদঃ। অস্যৈবংবিধস্য হিরণ্যগর্ভস্য আসমন্তাদ্দৃশ্যমানমিদং জগৎ সঙ্কল্পমাত্রমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

এবমন্যোঽপি স্বসঙ্কল্পবরো নিরাবরণাত্মৈবেতি যথা যথা যৎসঙ্কল্পমাত্রং পশ্যতি তত্তথা তথা ভবতি। স্ববিধেয়ং স্বাধীনং নিয়ন্ত্রণং নিয়মনং যত্র ॥ ৫৫-৫৬ ॥

তত্র বরশাপাত্মকং যৎ ফলং তৎ হিরণ্যগর্ভাত্মনাবরণবিজ্ঞানাত্মা আত্মনোঽনন্যৎ সত্যং বেত্তি ॥ ৫৭ ॥

জগতশ্চ তদীয়সঙ্কল্পাত্মকত্বাৎ স্বসঙ্কল্পপুরে বালস্য সিকতাভ্যস্তৈলমিব হিরণ্যগর্ভাত্মাত্মনোঽপি বরশাপাত্মর্থো নিরুপাদানোঽপি সিধ্যতি ॥ ৫৮ ॥

নিরাবরণেতি বিশেষণস্য প্রয়োজনং দর্শয়তি—অনিরাবরণেতি। অজ্ঞ-অজ্ঞপুরুষস্য বরাদি ন সিধ্যতি ॥ ৫৯ ॥

যা যথা কলনা রূঢ়া তাবৎ সাদ্যাপি সংস্থিতা।
ন পরাবর্ত্তিতা যাবদ্‌যত্নাৎ কল্পনয়ান্যয়া ॥ ৬০ ॥
ব্রহ্মণ্যবয়বোন্মুক্তে দ্বিতৈকত্বে তথা স্থিরে।
যথা সাবয়বে তত্ত্বে বিচিত্রাবয়বক্রমঃ ॥ ৬১ ॥

রাম উবাচ।

অনিরাবরণাজ্জ্ঞানাৎ কেবলং ধর্ম্মচারিণঃ।
শাপাদীন্ সম্প্রযচ্ছন্তি যথা ব্রহ্মন্। তথা বদ ॥ ৬২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সঙ্কল্পয়তি যন্নাম সর্গাদৌ ব্রহ্ম ব্রহ্মণি।
তৎ তদেবানুভবতি যস্মাৎ তন্নাস্তি নেতরৎ ॥ ৬৩ ॥
ব্রহ্ম বেত্তি যদাত্মানং স ব্রহ্মায়ং প্রজাপতিঃ।
স চ নো ব্রহ্মণো ভিন্নং দ্রবত্বমপি বারিণঃ ॥ ৬৪ ॥
সঙ্কল্পয়তি যন্নাম প্রথমোঽসৌ প্রজাপতিঃ।
তৎ তদেবাশু ভবতি তস্যেদং কল্পনং জগৎ ॥ ৬৫ ॥

নিরাবরণজ্ঞানানাং কল্পনা তাদৃশকল্পনান্তরোদয়পর্য্যন্তং ন নিবর্ত্তত ইত্যাহ—যেতি ॥ ৬০ ॥

নিরবয়বে নিরাবরণজ্ঞানাত্মনি তদ্বিরুদ্ধবরশাপাদিকল্পনা কথং তিষ্ঠতি তত্রাহ—ব্রহ্মণীতি ॥ ৬১ ॥

তর্হ্যনিরাবরণজ্ঞানানাং কেবলোগ্রতাপসানাং বরশাপাদি মোঘং স্যাদিত্যাশয়েন রামঃ পৃচ্ছতি—অনিরাবরণেতি ॥ ৬২ ॥

তদীয়বরশাপাদেরপি সত্যতাস্থিতি সর্গাদৌ ধাতুঃ সঙ্কল্পাদেব ন তন্মোঘতেত্যুত্তরং বক্তুং ভূমিকাং বশিষ্ঠো রচয়তি—সঙ্কল্পেত্যাদিনা। ইতরৎ তৎপ্রতিবন্ধকং নাস্তি ॥ ৬৩ ॥

ধাতুস্তু সত্যসঙ্কল্পতা সত্যব্রহ্মাত্মবেদিত্বাদেব সিদ্ধেত্যাশয়েনাহ—ব্রহ্মেতি। স প্রজাপতির্ধাতা যদযস্মাৎ কারণাদ্‌ব্রহ্ম বেত্তি তস্মাদ্ধেতোরয়ং ব্রহ্মৈব। 'তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৬৪-৬৫ ॥

নিরাধারং নিরালম্বং ব্যোমাত্ম ব্যোম্নি ভাসতে।
দুর্দৃষ্টৈরিব কেশোণ্ডুং দৃষ্টমুক্তাবলীব চ ॥ ৬৬ ॥
সঙ্কল্পিতাঃ প্রজাস্তেন ধর্ম্মো দানং তপো গুণাঃ।
বেদাঃ শাস্ত্রাণি ভুতানি পঞ্চ জ্ঞানোপদেশনাঃ ॥ ৬৭ ॥
তপস্বিনোঽথ বাদৈশ্চ যদ্‌ব্রূয়ুরবিলম্বিতম্।
যদ্‌যদ্বেদবিদস্তৎ স্যাদিতি তেনাথ কল্পিতম্ ॥ ৬৮ ॥
ইদং চিদ্‌ব্রহ্মচ্ছিদ্রং খং বায়ুশ্চেষ্টাগ্নিরুষ্ণতা।
দ্রবোঽম্ভঃ কঠিনং ভুমিরিতি তেনাথ কল্পিতাঃ ॥ ৬৯ ॥
চিদ্ধাতুরীদৃশো বাসৌ যদ্‌যৎ খাত্মাঽপি চেততি।
তৎ তথানুভবত্যাশু ত্বমহং স ইবাখিলম্ ॥ ৭০ ॥
যদ্‌যথা বেত্তি চিদ্ব্যোম তৎ তথা তত্তবত্যলম্।
স্বপ্নে ত্বমহমাদীব সদাত্মাপ্যসদাত্মকম্ ॥ ৭১ ॥
শিলানৃত্তং যথা সত্যং সঙ্কল্পনগরে তথা।
জগৎসঙ্কল্পনগরে সত্যং ব্রহ্মণ ঈপ্সিতম্ ॥ ৭২ ॥
চিৎস্বভাবেন শুদ্ধেন যদ্‌বুদ্ধং যচ্চ যাদৃশম্।
তদশুদ্ধোঽন্যথা কর্ত্তুং ন শক্তঃ কীটকো যথা ॥ ৭৩ ॥

কীদৃশং তৎকল্পনং তদাহ—নিরাধারমিতি ॥ ৬৬ ॥

তেন প্রজাপতিনা। চত্বারো বেদাঃ স্মৃতয়শ্চেতি পঞ্চ। 'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবম্' ইতি বা পঞ্চ। 'জ্ঞানোপদেশনাঃ। ণ্যন্তাদ্যুচ্ ॥ ৬৭ ॥

অথ তেন প্রজাপতিনা ইতি কল্পিতং সঙ্কল্পিতম্। কিমিতি। বেদবিদস্তপস্বিনো বাদৈশ্চকারাৎ সহজবৃত্ত্যা বা যদযদ্‌ব্রূয়ুস্তত্তদবশ্যং স্যাদিতি ॥ ৬৮ ॥

এবং সর্ব্ববস্তুস্বভাবভেদা অপি তেনৈব কল্পিতা ইত্যাহ—ইদমিতি। ইদং ব্রহ্ম চিজ্জড়ব্যাবৃত্তস্বভাবম্। খং ছিদ্রস্বভাবম্। বায়ুশ্চেষ্টাস্বভাবঃ। অগ্নি-রুষ্ণতাস্বভাব ইত্যাদি। এবমিয়ং সর্ব্বা কল্পনা প্রজাপতিবেষস্য চিদ্ধাতোরেব কল্পনেত্যাহ—চিদ্ধাতুরিতি। অনুভবতি সত্যসঙ্কল্পত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬৯—৭১ ॥

তত্র সদাত্মতাং দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—শিলেতি। ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেরধিকার-প্রারব্ধভোগায়েপ্সিতম্। বরসঙ্কল্পজং বরশাপাদিস্বসঙ্কল্পেন তদ্বিরুদ্ধেন জনৈঃ কৃতো নান্যথা ক্রিয়তে তত্রাহ—চিৎস্বভাবেনেতি ॥ ৭২-৭৩ ॥

অভ্যস্তং বহুলং সংবিৎ পশ্যতীতরদন্বকম্ ।
স্বপ্নে জাগ্রৎস্বরূপে চ বর্ত্তমানেঽখিলঞ্চ সৎ ॥ ৭৪ ॥
সদা চিদ্ব্যোম চিদ্ব্যোম্নি কচদেকমিদং নিজম্ ।
দ্রষ্টৃদৃশ্যাত্মকং রূপং পশ্যদাভাতি নেতরৎ ॥ ৭৫ ॥
একং দ্রষ্টা চ দৃশ্যঞ্চ চিন্নভঃ সর্ব্বগং যতঃ ।
তস্মাদ্‌যথেষ্টং যদ্‌যত্র দৃষ্টং তৎ তত্র সৎ সদা ॥ ৭৬ ॥
বায্বঙ্গস্পন্দনবজ্জলাঙ্গদ্রবভাববৎ ।
যথা ব্রহ্মণি ব্রহ্মত্বং তথাজস্যাঙ্গগং জগৎ ॥ ৭৭ ॥
ব্রহ্মৈবাহং বিরাড়াত্মা বিরাড়াত্মবপুর্জ্জগৎ ।
ভেদো ন ব্রহ্মজগতোঃ শূন্যত্বাম্বরয়োরিব ॥ ৭৮ ॥
যথা প্রপাতে পয়সো বিচিত্রাঃ কণপঙ্‌ক্তয়ঃ ।
বিচিত্রদেশকালান্তা নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ৭৯ ॥
নিপত্যৈবৈকয়া কল্পং মনোবুদ্ধ্যাদিবর্জ্জিতাঃ ।
আত্মন্যেবাত্মনো ভান্তি তথা যা ব্রহ্মসংবিদঃ ॥ ৮০ ॥

অশুদ্ধানাধস্বতন্ত্রকল্পনাভ্যাসদার্ঢ্যাদপি ন তদ্বিরুদ্ধকল্পনস্বাতন্ত্র্যমিত্যাশয়েনাহ—অভ্যস্তমিতি। শৃঙ্খলাবদ্ধোঽহমিতি দৃঢ়তরজাগ্রৎসংস্কারবতঃ স্বপ্নেঽপি শৃঙ্খলাবন্ধপারতন্ত্র্যস্যৈবানুভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৭৪ ॥

এবং কল্পিতত্রিপুটীবেষেণ কচনেঽপি চিত উদাসীনসাক্ষিস্বভাবেনাপি সদৈব কচনমস্ত্যেবেত্যাহ—সদেতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যগ্রহণং ত্রিপুট্যুপলক্ষণম্ ॥ ৭৫ ॥

সাক্ষিচিতস্ত্রিপুটীব্যাপ্তিবলাদেব তৎসত্তাসম্পাদকত্বমিত্যাহ—একমিতি। একচিৎসত্তোপজীবিত্বাদেকম্ ॥ ৭৬ ॥

ধাতৃসাক্ষ্যধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকত্বাত্তদঙ্গগতমেবেদং জগদিতি সদৃষ্টান্তমাহ—বায্বিতি। ব্রহ্মত্বং জগদাকারবৃংহণহেতুমায়াশক্তিমত্ত্বং চ যথা তথেত্যর্থঃ। অজস্য বিরাজঃ ॥৭৭॥

পূর্ব্বং ব্রহ্মণ্যধ্যস্তং জগদিত্যসকৃদুক্তমিদানীং কথমজস্যাঙ্গগমিত্যুচ্যতে তত্রাহ—ব্রহ্মৈবেতি। প্রপাতে পর্ব্বতাগ্রাদগঙ্গাদীনামধঃ পতনস্থানে ॥ ৭৮-৭৯ ॥

একয়ৈব ধারয়া আকল্পং নিপত্য কণসহস্রকোটিভেদবিভক্তাঃ পুনরেকতামাপন্না আত্মনঃ স্বস্যৈকপ্রবাহাত্মন্যেব ভান্তি তথা যা বিচিত্রা ব্রহ্মসংবিদো জগদ্ভেদা অপি বোধ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

তাভিঃ স্বয়ং স্বদেহেষু বুদ্ধ্যাদিপরিকল্পনাঃ।
কৃতোররীকৃতা সর্গশ্রীরস্মাভির্ভবতা যথা ॥ ৮১ ॥
তদেবং জগদিত্যস্তি দুর্ব্বোধেন মম ত্বিদম্।
অকারণকমদ্বৈতমজাতং কর্ম্ম কেবলম্ ॥ ৮২ ॥
অন্তস্থিতিঃ শরীরেঽস্মিন্ যাদৃগ্রূপানুভূয়তে।
উপলাদৌ জড়া সত্তা তাদৃশী পরমাত্মনঃ ॥ ৮৩ ॥
যথৈকস্যাং সুনিদ্রায়াং সুষুপ্তস্বপ্নকৌ স্থিতৌ।
তথৈতে সর্গসংহারভাসৌ ব্রহ্মণি সংস্থিতে ॥ ৮৪ ॥
সুষুপ্তস্বপ্নয়োর্ভাতঃ প্রকাশতমসী যথা।
একস্যামেব নিদ্রায়াং সর্গাসর্গৌ তথা পরে ॥ ৮৫ ॥
যথা নরোঽনুভবতি নিদ্রায়াং দৃষদঃ স্থিতিম্।
পরমাত্মানুভবতি তথৈতজ্জড়সংস্থিতিম্ ॥ ৮৬ ॥
অঙ্গুষ্ঠস্যাথবাঙ্গুল্যা বাতাদ্যস্পর্শনে সতি।
যোঽন্যচিত্তস্যানুভবো দৃষদাদৌ স আত্মনঃ ॥ ৮৭ ॥

এতাবাংস্তু বিশেষো যৎকল্পপঙ্ক্তয়ো মনোবুদ্ধ্যাদিবর্জ্জিতাঃ তাভির্ব্রহ্মসংবিত্তিস্তু স্বদেহেষু স্বয়ং মনোবুদ্ধ্যাদিকল্পনাঃ কৃত্বা সর্গশ্রীর্ভোগ্যত্বেনোররীকৃতেতি ॥ ৮১ ॥

মনোবুদ্ধ্যাদিকল্পনাত্যাগে তু অজ্ঞানমাত্রং জগৎ পর্য্যবস্যতীত্যাশয়েনাহ— তদেবমিতি। মনোবুদ্ধ্যাদিবিক্ষিপ্তাজ্ঞানলক্ষণেন দুর্ব্বোধেন মম দুর্ব্বোধরহিতস্য দৃশা ত্বিদং মনোবুদ্ধ্যাদি সর্ব্বং জগৎকর্ম্ম কালত্রয়েপ্যজাতমেব ॥ ৮২ ॥

অস্মিন্ শরীরে অন্তস্থিতির্মৃতাবস্থা যাদৃগ্রূপা মনোবুদ্ধ্যাদিরহিতানুভূয়তে। উপলাদৌ জড়া সত্তা চ যাদৃগ্রূপা তাদৃশী পরমাত্মনোঽপি মনোবুদ্ধ্যাদিরহিতৈব নির্বিক্ষেপসত্তা বোধ্যেত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

এবং চ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ স্বাবপ্যজ্ঞাননিদ্রাবান্তরবিশেষাবেবেত্যাহ—যথেতি ॥ ৮৪ ॥

নন্বু সর্গে সূর্য্যাদিপ্রকাশাস্তর্হি তমোরূপপ্রলয়বিলক্ষণাঃ কথং তত্রাহ— সুষুপ্তেতি ॥ ৮৫ ॥

চিত্যেব জড়াজড়ভেদকল্পনেঽপি স্বপ্ন এব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—যথেতি ॥ ৮৬ ॥

চেতনে জাড্যানুভবাপ্রসিদ্ধিং বারয়তি—অঙ্গুষ্ঠস্যেতি। অন্যত্র বিষয়ান্তরে

ব্যোমোপলজলাদীনাং যথা দেহানুভূতয়ঃ।
তথাস্মাকমচিত্তানামস্থ নানানুভূতয়ঃ ॥ ৮৮ ॥
কালে কল্পেষু ভান্ত্যেতা যথাহোরাত্রসংবিদঃ।
যথা সংখ্যাঃ পরে ভান্তি সর্গসংহারসংবিদঃ ॥ ৮৯ ॥
আলোকরূপমননানুভবৈষণেচ্ছা
মুক্তাত্মনি স্ফুরতি বারিঘনে স্বভাবাৎ।
আবর্ত্তবীচিবলয়াদি যথা তথাহয়ং
শান্তে পরে স্ফুরতি সংহৃতিসর্গপূগঃ ॥ ৯০ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
ব্রহ্মগীতাসু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি প্রতিপাদনযোগোপদেশো
নাম ষড়শীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৬ ॥

ব্যাসক্তচিত্তস্য পুরুষস্যাঙ্গুষ্ঠস্যাঙ্গুল্যন্তরস্য বা বাতাতপধূল্যাদিস্পর্শনে জাতে সতি যো জাতোঽপ্যজাতপ্রায়োঽনুভবঃ প্রসিদ্ধঃ স তাদৃশ এব দৃষদাদৌ বিদ্যমানোঽপ্য-বিদ্যমানপ্রায়ো জাড্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

এবং জড়স্যাপি চেতনভাবানুভবপ্রসিদ্ধিমাহ—ব্যোমেতি। দেহে বিরাড়দেহ-ভাবে তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাদেহভাবে বা যথা অনুভূতয়স্তথা প্রলয়ে অচিত্তানাম-স্মাকমস্য সর্গকালে সচিত্তত্বলাভেনানুভূতয়ঃ। তবাস্মাকমিতি পাঠে 'ত্যদাদীনি সর্ব্বৈর্নিত্যং' ত্যদাদীনাং মিথঃ সহোক্তৌ যৎ পরং তচ্ছিষ্যত ইত্যেকশেষাভাব-শ্ছান্দসঃ ॥ ৮৮ ॥

অখণ্ডকালে ব্রহ্মদিনভেদরূপেষু কল্পেষু যথাঽস্মাকমহোরাত্রসংবিদো ভান্তি তথা অসংখ্যাঃ পরমাত্মনি সর্গসংহারসংবিদো ভান্তি ॥ ৮৯ ॥

যথা বারিঘনে উদকৈকস্বভাবে সমুদ্রে স্বভাবাদেব আবর্ত্তবীচিবলয়াদি স্ফুরতি তথা অলোকনমালোকস্তদ্বিষয়রূপং তন্মননং তস্য ভোগলক্ষণোঽনুভবস্তদেষণা রাগস্ততঃ পুনস্তৎপ্রাপ্তীচ্ছেত্যাদিবিক্ষেপবিনির্মুক্তাত্মনি অত এব শান্তে পরে পদে অয়ং সংহৃতিসর্গপূগঃ স্বভাবত এব স্ফুরতি ন প্রমাণতত্ত্বদর্শনে সতীত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে
উত্তরার্দ্ধে ষড়শীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

বিচিত্রাণামসংখ্যানাং ভাবানাং নিয়তিঃ কুতঃ।
কথং স্বভাবো ভাবানামেকরূপঃ স্থিতোঽচলঃ ॥ ১ ॥
সংস্বসংখ্যেষু দেবেষু সূর্য্য এবোগ্রভাঃ কথম্।
দীর্ঘত্বমথ হ্রস্বত্বং দিবসানান্তু কিংকৃতম্ ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কাকতালীয়বদ্ভানং যৎ পরে নিয়তং স্বতঃ।
যথাস্থিতং যথারূপং স্থিতে তজ্জগদুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সর্ব্বশক্তের্যথা যদ্‌যদ্ভাতি তত্তত্তথৈব সৎ।
সংবিৎসারতয়া যায়াৎ কথং ভাতমভাততাম্ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বভাবস্বভাবোঽত্র নিয়তিশ্চোপবর্ণ্যতে।
উৎপত্তির্জীবতাপ্রাপ্তিহেতূনাং ব্রহ্মশুদ্ধতা ॥

নিয়তিঃ কার্য্যকারণভাবাদিনিয়মঃ অগ্নিজলাদেরৌষ্ণ্যদ্রবত্বাদিঃ স্বভাবশ্চ অচলঃ অব্যভিচরিতঃ কথং কেন হেতুনা জগতি স্থিতঃ। স্বাপ্নমানোরথিকাদি-মথ্যার্থান্তরেষ্বদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

কেন কৃতং কিংকৃতম্ ॥ ২ ॥

আদিসর্গে যদয়ংকাকতালীয়ন্যায়েন ধাতুর্যথা যথা ভাতং তত্তথৈবার্থক্রিয়াদিনা নিয়তং স্থিতং তত্র ধাতুরিচ্ছৈব তদব্যভিচারে হেতুরেবং বস্তুস্বভাবেঽপি বাধ্যমিত্যাশয়েনান্ত্যপ্রশ্নয়োর্বশিষ্ঠ উত্তরমাহ—কাকতালীয়েত্যাদিনা। পরে বধাতরি যৎকাকতালীয়বন্নিয়তং সর্গাদৌ ভানং তদযথারূপং যথা চ কার্য্যকারণ-ভাবেন স্থিতং তথৈবাদ্যাপি জগদুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নিয়তায়া ঈশ্বরশক্তেরন্যথাভাবাযোগাত্তা নিয়তিরব্যভিচরিতেত্যাশয়েনাহ—সর্ব্বশক্তেরিতি। সংবিৎসারতয়া সত্যসঙ্কল্পসংবিদঃ অস্মদাদিস্বপ্নমনোরথ-বিরুদ্ধসারত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যথাস্থিতং যথা ভাতি চিত্ত্বাদ্‌ব্রহ্ম চিরায় যৎ।
তস্য ভানমভানাভং নিয়ত্যভিধমেব তৎ ॥ ৫ ॥
ইদমিত্থমিদং চেত্থং স্বয়ং ব্রহ্মেতি ভাতি যৎ।
তন্নিয়ত্যভিধং প্রোক্তং সর্গসংহাররূপধৃক্ ॥ ৬ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাখ্যং যৎ স্বতঃ কচনং চিতি।
তত্ততোঽনন্যদেকাচ্ছং দ্রবত্বমিব বারিণি ॥ ৭ ॥
যথা শূন্যত্বমাকাশে কর্পূরে সৌরভং যথা।
যথৌষ্ণ্যমাতপে নান্যজ্জাগ্রদাদি তথা চিতি ॥ ৮ ॥
সর্গপ্রলয়নাম্ন্যেকপ্রবাহানন্যসত্তয়া।
চিন্মাত্রগগনাত্মৈকব্রহ্মাত্মন্যেব সংস্থিতম্ ॥ ৯ ॥
সর্গোঽয়মিতি তদ্‌বুদ্ধং ক্ষণং যৎকচনং চিতঃ।
কল্পোঽয়মিতি তদ্‌বুদ্ধং ক্ষণং তৎকচনং চিতঃ ॥ ১০ ॥
তৎকালস্তৎক্রিয়া তৎখং দেশদ্রব্যোদয়াদি তৎ।
যৎ স্বপ্ন ইব চিন্মাত্র-কচনং স্বস্বভাবতঃ ॥ ১১ ॥

মায়োদরে স্থিতস্যৈব সর্গকালে ভানং প্রলয়কালে সৌক্ষ্ম্যাপত্ত্যা তদেবাভানাভ
ভবতীত্যনাদিরেব সর্ব্ববস্তূনামর্থক্রিয়াশক্তিরিতি তদেব নিয়তিনামকমিতি ব
বোধ্যমিত্যাহ—যথাস্থিতমিতি ॥ ৫ ।

ব্রহ্মৈব নিয়তসর্ব্বার্থক্রিয়াসমর্থং জগদাকারতাং ধত্তে ইতি বা নিয়তিপ্রতিষ্ঠা
সিদ্ধিরিত্যাহ—ইদমিতি ॥ ৬ ॥

অবস্থাত্রয়স্যাজ্ঞাতাত্মস্বভাবত্বাদ্বা যথাদৃষ্ট-নিয়ত্যব্যভিচার-সিদ্ধিরিত্যাহ—
জাগ্রদিতি ॥ ৭ ॥

তস্য তৎস্বভাবতাং দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়তি—যথেতি ॥ ৮ ॥

একপ্রবাহানন্যসত্তয়া বীজাঙ্কুরন্যায়েন সর্গপ্রলয়প্রবাহানাদিতয়া চিন্মাত্র
গগনাত্মকে একব্রহ্মাত্মন্যেব যতস্তিষ্ঠতি ততোঽপি নিয়তার্থক্রিয়াসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অতএব চিৎকচনানুসারেণৈব সর্ব্বনিয়মব্যবস্থা। ক্ষণস্যাপি কল্পোঽয়মিতি
চিৎকচনে অকল্পত্বসাধকান্তরাভাবাদিত্যাশয়েনাহ—সর্গোঽয়মিতি ॥ ১০ ॥

রূপালোকমনস্কারদেশকালক্রিয়াদি তৎ।
চিত্ত্বং কচতি চিদ্ব্যোম্নি যন্নামানাকৃতি স্বতঃ ॥ ১২ ॥
যদ্যথা কচিতং কালং যৎকিঞ্চিৎ কল্পিতং তথা।
তেনৈবেয়ং হি নিয়তিরিত্যপ্যাকাশরূপকম্ ॥ ১৩ ॥
আকল্পাখ্যং নিমেষং যৎ কচনং চৈকরূপকম্।
স্বাভাবিকাঃ স্বভাবং তং প্রাহুঃ প্রস্থতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৪ ॥
একস্য সংবিন্মাত্রস্য পদার্থশততা তথা।
যথেদং সংবিদংশস্য রূপং স্বং স্বমনুজ্ঝতঃ ॥ ১৫ ॥
সংবিন্ময়ে সংবিদো যাঃ কচন্তীব পরে তথা।
তাভিস্তেষাং স্বদেহানাং যাসাং সা কলনা কৃতা ॥ ১৬ ॥
চিদুর্ব্বী সলিলং তেজঃ স্পন্দঃ শূন্যত্বমেব চ।
প্রত্যেকমাকরস্তেষাং তানি স্বপ্ন ইবাম্বরম্ ॥ ১৭ ॥

অতএব কালক্রিয়াদেশদ্রব্যাদিবস্তুভেদাত্মনা চিৎকচনমেব সর্ব্ববস্তুস্বভাবো নিয়তিশ্চেত্যাহ—তদিত্যাদিনা ॥ ১১-১২ ॥

ইত্যেবং কচিতমপ্যাকাশরূপকমেব ন সত্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইদানীং 'কথং স্বভাবো ভাবানামিতি প্রশ্নং সমাধত্তে—আকল্পাখ্যম্' ইতি। কল্পাখ্যং ব্রহ্মনিমেষমভিব্যাপ্য ভাবানাং সদেকরূপং কচনং তমেব প্রতিবস্তু নিয়তস্বভাবং প্রাহুঃ স্বাভাবিকাঃ স্বভাবতত্ত্ববিদঃ ॥ ১৪ ॥

একস্যৈব বহ্ন্যাদিবস্তুনো দেশকালভেদেনানেকধাভূতস্যাপি স্বরূপমনুজ্ঝতো যদেকমনুগতমৌষ্ণ্যপ্রকাশরূপং স এব তত্তেদেষ্বনুগতস্বভাবঃ। যথা সংবিদংশস্য জীবস্য সর্ব্বানুগতং চিৎস্বরূপমেব স্বভাবস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

সংবিৎপ্রচুরে বৃত্তিভেদেঽপি যাশ্চিদাভাসসংবিদঃ কচন্তীব তাঃ স্বভাবঃ। পরে তদ্বিষয়ে উর্ব্বীসলিলতেজোবায়্বাদৌ তাভির্বৃত্ত্যাভাসসংবিত্তিঃ স্বদেহপ্রায়াণাং তেষাং বৃত্তিভেদানাং মধ্যে যাসাং যাসাং বৃত্তীনাং যদযদাকারকলনা যা যা কৃতা স আকারঃ স্বভাব ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নানাকারভেদানেবোদাহৃত্য তেষামধিষ্ঠানচিদাকাশ এব পারমার্থিকঃ স্বভাব ইতি দর্শয়তি—চিদিতি। তান্যুর্ব্ব্যাদীনি প্রত্যেকং স্বকার্য্যাণামাকরঃ খনিঃ।

তত্র সপ্রতিঘস্যাস্য কঠিনস্যাকরো মহান্।
ভূপীঠং জনতাধারো রাজন্ রাজেব রাজতে॥ ১৮॥
অপামব্ধিঃ প্রধানানাং তেজসামেষ ভাস্করঃ।
স্পন্দস্য পবনো ব্যোম শূন্যতায়া জগদ্গতম্॥ ১৯॥
পঞ্চানামিতি ভূতানামাকরত্বেন সংবিদঃ।
পঞ্চ তান্যুচিতা ব্রাহ্ম্যাঃ প্রশ্নঃ কিং ভাস্করং প্রতি॥ ২০॥
বুধা সংবিচ্চিদিত্যুক্তা সর্ব্বগা সর্ব্বরূপিণী।
সর্ব্বত্র স্বমহিম্নৈষা সর্ব্বৈরেবানুভূয়তে॥ ২১॥
ব্রহ্মাত্মা ব্রহ্মবালোঽয়ং স্বসংবিৎস্ফুরণামিমাম্।
ব্যোমাত্মক্ষৌমভূনাম্নীং স্ফারয়ত্যম্বরাকৃতিঃ॥ ২২॥

উর্ব্বীপার্থিবানাং সর্ব্ববস্তূনামনুগতঃ স্বভাব এবং সলিলাদয়োঽপি। তেষাং। চিদম্বরং মায়াশবলং ব্রহ্মৈবাকর ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—তত্রেত্যাদিনা। রাজেব জীবনপ্রদঃ॥ ১৮॥

প্রধানানাং গঙ্গাদীনামগ্ন্যাদীনাং চ জগদ্গতং সর্ব্বস্বস্ববিশেষেষনুগতম্ নপুংসকৈকশেষে একবদ্ভাবঃ॥ ১৯॥

তেষামম্বরমিত্যংশং বিশদয়তি—পঞ্চেতি। তানি পঞ্চমহাভূতানি ব্রাহ্ম্যাঃ সংবিত্তয় এব তথোদিতা ইতি ব্রহ্মৈব তদনুগতঃ সৎস্বভাব ইত্যর্থঃ। এতেন 'সৎস্বসংখ্যেসু দেবেষু সূর্য্য এবোগ্রভাঃ কথম্' ইতি প্রশ্নোঽপি সমাহিত ইত্যাশয়েনাহ—প্রশ্ন ইতি। স্বভাবপ্রশ্নোত্তরেণৈব সমাহিতত্বাৎ পৃথক্প্রশ্নো ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ২০॥

বুধা সর্ব্বাবভাসকত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞা সৈব সর্ব্বরূপিণীতি স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বমহিম্নৈব সর্ব্বত্র পরমঃ স্বভাবপরমাকারঃ পরমা নিয়তিরিতি চ সর্ব্বৈরেবাভিজ্ঞৈরব-গম্যতে॥ ২১॥

অয়ং চতুর্মুখাখ্যো ব্রহ্মবালঃ স্বাত্মভূতসংবিৎস্ফুরণং ব্যোমাত্মকং ক্ষৌমং প্রাবরণং যস্যাস্তথাবিধাং ভূনাম্নীং স্বয়ং ব্রহ্মাত্মত্বাদ্ব্রহ্মাম্বরাকৃতিরেব সন্ স্বস্মিন্ স্ফারাং করোতি স্ফারয়তি বিস্তারয়তি। নামধাতুঃ স্ফুরতের্ব্বা 'চিস্ফুরোর্ণৌ' ইত্যাত্বম্॥ ২২॥

সা যদৈতত্তথৈতচ্চ চিরমত্যজসংবিদা।
তদা তদঙ্গস্থার্কাদের্নাতো নোৎপাদি চঞ্চলম্ ॥ ২৩ ॥

সঙ্কল্পপূর্ব্বমশকজালবদ্ধিষ্ণ্যচক্রকম্।
আবর্ত্তবর্ত্তিনা ভাতি চিদ্ব্যোমেদং চ দৃশ্যবৎ ॥ ২৪ ॥

তত্র প্রভাস্বরাঃ কেচিৎ কেচিদপ্যল্পভাস্বরাঃ।
কেচিচ্চাভাস্বরাভাতাঃ পদার্থাশ্চিত্ররূপিণঃ ॥ ২৫ ॥

পদার্থজাতং ত্বেতাবন্ন জাতং ন চ দৃশ্যতে।
জস্যাজাতমিদং ভাতি খমাত্মা স্বপ্নদৃশ্যবৎ ॥ ২৬ ॥

চিন্মাত্রমাত্মা সর্ব্বেশঃ সর্ব্ব এবাতিদৃশ্যবৎ।
নশ্যতীব বিদেহে স্বে ন চ ভাতি ন নশ্যতি ॥ ২৭ ॥

যদা সা মায়া শবলা সর্ব্বজ্ঞসংবিদঙ্গস্য চতুর্মুখস্য সংবিদা সহ তৎস্থূলমেতৎ সূক্ষ্মং প্রপঞ্চমত্তি স্বাত্মন্যুপসংহরতি তদা তদঙ্গস্য চতুর্মুখসংবিদঙ্গস্যার্কাদেশ্চঞ্চলং ণস্বভাবং রূপং নোৎপাদি। যতস্তৎ অতঃ অস্মাদুপসংহারাদত্তা না পুরুষ এব পশ্যত ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতা কল এব মধ্যে স্থাতা' ইতি ॥ ২৩ ॥

'দীর্ঘত্বমথ হ্রস্বত্বং দিবসানাং তু কিংকৃতম্' ইতি প্রশ্নস্ত জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যস্য ক্ষিণোত্তরমার্গগতিভেদপ্রসিদ্ধ্যৈব দত্তোত্তর ইতি সূচয়ন্ জ্যোতিশ্চক্রং দর্শয়তি—ঙ্কল্পেতি। লূতাকীটেন সঙ্কল্পপূর্ব্বকং বাহ্যসাধননিরপেক্ষয়ৈব বিরচিতমশকবন্ধন-লবদ্ধাত্রা সঙ্কল্পজালমাত্রনির্ম্মিতং গ্রহনক্ষত্রাদিধিষ্ণ্যভূতং শিশুমারচক্রকং জ্যোতিঃ-স্ত্রাদৌ প্রসিদ্ধমেব। তদেব দক্ষিণোত্তরায়ণমার্গাবর্ত্তবর্ত্তিনা সূর্য্যেণ নিমিত্তেনেদং পৃষ্ঠং দিবসানাং হ্রস্বদীর্ঘত্বং তজ্জাবর্ত্তবদ্দৃশ্যবন্নিয়তং ভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

'সংস্বসংখ্যেষু দেবেষু সূর্য্য এবোগ্রভাঃ কথম্' ইতি প্রশ্নে যে অনেকে দেবা ক্রান্তান্ জ্যোতিশ্চক্রে নক্ষত্রাদিরূপেণ স্থিতান্ দর্শয়তি—তত্রেতি। অভাস্বরা হ্বাদয়ঃ প্রাগুক্ততামসনক্ষত্রাণি চ ॥ ২৫ ॥

এবং প্রশ্নান্ সমাধায় প্রকৃতমেবালম্ব্যাহ—পদার্থজাতমিতি ॥ ২৬ ॥

স্বমহং সর্ব্ব এব অতিদৃশ্যবৎ প্রসিদ্ধো ভাতি। বিদেহে মৃতে পুরুষে শ্যতীব ॥ ২৭ ॥

স্বপ্নদর্শনবদ্ভাতি যচ্চিদ্ব্যোম চিদম্বরে।
চিদ্ব্যোমত্বাদৃতে রূপং তদস্য জগতঃ কুতঃ ॥ ২৮ ॥
যদ্‌যথা স্ফুরিতং তস্য যাবৎ সত্তং স্ফুরদ্বপুঃ।
তৎ স্বভাবনিয়ত্যাখ্যৈঃ শব্দৈরিহ নিগদ্যতে ॥ ২৯ ॥
গগনাঙ্গস্য সত্তান্তঃ শব্দতন্মাত্রকল্পয়া।
কুশূলবীজাঙ্কুরবৎ তিষ্ঠত্যাশান্তরূপিণী ॥ ৩০ ॥
সম্পদ্যতে তত ইদমিতীয়ং রচনেহ যা।
কৃতা সা মুগ্ধবোধায় মূর্খৈর্বিরচিতা মুধা ॥ ৩১ ॥
নাস্তমেতীহ নোদেতি তৎ কদাচন কিঞ্চন।
শিলাজঠরবচ্ছান্তমিদং নিত্যং সদপ্যসৎ ॥ ৩২ ॥
যথাবয়বিনো নান্তঃ সদেবাবয়বার্ণবঃ।
নাস্তং যান্তি ন চোদ্যন্তি জগন্ত্যাত্মপদে তথা ॥ ৩৩ ॥

রূপং পারমার্থিকস্বরূপম্ ॥ ২৮ ॥

তৎপারমার্থিকসদ্রূপমেবাধ্যস্তে যাবৎকালং ঘটাদের্বিদ্যমানতা তাবত্তত্তাদাত্ম্যেন স্ফুরদ্বপুরাস্তে তদেব স্বভাবনিয়ত্যাদিশব্দৈর্নিগদ্যতে ॥ ২৯ ॥

তত্র সা ব্রহ্মসত্তা গগনরূপস্য প্রথমজস্য স্বাঙ্গস্যান্তঃ শব্দতন্মাত্রকল্পয়া স্থিত্যা কুশূলান্তর্গতেষু বীজেষ্বনাবির্ভূতাঙ্কুরশক্তিবদ্বায্বাদিজগদ্বীজশক্তিতয়া আশান্ত-রূপিণী অনাবির্ভূতা তিষ্ঠতি ॥ ৩০ ॥

ততস্তস্যাঃ সকাশাদিদং বায়ুতেজোম্বুধরালক্ষণভূতভৌতিকাত্মকং জগৎ ক্রমেণ সম্পদ্যতে ইতি ইয়ং কল্পনা সংমুগ্ধানামজ্ঞানাং তত্ত্ববোধায় জগদ্বিরচন-প্রতিপাদনেচ্ছয়া শ্রুতিভির্মুনিভিশ্চ কৃতা ন সৃষ্টিরেব তাত্ত্বিকীতি প্রতিপাদনায়। তথাত্বে মূর্খৈরেবেয়ং সৃষ্টিকথা বিরচিতা মুধৈব স্যাৎ। ন হি বাস্তবী সৃষ্টিরিতি পরিজ্ঞানে কস্যচিৎ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃষ্টং শ্রুতং বাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

যতস্তত্তাত্ত্বিকং ব্রহ্মরূপং নাস্তমেতি নোদেতি চ। তত ইদং প্রপঞ্চরূপং পরসত্তয়া সদপি স্বতঃ অসদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অপৃথক্‌সত্তাকত্বে ব্রহ্মান্তর্জগদবয়বপ্রায়মুদয়াস্তময়রহিতমেব পর্য্যবস্যতীত্যাহ—যথেতি। আদ্যো নকারঃ পৃথক্‌সত্তানিরাসার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্ম ব্যোম্নি জগদ্ব্যোম ব্যোম ব্যোম্নীব বিদ্যতে।
তৎ কথং কিল সংশুদ্ধমস্তমায়াত্যুদেতি বা ॥ ৩৪ ॥

তস্যানন্তপ্রকাশাত্ম-রূপস্যাততচিন্মণেঃ।
সত্তামাত্রাত্মকচনং যদজস্রং স্বভাবতঃ ॥ ৩৫ ॥

তদাত্মনা স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সংবিদূহামর্শনসূচকম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদূহিতরূপকম্।
আকাশাদণু শুদ্ধঞ্চ সর্ব্বস্মিন্ ভাবিবোধনম্ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ সা পরমা সত্তা সতী তচ্চেতনোন্মুখী।
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তয়া ॥ ৩৮ ॥

ঘনসংবেদনাৎ পশ্চাদ্ভাবিজীবাদিনামিকা।
সা ভবত্যাত্মকলনা যন্তবন্তী পরং পদম্ ॥ ৩৯ ॥

গর্ভীকৃত্য স্থিতানাখ্যা চিদাকাশাপিধানতাম্।
সম্প্রতি ত্বতিশুদ্ধস্য পদস্যানন্যরূপিণী ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মসত্তাতিরিক্তজগৎসত্তাপলাপে জগচ্ছুদ্ধং ব্রহ্মৈব পর্য্যবস্যতীত্যস্তোদয়াদি-বৈচিত্র্যমস্য গতমিত্যাহ—ব্রহ্ম ব্যোম্নীতি ॥ ৩৪ ॥

এবং জগতত্ত্বপর্য্যালোচনে ব্রহ্মমাত্রতাং প্রতিপাদ্য ব্রহ্মণ এব স্বতাত্ত্বিকরূপ-বিস্মরণে জগদ্রূপাপত্তিং বক্তুমুপক্রমতে—তস্যেত্যাদিনা ॥ ৩৫ ॥

অগৃহীতাত্মকমজ্ঞাতমতএব প্রথমমন্যথাভাবাদূহামর্শনসূচকম্ ॥ ৩৬ ॥

তত উহিতরূপকং ভাবিপ্রপঞ্চপর্য্যালোচনাত্তস্যোদ্বোধনম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্য পর্য্যালোচিতার্থস্য সম্যক্চেতনোন্মুখী সতী চেতয়তীতি চিদিতি ব্যুৎ-পত্ত্যবসরলাভাচ্চিন্নামযোগ্যা ভবতি ॥ ৩৮ ॥

তদুত্তরং যন্তবতি তদাহ—ঘনেতি। যন্তবন্তী সতী অধিকারিজন্মলাভে পুনঃ পরং পদং ভবতি ॥ ৩৯ ॥

ননু সা সদৈব পরং পদম্। বচনেন তস্যা অধিকারিদেহজ্ঞানলাভেন কোঽতিশয়স্তত্রাহ—গর্ভীকৃত্যেতি। যতঃ সা জীবত্বে চিদাকাশাচ্ছাদিকামবিদ্যাং গর্ভীকৃত্য স্থিতা অতঃ অনাখ্যা অপ্রখ্যায়মানপরপদস্বভাবা জ্ঞানলাভে সম্প্রতি তদ্বস্য পদস্যানন্যরূপিণী লব্ধাখণ্ডৈক্যেব সম্পন্নেত ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

স্বৈতৈকভাবনামাত্রসারসংসরণোন্মুখী।
তদা বিনাভাবকৃতা অনুতিষ্ঠন্তি তামিমাঃ ॥ ৪১ ॥
শূন্যরূপা স্বসত্তৈকা শব্দাদিগুণগর্ভিণী।
চিন্তাবনাভিসম্পন্না ভবিষ্যদভিধার্থতা ॥ ৪২ ॥
অহন্তোদেতি তদনু সহ বৈ কালসত্তয়া।
ভবিষ্যদভিধার্থে তে বীজং মুখ্যং জগৎস্থিতেঃ ॥ ৪৩ ॥
চিতিশক্তেঃ পরায়াস্তু স্বসংবেদনমাত্রকম্।
জগজ্জালমসদ্রূপং চেতনাৎ সদিব স্থিতম্ ॥ ৪৪ ॥
এবম্প্রায়াত্মিকা সা চিদ্বীজং সঙ্কল্পশাখিনঃ।
অহন্তাং ভাবয়ত্যন্তঃ সৈবেহ ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥
জীবাভিধানা সৈষাত্ম ভাবাভাবপ্লবভ্রমৈঃ।
ভ্রমত্যাত্মপদে বীচিরূপৈর্বারীব বারিণি ॥ ৪৬ ॥
চিদেবংভাবনবতী ব্যোম তন্মাত্রভাবনাম্।
স্বতো ঘনীভূয় শনৈঃ স্বতন্মাত্রং প্রচেততি ॥ ৪৭ ॥

তদা আবৃততাদশায়াং স্বতা আত্মতাদাত্ম্যাধ্যাসস্তদেকভাবনামাত্রসারে দেহেন্দ্রিয়াদিনা সংসরণোন্মুখী সতী বিনাভাবঃ স্বরূপবিয়োগস্তৎকৃতাস্তামিমাঃ তমু গ্লানৌ তমনং তানস্তন্নিমিত্তকর্ম্মাণি তামিমা অনুতিষ্ঠতি। 'তাভিমা' ইতি পাঠে তাঃ প্রসিদ্ধাঃ অভিমানান্তভিমাঃ। সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৪১ ॥

সা স্বসত্তা একৈব বস্তন্তরশূন্যরূপেব শব্দাদিগুণগর্ভিণী সবিকল্পচিন্তাবনাভ্রান্ত্যা অভিসম্পন্না। ভবিষ্যন্তী নামাকাশাদিপঞ্চভূতাভিধানামর্থতাপ্রবৃত্তিনিমিত্তভূত সূক্ষ্মভূতাত্মিকেতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

তয়া অহঙ্কারপ্রধানলিঙ্গদেহকল্পনামাহ—অহন্তেতি। লিঙ্গদেহঘটকপ্রাণক্রিয়া প্রযুক্তকালসত্তয়া। তেঽহন্তাকালসত্তে ॥ ৪৩ ॥

তত্র জীবচিদভিব্যক্ত্যা তত্র জগদ্ভ্রান্তিরিত্যাহ—চিতিশক্তেরিতি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

আত্মপদে মায়াশবলব্রহ্মণি ॥ ৪৬ ॥

ভাবিনামার্থরূপং তদ্বীজং শব্দৌঘশাখিনঃ।
পদবাক্যপ্রমাণাঢ্যবেদার্থাদিবিকারি চ ॥ ৪৮ ॥
তস্মাদুদেষ্যত্যখিলা জগচ্ছ্রীঃ শব্দতত্ত্বতঃ।
শব্দৌঘনির্ম্মিতার্থৌঘপরিণামবিসারিণী ॥ ৪৯ ॥
চিদেবংব্যবসায়া সা জীবশব্দেন কথ্যতে।
ভাবিশব্দার্থজালেন বীজং ভূতৌঘশাখিনঃ ॥ ৫০ ॥
চতুর্দ্দশবিধং ভূতজাতমাবলিতাম্বরম্।
জগজ্জঠরকর্ণৌঘং তস্মাৎ সম্প্রসরিষ্যতি ॥ ৫১ ॥
অসম্প্রাপ্তাভিধাচারা জীবত্বাচ্চেতনেন চিৎ।
কাকতালীয়বৎ স্পন্দ-চিন্মাত্রং চেততি স্বয়ম্ ॥ ৫২ ॥
পবনস্কন্ধরূপস্য বীজং ত্বক্স্পর্শশাখিনঃ।
সর্ব্বভূতক্রিয়াস্পন্দস্তস্মাৎ সম্প্রসরিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
তত্র যচ্চিদ্বিলাসস্য প্রকাশানুভবো ভবেৎ।
রূপতন্মাত্রকং তদ্বদ্ভবিষ্যদভিধার্থদম্ ॥ ৫৪ ॥
প্রকাশচেতনং তেজো ন তেজোঽন্যকৃতং ভবেৎ।
স্পর্শসংবেদনং স্পর্শো নেতরস্পর্শসম্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥

তস্যাঃ সমষ্টিহিরণ্যগর্ভরূপেণ স্থূলপঞ্চভূতকল্পনামাহ—চিদিতি। সূক্ষ্মাৎ
শতন্মাত্রভাবনাং ঘনীভূয় ঘনীভাব্য। খতন্মাত্রং স্থূলাকাশম্ ॥ ৪৭-৪৮ ॥
তস্মাদিতি। 'স ভূরিতি ব্যহরৎ ভুবমসৃজত। এত ইতি বৈ প্রজা- পতির্দেবান-
ঃ। অসৃগ্রমিতি মনুষ্যান্। ইন্দব ইতি পিতৃন্' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥
এবং ব্যবসায়া ঈদৃশবিচিত্রসঙ্কল্পবতী ব্রহ্মচিদেব জীবশব্দেন কথ্যতে
ত্যর্থঃ ॥ ৫০-৫১ ॥
তস্যাঃ স্বসৃষ্টভূতভৌতিকভোগায় সমষ্টিত্বগাদীন্দ্রিয়কল্পনাপ্রকারমাহ—
প্রাপ্তেত্যাদিনা। ন সংপ্রাপ্তৌ অভিধাশব্দো ব্যবহারঃ আচারঃ শরীরাদিনা
হারশ্চ যয়া তথাবিধা সতী তদর্থং বক্ষ্যমাণং চেততি কল্পয়তি ॥ ৫২-৫৪ ॥
প্রকাশানুভবস্তৈব রূপতন্মাত্রত্বমুক্তমুপপাদয়তি—প্রকাশচেতনমিতি। এবং
ষ্টপি বোধ্যমিত্যাহ—স্পর্শেত্যাদিনা ॥ ৫৫ ॥

শব্দসংবেদনং শব্দঃ স্বত এবানুভূয়তে।
খং খেনেব স্বয়ং কোশে নান্যচ্ছব্দকৃদস্তি হি ॥ ৫৬ ॥
কিল তস্যামবস্থায়াং কোঽপরঃ শব্দকৃদ্ভবেৎ।
যথা তথা তদাপ্যাপি দ্বৈতৈক্যস্যাত্যসম্ভবাৎ ॥ ৫৭ ॥
এবং হি রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রমেব চ।
অসত্যমেব সদিব স্বপ্নাভমিব চেত্যতে ॥ ৫৮ ॥
তেজঃ সূর্য্যাদিজৃম্ভাভির্বীজমালোকশাখিনঃ।
তস্মাদ্রূপবিভেদেন সংসারঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥
ভবিষ্যদভিধস্যাথ স্বতঃ স্বত ইবাসতঃ।
স্বদনং তস্য সত্ত্বস্য রসতন্মাত্রমুচ্যতে ॥ ৬০ ॥
ভবিষ্যদ্রূপসঙ্কল্পনামাসৌ সকলো গণঃ।
সঙ্কল্পাত্মাথ তন্মাত্রং গন্ধাত্মমনুচেততি ॥ ৬১ ॥
ভাবিভূগোলকত্বেন বীজমাকৃতিশাখিনঃ।
সর্ব্বাধারাত্মনস্তস্মাৎ সংসারঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ৬২ ॥

যথা খং খেন স্বৈনৈব স্বাত্মকে কোশে অবকাশং প্রাপ্য তিষ্ঠতি নান্যেন তথা সংবেদনমপি স্বাত্মকেনৈব শব্দেন শব্দকৃৎ শব্দগ্রাহকং নান্যদস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সর্গাদৌ সমষ্টাবিবেদানীং ব্যষ্টাবপি তত্তৎসংবিদেব স্বস্যাং তত্তদর্থাকারমধ্যস্য জগদ্বেষেণ ভাসতে নান্যদিতি বোধ্যমিত্যাহ—কিলেতি। তদা যথা তথা অদ্যাপি। অবশ্যং চেদং সর্বৈর্ব্বাদিভিরভ্যুপগন্তব্যম্। অন্যথা সংবিদাং বিষয়ব্যবস্থাসিদ্ধেঃ। সংবিত্তাদাত্ম্যেনৈব হি বিষয়াণাং বিষয়তা ন স্বস্থা বাদিকোটিসহস্রৈরপ্যুপপাদয়িতুং শক্যা। ন চ শব্দাদীনামসংবিদ্রূপে সংবিদৈক্যলক্ষণং তাদাত্ম্যং ঘটত ইত্যাশয়েনাহ—দ্বৈতৈক্যস্যেতি ॥ ৫৭ ॥

শব্দে দর্শিতো ন্যায়ো রসাদিষ্বপি বোধ্য ইত্যাহ—এবং হীতি ॥ ৫৮ ॥

প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমেবাহ—তেজ ইতি। 'অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং অক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ' ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৫৯ ॥

অসতঃ বিকারশূন্যাৎ খত আকাশত ইব। স্বদনং মাধুর্য্যসংবিৎ। তস্য সত্ত্বস্য পঞ্চীকৃতস্যান্নপানাদেঃ ॥ ৬০ ॥

অজাত এব সঞ্জাতস্তন্মাত্রাণাং গণস্থিতি।
অনাকারোঽপি সাকারঃ সম্পন্নঃ কল্পনাবশাৎ ॥ ৬৩ ॥
এষ তন্মাত্রকগণঃ কাকতালীয়বৎ স্বয়ম্।
রূপং যেন প্রদেশেন বেত্ত্যক্ষীতি তদুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥
শব্দং যেন প্রদেশেন বেত্তি শ্রোত্রং তদুচ্যতে।
স্পর্শং যেন প্রদেশেন বেত্তি তত্তু ত্বগিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৬৫ ॥
রসং যেন প্রদেশেন বেত্তি তদ্রসনেন্দ্রিয়ম্।
গন্ধং যেন প্রদেশেন বেত্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ন্তু তৎ ॥ ৬৬ ॥
দিক্কালভেদাজ্জীবোঽয়ং নিয়তামাকৃতিং গতঃ।
সর্ব্বেণাঙ্গেন নো সর্ব্বং বেত্ত্যসর্ব্বাত্মতাবশাৎ ॥ ৬৭ ॥
ইতি কলনমনন্তমাত্মনোঽন্ত-
গতমনুমেয়মনন্যদাত্মভূতম্।
ন তদুদয়মুপৈতি নাস্তমেতি
স্থিতমুপলোদরবদ্ঘনং সুমৌনম্ ॥ ৬৮ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে জীবতত্ত্বসংস্থিতিপ্রতিপাদনং নাম সপ্তাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৭ ॥

অয়ং সকলো গণঃ কার্য্যকারণসমুদায়াত্মা জীবঃ ॥ ৬১-৬৩ ॥

চক্ষুরাদিগোলকস্থানকল্পনামাহ—এষ ইত্যাদিনা ॥ ৬৪-৬৬ ॥

দ্বিবিধপরিচ্ছেদবৎ পিণ্ডাহম্ভাবপ্রযুক্তামস্য দিক্কালভেদকল্পনামাহ—দিগিতি। দিক্কালকলনাং করোতীতি শেষঃ। কিঞ্চ সর্ব্বেণাঙ্গেন চক্ষুঃশ্রোত্রাদিনা রসগন্ধাদি সর্ব্বং ন বেত্তি এবং ব্যষ্টিভূতঃ সর্ব্বশরীরেণ সর্ব্বং ভোগ্যং ন বেত্তি। অসর্ব্বাত্মতা-দোষাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি অনয়া রীত্যা অনুক্রমপ্যানন্তং সাংসারিকং কলনং প্রতি জীবমাত্মনো-ন্তর্গতমনুমেয়মানন্ত্যাদেব প্রাতিস্বিকরূপেণ বক্তুমশক্যম্। তচ্চানন্তং কলন-মাত্মনোঽনন্যদাত্মভূতমেব। অতস্তৎপরমার্থতো নোদয়মুপৈতি নাপ্যন্তং নাশমেতি কিন্তূপলোদরবৎ সচ্চিদানন্দৈকঘনং নির্ব্যাপারমেব স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে সপ্তাশীত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

আদিমত্ত্বমিদং প্রোক্তমেতস্য কলনস্য যৎ।
পরস্মাদদ্বিতীয়ং তত্তদ্বোধায় ন বাস্তবম্॥ ১॥
এবংবিধং তৎকলনমাত্মনোঽঙ্গমকৃত্রিমম্।
চেত্যোন্মুখচিদাভাসং জীবশব্দেন কথ্যতে॥ ২॥
কলনস্যাস্য নামানি বহূনি রঘুনন্দন।
শৃণু তানি বিচিত্রাণি চেত্যোন্মুখচিদাত্মনঃ॥ ৩॥
জীবনাচ্চেতনাজ্জীবো জীব ইত্যেব কথ্যতে।
চেত্যোন্মুখতয়া চিত্তং চিদিত্যেব নিগদ্যতে॥ ৪॥

জীবো ব্রহ্মৈব তস্যেয়মুৎপত্তিরুপচারতঃ।
লিঙ্গদেহস্য বিভ্রান্ত্যেত্যত্র স্পষ্টং নিরূপ্যতে॥

'ঘনসংবেদনাৎ পশ্চাদ্ভাবী জীবাদিনামিকা' ইত্যাদিনা জীবোৎপত্তিরুপপাদি... সা চ ন যুক্তা। অভিনবোৎপন্নজীবস্য সংসারহেতুকামকর্ম্মবাসনাদ্যভাবেন সংসারাসিদ্ধের্ঘটপটাদিবন্মিথ্যাত্বাপত্ত্যা ব্রহ্মাত্মভাবাযোগান্মোক্ষাসিদ্ধেশ্চেত্যাশঙ্কা রামস্য মা ভূদিতি তত্তাৎপর্য্যং ভগবান্ স্বয়মেবাহ—আদিমত্ত্বমিতি। কলনস্য চিদাভাসাত্মকজীবস্য। তৎকলনং পরস্মাদ্ব্রহ্মণঃ অদ্বিতীয়মভিন্নমিতি তদ্বোধায় ন তু বাস্তবমুৎপত্ত্যাদির্জীবস্যাস্তীত্যাশয়েনেত্যর্থঃ॥ ১॥

কয়া রীত্যা পরস্মাদদ্বিতীয়মিতি বোধনায় তদাহ—এবংবিধমিতি। তৎকলনমাত্মনো ব্রহ্মণ এবংবিধমৌপাধিকমঙ্গমবয়বঃ অতএবাকৃত্রিমম্। চেত্যোন্মুখেতি প্রাগুক্তস্যানুবাদঃ। তথা চৌপাধিক এব পৃথগ্ভাবস্তৎপ্রযুক্তজীবাদিনামভেদশ্চ পরন্তৈব ঘটাকাশ-মঠাকাশাদিরূপ-নামভেদ আকাশস্যেবেতি তদাশয় ইতি ভাবঃ॥ ২॥

ঔপাধিক-প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদনিমিত্তান্নামভেদান্ জীবস্য শ্রাবয়তি—কলনস্যেত্যাদিনা॥ ৩॥

জীবনাম্মুখ্যপ্রাণস্য কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং চ ধারণাৎ। চেতনাজ্জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং

ইদমিত্থমিতি স্পষ্টবোধাদ্‌বুদ্ধিরিহোচ্যতে।
কল্পনান্মননজ্ঞত্বান্মন ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫ ॥
অস্মীতি প্রত্যয়াদন্তরহঙ্কারশ্চ কথ্যতে।
চেতনাচ্যমৃতং চিত্তমিতি শাস্ত্রবিচারিভিঃ ॥ ৬ ॥
প্রৌঢ়সঙ্কল্পজালাৎ স পুর্য্যষ্টকমিতি স্মৃতম্।
সংস্থতেঃ প্রকৃতত্বেন প্রাথম্যাৎ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ৭ ॥
বোধাদবিদ্যমানত্বাদবিদ্যেত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
ইত্যাদিকলনস্যাস্য নামানি কথিতানি তে ॥ ৮ ॥
এতৎ কলনমাদ্যন্তমনাকারমনাময়ম্।
আতিবাহিকদেহোক্ত্যা সমুদাহ্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ৯ ॥
ইত্যেবং স্বপ্নসঙ্কল্পপুরবত্রিজগদ্‌ভ্রমঃ।
ভাত্যর্থকার্য্যপ্যবপুঃ শূন্যমপ্রতিঘাত্মকম্ ॥ ১০ ॥
ইত্যাতিবাহিকঃ প্রোক্তো দেহো দেহভৃতাম্বর।।
চিন্নভশ্চিত্তদেহোঽসৌ শূন্য আকাশতোঽপি চ ॥ ১১ ॥
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগত্যামোক্ষসংবিদঃ।
চতুর্দ্দশবিধস্যৈকা ভূতসর্গস্য চিত্তভূঃ ॥ ১২ ॥

ধারণাচ্চ জীবঃ। পূর্ব্বানুভূতাতীতানাগতচেত্যোন্মুখতয়া হেতুনা চিত্তমিতি, সংনিকৃষ্টচেত্যোন্মুখতয়া চিদিতি চ নিগদ্যতে ॥ ৪ ॥

কল্পনাৎ সঙ্কল্পনাৎ। মননমূহাপোহাদতজ্‌জ্ঞত্বাচ্চ মন ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫ ॥

অস্মীত্যভিমানোল্লেখঃ। পামরসাধারণব্যুৎপত্ত্যা প্রাক্ চিত্তনাম ব্যাখ্যাতম্। পণ্ডিতপ্রসিদ্ধ্যা তু 'চিতী সংজ্ঞানে' ইতি ধাতুব্যুৎপত্তেঃ স্বতন্ত্রচেতনাচ্যং ঋতং পরমার্থবস্তু আত্মৈব চিত্তপদবাচ্যং মুখ্যমিতি শাস্ত্রবিচারিভিরুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

স জীবঃ সঙ্কল্পাদিভিঃ পুর্য্যস্ত ইতি পুর্য্যস্তাসামষ্টকমিতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। প্রকৃতত্বেন সর্গাদিকালে প্রস্তুতত্বেন ততঃ প্রাথম্যাৎ ॥ ৭ ॥

বোধাত্তত্ত্বদর্শনাদৌপাধিকরূপেণাবিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৮-৯ ॥

অর্থৌ ভোগমোক্ষৌ তৎকার্য্যপি অবপুর্নিঃস্বরূপম্ ॥ ১০-১১ ॥

অত্র সংসারলক্ষাণি ভবিষ্যন্তি ভবন্তি চ।
ভূতানি চ ফলানাব যথাকালব্যবস্থয়া ॥ ১৩ ॥
এষ চিত্তময়ো দেহো জগন্ত্যন্তর্বহিস্ত্বপি।
প্রতিবিম্বমিবাদর্শঃ শূন্য এব নভো যথা ॥ ১৪ ॥
মহাকল্পস্য পর্য্যন্তে সর্ব্বনাশে স্থিরে স্থিতে।
মহাশূন্যপদে প্রৌঢ়ে ব্রহ্মাত্মনি নিরাময়ে ॥ ১৫ ॥
স্বতশ্চিতীঘনোঽহচিত্বাচ্চিত্তানমিদমাত্মনঃ।
আতিবাহিকদেহাভং ক্রমেণানেন চেততি ॥ ১৬ ॥
স আতিবাহিকো দেহস্তদালোকপ্রবর্ত্তিতঃ।
কৈশ্চিদ্‌ব্রহ্মেতি কথিতঃ স্মৃতঃ কৈশ্চিদ্বিরাড়িতি ॥ ১৭ ॥
কশ্চিৎ সনাতনাভিখ্যঃ কশ্চিন্নারায়ণাভিধঃ।
কশ্চিদীশ ইতি খ্যাতঃ কশ্চিদুক্তঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৮ ॥
কাকতালীয়বজ্জাতাঃ পঞ্চ স্বেন্দ্রিয়সংবিদঃ।
যত্র যত্র যথা তেষাং স্থিতাস্তত্র তথা স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

কিয়ৎকালং স তিষ্ঠতি তত্রাহ—আমোক্ষসংবিদ ইতি। ভূতসর্গস্য চিত্তরূপভূঃ প্ররোহস্থানম্ ॥ ১২-১৩ ॥

অন্তর্বহিরপি জগন্তি আদর্শঃ প্রতিবিম্বমিব ধত্তে তথাপি খং শূন্য এবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কদাপ্রভৃত্যয়ং জগন্তি ধত্তে ইত্যত্রাহ—মহাকল্পস্যেতি। প্রাকৃতপ্রলয়পর্য্যন্তে চরমক্ষণে ॥ ১৫ ॥

অচিত্বাচ্চিদাবরকাজ্ঞানাম্নিমিত্তাৎ। অনেন প্রাগুক্তেন ক্রমেণ ॥ ১৬ ॥

স জীব এবাতিবাহিকো দেহস্তত্র যো জগদালোকনাত্মক আলোকস্তেন প্রবর্ত্তিতঃ কশ্চিদ্ভাগো ব্রহ্মা চতুর্মুখোঽহমিতি কথিতঃ শাস্ত্রেষু ॥ ১৭ ॥

সনাতনগ্রহণং সনকাদীনাং ব্রহ্মপুত্রাণামুপলক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

যত্র ভাগে পঞ্চ স্বেন্দ্রিয়সংবিদো জাতাস্তত্র তত্র তথাঁথাঃ স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

এবমত্যন্তবিততে সম্পন্নে দৃশ্যবিভ্রমে।
ন কিঞ্চিদপি সম্পন্নং সর্ব্বশূন্যং ততং যতঃ ॥ ২০ ॥
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সদ্‌যন্নাসদুচ্যতে।
তদেবেদমনাদ্যন্তং তথাস্থিতমবেদনম্ ॥ ২১ ॥
আতিবাহিকদেহস্য তস্যানুভবতঃ স্বয়ম্।
যাতি ব্যসনিনঃ স্বপ্নঃ কান্তেব পরিপুষ্টতাম্ ॥ ২২ ॥
শূন্যোঽপ্যনাকৃতিরপি ঘটাকারোঽনুভূয়তে।
স্বপ্নসঙ্কল্পয়োঃ স্বস্য দেহস্য জগতো যথা ॥ ২৩ ॥
ভবত্যর্থকরোত্যুচ্চৈস্তচ্চিৎখস্বপ্নবস্তুবৎ।
আকাশাত্মক এবোগ্রঃ পদার্থ ইব ভাসতে ॥ ২৪ ॥
আতিবাহিকদেহোঽসৌ স্বতোঽনুভবতি ক্রমাৎ।
অনাকারোঽপি শূন্যোঽপি স্বপ্নাভোঽসন্নপি স্থিতঃ ॥ ২৫ ॥
চেতত্যস্থিগণৈঃ স্থূলং করাদ্যবয়বাবলিম্।
ত্রিকলোমশিরাস্নায়ুসন্নিবেশতয়া স্থিতম্ ॥ ২৬ ॥

ততং বিস্তীর্ণমাত্মতত্ত্বং যতঃ সর্ব্বদৃশ্যশূন্যম্ ॥ ২০ ॥

সং আবির্ভূতম্। অসৎ তিরোভূতম্। যতস্তদেব অবেদনং স্বরূপসাক্ষাৎ-
রহীনং সত্তথা সদসদাকারেণ স্থিতম্ ॥ ২১ ॥

অয়ং প্রপঞ্চঃ কান্তানুসন্ধানব্যসনিনো বিধুরস্য স্বপ্নকান্তেব পরিপুষ্টতাং
তি ॥ ২২ ॥

জগচ্ছূন্যস্যৈব জগদাত্মনা ভানে দৃষ্টান্তান্তরমাহ—শূন্যোঽপীতি। স্বত এব
দেহস্য জগতশ্চাসতো ভানে যথাদৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তাদৃশস্যাপ্যর্থক্রিয়াসামর্থ্যং তত্রৈব প্রসিদ্ধমিত্যাহ—ভবতীতি। উগ্রঃ
ঠিনঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

স চাতিবাহিকদেহরূপো জীবঃ অস্থিগণৈঃ স্থূলং ত্রিকস্য পৃষ্ঠবংশস্য লোম্নাং
তানবিতানত্বভেদান্মাংসাস্থিবেষ্টনত্বোপাধিভেদাদ্বা শিরাস্নায়্বোর্ভেদস্তাসাং
নিবেশাত্মতয়া স্থিতং স্থূলশরীরং দেশকালক্রমাসনশব্দাদিবিষয়ে ভোগার্থায়
চেতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

জন্মকর্ম্মেহিতস্থানং পরিণামবয়ঃস্থিতম্ ।
দেশকালক্রমাভোগভাবার্থায়োদ্ভবভ্রমম্ ॥ ২৭ ॥
জরামরণমাধানদশদিগ্গুলক্রমম্ ।
জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃভাবমাদিমধ্যান্তবেদনম্ ॥ ২৮ ॥
ক্ষিতিজলগগনদিবাকরজনতাব্যবহারনগরশিখরাত্মা ।
স্বাধারাধেয়ময়ং পশ্যতি বপুষঃ পুরাতনঃ পুরুষঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে জীবরূপবর্ণনং নামাষ্টাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৮ ॥

তস্মিংশ্চ দেহে উদ্ভবো জন্ম তদ্ভ্রমং চেততি ॥ ২৭ ॥

তথা জরামরণং গুণদোষাদ্যাধানং দশদিগ্গুলেষু ক্রমণং ক্রমো ভ্রমণং জ্ঞানাদিত্রিপুটীং সর্ব্বভাবানামাদিমধ্যান্তবেদনং চ চেততি ॥ ২৮ ॥

এবমাতিবাহিকদেহভৃতঃ পুরাতনঃ পুরুষঃ স্বকল্পিতাদেব ব্যষ্টিসমষ্টিস্থূলবপুষো নিমিত্তাৎ স্বয়মেব ক্ষিত্যাদিশিখরান্তাত্মা সন্ স্বস্য পৃথ্ব্যাদয় আধারঃ স্বয়ং তু তদাধেয় ইতি ভ্রান্তিময়ং সংসারস্বপ্নং পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অষ্টাশীত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৮ ॥

একোননবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

আতিবাহিকদেহোঽসৌ তস্মাদ্‌যস্য প্রজাপতেঃ।
কাকতালীয়বচ্চিত্ত্বাদ্‌যদ্‌যথেত্যাদি চেততি ॥ ১ ॥
তত্তথা স্থিতিমায়াতি চিরা সংবিৎস্বভাবতঃ।
বত বিশ্বমিদং ভাতমত্রাসত্যে কুতঃ স্ময়ঃ ॥ ২ ॥
দ্রষ্টাঽসত্যমসত্যং দৃগসত্যং দর্শনং ততম্।
সত্যমেবাথ বা সর্ব্বং ব্রহ্মৈবাত্মতয়া তয়া ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ।

ইত্যাতিবাহিকালোকঃ স তস্যাদ্যপ্রজাপতেঃ।
কঠিনত্বং কথং যাতঃ কথং স্বপ্নস্য সত্যতা ॥ ৪ ॥

আতিবাহিকদেহাত্মপ্রজাপতিমনোরথে।
আধিভৌতিকতাভ্রান্তির্জগত্যত্রোপবর্ণ্যতে ॥

'কশ্চিদ্‌ব্রহ্মেতি কথিতঃ স্মৃতঃ কশ্চিদ্বিরাড়িতি' ইত্যাদিপ্রপঞ্চিতপ্রকারেণ যদ্‌যদ্‌যথা চেততি তত্তথা স্থিতিমায়াতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

সংবিৎসত্যসঙ্কল্পসংবিত্তৎস্বভাবত ইদং বিশ্বং ভাতম্। বতেতি খেদে ॥ ২ ॥

অতো ভ্রান্তিমাত্রত্বাদ্দ্রষ্ট্রাদিত্রিপুটী অসত্যা দৃশ্যত ইতি দৃক্ দৃশ্যম্। দর্শনং বৃত্তিঃ ॥ ৩ ॥

ইতি অনয়া রীত্যা আতিবাহিক আলোকনমালোকো ভ্রান্তিদর্শনমাত্রং সং সকঠিনত্বং শিলাদিভাবম্। সত্যতা পারলৌকিকফলাদ্যর্থক্রিয়াসমর্থতা ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

আতিবাহিক আলোকঃ স্বত এবানুভূয়তে।
সদাঽনবরতং তেন স এবাভাতি পুষ্টবৎ ॥ ৫ ॥
যথা স্বপ্নস্য পুষ্টত্বং চিরানুভবনোচিতম্।
অতিসত্যমিবাভাতি স্বাতিবাহিকতা তথা ॥ ৬ ॥
আতিবাহিকদেহস্য চিরস্বানুভবোদয়ে।
আধিভৌতিকতাবুদ্ধিরুদেতি মৃগবারিবৎ ॥ ৭ ॥
জগৎ স্বপ্নভ্রমাভাসং মৃগতৃষ্ণাম্বুবৎ স্থিতম্।
অসদেবেদমাভাতি সত্যপ্রত্যয়কার্য্যপি ॥ ৮ ॥
আতিবাহিকরূপাণামাধিভৌতিকতা স্বয়ম্।
অসতী স'ব্যবদ্দূরমর্বাগ্দর্শিভিরর্থিতা ॥ ৯ ॥
অয়ং সোঽহমিদং তন্ম ইমা গিরিনভোদিশঃ।
ইতি মিথ্যাভ্রমো ভাতি ভাস্বরস্বপ্নশৈলবৎ ॥ ১০ ॥
আতিবাহিকদেহোঽসৌ স্রষ্টুরাদ্যস্য ভাবিতঃ।
আধিভৌতিকতাঞ্চৈতৎ পিণ্ডাকারং প্রপশ্যতি ॥ ১১ ॥
চিন্নভশ্চেতনং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মাহমিতি পশ্যতি।
অয়ং দেহোঽয়মাধার ইতি বধ্নাতি ভাবনাম্ ॥ ১২ ॥
অসত্যে সত্যবুদ্ধ্যৈব বদ্ধো ভবতি ভাবনাৎ।
বহুশো ভাবয়ত্যন্তর্নানাত্মমনুধাবতি ॥ ১৩ ॥

সদা নৈরন্তর্য্যেণ। তথা চিরাভ্যাসাৎ পুষ্টবৎ ঘনীভূত ইবাভাতি ॥ ৫ ॥

যথা হরিশ্চন্দ্রাদেঃ স্বপ্নস্য চিরানুভবনোচিতং পুষ্টত্বং তথেত্যর্থঃ ॥ ৬-৮ ॥

অর্ব্বাগ্দর্শিভিরবিবেকিভিঃ। অর্থিতা আসক্ত্যা স্বীকৃতা ॥ ৯-১০ ॥

এতৎ পৃথিবীশরীরাদিরূপে পিণ্ডাকারম্ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মাহমিতি যথার্থচেতনং ত্যক্ত্বা অয়ং দেহো মনুষ্যাদিরহং অয়ং পৃথ্ব্যাদির্মমাধার ইতি পশ্যতি তত্র চ ভাবনামাস্থাং বধ্নাতি ॥ ১২ ॥

অনুধাবত্যনুসরতি ॥ ১৩ ॥

শব্দান্ করোতি সঙ্কেতং সংজ্ঞাশ্চ স্পন্দনানি চ।
ওমিত্যুক্তে ততো বেদাঙ্শব্দরাশীন্ প্রগায়তি ॥ ১৪ ॥
তৈরেব কল্পয়ত্যাশু ব্যবহারমিতস্ততঃ।
মনো হ্যসৌ কল্পয়তি যচ্চেততি তদেব হি ॥ ১৫ ॥
যো হি যন্ময় এবাসৌ স ন পশ্যতি তৎ কথম্।
অসত্যৈব জগদ্ভ্রান্তিরেবং প্রৌঢ়িমুপাগতা ॥ ১৬ ॥
আব্রহ্মণো মুধা ভাতি চিরস্বপ্নেন্দ্রজালবৎ।
ইত্যাতিবাহিকস্যেয়মাধিভৌতিকতোচিতা ॥ ১৭ ॥
আধিভৌতিকতা নাস্তি কাচিৎ কিঞ্চিদপি ক্বচিৎ।
আতিবাহিকতৈবৈনামভ্যাসাদ্‌যাতি ভাবনাম্ ॥ ১৮ ॥
মূলাদেবৈবমায়াতো মিথ্যানুভবনাত্মকঃ।
মোহো ব্রহ্মণ এবায়মিত্যস্ত্যেষ মহাত্মনাম্ ॥ ১৯ ॥
এবমিত্থং দশা রাম। পিণ্ডবন্ধঃ ক্ব বিদ্যতে।
ভ্রান্তিরেবেদমখিলং ব্রহ্মৈবাভাতমেব বা ॥ ২০ ॥

প্রথমং বৈদিকলৌকিকশব্দান্ করোতি সৃজতি। তেষাং চ তত্তদুপাধিমতি ...র্থে সঙ্কেতং করোতি সঙ্কেতেন সংজ্ঞাঃ করোতি। শব্দকরণপ্রকারমাহ— ...মিত্যুক্তে ইতি ॥ ১৪-১৫ ॥

যন্ময়ো যদাসক্তঃ। স্ত্রীময়ো জাল্ম ইতিবৎ ॥ ১৬ ॥

আব্রহ্মণ আমশকাৎ ইত্যনয়া রীত্যা আধিভৌতিকতা কাঠিন্যাদিস্বভাবতা ...তৈব নানুচিতা ॥ ১৭ ॥

এতামাধিভৌতিকভাবনাম্ ॥ ১৮ ॥

মূলভূতাদ্‌ব্রহ্মণঃ স্রষ্টুঃ সকাশাদেব এবংরূপো মোহোঽয়মায়াত ইতি হেতোরেষ ...গদ্দর্শনরূপো ভ্রমো মহাত্মনাং তত্ত্ববিদামপি যাবৎপ্রারব্ধক্ষয়মস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

চিদেকরসস্য ব্রহ্মণ এবংরূপা ইত্থং দুর্দ্দশা ক্ব বিদ্যতে কিন্ত্বিদমখিলং সংসার-...শাদিভ্রান্তিরেব। অথবা ব্রহ্মৈব কৌতুকবশাজ্জগজ্জীবাদ্যাকারেণাভাতম্। ন হি ...রঃ স্বস্য দুর্দ্দশেত্যর্থঃ। অন্তে বন্ধমোক্ষবিভাগনিষ্কর্ষপ্রদর্শনং চৈতৎ ॥ ২০ ॥

ন শাশ্বতাদন্যদিহাস্তি কারণা-

ন্ন কারণং তৎ খলু কার্য্যতাং বিনা।

ন কার্য্যতা কারণতাদিসম্ভবো-

ঽস্ত্যনাময়ে তৎ কিমপীদমাততম্ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ব্রহ্মৈকতাপ্রতিপাদনং নামৈকোননবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৯ ॥

শাশ্বতাদ্ব্রহ্মণোঽন্যৎ কারণং জগতো নাস্তি। তচ্চ কার্য্যতাং বিনা কারণং ন অনাময়ে কূটস্থচিদানন্দাদ্বয়ে ব্রহ্মণি কার্য্যতাকারণতাদিসম্ভব এব নাস্তি তত্তস্মাদ্ধেতোরিদং জগদাকারং কিমপি ভ্রান্তিমাত্রমাততং বিস্তৃতং ন বস্তুসদিতি নিষ্কর্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে একোননবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

জ্ঞানস্য জ্ঞেয়তাপত্তির্বন্ধ ইত্যভিধীয়তে।
তস্যৈব জ্ঞেয়তাশান্তির্মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১ ॥

রাম উবাচ।

জ্ঞানস্য জ্ঞেয়তাশান্তিঃ কথং ব্রহ্মন্! প্রবর্ত্ততে ?।
সা রূঢ়া বন্ধতাবুদ্ধিঃ কথং বাত্র নিবর্ত্ততে ? ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সম্যগ্জ্ঞানেন বোধেন মন্দবুদ্ধির্নিবর্ত্ততে।
নিরাকারা নিজা শান্তা মুক্তিরেবং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ।

বোধঃ কেবলতারূপঃ সম্যগ্জ্ঞানং কিমুচ্যতে ?।
যেন বন্ধাদয়ং জন্তুরশেষেণ বিমুচ্যতে ? ॥ ৪ ॥

অতীতানাগতাঃ শঙ্কাঃ সর্ব্বাঃ সংমৃজ্য যুক্তিভিঃ।
জ্ঞানস্য জ্ঞেয়তাশান্তির্মুক্তিরত্রোপপাদ্যতে ॥

'ভ্রান্তিরেবেদমখিলং ব্রহ্মৈবাভাতমেব বা' ইতি বন্ধমোক্ষনিষ্কর্ষপ্রদর্শনমন্তে ...ং কৃতং তৎ পরিষ্কৃত্যাহ—জ্ঞানস্যেতি ॥ ১ ॥

অত্র রামঃ সর্ব্বেষামুপকারায় প্রাক্ সমাহিতা অপি শঙ্কাঃ প্রশ্নোত্তরমালিকা-ক্রমেণোদ্ঘাট্য সমাধানক্রমপ্রখ্যাপনকামস্তদুপায়ং প্রথমং পৃচ্ছতি—জ্ঞানস্যেতি। ...ঢ়া দৃঢ়াভ্যস্তা। কথং কেনোপায়েন ॥ ২ ॥

শমদমাদিসাধনসহিতদৃঢ়াভ্যস্তসম্যগ্জ্ঞানলক্ষণেন প্রবোধেন মন্দবুদ্ধির্ভ্রান্তি-নবর্ত্ততে। অপগতে চ ভ্রান্তিস্বপ্নে এবংবিধা জ্ঞেয়তা শান্তিরূপা মুক্তিভূমিকা-পরিপাকক্রমেণ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩ ॥

অনেকবিশেষবতো রত্নাদেঃ কতিপয়বিশেষেষু জ্ঞাতেষ্বপি বিশেষান্তরজ্ঞানায় পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনজন্যং সম্যগ্জ্ঞানমন্যৎ স্যাৎ। নির্ব্বিশেষে তু বস্তুন্যাপাত-জ্ঞানাপেক্ষয়া সম্যগ্জ্ঞানমন্যৎ কিং স্যাদ্যেনাস্য বন্ধো নিবর্ত্তেত ইতি শঙ্কার্থঃ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

জ্ঞানস্য জ্ঞেয়তা নাস্তি কেবলং জ্ঞানমব্যয়ম্।
অবাচ্যমিতি বোধোঽস্তঃ সম্যগ্ জ্ঞানমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫ ॥

রাম উবাচ।

জ্ঞানস্য জ্ঞেয়তা ভিন্না ত্বন্তঃ কেতি মুনে! বদ।
উৎপাদ্যো জ্ঞানশব্দশ্চ ভাবে বা করণেঽথ কিম্? ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

বোধমাত্রং ভবেজ্ জ্ঞানং ভাবসাধনমাত্রকম্।
ন জ্ঞানজ্ঞেয়য়োর্ভেদঃ পবনস্পন্দয়োরিব ॥ ৭ ॥

রাম উবাচ।

এবঞ্চেত্তৎ কথময়ং জ্ঞানজ্ঞেয়াদিবিভ্রমঃ।
সিদ্ধঃ শশবিষাণাভো ভবিষ্যদ্ভূতভব্যশঃ ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

বাহ্যার্থভ্রান্তিতো জ্ঞেয়া ভ্রমবুদ্ধিরিহোদিতা।
বাহ্যশ্চাভ্যন্তরশ্চার্থো ন সম্ভবতি কশ্চন ॥ ৯ ॥

অধিষ্ঠানচিন্মাত্ররূপস্য জ্ঞেয়তা কালত্রয়েঽপি নাস্তীতি সর্ব্বদৃশ্যবাধপর্য্যবসিত এবং তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ। আপাততো জ্ঞানং তু ন তথেত্যুত্তরার্থঃ ॥ ৫ ॥

চিদেকরসস্যাত্মনোঽন্যস্তস্তিন্না জ্ঞেয়তা কা। তথায়ং জ্ঞানশব্দঃ কিং ভাবে উৎপাদ্যো ব্যুৎপাদনীয়ঃ অথ কিং করণে ব্যুৎপাদনীয় ইতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৬ ॥

ভাবে এব জ্ঞানশব্দো ব্যুৎপাদ্যঃ। জ্ঞেয়জগদ্রূপতা চ জ্ঞানস্যৈব মায়িকো বিকল্পো নৈকরস্যবিঘাতক ইত্যুত্তরার্থঃ ॥ ৭ ॥

এবং চেত্তর্হি স বিকল্পঃ শশবিষাণকল্পঃ কথং প্রত্যক্ষাদিভির্ভূতভব্যভবিষ্যদ্বিভাগৈর্ব্যবহারক্ষমো ভাসতে ইতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৮ ॥

নাসত্ত্বভানে অর্থক্রিয়াসামর্থ্যে বা প্রয়োজকম্। স্বপ্নভ্রান্তিজ্ঞানে অসৎসত্ত্বস্যাপি তদ্দর্শনাৎ। কিন্তু বাধস্তৎপ্রয়োজকঃ। স চাত্র বিচারবতাং লৌকিকতত্ত্ববিদামপরোক্ষশ্চাতোঽবেত্যুত্তরার্থঃ ॥ ৯ ॥

রাম উবাচ।

যোঽয়ং প্রত্যক্ষদৃশ্যোঽর্থো মুনে! ত্বমহমাদিকঃ।
ভূতাদিরনুভূতাত্মা স কথং নাস্তি মে বদ ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

আদিসর্গবিধাবেব বিরাড়াত্মাদিকোঽনঘ।।
জাতো ন কশ্চিদেবার্থো জ্ঞেয়স্তাতো ন সম্ভবঃ ॥ ১১ ॥

রাম উবাচ।

ভবিষ্যদ্ভূতভব্যস্থা জগদ্দৃষ্টিরিয়ং মুনে।।
নিত্যানুভূয়মানাঽপি ন জাতেতি কিমুচ্যতে ?॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্বপ্নার্থমৃগতৃষ্ণাম্বুবিন্দুসঙ্কল্পিতার্থবৎ।
মিথ্যা জগদহং তঞ্চ ভাতি কেশোণ্ড্রকং যথা ॥ ১৩ ॥

রাম উবাচ।

অহং ত্বময়মিত্যাদি জগজ্জঠরমপ্যলম্।
কথং ন জাতং ভগবন্! সর্গাদাবনুভূতিমৎ ॥ ১৪ ॥

লৌকিকপ্রত্যক্ষাদিমান'সদ্ধস্ত কথমপলাপ ইতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ১০ ॥

আদিসর্গে জগতো মায়াতিরিক্তসামগ্র্যা দুর্ব্বচত্বাদ্ভ্রান্তিমাত্রত্বে অবশ্যং বক্তব্যে সম্প্রত্যপি তথৈব বাচ্যমিতি ব্যবহারমাত্রাবিসংবাদেন চরিতার্থানি লৌকিক-প্রত্যক্ষাদীনি তত্ত্বগোচরযুক্তিভিঃ শ্রুতিভিশ্চ বাধ্যন্ত ইত্যুত্তরাশয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তিরিত্যেষা পরমার্থতা' ইতি ॥ ১১ ॥

ভূতভবিষ্যদাদ্যনন্তবস্তুগোচরাণামনন্তানাং সার্ব্বজনীনানাং প্রত্যক্ষাদীনামেকেন তত্ত্বজ্ঞানেন কথং বাধ ইতি শঙ্কার্থঃ ॥ ১২ ॥

তাদৃশানামপি স্বাপ্নজ্ঞানানামেকেন জাগরেণ বাধদর্শনাদিত্যুত্তরার্থঃ ॥ ১৩ ॥

কয়া যুক্ত্যা বাধ ইতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কারণাজ্জায়তে কার্য্যং নান্যথেত্যেব নিশ্চয়ঃ।
সর্ব্বোপশান্তৌ জগতামুৎপত্তৌ নাস্তি কারণম্ ॥ ১৫ ॥

রাম উবাচ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ শিষ্টং যদজমব্যয়ম্।
তৎ কথং নাম সর্গস্য ন ভবেৎ কারণং মুনে! ॥ ১৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদস্তি কারণে কার্য্যং তত্তস্মাৎ সম্প্রবর্ত্ততে।
ন ত্বসজ্জায়তে রাম! ন ঘটাজ্জায়তে পটঃ ॥ ১৭ ॥

রাম উবাচ।

জগৎ সূক্ষ্মেণ রূপেণ মহাপ্রলয় আগতে।
আস্তে ব্রহ্মণি তত্তস্মাৎ পুনরেব প্রবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

মহাপ্রলয়পর্য্যন্তে কেন সর্গাস্থিতাহনঘ!।
অনুভূতা মহাবুদ্ধে! তত্রস্থা সা চ কীদৃশী ॥ ১৯ ॥

রাম উবাচ।

জ্ঞপ্ত্যাত্মিকা শ্রীস্তত্রস্থা তাদৃশৈরনুভূয়তে।
ব্যোমাত্মিকা তু ন ভবেন্ন সত্তামসদেতি হি ॥ ২০ ॥

কারণভাবযুক্ত্যেত্যুত্তরার্থঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মৈব কারণং কিং ন স্যাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মণশ্চিদেকরসত্বেন তত্র জগদ্বীজশক্ত্যযোগাদিত্যুত্তরার্থঃ ॥ ১৭ ॥

তর্হি সাংখ্যাভিমতগুণেম্বিব ব্রহ্মণি সূক্ষ্মরূপেণ তদা জগদস্তু ইতি প্রশ্নার্থঃ ॥১৮॥

তৎসত্তায়াঃ সাধকাভাবাদেকরসশ্রুতিবাধিতত্বাচ্চাভ্যুপগন্তুমশক্যত্বাদিত্যুত্তরাশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তর্হি জ্ঞপ্ত্যেকরসতয়ৈব তদা স্বপ্রকাশা তৎসত্তাস্তু ন মায়াকাশাত্মিকা। তস্যাঃ শূন্যতাপর্য্যবসানেন অসতঃ সদাত্মনা সর্গে আগমনাযোগাদিতি প্রশ্নার্থঃ। হি যস্মাদসৎ সত্তাং নৈতি ॥ ২০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং চেৎ তন্মহাবাহো ! জ্ঞপ্তিরেব জগত্ত্রয়ম্।
বিশুদ্ধজ্ঞানদেহস্য কুতো মরণজন্মনী ? ॥ ২১ ॥

রাম উবাচ।

তদেবমাহিতো নাস্তি সর্গস্তদিয়মাগতা।
কুতঃ কথমিব ভ্রান্তিরিতি মে ভগবন্ ! বদ ॥ ২২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কার্য্যকারণতাভাবাদ্ভাবাভাবৌ স্ত এব নো।
ইদঞ্চ চেত্যতে যদ্‌যৎ স্বাত্মা চেততি চেতিতম্ ॥ ২৩ ॥

রাম উবাচ।

চেতিতা চেততি যন্ত্রং দ্রষ্টা দৃশ্যত্বমীশ্বরঃ।
কথমেতি কথং বহ্নিং দহেৎ কাষ্ঠং কদা কিল ॥ ২৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দ্রষ্টা ন যাতি দৃশ্যত্বং দৃশ্যস্যাসম্ভবাদতঃ।
দ্রষ্টৈব কেবলো ভাতি সর্ব্বাত্মৈকঘনাকৃতিঃ ॥ ২৫ ॥

এবং চেচ্চিদেকরসমেব ততো জগৎ স্যাৎ, তথা চ ভেদকাভাবে কো গচ্ছদার্থ ইত্যুত্তরাশয়ঃ ॥ ২১ ॥

তর্হি জগদ্ভ্রান্তেঃ কিং কারণমিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ২২ ॥

ন বাস্তবং কারণং তৎকার্য্যং ভাবাত্মকং জগদ্বা অস্তি মায়য়া তু ব্রহ্মৈব ত্রিপুটীবেষং ধত্তে ইত্যুত্তরার্থঃ। যদযচ্চেত্যতে যচ্চেতিতং যচ্চ চেততি তত্ত্রয়মপি আত্মৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নন্বিদং বিপরীতম্। যন্ত্রসদৃশঃ কার্য্যকারণসংঘাতঃ অচিদ্রূপশ্চেতি তাদৃগ্-ভাবাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা চেশ্বরো জড়রূপং দৃশ্যত্বমেতীতি কাষ্ঠং দগ্ধৃ ভূত্বা বহ্নিং দাহ্যং কৃত্বা কদা কিল দহেদিতি শঙ্কার্থঃ ॥ ২৪ ॥

ন দ্রষ্টা দৃশ্যত্বং যাতীতি বয়ং প্রতিপাদয়ামঃ কিন্তু দৃশ্যাদিত্রিপুটী দ্রষ্টৃকৈবল্য-মাত্রমেবৈকঘনাকৃতিঃ। স্বয়ং ভাতীতি ন কিঞ্চিদ্বিপরীতং কিন্তু সর্ব্ব-দৌত্যনিবৃত্তিরেবেত্যুত্তরাশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

রাম উবাচ।

চিন্মাত্রং তদনাদ্যন্তং চেত্যং চেতয়তে তদা।
তদিদং জগদাভানং কুতঃ স্যাচ্চেত্যসম্ভবঃ ॥ ২৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চেত্যং হি কারণাভাবান্ন সম্ভবতি কিঞ্চন।
চেত্যাভাবাচ্চেতনস্য মুক্ততাঽবাচ্যতা সদা ॥ ২৭ ॥

রাম উবাচ।

এবং চেৎ তদহন্ত্বাদি চেত্যং কথমিদং কুতঃ।
কথং জগদ্বেদনঞ্চ কথং স্পন্দাদিবেদনম্ ? ॥ ২৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কারণাসম্ভবাদাদাবেবোৎপন্নং ন কিঞ্চন।
কুতশ্চেত্যমতঃ শান্তং সর্ব্বং সর্ব্বস্ত বিভ্রমঃ ॥ ২৯ ॥

রাম উবাচ।

অত্র মে বিগতোল্লেখে নিশ্চেত্যচলনাদিকে।
সকৃদ্বিভাতে বিমলে বিভ্রমঃ কস্য কীদৃশঃ ॥ ৩০ ॥

সর্গাদাবচেতিতজগৎপ্রতিভাসাসিদ্ধেঃ শুদ্ধচিন্মাত্রমেব তদা চেত্যং চেতয়তে ইত্যবশ্যং বাচ্যম্। তত্র চেত্যস্য কুতঃ সম্ভবস্তদ্বদেতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ২৬ ॥

চেত্যং চেৎ সর্গাদৌ সম্ভূতং স্যাত্তদা তৎ কুতঃ সম্ভূতমিতি প্রশ্নাবসরঃ স্যাৎ। অত্যন্তাসম্ভূতস্য বন্ধ্যাপুত্রকল্পস্য কিমুপপত্তিজিজ্ঞাসয়েতি নিত্যমুক্ত এবাত্মা প্রতিপত্তব্য ইত্যুত্তরার্থঃ। অবাচ্যতা বক্তুমনর্হতা ॥ ২৭ ॥

নিত্যমুক্তত্বং চেদহন্ত্বাদিপ্রতিভাস এব কদাপি ন স্যাদিতি গুরুশাস্ত্রা বৈফল্যমিতি শঙ্কাশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

নোৎপন্নমেব কিঞ্চিদিতি নিত্যমুক্ততাপ্রতিবোধনেন জগদ্বন্ধবিভ্রমশান্তিরে শাস্ত্রাদিফলমিত্যুত্তরাশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

অত্র মে ভ্রান্ত্যন্তরমিতি শেষঃ। বিগতোল্লেখে বাগগম্যে সকৃদ্বিভাতে স স্বপ্রকাশে নিত্যমুক্তে ব্রহ্মণি বিভ্রম এব কস্য কুতো বা নিমিত্তাৎ কীদৃশ কিংপ্রকারশ্চ। অদ্বয়েন দ্বৈতলেশস্যাপ্যসহনাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কারণাভাবতো রাম! নাস্ত্যেব খলু বিভ্রমঃ।
সর্ব্বং ত্বমহমিত্যাদি শান্তমেকমনাময়ম্ ॥ ৩১ ॥

রাম উবাচ।

ব্রহ্মন্! ভ্রমমিবাপন্নঃ প্রষ্টুং জানামি নাধিকম্।
নাত্যন্তঞ্চ প্রবুদ্ধোঽস্মি পৃচ্ছামি কিমিহাধুনা ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কারণস্যৈব নিকষং পৃচ্ছ মা কারণক্ষয়াৎ।
পরে স্বভাবেঽনির্ব্বাচ্যে স্বয়ং বিশ্রান্তিমেষ্যসি ॥ ৩৩ ॥

রাম উবাচ।

মন্যেঽহং কারণাভাবাৎ পূর্ব্বমেব ন সর্গতা।
উদিতা তেন কস্যায়ং চেত্যচেতনবিভ্রমঃ ॥ ৩৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অকারণত্বাৎ সর্ব্বত্র শান্তত্বাদ্ভ্রান্তিরস্তি নো।
অনভ্যাসবশাদেব ন বিশ্রাম্যতি কেবলম্ ॥ ৩৫ ॥

অস্ত শাস্ত্রাধিগতাদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বদৃশা বিভ্রমোঽপ্যনুপপন্নঃ নৈতাবতা কৃতকার্য্যং ঙ্গং বিফলমিত্যুত্তরাশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

এবং নিরুত্তরীকৃতো রামঃ প্রবোধদার্ঢ্যাভাবাদনিবৃত্তসংশয়ঃ প্রশ্নাশক্তিমেব দর্শয়তি—ব্রহ্মন্নিতি ॥ ৩২ ॥

হে রাম, ন নিরুত্তরীকরণাদপ্রতিভামাত্রেণ প্রশ্নাদুপরমস্ব, কিন্তু প্রশ্নকারণস্য শয়বীজস্য নিকষোপলবৎ সারাসারতাপরীক্ষাস্থানং মা মাং আকারণক্ষয়াদ্যাবদা- ং পৃচ্ছ। ততঃ ক্রমেণ প্রশ্নকারণসংশয়ানাং তৎকারণস্যাজ্ঞানস্য চ নিঃশেষং াৎ পরে স্বভাবে বিশ্রান্তিমেষ্যসি ॥ ৩৩ ॥

কারণাভাবাৎ পূর্ব্বং সর্গাদাবেব সর্গতা নোদিতেতি ত্বদুক্তং সিদ্ধান্তমহং মন্যে বগচ্ছাম্যেব, তথাপি মমায়ং চেত্যচেতনবিভ্রমঃ কস্যেতি সংশয়ো নাপগচ্ছতি, তত্র া হেতুরিতি প্রশ্নাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

যদি মদুক্তং সিদ্ধান্তং জানাসি তর্হি অনভ্যাসবশাত্তজ্জ্ঞানাদার্ঢ্যাদবিশ্রান্তিরেব বৃথা নানাসংশয়হেতুরিত্যুত্তরাশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

রাম উবাচ।

কুতো ভবেদনভ্যাসো ভবেদভ্যসনং কুতঃ।
কুতোঽভ্যাসাত্মিকা ভ্রান্তিরেষা পুনরুপস্থিতা ? ॥ ৩৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অনন্তত্বাদনন্তস্য ভ্রান্তির্নাস্তি চ সম্প্রতি।
অভ্যাসভ্রান্তিরখিলং মহাচিদ্ঘনমক্ষতম্ ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ।

উপদেশ্যোপদেশাদাবনয়া শব্দসম্পদা।
কিমন্যদ্বদ মে ব্রহ্মন্ ! সর্ব্বস্মিন্ শান্ততাং গতে ॥ ৩৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

উপদেশ্যোপদেশাত্ম ব্রহ্ম ব্রহ্মণি সংস্থিতম্।
বোধাত্মনি ন মোক্ষোঽস্তি ন বন্ধোঽস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥ ৩৯ ॥

রাম উবাচ।

দেশকালক্রিয়াদ্রব্যভেদবেদনচেতসাম্।
সর্ব্বস্যাসম্ভবে সর্ব্বসত্তা কথমুপস্থিতা ? ॥ ৪০ ॥

যত্র জগদ্ভ্রান্তেরপি কারণং নাস্তি তত্রাভ্যাসাত্মিকা ভ্রান্তিঃ কুতো হেতোরুপস্থিতা স্যাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মাঽস্তু কাপি ভ্রান্তিস্তথাপি জীবন্মুক্তানাং চিদ্ঘনাত্মকসর্ব্ববস্তুভির্ব্যবহার-প্রবৃত্তিবৎ তবাপ্যভ্যাসপ্রবৃত্তিরস্তিত্যাশয়েনোত্তরমাহ—অনন্তত্বাদিতি ॥ ৩৭ ॥

জীবন্মুক্তানাং ভবদাদীনাং সর্ব্বস্মিন্ জগদ্ভ্রমে শান্ততাং গতে সতি অনয়াঽধ্যাত্মশাস্ত্ররূপয়া শব্দসম্পদা উপদেশার্হাণামস্মদাদীনামুপদেশকায়প্রবেশশক্তি-পাতাদিনা প্রবোধনব্যবহারে কিমন্যৎ কারণং স্যাদিতি প্রশ্নঃ ॥ ৩৮ ॥

তেষামুপদেশাদি সর্ব্বব্যবহারাত্মনা ব্রহ্মৈব ব্রহ্মণি সংস্থিতম্। অজ্ঞাদৃশানাং বন্ধমোক্ষতদুপায়ানাং তত্ত্বদৃশা অত্যন্তাপ্রসিদ্ধেরিত্যুত্তরাশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞদৃষ্টিপ্রসিদ্ধা জগৎসত্তা তর্হি কেন হেতুনোপস্থিতেতি প্রশ্নঃ ॥ ৪০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দেশকালক্রিয়াদ্রব্যভেদবেদনচেতসাম্।
অজ্ঞানমাত্রাদিতরা সত্তা নান্যাঽস্তি নো পুরা ॥ ৪১ ॥

রাম উবাচ।

বোধ্যবোধকতাপত্তেরভাবাদ্বোধতা কথম্।
দ্বৈতৈক্যাসম্ভবে ব্রহ্মন্! কারণাসম্ভবে সতি ? ॥ ৪২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

বোধেন বোধতামেতি বোধশব্দস্তু বোধ্যতাম্।
ভবদ্বিষয়মেবায়মুচিতো নাস্মদাদিষু ॥ ৪৩ ॥

রাম উবাচ।

বোধ এব যদাহন্ত্বমেতি বোধান্যতা তদা।
কুত এষা পরেঽনন্তে নাসাবতিজলেঽমলে ? ॥ ৪৪ ॥

অজ্ঞানহেতুনৈবেত্যুত্তরম্। যতো জীবন্মুক্তেঃ পুরা অন্যা তদনুভবসিদ্ধা জগৎসত্তা নো ॥ ৪১ ॥

তত্ত্বদৃশা দ্বৈতৈক্যাসম্ভবে সতি বোধ্যবোধকভাবাপত্তেরপ্যভাবাত্তত্ত্ববোধস্য বোধতা বা কথং, ন হ্যকর্ম্মকো বোধশব্দো লোকে প্রসিদ্ধোঽস্তীতি প্রশ্নার্থঃ ॥৪২॥

অবুদ্ধং হি ব্রহ্মবোধেন স্বাজ্ঞানক্ষয়ফলাশ্রয়ত্বেন বোধ্যতাং বোধকর্ম্মতামেতি। তেনৈব তু বোধশব্দোঽপি বোধ্যতাং বোধফলবত্তালক্ষণসকর্ম্মকতামেতি। ইদং সর্ব্বমজ্ঞানবস্তুবদ্বিষয়মেব। জীবন্মুক্তেষ্বস্মদাদিষু ত্বজ্ঞানাভাবান্ন বোধস্য সকর্ম্মকতা নিরূপয়িতুং শক্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

নাস্মদাদিষ্বিতি বদতা ভবতা জীবন্মুক্তেষ্বপ্যস্মচ্ছব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তভূতা অহন্তা দর্শিতা। সা চ নাবোধকার্য্যম্। তেষ্ববোধাপ্রসিদ্ধেঃ। অতঃ পরিশেষাদ্বোধ এব অহন্তালক্ষণং পরিণামমেতীতি বাচ্যম্। তদা চ বোধান্যতা তস্য দুর্ব্বারা যয়াবহন্তাহিনা জীবাখ্যঃ পুরুষঃ। এষা চ পরে অনন্তে ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যে অতএব জলমতিকান্তে অতিজলে জলাদপ্যতিশয়িতে অমলে চিন্মাত্রে ত্বয়ি কুতঃ ॥ ৪৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যত্তদ্বোধস্য বোধত্বং তদেবাহন্ত্বমুচ্যতে।
দ্বিত্বমত্রানিলস্পন্দদৃশোরিব নিগদ্যতে॥ ৫।

রাম উবাচ।

সৌম্যাম্ব্বন্তস্তরঙ্গাদির্যথাদত্তে যথাস্থিতম্।
তথা স্বরূপমাত্রাত্ম বোধ্যং বোধোঽববুদ্ধবান্॥ ৪৬॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং চেত্তৎ কথং কঃ স্যাদ্দোষো দ্বিত্বাদিদোষতঃ।
অনন্তে স্থিত একস্মিন্ শান্তে পূর্ণে পরে পদে॥ ৪৭॥

রাম উবাচ।

কোঽত্র কল্পয়িতাহন্ত্বং ভুঙ্ক্তে ভোক্তা চ কশ্চ বা।
যন্মূলং যজ্জগদ্ভ্রান্তিরনন্তা প্রবিজৃম্ভতে?॥ ৪৮॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

জ্ঞেয়সত্ত্বাববোধে হি বন্ধনং সচ্চ নাত্যলম্।
জ্ঞপ্তেঃ সর্ব্বার্থরূপত্বাদ্বন্ধমোক্ষাবতঃ কুতঃ?॥ ৪৯॥

বোধৈকরসস্যাস্মদাদের্যদ্বোধত্বং স্বরূপভূতং তদেবানিলস্পন্দবদ্বৈকল্পিকব্যপদেশে-নাহন্ত্বমস্মাভিরুচ্যতে নাজ্ঞবদভিমানপ্রধানেন জীবপুরুষেণেত্যুত্তরার্থঃ॥ ৪৫॥

এবং চেৎ সমুদ্রতরঙ্গন্যায়েন জীবন্মুক্তানাং চিন্ময়মেবাহংতাদিজগৎ বোধ্য-বোধাদিত্রিপুটী চেতি পর্য্যবসন্নমিতি প্রশ্নাশয়ঃ॥ ৪৬॥

যদ্যেবং স্থিতিরেব তত্ত্বং তর্হি ত্বয়া 'দ্বৈতৈক্যাসম্ভবে ব্রহ্মন্ কারণাসম্ভবে সতি' ইতি স্বচ্ছন্দাবিতো দ্বিত্বাদিপ্রসক্তিতো যঃ অদ্বৈতহানিলক্ষণো দোষঃ স কথং স্যাৎ কশ্চ স্যাত্তস্মাদেবং মন্তব্যমিতি শুদ্ধাদ্বৈতমেবাবলম্বস্বেত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

তর্হি শুদ্ধাদ্বৈতপক্ষে অনিলস্পন্দবদহংত্ববিকল্পং কল্পয়িত্বা কো ব্যবহারং ভুঙ্ক্তে। জগদ্ভ্রান্তিবিকল্পস্যাপি তস্যৈবাবর্জনে পুনর্বন্ধমোক্ষকল্পনাঽপি স্যাদিতি প্রশ্নার্থঃ॥৪৮॥

জ্ঞেয়ার্থসত্যত্বাভিনিবেশে হি পুনর্বন্ধনং প্রসজ্জেত। তত্ত্ববিদাং তু সজ্জ্ঞেয়ং অলং অত্যন্তং নাস্তি। তত্ত্বজ্ঞানেন বাধাৎ। জ্ঞপ্তিরেব হি তেষাং প্রারব্ধশেষ-ভোগায় সর্ব্বার্থাকারেব ভাসতে নাতঃ পুনর্বন্ধাদিকল্পনাপ্রসক্তিরিত্যুত্তরার্থঃ॥ ৪৯।

রাম উবাচ।

জ্ঞপ্তের্বাহ্যার্থতাদীপান্নীলাদীব প্রবর্ত্ততে।
বাহ্যস্ত্বর্থোঽস্তি সদ্রূপো ননু দৃষ্টোপলম্ভতঃ॥ ৫০॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অকারণস্য কার্য্যস্য বাহ্যস্যার্থস্য সত্যতা।
যেয়ং সা ভ্রান্তিমাত্রাত্মরূপিণী নেতরাঙ্গিকা॥ ৫১॥

রাম উবাচ।

স্বপ্নঃ সত্যোঽস্ত্বসত্যো বা দুঃখং তাবৎ প্রযচ্ছতি।
তথৈবেয়ং জগদ্ভ্রান্তিঃ ক উপায়োঽত্র কথ্যতাম্?॥ ৫২॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং তাবদ্যথা স্বপ্নস্তথেয়ং চেজ্জগৎস্থিতিঃ।
তৎপিণ্ডগ্রহতার্থানাং সর্ব্বৈব ভ্রান্তিতোদিতা॥ ৫৩॥

ননু ন জ্ঞপ্তিঃ সর্ব্বার্থরূপা। যতো দীপাৎ প্রকাশকান্নীলপীতাদিরূপস্থিতিরিব পূর্ব্বশাদ্বাহ্যঘটপটাদ্যর্থস্থিতিঃ প্রবর্ত্ততে প্রথাং লভতে। তথা চ দৃষ্টোপলম্ভতঃ ...ক্ষাদিসিদ্ধো বাহ্যোঽর্থঃ সদ্রূপো জ্ঞপ্তিবলাদেব সিদ্ধঃ কথং তয়ৈবাপলপিতুং ...ইতি শঙ্কার্থঃ॥ ৫০॥

যদা বাহ্যার্থস্যাকারণকত্বাদ্বন্ধ্যাপুত্রসদৃশত্বং প্রাক্ সাধিতং তদা তস্য যেয়মাপাত-...প্রসিদ্ধা সত্যতা সা শুক্তিরজতসত্যত্বেব ভ্রান্তিমাত্রাত্মরূপিণী ন তু ইতরস্যথার্থ-...রঙ্গং সাধকং যস্যাস্তথাবিধা। তত্ত্ববিদাং তু ভ্রান্তিমূলাজ্ঞাননাশাত্তৎপ্রসক্তিরেব ...তীত্যুত্তরার্থঃ॥ ৫১॥

তাৎকালিকার্থক্রিয়াসামর্থ্যাৎ সত্যোঽস্তু প্রবোধবাধ্যত্বাদসত্যো বাঽস্তু। অত্র চিকিৎসায়াং ক উপায় ইতি প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ॥ ৫২॥

স্বপ্নসাম্যে সিদ্ধে তত্ত্ববোধেন তৎপিণ্ডগ্রহতাবাধ এব সর্ব্বদুঃখশান্ত্যুপায় ...ইত্যাশয়ঃ। তত্তর্হি সর্ব্বৈব অর্থানাং পিণ্ডগ্রহতাভ্রান্তিতৈবেতি ...হৃদিতৈব॥ ৫৩॥

রাম উবাচ।

কিমেতাবতি সম্পন্নে সম্পন্নং ভবতি প্রিয়ম্।
কথঞ্চ শাম্যত্যর্থানাং স্বপ্নাদৌ পিণ্ডরূপতা ॥ ৫৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পূর্ব্বাপরপরামর্শাৎ পিণ্ডতার্থেষু শাম্যতি।
স্বপ্নেঽপ্যেবং স্থিতে স্থূলা ভাবনা বিনিবর্ত্ততে ॥ ৫৫ ॥

রাম উবাচ।

ভাবনা তনুতাং যাতা যস্যাসৌ কিং প্রপশ্যতি।
কথং শাম্যতি তস্যায়ং সংসারকুহরভ্রমঃ ? ॥ ৫৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

উদ্ধস্তমসদাভাসমুৎপন্ননগরোপমম্।
বর্ষপ্রোম্মৃষ্টচিত্রাভং জগৎ পশ্যত্যবাসনঃ ॥ ৫৭ ॥

রাম উবাচ।

ততঃ কিং তস্য ভবতি বাসনাতানবে স্থিতে।
পিণ্ডগ্রহে গতেঽর্থানাং স্বপ্নোপমজগৎস্থিতেঃ ? ॥ ৫৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সঙ্কল্পরূপজগতঃ ক্রমাৎ সাঽপি বিলীয়তে।
বাসনা তস্য তেনাশু স নির্বাতি বিবাসনঃ ॥ ৫৯ ॥

আশয়মপ্রতিপন্ন প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫৪ ॥

এবং পূর্ব্বাপরপরামর্শেন স্থিতে অবশ্যং প্রবোধোদয়ে স্থূলা স্বপ্নভাবনা বিনিবর্ত্ততে ॥ ৫৫ ॥

যস্য পূর্ব্বাপরবিমর্শেন জগৎস্থৌল্যভাবনা তনুতাং যাতা স জীবন্মুক্তো জগৎ কিং কীদৃশং প্রপশ্যতীতি প্রশ্নঃ ॥ ৫৬ ॥

উত্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৫৭ ॥

ততস্তদনন্তরম্ ॥ ৫৮ ॥

রাম উবাচ।

অনেকজন্মসংরূঢ়া শাখাপ্রসবশালিনী।
ভববন্ধকরী ঘোরা কথং শাম্যতি বাসনা ? ॥ ৬০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথাভূতার্থবিজ্ঞানাদ্‌ভ্রান্তিমাত্রাত্মনি স্থিতে।
পিণ্ডগ্রহবিমুক্তেঽস্মিন্ দৃশ্যচক্রে ক্রমাৎ ক্ষয়ঃ ॥ ৬১ ॥

রাম উবাচ।

পিণ্ডগ্রহবিমুক্তেঽস্মিন্ দৃশ্যচক্রে ক্রমান্মুনে !।
সম্পদ্যতে কিমপরং কথং শান্তিঃ প্রজায়তে ? ॥ ৬২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পিণ্ডগ্রহভ্রমে শান্তে চিত্তমাত্রাত্মতাং গতে।
নিরোধগৌরবোন্মুক্তে জগত্যাস্থোপশাম্যতি ॥ ৬৩ ॥

রাম উবাচ।

বালসঙ্কল্পরূপেঽস্মিন্ স্থিতে জগতি ভাস্বরে।
কথমাস্থোপশমনং তাদৃগ্‌দুঃখায় কিং নরঃ ? ॥ ৬৪ ॥

উত্তরোত্তরভূমিকাপরিপাকক্রমাৎ ॥ ৫৯৬০ ॥

ভ্রান্তিমাত্রাত্মনি অস্মিন্ দৃশ্যচক্রে যথাভূতার্থবিজ্ঞানাৎ পিণ্ডগ্রহবিমুক্তে পটন্যায়েন স্থিতে সতি প্রারব্ধশেষভোগক্রমাত্তস্যাপি ক্ষয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

অপরং কিং নির্বিক্ষেপতাসাধকং সম্পদ্যতে ইতি প্রশ্নঃ ॥ ৬২ ॥

ভোগাস্থাশান্তিঃ পরবৈরাগ্যাখ্যা সংপদ্যত ইত্যুত্তরম্ ॥ ৬৩ ॥

বালসঙ্কল্পরূপে অতিপেলবতয়া স্থিতেঽপি জগতি দুঃখহেত্বাস্থোপশমনং কথম্ হি তাদৃগত্যন্তপেলবসঙ্কল্পঃ শিশুরপি নরো দুঃখায় কিম্। দুঃখমনুভবন্ কথং [illegible]তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সঙ্কল্পমাত্রসম্পন্নে নষ্টে দুঃখং কথং ভবেৎ।
সঙ্কল্পচিত্তমাত্রং যত্তত্তাবৎ প্রবিচার্য্যতাম্ ॥ ৬৫ ॥

রাম উবাচ।

কীদৃশং ভগবংশ্চিত্তং কথং তৎ প্রবিচার্য্যতে।
কিঞ্চ সম্পদ্যতে ব্রূহি তস্মিন্ সম্যগ্ বিচারিতে ? ॥ ৬৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চিতেশ্চেত্যোন্মুখত্বং যত্তচ্চিত্তমিতি কথ্যতে।
বিচার এষ এবাস্য বাসনানেন শাম্যতি ॥ ৬৭ ॥

রাম উবাচ।

কিয়ন্নাম ভবেদ্ব্রহ্মন্ চেত্যোন্মুখতা চিতেঃ।
চিত্তস্যাচিত্ততোদেতি কথং নির্ব্বাণকারিণী ? ॥ ৬৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চেত্যং ন সম্ভবত্যেব চিৎ কিং চেতয়তে কুতঃ।
চেত্যাসম্ভবতশ্চিত্তসত্তা নাস্তি ততশ্চিরম্ ॥ ৬৯ ॥

রাম উবাচ।

কথং ন সম্ভবত্যেতচ্চেত্যং যদনুভূয়তে।
অপহ্নবশ্চানুভবে ক্রিয়তে কথমীদৃশঃ ? ॥ ৭০ ॥

অবিচারেণ পেলবত্বাপরিজ্ঞানাদেব শিশোরপি দুঃখম্। বিচারেণ তৎপরিজ্ঞানে তু ন তন্নাশাদিনা দুঃখমিতি ত্বমপি বিচারয়েত্যুত্তরমাহ—সঙ্কল্পেতি ॥ ৬৫ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ৬৬ ॥

এষঃ সাম্প্রতং ত্বয়া মাং পুরস্কৃত্য ক্রিয়মাণো মহারামায়ণশ্রবণরূপ এব ॥ ৬৭ ॥

চিত্তে জীবতি সতি তন্নিরোধসাধ্যা চিতেরচেত্যোন্মুখতা কিয়ৎকালং স্থাস্যতি অতশ্চিত্তনাশোপায়মেব বদেতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৬৮ ॥

চেত্যত্বাসম্ভবদর্শনেন মার্জ্জনমেব চিত্তনাশোপায় ইত্যুত্তরার্থঃ ॥ ৬৯ ॥

চেত্যং সর্ব্বথা ন সম্ভবতি চেত্তদনুভবস্য কো বিষয় ইতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৭০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যাদৃক্ স্যাদজ্ঞবিষয়ং জগত্তস্য ন সত্যতা ।
যাদৃক্ চ তজ্জ্ঞবিষয়ং তদনাখ্যং যদদ্বয়ম্ ॥ ৭১ ॥

রাম উবাচ ।

ত্রিজগৎ কীদৃগজ্ঞানাং কথং তস্য ন সত্যতা ।
তজ্জ্ঞানাং তু জগদ্‌যাদৃক্ তদ্বক্তুং কিং ন যুজ্যতে ? ॥ ৭২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

আদ্যন্তদ্বৈতমজ্ঞানাং তজ্জ্ঞানাং তন্ন বিদ্যতে ।
জগচ্চ নো সম্ভবতি নিত্যানুৎপন্নমাদিতঃ ॥ ৭৩ ॥

রাম উবাচ ।

আদিতো যদনুৎপন্নং ন সম্ভবতি কর্হিচিৎ ।
অসদ্রূপমনাভাসং কথং তদনুভূয়তে ? ॥ ৭৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অসদেব সদা ভাসমনুৎপন্নমকারণম্ ।
জাগ্রৎস্বপ্নবদুদ্ভূতমর্থকৃচ্চানুভূয়তে ॥ ৭৫ ॥

অজ্ঞপরিজ্ঞাতস্যাপহ্নবে অর্থাত্তস্য তত্ত্ববিৎপরিজ্ঞাতনামরূপাতীতত্বস্যৈব বিষয়ত্যুত্তরার্থঃ ॥ ৭১ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭২ ॥

আদ্যন্তৌ দেশকালকৃতপরিচ্ছেদৌ দ্বৈতং বস্তুকৃতপরিচ্ছেদশ্চ যস্মিংস্তথাবিধং যাদৃশং জগত্তজ্জ্ঞানাং সাংপ্রতং ন বিদ্যতে আদিতশ্চ ন সম্ভবতীতি নিত্যানুৎপন্নং বিষাণবন্ধ্যাপুত্রপ্রায়মিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অত্যন্তাসচ্চেৎ কথমর্থক্রিয়াসমর্থমনুভূয়ত ইতি প্রশ্নঃ ॥ ৭৪ ॥

এবংবিধাপি জাগ্রৎস্বপ্নবদনুভূয়ত ইত্যুত্তরম্ ॥ ৭৫ ॥

রাম উবাচ।

স্বপ্নাদৌ কল্পনাদৌ চ যদ্দৃশ্যমনুভূয়তে।
তজ্জাগ্রদ্রূপসংস্কারাদনুষ্ঠানানুভূতিতঃ ॥ ৭৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কিং জাগ্রদ্রূপমাহো স্বিদন্যৎ স্বপ্নেঽনুভূয়তে।
সঙ্কল্পে চ মনোরাজ্যে ইতি মে বদ রাঘব ! ॥ ৭৭ ॥

রাম উবাচ।

স্বপ্নেষু কল্পনাদ্যেষু জাগ্রদেবাবভাসতে।
সংস্কারাত্মতয়া নিত্যং মনোরাজ্যভ্রমেষু চ ॥ ৭৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

তদেব জাগ্রৎসংস্কারাৎ স্বপ্নশ্চেদবভাসতে।
তৎ স্বপ্নে লুণ্ঠিতং গেহং কথং প্রাতরবাপ্যতে ? ॥ ৭৯ ॥

রাম উবাচ।

ন জাগ্রদ্রাজতে স্বপ্নে তদ্‌ব্রহ্মান্যত্তদেব হি।
বুদ্ধমেতৎ কথং ত্বন্যদপূর্ব্বমিব ভাসতে ॥ ৮০ ॥

কল্পনাদৌ মনোরাজ্যবিতর্কাদৌ অনুষ্ঠানং জাগ্রদ্ব্যবহারস্তদনুভবতঃ প্রসূতাত্তদ্রূপসংস্কারাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

সংস্কারাৎ স্বপ্নে কিং জাগ্রৎপ্রসিদ্ধ এবার্থোঽনুভূয়তে উতান্য ইতি মে বদেতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৭৭ ॥

তত্রাদ্যকল্পং রামঃ পরিগৃহ্যোত্তরমাহ—স্বপ্নেষিতি। জাগ্রৎ জাগ্রৎপ্রসিদ্ধোঽর্থ এব ॥ ৭৮ ॥

লুণ্ঠিতং পাতিতং গেহং গৃহম্। অর্থাভেদে স্বাপ্নপাতনস্য জাগ্রৎপাতনরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৭৯ ॥

আদ্যকল্পপরিগ্রহে দূষিতে রামো দ্বিতীয়কল্পমবলম্বতে—নেতি। জাগ্রদর্থ

বশিষ্ঠ উবাচ।

নানুভূতোঽনুভূতশ্চ চেতস্যর্থোঽবভাসতে।
সর্গাগ্যন্তাদিমধ্যেষু স্বভ্যস্তস্থিতি ভাসতে ॥ ৮১ ॥

রাম উবাচ।

এবং স্বপ্নাত্মকং ভাতি জগদিত্যেব বুদ্ধবান্।
গ্রহবৎ. স্বপ্নযক্ষোঽয়ং কথং ব্রহ্মংশ্চিকিৎস্যতে ? ॥ ৮২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যোঽয়ং সংসরণস্বপ্নঃ স কিংকারণকো ভবেৎ।
কার্য্যান্ন কারণং ভিন্নমিতি দৃষ্টং বিচারয় ॥ ৮৩ ॥

রাম উবাচ।

চিত্তং স্বপ্নোপলম্ভানাং হেতুস্তস্মাত্তদেব তে।
বিশ্বং চাদ্যন্তরহিতমনাসারমনাময়ম্ ॥ ৮৪ ॥

স্বপ্নে ন বাধ্যতে ন ভাসতে কিন্তস্তুৎ। তচ্চব্রহ্মৈবেত্যেতত্ত্বদভিপ্রেতং ময়া বুদ্ধম্। এতাবাংস্তু সন্দেহঃ পরিশিষ্টঃ। তদস্তুদ্ব্রহ্ম অপূর্ব্বং জগদিব ভাসতে ইতি ॥ ৮০ ॥

নাপূর্ব্বমিব ভাসত ইত্যেব নিয়মঃ কিন্তু কশ্চিদর্থো নানুভূতোঽপূর্ব্ব ইতি কশ্চিত্তু প্রাগনুভূতো নাপূর্ব্ব ইতি চাবভাসতেঽসৌ চ যেন যেনাকারেণ সর্গাদ্যন্তাদি-মধ্যেষ্বনুভবোঽভ্যস্তঃ স ইতি তেন তেনাকারেণ ভাসতে। তত্র ব্রহ্মাকারতাভ্যাসে স্বভ্যস্তে তথৈব ভাসিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮১ ॥

এবং ত্বয়া বোধিতোঽহং জাগ্রজ্জগদপি স্বপ্নাত্মকমেব ভাতীত্যেব বুদ্ধবান্। তথাবিধোঽপ্যয়ং জগদ্যক্ষো গ্রহবদ্বাধতে অতঃ কথং চিকিৎস্যতে ॥ ৮২ ॥

কারণপরীক্ষণেন স চিকিৎসনীয় ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠস্তৎকারণং পৃচ্ছতি—যোঽয়মিতি ॥ ৮৩ ॥

উত্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৮৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং চিত্তং মহাবুদ্ধে! মহাচিদ্ঘনমেব তৎ।
তথাস্থিতং ন স্বপ্নাদি কিঞ্চ নাস্তীতরাত্মকম্॥ ৮৫॥

রাম উবাচ।

অবয়বাবয়বিনোর্যথা ভিন্নস্তথা স হি।
তত্রানবয়বে ব্রহ্মণ্যেকতা জগদাদিনা॥ ৮৬॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং ন সম্ভবত্যেব নিত্যানুৎপন্নমাদিতঃ।
জগত্তেনাজরং শান্তমজং সর্ব্বমবেধিতম্॥ ৮৭॥

রাম উবাচ।

কাকতালীয়বন্মন্যে সর্গাদ্যন্তাদয়ো ভ্রমাঃ।
ভ্রান্তিদ্রষ্টৃত্বভোক্তৃত্বসহিতাঃ পরমে পদে॥ ৮৮॥

চিত্তঞ্চ চেত্যোন্মুখী চিদেবেত্যসকৃদুক্তমেবেতি তচ্চিত্তং মহাচিদ্ঘনমেব। তথাচ তদেব জগদাকারমিব স্থিতমিতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ৮৫॥

তর্হি বৃক্ষশাখান্যায়েন ভেদাভেদেন ব্রহ্মণি জগৎ স্থিতমিত্যেব কুতো নোচ্যতে ন স্বপ্নাদি কিঞ্চ নাস্তীতি কুতো নিষিধ্যতে ইতি রামঃ শঙ্কতে—অবয়বেতি। যথা অবয়বানাং শাখাদীনামবয়বিনো বৃক্ষস্য চ তাদাত্ম্যলক্ষণ একীভাবো ভিন্নো ভেদসহিষ্ণুস্তথা চিত্তজগতোরপ্যস্তু। তত্র জগদাদিনা সমষ্টিচিত্তেন অনবয়বে ব্রহ্মণ্যেকতাস্তিত্যর্থঃ॥ ৮৬॥

পরিহরতি—এবমিতি। এবং কল্পনা ন সম্ভবত্যেব। যত আদিতো বিমর্শে ব্রহ্মণি কারণাভাবাজ্জগন্নিত্যানুৎপন্নম্। ন হি মায়িককল্পনামাত্রেণাবয়বাবয়বিভাবো ভেদাভেদো বা ভবতি। মরুনদীগন্ধর্ব্বনগরাদেরপি মরীচিনভঃপ্রভৃত্যবয়বতাপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। অবেধিতমচ্ছিদ্রিতমখণ্ডিতমিতি যাবৎ॥ ৮৭॥

এবং সমাহিতো রামঃ পরিশিষ্টাং সৈদ্ধান্তিকীং স্থিতিমেবাবলম্ব্যাহ—কাকতালীয়বদিতি॥ ৮৮॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যা ব্যাপারবতী রসাদ্রসবিদাং কাচিৎ কবীনাং ন বা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণিতং নির্বৃতং
যাবদ্দৃষ্টিদৃশো ন সন্তি কলিতা নো শূন্যতা নো ভ্রমঃ ॥৮৯॥

ত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
রামবিশ্রান্তির্নাম নবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯০ ॥

এবং জগদ্ভ্রান্তিমাত্রমেবেতি নিশ্চিতবন্তং রামং প্রতি সাদিভ্রান্তির্দৃষ্টিদ্বয়মূলকেন স্ত্রীয়বিচারেণ ময়া নিরাকৃতেতি বসিষ্ঠ উপসংহরতি—যেতি। ত্রিবিধা হি সিদ্ধা দৃষ্টিঃ। পামরদৃষ্টির্যৌক্তিকদৃষ্টিস্তত্ত্বদৃষ্টিশ্চেতি। তত্রাদৌ প্রথমা উত্তরাভ্যাং ভ্যাং নিরাকার্য্যা দ্বিতীয়া স্বতে তৃতীয়য়েত্যাশয়েন উত্তরে দ্বে দৃষ্টী অবলম্ব্য য়েদমখিলং বিশ্বং তত্ত্বতো নির্ব্বর্ণিতম্। কে তে দ্বে। রসাদ্রসবিদাং সারাদপি রং নির্মথ্য বোদ্ধুং সমর্থানাং কবীনাং প্রমাণপ্রমেয়তত্ত্বপরীক্ষাকুশলানা ত্তরবিচারব্যাপারবতী অতিনিষ্কর্ষরূপত্বাদভিনবা যা কাচিদ্দৃষ্টিঃ সৈকা। যা পরা সর্ব্ববিচারশাস্ত্রশ্রবণমননিদিধ্যাসনপরিপাকপরিনিষ্ঠিতো যঃ পরমতত্ত্বরূপো- র্থস্তন্মাত্ররূপস্য বিষয়স্য উন্মেষঃ অপরোক্ষতয়া স্ফুরণং যস্যাং চরমসাক্ষাৎকারবৃত্তৌ দৃশী বৈপশ্চিতী বিপশ্চিৎসু জীবন্মুক্তেষু প্রসিদ্ধা। সা চ। তে দ্বে দৃষ্টী অব- ম্ব্যাস্মিন্ শাস্ত্রে কিয়ৎপর্য্যন্তং বিশ্বং নির্ব্বর্ণিতং তদাহ—যাবদিতি। যাবদ্দৃষ্টয়শ্চ দৃশো জীবাশ্চ কালত্রয়েঽপি ন সন্তি। জগতঃ শূন্যতাঽপি ন কলিতা ভ্রমশ্চ ন লিতস্তাবন্নিত্যাপরোক্ষপরমানন্দব্রহ্মাত্মৈকবস্তুস্থিতিপর্য্যন্তমিতি যাবৎ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
নবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

এবং চেত্তন্মুনিশ্রেষ্ঠ ! পরমার্থময়ং জগৎ।
সর্ব্বদা সর্ব্বভাবাত্মা নোদেতি ন চ শাম্যতি ॥ ১ ॥
ভ্রান্তিরেবেয়মাভাতি জগদাভাসরূপিণী।
ভ্রান্তিরেবাঽপি বা নৈব ব্রহ্মসত্তৈব কেবলা ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কাকতালীয়বদ্‌ব্রহ্ম যন্তাতীবাত্মনাত্মনি।
স তেনৈবাত্মনাত্মৈব জগদিত্যববুধ্যতে ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ।

কথং তপত্যহো দিক্কং সর্গস্যাদৌ পরত্র চ।
কথং ভিত্ত্যা বিনা ভাতি বদ দীপপ্রভা মুনে ! ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মৈব জগদাকারং যথা ভাত্যপ্রবোধতঃ।
প্রবুদ্ধমাত্রনির্ব্বাণং তৎ সম্যগিহ বর্ণ্যতে ॥

এবং প্রতিবোধিতো রামঃ সৈদ্ধান্তিকং পক্ষং প্রতিপন্নাভিলপতি—এবঞ্চেদিত্যাদিনা। পরমার্থময়ং পরংতত্ত্ববিবর্ত্তঃ ॥ ১ ॥

ভ্রান্তির্বিক্ষেপশক্তিপ্রধানা অবিদ্যা যৌক্তিকদৃশা, তত্ত্বদৃশা তু সাঽপি নৈব ॥ ২।

শ্রীরামোক্তমনুমোদমানো বশিষ্ঠস্তদেবাহ—কাকতালীয়বদিতি। কাকতালীয়বদতর্ক্যয়া অবিদ্যয়া আত্মনা জীবভূতেন তেনৈব ব্রহ্মণা ॥ ৩ ॥

মহাপ্রলয়কালে স্বালম্বনদিগ্বিভাগাদিশূন্যমপরিচ্ছিন্নচিৎপ্রকাশমসম্ভাবয়ন্নিব সবিস্ময়ং রামঃ পৃচ্ছতি—কথমিতি। অদিক্কং দিগ্‌ভাগং বিনা সর্গস্যাদৌ প্রলয়কালে পরত্র মোক্ষে চ কথং তপতি প্রকাশতে। অহো ইত্যাশ্চর্য্যে। ভিত্ত্যা আলম্বনেন। তথাচ বিনালম্বনং প্রভায়া ইব চিদাত্মনোঽপি প্রথা অসম্ভাব্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্থং রূপমিদং ভাতি চিতিরূপপ্রভাপ্রভা।
পশ্য সৈবাত্মনাস্তে যৎ প্রকাশাদিভিরেব চ ॥ ৫ ॥
ভিত্তৌ প্রকাশো ভাতীব তৎ কুড্যং ভাসনঞ্চ তৎ।
দৃশ্যস্যাসম্ভবাদাদৌ বক্তা দ্রষ্টা প্রদৃশ্যতাম্ ॥ ৬ ॥
তস্মাদ্‌দ্রস্টাস্তি নো দৃশ্যং নৈবাস্তীদমনাময়ম্।
চিৎপ্রভৈবাত্মনা ভিত্তির্ভবত্যাভাসনং তথা ॥ ৭ ॥
দ্রষ্টৃদৃশ্যাত্মিকৈকৈব স্বাত্মনৈব বিরাজতে।
স্বপ্নাদিষু যথেহাস্য দ্রষ্টৃদৃশ্যাত্মিকা সতী ॥ ৮ ॥
চিদ্ভাত্যেব হি সর্গাদৌ কচন্তী ভাতি সর্গবৎ।
ভাসনীয়ঞ্চ ভানঞ্চ রূপং যত্র স্বয়ম্প্রভা ॥ ৯ ॥

অস্যত্রাদৃষ্টমত্যাশ্চর্যামপ্যেতৎ প্রমাণানুভববলাদেব সম্ভাবনীয়মিতি সমাধত্তে—থংরূপমিতি। ইদমিত্থংরূপমত্যাশ্চর্য্যমেব। 'বিষ্ণুং চিদানন্দময়রূপমদ্ভুতম্' ইতি ...তেঃ। 'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্' ইতি ভগবদ্বচনাচ্চ। তথাপি নাসম্ভাবনা ...র্য্যা। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পরীক্ষ্য ত্বং পশ্য। যদযস্মাৎ সৈব চিতিরূপা ...র্য্যাদিপ্রভায়া অপি প্রভা অন্ধকারকালে আত্মনৈব প্রথমানা আস্তে। ...র্য্যোদয়াত্ত্বনন্তরং প্রকাশাদিভিঃ সহাপ্যাস্তে ॥ ৫ ॥

সূর্য্যাদিপ্রকাশোঽপি ভিত্ত্যাদিনিরপেক্ষপ্রকাশস্বভাব এব সন্ ভিত্তৌ ভাতীব। ...হি তস্য প্রকাশতা ভিত্তিপ্রযুক্তা। প্রত্যুত কুড্যং তদ্ভাসনং চ তৎস্বপ্রকাশতাবলা...ব সংপদ্যতে। প্রকাশৈকরস্যেনৈব কুড্যপ্রথনাৎ। তত্র যথা কুড্যাদিসংবন্ধাৎ ...প্রাগুদ্ভাসি প্রকাশো দৃশ্যতে তথা সর্গস্যাদৌ প্রলয়েঽপি বক্তা শ্রোতা চায়মাত্মা ...বিষয়ো দৃশ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এবং নিরালম্বনচিৎসম্ভাবনসিদ্ধেঃ সৈব সর্গাদৌ জগদাকারেণ সম্পন্নেতি ...ভাবয়েত্যাহ—তস্মাদিতি। ভিত্তির্মূর্ত্তমালম্বনমাভাসনং সূর্য্যাদিপ্রভা যথা ...ৈব ॥ ৭ ॥

একস্যা এব চিতস্ত্রিপুটীভাবঃ স্বপ্নাদিষ্বপি প্রসিদ্ধ এবেত্যাহ—দ্রষ্ট্রিতি ॥ ৮ ॥
যত্র যস্মিন্ সর্গাদিকালে ॥ ৯ ॥

একৈব চিত্ত্রয়ং ভূত্বা সর্গাদৌ ভাতি সর্গবৎ।
এষ এব স্বভাবোঽস্যা যদেবং ভাতি ভাস্বরা ॥ ১০ ॥
এতত্তু স্বপ্নসঙ্কল্পনগরেষ্বনুভূয়তে।
ইত্থং নাম তপত্যেষা চিদ্দীপ্তিঃ প্রথমোদিতা ॥ ১১ ॥
নভস্যেব নভোরূপা যদিদং ভাসতে জগৎ।
অনাদ্যন্তমিদং তস্যাঃ সর্গাঃ সর্গাত্মভাসনম্ ॥ ১২ ॥
স্বভাবভূতমস্মাকং ত্বিদং ভাতি মহাত্মনাম্।
ভাস্যভাসকসংবিত্তির্নশ্যতি প্রতিভামিতা ॥ ১৩ ॥
তদা তু নাম সর্গাদৌ নাসীদ্ভাস্যো ন ভাসকঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবশাদেব স্থাণৌ পুংস্প্রত্যয়ো যথা ॥ ১৪ ॥
তথাত্মনি দ্বিতাভানাচ্চিত্তে দ্বৈতবিভাসনম্।
সর্গাদৌ ন চ ভাস্যোঽস্তি ন চ বা নাস্তি ভাসকঃ ॥ ১৫ ॥
কারণাভাবতোঽদ্বৈতং চিদ্ব্যোমাভাতি কেবলম্।
কিং নাম কারণং ব্রূহি সর্গাদৌ চিতি বস্তুতঃ ॥ ১৬ ॥
অভাবাদর্থদৃষ্টীনাং চিদেবেত্থং প্রকাশতে।
জগদ্ভানমিদং যত্তন্ন জাগ্রন্ন সুষুপ্তকম্ ॥ ১৭ ॥
ন স্বপ্নোঽসম্ভবাদ্দৃশ্যং কেবলং ব্রহ্ম ভাসতে।
চিন্মাত্রব্যোমসর্গাদাবিত্থং কচকচায়তে ॥ ১৮ ॥

স্বভাবো মায়াশক্তিঃ ॥ ১০ ॥
তপতি প্রকাশতে ॥ ১১ ॥
তস্যাঃ সর্গাত্মনা ভাসনং ভানমেব সর্গাঃ ॥ ১২ ॥
অজ্ঞানামেবেদমাশ্চর্য্যবদ্ভাতি নাস্মাকমিত্যাহ—স্বভাবভূতমিতি। অকস্মাৎ প্রতিভামিতাপি ঝটিত্যেব তত্ত্বানুসন্ধানেন নশ্যতি ॥ ১৩ ॥
কথং তত্ত্বানুসন্ধানং তদাহ—তদা ত্বিতি ॥ ১৪ ॥
ভাসকশ্চিদাত্মা তু ন নাস্তি অবশ্যমস্ত্যেব। বা-শব্দঃ সমুচ্চয়ে ॥ ১৫-১৬ ॥
সর্গাদৌ জগদ্ভানস্য জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়ানন্তর্ভাবাদপি তুর্য্যচিদেবেত্থং প্রকাশতে ইত্যাহ—অভাবাদিতি ॥ ১৭-১৮ ॥

যৎ স্বমেব বপুর্বেত্তি জগদিতাজগন্ময়ম্ ।
চিন্মাত্রব্যোমসর্গাদাবিত্থং ভাতি বিকাসনম্ ॥ ১৯ ॥
যদিদং জগদিত্যেব শূন্যত্বাম্বরয়োরিব ॥ ২০ ॥
বুদ্ধা চ যাবৎ স্বনুভূতিযুক্তং
স্থাতব্যমেতেন বিকল্পমুক্তম্ ।
পাষাণমৌনং কুজনেন তুক্তং
ন গ্রাহ্যমজ্ঞেন হি ভুক্তমুক্তম্ ॥ ২১ ॥

...র্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে মহাবাদবোধনং (তত্ত্বানুসন্ধানং) নামৈকনবত্যত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯১ ॥

বিকাসনমিত্যুত্তরান্বয়ি ॥ ১৯ ॥

শূন্যত্বাম্বরয়োর্ভেদবিকল্পবিকাসনম্ ॥ ২০ ॥

বর্ণিতং তত্ত্বানুসন্ধানপ্রকারমুপসংহরতি—বুদ্ধেতি। এতেন মদুক্তত্ত্বানু-...নোপায়েন তত্ত্বং বুদ্ধা যাবদ্ভূমিকাপরিপাকক্রমেণেদং স্বনুভূতিযুক্তং দৃঢ়ং ভবতি ...বদ্বিকল্পমুক্তং যথা স্যাত্তথা পাষাণমৌনং নিরুদ্ধবাগাদিব্যাপারং নির্বিকল্পসমাধৌ ...তব্যম্। অজ্ঞেন স্বেন পরেণ চ অনাদৌ সংসারে পুনঃ পুনর্ভুক্তং ...রাগ্যাতিশয়েন সাম্প্রতং মুক্তং ত্যক্তং বাহ্যবিষয়জাতং তু কুজনেন ...জ্ঞে্ব,ত্যুক্তমপি ন গ্রাহ্যম। বিষয়গ্রহণস্য ভোগলাম্পট্যহেতুতয়া সমাধিসুখবিঘাত-...ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে
উত্তরার্দ্ধে একনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯১ ॥

দ্বিনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

অহো নু সুচিরং কালং সম্ভ্রান্তা বয়মন্তরে।
অপরিজ্ঞাতমাত্রেণ সংসারপরমাম্বরে ॥ ১ ॥
বুদ্ধে যাবদিয়ং নাম জগদ্‌ভ্রান্তির্ন কিঞ্চন।
ন চাভূন্ন চ বাস্তীয়ং ন চ নাম ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥
সর্ব্বং শান্তং নিরালম্বং বিজ্ঞানং কেবলং স্থিতম্।
অনন্তং চিদ্ঘনং ব্যোম নীরাগমপকল্পনম্ ॥ ৩ ॥
পরমাকাশমেবেদমপরিজ্ঞাতমাত্রকম্।
সংসারতামিবাস্মাকং গতং চিত্রমহো নু ভোঃ! ॥ ৪ ॥
ইত্থং দ্বৈতমিদং ভাতমিমে লোকা ইমেঽদ্রয়ঃ।
পরমাকাশমিত্যচ্ছমেবানচ্ছমিব স্থিতম্ ॥ ৫ ॥
স্বর্গাদৌ পরলোকাদৌ স্বপ্নাদৌ কল্পনাদিকে।
চিদেব চেত্যবদ্ভাতি কুতোঽন্যা কিল দৃশ্যধীঃ ॥ ৬ ॥

ইহ প্রবুদ্ধো রামঃ স্বং প্রবোধং গুরুসন্নিধৌ।
যথা চিন্মাত্রমেবেদং তথা বিস্তরতোঽব্রবীৎ ॥

সর্ব্বসন্দেহনিবৃত্ত্যা সম্যক্‌প্রবুদ্ধো রামঃ সুপ্তোত্থিতঃ স্বপ্নভ্রান্তিমিব সংসারভ্রান্তিমাশ্চর্য্যতয়া স্মরন্নাহ—অহো ইত্যাদিনা। সংসারলক্ষণে পরমে নিরবধৌ অম্বরে তত্রাপ্যন্তরে এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডৈকদেশে সুচিরং কালং বয়মপরিজ্ঞাতমাত্রেণাত্মতত্ত্বেন সম্ভ্রান্তাঃ ॥ ১ ॥

বুদ্ধে আত্মতত্ত্বে তু। যাবদিতি সাকল্যে। তথা চোক্তং সুরেশ্বরবার্ত্তিকে—'তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্‌ধীজন্মমাত্রতঃ। অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি' ইতি ॥ ২ ॥

যতঃ অপকল্পনমত এব তদ্রঞ্জনাভাবান্নীরাগম্ ॥ ৩-৫ ॥

কল্পনা কাব্যরচনা। আদিপদান্মনোরাজ্যপরিগ্রহঃ ॥ ৬ ॥

স্বর্গে বা নরকে বাঽপি স্থিতোঽস্মীতি মতির্যদি।
তদ্ভ্রান্ত্যা নরকস্যান্তো দৃশ্যঃ সংবিন্ময়াত্মকম্ ॥ ৭ ॥

নেদং দৃশ্যং ন চ দ্রষ্টা ন সর্গো ন জগন্ন চিৎ।
ন জাগ্রৎস্বপ্নসিদ্ধ্যাদি কিমপীদং তদপ্যসৎ ॥ ৮ ॥

কুতোঽস্যাঃ সম্ভবো ভ্রান্তেরিতি চেদ্দৃশ্যতে মুনে!।
তদেতদপি নো যুক্তং ভ্রান্ত্যভাবানুভূতিতঃ ॥ ৯ ॥

ভ্রান্তির্ন সম্ভবত্যেব নির্বিকারে জ্ঞতাপদে।
যত্ত্বিদং ভ্রান্তিতাজ্ঞানং তত্তদেবেতরন্ন তৎ ॥ ১০ ॥

নিরন্তরে নিরাদ্যন্তে ব্যোম্নি শৈলোদরেঽথবা।
কুতোঽন্যতাকল্পকং স্যাজ্জ্ঞপদে চাবিকারিণি ॥ ১১ ॥

মিথ্যৈবানুভবো ভ্রান্তেঃ স্বপ্নে স্বমরণোপমঃ।
যদনালোকনং নাম শাম্যতীদং বিলোকনাৎ ॥ ১২ ॥

মৃগতৃষ্ণাম্বুগন্ধর্বনগরদ্বীন্দুবিভ্রমঃ।
তথাবিদ্যাভ্রমশ্চায়ং বিচারান্নোপলভ্যতে ॥ ১৩ ॥

বালবেতালবদ্ভ্রান্তির্ন বিদ্যা জাগ্রগাঽপি হি।
অবিচারেণ সংরূঢ়া বিচারেণোপশাম্যতি ॥ ১৪ ॥

মতিভ্রান্তিঃ। তত্তস্যা ভ্রান্তের্বশাত্তস্য পুংসো নরকস্য অন্তো বন্ধঃ। 'অতি ন্ধনে' ঘঞ্ ॥ ৭ ॥

চিৎ চিদাভাসঃ ॥ ৮ ॥

ভ্রান্তেরসদ্রূপত্বাত্তকারণচিন্তাপ্যযুক্তৈবেত্যাহ—কুত ইতি। দৃশ্যতে আলোক্যতে ॥ ৯ ॥

জ্ঞতা তত্ত্বজ্ঞানং তৎপদে ॥ ১০ ॥

নিরন্তরে অন্তরালশূন্যে শৈলোদরে স্ফটিকশিলাগর্ভে বা ॥ ১১-১২ ॥

দ্বীন্দুবিভ্রমো যথেতি শেষঃ ॥ ১৩ ॥

জাগরণং জাগ্রঃ। ঘঞর্থে কঃ। জাগরে প্রত্যক্ষদৃষ্টাঽপি ন বিদ্যা ন যথার্থা ॥ ১৪ ॥

কুত আসীদিতি মুনে। নাত্র প্রশ্নো বিরাজতে।
সত এব বিচারেণ লাভো ভবতি নাসতঃ ॥ ১৫ ॥
প্রামাণিকবিচারেণ প্রেক্ষিতং যন্ন লভ্যতে।
তদেতদসদেবাদি তত্তর্হ্যনুভবো ভ্রমঃ ॥ ১৬ ॥
যন্নাস্তীতি পরিচ্ছিন্নং প্রমাণৈঃ সুবিচারিতম্।
খপুষ্পশশশৃঙ্গাভং তৎ কথং লভ্যতে সতঃ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বতঃ প্রেক্ষ্যমাণোঽপি যঃ কুতশ্চিন্ন লভ্যতে।
তস্য স্যাৎ কীদৃশী সত্তা বন্ধ্যাতনয়রূপিণঃ ॥ ১৮ ॥
ভ্রান্তির্ন সম্ভবত্যেব তস্মাৎ কাচিৎ কদাচন।
নিরাবরণবিজ্ঞানঘনমেবেদমাততম্ ॥ ১৯ ॥
যৎকিঞ্চিজ্জগদত্রাত্র ভাতীদং পরমেব তৎ।
পরম্পরে পরাপূর্ণে পূর্ণমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥
ন ভাতং ন চ নাভাতমিহ কিঞ্চিৎ কদাচন।
ইদমিত্থং স্থিতং স্বচ্ছং শান্তমেব জগদ্বপুঃ ॥ ২১ ॥

ইয়ং ভ্রান্তিঃ কুতো নিমিত্তাদাসীদিতি প্রশ্নোঽপ্যত্র ন বিরাজতে বিচারার্থং হি প্রশ্নঃ স চাত্র নিষ্ফলঃ। তন্মূলস্যাজ্ঞানস্যাসতো নির্ণেয়ত্বাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অজ্ঞানস্যাসত্ত্বং প্রমাণপূর্ব্বকবিচারালভ্যত্বাদেবেত্যাহ—প্রামাণিকেতি। আদিজগন্মূলমজ্ঞানম্। তত্তস্মাৎ কারণাদেব হি তদনুভবাদ্ভ্রমঃ ॥ ১৬ ॥

অজ্ঞানং তৎকার্য্যং চ সম্মূলকমেব কিং ন স্যাত্তত্রাহ—যদিতি। প্রমাণৈর্বাচারম্ভণেত্যাদিশ্রুতিভিঃ ॥ ১৭ ॥

তর্হি জগদপি সদেব কিং ন স্যাত্তত্রাহ—সর্ব্বত ইতি। কুতশ্চিৎ কারণাৎ প্রমাণাচ্চ ॥ ১৮-১৯ ॥

পরেণ নিরতিশয়ানন্দেন আপূর্ণে পরে ব্রহ্মস্বরূপে পরং তদেব পে মহিম্ন্যবতিষ্ঠতে ॥ ২০-২১ ॥

অজমমরমহার্য্যমার্য্যজুষ্টং
পরমবিকারি নিরাময়ং সমন্তাৎ।
পদমহমুদিতং ততং হি শুদ্ধং
নিরহমনেকমথাদ্বয়ং বিকাসি ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিশ্রান্ত্যুপগমবর্ণনং নাম দ্বিনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯২ ॥

কীদৃশং তৎপদমবতিষ্ঠতে তদাহ—অজমিতি। অহার্য্যং পরৈরপহর্ত্তুমশক্যম্। আর্য্যৈর্বিদ্বদ্ভির্জুষ্টং সমন্তাৎ পূর্ণমহমেব নিরহং সৎ বোধাত্মুদিতম্। আবরণপরিচ্ছেদভঙ্গাৎ সর্ব্বতো বিকাসি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বিনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯২ ॥

ত্রিনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং ন দেবা নর্ষয়ো বিদুঃ।
যৎ পদং তদিদং ভাতি ক্ব জগৎ ক্ব চ দৃশ্যতা ॥ ১ ॥
দ্বৈতাদ্বৈতসমুদ্ভেদবাক্যসন্দেহবিভ্রমৈঃ।
অলমস্মাকমাশান্তমাদ্যং রূপমনাময়ম্ ॥ ২ ॥
ব্যোমনি ব্যোমভাবানাং প্রশান্তং যাদৃগাসিতম্।
তাদৃক্‌চিদ্ব্যোমনি স্ফারত্রিজগদ্ব্যোমভাসনম্ ॥ ৩ ॥
যথা ব্যোমনি ব্যোমত্বং দৃষত্ত্বং দৃষদি স্থিতম্।
জলত্বঞ্চ জলস্যান্তর্জগত্ত্বং চিদ্ঘনে তথা ॥ ৪ ॥
সাহন্তাদিজগদ্দৃশ্যমাশাকাশবিসার্য্যপি।
মহাচিদ্দূরং বিদ্ধি খং শান্তং শূন্যতোদিতম্ ॥ ৫ ॥

ইহ রামঃ প্রবোধেনাজ্ঞাননিদ্রাক্ষয়ে ক্ষণাৎ।
নিমৃ´ষ্টনিখিলদ্বৈতনিত্যাত্মস্থিতিমব্রবীৎ ॥

দেবাঃ কর্ম্মোপাসনসিদ্ধাঃ। ঋষয়স্তপোযোগসিদ্ধাঃ। অথবা চক্ষুরাদি-বাহ্যান্তঃকরণান্যেবাত্র দেবা ঋষয়শ্চ। 'তে হ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুঃ। ইমাবেব গৌতমভরদ্বাজৌ' ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

দ্বৈতাদ্বৈতয়োরনুসন্ধানে যো মনসি সমুদ্ভেদস্তৎপ্রযুক্তৈর্ব্বাক্যব্যবহারৈঃ সন্দেহৈর্ব্বিভ্রমৈশ্চাস্মাকং অলম্। প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। আস্তং সর্ব্বাদৌ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইতি শ্রুতিসিদ্ধং যদ্রূপং তদিদং সর্ব্বং ভাতীত্যনুকৃষ্যতে ॥ ২ ॥

সম্প্রতি জগদ্ভানং কীদৃক্ সম্পন্নং তদাহ—ব্যোমনীতি। ব্যোমভাবানাং কেশোণ্ডুকমুক্তাবলীগন্ধর্ব্বনগরাদীনাম্ ॥ ৩ ॥

ব্যোমাদৌ ব্যোমত্বাদি যথা অভেদেন সামান্যরূপেণ তদ্ভাবেন চ স্থিতং তথেত্যর্থঃ। আশাসু দিক্ষু আকাশে চ বিসারি অসংখ্যেয়তয়া বিস্তৃতমপি শূন্যতয়া উদিতং শূন্যতোদিতম্ ॥ ৪-৫ ॥

জীবস্যাস্মিন্ বিমূঢ়স্য পরে পরিমিতোদয়ে।
প্রস্ফুরংশ্চাপি সংসার-পিশাচ উপশাম্যতি ॥ ৬ ॥
ভেদোপলব্ধির্গলতি ব্যবহারবতোঽপ্যলম্।
জড়স্যেবাজড়স্যেব বীচেরিব জলোদরে ॥ ৭ ॥
ক্বাপ্যজ্ঞানরবৌ যাতে প্রতাপাগ্ন্যাকরে ভৃশম্।
সংসারসত্তাদিবসো যাত্যস্তং স নিশাগমঃ ॥ ৮ ॥
ভাবাভাবেষু কার্য্যেষু জরামরণজন্মসু।
জ্ঞ আজবঞ্জবীভাবে তিষ্ঠন্নপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥
নাঽবিদ্যাস্তি হ ন ভ্রান্তির্ন দুঃখং ন সুখোদয়ঃ।
বিদ্যাঽবিদ্যা সুখং দুঃখমিতি ব্রহ্মৈব নির্ম্মলম্ ॥ ১০ ॥
পরিজ্ঞাতং সদেতত্তু যাবদ্‌ব্রহ্মৈব নির্ম্মলম্।
অপরিজ্ঞাতমস্মাকমব্রহ্মাত্ম ন বিদ্যতে ॥ ১১ ॥
প্রবুদ্ধোঽস্মি প্রশান্তা মে সর্ব্বা এব কুদৃষ্টয়ঃ।
শান্তং সমং সোঽহমিদং খং পশ্যামি জগত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥
সম্যগ্ জ্ঞাতং যাবদিদং জগদ্‌ব্রহ্মৈব কেবলম্।
অজ্ঞাতাত্মাভবদ্‌ব্রহ্ম জ্ঞাতাত্মন্যধুনা স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

অপরিমিতোদয়ে অস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি দৃষ্টমাত্রে জীবস্য সংসারপিশাচ [উ]পশাম্যতি ॥ ৬ ॥

কথমুপশাম্যতি তদাহ—ভেদোপলব্ধিরিতি। লডয়োরভেদাজ্জলস্থাপীত্যপি [বী]চিপক্ষে ॥ ৭ ॥

প্রতাপ আধ্যাত্মিকাদিত্রিবিধসন্তাপ আদিপদাদ্বিষয়তৃষ্ণা তদাকরে। [অ]স্তমদর্শনং যাতি স মোক্ষসুখবিশ্রান্তিহেতুর্নিশাগমঃ ॥ ৮ ॥

আজবং জবীভাবে ব্যবহারবিক্ষেপে চ ॥ ৯-১০ ॥

অস্মাকং তত্ত্ববিদাম্ ॥ ১১ ॥

সমং সর্ব্বদ্বৈতবৈষম্যরহিতম্ ॥ ১২ ॥

নাহং কশ্চিৎ প্রাগধুনাঽপ্যজ্ঞঃ কিন্তু ব্রহ্মৈব প্রাগ্ জ্ঞাত আত্মা যেন তথা-[বি]ধমভবৎ। অধুনা তু জ্ঞাতে আত্মনি স্বস্বভাবে স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

জ্ঞাতাজ্ঞাতমনির্ভাসং ব্রহ্মৈকমজরং তথা।
শূন্যত্বৈকত্বনীলত্বরূপমেকং নভো যথা ॥ ১৪ ॥
নির্ব্বাণমাসে গতশঙ্কমাসে নিরীহমাসে স্বসুখেঽহমাসে।
যথাস্থিতং নিত্যমনন্তমাসে তদেবমাসে ন কথং সমাসে ॥১৫॥
সর্ব্বং সদেবাহমনন্তমেকং
ন কিঞ্চিদেবাপ্যথবাতিশান্তঃ।
সর্ব্বং ন কিঞ্চিচ্চ সদেকমস্মি
ন চাস্মি চেতীয়মহো নু শান্তিঃ ॥ ১৬ ॥
অধিগতমধিগম্যং প্রাপ্তমপ্রাপ্তমন্যৈ-
র্গতমিদমলমস্তং বস্তুজাতং সমস্তম্।
উদিতমুদিতবোধং তাদৃশং যত্র ভূয়ো-
ঽস্তময়সমুদয়ানাং নাম নামাপি নাস্তি ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরা[র্দ্ধে]
বিশ্রান্তিকথনং নাম ত্রিনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৩ ॥

অনির্ভাসঃ স্বাতিরিক্তজ্ঞানাজ্ঞাননির্ভাসশূন্যম্। যথা নীলত্বশূন্যত্বে নীলত্বে[...]
নভ একং তদ্বদিত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ প্রবোধান্নির্ব্বাণমেব সন্নহমাসে। অজ্ঞাননিবৃত্তে[...]
সর্ব্বশঙ্কানিবৃত্তের্গতশঙ্কমাসে। স্বসুখং নির্বিক্ষেপাত্মসুখং তত্রৈবেহ ধা[...]
বাহিকচিত্তবৃত্তির্যথা স্যাত্তথা আসে। এবং প্রবুদ্ধোঽহং সমাসে সমস্তা[...]
ব্রহ্মণি ন কথমাসে। তদ্ভাবপ্রচ্যুতিহেতূনাং বাধাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

সদেব সর্ব্বমহং অথবা অতিশান্তঃ সর্ব্বোপপ্লবরহিতো ন কিঞ্চিচ্চ একং স[...]
মেবাঽস্মি। অথবা দেশকালাধারাপ্রসিদ্ধেঃ কাঽপি নাঽস্মি চ। ইতি [...]
নির্ব্বাণাখ্যা ইয়ং সর্ব্বশান্তিরহো। অত্যাশ্চর্য্যরূপেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অধিগন্তুং জ্ঞাতুং যোগ্যমধিগম্যং পরমপুরুষার্থরূপমধিগতং জ্ঞাত[...]
অন্যৈরজ্ঞৈরগম্যং দুষ্প্রাপং মোক্ষসুখং প্রাপ্তম্। ইদং সংসারানার্থরূপং বস্তুজ[...]
সমস্তমস্তং গতম্। চরমসাক্ষাৎকারোদিতপ্রবোধং তাদৃশং নিজস্বরূপং মম উদিত[...]
যত্র স্বরূপে ভূয়ঃ অস্তময়সমুদয়ানাং মরণতিরোধানদুঃখাস্তনর্থানাং নামাপি না[...]
নামেতি বিদ্বৎপ্রসিদ্ধৌ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
ত্রিনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

সর্ব্বাত্ম সর্ব্বভাবেষু যেন যেন যদা যদা।
যথা ভাতি স্বয়ং-বোধস্তথানুভবতি স্বয়ম্ ॥ ১ ॥
স্বভাব এব তিষ্ঠন্তি সর্গাঃ সম্মিলিতা অপি।
অত্রাপি স্বীকৃতা এব নানারত্নাংশবো যথা ॥ ২ ॥
অত্র দৃষ্টমদৃষ্টং চ মিথো বিশতি গচ্ছতি।
জগদ্রশ্মিঘনং রত্নং নানারত্নঘনং যথা ॥ ৩ ॥
দীপানামিব সর্গাণাং বহূনাং জ্বলতাং পরম্।
কেষাঞ্চিদস্ত্যনুভবো মিথঃ কেষাঞ্চিদেব নো ॥ ৪ ॥

আত্মতত্ত্বং জগত্তত্ত্বং যথা নির্ব্বাণসাধনম্।
ইহ রামঃ স্বয়ং বুদ্ধং গুরবে প্রত্যবেদয়ৎ ॥

তত্রাজ্ঞাতপরমাত্মস্বভাবমাহ—সর্ব্বাত্মেতি। সর্ব্বেষামাত্মনাং জীবানাং সর্ব্বেষু ভাবেষু মনোবৃত্তিভেদেষু যদা যদা যেন যেন ভোগনিমিত্তেন যথা স্বয়ংবোধঃ স্বপ্রকাশচিদাত্মা ভাতি বিবর্ত্ততে তথা স্বয়মেব ভোক্তৃনানাজীবভাবেন অনুভবতি। স্বয়মেব ত্রিপুটীভাবেন স্বমায়য়া বিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

একস্মিন্নেব নিরবয়বে পরমসূক্ষ্মে ব্রহ্মণি সর্ব্বৈর্জীবৈর্যুগপদধ্যাসাৎ সম্মিলিতা অপি অনন্তাঃ সর্গাঃ প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডভুবনাদিভেদবিস্তীর্ণে স্বভাবে এব পরস্পরাসংলগ্নাস্তিষ্ঠন্তি। যতস্তে অত্র ঈদৃশে নিরবয়বেঽপি ব্রহ্মণি তাদাত্ম্যাধ্যাসেন স্বীকৃতা আত্মীকৃতাঃ পরমসূক্ষ্মীকৃতাঃ ন স্বাত্মনি কস্যচিদনবকাশতা অবরোধো বাঽস্তীত্যর্থঃ। যথা সূক্ষ্মা নানারত্নানামংশবঃ কিরণা একস্মিন্ গৃহে মিলিতা অপ্যসংবদ্ধা অসঙ্কীর্ণাস্তিষ্ঠন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তদেব বিশদয়তি—অত্রেতি। দৃষ্টং সন্নিহিতং প্রত্যক্ষমদৃষ্টং দেশকালব্যবধানাৎ পরোক্ষং চ জগদ্রশ্মিঘনেঽত্রাস্মিন্ পরমাত্মনি মিথোঽন্যোঽন্যমসম্বাধং সমাবিশতি গচ্ছতি সঞ্চরতি চ। নানারত্নানাং ঘনং রশ্মিজালং যথা তথা ॥ ৩ ॥

তত্র যেষাং জীবানাং সমানকর্ম্মবাসনানিমিত্তোঽধ্যাসস্তেষাং পরস্পরমনু-

অপ্স্বপ্স্বিব রসোঽম্ভোধাবাবর্ত্তরমণাবনৌ।
সর্গেঽস্তি প্রত্যণুং তস্মিন্নাপি সর্গাস্তথা ক্রমঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বতো নিত্যং চিদ্ঘনস্যাম্বুবেদনম্।
সংখ্যাতুং তেন শক্যন্তে সর্গাধারপরম্পরাঃ ॥ ৬ ॥
যথাবয়বিতা ভিন্না নৈবাবয়বিনঃ কচিৎ।
শব্দভেদাদৃতে ভিন্না ন তথা সর্গতা পরে ॥ ৭ ॥
একস্যানন্তরূপস্য কারণাভাবতঃ স্বয়ম্।
নোদেতি ন চ যাত্যস্তং জগদাদিঃ স্বভাবতঃ ॥ ৮ ॥
তপস্বী জ্ঞপ্তিরেবেয়মখণ্ডজ্ঞেয়তামিমাম্।
করোত্যকর্ত্তৃরূপৈব সমালোকমিবার্কভাঃ ॥ ৯ ॥
বৈতৃষ্ণ্যাৎ সর্ব্বভাবানাং সমাপ্ত্যেবাক্ষয়ং স্বয়ম্।
সম্পদ্যতে সমাধানং যত্তন্নির্ব্বাণমুচ্যতে ॥ ১০ ॥
ন বুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যতে বোধো বোধাবুদ্ধের্ন বোধ্যতে।
ন বুধ্যতে বা তেনাঽপি বোধ্যো বোধঃ কথং ভবেৎ ? ॥১১

জবোঽস্তি তদ্ভিন্নানাং তু নাস্তীত্যাশয়েনাহ—কেষাঞ্চিদিতি। দীপপ্র
চক্ষুষ্মত্তাবদ্ধাবাঞ্চ ॥ ৪ ॥

আবর্ত্তানাং রমণাবনৌ ক্রীড়াস্থানে অম্ভোধৌ অপ্স্বপ্সু প্রতিজলাবয়বং র
সবণাদি রস ইব। পরমার্থতস্তু ন সর্গাস্তৎক্রমোঽপি ॥ ৫ ॥

অনুবেদনং জলপরমাণুরস ইব ॥ ৬-৭ ॥

একস্তাবন এব আয়মানন্তরূপস্য জগত আদিরধিষ্ঠানং তৎস্বভাবত্বাদেবে
নাপ্যস্তমায়াতি ॥ ৮ ॥

তপস্বী স্ফুরন্তী। সমালোকং ঘটপটাদিপ্রকাশম্ ॥ ৯ ॥

কদা তর্হি সা অধ্যাসব্যসনং জহাতি কেনোপায়েন চ তত্রাহ—বৈতৃষ্ণ্যাদিতি
সর্বেষাং ভাবানাং তত্ত্বজ্ঞানেন যাথার্থ্যং সমাপ্ত্যৈব স্বয়মক্ষয়ং কস্মিংশ্চিদ্ দেহাদিভাবা
ধ্যাসেনানুভূতং সম্পদ্যতে যত্তাদৃশং স্বরূপং তদেব সর্ববিক্ষেপহেতুক্ষয়াৎ সমাধা
নিবৃত্তিবাচিনির্বাণমুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অভ্যাসপরিপাকদশায়ামৈক্যেব স্বয়ং স্বত [illegible] পরিশিষ্যতে ইতি কু

প্রবুদ্ধ এব সুপ্তাভঃ স্বয়ং-বোধো বিবুধ্যতে।
দেশকালাদ্যভাবেঽপি মধ্যাহ্নেঽর্কাতপো যথা ॥ ১২ ॥
সর্ব্বকর্ম্মবিতৃষ্ণানাং শাস্ত্রেচ্ছানাং প্রবোধতঃ।
সতামনিচ্ছতামেব নির্ব্বাণং সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥
প্রবুদ্ধবোধো ধ্যানস্থ স্বভাবে কেবলে স্থিতঃ।
ন কিঞ্চিদপি গৃহ্লাতি ন কিঞ্চিদপি চোজ্ঝতি ॥ ১৪ ॥
যো যথাস্থিত এবাস্তে পশ্যন্ দীপ ইবাক্রিয়ঃ।
অমনোমানমননো মনোমননবানপি ॥ ১৫ ॥

বুদ্ধ্যানুভূয়মানস্যৈব পুরুষার্থত্বাদননুভূয়মানস্য তস্য পুরুষার্থত্বাদর্শনাৎ। তস্মাৎ পুরুষার্থতাপ্রয়োজিকা চরমসাক্ষাৎকারবুদ্ধির্মুক্তাবাবশ্যকীতি ন সর্ব্বভাবানাং সমাপ্তিরভ্যুপগন্তুং যুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—নেতি। পরমপুরুষার্থরূপো বোধঃ পরমাত্ম-বুদ্ধ্যা চরমসাক্ষাৎকারবৃত্ত্যা ন বুধ্যতে। জড়ায়াস্তস্যা বোধশক্ত্যভাবাৎ। বোধস্য বুদ্ধিবিষয়ত্বাযোগাচ্চ। তর্হি বোধশক্তিমান্ পরমাত্মা সুপ্তো রাজা বন্দিভিরিব প্রবোধ্যতাং তত্রাহ—বোধাবুদ্ধেরিতি। ন বোধ্যতেঽপি। কুতঃ বোধাবুদ্ধেঃ। সুপ্তং রাজানং বুদ্ধ্বা তদ্বোধনায় বন্দিনঃ প্রবর্ত্তন্তে। বুদ্ধ্যা তু সুপ্তো বোধে ন বুদ্ধ ইতি কথং তদ্বোধনে সা প্রবর্ত্তেতেত্যর্থঃ। তর্হি বোধেনৈব বোধো বুধ্যতাং তত্রাহ—নেতি। তেন বোধেনাঽপি বোধো ন বুধ্যতে। কুতস্তত্রাহ—বোধ্য ইতি। বোধঃ স্বয়ংবোধ্যো বোধকর্ম্ম কথং ভবেৎ। ক্রিয়াজন্যাতিশয়াধারো হি কর্ম্ম। ন হি বোধে ক্রিয়া তজ্জন্যাতিশয়তদাধারতা বা সম্ভবতি। নিষ্ক্রিয়ত্বান্নির্বিকারত্বাৎ স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাদধ্যাসপরম্পরাচরমসাক্ষাৎকারবুদ্ধ্যন্তপরিণামপরম্পরয়া স্বয়মেব সমাপ্যতে। তস্যাং চ সমাপ্তায়াং স্বপ্রকাশত্বাৎ প্রবুদ্ধ এবাত্মা নীহারাগমাৎ সুপ্তপ্রায়তাং প্রাপ্তো মধ্যাহ্নে নিঃশেষনীহারাপগমেন সবিতেব তদাতপ ইব চ প্রবুধ্যত ইব। স এবাত্র নিত্যপ্রাপ্তনিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তিলক্ষণঃ পরমপুরুষার্থ ইত্যাশয়েনাহ—প্রবুদ্ধ এবেতি ॥ ১২ ॥

কর্ম্মপদেন ঐহিকামুষ্মিকফলং লক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

মোহনিদ্রাতঃ প্রবুদ্ধো বোধশ্চিদাত্মা যস্য। ধ্যানস্থো নিরুদ্ধসর্ব্ববৃত্তিঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যুত্থানে বিশ্বরূপাখ্যমন্যত্র ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ।
সর্গাসর্গাত্মচিন্মাত্রং সত্যং সর্ব্বত্র ভাসতে ॥ ১৬ ॥
অভিন্নবোধসদ্রূপস্বরূপানুভবে স্থিতঃ ।
ব্যুত্থিতঃ সন্নিরুদ্ধশ্চ যঃ পশ্যতি স শাম্যতি ॥ ১৭ ॥
জগৎপদার্থসার্থানাং বোধমাত্রৈকনিষ্ঠতাম্ ।
বিনা নাস্ত্যপরা সত্তা ব্যোম্নঃ শূন্যেতরা যথা ॥ ১৮ ॥
শিষ্যতে স্ফীতবোধানাং কেবলানন্তবোধতা ।
সাঽপি স্বপরিণামেন পরেণায়াত্যবাচ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥
তদ্বিশ্রান্তৌ পরা সত্তা শিষ্যতে বা ন শিষ্যতে ।
যা কাঽপ্যত্যন্তশান্তানাং ন বাগ্‌গোচরমেতি সা ॥ ২০ ॥
যা সমস্য পরাকাষ্ঠা সৈব বোধস্য সন্ময়ী ।
সর্গস্তন্ময় এবাতঃ সকলং শান্তমব্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

ব্যুত্থানকালে স তর্হি কথমাস্তে তদাহ—য ইতি। মনোমননবানপি বিষয়েষ্বা সঙ্গাভাবাদমনোমানমননঃ অতএব দীপবৎ প্রকাশয়ন্নপি অক্রিয়ঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

যো ব্যুত্থিতো নিরুদ্ধঃ সমাধ্যারূঢ়শ্চাভিন্নবোধো যঃ সদ্রূপস্বরূপানুভবস্তস্মিন্ স্থিতঃ সন্ নিরোধব্যুত্থানে উদাসীনবৃত্ত্যা পশ্যতি স এব সংসারবিক্ষেপাচ্ছাম্যতি নান্যঃ। কীদৃশং সা তাদৃশসদ্রূপানুভবে স্থিতিস্তামাহ—জগদিতি। বোধমাত্রমেব একা নিষ্ঠা যথার্থরূপং যেষাং তস্তাবং বিনা অপরা সত্তা বস্তুস্থিতির্নাস্তীত্যেবংরূপ সেত্যর্থঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

অপরা সত্তা কুতো নাস্তীতি চেত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ জগদ্রূপবাধে তৎসাক্ষি চিন্মাত্রসত্তায়া এব পরিশেষাদিত্যাশয়েনাহ—শিষ্যত ইতি। স্ফীতবোধানাম পরিচ্ছিন্নব্রহ্মাবগাহনাহঙ্কারতাশালিপ্রবোধবতাম্। স তাদৃশপ্রত্যগাত্মরূপ বোধতাপি স্বতঃ ব্রহ্মসন্মাত্রপরিশেষলক্ষণাখণ্ডাকারবাক্যার্থলক্ষণেন পরে পরিণামেন অবাচ্যতামখণ্ডার্থকবাক্যলক্ষ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

তদ্বিশ্রান্তৌ তদ্ভাবেন স্থিতৌ সত্যাং শিষ্যতে ন শিষ্যতে বেত্যুভয়বিধা বাচাম গোচরতাং সা দশা নৈতি ॥ ২০ ॥

সমস্ত সত্তাসামান্যস্য পরাকাষ্ঠা পরমাবধিঃ শোধিততৎপদার্থরূপা সৈ বোধতাঽপি শোধিতত্বংপদার্থরূপা পরাকাষ্ঠা। বিষয়াদিলক্ষণঃ অবস্থাত্রয়লক্ষণ

নির্ব্বাণায় বিতৃষ্ণায় স্বচ্ছশীতলসংবিদে।
স্পৃহয়ন্তি সদা সত্তাং ব্রহ্মবিষ্ণুহরা অপি ॥ ২২ ॥

সর্ব্বার্থাত্মৈব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বথোদিতম্।
চেতনং শুদ্ধমেবাঽস্তি নাশো নাস্যোপপদ্যতে ॥ ২৩ ॥

অত্যন্ততপ্তঃ সংসারো নির্ব্বাণমতিশীতলম্।
অতিশীতলমেবাঽস্তি তপ্তস্ত্বেব ন বিদ্যতে ॥ ২৪ ॥

সঙ্কেতন্তি শিলান্তস্থা যথালং শালভঞ্জিকাঃ।
অনুৎকীর্ণাস্তথা ব্রহ্ম চেততীদমখণ্ডিতম্ ॥ ২৫ ॥

যথা চেততি সৌম্যাম্বুকোশস্থং বীচিমণ্ডলম্।
তথা চেততি কোশস্থং মহাচিচ্চৈত্যমব্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

অবিভক্তো বিভাগস্থৈরিব শান্তৈরনন্তকৈঃ।
পরমার্থাম্বরাভোগৈস্ত্ববোধাত্মত্বমম্বরৈঃ ॥ ২৭ ॥

সর্গঃ অস্তি ভাতীতি সর্ব্বানুভবাৎ সত্তাবোধময় এব। এবং সতি যৎ ফলিতং তদাহ—সকলমিতি ॥ ২১ ॥

তদেব ব্রহ্মাদীনামপি প্রেয়স্তমত্বান্নিরতিশয়ানন্দরূপং নির্ব্বাণমিত্যাহ—নির্ব্বাণায়েতি। সদৈবাহং স্যাং মা কদাচিন্নাভূবমিতি সদৈব তৎসত্তাং স্পৃহয়ন্তি, অপিশব্দাৎ সর্ব্বপ্রাণিনোঽপি ॥ ২২ ॥

সর্ব্বেষাং সার্ব্বকালিক স্পৃহাস্পদমেব বস্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্ববস্ত্বাত্মনা উদিতং চেতনং স্বতঃ স্ফুরদ্রূপং শুদ্ধং তদেবেতি তস্য নাশঃ অদর্শনং ক্ষণমপি নোপপদ্যতে ॥ ২৩ ॥

তপ্তো নিরতিশয়দুঃখরূপঃ। অতিশীতলমাত্যন্তিকদুঃখোপশমঃ ॥ ২৪ ॥

যথা শিল্পিবুদ্ধাবনুৎকীর্ণাঃ শিলান্তস্থাঃ শালভঞ্জিকা যথেচ্ছং সঙ্কেতন্তি সংস্ফুরন্তি তথা ভাবোপহিতমখণ্ডিতমবিচ্ছিন্নমেব ব্রহ্ম ইদং জগদ্বেষং চেততি স্ফুরতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

সৌম্যাম্বুকোশো জলাশয়স্তৎস্থম্। কোশোঽন্নময়াদিস্তৎস্থং ব্রহ্মাণ্ডকোশস্থঞ্চ চৈত্যং স্বয়মেব ভূত্বা চেততি স্ফুরতি ॥ ২৬ ॥

অবোধঃ অজ্ঞানাবৃতো য আত্মা তদ্ভাবেন মম্বরৈর্জড়প্রায়ৈঃ পরমার্থাম্বরস্ত

যৈর্যৈর্যথাস্য আত্মান্তর্ভাবিতশ্চেত্তিতশ্চিরম্।
ভোগমোক্ষপ্রভেদেষু তেষাং তেষাং তথোদিতঃ ॥ ২৮ ॥
মৃতে বাঽপ্যমৃতে বন্ধৌ স্বপ্নে স্বপ্নবিবোধিনঃ।
ন যথোদেতি সত্যাখ্যা তথা দৃশ্যেষু তদ্বিদঃ ॥ ২৯ ॥
যদিদং কিল দৃশ্যাদি তচ্ছান্তমখিলং শিবম্।
ভাবিতেঽবগতেঽপ্যন্তরিতি ভ্রান্তেঃ ক উদ্ভবঃ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বথা দেহসংখ্যেষু বৈতৃষ্ণ্যমুপজায়তে।
সম্যগ্বোধে সতি স্বপ্ন ইবাঽপি স্বার্থকাদিষু ॥ ৩১ ॥
বৈতৃষ্ণ্যাদ্বর্দ্ধতে বোধো বোধাদ্বৈতৃষ্ণ্যবর্দ্ধনম্।
পরস্পরেণ প্রকটে এতে কুড্যপ্রকাশবৎ ॥ ৩২ ॥
যেন বোধেন বৈতৃষ্ণ্যং ধনদারসুতাদি বা।
স্বনূনমপি সম্পন্নং জাড্যন্তৎ সংস্থিতস্তথা ॥ ৩৩ ॥
এতাবদেব বোধস্য বোধত্বং যদ্বিতৃষ্ণতা।
পাণ্ডিত্যং নাম তন্মৌর্খ্যং যত্র নাস্তি বিতৃষ্ণতা ॥ ৩৪ ॥

সন্মাত্রস্য আভোগৈঃ কৃত্রিমবেষৈঃ, ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া। যৈর্যৈর্জীবৈর্যথা যথ ভাবিতস্তথা চেতিত ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

স্বপ্নাদ্বিবোধিনঃ প্রবুদ্ধস্য পুরুষস্য স্বপ্নে স্ববন্ধৌ মৃতে অমৃতে জীবত্যপি বা যথা সত্যাখ্যা সত্যতাবুদ্ধির্নোদেতি তথা তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বেষু দৃশ্যেম্বিতি ন হর্ষশোক-প্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যদ্দৃশ্যাদিত্রিপুটীরূপং তদখিলং শান্তং শিবমিত্যন্তর্ভাবিতে সম্যগবগতেঽপি সতি ভ্রান্তেঃ পশ্চাৎ ক উদ্ভব ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অবগমে সতি কেন ক্রমেণ ভ্রান্তেরনুদ্ভবস্তমাহ—সর্ব্বথেত্যাদিনা। দেহে সম্যক্ খ্যায়ন্ত ইতি দেহসংখ্যাস্তথাবিধেষু স্বার্থকাদিষু ভোগতদুপায়েষু ॥ ৩১ ॥

অস্ত্বেবং ততঃ কিং তত্রাহ—বৈতৃষ্ণ্যাদিতি ॥ ৩২ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ—যেনেতি। যেন হেতুনা বৈতৃষ্ণ্যং বা ধনদারাদি বা তত্ত্বাভিনিবেশলক্ষণেন বোধেনৈব সুষ্ঠু অনূনং স্বনূনমুপচিতং সম্পন্নং তদ্বিরোধি তদনুকূলং বা জাড্যমপি তথা তত্তদভিনিবেশানুসারেণৈব সংস্থিতমিত্যর্থঃ ॥৩৩-৩৪॥

ন তু বৈতৃষ্ণ্যবোধাঢ্যৌ ন পরস্পরবর্দ্ধিতৌ।
অসত্যাবেব তৌ নাম নষ্টৌ চিত্রহুতাশবৎ ॥ ৩৫ ॥
পরমাবোধবৈতৃষ্ণ্যসম্পত্তির্মোক্ষ উচ্যতে।
তত্রানন্তে পদে শান্তে বসতা চ ন শোচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
গতং গম্যং কৃতং কার্য্যং দৃষ্টং দৃশ্যমশেষতঃ।
যাবৎ সর্ব্বং শিবং শান্তমেকমাদ্যমনাময়ম্ ॥ ৩৭ ॥
আত্মারামস্য শান্তস্য বৈতৃষ্ণ্যস্যানহঙ্কৃতেঃ।
অসঙ্কল্পৈব ভবতি স্থিতিঃ খস্যেব নির্ম্মলা ॥ ৩৮ ॥
সহস্রেভ্যঃ সহস্রেভ্যঃ কশ্চিদুত্থায় বীর্য্যবান্।
ভিনত্তি বাসনাজালং পঞ্জরং কেশরী যথা ॥ ৩৯ ॥
প্রাপ্তজ্যোতির্বোধশুদ্ধিঃ পরমন্তঃপ্রকাশবান্।
নীহারঃ শরদীবাশু স্বয়মেবোপশাম্যতি ॥ ৪০ ॥
জ্ঞাতজ্ঞেয়স্ত্বসঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পাতিশয়াশয়ঃ।
অবাসনো ব্যবহৃতৌ বাতবৎ স্পন্দতে ন বা ॥ ৪১ ॥

পরস্পরবর্দ্ধিতাবপি তাবসত্যাবেবেতি চিত্রহুতাশবৎ কার্য্যাক্ষমাবেব নষ্টাবিতি ন তু মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

কুতো ন মন্তব্যং তত্রাহ—পরমেতি। যতো বোধবৈতৃষ্ণ্যয়োঃ পরমা নিরতিশয়া সম্পত্তিরেব নিরতিশয়ানন্দরূপত্বাদাত্যন্তিকদুঃখহেতুক্ষয়রূপত্বাচ্চ মোক্ষ উচ্যতে। অবোধ এব হি বন্ধমূলং তৃষ্ণৈব চ বন্ধস্তদুভয়ক্ষয়রূপো হি মোক্ষ ইত্যুপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অতস্তাভ্যামেব বর্দ্ধিতাভ্যাং কৃতকৃত্যোঽহং বৃত্ত ইত্যাহ—গতমিত্যাদিনা। গম্যং নিরসনীয়ং গতং নিরস্তম্ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

তৃষ্ণামোহবন্ধভেত্তারঃ শূরা বিরলা ইত্যাহ—সহস্রেভ্য ইতি। যতমানানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ। প্রাপ্তঃ জ্যোতিষ আত্মনঃ সূর্য্যাদীনাং চ বোধো জ্ঞানং প্রকাশাতিশয়শ্চ যেন। নীহারো জাড্যবাসনাভাগঃ প্রসিদ্ধশ্চ ॥ ৩৯-৪০ ॥

সঙ্কল্পানতিশেতে অতিক্রামত্যাশয়ো যস্য। অবাসনো জীবন্মুক্তঃ স্পন্দতে ব্যবহরতি ন বা ব্যবহরতি। সমাধাবেব বিশ্রাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

আসীদ্ধীরান্মনস্কারৈর্ভ্রান্তিমাত্রৈকনিশ্চয়াৎ।
যঃ সর্ব্বত্র খবদ্ভাবস্তদবাসনমাসিতম্ ॥ ৪২ ॥

নির্ব্বাসনে ভাব উদারসত্বে
ব্রহ্মাখিলং দৃশ্যমিতি প্রবুদ্ধে।
স্থিরৈকনির্ব্বাণমতাবনন্তো
মোক্ষাভিধানঃ প্রশমোহভ্যুদেতি ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে রামবিশ্রান্ত্যপগমো নাম চতুর্নবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১৯৩॥

সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুষু মনস্কারৈস্তত্ত্বমননৈর্ধীরাৎ স্থিরীভূতাদ্‌ভ্রান্তিমাত্রৈকনিশ্চয়াদযঃ খবদ্ভাব আসীত্তদেব অবাসনমাসিতমবস্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

উদারসত্বে শুদ্ধান্তঃকরণে পুংসি বর্ণিতরূপে নির্ব্বাসনে ভাবে উদিতে সতি অখিলং দৃশ্যং ব্রহ্মৈবেতি প্রবুদ্ধে সতি স্থিরৈকনির্ব্বাণমতৌ তস্মিন্ পুংসি অনন্তো মোক্ষ ইত্যভিধানং যস্য তথাবিধঃ সর্ব্বসংসারপ্রশমঃ অভ্যুদেতি। স্বয়মেব প্রকটীভবতীত্যর্থঃ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুর্নবত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অহো নু সম্প্রবুদ্ধোঽপি রাঘবাঘবিঘাতিনী।
বাগিয়ং তব সম্পন্না প্রবুদ্ধেঽপ্যবহাসিনী ॥ ১ ॥
বিভাতীবাসদেবেদমসঙ্কল্পেন শাম্যতি।
এতচ্ছান্তিস্তু নির্ব্বাণমিত্যেব পরমার্থতা ॥ ২ ॥
কল্পনাকল্পনে রূপং পরস্যৈবেতরস্য নো।
স্পন্দনাস্পন্দনে বায়োর্যথা নাত্রৈকতান্বিতে ॥ ৩ ॥
প্রবুদ্ধস্যৈব যা পুংসঃ শিলাজঠরবৎ স্থিতিঃ।
শান্তৌ ব্যবহৃতৌ বাপি সাঽমলা মুক্ততোচ্যতে ॥ ৪ ॥
বয়মস্মিন্ পদে স্থিত্বা রাঘবাঘবিঘাতিনি।
শান্তত্বে ব্যবহারে চ সমমিত্থমবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

শুভাঃ প্রবুদ্ধরামোক্তীঃ প্রশস্য গুরুণা স্বয়ম্।
পরীক্ষার্থং কৃতাঃ প্রশ্নাঃ রামেণাত্র সমাহিতাঃ ॥

তত্রাদৌ যথোপবর্ণিতাঃ প্রবুদ্ধরামোক্তীরনুমোদমানো বশিষ্ঠঃ প্রশংসতি—অহো ইত্যাদিনা। হে রাম, ইয়ং তব বাক্ অপ্রবুদ্ধানামঘবিঘাতিনী। প্রবুদ্ধেষু অনুভবসিদ্ধার্থানুবাদত্বাদ্যুক্তিযুক্তত্বাচ্চ অবহাসিনী প্রহর্ষস্মেরবদনতাকারিণী সম্পন্না ॥ ১ ॥

অসদেবেদং জগৎ বোধপ্রযুক্তসঙ্কল্পে বিভাতীবেতি বন্ধনিষ্কর্ষঃ। অসঙ্কল্পমাত্রং পর্য্যবসিতেন তত্ত্বজ্ঞানেন শাম্যতীতি মুক্তিসাধননিষ্কর্ষঃ। এতচ্ছান্তিরেব নির্ব্বাণমিতি মোক্ষনিষ্কর্ষঃ। সৈব পরমার্থতেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তথা চ কল্পনাকল্পনরূপবন্ধমোক্ষৌ অপ্রবুদ্ধস্য প্রবুদ্ধস্য চ ব্রহ্মণ এব রূপমিতি নিষ্কর্ষোঽপি কলিত ইত্যাহ—কল্পনাকল্পনে ইতি ॥ ৩ ॥

শান্তৌ সমাধৌ ॥ ৪ ॥

এতৎপদস্থিতিরেবাস্মদাদিজীবন্মুক্তানাং সমাধিব্যুত্থানয়োস্তুল্যরূপস্থিতিরিত্যাহ—মিতি ॥ ৫ ॥

অস্মিন্নেব পদে নিত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
তিষ্ঠন্তি ব্যবহারস্থা অপি শান্তা জ্ঞরূপিণঃ ॥ ৬ ॥
শৈলোদরস্থিতিমতাং প্রবুদ্ধানামনাময়ম্।
অস্মাকং পদমেবং তদালভ্যেতদিহোষ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

রাম উবাচ।

ব্রহ্মণ্যেবমসদ্রূপমনুৎপন্নমভাস্বরম্।
অনারম্ভমনাকারমেবেদং ভাসতে জগৎ ॥ ৮ ॥
মৃগতৃষ্ণাম্বুসদৃশং তরঙ্গাবর্ত্তিবারিবৎ।
রুচকাদীব কনকে স্বপ্নসঙ্কল্পশৈলবৎ ॥ ৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

বুদ্ধবানসি চেদ্রাম ! তৎ স্ববোধবিবৃদ্ধয়ে।
কুরু সংশয়বিচ্ছেদং পৃচ্ছ ময়ঃ প্রচ্ছকস্য মে ॥ ১০ ॥
ইত্থং নিত্যানুভূতোঽপি শিরস্থোঽপ্যতিভাস্বরঃ।
জগদাখ্যোঽয়মাভাসঃ কথং নাম ন বিদ্যতে ॥ ১১ ॥

জ্ঞরূপিণঃ প্রবুদ্ধাঃ ॥ ৬ ॥

শৈলোদরমিব নির্বিক্ষেপস্থিতিমতামস্মাকমেতৎপদং ত্বয়াঽপ্যেবমস্মদাদিবৎ তদালভ্য ইহ জীবন্মুক্তৌ উষ্যতাম্। অদ্যপ্রভৃতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

এবং বশিষ্ঠোক্ত্যা জীবন্মুক্তিপদে প্রতিষ্ঠিতো রামো জীবন্মুক্তানাং যাদৃ জগদ্ভাসতে তদভিলপতি—ব্রহ্মণীতি দ্বাভ্যাম্। অনুৎপন্নত্বাদেবাভাস্বরং পৃথ প্রথমানম্ ॥ ৮-৯ ॥

ইদানীং বশিষ্ঠো রামং জীবন্মুক্তিপ্রতিষ্ঠাখ্যাপনায় যোগপট্টন্যায়েন বক্তৃপ স্থাপয়িত্বা স্বয়ং শিষ্যবৎ পৃচ্ছামি স্বসংশয়বিচ্ছেদং কুর্বিত্যাহ—বুদ্ধবানসীতি ॥ ১০

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদৃঢ়ীকৃতত্বাদর্থক্রিয়াঽবিসম্বাদাচ্চ সত্যতয়া শিরঃস্থি প্রায়োঽপি ॥ ১১ ॥

রাম উবাচ।

পূর্ব্বমেবেদমুৎপন্নং ন কিঞ্চন কদাচন।
তেন বন্ধ্যাসুতস্যাহস্য ন সত্তা কল্পনাদৃতে ॥ ১২ ॥
কিমিবাস্যা জগদ্ভ্রান্তেঃ কারণং প্রোথিতা যতঃ।
ন কারণং বিনা কার্য্যং কিঞ্চিৎ সম্ভবতি ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥
ন চাবিকারমজরং সবিকারং ক্ষয়াদৃতে।
কারণং ক্বচিদেবেহ কিঞ্চিদ্ভবিতুমর্হতি ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মৈবেদমনাখ্যাত্ম-কারণং প্রবিজৃম্ভতে।
তৎ ক্ব কস্য কথং নাম জগচ্ছব্দার্থসংবিদঃ ॥ ১৫ ॥
তদনাখ্যে পদে শান্তে চিরাৎ প্রথমচেতনম্।
কঞ্চিৎ কাললবং তিষ্ঠত্যাতিবাহিকদেহভৃৎ ॥ ১৬ ॥
ক্ষণে বৎসরসংবিত্তিং স্বপ্নে ত্বমিব চেততি।
কাকতালীয়বত্তত্র চন্দ্রার্কাদীংশ্চ পশ্যতি ॥ ১৭ ॥
সঙ্কল্পৈকাত্মনস্তস্য দেশকালক্রিয়ান্বিতম্।
অত্যন্তমেব ব্যোম্নেব ভুবনং ভাসতে স্বয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তত্র প্রাগ্ গুরুণোক্তাভিরেব যুক্তিভিঃ শ্রীরামঃ সমাধত্তে—পূর্ব্বমেবেত্যাদিনা। নোৎপন্নং কারণাভাবাদিত্যর্থঃ। কল্পনাৎ ভ্রমাদৃতে বিনা ॥ ১২ ॥

কারণাভাবমেব দর্শয়তি—কিমিবেত্যাদিনা। যতঃ প্রোথিতা স্যাৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মণঃ কারণতাপ্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাহ—ন চেতি। পূর্ব্বাবস্থাক্ষয়াদৃতে সবিকারং ন চ কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যদি নির্ব্বিকারমেব বিবর্ত্তোপাদানকারণং স্যাম্মায়া জগদাকারেণ বিজৃম্ভত ইত্যুচ্যেত তর্হি জগচ্ছব্দার্থঃ সত্যো ন লভ্যত ইত্যাহ—কারণমিতি। সংবিদো যথার্থপ্রত্যয়াঃ ॥ ১৫ ॥

প্রথমং চেতনং হিরণ্যগর্ভাখ্যং দ্বিপরার্দ্ধপরিমিতং কঞ্চিৎ কাললবং বিবর্ত্তরূপমাতিবাহিকদেহভৃৎ তিষ্ঠতীবেতি জগদ্ভ্রান্তেঃ স বিষয়ঃ পর্য্যবস্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তৎপ্রথমচেতনমেব ক্ষণে বৎসরাদিকালবিস্তারভ্রমং পশ্যতি। যথা ত্বং স্বপ্নে তথা পশ্যসি ॥ ১৭-১৮ ॥

তস্মিন্মিথ্যোপসম্পন্নে স মিথ্যাপুরুষস্ততঃ।
মিথ্যৈব তৎ সমাচারং কুর্ব্বন্ বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥
অধস্তাদূর্দ্ধমায়াতি পুনরূর্দ্ধাদ্‌ব্রজত্যধঃ।
কল্পিতানন্তসম্ভার-পদার্থানর্থসম্ভ্রমঃ ॥ ২০ ॥
কাকতালীয়বৎ তস্য সঙ্কল্পস্য ভবেদ্‌যদি।
যদ্ যথা তত্তথাদ্যাঽপি সুস্থিরামাত্তবান্ স্থিতিম্ ॥ ২১ ॥
শিলাবন্ধ্যাসুতমুখে ব্যোমচূর্ণেন রঞ্জনম্।
করোতীত্যাদিবদিদং মিথ্যা জগদুপস্থিতম্ ॥ ২২
সত্যমেবেদমথবা মিথ্যাত্বং তু কুতঃ কিল।
ন মিথ্যাত্বং ন সত্যত্বং কিমপীদমজং ততম্ ॥ ২৩ ॥
আকাশকোশবৎ স্বচ্ছং শিলাজঠরবন্ধনম্।
পাষাণমৌনবচ্চেদং শান্তমেবাক্ষয়ং জগৎ ॥ ২৪ ॥
চিন্মাত্রে সর্ব্বসঙ্কল্পে বিরাড়াত্মাতিবাহিকে।
দেহে সংবেদনং ব্যোম জগদিত্যবভাসতে ॥ ২৫ ॥

তদ্‌ভূতভুবনাদিসর্গসমাচারম্। স এব স্বকল্পিতে ভুবনভেদে ব্যষ্টিজীবাত্মনা দুষ্কৃতাদিফলভোগায়াধস্তাদূর্দ্ধঞ্চ আয়াতি ভ্রমতীব ॥ ১৯-২০ ॥

যদি তস্য সঙ্কল্পস্য কাকতালীয়বদ্যথাপূর্ব্বস্থিতিস্তথৈবাদ্যাঽপি স্থিতিরভূত্তর্হি তত এব প্রত্যভিজ্ঞায় জগতি সুস্থিরাং স্থিতিং আত্তবান্ ভ্রান্ত্যা গৃহীতবান্ ॥ ২১ ॥

এবং ভ্রান্ত্যা ইত্থমুপস্থিতমিদং মিথ্যা জগৎ শিলাকামিনী ভূত্বা বন্ধ্যাসুতস্য কান্তস্য মুখে ললাটে ব্যোমচূর্ণেন তিলকং বিরচ্য রঞ্জনং শোভাতিশয়ং করোতীত্যাদিবাক্যার্থবদ্বিকল্পমাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যদি সত্যত্বাসতি মিথ্যাত্বাখ্যধর্ম্মস্যাপ্যপ্রসিদ্ধিঃ পর্য্যালোচ্যেত তর্হ্যধিষ্ঠানমাত্রত্বাৎ সত্যমেবেত্যাহ—সত্যমেবেতি। যদি তু ব্যাবর্ত্তনীয়মিথ্যাত্বাপ্রসিদ্ধ্যা ব্যাবর্ত্তকসত্যত্বকল্পনমপি তত্র ন ঘটতে ইতি বিচার্য্যতে তদা নির্ব্বচনবাগপ্রসরাৎ কিমপীদম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

চিদাত্মনো যাস্মিকো যঃ সর্ব্বাকারসঙ্কল্পস্তদ্রূপে বিরাড়াত্মন্যাতিবাহিকে দেহে সংবেদনরূপং যদ্ব্যোম তদেব জগদিতি ভাসত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

এবং ব্রহ্মমহাকাশমেবেদং ক্ব জগৎকথা।
শান্তং সমসমাভোগমেকমাদ্যন্তবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬ ॥
যথা পয়সি বীচীনামুন্মজ্জননিমজ্জনৈঃ।
ন জলান্যত্বমেবং হি ভাবাভাবৈঃ পরৈঃ পরে ॥ ২৭ ॥
পরাবরবিদঃ কেচিদেতস্মিন্ পরমে পদে।
শুদ্ধে পরিণমন্ত্যন্তর্বারিবিন্দুরিবাম্ভসি ॥ ২৮ ॥
পরেঽপরমিদং ভাতি পরস্যেব পরাত্মকম্।
সম্ভবন্ত্যমলে শান্তে ন জগন্তি ন তৎক্রিয়াঃ ॥ ২৯ ॥
স্বপ্নে স্বপ্ন ইতি জ্ঞাতে দৃশ্যে ব্রহ্মতয়াঽপি চ।
মৃগাম্বুনি পরত্বেন কো ভাবয়তি ভাবনাম্ ॥ ৩০ ॥
পরমার্থচমৎকারমন্তঃস্থানুভবং বিনা।
অন্যস্যান্যং ন জানাতি সীধুস্বাদুমিব দ্বিজঃ ॥ ৩১ ॥
নির্ব্বায় নিজ আত্মায়ং পরিবৃত্যাবলোকিতঃ।
চেত্যোন্মুখত্বমুৎসৃজ্য সন্তিষ্ঠেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ৩২ ॥

এবং সতি যৎ ফলিতং তদাহ—এবমিতি। সমেভ্যোঽপি সম আত্যন্তিক-ন্যশূন্য আভোগো যস্য ॥ ২৬ ॥

পরে ব্রহ্মণি ॥ ২৭ ॥

পরাবরবিদঃ সারাসারবিবেকিনঃ পরিণমন্ত্যেকরস্যং গচ্ছন্তি ॥ ২৮ ॥

পরস্য ব্রহ্মণো বেষ ইব কার্য্যমিব অবয়ব ইব বা অপরমিদং জগজ্জীবরূপং তি। তচ্চ তত্ত্বতো বিচারে পরমেব সম্ভবতি। জগন্তি তৎক্রিয়াঃ ব্যবহারাশ্চ সম্ভবন্তি ॥ ২৯ ॥

মৃগাম্বুনি পরত্বেন অন্যত্বেন ঊষরভূমাত্রত্বেন পরিজ্ঞাতে সতি ভাবনাং তৎসত্যতাবুদ্ধিং কো ভাবয়তি ॥ ৩০ ॥

অন্যস্যাশুচিপ্রপঞ্চস্যাঽন্যং ভোগরসং ন জানাতি প্রবুদ্ধঃ। যথা দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ স্বাদুং মদ্যমাধুর্য্যং ন জানাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অয়ং নিজ আত্মা বাহ্যদৃষ্টেঃ পরাবৃত্ত্য চেত্যোন্মুখত্বমুৎসৃজ্য সমাধৌ নির্ব্বায় সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যা বিলোকিতঃ সন্ শান্তে শিবে নিত্যমুক্তে আত্মনি তিষ্ঠেৎ। 'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্' ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দৃশ্যং বীজাঙ্কুর ইব স্থিতং ব্রহ্মণি কারণে।
ইতি সর্গাদিসদ্ভাবঃ কস্মান্নেহোপপদ্যতে ? ॥ ৩৩ ॥

রাম উবাচ।

বীজেঽঙ্কুরোঽঙ্কুরতয়া সংশ্রিতো নোপলভ্যতে।
বীজোদরে তু যা সত্তা বীজমেব হি সা ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মণোঽন্তর্জগত্তৈবং জগত্ত্বেবোপলভ্যতে।
অস্তি চেৎ তদ্ভবেন্নিত্যং সা ব্রহ্মৈবাবিকারি তৎ ॥ ৩৫ ॥
অবিকারাদনাকারাদ্বিকার্য্যাকৃতিভাস্বরম্।
উদেতীতি কিলাঽস্মাভির্নৈব দৃষ্টং ন চ শ্রুতম্ ॥ ৩৬ ॥
অনাকৃতাবাকৃতিমন্ন চৈতৎ স্থাতুমর্হতি।
পরমাণৌ ন চৈবান্তরিব সন্তান্তি মেরবঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং সমাহিতো বশিষ্ঠঃ পুনর্বীজাঙ্কুরন্যায়েন ব্রহ্মণি জগৎসত্যতাং শঙ্কতে-দৃশ্যমিতি ॥ ৩৩ ॥

সমাধত্তে—বীজ ইতি। যদঙ্কুরঃ সত্যস্তর্হি বীজোদরে সংস্থিত এব বহির্বীজপুটং ভিত্ত্বা নির্গচ্ছতীতি স্যাত্তত্তু ন। যতো বীজভেদনে তদুদরে অঙ্কুরতয়া সংশ্রিতোঽঙ্কুরো নোপলভ্যতে। যা তু বীজোদরে সূক্ষ্মভাগানাং সত্তা সা বীজমেব ভবেন্নাঙ্কুর ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মণোঽন্তর্জগৎসত্তা ন তথা কিন্তু জগত্ত্বেবোপলভ্যত ইতি বৈষম্যং প্রলয়কালে তথৈবাস্তীতি চেত্তর্হি সা ব্রহ্মৈব ভবেদন্যত্তদ্ব্রহ্ম অবিকারীতি ন বীজাঙ্কুরন্যায়স্যাত্রোপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্তু ব্রহ্ম অবিকারং কিং ততস্তত্রাহ—অবিকারাদিতি। অবিকারাদ্বিকার্য্যমুদেতি অনাকারাদাকৃতিভাস্বরমুদেতীতি চ ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কাঽপীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

এবমনাকারে নিরবয়বে চ সাকারস্য সাবয়বস্য চ স্থূলস্যাবস্থানমপি সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধমিত্যাহ—অনাকৃতাদিতি ॥ ৩৭ ॥

সমুদ্রকে রত্নমিব জগদ্‌ব্রহ্মণি তিষ্ঠতি।
মহাকারং নিরাকার ইত্যুন্মত্তবচো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥
শান্তং পরঞ্চ সাকারস্যাধার ইতি রাজতে।
ন বক্তুং রাজতে কেব সাকারস্যাবিনাশিতা ॥ ৩৯ ॥
বোধ এবায়মাকার ইতি কল্পনয়াঽপি ধীঃ।
অপূর্ব্বৈঃ স্বপ্নবদ্রূঢ়ৈঃ সংসারৈর্নোপলভ্যতে ॥ ৪০ ॥
অপূর্ব্ব এব স্বপ্নোঽয়ং যদ্বৈ সর্গোঽনুভূয়তে।
স্বপ্নঃ কিলানুভূতার্থঃ স্বভ্যস্ত ইব দৃশ্যতে ॥ ৪১ ॥
যদেব জাগ্রৎ তৎ স্বপ্ন ইতি নাত্রোপপদ্যতে।
স্বপ্নে প্রদগ্ধঃ পুরুষঃ কথং প্রাতর্বিলোক্যতে ॥ ৪২ ॥
অশরীরস্য ন স্বপ্ন ইত্যেতদপি নোচিতম্।
সম্ভবন্তি পিশাচাদ্যাস্তেষাঞ্চ স্বপ্নবৎ স্থিতিঃ ॥ ৪৩ ॥

সমুদ্রকে সম্পুটে ॥ ৩৮ ॥

শান্তং সর্ব্বোপরমরূপং পরং ব্রহ্ম সাকারস্য তাদাত্ম্যেনাধার ইতি বক্তুং ন রাজতে ॥ ৩৯ ॥

এবং সতি অপূর্ব্বৈঃ স্বপ্নবদ্রূঢ়ৈরাকারৈর্ব্বোধ এব ক্ষণিকঃ সাকার উৎপদ্যত ইতি বৌদ্ধকল্পনাপ্যনুপপন্নেত্যাহ—বোধ এবেতি ॥ ৪০ ॥

কুতো নোপপদ্যত ইতি তত্রাহ—অপূর্ব্ব ইতি। যতোঽয়ং সর্গঃ স্বপ্নঃ অপূর্ব্বঃ প্রাগননুভূতার্থ এব চক্ষুরাদিপ্রমাণৈরনুভূয়তে। স্বপ্নস্তু জাগ্রদনুভূতার্থঃ সংস্কারমাত্রেণ ভাসমানার্থো জাগ্রতি স্বভ্যস্ত এবার্থঃ স্বপ্নে দৃশ্যতে। কিলেতি সর্বজনপ্রসিদ্ধৌ ॥ ৪১ ॥

অতএব বৌদ্ধানাং জাগ্রৎস্বপ্নভেদাভাবোক্তিরপি তেষামসঙ্গতেত্যাহ—যদেবেতি। স্বপ্নে মৃতঃ শ্মশানং নীত্বা প্রদগ্ধঃ পুরুষঃ। তস্মান্ন চিতঃ সাকারত্বক্ষণিকত্বাদিকল্পনয়া প্রপঞ্চস্য স্বপ্নসাম্যং সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধং সিধ্যতীতি কিন্তু ব্রহ্মণ্যধ্যস্তত্বাদেব বাধ্যত্বেন স্বপ্নসাম্যং সিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র চার্ব্বাককৃতমাক্ষেপং সমাধত্তে—অশরীরস্যেতি। স্থূলশরীরশূন্যস্য স্বপ্নো দৃষ্ট ইত্যশরীরে প্রতীচ্যবস্থাত্রয়স্বপ্নারোপ ইত্যুক্তির্ন যুক্তেত্যাক্ষেপাংশার্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥ ৪৩ ॥

জগদ্‌বুদ্ধাবিদং সত্যং পরিজ্ঞানবতো মৃষা।
ব্রহ্মাত্মক ইদং ব্রহ্ম শান্তে শান্তং পরাম্বরম্ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্ব এব ইমে ভাবাঃ সহ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
অস্মদাদয় আকাশং জগজ্‌জ্ঞবিষয়ং তথা ॥ ৬১ ॥
খমহং খং ভবাংশ্চিৎ খং জগৎ খং খং খমেব চ।
চিদাকাশৈকতামেত্য ভজৈকাকাশরূপতাম্ ॥ ৬২ ॥
জ্ঞানেনাকাশকল্পেন সর্ব্বাত্ম গগনোপমম্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবোধাত্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্ ॥ ৬৩ ॥
চিদ্রূপত্বাদুদেতীদং জগত্তত্রৈব লীয়তে।
অকারণকমেবান্তঃ পরং ব্যোমৈব নির্ম্মলম্ ॥ ৬৪ ॥
এতৎ সর্ব্বপদাতীতং সর্ব্বশাস্ত্রকলাতিগম্।
পদমাসাদ্য নির্দ্বন্দ্বং ত্বমাকাশাত্মকোঽভবঃ ॥ ৬৫ ॥
অহং জগচ্চ নো পাদপাণ্যাদি ন ঘটাদি চ।
সর্ব্বমাকাশমাকাশমেবাচ্ছং সূক্ষ্মচিত্তবেৎ ॥ ৬৬ ॥

তথাচ দৃষ্টিভেদেন চতুর্দ্ধা জগৎ সম্পন্নমিত্যাহ—জগদিতি। ইদং জগজ্জ বুদ্ধাবজ্ঞদৃষ্টৌ সত্যম্। পরিজ্ঞানবতো বিবেকিনো দৃষ্টৌ মৃষা। ব্রহ্মাৎ পশ্যতো ব্রহ্ম। ভূমিকাভেদারোহণক্রমেণ শান্তে পুরুষে ত্বন্ধকারবৎ ক্রমেণ শ সৎপরমম্বরং শূন্যমেব পর্য্যবস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

তত্র চতুর্থরূপং তত্ত্বজ্ঞবিষয়মিত্যাহ—সর্ব্ব এবেতি ॥ ৬১ ॥

হে গুরো, ত্বং মদুক্তপরীক্ষার্থমেকাকাশরূপতাং ভজ ॥ ৬২ ॥

তং তাদৃশং ব্রহ্মাকাশভাবে স্থিতং দ্বিপদাং বরং ত্বামহমাকাশক স্বরূপজ্ঞানেন সর্ব্বাত্ম গগনোপমং জ্ঞেয়পূর্ণানন্দৈকব্রহ্মাভেদেন সংবোধা নমস্করোমি। সর্ব্বাত্ম গগনোপমং চেত্ত্যেতদ্বিপ্রতিবিম্বমিতি শঙ্কাং বারয়া চিদ্রূপত্বাদিতি ॥ ৬৩-৬৪ ॥

সর্ব্বাঃ শাস্ত্রকলাঃ শাস্ত্রযুক্তীরতিক্রম্য গচ্ছতীতি সর্ব্বশাস্ত্রকলা তৎপদমাসাদ্য ত্বমপ্যাকাশো ব্রহ্মাকাশস্তদাত্মকঃ অভবঃ সদৈবাসীঃ। ভ ইতি বা। অহং রামস্তদবয়বপাদপাণ্যাদি তথাহঘটাদি চেতি প্রসিদ্ধং জগচ্চ নাস্ত্যেব। যতঃ সর্ব্বমাকাশমেব ॥ ৬৫-৬৬ ॥

সর্ব্বাপহ্নব এবায়ং ময়া যো দর্শিতস্তব।
স নিন্দ্যো বাদিনাং বাদেষ্বাত্মজ্ঞানেষু রাজতে ॥ ৬৭ ॥
কাষ্ঠমৌনাত্মকো বাদে ন সর্ব্বাপহ্নবো যদা।
ক্রিয়তে তেন বাদেষু নাত্মজ্ঞানং প্রসীদতি ॥ ৬৮ ॥
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানাং যদগম্যমচিহ্নিতম্।
স্বানুভূতিভবং ব্রহ্মবাদৈস্তল্লভ্যতে কথম্ ॥ ৬৯ ॥
সর্ব্বাগমার্থসমতীতমচিহ্নমচ্ছ-
মাকাশমেকমজমাদ্যমনামরূপম্।
শুদ্ধং চিদাত্মকমিহাস্ত্যনুভূতিমাত্রং
শান্তাভিধানকলনং মলশঙ্কয়াঽলম্ ॥ ৭০ ॥

ার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বোধপ্রকাশীকরণযোগোপদেশো নাম পঞ্চনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৫ ॥

অয়ঞ্চ সর্ব্বাপহ্নবো যদ্যপি মম মাতা বন্ধ্যা মম মুখে জিহ্বা নাস্তীতি ্যবদ্ব্যাঘাতবৈতণ্ডিকত্বাদিদোষাপাদকত্বাদ্বাদিনাং তার্কিকাদীনাং বাদেষু নিন্দ্য তৎসভায়াং ন রাজতে তথাপ্যাত্মজ্ঞানেষু বহুভির্ব্বাদিভির্ব্বহুধোপন্যস্তেষু । পরমপুরুষার্থপর্য্যবসিতং কিং জ্ঞানং স্যাদিতি পরীক্ষকাণাং সভায়াং তে। ন হি সর্ব্বাপহ্নবমন্তরেণাত্যন্তিকানর্থনিবৃত্ত্যুপলক্ষিতনিরতিশয়ানন্দপ্রতিষ্ঠা ীতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

ত ইত্যর্থে যদাশব্দঃ। যতঃ কাষ্ঠমৌনপর্য্যবসিতত্বাৎ কাষ্ঠমৌনাত্মকঃ সর্ব্বাপহ্নবো । সম্ভবত্যেবেতি ন ক্রিয়তে। তেন তদকরণে নির্ব্বিশেষাত্মা পরিচয়াদ্বাদে-ানং ন প্রসীদতি নোদেতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

তো নোদেতি তত্রাহ—প্রত্যক্ষেতি ॥ ৬৯ ॥

ক্তং সারতঃ সংক্ষিপ্যোপসংহরতি—সর্ব্বেতি। সর্ব্বে যে আগমাঃ চ্ছদাস্তদর্থেভ্যঃ সমতীতমনুভূতির্ম্মাত্রা প্রমাণং যত্র তথাবিধমচিহ্নমত এব ভিধানকলনং শুদ্ধম্। চিদাত্মকমেকং ব্রহ্মাকাশমেবাস্তি নান্যদণুমাত্রমপীতি লশঙ্কয়া অলং পর্য্যাপ্তম্। প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে পঞ্চনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৫ ॥

ষণ্ণবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাবুদ্ধে ! রামো রাজীবলোচনঃ।
মুহূর্ত্তমাত্রং বিশ্রম্য তূষ্ণীং স্থিত্বা পরে পদে ॥ ১ ॥
পরমাং তৃপ্তিমাপন্নো বিশ্রান্তঃ পরমাত্মনি।
মুনিং পুনরপৃচ্ছত্তং জানন্নপি হি লীলয়া ॥ ২ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ ! সংশয়াম্ভোদশরৎকাল মুনীশ্বর !।
ইদানীং সংশয়োঽয়ং মে জাতো মনসি পেলবঃ ॥ ৩ ॥
এবমেতন্মহাজ্ঞানং সংসারার্ণবতারণম্।
সমস্তমেব বাগ্‌জালং সমতীত্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৪ ॥
যদিদং কিল সদ্‌ব্রহ্ম স্বসংবিন্মাত্রনিশ্চয়ম্।
তদবাচ্যং কিল গিরাং মহতামপি মানদ ! ॥ ৫ ॥
এবং স্থিতে পরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বসঙ্কল্পনোজ্ঝিতম্।
স্বসংবিত্তুর্য্যতন্মাত্রলভ্যং দুর্গমতাং গতম্ ॥ ৬ ॥

গুরুশাস্ত্রাদ্যুপায়েন যথা ব্রহ্মেহ লভ্যতে।
দারুবৈবধিকাখ্যানং তথা সংক্ষিপ্য বর্ণ্যতে ॥

হে মহাবুদ্ধে, ইতি ভরদ্বাজস্যারিষ্টনেমের্ব্বা সম্বোধনম্ ॥ ১ ॥

লীলয়া গুরুমুখেন শ্রবণকৌতূহলেন ॥ ২-৩ ॥

করিষ্যমাণং প্রশ্নং পূর্ব্বোক্তমনুবদতি—এবমিতি ॥ ৪ ॥

অবাচ্যম্ 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইতি শ্রুতেঃ শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মশূন্যত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

স্বসংবিদ্রূপং যত্তুর্য্যমবস্থাত্রয়াতীতং স্বপ্রকাশবস্তুতন্মাত্রলভ্যমত জাগ্রদবস্থাস্বগতগুরুশাস্ত্রাদ্যগম্যত্বাদ্দুর্গমতাং গতম্ ॥ ৬ ॥

প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদসংখ্যাভেদৈষিণাং কিল।
কথং শাস্ত্রপদৈস্তুচ্ছৈঃ সবিকল্পৈরবাপ্যতে ? ॥ ৭ ॥
বিকল্পসারশব্দাঢ্যৈর্জ্ঞানং শাস্ত্রৈ লভ্যতে।
তৎ কিমর্থমনর্থায় গুরুশাস্ত্রাদি কল্পিতম্ ? ॥ ৮ ॥
গুরুশাস্ত্রাদিবিজ্ঞানে কারণং বাস্ত্যকারণম্।
তদত্র নিশ্চয়ং ব্রহ্মন্ ! ব্রূহি মে বদতাং বর ! ॥ ৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো ! ন শাস্ত্রং জ্ঞানকারণম্।
নানাশব্দময়ং শাস্ত্রমনাম চ পরং পদম্ ॥ ১০ ॥
তথাপি রাঘবশ্রেষ্ঠ ! যথৈতদ্ধেতুতাং গতম্।
শাস্ত্রাদুত্তমবোধস্য তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ১১ ॥
সন্তি ক্বচিদ্বৈবধিকাঃ কীরকাশ্চিরদুর্ভগাঃ।
দুঃখেনাভ্যাগতাঃ শোষং গ্রীষ্মেণেব জরদ্দ্রুমাঃ ॥ ১২ ॥

তুচ্ছৈঃ ক্ষুদ্রতরপ্রতিযোগিব্যবচ্ছেদাদিসাপেক্ষত্বাত্তদ্বোধনাসমর্থৈঃ ॥ ৭ ॥
বিকল্পসহস্রানুসন্ধানভ্রান্তিপরম্পরানর্থায় ॥ ৮ ॥
তত্তস্মাত্তত্ত্ববিজ্ঞানে গুরুশাস্ত্রাদিকং কারণমস্তি ভবতি অকারণং বা। [ত]ত্রাস্মিন্ সংশয়ে নিশ্চয়ং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
রামশঙ্কামনুমোদমানো বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে—এবমেতদিত্যাদিনা। অনামেতি। [প]দপ্রবৃত্তিনিমিত্তধর্ম্মশূন্যত্বাদসংসৃষ্টত্বাচ্চ পরং পদং ন পদার্থো ন বাক্যার্থ[শ্]চেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
যদ্যপ্যেবং তথাপ্যেতচ্ছাস্ত্রাদি উত্তমবোধস্য তৎফলস্য মোক্ষস্য চ যথা যেন [প্র]কারেণ হেতুতাং গতং তচ্ছৃণু বক্ষ্যমাণকাষ্ঠবৈবধিকাখ্যানদৃষ্টান্তেনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥
তদেবাহ—সন্তীত্যাদিনা। বিবধবীবধশব্দাবুভয়তো বদ্ধশিক্যে স্কন্ধবাহ্যে [কা]ষ্ঠবিশেষে বর্ত্তেতে তদ্বহন্তীতি বৈবধিকাঃ কীরকাঃ শূদ্রজাতিভেদা দেশবিশেষজা শোষং কার্শ্যম্ ॥ ১২ ॥

দারিদ্র্যেণ দুরন্তেন কন্থাসংস্থানকারিণা।
দীনাননাশয়াঃ পদ্মা নির্গতেনেব বারিণা ॥ ১৩ ॥
দৌর্গত্যপরিতপ্তাস্তে জীবিতার্থমচিন্তয়ন্।
জঠরস্য কয়া যুক্ত্যা বয়ং কুর্ম্ম প্রপূরণম্ ॥ ১৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য বিধিনা দিনান্তেন দিনং প্রতি।
দারুভারেণ জীবামো বিক্রীতেনেতি সংস্থিতাঃ। ১৫ ॥
ইতি সঞ্চিত্য তে জগ্মুর্দার্বর্থং বিপিনান্তরম্।
যয়ৈবাজীব্যতে যুক্ত্যা সৈবাপদি বিরাজতে ॥ ১৬।
ইতি তে প্রত্যহং গত্বা কাননং ভবচারিণঃ।
দারুণ্যানীয় বিক্রীয় চক্রুর্দেহস্য ধারণম্ ॥ ১৭ ॥
যং প্রয়ান্তি বনান্তং তে তস্মিন্ সন্ত্যখিলানি হি।
গুপ্তাগুপ্তানি রত্নানি দারুণি কনকানি চ ॥ ১৮ ॥
তেষাং ভারভৃতাং মধ্যাৎ কেচিৎ কতিপয়ৈর্বনাৎ।
জাতরূপাণি রত্নানি তানি সম্প্রাপ্নুবন্তি হি ॥ ১৯ ॥
কেচিৎ চন্দনদারূণি কেচিৎ পুষ্পাণি মানদ !।
কেচিৎ ফলানি বিক্রীয় জীবন্তি চিরকীরকাঃ ॥ ২০ ॥

কন্থা পটচ্চরগ্রথিতা তস্যৈব প্রাবরণসংস্থানকারিণা। কথাসংস্থানেতিপা পূর্ব্বানুভূতান্নবস্ত্রাদিকথামাত্রাবস্থানকারিণেত্যর্থঃ। তটাকভঙ্গান্নির্গতেন বারি পদ্মা ইব দীনাননাশয়াঃ ॥ ১৩ ॥

দৌর্গত্যেন দারিদ্র্যেণাভিতপ্তাঃ ॥ ১৪ ॥

দিনং প্রতি প্রতিদিনম্। দিনান্তেন দিনাবসানান্তশ্রমসাধ্যেনেতি যাব ইতি সংস্থিতা নিশ্চিতাঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

ভবচারিণঃ তত্তদ্দিনপ্রাপ্তান্নভক্ষণশীলাঃ ॥ ১৭ ॥

গুপ্তাস্তগুপ্তানি প্রকটানি চ রত্নাদীনি ॥ ১৮ ॥

কেচিৎ ভাগ্যবন্তঃ ॥ ১৯।

পুষ্পাণি কেতকীচম্পকাদীনি। চিরকীরকাঃ চিরাভ্যাসদৃঢ়ীভূতকীর বৃত্তয়ঃ ॥ ২০।

কেচিৎ সর্ব্বমনাসাগ্য দুর্দারুণ্যেব দুর্ধিয়ঃ।
নীত্বা বিক্রীয় জীবন্তি বনবীথ্যুপজীবিনঃ ॥ ২১ ॥
দার্বর্থমুগ্যতাঃ সর্ব্বে তে সম্প্রাপ্য মহাবনম্।
কেচিৎ প্রাপ্য স্থিতাঃ সর্ব্বে ঝটিত্যেবং গতজ্বরম্ ॥ ২২ ॥
ইতি যাবদজস্রং তে সেবন্তে তন্মহাবনম্।
প্রদেশাত্তাবদেকস্মাৎ প্রাপ্তশ্চিন্তামণির্মণিঃ ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্চিন্তামণেঃ প্রাপ্তাঃ সমগ্রা বিভবশ্রিয়ঃ।
পরমং সুখমায়াতাস্তত্র তে সংস্থিতাঃ সুখম্ ॥ ২৪ ॥
দার্বর্থমুগ্যতাঃ সন্তঃ প্রাপ্য সর্ব্বার্থদং মণিম্।
সুখং তিষ্ঠন্তি নির্দ্বন্দ্বা দিবি দেববরা ইব ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বার্থসারপরিপূর্ণতয়া তয়া তে
কাষ্ঠোগ্যমাধিগতসন্মণয়ো মহান্তঃ।
তিষ্ঠন্তি শান্তভয়মোহবিষাদদুঃখ-
মানন্দমন্থরধিয়ঃ সমতামুপেতাঃ ॥ ২৬ ॥

ত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে কাষ্ঠবৈবধিকোপাখ্যানে চিন্তামণিলাভো নাম ষণ্ণবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১৯৬॥

কেচিত্তাগ্যহীনা দুর্দ্ধিয়ঃ সারান্বেষণাকুশলবুদ্ধয়ো দুর্দ্দারুণ্যেব নীত্বা ॥ ২১ ॥
কেচিদ্রত্নাদীনি প্রাপ্য গতদারিদ্র্যজ্বরং যথা স্যাত্তথা স্থিতাঃ ॥ ২২ ॥
চিন্তামণ্যাখ্যো মণির্দৈবাৎ প্রাপ্তঃ ॥ ২৩-২৪ ॥
নির্দ্বন্দ্বা নিরস্তশীতোষ্ণক্ষুত্তৃষাদিদুঃখাঃ ॥ ২৫ ॥
আখ্যানমুপসংহরতি—সর্ব্বার্থেতি। তে কীরকাঃ কাষ্ঠোগ্যমেনৈব অধিগতঃ প্তঃ সন্মণিশ্চিন্তামণির্যৈস্তথাবিধাঃ সন্তস্তয়া উক্তয়া সর্ব্বৈরর্থসারৈরুত্তমধনৈঃ পূর্ণতয়া শান্তভয়মোহবিষাদদুঃখং যথা স্যাত্তথা আনন্দমন্থরধিয়ো ভূত্বা লাভালাভাদিষু সমতামুপেতাঃ সন্তস্তিষ্ঠন্তি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ষণ্ণবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৬ ॥

সপ্তনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

তথা কুরু মুনিশ্রেষ্ঠ! যথা বৈবধিকক্রমম্।
অসন্দেহমিমং সম্যগবগচ্ছামি মানদ!॥ ১॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

যে তে বৈবধিকা রাম! ত এতে মানবা ভুবি।
তেষাং দারিদ্র্যদুঃখং যত্তদজ্ঞানং মহাতপঃ॥ ২॥
যত্তন্মহাবনং প্রোক্তং গুরুশাস্ত্রক্রমাদি তৎ।
যদুগ্রতাস্তে গ্রাসার্থং জনা ভোগার্থিনো হি তে॥ ৩॥
ভোগৌঘাঃ সিদ্ধিমায়ান্তু মম নিষ্কৃপণো জনঃ।
অনপেক্ষিতকার্য্যার্থঃ শাস্ত্রাদৌ সম্প্রবর্ত্ততে॥ ৪॥
ভোগার্থং সংপ্রবৃত্তোঽপি প্রাপ্নোত্যভ্যাসতঃ ক্রমাৎ।
জন্তুশ্চিন্তিতমেবাগ্র্যং পদং পরবশোঽপি সন্॥ ৫॥

স্ফুটং বৈবধিকাখ্যানতাৎপর্য্যবিবৃতিক্রমাৎ।
হেতুত্বং গুরুশাস্ত্রাদেরাত্মজ্ঞানেঽত্র বর্ণ্যতে॥

যথা অহমবগচ্ছামি তাৎপর্য্যতস্তথা কুরু বিবরণমিতি শেষঃ॥ ১॥

যে বৈবধিকা ময়োক্তাস্তে সাদৃশ্যাদেতে মানবা বোধ্যাঃ। এবমগ্রে সর্ব্বত্র। যদ্দারিদ্র্যদুঃখং ময়োক্তং তত্তেষামজ্ঞানং তৎপ্রযুক্তশ্চ মহ আতপস্ত্রিবিধসন্তাপঃ। 'তত্তু দানং মহাতপঃ' ইতি পাঠে দানতপঃপ্রয়োজি ঐহিকামুষ্মিকভোগাশা লক্ষণয়োচ্যতে। ভোগার্থিনঃ সন্তস্তদুপায়েষূদ্যতা ই তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ॥ ৩॥

মম ভোগৌঘাঃ সিদ্ধিমায়ান্ত্বিতি নিতরাং কৃপণঃ কার্পণ্যবান্ জনো মা অনপেক্ষিতা ইতরকার্য্যার্থা যেন তথাবিধঃ সন্ শাস্ত্রাদৌ শাস্ত্রমূলকে তদুপায়ে যদ্যপ্যয়ং ভোগেচ্ছয়ৈব শাস্ত্রে প্রবৃত্তস্তথাঽপি তচ্ছাস্ত্রং গুড়জিহ্বিকান্যায়েন প্রথমং কলাস্বাদনৈঃ প্রলোভ্যাঽন্তে স্বতাৎপর্য্যবিষয়ে পরমে পদে নয়ত্যেবেত্যা

দার্ব্বর্থমুদ্যতো ভাবী যথা সম্প্রাপ্তবান্মণিম্ ।
ভোগার্থমাত্তশাস্ত্রোঽয়ং তথাঽপ্নোতি জনঃ পদম্ ॥ ৬ ॥
কিং স্যাচ্ছাস্ত্রবিচারাভ্যামিতি সন্দেহলীলয়া ।
কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে পশ্চাদাপ্নোতি পদমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥
অদৃষ্টোত্তমতত্ত্বার্থঃ শাস্ত্রাদৌ সম্প্রবর্ত্ততে ।
সন্দেহেনার্থভোগার্থং জনঃ প্রাপ্নোতি তৎপদম্ ॥ ৮ ॥
অন্যথা সম্প্রবর্ত্তন্তে শাস্ত্রৈর্বাসনয়া জনাঃ ।
অন্যদাসাদয়ন্ত্যাদ্যং মণিং বৈবধিকা ইব ॥ ৯ ॥
পরোপকারে বিরতং স্বভাবে ন প্রবর্ত্ততে ।
যঃ স সাধুরিতি প্রোক্তঃ প্রমাণং তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ১০ ॥
সাধ্বাচারবশাল্লোকো ভোগসম্প্রাপ্তিশঙ্কয়া ।
সন্দেহশ্চাপ্যতত্ত্বজ্ঞঃ শাস্ত্রাদৌ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১১ ॥
ভোগার্থং সম্প্রবৃত্তোঽসৌ ভোগমোক্ষাবুভাবপি ।
তস্মাৎ প্রাপ্নোতি দার্ব্বর্থী বনাচ্চিন্তামণিং যথা ॥ ১২ ॥

গার্থমিতি। শাস্ত্রতঃ প্রথমং ভোগফললাভেন তদ্বিশ্বাসদার্ঢ্যক্রমাত্তদুক্তসাধনা-
াতো ভূমিকাভেদারোহণক্রমাচ্চিন্তিতং শাস্ত্রপরমং তাৎপর্য্যবিষয়মাদ্যপদং
গাখ্যং ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥
ভাবঃ সারাসারবিচারান্বেষণাদিঃ সোঽস্যাস্তীতি ভাবী বৈবধিকঃ ॥ ৬ ॥
ান্দেহপ্রযুক্তয়া লীলয়া কৌতূহলেন ॥ ৭ ॥
মর্থ্যত ইত্যর্থো বিষয়স্তদ্ভোগার্থম্ ॥ ৮ ॥
স্ববাসনানুসারেণাস্যাদৃশং শাস্ত্রফলং সম্ভাবয়ন্তো জনাস্তত্র প্রবর্ত্তন্তে।
মনসাগোচরং নির্বিষয়নিরতিশয়সুখমাসাদয়ন্তীত্যংশে বৈবধিকাখ্যান-
াপন্যাস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
র্ব্বজনানামুৎসর্গতঃ সন্মার্গপ্রবৃত্তৌ সাধ্বাচারদর্শনমেব মূলমিতি সাধুলক্ষণ-
াপূর্ব্বকমাহ—পরোপকারে ইতি। প্রমাণং সর্ব্বলোকস্যেতি শেষঃ ॥ ১০ ॥
স্ত প্রমাণং কিং তত্তত্রাহ—সাধ্বিতি। অতত্ত্বজ্ঞো লোকঃ শাস্ত্রফলে
। ইতি সন্দেহঃ সন্দিহানোঽপি ভোগসংপ্রাপ্তিসম্ভাবনয়া সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১১-১২॥

কেচিচ্চন্দনদারূণি কেচিচ্চিন্তামণিং মণিম্ ।
কেচিৎ সামান্যরত্নানি প্রাপ্নুবন্তি যথা বনাৎ ॥ ১৩ ॥
কেচিৎ কামং কেচিদর্থং কেচিদ্ধর্ম্মত্রয়ন্তু বা ।
কেচিন্মোক্ষমশেষঞ্চ লভন্তে শাস্ত্রতস্তথা ॥ ১৪ ॥
বর্ণত্রয়োপদেশো হি শাস্ত্রাদিষ্বস্তি রাঘব ! ।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্ত্ববাচ্যত্বান্নাস্তি তচ্ছাসনেম্বপি ॥ ১৫ ॥
কেবলং সর্ব্ববাক্যার্থৈর্ধ্বন্যমানাবগম্যতে ।
কালশ্রীঃ প্রসবেনেব স্বয়ং স্বানুভবেন সা ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বার্থাতিগতং শাস্ত্রে বিদ্যতে ব্রহ্মবেদনম্ ।
সর্ব্বগাতিগতং স্বচ্ছং লাবণ্যমিব যোষিতি ॥ ১৭ ॥
ন শাস্ত্রান্ন গুরোর্বাক্যান্ন দানান্নেশ্বরার্চ্চনাৎ ।
এষ সর্ব্বপদাতীতো বোধঃ সম্প্রাপ্যতে পরঃ ॥ ১৮ ॥
এতান্যকরণান্যেব কারণত্বং গতান্যলম্ ।
পরমাত্মৈকবিশ্রান্তৌ যথা রাঘব ! তচ্ছৃণু ॥ ১৯ ॥

গুপ্তাগুপ্তানীত্যাদ্যুক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ—কেচিদিত্যাদিনা ॥ ১৩ ১৪ ॥

বর্গত্রয়ং ধর্ম্মকামার্থাস্তস্যোপদেশো মুখ্যবৃত্ত্যৈবাস্তি। তচ্ছাসনেষু ব্রহ্মতৎপর শাস্ত্রেষ্বপি পদবাক্যমুখ্যবৃত্ত্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তির্ব্রহ্মবোধঃ ॥ ১৫ ॥

বসন্তাদিকালশ্রীঃ প্রসবেন তত্তদার্ত্তবফলপুষ্পাদিজন্মনেব ধ্বন্যমানা সূচ্যমানা আলঙ্কারিকসময়ে ব্যঞ্জনাখ্যবৃত্ত্যন্তরেণ ইতরসময়ে লক্ষণয়েতি যাবৎ ॥ ১৬ ॥

মুখ্যবৃত্ত্যা বোধনে অসামর্থ্যেঽপি শাস্ত্রস্য লক্ষণাদ্যুপায়ৈর্বোধনে সামর্থ্যমস্ত্যেবেতি তেন অধিকারিণাং ব্রহ্মবেদনমস্ত্যেবেতি ন বৈয়র্থ্যমিত্যাহ সর্ব্বার্থেতি। সর্ব্বান্ অর্থান্ দৃশ্যবর্গাংস্ত্রিবর্গান্ বা অতিক্রম্য উৎকর্ষকাষ্ঠাং গতং মণিদর্পণচন্দ্রাদিসর্ব্বগতসৌন্দর্য্যাণ্যতিগতং লাবণ্যং যোষিতি স্ত্রীরত্নে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সাক্ষান্ন সম্প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

চিত্তশুদ্ধ্যাদিসাধনপরম্পরোপচয়দ্বারা কারণত্বং গতানি ॥ ১৯ ॥

শাস্ত্রাদভ্যাসযোগেন চিত্তং যাতং বিশুদ্ধতাম্।
অনিচ্ছদেবমেবাশু পদং পশ্যতি পাবনম্ ॥ ২০ ॥
এতচ্ছাস্ত্রাদবিদ্যায়াঃ সাত্ত্বিকো ভাগ উচ্যতে।
তামসঃ সাত্ত্বিকেনাস্যা ভাগেনায়াতি সংক্ষয়ম্ ॥ ২১ ॥
নূনং মলং প্রধানেন ক্ষালয়চ্ছাস্ত্ররূপিণা।
পুরুষঃ শুদ্ধতামেতি পরমাং বস্তুশক্তিতঃ ॥ ২২ ॥
অনিচ্ছয়োরেব যথা সপ্তসপ্তিসমুদ্রয়োঃ।
প্রাগদৃশ্যং তৃতীয়ত্বং স্বভাববশতঃ স্বতঃ ॥ ২৩ ॥
স্বসন্নিধানমাত্রেণ বিদিতপ্রতিভাসনম্।
সদসন্ময়মাভোগি প্রতিবিম্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥
মুমুক্ষুশাস্ত্রয়োরেবং মিথঃ সম্বন্ধমাত্রতঃ।
সর্ব্বসংবিৎপদাতীতমাত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
অনয়োঃ প্রেক্ষণাদ্দেহে বিবেকো জায়তে যথা।
তথা স্বভাবতঃ শাস্ত্রবিবেকাজ্জ্ঞেয়বেদনম্ ॥ ২৬ ॥

অনিচ্ছৎ সর্ব্বভোগেচ্ছানির্ম্মুক্তং এবমেব প্রতিদিনমন্তর্মুখতয়া প্রত্যক্প্রবণং চিত্তং তৎপদং ব্রহ্ম পশ্যতি ॥ ২০ ॥

উচ্যতে উৎকর্ষং নীয়তে। উচ্চশব্দাত্তৎকরোতীতি ণিচি কর্ম্মণি লটি যকি নৈলোপঃ ॥ ২১ ॥

শাস্ত্ররূপিণা প্রধানেন জলেন ক্ষালয়ন্ সন্। বস্তুশক্তিতঃ অচিন্ত্যাচ্ছাস্ত্রাদিপ্রভাবাত্তদ্বোধ্যনিত্যশুদ্ধাত্মবস্তুসামর্থ্যাচ্চ ॥ ২২ ॥

যথা সপ্তসপ্তেঃ সূর্য্যস্য সমুদ্রস্য চ সন্নিধানে প্রাগদৃশ্যমপি প্রতিবিম্বং স্বচ্ছপ্রকাশস্বভাববশতস্তৃতীয়ং সম্প্রবর্ত্ততে। এবং মুমুক্ষুশাস্ত্রয়োরপি মিথঃ সম্বন্ধমাত্রত আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্তত ইতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বিদিতমনুভবসিদ্ধং প্রতিভাসনং সম্যক্ স্ফুরণং যস্য তথাবিধম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

অনয়োঃ সবিতৃসমুদ্রয়োঃ প্রেক্ষণাদ্যথা অত্যন্তবৈধর্ম্ম্যাদিবোধলক্ষণো বিবেকো জায়তে তথা শাস্ত্রকৃতাদ্বিবেকাদপি দেহে সর্ব্বোপাধ্যসংস্পৃষ্টাদ্বিতীয়জ্ঞেয়বেদনং জায়তে ॥ ২৬ ॥

লোষ্টেন লোষ্টং সলিলে ক্ষালয়ন্ বালকো যথা।
ক্ষয়েণ লোষ্টয়োর্হস্তনৈর্ম্মল্যং লভতে পরম্ ॥ ২৭ ॥
তথা শাস্ত্রবিকল্পৌঘৈর্বিকল্পাংশ্চেতনাদ্বুধঃ।
ক্ষালয়ন্ স্ববিচারেণ পরমাং যাতি শুদ্ধতাম্ ॥ ২৮ ॥
মহাবাক্যার্থনিষ্যন্দং স্বাত্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
শাস্ত্রাদেরিক্ষুরসতঃ স্বাদ্বিব স্বানুভূতিতঃ ॥ ২৯ ॥
প্রভাভিত্ত্যোঃ সমাসঙ্গাদ্‌যথা লোকোঽনুভূয়তে।
শ্রুতশ্রুতবতোঃ সঙ্গাদাত্মজ্ঞানং তথা ভবেৎ ॥ ৩০ ॥
ত্রিবর্গমাত্রসিদ্ধ্যৈ যন্ন মোক্ষায় চ তচ্ছ্রুতম্।
বিপুলশ্রুতচর্চ্চাসু তুচ্ছমশ্রুতমেব তৎ ॥ ৩১ ॥
তচ্ছ্রুতং যৎ কিল জ্ঞপ্ত্যৈ সা জ্ঞপ্তিঃ সমতা যয়া।
তৎ সাম্যং যত্র সৌষুপ্তী স্থিতির্জ্জাগ্রতি জায়তে ॥ ৩২ ॥

শাস্ত্রকৃতৈর্বিচারবিকল্পৈর্ভ্রান্তিকৃতবিকল্পানাং ক্ষালনেনাত্মনৈর্ম্মল্যপ্রাপ্তাবপি দৃষ্টান্তমাহ—লোষ্টেনেতি ॥ ২৭ ॥

চেতনাৎ পুনঃপুনরাত্মতত্ত্বপরীক্ষণাৎ ক্ষালয়ন্ সন্ ॥ ২৮ ॥

কেন প্রমাণেন কথং পরীক্ষণাত্তত্রাহ—মহাবাক্যেতি। শাস্ত্রাদেঃ সূত্র-ভাষ্যতদ্ব্যাখ্যামহারামায়ণাদিশাস্ত্রাদ্‌গুরুবচনাদেশ্চোপায়াত্তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যার্থস্য নিষ্যন্দং তত্ত্বংপদবাচ্যার্থদ্বয়পরিশোধনলব্ধরসভূতমখণ্ডবাক্যার্থাপরোক্ষানুভবরূপং স্বাত্মজ্ঞানমবাপ্যতে। যথা যন্ত্রাদিনিপীড়নোপায়ান্নিঃসারিতেক্ষুরসতঃ স্বাদু মাধুর্য্যাস্বাদনং স্বানুভূতিতঃ অবাপ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যথা নভসি প্রসৃতোঽপ্যালোকঃ প্রভাভিত্ত্যোঃ সমাসঙ্গাদভিব্যক্তঃ স্ফুটমনুভূয়তে তথা নিত্যস্বপ্রকাশরূপমপ্যাত্মজ্ঞানং শ্রবণতদধিকারিণোর্মেলনাৎ স্ফুটমনুভূয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তত্র শাস্ত্রান্তরশ্রবণং তৎপাণ্ডিত্যং বা নোপযুজ্যত এবেত্যাহ—ত্রিবর্গেতি। বিপুলশ্রুতা বহুশ্রুতাস্তত্ত্ববিদস্তেষাং তত্ত্ববোধোপায়চর্চ্চাসু তচ্ছ্রুতমশ্রুতং মৌর্খ্যমেব। অতো মিথ্যাবিষয়ফলত্বাত্তুচ্ছং তদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অতো নির্বিকল্পস্বরূপস্থিতিপর্য্যবসিতমেব শ্রুতমুপাদেয়মিত্যাশয়েন প্রশংসতি—তচ্ছ্রুতমিতি। যত্র জাগ্রত্যপি সৌষুপ্তী নির্বিকল্পা স্বরূপস্থিতির্জ্জায়তে ॥ ৩২ ॥

এবং হি সর্ব্বমেতচ্ছাস্ত্রাদেঃ সমবাপ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শাস্ত্রাণ্যভ্যাসমাহরেৎ ॥ ৩৩ ॥

শাস্ত্রার্থভাবনবশেন গিরা গুরূণাং
সৎসঙ্গমেন নিয়মেন শমেন রাম।।
তৎ প্রাপ্যতে সকলবিশ্বপদাদতীতং
সর্ব্বেশ্বরং পরমমাদ্যমনাদিশর্ম্ম ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে শাস্ত্রমাহাত্ম্যং নাম সপ্তনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৭ ॥

ইদং সর্ব্বং শাস্ত্রাধীনমিতি তদাবশ্যকমিত্যাহ—এবমেতি ॥ ৩৩ ॥

হে রাম, তৎসকলবিশ্বপদাদ্ব্রহ্মলোকান্তৈশ্বর্য্যসুখাদপ্যতীতমতিশয়িতং পাবনং সর্ব্বেশ্বরং মোক্ষাখ্যমনাদিসুখং গুরূণাং গিরা শাস্ত্রার্থবোধনবশেনৈব প্রাপ্যতে তচ্চ সৎসঙ্গমাদিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে সপ্তনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৭ ॥
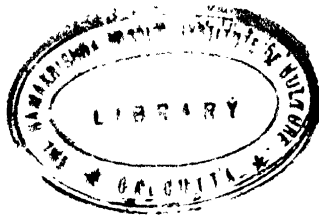
অষ্টনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ভূয়ো নিপুণবোধায় শৃণু কিঞ্চিদ্রঘূদ্বহ।।
পুনঃ পুনর্যৎ কথিতং তদজ্ঞেঽপ্যবতিষ্ঠতে॥ ১॥
রাঘব! প্রথমং প্রোক্তং স্থিতিপ্রকরণং ময়া।
যেনেদমিত্থমুৎপন্নমিতি বিজ্ঞায়তে জগৎ॥ ২॥
ততো জগতি জাতেন পরোপশমশালিনা।
ভবিতব্যমিতি প্রোক্তং ময়োপশমযুক্তিভিঃ॥ ৩॥
উপশান্তিপ্রকরণে প্রোক্তৈরুপশমক্রমৈঃ।
পরমোপশমং গত্বা বস্তব্যমিহ বিজ্বরম্॥ ৪॥
প্রাপ্তপ্রাপ্যেন তজ্জ্ঞেন যথা সংসারদৃষ্টিষু।
বিহর্ত্তব্যং হি নঃ কিঞ্চিৎ স্বল্পং শ্রোতব্যমস্তি তে॥ ৫॥
জন্ম সম্প্রাপ্য জগতি বাল্য এব জগৎস্থিতিম্।
যথাভূতামিমাং বুদ্ধ্বা বস্তব্যমিহ বিজ্বরম্॥ ৬॥

বর্ণ্যতেঽত্র প্রবুদ্ধানাং নির্বিক্ষেপসুখস্থিতৌ।
হেতুঃ সেতুরিবাত্মনাং সর্ব্বত্র সমদর্শনম্॥

নিপুণবোধায় বোধদার্ঢ্যহেতুনির্বিক্ষেপতাসিদ্ধয়ে কিঞ্চিদ্বর্ণ্যমানং রহস্যমুপশমপ্রকরণাদৌ কথিতমেব পুনঃ কিমর্থমুচ্যতে ইত্যনাস্থাবারণায়াহ—পুনঃপুনরিতি॥ ১॥

উৎপত্তিস্থিতিপ্রকরণাভ্যামুৎপন্নং জগদিত্থং ভ্রান্তিমাত্রমিতি বিজ্ঞাতে সতি সমদর্শনপ্রতিষ্ঠয়া উপশমপ্রকরণে সমদর্শনং বর্ণিতং তদেবাত্র জীবন্নির্ব্বাণসুখপ্রতিষ্ঠার্থং পুনর্বর্ণ্যত ইত্যাহ—রাঘবেত্যাদিনা॥ ২-৩॥

ইহ এতৎপ্রকরণপ্রতিপাদ্যে নির্ব্বাণসুখে॥ ৪॥

সংসারদৃষ্টিষু ব্যবহারেষু যথা যেন প্রকারেণ বিহর্ত্তব্যং তৎ কিঞ্চিদ্রহস্যং নঃ অস্মন্মুখাত্তে শ্রোতব্যমস্তি তদুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

বাল্যে যৌবনেএব জগৎস্থিতিং বুদ্ধ্বা বক্ষ্যমাণরীত্যা নির্বিক্ষেপং বস্তব্যম্॥ ৬॥

সর্ব্বসৌহার্দ্দজননীং সর্ব্বস্যাশ্বাসকারিণীম্।
সমতামলমাশ্রিত্য বিহর্ত্তব্যমিহানঘ ! ॥ ৭ ॥
সর্ব্বসম্পত্তিসুভগং সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
সমতাসুলতায়াস্তু ফলং ভবতি পাবনম্ ॥ ৮ ॥
সমতাসুভগেহানাং কুর্ব্বতাং প্রকৃতং ক্রমম্।
সর্ব্বৈর্বেয়ং জগল্লক্ষ্মীর্ভৃত্যতামেতি রাঘব ! ॥ ৯ ॥
ন তদাসাদ্যতে রাজ্যান্ন কান্তাজনসঙ্গমাৎ।
অনপায়ি সুখং সারং সমত্বাদ্‌যদবাপ্যতে ॥ ১০ ॥
দ্বন্দ্বোপশমসীমান্তং সংরম্ভজ্বরনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখাতপাম্ভোদং সমত্বং বিদ্ধি রাঘব ! ॥ ১১ ॥
মিত্রীভূতাখিলরিপুর্যথাভূতার্থদর্শনঃ।
দুর্লভো জগতাং মধ্যে সাম্যামৃতময়ো জনঃ ॥ ১২ ॥
প্রবুদ্ধস্য স্বচিত্তেন্দোর্নিষ্যন্দমমৃতাধিকম্।
সাম্যমাস্বাদ্য জীবন্তি সর্ব্বে বৈ জনকাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥
সাম্যমভ্যস্যতো জন্তোঃ স্বদোষোঽপি গুণায়তে।
দুঃখং সুখায়তে নিত্যং মরণং জীবতায়তে ॥ ১৪ ॥

সমতাং বক্ষ্যমাণাং সর্ব্বভূতেষ্বেকাত্মদর্শনাদ্‌গুণদোষদর্শনলক্ষণবৈষম্যশূন্যতাং দেহসমানসুখদুঃখদৃষ্টিতাং সর্ব্ববৈষম্যরহিতব্রহ্মদৃষ্টিঞ্চ। অলং দৃঢ়ম্ ॥ ৭ ॥

ফলং সর্ব্বভূতমৈত্রীরূপম্। সম্পদো বাহ্যাঃ সৌভাগ্যানি সুভগভাবাঃ [ক]ল্যাণগুণা ইতি ভেদঃ ॥ ৮ ॥

তদেব দ্বিবিধং ফলং প্রকটয়তি— সমতেতি দ্বাভ্যাম্। সমতয়া সুভগা [স]র্ব্বভূতহিতা ঈহা চেষ্টা যেষাম্ ॥ ৯-১০ ॥

সর্ব্বদুঃখতদ্ধেতুপ্রশমোঽপি তয়া সিধ্যতীত্যাহ—দ্বন্দ্বেতি ॥ ১১-১২ ॥

সাম্যামৃতময় ইতি পদতাৎপর্য্যং বর্ণয়ংস্তাদৃশজনানুদাহরতি—প্রবুদ্ধস্যেতি। [আ]স্বাদ্য জীবন্তি উপজীবন্তি ॥ ১৩ ॥

স্বদোষঃ ক্রোধলোভাদিঃ ক্রমেণ শান্ত্যৌদার্য্যাদিভাবেন পরিণম্য গুণবদাচরতি [গু]ণায়তে ॥ ১৪ ॥

সাম্যসৌন্দর্য্যসুভগং বনিতামুদিতাদিকাঃ।
আলিঙ্গন্তি মহাত্মানং নিত্যং ব্যসনিতা ইব ॥ ১৫ ॥
সমঃ সমুদিতো নিত্যং সমোঽনুদিতধীঃ সদা।
ন কাশ্চিদিহ তাঃ সন্তি যাঃ সমস্থ হি নর্দ্ধয়ঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বকার্য্যসমং সাধুং প্রকৃতব্যবহারিণম্।
চিন্তামণিমিবোদারং প্রবাঞ্ছন্তি নরামরাঃ ॥ ১৭ ॥
সম্যক্কারিণমুদ্দামমুদিতং সমচেতসম্।
ন দহন্ত্যগ্নয়ো রাম! নাপঃ সিঞ্চন্তি মানবম্ ॥ ১৮ ॥
যদ্‌যথা তত্তথা যেন ক্রিয়তে দৃশ্যতে তথা।
আনন্দোদ্বেগমুক্তেন কস্তং তোলয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ১৯ ॥
মিত্রাণি বন্ধুরিপবো রাজানো ব্যবহারিণঃ।
সম্যক্কারিণি তত্ত্বজ্ঞে বিশ্বসন্তি মহাধিয়ঃ ॥ ২০ ॥
নানিষ্টাং প্রপলায়ন্তে নেষ্টাদায়ান্তি তুষ্টতাম্।
প্রকৃতক্রমসম্প্রাপ্তাস্তত্ত্বজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ২১ ॥
ত্যক্ত্বা সর্ব্বানুপাদেয়ান্ রাম! ভাবাননিন্দিতান্।
সমতায়ামদুঃখায়াং দধানা বৃত্তিমুত্তমাম্ ॥ ২২ ॥

মুদিতাদ্যা মৈত্রীকরুণোপেক্ষাদয়ো যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধাঃ। ব্যসনিতাঃ কামুকীত্বাত্ভর্তৃসমাগমব্যসনবত্য ইব ॥ ১৫ ॥

সমুদিতঃ কল্যাণগুণৈঃ সর্ব্বসংপত্তিশ্চ সম্যগভ্যুদয়ং প্রাপ্তঃ সমুদায়তাং প্রাপ্তশ্চ। ন উদিতা ধীশ্চিন্তা যস্য! ঋদ্ধয়ঃ সম্পদঃ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বকার্য্যে স্বকার্য্যে পরকার্য্যে চ সমং পুরুষম্। সাধুমপরাধিষু ক্ষমাবন্তম্। উদারং ত্যাগিনম্। নরা অমরাশ্চ প্রবাঞ্ছন্তি ॥ ১৭ ॥

সম্যক্ কারিণং সদাচারসর্ব্বজনহিতকর্ত্তারম্। সিঞ্চন্তি ক্লেদদুঃখং কুর্ব্বন্তি ॥১৮॥

যদ্‌যথা কর্ত্তুমুচিতং তত্তথা তেন ক্রিয়তে আনন্দোদ্বেগৌ হর্ষামর্ষৌ তন্মুক্তেন সর্ব্বং কৃতং সমতয়া যেন দৃশ্যতে ॥ ১৯-২১ ॥

কীদৃশাস্তত্ত্বজ্ঞাঃ। অনিন্দিতানপি সর্ব্বানুপাদেয়ান্ পরৈরুপাদাতুমিষ্টান্। গৃহক্ষেত্রাদিভাবাংস্ত্যক্ত্বা উত্তমাং নির্লোভসন্তোষলক্ষণাং বৃত্তিং দধানাঃ ॥ ২২ ॥

বিহসন্তি জগজ্জালং জীবয়ন্তি নিরাময়াঃ।
পূজ্যন্তে বিবুধৈঃ সর্ব্বৈঃ সমতামুদিতাশয়াঃ ॥ ২৩ ॥
প্রকৃতক্রমসম্প্রাপ্তং মুখেন্দৌ কোপমেব যঃ।
সমাশয়ো ধারয়তি স্যাৎ সৌম্যামৃতবজ্জনঃ ॥ ২৪ ॥
যৎ করোতি যদশ্নাতি যদাক্রামতি নিন্দতি।
সমদৃষ্টিস্তদস্যেয়ং স্তৌতি নিত্যং জনাবলিঃ ॥ ২৫ ॥
যচ্ছুভং বাঽশুভং যচ্চ যচ্চিরেণ যদদ্য বা।
সমদৃষ্টিকৃতং সম্যগভিনন্দতি তজ্জনঃ ॥ ২৬ ॥
সুখদুঃখেষু ভীমেষু সন্ততেষু মহৎস্বপি।
মনাগপি ন বৈরস্যং প্রয়ান্তি সমদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৭ ॥
শিবির্ভূপঃ কপোতায় মাংসমঙ্গবিকর্ত্তনম্।
দদৌ মুদিতয়া বুদ্ধ্যা সমদৃষ্টিতয়াঽনয়া ॥ ২৮ ॥
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তমাং কান্তামগ্রে বিকালিতাম্।
দৃষ্ট্বাঽপ্যঙ্গ ! মহীপালো ন মুমোহ সমাশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

জীবয়ন্তি বিবেকোপদেশাদিনা উজ্জীবয়ন্তি ॥ ২৩ ॥

সমাশয়ো জনঃ পরিহিতার্থং প্রকৃতক্রমসংপ্রাপ্তং মুখেন্দৌ কোপং ধারয়তি তত্তদপ্যমৃতবদেব স্যান্নোদ্বেগকরং কস্যচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যৎ কর্ম্ম অনুচিতমিতি নিন্দতি। জনস্তৎ পরিহরংস্তদস্য সচ্চরিত্রং সর্ব্বং স্তৌতি ॥ ২৫ ॥

অশুভং প্রমাদকৃতমপরাধমপি চিরেণ কৃতমদ্য কৃতং বা তদপ্যভিনন্দতি ॥ ২৬ ॥

সুখদুঃখেষু ভীমেষু ঘোরেষু সন্ততেষু চিরানুবৃত্তেষু বৈরস্যং চিত্তোদ্বেগম্ ॥ ২৭ ॥

ইদানীং মহৎস্বপি দুঃখেষু সমদৃষ্টিধীরানুদাহরতি—শিবিরিত্যাদিনা। কপোতায় শরণাগতকপোতপ্রাণরক্ষণায় তন্মাংসপ্রতিনিধিতয়া অঙ্গবিকর্ত্তনং স্বমাংসং দদৌ। তচ্চ মহাভারতাদৌ প্রসিদ্ধম্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২৮ ॥

অগ্রে স্বপুরোভাগে বিকালিতাং শত্রুভিঃ ক্লেশিতাম্ ॥ ২৯ ॥

মনোরথশতপ্রাপ্তং তনয়ং সময়া ধিয়া।
রাক্ষসায় ত্রিগর্ত্তেশো দদৌ স্বপণহারিতম্ ॥ ৩০ ॥
নগর্য্যাং দহ্যমানায়াং ভূষিতায়াং তথোৎসবে।
সম এব মহীপালো জনকো ভূভৃতাম্বরঃ ॥ ৩১ ॥
ন্যায়তঃ পরিবিক্রীতং সাল্বরাট্ সমদর্শনঃ।
স্বমেব বিচকর্ত্তাহস্ত শিরঃ পদ্মদলং যথা ॥ ৩২ ॥
কুন্দপ্রকরনির্ভাসং যজ্ঞে পাণ্ডুমিবাচলম্।
জহৌ জরত্তৃণমিব সৌবীরঃ সময়া ধিয়া ॥ ৩৩ ॥
সময়ৈব ধিয়া নিত্যং নিজমভ্যাহরন্ ক্রমম্।
মাতঙ্গঃ কুণ্ডপো নাম প্রাপ বৈমানিকস্থিতিম্ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বভূতক্ষয়করীং সাম্যাভ্যাসেন ভূরিণা।
তত্যাজ রাক্ষসীং বৃত্তিং কদম্ববনরাক্ষসঃ ॥ ৩৫ ॥
বালচন্দ্রাভিজ্ঞাতোহপি সমবুদ্ধিতয়া জড়ঃ।
গুড়মোদকবন্ন্যায়-প্রাপ্তমগ্নিমভক্ষয়ৎ ॥ ৩৬ ॥
সমবুদ্ধিতয়া ক্রূর-ব্যবহারপরোহপি সন্।
ধর্ম্মব্যাধস্তনুং ত্যক্ত্বা জগাম পরমং পদম্ ॥ ৩৭ ॥

স্বস্ত পণে বাগদ্যূতে হারিতং রাক্ষসেন জিতম্ ॥ ৩০-৩১ ॥

পরিবিক্রীতম্ ঐচ্ছিকীং দক্ষিণাং তে দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞয়া ব্রাহ্মণায় বিক্রীতপ্রায়ম্। বিচকর্ত্ত ছিত্বা দদৌ ॥ ৩২ ॥

পাণ্ডুমচলং কৈলাসমিব স্থিতমৈরাবতমিন্দ্রজয়েন লব্ধং পুনর্যজ্ঞে ঋত্বিজাং বচনাদিন্দ্রায় জহৌ দদৌ ॥ ৩৩ ॥

নিজং দেহযাত্রানিমিত্তং ক্রমং ব্যবহারং সময়ৈব ধিয়া আহরন্ আচরন্ কুণ্ডপো নাম মাতঙ্গ একাং গাং চেতনীকৃত্য ব্রাহ্মণস্থ পঙ্ক পঙ্কমগ্না গাঃ সমুদ্ধৃত্য স্বচেতনীকৃতাং গাং পুষ্করে সময়া ধিয়া তস্মৈ ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা সদ্যঃ সমাগতং বিমানমারুহ্য বৈমানিকস্থিতিং দেবত্বং প্রাপ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

জড়ো জড়ভরতঃ। ন্যায়প্রাপ্তং ভিক্ষাপাত্রে ভৈক্ষ্যন্যায়েন প্রাপ্তম্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

নন্দনোদ্যানসংস্থোঽপি পুরুষোঽপি কপর্দ্দনঃ।
লুলুভে ন সুরস্ত্রীষু নূনং প্রণয়িনীষ্বপি॥ ৩৮॥

সমচিত্ততয়াঽস্পন্দঃ করঞ্জগহনেষ্বপি।
বিন্ধ্যকান্তারকচ্ছেষু রাজ্যং ত্যক্ত্বাঽবসচ্চিরম্॥ ৩৯॥

ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব যে সিদ্ধাঃ সুরপূজিতাঃ।
সমদৃষ্টিতয়োদ্বিগ্না ন তে তাসু ব্রতর্দ্ধিষু॥ ৪০॥

রাজানঃ প্রাকৃতাশ্চৈব ধর্ম্মব্যাধাদয়োঽপরে।
সমদৃষ্টিপদাভ্যাসান্মহতাং পূজ্যতাং গতাঃ॥ ৪১॥

ইহামুত্র চ সিদ্ধ্যর্থং পুরুষার্থপ্রবৃত্তয়ে।
সমদৃষ্টিতয়া নিত্যং বিচরন্তি সুবুদ্ধয়ঃ॥ ৪২॥

অভিবাঞ্ছেন্ন মরণমভিবাঞ্ছেন্ন জীবিতম্।
যথাপ্রাপ্তসমাচারো বিচরেদবিহিংসকঃ॥ ৪৩॥

সমকলিতগুণাগুণৈকভাবঃ সমসুখদুঃখপরাবরো বিলাসী।
প্রবিচরতি সমাবমানমানঃ প্রকৃতবরব্যবহারপূতমূর্ত্তিঃ॥ ৪৪॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
সমদৃষ্টিপ্রশংসা নামাষ্টনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১৯৮॥

কপর্দ্দননামা রাজর্ষিঃ পুরুষঃ পুংস্ত্বাৎ সুরস্ত্রীভোগসমর্থোঽপি প্রণয়িনীষু স্বস্মিন্ সানুরাগাস্বপি ন লুলুভে। কামবশো নাঽভূদিত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

স এব রাজ্যং ত্যক্ত্বা বিন্ধ্যকান্তারকচ্ছেষু করঞ্জগহনেষ্বপি অস্পন্দঃ সংশ্চিরমবসৎ॥ ৩৯॥

ব্রতেষু তপঃক্লেশেষু ঋদ্ধিষু ভোগেষু চ সমদৃষ্টিতয়া নোদ্বিগ্নাঃ॥ ৪০-৪২॥

সমতয়া কলিতা গুণা অগুণা দোষাশ্চ একভাবা একীভূতা ইব যস্য। 'পরোপতাপচিন্তঃ' ইতি পাঠে পরৈঃ কৃতা উপতাপাস্তৎপ্রযুক্তচিন্তাশ্চ সমতয়া কলিতা যেন। তথা সমে সুখদুঃখে . পরা উৎকৃষ্টযোনয়োঽবরা নিকৃষ্টযোনয়শ্চ যস্য। তথা সমাঃ অবমানা মানাশ্চ যস্য তথাবিধো জীবন্মুক্তঃ প্রকৃতব্যবহারেষ্বপ্যাসক্ত্যভাবাৎ পূতমূর্ত্তিরত এব বিলাসী বিলসনশীলঃ সন্ লোকানুগ্রহায় দেশান্ প্রবিচরতি সঞ্চরতীত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে
উত্তরার্দ্ধেঽষ্টনবত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ॥ ১৯৮॥

নবনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

নিত্যং জ্ঞানৈকনিষ্ঠত্বাদাত্মারামতয়া তথা।
মুক্তেঃ কর্ম্মপরিত্যাগঃ কস্মান্ন ক্রিয়তে মুনে!॥ ১॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

হেয়োপাদেয়দৃষ্টী দ্বে যস্য ক্ষীণেহিতস্য বৈ।
ক্রিয়াত্যাগেন কোঽর্থঃ স্যাৎ ক্রিয়াসংশ্রয়ণেন বা॥ ২॥
ন তদস্তীহ যত্ত্যাজ্যং জ্ঞস্যোদ্বেগকরং ভবেৎ।
ন বাস্তি যদুপাদেয়ং তজ্‌জ্ঞসংশ্রেয়তাং গতম্॥ ৩॥
জ্ঞস্য নার্থঃ কর্ম্মত্যাগৈর্নার্থঃ কর্ম্মসমাশ্রয়ৈঃ।
তেন স্থিতং যথা যদ্‌যত্তত্তথৈব করোত্যসৌ॥ ৪॥
যাবদায়ুরিয়ং রাম! নিশ্চিতং স্পন্দতে তনুঃ।
তদ্‌যথাপ্রাপ্তমব্যগ্রং স্পন্দতামপরেণ কিম্॥ ৫॥

মুক্তানাং ন কৃতৈরর্থো নাকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্ষতিঃ।
তথাপি তেঽনুবর্ত্তন্তে সৎকর্ম্মাণীতি বর্ণ্যতে॥

মুক্তের্জীবন্মুক্তেঃ॥ ১॥

স্বভ্যস্তস্য করণে শ্রমাভাবাৎ ত্যাগে প্রয়োজনাভাবাল্লোকানুগ্রহবশাচ্চ তৈঃ কর্ম্মত্যাগো ন ক্রিয়ত ইত্যুৎসর্গ ইত্যাশয়েনোত্তরমাহ—হেয়েত্যাদিনা॥ ২॥

সংশ্রেয়তামবশ্যানুষ্ঠেয়তাম্॥ ৩॥

যদবধর্ণাশ্রমোচিতত্বেন যথাস্থিতং তত্তত্তথৈব করোতি॥ ৪॥

জীবদ্দেহস্য স্পন্দনাবশ্যম্ভাবে স্বভ্যস্তসদাচাররূপমেব স্পন্দনং তদ্দেহে প্রবর্ত্তত ইত্যাহ—যাবদায়ুরিতি। অপরেণ স্পন্দত্যাগেনান্যথা স্পন্দনেন চ॥ ৫॥

অন্যথান্যত্র চেৎ কার্য্যা ক্রিয়া ত্যক্ত্বা নিজং ক্রমম্।
সমানে হি ক্রিয়াস্পন্দে কো দোষঃ সৎক্রমে কিল ॥ ৬ ॥
সময়া স্বচ্ছয়া বুদ্ধ্যা সততং নির্ব্বিকারয়া।
যথা যৎ ক্রিয়তে রাম ! তদদোষায় সর্ব্বদা ॥ ৭ ॥
ইহ মহ্যাং মহাবাহো ! বহবো বহুদৃষ্টয়ঃ।
বহুধা বহুদোষেষু বিহরন্তি বিচক্ষণাঃ ॥ ৮ ॥
গতসঙ্গতয়া বুদ্ধ্যা বিহরন্তি যথা স্থিতেঃ।
গৃহস্থারম্ভিণঃ কেচিজ্জীবন্মুক্তাঃ স্থিতা ভুবি ॥ ৯ ॥
তজ্জ্ঞা রাজর্ষয়শ্চান্যে বীতরাগা ভবাদৃশাঃ।
অসংসক্তধিয়ো রাজ্যং কুর্ব্বন্তি বিগতজ্বরাঃ ॥ ১০ ॥
কেচিৎ প্রকৃতবেদার্থব্যবহারানুসারিণঃ।
যজ্ঞশিষ্টাশিনো নিত্যমগ্নিহোত্রে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১১ ॥
কেচিচ্চতুর্ষু বর্ণেষু ধ্যানদেবার্চ্চনাদিকাম্।
স্বক্রিয়ামনুতিষ্ঠন্তঃ স্থিতা বিবিধয়েহয়া ॥ ১২ ॥

শাস্ত্রীয়াঽশাস্ত্রীয়ক্রিয়য়োঃ ক্রমে সমানেঽপি শাস্ত্রীয়ে সৎক্রমে সদাচারে কো দোষো যেন নিজং ক্রমং ত্যক্ত্বা অন্যথাচরণং স্যাদিত্যর্থঃ। অন্যত্রেতি দৃষ্টান্তার্থম্। স্বগৃহে নির্দোষে অন্যত্রাবস্থানে প্রয়োজনং নাস্তি তদ্বদিতি ॥ ৬ ॥

সময়া সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোস্তুল্যয়া ॥ ৭ ॥

যদ্যপি কর্ম্মসু প্রবৃত্তানাং দ্রব্যার্জনঋত্বিগাবর্জনাদিষু অনুষ্ঠেয়ার্থনির্ণয়েষু চ সাধ্যত্বাদ্বহুদোষপ্রসক্তিরস্তি তথাপি সা তৈঃ সমদর্শনতা বিচক্ষণতা বলাদেব পরিহরেত্যাশয়েনাহ—ইহেতি। বহুদৃষ্টয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রলোকরহস্যদর্শিনঃ প্রপঞ্চ্যমানবহুদৃষ্টয়শ্চ সমদর্শনবলাল্লোকসংগ্রহেঽপি বিচক্ষণাঃ ॥ ৮ ॥

বহুধেত্যুক্তিং প্রপঞ্চয়তি—গতসঙ্গতয়েত্যাদিনা। যথাস্থিতেঃ যথাপ্রাপ্তানুবৃত্তেঃ ॥ ৯ ॥

ভবাদৃশা ইতি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য রামং প্রত্যুক্তিঃ ॥ ১০-১১ ॥

স্বক্রিয়াং স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিতং কর্ম্ম তত্র ধ্যানং চতুর্থাশ্রমোচিতম্। ঈহয়া চেষ্টয়া ॥ ১২ ॥

কেচিৎ সর্ব্বপরিত্যাগমন্তঃ কৃত্বা মহাশয়াঃ।
সর্ব্বকর্ম্মপরা নিত্যং তজ্‌জ্ঞা এবাজ্ঞবৎ স্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥
স্বপ্নেঽপ্যদৃষ্টলোকাসু মুগ্ধমুগ্ধমৃগাসু চ।
বনাবনীষু শূন্যাসু কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ১৪ ॥
পুণ্যবদ্ভিঃ সদা জুষ্টে পুণ্যোঽপচয়কারিণি।
শমশালিসমাচারে কেচিদায়তনে স্থিতাঃ ॥ ১৫ ॥
রাগদ্বেষপ্রহাণার্থং ত্যক্ত্বা দেশং সমাশয়াঃ।
কেচিদন্যত্র দেশে চ পদমালম্ব্য সংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
বনাদ্বনং পুরাদ্‌গ্রামং স্থানাৎ স্থানং গিরের্গিরিম্।
ভ্রমন্তঃ সংস্থিতাঃ কেচিৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে বুধাঃ ॥ ১৭ ॥
বারাণস্যাং মহাপূর্য্যাং প্রয়াগে চৈব পাবনে।
শ্রীপর্ব্বতে সিদ্ধপুরে বদর্য্যাশ্রমকে তথা ॥ ১৮ ॥
শালগ্রামে মহাপুণ্যে কলাপগ্রামকোটরে।
মথুরায়াং চ পুণ্যায়াং তথা কালঞ্জরে গিরৌ ॥ ১৯ ॥
মহেন্দ্রবনগুল্মেষু গন্ধমাদনসানুষু।
দর্দ্দুরাচলবপ্রেষু সহ্যকাচলভূমিষু ॥ ২০ ॥
বিন্ধ্যশৈলস্য কচ্ছেষু মলয়স্যোদরেষু চ।
কৈলাসবনজালেষু ঋক্ষবৎকুহরেষু চ ॥ ২১ ॥

সর্ব্বপরিত্যাগং ফলাসঙ্গত্যাগম্ ॥ ১৩ ॥
স্বপ্নেঽপি ন দৃষ্টা লোকা জনা যত্রেত্যতিশয়োক্তিঃ ॥ ১৪ ॥
আয়তনে পুণ্যতীর্থমুন্যাশ্রমাদৌ ॥ ১৫ ॥
বন্ধুজনসমাগমে রাগদ্বেষাদিবিক্ষেপসহস্রাবর্জনাত্তৎপ্রহাণার্থম্। পদং স্থানম্ ॥ ১৬ ॥
সংসারোচ্ছিত্তয়ে সংগ্রহদোষপরিহারার্থম্ ॥ ১৭ ॥
পূর্ব্বোক্তানি পুণ্যায়তনানি প্রপঞ্চয়তি—বারাণস্যামিত্যাদিনা। মহাপূর্য্যামিত্যনেন তস্যাঃ সর্ব্বপুণ্যায়তনোৎকৃষ্টতা সূচিতা ॥ ১৮-২০ ॥
কচ্ছেষু জলপ্রায়দেশেষু। ঋক্ষবতঃ কুহরেষু দরীষু ॥ ২১ ॥

এতেষ্বন্যেষু চান্যেষু বনেষ্বায়তনেষু চ।
তপস্বিনস্তথা রাম ! বহবো বহুদৃষ্টয়ঃ ॥ ২২ ॥
কেচিৎ ত্যক্তনিজাচারাঃ কেচিচ্চ ক্রমসংস্থিতাঃ।
কেচিৎ প্রবুদ্ধমতয়ো নিত্যমুন্মত্তচেষ্টিতাঃ ॥ ২৩ ॥
কেচিৎ স্বদেশরহিতাঃ কেচিৎ ত্যক্তনিজাস্পদাঃ।
একস্থানরতাঃ কেচিদ্ভ্রমন্তঃ কেচিদাস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥
এতেষাং মহতাং মধ্যে নভস্তলনিবাসিনাম্।
পাতালনিরতানাঞ্চ দৈত্যাদীনাং মহামতে ! ॥ ২৫ ॥
বিজ্ঞাতলোকপর্য্যায়াঃ সম্যগ্দর্শননির্ম্মলাঃ।
কেচিৎ প্রবুদ্ধমতয়ো দৃষ্টদৃশ্যপরাবরাঃ ॥ ২৬ ॥
অপ্রবুদ্ধধিয়ঃ কেচিৎ দোলান্দোলিতচেতসঃ।
নিবৃত্তাঃ পাপকাচারাৎ সুজনানুগতাঃ স্থিতাঃ ॥ ২৭ ॥
অর্দ্ধপ্রবুদ্ধমতয়ঃ কেচিজ্জ্ঞানাবলেপতঃ।
পরিত্যক্তক্রিয়াচারা উভয়ভ্রষ্টতাং গতাঃ ॥ ২৮ ॥
ইত্থমস্মিন্ জনানীকে জন্মসন্তরণার্থিনঃ।
বহবঃ সংস্থিতা রাম ! বহুধা বহুদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥

বহুদৃষ্টয়ো বহুবিধপ্রারব্ধভোগানুকূলদৃষ্টয়ঃ ॥ ২২ ॥

সংন্যাসবিধিনা ত্যক্তনিজাচারাঃ। ক্রমা ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমধর্ম্মাস্তৎসংস্থিতাঃ ॥২৩॥

একস্থানে স্বগৃহ এব রতাঃ। প্রীতিমন্তঃ সর্ব্বজনানুকূল্যেন বিক্ষেপশূন্যা ইতি বৎ ॥ ২৪ ॥

উর্দ্ধাধোলোকেষ্বপি দেবদৈত্যাদয়ো জীবন্মুক্তা বহবঃ সন্তীত্যাশয়েনাহ—তষামিতি। এতেষাং মধ্যে কেচিৎ প্রবুদ্ধমতয় ইত্যাদ্যুত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ২৫-২৬ ॥

অপ্রবুদ্ধধিয়োঽল্পপ্রবুদ্ধধিয়ঃ। অত এব দোলান্দোলিতচেতসঃ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানাবলেপস্তত্ত্বজ্ঞোঽহং মম কিং নিষিদ্ধাচরণং করিষ্যতীতি গর্ব্বতঃ ॥ ২৮ ॥

জনানীকে জনসমূহে ॥ ২৯ ॥

সংসারোত্তরণে তত্র ন হেতুর্ব্বনবাসিতা।
নাঽপি স্বদেশবাসিত্বং ন চ কষ্টতপঃক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥
ন ক্রিয়ায়াঃ পরিত্যাগো ন ক্রিয়ায়াঃ সমাশ্রয়ঃ।
নাচারেষু সমারম্ভবিচিত্রফলপালয়ঃ ॥ ৩১ ॥
স্বভাবঃ কারণং নাম সংসারোত্তরণং প্রতি।
অসংসক্তং মনো যস্য স তীর্ণো ভবসাগরাৎ ॥ ৩২ ॥
শুভাশুভাঃ ক্রিয়া নিত্যং কুর্ব্বন্ পরিহরন্নপি।
পুনরেতি ন সংসারমসংসক্তমনা মুনিঃ ॥ ৩৩ ॥
শুভাঽশুভাঃ ক্রিয়া নিত্যমকুর্ব্বন্নপি দুর্ম্মতিঃ।
নিমজ্জত্যেব সংসারে পরিত্যক্তমনাঃ শঠঃ ॥ ৩৪ ॥
মক্ষিকেবান্তঃসারজ্ঞা দুঃখাদুঃখপ্রদায়িনী।
ন নিবারয়িতুং শক্যা ন চ মারয়িতুং মতিঃ ॥ ৩৫ ॥
কাকতালীয়যোগেন কদাচিৎ স্বস্য চেতসঃ।
প্রবৃত্তির্জায়তে সিদ্ধ্যৈ স্বয়মাত্মাবলোকনে ॥ ৩৬ ॥

তর্হি কিং তৎকৃতা বনবাসাদয়োঽপি সংসারোত্তরণহেতবো নেত্যাহ—সংসারেতি ॥ ৩০ ॥

আচারেষু সৎকর্ম্মাচরণেষু সমারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভা অনুনিষ্পাদিনঃ খ্যাতিলাভৈশ্বর্য্যবরশাপসামর্থ্যাদিরূপা বিচিত্রফলসমূহাঃ ॥ ৩১ ॥

স্বভাবো যথার্থস্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিস্তত্ত্বজ্ঞানরূপা কারণং স চ মনসা আত্যন্তিকসক্তিপরিহারলক্ষ্য ইত্যাহ—অসংসক্তমিতি ॥ ৩২ ॥

অত এব জীবন্মুক্তানাং শুভাশুভকর্ম্মাচরণেঽপ্যসংসক্তিবশাদেব তদলেপ ইত্যাহ—শুভেতি ॥ ৩৩ ॥

পরিত্যক্তং বিষয়েষু বিসৃষ্টং মনো যেন। শঠঃ স্বাত্মবঞ্চকঃ ॥ ৩৪ ॥

তর্হি মন এব বিষয়েভ্যো নিবার্য্যতাং মার্য্যতাং চ কিং তত্ত্বজ্ঞানেন তত্রাহ—মক্ষিকেবেতি। অন্তঃসারজ্ঞা আস্বাদিতবিষয়রসা মতির্মধুকুম্ভপ্রসক্তা মক্ষিকেব ন নিবারয়িতুং মারয়িতুং বা শক্যা। কদাচিদ্ভাগ্যবশাৎ সাধনচতুষ্টয়প্রাপ্তৌ শ্রবণাদ্যুপায়ৈরাত্মাবলোকনে স্বয়মেব প্রবৃত্তির্জায়তে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অবলোকনতো লব্ধ্বা তত্ত্বং নৈর্ম্মল্যমাগতম্ ।
চেতো ভবতি নির্দ্বন্দ্বমসংসক্তমনাময়ম্ ॥ ৩৭ ॥
অচিন্ত্যত্বং প্রয়াতেন সত্ত্বরূপেণ চেতসা ।
সমো ভূত্বা সুখং তিষ্ঠ পরাকাশাংশরূপভৃৎ ॥ ৩৮ ॥
অধিগতপরমার্থস্ত্যক্তরাগাদিদোষঃ
সমমতিরুদিতাত্মা ত্বং মহাত্মা মহাত্মন্ ! ।
রঘুতনয় ! বিশোকস্তিষ্ঠ নিঃশঙ্কমেকো
জননমরণমুক্তং পাবনং তৎপদং ত্বম্ ॥ ৩৯ ॥
প্রকৃতিমলবিকারোপাধিবোধাদিরূপং
জগতি বিমলরূপে নাস্তি কিঞ্চিৎ ক্বচিচ্চ ।
স্ফুটমকৃতকমস্তি ব্রহ্মচিদ্ধাম তচ্চ
স্বয়মহমিতি মত্বা তিষ্ঠ নিঃশঙ্কমেকঃ ॥ ৪০ ॥
অধিকবচনগম্যং নান্যদস্ত্যঙ্গ ! কিঞ্চিৎ
তব শুভমুপদেশ্যং জ্ঞানসম্বোধনায় ।
উদিতমখিলমাদ্যং জ্ঞানসারং সমগ্রং
বিদিতসকলবেদ্যো রাঘব ! ত্বং হি জাতঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র নৈর্ম্মল্যমাগতং চিত্তমবলোকনতস্তত্ত্বং লব্ধ্বা নির্দ্বন্দ্বমত এবানাসক্তমনাময়ঞ্চ ভবতি ॥ ৩৭ ॥

পরাকাশরূপো যচ্চিত্তাদিসর্ব্বপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানাংশস্তদ্রূপভৃৎ সন্ তিষ্ঠ ॥ ৩৮ ॥

হে মহাত্মন্ রঘুতনয় ! ত্বমধিগতঃ পরমার্থো যেন তথাবিধস্ত্যক্তা রাগাদিদোষা ।। উদিত আত্মা যস্য তথাবিধঃ সমমতিঃ সন্নেকো বিশোকো মহানাত্মা ভূত্বা শঙ্কং তিষ্ঠ । যতো জননমরণমুক্তং পাবনং তদ্ব্রহ্মপদং ত্বমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ বিমলব্রহ্মরূপে জগতি প্রকৃতিরূপং মলরূপং বিকাররূপমুপাধিরূপং বাধরূপং তদিচ্ছাপ্রযত্নহানোপাদানভোগাদিরূপঞ্চ কিঞ্চিদপি ক্বচিচ্চ নাস্তি স্তু অকৃতকং চিদ্ধাম ব্রহ্মাস্তি । তচ্চ স্বয়ং স্বানুভবেনৈব অহমিতি মত্বা একো শঙ্কস্তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অঙ্গ হে সুভগ, তব জ্ঞানসম্বোধনায় অস্মদিতো ব্যতিরিক্তং অধিকবচনগম্যং

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মুনিনায়কো ব্যপগতাশেষৈষণে রাঘবে
সর্ব্বস্মিংশ্চ সভাজনে স্থিতবতি ধ্যানৈকতানোপমে।
প্রাপ্তে ব্রহ্মপদং ধিয়া ধবলয়া তূষ্ণীমভূৎ ষট্পদঃ
কৃত্বেবারণিতং সরোজপটলে পাতুং প্রবৃত্তো রসম্ ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
মুক্তপুরুষস্থিতিবর্ণনং নাম নবনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৯ ॥

শুভমুপদেষ্টুং নাস্তি। যতস্তব আস্থং জ্ঞানসারমখিলমক্ষতং সমগ্রমুদিতম্। হি যস্মাত্ত্বং সাম্প্রতং বিদিতসকলবেদ্যো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

মুনিনায়কো বশিষ্ঠঃ ইতি এবমস্তে উক্ত্বা রাঘবে ধবলয়া ধিয়া ব্রহ্মপদং প্রাপ্তে অতএব ব্যপগতাশেষৈষণে জাতে সতি তথা সর্ব্বস্মিন্ সভাজনে চ ধ্যানৈকতানোপমে স্থিতবতি সতি তস্যাং সভায়াং স্বয়ং ব্রহ্মরসায়নাস্বাদপরস্তূষ্ণীমভূৎ। যথা ষট্পদঃ সরোজপটলে আরণিতং গুঞ্জাধ্বনিং কৃত্বা রসং মকরন্দং পাতুং প্রবৃত্তঃ সংস্তূষ্ণীং ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
নবনবত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৯ ॥

দ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

নির্ব্বাণবাক্যসন্দর্ভসমাপ্তৌ মুনিনায়কে।
পাশ্চাত্যবাক্যবিরতিং কুর্ব্বতি ক্রমপালিতাম্ ॥ ১ ॥
নির্ব্বিকল্পসমাধানসমতাং সমুপাগতে।
শান্তস্বচ্ছমনোবৃত্তৌ সর্ব্বস্মিংশ্চ সভাজনে ॥ ২ ॥
সত্ত্বকোটিমুপারূঢ়ে পরাং পাবনতাং গতে।
সম্বিত্তত্ত্বে সমগ্রস্য জনস্য শ্রুতশালিনঃ ॥ ৩ ॥
ঝটিত্যেবাম্বরহৃতা পূর্ব্বমুক্তধিয়াং মুখাৎ।
সিদ্ধানাং সাধুবাদেন ব্যোমকোটরবাসিনাম্ ॥ ৪ ॥
তথা সভাস্থিতানাঞ্চ মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
গাধেয়প্রমুখানাঞ্চ সাধুবাদগিরোচ্চয়া ॥ ৫ ॥

সিদ্ধানাং সাধুবাদোঽত্র পুষ্পবৃষ্টিঃ সদুন্দুভিঃ।
বর্ণ্যতে প্রকৃতঃ সর্ব্বৈর্গুরুপূজামহোৎসবঃ ॥

নির্ব্বাণপ্রকরণান্তমাত্মোপদেশং শ্রুত্বা কৃতার্থানাং সিদ্ধর্ষিমানবানাং তস্যাং সভায়াং বশিষ্ঠপূজামহোৎসবং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীবাল্মীকিরুবাচ—নির্ব্বাণেতি। সর্ব্বেষাং সপ্তম্যন্তানাং ষষ্ঠশ্লোকে কোলাহলঃ সমুদভূদিত্যত্রান্বয়ঃ। এতৎপ্রকরণরূপস্য নির্ব্বাণবাক্যসন্দর্ভস্য সমাপ্তৌ সত্যাং মুনিনায়কে বশিষ্ঠে ক্রমপালিতাং ক্রমপ্রাপ্তাং পাশ্চাত্যবাক্যবিরতিং কুর্ব্বতি সতি ॥ ১ ॥

সর্ব্বস্মিন্ সভাগতে জনে চায়ভোগতদেবাদিজনে চ মুনিবাক্যশ্রবণান্নির্ব্বিকল্পসমাধানেন সমতাং ব্রহ্মৈকরসতাং সমাগতে সতি ॥ ২ ॥

নির্ব্বিকল্পসমাধিক্রমেণ সংবিত্তত্ত্বে প্রতীচি সত্ত্বকোটিং সন্মাত্রকাষ্ঠাং সমারূঢ়ে অত এব পরাং পাবনতাং গতে সতি ॥ ৩ ॥

ব্যোমকোটরবাসিনাং পূর্ব্বমুক্তধিয়াং সনকাদীনামম্বরং হরতি ব্যাপ্নোতীত্যম্বরহৃৎ তথাবিধেন সাধুবাদেন প্রশংসাবাক্যেন ॥ ৪ ॥

তথা সভায়াং স্থিতানাং গাধেয়ো বিশ্বামিত্রস্তৎপ্রমুখানাং মুনীনামুচ্চয়া

কোলাহলঃ সমুদভূদ্ভূরিপূরিতদিঙ্মুখঃ।
মধুরঃ পবনাত্তানাং কীচকানামিবারবঃ ॥ ৬ ॥
সিদ্ধানাং সাধুবাদেন সহ বৈ সহসা ততঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ প্রতিশ্রুৎপূরিতাচলাঃ ॥ ৭ ॥
দেবদুন্দুভিভিঃ সার্দ্ধং তুষারাসারসুন্দরী।
দিগ্ভ্যঃ স্থগিতদিক্‌চক্রা পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ ॥ ৮ ॥
পুষ্পৌঘপূরিতস্থানঃ শব্দাপূরিতকন্দরঃ।
রজঃসংরঞ্জিতাকাশো গন্ধরঞ্জিতমারুতঃ ॥ ৯ ॥
সসাধুবাদশব্দস্য দেবতূর্য্যরবস্য চ।
কুসুমাসারঘোষস্য সমবায়ো ররাজ হ ॥ ১০ ॥
উন্মুখাখিলসভ্যাক্ষি-রশ্মিশ্যামলিতান্তরঃ।
উৎকর্ণমৃগমাতঙ্গহয়পক্ষিপশুশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥
সবিস্ময়ভয়োন্নেত্রবালকান্তাজনেক্ষিতঃ।
বিস্ময়স্মেরবদনরাজলোকাবলোকিতঃ ॥ ১২ ॥

সাধুবাদগিরা চ ঝটিত্যেব ভূরিপূরিতদিঙ্মুখো মধুরঃ কোলাহলঃ সমুদভূদিতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৫ ॥

পবনে আত্তানাং ব্যাপ্তানাং পূর্ণরন্ধ্রাণাং কীচকানাং বেণুভেদানামারব ইব ॥ ৬ ॥

প্রতিশ্রুদ্ভিঃ প্রতিধ্বনিভিঃ পূরিতা অচলা ভূরচলাঃ পর্ব্বতাশ্চ যৈঃ ॥ ৭ ॥

তুষারাণামাসার ইব সুন্দরী শুভ্রা। স্থগিতান্যাচ্ছাদিতানি দিক্‌চক্রাণি যয়া ॥ ৮ ॥

পুষ্পৌঘাদিভিশ্চতুর্ভিঃ পূরিতং সভাস্থানাদিচতুষ্টয়ং যত্র তথাবিধঃ সাধুবাদশব্দাদিচতুষ্টয়স্য সমবায়ঃ সমূহো ররাজেতি [illegible] ॥ ৯-১০ ॥

তমেব সমবায়ং বর্ণয়তি—উন্মুখেত্যাদিনা [illegible] ॥ ১১ ॥

সবিস্ময়ৈঃ সভয়ৈশ্চ অত এব উন্নেত্রৈর্বালৈঃ কান্তাজনৈশ্চ ঈক্ষিতঃ ॥ ১২ ॥

কুসুমাসারসারেণ শব্দশোভাতিশায়িনা।
সংরম্ভেণ জগামাশু রোদোরন্ধ্রমপূর্ব্বতাম্ ॥ ১৩ ॥
পুষ্পবর্ষসুধাধৌতং রটদ্ভূতসুঘুঙ্ঘুমম্।
সমতাং সদনেনাগাং ধ্মাতশঙ্খশতেন খম্ ॥ ১৪ ॥
ভুবনং ভূরিভাঙ্কারভাস্বরং সুরচারণৈঃ।
বৃতং মত্তোৎসবং রেজে সমং কুসুমমণ্ডিতম্ ॥ ১৫ ॥
শনৈর্দুন্দুভিসিদ্ধৌঘবাক্যপুষ্পভরঃ সমম্।
প্রযযৌ রোদসীরন্ধ্রে বেলাচলমিবাম্বুধৌ ॥ ১৬ ॥
তস্মিন্ বিবুধসংরম্ভে ক্ষণেন সময়ো গতে।
বাক্যানীমানি সিদ্ধানামভিব্যক্তিমুপাযযুঃ ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধা ঊচুঃ।

আকল্পং সিদ্ধসঙ্ঘেষু মোক্ষোপায়াঃ সহস্রশঃ।
ব্যাখ্যাতাশ্চ শ্রুতাশ্চালমীদৃশাস্তু ন কেচন ॥ ১৮ ॥
তির্য্যঞ্চো বনিতা বালা ব্যালাশ্চানেন নির্বৃতিম্।
মুনের্ব্বাক্যবিলাসেন যান্তি নাহস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

রোদোরন্ধ্রং দ্যাবাভূম্যন্তরালম্। অপূর্ব্বতামলৌকিকচমৎকারিতাম্ ॥ ১৩ ॥

পুষ্পবর্ষেণ সুধাভির্মকরন্দৈর্ধৌতং ক্ষালিতম্। রটদ্ভির্ভূতৈঃ প্রাণিভিঃ ঘুংঘুমং পুণ্যশব্দম্। ধ্মাতাঃ শঙ্খা যস্মিংস্তথাবিধং খমাকাশং সদনেন দশরথগৃহেণ তামাগাৎ ॥ ১৪ ॥

ভুবনং জগদপি মত্ত উপচিত উৎসবো যত্র তথাবিধং সৎ। অর্থাদ্দশরথগৃহেণ ং তুল্যরূপং রেজে। দুন্দুভিপদেন তচ্ছব্দা লক্ষ্যন্তে। তেষাং সিদ্ধৌঘবাক্যানাং পাণাঞ্চ ভরঃ সমং তুল্যকালং রোদস্যোঃ রন্ধ্রে দিগন্তে শনৈঃ প্রযযৌ যথা ম্বুধৌ কল্লোলো বেলাচলং যাতি তদ্বৎ ॥ ১৫-১৬ ॥

বিবুধানাং সংরম্ভে পুষ্পবর্ষোদ্যোগকোলাহলে। ইমানি বক্ষ্যমাণানি ॥ ১৭ ॥

অস্মাভির্ব্যাখ্যাতা অন্যেভ্যশ্চ শ্রুতাঃ ॥ ১৮ ॥

অত্র যো গুণাতিশয়স্তমাহুঃ—তির্য্যঞ্চ ইতি। মুনের্বশিষ্ঠস্যৈতদ্গ্রন্থরূপেণ ক্যবিলাসেন শ্রুতেন ॥ ১৯ ॥

দৃষ্টান্তৈর্হেতুভির্যুক্ত্যা যথা রামোঽববোধিতঃ।
তথা চারুন্ধতী সাক্ষাৎ সম্বোধয়তি বা ন বা ॥ ২০ ॥
অনেন মোক্ষোপায়েন তির্য্যঞ্চোঽপি গতাময়াঃ।
স্থিতা মুক্তা ভবিষ্যন্তি কে নাম ভুবি নো নরাঃ ॥ ২১ ॥
শ্রবণাঞ্জলিভিঃ পীত্বা জ্ঞানামৃতমিদং বয়ম্।
পরাং পূর্ণনবীভূতসিদ্ধয়ঃ শ্রিয়মাগতাঃ ॥ ২২ ॥
ইতি শৃণ্বন্ সভাং লোকো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
কুসুমাসারসম্পূর্ণাং রাজীবানাং দদর্শ তাম্ ॥ ২৩ ॥
মন্দারাদিমহাপুষ্পচ্ছন্নচ্ছাদনসঞ্চয়াম্।
পারিভদ্রলতাগুচ্ছনীরন্ধ্রাজিরভূমিকাম্ ॥ ২৪ ॥
পারিজাতপ্রসূনাঢ্যমহীতলবিরাজিতাম্।
সন্তানকমহামোদব্যাপ্তসভ্যশিরঃকরাম্ ॥ ২৫ ॥
মৌলিরত্নবিটঙ্কাগ্রবিশ্রান্তহরিচন্দনাম্।
বারিপূরপ্রলম্বাভ্রবদালম্বিবিতানকাম্ ॥ ২৬ ॥
ইতি পশ্যন্ সভাং লোকঃ সাধুবাদেন ভূরিণা।
তৎকালোচিত-বাক্যেন তেন তেন তথোদ্যতঃ ॥ ২৭ ॥

ভগবতো বশিষ্ঠস্য শ্রীরামে মুখ্যাধিকারিণি স্নেহাতিশয়ং প্রশংসতি—দৃষ্টান্তৈরিতি ॥ ২০ ॥

তির্য্যঞ্চঃ পশুপক্ষ্যাদয়োঽপি ভুবি নরাঃ কে নাম মুক্তা নো ভবিষ্যন্তি যদি শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১-২২ ॥

লোকঃ অযোধ্যাজনঃ ইতি এবংবিধানি সিদ্ধবাক্যানি শৃণ্বন্ সংস্তাং সভাং রাজীবানাং পদ্মাদীনাং কুসুমাসারৈঃ সম্পূর্ণাং দদর্শ ॥ ২৩ ॥

পারিভদ্রলতা কল্পলতাভেদঃ। মন্দারাদীনি পঞ্চদেবতরুভেদপুষ্পাণি ॥২৪-২৫

বারিপূরৈঃ প্রলম্বৈরভ্রৈস্তুল্যং প্রলম্বাভ্রবৎপুষ্পভারালম্বিনো বিতানবত্তাম্ ॥ ২৬ ॥

তেন তেন তৎকালোচিতপ্রশংসাবাক্যেন তথা। উদ্যত উদ্যুক্তঃ সন্ বশিষ্ঠং পূজয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৭ ॥

বশিষ্ঠং পূজয়ামাস সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়গণানতঃ।
কুসুমাঞ্জলিমিশ্রেণ প্রণামসহিতেন চ ॥ ২৮ ॥
নৃপপ্রণামমালাসু কিঞ্চিচ্ছান্তাসু তাস্বথ।
মুনিমাপূজয়ন্নাহ সার্ঘ্যপাত্রকরো নৃপঃ ॥ ২৯ ॥

দশরথ উবাচ।

ক্ষয়াতিশয়মুক্তেন পরমেণাত্মবস্তুনা।
পরান্তঃপূর্ণতোৎপন্না বোধেনারুন্ধতীপতে! ॥ ৩০ ॥
ন তদস্তি মহীপীঠে দিবি দেবেষু বাপি চ।
মহৎ কিঞ্চিদ্‌যদপ্রাপ্তং তব পূজ্যস্য পূজনম্ ॥ ৩১ ॥
তথাপ্যাত্মক্রমং ব্রহ্মন্নিমং নেতুমবন্ধ্যতাম্।
অহং বচ্মি যথাপ্রাপ্তং ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩২ ॥
আত্মনা সকলত্রেণ লোকদ্বয়শুভেন চ।
রাজ্যেনাখিলভৃত্যেন ভবন্তং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥
এতৎ সর্ব্বং তব বিভো! স্বায়ত্তং স্ব ইবাশ্রমঃ।
নিযোজয় যথাদেশং যথাভিমতয়েচ্ছয়া ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়গণৈরানতঃ প্রহ্বীভূতঃ ॥ ২৮ ॥

অর্ঘ্যপাত্রেণ সহিতঃ সার্ঘ্যপাত্রঃ করো যস্য। নৃপো দশরথঃ ॥ ২৯ ॥

হে অরুন্ধতীপতে! ত্বদুপদেশলব্ধেন বোধেন পরমেণ নিরতিশয়ানন্দরূপেণাত্মবস্তুনা অন্তঃ পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা পূর্ণতা উৎপন্না ॥ ৩০ ॥

এবমীদৃশপরমপুরুষার্থদাতুস্তব পূজনং যোগ্যং যৎস্যাৎ তৎ তাদৃশং বস্তু মহীপীঠে মনুষ্যেষু দিবি দেবেষু অপি চ পাতালে বা নাস্তি ॥ ৩১ ॥

তথাপ্যহমাত্মনঃ স্বস্য অবশ্যকর্ত্তব্যমিমং শাস্ত্রলোকপ্রসিদ্ধং যথাপ্রাপ্তং গুরুপূজনক্রমমবন্ধ্যতাং সফলতাং নেতুং কিঞ্চিদ্বচ্মি প্রার্থয়ামি ॥ ৩২ ॥

লোকদ্বয়ে ভুবি স্বর্গে চ ভোগার্থং যন্ময়া সঞ্চিতং শুভং সুকৃতং তেন। অখিলাঃ সামন্তা ভৃত্যা যস্মিংস্তথাবিধেন রাজ্যেন। অখিলভৃত্যবর্গেণেতি পৃথগ্ বা। ভবতে সমর্পিতেনেতি শেষঃ। ময়া তুভ্যং দত্তমেতৎ সর্ব্বং তব স্বায়ত্তম্। ত্বং নিযোজয় স্বামী ভূত্বা আজ্ঞাপয় ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রণামমাত্রসন্তুষ্টা ব্রাহ্মণা ভূপতে ! বয়ম্।
প্রণামেনৈব তুষ্যামঃ স এব ভবতা কৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
পাতুং ত্বমেব জানাসি রাজ্যং ভাতি তবৈব চ।
ভবত্বেতত্তবৈবেহ ব্রাহ্মণাঃ ক মহীভৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

দশরথ উবাচ।

কিয়ন্মাত্রন্তু রাজ্যং স্যাদিতি লজ্জামহে মুনে ! ।
প্রকর্ষেণাত্র তেনেশ ! যথা জানাসি তৎ কুরু ॥ ৩৭ ॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবতি ভূপালে রামঃ পুষ্পাঞ্জলিং দদৎ।
উবাচ প্রণতো বাক্যং পুরস্তস্য মহাগুরোঃ ॥ ৩৮ ॥
নিরুত্তরীকৃতমহারাজ ব্রহ্মন্ ! প্রণৌমি তে।
প্রণামমাত্রসারোঽহং রামঃ পাদাবিমৌ প্রভো ! ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োস্তস্য শিরোবন্দনপূর্ব্বকম্।
তত্যাজাঞ্জলিপুষ্পাণি হিমানীব বনং গিরেঃ ॥ ৪০ ॥

স প্রণামো ভবতা কৃত এবেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

পাতুং রক্ষয়িতুম্ ॥ ৩৬ ॥

অত্র অস্মিন্‌পরমপুরুষার্থস্বরূপমোক্ষদানোপকারে প্রত্যুপকারতয়া রাজ্য প্রকর্ষেণ কিয়ন্মাত্রং স্যাৎ। মানুষানন্দপরমাবধির্হি নিষ্কণ্টকবিত্তপূর্ণনিরাময় সপ্তদ্বীপাধিপত্যম্। তদপেক্ষয়া শতগুণো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দস্তদপেক্ষয়াপি দেবগন্ধর্ব্বাণাং স শতগুণ ইত্যেবং ক্রমেণোৎকৃষ্যমাণবিষয়ানন্দানাং হৈরণ্যগর্ভানন্দঃ পরমাবধিঃ সোঽপি যস্মিন্ মোক্ষানন্দসমুদ্রে সীকরপ্রায়স্তত্রেদং কিয়ন্মাত্রং ব গণনার্হং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্য মহাগুরোঃ পাদয়োঃ পুষ্পাঞ্জলিং দদৎ সন্ ॥ ৩৮ ॥

প্রণামেনৈব তুষ্যাম ইতি স্ববচনাৎ প্রণামমাত্রং সারঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টতম আবশ্যকো যস্য ॥ ৩৯ ॥

আনন্দবাষ্পসম্পূর্ণনয়নো নয়কোবিদঃ।
গুরুং পরময়া ভক্ত্যা প্রণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
শক্রঘ্নো লক্ষ্মণশ্চৈব তথান্যে তৎসমাশ্চ যে।
নিকটস্থাস্তথৈবাশু তে প্রণেমুর্মুনীশ্বরম্ ॥ ৪২ ॥
দূরপ্রণামৈর্দূরস্থাঃ পুষ্পাঞ্জলিসমীরণৈঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ প্রণেমুর্মুনয়শ্চ তম্ ॥ ৪৩ ॥
অস্মিন্নবসরে তত্র কুসুমাঞ্জলিবর্ষণৈঃ।
হিমৈরিব হিমাদ্রীন্দ্রো মুনিরন্তর্ধিমাযযৌ ॥ ৪৪ ॥
অথ শান্তে সভাক্ষোভে প্রণামনিবহে তথা।
সংস্মরঞ্ছাসনং কিঞ্চিৎ সত্যে কৃষ্ণসিতাশয়ম্ ॥ ৪৫ ॥
মুনিঃ কুসুমরাশিং তং বাহুভ্যাং প্রবিচাল্য সঃ।
মুখং সন্দর্শয়ামাস সিতাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪৬ ॥
শান্তে সিদ্ধবচোরাশৌ তথা দুন্দুভিনিঃস্বনে।
নভঃকুসুমবর্ষে চ সভাকলকলে তথা ॥ ৪৭ ॥
প্রণামানন্তরং তস্মিন্ রামাদ্যৈঃ স্বসভাজনে।
শান্তবাত ইবাম্ভোদে জনে সৌম্যত্বমাগতে ॥ ৪৮ ॥

যথা বনং গিরেঃ পাদয়োর্হিমানি পল্লবসক্তান্যবশ্যায়জলানি ত্যজতি
: ॥ ৪০-৪১ ॥

তৎসমাঃ শত্রুঘ্নলক্ষ্মণসদৃশা রামসখাঃ ॥ ৪২ ॥

দূরস্থযোগ্যৈঃ প্রণামৈঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্তর্ধিমাচ্ছাদনম্ ॥ ৪৪ ॥

মুনীনাং মান্যানাং পুরতঃ স্বকৃতং শাসনমুপদেশাত্মকং শাস্ত্রং সত্যে বস্তুনি বিষয়ে
শয়ং বুদ্ধিমালিন্যপ্রযুক্তং সদোষং সিতাশয়ং স্বচ্ছবুদ্ধিপ্রযুক্তনির্দ্দোষং বা স্যাদিতি
হান ইব স্বচরিত্রেণ জনস্য বিনয়ং শিক্ষয়িতুং কিঞ্চিন্মুনিষু বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ
ং সংস্মরন্ সন্ মুখং সন্দর্শয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥ ৪৫ ॥

সিতাভ্রাৎ সিতাভ্রাণি নিরস্য। ল্যব্লোপে পঞ্চমী ॥ চন্দ্রমা ইব ॥ ৪৬-৪৭ ॥

আকর্ণয়ন্ সাধুবাদং বিশ্বামিত্রং মৃদুস্বনম্।
উবাচেদমনিন্দ্যাত্মা বশিষ্ঠো মুনিনায়কঃ ॥ ৪৯ ॥
মুনে ! গাধিকুলাম্ভোজ ! বামদেব নিমে ক্রতো।
ভরদ্বাজ পুলস্ত্যাত্রে ঘৃষ্টে নারদ শাণ্ডিলে ॥ ৫০ ॥
হে ভাসভৃগুভারণ্ড-বৎসবাৎসায়নাদয়ঃ।
মুনয়স্তচ্ছমেতত্তু ভবদ্ভির্মদ্বচঃ শ্রুতম্ ॥ ৫১ ॥
যদত্রানুদিতং কিঞ্চিত্তদনুগ্রহতোঽধুনা।
দুরর্থং বিগতার্থং বা ভবন্তঃ কথয়ন্তু মে ॥ ৫২ ॥

সভ্যা ঊচুঃ।

বশিষ্ঠবচনে ব্রহ্মন্ ! পরমার্থৈকশালিনি।
দুরর্থো ভবতীত্যন্য নবৈব খলু গীঃ শ্রুতা ॥ ৫৩ ॥
যং সম্ভৃতমনস্তেন জন্মদোষেণ নো মলম্।
তং প্রমৃষ্টং ত্বয়েহাগ্ন হেম্নামিব হবির্ভুজা ॥ ৫৪ ॥
ব্রহ্মবৃংহিতয়া বাচা বিভো ! বিকসিতা বয়ম্।
কুমুদানীন্দুদীপ্ত্যেব পরমামৃতশীতয়া ॥ ৫৫ ॥

স্বং সভাজয়তি পূজয়তীতি স্বসভাজনে জনে সৌম্যত্বমব্যগ্রতামাগ[illegible]সতি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

গাধিকুলস্য যশঃসৌরভজনকত্বাদ্গাধিকুলাম্ভোজ হে বিশ্বামিত্র ! ॥ ৫০ ॥

ভাসো বিপশ্চিদন্যো বা। হে মুনয়ঃ! ভবদ্ভির্মান্যৈরেতন্মদ্বচনং তুচ্ছ সদোষত্বাৎ ক্ষুদ্রমনুপাদেয়ম্। নু ইতি বিতর্কে। এবং সম্ভাবয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

অতোঽত্র যৎকিঞ্চিদনুচিতং দুরর্থং বিগতার্থং নিরর্থকং বা সম্ভাবিতং তদধুন[illegible] সশিষ্যে ময্যনুগ্রহতো মে কথয়ন্তিতি ভগবতো বিনয়োক্তির্লোকে বিনয়শিক্ষণার্থ[illegible] মহর্ষিবচনেন গ্রন্থস্য নির্দ্দোষতাখ্যাপনার্থঞ্চ। ৫২ ॥

সভ্যাঃ সম্বোধিতা গাধিসুতাদ্যাঃ মুনয় ঊচুঃ। জগতি কাপ্যপ্রসিদ্ধত্বাদ্বৈ[illegible] গীর্ব্বাণী শ্রুতা ॥ ৫৩-৫৪ ।

ব্রহ্মণি বৃংহিতয়া বিস্তারিতয়া। ইন্দুদীপ্তিপক্ষে ব্রহ্মসদৃশে আকা[illegible] বিস্তারিতয়া ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বসত্ত্বমহাবোধ-দায়িনং মুনিনায়কম্ ।
ভবন্তমেকান্তগুরুং প্রণমাম ইমে বয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

বাল্মীকিরুবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা মুনিনাথায় নমস্ত ইতি তে পুনঃ ।
বদন্ত একশব্দেন তারেণাব্দরবৌজসা ॥ ৫৭ ॥
অর্ব্বাক্ পুষ্পাঞ্জলিব্রাতৈঃ খাৎ সিদ্ধৈঃ সমমুজ্ঝিতৈঃ ।
বশিষ্ঠং পূরয়ামাসুর্হিমৈরব্দা ইবাচলম্ ॥ ৫৮ ॥
ইত্থং দশরথং ভূপং শশংসুশ্চাথ রাঘবম্ ।
মাধবং চতুরাত্মানং রাঘবোদন্তকোবিদাঃ ॥ ৫৯ ॥

সিদ্ধা উচুঃ ।

নমাম চতুরাত্মানং নারায়ণমিবাপরম্ ।
রামং সভ্রাতরং জীবন্মুক্তং রাজকুমারকম্ ॥ ৬০ ॥
চতুরব্ধিনিখাতান্তধরাবলয়পালকম্ ।
ত্রিকালস্থমহীপাল-চিহ্নং দশরথং নৃপম্ ॥ ৬১ ॥
মুনিসেনাধিপং ভূপং ভাস্করং ভূরিতেজসম্ ।
বশিষ্ঠং সুপ্রবাদাঢ্যং বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্ ॥ ৬২ ॥

একান্তো নিয়মঃ । গুরুমেব ন তু কুতশ্চিদগুরুমিতি অপরবিদ্যাগুরুভ্যো-
াৎকর্ষকাষ্ঠা সূচিতা ॥ ৫৬ ॥

তে পুনর্নমস্তে ইতি বদন্তঃ সন্তঃ খাৎ আকাশাৎ সিদ্ধৈঃ সমং স্বয়মপ্যুজ্ঝিতৈ-
াক্পুষ্পাঞ্জলিব্রাতৈর্বশিষ্ঠং পুনঃ পূরয়ামাসুঃ । অচলং হিমবন্তমিব ॥ ৫৭-৫৮ ॥

অথ দশরথপ্রশংসানন্তরং চতুরাত্মানং মাধবং রাঘবং প্রশশংসুঃ । যতস্তে
বস্য বিষ্ণ্ববতারত্ববৃত্তান্তকোবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯-৬০ ॥

ত্রিকালস্থানি কদাপ্যনপায়ীনি মহীপালচিহ্নানি রাজলক্ষণানি যস্মিংস্তথাবিধং
থং নৃপং শ্রীরামজনকত্বাত্ত্বং ধন্যতমোঽসীতি পুনঃ প্রশশংসুঃ ॥ ৬১ ।

মুনিসেনায়াঃ অধিপং স্বামিনং ভূরিতেজসং ভাস্করমিব স্থিতং বশিষ্ঠং
ন্নিহিতং বিশ্বামিত্রং চ প্রশশংসুঃ ॥ ৬২ ॥

এষামেব প্রভাবেন জ্ঞানযুক্তিং পরামিমাম্।
শ্রুতবন্তো বয়ং সর্ব্বে ভ্রান্তিসংরম্ভনাশিনীম্ ॥ ৬৩ ॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা গগনাৎ সিদ্ধা ভূয়ঃ পুষ্পাণি চিক্ষিপুঃ।
সভায়ামথ তুষ্ণীঞ্চ তস্থুর্মুদিতচেতসঃ ॥ ৬৪ ॥
তথৈব ব্যোমগাঃ সিদ্ধাঃ শশংসুস্তং জনং পুনঃ।
তথৈব সভ্যাস্তাংস্তত্র সমানর্চ্চুর্ঘনস্তবম্ ॥ ৬৫ ॥
নভশ্চরা ধরণিচরা মুনীশ্বরা
মহর্ষয়ো বিবুধগণা দ্বিজা নৃপাঃ।
অপূজয়ন্নিতি জনমোজসৈব তে
গিরোচ্চয়া সহ কুসুমার্ঘ্যদানয়া ॥ ৭৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে সাধুবাদসপর্য্যাদিবর্ণনং নাম দ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০০ ॥

এতেষাং প্রশংসায়াং কো হেতুস্তমাহুঃ—এষামেবেতি। ভ্রান্তিসংরম্ভনাশিনীং বশিষ্ঠবাণীমিতি শেষঃ ॥ ৬৩-৬৪ ॥

তান্ সিদ্ধান্ ঘনস্তবং বহুস্তবসহিতং যথা স্যাত্তথা সমানর্চ্চুঃ ॥ ৬৫ ॥

নভশ্চরা মহর্ষয়ো বিবুধগণা ধরণিচরা দ্বিজা নৃপা উভয়চরা মুনীশ্বরাশ্চ তে ইতি বর্ণিতপ্রকারেণ ওজসা স্বস্বসামর্থ্যানুসারেণ প্রতিজনং সহ কুসুমার্ঘ্যদানয়া উচ্চয়া গিরা অপূজয়ন্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

অথার্ব্বাক্ সাধুবাদেষু প্রশান্তেষু শনৈঃ শনৈঃ।
জ্ঞানোপদেশমাসাদ্য প্রোল্লসৎস্বিব রাজসু ॥ ১ ॥
প্রশান্তসংসৃতিভ্রান্তৌ জনে চরিতমাত্মনঃ।
স্বয়ং হসতি চিত্তেন সত্যং সমনুধাবতা ॥ ২ ॥
বলচ্চিত্তকলং জ্ঞানসমাস্বাদনতৎপরে।
বিবেকিনি সভালোকে শান্তে ধ্যানমিবাস্থিতে ॥ ৩ ॥
বদ্ধপদ্মাসনে রামে সভ্রাতরি গুরোঃ পুরঃ।
স্থিতে কৃতাঞ্জলৌ দীপ্তগুরুবক্ত্রগতেক্ষণে ॥ ৪ ॥
পার্থিবে কিমপি ধ্যানমিবাস্বাদয়তি স্থিতিম্।
জীবন্মুক্তাত্মিকামন্তরাদিমধ্যান্তপাবনীম্ ॥ ৫ ॥
গ্রহীতুমর্চাং ভক্তানাং মানিতার্থিজনো মুনিঃ।
তূষ্ণীং ক্ষণমিব স্থিত্বা প্রোবাচানাকুলাক্ষরম্ ॥ ৬ ॥

অত্র রামেণ ভূয়োঽপি পৃষ্টেন গুরুণাদরাৎ।
পূর্ণানন্দপদে স্বস্য বিশ্রান্তিঃ প্রকটীকৃতা ॥

অর্ব্বাক্ অধঃসভাপ্রদেশে ॥ ১ ॥

আত্মনঃ স্বস্য চরিতমজ্ঞদশাচরিত্রং স্বয়মেব সত্যং তত্ত্বং সমনুধাবতা সম্যক্‌পশ্যতা চিত্তেন হসতি সতি ॥ ২ ॥

সভাগতে লোকে জনে বলবন্তী পরাবৃত্তা প্রত্যক্‌প্রবণা চিত্তকলা বৃত্তির্যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্যথা স্যাত্তথা জ্ঞানস্য চিদেকরসানন্দস্য সম্যগাস্বাদনতৎপরে স্থিতে সতি ॥ ৩ ॥

দীপ্তং শোভমানং যদ্‌গুরুবক্ত্রং তদ্গতেক্ষণে ॥ ৪ ॥

পার্থিবে দশরথে ধ্যানমিবালম্ব্য জীবন্মুক্তাত্মিকাং স্থিতিমাস্বাদয়তি সতি ॥ ৫ ॥

স্বকুলাকাশশীতাংশো রাম রাজীবলোচন ! ।
কিমন্যদিচ্ছসি শ্রোতুং কথয়াভিমতেচ্ছয়া ॥ ৭ ॥
স্থিতিঞ্চ কীদৃশীমেনামস্থানুভবসি স্বয়ম্ ।
কিংরূপমিদমাভাসং জাগৎং বদ পশ্যসি ॥ ৮ ॥
ইত্যুক্তে মুনিনা তেন প্রাহ রাজকুমারকঃ ।
অবিহ্বলং মৃদু স্পষ্টং গুরোরালোকয়ন্মুখম্ ॥ ৯ ॥

রাম উবাচ ।

ত্বৎপ্রসাদেন যাতোঽস্মি পরাং নির্ম্মলতাং প্রভো ! ।
শান্তাশেষকলঙ্কাঙ্কং শরদীব নভস্তলম্ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বা এবোপশান্তা মে ভ্রান্তয়ো ভবভঙ্গদাঃ ।
স্বরূপেণাবদাতেন তিষ্ঠাম্যচ্ছমিবাম্বরম্ ॥ ১১ ॥
স্থিতোঽহং গলিতগ্রন্থিঃ শান্তাশেষবিশেষণঃ ।
স্ফটিকালয়মধ্যস্থস্ফটিকামলধীরহম্ ॥ ১২ ॥
অন্যচ্ছ্রোতুমথাহর্ত্তুং শান্তং নেচ্ছতি মে মনঃ ।
পরাং তৃপ্তিমুপায়াতং সুষুপ্তমিব সংস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥
শান্তাশেষপরামর্শং বিগতাশেষকৌতুকম্ ।
সন্ত্যক্তাশেষসঙ্কল্পং শান্তং মম মুনে ! মনঃ ॥ ১৪ ॥
পরিনির্ব্বামি শাম্যামি জাগ্রদেব জগৎস্থিতৌ ।
অস্বপ্নমপুনর্বোধং স্বপিমীব নিরাময়ম্ ॥ ১৫ ॥

মুনির্বশিষ্ঠো ভক্তানাং রাজাদীনামর্চ্চাং পূজাং গ্রহীতুং পূর্ব্বোক্তরীত্যা ক্ষণং তূষ্ণীমিব স্থিত্বা তদনন্তরং প্রোবাচ ॥ ৬-৯ ॥
শান্তাশেষকলঙ্কঃ পূর্ণচন্দ্রঃ অঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিংস্তথাবিধং নভস্তলমিব ॥ ১০-১১ ॥
স্ফটিকালয়মধ্যস্থস্ফটিক ইব ব্রহ্মভাববিশুদ্ধে জগতি তথাবিধা ধীর্যস্য ॥ ১২ ॥
আহর্ত্তুং সম্পাদয়িতুং চেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
পরামর্শো বিষয়স্মরণং তদ্ভোগে কৌতুকং তদর্থাঃ সঙ্কল্পা ইতি ভেদঃ ॥ ১৪ ॥
অস্বপ্নং মানসবিষয়ালোচনরহিতং অপুনর্বোধং জাগ্রদৈন্দ্রিয়কবিষয়ালোচনরহিতঞ্চ স্বপিমীব। ইবশব্দঃ সুষুপ্তভানস্যাপি মিথ্যাত্বাত্তুরীয়াবস্থিতিদ্যোতনার্থঃ ॥ ১৫ ॥

আশাবিধুরিতামাত্মসংস্থিতিং প্রাক্তনীং তনৌ।
প্রবিহস্য স্ফুরৎসূক্তৈঃ স্বস্থস্তিষ্ঠাম্যসংশয়ম্ ॥ ১৬ ॥
নোপদেশেন নার্থেন ন শাস্ত্রৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
ত্যাগেন চ ন চৈতেষামধুনা মম কারণম্ ॥ ১৭ ॥
সাম্রাজ্যস্যাথবা ব্যোম্নি যা স্থিতিঃ ক্ষোভবর্জ্জিতা।
তামেবানুভবাম্যত্র মচ্চিত্তামনপায়িনীম্ ॥ ১৮ ॥
খাদপ্যতিতরামচ্ছং চিদাকাশাংশমাত্রকম্।
জগদিত্যেব পশ্যামি লোচনাত্মঙ্গতাং গতঃ ॥ ১৯ ॥
আকাশমাত্রমেবেদং জগদিত্যেকনিশ্চয়ঃ।
দৃশ্যনাম্নি নভস্যস্মিন্ ক্ষয়ে জাগর্মি চাক্ষয়ঃ ॥ ২০ ॥
যথাকামং যথাপ্রাপ্তং যথাস্থিতমিব স্থিতম্।
যদ্বক্তি তদবিঘ্নেন করোম্যপগতৈষণম্ ॥ ২১ ॥

আশাভির্বিধুরিতাং বিহ্বলিতাং প্রাক্তনীং তনৌ দেহে আত্মবুদ্ধ্যা স্থিতিং বিহস্য স্ফুরদ্ভির্ভবৎসূক্তৈরুপদেশবাক্যৈঃ সাম্প্রতং স্বস্থস্তিষ্ঠামি ॥ ১৬ ॥

অধুনা মম উপদেশেন অর্থেন তৎপ্রযুক্তপ্রয়োজনান্তরেণ। এতেষাং সর্ব্বেষাং ত্যাগেন চ কারণং প্রয়োজনং নাস্তি ॥ ১৭ ॥

মচ্চিত্তাং প্রত্যগাত্মমাত্রপ্রতিষ্ঠিতচিত্তামনপায়িনীং নিত্যাং জীবন্মুক্তস্থিতিং ব্যোম্নি স্বর্গে সাম্রাজ্যস্য অসুরাদিক্ষোভবর্জিতা যা স্থিতিস্তামেবানুভবামীতি লোকদৃশোক্তিঃ ॥ ১৮ ॥

অহং বহির্দৃশালোচনাত্মঙ্গকাদঙ্গতাং গতোঽপি জগৎ খাদপ্যতিতরামচ্ছং চিন্মাত্রমিত্যেব পশ্যামি নাজ্ঞবজ্জড়মিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অস্মিন্ জগতি ক্ষয়ে মোহনিদ্রয়া সহ বাধিতে সতি অক্ষয়োঽহং সদৈব জাগর্মি ॥ ২০ ॥

ভাবিকার্য্যং যথাকামং বর্ত্তমানকার্য্যং যথাপ্রাপ্তং প্রাগবস্থিতং কার্য্যন্তু যথাস্থিতং যদ্ভবান্ বক্তি তদহমপগতৈষণং ফলাভিসন্ধিরহিতং গুরুশাস্ত্রানুসারেণ করোমি। পাঠান্তরে স্বকার্য্যবিষয়ে যথাকামং যথারম্ভম্। পরকার্য্যবিষয়ে যথাপ্রাপ্তং যথাস্থিতম্ ॥ ২১ ॥

ন তুষ্যামি ন হৃষ্যামি ন পুষ্যামি ন রোদিমি।
কার্য্যং কার্য্যং করোম্যেকো ভ্রান্তির্দূরং গতা মম ॥ ২২ ॥
অস্তুতামেতু সর্গোঽয়ং বাতু বা প্রলয়ানিলঃ।
সৌম্যো ভবতু বা দেশঃ স্বস্থোঽহং স্বাত্মনি স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥
বিশ্রান্তোঽস্মি বিলক্ষ্যোঽস্মি দুর্লক্ষ্যোঽস্মি নিরাময়ঃ।
নাশাভির্বন্ধমাপ্নোমি মুনে! খমিব মুষ্টিভিঃ ॥ ২৪ ॥
যথা তরুগতাৎ পুষ্পাদ্গন্ধঃ প্রাপ্য নভঃপদম্।
তিষ্ঠত্যেবমহং দেহাদতীতঃ সংস্থিতঃ সমঃ ॥ ২৫ ॥
যথৈব সর্ব্বে রাজানো বিহরন্তি যথাসুখম্।
অপ্রবুদ্ধাঃ প্রবুদ্ধাশ্চ রাজ্যেষু বহুকর্ম্মসু ॥ ২৬ ॥
শান্তহর্ষবিষাদাশঃ স্থিরৈকসমদর্শনঃ।
স্থিত আত্মনি নিঃশঙ্কং তথৈব বিহরাম্যহম্ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বস্যোপর্য্যপি সুখী সুখং নেহামি মে প্রভো!।
জনসাম্যেন তিষ্ঠামি যথেচ্ছং মাং নিযোজয় ॥ ২৮ ॥

ন তুষ্যাম্যন্তর্মনসি। ন হৃষ্যামি ন পুষ্যামি বহির্দেহে ইষ্টপ্রাপ্ত্যা। এ[illegible]মনিষ্টপ্রাপ্ত্যা ন রোদিমি। কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কা[illegible] করোমি ॥ ২২ ॥

এবংস্থিতস্য মমাজ্ঞাভির্মতৈর্বন্ধুধনরাজ্যাদিনাশৈর্দশাবিনিময়ৈর্ব্বা নান[illegible] প্রাপ্তিশঙ্কাতীত্যাশয়েনাহ—অস্তুতামিতি। সৌম্যঃ সোমমার্গবচ্ছূন্যো বা ভব[illegible] স্বস্থো নির্বিক্ষেপঃ ॥ ২৩ ॥

বিলক্ষ্যো বাহ্যেন্দ্রিয়ৈরলক্ষ্যঃ। মনসাপি দুর্লক্ষ্যঃ। আশাভিস্তৃষ্ণাভিঃ ॥ ২[illegible]

দেহে অভিব্যক্তস্য দেহমতীত্যাবস্থানে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। সমঃ অস্য পু[illegible] দেহস্য বায়মিতি বিশেষয়িতুমশক্যত্বাৎ সাধারণঃ ॥ ২৫ ॥

তর্হি স্বমগ্রে কথং ক ইব ব্যবহরিষ্যসি তত্রাহ—যথৈবেতি ॥ ২৬ ॥

অপ্রবুদ্ধেভ্যো বিশেষমাহ—শান্তেতি ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বস্য বিষয়ৈশ্বর্য্যানন্দস্যোপরি ব্রহ্মানন্দেনাহং সুখী। অতএব মে [illegible] বিষয়সুখং নেহামি নেচ্ছামি। নিযোজয়স্ব সেবাদিবিষয়ে আজ্ঞাপয় ॥ ২৮ ॥

বালো লীলামিব ত্যক্তশঙ্কং সংসারসংস্থিতিম্ ॥
যাবদ্দেহমিমাং সাধো ! পালয়াম্যমলৈকদৃক্ ॥ ২৯ ॥
ভুঞ্জে পিবামি তিষ্ঠামি পালয়ামি নিজক্রিয়াম্ ।
জাতোঽহং বিগতাশঙ্কস্ত্বৎপ্রসাদান্মুনীশ্বর ! ॥ ৩০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অহো বত মহাপুণ্যং পদমাসাদিতং ত্বয়া ।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তমিদং যত্র ন শোচ্যতে ॥ ৩১ ॥
সম্যক্ সমসমাভোগে শীতলে স্বাত্মনি স্বয়ম্ ।
নভসীব নভঃ শান্তে বিশ্রান্তিমসি লব্ধবান্ ॥ ৩২ ॥
দিষ্ট্যা জাতো বিশোকস্ত্বং দিষ্ট্যা সম্যগবস্থিতঃ ।
দিষ্ট্যা লোকদ্বয়েঽনর্থশঙ্কা তে শমমাগতা ॥ ৩৩ ॥
দিষ্ট্যা রঘূণাং তনয় ! সংজ্ঞঃ পাবিতবানসি ।
ভূতভব্যভবিষ্যস্থাং বোধেন কুলসন্ততিম্ ॥ ৩৪ ॥
অধুনা মুনিনাথস্য বিশ্বামিত্রস্য রাঘব ! ।
পূরয়িত্বার্থিতাং ভুক্ত্বা পিত্রা সহ মহীমিমাম্ ॥ ৩৫ ॥

অহং যাবদ্দেহং বালঃ স্ববয়োঽনুরূপাং লীলাং ক্রীড়ামিব যথাপ্রাপ্তাং সংসারসংস্থিতিং পালযামি ॥ ২৯-৩০ ॥

যত্র পদে স্থিতৈর্ন শোচ্যতে । ভাবে লঃ ॥ ৩১-৩২ ॥

লোকদ্বয়ে ইহলোকে পরলোকে চ দৃষ্টাদৃষ্টশ্রুতানর্থশঙ্কা ॥ ৩৩ ॥

তনয়েতি প্রীত্যতিশয়েন সম্বোধনম্ । সম্যগ্ জানাতীতি সংজ্ঞ আত্মতত্ত্ববিৎ সন্ রঘূণাং ভূতভব্যভবিষ্যস্থাং কুলসন্ততিং বোধেন পাবিতবানসি ॥ ৩৪ ॥

অর্থিতাং যজ্ঞবিঘ্নপরিহারার্থিতাম্ । পিত্রা সহেতি জীবত্যেব পিতরি তদাজ্ঞয়া রাক্ষসবধেন মহীং পালয়িষ্যেত্যাশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ত্বয়ান্বিতাঃ সতনয়ভৃত্যবান্ধবাঃ
পদাতয়ঃ সরথগজাশ্বমণ্ডলাঃ।
নিরাময়া বিগতভয়াঃ স্থিরশ্রিয়ঃ
সদোদয়াঃ সুভগ! ভবন্তু রাঘবাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বিশ্রান্তিপ্রকটীকরণং নামৈকাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০১ ॥

হে সুভগ! ত্বয়া অন্বিতাঃ সঙ্গতাঃ সতনয়াঃ পুত্রপৌত্রসহিতা ভৃত্যবান্ধবাশ্চ সরথগজাশ্বমণ্ডলাঃ পদাতয়শ্চেতি দ্বিবিধা অপি জনা নিরাময়াঃ শরীরে বিগতভয়াশ্চিত্তে সদোদয়া গৃহেষু ভবন্বিত্যাশীঃ প্রার্থনা বা ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে একাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০১ ॥

দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বশিষ্ঠস্য বচঃ সংসদি পার্থিবাঃ।
সিক্তা ইবামৃতপূরৈরন্তঃ শীতলতাং যযুঃ ॥ ১ ॥
রামঃ কমলপত্রাক্ষো ররাজ বদনেন্দুনা।
ক্ষীরোদ ইব সম্পূর্ণঃ সুধাপূরেণ চারুণা ॥ ২ ॥
বামদেবাদয়ঃ সর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞানবিশারদাঃ।
অহো ভগবতা জ্ঞানমুক্তমিত্যূচুরাদরাৎ ॥ ৩ ॥
শান্তান্তঃকরণো রাজা মুদা দশরথো বভৌ।
তুষ্ট্যেব সম্প্রহৃষ্টাঙ্গো নবাং দ্যুতিমুপাগতঃ ॥ ৪ ॥
জ্ঞাতজ্ঞেয়েষু বহুষু সাধুবাদকথাস্বথ।
উবাচ গলিতাজ্ঞানো রামো বাক্যমিদং পুনঃ ॥ ৫ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ। ত্বয়াস্মাকমলং মলম্।
সম্প্রমৃষ্টমিদং হেম্নঃ শ্যামত্বমিব বহ্নিনা ॥ ৬ ॥

প্রবোধহৃষ্টা রাজানো রামশ্চাত্রোপবর্ণিতাঃ।
রামেণ চ স্থিতিঃ স্বীয়া নির্দিষ্টা জ্ঞাননির্ম্মলা ॥

পার্থিবগ্রহণং সর্ব্বজনোপলক্ষণম্ ॥ ১ ॥
বদনেন্দুনেত্যাদিনা উক্তা শোভা প্রাতঃ পূর্ব্যুক্ত ইতি সুধাপূরঃ পূর্ণচন্দ্রমতেনোদিতেন ক্ষীরোদ ইব ॥ ২ ॥
অহো আশ্চর্য্যভূতমুক্তম্ ॥ ৩ ॥
তুষ্ট্যা সন্তোষাতিশয়েন সম্প্রহৃষ্টাঙ্গো রোমাঞ্চিতগাত্রঃ ॥ ৪ ॥
বহুষু সাধুবাদকথাসু প্রবৃত্তাসু সতীষু ॥ ৫ ॥
মলমজ্ঞানম্ ॥ ৬ ॥

অভূম বয়মাত্মীয়কায়মাত্রদৃশঃ পুরা।
প্রভো সম্প্রতি সম্পন্না বিশ্বগ্বিশ্বাবলোকিনঃ ॥ ৭ ॥
স্থিতোঽস্মি সর্ব্বসম্পূর্ণঃ সম্পন্নোঽস্মি নিরাময়ঃ।
জাতোঽস্মি বিগতাশঙ্কো বুধো জাগর্ম্মি সম্প্রতি ॥ ৮ ॥
আনন্দিতোঽস্ম্যখেদায় সুখিতোঽস্মি চিরায় চ।
স্থিতোঽনন্তময়ায়ৈব শাশ্বতাঽর্থোদয়ো মম ॥ ৯ ॥
অহো বত পবিত্রেণ শীতেন জ্ঞানবারিণা।
ত্বয়া সিক্তোঽস্মি হৃষ্যামি পদ্মবন্ধূদয়ে স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥
ইয়মন্ত্য ময়া লব্ধা পদবী ত্বৎপ্রসাদতঃ।
যস্যাং স্থিতস্য মে সর্ব্বমমৃতত্বং গতং জগৎ ॥ ১১ ॥
অন্তঃ প্রসন্নমতিরস্তসমস্তশোকঃ
শোভাং গতোঽহমমলাশয় এব শান্ত্যা।
আনন্দমাত্মনি গতঃ স্বয়মাত্মনৈব
নৈর্ম্মল্যমভ্যুপগতোঽস্মি নমোঽস্তু মহ্যম্ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে আত্মবিশ্রামাঙ্গীকরণং নাম দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০২ ॥

কায়মাত্রদৃশো দেহপরিচ্ছিন্নাত্মদৃষ্টয়ঃ। বিশ্বাবলোকিনঃ সর্ব্বাত্মদর্শিনঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বঃ সন্ সম্পূর্ণঃ ॥ ৮ ॥

মম শাশ্বতস্যার্থস্য পরমপুরুষার্থস্য উদয় আবির্ভাবোঽভূদিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

পদ্মবচ্ছারদাব্জবৎ ॥ ১০ ॥

পদবী সাম্রাজ্যপদবী ॥ ১১ ॥

অন্তঃ প্রসন্না মতির্যস্য অত এবাস্তসমস্তশোকঃ। যতোঽহং শান্ত্যা সকার্য্যমূলাজ্ঞাননাশেনামলাশয় এবাত্মনি আনন্দং গতঃ। আত্মনৈব সম্যক্ পরীক্ষ্য দৃষ্টেন স্বতঃ সিদ্ধনৈর্ম্মল্যমভ্যুপগতোঽস্মি। অতো মহ্যমেব নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

ইত্থং বিচারপরয়োর্মুনিরাঘবয়োস্তয়োঃ।
ভাস্করঃ শ্রবণায়েব ব্যোমমধ্যমুপাযযৌ ॥ ১ ॥
তীক্ষ্ণতামাজগামাশু সর্ব্বদিক্কমথাতপঃ।
পদার্থৌঘবিকাসার্থং রামস্যেব মহামতিঃ ॥ ২ ॥
উৎফুল্লহৃদয়াম্ভোজস্ফারাকারতয়া তদা।
লীলাপদ্মাকরা রেজুস্তত্রস্থাঃ পার্থিবা ইব ॥ ৩ ॥
জালং মুক্তাকলাপানন্তরমাক্রান্তভাস্করম্।
ননর্ত্তেব তরদ্ব্যোম বিজ্ঞানশ্রবণাদিব ॥ ৪ ॥
পুস্ফুরুঃ পদ্মরাগেষু লগ্নার্কতরুণত্বিষঃ।
ভাসো ব্যোমতলোড্ডীনা ধিয়া জ্ঞানকলা ইব ॥ ৫ ॥

মধ্যাহ্নতূর্য্যঘোষোঽত্র দিনকৃত্যং নিশাক্রমঃ।
প্রাতঃ সভায়াং রামস্য নিঃসন্দেহশ্চ বর্ণ্যতে ॥

ইত্থং বিচারপরয়োঃ সতোঃ। ভাবলক্ষণে সপ্তমীদ্বিবচনম্। অর্থাত্তদুভয় বিচারশ্রবণায়েবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ২ ॥

সর্ব্বাসু দিক্ষ্বিতি সর্ব্বদিক্কম্। পদার্থৌঘস্য বিকাসঃ স্ফুটদর্শনম্ ॥ ২ ॥

লীলাপদ্মাকরা উদ্যানতটাকাঃ। তত্রস্থাস্তৎসভাস্থাঃ। পার্থিবগ্রহণং সর্ব্বজনোপলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

মুক্তাকলাপা অনন্তরা অব্যবধানখচিতা যস্মিংস্তথাবিধং স্ফটিকবাতায়নজালকং প্রতিবিম্বভাবেনাক্রান্তঃ সংক্রান্তো ভাস্করো যস্মিংস্তথাবিধং সন্দীপ্ত্যতিশয়েন ব্যোম তরৎ প্লবমানমিব সৎ ননর্ত্তেব। বশিষ্ঠোপদিষ্টবিজ্ঞানশ্রবণাদ্ব্যোম ব্রহ্মাকাশং তরদিবেত্যনুভবচমৎকারিণী উৎপ্রেক্ষা ॥ ৪ ॥

পদ্মরাগেষু লগ্নস্যার্কস্য তরুণত্বিষো ভাসঃ প্রতিবিম্বকান্তয়ঃ। যথা স্বচ্ছায়া ধিয় উপদেশজ্ঞানকলাঃ স্ফুরন্তি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

এবং নির্বৃতিমায়াতে রামে স্বকুলকৈরবে।
মুনীন্দ্রবদনালোকাৎ সবিকাসমিব স্থিতে ॥ ৬ ॥
রবাবৌর্ব্বোপমে ব্যোমমহার্ণ্বোভিতাং গতে।
তেজঃপুঞ্জলসজ্জালে সমগ্ররসপায়িনি ॥ ৭ ॥
নভোনীলোৎপলে নীলে গলদ্রজসি রাজতি।
ঘর্ম্মাংশুকর্ণিকাকান্তে স্ফুরৎকিরণকেশরে ॥ ৮ ॥
অবতংসে জগল্লক্ষ্ম্যাস্ত্রিলোকীকর্ণকুণ্ডলে।
অন্তর্লীনস্ফুরত্তারা-রত্নরাজিবিরাজিতে ॥ ৯ ॥
দিগ্বধূভির্বৃহচ্ছৃঙ্গ-পাণিভির্মুকুরেষ্বিব।
ধৃতেষু তাপভিন্নেষু মহাভ্রেষু নিরম্বুষু ॥ ১০ ॥
সূর্য্যকান্তবরোত্থেন বহ্নিনেব সমেধিতে।
দ্বিগুণং প্রজ্বলত্যর্ক-শূন্যে গগনধামনি ॥ ১১ ॥
বিনেদুর্ম্মেদুরোদ্দাম-মুখমারুতপূরিতাঃ।
মধ্যাহ্নশঙ্খাঃ কল্পান্ত-বাতপূর্ণা ইবার্ণবাঃ ॥ ১২ ॥
প্রালেয়শ্রীরিবাব্জেষু ঘর্ম্মশ্রীর্বদনেষ্বিব।
চকার পদমাকীর্ণ-শুদ্ধমুক্তাফলোপমা ॥ ১৩ ॥

মুনীন্দ্রবদনস্য আলোকযোগাৎ কৈরববিকাসকত্বাচ্চানুক্তাপি চন্দ্রতা গম্যতে ॥৬॥
ঔর্ব্বোপমে বড়বাগ্নিসদৃশে। তৎসাম্যমেব বিশেষণৈরুপপাদ্যতে ॥ ৭ ॥
এবং নভসো নীলোৎপলত্বমপি বিশেষণৈরুপপাদ্যতে—নভ ইত্যাদিনা।
ঘর্ম্মাংশুঃ সূর্য্যস্তদ্রূপয়া কর্ণিকয়া কান্তে ॥ ৮ ॥
অবতংসে ইত্যন্তমুৎপলোৎপ্রেক্ষা। ত্রিলোকীকর্ণকুণ্ডলে ইত্যুৎপ্রেক্ষান্তরম্।
অন্তর্লীনেতি তদুপপাদকম্ ॥ ৯ ॥
দিগ্বধূভির্বৃহদ্গিরিশৃঙ্গলক্ষণৈঃ পাণিভির্মহাভ্রেষু মুকুরেষ্বিব ধৃতেষু সৎসু
তাপৈরাতপৈর্ভিন্নেষু সচ্ছিদ্রেষু বিভক্তেষু বা ॥ ১০ ॥
অর্কশূন্যেঽপি গগনধামনি সূর্য্যকান্তশ্রেষ্ঠেভ্যঃ উত্থিতেন বহ্নিনা সমেধিতে
অর্কাপেক্ষয়া দ্বিগুণমিব প্রজ্বলতি সতি ॥ ১১-১২ ॥
ঘর্ম্মশ্রীঃ স্বেদবিন্দুশোভা জনানাং বদনেষু পদং চকার ॥ ১৩ ॥

হর্ভিত্তিপরাবৃত্তা সত্ত্বসংরম্ভমাংসলা।
ন্দশ্রীঃ পূরয়ামাস কর্ণমর্ণ ইবার্ণবম্ ॥ ১৪ ॥
পুরন্ধ্রীভির্নিদাঘোঘ-শান্তয়ে সমুদীরিতা।
উল্ললাস নবা পাণ্ডু-কর্পূরজলদাবলিঃ ॥ ১৫ ॥
স রাজা সহসামন্তঃ সভূপঃ সপরিচ্ছদঃ।
সবশিষ্ঠঃ সমুত্তস্থৌ সহরামঃ সসংসদঃ ॥ ১৬ ॥
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ মন্ত্রিণো মুনয়স্তথা।
অন্যোঽন্যং পূজিতা জগ্মুর্মুদিতাঃ স্বং নিবেশনম্ ॥ ১৭ ॥
অন্তঃপুরগৃহাগ্রেষু তালবৃন্তানিলাহৃতৈঃ।
কর্পূরধূলিভিরভূন্নবৈবাম্বুদমালিকা ॥ ১৮ ॥
অথ মধ্যাহ্নতূর্য্যাণাং রবে স্ফূর্জ্জতি ভিত্তিষু।
উবাচ বচনং বাক্য-কোবিদো মুনিনায়কঃ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বমেব শ্রুতং শ্রাব্যং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতমশেষতঃ।
ত্বয়া রাঘব ! ভো ! নাস্তি জ্ঞাতব্যমপরং বরম্ ॥ ২০ ॥
যথা ময়োপদিষ্টোঽসি যথা পশ্যসি শাস্ত্রতঃ।
যথাঽনুভবসি শ্রেষ্ঠমেকবাক্যং তথা কুরু ॥ ২১ ॥
উত্তিষ্ঠ তাবৎ কার্য্যায় বয়ং স্নাতুং মহামতে !।
মধ্যাহ্নসময়োঽস্মাকময়মঙ্গাতিবর্ত্ততে ॥ ২২ ॥

গৃহভিত্তিষ্বভিঘাতাৎ প্রতিধ্বন্যাত্মনা পরাবৃত্তা। সত্ত্বানাং প্রাণিনাং কার্য্যত্বরা সংরম্ভৈর্মাংসলা পুষ্টা। অর্ণো বৃষ্টিনদীজলমর্ণবমিব কর্ণং পূরয়ামাস ॥ ১৪ ॥

সকর্পূরজলসেকলক্ষণা জলদাবলিঃ ॥ ১৫ ॥

মণ্ডলদেশাধিপত্যভেদাৎ সামন্তভূপয়োর্ভেদঃ। সংসদঃ সভায়াঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

গৃহাগ্রেষু গৃহমুখেষু ॥ ১৮ ॥

স্ফূর্জ্জতি অভিঘাতেন বর্দ্ধমানে ॥ ১৯-২০ ॥

গুরূপদেশ বেদান্তাদিশাস্ত্র-স্বানুভবানামবিসম্বাদায়ৈকার্থনিষ্ঠতালক্ষণা এক-বাক্যতা কার্য্যেত্যাহ—যথেতি ॥ ২১-২২ ॥

অপরং যত্ত্বয়া ভদ্র ! স্বাকাঙ্ক্ষাবিনিবৃত্তয়ে।
প্রষ্টব্যং তচ্ছুভং প্রাতঃ প্রষ্টব্যং ভবতা পুনঃ ॥ ২৩ ॥

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তে মুনিনাথেন রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
পূজয়ামাস তান্ সভ্যান্ সর্ব্বান্ সাধূন্ সপর্য্যয়া ॥ ২৪ ॥
সহ রামেণ ধর্ম্মাত্মা মুনিবিপ্রান্ নৃপাংশ্চ সঃ।
বশিষ্ঠাদ্যুপদিষ্টেন ক্রমেণ ব্যোমগাংস্তথা ॥ ২৫ ॥
মণিমুক্তাগণার্থেন দিব্যেন কুসুমেন চ।
মণিরত্নপ্রদানেন মুক্তাহারার্পণেন চ ॥ ২৬ ॥
প্রণয়েন প্রণামেন প্রদানেনার্থশালিনা।
বস্ত্রাসনান্নপানেন কনকেন তথা ভুবা ॥ ২৭ ॥
ধূপেন গন্ধমাল্যাভ্যাং যথোদিতমনিন্দিতঃ।
পূর্ব্বান্ সম্পূজয়ামাস সর্ব্বানেব মহীপতিঃ ॥ ২৮ ॥
অথোত্তস্থৌ সভামধ্যাৎ সভয়া সহ মানদঃ।
সবশিষ্ঠাদিদেবর্ষিঃ সায়মিন্দুরিবাম্বরাৎ ॥ ২৯ ॥
স সভোত্থানসময়ঃ সসংরম্ভো ব্যরাজত।
জানুদঘ্নসুরোন্মুক্ত-পুষ্পসঞ্জাতকর্দ্দমঃ ॥ ৩০ ॥
সঙ্ঘট্টাঘট্টকেয়ূর-রত্নচূর্ণারুণাবনিঃ।
ছিন্নহারস্ফুরন্মুক্তা-তারাজিতনিশাম্বরঃ ॥ ৩১ ॥

প্রষ্টব্যং প্রশ্নার্হমস্তি চেত্তৎ প্রাতরবশ্যং প্রষ্টব্যং নোপেক্ষিতব্যমিত্যর্থঃ ॥২৩-২

কাংশ্চিন্মণিমুক্তাগণনিক্রয়ভূতেনার্থেন ধনেন। কাংশ্চিত্তু, প্রত্যক্ষমণিমুক্ত প্রদানেন ॥ ২৬ ॥

কন্যাদিপ্রদানেন ॥ ২৭-২৮ ॥

সভয়া সভাস্থেন জনেন সহ ॥ ২৯ ॥

সসংরম্ভঃ সত্বরঃ সভায়া উত্থানসময়ঃ সভোত্থানসময়সহিতঃ, সসংর ইতি বা ॥ ৩০ ॥

তমেব বর্ণয়তি—সঙ্ঘট্টেত্যাদিনা। সঙ্ঘট্টো ঘর্ষণং, আঘট্টঃ পরস্পরমাঘা

দেবর্ষিমুনিবিপ্রেন্দ্র-পার্থিবস্পন্দসঙ্কুলঃ।
ব্যগ্রভৃত্যাঙ্গনাহস্ত-কেশচঞ্চলচামরঃ ॥ ৩২ ॥
জ্ঞানপ্রমেয়ীকরণ-স্পন্দমানো ন দারুণঃ।
শিরঃকরত্রিনয়ন-জিহ্বেম্বেব বিরাজিতঃ ॥ ৩৩ ॥
পরস্পরমথাপৃচ্ছ্য পূজিতাঃ পেশলোক্তয়ঃ।
রাজানো মুনয়শ্চৈব সর্ব্বে দশরথাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
স্বাশ্রমান্ সাধবো জগ্মুস্তুষ্টস্নিগ্ধাশয়া মিথঃ।
লোকসপ্তকবাস্তব্যা দেবাঃ শক্রপুরাদিব ॥ ৩৫ ॥
অন্যোহন্যং প্রণয়াৎ সর্ব্বে পূজয়িত্বা যথাক্রমম্।
তদ্বিসৃষ্টাঃ স্বমাগত্য গৃহং চক্রুর্দিনক্রিয়াম্ ॥ ৩৬ ॥
অথ সর্ব্বে বশিষ্ঠাদ্যাস্তথা দশরথাদয়ঃ।
চক্রুর্দিবসকার্য্যাণি রাজানো মুনয়স্তথা ॥ ৩৭ ॥
যথাপ্রাপ্তং ক্রিয়াং তেষু কৃতবৎস্বথ দৈবসীম্।
ক্রমেণাকাশপথিকো ভাস্করোহস্তমুপাযযৌ ॥ ৩৮ ॥

াঃ কেয়ূররত্নচূর্ণৈঃ অরুণাবনিঃ। ছিন্নহারেভ্যঃ স্ফুরন্তীভির্মুক্তাতারাভির্জিতং কালপ্রসিদ্ধং সনক্ষত্রমম্বরং যেন ॥ ৩১-৩২ ॥

র্তি কিং সর্ব্বজনানাং স্বার্থপ্রবৃত্তিত্বরয়া দুর্ব্বলপরোপমর্দ্দাদ্দারুণো নেত্যাহ—তি। বশিষ্ঠোপদিষ্টস্য জ্ঞানস্য মননাদিনা ভূমিকাক্রমেণ প্রমেয়ীকরণার্থমেব ানো নান্যস্বার্থত্বরয়েতি হেতোর্ন দারুণঃ। কিঞ্চ কদাচিদীষদঙ্গঘট্টনেহপি রক্ষমাপণার্থং শিরঃকরাঃ শিরসি বদ্ধাঞ্জলয়ো যে পুরতঃ পার্শ্বয়োশ্চেতি ত্রিষু নু অবলোকনায় ক্ষমাপণায় চ প্রবৃত্তং নয়নজিহ্বং যেষাং তথাবিধাস্তেম্বেব নেষ্ বিরাজিতো ন প্রমত্তনিষ্ঠুরজনবিসংষ্ঠুল ইতি ন তত্র পরপীড়াদিদোষ-াপি প্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

পশলা মৃদুমধুরা উক্তয়ো যেষাম্ ॥ ৩৪ ॥

মথঃ পরস্পরং গুণস্পৃহয়া তুষ্টঃ স্নিগ্ধঃ স্নেহযুক্তশ্চ আশয়ো যেষাম্। রাদ্দেবা ইবাযোধ্যাতো লোকসপ্তকবাস্তব্যা জগ্মুঃ ॥ ৩৫ ॥

দনক্রিয়ামাহ্নিকম্। দৈবসীং দিবসসম্বন্ধিনীম্ ॥ ৩৬-৩৮ ॥

তয়ৈব কথয়া তেষাং রামস্য চ মহামতেঃ।
প্রবোধবশতঃ শীঘ্রং সা ব্যতীয়ায় শর্ব্বরী ॥ ৩৯ ॥
উৎসারিততমঃপাংশু-তারাকুসুমনির্ভরম্।
ভুবনং ভবনীকুর্ব্বন্নাজগাম দিবাকরঃ ॥ ৪০ ॥
করবীরকুসুম্ভাভৈঃ করৈররুণয়ন্ দিশঃ।
বিবেশ গগনাম্ভোধিমথ বালদিবাকরঃ ॥ ৪১ ॥
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ মন্ত্রিণো মুনয়স্তথা।
বশিষ্ঠাদ্যাঃ সমাজগ্মুঃ পুনর্দ্দাশরথীং সভাম্ ॥ ৪২ ॥
যথাক্রমং যথাসংস্থং যথাদেশং যথাঽঽসনম্।
সা বিবেশ সভা তত্র ধিষ্ণ্যশ্রীরম্বরে যথা ॥ ৪৩ ॥
ততো দশরথাদ্যেষু সুমন্ত্রাদিষু বাঽপ্যলম্।
বশিষ্ঠং সম্প্রশংসৎসু মুনিমাসনসংস্থিতম্ ॥ ৪৪ ॥
বশিষ্ঠস্য পিতুশ্চাগ্রে রাজীবদললোচনঃ।
উবাচ রাঘবো ধীমান্ মৃদুবর্ণমিদং বচঃ ॥ ৪৫ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বজ্ঞানমহার্ণব!।
সর্ব্বসন্দেহপরশো! পরশোকভয়াপহ!॥ ৪৬ ॥
শ্রোতব্যমপরং কিং মে বিদ্যতে বেদ্যমেব বা।
শ্রোতব্যং বিদ্যতে যদ্বা তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি? ॥ ৪৭ ॥

প্রবোধো জাগরণং তদ্বশতঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রাতর্গৃহসম্মার্জ্জনেনেব উৎসারিতাস্তমঃপাংশবস্তারাকুসুমনির্ভরাশ্চ য
স্তথাবিধং ভুবনং জগদ্ভবনং গৃহমিব পরিষ্কুর্ব্বন্ ॥ ৪০-৪২ ॥

ধিষ্ণ্যশ্রীর্দ্দেবধিষ্ণ্যভূতনক্ষত্রশোভা ॥ ৪৩ ॥

বশিষ্ঠং সম্প্রশংসৎসু স্তুবৎসু ॥ ৪৪-৪৫ ॥

পরেষাং শত্রূণামপি শোকভয়াপহ! ॥ ৪৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাম! সম্প্রাপ্তবুদ্ধিস্ত্বং শ্রোতব্যং তে ন বিদ্যতে।
কৃতকৃত্যা তবৈষা ধীঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যা স্থিতাত্মনি ॥ ৪৮ ॥
ত্বমেব তাবৎ কথয় প্রবিচার্য্য ধিয়াঽঽত্মনা।
কীদৃশোঽদ্য ভবানন্তঃ কিং শেষং শ্রাব্যমস্তি তে? ॥ ৪৯ ॥

রাম উবাচ।

ব্রহ্মন্নেবমহং মন্যে যথাঽহং কৃতকৃত্যধীঃ।
নির্ব্বাণোঽস্মি প্রশান্তোঽস্মি নাকাঙ্ক্ষা মম বিদ্যতে ॥ ৫০ ॥
বক্তব্যমুক্তং ভবতা জ্ঞাতং জ্ঞেয়ং ময়াখিলম্।
তব বিশ্রান্তিমায়াতু কৃতকৃত্যা সরস্বতী ॥ ৫১ ॥
অধিগতমধিগম্যং জ্ঞেয়মাপ্তুং ময়েদং
বিগতমখিলমৈক্যং দ্বৈতমস্তং প্রয়াতম্।
পরিগলিতমশেষং দৃশ্যভেদাবভানং
ননু নিপুণমপাস্তাশেষসংসারিতাস্থা ॥ ৫২ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
নির্ব্বাণবর্ণনং নাম ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৯৮ ॥

যদি বিদ্যতে তর্হি তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অদ্য ভবান্ স্বানুভবেন কীদৃশঃ? তে শিষ্যত ইতি শেষং শ্রাব্যমবশ্যশ্রোতব্যং কিমস্তীতি ত্বমেব বদেত্যর্থঃ ॥ ৪৮-৫০ ॥

বিশ্রান্তিমুপরমম্। সরস্বতী বাণী ॥ ৫১ ॥

অখিলং জগদৈক্যং ব্রহ্মৈকরস্যং বিশেষেণ গতং বিগতম্। দ্বৈতং জীবব্রহ্মভেদঃ। যতস্তদুপাধিভূতং দৃশ্যভেদাবভানং পরিগলিতম্। তদপি কুতস্তত্রাহ—নন্বিতি। যতো ময়া সংসারিতাস্থা নিপুণং বিচার্য্য অপাস্তা ত্যক্তেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো ! শৃণু মে পরমং বচঃ।
আদর্শো রাজতেঽত্যর্থং পৌনঃপুন্যেন মার্জ্জিতঃ।
অর্থো বেদনসঙ্কেতঃ শব্দো জলরবোপমঃ।
দৃশ্যমেতচ্চিদাভানং স্বপ্নবৎ ক্বাভবজ্জগৎ ॥ ২ ॥
জাগ্রদ্বৈ স্বপ্নসন্দৃষ্টঃ স্মরণাত্মস্থিতং পুরঃ।
সংবিদ্বেদনমাত্রং সত্তদন্যাকারবৎ ততম্ ॥ ৩ ॥
যথাঽচ্ছং সংবিদাকাশং ময়ি স্বপ্নপুরাত্মকম্।
সরূপমপি নীরূপং তথেদং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪ ॥

নিস্কৃষ্টযুক্ত্যা ভূয়োঽত্র দৃশ্যং চিতি বিমার্জ্জ্যতে।
বশিষ্ঠেন চ রামেণ চিদাত্মপরিশুদ্ধয়ে ॥

পরমং যুক্তিসংক্ষেপেণ স্ফুটং দৃশ্যমার্জ্জনোপায়োপদেশিত্বাদুৎকৃষ্টম্ ॥ ১ ॥

রূপং নাম চেতি হি দ্বিবিধং দৃশ্যং, তত্রাদ্যমার্জ্জনোপায়মাহ - অর্থ ইতি। জাতিগুণক্রিয়াসংস্থানানি হি চতুর্বিধানাং শব্দানামর্থঃ। যথা গৌর্নীলা চপলা ভদ্রাখ্যেতি। তে চৈকস্মিন্নেবার্থে ব্যাবর্ত্ত্যভেদাধীনভেদকল্পনরূপাঃ শব্দভেদপ্রবৃত্তি-নিমিত্ততয়া কল্পিতা ভ্রান্তিবেদনসঙ্কেতা এব ন বাস্তবাঃ। ন হি তত্র বস্তুচতুষ্টয়-মস্তীত্যর্থমার্জ্জনমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়মার্জ্জনোপায়মাহ—শব্দ ইতি। অর্থে মার্জ্জিতে নিরর্থকঃ শব্দো জলধ্বনিসদৃশঃ সন্নামতাং ত্যজন্নর্থতামেবাপন্নস্তন্মার্জ্জনেনৈব মার্জ্জিত ইত্যেতদ্দ্বিবিধমপি দৃশ্যং চিদাভানমাত্রং স্বপ্নবদিতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

যদা জাগ্রদেব মিথ্যা তদা সৈব স্বপ্নসন্দৃষ্টার্থঃ সংস্কারমুখেন সম্পদ্যতে, তচ্চ স্মরণমিব আত্মা অর্থশূন্যরূপং পুরঃস্থিতমিতি সংবিদ্বেদনমাত্রমেব সত্তদন্যাকারবত্ততং, ন তত্রাপি সংবিদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তথা চোভয়োস্তুল্যতয়া চিদাকাশমাত্রত্বমিত্যাহ— যথেতি। ময়ি প্রত্যক্‌চিতি ॥ ৪ ॥

রাম উবাচ।

সম্পন্নেয়ং কথং ভূমিঃ সম্পন্না গিরয়ঃ কথম্ ?।
কথং সম্পন্নমম্ভশ্চ সম্পন্না উপলাঃ কথম্ ? ॥ ৫ ॥
কথঞ্চ তেজঃ সম্পন্নং সম্পন্না চ কথং ক্রিয়া ?।
কথঞ্চ কালঃ সম্পন্নঃ সম্পন্নঃ পবনঃ কথম্ ? ॥ ৬ ॥
কথঞ্চ শূন্যং সম্পন্নং সম্পন্নং চিন্নভঃ কথম্ ?।
ইতি জ্ঞাতং ময়া ভূয়ো বোধায় বদ মে প্রভো ! ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ব্রূহি রাঘব ! তত্ত্বেন স্বপ্নদৃষ্টমহাপুরে।
সম্পন্না ভূঃ কথমিব সম্পন্নং কথমম্বরম্ ? ॥ ৮ ॥
কথং বারি চ সম্পন্নং সম্পন্না উপলাঃ কথম্ ?।
কথঞ্চ তেজঃ সম্পন্নং সম্পন্নাশ্চ কথং দিশঃ ? ॥ ৯ ॥
সম্পন্নশ্চ কথং কালঃ সম্পন্না চ কথং ক্রিয়া ?।
কথমেতন্নিমিত্তাদি সর্ব্বং সম্পন্নমুচ্যতাম্ ॥ ১০ ॥
কেনেদং নির্ম্মিতং দগ্ধমানীতং রচিতং চিতম্।
উৎপাদিতং প্রকটিতং কিমাচারং কিমাত্মকম্ ? ॥ ১১ ॥

রাম উবাচ।

আত্মাঽস্য কেবলং ব্যোম ন সদ্ভূম্যচলাদিকম্।
জগতঃ স্বপ্নরূপস্য নিরাকারো নিরাস্পদঃ ॥ ১২ ॥

চিতি জাড্যং তত্র ভূম্যাদিবৈচিত্র্যঞ্চ কথং সম্পন্নমিতি প্রশ্নাঃ ॥ ৫-৬ ॥

ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাক্ ত্বদ্বচনাজ্ জ্ঞাতমপি পুনরসম্ভাবনাশান্ত্যা বোধাভিবৃদ্ধয়ে বদ ॥ ৭ ॥

স্বপ্নবদেব সর্ব্বং সম্ভাবনীয়মিত্যাশয়েন প্রতিবন্দ্যেব স্বয়ং প্রশ্নব্যাজেন বশিষ্ঠ উত্তরমাহ—ব্রূহীত্যাদিনা ॥ ৮-১১ ॥

দৃষ্টান্তবদেব দার্ষ্টান্তিকেঽপি পৃথ্ব্যাদিসম্পত্তিং সম্ভাবয়ন্ রামঃ স্বয়মপি জগতো মিথ্যাত্বং প্রপঞ্চয়তি—আত্মাঽস্যেত্যাদিনা। অস্য জগত আত্মা স্বরূপং কেবলং ব্যোমৈব ॥ ১২ ॥

আত্মৈব ব্যোমরূপোঽস্য নিরাধারো নিরাকৃতিঃ।
বিনাকৃতের্বা ব্যোম্নোঽস্য কিমাধারেণ কারণম্ ? ॥ ১৩ ॥
ন কিঞ্চিদেতৎ সম্পন্নং সদ্‌যথৈতন্ন সংবিদঃ।
এতচ্চিৎকচনং নাম মন এব তথা স্থিতম্ ॥ ১৪ ॥
দিক্কালাদ্যত্র চিদ্ভানং চিদ্ভানমচলাদিকম্।
চিজ্জলাদি তথাবোধাচ্চিৎখং বায্বাদি তদ্বিদঃ ॥ ১৫ ॥
সংবিদেব কিল ব্যোম তিষ্ঠতি ব্যোমতামিতা।
দৃষত্তয়াঽঽস্তে কাঠিন্যাদ্‌দ্রবাজ্জলমিব স্থিতা ॥ ১৬ ॥
বস্তুতস্তু ন ভূম্যাদি কিঞ্চিত্তন্ন চ দৃশ্যতা।
চিদাকাশমনন্তং তৎ সর্ব্বমেকং তদাত্মকম্ ॥ ১৭ ॥
দ্রবত্বাদম্বু হৃদ্যাব্ধের্নানাবৃত্তিতয়া যথা।
অনান্যৈব ভবেন্নানা চিদ্ব্যোমাত্মনি বৈ তথা ॥ ১৮ ॥
কাঠিন্যবেদনাদুর্ব্বী গিরিতামাগতেব চিৎ।
শূন্যতা বেদনাচ্ছূন্যং বেত্তি ব্যোমেব চিদ্বপুঃ ॥ ১৯ ॥
দ্রবত্ববেদনাদ্বেত্তি বারি স্পন্দতয়াঽনিলম্।
ঔষ্ণ্যসংবিত্ততো বহ্নিমত্যজন্তী নিজং বপুঃ ॥ ২০ ॥

তর্হি কিং শূন্যরূপমেব ? নেত্যাহ—আত্মৈবেতি। কারণং প্রয়োজনম্ ॥ ১৩ ॥

অভ্যুপেত্য পৃথ্ব্যাদ্যাকারসম্পত্তিমিদমুক্তং বস্তুতস্তু তৎসম্পত্তিরপি নাস্ত্যেবেত্যাহ—ন কিঞ্চিদিতি। এতজ্জগদাকারং চিৎকচনং স্বপ্নবন্মন এব তথা স্থিতং নান্যৎ ॥ ১৪ ॥

মনসশ্চ চিৎস্ফুরণমাত্রত্বাত্তদেব সর্ব্বমিত্যাহ—দিক্কালেত্যাদিনা। তদ্বিদঃ সর্ব্বতত্ত্ববিদঃ ॥ ১৫-১৭ ॥

হৃদ্যস্য প্রসন্নস্যাব্ধেরম্বু দ্রবত্বাদেব যথা তরঙ্গফেনাবর্ত্তাদিনানাবৃত্ত্যাত্মনা অনান্যৈব নানা সম্ভবেত্তথা চিদ্ব্যোমাপীত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

চিৎ আত্মনি দ্রবত্ববেদনাদ্বারি বেত্তি। এবং স্পন্দতয়া বেদনাদনিলং বেত্তি। নিজং বপুরধিষ্ঠানচিদ্রূপমত্যজন্তীতি বিবর্ত্ততা দর্শিতা ॥ ২০ ॥

এবংস্বভাব এবায়ং চিদ্ধাতুর্গগনাত্মকঃ।
যদেবং নাম কচতি নিষ্কারণগুণক্রমম্ ॥ ২১ ॥
ন চৈতদ্ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিন্নাপীহ বিদ্যতে।
অন্যচ্ছূন্যত্ববারিভ্যাম্ৃতে খার্ণবয়োরিব ॥ ২২ ॥
ন তু চিদ্গগনাদন্যন্ন সম্ভবতি কিঞ্চন।
ইদং ত্বমহমিত্যাদি তস্মাদাশান্তমাস্যতাম্ ॥ ২৩ ॥
ত্বং যথাঽস্মিন্ গৃহে কুর্ব্বন্নগ্নিশৈলাদিকাং বিদম্।
তদেব পশ্যস্যবপুরেবং চিদ্গগনং তথা ॥ ২৪ ॥
চিদ্ব্যোম ভাতি দেহাভং সর্গাদৌ ন তু দেহকঃ।
অকারণত্বাদসতশ্চিদুদেতীতি চিন্ত্যতাম্ ॥ ২৫ ॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানি গিরয়ো দিশঃ।
শিলাজঠরবন্মৌনময়ং সর্ব্বং যথাস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥
এবং ন কিঞ্চিদুৎপন্নং নষ্টং ন চ ন কিঞ্চন।
যথাস্থিতং জগদ্রূপং চিদ্ব্রহ্মাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ২৭ ॥
চিতো যৎ কচনং নাম স্বরূপপ্রবিজৃম্ভণম্।
তদেতজ্জগদিত্যুক্তং দ্রব এব যথা জলম্ ॥ ২৮ ॥

নিষ্কারণগুণক্রমমিতি দৃষ্টসৃষ্টিসিদ্ধান্তঃ প্রকটিতঃ ॥ ২১ ॥
যথা অর্ণবস্য বারিত্বাদৃতে অন্যত্বং নাস্তি, খস্য চ শূন্যত্বাদৃতে, তথা চিদাত্মনো ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিজ্জগতত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥
ইদং ত্বমহমিত্যাদি জগচ্চিদ্গগনাদন্যন্ন তু, যতঃ কিঞ্চন তদ্বিনা ন ...তি ॥ ২৩ ॥
কুর্ব্বন্ স্বপ্নমনোরথাদিনা রচয়ন্ ॥ ২৪ ॥
যদা দেহকো নাস্তি তদা অকারণত্বাদসতোঽজ্ঞানাদ্দেহাকারা চিদুদেতি ন তত্ত্বত চিন্ত্যতাং বিচার্য্যতামভিজ্ঞৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
মৌনময়মনির্ব্বাচ্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৬-২৭ ॥
স্বরূপস্য প্রকর্ষেণ বিজৃম্ভণং বৃংহণম্ ॥ ২৮ ॥

ইদং জগদ্ভানমভানমেব চিদ্ব্যোম শূন্যং পরমার্থ এব।
যথার্থসন্দর্শনবুদ্ধবুদ্ধেরবুদ্ধবুদ্ধেস্তু যথা তথাঽস্তু ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চিদাকাশৈকতাপ্রতিপাদনং নাম চতুরধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৪ ॥

যথার্থসন্দর্শনেন প্রবুদ্ধদৃষ্ট্যা ইদং জগদ্ভাবেন ভানমপ্যভানমেব চিদ্ব্যোমৈব পরমার্থঃ। অবুদ্ধবুদ্ধেমূর্খস্য তু যথা তথাঽস্তু, কিং তদ্বিচারেণেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুরধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

এবং যথৈতদ্ভগবন্ ! স্বপ্নে দৃশ্যং পরং নভঃ।
তথৈব জাগ্রতীত্যত্র ন চেৎ সন্দেহজালিকা ॥ ১ ॥
ইদং মে ভগবন্ ! ব্রূহি মহাপ্রশ্নমনুত্তমম্।
কথং ভবত্যদেহাচ্চিজ্জাগ্রৎস্বপ্নে সদেহবৎ ? ॥ ২ ॥

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

দৃশ্যং জাগ্রত্যথ স্বপ্নে খাধারং খাত্মকং খজম্।
খঞ্চ নান্যৎ পরং জাতু সন্দেহোঽস্ত্যুপপত্তিতঃ ॥ ৩ ॥
সমস্তকারণাকার-প্রত্যস্তময়রূপিণি।
সর্গাদাবেব ভূতানি সম্ভবন্তি ন কানিচিৎ ॥ ৪ ॥

বিবর্ত্ত্যাত্ররূপেয়ং স্বপ্নতুল্যা জগৎস্থিতিঃ।
নোদ্ভূতা ন স্থিতা নাস্তা চিন্মাত্রমিতি বর্ণ্যতে ॥

এবং জগতঃ স্বপ্নবদ্বিবর্ত্তমাত্রত্বং যথোক্তমভ্যুপগম্য কূটস্থাদ্বয়চিন্মাত্রে বিবর্ত্তো-
্যসম্ভাবিত এব, হেত্বভাবাদিতি রামঃ পৃচ্ছতি—এবমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১-২ ॥

হেত্বভাবাদ্ধি ত্বয়া বিবর্ত্তস্যানুৎপত্তিরনুৎপন্নস্য ন স্থিতিঃ স্যাদিতি শূন্যতৈব
দিত্যাপাদনীয়ং তচ্চেষ্টমেব তস্যেতি নিরুপপত্তিকস্তে প্রশ্নহেতুঃ সন্দেহ ইতি
বানুত্তরমাহ—দৃশ্যমিত্যাদিনা। যতঃ খজং হেতুশূন্যাদুৎপন্নমতঃ শূন্যাধারং
াত্মকমেব স্যাদিত্যাপাদনীয়ম্। খং শূন্যং চ পরং ব্রহ্মৈব নান্যৎ। অত
ৎপত্ত্যাদিশূন্যে ব্রহ্মাদ্বৈতাবিরোধিনি বিবর্ত্তে অনুপপত্তিসন্দেহো নোপপন্নত
ত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অনুৎপত্তিমেবোপপাদয়তি—সমস্তেত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

পৃথ্ব্যাদিনিয়তস্তেন দেহোঽয়ং নাস্তি কিঞ্চন।
ভূতান্যেব কিলৈতানি দেহস্তানি ন সন্ত্যলম্ ॥ ৫ ॥
তেন স্বপ্নবদাভাসমিদং পশ্যতি চিন্নভঃ।
স্বরূপমাত্রকচনমাকারবদিবাকুলম্ ॥ ৬ ॥
ভানমাভানমাত্রত্বমিদং যত্তচ্চিদাত্মনা।
নভসা স্বপ্নশব্দেন কথ্যতে জগদাকৃতিঃ ॥ ৭ ॥
যদেতদ্বেদনং নাম চিদ্ব্যোম্নো ব্যোম নির্ম্মলম্।
এতদন্তশ্চিতো রূপং স্বপ্নো জগদিতি স্থিতম্ ॥ ৮ ॥
এতস্মিন্নেব তেনাথ স্বভাবকচনে ততে।
চিদ্রূপেণ কৃতাঃ সংজ্ঞাঃ পৃথক্ পৃথ্ব্যাদিকা ইমাঃ ॥ ৯ ॥
চিদ্ভানমেব তৎ স্বপ্ন-জগচ্ছব্দৈঃ প্রকথ্যতে।
ভানঞ্চাস্যাঃ স্বভাবঃ খং তৎ কদাচিন্ন শাম্যতি ॥ ১০ ॥
বহ্ব্যঃ সর্গদৃশো ভিন্নাঃ ব্রহ্মৈব ব্রহ্মণে চ তাঃ।
শূন্যতানভসী বাতস্তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ ॥ ১১ ॥

'কথং ভবত্যদেহা চিজ্জাগ্রৎস্বপ্নে সদেহবৎ' ইতি প্রশ্নোঽপ্যনুপপন্নঃ, পৃথ্ব্যাদ্যভাবে চতুর্বিধভূতগ্রামরূপদেহানামপ্যসত্ত্বাদিত্যাহ—পৃথ্ব্যাদীতি। অতো বিবর্ত্তপক্ষে নির্দ্দোষ ইত্যাহ—তেনেতি। আকুলং মায়াগুণবিক্ষুব্ধম্ ॥ ৫-৬ ॥

যত্তদাভানমাত্রত্বং তদেব স্বপ্নভানং সৈব জগদাকৃতির্নভসা চিদাকাশরূপেণৈব স্বপ্নবিবর্ত্তজগদাদিশব্দেন কথ্যতে ॥ ৭ ॥

তথাচ বেদনান্তর্ভাসমানং জগদ্রূপং সোঽস্ম্যো স্বপ্ন ইতি স্থোল্যে জগদিতি বেদনমেব তথা স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

এবংরূপপ্রপঞ্চস্য বেদনমাত্রত্বে নামপ্রপঞ্চোঽপি বেদনস্যৈব নামভেদ ইতি পর্য্যবস্যতীত্যাহ—এতস্মিন্নেবেতি। তেন রূপভেদকল্পকেন চিদ্রূপেণ চিদাত্মনা। অথ অনন্তরম্ ॥ ৯ ॥

অত এব স্বপ্নাদিশান্তাবপি তত্ত্বং ভানং কদাঽপি ন শাম্যতীত্যাহ—চিদ্ভানমেবেতি। স্বভাবত্বম্ ॥ ১০ ॥

তৎসত্তাবাদেব তত্র বহবো বিবর্ত্তাঃ প্রবৃত্তা ইত্যাহ—বহ্ব্য ইতি ॥ ১১ ॥

রাম উবাচ।

সর্গাণাং কোটয়ঃ প্রোক্তা ভগবন্! ভবতা কিল।
কাশ্চিৎ ব্রহ্মাণ্ডকোশস্থাঃ কাশ্চিদণ্ডবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১২ ॥
কাশ্চিন্মহীকোশগতাঃ কাশ্চিদাকাশসংস্থিতাঃ।
তেজঃকোশগতাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পবনকোশগাঃ ॥ ১৩ ॥
কাশ্চিদ্ব্যোমস্থভূপীঠা ঊর্দ্ধাধস্থবিনিশ্চয়াঃ।
বুধ্নাকাশাদূর্দ্ধখুরা লম্বমানবনাচলাঃ ॥ ১৪ ॥
কাশ্চিদ্বাতাত্মভূতৌঘাঃ কাশ্চিন্নিত্যং তমোধরাঃ।
ব্যোমসংস্থানকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ ক্রিমিকুলাকুলাঃ ॥ ১৫ ॥
কাশ্চিদাকাশকোশস্থাঃ কাশ্চিচ্চোপলকোশগাঃ।
কাশ্চিৎ সকুণ্ডকোশস্থাঃ কাশ্চিৎ খে খগবৎ স্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
তাসাং মধ্যে যথা হীদং ব্রহ্মাণ্ডং যাদৃশং স্থিতম্।
অস্মাকং ভগবংস্তন্মে ব্রূহি তত্ত্ববিদাং বর! ॥ ১৭ ॥

কৌতুকাদেতদ্ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপং শ্রোতুকামো রামঃ প্রশ্নপীঠিকাং রচয়তি—সর্গাণামিত্যাদিনা। প্রোক্তাঃ লীলোপাখ্যান-ভুশুণ্ডাখ্যানাদৌ তা উক্তা এবানুবদতি—কাশ্চিদিত্যাদিনা। এতে শ্লোকাঃ প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২-১৩ ॥

ব্যোমস্থগোলকাকারভূপীঠাঃ ঊর্দ্ধাধস্থানাং পিপীলিকাবদ্ভূগোলসংলগ্নানাং দেবাসুরাদীনাং বয়মেবোর্দ্ধং বয় মবোর্দ্ধমিতি বিবিধা নিশ্চয়া যত্র। তদেব স্পষ্টমাহ—বুধ্নাকাশাদিতি। যতঃ সর্ব্বেষাং দৃশা ভূমেরধোদেশে প্রজাঃ বুধ্নাকাশাদ্ভূমিমূলাকাশাদূর্দ্ধখুরা উর্দ্ধপাদাঃ অধঃশীর্ষাঃ। এব মূলাধঃশাখশিখর-লম্বমানানীব বনান্যচলাশ্চ যেষু ॥ ১৪ ॥

বাতাত্মানো বায়ুশরীরা ভূতৌঘাঃ প্রাণিসমূহা যাসু [illegible]মে [illegible]রাঃ সান্ধকারাঃ। ব্যোমেব প্রাণিদেহসংস্থানং যাসু ॥ [illegible]৫ ॥

সকুণ্ডাঃ সভাণ্ডা যে গৃহমণ্ডপাদিকোশাস্তৎস্থাঃ; যথা মণ্ডপোপা[illegible] [illegible]র্শিতাঃ ॥ ১৬ ॥

ইদমস্মাকমাশ্রয়ভূতমিব ব্রহ্মাণ্ডং যাদৃশং স্থিতং তন্মে ব্রূহীতি প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদপূর্ব্বমদৃষ্টং বা নানুভূতং ন বা শ্রুতম্।
তদ্বর্ণ্যতে সুদৃষ্টান্তৈর্গৃহ্যতে চ তদূহ্যতে ॥ ১৮ ॥
ইদন্তু রাম! ব্রহ্মাণ্ডমাগমৈর্ম্মুনিভিঃ সুরৈঃ।
শতশো বর্ণিতং তচ্চ জ্ঞাতমেতত্ত্বয়াঽখিলম্ ॥ ১৯ ॥
যথেদং ভবতা জ্ঞাতমাগমৈর্ব্বর্ণিতং যথা।
স্থিতং তদেতদখিলং কিমন্যদিহ বর্ণ্যতে? ॥ ২০ ॥

রাম উবাচ।

কথমেতদ্বদ ব্রহ্মন্! সম্পন্নং চিন্মহানভঃ।
কিয়ৎ প্রমাণমেতদ্বা কিয়ৎকালঞ্চ বা স্থিতম্? ॥ ২১ ॥

নায়ং তত্ত্ববিষয়স্তত্ত্বজ্ঞানোপযোগী বা প্রশ্নো নাপি প্রয়োজনবান্ প্রকৃতোপযুক্তোঽপূর্ব্বো বা নাপি নিয়তার্থঃ, মুনিভির্জ্যোতিষসিদ্ধান্তভেদেষু ভূমিভুবনাদিস্থিতেরন্যথাঽন্যথাবর্ণনাৎ; তচ্চোপদর্শিতমেব পুরস্তাদতো মায়াময়ে স্বপ্নোপমেঽস্মিন্নেকতরপক্ষপাতেন সিদ্ধান্তকথনে কিঞ্চিৎপ্রয়োজনং প্রমাণং বাঽস্তীতি মন্যমানো বশিষ্ঠঃ শাস্ত্রান্তরস্য বিষয়োঽয়ং ততস্ত্বয়া জ্ঞাত এবেতি ন প্রশ্নার্হ ইত্যেবোক্ত্যা সমাধত্তে—যদিতি। অপূর্ব্বং মানান্তরাবিষয়ঃ। তস্যৈব প্রপঞ্চো ন দৃষ্টং নানুভূতং ন বা শ্রুতমিতি প্রত্যক্ষানুমানাগমার্থত্বপরম্। তদেব গুরুণা সুদৃষ্টান্তৈর্বর্ণ্যতে শিষ্যেণ চ শ্রবণেন গৃহ্যতে মননেনোহ্যতে নেতরদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শতশঃ অনেকধা অনেকপ্রকারেণ চ ॥ ১৯ ॥

যথা জ্ঞাতপ্রকারস্তৈব ত্বাং প্রতি বর্ণনং নাপূর্ব্বমিতি ন যুক্তমিত্যাহ—যথেতি ॥ ২০ ॥

তর্হি ব্রহ্ম কথং ব্রহ্মাণ্ডাকারং সম্পন্নম্? কিয়ৎকালং বা এবং স্থাস্যতি? তদ্বদেতি রামঃ পৃচ্ছতি—কথমিতি ॥ ২১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম নিত্যমস্ত্যেতদব্যয়ম্।
আদিমধ্যান্ততা নাস্তি নাকারাঃ পরমাম্বরে ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মাকাশমনাদ্যন্তমেতদব্যয়মাততম্।
এতন্ময়মিদং বিশ্বং বিম্বগাদ্যন্তবর্জ্জিতম্ ॥ ২৩ ॥

পরমস্যাস্য চিদ্ব্যোম্নঃ স্বয়ং যদ্ভানমাত্মনি।
তদেতদ্বিশ্বমিত্যুক্তং স্বয়ং তেনৈব তন্মৃষা ॥ ২৪ ॥

পুরুষস্য যথা স্বপ্ন-পুরসন্দর্শনং তথা।
তত্তস্য ভানং পুরবৎ তদিদং বিশ্বমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

কঠিনা নেহ গিরয়ো ন দ্রবাণি জলানি চ।
ন শূন্যমেতদাকাশং কালো ন কলনাত্মকঃ ॥ ২৬ ॥

যদ্যথা অব্যয়ং যত্র স্বতঃ সঙ্কেতিতং চিতা।
তত্তথা তত্র চিত্তত্বে অলং শৈলাদিবৎ স্থিতম্ ॥ ২৭ ॥

অশিলৈব শিলা স্বপ্নে নভ এবানভো যথা।
ভবেত্তথেহ সর্গাদি স্বপ্নে দৃশ্যস্থিতিশ্চিতৌ ॥ ২৮ ॥

অনাকারৈব চিচ্ছান্তা স্বপ্নবদ্যৎ স্বচেতনম্।
বেত্তি তজ্জগদিত্যুক্তং তচ্চানাকারমেব সৎ ॥ ২৯ ॥

বায়োঃ স্পন্দো যথাঽন্তস্থো বাত এব নিরন্তরঃ।
তথেদং ব্রহ্মণি ব্রহ্ম ন চোদেতি ন শাম্যতি ॥ ৩০ ॥

ন ব্রহ্ম কদাঽপি সাকারং সম্পন্নং, নাপি তস্য কালিকপরিচ্ছেদোঽস্তি, কিন্তু যাবদপ্রবোধং সুপ্ত ইব স্বাত্মানমেব জগদাকারমিব পশ্যতীত্যাশয়েনোত্তরমাহ—অনাদীত্যাদিনা ॥ ২২-২৩ ॥

তেন স্বয়মেব বিশ্বমিতি উক্তং তচ্চ মৃষা ॥ ২৪-২৫ ॥

চিদেকস্বভাবে ব্রহ্মণি তদ্বিরুদ্ধা গিরিকাঠিন্যাদিস্বভাবাঃ কথং সত্যাঃ স্যুরিত্যাহ—কঠিনা ইতি ॥ ২৬ ॥

তথাচ চিদেব ভ্রান্তিচেতনেন তথাতথা স্থিতেব, ন বস্তুত ইত্যাহ—যদিতি ॥ ২৭ ॥

এবকারো ভিন্নক্রমঃ। অনভ এব যথা নভ ইতি ॥ ২৮ ॥

দ্রবত্বমম্ভসি যথা শূন্যত্বং নভসো যথা।
যথা বস্তুনি বস্তুত্বং ব্রহ্মণীদং জগত্তথা॥ ৩১॥

ন প্রয়াতং ন বাঽঽযাতমকারণমকারণাৎ।
ন চ নাস্তি ন বাঽস্তীদং ভিন্নং ব্রহ্মপদে জগৎ॥ ৩২॥

ন চানাদি নিরাভাসং নিরাকারং চিদম্বরম্।
দৃশঃ কারণমন্যস্যাঃ কচিদ্ভবিতুমর্হতি॥ ৩৩॥

তস্মাদ্‌যথাঽবয়বিনোঽবয়বাঃ স্বাত্মমাত্রকাঃ।
তথাঽনবয়বে ব্রহ্ম ব্যোম্নি ব্যোম জগৎ স্থিতম্॥ ৩৪॥

সর্ব্বং শান্তং নিরালম্বং জ্ঞপ্তিমাত্রমনাময়ম্।
নেহ সত্তা ন বাঽসত্তা ন চ নানাঽস্তি কিঞ্চন॥ ৩৫॥

সঙ্কল্পস্বপ্ননগর বৃত্তবৎ সর্ব্বমাততম্।
স্থিতমেব সমং শান্তমাকাশমজমব্যয়ম্॥ ৩৬॥

পরমচিদম্বরহৃদয়ং চিত্ত্বাদ্‌যৎ কচতি কান্তমমলমলম্।
তদিদং জগদিতি কলিতং তেনৈব তদাত্মরূপমাকল্পম্॥ ৩৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
সর্গকারণনিরাসো নাম পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ॥ ২০৫॥

উক্তং শতশো ময়েত্যর্থঃ॥ ২৯-৩১॥

প্রয়াতং প্রলয়েন তিরোভূতম্। আয়াতমাবির্ভূতম্॥ ৩২॥

ব্রহ্ম তু কারণত্বাদিযোগ্যং ন ভবত্যেবেত্যাহ—ন চেতি। অন্যস্যাঃ সর্গদৃশঃ॥ ৩৩॥

স্বাত্মমাত্রকাঃ পৃথগসত্তঃ॥ ৩৪॥

সর্ব্বাপলাপে 'নেহ নানা' ইতি শ্রুতিঃ প্রমাণমিতি ভাবঃ॥ ৩৫॥

তথাবিধস্যাপি প্রতিভাসে দৃষ্টান্তমাহ—সঙ্কল্পেতি॥ ৩৬॥

অমলং স্বচ্ছং কান্তং স্ফুরদ্রূপং পরমস্য চিদম্বরস্য হৃদয়ং সারভূতং স্বরূপমেব চিৎস্বভাবাত্তদাকারং ভ্রান্ত্যা অলং সমর্থং কচতি, তদেব স্বকল্পিতমাত্মরূপমাকল্পমাপ্রলয়ং, তেনৈব জগদিতি কলিতং বুদ্ধং নান্যদিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ॥ ২০৫॥

ষড়ধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

যদকারণকং ভাতি ভানং তন্নৈব কিঞ্চন।
তত্তথা পরমার্থেন পরমার্থেঽস্থিতোঽহনঘ! ॥ ১ ॥
অত্রৈবং কেনচিৎ পৃষ্টোঽহয়মহং ত্বং মহামতে!।
সম্যগ্বোধস্য পুষ্ট্যর্থং মহাপ্রশ্নং পরং শৃণু ॥ ২ ॥
অস্ত্যব্ধিভ্যামুভয়তো ব্যাপ্তং খ্যাতং জগত্ত্রয়ে।
কুশদ্বীপমিতি দ্বীপং ভূমৌ বলয়বৎ স্থিতম্ ॥ ৩ ॥
তত্রাস্তীলাবতী নাম হৈমী পূর্ব্বোত্তরে পুরী।
দীপ্তিজ্বালাময়স্তম্ভ-প্রোতাবনিনভস্তলা ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বে তস্যামভূদ্রাজা প্রজ্ঞপ্তিরিতি বিশ্রুতঃ।
অনুরক্তজগদ্ভূতঃ শক্রঃ স্বর্গ ইবাপরঃ ॥ ৫ ॥
কেনচিৎ কারণেনাহং কদাচিৎ তস্য ভূপতেঃ।
প্রাপ্তঃ সমীপং নভসঃ প্রলয়ার্ক ইব চ্যুতঃ ॥ ৬ ॥
পুষ্পার্ঘ্যাচমনীয়ৈর্মাং পূজয়িত্বোপবিশ্য সঃ।
মধ্যে কথায়াং কস্যাঞ্চিদপৃচ্ছৎ প্রণয়াদিদম্ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মৈব সজ্জগন্নাস্তীত্যেতন্নির্ণয়হেতবঃ।
কুশদ্বীপেশ্বরপ্রোক্তাঃ প্রশ্না ইহ নিরূপিতাঃ ॥

পরমার্থো ব্রহ্মৈব পরমার্থেন স্থিতঃ। অকারণকং যজ্জগদ্ভানং ভাতি, কিঞ্চনাপি নৈবাস্তি ইতি পূর্ব্বগ্রন্থফলিতার্থ উত্তরগ্রন্থাবতারায়োপন্যস্তঃ ॥ ১ ॥
অত্রাস্মিন্নর্থে সম্যগ্‌বোধস্য পুষ্ট্যর্থমিমং বক্ষ্যমাণং মহাপ্রশ্নং পরমন্যং শৃণু ॥ ২ ॥
অব্ধিভ্যাং সুরোদধিতোদাভ্যামুভয়তো বলয়বদ্ব্যাপ্তম্ ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বোত্তরয়োরন্তরালে দিগ্‌ভাগে। 'দিঙ্নামান্যন্তরালে' ইতি বহুব্রীহিঃ। স্বলক্ষণজ্বালাবলিস্তম্ভৈঃ প্রোতে অবনিনভস্তলে যত্র ॥ ৪ ॥
তস্যাং পুরি পূর্ব্বে ভাগে ॥ ৫ ॥
জ্যোতিশ্চক্রাচ্চ্যুতঃ প্রলয়কালেঽর্ক ইব ॥ ৬ ৭ ॥

ভগবন্ ! সর্ব্বসংহারে জাতে শূন্যততে স্থিতে।
অবাচ্যে পরমে ব্যোম্নি সর্ব্বকারণসংক্ষয়ে ॥ ৮ ॥
সর্গারম্ভস্য ভূয়ঃ স্যাদ্বদ কিং মূলকারণম্।
কানি বা সহকারীণি কারণানি কুতঃ কথম্ ? ॥ ৯ ॥
কিং জগৎ কিঞ্চ সর্গাদি কাশ্চিন্নিত্যং তমোধরাঃ।
ব্যোমসংস্থার্ণবাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ কৃমিকুলাকুলাঃ ? ॥ ১০ ॥
কাশ্চিদাকাশকোশস্থাঃ কাশ্চিচ্চোপলকোশগাঃ।
কিঞ্চ বা ভূতভূতাদি কুতো বুদ্ধ্যাদয়ঃ কথম্ ? ॥ ১১ ॥
কঃ কর্ত্তা কোঽথবা দ্রষ্টা কাঽধারাধেয়তা কথম্ ?।
ন কদাচিন্মহানাশো জগতামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥
সমস্তবেদশাস্ত্রার্থাবিরোধায় সমর্থিতঃ।
যথা সংবেদনং নাম তথা নামানুভূতয়ঃ ॥ ১৩ ॥

শূন্যতয়া ততে বিস্তীর্ণে নাম প্রবৃত্তিনিমিত্তজাত্যাদিরূপচতুষ্টয়াভাবাদবাচ্যে সর্ব্বকারণানাং বীজাদীনাং পৃথ্ব্যাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ে জাতে সতি ॥ ৮ ॥

মূলকারণমুপাদানম্। সহকারীণি নিমিত্তকারণানি। তানি যদি সন্তি তর্হি কুত উপাদানাদেঃ কথং কেনোপায়েন জাতানি ? ॥ ৯ ॥

উৎপন্নং জগচ্চ তত্ত্বতঃ কিম্ ? তস্য সর্গাদিপ্রলয়ান্তা বিকারাশ্চ কিম্ তত্রাপি কাশ্চিদ্ভূময়ো নিত্যং তমোধরাঃ। কাশ্চিদ্ব্রহ্মলোকাদয়ো ব্যোমসংস্থার্ণবাঃ। 'অরশ্চ ণ্যশ্চার্ণবৌ' ইতি শ্রুতেঃ। কাশ্চিন্নরকাদিভূময়ঃ কৃমিকুলৈরাকুলা ইত্যাদিবৈচিত্র্যঞ্চ চ কিম্ ? ॥ ১০ ॥

আকাশকোশস্থা অন্তরীক্ষাদিলোকাঃ। উপলকোশগাঃ শিলোদরগতা দৈত্যদানবাদিনগর্য্যঃ। ভূতানি পৃথিব্যাদীনি তদ্গতচতুর্বিধভূতগ্রামাদি চ তত্ত্বতঃ কিম্ ? তেষামাধ্যাত্মিকা বুদ্ধ্যাদয়শ্চ কিং কথং বা ? ॥ ১১ ॥

এতেষাং সর্ব্বেষাং কর্ত্তা নির্ম্মাতা কঃ ? অথ কো বা দ্রষ্টা ? যদি কর্ম্মব্রহ্মোভয়কাণ্ডাত্মকসমস্তবেদশাস্ত্রার্থাবিরোধায় জগতাং কদাচিদপি মহানাশ প্রলয়ো নাস্তি, কিন্তু তত্তৎপ্রাণিকর্ম্মানুসারেণ সদৈব ব্যবহারাঃ প্রবর্ত্তন্তে, কদাচিদনীদৃশং জগদিতি নিশ্চয়ঃ সমর্থিতস্তর্হি যথা সংবেদনং তথৈবানুভূতয় ইতি প্রসিদ্ধেঃ সংবেদনং দেহাদিহেতুমিত্যুচ্যেত ? উতান্যৎ ? তত্রাদ্যে পক্ষে তৎসংবেদন

যতস্ততো বেদনং স্যাৎ কিমনাশমসন্ময়ম্ ?।
অন্যচ্চ জম্বুদ্বীপাদৌ দেশেঽস্য মুনিনায়ক !॥ ১৪ ॥

মৃতানামগ্নিদগ্ধানামিহ বা দেহনাশিনাম্।
নরকস্বর্গভোগায় বিদেহে দেহকারণম্ ?॥ ১৫ ॥

কিং তৎ স্যাৎ সহকারীণি কারণান্যথ কানি বা ?।
ধর্ম্মাধর্ম্মাবমূর্ত্তৌ দ্বৌ তস্যামূর্ত্তস্য মূর্ত্ততা ॥ ১৬ ॥

নির্দ্রব্যং কুরুতে দ্রব্যৈর্যুক্তিরিত্যসমঞ্জসা।
মাতাপিত্রাদ্যভাবো হি বীজং কিং তত্র কারণম্ ?॥ ১৭ ॥

অন্যে বা হেতবঃ কে স্যুঃ কথং দ্রব্যাদিসম্ভবঃ ?।
পরলোকোঽস্য নাস্তীতি যথা সংবেদনং স্থিতেঃ।
সমস্তলোকবেদাদি-বিরোধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১৮ ॥

অনিচ্ছিতেহিতৈর্দূর-দেশান্তরগতৈঃ ফলম্।
প্রজা প্রাপ্নোত্যসম্বন্ধৈরমূর্ত্তৈরত্র কঃ ক্রমঃ ?॥ ১৯ ॥

কিমনাশং শাশ্বতম্ ? কিংবা অসন্ময়ং নশ্বরমিতি ? যদ্যনাশং তর্হি কূটস্থমেবেতি ন দেহাদিবিকারং স্যাৎ। যদি নশ্বরং তর্হি তদুৎপত্তৌ কারণং বাচ্যম্, তচ্চ দুর্ব্বচম্, বিনা সংবেদনং তস্যাসিদ্ধেরিতি বিরোধাদিত্যুত্তরশ্লোকাভ্যাং সহান্বয়ঃ ॥ ১২-১৩ ॥

দ্বিতীয়েঽপি শঙ্কতে—অন্যচ্চেত্যাদিনা ॥ ১৪ ॥

ইহ কুশদ্বীপাদৌ বা দেহনাশবতাম্। বিদেহে দেহোৎপাদকমাতাপিত্রাদিশূন্য-প্রদেশে দেহং প্রতি উপাদানকারণং সহকারীণি নিমিত্তকারণানি বা কানি ? ॥১৫॥

নন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মাবেব দেহাদ্যাকারেণ পরিণংস্যেতে, তত্রাহ—ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি। তস্য অমূর্ত্তস্য দ্বয়স্য মূর্ত্ততা অসমঞ্জসেত্যপকৃষ্য সম্বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ নির্দ্রব্যং অদ্রব্যং দ্রব্যভিন্নং তদুদ্ভবং দ্রব্যৈঃ পার্থিবাদিভাগৈর্দেহাদি-নির্ম্মাণং কুরুতে ইতি যুক্তিরপ্যসমঞ্জসা। নির্বীজত্বাদপ্যসমঞ্জসমিত্যাহ—মাতাপিত্রাদীতি ॥ ১৭ ॥

তর্হ্যস্তু নাস্তিকপক্ষস্তত্রাহ—পরলোক ইতি। অস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকর্ত্তুঃ পরলোকো নাস্তীতি চ অসমঞ্জসম্। অস্যৈব জন্মনঃ পূর্ব্বজন্মাপেক্ষয়া পরলোকত্বাৎ। অস্য চ যথাসংবেদনং স্থিতেঃ ॥ ১৮ ॥

সমস্তলোকবেদাদিবিরোধপ্রসঙ্গাচ্চ নাস্তিকপক্ষো ন গ্রাহ্য ইত্যাহ—

স্তম্ভো বরেণ সৌবর্ণো বিনা হেমগমাগমৈঃ।
ক্ষণাৎ সম্পদ্যতে তত্র সম্পত্তিঃ কথমুচ্যতাম্ ? ॥ ২০ ॥
বিধীনাং প্রতিষেধানাং নির্নিমিত্তং বিবল্গতাম্।
রূঢ়ানামপ্যরূঢ়ানাং কিং প্রয়োজনমুচ্যতাম্ ? ॥ ২১ ॥
অসদাসীজ্জগৎ পূর্ব্বং সৎ সম্পন্নমনন্তরম্।
ইতি শ্রুতেঃ কথং ব্রহ্মন্ ! কথ্যতাং সঙ্গতার্থতা ? ॥ ২২ ॥
অয়ং ভবেৎ কথং ব্রহ্মা ? ভবেচ্চেৎ তন্মহামুনে !।
এবংপ্রভাবান্নভসঃ কিং সর্ব্বস্মান্ন জায়তে ? ॥ ২৩ ॥
ওষধীনামথার্থানাং সর্ব্বেষাং বা স্থিতিং গতাঃ ?।
কথং স্বভাবাঃ কথয় যথাবোধং মুনীশ্বর ! ॥ ২৪ ॥

সমস্তেতি। কিঞ্চেয়ং প্রজা স্বেচ্ছাচেষ্টাস্ববিষয়ৈরপি দেশান্তরগতৈরত এবাসম্বন্ধৈরমূর্ত্তৈরপি রাজাজ্ঞাদিভির্বধবন্ধদণ্ডাদিফলং প্রাপ্নোতি, তত্র চ কঃ ক্রমঃ কা উপপত্তিঃ ? ॥ ১৯-২০ ॥

কিঞ্চ শিলাদিময়ঃ স্তম্ভো দেবমুন্যাদিবরেণ হেম্নঃ অর্জ্জনার্থং গমনাগমনৈর্বিনাঽপি যত্র সৌবর্ণঃ স্তম্ভঃ ক্ষণাৎ সম্পদ্যতে, তত্রাপি সা সম্পত্তিঃ কথং কয়া উপপত্ত্যা ?। নির্নিমিত্তং অচেতনত্বাৎ প্রয়োজনসিদ্ধিরূপং নিমিত্তং বিনৈব প্রবল্গতাং প্রবর্ত্তমানানাং বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাণাং লোকে প্রচারেণ নিরূঢ়ানাং কৈরপ্যননুষ্ঠানাদরূঢ়ানামপি কিং প্রয়োজনম্ ? ॥ ২১ ॥

তথা 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীত্ততো বৈ সদজায়ত' 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ' 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' 'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ কথং পরস্পরং সঙ্গতার্থতা ? ॥ ২২ ॥

কিঞ্চ সর্গাদৌ শূন্যান্নভসঃ সকাশাদয়ং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ কথং ভবেৎ ? যদি নভস এবংপ্রভাবতা অঙ্গীক্রিয়েত তর্হ্যেবংপ্রভাবাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বপ্রদেশভিন্নাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মা কুতোঽন্যো ন জায়তে ? ॥ ২৩ ॥

ওষধীনাং স্বস্বপূর্ব্ববীজাদিজননস্বভাবাঃ, অথান্যেষাং বহ্ন্যাদীনামৌষ্ণ্যাদিস্বভাবাশ্চ কথং তৎ কথয় ? ॥ ২৪ ॥

একস্য জীবিতং পুংসঃ সুহৃদা মরণং দ্বিষা ।
মৃত্বাঽর্থিতং প্রয়াগাদৌ ক্ষেত্রে তৎ কথমুচ্যতাম্ ? ॥ ২৫ ॥
খে স্যামক্ষয়পূর্ণেন্দুরিতি ধ্যায়িচিতৈঃ ফলৈঃ ।
তুল্যকালমনুপ্রাপ্তৈঃ সহস্রেন্দু ন কিং নভঃ ? ॥ ২৬ ॥
অন্যচ্চ ধ্যায়িনাং লক্ষৈর্ধ্যাতৈকা স্ত্রী যথাক্রমম্ ।
জায়াত্বেন সমং কালং লব্ধং ধ্যানফলঞ্চ তৈঃ ॥ ২৭ ॥
সাধ্ব্যসাধ্বী গৃহে ভর্তুঃ সংস্থিতা তপসা পরা ।
তেষাঞ্চ জায়া সম্পন্না কথমেতন্মহামুনে ! ॥ ২৮ ॥
গৃহানির্গচ্ছমা-কল্পং নৃপঃ সন্ দ্বীপসপ্তকে ।
বরত্বং বরশাপাভ্যামিতি অন্তঃ ক্ব তিষ্ঠতি ? ॥ ২৯ ॥
দানধর্ম্মাদিতপসামৌর্দ্ধদেহিককর্ম্মণাম্ ।
ইহস্থানামমূর্ত্তানাং মূর্ত্তং প্রীত্যাঽস্তি সৎফলম্ ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চৈকস্যৈব পুংসঃ সুহৃদা দ্বিষা চ যুগপজ্জীবিতং মরণঞ্চ প্রয়াগাদৌ প্রদে ক্ষেত্রে মৃত্বা যদা অর্থিতমর্থয়িত্বা মৃতম্। মরণকালে তদুত্তরকালঞ্চ বাসনানুবৃত্তেমুর্খং ব্যাদায় স্বপিতীতিবদৌত্তরকালিকাংশাপেক্ষয়া কথঞ্চিন্মরণস্য ভাবং প্রকল্প্য ক্ত্বাপ্রয়োগঃ। তৎ কথং সম্পদ্যতে ? ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ অহং খে নভসি পূর্ণেন্দুঃ স্যামিতি কামনয়া চন্দ্রভাবপ্রাপকোপাসনানুসারেণ ধ্যায়িভির্বহুভিরুপাসকৈশ্চিতৈরবশ্যভাবিত্বেন সঞ্চিতৈস্তুল্যকালমনুপ্রাপ্তৈশ্চন্দ্রভাবকফলৈর্নভো যুগপৎ সহস্রেন্দু অনেকচন্দ্রসহিতং কিং ন তে ? ॥ ২৬-২৭ ॥

তেষাং সর্ব্বেষাং চ জায়া কথং সম্পন্না ? সা চ তেষাং ভিন্নদেশে গৃহে একা কথং ? সা চ স্বতপসা পরা ব্রহ্মচারিণী তেষাং প্রত্যেকং তপসা সাধ্বী ভাগ্যত্বাদসাধ্বী চ কথং সম্পন্না ? ॥ ২৮ ॥

অহং গৃহাদনির্গচ্ছং নির্গমনং বিনৈব আকল্পং দ্বীপসপ্তকে নৃপঃ সন্ গৃহে স্যামিতি চ বিরুদ্ধং, যত্র বরাচ্ছাপাদ্বা সম্পাদিতং তত্র গৃহান্তর্ভোগ্যং বরস্য বরত্বং তিষ্ঠতি ? কথমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কিঞ্চ দানধর্ম্মাদিতপসামৌর্দ্ধদেহিকশ্রাদ্ধাদিকর্ম্মণাঞ্চাদৃষ্টং ক্রিয়োৎপত্তিপ্রদেশে পদ্যতে তর্হি ইহস্থানাং পরলোকে তচ্ছূন্যদেশে কথং ফলম্ ? কিঞ্চাদৃষ্টং

ব্যবহর্ত্তা ন মূর্ত্তোঽত্র বিদ্যতে লোকয়োর্দ্বয়োঃ।
দেশান্তরে ভৃশং জীবো ভৃশং কালান্তরেঽপি বা ॥ ৩১ ॥
ফলং সম্ভবতীয়ত্ত্বদ্বিনাঽনুভবনং মুনে !।
অসমঞ্জসমেবাতি কথং স্যাৎ সুসমঞ্জসম্ ? ॥ ৩২ ॥
ইত্যাদিসংশয়গণং গিরা শীতাবদাতয়া।
ছিন্ধি মেঽভ্যুদিতং ভাসা সান্ধ্যমান্ধ্যমিবোড়ুপঃ ॥ ৩৩ ॥
পরমবস্তুনি সংশয়নাশনা-
দ্ভুভয়লোকহিতং ভবতি স্ফুটম্।
তদিহ মে কুরু সাধুসমাগম-
স্তনুফলো ভবতীহ ন কস্যচিৎ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে মহাপ্রশ্নো নাম ষড়ধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৬ ॥

মূর্ত্তদেহাদৌ প্রীতিজননেন সংফলং বাচ্যম্? ন চ তত্রত্যে মূর্ত্তে দে
তৎসম্ভবমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যদি ক্রমা ব্যবহর্ত্তা জীবস্তৎসমবেতং তদদৃষ্টং যত্র তস্য ভোগস্তত্রাস্তীতি, তঃ
যতো দ্বয়োরপি ইহলোকপরলোকয়োর্ব্যবহর্ত্তা জীবো মূর্ত্তো ন বিদ্যতে, ন চাত্রত
দেহাদিমূর্ত্তা দেশান্তরে কালান্তরে চ বিদ্যন্তে, যদাশ্রয়েণাস্য ভৃশং ফ
সম্ভবতীত্যর্থঃ। ইত্যাদ্যসমঞ্জসং সর্ব্বং কথং সমঞ্জসং স্যাৎ। ইত্যাদিসংশয়গণ
শীতাবদাতয়া গিরা উডুপশ্চন্দ্রঃ সন্ধ্যায়াং ভবং সান্ধ্যমান্ধ্যং তম ইব ছিন্ধি ॥ ৩৩
হে ভগবন্! পরমবস্তুনি পরমাত্মনি বিষয়ে উপদেশেন সর্ব্বসংশয়নাশনাদুভয়
লোকহিতং বিরুদ্ধসহস্রফলমপ্যবিরুদ্ধং স্ফুটং ভবতি, অতস্তৎপরমবস্তুবোধনং
কুরু। নমু মহাফলমিদং কথং সহসৈব ময়া কার্য্যম্? তত্রাহ—সাধ্বিতি
ভবৎসদৃশমহৎসমাগমস্তনুফলস্তুচ্ছফলঃ কস্যচিন্মাদৃশস্যাপি ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ষড়ধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৬ ॥

সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্ ! যথা স্পষ্টমেতত্তে কথয়াম্যহম্।
যেন তে সর্ব্বসন্দেহা যাস্যন্ত্যলমমূলতাম্॥ ১ ॥
সর্ব্বে তাবজ্জগদ্ভাবা অসদ্রূপাঃ সদৈব হি।
সদ্রূপাশ্চ সদৈবেমে যথা সংবেদনং স্থিতেঃ॥ ২ ॥
ইদমিত্থমিতি প্রোতা যত্র সংবিত্তদেব তৎ।
ভবত্যবশ্যং তত্ত্বঙ্গ ! সদেবাস্ত্বসদেব বা॥ ৩ ॥
ঈদৃক্স্বভাবা সংবিত্তিস্তয়া দেহো বিভাব্যতে।
এক এব স্বরূপেণ তস্যাস্তে ন ন চ তদ্বিদা॥ ৪ ॥

ক্রমব্যুৎক্রমতঃ প্রশ্নাঃ কেচিদত্র সমাহিতাঃ।
সমাধাস্যত্যথান্যাংশ্চ সর্গৈস্ত্রিভিরুদারধীঃ॥

তত্রৈকবিজ্ঞানেনৈব সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্বসংশয়ানাং মূলোচ্ছেদেন পরিহারাৎ সামান্যতঃ সর্ব্বপ্রশ্নসমাধানং করিষ্যামীতি প্রতিজানীতে—শৃণ্বিতি। স্পষ্টং করতলামলকবৎ স্ফুটমেতদাত্মতত্ত্বং কথয়ামি॥ ১॥

তত্রাদৌ স্বতঃপ্রমাণস্বসংবেদনানুসারিণামর্থতত্ত্বব্যবস্থায়াং কোঽপি কাপি সংশয়োঽনুপপন্ন ইত্যাহ—সর্ব্বে ইতি। যত্র যদস্তীতি প্রত্যয়ো যত্র চ নাস্তীতি তত্রোভয়ত্রাপি সংবিদৈব ভগবত্যা তদুভয়রূপসমর্থনাদিতি ভাবঃ॥ ২॥

যত্র বিষয়ে ইদং বস্তু নীলং পীতং ঘটঃ পটঃ অস্তি নাস্তীতি বা ইত্থমেবেতি অবধারণেন সংবিত্তিঃ প্রোতা ব্যাপ্তা, হে অঙ্গ! তস্য বিষয়স্য তদ্রূপমবশ্যং ভবত্যেব, তত্ত্বু সত্তা অসদেব বাঽস্তু ন তত্রাগ্রহ ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

তৎ কুতঃ? ইতি চেৎ সংবিত্তের্যথাপ্রতিভাসমর্থসাধকস্বভাবাদিত্যাহ—ঈদৃগিতি। তথা চ নরকস্বর্গভোগায় বিদেহে দেহকারণম্ কিং তৎ স্যাদিতি প্রশ্নঃ সমাহিত ইত্যাহ—তয়েতি। তয়া সংবিত্ত্যা দেহ এক এব স্বরূপেণ আত্মভাবেন প্রথমং বিভাব্যতে, তেন দেহেন তস্যাঃ সংবিদো বিনা অভিব্যক্তিশ্চ বিভাব্যতে, দেহস্যাত্মতাসংবিদো দেহধর্ম্মতা চেতি বৈপরীত্যমধ্যস্যত ইতি যাবৎ॥ ৪॥

বিদমেব বিদুর্দেহং স্বপ্নাদাবিতরেতরা।
সংবিৎ কাচিৎ সম্ভবতি ন চান্যাঽস্তি শরীরতা ॥ ৫ ॥
আশ্রিতস্বপ্নসন্দর্শস্তথেদং ভাসতে জগৎ।
সমস্তকারণাভাবাৎ সর্গাদাবন্যতাঽত্র কা ? ॥ ৬ ॥
এবং যদেব বিমলং বেদনং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তদেবেদং জগদ্ভাতি তৎ কেব জগতোঽন্যতা ? ॥ ৭ ॥
এবং পূর্ব্বাপরং শুদ্ধমবিকার্য্যজগৎস্থিতেঃ।
লোকবেদমহাশাস্ত্রৈরনুভূতমুদাহৃতম্ ॥ ৮ ॥
অপলাপ্যৈব যে মূঢ়া অন্ধকূপকমেকবৎ।
সমস্তভূতসংবিত্তৌ রূঢ়পূর্ণং মহাত্মভিঃ ॥ ৯ ॥
বর্ত্তমানানুভবন-মাত্রমোহপ্রমাণকাঃ।
শরীরকারণা সংবিদিতি মোহমুপাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অত এব হি জনাঃ স্বপ্নজাগ্রতোর্দেহং বেত্তীতি বিৎ তথাবিধং চেতয়িতারমেব বিদুরনুভবন্তি। ইতরা সংবিত্তু, ইতরা চেতয়িতুর্ধর্ম্মো ন স্বয়ং চেতয়িত্রীতি বিদুঃ। অতঃ কাচিদ্ভ্রান্তিরূপা সংবিদেব শরীরতা সম্ভবতি, তদন্যা শরীরতা নাস্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

আদ্যপ্রশ্নত্রয়মপ্যনয়ৈব দিশা সমাধেয়ং জগতোঽপি সংবেদনবলাদেব সিদ্ধেরিত্যাশয়েনাহ—আশ্রিতেতি। সর্গাদৌ জগদপি সমস্তকারণাভাবাদবস্থাশ্রয়ণীয়ঃ স্বপ্নং সম্পশ্যতীতি স্বপ্নসন্দর্শঃ স’বিদাত্মৈবেত্থং ভাসতে। অত্র জগতি অন্যতা স্বপ্নবৈধর্ম্ম্যরূপা কা ? ন কাচিদপি। অথবা অস্তি ভাতীতি প্রত্যগাত্মস্বভাবেনৈব জগদনুভবাত্তদন্যতা কা ? ন কাচিদপীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তদেবাহ—এবমিতি ॥ ৭ ॥

এবমবিকার্য্যস্য ব্রহ্মণ এব জগদ্রূপেণ স্থিতের্বিদ্বল্লোকৈর্বেদৈরধ্যাত্মশাস্ত্রৈশ্চ প্রমাণৈরেবমেবাস্মাভিরনুভূতং, তদেবোদাহৃতং নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সমস্তানাং ভূতানাং প্রাণিনাং সংবিত্তৌ রূঢ়ং দৃঢ়ানুভবসিদ্ধং সত্তাত্মনা সর্বত্র পূর্ণঞ্চ মহাত্মভিরুক্তং জগতো নিত্যসংবিন্মাত্রত্বমপলাপ্যৈব যে মূঢ়া আপাতবর্ত্তমাননামরূপমাত্রানুভবনমাত্রপ্রমাণকাঃ সন্তঃ সংবিন্ন নিত্যাঽস্তি, কিন্তু শরীরমেব কারণং যস্যাস্তথাবিধা জড়োপাদানিকা জড়াত্মনো গুণ ইতি মোহমুপাগতাস্তে অজ্ঞা নৈয়ায়িকচার্ব্বাকাদয় উন্মত্তা এবেতি প্রাণান্বয়ঃ ॥ ৯-১০ ॥

উন্মত্তা এব তেঽজ্ঞাস্তে যোগ্যা নাস্মৎকথাসু তে।
অক্ষীবক্ষীবয়োর্মূঢ়বুদ্ধয়োঃ কৈব সঙ্কথা ? ॥ ১১ ॥
যয়া বিপশ্চিৎকথয়া সর্ব্বসংশয়সংক্ষয়ঃ।
ন ভবেৎ ত্রিষু লোকেষু জ্ঞেয়া মূর্খকথৈব সা ॥ ১২ ॥
প্রত্যক্ষমাত্রনিষ্ঠোঽসৌ মূঢ়াস্থ ইতি বক্তি যৎ।
তেন নির্যুক্তিনোক্তেন শিলাসদৃশবৃত্তিনা ॥ ১৩ ॥
প্রোক্তঃ সর্ব্ববিরুদ্ধেন সোঽজ্ঞঃ কূপান্ধদর্দ্দুরঃ।
পূর্ব্বাপরধিয়ং ত্যক্ত্বা বর্ত্তমানে মতিস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
বেদা লোকাদয়শ্চৈতে পৃষ্টাঃ স্বানুভবান্বিতাম্।
বদন্তীমাং দৃশং সর্ব্বে যথা নশ্যন্তি সংশয়াঃ ॥ ১৫ ॥
সংবিদেব শরীরং চেচ্ছবং কস্মান্ন চেততি।
ইতি যস্য মতিস্তস্মৈ মূঢ়ায়েদমিহোচ্যতে ॥ ১৬ ॥

কুতো ন যোগ্যাস্তত্রাহ—অক্ষীবেতি ॥ ১১ ॥

যস্য মূঢ়া আস্থা বুদ্ধির্যস্য তথাবিধশ্চার্ব্বাকঃ অসৌ প্র ক্তঃ প্রত্যক্ষমাত্রং নিষ্ঠা মাণং যস্য তথাবিধো নাপ্রত্যক্ষপ্রমাণমস্তীতি শ্রুত্যাদিসিদ্ধং ন গ্রাহ্যমিতি বক্তি, তেন নির্যুক্তিনোক্তেন সর্ব্ববিরুদ্ধেন অভিজ্ঞজনকর্ণকঠোরত্বাচ্ছিলাসদৃশবৃত্তিনা াক্তেনৈব নিমিত্তেন সর্ব্বৈর্বিদ্বদ্ভিরজ্ঞঃ কূপান্ধদর্দ্দুর ইতি প্রোক্তঃ; যতোঽসৌ র্ব্বাপরবিচারধিয়ং ত্যক্ত্বা বর্ত্তমানমাত্রগোচরে প্রত্যক্ষে স্বমত্যা পশুবৎস্থিত ইতি ়ারন্বয়ঃ ॥ ১২-১৪ ॥

ন চ চার্ব্বাকাদ্যুক্ত্যা সংশয়া নশ্যন্তি অনুমানাদিপ্রমাণানভ্যুপগমেন হুক্তের্নির্যুক্তিত্বাৎ, বেদাদয়স্তু গুরুমুখেন পৃষ্টাঃ সর্ব্বসংশয়োচ্ছেদেন পুরুষার্থসিদ্ধি- মাঃ; যতস্তে স্বানুভবান্বিতাং ইমাং মদুক্তাং দৃশং বদন্তীত্যাহ—বেদা ইতি। াকাস্তত্ত্বজ্ঞজনাঃ ॥ ১৫ ॥

যদি প্রত্যগাত্মসংবিদেব দেহাদি জগত্তর্হি শবং মৃতশরীরমপি সংবিত্ত্বাৎ কুতো ন তেতীতি মতিঃ শঙ্কা যস্য তস্মৈ মূঢ়ায় শুশ্রূষবে ইদমুচ্যতে শৃণু ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মণো ব্রহ্মরূপস্য সঙ্কল্পনগরং ততম্।
ইদং তাবজ্জগদ্ভানং তব স্বপ্নপুরং যথা ॥ ১৭ ॥
তৎ সমস্তং সদৈবেদং চিন্মাত্রাত্ম নিরন্তরম্।
ভবত্যত্র ন তে ভ্রান্তিঃ স্বে স্বপ্ননগরে যথা ॥ ১৮ ॥
তত্র তাবদ্দিশঃ শৈলাঃ পৃথ্ব্যাদি নগরাদি চ।
সর্ব্বং চিন্ময়মাকাশমিতি তে স্বানুভূতিমৎ ॥ ১৯ ॥
সংবিদ্ব্যোম ঘনং ব্রহ্ম তৎ সঙ্কল্পপুরং বিরাট্।
শুদ্ধসংবিন্ময়ো ব্রহ্মা তদিদং জগদুচ্যতে ॥ ২০ ॥
ব্রাহ্মে সঙ্কল্পনগরে যদ্‌যৎ সঙ্কল্পিতং যথা।
তথাঽনুভূয়তে তত্তৎ ত্বৎসঙ্কল্পপুরে যথা ॥ ২১ ॥
সঙ্কল্পনগরে যদ্‌যদ্ যথা সঙ্কল্প্যতে তথা।
তত্তথাঽস্ত্যেব চ তদা ত্বংসঙ্কল্পপুরে যথা ॥ ২২ ॥
তস্মাদ্দেহস্য নিয়তৌ যথৈতৌ ব্রহ্মণা চিতা।
স্পন্দাস্পন্দৌ কল্পিতৌ দ্বৌ স তথৈবানুভূতবান্ ॥ ২৩ ॥
মহাপ্রলয়পর্য্যন্তে পুনঃ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে।
সমস্তকারণাভাবাদ্দ্রব্যং তাবন্ন বিদ্যতে ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মরূপস্য হিরণ্যগর্ভবেশস্য ব্রহ্মণ ইদং জগদ্রূপং ভানং সঙ্কল্পনগরং বিস্তৃতম্। তদ্বদতো নিরন্তরং চিন্মাত্রাত্মৈব, তথাঽপি অত্র তে স্বে স্বপ্নে চেতনভ্রান্তির্যথা ন তথা শবাদিজড়েঽপি নেতি বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

তত্র স্বস্বপ্নে স্বানুভূতিমৎ বিচারে স্বানুভবসিদ্ধম্ ॥ ১৯ ॥

তদ্বজ্জগত্যপি চিন্ময়ত্বং সম্ভাবনীয়মিত্যাহ—সংবিদিতি। ব্রহ্মা হিরণ্য বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডশরীরম্। তত্তাদৃশমেবেদং জগচ্ছুদ্ধসংবিন্ময়মিত্যর্থঃ ॥ ২০-২২

দেহস্য জীবত এব স্পন্দো মৃতস্য ত্বস্পন্দ ইতি নিয়তৌ স্পন্দাস্পন্দৌ হিরণ্যগর্ভরূপয়া চিতা যথা কল্পিতৌ তথৈব সত্যমনুভূতবান্ন বৈপরীত্যেনেতি ন চেতনতাব্যাপকস্পন্দপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

'নিত্র্যব্যং কুরুতে ক্রৈব্যেযু ক্তিরিত্যসমঞ্জসা' ইতি প্রশ্নং সমাধাতুং তা পরিষ্করোতি—মহাপ্রলয়েতি সার্দ্ধেন ॥ ২৪ ॥

বিমুক্তত্বাৎ প্রজেশস্য ন চ সম্ভবতি স্মৃতিঃ।
ব্রহ্মৈবেয়মতো দীপ্তির্জগদিত্যেব ভাসতে ॥ ২৫ ॥
তস্মাদাদ্যাত্মনা ভাতং স্বমেব ব্রহ্মণা স্বতঃ।
জগৎ সঙ্কল্পনগরমিতি বুদ্ধঞ্চ খেন খম্ ॥ ২৬ ॥
যথা সঙ্কল্পনগরং চিন্মাত্রং ভাতি কেবলম্।
তথৈবাকারণং ভাতি চিন্মাত্রোন্মেষণং জগৎ ॥ ২৭ ॥
শরীরমস্তু বা মাঽস্তু যত্র যত্রাস্তি চিন্নভঃ।
বেত্ত্যাত্মানং তত্র তত্র দ্বৈতাদ্বৈতময়ং জগৎ ॥ ২৮ ॥
তস্মাদ্যথা স্বপ্নপুরং যথা সঙ্কল্পপত্তনম্।
তথা পশ্যতি চিদ্ব্যোম মরণানন্তরং জগৎ ॥ ২৯ ॥
অপৃথ্ব্যাদিময়ং ভাতি পৃথ্ব্যাদিময়বজ্জগৎ।
যথেদমাপ্রথমতো মৃতস্যাপ্যখিলং তথা ॥ ৩০ ॥

নন্থ পূর্ব্বপ্রজাপতিনির্ম্মিতং দ্রব্যমত্রোপযোক্ষ্যতে তত্রাহ—বিমুক্তত্বাদিতি। প্রলয়াৎ পূর্ব্বমেব পূর্ব্বপ্রজেশস্য বিমুক্তত্বাত্তৎকৃতজগতো নিঃশেষং ষ্যাদিত্যর্থঃ। অতস্তৎপ্রকারস্মৃত্যাদিনিমিত্তকারণান্যপি ন সন্তীতি ত্বদাশয় ভাবঃ। অয়ঞ্চ ত্বদাশয়োঽস্মৎসিদ্ধান্তসিদ্ধাবনুকূল এবেতি সমাধত্তে—াবেতি। দীপ্তিঃ স্বয়ংজ্যোতির্ব্রহ্মৈব জগদিতি ভাসতে, ন দ্রব্যরূপং ান্যদস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তদেব স্পষ্টয়ন্নুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ব্রহ্মণা প্রথমং আদ্যো ণ্যগর্ভস্তদাত্মনা ভাতম্। ভাবে ক্তঃ। ততস্তেন স্বয়মেব সঙ্কল্পনগরং বুদ্ধঞ্চ ॥ ২৬-২৭ ॥

এতেন মাতাপিত্রাদ্যভাবেঽপীতি প্রশ্নোঽপি সমাহিত ইত্যাহ—শরীরমিতি ॥২৮॥

মরণানন্তরং জগদ্দর্শনেঽপ্যয়মেব ন্যায়ো বোধ্য ইত্যাহ—তস্মাদিতি ॥ ২৯ ॥

আপ্রথমতঃ আদিসর্গে ॥ ৩০ ॥

দেশকালৌ ন সর্গেণ প্রবুদ্ধস্যেব তৌ যথা।
অণুমাত্রমপি ব্যাপ্তৌ তথৈব পরলোকিনঃ ॥ ৩১ ॥
ইদং প্রবুদ্ধবিষয়ে স্বানুভূতমপি স্ফুটং।
জগন্ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কারণং গগনে যথা ॥ ৩২ ॥
অপ্রবুদ্ধস্যাসদেব যথেদং ভাতি ভাস্বরম্।
তথৈব সর্গবদ্ভাতি ব্যোমৈব পরলোকিনঃ ॥ ৩৩ ॥
দ্যুধরাঽদ্রিযমাদ্যাঢ্যং খমেব পরলোকিনঃ।
অভূতপূর্ব্বমাভাতি ভূতপূর্ব্ববদাততম্ ॥ ৩৪ ॥
মৃতোঽয়ং পুনরুৎপন্নো যমলোকে শুভাশুভম্।
ভুঞ্জেঽহমিত্যতিঘনং মৃতো ভ্রান্তিং প্রপশ্যতি ॥ ৩৫ ॥
মোক্ষোপায়ানাদরিণামেষ মোহো ন শাম্যতি।
বোধাদবাসনত্বেন মোহ এষ প্রশাম্যতি ॥ ৩৬ ॥
অপ্রবুদ্ধস্য যা সংবিৎ সা ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনা।
খ এব খাত্মিকা ভাতি যত্তদেব জগৎ স্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥

যথা প্রবুদ্ধস্য তত্ত্ববিদঃ স্বপ্নাৎ প্রবুদ্ধস্য বা স্বাপ্নদেশকালৌ জাগ্রৎ অণুমাত্রমপি ন ব্যাপ্তৌ, তথা পরলোকপ্রাপ্তস্যাপি নৈহিকদেশকালৌ তত্র বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

এবং তত্ত্ববিদ্বিষয়ে জগদপি ন ব্যাপ্নোতীত্যাহ—ইদমিতি ॥ ৩২ ॥

অপ্রবুদ্ধস্য নিদ্রাণস্য। ব্যোম চিদ্ব্যোমৈব ॥ ৩৩ ॥

ভূতপূর্ব্ববৎ পূর্ব্বসিদ্ধবৎ ॥ ৩৪ ॥

অয়মহং মৃতঃ পুনর্নারকিভাবেনোৎপন্নো যমলোকে আগতস্তত্র শুভাশুভং ভুঞ্জে ইত্যাদিভ্রান্তিম্ ॥ ৩৫ ॥

সা ভ্রান্তির্নিঃশেষং মোক্ষোপায়সেবনাদেব নশ্যতি, নান্যথেত্যাহ—মোক্ষেতি ॥

এতেন ধর্ম্মাধর্ম্মাবেব জগদাকারেণ পরিণমেতে ইত্যাস্তিকপক্ষোঽপ্যনুগ ইত্যাশয়েনাহ—অপ্রবুদ্ধস্যেতি। সংবিদ্বিহিতনিষিদ্ধাচরণানুভবরূপাঃ ॥ ৩৭ ॥

ন শূন্যরূপং ন চ সৎস্বরূপং ব্রহ্মাভিধং ভাতি জগৎস্বরূপম
তচ্চাপরিজ্ঞানবশাদনর্থভূতং পরিজ্ঞাতবতঃ শিবাত্ম ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
মহাপ্রশ্নোত্তরং নাম সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৭ ॥

জগৎস্বরূপং স্বতঃ শূন্যরূপমপি ন, সৎস্বরূপঞ্চ ন, কিন্তু ব্রহ্মাভিধং চৈতন্যমেব জগৎস্বরূপং ভাতি। তচ্চ অজ্ঞানবশাদেবানর্থভূতং পরিজ্ঞাতবতস্ত শিবাত্ম পরমকল্যাণনিরতিশয়ানন্দাত্মকমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে
উত্তরার্দ্ধে সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

শুভাশুভং যথোদেতি প্রজানাং গ্রহসঙ্গমে।
অসম্বন্ধৈরপ্রতিঘৈর্দ্দূরস্থৈস্তদিদং শৃণু ॥ ১ ॥
ব্রহ্মসঙ্কল্পনগরং জগত্তাবদিদং স্থিতম্।
যদ্দৃশ্যং দৃশ্যবোধেন ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবোধতঃ ॥ ২ ॥
যদ্যৎ সঙ্কল্পনগরে যদা সঙ্কল্প্যতে যথা।
তথাঽনুভূয়তে তত্তত্তাদৃগ্বিরচনং তদা ॥ ৩ ॥
এবমস্মিন্ গৃহে যাতে সম্পন্নৈবমিয়ং প্রজা।
এবং সঙ্কল্পসম্পন্নে জগত্যেবং ভবত্যলম্ ॥ ৪ ॥
এতৎ স্বসঙ্কল্পপুরে যাদৃশং তে তথাস্থিতম্।
যথা সঙ্কল্পয়সি যত্তত্তথা কিল পশ্যসি ॥ ৫ ॥

দূরদেশগতৈর্যত্নৈরন্যত্রাপি প্রজাফলম্।
যথা প্রাপ্নোতি তাদৃক্ষা ধাতুরিচ্ছাঽত্র বর্ণ্যতে ॥

'অনিচ্ছতেঽহিতৈর্দূরদেশান্তরগতৈঃ ফলম্। প্রজা প্রাপ্নোত্যসম্বন্ধৈরমূর্ত্তৈরত্র কঃ ক্রমঃ? ॥' ইতি প্রশ্নস্যোত্তরং শ্রাবয়িতুং প্রতিজানীতে—শুভাশুভমিতি। অপ্রতিঘৈরমূর্ত্তৈঃ ॥ ১ ॥

যস্মাদ্ধেতোর্ব্রহ্মৈবাজ্ঞানাদ্দৃশ্যবোধেন দৃশ্যং ব্রহ্মবোধতশ্চ ব্রহ্মৈব ভবতি, তস্মাদিদং জগৎ ব্রহ্মসঙ্কল্পনগরমিতি তাবৎ স্থিতম্ ॥ ২ ॥

কিং ততঃ? তত্রাহ—যদ্যদিতি ॥ ৩ ॥

ততোঽপি কিম্? তত্রাহ—এবমিতি। যথা তে তব অস্মিন্ সঙ্কল্পময়ে গৃহে যেয়ং প্রজা? এবং ত্বৎসঙ্কল্পানুসারিণী সম্পন্না, তথৈব ব্রহ্মসঙ্কল্পসম্পন্নে জগত্যপি ইয়ং প্রজা ব্রহ্মসঙ্কল্পানুসারিণ্যেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ—এতদিতি ॥ ৫ ॥

যথৈব বরশাপাভ্যাং শুদ্ধসংবিদবাপ্যতে।
সংবিত্তথৈব ভবতি ব্রাহ্মমেবেতি কল্পনম্ ॥ ৬ ॥
প্রজা বিধিনিষেধাভ্যামেকয়াঽঽস্থাব্যবস্থয়া।
তথৈব ফলমাপ্নোতি ব্রাহ্মমেবেতি কল্পনম্ ॥ ৭ ॥
দেহিনো যে জগত্যস্মিংস্তান্ প্রত্যনুপলম্ভতঃ।
অসদাসীজ্জগৎ পূর্ব্বং সত্যমিত্যুপলভ্যতে ॥ ৮ ॥
চিদ্রূপব্রহ্মসঙ্কল্প-বশাদেবৈতদঙ্গ ! সৎ।
চিদুন্মেষনিমেষৌ যৌ তাবেতৌ প্রলয়োদয়ৌ ॥ ৯ ॥

রাজোবাচ।

কিং নোপলভ্যতে পূর্ব্বং কিং পশ্চাদুপলভ্যতে।
জগচ্চলদ্বপুরিদং সুস্থিরারম্ভভাস্বরম্ ? ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্মিংশ্চিদ্ব্যোমসঙ্কল্প-পুরস্থে ভাব ঈদৃশঃ।
যদ্ভূত্বা ন ভবত্যেব পুনর্ভবতি চ ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

যত্তু জগত্যস্মৎসঙ্কল্পনগরবৈলক্ষণ্যমনুভূয়তে, তত্র বরশাপসঙ্কল্পসিদ্ধবদ্বোধ্যমিত্যাশয়েনাহ—যথৈবেতি। মুনীনাং যমনিয়মাদিনিষেবণশুদ্ধা সংবিদ্বরশাপাভ্যাং যথা ব্যবহারক্ষমা অবাপ্যতে, ব্রহ্মসংবিদপি তথৈব ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বরশাপাভ্যাং ভবতি তদপি ব্রহ্মণৈব তপস্বিনাং বরশাপাঃ সিধ্যন্ত্বিতি কল্পনাদ্‌ব্রাহ্মমেব সত্যসঙ্কল্পনং বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতে প্রজা বিধিনিষেধশাস্ত্রাভ্যাং বোধিতয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্মধ্যে একয়া আস্থাব্যবস্থয়া তৎফলং যদাপ্নোতি, তদপি ব্রাহ্মমেবেত্যেবংবিধং সঙ্কল্পনমিত্যর্থঃ ॥ ৭-৮ ॥

অসতো জগতঃ কিঞ্চিৎকালং সত্ত্বেন ভানমপি ব্রহ্মসঙ্কল্পবশাদেবেত্যাহ—চিদ্রূপেতি। হে অঙ্গ ! এতজ্জগৎ ॥ ৯ ॥

যদি জগৎ ব্রহ্মসঙ্কল্পবশাৎ সত্তর্হি পূর্ব্বং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ কিং কুতো নোপলভ্যতে ? পশ্চাজ্জাগ্রৎসর্গকালয়োঃ কিমর্থমুপলভ্যতে ? চলদ্বপুঃ সদা বিক্রিয়মাণমিদং জগৎ সুস্থিরারম্ভবদ্ভাস্বরং ভাসমানং কিং ? কথমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

মায়িকস্যাস্য স্বভাব এবেদৃশ ইত্যুত্তরমাহ—অস্মিন্নিতি। সর্গে

বালসঙ্কল্পপুরবদ্ব্যোমকেশোণ্ড্রকাদিবৎ।
কিলৈতে সদসদ্রূপা ভান্তি সর্গাশ্চিদাত্মনি ॥ ১২ ॥
ত্বং সঙ্কল্পপুরং কৃত্বা বিনাশয়সি তৎক্ষণাৎ।
স্বতোঽন্যসংবিদ্বশতঃ স্বস্বভাবঃ স তে যথা ॥ ১৩ ॥
চিদ্ব্যোমকল্পনপুরে যদুন্মজ্জনমজ্জনম্।
স্বভাবকচনং তস্য তদ্বিদ্ধি বিমলং তথা ॥ ১৪ ॥
সংবিদ্ঘনস্তনাগ্যস্ত-ব্যোমৈব ত্রিজগন্নভঃ।
তেনাসাবস্য যন্নাম করোত্যপি চ চেততি ॥ ১৫ ॥
তদনাবরণত্বাস্য যোজনানাং শতেষ্বপি।
যুগৈরপি স্বপ্ন ইব কার্য্যকৃদ্বর্ত্তমানবৎ ॥ ১৬ ॥
কিল দেশান্তরে নিত্যমথ লোকান্তরেঽপি চ।
নিরাবৃতো য একাত্মা স কিং নাম ন চেততি ? ॥ ১৭ ॥

স্বপ্নজাগ্রত্ত্বা তু প্রলয়সুষুপ্তিমোক্ষেষু ন ভবত্যেবেতি যদসাবীদৃশো ভাবঃ স্বভাব এব ॥ ১১ ॥

বালসঙ্কল্পপুরাদৌ যাবৎসঙ্কল্পভ্রান্তিকালমাত্রাবস্থাননিয়মদর্শনেন সদসদ্রূপত্বাবধারণাত্তা তস্য তথাত্বমিত্যাহ—বালেতি ॥ ১২ ॥

জগৎসঙ্কল্পয়িত্রৈব তৎপ্রলয়স্যাপি সঙ্কল্পনাত্তা তথাত্বমিত্যাহ—ত্বমিতি। অন্যসংবিদ্বশতস্তৎপ্রলয়সঙ্কল্পবশত আকারান্তরসঙ্কল্পবশতশ্চ যথাঽয়ং তে স্বঃ স্বভাবস্তথা চিদ্ব্যোমসঙ্কল্পপুরে তস্য ব্রহ্মণো বিমলং স্বভাবকচনমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

অতস্ত্রিজগন্নভঃ সংবিদ্ঘনমাত্রং সদনাদ্যন্তং ব্যোম ব্রহ্মাকাশমেব যতঃ স্বয়মেব জগত্তেন হেতুনা অসৌ পরমেশ্বরো যদ্যচ্চেততি করোত্যপি চ তৎসর্ব্বমনাবরণত্বাত্ত সত্যসঙ্কল্পবলাদ্যোজনানাং শতেষ্বপি বহুভির্যুগৈরপি ব্যবহিতং পুণ্যপাপাদিকর্ম্ম পরলোকাদিষু সমীপে বর্ত্তমানবৎ স্বর্গনরকভোগৈশ্বর্য্যাদিকার্য্যকৃদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫-১৬॥

বহির্দ্দেশকালব্যবধানে কর্ম্ম-তৎফলোভয়াধ্যাসাধিষ্ঠানভূতো নিরাবরণো য একাত্মা তত্রোভয়োঃ সদৈব সন্নিধানাৎ কিং নাম কর্ম্মফলং স জীবো ন চেততি। সর্ব্বং চেততেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

যথা মণৌ প্রকচতি প্রোন্মজ্জননিমজ্জনে।
পরাবর্ত্তঃ স্বভাসাঽস্য চিন্মণৌ জগতাং তথা ॥ ১৮ ॥
বিধীনাং প্রতিষেধানাং লোকসংস্থা প্রয়োজনম্।
সৈব সংবিদি রূঢ়ত্বাৎ প্রেত্যাপি ফলদা স্থিতা ॥ ১৯ ॥
ন কদাচন যাত্যস্তমুদেতি ন কদাচন।
ব্রহ্ম ব্রহ্মচিদাভানং সর্ব্বদাঽঽত্মন্যবস্থিতম্ ॥ ২০ ॥
যথা তু দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বাৎ কল্পনা কল্পনাপুরম্।
স্বয়ং জগদিবাভাতি জাতমিত্যুচ্যতে তথা ॥ ২১ ॥
যদা স্বভাবাৎ কচনং সংহৃত্যাত্মনি তিষ্ঠতি।
ব্রহ্মচিদ্গগনৈকাত্মা শান্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ২২ ॥
কচনাকচনে যস্য স্বভাবো নির্ম্মলোঽক্ষয়ঃ।
যথৈতাবাত্মনো নান্যৌ স্পন্দাস্পন্দৌ নভস্বতঃ ॥ ২৩ ॥
জরামরণহন্তৄণি ক্ষণান্যত্র পৃথক্ পৃথক্।
ভবন্তীতি যথৈতানি সন্তি ত্বৎকল্পনাপুরে ॥ ২৪ ॥

যথা প্রকচতি মণৌ স্বভাসৈব কান্তিবিশেষস্য প্রোন্মজ্জননিমজ্জনে অনুভূয়েতে, তথা চিন্মণৌ জগতাং সৃষ্টিপ্রলয়াত্মকো নানাকর্ম্মফলবৈচিত্র্যভোগাত্মকশ্চ স্বভাসাঽস্য পরাবর্ত্তনং পরাবর্ত্তোঽনুভূয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রসাফল্যপ্রয়োজিকা লোকসংস্থৈব বা ব্রহ্মণি নিরূঢ়ত্বাদ্দৃষ্ট-কর্ম্মণামপি ফলং কল্পয়তীত্যাহ—বিধীনামিতি। প্রেত্য মৃত্বা পরলোকং গত্বা, স্থিতস্যেতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

বস্তুতস্তু জন্মমরণে এবাত্মনো ন স্তঃ কিন্তস্য স্বাত্মনৈব ভ্রান্ত্যা তৎকল্পনমিত্যাহ—ন কদাচনেতি ॥ ২০ ॥

তথা জাতং জন্মাপি উচ্যতে বাচা ব্যপদিশ্যতে, ন তু বস্তুত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তথা মরণমপি পূর্ব্বদেহাদিভ্রান্তিকচনোপসংহার এব নান্য ইত্যাহ—যদেতি। শান্তো মৃত ইত্যুচ্যতে জীব ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

দৃশ্যাকারকচনাকচনে চাজ্ঞানোপহিতচিতঃ স্বভাব এবেত্যাহ – কচনেতি ॥২৩॥

ব্রহ্মসঙ্কল্পনগরে স্বভাবা উদিতাস্তথা।
ওষধীনাং পদার্থানাং সর্ব্বেষাঞ্চ জগত্রয়ে ॥ ২৫ ॥
ন সঙ্কল্পয়িতা রাজন্ ! সঙ্কল্পনগরে স্বয়ম্।
তৃণং তৃণং কল্পয়তি বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥ ২৬ ॥
স্বয়ং স্বভাব এবৈষ চিদ্ঘনস্যাস্য সুস্ফুটম্।
যদ্‌যৎ সঙ্কল্পয়ত্যাশু তত্র তেঽবয়বা অপি ॥ ২৭ ॥
চিদাত্মকতয়া ভান্তি নানাত্মকতয়াঽঽত্মনা।
অপ্যেকসারাস্তিষ্ঠন্তি নানাকারস্বভাবগাঃ ॥ ২৮ ॥
প্রত্যেকং কিল তত্রাস্তি ব্রহ্মচিন্মাত্রতাঽঽত্মনি।
সর্ব্বাত্মিকা সা তত্রাস্তে যথাঽন্তর্ভাতি তৎ যথা ॥ ২৯ ॥

মণিমন্ত্রৌষধীনাং প্রভাববিশেষা অপি ব্রহ্মণঃ সত্যসঙ্কল্পস্বভাবা এব তথোদিত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—জরেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

তর্হি কিমীশ্বরঃ প্রতিক্ষণং প্রতিবস্তুশক্তিকার্য্যাদিভেদান্ সঙ্কল্পয়িতা কল্প্যতে নেত্যাহ—ন সঙ্কল্পয়িতেতি। প্রতিবস্তু প্রতিক্ষণমীশ্বরো ন সঙ্কল্পয়িতা কল্প্যতে কিন্তু বালঃ ক্রীড়নকান্ যন্ত্রবিশেষানিব সকৃদেব সঙ্কল্পয়ত্যেতজ্জাতীয়মেতজ্জাতী কার্য্যকৃদ্বস্তু, তচ্চ তজ্জাতীয়মিত্থমুৎপদ্যতামিতি। তদ্বশাদেব বীজাঙ্কুরাদাক্রমে পূর্ব্বপূর্ব্বতৃণমুত্তরোত্তরতৃণং কল্পয়তি ॥ ২৬ ॥

আশু ক্ষণেনৈব যদ্যৎ সঙ্কল্পয়তি তত্র তে তে পদার্থাঃ সাবয়বাঃ শক্তিকার্য্যা ভেদা অপিশব্দাৎ কার্য্যপরম্পরাশ্চ সকৃৎসঙ্কল্পাদেব সিধ্যন্তীত্যেষ চিদ্ঘ স্বভাবঃ ॥ ২৭ ॥

তে সঙ্কল্পকল্পিতপদার্থা আত্মনা স্বভাবেন নানাত্মকতয়া স্থিতা অ প্রথমানস্বভাবে চিদেকাত্মতয়া ভান্তি, এবং স্বতো নানাকারস্বভাবা অপি সদ্রূ একসারাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ২৮ ॥

তত্র তেষু পদার্থেষু প্রত্যেকমাত্মনি ব্রহ্মচিন্মাত্রতা অস্তি ; যতঃ চিৎ সর্ব্বাত্মিকা যত্র যথা আস্তে তত্র তথা ভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যং কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিচ্চ সদপ্যসত্যম্।
স্থিতং যথা যত্র তদাত্ম তত্র সর্ব্বাত্মভূর্ভূতভৃণাদিজাতৌ ॥৩০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে মহাপ্রশ্নমোক্ষণে অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৮ ॥

এবমনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমপরিচ্ছেদ্যশক্তিকং ব্রহ্ম কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিচ্চ স্থিতমসত্যং সদপি স্থিতম্। 'সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ' ইতি শ্রুতেঃ। যতস্তৎসর্ব্বাত্ম ভবতীতি সর্ব্বাত্মভূঃ, অতো ভূতেষু প্রাণিষু তৃণাদিজাতৌ চ যত্র যদ্বস্তু যদাত্ম যৎস্বভাবং প্রসিদ্ধং তত্র স্বয়মেব তৎস্বভাবং ভূত্বা স্থিতমিত্যর্থঃ। ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৮ ॥

নবাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

একস্য জীবিতং পুংসঃ সুহৃদা মরণং দ্বিষা।
মৃত্বাঽর্থিতং প্রয়াগাদৌ ক্ষেত্রে যৎ তদিদং শৃণু ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রাণামর্থধর্ম্মাণাং সর্ব্বেষাং প্রতি তৎ ফলম্।
ব্রহ্মণা কল্পিতং সর্গে স্বকে সঙ্কল্পপত্তনে ॥ ২ ॥
যত্র পুণ্যং যদর্থঞ্চ ক্ষেত্রং তাভ্যাং তথা কৃতম্।
যদি তদ্বিনিযোজ্যস্য তস্যোন্নমতি নিষ্কৃতাৎ ॥ ৩ ॥
তৎ তস্মান্মহতঃ পাপাদ্ভাগমেনোঽখিলঞ্চ বা।
চিতিশক্ত্যাত্ম তৎ পুণ্যং পরিভ্রাম্যোপশাম্যতি ॥ ৪ ॥

যুগপদ্ভোগসম্প্রাপ্তৌ বিরুদ্ধফলকর্ম্মণাম্।
অবিরোধেন সাফল্যমিহ যুক্ত্যা প্রসাধ্যতে ॥

প্রশ্নশ্লোকমেব প্রশ্নানুবাদার্থমুচ্চার্য্য তেষামক্ষরাণাং বিনিময়েন তৎসমাধিং শ্রাবয়তি—একস্যেতি ॥ ১ ॥

তং বক্ষ্যমাণমধিকারিণং প্রতি ক্ষেত্রাদীনাং সর্ব্বেষাং ফলং ব্রহ্মণা কল্পিতং সঙ্কল্পেন সমর্থিতমাদিসর্গে ॥ ২ ॥

যত্র সঙ্কল্পপত্তনে যদর্থং যস্যাধিকারিণো বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধ্যর্থং কামপ্রদং প্রয়াগাদিক্ষেত্রং, তত্রানুষ্ঠিতং স্নানদানতপোযজ্ঞাদিপুণ্যং, তথা তাভ্যাং কৃতং সংস্কৃতং শরীরঞ্চ যদি শাস্ত্রবিনিযোজ্যস্য পুরুষস্যাস্তি তদা তস্য পুরুষস্য নিষ্কৃতাদবশ্যমত্র মদিষ্টং ফলং ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য কৃতাৎ প্রয়াগমরণাদেঃ সকাশাত্তৎকামিতং ফলমুন্নমত্যাবির্ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অস্তু কৃতপুণ্যস্যৈবং, পাতকিনস্তু শ্রদ্ধাবতঃ প্রয়াগমরণাদিপুণ্যং কিং করোতি? তত্রাহ—তদিতি। তস্মাৎ প্রয়াগাদিমরণাদুৎপন্নং ততো মহতো ব্রহ্মহত্যাদেঃ পাপাদেকভাগমখিলং সম্পূর্ণমেনঃ পাপং বা ক্ষেত্রমাহাত্ম্যতারতম্যানুসারেণ পরিভ্রাম্য নিরস্য স্বয়মপ্যুপশাম্যতি। 'ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

বিনেয়পাপমল্পঞ্চেৎ ক্ষেত্রধর্ম্মোঽধিকস্ততঃ।
তৎপাপং নাশয়িত্বা তচ্ছন্দ এব বিবল্গতি ॥ ৫ ॥
ক্ষেত্রধর্ম্মেণ তেনাস্য বিনেয়স্য মহীপতে।
দ্বে শরীরে বিদৌ সম্যক্ কচতঃ প্রতিভাত্মিকে ॥ ৬ ॥
ইত্যেবমাদি পাপানাং পুণ্যানাঞ্চ ফলং মহৎ।
ব্রহ্মসঙ্কল্পকচিতং যথা যদ্‌যৎ তথৈব তৎ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মোচ্যতেঽসৌ চিদ্ধাতুঃ সোঽব্জজাগ্যহমাদি চ।
স যথাঽঽস্তে তথা তৎ তৎ তস্য সঙ্কল্পনং জগৎ ॥ ৮ ॥
প্রতিভৈব বিনেয়স্য ক্ষেত্রপুণ্যেন তাদৃশী।
তথৈবোদেতি সা ধাতুর্বিপরীতবতো যথা ॥ ৯ ॥
একাত্মনাঽহমদ্যৈষ মৃতোঽমী মম বন্ধবঃ।
রুদন্তীমে পরং লোকং প্রাপ্তোঽয়মহমেককঃ ॥ ১০ ॥

বিনেয়স্য শাস্যস্য পুংসঃ পাপমল্পং চেত্ততঃ ক্ষেত্রার্জ্জিতো ধর্ম্মোঽধিকশ্চেন্নিঃশেষং .পাপং নাশয়িত্বা তচ্ছন্দে শ্রুত্যাদিপ্রতিপাদিতে ফলে অংশেন বিবল্গতি .মাফলমপি কিঞ্চিৎসাধয়ত্যেবেত্যর্থঃ। যত্র তু বিনেয়স্য শাস্যস্য পুংসঃ .ত্রার্জ্জিতেন ধর্ম্মেণ সমবলং পাপমস্তি, তত্র তুল্যবলত্বাদেব তেন ধর্ম্মেণ .শনেতুমশক্যত্বাস্য পাপস্য পুণ্যস্য চ ভোগায় দ্বে শরীরে তয়োশ্চ দ্বে বিদৌ .দাভাসৌ ভ্রান্তিপ্রতিভাত্মিকে কচতঃ ॥ ৫-৬ ॥

যদযদ্যথা ব্রহ্ম সঙ্কল্পকচিতং তত্তত্তথৈব ব্যবস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মসঙ্কল্পকচিতমিত্যত্র কিং তদ্‌ব্রহ্ম? কথং বা তৎসঙ্কল্পকচিতং জগৎ? তদাহ—.ক্ষতি। স এবাব্জজাদিসমষ্টিজীবা অহমাদিব্যষ্টিজীবাশ্চ, স যথা সঙ্কল্পয়ন্নাস্তে, .ষ্টিসমষ্ট্যুপাধৌ তস্য সঙ্কল্পনং জগদপি তত্তথাঽঽস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ধাতুঃ সঙ্কল্পানুসারেণৈব বিনেয়স্য ক্ষেত্রার্জ্জিতপুণ্যানুসারেণ তৎফলভোগাত্মিকা .তিভৈব স্বপ্নবদুদেতি, যথা পুণ্যবিপরীতপাপবতো নরকাদিপ্রতিভোদেতি .ৎ ॥ ৯ ॥

কীদৃশী কীদৃশী প্রতিভোদেতি? তামুল্লিখ্য দর্শয়তি—একাত্মনেতি। অহমদ্য .ক এবাত্মনা মৃতঃ অমী মম বন্ধবঃ সর্ব্বে জীবন্তি মদর্থে রুদন্তীমে ॥ ১০ ॥

বন্ধূনামপি তত্রৈব তদেবাস্য তথৈব চ।
প্রতিভা তাদৃশৈবেতি ধাতুক্ষোভবতামিব ॥ ১১ ॥
অত্যুগ্রৈঃ পুণ্যপাপৈঃ স্বৈর্বা মহাত্মভিরীক্ষিতে।
লক্ষ্যাণ্যপ্যন্যথা সন্তি নৃণাং চিৎকল্পনাবশাৎ ॥ ১২ ॥
অচেতনং শবীভূতং তেঽপি পশ্যন্তি তং মৃতম্।
রুদন্তি তঞ্চ দহনে ক্ষিপন্তি সহ বান্ধবৈঃ ॥ ১৩ ॥
বিনেয়ঃ স যথাঽন্যেন সংবিদ্রূপেণ দেহিনা-
ঽজরামরণমাত্মানং বেত্তি স্থিতমদুঃখিতম্ ॥ ১৪ ॥
যথাস্থিতেন দেহেন বেত্ত্যসৌ জীবিতস্থিতম্।
মৃতিং ত্বদৃশ্যেনান্যেন ক্ষেত্রপুণ্যবিদেরিতঃ ॥ ১৫ ॥

এতদীয়ং মরণমিব বন্ধূনামপি অস্য তত্র প্রসিদ্ধং রোদন-শবনির্হরণ-শ্মশানগমন-দাহাদিকং সর্ব্বমপি ধাতুক্ষোভবতাং সন্নিপাতক্ষুব্ধবাতপিত্তাদিধাতুমপুংসামিব তাদৃশী প্রতিভৈবেতি বোধ্যম্। তাদৃশা ইতি কঞন্তাদাপ্ ছান্দসঃ॥

যদা ত্বত্যুৎকটানি পুণ্যানি পাপানি বাঽস্য সন্তি, তদা তৈঃ স্বৈক্ষুব্ধৈর্মহাত্মভিনিগ্রহানুগ্রহদৃষ্ট্যা ঈক্ষিতে সতি বা ক্ষুব্ধৈঃ পরৈর্লক্ষ্যাণি অপরৈরলক্ষ্যাণ্যপি বা তৎফলানি শরীরাদীনি চিৎকলনাবশাৎ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তে জনা অপি কচিদত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈস্তং বিনেয়ং মৃতং পশ্যন্তি ॥ ১৩ ॥

'একস্য জীবিতং পুংসঃ সুহৃদামরণং দ্বিষা। মৃত্যাঽর্থিতং প্রয়াগাদৌ তৎ কথমুচ্যতাম্'?॥ ইতি প্রশ্নং সমাধত্তে—বিনেয় ইত্যাদিনা। দেঽজরামরণমিতি চ্ছেদঃ। সঃ সুহৃদ্দ্বিষোঃ কর্ম্মভ্যাং বিনেয় একঃ পুরুষঃ অস্নেহসংবিদ্রূপেণ দেহিনা সুহৃদা যথা প্রার্থিতং তথা স্থিতমজরামরণমাত্মানমদুঃখং বেত্তি ॥ ১৪ ॥

কিং দেহান্তরেণ? নেত্যাহ—যথাস্থিতেনেতি। তর্হি কথং তদ্দ্বিষো মনোসিদ্ধিঃ? তত্রাহ—মৃতিমিতি। সুহৃৎস্বজনৈরদৃশ্যেনান্যেন দেহেন মৃতিং বেক্ষেত্রে প্রয়াগাদৌ শত্রুমরণানুকূলপুণ্যকৃতা দ্বিষা ঈরিতো বলান্মরণায় প্রেরিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

আবিলা সংবিদা সংবিচ্ছূন্যয়া বেদ্যতে ক্ষণাৎ।
ন হি সন্নদ্ধগাত্রস্য ক্লেশোঽসন্নদ্ধভেদনে ॥ ১৬ ॥
পশ্যন্তি বন্ধবোঽপ্যেনং তথৈবামরতাং গতম্।
দ্বয়মিত্যেষ লভতে জীবিতং মরণং সমম্ ॥ ১৭ ॥
ইদমপ্রতিঘারম্ভং ভ্রান্তিমাত্রং জগত্রয়ম্।
ন সম্ভবতি কো নাম ভ্রান্তৌ ভ্রান্তিবিপর্য্যয়ঃ ?॥ ১৮ ॥
সঙ্কল্পস্বপ্নপুরয়োর্যা ভ্রান্তিরনুভূয়তে।
ততোঽধিকোঽয়ং ন ন্যূনাজ্জাগ্রৎস্বপ্নেঽনুভূয়তে ॥ ১৯ ॥

রাজোবাচ।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কথং ব্রহ্মন্ ! কারণং দেহসংবিদঃ।
তস্যামূর্ত্তৌ কথঞ্চৈকো দ্বিশরীরত্বমৃচ্ছতি ? ॥ ২০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সঙ্কল্পনগরে ব্রাহ্মে জগত্যস্মিন্মহামতে।।
কিং নাম নো সম্ভবতি সত্যং বাঽপ্যসমঞ্জসম্ ? ॥ ২১ ॥
যথৈব সঙ্কল্পপুরে যন্ন সম্ভবতীহ হি।
তন্নাস্ত্যেব তদেতস্মিন্ কিং বাঽস্তু ব্রহ্মকল্পনে ? ॥ ২২ ॥

তত্র দ্বিষৎকৃতাভিচারাদিপ্রতীকারশূন্যয়া বিনেয়বিদা ক্ষণাত্তৎকালমেব মরণাদিকং বেদ্যতে অনুভূয়তে। সন্নদ্ধগাত্রস্য দ্বিষো বর্ম্মায়ুধাদিনা অসন্নদ্ধগাত্রস্য বিশ্বস্তস্য শরখড়্গাদিনা ভেদনে ন হি ক্লেশঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

অনেনৈব ন্যায়েন সর্ব্বে বিরুদ্ধপ্রশ্নাঃ সমাহিতা বোধ্যা ইত্যাশয়েনাহ—ইদমিতি। ভ্রান্তৌ কো বা ভ্রান্তিবিপর্য্যয়ঃ ? একভ্রমবিরুদ্ধোঽপরো ভ্রমঃ কো বা ন সম্ভবতি ? স্বপ্নসন্নিপাতাদৌ বিরুদ্ধসহস্রস্যাপি সহভাবদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তদেবাহ—সঙ্কল্পেতি ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মাবমূর্ত্তৌ দ্বাবিতি প্রশ্নমেব প্রকৃতকথাক্ষেপাসুগুণ্যেন পরিষ্কৃত্য রাজা পুনঃ পৃচ্ছতি—ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি। তস্য ধর্ম্মস্য অধর্ম্মস্য চামূর্ত্তৌ মূর্ত্তত্বাভাবে দ্বিশরীরত্বং দ্বিতীয়শরীরভাবং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

স্বপ্নসঙ্কল্পপুরয়োরেকো গচ্ছতি লক্ষতাম্ ।
তথা চৈকৈব চিৎস্বপ্নে সেনাত্বমুপগচ্ছতি ॥ ২৩ ॥
সহস্রাণ্যেকতাং যান্তি তথা সৈব স্বষুপ্তকম্ ।
অন্যথা স্বপ্নসঙ্কল্পসেনাঽনুভবসংস্মৃতৌ ॥ ২৪ ॥
সঙ্কল্পস্বপ্নপুরয়োরিতি কো নানুভূতবান্ ? ।
সংবিদাকাশমাত্রেঽস্মিন্ জগত্যনুভবাত্মনি ॥ ২৫ ॥
তস্মাদস্মিংশ্চিদাকাশ-সঙ্কল্পে জগদাত্মনি ।
ন সম্ভবতি কিং নাম তৎ সম্ভবতি বাঽপি কিম্ ? ॥ ২৬ ॥
এবমেবমিয়ং ভ্রান্তির্ভাতি ভাস্বম্নভোময়ম্ ।
নেহ কিঞ্চন সম্নাসম্ন বাঽসদিহ কিঞ্চন ॥ ২৭ ॥
যথাঽনুভূয়তে যদ্যৎ তত্তথা তত্ত্বদর্শিনঃ ।
প্রবুদ্ধস্যাত্র কিং নাম তৎ স এবাঙ্গতেত্যলম্ ? ॥ ২৮ ॥
ইহ চেদ্বিহিতো ধর্ম্মস্তৎস্বর্গেঽমৃতপর্ব্বতাঃ ।
স্থিতা ইতীহ সঙ্কল্পে কস্মান্ন প্রাপ্তবান্ গিরীন্ ? ॥ ২৯ ॥

ধাতুঃ সত্যসঙ্কল্পঃ অমূর্ত্তস্যাপি মূর্ত্ততাং ঘটয়িতুং সমর্থ ইত্যাশয়েনোত্তরমাঃ-সঙ্কল্পনগরে ইতি ॥ ২১-২৩ ॥

সা স্বপ্নসেনৈবৈকং স্বষুপ্তকং ভবতি, স্বপ্নসঙ্কল্পানুভূতসেনায়াঃ স্মৃতৌ সমূহরূপতা একাকারে ইদমিতি স্থানে তদিতি কল্পনেন চান্যথাঽনুভবনং ভবতীতি সর্ব্বানুভব সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

উপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥ ২৬ ॥

ন বা অ। সৎ ঈষৎ সৎ সদসদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

প্রবুদ্ধস্য অত্র কিং নাম, অসমঞ্জসমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠায়িনোঽপি জনাঃ শাস্ত্রকৃতস্বস্বনিশ্চয়ানুসারিস্বর্গানেব প্র বন্তীত্যাহ—ইহ চেদিতি। অমৃতা দেবাস্তদুপভোগ্যাঃ অমৃতরসনির্ঝরহ্রদ পুষ্পাদিপূর্ণাশ্চ পর্ব্বতাঃ স্বর্গে স্থিতাঃ সন্তীতি শাস্ত্রতোঽবগম্য তদনুসারিস সতি তত্র গত্বা তাদৃশগিরীন্ প্রাপ্তবান্ স্বাত্মানং কস্মান্নানুভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
ইতীহ সঙ্কল্পপুরে সর্ব্বমেবাসমঞ্জসম্ ॥ ৩০ ॥

যদি স্যাৎ সুস্থিরং কিঞ্চিদ্বস্তু তদ্দৃশ্যকো ভবেৎ।
ন্যায় এষোঽখিলঃ কিন্তু সংবিত্ত্বাৎ স্বস্বকং স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥

ইত্যেষঃ কথিতো ন্যায়ঃ সিদ্ধাস্বনুভবস্ততঃ।
যতো জগন্তি সঙ্কল্প-শ্রিতো ব্রহ্মস্বরূপতঃ ॥ ৩২ ॥

তব সঙ্কল্পনগরে নাস্ত্যেবাসম্ভবো যথা।
সর্ব্বার্থানাং তথা ব্রাহ্মে সঙ্কল্পে নাস্ত্যসম্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥

যদ্‌যথা কল্পিতং তত্র যাবৎ সঙ্কল্পমেব তৎ।
স্বভাবেন তথৈবাস্তি যতস্তৎসন্নিবেশবৎ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ সংপ্রেক্ষণমিহ সঙ্করো ন প্রবর্ত্ততে।
বিনাঽন্যচ্চিৎপ্রযত্নেন ভবত্যর্থস্তু নান্যথা ॥ ৩৫ ॥

যদি তু মিথ্যাত্বাদসমঞ্জসমিতি তে বুদ্ধিস্তর্হ্যয়ং লোকস্তত্র ধর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানং, তেন লোকস্তত্র ভোগশ্চেত্যেতৎ সর্ব্বমেব জগদসমঞ্জসমেবেত্যাহ—ইহেতি। ইহ তি ॥ ৩০ ॥

যদি জগতি কিঞ্চিদ্ভূতভুবনাদিবস্তু সুস্থিরং সত্যং স্যাৎ,তত্রায়ং বিরোধো দৃশ্যকো ৎ, তদা এষ ইদং সমঞ্জসমিদমসমঞ্জসমিত্যেষ ন্যায়োঽখিলঃ অকুণ্ঠিতঃ স্যাৎ, কিন্তু ঽপি দ্রষ্টা সংবিত্ত্বাৎ স্বস্বকং সঙ্কল্পনমেব দৃশ্যকঃ স্থিতো ন বাস্তবমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইত্যেষোঽস্মাভিরাসমঞ্জস্যপরিহারন্যায়োঽপি স্বপ্নসঙ্কল্পসিদ্ধাসু কল্পনাসু অনুভবঃ নুভবানুসারী স্থিতো জগৎস্বপি [illegible]জ্যঃ, যতো জগন্ত্যপি ব্রহ্মস্বরূপতঃ য়াশ্রিতঃ সঙ্কল্প এব ॥ ৩২ ॥

তদেবাহ—তবেতি ॥ ৩৩ ॥

যদ্যদ্যথা তত্র ব্রাহ্মসঙ্কল্পে কল্পিতং, তৎ তাদৃশসন্নিবেশবত্তথা স্বভাবেনাস্তি ॥৩৪॥

ততস্তাদৃশসন্নিবেশস্বভাবনিয়মাদেব জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্ববস্তূনাং সম্যগ- স্বাদিতয়া প্রেক্ষণং প্রবর্ত্ততে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যবহারে সঙ্করশ্চ ন প্রবর্ত্ততে। র্চিৎপ্রযত্নেন কৃতনিয়তসন্নিবেশোঽর্থঃ অন্যচিৎপ্রযত্নেন বিনা অন্যথা চ ন তি। চার্থে তুঃ ॥ ৩৫ ॥

আ-কল্পমজসঙ্কল্পে যথা ভাতং জগৎ স্থিতম্।
পুনরন্যেন সঙ্কল্প-রূপেণান্যদুপৈষ্যতি ॥ ৩৬ ॥
সঙ্কল্পাত্ম স্বয়ং ভাতি কল্পে কল্পে জগত্তথা।
প্রতিজীবং চিতিস্বপ্নে স্বপ্নে স্বাপ্নপুরং যথা ॥ ৩৭ ॥
সঙ্কল্পপত্তনতনোর্ন তদস্তি কিঞ্চিদ্-
যদ্‌যন্ন সম্ভবতি তচ্চ চিদাত্মনোঽস্মাৎ।
নান্যৎ প্রকল্পয়িতুরাত্মপরস্বরূপাদ্-
ব্রহ্মৈব তেন সকলং জগদঙ্গ ! বিদ্ধি ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে মহাপ্রশ্নোত্তরে সর্ব্বাত্মিত্বানুভূতিদর্শনং নাম নবাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৯ ॥

আ-কল্পমা-প্রলয়ং যথা অজসঙ্কল্পে ভাতং, তথৈব স্থিতং পুনঃ প্রলয়ানন্তরমন্যৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তরম্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

সঙ্কল্পপত্তনতনোরস্য জগতো যন্ন সম্ভবতীতি মন্যসে, তন্নাস্তি, সর্ব্বং সম্ভবত্যেব, তচ্চ প্রকল্পয়িতুরস্মাচ্চিদাত্মনো নান্যৎ, তেন হেতুনা জগদ্ ব্রহ্মৈব বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে নবাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ফলে ক্ষয়েন্দুভারূপে প্রাপ্তে ধ্যাতৃশতৈর্নভঃ।
যথা ন শতপূর্ণেন্দু তথেদং কথনং শৃণু ॥ ১ ॥
চন্দ্রবিম্বস্য ধ্যাতারঃ প্রাপ্তাঃ প্রাপ্তব্যসুস্থিতাঃ।
নেদং নভস্তলং প্রাপ্তাঃ ন চেমং শশিনং শ্রিতাঃ ॥ ২ ॥
কেবান্যসঙ্কল্পপুরমন্যঃ প্রাপ্নোতি কথ্যতাম্ ?।
সঙ্কল্পপুর্য্যামর্থাপ্তিস্তজ্জন্তাবেব নাপরে ॥ ৩ ॥
পৃথক্ পৃথক্ স্বসঙ্কল্প-সর্গখেম্বেব তে স্থিতাঃ।
চন্দ্রাস্তপন্তি তত্রৈব কলাক্ষয়বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪ ॥
বিশেয়মস্মিন্নেবেন্দাবিতি ধ্যাতা নিশাকরে।
অস্মিন্নেব বিশত্যন্তরাত্মবুদ্ধিসুখোজ্ঝিতঃ ॥ ৫ ॥
অহমিন্দুং প্রবিষ্টঃ স্যামিন্দুবিম্বসুখান্বিতঃ।
ধ্যাতেতি তাদৃক্সুখভাগ্ ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

ইহ বশিষ্ঠপ্রশ্নানাং সমাধানং নিরূপ্যতে।
তথা দেহাদিজগতঃ সুদৃষ্ট্যা ব্রহ্মমাত্রতা ॥

'খেঽস্যামক্ষয়পূর্ণেন্দুরিতি ধ্যায়িচিতৈঃ ফলৈঃ। তুল্যকালমনুপ্রাপ্তৈঃ সহস্রেন্দু কিং নভঃ ?॥' ইতি প্রশ্নস্যোত্তরং তত্র প্রথমং শ্রাবয়তি—ফলে ইত্যাদিনা ॥ ১ ॥

সত্যচন্দ্রবিম্বস্যাহংভাবেন ধ্যাতারঃ প্রাপ্তব্যে চন্দ্রভাবে চিরধ্যানেনান্তভাব- স্মরণাদৈন্দবন্যায়েন সুস্থিতাঃ সন্তশ্চন্দ্রভাবং প্রাপ্তা এব, তথাঽপি নেদং নভস্তলং প্রাপ্তাঃ, নাপ্যেনং শশিনং শ্রিতাঃ প্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কুতো ন প্রাপ্তাঃ ? তত্রাহ—কেবেতি। অন্যসঙ্কল্পপুরমন্যঃ প্রাপ্নোতীত্যেতৎ ক্ব কুত্র দৃষ্টং ? দৃষ্টান্তীকৃত্য প্রকৃতে শক্যতে। তজ্জন্তৌ তস্মিন্ সঙ্কল্পয়িতৃজীবে ব, ন পরে জীবান্তরে দৃষ্টা ॥ ৩ ॥

ক তর্হি তে স্থিতাঃ ? তত্রাহ—পৃথগিতি ॥ ৪-৫ ॥

অস্মিন্নেব চন্দ্রে তে সর্ব্বে লাঘবাৎ কুতো ন প্রবিষ্টাঃ ? তত্রাহ—অহমিতি।

যথাহয়মনুসন্ধত্তে স্বভাবং সংবিদব্যয়া।
তং তথৈবানুভবতি ভবেচ্চেদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥
যথেন্দুত্বং স্বসঙ্কল্পাৎ সর্ব্বধ্যাতুঃ পৃথক্ পৃথক্।
ভাত্যেবমেব বনিতা-লাভঃ কাল্পনিকঃ স্বতঃ ॥ ৮ ॥
যা ধ্যানে ধ্যাতৃলক্ষাণাং সাধ্বী ভার্য্যাত্বমাগতা।
তৎকল্পনাহনুভবনং তেষাং সত্ত্বাত্মনি স্থিতম্ ॥ ৯ ॥
গৃহাদনির্গতো জীবঃ সপ্তদ্বীপপরঃ স্থিতঃ।
তস্যাপি তৎ কাল্পনিকং রাজ্যং ব্যোম্নি স্বমন্দিরে ॥ ১০ ॥
সমস্তং কল্পনামাত্রমিদমাত্মজ্ঞজন্মনঃ।
শূন্যমপ্রতিঘং শান্তং তেম্বপি স্যাৎ কিমন্যথা ? ॥ ১১ ॥

তৈস্তু ন তথা ধ্যাতং, কিন্তু স্বৎপ্রশ্নানুসারাৎ খে স্থামক্ষয়পূর্ণেন্দুরিতি কামনয়া ধ্যাতমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অন্যথা ধ্যানেহন্যথাফলং কুতো ন ভবতি? তত্রাহ—যথেতি। যথা যং স্বভাবময়মনুসন্ধত্তে দৃঢ়সঙ্কল্পেন ধ্যায়তি, তং স্বভাবমব্যয়া সাক্ষিসংবিত্তথৈবানুভবতি, ন বৈপরীত্যেনেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

'অন্যচ্চ ধ্যায়িনাং লক্ষৈর্ধ্যাতৈকা স্ত্রী যথাক্রমম্। জায়াত্বেন সমং কালম্' ইতি প্রশ্নোহপ্যনয়ৈব যুক্ত্যা সমাধেয় ইত্যতিদিশতি—যথেতি। স্বতঃ স্বস্থ কাল্পনিকঃ কল্পনাসিদ্ধঃ ॥ ৮ ॥

'সাধ্ব্যসাধ্বী গৃহে ভর্ত্তুঃ সংস্থিতা তপসা পরা' ইতি প্রশ্নাংশেহপ্যয়মেব সমাধিরিত্যাহ—যেতি। সত্ত্বাত্মনি অন্তঃকরণোপহিতে সাক্ষিণি ॥ ৯ ॥

'গৃহানির্গচ্ছন্মা-কল্পং নৃপঃ সন্ দ্বীপসপ্তকে' ইতি প্রশ্নোহপ্যনেন সমাহিত ইত্যাহ—গৃহাদিতি। স্বমন্দিরে ব্যোম্নি স্বচিত্তাকাশে ॥ ১০ ॥

যদা ইদমস্মদাদি দৃশ্যং জগদপি সমস্তমাত্মস্থ জ্ঞজন্মন ঔৎপত্তিকসার্ব্বজ্ঞ্যবতো হিরণ্যগর্ভস্য কল্পনামাত্রং, তদা তেষু উপাসককল্পিতজগৎসু কিমন্যথা অন্যাদৃশং সত্তাত্মং স্যাৎ, যেনাস্মজ্জগতা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

দানৌর্দ্ধদেহিকতপো-জপাদীনাং পরত্র যৎ।
অমূর্ত্তানাং ফলং মূর্ত্তং তদিদং কথ্যতে শৃণু ॥ ১২ ॥
দানাদিচিহ্নিতধিয়ঃ পরত্র স্বপ্নবৎ ফলম্।
পশ্যন্ত্যমূর্ত্তামূর্ত্তাভমজং চিন্মূর্ত্তিকল্পনাৎ ॥ ১৩ ॥
বেদনাবেদনাকারা স্পন্দাস্পন্দাত্ম বৈ পুনঃ।
চিন্মাত্রস্যাস্য তদ্‌ভ্রান্তি-শান্তৌ শান্তাত্ম নির্ম্মলম্ ॥ ১৪ ॥
চিন্মাত্রাভমিতো দানাদমুত্রাৎ তমবাপ্নুয়াৎ।
সঙ্কল্পাত্মেতি কবয়ঃ কথং তন্নোপলভ্যতে ? ॥ ১৫ ॥
কল্পনাত্মনি সংসারে সঙ্কল্পোঽকৃত্রিমং ফলম্।
চিন্মাত্রমভিতোঽদানাদ্দানাদ্বাঽস্ত যথোদিতঃ ॥ ১৬ ॥
এতৎ তে কথিতং সর্ব্বং যথাপৃষ্টং মহীপতে।।
জগদপ্রতিঘং সর্ব্বমিদং চিন্মাত্রকল্পনম্ ॥ ১৭ ॥

'দানধর্ম্মাদিতপসামৌর্দ্ধদেহিককর্ম্মণাম্। ইহস্থানামমূর্ত্তানাং মূর্ত্তং প্রেত্যাস্তি কিং ফলম্' ? ॥ ইতি প্রশ্নমনূদ্য তৎসমাধানং বক্তুং প্রতিজানীতে—দানেতি ॥ ১২ ॥

চিতৈব মূর্ত্ত্যাকারকল্পনাৎ ॥ ১৩ ॥

মনোজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈর্বেদনাবেদনাকারা ভ্রান্তিস্তয়া ভ্রান্ত্যা বিষয়প্রাপ্তয়ে তচ্চিন্মাত্রং সমনস্কৈঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ স্পন্দাস্পন্দাত্ম সম্পদ্যতে, তদ্‌ভ্রান্তিশান্তৌ তু নির্ম্মলং শান্তাত্মৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৪ ॥

ইত ইহানুষ্ঠিতাদ্দানাদমুত্র পরলোকে চিন্মাত্রাভং চিৎপ্রতিভাসাত্মকং তত্তৎফলমাত্তমুপনীতং তৎসঙ্কল্পাত্মা জীবঃ অবাপ্নুয়াদিতি কবয়ো বদন্তীতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

ইতো দানাদদানাদ্বা অকৃত্রিমঃ সঙ্কল্প এব দানফলং ভোগৈশ্বর্য্যাদি, অদানফলং দারিদ্র্যাদি বা পরলোকেঽস্তু, ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি সর্ব্বাসমঞ্জসপরিহার ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বান্ প্রশ্নান্ কণ্ঠতোঽর্থাচ্চ সমাধায় জগতো ব্রহ্মৈব তত্ত্বমিত্যুপসংহরতি—এতদিতি ॥ ১৭ ॥

রাজোবাচ।

সর্গাদৌ ভগবন্! দেহমিদং চিন্মাত্রকল্পনম্।
কথং ভাতি কথং কুড্যং বিনা দীপঃ প্রকাশতে? ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্বয়াঽর্থো দেহশব্দস্থ যো বুদ্ধঃ স মহামতে!।
তত্ত্বজ্ঞং প্রতি নাস্ত্যেব শিলানৃত্যমিবাম্বরে ॥ ১৯ ॥
য এব ব্রহ্মশব্দার্থো দেহশব্দার্থ এব সঃ।
নার্থয়োরনয়োর্ভেদো বিদ্যতেঽম্বু্ভসোরিব ॥ ২০ ॥
যদেব ব্রহ্মদেহোঽসৌ স্বপ্নাভঃ স্বপ্নঃ এষ তু।
স্ববোধায়োচ্যতে যুক্তির্ন তু তৎ স্বপ্ন এব তু ॥ ২১ ॥
স্বপ্নস্তবানুভূতার্থস্তেনাতস্ত্বং প্রবোধ্যসে।
ন তু সর্গে চিদাভাতে সাদৃশ্যং স্বপ্নভস্মনা ॥ ২২ ॥

দেহে এব চিদভিব্যক্তিদর্শনাদনভিব্যক্তচিতি ভ্রান্ত্যাগুদর্শনাৎ সর্গাদৌ ভ্রান্তিসিদ্ধৌ দেহসিদ্ধিস্তৎসিদ্ধ্যা চ ভ্রান্তিসিদ্ধিরিত্যন্যোঽন্যাশ্রয়ং মন্যমানো রাজা পৃচ্ছতি—সর্গাদাবিতি। চিন্মাত্রং দেহশূন্যং চৈতন্যং তৎকৃতং দেহকল্পনং কথং ভাতি? দেহং বিনা চিৎপ্রথায়া এবাদর্শনাৎ কুড্যাদ্যনাশ্রিতদীপপ্রভাপ্রায়ত্বা ত্তদা চৈতন্যস্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ন জড়ো দেহশ্চিদভিব্যঞ্জক ইতি তত্ত্বজ্ঞপক্ষঃ, তদ্দৃষ্টৌ জড়স্যৈবাপ্রসিদ্ধেঃ। ব্রহ্ম তু সর্বজ্ঞত্বাৎ সদৈবাভিব্যক্তচৈতন্যং দেহাদি সর্বং কল্পয়তীত্যাশয়েনোত্তরমাহ—ত্বয়েত্যাদিনা ॥ ১৯ ॥

অম্বু্ভসোরিবেতি শব্দদ্বয়ানুকরণত্বাৎ 'বিরূপাণামপি সমানার্থানাম্' ইত্যেকশেষোঽসংপ্রয়োগোঽবদ্ধো বা ॥ ২০ ॥

যন্মাত্রোঽসৌ দেহো যদ্ব্রহ্ম তদেব। ননু স্বপ্নেঽপ্যস্ত ন্যায়স্য সাম্যাদ্ ব্রহ্মত্বে স্বপ্নাভ ইতি ভেদং সিদ্ধবৎকৃত্য দৃষ্টান্তোক্তিঃ কথম্? অত্রাহ—স্ববোধায়েতি ॥ ২১ ॥

কথমত্র মনোযোপযোগঃ? অত্রাহ—স্বপ্ন ইতি। স্বপ্নলক্ষণেন ভস্মনা বাধিতার্থেন সহ চিদাত্মনা আভাতে সর্গে সাদৃশ্যং ন ঘটতীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

কস্তত্র নাম দেহোঽয়ং কস্তেতে স্বপ্নধীঃ ক্ব বা ?।
স্বপ্নেন জ্ঞাববুদ্ধেন ভ্রমেণাজ্ঞোঽববোধ্যতে ॥ ২৩ ॥
তত্র জাগন্ন চ স্বপ্নো ন সুষুপ্তং ন চেতরৎ।
কিমপীত্থমিদং ভানং খমাত্রং মৌনমোমলম্ ॥ ২৪ ॥
অভাতমেব ভাতীব যদচ্ছেত্থমিদস্তু তৎ।
প্রাগ্ বিভাতং তথাঽত্যচ্ছং জাগ্রৎস্বপ্নাদি নো যথা ॥ ২৫ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ যন্মধ্যে সংবিদো বপুঃ।
তন্ময়ং সর্ব্বমেবেদং দ্বৈতমদ্বৈতমেব চ ॥ ২৬ ॥
অন্যত্র চিন্ময়ং স্বপ্নং দ্বৈতাদ্বৈতং শুভাশুভম্।
নিরাবরণচিন্মাত্র-নভসৈবোপমীয়তে ॥ ২৭ ॥
শূন্যমর্থোপলম্ভশ্চ ভানঞ্চাভানমেব চ।
দ্বৈতমৈক্যমসৎ সচ্চ সর্ব্বং চিদ্‌গগনং পরম্ ॥ ২৮ ॥
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি পূর্ণমেব স্থিতং জগৎ।
ন চ ভাতং ন চাভাতং শিলাবদ্ধোদরোপমম্ ॥ ২৯ ॥
যতো জগচ্চিদুন্মেষো ব্যোমাত্মাপ্রতিঘং ততঃ।
চিন্মাত্রং যত্র যত্রাস্তি তত্র তত্রোচিতং জগৎ ॥ ৩০ ॥

কস্তেতে স্বাপ্নার্থাঃ ? ॥ ২৩ ॥

ওমিতি বিরাড়াদিপাদত্রয়প্রবিলয়াবশিষ্টতুরীয়োপদেশঃ। অলমিতি তত্র সর্ব্বসাধনপুরুষার্থপর্য্যাপ্তিদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥

যদচ্ছেত্থং ভাতীব তদভাতমেব। প্রাগ্বিভাতমপি তথা। তথাচ কদাঽপি জাগ্রৎস্বপ্নাদি যথা নো নাস্ত্যেব, তথা অত্যচ্ছং ব্রহ্মাস্তি ॥ ২৫ ॥

দেশাদিতি ব্যাখ্যাতম্। নির্বিষয়চিন্মাত্রময়মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞদৃষ্টেরন্তত্র জ্ঞদৃষ্টৌ স্বপ্নাদি সর্ব্বং চিন্মাত্রনভসৈবোপমীয়তে ॥ ২৭-২৮ ॥

স্ফটিকশিলয়া আবদ্ধং ঘনং যদুদরং মধ্যং তদুপমম্ ॥ ২৯ ॥

উচিতং, স্থাতুমিতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

চিদ্ব্যোম চাস্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চৈতজ্জগন্ময়ম্।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং শান্তং জগদিত্যপি শব্দিতম্ ॥ ৩১ ॥
যথাস্থিতমিদং বিশ্বং তথাসংস্থমনাময়ম্।
ব্রহ্মৈব নিরবদ্যাত্ম চিৎসঙ্কল্পপুরাকৃতি ॥ ৩২ ॥
অসম্ভবাদন্যযুক্তের্যুক্তিরেষৈব শোভনা।
অযুক্ত্যনুভবং তূক্তং নার্থিনামিহ শোভতে ॥ ৩৩ ॥
লোকে শাস্ত্রেঽথ বেদাদৌ যৎ সিদ্ধং সিদ্ধমেব তৎ।
সদস্ত্বসদ্বাঽঽত্মনি তদ্ধাতুং শক্যং ন বা ক্বচিৎ ॥ ৩৪ ॥
তদেবেত্থং পরিজ্ঞাতং ব্রহ্মতামুপগচ্ছতি।
যদা তেন সমং বিশ্বং স্থিতমেব বিলীয়তে ॥ ৩৫ ॥
ন্যায়েনৈতদিহোক্তেন লোকবেদাদি সিধ্যতি।
সর্ব্বং স জীবন্মুক্তত্বমেষ এবোচিতস্ততঃ ॥ ৩৬ ॥
পরিজ্ঞাতং চিদাকাশমপরিজ্ঞাতপাদপে।
সোঽহং ত্রিজগদিত্যেব বন্ধমোক্ষবিনির্ণয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মৈব ব্রহ্মময়ম্ ॥ ৩১-৩২ ॥

অর্থিনাং পুরুষার্থেচ্ছূনাং শ্রোতৄণাং, পুরত ইতি শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

যৎ প্রমাণযুক্ত্যনুভবসিদ্ধং তৎ সিদ্ধমেব ন হাতুং শক্যম্। তথাচ সদিতি বেদাদিসিদ্ধং ব্রহ্ম তথৈবাভ্যুপগন্তব্যম, অসদিতি সিদ্ধং দ্বৈতং তথৈবাভ্যুপগন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎ পূর্ব্বমব্রহ্মেতি গৃহীতং বিশ্বমিত্থং পরিজ্ঞাতং ব্রহ্মতামুপগচ্ছতি। কদা? যদা তেন চরমসাক্ষাৎকারবৃত্তিরূপেণ জ্ঞানেন সমং স্থিতমেব বিলীয়তে তদা ॥ ৩৫ ॥

স্বপ্নাঽর্থো দেহশব্দস্থেত্যাদিনা এতদন্তেন মদুক্তেন ন্যায়েন সজীবন্মুক্তত্বং জীবন্মুক্তিসহিতং লোকবেদাদি সর্ব্বং জগদেতদ্ ব্রহ্মৈব সিধ্যতি, তস্মাদেষ এব মদুক্তো ন্যায়ঃ পরমপুরুষার্থোপায়ত্বাদুপাদাতুমুচিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্মিন্ অপরিজ্ঞাতাত্মমাত্ররূপসংসারলক্ষণে পাদপেঽশ্বত্থবৃক্ষে পরিজ্ঞাতং চিদাকাশমেব, ন ততোঽন্যদণুমাত্রমপ্যস্তি; সঃ অপরিজ্ঞাতঃ পরিজ্ঞাতশ্চ চিদাকাশোঽহমেব ত্রিজগৎ বন্ধো মোক্ষশ্চ পর্য্যায়েণেতি বিনির্ণয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যথাস্থিতমিদং দৃশ্যং পরিজ্ঞানাদ্বিলীয়তে।
তজ্জ্ঞস্যাস্তং গতস্যৈব শিলামৌনং তু শিষ্যতে ॥ ৩৮ ॥
লোকে শাস্ত্রে চ বেদে চ যৎ সিদ্ধং সিদ্ধমেব তৎ।
সংবেদ্যতে তদেবাতস্তদেবং ফলতি স্ফুটম্ ॥ ৩৯ ॥
সকলার্থনিরাসেন যদ্‌যৎ সংবেদ্যতে চিরম্।
তদেব প্রাপ্যতেঽবশ্যং সর্ব্বত্রৈবান্যভাবিতম্ ॥ ৪০ ॥
যথাঽনুভূতং যৎ তৎ তৎ তথা নামানুভূয়তে।
তৎ সত্যমস্ত্বসত্যং বা যাবল্লাভং তথা নু তৎ ॥ ৪১ ॥
ইত্থং মহাপ্রশ্নবিচারণং তে
　　ময়েদমুক্তং মতিমন্মহাত্মন্ !।
অনেন গচ্ছাশু পথা নিরাধি-
　　র্নিরাময়ো নির্ব্যসনো ভবোচ্চৈঃ ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দ্বৈতৈক্যোপলম্ভনিরাসেন মহাপ্রশ্নোত্তরবাক্যসমাপ্তির্নাম দশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১০ ॥

পরিজ্ঞাতমাত্রত্বং কথং মোক্ষঃ ? তত্রাহ—যথাস্থিতমিতি। তজ্জ্ঞস্য, স্বরূপমিতি শেষঃ। দৃশ্যাত্মনা অস্তং গতস্য দৃষ্মাত্রং বাগাদ্যগম্যমবশিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

লোকে জীবন্মুক্তজনে যৎ সিদ্ধং বিচারশতৈঃ পরিনিষ্ঠিতং, তদেব স্বানুভবেনাঽপি সংবেদ্যতে, অতস্তদেব পরমপুরুষার্থভাবেন ফলতি ॥ ৩৯ ॥

তৎপ্রাপ্তাবিতরার্থমাত্রত্যাগেন তদেকনিষ্ঠতৈবোপায়স্তেন বাঽবশ্যং তৎ প্রাপ্যত ইত্যাহ—সকলার্থেতি। সর্ব্বত্র লৌকিকেঽপি কার্য্যে অন্যদপি ভাবিতং তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

তত্র লৌকিককার্য্যমসত্যং, মোক্ষাখ্যং তু সত্যমিত্যবাস্তরবৈলক্ষণ্যমস্তু নাম, সাধনোদ্যোগতৎফলানুভবে চ ন বিশেষ ইত্যাশয়েনাহ—যথেতি ॥ ৪১ ॥

হে মতিমন্ ! হে মহাত্মন্ ! ইত্থং ময়া তে মহাপ্রশ্নানাং বিচারণং বিচারফল-নির্ণয়রূপং সমাধানমুক্তম্, ত্বমনেন পথা গচ্ছ, তেন আশু মনসি নিরাধির্দেহে নিরাময় ইন্দ্রিয়েষু নির্ব্যসনো ভূত্বা উচ্চৈঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে দশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি তত্রোপবিশ্যাহং পূজিতস্তেন ভূভুজা।
প্রয়োজনং স্বং সম্পাদ্য স্বর্গস্থং গগনং প্লুতঃ॥ ১॥
অদ্যৈতদ্ভবতা প্রোক্তং ময়া মতিমতাং বর।।
অনয়া সুদৃশা শান্ত-মনাঃ খাত্মা ভবিষ্যসি॥ ২॥
ব্রহ্মৈব তদিদং সর্ব্বং নির্নামৈবামলং নভঃ।
কিমপ্যেবাজমাশান্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্॥ ৩॥
চিদ্ভানমাত্রমিত্যুক্তং ব্রহ্মেতি কলিতাভিধম্।
পরাৎ পরমিতি প্রোক্তং তত্তু নির্নামকং পদম্॥ ৪॥

শ্রীরাম উবাচ।

সিদ্ধসাধ্যযমব্রহ্ম-বিদ্যাধরদিবৌকসাম্।
ব্রহ্মন্! কথয় দৃশ্যন্তে লোকা লোকধরাঃ কথম্?॥ ৫॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সিদ্ধসাধ্যযমব্রহ্ম-বিদ্যাধরদিবৌকসাম্।
অন্যেষামপি ভূতানামপূর্ব্বাণাং মহাত্মনাম্॥ ৬॥

সিদ্ধসাধ্যাদিলোকৌঘ-দর্শনোপায়সংযুতম্।
বর্ণ্যতেহত্র পুনঃ স্পষ্টং ব্রহ্মৈব সকলং জগৎ॥

তত্র কুশদ্বীপে ইলাবত্যাখ্যায়াং পুরি। তেন প্রজ্ঞপ্ত্যাখ্যেন ভূভুজা প্রয়োজনং তদনুগ্রহলক্ষণম্॥ ১॥

অদ্য এতস্যামযোধ্যায়াং ভবতা বিদ্যমানেন ময়া॥ ২॥

নির্নাম নিঃশব্দং নভ এব॥ ৩॥

ব্রহ্মেত্যপি কল্পনয়া কলিতাভিধং, ন বস্তুতঃ, কূটস্থে বৃংহধাত্বর্থবৃংহ যোগাদিত্যর্থঃ॥ ৪॥

লোকান্তরভূত্যা জনাস্তেষাং ধরা আধারভূতাঃ কথং কেনো দৃশ্যন্তে?॥ ৫-৬।

প্রতিরাত্রং প্রতিদিনং পুরঃ পশ্চাদুপর্য্যধঃ।
পশ্যস্যালোকয়ল্লোকানপশ্যংশ্চ ন পশ্যসি ॥ ৭ ॥

এতে লোকাঃ কিলৈতেষাং নাভ্যাসঃ স্থানদূরগাঃ।
এতে সঙ্কল্পলোকাখ্যা ব্যাপ্তমেভিঃ কিলাঽখিলম্ ॥ ৮ ॥

যথৈতে কল্পনালোকা অয়ং লোকস্তথৈব নঃ।
যথা কাল্পনিকো বাতো লোকালোকাস্তথৈব তে ॥ ৯ ॥

সঙ্কল্পস্বপ্নলোকা যে তব ভান্তি দিবানিশম্।
ত এব তাদৃশাশ্চান্যে সঙ্কল্পাদ্যৈঃ স্থিরীকৃতাঃ ॥ ১০ ॥

ধ্যানেন ত্বমপীতাংশ্চেৎ স্থিরতাং সুস্থিরাত্মনা।
নয়স্যাশু তদৈবৈতে স্থিরতাং যান্ত্যবিঘ্নতঃ ॥ ১১ ॥

যথাঽভিমতবিস্তারা যথাঽভিমতসম্পদঃ।
সঙ্কল্পভাববলিতো জনঃ পশ্যতি সিদ্ধবৎ ॥ ১২ ॥

আলোকয়ন্ চূড়ালোপাখ্যানোক্তধারণাবিশেষৈঃ পশ্যন্ সন্ পশ্যসি দ্রক্ষ্যসি ॥৭॥

দ্বিবিধা হি সিদ্ধলোকা য এতে মহর্জনস্তপঃসত্যাখ্যাস্তে স্থানতো দূরগাঃ। যে ঽতে সর্ব্বত্র সঞ্চরতাং সিদ্ধানাম্ ‘স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে’ ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধাঃ ঙ্কল্পলোকাখ্যাঃ সর্ব্বত্র সন্তি, এভিরখিলং বিশ্বং ব্যাপ্তম্। দ্বিবিধানামপি দর্শনে রণাভ্যাসঃ কারণং, স চ তে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তর্হি কিং ময়া তদ্দর্শনায় ধারণাভ্যাসঃ কার্য্যঃ? ন কার্য্যস্তেষামসারত্বাদিতি র্শয়তি—যথেত্যাদিনা। যথৈব তে াং তে কল্পনাত্মকা লোকাস্তথৈবায়ং নাঽস্মাকময়ং লোকঃ কল্পনামাত্রসিদ্ধঃ। যথা কাল্পনিকোঽপি বাতঃ সর্ব্বত্র মতি, তথা তে ভ্রমন্তি, অয়ং তু ন তথেত্যেতাবানেব বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তব সঙ্কল্পস্বপ্নলোকা যে ভান্তি, ত এব তে সিদ্ধলোকাঃ প্রসিদ্ধাস্তাদৃশা অন্যে চ লোকাস্তৈর্নির্ম্মায় সঙ্কল্পেনৈব স্থিরীকৃতাঃ ॥ ১০ ॥

এবঞ্চ ত্বমপি যদি যোগধারণাস্থিরীকৃতেন ধ্যানেন ইতান্ স্বসঙ্কল্পপ্রাপ্তান্ লোকান্ স্থিরতাং নয়সি তদা এতেঽপি স্থিরতাং যান্তি ॥ ১১ ॥

এবমন্যোঽপি দৃঢ়তরধ্যাতৃসঙ্কল্পভাবেন বলিতশ্চেৎ সোঽপি সিদ্ধবদেব তান্ স্থিরান্ পশ্যতি ॥ ১২ ॥

কিন্তু তে স্থিরতাং নীতাঃ সিদ্ধৈঃ স্বর্যানসম্পদা।
অস্থিরৈর্ধ্যানবিশ্রান্তৌ তৈর্দুঃখৈস্তদমী কৃতাঃ ॥ ১৩ ॥
জগদপ্রতিঘং সর্ব্বং শান্তচিদ্ব্যোম সর্ব্বদা।
যথা দৃঢ়ং সংবিদিতং তথৈবাভাতি নান্যথা ॥ ১৪ ॥
ন ভাত্যেবাসংবিদিতমস্তি নাস্তি ন চোদ্যতা।
শূন্যং হ্যপ্রতিঘং চৈতৎ পরাকাশমরোধকম্ ॥ ১৫ ॥
চিৎস্বভাবতয়া ভাতং ভারূপমিব দৃশ্যতে।
অস্মিংশ্চিদভিমানশ্চ বিদ্যতে ন স্বভাবতঃ ॥ ১৬ ॥
কার্য্যকারণভাবাচ্চেৎ কথৈবাত্র ন বিদ্যতে।
ব্যোম্নোঽনন্তস্য সিদ্ধস্য কিং কথং কিল জায়তে ? ॥ ১৭ ॥
যচ্চ জাতমিবাভাতি ব্যোম্নি ব্যোমৈব তৎ তথা।
তত্রৈকদ্বিত্বকলনা কীদৃশী স্যাদরূপিণী ? ॥ ১৮ ॥

কিন্ত্বেতাবান্ বিশেষঃ, তৈঃ সিদ্ধৈঃ স্বঃ স্বর্গান্ সিদ্ধলোকান্ যান্তি যয়া তথাবিধয়া প্রাক্তনধর্ম্মসম্পদা তে লোকাঃ স্থিরতাং নীতা ইত্যনায়াসসিদ্ধান্তেষাম্। যৈস্তৈস্তৈরনিত্যৈরিদানীন্তনধারণাভ্যাসৈর্ধ্যানবিশ্রান্তৌ যত্যতে, তৈর্দুঃখৈঃ শ্রমৈরমী লোকাঃ স্থিরীকৃতাঃ স্যুরিতি ॥ ১৩ ॥

সংবিদিতং নিশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥

যতস্তত্রাসংবিদিতে অস্তি নাস্তীতি বা চোদ্যতা তর্কবিষয়তা নাস্তি ॥ ১৫ ॥

কুতঃ শূন্যমপ্রতিঘং চ তৎ ? তত্রাহ—চিৎস্বভাবতয়েতি। যদ্দৃঢ়সংবেদনেন ভাতং, তচ্চিৎস্বভাবতয়া ভারূপমিব ভাসমানং দৃশ্যতে। অস্মিংস্ত্বসংবিদিতে স্বভাবতশ্চিদভিমানশ্চিৎসত্তাস্ফূর্ত্তিব্যাপ্তির্বতো ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কারণসম্ভাবনাদেব তৎসত্তাশঙ্কা ভবিষ্যতীতি তু ন শক্যমেব নিরস্তত্বাদিত্যাহ—কার্য্যেতি। সর্গাদৌ প্রলয়ব্যোম্নঃ ॥ ১৭ ॥

যচ্চ জাতমিবাভাতি ভূতভুবনাদি, তত্ত্ব ব্যোম্নি ব্যোমৈব জাতমিবাভাতীতি তত্রৈকদ্বিত্বকলনাঽপি দুর্লভা, দূরে কার্য্যকারণভাব ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তদ্ধি যাদৃশমেবাসীৎ তাদৃগেবাবতিষ্ঠতে।
নির্ব্বিকারং যথা স্বপ্নে ব্যোমৈবাচলবদ্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
সঙ্কল্পে চিত্তমাকারং যথোদেত্যদ্রিলীলয়া।
ন চ সোঽদ্রির্ন তদ্ব্যোম তথা ব্রহ্ম জগৎস্থিতিঃ ॥ ২০ ॥
কাষ্ঠবন্মৌনমাস্থায় রটন্তোঽপি মহাধিয়ঃ।
ইহ ব্যবহরন্ত্যেতে বুধা দারুনরা ইব ॥ ২১ ॥
যথা বারিণি বর্ত্তন্তে তরঙ্গাবর্ত্তবৃত্তয়ঃ।
অনন্যাঃ পরিবর্ত্তন্তে তথা ব্রহ্মণি সৃষ্টয়ঃ ॥ ২২ ॥
যথা বায়ৌ পরিস্পন্দা যথা ব্যোমনি শূন্যতা।
অনন্যাশ্চাপ্যমূর্ত্তাশ্চ তথা ব্রহ্মণি সৃষ্টয়ঃ ॥ ২৩ ॥
যথা সঙ্কল্পনগরং শূন্যমেব পুরঃ স্থিতম্।
সাকারমপ্যনাকারং ব্রহ্মণীদং তথা জগৎ ॥ ২৪ ॥
চিরানুভূতমপ্যর্থ-কার্য্যপীদং জগত্রয়ম্।
শূন্যমেব নিরাকারং সঙ্কল্পনগরং যথা ॥ ২৫ ॥
যদেব চিত্তসঙ্কল্পস্তদেব নগরং যথা।
তদা তথাঽয়ং ব্রহ্মাচ্ছং তদেব জগদুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
চিরং নিত্যানুভূতোঽপি জগদর্থো ন কিঞ্চন।
বিদ্যতে পুরুষস্যেহ স্বপ্নে স্বমরণং যথা ॥ ২৭ ॥
স্বপ্নে পুংসা মৃতেনাঽপি স্বদাহো দৃশ্যতে যথা।
অসদেব সদাভাসং জগদ্দৃষ্টং পরে তথা ॥ ২৮ ॥

তর্হি ব্রহ্মৈব কারণমস্তু ? তত্রাহ—তদ্ধীতি। বিবর্ত্তাধিষ্ঠানমেব ন বিকারীতি ন কারণমিত্যর্থঃ। আকারং, কল্পয়িত্বেতি শেষঃ ॥ ১৯-২০ ॥

অত এব স্বদৃষ্ট্যা নির্ব্যাপারা এব জীবন্মুক্তা ব্যবহরন্ত ইব ভান্তি, ন বস্তুত ইত্যাহ—কাষ্ঠবদিতি ॥ ২১-২৪ ॥

অর্থকারি লৌকিকবৈদিককার্য্যসমর্থমপি ॥ ২৫ ॥

তদা সঙ্কল্পনগরব্যবহারকালে। তথা অয়ং পরিদৃশ্যমানঃ প্রসারোঽপি ॥ ২৬-২৮ ॥

জগত্তা চাজগত্তা চ পরস্যৈবামলং বপুঃ।
পরাভিধানঞ্চ পরং ন চ সৎ পরমার্থতঃ ॥ ২৯ ॥
ইত্থমস্তু যদি বাঽন্যথাঽস্তু বা
মৈব ভূস্তুবতু কোঽত্র সম্ভ্রমঃ ?।
মুঞ্চ ফল্গুনি ফলে ফলগ্রহং
বুদ্ধবানসি কৃতং পরিশ্রমৈঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
পরমার্থোপদেশো নামৈকাদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১১ ॥

যৎ পরমন্যৎ রজ্জ্বাদি, পরাভিধানং সর্পাদ্যভিধানগোচরো ভবতি, তৎ পরমার্থতঃ সন্ন ॥ ২৯ ॥

হে রাম! সিদ্ধলোকভোগাদিফলমিত্থং মদ্বর্ণিতপ্রকারেণৈব কল্পনামাত্রমস্তু; যদি বা অন্যথা অন্যৈর্মুনিভির্বর্ণিতপ্রকারেণান্যাদৃশমেব বাঽস্তু, মৈব বাঽভূত্তথাঽপি তে জীবন্মুক্তস্য অত্র কঃ সম্ভ্রম আদরঃ? ফল্গুনি সিদ্ধ্যাদিফলে ফলগ্রহং পুরুষার্থতা-বুদ্ধিং মুঞ্চ, যতস্ত্বং ব্রহ্মতত্ত্বং বুদ্ধবানসি, অতস্তে মায়ামাত্ররূপসিদ্ধলোকবৈভব-পরিজ্ঞানশ্রমৈঃ কৃতম্ অলম্, সাধ্যং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
একাদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

চিত্ত্বাদ্ ব্রহ্মত্বমেবাহমিতি বেত্তীব যৎ স্বয়ম্।
তদেব পরমেষ্ঠিত্বং তস্যোদরমিদং জগৎ ॥ ১ ॥
এবং স্থিতে ন চ ব্রহ্মা ন চ জাতং জগৎ স্থিতম্।
স্থিতং যথাস্থিতমজং পরং ব্রহ্মৈব পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥
সংবিত্তৌ তু জগদ্রূপং ভাসতেঽপ্যেবমেব তৎ।
মৃগতৃষ্ণেব মিথ্যৈব দৃশ্যমানমপি ত্বসৎ ॥ ৩ ॥
অতঃ প্রভৃতি শূন্যেয়ং ভ্রান্তিরভ্যুদিতা ন বা।
কুতঃ কেব কিল ভ্রান্তির্ব্রহ্মৈব তদনাময়ম্ ॥ ৪ ॥
জগদ্‌ব্রহ্মজলাবর্ত্তৌ দ্বিত্বৈকত্বে কিলাঽত্র কে ?।
কাবর্ত্তপয়সোর্দ্বিত্বং দ্বিত্বাভাবাৎ ক্ব চৈকতা ? ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাহংভাবকলনা পরমেষ্ঠী জগত্রয়ম্।
তৎসঙ্কল্পময়ং তস্মাদ্ ব্রহ্মৈবেত্যত্র বর্ণ্যতে ॥

ব্রহ্মণি প্রথমং সমষ্ট্যহঙ্কারাত্মা হিরণ্যগর্ভ ইব কল্পনাত্তদুদরে চ ব্যষ্টিজীবজগৎকল্পনেতি সর্ব্বং ব্রহ্মবিবর্ত্তমাত্রমাপাতদর্শনসিদ্ধং, পরমার্থদৃষ্টৌ ন হিরণ্যগর্ভো জীবো জগদ্বা কিঞ্চিদস্তি, ব্রহ্মৈব কেবলং নিত্যনির্ম্মলসচ্চিদানন্দৈকরসং পূর্ণমবতিষ্ঠত ইতি সর্ব্ববেদান্তনিষ্কৃষ্টার্থমন্তে বর্ণয়িতুমুপক্রমতে—চিত্ত্বাদিতি। ব্রহ্মত্বং স্বয়মেব প্রথমমহমিত্যহঙ্কারসমষ্ট্যাত্মানং বেত্তীব, তত্তাদৃশবেদনমেবাস্য পরমেষ্ঠিত্বং হিরণ্যগর্ভতা ॥ ১ ॥

ন চ মায়িকেন তাবন্মাত্রাপরাধেন ব্রহ্ম অব্রহ্ম ভবতীতি হিরণ্যগর্ভাদি কিঞ্চিদপ্যনাসীদেবেত্যাহ—এবং স্থিতে ইতি ॥ ২ ॥

যদি নাসীদেব তর্হি সংবিত্তৌ কথং ভাসতে ? তত্রাহ—সংবিত্তাবিতি। এবমেব প্রতিভাসিকমেব সৎ, ন পরমার্থসৎ ॥ ৩ ॥

অতঃ সর্গকালাৎ প্রভৃতি ভ্রান্তিরভ্যুদিতা অথবা সাঽপি নাভ্যুদিতৈব ॥ ৪ ॥

অস্তু নাম জগদনির্ব্বচনীয়ো ব্রহ্মধর্ম্মঃ, তথাঽপি ন ক্ষতিরিত্যাহ—জগদিতি ॥৫॥

তদ্‌ব্রহ্মঘনমাশান্তং চিত্ত্বাচ্চেতত্যহং বিদৎ।
নিজং শূন্যত্বমন্তস্থং ব্যোমেব বিততান্তরম্‌ ॥ ৬ ॥
পবনঃ স্পন্দনমিব হুতাশন ইবোষ্ণতাম্‌।
স্বশৈত্যমিব পূর্ণেন্দুঃ সত্তামর্থ ইবাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

রাম উবাচ।

এতদ্‌ব্রহ্মন্‌! কদা নাম তন্ন চেতিতবন্মুনে!।
নিরাবৃতমনাদ্যন্তং কিমিদানীং প্রচেততি? ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেতৎ সদৈবৈতদহমাদ্যপি চেততি।
ন হ্যনাদেরজস্যাস্য কাঽপ্যপেক্ষা স্বসংবিদা ॥ ৯ ॥
সর্গাসর্গনভোরূপং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
ন কদাচিদিদং নেদং জ্ঞাতং নেদঞ্চ কিঞ্চন ॥ ১০ ॥
পবনস্পন্দনং চন্দ্র-শৈত্যং শূন্যত্বমম্বরম্‌।
ব্রহ্মাহং ত্বমনন্যাত্ম ন কদাচিন্ন চেততি ॥ ১১ ॥

চিত্ত্বাৎ পরপ্রথাস্বভাবাৎ। অহমিত্যহঙ্কারসমষ্ট্যাত্মতাং বিদৎ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মৈবাত্মনা অর্থ ইব সত্তাং চেততি ॥ ৭ ॥

যদি স্বরূপচৈতন্যমেবাভিপ্রেত্য অর্থ ইব চেততীত্যুচ্যতে, তর্হি তৎ সদৈবাস্তীতীদানীং প্রচেততীতি কিমুচ্যতে? ইতি রামঃ পৃচ্ছতি—এতদিতি এতদহমাদি কদা ন চেতিতবৎ, যতঃ সদৈব নিরাবৃতং নিরাবরণমনাদ্যন্তং নিত্যং চ, তদিদানীং সর্গাদিকালমারভ্য প্রচেততীতি কিমুচ্যতে? ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সত্যং যৌক্তিকদৃশা সদৈব বাঽহমাদিস্বতত্ত্বং চ প্রচেততি, তথা চ সর্গাসর্গোভয়রূপং ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বয়প্রামাণ্যে পর্য্যবস্যতি, তথাঽপি দৃষ্টিদ্বয়ে বিষয়সত্ত্বাসত্ত্বকৃতমন্তরমস্তীতি প্রামাণ্যেন তুল্যমিত্যাশয়েনাভ্যুপগম্যেবোত্তরমাহ—এবমেতদিত্যাদিনা। স্বসংবিদা স্বরূপচৈতন্যেন বিদ্যয়া স্বরূপস্ফূর্ত্তাববিদ্যয়া অহমাদিস্ফূর্ত্তৌ চান্যাপেক্ষা যতো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যতঃ কদাচিদপি অবিদ্যাদৃষ্টৌ নেদং জ্ঞাতং, বিদ্যাদৃষ্টৌ নেদং চ কিঞ্চন ॥ ১০

মিশ্রদৃষ্টৌ তর্হি কীদৃশং চেততি? তদাহ—পবনেতি ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদৈবেদৃশী সত্তা ন কদাচিদনীদৃশী।
জগদ্ যস্মাদনাদ্যন্তং ব্রহ্মাত্মৈব নিরাময়ম্ ॥ ১২ ॥
কেবলং ত্বমবুদ্ধত্বাৎ শব্দশ্রবণবোধিতঃ।
অদ্বয়ে ব্রহ্মবোধেঽস্মিন্ দ্বিতামভ্যুপগচ্ছসি ॥ ১৩ ॥
ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদেবেহ ন কদাচিন্ন চেততি।
ন কশ্চিচ্চ তদন্যাত্মা ন কদাচিচ্চ চেততি ॥ ১৪ ॥
ইদং ত্রিভুবনাভাসমীদৃশং ভাতি সর্ব্বদা।
শান্তং রাম! সমং ব্রহ্ম নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন ॥ ১৫ ॥
ন কদাচন জায়ন্তে নভসঃ পাদপাদ্রয়ঃ।
ব্রহ্মণশ্চ জগন্তীতি মত্বা শান্তিং পরাং ব্রজ ॥ ১৬ ॥
উপদেশ্যোপদেশার্থং সন্দেহাবসরেঽল্পধীঃ।
যাবন্ন বুদ্ধস্তাবৎ ত্বং ভেদমভ্যুপগচ্ছসি ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বদৈবেতি। বিপশ্চিদুপাখ্যানোক্তন্যায়েন সর্ব্বজীবসংসারোচ্ছেদকালা-প্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

ইমাং মিশ্রদৃষ্টিমপি তব বোধানুবৃত্তিপর্য্যন্তমেব শব্দশ্রবণাদিব্যবহারসিদ্ধয়ে ত্বমভ্যুপৈষি চেদভ্যুপগচ্ছ, ন পরমার্থত ইত্যাহ—কেবলমিতি। ত্বমদ্বয়ে ব্রহ্মবোধে জ্ঞাতেঽপ্যবুদ্ধত্বাদবোধমভ্যুপেত্য। ল্যবলোপে পঞ্চমী। মদুপদেশশব্দশ্রবণে বোধিত আসক্তচিত্তঃ সন্ মিশ্রদৃষ্টিলক্ষণাং দ্বিতাং সপ্রপঞ্চনিষ্প্রপঞ্চোভয়রূপতামভ্যুপগচ্ছসি, ন তত্ত্বদৃশেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

মিশ্রদৃষ্টৌ হি সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম তত্র সর্ব্বান্তর্গতঃ কশ্চিজ্জীবঃ কিঞ্চিচ্চেতত্যেব চেতদ্ব্রহ্মৈব তদাত্মনা চেততীতি তদাত্মনা সর্ব্বঃ সর্ব্বং চেততি। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মাত্মনা চ কশ্চিৎ কিঞ্চিদপি ন কদাচন চেততি ॥ ১৪ ॥

তথা চ বদ্ধদৃষ্ট্যা ত্রিভুবনাভাসমেব সর্ব্বদা ব্রহ্ম ভাতি, মুক্তদৃষ্ট্যা নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চনেতি ন কিঞ্চিদ্ভাতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র বদ্ধদৃষ্টের্বাধিতার্থত্বান্মুক্তদৃষ্টিরেব ত্বয়া আশ্রয়ণীয়েত্যাহ—ন কদাচনেতি ॥ ১৬ ॥

যাবদুপদেশপ্রবৃত্তিং মিশ্রদৃষ্টিরভ্যনুজ্ঞাতা ময়েত্যাহ—উপদেশ্যেতি। অভ্যুপগচ্ছসি অভ্যুপগচ্ছ ॥ ১৭ ॥

বোধস্য তু বিবুদ্ধস্য ন শাস্ত্রাদি ন শব্দধীঃ।
ন ভেদবুদ্ধির্নো ভেদঃ কিমপ্যেষ প্রজাপতেঃ ॥ ১৮ ॥

রাম উবাচ।

বুদ্ধমেতন্ময়া ব্রহ্মন্ ! প্রকৃতং তদুদাহর।
বচো মদববোধার্থং যদুদাহৃতবানসি ॥ ১৯ ॥
কিং তস্মিংশ্চেতিতেঽহংত্বে পদে সম্পদ্যতে পরে ?।
বুদ্ধবানসি শুশ্রূষুর্নাহং তৃপ্তিমুপৈমি হি ॥ ২০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অহংত্বে সত্যথৈতস্মিন্ ব্যোমসত্তা প্রবর্ত্ততে।
দিক্‌সত্তা কালসত্তা চ ভেদসত্তাঽভ্যুদেতি চ ॥ ২১ ॥
যদা কিলেহাহমিতি তদা নাত্রাহমিত্যপি।
ভাতীত্যুদেতি নানা খে স্বাত্মৈব দ্বৈতমক্রমম্ ॥ ২২ ॥
ব্যোমাত্মিকানামেতাসাং সত্তানামভিধানধীঃ।
ভবিষ্যত্যুত্তরং কালং তদা হ্যাকাশমেব তৎ ॥ ২৩ ॥

তদুত্তরকালং ষহঙ্কার-তৎসম্বন্ধজগদাত্মনঃ প্রজাপতের্ভেদবুদ্ধিস্তদভাববুদ্ধিশ্চ তব ন ভবিষ্যত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

এতদ্ ব্রহ্মন্ ! কদা নামেত্যাদি যন্ময়া পৃষ্টং, এতন্ময়া ত্বদুক্ত্যা বুদ্ধম্, প্রকৃতং সমষ্ট্যহঙ্কারাভ্যধ্যাসং নিরূপয়িতুং প্রস্তুতং যন্মদববোধার্থং বচস্তদুদাহর নিরূপয়েত্যর্থঃ। তদেব স্মারয়ন্ পৃচ্ছতি—কিমিতি। তস্মিন্ পরে পদে অহংত্বে চেতিতে সতি অগ্রে কিং সম্পদ্যতে ? ত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বং বুদ্ধবানসি, অহং চ ত্বদ্বচনশুশ্রূষুর্ন তৃপ্তিমুপৈমি, অতো বদেত্যর্থঃ ॥ ১৯-২০ ॥

ব্যোমসত্তা আকাশাধ্যাসঃ। ভেদসত্তা ত্রিবিধপরিচ্ছেদাধ্যাসঃ ॥ ২১ ॥

অহঙ্কারাধ্যাসস্য পরিচ্ছেদাধ্যাসহেতুতামুপপাদয়তি—যদেতি। যদা অস্য ইহ দেহাদৌ অহমিতি ভাতি, তদা দেহশূন্যস্থলে অত্র নাহমিত্যপ্যবশ্যং ভাতি, স দেশকৃতপরিচ্ছেদঃ। ইত্যনয়া রীত্যা নানাবিধঃ কালকৃতপরিচ্ছেদো বস্তুকৃতপরিচ্ছেদশ্চেতি স্বাত্মৈব অক্রমং দ্বৈতং ভূত্বা উদেতি ॥ ২২ ॥

ততঃ পরস্পরব্যাবর্ত্তকজাতিগুণক্রিয়াদিপ্রবৃত্তিনিমিত্তভেদকল্পনাপ্রযুক্তো নাম-

এতস্মিন্ পরিসম্পন্নে দিক্কালকলনাত্মনি।
অহংভাবে নিরাকারে ব্যোম তন্মাত্রবেদিনি ॥ ২৪ ॥
ইদমাভাতি ভারূপং বেদনং দৃশ্যনাম যৎ।
ভূত্বা ব্রহ্মৈব নির্ব্বাধমব্রহ্মেব বিরাজতে ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মৈব শান্তমজমেকমনাদিমধ্যং
ব্যোমৈব জীবকলনামিব ভাবয়িত্বা।
ব্যোম্নেব পশ্যতি নিরাবরণে বিসারি
দৃশ্যং স্বরূপমপি চান্যদিবাত্মবিত্ত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

ার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
পরমার্থনিরূপণং নাম দ্বাদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১২ ॥

ধ্যাসো ভবিষ্যতীত্যাহ—ব্যোমাত্মিকানামিতি। এতাসামুক্তানাং পদার্থ-
ত্তানামভিধানধীর্ব্বাচকশব্দাধ্যাসঃ ॥ ২৩ ॥

তত্রাহঙ্কারাবচ্ছেদেন জীবশক্তিভেদেষাবরণাভাবাৎ স্বাভাবিকচিদভিব্যক্তৌ
ান্তজগদাকারেণ ব্রহ্মৈব অব্রহ্মৈব ভাস্যতীত্যাহ—এতস্মিন্নিত্যাদি
ম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ—ব্রহ্মৈবেতি। ব্যোম জীবজগদ্ভাবশূন্যং ব্রহ্মৈব জীবকলনামিব
য়িত্বা অধ্যস্য নিরাবরণে জীবসাক্ষ্যাকাশে এব বিসারি বিস্তৃততরং দৃশ্যং পশ্যতি
মপি ব্রহ্ম অন্যদিব পশ্যতি, আ-আত্মবিত্ত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানোদয়ং মর্য্যাদী-
ত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে
দ্বাদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

যথা যৎ পৃষ্টবানদ্য ত্বং মামরিনিসূদন!।
শিষ্যেণৈব সতা পূর্ব্বমহং পৃষ্টো গুরুস্ত্বয়া॥ ১॥
পুরাকল্পে হি কস্মিংশ্চিৎ তত্ত্বমাত্মাদিকাত্মিকা।
আসীদিয়ং চিৎপ্রতিভা গুরুশিষ্যাত্মনা বনে॥ ২॥
গুরুস্তত্রাহমভবং শিষ্যস্ত্বমভবস্তদা।
পৃষ্টবাম্মাং ত্বমগ্রস্থ ইদমুদ্দামধীরধীঃ॥ ৩॥

শিষ্য উবাচ।

সর্ব্বস্য ভগবন্! ছিন্ধি মমেমমতিসংশয়ম্।
কিং নশ্যতি মহাকল্পে কিং বস্তু ন বিনশ্যতি?॥ ৪॥

বর্ণ্যতে পূর্ব্বসংবাদ ইহ রামবশিষ্ঠয়োঃ।
গুরুশিষ্যাখ্যায়িকয়া সর্ব্বং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতঃ॥

বিস্তরেণোপদেশাৎ করতলামলকবৎ সাক্ষাৎকারিতমপ্যাত্মতত্ত্বং রামস্য জন্মান্তরীয়স্বোপদিষ্টার্থ এব ত্বে পুনরুপদিষ্ট ইতি স্মারণেন স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়ীচিকীর্ষুর্ভগবান্ বশিষ্ঠঃ সর্ব্বজগদুপকারায় সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহরূপাং গুরুশিষ্যাখ্যায়িকাং শাস্ত্রান্তে পরমমঙ্গলরূপামুপদেষ্টুমারভতে—যথেত্যাদিনা। হে রাম! ত্বমদ্য মাং প্রতি যজ্জগত্তত্ত্বমাত্মতত্ত্বং চ যথা পৃষ্টবাংস্তথা পূর্ব্বমন্যস্মিন্ রামজন্মন্যপি অহং গুরুঃ শিষ্যেণৈব সতা ত্বয়া পৃষ্টঃ॥ ১॥

সংক্ষিপ্যোক্তং বিস্তরেণাহ—পুরেতি। তজ্জগত্তত্র ত্বং রামঃ আত্মা অহং বশিষ্ঠঃ আদিপদাত্তব নির্ব্বেদো মদভিগমনং প্রশ্নশ্চেত্যেবমাদিকা ইয়ং চিৎপ্রতিভা কস্মিংশ্চিদ্বনে গুরুশিষ্যাত্মনা ইদানীমিব আসীদিত্যর্থঃ॥ ২॥

ইদং বক্ষ্যমাণং পৃষ্টবানসি॥ ৩॥

সর্ব্বস্য জগতো বিষয়ে মমেমমুচ্যমানমতিশয়িতং সংশয়মতিসংশয়ম্॥ ৪॥

গুরুরুবাচ।

পুত্র ! শেষমশেষেণ দৃশ্যমাশু বিনশ্যতি।
যথা তথা স্বপ্নপুরং সৌষুপ্তীং স্থিতিমীয়ুষঃ ॥ ৫ ॥
নির্ব্বিশেষেণ নশ্যন্তি ভুবঃ শৈলা দিশো দশ।
ক্রিয়া কালঃ ক্রমশ্চৈব ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৬ ॥
নশ্যন্তি সর্ব্বভূতানি ব্যোমাঽপি পরিণশ্যতি।
সসর্ব্বজগদাভাসমুপলব্ধ্রসম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্ররুদ্রাদ্যা যে হি কারণকারণম্।
তেষামপ্যতিকল্পান্তে নামাঽপীহ ন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥
শিষ্যতে হি চিদাকাশমব্যয়স্থানুমীয়তে।
তৎকালশেষতাঽনেন সর্গানুভবহেতুনা ॥ ৯ ॥

শিষ্য উবাচ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
ইদং তৎ কথমাভোগি বিদ্যমানং ক গচ্ছতি ? ॥ ১০ ॥

হে পুত্র ! যথা স্বপ্নপুরং সৌষুপ্তীং স্থিতিমীয়ুষ আত্মনস্তন্মাত্রশেষমশেষে৹ বিনশ্যতি, তথা জগদ্দৃশ্যমপি প্রলয়ে বিনশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

সর্ব্বজগদাভাসসহিতং ব্যোমাপ্যব্যাকৃতে লয়াৎ পরিণশ্যতি, উপলভ্যস্য ভোগ্যস্য ভোক্ত্রধীনস্থিতিকত্বাৎ প্রলয়কালে উপলব্ধুর্ভোক্তুরসম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাদয় এব তদা তত্তোক্তারঃ স্যাস্তস্তীত্যাশঙ্কাবারণায়াহ—ব্রহ্মেতি অতিশয়িতে কল্পান্তে প্রাকৃতে বৈজ্ঞানিকে চ প্রলয়ে ॥ ৮ ॥

আত্মশেষং বিনশ্যতীতি যদুক্তং তদুপপাদয়তি—শিষ্যতে হীতি। অব্যয়ং চিদ্বস্তুনো বিবর্ত্তে নষ্টে চিদাকাশং শিষ্যতে ইত্যনুমীয়তে, হি যস্মাৎ কারণাৎ স্বাধ্যস্ত সর্গানুভবহেতুনা অনেন চিদাত্মনৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চশূন্য-তৎকালশেষতা সিধ্যতি তস্যাপি নাশে নিঃসাক্ষিকঃ প্রলয় এব ন সিধ্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সতো জগতঃ অসত্তালক্ষণো নাশ এব ন সিধ্যতীতি শিষ্যঃ শঙ্কতে—নাসৎ ইতি ॥ ১০ ॥

গুরুরুবাচ।

ন বিনশ্যত এবেদং ততঃ পুত্র ! ন বিদ্যতে।
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ॥ ১১ ॥
যৎ তু বস্তুত এবাস্তি ন কদাচন কিঞ্চন।
তদভাবাত্ম তদ্রাম ! কথং নাম বিনশ্যতি ? ॥ ১২ ॥
ক স্থিরং মৃগতৃষ্ণাম্বু ? ক স্থিরো দ্বীন্দুবিভ্রমঃ ? ।
ক স্থিরা কেশদৃগ্ব্যোম্নি ? ক ভ্রান্ত্যনুভবঃ স্থিরঃ ? ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বং দৃশ্যমিদং পুত্র ! ভ্রান্তিমাত্রমসন্ময়ম্।
স্বপ্নে পুরমিবাভাতি কথমেতন্ন শাম্যতি ? ॥ ১৪ ॥
শাম্যতীদমশেষেণ তথা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
যথা জাগ্রদ্বিধৌ স্বপ্নঃ স্বপ্নে বা জাগরো যথা ॥ ১৫ ॥
যথা স্বপ্নপুরং শান্তং ন জানে কাহপ্য গচ্ছতি।
শান্তং তথা জগদ্দৃশ্যং ন জানে কাহপ্য গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥

শ্রুতিপ্রত্যক্ষানুমানস্মৃত্যাদিসিদ্ধো জগতো নাশো নাপহ্নোতুং শক্য ইতি তদ্বলেন সত্যমেবাপাতদর্শনপ্রসক্তমপহ্নূয়ত ইতি ন দোষ ইত্যাশয়েন গুরুঃ সমাধত্তে— নেতি। ন স্বদুক্তং যুক্তম্, যত ইদং জগদ্বিনশ্যত্যেব ; প্রত্যক্ষাদিভিঃ সাবয়বেষু নাশপ্রসিদ্ধেঃ, অতো ন বিদ্যত এবেত্যসতোহস্য ভাবো নাস্তীত্যনুকূলমেতদ্বয়োক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বস্তুতোহস্ত্যেব তৎকিঞ্চন অভাবাত্ম অসৎ ন। তদ্ভাবঃ সদ্ভাবঃ কথং নাম বিনশ্যতি ? অসম্ভবমাপদ্যতে ? ॥ ১২ ॥

আপাতদর্শনমাত্রেণ জগতঃ সত্তা নাবধারয়িতুং শক্যা, বহুনাং তথা দৃষ্টানাং সত্তাদর্শনাদিত্যাহ—কেতি। স্থিরঃ অর্থপ্রতিষ্ঠঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

বাধ্যবাধনে জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ পরস্পরং দৃষ্টান্তভাবঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ— শাম্যতীতি ॥ ১৫ ॥

বাধিতং তু ক গচ্ছতি ক তিষ্ঠতীতি যোগিভিরপ্যদর্শনাদসত্ত্বমেব তস্য শরণমিত্যাশয়েনাহ—যথেতি ॥ ১৬ ॥

শিষ্য উবাচ।

কিমিদং ভাতি ভগবন্ন বিভাতি চ কিং পুনঃ ?।
কস্যেদং বস্তুনো রূপং চিদ্ব্যোম্নো বিততাকৃতেঃ ? ॥ ১৭ ॥

গুরুরুবাচ।

চিদাকাশমিদং পুত্র ! স্বচ্ছং কচকচায়তে।
যন্নাম তজ্জগদ্ভাতি জগদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥
অস্যৈতদ্বস্তুনো রূপং চিদ্ব্যোম্নো বিততাকৃতেঃ।
রূপমত্যজদেবাচ্ছং যদিত্থমবভাসতে ॥ ১৯ ॥
কচনাকচনং স্বর্গ-ক্ষয়াত্মাঽস্য নিজং বপুঃ।
ব্যোমাত্ম শুক্লকৃষ্ণং স্যাদ্‌যথাঽবয়বিনো বপুঃ ॥ ২০ ॥
যথাঽয়ং ত্বং সিতোদান্তরেক এবাদিতঃ কচৈঃ।
তথা ব্রহ্মৈবমচ্ছাত্ম সর্গে সর্গক্ষয়েঽক্ষয়ম্ ॥ ২১ ॥
যথা স্বপ্নে সুষুপ্তে চ নিদ্রৈকৈবাক্ষয়ানিশম্।
সর্গেঽস্মিন্ প্রলয়ে চৈব ব্রহ্মৈকং চিতিরব্যয়ম্ ॥ ২২ ॥

যদি নাস্ত্যেব দৃশ্যং, তর্হি দৃশ্যবেশেন কঞ্চিৎ কালং পরমার্থতঃ কিং বস্তু ভাতি ? তদেব বোধোত্তরং পুনস্তথা ন বিভাতি চ কিম্বর্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কচকচায়তে শুক্তিরিব স্বচাকচক্যেন রজতমিব স্ফুরতি ॥ ১৮ ॥

অস্যৈতদিতি। 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

যথা অবয়বিনো বপুঃ স্বরূপমবয়বভেদভিন্নমিব, তদ্বচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যথা অয়ং প্রসিদ্ধস্ত্বং সিতোদস্য স্বচ্ছোদকস্য হ্রদস্যান্তঃ প্রবিষ্টো বিম্বপ্রতিবিম্বভেদক্রমাদেক এব। আদিতো হ্রদপ্রবেশাৎ পূর্ব্বমপি বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবাদিভেদকচনৈরপ্যেক এবাক্ষয়োদয়স্তথা ব্রহ্মাপি সর্গে সর্গক্ষয়ে-চাক্ষয়োঽদ্বয়মেকমেবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

চিতিঃ চিৎস্বভাবমব্যয়মবিকারি ॥ ২২ ॥

যথা স্বপ্নে জগদ্দ্রষ্টুঃ শান্তং শাম্যত্যশেষতঃ।
তদ্বদস্মজ্জগদিদং শান্তং শাম্যত্যশেষতঃ ॥ ২৩ ॥

তদন্যত্রাস্তি খে খাখ্যং তথেত্যঙ্গ! ন বিদ্মহে।
অশক্যং পরখে ত্বেতদস্মচ্চিদ্ব্যোম্নি সম্ভবাৎ ॥ ২৪ ॥

যথেহাস্মচ্চিদাকাশ-কচনং সর্গসংক্ষয়ে।
তথাঽন্যৎ সংবিদাকাশং নৈবমিত্যত্র কা প্রমা? ॥ ২৫ ॥

শিষ্য উবাচ।

এবং চেৎ তদ্‌যথা স্বপ্নে দ্রষ্টুরন্যঃ স দৃশ্যধীঃ।
বিদ্যতে তদ্বদন্যত্র মন্যেঽস্তি জগদাদিধীঃ? ॥ ২৬ ॥

গুরুরুবাচ।

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ! স্বরূপং তু ন তজ্জগৎ।
চিতি ভাতি স্বরূপং তৎ তদ্‌বদেব ন ভাতি চ ॥ ২৭ ॥

যথা স্বপ্নে প্রসিদ্ধং জগজ্জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোঃ শান্তমেব শাম্যতি ॥ ২৩ ॥

বাধিতমত এব খাখ্যং শূন্যাখ্যং তৎ স্বাপ্নং জগদন্যত্র দেশান্তরে তথৈব বিদ্যতে ইতি তু বোধদৃষ্ট্যা ন বিদ্মহে। পরেষাং পুরুষান্তরাণাং খে জীবাকাশে স্বাস্তীতি তু অশক্যং শঙ্কানর্হম্; কুতঃ? অস্মচ্চিদ্ব্যোম্ন্যেবাস্মদ্বাসনাময়স্য সম্ভবাদবাধিতদশায়ামপি পরচিদ্ব্যোম্নি প্রসক্ত্যভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

যদস্মদনুভবসিদ্ধসর্গঃ প্রবোধবাধিতঃ পরসংবিদাকাশং বিশেত্তদা পরস্য প্রবোধেন শুদ্ধচিদাকাশকচনং নাস্তীত্যেব কল্প্যং স্যাৎ, তত্র চ কল্পকং প্রমাণং নাস্তীত্যাহ—যথেতি ॥ ২৫ ॥

এবমুক্তরীত্যাঽস্মৎসংবিদ্বিষয়ঃ পরসংবিদি ন ভাতি চেৎ স্বপ্নদ্রষ্টুরন্যো জাগ্রৎপুরুষো যথা স দৃশ্যধীর্বিদ্যতে, তদ্বদন্যত্র প্রলয়কালেঽপি অন্যত্র পুরুষান্তরে জগদাদিধীরস্তীতি মন্যে সম্ভাবয়ে ॥ ২৬ ॥

অভ্যুপগমেন গুরুরুত্তরমাহ—এবমেতদিতি। অত এব প্রলয়েঽপ্যন্যবজ্জগৎসত্তাবদর্শনং ধাতুঃ প্রাগর্পিতমিতি ভাবঃ। যদি জগচ্চিতঃ স্বরূপং স্যাত্তদা সর্বসাধারণং স্যাৎ? তত্র ন, কিন্তু চিত্ত্যধ্যস্তং ভাতি, তদ্দ্রষ্টৄণামন্যেষাং তদ্বদেব ন ভাতি চেতি তত্তদনুসারেণ ব্যবস্থিতং তৎস্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ন ভাতি ন চ তৎ কিঞ্চিন্ন চ তৎ কিঞ্চিদেব সৎ।
তচ্চিদাকাশকচনং কে তত্র সদসদ্দৃশৌ ? ॥ ২৮ ॥
বিদ্যতে তদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্বং সর্ব্বেণ সর্ব্বদা।
ন বিদ্যতে চ তৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২৯ ॥
তৎ সৎ তৎ সর্ব্বদা সর্ব্বমসচ্চাসদিবাখিলম্।
তন্ময়ং তচ্চিদাকাশং ন নাশি ন চ নাশি তৎ ॥ ৩০ ॥
যন্নাম সচ্চিদাকাশং সর্গপ্রলয়রূপি তৎ।
তৎ দুঃখায়াপরিজ্ঞাতং পরিজ্ঞাতং পরঃ শমঃ ॥ ৩১ ॥
বিদ্যতে সর্ব্বথৈবেদং সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
ন বিদ্যতে সর্ব্বথা চ সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৩২ ॥
এষ দেবো ঘটঃ শৈলঃ পটঃ স্ফোটস্তটো বটঃ।
তৃণমগ্নিঃ স্থাবরঞ্চ জঙ্গমং সর্ব্বমেব চ ॥ ৩৩ ॥
অস্তি নাস্তি চ শূন্যঞ্চ ক্রিয়া কালো নভো মহী।
ভাবাভাবৌ ভবো ভূতির্নাশাঃ পাশাঃ শুভাশুভাঃ ॥ ৩৪ ॥
তন্নাস্ত্যেব ন যন্নাম নিত্যমেকস্তথা বহিঃ।
আদি মধ্যমথান্তং তু কালত্রিতয়মেব চ ॥ ৩৫ ॥

সাধারণং ন ভাতীত্যত এব তন্ন কিঞ্চিৎ তুচ্ছং, ন তু কিঞ্চিদেব সৎ, কিন্তু তত্ত্বজ্জীবচিদাকাশকচনমাত্রং, তত্র সদসদ্দৃশৌ কে ? ॥ ২৮ ॥

যদি তু চিদাকাশরূপেণ বিদ্যতে ইত্যুচ্যেত, তদা তজ্জগৎ সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যতে, স্বরূপেণ তু ন কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ কদাচিদপি বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যতস্তদ্ব্রহ্মৈব সদসচ্চ অতো জগদপি সদসচ্চ ভাতি। যতশ্চিদাকাশং ন নাশি, অতস্তন্ময়ং জগচ্চ ন নাশি ॥ ৩০ ॥

যৎ যস্মাত্তচ্চিদাকাশমেব সর্গপ্রলয়রূপি ; তদেবাপরিজ্ঞাতং দুঃখায়, পরিজ্ঞাতং তু পরঃ শমঃ সর্ব্বদুঃখক্ষয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তচ্চ যথা পরিজ্ঞানং জ্ঞাজ্ঞয়োঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যতে ন বিদ্যতে চ ॥ ৩২ ॥

তস্যৈব সর্ব্বরূপেণ সর্ব্বত্র বিদ্যমানতাং প্রপঞ্চয়তি—এষ দেব ইত্যাদিনা ॥৩৩॥

সর্ব্বং সর্ব্বেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদৈবাত্র বিদ্যতে।
সর্ব্বং সর্ব্বেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদাঽত্র ন বিদ্যতে ॥ ৩৬ ॥
যদেবং রাম! সর্ব্বাত্ম সর্ব্বমেবাস্তি সর্ব্বদা।
ব্রহ্মাত্মত্বাৎ স্বপ্নসংবিৎ-পুরন্যায়েন বৈ তদা ॥ ৩৭ ॥
তৃণং কর্ত্তৃ তৃণং ভোক্তৃ ব্রহ্মাত্মত্বাৎ তৃণং বিভুঃ।
ঘটঃ কর্ত্তা ঘটো ভোক্তা ঘটঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥
পটঃ কর্ত্তা পটো ভোক্তা পটঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
দৃশিঃ কর্ত্তা দৃশির্ভোক্তা দৃশিঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥
গিরিঃ কর্ত্তা গিরির্ভোক্তা গিরিঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
নরঃ কর্ত্তা নরো ভোক্তা নরঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥
প্রত্যেকং সর্ব্ববস্তূনাং কর্ত্তা ভোক্তা পরাৎ পরঃ।
অনাদিনিধনো ধাতা সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং যতঃ ॥ ৪১ ॥
তৃণকুম্ভাদয়স্ত্বেতে স্বয়া বিভুতয়া বিভুঃ।
এবংরূপা স্থিতা রূপং যদ্বিভাতঃ ক্ষয়োদয়ৌ ॥ ৪২ ॥
বাহ্যোঽর্থোঽস্তি স এবেহ কর্ত্তা ভোক্তা তথাবিধঃ।
বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্তি কর্ত্তৃ ভোক্তৃ তথাবিদাম্ ॥ ৪৩ ॥

ভবো জন্ম ॥ ৩৪-৩৬ ॥

ব্রহ্মভাবেন দর্শনে তৃণাদয়ঃ সর্ব্বে পদার্থাঃ প্রত্যেকং সর্ব্বকর্ত্তারঃ সর্ব্বভোক্তারঃ সর্ব্বেশ্বরাশ্চেত্যেতদপি প্রপঞ্চয়তি—ব্রহ্মাত্মত্বাদিত্যাদিনা ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বেষামীশ্বরাণামিন্দ্রাদীনামীশ্বরঃ ॥ ৩৮-৪০ ॥

সর্ব্ববস্তূনাং প্রত্যেকমেকং বস্তু কর্ত্তা ভোক্তা পরাৎ পরঃ শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠঃ।

স্বয়া প্রত্যগাত্মরূপয়া। যদযস্মিন্ রূপে ক্ষয়োদয়ৌ বিভাতস্তাদৃশং রূপমেবংরূপা বিভুতৈব স্থিতা ॥ ৪২ ॥

উক্তেঽর্থে বাদিনামনুভবং সংবাদয়তি—বাহ্যোঽর্থ ইতি। যেষাং বিজ্ঞানাতিরিক্তোঽর্থোঽস্তি, তেষাং স এব কর্ত্তা ভোক্তা চ। যথা বৈশে... সৌত্রান্তিকাদীনাম্। যেষাং তু বাদিনাং বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্তি, তথাবিদাং তদেব কর্ত্তৃ ভোক্তৃ চ ॥ ৪৩ ॥

ন কশ্চিচ্চৈব কর্ত্তেহ ন চ ভোক্তা তথাবিদাম্।
কশ্চিদীশ্বর এবেহ কর্ত্তা ভোক্তা তথাবিদাম্ ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বমেব পদে তস্মিন্ সম্ভবত্যুত্তমোত্তমে।
বিধয়ঃ প্রতিষেধাশ্চ কে তে সন্তি ন সন্তি কে ? ॥ ৪৫ ॥

শুদ্ধে দ্রষ্টেব চিদ্‌ব্যোম দৃশ্যতামিব ভাসয়ৎ।
স্বমাত্মানং জগদিতি পশ্যেৎ তিষ্ঠেদনাময়ম্ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বা দৃশো বিধিনিষেধদৃশশ্চ সর্ব্বাঃ
সঙ্কল্পবেদনবিশেষসশেষপূর্ব্বাঃ।
সত্যাত্মিকাঃ সততমেব ন চৈব সত্যা
রূপং যথাঽনুভবমত্র যতঃ স্বরূপম্ ॥ ৪৭ ॥

শূন্যবাদিনাং তু তদেবেত্যাহ—ন কশ্চিদিতি। পাশুপতাদীনাং কশ্চিত্তৎ-প্রক্রিয়াপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর এব কর্ত্তা ভোক্তা চ ॥ ৪৪ ॥

এবং মতভেদেঽপি ন বাদিনাং মধ্যে কস্যচিদপ্যসম্ভবদর্থবাদিত্বং, তস্মিন্নুত্তমোত্তমে সর্ব্বত্র সর্ব্বশক্তিমতি সর্ব্বাত্মকে পদে সর্ব্বমপি সম্ভবতি ; স্মিন্ পদে সর্ব্ব-তত্ত্বাদ্যভিমতাঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ পদার্থপ্রক্রিয়াসাধনানুষ্ঠান-দাদিবিধয়ঃ পরস্পরকৃতাস্তৎপ্রতিষেধাশ্চ সর্ব্বেঽপ্যবিরোধেনাসঙ্কীর্ণাঃ সম্ভবন্তি ; তদ্‌বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যে বরশাপন্যায়েন যথাস্বসঙ্কল্পনং ব্যবস্থিতবিবর্ত্তসম্ভবাৎ ॥ ৪৫ ।

তত্র তত্র চিদ্ব্যোম শুদ্ধে স্বাত্মনি তত্তদ্বাসনাঽনুসারিদৃশ্যতামিব ভাবয়ৎ সৎ দ্রষ্টেব া স্বমাত্মনং তাদৃশং জগদিতি পশ্যত্তত্র তত্র বস্তুতোঽনাময়মেব তিষ্ঠেৎ স্থাতুং মিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

হে রাম! সর্ব্বেষাং জীবানাং সর্ব্বাঃ স্বস্বানুভবসিদ্ধাঃ পদার্থাদিদৃশঃ সর্ব্বাঃ স্পরবিলক্ষণবিধিনিষেধদৃশশ্চ যস্মাত্তত্তৎসঙ্কল্প-তত্তদ্বেদনবিশেষ-তত্তদনুভবশেষ-নাসহিত-তত্তৎকামকর্ম্মপূর্ব্বিকাঃ, তস্মাত্তত্তদ্ব্যবহারে সততমেব তত্তদর্থক্রিয়া-র্থত্বাৎ সত্যাত্মিকাঃ, পরদৃশা তু প্রতীতেরেবাভাবান্ন চৈব সত্যাঃ শশশৃঙ্গকল্পাঃ, ঃ প্রত্যগাত্মরূপং যথাঽনুভবমেব জগদ্রূপং, ধত্তে ইতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ত্বয়া শিষ্যতয়া মদস্তিকা-

চ্ছ্রুতং পুরা তেন ন চাসি বুদ্ধবান্।

ততোঽনুভূয়াম্যজগন্ত্ববান্তবা-

নিহাদ্য জাতোঽসি তদেব পৃচ্ছসি ॥ ৪৮ ॥

জ্ঞানং সদেতদখিলং শ্রুতমুত্তমং চিৎ

সংসারদীর্ঘরজনীসিতরশ্মিবিম্বম্।

জাতস্ত্বমভ্যুদয়বানমলৈকবোধ

উৎসার্য্য মোহমনুতিষ্ঠ যথাগতং ত্বম্ ॥ ৪৯ ॥

তিষ্ঠংস্তদাত্মনি পরে বিমলস্বভাবে

সর্ব্বাত্মকে তপতি সর্ব্বপদার্থমুক্তঃ।

নির্ব্বাণশান্তমতিরম্বরকোষকান্তো

ধর্ম্মেণ রাজ্যমনুপালয় তীর্ণতৃষ্ণঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে প্রাক্তনরামশিষ্যত্বোপাখ্যানং নাম ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১৩ ॥

হে রাম ! পুরা পূর্ব্বযুগে ত্বয়া শিষ্যতয়া স্থিত্বা গুরোর্ম্মম অস্তিকাৎ ইতি এবং বর্ণিতরূপমুপদেশনং শ্রুতং, তেনোপদেশেন ত্বং তদা ন চাসি বুদ্ধবান্; ততস্তদনন্তরমবোধদোষাদেব পুনর্ভবান্ পুনর্ভবাদনন্তজগদনুভূয় অস্যাম্মিংস্ত্রেতাযুগে ইহ দশরথগৃহে জাতোঽসি। তদেব প্রাগ্মাং প্রতি পৃষ্টমদ্যাপি মাং পৃচ্ছসি ॥ ৪৮ ॥

অত্রাঽপি ত্বয়া মদুপদিষ্টমুত্তমং সৎ পরমার্থবস্তুগোচরমত এব সংসারলক্ষণায়া দীর্ঘরজন্যাস্তাপতমোনিবর্ত্তকত্বাৎ সিতরশ্মেঃ পূর্ণচন্দ্রস্য বিম্বমিব স্থিতং জ্ঞানমখিলং সমগ্রং শ্রুতং, তেন ত্বং মাহমজ্ঞানমুৎসার্য্য নিরতিশয়ানন্দরূপপরমপুরুষার্থলাভাভ্যুদয়বান্ অমলৈকবোধরূপো জাতঃ, এবং কৃতকৃত্যস্ত্বমতঃ পরং যথাগতং ব্যবহারপরম্পরাপ্রাপ্তং স্বরাজ্যপরিপালনাদিকমনুতিষ্ঠ ॥ ৪৯ ॥

হে রাম ! ত্বং বিমলস্বভাবে তপতি সর্ব্বতঃ প্রকাশমানে সর্ব্বাত্মকে আত্মনি সর্ব্বদৃশ্যপদার্থমুক্তস্তিষ্ঠন্ সন্ নির্ব্বাণো নিরতিশয়ানন্দমগ্নোঽত এব শান্তা মতির্যস্য তথাবিধঃ সন্নম্বরকোষমিব কান্তো মনোহরস্তীর্ণতৃষ্ণঃ সন্ ধর্ম্মেণ রাজ্যমনুপালয়েত্যন্বে মঙ্গলার্থমাশীঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্য-প্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ নভসো ননাদ
বর্ষামৃতাভ্রমিব দুন্দুভিরামরো দ্রাক্।
শুক্লীকৃতাখিলককুব্বদনা তুষার-
বর্ষোপমা ভুবি পপাত চ পুষ্পবৃষ্টিঃ॥ ১॥
কিঞ্জল্কজালদিবসান্তঘনাঙ্গরাগা
বাতাবধূতসিতকেশরগৌরহারা।
পুষ্পোদরোত্থমৃদুশীকরশীতলাঙ্গা
প্রাপ্তা স্বয়ং সুরপুরাদিব পুণ্যলক্ষ্মীঃ॥ ২॥
কল্পান্তকালকপিকম্পিতশুষ্কশাখাৎ
স্বর্গদ্রুমাৎ পতিতমাশু বিড়ম্বয়ন্তী।
তারাগণং প্রথিতভাসমনল্পহাস-
মাশামুখপ্রসৃতভৈরবমম্বরস্থা॥ ৩॥

উপদেশপ্রশংসাঽত্র শ্রোতৃণাং কৃতকৃত্যতা।
দিব্যশ্চ মানুষশ্চান্তে বর্ণ্যতে সুমহোৎসবঃ॥

মহতঃ শাস্ত্রস্যান্তে দেবৈর্মনুষ্যৈশ্চ কৃতং গুরুদ্বিজসুরপিতৃসজ্জনপূজনমহোৎসব-লক্ষণং মঙ্গলং বর্ণয়িষ্যন্ বাল্মীকিরুবাচ—ইতীত্যাদিনা। মুনৌ বশিষ্ঠে ইতি বাক্যমুক্তবতি সতি অথ আমরঃ অমরসম্বন্ধী দুন্দুভির্বর্ষার্থমমৃতেন পূর্ণমভ্রমিব ননাদ। দ্রাক্ সদ্যঃ শুক্লীকৃতান্যখিলানি ককুব্বদনানি দিঙ্মুখানি যয়া, অত এব তুষারবর্ষোপমা পুষ্পবৃষ্টিশ্চ ভুবি পপাত॥ ১॥

সা চ পুষ্পবৃষ্টিঃ কিঞ্জল্কজালান্যেব দিবসান্তঘনা ইব শোণঃ অঙ্গরাগো যস্যাঃ। তথা পুষ্পোদরোত্থা মৃদবঃ শীকরা এব শীতলান্যঙ্গানি যস্যাঃ। বাতাবধূতাঃ সিতাঃ কেশরা এব গৌরা হারাঃ যস্যাস্তথাবিধা। সুরপুরাৎ স্বয়মেবোৎসবদর্শনায় ভুবং প্রাপ্তা পুণ্যলক্ষ্মীরিব স্থিতেত্যুৎপ্রেক্ষা॥ ২॥

পুনঃ কীদৃশী সা পুষ্পবৃষ্টিঃ? কল্পান্তকাললক্ষণো যঃ কপির্মর্কটস্তেন কম্পিতাঃ

সা পুষ্পবৃষ্টিরথ দুন্দুভিনাদগর্জ্জৎ-
কিঞ্জল্কপুঞ্জজলদা শমমাজগাম।
আপূরিতাখিলসভা হিমহারিপুষ্প-
পূরেণ কৌতুকবিকাশকরীক্ষণেন ॥ ৪ ॥

তানি দিব্যানি পুষ্পাণি যথাস্থানমধঃ স্থিতাঃ।
বশিষ্ঠায় নমস্কৃত্য সভ্যাঃ সংশোকিতাং জহুঃ ॥ ৫ ॥

দশরথ উবাচ।

অহো! নু সুবিশাত্মানঃ সংসারবিততাকৃতেঃ।
বিশ্রান্তাঃ স্মশ্চিরং শ্রান্তাঃ শুদ্ধা মেঘা ইবাচলে ॥ ৬ ॥

ক্ষাঃ কল্পদ্রুমনাখা দিক্‌পালপুরলোকভেদরূপশাখাশ্চ যস্য তথাবিধাং গর্জপাদুমাবাস্ত পতিতং আশামুখেষু ঝটিতি পাতনায় প্রস্থতো ভৈরবঃ সংহাররুদ্রো। যস্য তথাবিধং প্রথিতভাসং তারাগণমম্বরস্থা সতীত্যনল্পহাসং যথা স্যাত্তথা বিড়ম্বয়ন্তী তারাগণপ্রথিতহাসং ভৈরবং চ বিড়ম্বয়ন্তীতি বা উৎপ্রেক্ষা ॥৩॥

দুন্দুভিনাদৈর্গর্জ্জন্ কিঞ্জল্কপুঞ্জলক্ষণো জলদো মেঘো যস্যাস্তথাবিধা, হিমবৎ হারিণা মনোহরেণ পুষ্পপূরেণ পুষ্পপ্রবাহেণ আপূরিতা অখিলা সভা যয়া তথাবিধা, অত এব ঈক্ষণেন দর্শনেন কৌতুকবিকাশস্য আনন্দবিস্তারস্য করী সা পুষ্পবৃষ্টিঃ অথ শমমাজগাম। ঈক্ষণেন দ্রষ্টৃজননেত্রেণ সহ কৌতুকবিকাশ-করীতি বা, ক্ষণেন শমমাজগামেতি বা যোজ্যম্ ॥ ৪ ॥

যথাস্থানমিতি সর্ব্বোন্নতস্থানে বশিষ্ঠস্তৎসন্নিহিতে মুনয়স্তৎসন্নিহিতে দশরথরামাদয়স্তৎসন্নিহিতে মন্ত্রিসামন্তাস্তদর্ব্বাক্ নৈগমাঃ প্রজাশ্চেত্যেবং ক্রমেণাধঃ স্থিতাঃ সভ্যাস্তানি দিব্যানি পুষ্পাণ্যুপাদায় বশিষ্ঠচরণে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা বশিষ্ঠায় নমস্কৃত্য পুষ্পসৌরভশৈত্যাদিসম্পর্কাৎ স্বেদদৌর্গন্ধ্যাদিসংশোকিতাং রোগক্ষুত্তৃষা-শ্রমাদিপ্রযুক্তশোকবত্তাং জন্মমরণাদিসর্ব্বশোকবত্তাং চ জহুস্তত্যজুঃ ॥ ৫ ॥

সংসারলক্ষণাদ্বিততাকৃতেরতিদীর্ঘাৎ কান্তারাচ্চিরং শ্রান্তা বয়ং ত্বদনুগ্রহোপ-দেশাৎ সুবিশঃ সুখেন প্রবেষ্টুং শক্য আত্মা যেষাং তথাবিধাঃ সন্তস্তস্মিন্নেবাত্মনি চিরং বিশ্রান্তাঃ স্মঃ। অহো! ইত্যাশ্চর্য্যে। যথা শুদ্ধা জাড্যকাষ্ঠ্যনির্মুক্তাঃ শরন্মেঘা অচলে হিমবদাদৌ বিশ্রাম্যন্তি তদ্বৎ ॥ ৬ ॥

কর্ম্মণামবধিঃ পূর্ণো দৃষ্টঃ সীমান্ত আপদাম্ ।
জ্ঞাতং জ্ঞেয়মশেষেণ বিশ্রান্তাঃ স্মঃ পরে পদে ॥ ৭ ॥
ধ্যানলব্ধপরব্যোম-চিরানুভবনভ্রমৈঃ ।
ধারণাধারবিশ্রান্ত্যা দেহসন্ত্যজনক্রমৈঃ ॥ ৮ ॥
সঙ্কল্পনবনির্ম্মাণৈঃ স্বপ্নদৃষ্টিজগজ্জ্বরৈঃ ।
শুক্তিরূপ্যানুভবনৈঃ স্বপ্নাত্মমৃতিদর্শনৈঃ ॥ ৯ ॥
অনন্যৈঃ পবনস্পন্দৈরনন্যৈঃ সলিলদ্রবৈঃ ।
ইন্দ্রজালপুরাপূরৈর্গন্ধর্ব্বনগরোৎকরৈঃ ॥ ১০ ॥
মায়াপূর্ণপুরাভোগৈর্ম্মৃগতৃষ্ণানদীরয়ৈঃ ।
আয়তৌ পবনস্পর্শৈর্দ্বিচন্দ্রানুভবোদয়ৈঃ ॥ ১১ ॥
মদভ্রংশপুরস্পন্দৈর্মুধা ত্ববনিকম্পনৈঃ ।
বালযক্ষাদ্যনুভবৈঃ খকেশোণ্ড্রকদর্শনৈঃ ॥ ১২ ॥
এবমাদিভিরন্যৈশ্চ দৃষ্টান্তৈঃ স্বানুভূতিদৈঃ ।
অহো ! নু মার্জ্জিতা দৃশ্য-দৃষ্টির্ভগবতা মম ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চাস্মাকং কর্ম্মণাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে অবশ্যকর্ত্তব্যানামবধিঃ পূর্ণঃ কৃত্যকৃত্যতা সম্পন্নেত্যর্থঃ। আপদাঞ্চ সীমান্তঃ পরমাবধির্দৃষ্টঃ। তৎ কুতঃ? তত্রাহ—জ্ঞাতমিতি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বেষাং তৃতীয়ান্তপদানাং ষষ্ঠশ্লোকে এবমাদিভিরন্যৈশ্চ দৃষ্টান্তৈর্দৃশ্য-দৃষ্টির্মার্জ্জিতেত্যত্রান্বয়ঃ। ধ্যানেন লব্ধং কল্পিতং পরমন্যদ্ব্যোম তত্র চিরং বিহারাদ্যনুভবনভ্রমৈর্লীলোপাখ্যানাদৌ প্রদর্শিতৈঃ ধারণয়া সর্ব্বাধারে ব্রহ্মণি বিশ্রান্ত্যা দেহসন্ত্যজনক্রমোঽপি লীলায়া বর্ণিত এব ॥ ৮ ॥

স্বপ্নে আত্মনঃ স্বস্য মৃতিদর্শনৈর্হরিশ্চন্দ্রাদৌ প্রসিদ্ধৈঃ ॥ ৯-১০ ॥

মায়য়া প্রদর্শিতজলপূর্ণপুরাভোগৈঃ। আয়তৌ সর্ব্বোত্তরকালে প্রলয়ে, [illegible]র্তৈশ্চণ্ডপবনস্পর্শৈঃ ॥ ১১ ॥

মদাদ্যবিবেকভ্রংশে প্রতীয়মানৈঃ পুরস্পন্দৈঃ। মুধা উৎপাতাদিনা শুভাশুভ-[illegible]নং বিনৈব ভ্রান্ত্যা প্রতীতৈরবনিকম্পনৈঃ। খে কেশোণ্ড্রদর্শনৈঃ ॥ ১২-১৩ ॥

রাম উবাচ।

নষ্টো মোহঃ পদং প্রাপ্তং ত্বৎপ্রসাদান্মুনীশ্বর !।
সম্পন্নোঽহমহং সত্যমত্যন্তমবদাতধীঃ ॥ ১৪ ॥
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ স্বভাবে ব্রহ্মরূপিণি।
নিরাবরণবিজ্ঞানঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৫ ॥
স্মৃত্বা স্মৃত্বাঽমৃতাসেক-সৌখ্যদং বচনং তব।
অর্হিতোঽপি চ শান্তোঽপি হৃষ্যামীব মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৬ ॥
নৈব মেঽস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
যথাস্থিতোঽস্মি তিষ্ঠামি তথৈব বিগতজ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
উপায়স্তু তথা তেন দৃষ্টির্বাঽস্তীহ কীদৃশী ?।
অহো ! নু বিততা ভূমিঃ কষ্টমেতাদৃশী দশা ॥ ১৮ ॥
ন শত্রুর্ন চ মিত্রং মে ন ক্ষেত্রং দুর্জ্জনো জনঃ।
দুর্বোধৈষা জগৎ ক্ষুব্ধা শান্তা সর্ব্বার্থসুন্দরী ॥ ১৯ ॥

সত্যং ব্রহ্মৈব সম্পন্নঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

অর্হিতঃ পূজিতঃ। অপি চেত্যনেনাপমানিতশ্চ সমদর্শনেন হর্ষবিষাদান্নু-দয়াচ্ছান্তোঽপ্যহং হৃষ্যামীব ॥ ১৬ ॥

যথা পূর্ব্বং ব্যবহারে স্থিতোঽস্মি তথৈব সাম্প্রতং তিষ্ঠামি। বিগতজ্বরো ব্যবহারপ্রসক্তসন্তাপশূন্যঃ ॥ ১৭ ॥

তেন ত্বদ্বচনেন যাদৃশো বিশ্রান্ত্যুপায়ো লব্ধস্তথা উপায়স্তু কোঽন্যঃ স্যাদ্দৃষ্টির্ব্বা অন্যা কীদৃশী স্যাৎ ?। অহো ! নু বিততা অপরিচ্ছিন্না বিশ্রান্তিসুখভূমির্ময়া আসাদিতা। এতাদৃশী জন্মমরণাদ্যনন্তানর্থসঙ্কুলসংসারদশা অহো তু কষ্টং প্রাণিনামিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

মম তু দুঃখনিমিত্তানি কান্যপি ন সন্তীত্যাহ—ন শত্রুরিতি। ক্ষেত্রং শরীরং বাহ্যং চ। জনঃ সুজনঃ। এষা স্বাত্মচিদেব যাবদ্দুর্বোধা তাবৎ ক্ষুব্ধা দুঃখদা জগদভূৎ, ইদানীং তু বাধাৎ শান্তা সর্ব্বার্থসুন্দরী সম্পন্নেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কথমেতাং জনো বেত্তি বিনা ভবদনুগ্রহম্ ।
বিনৈব সেতুং পোতং বা বালোঽব্ধিং লঙ্ঘয়েৎ কথম্ ? ॥২০॥

লক্ষ্মণ উবাচ ।

জন্মান্তরোপচিতসংশয়নাশনেন
　　জন্মান্তরোপচিতপুণ্যশতোদিতেন ।
জাতোঽদ্য মে মুনিবচঃপরিবোধনেন
　　জাতোত্তমে মনসি চন্দ্র ইব প্রকাশঃ ॥ ২১ ॥

ঈদৃশ্যাং দৃশ্যমানায়াং দৃশি দোষদশাশতৈঃ ।
কাষ্ঠবদ্দহ্যতে লোকঃ স্বদুর্ভগতয়া তয়া ॥ ২২ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

অহো ! বত মহৎ পুণ্যং শ্রুতং জ্ঞানং মুনের্মুখাৎ ।
যেন গঙ্গাসহস্রেণ স্নাতা ইব বয়ং স্থিতাঃ ॥ ২৩ ॥

রাম উবাচ ।

সম্পদামথ দৃষ্টীনাং শাস্ত্রাণামাপদাং গিরাম্ ।
দেশানামথ দৃষ্টানাং দৃষ্টঃ সীমান্ত উত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

হে ভগবন্ ! ত্বদনুগ্রহং বিনা এতাং দৃষ্টিং জনঃ কথং বেত্তি ? ॥ ২০ ॥

জন্মান্তরেষনন্তজন্মস্বপচিতদুর্ব্বাসনাপ্রযুক্তসংশয়ানাং নাশনেন তথা জন্মান্তরোপচিতানাং পুণ্যশতানামুদয়ো বোধফলোন্মুখতা যেন তথাবিধেন মুনিবচঃকৃতেন প্রতিবোধনেন জাতো বিচারোত্তমো যস্মিংস্তথাবিধে মে মনসি অদ্য চন্দ্র ইব পরমাহ্লাদকারী পরমাত্মপ্রকাশো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ঈদৃশ্যাং নিরতিশয়ানন্দপ্রকাশরূপায়ামাত্মদৃশি ভবাদৃশমহানুভাবোপদেশান্নিত্যাপরোক্ষতয়া দৃশ্যমানায়ামপ্যয়ং লোকো জনস্তয়া প্রসিদ্ধয়া স্বদুর্ভগতয়া দৌর্ভাগ্যবশেন মহৎসেবাশুশ্রূষাদিহীনঃ সন্ রাগদ্বেষাহঙ্কারজন্মমরণাদিদোষদশাশতৈঃ কাষ্ঠবদ্দিবানিশং দহ্যতে তদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বতেতি হর্ষে, সাম নো বতেতিবৎ ॥ ২৩ ॥

সম্পদামুৎকর্ষে সীমান্ত আত্মা, নিরতিশয়ানন্দরূপত্বাৎ। দৃষ্টীনাং সীমান্ত আত্মদৃষ্টিঃ, একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ। শাস্ত্রাণাং সীমান্তোঽধ্যাত্মশাস্ত্রং, চরমপ্রমাণত্বাৎ।

নারদ উবাচ ।

যন্ন শ্রুতং ব্রহ্মলোকে স্বর্গে ভূমিতলে তথা ।
কর্ণৌ তজ্জ্ঞানমাকর্ণ্য যাতৌ মেঽস্থ পবিত্রতাম্ ॥ ২৫ ॥

লক্ষ্মণ উবাচ ।

হার্দ্দং বাহ্যঞ্চ তিমিরমপমৃষ্টবতা ত্বয়া ।
মুনে ! পরমভানুত্বং নূনং নঃ সম্প্রদর্শিতম্ ॥ ২৬ ॥

শত্রুঘ্ন উবাচ ।

নির্বৃতোঽস্মি প্রশান্তোঽস্মি প্রাপ্তোঽস্মি পরমং পদম্ ।
চিন্ময় পরিপূর্ণোঽস্মি সুখমাসে চ কেবলম্ ॥ ২৭ ॥

দশরথ উবাচ ।

বহুজন্মোপলব্ধেন পুণ্যেনায়ং মুনীশ্বরঃ ।
ধীরঃ কথিতবান্ নস্তদ্ যেন পাবনতাং গতাঃ ॥ ২৮ ॥

বাল্মীকিরুবাচ ।

ইতি তেষু বদৎস্বত্র সভ্যেষু সহ ভূভৃতা ।
বশিষ্ঠঃ স উবাচেদং জ্ঞানপাবনয়া গিরা ॥ ২৯ ॥
রাজন্ ! রঘুকুলৈকেন্দো ! যদহং বচ্মি তং কুরু ।
ইতিহাসকথাঽন্তে হি পূজনীয়া দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পশুপুত্রধনাদিনাশলক্ষণানামাপদাং সর্ব্বসংসারনাশঃ সীমান্তো যদুত্তরম নাশো নাস্তি । কাব্যরসালঙ্কারাদিশালিনীনাং গিরাং বশিষ্ঠোক্তিঃ সীমা দৃষ্টানাং সুখবিশ্রান্তিহেতূনাং প্রাসাদারামগিরিনদীপুলিনাদিদেশানাং পরমাত্ম পরমবিশ্রান্তিহেতুত্বাৎ সীমান্তো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ । সর্ব্বত্র পরমাত্মৈব বা পরমস ইত্যর্থঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

পরমং প্রসিদ্ধভাবপেক্ষয়া উৎকৃষ্টং ভানুত্বম্ ॥ ২৬-২৭ ॥

নঃ অস্মভ্যং তৎ পরমপাবনং বস্তু শাস্ত্রং বা কথিতবান্, যেন পাব গতাঃ, বয়মিতি শেষঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

ইদানীং শ্রীবশিষ্ঠো "মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি শাস্ত্রাণি ও বীরপুরুষকাণ্যায়ুষ্মৎপুরুষকাণি চ ভবন্তি . অধ্যেতারশ্চ মঙ্গলযুক্তা যথা স্যুঃ"

তদদ্য ব্রাহ্মণৌঘাংস্ত্বং সর্ব্বকামৈঃ প্রপূরয় ।
বেদার্থসমনুষ্ঠান-ফলং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৩১ ॥
মোক্ষোপায়কথাবস্তু-সমাপ্তৌ দ্বিজপূজনম্ ।
শক্তিতঃ কীটকেনাপি কার্য্যং কিমু মহীভৃতা ? ॥ ৩২ ॥
ইতি মৌনং বচঃ শ্রুত্বা সহস্রাণি নৃপো দশ ।
দূতৈরাকারয়ামাস দ্বিজানাং বেদবাদিনাম্ ॥ ৩৩ ॥
মথুরায়াং সুরাষ্ট্রেষু গৌড়েষু চ বসন্তি যে ।
তেভ্যঃ কুলেভ্যঃ সোঽভ্যর্চ্চ্য সমানীয় দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥
অধিকাত্যধিকজ্ঞান-প্রকৃতদ্বিজভোজনঃ ।
তদা দশসহস্রাণি ভোজয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩৫ ॥
যথাঽভিমতভোজ্যান্ন-দানদক্ষিণয়া তয়া ।
এবং সম্পূজ্য তান্ বিপ্রান পিতৄন্ দেবান্ নৃপাংস্তথা ॥ ৩৬ ॥
পৌরামাত্যাংস্তথা ভৃত্যান্ দীনান্ধকৃপণাংশ্চ তান্ ।
তস্মিন্ দশরথো রাজা দিনে সহ সুহৃজ্জনৈঃ ॥ ৩৭ ॥

মহাভাষ্যে ভগবৎপতঞ্জলিনোদাহৃতাং শ্রুতিমনুস্মৃত্য নির্ব্বিঘ্নং সমাপ্তস্য মহতঃ শাস্ত্রোক্তফলসিদ্ধয়ে ব্রাহ্মণ-দেব-পিতৃসুজন-পূজোৎসবাদিমঙ্গলস্যৌচিত্যজ্ঞাপনমুখেনা-জ্ঞাপয়তি—রাজন্নিত্যাদিনা। পূজনীয়া ইতি বিধ্যৌচিত্যয়োঃ কৃত্যঃ ॥ ৩০ ॥

বেদার্থঃ প্রকৃতে শ্রবণবিধ্যর্থস্তস্য সম্যগনুষ্ঠানং সাঙ্গতয়া নিষ্পাদনম্ ; শ্রবণবিধেঃ কাম্যবিধিতয়া সাঙ্গানুষ্ঠানাদেব ফলসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

কীটকেন কীটকবদনাদরার্হেণ দরিদ্রেণাঽপি কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

মুনিনা প্রোক্তং মৌনং বচঃ। গুর্ব্বাজ্ঞায়াঃ শিরসা ধারণীয়ত্বান্মৌনং নিরুত্তরং যথা স্যাত্তথা শ্রুত্বেতি বা ॥ ৩৩ ॥

কুলেভ্যঃ কুলশ্রেষ্ঠেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ সমুদিতেভ্যশ্চ ॥ ৩৪ ॥

অধিকেভ্যোঽপ্যত্যধিকং জ্ঞানং যেষাং তৎপ্রকৃতং তানুপক্রম্য প্রবৃত্তং দ্বিজ ভোজনং যেন ॥ ৩৫ ॥

পিতৄন্ শ্রাদ্ধাদিনা, দেবান্মাল্যমোদকোপহারাদিনা ইষ্ট্যাদিনা চ, নৃপান্ যানরত্নাদিনা ॥ ৩৬ ॥

সুহৃজ্জনৈঃ সহ উৎসবং চকারেত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

লব্ধসংস্থিতিসীমান্তশ্চকারোৎসবমুত্তমম্ ।
তথা নৃপগৃহে তস্মিন্ কৌশেয়মণিকাঞ্চনে ॥ ৩৮ ॥
ভূষিতে নগরে চৈব গীর্ব্বাণনগসুন্দরে ।
ননৃতুর্মত্তকামিন্যো বিলাসিন্যো গৃহে গৃহে ॥ ৩৯ ॥
লসদ্বংশলতাকাংস্য-বীণামুরজমর্দ্দলম্ ।
তাণ্ডবেনোদ্ধতারাবমন্যোঽন্যেতরশেখরাঃ ॥ ৪০ ॥
ক্ষুব্ধীকৃতাপণকর-ভ্রান্তিপল্লবিতাম্বরাঃ ।
মুগ্ধাট্টহাসবিক্ষিপ্ত-দন্তেন্দুকিরণচ্ছটাঃ ॥ ৪১ ॥
মদাকলিতহুঙ্কারা লীলাসু তরলস্বরাঃ ।
একপাদতলাঘাত-হেলাহতধরাতলাঃ ॥ ৪২ ॥
স্রগ্দামতারবিগলৎ-কুসুমাসারপাণ্ডুরাঃ ।
ধারাপাতিতবিচ্ছিন্ন-হারমুক্তাস্খলৎপদাঃ ॥ ৪৩ ॥
লোলাভরণসাকারং কামং ননৃতুরঙ্গনাঃ ।
পেঠুঃ স্ফুটপদং বিপ্রা বন্দিনোঽপ্যঙ্গনাশ্চ তাঃ ॥ ৪৪ ॥

লব্ধঃ সংস্থিতিসীমান্তো যেন । অত্রাঽপি সুহৃজ্জনৈরিতি যোজনীয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

গীর্ব্বাণনগো মেরুঃ কল্পদ্রুমশ্চ তদ্বৎ সুন্দরে ॥ ৩৯ ॥

বংশলতাঽত্র মুরলী । ক্রিয়াবিশেষণে । তা নর্ত্তকীর্ব্বর্ণয়তি—অন্যোঽন্যেত্যাদিনা । অন্যোঽন্যেতরং পরস্পরবিলক্ষণং যথা স্যাত্তথা চিকুরবন্ধনালঙ্কারভেদাদিনা রচিতাঃ শেখরা যাসাম্ ॥ ৪০ ॥

ক্ষুব্ধীকৃতানামিতস্ততশ্চালিতানামাপণানাং বিবিধাভিনয়ব্যবহারবতাং করাণাং ভ্রান্তিভিঃ পরিতঃ পল্লবিতমিবাম্বরমাকাশং বস্ত্রং চ যাসাম্ । হাস্যরসাভিনয়ে মুগ্ধৈরট্টহাসৈর্বিক্ষিপ্তাঃ পরিতঃ প্রক্ষিপ্তা দন্তেন্দুকিরণচ্ছটা যাভিঃ ॥ ৪১ ॥

বীররসাভিনয়ে মদাকলিতহুঙ্কারাঃ । করুণাদ্ভুতাদিরসাভিনয়লীলাসু তরলস্বরাঃ । শৃঙ্গারমানাভিনয়ে একপাদতলাঘাতেন হেলয়া হতং তাড়িতং ধরাতলং যাভিস্তাঃ ॥ ৪২ ॥

শৃঙ্গারকোপাভিনয়ে স্রগ্দামবিধূননেন তারৈর্নক্ষত্রৈরিব বিগলদ্ভিঃ কুসুমাসারৈঃ পাণ্ডুরা জলধারা ইব পাতিতা যে বিচ্ছিন্না হারমুক্তাস্তেষু দৈবাৎ পদন্যাসৈঃ স্খলৎপদাঃ । লোলৈরাভরণৈঃ সাকারং কামং দর্শয়ন্ত্যঃ, ইবেতি শেষঃ । সাকারং

পপুরুত্তাণ্ডবং পানং পানপা মদশালিনঃ।
ভোজ্যং বুভুজিরে চিত্রং ভূষিতা ভোজনার্থিনঃ ॥ ৪৫ ॥
সুধাদিপরিলেপেন রঞ্জিতা গৃহভিত্তয়ঃ।
রেজূ রামেন্দুভানেন পুষ্পধূপবিলেপনৈঃ ॥ ৪৬ ॥
বাসাংসি বসিতাশ্চিত্রাণ্যুত্তমস্রগ্বিভূষণাঃ।
চেরুঃ পরিচরাশ্চেট্যশ্চারুগন্ধা নৃপাধ্বরে ॥ ৪৭ ॥
দেহযষ্টিষু সংযোজ্য বনিতা যক্ষকর্দ্দমম্।
জগ্মুস্তাণ্ডবনর্ত্তক্যঃ শৃঙ্গারাত্মাঙ্গনান্তরম্ ॥ ৪৮ ॥
ভববহুলনিশাবসানহর্ষা-
দিতি ঘনমুৎসবমেব সপ্তরাত্রম্।
দশরথনৃপতিঃ সদানভোগ-
শ্রিয়মকরোৎ পদমক্ষয়ং সমেতঃ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তরার্দ্ধে মহোৎসববর্ণনং নাম চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১৪ ॥

কৃত্রিমকারসহিতং যথা স্যাত্তথা কামং যথেচ্ছং ননৃতুরিতি বা। পেঠুর্যথাক্রমং বেদস্তবগীতানি ॥ ৪৩-৪৪ ॥

তেষু পানপা অবিপ্রাঃ পানং মধ্বাসবং পপুঃ। বিপ্রাদয়স্তু ভোজনার্থিনো ভোজ্যং ভোজনার্হং চিত্রং নানাভক্ষ্যাদিবৈচিত্র্যযুক্তং চতুর্বিধমন্নং বুভুজিরে ॥ ৪৫ ॥

রামলক্ষণস্তেন্দোর্ভানেন দেহপ্রভাচন্দ্রিকয়া পুষ্পধূপবিলেপনৈশ্চ রেজুঃ ॥ ৪৬ ॥

নৃপস্য অধ্বরে উৎসবযজ্ঞে ॥ ৪৭ ॥

কর্পূরাগুরুকস্তূরীকক্কোলৈঃ সমং ঘৃষ্টং চন্দনং যক্ষকর্দমস্তং দেহযষ্টিষু সংযোজ্য বিলিপ্য তাণ্ডবনর্ত্তক্যো বনিতাঃ শৃঙ্গারাত্মকং অলঙ্কৃতমঙ্গনান্তরং রাজসভাঙ্গনমধ্যং জগ্মুঃ ॥ ৪৮ ॥

দশরথনৃপতিঃ অক্ষয়ং ব্রহ্মপদং প্রপন্নঃ সন্ ভবঃ সংসারস্তল্লক্ষণা যা বহুলনিশা কৃষ্ণপক্ষরাত্রিস্তস্যা অবসানং বোধসূর্য্যোদয়েন নাশস্তৎপ্রযুক্তাৎ হর্ষাৎ সপ্তরাত্রং ইতি বর্ণিতপ্রকারং সদানভোগশ্রিয়ং দানভোগশোভাসহিতং ঘনমুপচিত-মুৎসবমেবাকরোৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

ভরদ্বাজ! মহাবুদ্ধে! মম শিষ্যাধিনায়ক!।
ইতি রামাদয়ো জ্ঞাত-জ্ঞেয়া নিঃশোকতাং গতাঃ॥ ১॥
এতামেব দৃশং কান্তামবষ্টভ্য যথাসুখম্।
নীরাগস্তিষ্ঠ নিঃশঙ্কো জীবন্মুক্তঃ প্রশান্তধীঃ॥ ২॥
ধীরনভ্যস্তসঙ্গা হি রামাদীনামিবানঘ!।
ঘনমোহনিমগ্নাঽপি বিমূঢ়াঽপি ন মুহ্যতি॥ ৩॥
এবমেতে মহাসত্ত্বা জীবন্মুক্তপদং গতাঃ।
রাজপুত্রা রাঘবাদ্যা রাজা-দশরথাদয়ঃ॥ ৪॥
ত্বঞ্চ পুত্র! ভরদ্বাজ! স্বয়মেবাসি মুক্তধীঃ।
সত্যং মুক্ততরোঽস্যস্য শ্রুত্বেমাং মোক্ষসংহিতাম্॥ ৫॥
মোক্ষোপায়ানিমান্ পুণ্যান্ প্রত্যক্ষানুভবার্থদান্।
বালোঽপ্যাকর্ণ্য তজ্জ্ঞত্বং যাতি কা ত্বাদৃশে কথা?॥ ৬॥

রামাদিবৎ প্রবুদ্ধস্ত্বং জীবন্মুক্তঃ সুখী বস।
ইতি বাল্মীকিনা শিষ্যো ভরদ্বাজোঽত্র শিষ্যতে॥

ইতি অনয়া বর্ণিতয়া রীত্যা রামাদয়ো নিঃশোকতাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ॥ ১॥

ত্বমপি এতামেব পূর্ণব্রহ্মাত্মদৃশমবষ্টভ্য দৃঢ়মাশ্রিত্য তিষ্ঠ॥ ২॥

ইদং চ মদুপদিষ্টং জ্ঞানং দুঃসঙ্গেন ভোগাসঙ্গাভ্যাসেন চ যথা ন নশ্যতি তথা রক্ষেত্যাশয়েনাহ—ধীরিতি॥ ৩॥

দশরথাদয়ো রাজানঃ। সুপাং সুলুগিতি জসশ্ছান্দসো ডাদেশঃ॥ ৪॥

স্বয়ং স্ববিচারেণৈব রামবৎ পূর্ব্বং মুক্তধীরসি। অস্য তু ইমাং মোক্ষসংহিতাং শ্রুত্বা মুক্ততরোঽসি, সম্ভাবিতসর্ব্বশঙ্কাপঙ্কক্ষালনাদিতি ভাবঃ॥ ৫॥

দৃষ্টপরমপুরুষার্থফলত্বাদস্য শাস্ত্রস্য সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যোঽভ্যর্হিততমত্বং মন্দাধিকারিষ্বপ্যভ্যাসে ফলোপধানসমর্থত্বং চ দর্শয়তি—মোক্ষোপায়ানিতি। ত্বাদৃশে মুখ্যাধিকারিণি ফলোপধানে কা কথা?॥ ৬॥

যথা পদং পুণ্যমনুপ্রয়াতা মহানুভাবা রঘবো বিশোকাঃ।
বশিষ্ঠবাক্যপ্রসরেণ সাধো ! গন্তব্যমাদ্যং পদমেবমেব ॥ ৭ ॥

সতাং নয়েনোত্তমসেবয়া চ
প্রশ্নেন চোদারকথাগতেন।
বিন্দন্তি বেদ্যং সুধিয়োঽপ্রমত্তা
বশিষ্ঠসঙ্গাদিব রাঘবাদ্যাঃ ॥ ৮ ॥

তৃষ্ণাবরত্রাদৃঢ়বন্ধবদ্ধা
যে গ্রন্থয়োঽজ্ঞস্য হৃদি প্ররূঢ়াঃ।
সর্ব্বে হি তে মোক্ষকথাবিচারাৎ
বালা হ্যবালা ইব যান্ত্যভেদম্ ॥ ৯ ॥

হে সাধো ! যথা বশিষ্ঠবাক্যানাং হৃদি প্রসরেণ সর্ব্বসংশয়সহিতাজ্ঞাননাশান্মহানুভাবা রঘবো রামাদয়ঃ পুণ্যং জীবন্মুক্তপদমনুপ্রয়াতাঃ সন্তো বিশোকাঃ সম্পন্নাঃ, এবমেব ত্বয়াঽপ্যাদ্যং নিত্যসিদ্ধব্রহ্মভাবলক্ষণং জীবন্মুক্তপদং গন্তব্যং বিশোকেন চ ভাব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তৎপ্রাপ্তাবন্যেষামপি সৎসঙ্গসেবাপ্রশ্নাদিরেবোপায় ইত্যাহ—সতামিতি। নয়েন শিক্ষণেন উত্তময়া লোভালস্যনিদ্রাদিত্যাগসহিতয়া সপ্রেমনিরন্তরসেবয়া। উদারাভির্বোধোপায়ভূতাভিঃ কথাভিরাখ্যায়িকাভিঃ সঙ্গতেন তদুপদেশেন সুধিয়োঽধিকারিণো বেদ্যমাত্মতত্ত্বং বিন্দন্তি লভন্তে, অপ্রমত্তাস্তদেকাসক্তাশ্চেৎ; যথা বশিষ্ঠসঙ্গাদ্রাঘবাদ্যা অবিদংস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তৃষ্ণালক্ষণায়া বরত্রায়াশ্চর্মরজ্জ্বা দৃঢ়বন্ধৈর্বদ্ধা অজ্ঞস্য হৃদি প্ররূঢ়া যে দেহেন্দ্রিয়াদিতাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাসরূপা গ্রন্থয়ঃ, যে চ গৃহপুত্রদারাদিষু মমতাঽভিনিবেশলক্ষণাঃ সর্ব্বভূতেষ্বৈকাত্ম্যানুভবৈকরস্যাভাবাদ্রাগদ্বেষাদিহেতবো গ্রন্থয়স্তে সর্ব্বে হি অস্মান্মোক্ষকথাবিচারাৎ যথা বালাঃ স্ত্রিয়ঃ পূর্ব্বং বাল্যাৎ ক্রীড়াদ্যভিনিবেশাদ্রসানভিজ্ঞত্বাচ্চ ভর্তৃষু বৈরস্যযুক্তা অপি কালেন অবালাঃ প্রৌঢ়াঃ সত্যো ভর্তৃভিরভেদমৈকরস্যং যান্তি, তদ্বৎ সর্ব্বভূতেষ্বভেদমৈকরস্য যান্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মোক্ষাভ্যুপায়ান্ সুমহানুভাবান্
জ্ঞাস্যন্তি যে তত্ত্ববিদাং বরিষ্ঠাঃ।
পুনঃ সমেষ্যন্তি ন সংসৃতিং তে
কোঽর্থঃ সুতান্যেন বহূদিতেন ? ॥ ১০ ॥

বহুশ্রুতা যে প্রবিচার্য্য সম্যক্
প্রবোধিতার্থে কথয়া জনায়।
স্বতো বদিষ্যন্তি পুনঃ শিশুত্বং
ন তে প্রয়াস্যন্তি কিমন্যবাক্যৈঃ ? ॥ ১১ ॥

যে বাচয়িষ্যন্ত্যনপেক্ষিতার্থা
যে লেখয়িষ্যন্তি চ পুস্তকং বা।
যে কারয়িষ্যন্ত্যপি বাচকং বা
ব্যাখ্যাতৃযুক্তং শুভমার্য্যদেশে ॥ ১২ ॥

হে সুত ! পুত্রবদনুকম্প্য ভরদ্বাজ ! মন্দাধিকারিণামপি শ্রবণাভ্যাসে অজ্ঞাননিবর্হণসমর্থত্বাৎ সুমহানুভাবানিমান্মোক্ষাভ্যুপায়ান্ গুরুপূর্ব্বশ্রবণেন যে জ্ঞাস্যন্তি, তে তত্ত্ববিদাং বরিষ্ঠাঃ সন্তঃ পুনঃ সংসৃতিং ন সমেষ্যন্তি। ইয়ং মম সংক্ষিপ্তপরমরহস্যোক্তিঃ, অন্যেন বহুনা উদিতেন উক্তেন কোঽর্থঃ? কিং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ইদানীং বক্তৄণামপি গুরুমুখাদ্বিচার্য্যৈব সম্প্রদায়তোঽর্থং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা অন্যেভ্যঃ শ্রাবয়তামেব বোধফলাবাপ্তির্নান্যেষামিতি নিয়মং সূচয়ন্নাহ—বহুশ্রুতা যে ইতি। অমুং গ্রন্থং যে সন্তো বহুশ্রুতানাং গুরূণামগ্রে স্বয়ং সম্যক্প্রবিচার্য্য তৎসংবাদকথয়া গ্রন্থে সম্যক্প্রবোধিতার্থে সতি পুনঃ পশ্চাৎ স্বয়মপি শুশ্রূষবে জনায় সম্প্রদায়তো বদিষ্যন্তি, তে শিশুত্বং মৌর্খ্যং পুনর্জন্ম বা ন প্রয়াস্যন্তি, অবশ্যং তত্ত্বজ্ঞানফলং প্রাপ্স্যন্তীত্যর্থঃ। অন্যৈঃ সম্প্রদায়তোঽনধিগতৈর্বাক্যৈঃ শ্রুতৈঃ শ্রাবিতৈর্ব্বা কিম্? কিং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ইদানীমর্থাবগমং বিনাঽপি গ্রন্থপারায়ণস্য পুস্তকলেখনস্য বাচকবৃত্তিকল্পনেন ব্যাখ্যাপনস্য চ ফলমাহ—যে বাচয়িষ্যন্তীতি দ্বাভ্যাম্। অনপেক্ষিতার্থাঃ ব্যুৎপত্ত্যভাবাদর্থাপেক্ষারহিতা অপি পারায়ণদক্ষিণাদ্রব্যানপেক্ষা নির্লোভাশ্চ যে

তে রাজসূয়স্য ফলেন যুক্তা
　　মুহুর্মুহুঃ স্বর্গমুদারসত্ত্বাঃ।
মোক্ষং প্রয়াস্যন্তি তৃতীয়জন্ম-
　　লাভেন লক্ষ্মীমিব পুণ্যবন্তঃ ॥ ১৩ ॥

ইমাং পুরা মোক্ষময়ীং বিচার্য্য
　　সুসংহিতাং সদ্বচনাদ্বিরিঞ্চঃ।
প্রযুক্তবানেতদচিন্ত্যরূপো
　　ভবন্ত্বসত্যাশ্চ ন তস্য বাচঃ ॥ ১৪ ॥

মোক্ষাভ্যুপায়াখ্যকথাপ্রবন্ধে
　　যাতে সমাপ্তিং সুধিয়া প্রযত্নাৎ।
সুবেশ্ম দত্ত্বাঽভিমতান্নপান-
　　দানেন বিপ্রাঃ পরিপূজনীয়াঃ ॥ ১৫ ॥

পুস্তকং বা লেখয়িষ্যন্তি, যে বৃত্তিকল্পনেন ব্যাখ্যাতৃপুরুষযুক্তং কেবলং বাচকং বা কারয়িষ্যন্তি, তে সকামাশ্চেদ্রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলেন যুক্তাঃ সন্তো মুহুর্মুহুঃ স্বর্গং প্রয়াস্যন্তি। উদারসত্ত্বা নিষ্কামাস্তূত্তমজন্ম সদ্গুরুসচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদিকং প্রাপ্য তৃতীয়জন্মলাভেন মোক্ষং প্রয়াস্যন্তি, লক্ষ্মীমিবেত্যুভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ ॥ ১২-১৩ ॥

ঈদৃশমহাফলত্বমস্য গ্রন্থস্য কুতঃ? তত্রাহ—ইমামিতি। ময়া কৃতামিমাং মোক্ষময়ীং সুসংহিতাং পুরা পূর্ব্বকালে অচিন্ত্যরূপো বিরিঞ্চঃ সতাং মুনীনাং সমাজে আমূলাগ্রং স্বয়ং বিচার্য্য এতদ্বাক্যং সর্ব্বান্ প্রযুক্তবান্। কিমেতৎ? সত্যবাচো বাল্মীকের্বশিষ্ঠস্য স্বস্য চ গিরঃ অসত্যা ন ভবন্তীতি। তথাচ পূর্ব্বরামায়ণে মহ্যং স্বস্য বরদানং 'ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি' ইতি সূচনার্থশ্চকারঃ ॥ ১৪ ॥

এতচ্ছাস্ত্রসমাপ্তৌ গৃহান্নধনাদিদানং বিপ্রাদিভ্যোঽবশ্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ—মোক্ষেতি। বিপ্রা বাচকাদ্যাঃ। উপলক্ষণমেতন্মিত্রভৃত্যাদীনাঞ্চকৃপণানামপি ॥ ১৫ ॥

দেয়ঞ্চ তেভ্যঃ খলু দক্ষিণাদি
চিত্তেপ্সিতং স্বস্য ধনস্য শক্ত্যা।
মত্বাঽনুরূপং কৃতমেব সঙ্গ-
পুণ্যং যথাশাস্ত্রমুপৈত্যসৌ তৎ ॥ ১৬ ॥

এতৎ তে কথিতং কথাক্রমশতৈর্বোধায় বুদ্ধের্বৃহ-
চ্ছাস্ত্রং বৃংহিতব্রহ্মতত্ত্বমমলং দৃষ্টান্তযুক্ত্যাঽঙ্কিতম্।
শ্রুত্বৈতচ্চিরনির্বৃতিং ভজ ভৃশং জীবন্বিমুক্তাশয়ো
লক্ষ্মীং জ্ঞানতপঃক্রিয়াক্রমযুতাং ভুক্ত্বাঽক্ষয়ামক্ষয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণ প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে গ্রন্থপ্রশংসারচনাদিবিধির্নাম পঞ্চদশাধিকশদ্বিততমঃ সর্গঃ ॥ ২১৫ ॥

স্বধনস্য মধ্যে তেষাং চিত্তেপ্সিতা দক্ষিণা যথাশক্ত্যা দেয়া। অসৌ কর্ত্তা তৎস্বকৃতমেব অবশ্যং সম্পন্ন ইতি সঙ্গং পুণ্যং ফলাত্মনা যথাশাস্ত্রমুপৈত্যেবেতি মত্বা বিচিন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

হে ভরদ্বাজ! তে তব বুদ্ধের্বোধায় কথাক্রমশতৈর্বৃংহিতং ব্রহ্মতত্ত্বং দৃষ্টান্তযুক্ত্যা অঙ্কিতমেতচ্ছাস্ত্রং ময়া কথিতম্। এতচ্ছ্রুত্বা জীবন্নেব বিমুক্তাশয়ঃ সন্ লোকানুগ্রহায় জ্ঞানতপঃক্রিয়াফলযুতাং প্রারব্ধভোগসৎকর্ম্মফলভূতাং যোগজ্ঞান-সিদ্ধৈশ্বর্য্যলক্ষ্মীমক্ষয়াং চিরস্থায়িনীং ভুক্ত্বা সদেহো বিদেহশ্চ চিরনির্বৃতিং নিত্য-নিরতিশয়ানন্দরূপাং মুক্তিং ভৃশং ভজেত্যাশীরন্তে মঙ্গলার্থা ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-তাৎপর্য্যপ্রকাশে নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

এতৎ তে কথিতং রাজন্! কুম্ভযোনেঃ সুভাষিতম্।
অমুনা তত্ত্বমার্গেণ তৎপদং প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্॥ ১॥

রাজোবাচ।

ভগবন্! ভবতো দৃষ্টির্ভববন্ধবিনাশনী।
আলোকিতো যয়া চাহমুত্তীর্ণোঽস্মি ভবাম্বুধেঃ॥ ২॥

দেবদূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাঽসৌ ততো রাজা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
উবাচ বচনং মাং তু মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ৩॥

রাজোবাচ।

দেবদূত! নমস্তুভ্যং কুশলঞ্চাস্তু তে বিভো!।
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রমিত্যুক্তং তৎ ত্বয়া কৃতম্॥ ৪॥
ইদানীং গচ্ছ ভদ্রং তে দেবরাজনিবেশনম্।
অনেন শ্রবণেনাহং নির্বৃতো মুদিতোঽপি চ॥ ৫॥

অরিষ্টনেমিসুরুচি-কারুণ্যাদিকৃতার্থতা।
বর্ণ্যতেঽত্র গুরুভ্যশ্চ শিষ্যৈরাত্মনিবেদনম্॥

কুম্ভযোনের্বশিষ্ঠস্যাগস্ত্যস্য চ রামাদীন্ সুতীক্ষ্ণং প্রতি চ সুভাষিতম্। অমুনা এতদ্গ্রন্থরূপেণ॥ ১॥

রাজা অরিষ্টনেমিরুবাচ বাল্মীকিং প্রতি। দৃষ্টিঃ কৃপাকটাক্ষঃ॥ ২-৩॥

মৈত্রং মিত্রভাবঃ সপ্তভিঃ পদৈরনুগতৈর্লভ্যত ইতি সাপ্তপদম্। শৈষিকোঽণ্। ইতি যৎ সদ্ভিরুক্তং তৎ ত্বয়া সত্যং কৃতমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

সর্ব্বতাপোপশমেন নির্বৃতো নিরতিশয়ানন্দলাভেন মুদিতঃ॥ ৫॥

শ্রুতার্থং চিন্তয়ন্নত্র স্বাস্থ্যামি বিগতজ্বরঃ।
ইত্যুক্তোঽহং ততো ভদ্রে! পরং বিস্ময়মাগতঃ॥ ৬॥
ন শ্রুতং পূর্ব্বমেবৈতজ্‌জ্ঞানসারং শ্রুতং ময়া।
তেনৈব মুদিতশ্চান্তঃ পীতামৃত ইবাধুনা॥ ৭॥
ততো বাল্মীকিমাপৃচ্ছ্য আগতোঽস্মি ত্বদন্তিকে।
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং ত্বয়া পৃষ্টং মমানঘে!।
ইতঃ পরং গমিষ্যামি শক্রস্য সদনং প্রতি॥ ৮॥

অপ্সরা উবাচ।

নমোঽস্তু তে মহাভাগ! দেবদূত! ত্বয়া মম।
শ্রাবিতাদর্থবিজ্ঞানাৎ পরাং নির্বৃতিমাগতা॥ ৯॥
কৃতার্থা বীতশোকাঽস্মি স্বাস্থ্যামি বিগতজ্বরা।
ইদানীং গচ্ছ ভদ্রং তে যথেচ্ছং শক্রসন্নিধৌ॥ ১০॥

অগ্নিবেশ্য উবাচ।

ততঃ সা স্বরুচিঃ শ্রেষ্ঠা তমেবার্থমচিন্তয়ৎ।
স্থিতা সা হিমবৎপৃষ্ঠে সমীপে গন্ধমাদনে॥ ১১॥
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পুত্র! বশিষ্ঠস্যোপদেশনম্?।
তৎ সর্ব্বমবধার্য্যাথ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ১২॥

ইতি রাজ্ঞা অহমুক্তঃ সংস্তবিনয়াদিগুণসম্পদা পরং বিস্ময়মাগতঃ॥ ৬॥

স্বস্যাপি সৎসঙ্গবশেন শ্রবণলাভাৎ কৃতার্থতা জাতেত্যাহ—ন শ্রুতমিতি পূর্ব্বং কদাঽপি ন শ্রুতমপূর্ব্বমেবৈতজ্‌জ্ঞানসারং সৎসঙ্গান্ময়া শ্রুতম্॥ ৭॥

ত্বদন্তিকে ত্বামুপদেষ্টুমিত্যর্থঃ। অনঘে ইতি সম্বোধনেন নিষ্পাপত্বাদধিকারসম্পত্তিং ত্বয়ি দৃষ্ট্বা এতৎ সর্ব্বং তে তুভ্যমাখ্যাতমিতি সূচিতম্॥ ৮॥

পরাং নির্বৃতিং সুখবিশ্রান্তিমাগতা, অহমিতি শেষঃ॥ ৯-১০॥

তদুপদিষ্টং ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণমেবার্থম্॥ ১১॥

তৎ সর্ব্বমিতি। 'মোক্ষস্য কারণং কর্ম্ম জ্ঞানং বা মোক্ষসাধনম্' ইতি ত্বদীয়সন্দেহস্য তদবধারণে মূলাপগমাদেবোচ্ছেদসিদ্ধেরিতি ভাবঃ॥ ১২॥

কারুণ্য উবাচ।

স্মৃতির্বাগ্‌দৃষ্টিসত্তা চ স্বপ্নে বন্ধ্যাসুতেঽজলে।
মরীচিকা যথা তদ্বজ্‌জ্ঞানাৎ সাংসারিকী স্থিতিঃ ॥ ১৩ ॥
মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
যথাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্ম্মণি ক আগ্রহঃ? ॥ ১৪ ॥

অগস্তিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা নাম কারুণ্য! অগ্নিবেশ্যসুতঃ কৃতী।
প্রাপ্তকর্ম্মা যথান্যায়ং কালে কালে হ্যুপাহরৎ ॥ ১৫ ॥
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ সুতীক্ষ্ণ! জ্ঞানকর্ম্মণি।
সংশয়াদ্‌ভ্রশ্যতে স্বার্থাৎ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ॥ ১৬ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্বাক্যমনেকার্থৈক্যবোধনম্।
নমস্কৃত্য গুরুং প্রাহ অন্তিকে বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১৭ ॥

অত এব স্বস্য সমূলসর্ব্বসংশয়বিষয়বাধাদ্বাধিতানুবৃত্তিমাত্রেণ যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তনমেব জীবন্মুক্তস্য পরিশিষ্যত ইতি কারুণ্য উবাচ—স্মৃতিরিত্যাদিনা। অতীতানাগতে অসন্নিকৃষ্টে চ বিষয়ে স্মৃতিঃ পরোক্ষধীর্ব্বাগ্‌ব্যবহারশ্চ বর্ত্তমানবিষয়ে দৃষ্টিসত্তা প্রত্যক্ষং চ মম সাম্প্রতং তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্বপ্নে প্রতীতে বন্ধ্যাসুতবিষয়ে যথা নির্ব্বিষয়াঃ, তথা নির্ব্বিষয়াঃ সম্পন্নাঃ। সর্ব্বাঽপি চ সাংসারিকী স্থিতিঃ অজলে মরুদেশে মরীচিকা যথা তদ্বৎ সম্পন্নেতি ক্বাপি বিষয়ে ন কশ্চিদপি সন্দেহঃ পরিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

রামাদিবদেব যথাপ্রাপ্তেন বর্ণাশ্রমোচিতব্যবহারেণ তিষ্ঠামি স্থাস্যামি। অকর্ম্মণি বলাৎ কর্ম্মত্যাগে ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্তকর্ম্মা বিবাহেন প্রাপ্তকর্ম্মাধিকারঃ সন্ কালে কালে যথোচিতকালে স্নানদানাগ্নিহোত্রাতিথিসপর্য্যাদিকর্ম্ম উপাহরৎ অনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ। নামেতি কিলার্থে ॥ ১৫ ॥

হে সুতীক্ষ্ণ! জ্ঞানকর্ম্মণি জ্ঞানোত্তরং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে কর্ম্ম বন্ধায় ভবিষ্যতীতি সন্দেহো ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ১৬ ॥

অনেকেষাং সন্দেহবিষয়বিরুদ্ধানেককোট্যাত্মকানাং সাংসারিকার্থানাং পারমার্থিকব্রহ্মতত্ত্বাত্মনা সর্ব্ববিরোধত্যাগেনৈক্যবোধনং মুনেরগস্ত্যস্যৈতদ্বাক্যং শ্রুত্বা। অন্তিকে সমীপে ॥ ১৭ ॥

স্তুতীক্ষ্ণ উবাচ।

নষ্টমজ্ঞানতৎকার্য্যং প্রাপ্তং জ্ঞানমনুত্তমম্।
সাক্ষিণি স্ফুরিতাভাসে ধ্রুবে দীপ ইব ক্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥
সতি যস্মিন্ প্রবর্ত্তন্তে চিত্তেহাঃ স্পন্দপূর্ব্বিকাঃ।
কটকাঙ্গদকেয়ূর-নূপুরৈরিব কাঞ্চনম্ ॥ ১৯ ॥
পয়সীব তরঙ্গালী যস্মাৎ স্ফুরতি দৃশ্যভুঃ।
তদেবেদং জগৎ সর্ব্বং পূর্ণে পূর্ণং ব্যবস্থিতম্ ॥ ২০ ॥
যথা প্রাপ্তোহনুবর্ত্তামি কো লঙ্ঘয়তি সদ্বচঃ ?।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন জ্ঞাতজ্ঞেয়োহস্মি সংস্থিতঃ ॥ ২১ ॥
কৃতার্থোহহং নমস্তেহস্তু দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি।
গুরোরুত্তীর্ণতা কেন শিষ্যাণামস্তি কর্ম্মণা ? ॥ ২২ ॥
কায়বাঙ্মনসা তস্মাচ্ছিষ্যৈরাত্মনিবেদনম্।
গুরোরুত্তীর্ণতা সৈব নান্যা কেনাহপি কর্ম্মণা ॥ ২৩ ॥

যস্মিন্ সর্ব্বসাক্ষিণি পরমাত্মনি স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাদেব নিত্যস্ফুরিতাভাসে ধ্রুবে নিষ্ক্রিয়ে স্থিতে সতি নাট্যশালায়াং দীপে স্থিতে সতি তৎপ্রকাশমুপজীব্য নটনর্ত্তকাদীনাং ক্রিয়া ইব সর্ব্বাঃ স্পন্দপূর্ব্বিকাশ্চিত্তেহা লৌকিকবৈদিকক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে। যস্মাচ্চ কটকাদিভেদৈঃ কাঞ্চনমিব পয়সি তরঙ্গালীব দৃশ্যভূঃ স্ফুরতি। ইদং জগৎসর্ব্বং তদেব নাণুমাত্রমপি তদন্যক্রিয়াকারকফলাদিপৃথঙ্নিরূপয়িতুং শক্যত ইতি নিশ্চিত্য যথা যস্মিন্নাশ্রমে প্রাপ্তস্তদ্ব্যবহারমনুবর্ত্তামানুবর্ত্তে। ছান্দসঃ পদব্যত্যয়ঃ ॥ ১৮-২১ ॥

ইদানীং শ্রীগুরুকৃতস্য পরমপুরুষার্থপ্রাপকজ্ঞানদানোপকারস্য জগতি প্রত্যুপকারোপায়মপশ্যংস্তচ্চরণয়োর্নমস্কৃত্যাত্মানং যাবজ্জীবং দাস্যায় নিবেদয়তি—কৃতার্থোহহমিত্যাদিনা ॥ ২২ ॥

অন্যেন কেনাহপি কর্ম্মণা গুরোরুপকারাদুত্তীর্ণতা ন ॥ ২৩ ॥

স্বামিংস্তব প্রসাদেন উত্তীর্ণোঽহং ভবা

আপূরিতজগজ্জালং স্থিতোঽস্মি গতস'

যৎ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি

শ্রুত্বা হ্যুদীর্য্যতে সাম্নি তস্মৈ ব্রহ্ম'

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং

দ্বন্দ্বাতীতং গগন

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী

ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মী

নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরার্দ্ধে বালকাণ্ডে

সংহিতায়াং ষোড়শাধিকদ্বিশততমঃ সর্গঃ ॥ ২১৬ ॥

নির্ব্বাণ-প্রকরণে উত্তরভাগঃ সম্পূর্ণঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

হে স্বামিন্! অহং তব প্রসাদেন ভবাম্বুধেরুত্তীর্ণঃ সন্ পূর্ণানন্দভাবেন মাপূরিতজগজ্জালং যথা স্যাত্তথা স্থিতোঽস্মি, নাত্র সংশয় ইত্যর্থঃ॥ ২৪ ॥

অস্য গ্রন্থস্য সর্ব্বোপনিষৎসারার্থোপবৃংহণত্বামুমুক্ষুভিরাদরণীয়তমত্বং সূচয়ন্ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত' ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎপ্রদর্শিত-ফুটতরোপায়সহিতজ্ঞানাধিগতসর্ব্বাত্মকসচ্চিদানন্দাদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বমনুসন্ধায়ান্তে মঙ্গলার্থং মস্যতি—যৎ সর্ব্বমিতি। যদ্‌ব্রহ্ম সাম্নি সামবেদে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি' শ্রুত্যা স্ফুটমধিকারিণাং করতলামলকবদপরোক্ষং যথা ভবতি তথা পরমতাৎপর্য্যেণোদীর্য্যতে, তস্মৈ তদ্ভাবেন পরিশিষ্টায়াত্মনে প্রত্যক্‌চিদানন্দঘনায় মে ইত্যর্থঃ॥ ২৫-২৬ ॥

গজবদনং শুভরদনং সজ্জনভরণং সমস্তগুণসদনম্।
সচ্চিৎসুখসারঘনং সদয়ং হৃদয়ে সদা বন্দে ॥ ১ ॥

নিরজ্জ্যাত্তর্ভক্ত্যাঽমৃতরসবশিষ্ঠোক্তিজলধৌ
সদর্থা উন্নীতা ইহ গুরুকটাক্ষাৎ কতিপয়ে।
বিচিন্বানো হৃত্তর্জলধিজঠরং কো নু কলয়ে-
দিয়ত্তাং রত্নানাং প্রচুরতরযত্নৈরপি কৃতী? ॥ ২ ॥